

কল্পনীরে
মা'আরফুল
মু'নতাব

সপ্তম খন্দ

তফসীরে

মা'আরেফুল কোরআন

সপ্তম খণ্ড

[সূরা লোকমান, সূরা সাজদাহ, সূরা আহযাব, সূরা সাবা, সূরা ফাতির, সূরা ইয়াসীন,
সূরা সাফাত, সূরা সোয়াদ, সূরা যুমার, সূরা মু'মিন, সূরা হা-যীম সিজদাহ, সূরা
শুরা, সূরা যুখরুক, সূরা দুখান, সূরা জাসিয়া, সূরা আহকাফ]

ইয়রত মাওলানা মুফতী মুহাম্মদ শফী (র)

অনুবাদ
মাওলানা মুহিউদ্দীন খান



ইসলামিক ফাউন্ডেশন

ତଫ୍ସିରେ ମା'ଆରେଫ଼ଲ କୋରାନ (ସଞ୍ଚିତ ଅତ୍ୟ)

ହ୍ୟାରେଡ ମାଓଲାନା ପ୍ରକଳ୍ପି ବୃଦ୍ଧାଶ୍ଵନ ଶକ୍ତି (ବ୍ର)

ମାଓଲାନା ପ୍ରହିତିକୀନ ଧାନ ଅନୁଦିତ

ইফা প্রকাশন্ত : ৬৯১/৭

ইফা প্রস্তাবনা : ২৯৭.১২২৭

ISBN : 984-06-0112-1

প্রথম প্রকাশ

ডিসেম্বর ১৯৮৩

अष्टम संस्करण

অক্টোবর ২০১০

କାର୍ତ୍ତିକ ୧୯୧୭

জিল্কদ ১৪৩১

মহাপরিচালক

সামীয় যোহান্স আফজাল

প্রকাশক

ଆବ ହେଲା ମୋଟକା କାମାଳ

ପରିଚାଳକ, ପ୍ରକାଶନ ବିଭାଗ

ইসলামিক ফাউন্ডেশন

আগামুর্গাঁও, শেরেবাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭১

ফোন : ৮১২৪০৬৮

ପ୍ରକୃତ ଶିଳ୍ପୀ

କାଜୀ ଶାମସନ୍ ଆହସନ

ମନ୍ଦିର ଓ ସାଂଧାର

ମୋହନି ପାତ୍ର

ପ୍ରକଳ୍ପ ସାବଧାନ

ইসলামিক ফাউন্ডেশন প্রেস

আগারগাঁও, শেরেবাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭

फोन : ९११२२७१

मूला : ३६५.०० टाका

E-mail : islamicfoundationbd@yahoo.com

Website : www.islamicfoundaton.org.bd

Price : Tk 365.00 ; US Dollar : 10.00

মহাপরিচালকের কথা

মহাঘৃত্ত আল-কুরআন সর্বশ্রেষ্ঠ ও সর্বশেষ নবী হযরত মুহাম্মদ (সা)-এর উপর অবর্তীর্ণ অনন্য মুজিয়াপূর্ণ আসমানি কিতাব। আরবী ভাষায় নাযিলকৃত এই মহাঘৃত্ত অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ। মহান রাবুল আলামীন বিশ্ব ও বিশ্বাতীত তাৎক্ষণ্যের সুবিশাল ভাণ্ডার এ গ্রন্থের মাধ্যমে উপস্থাপন করেছেন। মানুষের ইহকালীন ও পরকালীন জীবনসম্পূর্ণ এমন কোন বিষয় নেই যা পরিত্র কুরআনে উল্লিখিত হয়নি। বতুত বিশুদ্ধতম ঐশ্বী প্রস্তুত আল-কুরআনই সত্য ও সাহিত্যিক পথে চলার জন্য আল্লাহ প্রদত্ত নির্দেশনাগুরু, ইসলামী জীবন-ব্যবস্থার মূল ভিত্তি। পরিপূর্ণ ইসলামী জীবন গঠন করে দুনিয়া ও আধিরাতে মহান আল্লাহ রাবুল আলামীনের পূর্ণ সম্মতি অর্জন করতে হলে পরিত্র কুরআনের দিক-নির্দেশনা ও অঙ্গনীহিত বাণী সম্যকভাবে অনুধাবন এবং সেই মোতাবেক আমল করার কোন বিকল্প নেই।

পরিত্র কুরআনের ভাষা, শব্দচয়ন, বর্ণনাভঙ্গি ও বাক্যবিন্যাস হলো চৌম্বক বৈশিষ্ট্যসম্পন্ন, ইঙ্গিতব্য ও ব্যক্তিগত ব্যক্তিগত। তাই কোন কোন ক্ষেত্রে সাধারণের পক্ষে এর মর্মবাণী ও নির্দেশাবলী অনুধাবন করা সম্ভব হয়ে ওঠে না। এমন কি ইসলামী বিষয়ে অভিজ্ঞ ব্যক্তিরাও কখনও কখনও এর মর্মবাণী সম্যক উপলব্ধি করতে হিমসিম খেয়ে যান। বতুত এই প্রেক্ষাপটেই পরিত্র কুরআনের বিস্তারিত ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ সম্প্রতি তাফসীর শাস্ত্রের উজ্জ্বল ঘটে। তাফসীর শাস্ত্রবিদগণ মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা)-এর পরিত্র হাদীসসমূহকে মূল উপাদান হিসেবে গ্রহণ করে পরিত্র কুরআন ব্যাখ্যায় নিজ নিজ মেধা, প্রজ্ঞা ও বিশ্লেষণ-দক্ষতা প্রয়োগ করেছেন। এভাবে বহু মুফাসিসের পরিত্র কুরআনের শিক্ষাকে বিশ্বব্যাপী সহজবোধ্য করার কাজে অনন্যসাধারণ অবদান রেখে গেছেন। এখনও এই মহত্তী প্রয়াস অব্যাহত রয়েছে।

হযরত মাওলানা মুফতী মুহাম্মদ শফী (র) উপমহাদেশের অন্যতম শীর্ষস্থানীয় আলিম, ইসলামী চিন্তাবিদ, মুফাসিসের কুরআন, লেখক, প্রস্তকার। ইসলাম সম্পর্কে, বিশেষ করে পরিত্র কুরআনের ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণে তাঁর সুগভীর পাণ্ডিত্য উপমহাদেশের সীমা ছাড়িয়ে তাঁকে আন্তর্জাতিক পর্যায়েও খ্যাতিমান করেছে। তাঁর প্রস্তুত মধ্যে 'তফসীরে যা 'আরেফুল কোরআন' একটি অনন্য ও অসাধারণ গ্রন্থ। উর্দু ভাষায় লেখা প্রায় সাড়ে সাত হাজার পৃষ্ঠার বিশ্বনন্দিত এই তফসীর প্রস্তুতি পাঠ করে যাতে বাংলাভাষী পাঠকগণ পরিত্র কুরআন চর্চায় আরো বেশি অনুপ্রাণিত হয় এবং পরিত্র কুরআনের মর্মবাণী ও শিক্ষা অনুধাবন

(চার)

করে নিজেদের জীবনে তা বাস্তবায়ন করতে পারে, এ মহান লক্ষ্য সামনে রেখে ইসলামিক ফাউন্ডেশন ১৯৮০ সাল থেকে এর তরজমার কাজ শুরু করে।

ইসলামিক ফাউন্ডেশনের অনুবাদ প্রকল্পের আওতায় এন্ট্রাইটি তরজমার জন্য দেশের খ্যাতনামা আলিম, ইসলামী চিন্তাবিদ ও লেখক মাওলানা মুহিউদ্দীন খানকে দায়িত্ব দেয়া হয়। তিনি ৮ বৎসরে তাফসীরটির তরজমার কাজ সম্পন্ন করেন। হ্যারত মাওলানা মুফতী মোহাম্মদ শফী (র) বিরচিত এই গ্রন্থটির বঙ্গানুবাদ প্রকাশের পরই ব্যাপক পাঠকগ্রিয়তা লাভ করে। পাঠকচাহিদার প্রেক্ষিতে ইতিমধ্যে এ গ্রন্থের সাতটি সংক্ষরণ প্রকাশিত হয়েছে। বর্তমানে এর অষ্টম সংক্ষরণ প্রকাশ করা হলো। এ গ্রন্থের অনুবাদ-কর্ম থেকে শুরু করে পরিমার্জন ও মুদ্রণের সকল পর্যায়ে যাঁরা সংশ্লিষ্ট রয়েছেন, আল্লাহ তা'আলা তাঁদের উত্তম বিনিময় দান করুন। বাংলাভাষী পাঠকগণ এন্ট্রাইটি পাঠের মাধ্যমে পবিত্র কুরআন চর্চায় আরো বেশি মনোযোগী ও উৎসাহী হবেন বলে আশা করি।

আল্লাহ রাকুন আলমীন আমাদের এ প্রয়াস কবুল করুন। আমীন!

সামীম মোহাম্মদ আফজাল
মহাপরিচালক
ইসলামিক ফাউন্ডেশন

প্রকাশকের কথা

বাংলা ভাষায় অনুদিত ও প্রকাশিত তাফসীর গ্রন্থাবলীর মধ্যে অন্যতম জনপ্রিয় গ্রন্থ হলো ‘তফসীরে মা’আরেকুল কোরআন’। উপমহাদেশের বিদঞ্চ ও শীর্ষস্থানীয় আলিম আল্লামা মুফতী মুহাম্মদ শর্ফী (র) এই তাফসীর রচনা করেন। তিনি এ প্রত্নে পরিত্র কুরআনের সরল তাফসীর এবং তাফসীর বিষয়ক বিভিন্ন বঙ্গব্যকে অত্যন্ত দায়িত্বশীলতা ও নির্ভরযোগ্যতার সাথে ব্যাখ্যা করেন।

মুফতী মুহাম্মদ শর্ফী (র) নিজে মাযহাব চতুর্টয়ের অনুসারীগণের কাছে সীকৃত মুফতী ছিলেন বিধায় তাঁর বঙ্গব্যগুলোতে সকল মাযহাবের নিজস্ব মতামত ও নিজস্ব ব্যাখ্যাগুলো বিশেষভাবে উপস্থাপিত হয়েছে। তাছাড়া তিনি এই প্রত্নের তাফসীর বিষয়ে ইতোপূর্বে রচিত প্রাচীন গ্রন্থাবলীর সার-নির্যাস আলোচনা, কালপরিক্রমায় উপস্থাপিত নতুন নতুন জিজ্ঞাসার জবাব প্রদান, দৈনন্দিন জীবনের প্রয়োজনীয় নতুন মাসআলা-মাসাইলের বর্ণনা, বিশেষত মানুষের জীবনযাত্রার সাথে সংশ্লিষ্ট বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির অগ্রগতি এবং এ অগ্রগতিকে কাজে লাগানোর বিষয়ে পরিত্র কুরআনের বঙ্গব্য অত্যন্ত সুস্পষ্ট ও বিদঞ্চতার সাথে পেশ করেছেন। মূল গ্রন্থটি উর্দু ভাষায় রচিত, গ্রন্থটির অনন্য বৈশিষ্ট্যের কারণে ইসলামিক ফাউন্ডেশন এটি মূল উর্দু থেকে বাংলাভাষায় অনুবাদ করে প্রকাশের ব্যক্তি করে। এটি অনুবাদ করেন বিশিষ্ট আলিমে দীন ও লেখক মাঝলানা মুহিউদ্দীন খান।

গূর্ববর্তী সংস্করণে গ্রন্থটির মুদ্রণে কিছু প্রমাদ ছিল। ইফা প্রেসের প্রিন্টার মাঝলানা মোঃ উসমান গণী (ফারুক) প্রমাদগুলো সংশোধন করেন। এরপরও এত বড় তাফসীর গ্রন্থ প্রকাশনায় অনিচ্ছাকৃত কিছু ভুল-ক্রমটি থেকে শায়ে অস্বাভাবিক নয়। এগুলো নিরসনের জন্য সম্মুদ্দেশ প্রয়োজন দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। তাঁদের পরামর্শ সাদুরে গৃহীত হবে।

গ্রন্থটির ব্যাপক পাঠক চাহিদার পরিপ্রেক্ষিতে এবার শুরু অষ্টম সংস্করণ প্রকাশ করা হলো। আশা করি এর চাহিদা উন্নয়নের বৃদ্ধি পাবে এবং সুধীমহলে সমাদৃত হবে। মহান আল্লাহ তা’আলা আমাদের সকলকে কুরআন বোঝার ও তদন্মুহূর্মী আমল করার তওঁফীক দিন। আবীন!

আবু হেনা মোত্তকা কামাল
পরিচালক, প্রকাশনা বিভাগ
ইসলামিক ফাউন্ডেশন

ଦ୍ୱିତୀୟ ସଂକରଣେ

ଅନୁବାଦକେର ଆରଯ

بِسْمِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

ତଫ୍ସିରେ ମା'ଆରେଫୁଲ କୋରାଅନ ଏ ଯୁଗେର କୋରାଅନ ଚର୍ଚାକାରୀଗଣେର ଅନ୍ୟ ଏକଟି ନିୟାମତ ବିଶେଷ । ଉଦ୍ଦୂ ଭାବାୟ ରଚିତ ଏ ଅନୁପମ ତଫ୍ସିରଥରୁଟି ଇତିମଧେଇ ପ୍ରାଚୀ ଓ ପାଚାଡ଼େର ବିଭିନ୍ନ ଭାବାୟ ଅନୁଦିତ ହେଁ ପବିତ୍ର କୋରାଅନେର ରମ-ଆବାଦନ ପିପାସୁ ବିଭିନ୍ନ ଭାବାଭାବୀ ଅନଗଣେ ଜ୍ଞାନ-ତ୍ରକ୍ଷା ନିବାରଣେ ସହାୟତା କରେଛେ ।

ଏ ମହତ୍ଵ ତଫ୍ସିର ଗହଟି ଯୁଗଧେଷ୍ଟ ସାଧକ ଆଶିମ ହ୍ୟାତ ଆଶ୍ରାମା ମୁକ୍ତି ମୁହାମ୍ମଦ ଶହୀ (ର) -ର ଅସାଧାରଣ କୀର୍ତ୍ତି । ଏତେ ପାଇଁ କୋରାଅନେର ମୂଳ ବ୍ୟାଖ୍ୟାତା ଖୋଦ ମୁସ୍ଲିମଙ୍କ ମାତ୍ରାଙ୍କ ଆଶାଯାଇ ଓ ଯା ମାତ୍ରାମେର ତଫ୍ସିର ସଂପର୍କିତ ବାଣୀଙ୍କଲୋର ଉଦ୍‌ଦୃତି, ମାହାବାୟେ ବିଜ୍ଞାମ, ଜୀବେମୀନ ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରାଜ ମନୀଷୀଗଣେର ବ୍ୟାଖ୍ୟା ଓ ବର୍ଣନାର ସାଥେ ସାଥେ ଆଧୁନିକ ଜିଜ୍ଞାସାଦିର କୋରାଅନ-ଭିତ୍ତିର ଜ୍ବାବରେ ମୁକ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣତାରେ ପରିବେଶନ କରା ହେଁଥେ । ଫଳେ ଏ ଅନ୍ୟ ତଫ୍ସିରଥରୁଖାନିର ଉପରୋକ୍ତି ବହଳାଧିଶେ ବର୍ଧିତ ହେଁଥେ । ଏକଇ କାରଣେ ବାଲ୍ମୀ ଭାବାୟ ତଫ୍ସିରେ ମା'ଆରେଫୁଲ କୋରାଅନେର ଅନୁବାଦ ଏକଟି ଅର୍ଥାଯା ଘଟନାକ୍ରମେ ଅନ୍ୟକ ବିଜ୍ଞ ପାଠକ ମନ୍ତ୍ରୟ କରେଛେ ।

ଆଟ ଥକେ ସମାପ୍ତ ଏହି ବିରାଟ ଗହଟି ପ୍ରକାଶିତ ହିଁଥାର ସାଥେ ଏ ଦେଶେର ପାଠକ ସମାଜେ ବିପୁଲଭାବେ ସମାନ୍ତ୍ର ହେଁଥେ । ଫଳେ ଅପର ସମୟେର ମଧ୍ୟେଇ ଏଇ ଦ୍ୱିତୀୟ ସଂକରଣ ଏମନକି ଥ୍ରୟମ ଦିକକାର ଥତୁଳିଲିର ତୃତୀୟ ସଂକରଣର ପ୍ରକାଶ କରନ୍ତେ ହେଁଥେ ।

ବର୍ତମାନ ଥରୁଟି ଉଚ୍ଚ ମହାଧର୍ମହେର ସମ୍ମ ଥିଲେ ଦ୍ୱିତୀୟ ସଂକରଣ । ସର୍ବଶେଷ ଥତୁଳିର ଥ୍ରୟମ ସଂକରଣ ବହ ଆଗେଇ ନିଃଶେଷ ହେଁଥେ । ଏହି ଥେକେଇ ମା'ଆରେଫୁଲ କୋରାଅନେର କୁଲିନିତ ଓ ଜନପିତା ପ୍ରମାଣିତ ହୁଏ ।

ଯେହେବାନ ଆଶ୍ରାମ ତୁଳ୍କ ବଞ୍ଚିକେ ମୁହୂର୍ତ୍ତର ମଧ୍ୟେ ମହାମୂଳବାନ କରେ ଦିତେ ପାରେନ । ତେମନି ଅତି ସାଧାରଣ ଅଯୋଗ୍ୟ କୋଣ ଲୋକ ଧାରାଓ ବଡ଼ କାଜ କରିଯେ ନିତେ ପାରେନ । ତଫ୍ସିରେ ମା'ଆରେଫୁଲ କୋରାଅନେର ନ୍ୟାୟ ମହାଧର୍ମହେର ଅନୁବାଦ କର୍ମର ଅତ୍ୟନ୍ତ ବଡ଼ ଏକଟି କାଜ ବଲେ ଆମି ମନେ କରି । ଆର ଆମାର ମତେ ଏକଟି ଅସାଧାରଣ ଅନୁଗ୍ରହ ବଲେଇ ଆମି ବିବେଚନା କରି । ଏ କାଜ କରିଯେ ନେଇଯା ତୌର ଏକଟି ଅସାଧାରଣ ଅନୁଗ୍ରହ ବଲେଇ ଆମି ବିବେଚନା କରି । ଅବନତ ମନ୍ତ୍ରକେ ଶୁକ୍ର ଆଦାୟ କରି ତୌର ଏହି ଅନୁପମ ଅନୁଗ୍ରହେର ପ୍ରତି ।

(সাত)

সঙ্গে খণ্ডের প্রথম সংক্ষরণে যে সাথান্য কিছু দ্রষ্টি-বিচ্যুতি ছিল, সেগুলোর প্রতি বেশ কয়েকজন সহদয় পাঠক গত্তে যারফত আমার দৃষ্টি আকর্ষণ করে বর্তমান সংক্ষরণে সে সব দ্রষ্টি সংশোধন করার ব্যাপারে সহযোগিতা করেছেন। আমি কৃতজ্ঞচিত্তে তৌদের সে খণ শীকার করে দোয়া করি, আস্তাহ পাক যেন তৌদের এ সহদয়তাটুকুর যোগ্য প্রতিফলন দান করেন।

প্রথম সংক্ষরণের ভূমিকায় উল্লেখ করা হয়েছিল যে, মা'আরেফুল কোরআন অনুবাদের পরিকল্পনা ও তা মুক্ত বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে ইসলামিক ফাউণ্ডেশনের পূর্ববর্তী দু'জন মহাপরিচালক যথাক্রমে জনাব আ.জ.ম. শামসুল আলম ও জনাব আবুল ফায়েদ মুহাম্মদ ইয়াহুয়া ও সচিব জনাব মোঃ সাদেকুদ্দিন এবং প্রকাশনা পরিচালক জনাব অধ্যাপক আবদুল গফুরের নিষ্ঠা ও আগ্রহ ছিল অসাধারণ। পরবর্তী সংক্ষরণগুলি মুক্ত প্রকাশের ক্ষেত্রে বর্তমান মহাপরিচালক জনাব এম. সোবহন, সচিব জনাব ফিরোজ আহমদ আখতার, প্রকাশনা পরিচালক অধ্যাপক আবদুল গফুর ও উপ-পরিচালক জনাব সুতুফুল হকের নিষ্ঠাপূর্ণ আগ্রহ অরণ করার মত। এ খণ্টির অনুবাদের কথি গ্রন্তি, অনুদিত কথি নিরীক্ষা ও মুক্তি কর্মে আন্তরিক সহযোগিতা প্রদান করেছিলেন যথাক্রমে জনাব মাওলানা আবদুল আজীজ, বায়তুল মুকাররম জাতীয় মসজিদের খণ্ডে ও ঢাকা আলীয়া মাদরাসার তদানীন্তন হেড মাওলানা জনাব মাওলানা উবায়দুল হক জালালাবাদী। এদের সবার প্রতিই আমি ঝঞ্জি।

আস্তাহ রাষ্ট্রুল আলামীন সবাইকে ব্ব ব্ব শ্রমের যোগ্য পুরস্কার দান করবেন বলে আমি বিশ্বাস করি।

সহদয় পাঠকদের দোআ প্রার্থনা করি, যেন মহান আস্তাহ বাংলা ভাষায় প্রকাশিত এ সর্ববৃহৎ তফসীর খণ্টির অবশিষ্ট সব কয়টি খণ্ডের সংশোধিত পরবর্তী সংক্ষরণ প্রকাশ করার তওফীক দান করেন। আমীন!!

বিনয়াবন্ত
মুহিউদ্দীন খান

তাৎ রো মিলকদ

১৪০৭ হিঃ

সূচীপত্র

বিষয়	পৃষ্ঠা	বিষয়	পৃষ্ঠা
সূরা লোকমান	১	কতক পাপের শাতি ইহকালেই	
অঙ্গীল নভেল-নাটক ও অন্যান্য		হয়ে যায়	৫৮
পুত্রক পাঠ	৬	কোন জাতি বা সম্প্রদামের পরিচালক	
বেলার সাজ-সরঞ্জাম ক্রয়-বিক্রয়ের		ও নেতা হওয়ার দু'টি শর্ত	৬১
বিধান	৭	সূরা আহ্যাব	৬৪
অনুমোদিত ও বৈধ খেলা	৭	শানে নৃযুল	৬৫
গান ও বাদ্যযন্ত্র	৮	আহ্যাবের যুক্তির বিবরণ	৮৮
হযরত লোকমান নবী ছিলেন কিনা	১৭	রাজনীতিক্ষেত্রে মিথ্যার আধ্যাত	
হযরত লোকমানের হিকমত কি	১৯	নজুন ব্যাপার নয়	৯০
পিতামাতার আনুগত্য ও কৃতজ্ঞতা		মুসলমানের যুক্তি প্রস্তুতি	৯১
সম্পর্কে	২০	পরিধা খনন	৯১
লোকমানের উপদেশ	২১	যাবতীয় বিপদাপদ উদ্ধীরণ	
অদৃশ্য জ্ঞান সম্পর্কিত মাসআলা	৩৮	হওয়ার অমোগ বিধান	৯৫
ইলমে গায়ের সম্পর্কে একটি		রসূলপ্রাহর এটি যুক্তি কৌশল	৯৮
গুরুত্বপূর্ণ তথ্য	৪০	প্রণিধানযোগ্য বিষয়	১০৫
সূরা সাজদাহ	৪৩	অনুগ্রহের প্রতিদান	১০৮
কিয়ামত দিবসের দৈর্ঘ্য	৪৭	নবীজীর পুণ্যবতী জ্ঞানের একটি	
দুনিয়ার সকল বস্তুই মূলত উত্তম		বৈশিষ্ট্য	১১৮
ও কল্যাণকর	৪৮	পুণ্যবতী জ্ঞানের প্রতি বিশেষ	
আত্মবিয়োগ ও মালাকুল মড়ত		হিদায়েত	১২১
সম্পর্কে	৫৪	কোরআনের ন্যায় হাদীসের সংরক্ষণ	১৩৪
তাহাঙ্গুসের নামায	৫৬	কোরআন পাকে পুরুষদের	
আত্মাহর দিকে যারা ফিরে আসে		সংরোধন করার তাৎপর্য	১৩৬
তাদের জন্য ইহলোকিক বিপদাপদ		বিয়ে-শাদীতে বৎসরগত সম্ভাব্য	
রহমতবর্জন	৫৭	রক্ষার নির্দেশ এবং তার ক্ষেত্র	১৪৩

বিষয়	পৃষ্ঠা	বিষয়	পৃষ্ঠা
সমতার মাস'আলা	১৪৪	পার্বিব ধন-সম্পদ ও সম্মানকে আল্লাহর প্রিয়পাত্র ইওয়ার দলীল মনে করা ধৈর্য	২৮৭
অপবাদ থেকে বেঁচে থাকা বাহ্নীয়	১৪৮	মকার কাফিরদের প্রতি দাওয়াত	২১১
খতমে নবুয়তের মাস'আলা	১৫৭	সূরা ফাতির	৩০৪
মসূলগ্রাহ (সা)-র বিশেষ গুণাবলী	১৭০	উচ্চতে মুহাম্মদী বিশেষত	
ইসলামে সদাচারের নবীরবিহীন শিক্ষা	১৭৫	আলিমগণের একটি গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য	৩৩৩
বিয়ে ও তালাক সংক্রান্ত হকুম	১৮০	উচ্চতে মুহাম্মদী তিনি প্রকার	৩৩৪
মসূলগ্রাহ (সা)-এর সংসারবিমুখ		সূরা ইয়াসীন	৩৪৭
জীবন ও বহু বিবাহ	১৮৭	সূরা ইয়াসীনের ফয়লত	৩৪৯
পর্দার বিধান	১৯৪	শহরের প্রাণ থেকে আগস্তুক ব্যক্তির ঘটনা	৩৬১
পর্দার বিধানাবলী, অঙ্গীকৃতা		মানবের খাদ্য ও জীবজন্মুর খাদ্যের পার্থক্য	৩৭০
দমনে ইসলামী ব্যবস্থা	১১৮	আরশের নীচে সূর্যের সিজদা	৩৭৩
অপরাধ দমনে ইসলামের নীতি	১১৯	চন্দ্রের মনযিল	৩৭১
গুরুত্ব আবৃত করার বিধান ও		কোরআনে উচ্চোজ্জাহাজের উল্লেখ	৩৮০
পর্দার মধ্যে পার্থক্য	২০৪	মালিকানার মূল কারণ আল্লাহর দান, পূজি ও ধৰ্ম নয়	৩৯৬
শরীয়তসম্বত্ত পর্দার ত্তর ও		সূরা সাফকাত	৪০১
বিধানাবলীর বিবরণ	২০৬	নামাযে সারিবদ্ধ ইওয়ার গুরুত্ব	৪০৪
সালাত ও সালামের অর্থ	২১৩	এক জান্মাতী ও তার কাফির সঙ্গী	৪২৫
দমন ও সালামের পক্ষতি	২১৪	মৃত্যুর বিলুপ্তিতে বিশ্ব প্রকাশ	৪২৬
মসূলগ্রাহ (সা)-কে কোন প্রকারে		জ্যোতির্বিদ্যার শরীয়তগত মর্যাদা	৪৩৭
কষ্ট দেয়া কুফরী	২২০	পুত্র কোরবানীর ঘটনা	৪৪৪
কোন মুসলমানকে শরীয়তসম্বত্ত		কোরবানী ইসমাইল (আ)	
কারণ ব্যতিরেকে কষ্ট দেওয়া ইহরাম	২২০	হয়েছিলেন, না ইসহাক (আ)	৪৪৯
মুসলমান ইওয়ার পর ধর্মত্যাগের		ইধরত ইলিয়াস জীবিত	
শাস্তি হত্যা	২২৫	আছেন কি?	৪৫১
আমানতের উচ্ছেশ্য কি	২৩৪	আল্লাহওয়াদের বিজয়ের মর্ম	৪৭৪
সুরা সাবা	২৪১	সূরা ছোয়াদ	৪৭৮
শির ও কারিগরির ফয়লত	২৫২		
জিন অধীন করা কিন্তু পি	২৫৬		
ইসলামে আগ্রাদের চিত্র নির্মাণ			
ও ব্যবহার নিষিদ্ধ	২৫৯		
সোলায়মান (আ)-এর মৃত্যুর			
বিশ্বকর ঘটনা	২৬৩		

বিষয়	পৃষ্ঠা	বিষয়	পৃষ্ঠা
চাশতের নামায	৪৮৫	একটি প্রত্তিব	৬১৮
বাভাবিক ভৌতি নবুজ্ঞত ও		কাফিরদের অধীকার ও ঠাট্টা-	
গৃহীদের পরিপন্থী নয়	৪৯২	বিদ্যুপের পয়গায়রসূলত জওয়াব	৬২১
চাপ পর্যোগ চৌদা বা দান-খয়রাত		আকাশ ও পৃথিবীকোনটির পরেকোনটি	
চাপ্পয়া সুষ্ঠনের নামাত্তর	৪৯৩	এবং কোন কোন দিনে সৃজিত	৬২৫
ম্যায় প্রতিষ্ঠাই ইসলামী রাষ্ট্রে		হাশরের মানুবের অঙ্গ-প্রত্যক্ষের	
মৌল কর্তব্য	৪৯৭	সাক্ষ্যদান	৬৩৬
বিচার বিভাগ ও শাসন বিভাগের		নীরবতার সাথে কোরআন ঘৰণ	
সম্পর্ক	৪৯৭	করা ওয়াজিব	৬৩৮
দায়িত্বশীল পদে নিয়োগের জন্য		আল্লাহ ব্যক্তিত কাউকে সিজদা	
সর্ব প্রথম দেখার বিষয় চরিত্র	৪৯৮	করা জায়েয নয়	৬৪৫
গ্রাজ্য ও শাসন ক্ষমতা শাতের মোয়া	৫০৮	কুফরের বিশেষ প্রকার 'এলহাদ'	
হযরত আইমুর (আ)-এর রোগ		এর সংজ্ঞা ও বিধান	৬৪৯
কি ছিল	৫১০	একটি বিভাগিত অবসান	৬৫০
শরীয়তের দৃষ্টিতে কৌশল	৫১১	বর্তমান মুগে কুফর ও এলহাদের	
শামী শীর মধ্যে বয়সের মিল		ব্যাপকতা	৬৫১
ধাকা উভয়	৫১৬	সূরা শূরা	৬৬০
সূরা মুমার	৫২২	পূর্বাপর সম্পর্ক ও শানে মুযুল	৬৮৬
তৎকালীন মুশর্রিকরাও বর্তমান		দুনিয়াতে ঐশ্বর্যের প্রাচুর্য বিপর্যয়ের	
কাফিরদের চেয়ে উভয় ছিল	৫২৬	কারণ	৬৮৭
চল্ল ও সূর্য উভয়ই গতিশীল	৫২৭	জান্নাত ও দুনিয়ার পার্থক্য	৬৮৮
হাশরের আদালতে মযশুমের		পরামর্শের গুরুত্ব ও গহ্যা	৬৯৪
হক কিরণে আদায় করা হবে	৫৪৭	সূরা মুখরিফ	৭০৪
সাহাবায়ে কিরামের পারম্পারিক		থাচারকের পক্ষে নিরাশ হয়ে বসে	
বাদানুবাদ সম্পর্কে পথনির্দেশ	৫৫৭	ধাকা উচিত নয়	৭০৬
সূরা মু'মিন	৫৬৯	জীবিকা বন্টনের প্রাকৃতিক	
সূরার বৈশিষ্ট্য ও ফর্মালত	৫৭১	ব্যবস্থা	৭১৮
বিপদাপদ থেকে ইফায়ত	৫৭২	সামাজিক সাম্যের তাৎপর্য	৭১৯
ফেরাউন বংশীয় মু'মিন	৫৯১	ইসলামী সাম্যের অর্থ	৭২২
মোয়া কবৃলের শর্ত	৬০৪	আল্লাহর অরণ থেকে বিমুক্তা	
সূরা হা-মীম সিজদাহ	৬১৫	কুসংসর্গের কারণ	
রসূলুল্লাহর সামনে কাফিরদের		প্রকৃত বস্তুত তা-ই, যা আল্লাহর	

[বার]

বিষয়	পৃষ্ঠা	বিষয়	পৃষ্ঠা
গুরাটে ইয়	৭৪০	সুরা আহকাফ	৭৮৫
সুরা দুখান	৭৪৬	রসূলুল্লাহ (সা)–র অদৃশ্য জ্ঞান	
সুরার ফর্মিত	৭৪৭	সম্পর্কিত আদব	৭১১
আকাশ ও পৃথিবীর ক্রমন	৭৫১	মাতার হক পিতা অপেক্ষা বেশি	৭১১
ভূখন সম্পদায়ের ঘটনা	৭৬২	গর্ভ ধারণের ও স্তন্যদানের সর্বোচ্চ	
সুরা জাসিয়া	৭৬৬	সময়কালের ব্যাপারে	
পূর্ববর্তী উত্থানদের শরীয়তের		ফিকাহবিদদের যত্নে	৮০০
বিধান আয়াদের জন্য	৭৭৫	দুনিয়ার সুখ-সামগ্ৰী জোগ-বিলাস	
সহজ তথা মহাকালকে মন		থেকে বেঁচে থাকার শিক্ষা	৮০৪
বলা ঠিক নয়	৭৮০		

سورة لقمان مكية

সূরা লকমান

মঙ্গল অবগতি, ৪ জুন, ৬৮ আস্ত

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ^(١)
 الَّذِينَ يُقْرِبُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُمْ بِالآخِرَةِ هُمْ
 يُوْقَنُونَ^(٢) أُولَئِكَ عَلَى هُدًى مِّنْ رَّبِّهِمْ وَأُولَئِكَ هُمُ
 الْمُفْلِحُونَ^(٣) وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْرِكُ نَفْهُ الْحَدِيثِ لِيُخْلِلُ
 عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ^(٤) وَيَتَخَذُ هَذَا هُنُّ وَاءُ أُولَئِكَ لَهُمْ
 عَذَابٌ مُّهِينٌ^(٥) وَإِذَا تَشْنَلَ عَلَيْهِ أَيْتَنَا وَلَيْ مُسْتَكْبِرًا كَانَ
 لَمْ يَسْمَعْهَا كَانَ فِي أَذْنِيْلَوْ وَقْرًا فَبَشِّرْهُ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ^(٦) إِنَّ
 الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَهُمْ جَنَّتُ النَّعِيْمِ^(٧) خَلِدِيْنَ
 فِيهَا وَعْدَ اللَّهِ حَقًّا وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ^(٨)

পরম করুণায় ও অসীম দয়ালু আজাহুর নামে গুরু ।

(১) আলিফ-আম-মীম । (২) একজন প্রতামন কিভাবের আস্ত । (৩) হিমাত ও রহস্য স্থূলকর্ম পরামর্শদের জন্য । (৪) আরা সাকাত কারের করে, সাকাত দের এবং আধিকার সম্পর্কে দৃঢ় বিজ্ঞাস ভাষে । এসব লোকই ভাসের পরওয়ারদিশারের চরক থেকে আগত হিমাতের উপর অভিষ্ঠিত এবং এরাই সকলকাম । (৫) এক দেশীর লোক আছে আরা মানুষকে আজাহুর পথ থেকে পোমরাহ করার উদ্দেশ্যে জরুরত

কথাবার্তা সংজ্ঞহ করে অক্ষতাবে এবং উহাকে নিয়ে ঠাণ্ডা-বিপুল করে। এদের জন্য রয়েছে অবয়াননাকর শাস্তি। (৭) যখন ওদের সামনে আবার আয়াতসমূহ পাঠ করা হয় তখন ওরা দলের সাথে এমনভাবে মুখ ফিরিয়ে নেয়, যেন ওরা তা গুরতেই পারনি অথবা যেন ওদের দুঃকান বধির। সুতরাং ওদেরকে প্রতিদানক আবাবের সংবাদ দাও। (৮) যারা দৈয়ান আমে আর সৎকাজ করে তাদের জন্য রয়েছে নিরায়ত তরা জামাত। (৯) সেখানে তারা চিরকাল থাকবে। আল্লাহর ওয়াদা শর্থীর্থ। তিনি পরাক্রমশালী ও প্রজাময়।

তৎসীরের সার-সংজ্ঞপ

আলীক-লাম-মীম (এর অর্থ আল্লাহ তা'আলাই আনেন। এ সুরাম অথবা কোরআনে উল্লিখিত)। এভালো এক প্রজাময় কিত্তাবের (অর্থাৎ কোরআনের) আয়াত যা সৎকর্মপরায়ণদের জন্য হিদায়ত ও রহমতের কারণ, যারা নামায কামেয় করে, হাকাত দেয় এবং পরকাল সম্পর্কে দৃঢ় বিশ্বাস রাখে। (অতএব) তারাই (কোরআনের বিশ্বাস ও কর্মের বদোঁষতে) তাদের পাইনকর্তার তরফ থেকে আগত সরল গথের উপর প্রতিষ্ঠিত এবং তারাই সফলকাম। (সুতরাং কোরআন এভাবে তাদের জন্য হিদায়ত ও রহমতের কারণ হয়ে গেছে, যার কলে তারা সফলকাম হয়েছে। এ হচ্ছে কতক জোকের অবস্থা। পক্ষান্তরে) এক শ্রেণীর জোক আছে, যারা (কোরআন থেকে মুখ ফিরিয়ে) এমন বিষয় কৃত করে (অর্থাৎ অবলম্বন করে), যা (আল্লাহ থেকে) গারিশ করে দেয়, (অতএব প্রথমত ঝৌড়া-কৌতুক অবলম্বন করা, তৎসহ আল্লাহর আয়াত থেকে মুখ ফিরিয়ে নেওয়া অয়ৎ কুকুর ও পথভ্রষ্টতা; বিশেষত তা যদি এই উদ্দেশ্যে অবলম্বন করা হয়,) যাতে (এর মাধ্যমে অন্য-লোকদেরকেও) আল্লাহর পথ (অর্থাৎ সত্তা ধর্ম থেকে) অক্ষতাবে পথভ্রষ্ট করে এবং (পথভ্রষ্ট করার সাথে) এর (অর্থাৎ সত্ত্ব-ধর্মের) প্রতি ঠাণ্ডা-বিপুল করে (যাতে মানুষের মন এর প্রতি বৌদ্ধবৰ্জন হয়ে যাব তবে তো এটা কুকুরই কুকুর এবং পথভ্রষ্টতাই পথভ্রষ্টতা)। এদের (অর্থাৎ এরপ লোকদের) জন্য (পরকালে) রয়েছে অবয়াননাকর শাস্তি, (যেমন তাদের বিগ্রোত লোকদের জন্য সফলতা রয়েছে বলে জানা গেছে) উপরোক্ত বাস্তি এভাবে মুখ ফিরিয়ে নেয়, যেন সে স্থানেইনি, তার কানে যেন ছিপি জাগানো আছে (অর্থাৎ সে যেন বধির)। সুতরাং তাকে এক বন্ধু-দালাক শাস্তির সংবাদ উনিয়ে দিন। (যে মুখ ফিরিয়ে নেয়, এ হচ্ছে তার শাস্তির বর্ণনা। অতপর যারা হিদায়তের উপর প্রতিষ্ঠিত, তাদের প্রতিদান বিলিত হচ্ছে। এ প্রতিদান প্রতিশুত সফলতারও ব্যাখ্যা)। আর যারা বিশ্বাস স্থাপন করে ও সৎ-কাজ করে, তাদের জন্য রয়েছে ভোগ-বিলাসের জামাত! সেখায় তারা চিরকাল থাকবে। এটা আল্লাহর সাক্ষা ওয়াদা। তিনি পরাক্রমশালী, প্রজাময়। (সুতরাং পরাক্রমশালী

হওয়ার কারণে ওয়াদা ও পাতিবাণী বাস্তবামিত করতে পারেন এবং প্রভাস্তর হওয়ার কারণে তা ওয়াদা অনুষ্ঠানী বাস্তবায়িত করবেন)।

আনুষ্ঠানিক জাতীয় বিধয়

يُغْتَسِنُ الرَّزْكُوَةَ—মকার অবতীর্ণ এ আসাতে শাকাতের বিধান উল্লেখ করা হয়েছে। এ থেকে জানা যায় যে, মূল শাকাতের আদেশ হিজরতের পূর্বে মকার মোস্তাব্দাতেই অবতীর্ণ হয়ে গিয়েছিল। হিজরতের বিলৌয় সনে শাকাতের বিধান কার্যকর হয় বলে যে খ্যাতি আছে, এর অর্থ এই যে, শাকাতের নিয়াব নির্ধারণ, পরিমাণের বিবরণ এবং ঈস্মায়ী ব্রাত্রের পক্ষ থেকে তা আদায় করা ও মধ্যার্থ খাতে ব্যয় করার ব্যবস্থাপনা হিজরী বিলৌয় সনে সম্পূর্ণ হয়েছে।

أَقْتَمُوا الصَّلَاةَ وَاتْسِعُوا الرَّزْكُوَةَ—আসাতের অধীনে ইহনে কাসীর এ বজ্যাই সপ্তমাণ করেছেন। কেননা সুরা মুহাম্মদ কোরআন অবতরণের প্রাথমিককালে মকার অবতীর্ণ হয়। এ থেকে জানা যায় যে, কোরআন পাকের আসাতসমূহে বেমন অধিকাংশ ক্ষেত্রে নামায ও শাকাত একত্রে উল্লিখিত হয়েছে, তেমনি এগুলো ক্রমও সাথে সাথেই হয়েছে।

ا شَرِّا مِنْ النَّاسِ مِنْ يَشْقَرِي لَهُ الْحَدِيدُ—গদের জাতি-ধানিক অর্থ ক্ষেত্র করা। কোন কোন সময় এক কাজের পরিবর্তে অন্য কাজ অবস্থায় করার অর্থেও এ শব্দ ব্যবহার হয়। **ا شَرِّا الْفَلَالَةَ بِالْهُدَى**—ইত্যাদি আসাতে এ অর্থই বোঝানো হয়েছে।

আজোট আসাতটি একটি বিশেষ ঘটনার প্রেক্ষাপটে অবতীর্ণ হয়েছে। মকার মুগ্ধলিক ব্যবসায়ী মূল ইবনে হারেস বাণিজ্য ব্যবসায়ে বিভিন্ন দেশে অফিচ করত। সে একবার পারস্য দেশ থেকে কিসরা প্রযুক্তি আজমী সন্ন্যাটের ঐতিহাসিক কাহিনীর বই জয় করে আনল। এবং মকার মুশরিকদেরকে বধে, মুহাম্মদ তোমাদেরকে আদ, সামুদ প্রভৃতি সম্পূর্ণায়ের কিস্সা-কাহিনী শেনায়। আর্থ তোমাদেরকে কল্পনা, ইস-ফেনিয়ার প্রযুক্তি পারস্য সন্ন্যাটের সেরা কাহিনী শুনাই। মকার মুশরিকরা অত্যন্ত আগ্রহভূত তার আনন্দ কাহিনী শুনতে থাকে। কারণ এগুলোতে শিক্ষা বর্তনে কিছু হিল না, শা পারন করার শর্য দ্বীপার করতে হয়; বরং এগুলো হিল চটকদীর গড়-স্তুপ। এর ফলে অনেক মুশরিক, যারা এর আগে কোরআনের অলৌকিকতা ও আবিত্তীয়তার কারণে একে শোনার আগ্রহ রাখত এবং শোপনে উন্নতও, তারাও কোরআন থেকে মুক্তি লাওয়ার হুতা পেয়ে গেল।—(রাহম মা'আনী)

দুরুরে অনসুরে ইবনে আবুস (রা) থেকে বর্ণিত আছে যে, উল্লিখিত ব্যবসায়ী বিদেশ থেকে একটি পানিকা বাঁদী ক্রয় করে এবং তাকে কোরআন-গ্রন্থ থেকে মানুষকে কিরানোর কাজে নিয়োজিত করলো। কেউ কোরআন প্রবেগের ইচ্ছা করলে তাকে গান শোনাবার জন্য সে বাঁদীকে অদেশ করত ও বলত, মুহাম্মদ তোমাদেরকে কোরআন উন্নিয়ে নামায পড়া, রোয়া রাখা এবং ধর্মের জন্য প্রাণ বিসর্জন দেওয়ার কথা বলে। এতে কষ্টই কল্প। এস এ গানটি শোন এবং উরাজ কর।

আলোচ্য আয়াতটি এ ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতেই অবভূত হয়েছে, এতে **لَهُوَ الْحَدِيْثُ** ক্রয় করার অর্থ আজমী সমাটগণের কিস্সা কাহিনী অথবা পানিকা বাঁদী ক্রয় করা। শানে-নৃশঙ্কের প্রতি মুক্তি করলে আয়াতে **أَشْرَقَ**। শব্দটি আকরিক অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে অর্থাৎ ক্রয় করা।

গরে বশিত **لَهُوَ الْحَدِيْثُ**-এর বাগক অর্থের দিক দিয়ে **شَتَر**। সমাটিতে এ স্থলে ব্যাপক অর্থ হবে, অর্থাৎ এক কাজের পরিবর্তে অন্য কাজ অবলম্বন করা। কৌকা-কৌতুকের উপকরণ ক্রয় করাও এতে দাখিল।

لَهُوَ الْحَدِيْثُ বাক্যটিতে **حَدِيْثُ** শব্দের অর্থ কথা, কিস্সা-কাহিনী এবং **حَدِيْثُ** শব্দের অর্থ গাফিল হওয়া। যেসব বিষয় মানুষকে প্রয়োজনীয় কাজ থেকে পাকিল করে দেয়, সেগুলোকে **حَدِيْثُ** বলা হয়। মাঝে মাঝে এমন কাজকেও **حَدِيْثُ** বলা হয়, যার কান উজেখেয়োগ্য উপকারিতা নেই, কেবল সহজ কে পথ অথবা মনোরঞ্জনের জন্য করা হয়।

আলোচ্য আয়াতে **لَهُوَ الْحَدِيْثُ**-এর অর্থ ও তফসীর কি. এ. সলিমকে তফসীরবিদসদের উক্তি বিত্তিমূলক। হয়তো ইবনে মাসউদ, ইবনে আবুস ও জাবের (রা)-এর এক রেওয়ায়েতে এর তফসীর করা হয়েছে গানবাদা করা। —(হাকেম, বান্ধিহাকী)

অধিকাংশ সাহাবী, তাবেবী ও তফসীরবিদের মতে গান, বাদামজি ও অনর্থক কিস্সা কাহিনীসহ যেসব বস্তু মানুষকে আঁচাহুর ইবাদত ও স্মরণ থেকে গাফিল করে সেগুলো সবই **لَهُوَ الْحَدِيْثُ**—নৃথারী ও বাস্তবাকী অ-ব্র কিভাবে **لَهُوَ الْحَدِيْثُ**

এর এ তফসীরই অবলম্বন করেছেন। তাঁরা বলেন:

لَهُو الْحَدِيثُ وَأَشْبَاهُهُ أَرْبَعٌ
বলে গান ও তসমুরপ অন্যান্য বিষয় বোবানো
হয়েছে (যা আজাহ্র ইবাদত থেকে পাক্ষিক করে দেয়)। বীরহাবীতে আছে : ১৫
الْحَدِيثُ بِثَلَاثَةِ
ত্রয় করার অর্থ পাইক পূরুষ অথবা পাইকা মাঝি ত্রয় করা কিংবা
তসমুরপ এমন অনর্থক বস্তু ত্রয় করা যা মানুষকে আজাহ্র সমরণ থেকে পাক্ষিক করে
দেয়, ইবাদে জারীরও এই বাপক অর্থ অবহৃত করেছেন। (রাহম-মাল্কুনী) তিনি বিষয়ীর
এক রেওয়ায়েত থেকেও এরাগ ব্যাপক অর্থ প্রমাণিত হচ্ছে। এটে রসুজাহ (সা) বলেন,
পাইক কাঁচীদের বাহসা করা না। অতপর তিনি বলেন, এ ধরনের বাহসা সম্ভবেই
وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يُسْتَقْرِئُ (আজাহ্র নাযিল হয়েছে)।

ଛୀଡ଼ା-କୌଣ୍ଡକ ଓ ଡାର ଜାତ-ସମ୍ପଦାମାନି ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଶ୍ରୀଗ୍ରହତର ବିଧାନ । ପ୍ରଥମ ଜକନୀଯ ବିଷୟ ଏହି ସେ, କୋରିଆନ ପାଇଁ କେବଳ ନିମ୍ନାର ହଜାଇ ଛୀଡ଼ା ଓ ଖେଳାଖୁଲାର ଉତ୍ସବ କରାରେ । ଏହି ନିମ୍ନାର ସର୍ବବିଷୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହଜାଇ ମାରକାରି ହେଉଥାଏ । (କାହିଁବିଳ ମା'ଆନୀ, କାଶପାକ) ଆଜୋଟା ଆମ୍ବାଣ୍ଡଟି ଛୀଡ଼ା-କୌଣ୍ଡକର ବିଷୟର ସୁଲଙ୍ଘଟ ଓ ଅକାଶ୍ୟ ।

ଶୁଭାମନାକ ହାକେଯେ ବନିଷ୍ଟ ହସନାତ ଆବୁ ଦ୍ରାବନାର ବ୍ରେତୁମାନେତେ ରସ୍ତୁଗୁଣାଥ (ଜା)
ଅଜନ୍ତା :

كُل شَيْءٍ مِنْ لَهُ الْدُّنْيَا بَاطِلٌ إِلَّا ثُلَّةٌ اتَّقَاهُ لَكَ بُغْوَسْكُ
وَتَادِيُّوكَ لَفْرَسْكَ وَسَلَامِهِتْكَ لَا هَلْكَ فَا نَهْنَ منْ الْحَقِّ -

অর্থাৎ পাঠিব সকল খেজাধুলা বাড়িগ ; কিন্তু তিনটি বাড়িগ নহ ; (১) লৌরখনুক
নিম্নে খেজা, (২) অবকে প্রশিক্ষণ দানের খেজা এবং (৩) নিজের জীৱ সাথে হাসানদের
খেজা। এ তিন প্রকার খেজা বৈধ।

ଏହାମ୍ବିନେ ପ୍ରତୋକ ଖେଳାକେ ବାଣିଜ ସାଧାରଣ କରେ ସେ ଡିନଟି ବିଷମରେ ବ୍ୟାତିକୁଳମ୍ବନ୍ଦୀ କରାଯାଇଛେ, ସେଇଲୋ ପ୍ରକଟଗତେ ଖେଳାର ଅନ୍ତର୍ଭୂତରେ ନଥିଲା । କେନନା, ଖେଳ ଏବନ କାଜକେ ଯଳା ହୁଏ ଯାଏତ କୋମ ଉଲ୍ଲେଖନୋଳ ଧର୍ମୀୟ ଓ ପାର୍ଥିଵ ଉପକାରିତା ନଇ । ଉପରୋକ୍ତ ଡିନଟି ବିଷମରେ ଉପକାରିତା କାହା । ଏହାର ସାଥେ ଅନେକ ଧର୍ମୀୟ ଓ ପାର୍ଥିଵ ଉପକାରିତା ଅଭିଜ୍ଞାତ ଆଛେ । ଡୌର ମିଶନ ଓ ଅଥକେ ଅନିକଣ ମେନ୍‌ଡାଲ୍ ଜିହାଦର ପ୍ରତିଷ୍ଠାପନର ଅନ୍ତର୍ଭୂତ ଏବଂ ଯେତେ ଯାଥେ ଯାମାନ୍ତମ୍ ସନ୍ତାନ ପ୍ରଜନନ ଓ ବନ୍ଧୁବ୍ୟକ୍ତିର ଜଳକାରେ ପୂର୍ଣ୍ଣତା ଦାନ କରିଲା । ଏହାମ୍ବିନେ କେବଳ ଦୟାତ୍ୱ ଓ କ୍ଷମିତା ଦିକ୍ ମିଶେ ଖେଳ ବଜେ ଦେଉଥାବେଳେ ଯାମାନ୍ତମ୍ ପ୍ରକଟଗତେ ଅନ୍ତର୍ଭୂତରେ ହେଲାଇଲା । ଯାମାନ୍ତମ୍ ପାତ୍ରରେ ଏହି ଡିନଟି ବିଷମ ଜାତୀୟ ଅନେକଟି କାଜ ଆବଶ୍ୟକ, ଯେଉଁଲୋର ସାଥେ ଧର୍ମୀୟ ଓ ପାର୍ଥିଵ ଉପକାରିତା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରାଗେହେ ଏବଂ କେବଳ ଦୟାତ୍ୱ ଦେଉଥାକେ ହେଲା ଅମେ କରାଯାଇଯାଇ । ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ହାମ୍ବିନେ ଯେଉଁଲୋକେ ଓ

বৈধ বরং কতককে উচ্চম কাজ সাধারণ করা হয়েছে। পরে এ সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করা হবে।

সারুকথা এই যে, যেসব কাজ প্রকৃতপক্ষে খেলা অর্থাৎ থালে কোন ধর্মীয় ও পার্থিব উপকারিতা নেই, সেগুলো সব অবশ্যই নিষ্পন্নীয় ও মাকরাহ। তবে কতক একেবারে কুকুর পর্যন্ত পৌছে যায়, কতক প্রকাশ হারায় এবং কতক কমপক্ষে মাকরাহ তানমিহী অর্থাৎ অনুভূম। যেসব কাজ প্রকৃতই খেলা, তাৰ কোনটিই এ বিধানের বাইরে নয়। হাদীসে যেসব খেলাকে বাতিলমডুল প্রকাশ করা হয়েছে, সেগুলো আসলে খেলার অন্তর্ভুক্ত নয়। আবু দাউদ, তিরমিয়ী, নাসায়ী ও ইবনে মাজাহ অণিত হস্তান্ত ও কুকুর ইবনে আমেরের হাদীসে একথা পরিকার ব্যক্তি করা হয়েছে। হাদীসের ভাষা এরাগ :

لِهُسْ مَنْ لِلَّهِ ثَلَاثَ تَادِيبٍ بِالرِّجْلِ فَرَسَةٌ وَمَلَاهَةٌ أَهْلَكَهُ رَصْبَةٌ
بِقُوَّةٍ وَنَبْلَةٌ -

এ হাদীস পরিকার করে দিয়েছে যে, বাতিলমডুল তিনটি বিষয় প্রকৃতপক্ষে খেলাই নয় এবং যা প্রকৃতপক্ষে খেলা, তা বাতিল ও নিষ্পন্নীয়। অন্তপর খেলার নিষ্পন্নীয় হওয়ার বিভিন্ন ক্ষেত্র রয়েছে :

(১) যে খেলা দীন থেকে পথচারে হওয়ার অথবা অপরাকে পথচারে করার উপায় হয়, তা কুকুর, যেমন আলোচা **وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْتَرِي لَهُو الْحَدِيفَتِ** আয়াতে এবং কুকুর ও পথচারে হওয়া বিণিত হয়েছে এবং এর শাস্তি অবয়ননাকর আমাব উরেখ করা হয়েছে, যা কাফিরদের শাস্তি। কারণ, আয়াতটি নম্র ইবনে হারেসের ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে অবতীর্ণ হয়েছে। সে এই খেলাকে ইসলামের বিজয়কে আনুষাকে পথচারে করার কাজে ব্যবহার করেছিল। তাই এ খেলা হারায় তো বটেই, কুকুর পর্যন্ত পৌছে গেছে।

(২) যে খেলা মানুষকে ইসলামী বিশ্বাস থেকে সরিয়ে দেয় না, কিন্তু কোন হারায় কাজে ও গোনাহে জিপ্ত করে দেয়, এরাগ খেলা কুকুর নয়, কিন্তু হারায় ও কর্তৃত গোনাহ যেমন জুরীর ভিত্তিতে হারজিতের সকল প্রকার খেলা অথবা যে খেলা মানুষ, রোধা ইত্যাদি কর্তৃ কর্তৃ অন্তর্ভুক্ত হয়।

আলীজ ও বাজে মতে, আলীজ কবিতা এবং বাতিল পছন্দের সুজ্ঞক পাঠ করাও মাজাহেব : ১- বর্তমান যুগে অধিকাংশ মুবক আলীজ-মজেল, সেশাসির অপরাধীদের কাহিনী অথবা আলীজ কবিতা পাঠে অভ্যন্ত। এসব বিষয় উপরোক্ত হারায় খেলার অন্তর্ভুক্ত। অনুরপভাবে পথচারে বাতিল পছন্দের চিন্তাধরা অধ্যয়ন করাও সব সাধারণের জন্য পথচারে কোরণ বিধায় মন্তব্যেয়। তবে পঞ্জীয়নের অধিকারী আরিমগগ অঙ্গীয় দানের উদ্দেশ্যে একজো পাঠ করলে তাক্ষণ্য আপত্তি নেই।

(৩) যে সব খেলার কুকুর নেই কোন প্রকার পোনাহ্ মেই, সেগুলো আকরাহ। কারণ, এতে অনর্থক কাজে আপন শক্তি ও সময় বিনষ্ট করা হয়।

খেলার সাই-সরঞ্জাম ঝর্ন-বিক্রয়ের বিধানঃ উপরোক্ত বিবরণ থেকে খেলার সাইসরঞ্জাম ঝর্ন-বিক্রয়ের বিধানও জানা গেছে যে, যেসব সাইসরঞ্জাম কুকুর অথবা হারাম খেলার ব্যবহার হয় সেগুলো ঝর্ন-বিক্রয় করাও হারাম এবং যেগুলো আকরাহ খেলার ব্যবহার হয়, সেগুলোর ব্যবসা করাও আকরাহ। পক্ষান্তরে যেসব সাইসরঞ্জাম বৈধ ও ব্যাডিকমডুজ খেলার ব্যবহার করা হয়, সেগুলোর ব্যবসাও বৈধ এবং যেগুলো বৈধ ও অবৈধ উভয় প্রকার খেলার ব্যবহার করা হয়, সেগুলোর ব্যবসাও বৈধ।

অনুমোদিত ও বৈধ খেলা : পূর্বে বিস্তারিত বলিত হয়েছে যে, যে খেলাই কোন ধর্মীয় ও পার্থিব উপকারিতা নেই, সেই খেলাই নিষ্পন্নীয় ও নিষিদ্ধ। যে খেলা শারীরিক ব্যায়াম তথা আশ্চর্য উৎকার জন্য অথবা অন্য কোন ধর্মীয় ও পার্থিব উপকারিতা লাভের জন্য অথবা কমপক্ষে মানসিক আবসান দূর করার জন্য খেলা হয়, সেই খেলা শরীরত অভ্যোদন করে যদি তাতে বাঢ়াবাঢ়ি না করা হয় এবং এতে ব্যতী থাকার ক্ষমতাপে প্রয়োজনীয় কাজকর্ম বিপ্রিত না হয়। আর ধর্মীয় প্রয়োজনের নিয়ন্ত্রে খেলা হলে তাতে সঙ্গাবও আছে।

উপরে বলিত হাসীসে তিনটি খেলাকে নিষেধাজ্ঞার বাইরে রাখা হয়েছে—
ভৌর নিকেপ, অব্যারোহণ এবং জীর সাথে হস্যরস করা। হ্যুরেড ইবনে আব্বাসের
রূপনা এক হাসীসে রসুলুল্লাহ্ (সা) বলেন : **فَهُوَ الْمَوْلَى مِنَ الْمُبَاهِلَةِ** **وَخَلَرُ الْمَوْلَى مِنَ الْمَفْزُلِ** অর্থাৎ মু'মিনের ব্রেত খেলা সীতার কাটা এবং নারীর
শ্রেষ্ঠ খেলা সূতা কাটা।

সহীহ মুসলিম ও মনসদে আহবাদে হ্যুরেত সালমা ইবনে আকতুয়া বর্ণনা করেন, অনেক আনসারী দৌড়ে অল্পত পাইদশী হিলেন। প্রতিষ্ঠোগিতার কেউ তাকে হারাতে পারত না। তিনি একদিন ঘোষণা করলেন কেউ আমার সাথে দৌড় প্রতিষ্ঠোগিতার অবকোণ হলে প্রযুক্ত আছে কি? আয়ি রসুলুল্লাহ্ (সা)-র কাছে অনুযাতি চাইলে তিনি অনুযাতি দিলেন। অল্পর প্রতিষ্ঠোগিতার আয়ি অবী হরে গেজাম। এ থেকে জানা গেল যে, দৌড় অনুমোদন করাও বৈধ।

খ্যাতনামা কুস্তিগীর রোকানা একবার রসুলুল্লাহ্ (সা)-র সাথে কুস্তিতে অবকোণ হলে তিনি তাকে ধরাশাহী করে দেন।—(আবু দাউদ)

আবিসিনিয়ার কতিপয় মুবক মদীনা তাইয়েবার সামরিক কলাকেলাল অনুশীলন-করে বর্ণ ইন্ডোনেশিয়ে খেলার প্রযুক্ত ছিল। রসুলুল্লাহ্ (সা) হ্যুরেত আমেলা (রা)-কে নিজের পশ্চাতে দীঢ় করিয়ে তাদের খেলা উপজোগ করাচিলেন। তিনি তাদেরকে বলেছিলেন : **إِلَهُوا وَالْعَطُوا** অর্থাৎ খেলাধূলা অবাহত রূপ। (বাস্তবকী কান্থ)

فَلِي أَكْرَبَنْ حَرَقَ فِي دِيْكَمْ غَلَظَةٍ : অর্থাৎ কন্তক রেওয়ায়েতে আরও আছে : কন্তক পরিমাণিত হোক—এটা আবি পছন্দ করিন না।

অনুরূপভাবে কন্তক সাহাযায়ে কিরাম সম্পর্কে বিগত আছে যে, বখন তাঁরা কোরআন ও ইদীস সম্পর্কে কাজে ব্যক্তিগত কলে অবসর হয়ে পড়তেন, তখন অবসান দূর করার জন্য মাঝে মাঝে আববের প্রচলিত কবিতা ও ঐতিহাসিক ঘটনাবলী দ্বারা মনোরঞ্জন করতেন।

رُوحُ الْقُلُوبَ سَاعَةً فَسَعَاهُ অর্থাৎ এক হাদীসে ইরশাদ হয়েছে : এক হাদীসে ইরশাদ হয়েছে :—(আবু দাউদ) এথেকে অন্তর ও মন্তিকের বিনোদন এবং এর জন্য কিছু সরঞ্জ বের করার বৈধতা প্রমাণিত হয়।

এসব বিষয়ের পর্ত এই যে, এসব খেজোর অন্তর্ভুক্ত বিষয় লক্ষ্য অঙ্গের বিষয়েই খেজোর প্রযুক্ত হতে হবে। খেজোর জন্য খেজো উদ্দেশ্য না হওয়া চাই, প্রয়োজনের সীমা অতিক্রম না করা এবং কাড়াবাঢ়ি না করা চাই। এসব খেজো বৈধ হওয়ার কারণ পুরোই বিগত হয়েছে যে, সীমার ডিতর থাকলে এগুলো ^{১৫} তথা নিষিক ঝৌড়া-কৌতুকের মধ্যে দাখিল নয়।

কন্তক খেজো, বেগুলো পরিকার নিষিক : এমনও কন্তক খেজো রয়েছে যেগুলো রসুলুল্লাহ্ (সা) বিলেবতাবে নিষিক করেছেন, যদিও সেগুলোতে কিছু কিছু উপকারিভা আছে বলেও উল্লেখ করা হয়। বেগুন দাবা, চওসর ইত্যাদি। এগুলোর সাথে হারাভিত ও টাকা-গৱাসাই জেব-দেন জড়িত থাকলে এগুগো জুঁুরা ও অকাঙ্ক হারায়। অন্যথায় কেবল চিত গিনেদনের উদ্দেশ্যে খেজো হয়েও হাদীসে এবং খেজো নিষিক করা হয়েছে। সহীহ মুসলিমে বিপিত হয়রত বুরায়দা (রা)-র রেওয়ায়েতে রসুলুল্লাহ্ (স) ধাজন, যে বাকি চওসর খেজোর প্রযুক্ত হয়, সে খেন তাৰ হাতকে শুকরের রাজে রাখিত করে। অনুরূপভাবে এক হাদীসে দাবা খেজোয়াড়ের প্রতি অভিযোগ বিগত হয়েছে।—(মসবুররাহাব)

এয়নিভাবে ক্রুরুতর নিয়ে খেজো করাকে রসুলুল্লাহ্ (স) অবৈধ সীবাস্ত করেছেন। (আবু দাউদ, কান্য) এই নিষেধাজ্ঞার বাহ্যিক কারণ এই যে, সাধোরণভাবে এসব খেজোর মধ্য হলে মানুষ অকরী কাজকর্ম এমনকি মায়ায়, রোয়া ও অন্যান্য ইবাদত থেকেও অসাধারণ হয়ে আসে।

গান ও বাদায়ন সম্পর্কিত বিধান : করেকজন সাহাবী উল্লিখিত আয়তে এর তফসীর করেছেন গান-বাজনা করা। আবি সাহাবীগণ যাপক তকসীর করে থেকেন যে, আয়তে এয়ন প্রাতোক খেজো বোঝানো হয়েছে, যা মানুষকে আঝাহ থেকে গাফেল করে দেয়। তাঁদের অত্যে গান-বাজনা, প্রতে দাখিল আছে।

কোরান-পাকের ۱۰۷ و ۱۰۸ مিশ'ر । আরাতে ইবায় জ্বল হানীকা মুজাহিদ
মুহাম্মদ ইবনুল হানাফিয়া প্রযুক্তি আলিয় । । । শব্দের শুষ্কসীর করেছেন গীন-বাজনা ।

ଆବୁ ମାଉଁଦ, ଇଚ୍ଛନେ ଆଜା ଓ ଇବାନେ-ହିକ୍ଯାନ ସପିତ ହେବରାତ ଆବୁ ମାଲେକ ଆମ-
‘ଆମ୍ବାଇଁ ହେବାନେତେ ରୁସମାହୀଏ (ଜା) ବାଜନ :

لি�شربين ناس من امتى الخمر ويسمونها بغير اسمها يعزف
على رؤوسهم بالمعازف والملحيات يخسف الله بهم الارض
ويجعل الله منهم القردة والخنازير -

ଆମାର ଉତ୍ସବରେ କିଛି ମୋକ ଯଦେର ନାମ ପାଲିଷେ ତା ପାନ କରିବେ । ଯଦେର ସାମନେ ଗାୟିକାରୀ ବିଭିନ୍ନ ଧ୍ୟାନଶତ ସହକାରେ ଗାନ କରିବେ । ଆଜ୍ଞାହୁ ତା'ଆଜ୍ଞା ତ୍ରୈଦେରକେ ଜ୍ଞ-ପାତ୍ର ବିଜ୍ଞାନ କରେ ଦେବେନ ଏଥିଂ କତକେର ଆକୃତି ବିକୃତ କରେ ବାନର ଓ ଶୁକରେ ପରିପତ କରେ ଦେବେନ ।

ହେଉଥିବା ଆକାଶ (ଦ୍ଵା)–ଏହି ମେଘଶାନ୍ତରେ ରଙ୍ଗବୁଦ୍ଧିଶ୍ଚ (ଜ). ବାଲେନ, ଆକାଶ
ତା'ଆକ୍ଷାଣିକ, ପୂର୍ବ, ପୂର୍ବା ଓ ଶାରବତୀ ଶାନ୍ତିମୁଖ କରାଇଛନ । ଫିନି ଆହୁତିବାଲେନ, ଦେଖା-
ଥିବୁ କରିବ—ଏହି ପ୍ରତୋକ ସ୍ଥଳ ହାତାମ । —(ଆହୁତି, ଆବୁ ଦାଉଡ଼ି)

روى عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم
إذا أخذتم الغنائم دولاً وأمانات مفروضاً والزكوة مغفرة وتعلم التغيير
الذين واطاعوا الرجل امرأته وعنق أمها وادفعي مدحقيه واقصي
آباءه وظهرت الاموات في المساجد وساده القبيحة فاسقطهم وكان
زعمهم القوم ارذلهم واكرم الرجل مخافة شره وظهرت القهان
والمعازف وشربت التهور ولعن آخر هذه الامة او لها نمير تقهوا
هذه ذلك ويعا حمراء وزلزلة وخشاؤه ومسخا وتحذقا وآيات
تنبئ بعثكم بالقطع سلكة لفتايم بعدهما -

হস্তরত আবু ইরামিনা (রা) থেকে বলিত আছে, রসুলুল্লাহ্ (সা) বলেন, যখন
জিহাদখন সম্পদকে বাস্তিগত সম্পদে পরিণত করা হবে, যখন প্রচৰ্ত বক্তব্যকে
চুটের আজ গথ্য করা হবে, যাকিতেকে জরিমানার অন্ত কঠিন যন্তে করা হবে, যখন
পার্থিব সম্পদ মাড়ের উদ্ধেশ্যে ধর্মীয় ভান লিঙ্কা করা হবে, যখন মানুষ আর আনু-
গতা ও আত্মার অবাধ্যতা শুরু করবে, যখন বক্তৃকে নিকটে তেনে নেবে ও পিতৃকে
দূরে সরিয়ে রাখবে, যখন মসজিদসমূহ হাটগোল হবে, যখন পাপাচারী কুকুরী ব্যক্তি

গোল্লের নেতো হবে, যখন নৌচত্ত্ব বাঢ়ি তার সম্পূর্ণারের প্রধান হবে, যখন দুষ্ট জোক-দের সম্মান করা হবে তাদের অনিষ্টের ভয়ে, যখন গায়িকা নারী ও আদ্যবর্ষের ব্যাপক প্রচলন হবে, যখন মাদাগান শুরু হবে, যখন মুসলিম সম্পূর্ণারের পরবর্তী জোক-গথ পূর্ববর্তুগলকে অভিসম্পাত করবে, তখন তোমরা প্রতীক্ষা কর একটি জালবর্ণসুর্ত বায়ুর, ভূমি ধসের, আকার-আকৃতি বিকৃত হলে যাওয়ার এবং কিয়ামতের এমন নির্দেশনসমূহের, যেসের একের পর এক প্রকাশমান হতে থাকবে, যেসম কোন মালার সুতা ছিঁড়ে পেজে দানাঙ্গলা একের পর এক থেসে পড়তে থাকে।

বিশেষ জ্ঞাতব্য : এ হাদীসের সম্মতো বাববার পড়ুন এবং দেখুন, এ যেমন বর্তমান জগতের পরিপূর্ণ চিত্ত। যেসব পোনাহ্ বর্তমান যুগে মুসলিমানদের অধো ব্যাপকভাবে প্রসার জাত করছে, চৌক্ষণ বছর পূর্বেই রসূলাহ্ (সা) তার সংবাদ দিয়ে গেছেন। এ ধরনের পরিচিতি সম্পর্কে খবরদার থাকার জন্য এবং পাপকর্ম থেকে নিজে বীচার ও অপরকে বীচানোর সময় প্রয়াস অবাহত রাখার জন্য তিনি মুসলিমানদেরকে সাহান করে দিয়েছেন।

অন্যথায় যখন এসব পাপ ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে পড়বে, তখন এ ধরনের পাপী-দের উপর আসমানী আঘাত নাথিল হবে এবং কিয়ামতের সর্বশেষ সংকল প্রকাশ পেয়ে থাবে। যেরেদের ন্যূতাগীত এবং সঙ্গীত ও আদ্যবর্জসমূহ যথা : তুবলা, সারিদ্বা ইভাদিও ও পাপসমূহের অন্তর্ভুক্ত। এখানে এ হাদীসটি এই প্রেক্ষাপটেই নকল করা হয়েছে।

এতিপৰ বহু প্রায়ণ ও নির্ভয়ের হাদীস রয়েছে যাতে পানবাদ্য হারাম ও নাজারের বলা হয়েছে, এ ব্যাপারে বিশেষ সতর্কবাণী রয়েছে এবং কঠিন শাস্তির ঘোষণা রয়েছে।

আদ্যবর্জ ব্যাতীত সুজিলিত কঠে উপকারী উপর্যুক্ত কবিতা পাঠ চিহ্নিত নয় : অগুর পক্ষে কঠক রেওয়ায়েত থেকে গান বৈধ বলেও জানা হায়। এ দুয়োর সামজিয়া বিধান এই যে, তুবলা, সারিদ্বা প্রভৃতি বাদ্যযন্ত্রসুর্ত নারীকর্ত নিঃস্তুত গান হারাম। যেমন উপরোক্ত কোরআনী আঘাত ও হাদীসসমূহ ঘারা প্রয়ালিত হয়েছে। কিন্তু কেবল সুজিলিত কঠে বাদি কোন কবিতা পাঠ করা হয় এবং পাঠক কোন নারী বা কিশোর না হয়, সাথে সাথে কবিতার বিধয়বন্ধ অলৌক বা অন্য কোন পাপ-পঞ্জিজ্ঞান-সুর্ত না হয়, তবে জারো।

কোন কোন সুফী সাধক গান শুনেছেন যে কথা প্রচলিত আছে তা এ ধরনের বৈধ গানেরই অন্তর্ভুক্ত, কেবল তাদের শরীরতের অনুসরণ ও রসূল (সা)-এর অনুগমন দিবালোকের ন্যায় সুনিশ্চিত ও সুস্পষ্ট। তাদের সম্পর্কে এরূপ পাপে অভিযোগ পড়ার ধারণাও করা যেতে পারে না। অনুসর্জনী সুফীগুল নিজেরাই ব্যাপারটা পরিকার করে দিয়েছেন।

خَلَقَ اللَّهُ كُلُّ شَيْءٍ عَمَدٌ ثَرَوْنَهَا وَأَلْفَى فِي الْأَرْضِ رَوَابِسَ

أَنْ تَبِينَدِ يُكُمْ وَبَثَّ فِيهَا مِنْ كُلِّ دَآتَةٍ هَوَانِزَنَا مِنَ السَّمَاءِ
مَاءٌ فَانْبَثَثَنَا فِيهَا مِنْ كُلِّ رَوْحٍ كَرِيمٍ هَذَا حَلْقُ اللَّهِ قَارُونِي مَا ذَاهِبٌ
خَلْقُ الَّذِينَ مِنْ دُونِهِ هَيْلَ الظَّالِمُونَ فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ^{٥٦}

(১০) তিনি খুঁটি বাতীত আকাশমন্ডলী সৃষ্টি করেছেন, তোমরা তা দেখছ। তিনি পৃথিবীতে ছাগন করেছেন সর্বত্তমাজা, যাতে পৃথিবী তোমাদেরকে নিয়ে চলে না গড়ে এবং এতে ছাঁচিয়ে দিয়েছেন সর্বপ্রকার অস্ত। আমি আকাশ থেকে পালি বর্ষণ করেছি, অতপর তাতে উপর করেছি সর্বপ্রকার ক্রয়োগকর উত্তিস্তাতি। (১১) এটা আজ্ঞাহীর সৃষ্টি। অতপর তিনি বাতীত অন্যেরা বা সৃষ্টি করেছে, তা আমাকে দেখাও। এবং আমিদের সুস্পষ্ট পথপ্রস্তুতার পতিষ্ঠ আছে।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

আজ্ঞাহ পাক আসমানসমূহকে স্তুতি বাতীতই সৃষ্টি করেছেন বা তোমরা আচকে দেখতে পাই। এবং ভূ-পৃষ্ঠে সুবিশাল পর্বতসমূহ ছাগন করে রেখেছেন, যেন পৃথিবী তোমাদের নিয়ে আদোলিত না হয়—কোন দিকে ঝুঁকে না পড়ে। এবং ভূ-পৃষ্ঠের উপর সর্বজ্ঞ সকল প্রকারের জীবজন্ম সম্মুসারিত করে রেখেছেন। এবং আমি আকাশ থেকে বৃত্তি বর্ষণ করেছি, অতপর ভূ-পৃষ্ঠে সকল প্রকারের উত্তম উত্তিস ও শুরুজাতা উৎগত করেছি। (এবং হারা আধাৰ অংশী হিৱ করে তাদেরকে বলুন) এগুলো তো আজ্ঞাহীর সৃষ্টি বস্তু (এখন যদি তোমরা অনাদেরকে আজ্ঞাহ পাকের অংশীদার হিৱ করে থাক) তবে তিনি তিঘ (তোমাদের হিৱীকৃত অন্যান্য মাবুদ) যে সব বস্তু সৃষ্টি করেছে সেগুলো আমাকে প্রদর্শন কর [যাতে করে তাদের আজ্ঞাহ বলে আধাৰিত হওয়ায় সেগুলো প্রয়ালিত হয়। এ প্রয়ালের পরিপ্রেক্ষিতে এ সব জোকের সঠিক পথ (হিদায়ত) গেৱে যাওয়াৰ কথা। কিন্তু তাৰা সে হিদায়ত অহং কৰলো না।] এবং এসব অঙ্গাত্মকী সৌভাগ্য স্বীকৃত পথপ্রস্তুতার পড়ে আছে।

আনুবাদিক ভাষ্টব্য বিষয়

إِنَّمَا خَلَقَ السَّمَوَاتِ بَغْيَرِ مَهْدٍ تَرَوْنَهَا
وَاللَّهُ الَّذِي رَفَعَ السَّمَوَاتِ بَغْيَرِ مَهْدٍ تَرَوْنَهَا

রাদের পথবলিকে এক আজ্ঞাত রয়েছে : **اللهُ الَّذِي رَفَعَ السَّمَوَاتِ بَغْيَرِ مَهْدٍ**

الْمَوْلَى বাকিরপুস্ত শব্দ প্রকরণ অনুযায়ী এ বাক্যের মুঁটি অর্থ হচ্ছে পারে :

(১) قَرُونَهَا - কে এবং এর صفت (বিলেবণ)

(বিলেবণ) কলে পরিগণিত করে এর

রূপ (সর্বনাম)-কে এবং এর প্রতি ধারিত করা—তখন অর্থ হবে—আজাহ তাঁরা আকাশসমূহকে উত্তরিষ্ঠীনভাবে সৃষ্টি করেছেন, যা তোমরা দেখতে পাচ্ছ। অর্থাৎ উত্তর ধারণে তোমরা তা অবলোকন করতে। যখন উত্তর দুটিটিগোচর হচ্ছে না তখন বোকা সেজ যে, বিশাল ছাদয়াপ ও আকাশ উত্তরিষ্ঠীনভাবে তৈরী করা হচ্ছে। এ তফসীর ইমরত হাসান এবং কাজাহাহ (র) কৃত। (ইবনে-কাসীর)

(২) قَرُونَهَا - এর রূপ (সর্বনাম) سَوْا - এর দিকে ধারিত। এবং এটা একটা বৃত্ত বাক্য বলে পরিগণিত হবে।—অর্থ হবে যে, তোমরা আকাশসমূহ দেখতে পাচ্ছ, যদীন আজাহ সেগুলোকে উত্তরিষ্ঠীনভাবে সৃষ্টি করেছেন।

প্রথম বাক্য শকরপের পরিপ্রেক্ষিতে এক অর্থ এরাফও হচ্ছে পারে যে, আকাশ উত্তরসমূহের উপর সংস্থাপিত—সেগুলো তোমরা দেখতে সক্ষম নও—সেগুলো অদৃশ্য বল। এটা ইমরত ইবনে আকবাস, ইকরায়াহ ও মুজাহিদ কৃত তফসীর। (ইবনে-কাসীর)

সর্বাবস্থায় এই আয়াতে যাহান আজাহ পাক এই বিস্তীর্ণ ও প্রশস্ত আকাশকে কোন উত্তরিষ্ঠীনভাবে সুবিশাল ছাদয়াপে সৃষ্টি করাকে তাঁর অবন্য ক্ষমতা ও সৃষ্টি-কৌশলের উজ্জ্বল নির্দেশ বলে বর্ণনা করেছেন।

একটি প্রশ্ন ও তাঁর উত্তর : এয়ানে প্রশ্ন হচ্ছে পারে যে, জোড়িবিড়ানীগণ বলেন এবং সাধারণতার প্রচলিত যে, আকাশ একটি গোঁজাকার বস্তু এবং এরপ গোঁজাকার বস্তুতে সাধারণত কোন উত্তর ধাকে না। তা হলে আকাশের উত্তর বা ধাকার কি বিস্তৃত আছে ?

এর উত্তর এরপ হচ্ছে পারে যে, কোরআনে কর্যাত্মক যেরূপভাবে অধিকাংশ জাহানের পৃথিবীকে বিছানা বলে আখ্যায়িত করেছে—যা বাহ্যিক গোঁজাকার হওয়ার পরিপন্থী। কিন্তু এর বিশালতা ও সুবিস্তীর্ণতার সমন্বয় সাধারণ দৃষ্টিতে তা সমস্তের বলে অঙ্গীকার্য হয়। এই সাধারণ ধারণার উপর ভিত্তি করেই কোরআনে কয়ীম একে বিছানা বলে আখ্যায়িত করেছে। অনুরূপভাবে আকাশ একটি ছাদের মত পরিদৃষ্ট হয়—যা নির্যাপের জন্য সাধারণত উভয়ের প্রয়োজন। সাধারণতার প্রচলিত এরপ ধারণা অনুযায়ীই আকাশকে উত্তরিষ্ঠীন বলে বর্ণনা করা হয়েছে। এবং প্রকৃত প্রক্ষিপ্ত তাঁর নিরঙ্গুণ ক্ষমতা—কুদরতে কাহেলা প্রকাশ ও প্রযোগের জন্য এই সুবিশাল গোঁজকের সৃষ্টিই যথেষ্ট। ইবনে-কাসীর এবং কিছুসংখ্যক তফসীরকারের পবেষণা মিস্তু-সিঙ্কাত এই যে, কোরআন হাদীস অনুসারে আকাশ ও পৃথিবী সম্পূর্ণ গোঁজাকার হওয়ার প্রমাণ মেজে না। বরং কোরআনের কল্পক আয়াত ও হাদীসের বর্ণনা অনুযায়ী তুহা উত্তুলিতি বলে আনা যাব। তাদের উত্তুল্য এই যে, এক সহীহ হাদীস সূর্য

আরবের প্রাদেশে সেই শিখদা করে থালে যে বর্ণনা রয়েছে আকাশ পূর্ণ গোজাকার
না হলে সরই তা কঙ্কা সত্ত্ব। কেননা কেবল এ অবস্থাটোই এর উর্ধ্ব ও নিম্নদিক
নির্ধারিত হতে পারে।—পরিপূর্ণ গোজকের কোন দিককে উপর বা নিচ বলা চলে না।

وَلَقَدْ أَنْتَيْنَا لِقْنَنَ الْحِكْمَةَ أَنِ اشْكُرْ لِلَّهِ وَمَنْ يَشْكُرْ فَإِنَّمَا
يَشْكُرْ لِتَعْقِيْبِهِ وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ عَنِّيْ حَمِيْدٌ ۝ وَلَذِّ قَالَ
لِقْنَنْ لَا يَنْبَغِي وَهُوَ يَعْظُلُهُ يَبْدِئِي لَا تُشْرِكُ بِاللَّهِ وَإِنَّ الشُّرُكَ لَظُلُومٍ
عَظِيْمٍ ۝ وَصَيْنَنَا إِلَّا نَسَانٌ بِوَالدِّيْبِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهُنَّا عَلَىٰ وَهُنِّ
وَرْ قَصْلَهُ فِي عَامَيْنِ أَنِ اشْكُرْ لِيْ وَلِوَالدِّيْبِكَ إِلَىٰ الْمَصِيرِ ۝ وَإِنْ
جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَنْ تُشْرِكَ بِيْ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطْعِمُهُمَا
وَصَاحِبِهِمَا فِي الدِّيْنِيَا مَغْرِيْبُ وَفَارٌ وَأَيْمَنْ سَبِيلٌ مَنْ أَنْتَابَ إِلَكَ ثُمَّ
إِلَىٰ مَرْجِعِكُمْ فَإِنْتَيْنَكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ۝ يَبْدِئِي إِلَهَهَا إِنْ تَكُ
مِثْقَالَ حَبْيَتِهِ قَنْ خَرَدِلِ فَتَكُنْ فِي صَخْرَةِ أَوْ فِي السَّمَوَاتِ
أَوْ فِي الْأَرْضِ يَلْتَ بِهَا اللَّهُ مَارَ اللَّهُ لَطِيفٌ غَبِيرٌ ۝ يَبْدِئِي
أَقِيمِ الصَّلَاةَ وَأَمْرُ بِالْمَعْرُوفِ وَأَنْهُ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأَهْبِطُ
عَلَىٰ مَا أَصَابَكَ إِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأَمْوَرِ ۝ وَلَا تُصْرِخْ خَدَاكَ
لِلْتَّائِسِ وَلَا تَتْبِعْ فِي الْأَرْضِ مَرْحَادِكَ اللَّهُ لَا يُبْعِثُ كُلَّ
مُخْتَالٍ فَخُورٌ ۝ وَاقْصِدُ فِي مَشِيفٍ وَاغْضُصُ مِنْ صَوْتِكَ إِنَّ
أَنْكَرَ الْأَصْوَاتِ لَصَوْتِ الْحَمِيْرِ ۝

(১২) আমি জোকমানকে প্রভা দান করেছি এই অর্থে যে, আলাহুর অতি ক্ষতি হওত হও। হে ক্ষতি হয়, মে তো কেবল বিজ কল্যাণের অন্যাই ক্ষতি হয়। আর যে অক্ষতি হয়, আলাহুর অভাবশুভ্র, প্রশংসিত। (১৩) বখন জোকমান উপদেশছেন তার পুত্রকে বজাল ; হে বৎস, আলাহুর সাথে শরীক করো না। নিশ্চয় আলাহুর সাথে শরীক করো যাহা অন্যায়। (১৪) আর আমি যানুবৰকে তার পিতামাতার সাথে সভাবহারের হোর নির্দেশ দিবেছি। তার মাতা তাকে অক্ষেত্রে পর কষ্ট করে গতে ধারণ করেছে। তার দুধ ছাঢ়ান্বো দুর্বলের হয়। নির্দেশ দিবেছি যে, আমার প্রতি ও তোমার পিতামাতার প্রতি ক্ষতি হও। অবশেষে আমারই নিকট ফিরে আসতে হবে। (১৫) পিতামাতা বাদি তোমাকে আমার সাথে এমন বিষয়কে শরীক হিসেব করতে পৌঁছাপীড়ি করে, ঘার জান তোমার নেষ্ঠু তবে তুমি তাদের কথা আববে না এবং দুনিয়াতে তাদের সাথে সভাবে শহ-অবস্থান করবে। যে আমার অভিযুক্তি হয়, তার পথ অনুসরণ করবে। অতগুর তোমাদের প্রত্যাবর্তন আমারই দিকে এবং তোমরা যা করতে, আমি সে বিজয়ে তোমাদেরকে জাত করবো। (১৬) হে বৎস ! কোন বস্তু হাদি সরিয়ার দানা পরিমাণও হয় অতগুর তা বাদি থাকে প্রতির গতে অথবা আকাশে অথবা ভূ-গতে তবে আলাহু তাও উপস্থিত করবেন। নিশ্চয় আলাহু পোগন হেন আবেন, সর্বক্ষণ থবর রাখেন। (১৭) হে বৎস ! হায়াব কান্দেয় কর, সংকাজে আদেশ দাও, মসকাজে নিরেখ কূর এবং বিগদাপদে সবর কর। নিশ্চয় এটা সাহসিকতার কাজ। (১৮) অহংকার বলে তুমি যানুবৰকে অবজ্ঞা করো না এবং পৃথিবীতে পর্যটনে পদচারণ করো না। নিশ্চয় আলাহু কোন সাত্তিক অহংকারীকে পছন্দ করেন না। (১৯) পদচারণার মধ্যাবস্থার অবস্থান কর এবং কর্তৃতর মীমু কর। নিঃসন্দেহে ধাধার করাই সর্বাপেক্ষা অগুর্তিকর।

তফসীরের সার-অংকেপ

এবং আমি হবরত জোকমানকে প্রভা (যার প্রকৃত অর্থ কর্মসহ ভান) প্রদান করেছি। (এবং সাথে সাথে এ নির্দেশও প্রদান করেছি) যে (সাধারণভাবে যাবত্তোর অনুগ্রহ এবং বিশেষভাবে প্রভাবাগ প্রের অনুগ্রহের জন্য) যদ্যান আলাহুর প্রতি ক্ষত্ত-ত্ত্ব প্রকাশ করতে থাক। এবং যে বাতি ক্ষত্তত্ব প্রকাশ করে—তার বিজয় সাত্তের উদ্দেশ্যে করে (অর্থাৎ এর দরুন তার বিমোচন ও সম্পদে বৃক্ষ জাত মৃগত তারই উপকার)। বেশন আলাহু পাক ফরয়ান : **لَئِنْ شَكَرْتُمْ إِلَّا كُمْ بَرِزَتْ**

ধর্মীয় সম্পদের সংক্ষি ইহকাল ও পরকাল উভয় হানেই হবে। দুনিয়ায় তো নিয়া-মতের শুকরিয়া আদায় করলে ভান বৃক্ষ পায় এবং আমলের তওফীক বৃক্ষ জাত করে। আর পরকালের বিপুল সওয়াবের অধিকারী হবে। ইহকালে পরকালের অগ্রগতি অর্থাৎ সওয়াব বৃক্ষ জাত তো একেবারে সুবিশিত। আবার কখনো কখনো ক্ষত্তত্ব প্রকালের কাজে পাথির সম্পদও বেড়ে যায়) এবং যে অক্ষত্ত হবে সে তার নিজের ক্ষতিই সাধন করবে। কারণ আলাহু পাক তো কানে মুখাপেক্ষী নন এবং

মাধ্যমীয় সৌন্দর্য ও কথাবারীর অধিকারী। (অর্থাৎ হেহেতু তাঁর মহান সত্তা একেবারে প্ররংসমূর্ণ এবং তাঁর শাব্দীয় শব্দসমূহ ও কথাবারীর অধিকারী হওলে তাই বোবায়। সুতরাং তিনি কারো মুখাপেঁচী নন।—কারো কৃতজ্ঞতা বা উদ্দিষ্টাবেষ্যের তাঁর কোন আয়োজন নেই। এমনটি হলে তাঁর অপরের সাহায্যে পূর্ণতা অর্জন বোবাবে।) এবং হেহেতু কোকমান প্রভা—অর্থাৎ তাঁর ও কর্মসূচি শুণাইত হিজেন, অস্তাৱা বোবা হাব থে, তাঁকে কৃতজ্ঞতা রকাব প্রথাবী লিঙ্কা প্রদানের জন্যও তিনি হজত কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কৰে থাকবেন। সুতরাং তিনি কৃতজ্ঞতা হিজেন। আৰ কলে তাঁর প্রভাবী উল্লিখিতহৈ।) এবং (একগুলি প্রভাবান্বেশ লিঙ্কা অবশ্যই অনুকরণযোগ্য। সুতরাং তাঁর লিঙ্কা ও উপদেশাবলী অন্যান্যবাবীর নিকটে বর্ণনা কৰুন) যখন কোকমান তাঁর হেজেকে উপদেশহৈ বললেন, হে বৎস। আজাহ্ পাকেৱ কোন অংশীদাৰ ছাগন কৰো না, কেননা, অংশীছাগন (পিৱক) নিঃসংশেহে ভুক্তত অপৰাধ। (আলিপ্পথেৱ মতে মুজুমের অৰ্থ কোন বনকে অথাছানে ব্যবহাৰ না কৰা; এবং একথা পিৱকেৱ কেৱে সবিলেৰ প্ৰয়োজন।) এবং (কাহিনীৰ মধ্যাবস্থে তত্ত্বাবধীনের উপর জোৱা প্রদান উদ্দেশ্যে আজাহ্ সাক ইলশাদ কৰেন থে) আমি যাৰকে তাঁৰ পিতৃমাত্রা সম্বৰ্কে হিলেৰ আদেশ প্রদান কৰেছি (কেৱল তাঁদেৱকে আন্য কৰে এবং তাঁদেৱ সেবায়ৱ কৰে)। কেননো, প্রাতা-পিতা বিলেৰ কৰে যা তাদেৱ আন্য নানাবিধি আজা-কৰ্তৃপা তোগ কৰেছেন। বৃষত্ত) যা দুঃখেৱ উগৱ দুঃখ সৱে তাদেৱকে উদ্দেশ্যে বহন কৰেছেন (কেননা গৰ্ত্তখানণ কাজ বৃক্ষিক সাথে সাথে গৰ্ত্তব্যীৰ দুঃখ-কল্পন যাজ্ঞাও বেকে আৱ)। এবং দুবছৱ গৰ্ত্ত কৰ্ত্তনা দানেৱ গৱ আ ছাড়াতে হয় (এ সময়ে যা সব ধৰণৰ সেবায়ৱ কৰে থাকেন। অন্যুপাকাবৈ পিতৃত অবস্থানুভাৱী ত্যাগ চৌকাৰ ও আনা প্রকাৰেৱ দুঃখ-কল্প তোগ কৰেন। তাই আমি আমাৰ প্রাপ্যসমূহ আদাৱেৱ সাথে আথে সাথে পিতৃবাভাৰ প্রাপ্যসমূহ আদাৱ কৰাব নিৰ্মেলণ প্রদান কৰেছি। তাই এ ইলশাদ কৰেছি) বেল তৃণি আৱৰ প্রতি এবং তোকাৰ পিতৃমাত্রা উভয়েৱ প্রতি কৃতজ্ঞতা চৌকাৰ কৰ। (আজাহ্ পাকেৱ কৃতজ্ঞতা চৌকাৰ তো তাঁৰ ইলশাদ ও তাঁৰ প্রতি সঠিক আনুগত্য প্রকাশেৱ মাধ্যম হয়। আৱ পিতৃমাত্রাৰ কৃতজ্ঞতা চৌকাৰ হয় তাঁদেৱ বিদ্যমণ্ড ও শৰীৱত নিৰ্ধাৰিত তাঁদেৱ আপ্যসমূহ আদাৱেৱ সম্বাদে আবাবে) কেননা আমাৰ নিকটেই (সকলেৱ) কিৰ অস্তৰে হৈব (সে সময়েই কৰ্মকৰ্ত্ত-পুরুষকাৰী বা ধাতি প্রদান কৰিবো। এ আন্য নিৰ্দেশাবলী পাইন অক্ষয় কৰ্তৃত্ব)। এবং (পিতৃবাভাৰ একগুলি অধিকাৰ থাকা সহেও 'তত্ত্বাবধ' এমন সুযোগ ও শুল্কপূৰ্ণ বিবৰ থে) যদি তাঁৰ উভয়েৱ তোকাদেৱ উপর আমাৰ সহিত এমন কোন বন নেই যাৰ অংশী হওয়াৱ যোগ্যতাৰ সপজে কোন প্ৰয়োগ কৰিবে; বৰং অযোগ্য হওয়াৱ সম্বৰ্কে অসংখ্য প্ৰয়োগালি রহিবে। সুতৰাং সীৱৰকথা এই থে, যদি তাঁৰা কোন বনকে আজাহ্ৰ অংশী ছাগন কৰাতে তোকাদেৱ উপৱ পাতি প্ৰয়োগ কৰে) কৰে তাঁদেৱ একথা আনবে না এবং (একথা অবশ্যই তিৰ থে) দুনিয়াৰ (পৰিবে)

ଅନ୍ତର୍ଜାମାଦି ଓ ପାଇଁକାରିକ ଆମ୍ବାମ-ପ୍ରଦାନ ସଥି—ତାମେର ଆବଶ୍ୟକିଯ ଧରତାଦି, ସେବାଯଙ୍କ ଅଭିଭିତ୍ତିର) କେତେ ତାମେର ସହିତ ଯେଉଁବହାର ରଙ୍ଗ କରେ ଚଲିବେ । ଏବଂ (ଧୀରେ ଧୀରୋରେ ତୁମୁ) ଏମି ବାଜିକୁ ପଥ ଅମୁସରୁମ୍ କରିବେ ହେ ଆମାର ଦିକେ ପ୍ରତ୍ୟାବତିତ ହେଁ ।—(ଅର୍ଥାତ୍ ଆମାର ନିର୍ଦ୍ଦେଶବଳୀର ପ୍ରତି ବିହାସୀ ଏବଂ ସେବାକୁ ଅନୁମାରୀ) ଅତିପର ତୋମାମେର ସବାଇକେ ଆମାର ନିକଟେ ଫିରେ ଆସିଲେ ହେବେ । ତୁହପର (ଆମେହୁନକଥେ) ତୋମରା ଯା କିମ୍ବୁ କରିଲେ, ସେ ସଥି କିମ୍ବୁ ସମ୍ପର୍କେ ତୋମାମେରକେ ଅବହିତ କରେ ଦେବେ । (ସୁଲ୍ତରାୟ ଆମାର ମିଦେଶର ପରିପଥୀ କବନ୍ କାଜ କରିବୋ ନା । ଏବଂ ପରିପଥୀ ଅବହିତ ହେବେ । ତିବି ତତ୍ତ୍ଵାଦିତ ତୁ ଆକାଶେ ପ୍ରତି ଏ ଉପଦେଶକ ପ୍ରଦାନ କରିବି ଯେ,) ବହସ, (ଯହାନି ଆଜ୍ଞାହ୍ୟ ଭାବ ଓ କର୍ମତ୍ୱ ଏମନ ଅସୀଯ ଯେ,) ଯଦି (କାରୋ) କୋନ କାଜ (ଯତେ ପ୍ରଛମଇ ଥାବୁକ ନା କରେ । ଉଦ୍‌ବ୍ରାତଥ ସରାପ କରିବେ ଓ ଯେ ତା ପରିପାତେ) ଏକଟି ସରବେ ବୌଜ ତୁଳ୍ୟ । ଆମାର (ଧୀରେ ନାହିଁ କେ) ତା କୋମ ପାଥରେର ଅଭିଭିତ୍ତିରେ (ଲୁକିଯାଇ) ରାଖୋ ଛାଇବେ (ଏଠା ତ୍ରୈମନ ଆବଶ୍ୟକ, ଯା ହଟାନୋ ଏକଟ ମୁକ୍ତର ଏବଂ ତା ନା ହଟିଲେ ଏଇ ତେଣୁର ସମ୍ପର୍କେ କୋମ ତାମ କାଣ୍ଡ ଗଢ଼ିବିପର ମର) ଅଥବା ତା ଆକାଶେର ଅଭିଭିତ୍ତରେ ଥାବୁକ (ଯା ସାଧାରଣ ସ୍ତୁଟ୍ଟବ୍ସନ୍ତସମ୍ବୁଦ୍ଧ ହେବେ ଅବହିତମଗଭାବେ ବହ ଦୂରେ) ଅଥବା ତା ଭୁ-ଭଲେ ଥାବୁକ (ଯେ ଜାଗପା ଗଭୀର ଅଭିଭିତ୍ତିରେ) । ସାଧାରଣ ସ୍ତୁଟ୍ଟବ୍ସନ୍ତ ଦୂର୍ଦ୍ଵିଷେକେ ପ୍ରଛମ ଧୀକାର ଏବଂ ଜୋଇ କାରିଥ । କେବଳ କଥାନୋ କଥାନୋ କୋନ ଯତ ଛୁଟ ଓ ସୁର୍ଯ୍ୟ ହଞ୍ଚାଇବାରିଲେ ଦୂର୍ଦ୍ଵିଷେକ ହେବୋ ନା, ଆମାର କଥାନୋ କଥାନୀ ଆବଶ୍ୟକ ଆବଶ୍ୟକ ଧୀକାର କାରାପେ, କଥାନୋ ଯହ ଦୂରେ ଅବହିତ ବଜେ, କଥାନୋ ଅନୁକୂଳ ଅଭିଭାବର ହଜେ । କିମ୍ବୁ ଆଜ୍ଞାହ୍ ପାକେରେ ଏମନ୍ତ ଶାନ ଯେ, ପ୍ରଛମ ଧୀକାର ଉତ୍ସିତ ଧୀବତୀର କଥରମ୍ବ ଯଦି ବର୍ତ୍ତଯାନ ଥାକେ) ତୁବୁନ୍ (କିମ୍ବା ଯତେର ଦିମେ ହିସାକ-ମିକାଶେର ସମୟ) ଆଜ୍ଞାହ୍ ପାକ ତା ଉପହିତ କରିବେନ । (ଏହାରୀ ତୀର ଅଧିକାରଣ ତାମ ଓ କର୍ମତ୍ୱ ଉତ୍ସିତ ପ୍ରଥାପିତ୍ତ ହଜୋ ।) ନିଃସମେହେ ଆଜ୍ଞାହ୍ ପାକ ଅଭିଭିତ୍ତ ସୁରକ୍ଷାଗୀ ଓ ସର୍ବଭାବୀ । (ଏବଂ କର୍ମ ସମ୍ପର୍କେ ଏ ଉପଦେଶ ପ୍ରଦାନ କରିବି) ହେ ବହସ । ନୀଯାମ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବେ (ଯା ଆକାଶେନ ପରିଭ୍ରମିତି କଥରମ୍ବ ଯାହାଯେ ନିଜେର ପୂର୍ଣ୍ଣା ଲାଭ କରିଲେ, ଅନୁରଗଭାବେ ଅପରେର ପୂର୍ଣ୍ଣା ଅର୍ଜନେର ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ମହିଳାକୁ ଧାରା ଦାଇ, ସୁଲ୍ତରାୟ ମୋକଦେଶରକେ) ସହି କାଜେର ଆଦେଶ କରିବେ ଓ ଅର୍ଥ କାଜ ଧେବେ ବିଶ୍ଵାସ ଏବଂ (ଏହି ସହ କାଜେର ଆଦେଶ ଓ ଅର୍ଥ କାଜ ଧେବେ ନିମ୍ନଧ କରିବି ଯିମେ ବିଶେଷତାବେ ଏବଂ ସକଳ ଅବହାର ସାଧାରଣଭାବେ) ତୋମାର ତୁହର ଯେ ବିପାଶାକମ ଆପନ୍ତିତ ହେବେ, ତାମେ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧାରଣ କରିବେ । ଏଠା (ଏହାପ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧାରଣ) ଉତ୍ସିତ ମନୋବଳ ଓ ସଂସାହାରିକଣାପୂର୍ବ କାଜ ଏବଂ (ସତାବ ଦସିର ସମ୍ପର୍କେ ଏ ଉପଦେଶ ପ୍ରଦାନ କରିବି ଯେ, ହେ ବହସ) ଆନୁବେର ପ୍ରତି ବିମୁଖ ହଜୋ ନା ଏବଂ ଭୁ-ପୃଷ୍ଠେ ମହିଳାରେ ପଦ-ଚାରଣା କରିବୋ ନା । ନିଶ୍ଚିର ଆଜ୍ଞାହ୍ କୋମ ଦାଣିକ ଓ ଆସଗରୀ ଲୋକକେ ଭାବାବେନ ନା । ଏବଂ ତୋକେନ୍ଦ୍ରାଯା ଅଧ୍ୟାପକ ଅବଲମ୍ବନ କରିବେ । [ଧୂର୍ମ ପୁତ୍ରଗଭିତ୍ତେ ତଳୋ ନା, ଯା ବାଜିକୁ ଓ ଯାମ-ଯର୍ବାନାର ପରିପଥୀ—ଏତେ ପଢ଼େ ହାତୁରାରୁ ସଞ୍ଚାରନା ରହେଛେ । ଆମାର ଆଭାବିତ୍ତିରୀମୀଦେର ନୀଯା ଏକବାରେ ଥେବେ ପଶେ ପା କେବଳୋ ନା, ବର୍ତ୍ତେ ହତ୍ତିମତ୍ତ-ହିନ୍ଦୁତ ଅଧ୍ୟାୟ ପତି, ବିନନ୍ଦ ଓ ଆସାନିଧିରେ ତାଙ୍କଚକର ଅବଲମ୍ବନ କର । ଯା ଅନ୍ୟ ଆଯାତେ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ (তারা খলাপৃষ্ঠে অতি বিন্দুভাবে চলাকেরা কর)।

এর আধ্যাত্মিক প্রকাশ করা হচ্ছে] এবং (বাক্যালাপের সময়) অনুচ্ছেদের কথা বলবে। (অর্থাৎ জোরসৌজ করে উচ্চেভাবে কথা বলে না। কিন্তু তার অর্থ এ নয় যে, এমন যন্ত্র হবে কথা বলবে যে, অপর জোক তা শুনতেও পাবে না। পরবর্তী পর্যায়ে ইহ-ইংরেজের প্রতি ঘৃণা ও অবঙ্গ প্রদর্শন করা হচ্ছে এবং বলা হচ্ছে যে,) অনুচ্ছেদ পাখায় চীৎকারই ব্যবস্থাহীর মধ্যে নিষ্কৃষ্টতর। (সুতরাং যানুসৃত হবে পাখায় ম্যায় বিকট রয়ে চীৎকার করা শোভা পায় না। এতেও উচ্চরণে চীৎকার কোন কোম সময় অপরকে পৌড়া দেয় ও তাদের বিরক্তির কারণ ঘটায়)।

আনুচ্ছেদিক আগ্রহ বিষয়

وَلَقَدْ أَتَيْنَا لَقْمَانَ الْعِصْمَةَ——ওয়াহাব ইবনে সুনাকেহের বর্ণনানুযায়ী

মহাবা জোকমান হযরত আইন্দ্ৰ (আ)-এর কাণ্ডে হিজেন। যুক্তিতে তাঁর খালাতো ভাই বলে বর্ণনা করেছেন। ‘বায়বাদী’ ও অন্যান্য তফসীরে রয়েছে যে, তিনি নীর্বাচুনাত করেছিলেন এবং হযরত দাউদ (আ)-এর সহযোগ বৈতে হিজেন। একথা অন্যান্য রেখেও প্রয়োগ দেখকেও প্রয়োগ দেখে, মহাবা জোকমান হযরত দাউদ (আ)-এর কাণ্ডে বর্তমান হিজেন।

তফসীরে মূলে মনসুরে হযরত ইবনে আকবাস (রা)-এর বর্ণনানুযায়ী জোকমান জনেক আবিসিনীয় ঝৌতদাস হিজেন—কঠে চেরার কাজ করতেন। (ইবনে আবু শাফিবাহ, আহমদ, ইবনে আরীর ও ইবনুল মুন্দির প্রযুক্ত যুহুদ নামক পথে এরাপ বর্ণনা করেছেন।) হযরত আবের ইবনে আবদুল্লাহ (রা)-র বিকল্পে তাঁর (জোকমান) অবস্থাদি সম্পর্কে জিজেস করার তিনি বলেন যে, তিনি চেষ্টা ও থেবড়া নাক বিশিষ্ট, বৈঠে আকারের আবিসিনীয় ঝৌতদাস হিজেন। মুজাহিদ (র) বলেন যে, তিনি ঝাটা পা ও পুরো ঢোঁট বিশিষ্ট আবিসিনীয় ঝৌতদাস হিজেন।—(ইবনে কাসীর)

জনেক কৃষকাজ দ্বারা হযরত সাইদ বিন মুসাইল্লাবের খিদমতে কোন শাস-‘আজা জিজেস করতে হুবুর হয়। হযরত সাইদ তাকে সান্দুনা দিলে বলেন, তুমি কৃষকাজ বলে সুঃখ করো না। কারণ কালো বর্ণধারীদের মধ্যে এমন তিনজন মহান ব্যক্তি আছেন, যারা শানবকুলে প্রের্ণ বলে বিবেচিত—হযরত বিলাল, হযরত ওমর বিন খাত্বাব কর্তৃক মুক্ত গোলাম হযরত ‘মাহজা’ এবং হযরত জোকমান (আ)।

আলীন ইসলাম বিশেষজ্ঞগণের মতে হযরত জোকমান দ্বারা নবী হিজেন না, বরং তারি, প্রকাশান ও বিশিষ্ট অনীয়ী হিজেন। ইবনে কাসীর বলেন যে, প্রাচীন ইসলামী অনৌষুধুস এ ব্যাপারে একমত যে, তিনি নবী হিজেন না। কেবল হযরত

ইকরায়া (রা) থেকে বণিত আছে যে, তিনি নবী ছিলেন। কিন্তু এর বর্ণনা সুর (সমদ) দুর্বল। ইয়ায় বাগাবী বলেন যে, একথা সর্বসম্মত যে, তিনি বিশিষ্ট ফকীহ ও প্রজ্ঞাবান ব্যক্তি ছিলেন, নবী ছিলেন না।—(মাঝারী)

ইবনে কাসীর (র) বলেন যে, তাঁর সম্পর্কে হয়রত কাজাদাহ (রা) থেকে এক বিস্ময়কর রেওয়ায়েত আছে যে, আজাহ্ পাক হয়রত জোকমানকে নবুয়ত ও হিক্মত (প্রভা) —দুয়োর মধ্যে যে কোন একটি প্রাহণের সুযোগ দেন। তিনি হিক্মতই (প্রভা) প্রাহণ করেন। কোন কোন রেওয়ায়েতে আছে যে, তাঁকে নবুয়ত প্রাহণের সুযোগ দেওয়া হয়েছিল। তিনি আরব করানেন যে, “যদি আমার প্রতি এটা প্রাহণ করার নির্দেশ হলে থাকে তবে তা শিরোধার্য। অন্যথায় আমাকে ক্ষমা করুন।”

হয়রত কাজাদাহ (রা) থেকে আরও বণিত আছে যে, মনৌষী মোকদ্দমের নিকট এক ব্যক্তি জিজেস করেছিল যে, আপনি হিক্মতকে (প্রভা) নবুয়ত থেকে সমধিক প্রাহণযোগ্য কেন মনে করলেন, যখন আপনাকে যে কোন একটা প্রাহণ করার অধিকার দেওয়া হয়েছিল? তিনি বললেন যে, নবুয়ত বিশেষ দায়িত্বপূর্ণ পদ। যদি তা আমার ইচ্ছা ব্যক্তিভাবে প্রদান করা হতো, তবে সবুৎ মহান আজাহ্ তাঁর দায়িত্ব প্রাহণ করলেন, যাতে আমি সে কর্তব্যসমূহ পালন করতে সক্ষম হই। কিন্তু যদি আমি তা ক্ষেত্রায় চেয়ে নিষ্ঠায় তবে সে দায়িত্ব আমার উপর বর্তাতো।—(ইবনে কাসীর)

যখন যহুদ্যা মোকদ্দমের নবী না হওয়ার কথা অধিকাংশ ইসলামী বিশেষজ্ঞ কর্তৃক বীরুত, তখন তাঁর প্রতি কোরআনে বণিত যে নির্দেশ ^{شَكْرِيٌّ} নুর (আমার প্রতি কৃতভাব প্রকাশ কর) —তা ইমাহায়ের মাধ্যমেও হতে পারে, যা আজাহ্ র ওজীগণ জাত করে থাকেন।

যহুদ্যা মোকদ্দম হয়রত দাউদ (আ)-এর আবির্ভাবের পূর্বে শরীরতী মাস-‘আজাসমূহ সম্পর্কে জনগণের নিকট কঙ্গেয়া দিতেন। হয়রত দাউদ (আ)-এর নবুয়ত প্রাপ্তির পর তিনি এ ফঙ্গেয়া প্রদানকার্য পরিত্যাগ করেন এই বলে যে, এখন আর তাঁর প্রয়োজন নেই। কোন কোন রেওয়ায়েতে আছে যে, তিনি ইসরাইল গোক্রের বিচারপতি ছিলেন। হয়রত মোকদ্দমের বহু জ্ঞানগর্ত বাণী জিপিবজ্জ্ব আছে। ওয়াহাব বিন মুনাবেহ বলেন যে, আমি হয়রত জোকমানের জ্ঞান-বিজ্ঞানের চাইতেও বেশি অধ্যায় অধ্যয়ন করেছি।—(কুরতুবী)

একদিন হয়রত মোকদ্দম এক বিরাট সমাবেশে উপস্থিত জন-মণ্ডলীকে বহু জ্ঞানগর্ত কথা শুনাইলেন। তখন সময় এক ব্যক্তি এসে জিজেস করলো যে, আপনি কি সেই ব্যক্তি—যে আমার সাথে অবুক বলে ছাগল চরাতো। মোকদ্দম বললেন, হ্যাঁ—আমি সে জোকই। অশ্পর মোকটি বললো, তবে আপনি এ অর্ধাদা কিভাবে জান করলেন যে, আজাহ্ র গোটা স্থিতিকূল আপনার প্রতি সম্মান প্রদর্শন করে এবং আপনার বাণী শোনার জন্য দুরদুরাত থেকে মোক এসে জ্ঞানেত হয়? প্রতি-উত্তরে

জোকমান বলেন যে, এর কারণ আমার সুষি কাজ—এক সর্বদা সত্য বলা, সুই অপ্রয়োজনীয় কথাবার্তা পরিহার করা। অপর এক রেওয়ার্ডে আছে যে, হয়রত জোকমান বলেছেন, এমন কল্পকঙ্গো কাজ আছে যা আমাকে এ ক্ষেত্রে উন্নীত করেছে। যদি তুমি তা প্রাপ্ত কর তবে তুমিও এ বর্দ্ধন ও স্থান লাভ করতে পারবে। সে কাজগুলো এই ৩ নিজের সৃষ্টি নিষ্ঠনুভূতি রাখা এবং মুখ বক করা, হাজার জীবিকাতে তুল্ট থাকা, নিজের জীবনানন্দ সংরক্ষণ করা, সত্তা কথায় অটো থাকা, অঙ্গীকার পূর্ণ করা, যেহানের আদর-আগ্রহন ও জাদের প্রতি সম্মান প্রদর্শন, প্রতিবেশীর প্রতি সর্বদা জক্ষ রাখা এবং অপ্রয়োজনীয় কাজ ও ব্যাখ্যা পরিহার করা।—(ইবনে কাসীর)

হয়রত জোকমানকে প্রদত্ত হিকমতের অর্থ কি? ۳۵۰۷ শব্দটি কোরআনে কবরীয়ে বিভিন্ন অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে—বিদ্যা, বিবেক, পাতীর্ষ, মনুষ্য, মতের বিপ্রকাশ ইত্যাদি।

আবু ‘হাইজ্যান’ বলেছেন যে, হিকমত বলতে সেসব ব্যাক্য সমষ্টিকে বোঝায় যে কোনো মানুষ উপরে প্রাপ্ত প্রাপ্তি করতে পারে, তাদের অন্তরে প্রভাবাত্মিত করে এবং যা মানুষ সংরক্ষণ করে অপরের নিকটে পৌছায়। ইবনে আবুস রা) বলেন যে, হিকমত অর্থ—বিবেক, প্রকৃতি ও মেধা। আবার কোন কোন অনৌষৰ্দি বলেন, তানানুসারে কাজ করার নাম হিকমত। প্রকৃতি প্রস্তাবে এন্টেনার মধ্যে কোন প্রকারের বিশেষ বা বৈপরীত্য নেই।—এগুলো সবই হিকমতের অন্তর্গত। উপরের তৎসীরের সার-সংক্ষেপে হিকমতের অনুবাদ ‘প্রভা’ বলে এবং তার ব্যাখ্যা ‘কার্যে পরিপন্থ জ্ঞান’ বলে করা হয়েছে, যা সর্বব্যাপী ও অভ্যন্তর সুস্পষ্ট।

উল্লিখিত আস্তাতে হয়রত জোকমানকে প্রভা (হিকমত) প্রদানের কথা বর্ণনার পর বলা হয়েছে: أَنِ اشْكُرْ لِي (আমার কৃতকৃতা জীবন কর) এতে এক

সত্ত্বাবন্ন হত্তা এই রয়েছে যে, এখানে قُلْنَا (আমরা বললাম): শব্দটি উহ্য আছে বলে ধরে নেওয়া। অর্থ হবে এই যে, আমি (আল্লাহ) জোকমানকে প্রভা (হিকমত) প্রদান পূর্বক এ নির্দেশ দিলাম যে, আমার প্রতি কৃতকৃতা প্রকাশ কর। আবার কোন কোন অনৌষৰ্দি বলেন যে, أَنِ اشْكُرْ لِي অর্থ হিকমতেরই ব্যাখ্যা। অর্থাৎ জোকমানকে যে হিকমত প্রদান করা হচ্ছিল তা হজো তার প্রতি আমার কৃতকৃতা প্রকাশের নির্দেশ—যা সে কার্যে পরিপন্থ করেছে। তখন এর মর্মার্থ হবে এই যে, আল্লাহর অনুমতি ও কর্তৃপক্ষের ক্ষম্য কৃতকৃতা প্রকাশ করা সর্বজ্ঞত হিকমত। অতপর এ বিবরণ অবহিত করে দেন, আমি যে কুকুরো আমারের নির্দেশ দিলাম—তা আমার কোন নিষ্ঠা আক্ষেত্রে জন্ম নয়। আমার কামে কৃতকৃতীর কোন প্রয়োজন নেই; অর্থাৎ এ নির্দেশ

তারই উপকারার্থে সিয়েছি। কান্দাখ আমার চিরতন বিধান, যে ব্যক্তি আমার প্রদত্ত মিলায়তের শুকরিয়া আদার করবে, আমি তার নিয়ামত আরো বাঢ়িয়ে দেবো।

অতপর অহাত্মা জোকমানের কয়েকটি ভানগৰ্ড বাণী বর্ণনা করা হয়েছে, যেগো ভিন্নি তাঁর পুরুকে সঙ্গোধন করে ইরশাদ করেছিমেন, যাতে অন্যান্য জোকও উপকৃত হতে পারে। সেজন্ম কোরআনে করীমও সেসব ভানগৰ্ড বাণীসমূহ উল্লেখ করেছে।

এসব ভানগৰ্ড বাণীসমূহের অধো সর্বায়ে হলো অকৌদাসমূহের পরিষ্কারণ। তন্মধ্যে সর্বশ্রদ্ধম কথা হলো, কোন প্রকারের অংশীদারিত্ব হির না করে আলাহু পাককে পেটা বিশের প্রচ্টা ও প্রভু বলে বিশাস করা। সাথে সাথে আলাহু পাক ব্যক্তি অন্য কাঁটকে উপাসনা-আয়াধনার অংশী ছাগন না করা। আলাহু পাকের কোন সৃষ্টি বশকে প্রচ্টার সমর্বাদাসম্পর্ক ঘনে করার মত শুরুতর অপরাধ মুনিয়তে আর কিছু হতে পারে না। তাই ভিন্নি বলেছেন : *يَبْنِي لَا تَشْرِكُ بِاللَّهِ أَنَّ الشَّرِكَ لَظِلْمٌ عَظِيمٌ*

(হে আমার হির বৎস ! আলাহুর অংশী হির করো না, অংশী ছাগন করা শুরুতর জুনুম !) পরবর্তী গৰ্বায়ে মনোযী জোকমানের অন্যান্য উল্লেখ্য ও ভানগৰ্ড বাণী-সমূহ বর্ণনা করা হয়েছে, যা ভিন্নি কীর পুরুকে সঙ্গোধন করে ইরশাদ করেছিমেন। শিরুক যে শুরুতর অপরাধ, সুতুরাং কেবল অবহাতেই এর নিকটবর্তী না হওয়ার হিদায়তের উল্লেখ্য আলাহু পাক অন্য এক নির্দেশ দান করেন।

যাতাপিতার কৃতজ্ঞতা ঝীকার ও তাদেরকে জন্ম দেয়া করব, কিন্তু আলাহু পাকের নির্দেশ-বিবোধী হলে অন্য কারো আবৃগত্য আয়োব নয় ; আলাহু পাক ফরমান যে, খদিঙ্গ সম্বাদের প্রতি পিতামাতাকে আনা করার ও তাঁদের কৃতজ্ঞতা ঝীকারের বিশেষ জ্ঞানীদ রয়েছে এবং নিজের (আলাহুর) প্রতি আনুগত্য প্রকাশ ও কৃতজ্ঞতা প্রকাশের সাথে সাথে পিতামাতার প্রতিও তা করার জন্য সজ্ঞানকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। কিন্তু শিরুক এমন শুরুতর অন্যান্য ও যারাধুক অপরাধ যে, যাতাপিতার নির্দেশে এয়নকি বাধা করলে পরও কারো পক্ষে তা আয়োব হবে বাবুর না। অনি কারো পিতামাতা তাঁকে আলাহুর সাথে অংশী ছাগন বাধা করতে চেষ্টা করতে পাবেন এবং বিবোধে পিতামাতার কথাও রক্ত করা আয়োব নয়।

এখনে যখন পিতামাতার প্রতি কর্তব্য পালন এবং তাঁদের কৃতজ্ঞতা ঝীকারের নির্দেশ প্রদান করা হয়েছে, তখন এর হিকমত ও অভিনিহিত রহস্য এই বর্ণনা করেছেন যে, তাঁর আ ধর্মাধুমে তাঁর আবির্ভাব ও অভিজ্ঞ বজায় রাখার ক্ষেত্রে জ্ঞানাধুম ত্যাগ ঝীকার ও অবর্ণনীয় দৃঃধ-কল্প ব্যবস্থাপন করেছেন। নয় মাস কাল উদয়ে ধারণ করে তাঁর প্রকাশেক্ষণ করেছেন এবং এ কারণে কৃতব্যধুম দৃঃধ-কল্প ব্যবস্থাপন করেছেন। আবায় পৃষ্ঠিত হওয়ার পরও দৃঃধহর পর্যন্ত তন্মাদানের কাটিন আয়োজন পেয়াজেছেন, যাতে দিনব্রাত মাকে কঠোর পরিদ্রব করতে হয়েছে। কলে

তাঁর দুর্বলতা উত্তরেও বৃদ্ধি পেয়েছে। আর সত্ত্বের জীবন-পাইন কেবল আকেই হেহেতু
অধিক বাস্তি-বায়েজা পেয়েছে এবং, সেজন্য শরীরতে যামের ছান-ও অধিকার পিতার

অপ্রে রাখা হয়েছে । **وَمِنْهَا إِلَّا إِنْسَانٌ بِرَوَالْدِيَّةِ حَمْلَتْهُ أَمْ وَهُنَّ عَلَىٰ مِنْ**

وَإِنْ جَاهَهَا لَقَىٰ وَهُنَّ وَفَصَالَكُمْ فِي عَامِينِ আয়াতের শর্ম ইহাই। অতপর

আয়াতে বলা হয়েছে যে, আজাহ্ পাকের সাথে অন্য কাউকে অংশী ছাগন-বিষয়ে পিতা-
মাতৃকে মান্য করাও হারায়।

ইসলামের অন্য ন্যায়নীতি : যদি পিতামাতা আজাহ্ অংশী ছাগনে বাধ্য
করার চেষ্টা করেন, তখন আজাহ্ নির্দেশ হল তাঁদের কথা না মান। এমতাবস্থার
মানুষ ক্ষতি-ক্ষতি সৌমার অধ্যে ছির থাকে না। এ নির্দেশ পাইন করতে গিয়ে সত্ত্বের
পক্ষে পিতামাতার প্রতি কষ্ট বাব প্রয়োগ ও অশোভন আচরণ প্রদর্শন করে তাঁদেরকে
অপ্রয়ান্ত করার অশ্রু কৃতি হিল। ইসলাম তো ন্যায়নীতির জন্য প্রতীক—জগতের
বস্তরই একটি সৌম্য আছে। তাই অংশী ছাগনের বেলায় পিতামাতার অনুসরণ না করার
مَا جِبْهَمَا فِي الدُّنْيَا مَغْرُوفًا

—অর্থাৎ দীন সংক্রান্ত ব্যাপারে তো তাঁদের কথা মানবে না। কিন্তু পার্থিব কাজকর্ম
—স্থা ধারীরিক সেবাবৃত্ত বা ধনসম্পদ ব্যায় ও অন্যান্য কেবল কার্পণ প্রদর্শিত
না হয়, বরং পার্থিব বিবরাদিতে সাধারণ নিষ্ঠানুযায়ী কাজকর্ম করবে। তাঁদের
প্রতি বেরাদবী ও অশালীনতা প্রদর্শন করো না। তাঁদের কথাবার্তার এমনভাবে উত্তর
দিও না, যাতে অহেতুক অনাবেদন্যার উদ্দেশ করে। যোট কথা, শিরক-কুফরীর ক্ষেত্রে
তাঁদের কথা না মানার কারণে যে অর্পণাত্মক উদ্দেশ হবে, তা তো অপারকৃত হেতু
ব্যরদান্ত করবে। কিন্তু প্রয়োজনকে তাঁর সৌম্যার মধ্যেই রাখতে হবে। অন্যান্য ব্যাপারে
যেন অনোকচ্ছেটের কারণ না ঘটে সে সম্পর্কে সচেতন থাকবে।

বিসেব প্রচলিত :—এ আয়াতে দুধ ছাড়ানোর কাজ যে দু'বছর বলা হয়েছে—
তা প্রচলিত সাধারণ অভ্যাস অনুবাদী। এখানে এর কোন ব্যাখ্যা বা সম্পর্ক বর্ণনা
নেই যে, এর চাইতে অধিককাল দুধ পায় করালে তার কি হবুল। এ যাস-আজাহ্
ব্যাখ্যা ও বিবরণ সুরায়ে আহ্কাফ ওর **وَنَفَّا لَهُ شُرُونْ شُرُونْ** আয়াতে
ইনশাহ্ করা হবে।

যাহাত্তা জোকমানের ছিলীর উপদেশ আকারেন সংপর্কে : অটুট বিদ্বাস রাখতে
হবে যে, আকাশ ও পৃথিবী এবং এর মাঝে যা কিছু আছে এর প্রতিটি বিস্তুকথা আজাহ্
পাকের জঙ্গীয় জ্ঞানের আওতাধীন, এবং সব কিছুর উপর তাঁর পূর্ণ ক্ষমতা ও আধিপত্য
রয়েছে। কোন ব্যক্ত ক্ষত ক্ষতই হোক না কেন যা সাধারণ দৃষ্টিতে দেখতে পাওয়া যাব না,

অনুরূপভাবে কোন বস্তু স্তুরেই অবস্থিত থাক না কেন অথবা কোন বস্তু স্তু পঢ়ীর অধীন বা স্বনিকার অন্তরাজেই থাক না কেন যদান আলাহুর ভান ও দুল্টির আড়ালে থাকতে পারে না এবং তিনি যে কোন বস্তুকে যত্নন ও যেখানে চান উপস্থিত করতে পারেন। **إِنَّهَا إِنْ تُكُنْ مُتَقَالَ حَبَّةً مِنْ خَرْدَلٍ إِلَيْهَا**—যিন্মু-এর

মর্মার্থ তাই। যাবতীর বস্তু যদান আলাহুর ভান ক্ষমতার আওতাভুজ হয়ে থাকা—ইসলামের মৌলিক বিশ্বাস এবং একত্ববাদের আকীদার অন্তর্গত শুরুত্বপূর্ণ দরৌল।

যদান্মা মৌকযানের চৃতীর উপদেশ কর্তৃ পরিশুল্কিতা সংপর্কে: অবশ্য করণীয় কাজ তো অনেক। তন্মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ ও শুরুত্বপূর্ণ কাজ নামায এবং শুরুত্বপূর্ণ হওয়ার সাথে সাথে অন্যান্য কাজের পরিশুল্কিতা কারণ ও মাধ্যমও বটে। যেমন নামায সংপর্কে যদান পাইনকর্তার ইরালাম রয়েছে: **إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَىٰ مِنِ الْفَحْشَاءِ**—

وَالْمُنْكَرُ (নিষ্ঠৱাই নামায যাবতীয় আলীল ও গর্হিত কাজ থেকে বাঁচিয়ে রাখে)। এজন্য অবশ্য করণীয় সৎকাজগুলোর অধ্য হতে শুধু নামাযের বর্ণনা দিয়েই হথেল্ট করেছেন। **إِنَّ الْمُنْكَرَ أَقْرَبُ الْفَحْشَاءِ**—যিন্মু-অর্থাৎ হে বৎস! নামায প্রতিষ্ঠা কর। যেমন আগে বলা হয়েছে হে, নামায প্রতিষ্ঠার অর্থ শুধু নামায পড়ে নেওয়া নহ, বরং যাবতীর অংগসমূহ ও নিয়মাবলী পরিপূর্ণভাবে সম্পূর্ণ করা—যথাসময়ে আদায় করা, এবং উপর হায়ী ও দৃঢ়পদ থাকা—এসবই নামায প্রতিষ্ঠার মর্মের অঙ্গগত।

যদান্মা মৌকযানের চতুর্থ উপদেশ চরিত্র সংশোধন সংপর্কে: ইসলাম একটি সমষ্টিগত ধর্ম—বাস্তির সাথে সাথে সমষ্টির সংশোধন এ জীবন যাবতীর প্রধান ও শুরুত্বপূর্ণ অংগ। এজন্য নামাযের ন্যায় অবশ্য করণীয় শুরুত্বপূর্ণ কাজের সাথে সাথেই সৎ কাজের আদেশ ও অসৎ কাজ থেকে নিষেধ—এ অবশ্য করণীয় কর্তৃব্যের বর্ণনাও দেওয়া হয়েছে। বস্তা হয়েছে—মানুষকে সৎকাজের প্রতি আহ্বান কর ও অসৎ কাজ থেকে বিরুদ্ধ রাখ। এক নিজের পরিশুল্কি, ছিটোর, গোটা মানবকুলের পরিশুল্কি—এর উত্তরাই পালন করতে বেশ সুঁধ-কল্প বরদাশত করতে হয়, প্রয় সাধনার প্রয়োজন হয়। এর উপর সৃঢ়পদ থাকা খুব সহজ ব্যাপার নহ। বিশেষ করে শৃঙ্খলকুলের পরিশুল্কির উদ্দেশ্যে সৎ কাজের আদেশের প্রতিদানে দুনিয়ার সর্বদা শুভ্রা ও বিরোধিতাই জুড়ে থাকে। সুতরাং এ উপদেশের সাথে সাথে এরাপ উপদেশও প্রদান করা হয়েছে যে, **وَإِصْبَرْ عَلَىٰ مَا آتَاهَا بَلْ كَمْ ذَلِكَ مِنْ عَزْمٍ لِّا مُوْرِ**—অর্থাৎ এসব কাজ সম্ম করতে হে সুঁধ-কল্পের সভ্যুদ্ধীন হবে তাতে দৈর্ঘ্য ধারণ করে হিরণ্যতা অবলম্বন করবে।

وَلَا تُصْرِفْ ;
অনীবী সোকমানের পক্ষে উপস্থিৎ সামাজিক বিল্টাচার সমর্কে ;

لِلَّهِ مِنْهُ مَرْحَبٌ—**لَا تَصْرِفْ خَلْقَ**—এর উৎপত্তি চুর খাড় থেকে—যার অর্থ উটের এক প্রকার ব্যাধি—যার ক্ষমে এর খাড় থেকে আয়। মেম মানুষের 'আকওয়া' নামক প্রদিষ্ট ব্যাধি, যার ক্ষমে মৃৰ্দণগুলি বৌকা হয়ে আয়। এর অর্থ চেহারা ফিরিয়ে রাখা। যার মর্ম এই যে, জোকের সাথে সাজাহ বা কথোপকথনের সঙ্গে মৃৰ্দণ ফিরিয়ে রেখো না—যা তাদের প্রতি উপেক্ষা ও অহংকারের নির্দর্শন এবং উজ্জোচ্ছিত অভিব ও আচ-কাশের পরিপন্থী। **وَلَا تَمْلِكْ فِي الْأَرْضِ مَرْحَبًا**—৪৫০ শব্দের অর্থ পর্বতের উজ্জতের সাথে বিচরণ করা অর্থাত্ আজাহ পাক ঝুঁটিকে আবতীয় বন্ত হতে নত ও পতিত করে দৃষ্টি করেছেন। তোমদের দৃষ্টিও এ যাঁটি দিয়েই। তোমরা এর উপর দিয়েই চলাকেরা কর—নিজের নিগৃহ তত্ত্ব বুঝতে চেষ্টা কর। আস্তাতিশানীদের ধারা অনুসরণ করে অহংকার ভয়ে বিচরণ করো না। **إِنَّ اللَّهَ لَا يُعِصِبُ كُلَّ**

مُخْتَلِفٍ—আজাহ পাক কোন অহংকারী আস্তাতিশানীকে পছন্দ করেন না।

وَأَقْدِمْ فِي مُشْبِكِ—অর্থাত্ নিজ গতিতে মধ্যপন্থা অবলম্বন কর, মৌড় ধাপসহত চলো না, যা ক্রব্যতা ও শাজীবতার পরিপন্থী। হাদীস শরীফে আছে যে, দ্রুত-গতিতে চোঁড়া ঝুঁটিনের সৌন্দর্য ও মর্যাদা হানিকর (আমে সঙ্গীর হস্তরত আবু ইব্রাহিম থেকে বর্ণিত)। এরাপ্তাবে চোঁড়ার ক্ষমে নিজেও দুর্ঘটনার পতিত হওয়ার আশৎকা আছে বা অপরের দুর্ঘটনার কারণও ঘটিতে পারে। আবার অত্যাধিক অহুর গতিতেও চলো না—যা সেসব গৰ্বসঙ্কোচ আস্তাতিশানীদের অভ্যাস হাতা অনাম্ন মানুষের চাইতে নিজের অপার কৌরীনা ও প্রেত্যন্ত দেখাতে চায়। অথবা সেসব ঝোলোকদের অভ্যাস, যারা অত্যাধিক অজ্ঞা-সংকেতের দরম মৃত্যু গতিতে বিচরণ করেন না। অথবা অক্ষম ব্যাধি-প্রস্তুদের অভ্যাস। প্রথমটি তো হারাব। বিভাইটি যদি নারী জাতির অনুসরণে করা হয় তাও না-জায়েষ। আবার যদিও উদ্দেশ্য না থাকে তবে পুরুষের পক্ষে এটা একটা কল্পক। তৃতীয় অবস্থায় আজাহ প্রতি অক্ষততা প্রদর্শন—সুস্থ থাকা সঙ্গেও রোগপ্রস্তুদের রূপ ধারণ করা।

হস্তরত আব্দুল্লাহ ইবনে যসউদ ফরমান যে সাহাবায়ে-কিন্তু মক্কায়ে ইহুদীদের হত মৌড়াতে বারণ করা হতো। আবার ঝুঁটানদের নার ধৌর গতিতে চলতেও বারণ করা হতো; বরং উত্তরের মধ্যবর্তী চালচলন প্রশংসন নির্দেশ ছিল।

হয়রত আয়েশা (রা) অনেক বাজিকে অভ্যন্ত মহর গতিতে চলতে দেখেন। মনে হচ্ছিল যেন সে একথি গড়ে যাবে। সুন্দরী তিনি জোকের বিকাশিতার এরপে-তাবে চলার কারণ জিজেস করতে তারা বললো যে, সে কারুগণের একজন, সে শুগে আরা বিশ্বজ্ঞাবে কোরআন তিনাওভাবে করতে সক্ষম হিজেন—সাথে সাথে কোরআনের অধিগ্নও হিজেন তাঁদেরকেই কাবী বলে আখ্যায়িত করা হতো। সাইকথা, সে একজন অধিগ্নও হিজেন তাঁদেরকেই কাবী বলে এরপত্তাবে চলে। এর পরিপ্রেক্ষিতে হয়রত আয়েশা (রা) ফরমান যে, ধরীক্ষা হয়রত উমর (রা) এর চাইতে অনেক উন্নতমানের কাবী। কিন্তু তিনি বখন পথ চলতেন ফ্রান্টগতিতে চলতেন (কিন্তু এখন ফ্রান্ট নয় যেমন ফ্রান্ট চলা নিয়েধ); তিনি কথা বলার জন্য এখন আওয়াজে বলতেন যেন অপর দোক অনায়াসে তা কুনতে পায়, (এখন কৌণ্ডবাবেও নয় যে, তিনি কি বলমেন তোতুমগুলীর তা আবার জিজেস করার প্রয়োজন হয়)।

وَأَغْفُضُ مِنْ صُوقَكَ —অর্থাৎ তোমাদের কর কীৰ্ণ কর। যার অর্থ আর অযোজনাভিবিত উচ্চ করো না এবং হট্টগোল করো না। যেখন এইবাবে কারুকে আবশ্য সম্পর্কে বলা হলো যে, তিনি এখনভাবে কথা বলতেন যেন অপর দোক অনায়াসে তা কুনতে পায়, কোন প্রকারের অসুবিধা না হয়।

إِنْ أَنْكِرَا لِصَوَاتِ الْمُتَّهِرِ —
অন্তগত বলা হয়েছে :
অর্থাৎ চতুর্পদ অনুসৃতের মধ্যে পাথার ঢীঁকারই অভ্যন্ত বিকল্প ও শুভজিকৃতু। এখানে সামাজিক শিষ্টাচার সম্পর্কে চারটি বিষয়ের উল্লেখ করা হয়েছে। (১) লোকের সম্পর্কে সাক্ষাত ও কথোপকথনকালে আবক্ষরিতার সুরে শুধু ফিরিয়ে কথা বলতে বাস্তব করা হয়েছে। (২) ধরাপৃষ্ঠে অহংকার ভাবে বিচরণ করতে বাস্তব করা হয়েছে। (৩) মধ্যবর্তী চাল-চলন প্রশ্ন করতে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। উচ্চিতাবরে ঢীঁকার করে কথা বলতে মিষ্টেখ করা হয়েছে।

رَسْعُلُّৱাহ (সা)-র আচার-আচরণেও এসব উপরে অনুর্ব সমাবেশ ঘটেছিল। শায়ালেজ তিরঘিয়ীতে হয়রত হসান (রা) ফরমাব—আমি আমাদের পিতা হয়রত আব্দুল (রা)-র নিকট রসুলুল্লাহ (সা)-র মানুষের সাথে উঠাবসা ও যেদা-যেশার কালে আ। হয়রত (সা)-এর আচার-ব্যবহার ও প্রকৃতি সম্পর্কে জিজেস করার তিনি বলেন :

كَمْ رَأَيْتُ مِنْ إِنْ كَمْ سَهْلَ الْخَلْقِ لِيَنِ الْجَانِبِ لِيَسْ بِفَظٍ وَلَا غَلِيلَةٍ
وَلَا صَخَابَ فِي الْأَسْوَاقِ وَلَا فَحْشَاءَ وَلَا عَيْنَابَ وَلَا مَثَاجَ يَتَفَاعِلُ فِي
لَا يَشْتَهِي وَلَا يَبْغِي بِسْ مَنَّةَ وَلَا يَجْعَلُ فِيهَا قَدْ تَرَكَ نَفْسَةَ مِنْ ثُلَاثِ الْمَرَاءِ
وَالْأَكْبَارِ وَمَا لَا يَعْنِيَةَ —

অর্থাৎ নবীজী (সা)-কে সর্বদা প্রশ়্ন ও হাস্যোভাস করে দেতে—তাঁর চরিত্রে নম্মলা, আচরণ-কর্মসহারে বিনয় বিনায় করিয়া দিলাগীম ছিল। তাঁর অঙ্গাব যোগেই জৰুৰ হিল না, কথা-বার্ডাঁও নিয়েস হিল না। তিনি উচ্চতারে বা অলৌক কথা বলতেন না, কাহো শপি দোকা-রোগ করতেন না। কৃপণলা প্রকাশ করতেন না। বে-সব দুবা অনঙ্গুল হাতে না সেক্ষণের প্রতি আসড়ি প্রকাশ করতেন না। কিন্তু (সেক্ষণে হালাই হলে এবং তাঁর প্রতি কাহো আকর্ষণ থাকলে) তা থেকে সামেরকে নিন্দান করতেন না, এবং তে সম্পর্কে কোন গুরুত্ব করতেন না (বরং নীরবভাৱ অবলম্বন কৰতেন), তিনি বহু সম্পূর্ণতাবে (চিরভূতে) বর্জন কৰেছিলেন। (১) বাল্মী-বিবাহ (২) অবৃকাস (৩) অশঙ্খোভবীয় ও অবশ্যীন কাজে আচ্ছান্নভূমিক কর্তা।

الَّذِي نَرَوْا أَنَّ اللَّهَ سَخَّرَ لَكُمْ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ
وَأَسْبَغَ عَلَيْكُمْ نِعْمَةً ظَاهِرَةً وَبِإِيمَانٍ وَمِنْ النَّاسِ مَنْ
يُبَادِلُ فِي الدُّنْيَا بِغَيْرِ عِلْمٍ وَلَا هُدًى يَوْمَئِنْبَقْتُبْ قُلَّا ذَلِكُمْ
قَلِيلٌ لَّهُمْ أَتَبِعُوا مَا أَنْزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا وَجَدْنَا
عَلَيْهِ أَبَاءَنَا إِنَّمَا كَانَ الشَّيْطَانُ يَنْدَعُونُ إِلَيْهِ عَذَابَ
الْعَذَابِ وَمَنْ يُسْلِمْ وَجْهَهُ لِلَّهِ وَهُوَ خَيْرٌ فَهُنَّ
أَسْتَكَنَ بِالْعُرُوقِ الْوُثْقَى وَإِلَيْهِ أَتَوْهُ مَاقِيَّةُ الْأَمْوَالِ وَمَنْ
كَفَرَ فَلَا يَخْرُنُكَ كُفُرُهُ وَإِلَيْنَا مَرْجِعُهُمْ فَنُنَذِّهُمْ بِمَا عَمِلُوا
إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِذَنْبِ الصَّدُورِ مَنْ تَعْمَلُ مُنْكِرًا ثُمَّ نَضْطَرُهُمْ إِلَيْ
عَذَابِ عَلَيْيِظِ وَلَكِنْ سَأَلْتُهُمْ مَنْ حَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ
لَيَقُولُنَّ اللَّهُ ذَلِيلُ الْمُحْمَدُ لَهُ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ وَلَهُ مَا
فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْعَزِيزُ الْعَمَيْدُ وَلَهُ أَنَّ مَا

فِي الْأَرْضِ مِنْ شَجَرَةٍ أَقْلَامُ وَالْحَرُبُ يُسَدَّدُهُ مِنْ بَعْدِ سَبْعَةٍ
 أَبْخُرُ مَا نَفَدَتْ كَلِمَاتُ اللَّهِ دَارَ أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ۝ مَا خَلَقْتُمْ
 وَلَا بَغْشَتُمْ إِلَّا كَنْتُمْ وَاحِدَةٌ مَّا أَنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ بَصِيرٌ ۝ أَنَّمَا تَرَى
 أَنَّ اللَّهَ يُوَلِّهُ الْبَيْنَ فِي النَّهَارِ وَيُوَلِّهُ النَّهَارَ فِي الْأَنْيَلِ وَسَمِعَ
 الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ كُلُّ يَجْرِي لِلَّهِ أَجَلٌ مُّكَفَّرٌ وَأَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْلَمُونَ
 حَبِيبٌ ۝ ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ هُوَ الرَّعْقُ وَأَنَّ مَا يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ
 الْبَلَاطُ ۝ وَ أَنَّ اللَّهَ هُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ ۝ أَلَفَ تَرَى أَنَّ الْفَلَكَ
 تَجْرِي فِي الْبَحْرِ بِنِعْمَتِ اللَّهِ لِيُرِيكُمْ قَنْ أَيْتُمْ ۝ إِنَّ فِي ذَلِكَ
 لَا يَرَى كُلُّ صَهَابَرْ شَكُورٌ ۝ وَإِذَا عَشَيْهُمْ مُؤْجَرٌ كَانُوا
 دَعَوْا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الْعَبْدُينَ ۝ فَلَمَّا تَجْعَلُهُمْ إِلَى الْمَرْأَةِ قَنْهُمْ مُفْتَحُونَ
 وَمَا يَجْهَدُ بِأَيْتَنَا إِلَّا كُلُّ خَتَارٌ كَفُورٌ ۝

(২০) তোমরা কি দেখ আজাহ, নতোরগুল ও জুমগুল বা কিছু আছে, সবই তোমাদের কাজে নিয়েজিত করে দিয়েছেন এবং তোমাদের প্রতি তাঁর প্রকাশ ও অশ্রুকরণ নিয়ামতসমূহ পরিপূর্ণ করে দিয়েছেন? এখন জোকও আছে আরো আম, সধনিসৰ্দশ ও উচ্চজ কিঠাব হাতাই আজাহ, সমলক্ষে বাকবিতও করে। (২১) তাদেরকে অবন বলা হল, আজাহ, যা মারিব করেছেন, তোমরা তার অনুসরণ কর, তাহম তারা অসে, বরং আমরা আমাদের সূর্যপুরুষদেরকে যে বিসরের উপর পেয়েছি, তারই অনুসরণ করো। যাহাতান বলি তাদেরকে জাহাজাদের পাঞ্জির দিকে দাওয়াজ দেয়, তবুও কি? (২২) যে বাতি সহকর্মপরায়ণ হয়ে দীর্ঘ মুখ্যমন্ত্রকে আজাহ অভিযুক্ত করে, সে এক অজুবৃত হাতজ ধারণ করে। অকজ কর্মের পরিপাল আজাহের দিকে। (২৩) যে বাতি কুকুরী করে, তার কুকুরী হেন জাপনাকে চিহ্নিত না করে। আমারই দিকে তাদের অভ্যার্থন, অঙ্গগ্র আমি তাদের কর্ম সম্বর্কে তাদেরকে অবহিত

করব। অতএরে যা কিছু রয়েছে সে সম্পর্কে আজাহ্ সহিতে পরিচাল। (২৪) আগ্রি তাদেরকে বাস্তকাদের জন্য তোপবিলাস করতে দেব, অতপর তাদেরকে যাথে করব শুল্কর শান্তি কোণ করতে। (২৫) আগ্রনি যদি তাদেরকে জিজেস করেন, নড়ো-মঙ্গল ও কু-মঙ্গল কে সুলিট করেছে? তাজা অবশ্যই বলবে, আজাহ্। অনুন, সরকার প্রথমাই আজাহ্র। বরং তাদের অধিকার্থেই জ্ঞান রাখে না। (২৬) নড়ো-মঙ্গলে ও কু-মঙ্গলে যা কিছু রয়েছে সবই আজাহ্। আজাহ্ অকাবসুক, প্রথমার্থ। (২৭) গুরুবীতে যত রক্ত আছে, সবই যদি কলম হয় এবং অমুচের সাথেও সাত সমুর বুক হয়ে কালি হয়, তবুও তাঁর বাক্যাবলী লিখে দেব করা যাবে না। নিশ্চয় আজাহ্ পরাক্রমলাভী, প্রজ্ঞাময়। (২৮) তোমাদের সুলিট ও পুনরুত্থান একটি যান্ত আগীর সুলিট ও পুনরুত্থানের সমান হৈ নহ। নিশ্চয় আজাহ্ সবকিছু শোনেন, সবকিছু দেখেন। (২৯) তুমি কি দেখ না যে, আজাহ্ রাঙিকে দিবসে প্রবিষ্ট করেন এবং দিবসেকে রাঙিকে প্রবিষ্ট করেন? তিনি চন্দ্র ও সূর্যকে কাজে নিয়োজিত করেছেন। প্রত্যেকেই নিদিষ্ট কাজ পর্যবেক্ষণ করে। তুমি কি আরও দেখ না যে, তোমরা যা কর, আজাহ্ তাঁর অবর রাখেন? (৩০) এটাই প্রয়োগ যে, আজাহ্ ই সত্য এবং আজাহ্ ব্যক্তি তাঁর আদের পৃষ্ঠা করে সব যিথো। আজাহ্ সর্বোচ্চ, অহান। (৩১) তুমি কি দেখ না যে, আজাহ্র অনুপরে জাহাজ সমুদ্রে চলাচল করে, যাতে তিনি তোমাদেরকে তাঁর নিদর্শনাবলী প্রদর্শন করেন? নিশ্চয় এতে প্রত্যেক সহনশীল, কৃতজ্ঞ ব্যক্তির অন্য নিদর্শন রাখেন। (৩২) ঘৃনন তাদেরকে যেহেতু সদৃশ তরংগ আজাহ্মিত করে নেব, শুধুম তাঁরা বাঁচি যাবে আজাহ্কে তাকতে থাকে। অতপর তিনি ঘৃনন তাদেরকে ছলভাদের সিকে উঞ্জার করে আনেন, শুধুম তাদের কেউ কেউ সরম গথে চলে। কেবল বিধানভারী, অকৃতজ্ঞ ব্যক্তিই আমার নিদর্শনাবলী অভীকার করে।

তৎসীরের সার-সংক্ষেপ

তোমরা কি (সুলিট অগ্রে বিরাজযান চাকুর প্রমাণাদি দ্বারা) একথা উপলব্ধি করতে পার না যে, আজাহ্ পাক শাবতীয় বন্ত যা কু-মঙ্গল বা নড়ো-মঙ্গলে অবস্থিত (প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে) তোমাদের কাজ ও কল্যাণে নিয়োজিত রয়েছেন। এবং তিনি তোমাদেরকে তাঁর প্রকাশ ও অপ্রকাশ শাবতীয় নিয়ামত পরিপূর্ণভাবে প্রদান করেছেন। (প্রকাশ যা চোখ-বন্ধন প্রভৃতির সাহায্যে উপলব্ধি করা যায় এবং অপ্রকাশ যা জ্ঞান ও বিবেকের সাহায্যে উপলব্ধি করা যায়) এবং নিয়ামতরাজি দ্বারা সেব নিরাময় বৌধানো হয়েছে, যা আজাহ্ পাক কর্তৃক নড়োমঙ্গল ও কুমঙ্গলকে ব্যবহারোপ-হোগী ও আরজাধীন করে দেওয়ার ফলে মানুষ জাঁড় করেছে। সুলুরাঁ সব সংজ্ঞাধীন ব্যক্তি ইসকাম ধর্মে দীক্ষিত হতে হবে এ থেকে একথা বোঝা যায় না। এসব দলীলাদি দ্বারা তওহীদ প্রমাণিত হওয়া সত্ত্বেও) এমন কলক কোক রয়েছে, দ্বারা আজাহ্ পাকের (একক) সম্পর্কে কোন অভিজ্ঞতা (অর্থাৎ বাস্তব জ্ঞান) কোন দলীল (অর্থাৎ বুঝি ও বিবেক নিঃস্থত প্রমাণ-জিজিক জ্ঞান) এবং কোন (সুস্পষ্টই), শুরু (অর্থাৎ

বর্দমানিক প্রাণে সংক্ষিপ্ত ভাব) বাস্তীতই তর্ক ও বাসানুবাদে প্রযুক্ত হয়। এবং অধন
আজ্ঞায় পাক হে সব দিব্যের অবগৌর করেছেন, তাদের সেগুলো অনুসরণ করতে আসা
হয় (অর্থাৎ হক প্রাণকারী সঙ্গীজানি সম্পর্কে গভীরভাবে চিহ্নিত করে তা অনু-
সরণ করতে) শুধু (প্রতিপ্রতিরোধে) তারা বলে যে, (জৈবিতী তো তা অনুসরণ করি)।
যা তোমাদের পিতৃ পুরুষকে যা করতে পেরেছি আবরা (তো) তাই অনুসরণ করিবো।
(পরে তাদের এ শুভি ধন্যবাদে যাবা হচ্ছে যে,) যদি শরতান তাদের—পূর্ব-
পুরুষকে জাহাজাদের শাস্তির প্রতি (অর্থাৎ পথচারীদের প্রতি যা দোষধের শাস্তির কারণ)
আহবান করতে থাকে তবুও কি। তারা তাদেরই অনুসরণ করবে? এর মর্য এই
যে, এরী এখন শুভ তাবাপন ও হস্তকারী যে, শুভি ও প্রমাণের দিকে আহবান করা সংবেদ
কোন প্রয়াণাদি ব্যাপীত এবং প্রয়াণের বিষয়ে পথচারী পিতৃ পুরুষের পথে চলতেই
থাকে। এ তো বিজ্ঞানেরই অবস্থা) আর যে বাতি সত্যানুগামী, নিজ মুশ্যমুজ আজ্ঞাহ্র
সীমনে নত করে (অর্থাৎ আকীদা-আমল উভয় কেবলে একাত্ম বাধ্য ও অনুপ্রতি থাকে)।
এর অর্থ ইসলাম ও তওহীদ) এবং (সাধে সাধে) যে নিষ্ঠাবান ও ঈকান্তিকতা
সম্পর্ক বটে (অর্থাৎ নিষ্ক বাহ্যিক ইসলাম নয়) তবে সে অভ্যন্ত সুন্দর প্রাণি ধীরণ
করে নিয়েছে (অর্থাৎ সে এই কাটি সদৃশ হয়ে পড়েছে, যে কোন দৃশ্য রজু হাতে ধীরণ
করে প্রতি বাতুরা থেকে নিরূপণ থাকে)। কলে সে কঠি ও ধৰ্ম থেকে অব্যাহতি
পেয়েছে এবং পরিশেষে বাবতীর কাজের পরিপূর্ণ ও কঢ়াকঢ়া আজ্ঞাহ্র নিকটেই
গৌচুক্ত (সুতরাং এসব আমলও অর্থাৎ হক ও বাতীজের অনুসরণের পরিপালকজগতও
তার সম্মুখে পেল করা হবে)। অন্তর্ভুক্ত তিনি প্রত্যেককে অথবাযোগ্য পুরুষকার ও শাস্তি
প্রদান করবেন।) এবং যে বাতি (হক প্রজ্ঞানকারী সঙ্গীজানি থাকা সম্বৃত) কুফরী
করবে তার এ কুফরী আগনার দুশ্চিন্তার ফারমণ না হওয়া উচিত। (অর্থাৎ আগনি সন্তান
প্রকাশ করবেন না।) এদের সবাইকে আমার নিকটেই ফিরে আসতে হবে। সে দুনি-
য়াতে যা করেছে তখন আমি তা সবই বর্ণনা করে দেব। কেননা আজ্ঞাহ্র পাক অভ্যন্তরে
কথাও তাজ্জন্মে তাত আছেন। (সুতরাং আমার নিকট কোন কিছুই প্রক্ষেত্র নেই—
সবকিছুই প্রকাশ করে অথবাযোগ্য শাস্তি প্রদান করবো। এ সম্পর্কে আগনি কোম চিন্তা
করবেন না। যদি এসব লোক জীবকালীন জীবনের উপর পরিত হয়ে থাকে তবে তা
তাদের আরামক খুল। কেননা এ জীবনের কোন হারিষ্জ নেই। বরং) আমি তাদেরকে
যাত্র করেক দিম উপভোগের সময় দিয়েছি। অন্তর্ভুক্ত তাদেরকে কঢ়িব শাস্তির দিকে
ঠেনে ঠেনে নিরে আসবো (সুতরাং এর উপর অব্যক্তিগত নিষ্ক শুরুতা)। আর
(যে তওহীদের প্রতি তাদেরকে আমি আহবান করছি, তারাও এর মর্য সমর্থন করে)।
কিন্তু ঠিক ফজলাতের কাজে তা ব্যবহার করে না। তাই) আগনি যদি তাদেরকে
জিতেস করেন যে, আকাশ ও স্থিতীক কে হাতিট করেছে? তবে তারা 'নিষ্ঠমই' আজ্ঞাহ্র
পাক হাতিট করেছেন' বলে উত্তর দেবে। (অতপর) আগনি বজুন। বাবতীর প্রথমসা
আজ্ঞাহ্রন্ত। (যে বিষয়টি হিল বিশেষ উচ্চতপূর্ণ তা তোমাদের শীকারোড়ির ফজে
প্রয়াণিত হবে পেল। এখন অগনি বিষয়টি নিষ্ঠাত্ম সম্পর্ক যে, যা নিজেই স্তুতি তা উপাসনার

বোগ্য ময়। সুতরাং কামা বলত তো প্রাপ্তিত হজো কিন্তু তা আনে না।) এবং তাদের অধিকাংশ (তো শেষটি বিষয় সম্পর্কও) অবহিত নয়—তাই একেবারে সুস্পষ্ট অপর বিষয়টির প্রতিও তারা সুস্থিতপন্ত করে না যে, ফ্লুস (গৃহী) রাখে পরিষেষ্ট ছাতোরা কেবল প্রচ্টোরই অধিকার—জখু তাঁর জন্য আনার এবং আজাহ পাকের ক্রাপ এবং মর্জাদা তো এই যে,] আকাশ ও সুধিবীভূতে যা কিন্তু আছে সব আজাহেরই কর্তৃত্বাধীন। (বৃত্ত তাঁর রাজস্ব এমনই বিশেষ ও সুবিস্তীর্ণ) এবং আজাহ পাক (অর্থাৎ) সম্পূর্ণরাপে অনুভাপেজী (এবং যাবতীয় সৌন্দর্য ও উপাদানীয় অধিকারী। সুতরাং একমাত্র ভিনিই উপাস্য হওয়ার বোগ্য) এবং (তাঁর উপাদানী এভাই অগণিত যে,) ধরাপৃষ্ঠে হত পাহপালা রয়েছে যদি তা সবগুলো কলমে রাগান্তরিত হয় (অর্থাৎ প্রতিগুলি কলমের সমান করে যাবতীয় পাহপালা বল খণ্ড করে যদি তা দিয়ে কলম তৈরি করা হয় এবং এটা সুস্পষ্ট যে, এরপেজীবে একই পাহপালে হাজার হাজার কলম তৈরি হবে এবং এই যে সমূপ—এর আথে আরো সাত সমূহ সংযুক্ত হয়ে প্রদি কলকিত্তে পরিষেত্যহু) এবং তৈ সব কলম ও কলম দিয়ে আজাহ পাকের অহিহা ক্রতিহস্তী জিখাতে আরম্ভ করা হয় তবে (কলম কালি নিঃশেষ হয়ে থাবে)। আজাহ যাবতীয় বাক্যাবলী (অর্থাৎ যে সব বাক্যাবলী দিয়ে আজাহ পাকের প্রশংসা ও শৃঙ্খলা এবং ক্রতিহস্তী বর্ণনা করা হয়) দেব হবে না। নিঃসন্দেহে আজাহ পাক যদৃ প্রজাতান (অর্থাৎ ভিনি ক্ষমতা ও জ্ঞান এবং উত্তর ক্ষেত্রে পরিপূর্ণতার অধিকারী এবং এ দৃষ্টি শপ যেহেতু অন্যান্য যাবতীয় শপ ও কার্যক্রমের সহিত সম্পর্ক রাখে—সত্ত্বত একেবাই সাধারণতাবে যাবতীয় শপ হর্ষনার পর আবাস্য বিশেষতাবে এ দৃষ্টি শপের উরেখ করা হয়েছে এবং তাঁর নিরক্ষুল ক্ষমতা শপের পরিপূর্ণতার এক অংশ এবং নিঃসর্বন গৱাচস্তুত বটে—বিনোধীরা তো তা কঠিন কালে মনে করে—অথচ ভিনি এখন ক্ষমতাবান যে) তোমাদের সবার (প্রথমবার) স্থিতি এবং (বিভীর বার) জীবন দান (তাঁর পক্ষে) যেন তিক একটি সাত বাড়িকে স্থিতি ও তাকে জীবন দানের ম্যাঝ। (যদিও এখানে হান সুল্লেষ্ট পুনরুদ্ধানের বর্ণনাই উদ্দেশ্য, কিন্তু স্থিতিত্বের বর্ণনার মাধ্যমে প্রাপ্তিত করার তা অধিক শক্তিশালী ও তাৎপর্যবহু হয়েছে।) আজাহ পাক নিঃসন্দেহে সর্বকিছু দেখেন ও শোনেন। (অতপর হেসব জ্ঞাক এসব প্রয়োগাদি সঙ্গেও কিম্বামতের বিচার দিবস অঙ্গীকার করে এবং খুল্লেটা প্রদর্শন করে গাহিত ও অপক্রিয় কাজ এবং পাপাচারে মিশ্র থাকে। আজাহ পাক তাদের এসব কৌর্তিকাণ্ড দেখেছেন— শুনেছেন—এদের ঘোষিত শাস্তিবিধানও করবেন। এরপর পুনরায় তওহাদের বর্ণনা প্রসংগে বলা হয়েছে যে,) তোমরা কি উপরাখি করতে পারছ না যে, আজাহ রাতের (কিন্তু অংশ) দিনের ভেতরে এবং দিনের (কিন্তু অংশ) রাতের ভেতরে প্রবিল্প করে— হৈম এবং চৰ্জন—সূর্যকে করে নিরোধিত রয়েছেন (যে,) এবং প্রত্যেকটি এক নিশ্চিপ্ত সময় (অর্থাৎ ক্রিয়ায়ত পর্যবেক্ষণ) চলতে থাকবে এবং (তোমার কি) একথা (আনা দেই) যে, “আজাহ শাক তোমাদের যাবতীয় কার্যক্রম প্রশংসকে পুরোপুরিতাবে তাঙ্গ (সুতরাং নিষ্পত্তি পরিহার করবে) এ সম্বর্কের পরিপূর্ণ জ্ঞান ও বুকিয়তার পরিচালক।

আর উপরে যেসব কার্যবলী কেবল যথান আঝাহ পাকের সহিত নির্দিষ্ট করা হচ্ছে) তা এ কারণে যে, শুধু আঝাহ পাকই নির্বৃত ও পরিপূর্ণ সজার অধিকারী (ও অবিনবর) এবং এরা আঝাহ পাক বাতীত অন্য যেসব বস্তর উপাসনা করে তা সম্পূর্ণ অসম্ভা ও অযৌক্তিক এবং আঝাহ পাক অতি যথান ও সর্বশ্রেষ্ঠ (সুভুরাঙ) এসব কার্যক্রম তাঁর অন্যাই নির্দিষ্ট। অবশ্য অন্যান্য সজা হাদি অসম্ভা, নছর ও প্রিয়বাগ না হলো বরং 'নাউরুবিজাহ' অগর কোন অবিনবর সজার অভিজ্ঞ থাকতো তবে এসব কার্যক্রম কেবল আঝাহ পাকের অন্য নির্দিষ্ট থাকতো না আ একেবাবে সুস্পষ্ট।

হে সম্মাধিত বাত্তি! তোমার কি (আঝাহ'র একচের) এ (প্রয়াণ) জানা সেই যে, আঝাহ পাকের একান্ত অনুপ্রহেই সম্মু বক্তে নৌকা চাঁচাতে করে থাকে—যেন তিনি এতে তোমাদেরকে দীর (কুদরতের) নির্দর্শনাবলী প্রদর্শন করেন। (কৃত প্রত্যোক্তি সৃষ্টি বস্তর অভিজ্ঞ দীর ছলটাৰ অভিজ্ঞের প্রয়াণ ও সাক্ষাৎ প্রদান করে। অনুমতিপ্রাপ্তবে) এতেও প্রত্যোক ধৈর্যবলীজ কৃতত ব্যক্তিম্ব অন্য আঝাহ'র (কুদরতের) অভিজ্ঞ নির্দর্শন রয়েছে। (এ ধারা যুবিনকেই বোঝানো হচ্ছে, কেবল ধৈর্য ও কৃততত্ত্ব প্রকাশের ক্ষেত্রে পূর্ণতা লাভ করা কেবল এসেবাই বৈশিষ্ট্য)। এভক্তিজ সবর ও শুক্র বিশ্বজগৎ সম্পর্কে চিঠ্ঠা-ভাবনা ও গবেষণা করতেও অনুপ্রাণিত করে। এবং প্রয়াণ জাতের অন্য চিঠ্ঠা-ভাবনা ও গবেষণা একান্ত আবশ্যক। তাই এই উভয় শক্ত এ হলে বেল উপরোগী হয়েছে। বিশেষত নৌকার অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে—কেবল, সমুদ্ধিত ভৱস্যালা ধৈর্য ধারণের ব্যাজ এবং নিয়াপদে তৌরে পৌছানো কৃততত্ত্ব প্রকক্ষে হল। বস্তুত এসব ঘটনা সম্পর্কে ধারা গবেষণা করেন প্রয়াণ জাতের তত্ত্বজ্ঞ তাঁরাই পেয়ে থাকেন) এবং (যেমন পূর্বোল্লিখিত আহাত **وَلِسْنُ سَالْتَمْ**—এ

উক্ত কাফিরদের পক্ষ থেকে যেরাপত্তাবে দলীলের বিষয়াদির দীক্ষিত পাওয়া যায়, কোন কোন সময় বয়ং দলীলের ফলশুভ্রতি অর্থাৎ তুওহীদ সম্পর্কেও দীক্ষারোচি তাপন করে থাকে। যদ্যোরা তুওহীদ অভ্যন্ত স্পষ্ট হয়ে গেল। তাই) যখন তাদেরকে শামি-যানা (অর্থাৎ যেহয়ালা) সম্বৃত তরঙ্গরাজি (তাদের চতুর্দিকে) পরিবেশিত করে কেবল তখন তারা অকপট বিরাসে আঝাহ পাককে আহবান করতে থাকে। অন্তর অন্তন তিনি তাদেরকে উজ্জ্বার করে জু-জাপের দিকে নিয়ে আসেন, তখন তাদের কিম্বদংশ মধ্যগহ্য অবস্থান করে (অর্থাৎ যেক স্থিতি পরিহার করে তুওহীদের সরলতম মধ্যগহ্য অবস্থান করে) এবং (কিম্বদংশ আবার আমার নির্দর্শনাবলী অভীকার করে বসে। এবং) ধারা প্রবক্তক ও অকৃতজ্ঞ কেবল তাঁরাই আমার নির্দর্শনাবলী অভীকার করে (অর্থাৎ নৌকার যে তুওহীদের প্রতিভা করেছিল তা কংগ করে কেবল এবং জু-জাপে পৌছাতে পেরেছে কেবল যে কৃততত্ত্ব প্রকাশ করা উচিত হিল তাও হচ্ছে দেয়)।

আনুষাধিক আত্মা বিষয়

মহান আজ্ঞাহর সর্ববাপী অসীম ভাব ও অসাধারণ ক্ষমতার দৃশ্যাবলী অব-
মোকন কর্তা সত্ত্বেও কাফির ও মুশারিকগণ আৰ শিৱক ও কুকুরাতে অনড় রাখেছে বলে
সুৱার প্রারম্ভে তাদের সম্পর্কে সতর্কবাণী ছিল। আৰ অপৰগঙ্গে আজ্ঞাবসুলভ-অনুগত
মু'মিনগণের প্ৰথম-স্তুতি ও উভ পৰিপতিৰ বৰ্ণনা ছিল। মধ্যস্থলে মহায়তি জোক-
মানের উপদেশাবলীও এক প্ৰকাৰ সেসব বিষয়ের পৰিপূৰকই ছিল। উল্লিখিত আমাতে
আজ্ঞাহ পাকের সর্ববাপী ও সৰ্বতোমুখী ভাব ও ক্ষমতা এবং স্তুটিকুলের প্রতি তাৰ
অজ্ঞ কৃপা ও কুলগারাজি বৰ্ণনা কৰে পুনৰাবৃত্ত তওহীদের প্রতি আহবান কৰা হয়েছে।

—سَخْرُ لِكُمْ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ—আজ্ঞাহ আজ্ঞাহ পাক নজো-

মগল ও জু-মণ্ডলের ঘীৰতীয় বস্ত তোমদের অনুগত কৰে দিয়েছেন—অনুগত কৰে
দেৱীৰ অৰ্থ কোন বন্ধুকে কাৰো আজ্ঞাবহ কৰে দেওয়া। প্ৰথ হতে পাৰে যে, জু-মণ্ডলের
সকল বন্ধু তো আজ্ঞাবহ নয়। বৰং অনেক বন্ধুই তো মানুষেৰ মৰ্জিৰ বিপৰীত কাজ
কৰে। বিশেষ কৰে যেসব বন্ধু নজোমণ্ডলে বিদ্যমান সেগুলো মানুষেৰ আজ্ঞাবহ হওয়াৱ
তো কোন সম্ভাৱনাই নেই। উভৱ এই যে, **سَخْرُ** অৰ্থ কোন রন্ধনকে কোন বিশেষ
কাজে বাধ্যতামূলকভাৱে নিয়োজিত কৰে রাখা। আকাশ ও পৃথিবীৰ ঘীৰতীয় বস্ত
মানুষেৰ অনুগত কৰে দেওয়াৰ অৰ্থ এই যে, সেসব বন্ধু মানুষেৰ সেবা ও কল্যাণ
সাধনে নিয়োজিত কৰে দেওয়া হয়েছে। তথাক্ষে অনেক বন্ধু তো এমন যে, সেগু-
লোকে মানুষেৰ সেবাপৰ নিয়োজিত কৰার সাথে সাথে তাদেৰ আজ্ঞাবহও কৰে দেওয়া
হয়েছে—তাৰা যদ্যম যেভাবে ইচ্ছা সেগুলোকে ব্যবহাৰ কৰে। আবাৰ কতক বন্ধু
এমনও আছে যেগুলো মানুষেৰ কাজে তো জাগিয়ে দেওয়া হয়েছে—ফলে তা মানু-
সেবাপৰ যথাৱীতি অবশাই নিয়োজিত—কিন্তু প্ৰতিপাদকোচিত হিকমতেৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতে
সেগুলোকে মানুষেৰ অনুগত কৰে দেওয়া হৱানি। যেমন নজোমণ্ডল অবৈত্তি স্তুটি-
অপৰ, ফু-নকুল, বঙ্গ-বিদ্যুৎ, বৃষ্টিবাদল প্ৰভৃতি, যেগুলো মানুষেৰ আজ্ঞাবহ কৰে
দেওয়া হজে গৱে সেগুলোৰ উপৰ মানুষেৰ অভাৱ, কুচি, প্ৰকৃতি ও অবস্থাবলীৰ বিভিন্ন-
তাৰ প্ৰভাৱ ও প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰতিক্ৰিত হতো। একজন কামনা কৰতো যে, সুৰ্য অন্তি-
বিলজ্জে উলিত হোক। আবাৰ অপৰজন তাৰ নিজৰ প্ৰয়োজনে এৱ বিলজ্জে উলিতনই
কামনা কৰতো। একজন বৃষ্টি কামনা কৰতো; অপৰজন উল্মুক্ত প্ৰাঙ্গনে সফৱে
আছে বলে বৃষ্টি না হওয়াই কামনা কৰতো। এমতাবস্থায় এৱাপ গৱেষণাৰ যিপৰীত-
ধৰ্মী চাহিদা আকাশযণ্ডলেৰ বন্ধুসমূহেৰ কাৰ্যকৰ্মে বৈপৰীত্য ও বৈসামূল্যৰ উভয়
মাটিতো। এজনাই আজ্ঞাহ পাক এসব বন্ধু মানুব সেবাৰ নিয়োজিত অবশ্যি রেখে-
ছেন, কিন্তু আৰ আজ্ঞাবহ কৰে রাখেননি। এও এক প্ৰকাৰেৱে কুলায়তকৰণই বুঠে।

—أَسْبَاغٌ — وَأَسْبَغَ عَلَيْكُمْ نُعَمَّةٌ طَاهِرَةٌ وَبِطْنَةٌ

করে দেওয়া। যার অর্থ আলাহ্ পাক তোবাদের উপর তাঁর প্রকাশ-অপ্রকাশ সকল
প্রকারের নিয়ামত পরিপূর্ণ করে দিয়েছেন। প্রকাশ নিয়ামত বলতে সেসব নিয়ামত-
কেই বোবায় যা মানুষ তাঁর পক্ষেভিত্তির সাহায্যে অনুধাবন করতে পারে। যেখন
মনোরম আকৃতি, মানুষের সুস্থাম ও সংবেদ অব-প্রত্যাগ এবং প্রত্যেক অংগ এমন
সুসামঝসাপূর্ণভাবে তৈরী করা যেন তা মানুষের কাজে সর্বাধিক সহায়কও হয় অথচ
আকৃতি-প্রকৃতিভেড়ে কোন প্রকারের বিকৃতি না ঘটায়। অনুরাগভাবে জীবিকা, ধন-
সম্পদ, জীবন-শাপনের যাধ্যমসমূহ, সুস্থতা ও কৃশজীবন—এ সবই ইঙ্গিয়েছাহ নিয়া-
মত ও অনুকল্পীসমূহের অন্তর্ভুক্ত। তন্মুগ দীন ইসলামকে সহজ ও অনাস্তাসম্ভব করে
দেওয়া, আলাহ্-রসূলের অনুসরণ ও আনুগত্য প্রদর্শনের তওঁফীক প্রদান, অন্যান্য ধর্মের
উপর ইসলামের বিজয় ও প্রভাবশীলতা এবং শর্তদের মৌকাবেলায় মুসলমানদের প্রতি
সাহায্য ও সহায়তা—এসবই প্রকাশ নিয়ামতসমূহের পর্যায়ভূক্ত। আর গোপনীয়
নিয়ামত সেগুলো যা মানব হাতের সাথে সম্পর্কস্থূল—যথা ঈশ্বার, আলাহ্ পাকের
পরিচয় লাভ এবং তামবুকি, সচরিত, পাপসমূহ গোপন করা ও অপরাধসমূহের ছরিত
শাস্তি আরোগিত না হওয়া ইত্যাদি।

وَلَوْلَىٰ مَا فِي الْأَرْضِ مِنْ شَجَرَةٍ أَقْلَمٍ—এই আলাতে মহান আলাহ্ তাঁর

জ্ঞান ও প্রজ্ঞা, তাঁর ক্ষমতার ব্যবহার এবং তাঁর নিয়ামত (কৃপা ও দয়াসমূহ) যে
একেবারে অসীম ও অকুরাত,—কোন ভাবার সাহায্যে তা প্রকাশ করা চালে না, কোন
ক্ষমত দিয়ে তা জিপিবজ্জ্বল করা চালে না, এ তথাটুকুই সুস্পষ্ট করে দিয়েছেন। অধিকত
তিনি এরাগভাবে উদাহরণ পেশ করেছেন যে, জু-গৃহ্ণ যত বৃক্ষ আছে যদি সেগুলোর
সব শাখা-প্রশাখা দিয়ে কলম তৈরী করা হয় এবং বিহুর সাগরসমূহের পানি কাঁচিতে
জাপাইত্বিত করে দেওয়া হয় এবং এসব কলম আলাহ্ তাঁ-আলার প্রজ্ঞা ও জ্ঞান-গরিমা
এবং তাঁর ক্ষমতা ব্যবহারের বিবরণ মিথ্যতে আরম্ভ করে তবে সমুদ্রের পানি নিখশেষ
হবে যাবে, তবু তাঁর অক্ষুণ্ণ প্রজ্ঞা ও মহিমার বর্ণনা শেষ হবে না। কেবল একটি
মাত্র সমুদ্র কেন—যদি অনুরাগ আরো সাত সমুদ্র অন্তর্ভুক্ত করে নেওয়া হয় তবুও
সব সাগর শেষ হয়ে যাবে তথাপি আলাহ্ পাকের মহিমা প্রকাশক বাণীসমূহের পরি-
সম্পত্তি ঘটবে না। **كَلَّا لَهُ اللَّهُ**—এর ভাবার্থ আলাহ্ পাকের জ্ঞানপূর্ণ ও প্রজ্ঞাময়
ব্যক্ত্যবলী।—(জহ ও মারহাবী) আলাহ্ পাকের মহিমা, কৃপা ও করমবরীও এর
অন্তর্ভুক্ত। সাত সমুদ্র অর্থ এ মর যে, সাত সমুদ্রের সংখ্যা সাতটিই; বরং এর অর্থ এই
যে, এক সমুদ্রের সাথে আরো সাতটি সমুদ্র সংযুক্ত হয়েছে বলে যদি ধরেও নেওয়া হয়
তা সত্ত্বেও একগুলির পানি দিয়ে আলাহ্-র প্রকাশের বাক্যসমূহ লিখে শেব করা যাবে না।
এখানে সাতের সংখ্যা উল্লিঙ্গন করাগ উল্লেখ করা হয়েছে—সীমিত করে দেওয়া উদ্দেশ্য
নয়। যার প্রাপ্তি কোরানের অন্য এক আলাত—বেখানে বলা হয়েছে : **فَلْ لُوكَانَ**

فَلَمْ يَكُنْ أَلْبَرُ مَدَا دَأْلَكْمَتْ وَبِي لَنْفَدَ الْبَحْرِ قَبْلَ أَنْ تَنْفَدَ كَلْمَتْ وَبِي

যদি সম্মুখে কালিতে রাগাঞ্জিত করে দেওয়া হয়, তবে সম্মুখ শুন্য হয়ে থাবে—কিন্তু সে বাণীসমূহ শেষ হবে না। আর তখন এ সম্মুখ নয়, অনুরাগ আরো সম্মুখ অঙ্গভূক্ত করলেও অবশ্য একই থাকবে। এ আঝাতে ৪টি বলে এরাগ ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, যদি এ ধারা বহুদূর পর্যন্ত চলতে থাকে যে, এক সম্মুদ্রের সাথে অনুরাগ অপর সম্মুদ্র সংযুক্ত হয়ে তার সাথে অনুরাগ তৃতীয়টা, অনুরাগ চতুর্থটা—মোটকথা সম্মুদ্রসমূহের যত্নগুল বা সংখ্যাটি যেনে নেওয়া হোক না কেন-এগুলোর পারি কাজি ছাঁজও আঝাতের যদিয়া প্রকাশক বাণীসমূহ খিখে শেষ করতে পারবে না। হুক্তি-বুক্তির দিক দিয়ে একথা সুস্পষ্ট যে, সম্মুখ সাতটি কেব, সাত হাজারও যদি হয় তবুও তা সীমাবদ্ধ, শেষ অবশ্যই হবে—কিন্তু **الله كلام** অর্থাৎ আঝাতের বাক্যাবলী অসীম ও অনন্ত—কোন সৌম্য বৃক্ষ অসীমকে কিন্তু সীমিত করতে পারে?

কতক রেওয়ারেতে আছে যে, এ আয়ত ইহুদী পাত্রীদের এক প্ররে উজ্জ্বল মাহিন
হয়েছে। মহানবী হস্তরাত (সা) যখন যদীনায় তপ্রয়োক আননেন তখন কিছু সংখ্যক ইহুদী
পাত্রী হাতির হয়ে ফোরআনের আয়ত **وَمَا أُنْهِيَ مِنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا** (অর্থাৎ)
তোমাদেরকে অতি সামান্য পরিমাণ তানই প্রদান করা হয়েছে) প্রসংগে আগম্ভির
সুরে বললো, আপনি (মবৌজী) বলেন যে, তোমাদেরকে অতি সামান্য তান
প্রদান করা হয়েছে। এতে আপনি কি শুধু আপনাদের অবস্থা বর্ণনা করেছেন, না
আমাদেরকেও এর অন্তর্ভুক্ত করেছেন? মহানবী হস্তরাত (সা) বললেন—আমার
উদ্দেশ্য সকলেই। অর্থাৎ আমাদের জাতিও এবং ইহুদী-ধৃষ্টানগণও। তখন তারা
আগম্ভি করে বললো—আমাদেরকে তো আজ্ঞাহ পাক তওরাত প্রদান করেছেন—যা
تَبَيَّنَ لِكُلِّ شَفِيعٍ অর্থাৎ সকল বন্ধুর (রহস্য) বর্ণনাকারী। তিনি বললেন, এও
আজ্ঞাহর ভাবের তুলনায় অতি নগণ্য। আবার তওরাতে যেসব তান রয়েছে সে সম্পর্কেও
ভোগ্যরা পুরোপুরি অবহিত নন। কিন্তু আজ্ঞাহর ভাবের তুলনায় বাবতীয় আসমানী
গ্রহ এবং সমস্ত নবীর সমষ্টিগত জ্ঞানও অতিশয় কিঞ্চিতকর ও নগণ্য। এ বক্তব্যের
সমর্থনেই এ আয়ত মাহিন হয়েছে।

(— وَلَوْاَنْ مَا فِي الْأَرْضِ مِنْ شَجَرَةٍ أَفْلَمُ الْأَيْةٍ —) (इवान-काजीर)

يَا يَهُا النَّاسُ اتْقُوا رَبَّكُمْ وَاحْشُوا يَوْمًا لَا يَجِزِئُ وَالَّذِي
عَنْ وَلِدَةٍ وَلَا مَوْلُودٌ هُوَ جَاءَنَّ عَنْ وَالِدَةِ شَيْئًا إِنَّ وَعْدَ
اللَّهِ حَقٌّ فَلَا تَغْرِبُكُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا وَلَا يَغْرِبُكُمْ بِاللهِ
الْغَرُورُ إِنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ وَمَا يُنَزِّلُ الْفَيْضَ
وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْضَ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَا ذَانَ كُسْبٌ
غَدَأً وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِإِيَّى أَرْضٍ تَمُوتُ إِنَّ اللَّهَ عَلَيْمٌ خَبِيرٌ

(৩৩) হে মানব জাতি ! তোমাদের পালনকর্তাকে ভয় কর এবং তহস কর এমন এক দিবসকে শখন পিতা পুরুষের কোন কাজে আসবে না এবং পুরুষ তার পিতার কোন উপকার করতে পারবে না । নিঃসন্দেহে আল্লাহর ওয়াদা সত্য । অতএব পাখিদের জীবন যেন তোমাদেরকে ধোকা না দেয় এবং আল্লাহ সম্পর্কে প্রতীরক শয়তানও যেন তোমাদেরকে প্রতারিত না করে । (৩৪) নিশ্চয় আল্লাহর কাছেই কিয়ামতের জ্ঞান রয়েছে । তিনিই ঝুঁটি বর্ষণ করেন এবং পর্যাপ্ত যা থাকে, তিনি তা জানেন । কেউ জানে না আগামীকলা সে কি উপার্জন করবে এবং কেউ জানে না কোন দেশে সে সৃজ্যবস্তু করবে । আল্লাহ সর্বত্ত, সর্ববিশ্বে সম্মান ভাত ।

তৎসীরের সার-সংক্ষেপ

হে তোকসকল ! তোমাদের পালনকর্তাকে ভয় কর (এবং কৃফরী ও শিরুক পরিহার কর) এবং সেদিনের ভয় কর যেদিন না কোন পিতা দ্বীপ পুরুষের জন্য, না কোন পুরুষ দ্বীপ পিতার জন্য কোন দায়ী আদায় করতে সক্ষম হবে । সেদিনের আগমন একেবারে অবশ্যিক্তাৰী । কেননা এ সম্পর্কে আল্লাহ পাকের অঙ্গীকার রয়েছে । আর আল্লাহ পাকের অঙ্গীকার নিঃসন্দেহে সত্য (প্রতিপন্থ) হয় । সুতরাং এ পাখিদের জীবন তোমাদেরকে যেন প্রতারিত না করে । (সুতরাং এর প্রবর্ধনায় গড়ে আল্লাহ পাক তোমাদেরকে শাস্তি দেবেন না বলে যেন যানে না কর । যেহেন এরা বলে বেঢ়ালো
 وَلَئِنْ رَجَعْتُ إِلَى رَبِّي إِنَّ لِي عِنْدَهُ لِلْحَسْنَى
 অর্থাৎ যদি আমাকে আমার পালনকর্তার সমীপে ফিরে যেতেও হয় তবে নিশ্চয় তাঁর নিকটেও আমার জন্য অতি চমৎকার আয়োজন থাকবে) । নিঃসন্দেহে কেবল আল্লাহ পাকই কিয়ামতের সংবাদ

রাখেন এবং তিনিই (ঝীর তানানুষাঙ্গী বৃষ্টি বর্ষণ করেন। সুতরাং এ সম্পর্কেও পূর্ণ জান কেবল তাঁরই তরে নির্দিষ্ট।) এবং (পর্ডবজীর) পর্ডাশয়ে থা (পুষ্ট না করা) রয়েছে তা কেবল তিনিই জানেন। এবং কোন ব্যক্তিই জানে না বৈ, আগামীকাজ সে কি কাজ করবে। (এ সম্পর্কেও শুধু তিনিই জাত) এবং কোন ব্যক্তি জানে না বৈ, তাঁর শৃঙ্খলা কোথায় হবে (এ সৎবাদও শুধু তাঁর জানেই রয়েছে। কেবল এগুলো কেম, যত অদৃশ্য বস্তু রয়েছে) নিঃসন্দেহে আজ্ঞাহ পাকই সেসব কথা জানেন। (এবং এ-গুলো সম্পর্কে) পরিপূর্ণভাবে জাত (এ কেবল অপর কারো অংশীদারিত্ব নেই)।

আনুবাদিক জাতব্য বিষয়

উপরোক্তভিত্তি আজ্ঞাতভ্যের প্রথম আয়াতে মু'মিন-কাফির নির্বিশেষে সংঘ মানব-কুলকে সংজ্ঞান করে আজ্ঞাহ তা'আজ্ঞা ও কিম্বামত দিবস সম্পর্কে তজ্জ প্রদর্শন করে সেজন্য প্রতিভি নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। বলা হয়েছে : بِهَا النَّاسُ

—অর্থাৎ হে মানবজাতি ! ঝীর পালনকর্তাকে তজ্জ কর। একেব্রে আজ্ঞাহ পাকের মূল বা অন্য কোন উপবাচক নামের ছলে 'রব' (—পালনকর্তা) বিশেষ-পটি চয়ন করার অধ্যে এ ইরিত রয়েছে যে, আজ্ঞাহকে ভয় করার বে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে, তা কোন হিংস অন্ত বা শত্ৰু সম্পর্কে স্বাভাবিকভাবে অনে যেৱাগ তজ্জের উদ্দেশ্য হয়ে থাকে সেৱাগ তজ্জ নহ। কেননা আজ্ঞাহ পাক তো তোমাদের পালনকর্তা—সুতরাং তাঁর সম্পর্কে এ ধরনের কোন আশ্বিকা থাকা বাস্তুনীয় নহ। বরং এ ছলে সে ধরন-নের তজ্জ বোঝানো হয়েছে, যা বয়োজ্ঞাত ও উরুজনের প্রতি তাঁদের মানবর্হাসা ও প্রতাপ-প্রতিপত্তির পরিপ্রেক্ষিতে হয়ে থাকে। হেমন পুষ্ট পিতাকে এবং ছাত্র তাঁর শিক্ষককে ভয় করে। অথচ এই তাঁর শত্ৰু বা ক্ষতি সাধনকারী কেউ নহ। কিন্তু তাঁদের সজ্ঞয ও প্রতাব হাদয়ে বিদ্যমান থাকে। তাই তাঁদেরকে পিতা ও ওস্তাদের অনুসরণে ও নির্দেশ পালনে বাধ্য করে। এ থানেও একব্যাই বোঝানো হয়েছে—যেন আজ্ঞাহ পাকের মহান অর্হাসা ও প্রতাপ তোমাদের হাদয়ে পুরোপুরি স্থান করে নেয়, যেন তোমরা অনায়াসে তাঁর অনুসরণ ও নির্দেশ পালন করতে পার।

وَاحْشُوا يَوْمًا لَا يَجِزُّ وَالدِّعْنَ وَلَدَّةٌ وَلَا مُولُودٌ هُوَ جَازِ مِنْ
—الدِّشْبِيْعَ —অর্থাৎ সেদিনকে তজ্জ কর, যেদিন কোন পিতাও ঝীর পুঁজের উপকার সাধন করতে পারবে না। অনুরাগভাবে কোন পুঁজও ঝীর পিতার কোন ক্ষয়াগ সাধন করতে পারবে না।

এখানে এই প্রেরণীর পিতৃ-পুত্রকে বোঝানো হয়েছে, যাদের অধ্যে একজন মু'যিন
অগ্রজন কাফির। কেননা, মু'যিন পিতৃ আৰু কাফির পুঁজের শাস্তি বিদ্যুমাত্তও ছাস
করতে পারবে না এবং তাৰ কোন উপকোরণও সাধন কৰতে পারবে না। অনুরাগজ্ঞাবে
মু'যিন পুঁজ কাফির পিতৃর কোন কাজে অসেবে না।

وَالَّذِينَ أَمْنَوْا وَالَّذِينَ رَجَعُوهُمْ إِلَيْنَا نَأْتُهُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ

ଅର୍ଥାତ୍ ଯାହା ଜୀମାନ ଏନେହେ ଏବଂ ତାଦେଇ ସନ୍ତାମ-ସନ୍ତତିଓ ଜୀମାନେର କ୍ଷେତ୍ରେ
ତାଦେଇ ଅନୁସରଣ କରେହେ—ଆର ତାରାଓ ମୁ'ମିନେ ପରିଗତ ହୁଯେହେ; ଆଖି ଏ ସନ୍ତାମ-ସନ୍ତତି-
ଦେଇକେ ତାଦେଇ ପିତାମାତାର ମର୍ଯ୍ୟାଦାଯ ଉତ୍ସ୍ଵାତ କରେ ଦେବ। ସନ୍ତିଓ ତାଦେଇ କାର୍ଯ୍ୟବଳୀ ଏ
ତୁରେ ପୌଛାଇ ଉପରୋଗୀ ନନ୍ଦ। କିନ୍ତୁ ସହ ପିତାମାତାର କଳ୍ପାଶେ କିମ୍ବାମଧେର ଦିନ ତାରା
ଏ କଳ ଲାଭ କରନ୍ତେ ସକଳ ହୁବେ ଯେ, ପିତାମାତାର ତୁରେ ତାଦେଇକେ ପୌଛେ ଦେଉଣା ହୁବେ।
କିନ୍ତୁ ଏ କ୍ଷେତ୍ରେ ଶର୍ତ୍ତ ଏହି ଯେ, ସନ୍ତାମକେ ମୁ'ମିନ ହାତେ ହୁବେ—ସନ୍ତିଓ କାଜକର୍ମ କୋନ ତୁଟି
ଓ ଶୈଖିତ୍ୟ ଥିବେ ଥାକେ।

جَنَّتْ عَدَنْ يَدْ خَلُونَهَا وَمِنْ^{۱۰}
অনুমানগতাবে অগ্র এক আবাসে রয়েছে : ১০

صلَّمَ مِنْ أَبَائِهِمْ وَأَزْوَاجِهِمْ وَرِبِّيهِمْ অর্থাৎ তারা অক্ষয় ও অবিনহর
সর্বেদানে প্রবেশ করবে। এবং একেজে তাদের যোগা হিসাবে প্রতিপন্থ গিজীমাটা,
জীগথ ও গুড়-পরিজনণ তাদের সাথে প্রবেশ করবে। যোগা বলতে মু'মিন হওয়া
ব্রোঝানো হচ্ছে।

ଏ ଆଶ୍ରାମକୟ ଦାରୀ ପ୍ରମାଣିତ ହସି ଯେ, ପିତାମାତା ଓ ସନ୍ତୋନ-ସନ୍ତତି, ଅନୁରାଗଭାବେ
ଆମୀ ଏବଂ ଜୀ ମୁ'ମିନ ହେଉଥାର କେତେ ସମ୍ଭାବ୍ୟବ୍ରତ୍ତ ହୁଏ ହାଶର ମରଦାନେ ଏକେର
ଦାରୀ ଅପରେର ଉପକାର ସାଧିତ ହୁବେ । ଅନୁରାଗଭାବେ ବିଭିନ୍ନ ହାନୀଦେର ରେଓମାରେତେ
ସନ୍ତୋନ କର୍ତ୍ତୃଙ୍କ ପିତାମାତାର ଜନ୍ୟ ସୁପାରିଶ କରାର କଥା ବିଭିନ୍ନ ଆଛେ । ସୁତରାଏ ଉତ୍ତିଷ୍ଠିତ
ଆରାତେ ବିଭିନ୍ନ ବିଧି ମେ, ହାଶର ମରଦାନେ କୋନ ପିତା ସନ୍ତାନେର ଥା କୋନ ସନ୍ତାନ
ପିଲାର କୋନ ଉପକାର ସାଧିନ କରାତେ ପାଇବେ ନା—ତା ତୁମ୍ହୁ ଦେ କେତେଇ ପ୍ରସ୍ତରୀୟ ସର୍ବନ
ଏଦେର ମଧ୍ୟେ ଏକଜନ ମୁ'ମିନ ଏବଂ ଅପରାଜନ କାହିଁର ହୁବେ ।—(ମାଘାରୀ)

১° ক্ষামেদা : এখানে একথা প্রথিধানযোগ্য যে, এ আয়াতে পিতা পুত্রের কোন উপকার সাধন করতে পারবে না—এ হলে কিয়াবাচক বাক্যরাপে **يَعْزِيزٌ وَالْ**

لَدْ ১°—এই শব্দসমূহের ব্যবহার করা হয়েছে। পক্ষান্তরে দুটো পরিবর্তন সাধিত হয়েছে। এক. একে বিশেষ্যবাচক বাক্যরাপে বর্ণনা করা হয়েছে। বিড়ীয়ত এখানে **لَد** অব্দের পরিবর্তে **مُوْلُود** শব্দ গৃহীত হয়েছে। তাঁগৰ্হ এই যে, তুলনা-মূলকভাবে কিয়াবাচক বাকের চাইতে বিশেষ্যবাচক বাক্য অধিক জোরদার হয়ে থাকে। বাকের এরূপ পরিবর্তনের মাধ্যমে এ পার্থক্যের প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে, যা পিতাপুত্রের মাঝে বিদ্যমান। তা এই যে, সন্তানের প্রতি পিতার ভালবাসা অধিকতর গতীয়। পক্ষান্তরে পিতার জন্য সন্তানের ভালবাসা দুনিয়াতেও সে ক্ষেত্র পর্যন্ত পৌঁছাতে পারে না। আর এখানে ছাপর যন্ত্রণানে উপকার সাধনে উভয়ের অক্ষয়তাৰ কথাই বলা হয়েছে। কিন্তু সন্তানের কোন উপকার সাধন না করার কথা বিশেষ জোর দিয়ে বলা হয়েছে। আর অব্দের হলে **مُوْلُود** **لَد** শব্দ ব্যবহারের তাঁগৰ্হ এই যে, **مُوْلُود** বলতে শুধু সন্তানগণকেই বোঝানো হয় আৱ শব্দ অধিকতর ব্যাপক। —সন্তানগণের সন্তানগণও এর অক্ষততা। এতে অপরদিক দিয়ে এ বিষয়েরও সমর্থন পাওয়া গেল যে, অৱৎ উরসজ্ঞাত পুঁজও পিতার কোন কাজে আসবে না। তাহলে পৌর ও প্রগৌরের কথা বলা নিষ্পত্তোজন।

অপর আয়াতে পঁচাটি বক্তুর জান সম্পূর্ণভাবে আঝাহ্ পাকেরই জন্য মিদিল্ট থাকা এবং অপর কোন সৃষ্টির সে জান না থাকার কথা বলা হয়েছে। সূতৰাঁ এর মাধ্যমেই সুরার জোকমান শেষ করা হয়েছে।

**إِنَّ اللَّهَ مِنْهُ عِلْمٌ السَّاعَةٍ وَيَنْزِلُ الْغَيْثَ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْضِ
وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَا ذَاتَكَسِبٌ غَدًا وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِمَا أَرْضَى تَهْوَتُ**

অর্থাৎ কিয়ামত সম্পর্কিত জান কেবল আঝাহ্ পাকেরই রয়েছে (অর্থাৎ কোন বছর কোন তারিখে সংঘটিত হবে) এবং তিনি বৃষ্টিপূর্ণ বর্ষণ করেন ও মাতৃগর্ভে কি আছে তা তিনিই জানেন (অর্থাৎ কম্যা না পুত্র, কোন আকৃতি-প্রকৃতির) এবং আগামী কাজ কি অর্জন করবে তা কোন ব্যক্তি জানে না (অর্থাৎ তাজ যদ্য কি খাড় করবে) অথবা কোন হানে মৃত্যুবরণ করবে তাও কেউ জানে না।

প্রথম তিন বক্ত সম্পর্কিত জান যদিও একথা স্পষ্টভাবে বলা হয়নি যে, আঝাহ্ পাক ব্যাপীত অন্য কাঠো এঙ্গোর জান নেই। কিন্তু বাক বিম্বাস ও প্রকাশক্তিগী থেকে

একথাই বোকা যায় যে, এসব বন্দুর ভান কেবল আল্লাহ্ পাকের অসীম ভান ভাওয়াই সীমিত রয়েছে। অবশ্য অবশিষ্ট বন্দুর সম্পর্কে একথা স্পষ্টভাবেই বলা হয়েছে যে, আল্লাহ্ পাক বাতীত অন্য কারো এঙ্গোর তথ্য ও তত্ত্ব জানা নেই। এ পাঁচ বন্দুকে সুরারে আন'আমের আয়াতে আয়াতে مَنْ قَصَعَ الْغَيْبُ (অদৃশ্য উপরের চাবিসমূহ) বলে আধ্যাত্মিক করা হয়েছে。 مَنْ قَصَعَ الْغَيْبُ لَا يَعْلَمُهَا (মান' উপরের চাবিসমূহের মান' আয়াতে আয়াতে مَنْ قَصَعَ الْغَيْبُ لَا يَعْلَمُهَا) বলে আধ্যাত্মিক করা হয়েছে। বলা হয়েছে—**وَعِنْدَهُ مَفَاتِحُ** ।—অর্থাৎ কেবল আল্লাহ্ পাকের নিকটই অদৃশ্য ভানভাওয়ের চাবিকাণ্ডি, তিনি তিনি অন্য কেউ এ সম্পর্কে ভাত নয়। হাদীসে একে **مَفَاتِحُ الْغَيْبِ** বলে আধ্যাত্মিক করা হয়েছে :—**مَنْ قَصَعَ وَمَنْ تَعْلَمَ**—এর অবহৃত, যার অর্থ তাঙ্গা খোজার চাবি। সুতরাং এর অর্থ অদৃশ্য ভান ভাওয়ের মূল—যার সাহায্যে অদৃশ্য ভান ভাওয়ের ধার উন্মুক্ত করা হয়।

অদৃশ্য ভান সম্পর্কিত আস'আলা । এ মাস'আলার প্রয়োজনীয় বর্ণনা সুরারে নামের আয়াত **أَلَّا رَأَى الْغَيْبَ إِنْ كَانَ مِنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَإِنْ لَمْ يَعْلَمْ مِنْ فِي السَّمَاوَاتِ** ।—এর বাধ্য প্রসঙ্গে প্রদান করা হয়েছে। এ আয়াতে যাবতীয় অদৃশ্য ভান কেবল আল্লাহ্ পাকেরই জন্য নিদিষ্ট বলে স্পষ্টভাবে বলা হয়েছে; এবং পূর্ববর্তী ও পরবর্তী গোটা উপরের আকীদা-বিশ্বাসও এই। আলোচ্য আয়াতে যে পাঁচ বন্দু উল্লেখ করে এর ভান কোন সৃষ্টির নেই, কেবল আল্লাহ্ পাকেরই রয়েছে বলে যা বলা হয়েছে তা তথ্য ও কয়টিকেই নিদিষ্ট ও সীমাবদ্ধ করে দেয়ার উদ্দেশ্যে নয়। অন্যান্য সুরারে নামের আয়াতের সহিত বৈগ্রাহ্য দেখা দেবে। বরং এ পাঁচ বন্দুর বিশেষ উল্লেখ প্রকাশার্থে সেগুলো এখানে বর্ণনা করা হয়েছে এবং বিশেষীকৃত ও উল্লেখ আরোগের কারণ এই যে, সাধারণত যেসব অদৃশ্য বন্দুর তথ্য সম্পর্কে অবহিত হতে যানুস আগ্রহাত্মিত—তা এ পাঁচ বন্দুই। এ ছাড়া অদৃশ্য ভানের দাবীদার জ্ঞাতিষ্ঠিগণ যেসব বন্দুর তথ্য যানুসের নিকটে প্রকাশ করে নিজেদেরকে অদৃশ্য ভানের অধিকারী বলে প্রাপ্ত করতে চায়—তাও এ পাঁচ বন্দুই। কোন কোন রেওয়ায়েতে আছে যে, জনেক বাতিল মহানবী ইয়ারত (সা)-কে এ পাঁচ বন্দু সম্পর্কে জিজেস করার পরিপ্রেক্ষিতে এ আয়াত নায়িক হয়, যাতে এ পাঁচ বন্দুর ভান কেবল আল্লাহ্ পাকের রয়েছে বলে বর্ণনা করা হয়েছে।

ইবনে উমর (রা) ও ইবনে ইসউদ্দিন (রা) হতে বলিত হাদীসে ইরশাদ হয়েছে—**أَوْتَبِتْ مَنْ قَعَ كُلُّ شَيْءٍ إِلَّا اللَّهُسْ (أَمَّا حَمْدٌ أَرْبَعٌ كَثِيرٌ)**—অর্থাৎ পাঁচটি বাতীয় যাবতীয় বন্দুর চাবি আমাকে প্রদান করা হয়েছে—এতে—**أَوْتَبِتْ**—এবং একথা প্রকাশ করে দিয়েছে যে, এ পাঁচ বন্দু বাতীত যে সব অদৃশ্য ভান নবীজির অজিত ছিল তা আল্লাহ্ পাকের গুরু থেকে উহীর মাধ্যমে প্রদত্ত হয়েছিল। সুতরাং

তা অনুশ্য ভানের সংঙ্গাত্মক নয়। কেবল নবীগণকে (সা) ওই এবং শুনীগণকে ইমহামের মাধ্যমে হে অনুশ্য তথ্যাবলী আজ্ঞাহৰ পক্ষ থেকে অবগত করানো হয় তা প্রকৃতপক্ষে অন্য ভানই নয়—যার উপর ভিত্তি করে ভাদেরকে অনুশ্য ভানের অধিকারী বলা হতে পারে। বরং সেগো *أَنْبَاءُ الْغَيْبِ*—অর্থাৎ অনুশ্য বার্তা আজ্ঞাহৰ পাক যখন চান এবং অভট্টুরু চান ফেরেশতাকুলকে, নবীগণকে এবং তাঁর মনোনীত সিঙ্গ পুরুষগণকে প্রদান করেন। কোরআন করীয়ে এগুলোকে *أَنْبَاءُ الْغَيْبِ*—অনুশ্যবার্তাসমূহ বলে আখ্যাপ্তি করা হয়েছে—বলা হয়েছে।

أَنْبَاءُ الْغَيْبِ—অর্থাৎ (এগুলো) অনুশ্য তথ্যাবলী, যা ওইর মাধ্যমে আমি আপনাকে অবহিত করেছি।

সুতরাং হাদিসের মর্মার্থ এই যে, এ পাঁচ বছকে তো আজ্ঞাহৰ পাক নিজ সত্ত্বার সাথে এমনভাবে মিসিষ্ট করে দেখেছেন যে, *أَنْبَاءُ الْغَيْبِ*—অনুশ্য বার্তা হিসেবেও ফেরেশতা বা নবীগণকে এ ভাব প্রদান করা হয়নি। এগুলো ছাড়া অন্যান্য অনুশ্য ভানের অনেক কিছু নবীগণকে ওইর মাধ্যমে প্রদান করা হয়।

এ বক্তব্য থেকেও এ পাঁচ বস্তু বিশেষভাবে উল্লেখের আরও এক কারণ আনা গেল।

আরও একটি সম্ভেদ ও তার উত্তর : উল্লিখিত আমাতে একধা প্রয়াপিত হলো যে, সাধারণ অনুশ্য ভান যা আজ্ঞাহৰ পাকের বৈশিষ্ট্য তত্ত্বাত্মক হিসেবে করে উত্ত পাঁচ বছ এমন যে, যার ভাব কোন মর্যাদা (সা)-কে ওইর মাধ্যমেও প্রদান করা হয় না। সুতরাং এসব বক্তু সম্পর্কে কারো কিছু জানার কথা নয়। অথচ আজ্ঞাহৰ পাকের শুনীগণ সম্পর্কে এমন অসংখ্য ঘটনা বিপিত আছে বে, তারা বৃলিট বর্ষণের আগাম সংবাদ দিয়েছেন বা কোন গর্জন সজ্ঞান সম্পর্কে তথ্য সরবরাহ করেছেন বা কারো সম্পর্কে কোন কোঁজ করা বা না করার অপ্রিয় সংবাদ দিয়েছেন, কারো মৃত্যুছান মিসিষ্ট করে বলে দিয়েছেন এবং তাদের এসব আগাম বার্তা বাস্তবে ঠিক প্রয়াপিত্বও হয়েছে।

অনুরাগক্ষেত্রে কোন কোন গণক ও জ্যোতিষব্রাহ্মণিদ এসব বক্তু সম্পর্কে কিছু কিছু তথ্য প্রদান করে থাকে এবং কখনো কখনো তা ঠিকও হয়ে আস্ব। তবে এ পাঁচ বক্তুর ভাব কেবল আজ্ঞাহৰই সংসে কিভাবে নিসিষ্ট রাইলো?

এর এক উত্তর তো উহাই যা ‘সুরারে নামলে’ সবিজ্ঞার বর্ণনা করা হয়েছে এবং সংক্ষিপ্তভাবে উপরে উল্লেখ করা হয়েছে যে, প্রকৃত প্রত্নাবে অনুশ্য ভান (ইল্যে গান্ধেব) ভাকেই বলা হয়, যা কোন প্রাচলিত ও আভাবিক কারণের মাধ্যমে হয় না,

বরং কোন মাধ্যম ছাড়া নিজেই হয়। এসব জ্ঞান যদি নবীগণ (সা)-এর ওহীর মাধ্যমে, ওলোগণের ইজহামের মাধ্যমে এবং গগক ও জোড়িবিসগণের নিজস্ব গগনা বা অন্য কোন আভাবিক কারণের মাধ্যমে অভিত হবে তা ইজহামে গালৈব বা অদৃশ্য ভান নয় বরং অদৃশ্য বার্তা (أَنْبَاءُ الْغُثْبَ) —যা আংশিকভাবে কোন ব্যক্তিগত ব্যাপারে কারো অভিত হয়ে থাওয়া উল্লেখিত আংশিক পরিপন্থী নয়। কেননা, এ আংশিকের সুরমর্ম এই যে, সমগ্র সৃষ্টি ও শাবতীর অবস্থা সম্পর্কিত এ পাঁচ বন্দুর পরিপূর্ণ ভান আংশিক পাক কাউকে ওহী বা ইজহামের মাধ্যমে প্রদান করেন নি। ইজহামের মাধ্যমে কোন এক-আধ্যাত্মিক ঘটনা প্রসংগে আংশিক ভানলাভ, এর পরিপন্থী নয়।

ইজহের সালৈব বা অদৃশ্য ভান সম্পর্কে একটি বিশেষ শুল্কপূর্ণ তথ্য : বরেণ্য উল্লাস শামখুজ ইসলাম হযরত যাওয়ালা শাকীর আহমদ শুসমানী (র) তাঁর তফসীরের সংক্ষিল্প টীকায় এক সংক্ষিপ্ত অথচ ব্যাপক অর্থে ও তাৎপর্যবহু তথ্য প্রকাশ করেছেন। যশোরা উল্লেখিত সব ধরনের প্রয়োগ হয়ে যায়। তা এই যে, পারেব দু'প্রকারের। (এক) অদৃশ্য নির্দেশাবলী, যথা শরীরতের নির্দেশাবলী, আংশিক পাকের স্থান ও সিফত, সঙ্গ ও উণ্ডাবলী সম্পর্কিত ভানও এর অঙ্গস্ত, যাকে ইজহে আকাশেদ বলা হয়। আর শরীরতের সেসব নির্দেশা যেগুলোর মাধ্যমে আংশিক পাকের কোন কোন কাজ পছন্দনীয়, কোনুণ্ডরো অপছন্দনীয়, তা জানা হাই—এসব বন্দু গালৈব বা অদৃশ্যই বটে।

বিভীষণ প্রকার : —**أَكْوَابُ غَبَّ** (অদৃশ্য ঘটনাবলী) অর্থাৎ তবিষ্যতে সংযোগিত্বা ঘটনাবলী সংক্ষিল্প ভান। প্রথম প্রেৰীজুড় অদৃশ্য বন্দুসমূহের ভান হক তাঁ'আলা নবী ও রসূলগণ (সা)-কে প্রদান করেছেন, যার উল্লেখ কোরআনে করোয়ে একাগভাবে রয়েছে : —**فَلَا يُظْهِرُ عَلَى غَبَّةٍ أَحَدًا لَا مِنْ أَرْتَضِي مِنْ رَسُولٍ**—অর্থাৎ আংশিক পাকের অনৌনীত ও পছন্দনীয় রসূল ব্যক্তি অন্য কেহ তাঁর পোগনীর ও অদৃশ্য তথ্যাদি সম্পর্কে অবহিত হতে পারে না।

বিভীষণ প্রকার অর্থাৎ **أَكْوَابُ غَبَّ** (তবিষ্যতে অনুস্থিতত্ব ঘটনাবলী) —এর পূর্ণ ভান তো হক তাঁ'আলা কাউকে প্রদান করেন না—তা সম্পূর্ণভাবে সেই বহাম সন্তান সাথে নির্দিষ্ট। কিন্তু বিশেষ বিশেষ ঘটনার আংশিক ভান যখন এবং হত্তেকু চান প্রদান করেন। একাগভাবে মুল অদৃশ্য ভান তো পুরোগুলোই আংশিক জন্য নির্দিষ্ট। অন্তর তিনি নিজ অদৃশ্য ও পোগনীয় ভান হতে অদৃশ্য নির্দেশাবলীর ভানত্থে সম্পর্কে ওহীর মাধ্যমে নবীগণ (সা)-কে তো আভাবিকভাবেই অবহিত করেন। তাঁদের প্রেরণের উদ্দেশ্যও এটাই। **أَكْوَابُ غَبَّ** (তবিষ্যতে সংযোগিত্বা ঘটনাবলীর) আংশিক ভানও হত্তেকু আংশিক পাক চান নবী ও ওলোগণকে ওহী ও ইজহামের মাধ্যমে প্রদান করেন। যা আংশিক পাকের পক্ষ থেকে প্রস্তু বলে একে ইজহে গালৈব বা অদৃশ্য ভান বলা চালে না—বরং পোগন বার্তা (أَنبَاءُ الْغَيْبِ) বলা হয়।

আঝাতের শিরোনামী সংবিল্প উপরাদি : এ আঝাতে পাঁচ বছর ভান হক ভা'আজার অন্য মিদিল্প থাকার কথা বিশেষ উক্তসহ বর্ণনা করাই উচিত। সুভুরাই পাঁচ বছরে একই শিরোনামকৃত করে এগুলোর ভান যাহান আঝাহ্ রই জম্য মিদিল্প করে অন্য কোন সৃষ্টির এ ভান নেই—এ কথা বলে দেওয়াই বাহ্যত বাস্তবনীয় হিল বলে যানে হয়। কিন্তু উর্ধ্বাধিত আঝাতে এমনটি করা হয়নি। বরং প্রথম তিন বছর ভান তো ইতিবাচকভাবে আঝাহ্ পাকের জন্যই মিদিল্প থাকার কথা বর্ণনা করা হয়েছে ও অপর দু'বছ সময়ে আঝাহ্ পাক ব্যক্তিত অন্য কারো কোন ভান নেই বলে বর্ণনা করা হয়েছে। আবার প্রথম তিন বছর যথা হতে কিন্তু আঝাতের বর্ণনা এরপত্তাবে করা হয়েছে : **أَنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ**—অর্থাৎ কিন্তু আঝাতের তথ্য কেবল আঝাহ্ পাকেরই জানা হয়েছে। বিভৌম বছর বর্ণনা শিরোনাম পাল্টিয়ে কিন্তু বাচক বাকে এরপত্তাবে করা হয়েছে : **فَيُنْزَلُ الْغَيْثُ**—অর্থাৎ আঝাহ্ পাক বৃলিট বর্ষণ করেন। এখানে বৃলিট সংশ্লিষ্ট ভানের কোন উল্লেখই নেই বরং এখানে অবতরণ করার উল্লেখ হয়েছে। তৃতীয় বছর বর্ণনা আবার শিরোনাম পাল্টিয়ে এরপত্তাবে করা হয়েছে : **وَيُعْلَمُ مَا**

فِي الْأَرْحَامِ—শিরোনামের এরপ পরিবর্তন বাক বিনাসের এক প্রকার ঝৌড়িও বলা হেতে পারে। পজীরভাবে পর্যবেক্ষণ করলে আরো কিছু অভিনব উক্ত ও ভাংগর্য পরিলক্ষিত হবে, যা হস্তরত থানবী (র) ‘য়ানুল কোরআনে’ বর্ণনা করেছেন। এর সংক্ষিপ্তসার এই যে, শেহোজ দু'বছ অর্থাৎ আগামীকাল মানুষ কি উপার্জন করবে এবং সে কোন স্থানে মৃত্যুবরণ করবে যা মানুষের নিজ সন্তা-সংবিল্প ব্যাপার, মানুষের এগুলোর ভান জর্জন করার সঙ্গবন্ধ থাকলে পারলো। এ সঙ্গবন্ধ অগনোদনের উদ্দেশ্যে এ দুর্ঘের ক্ষেত্রে আঝাহ্ ব্যক্তিত অন্য কারো কোন ভান নেই বলে বিশেষভাবে বর্ণনা করা হয়েছে। বশ্বারা প্রথম তিন বছর ভান ও তথ্য আঝাহ্ ব্যক্তিত অন্য কারো না থাকার কথা অতি উত্তমভাবে প্রমাণিত হয়ে গেছে। কেবল যখন মানুষ নিজ কার্যাবলী ও উপার্জনাদি এবং নিজ পরিপন্থি অর্থাৎ মৃত্যু ও মৃত্যুস্থল সংশক্রে কিছু জানে না, তখন আকাশ, বৃলিট বর্ষণ ও মাতৃগর্ভের গভীর অঞ্চলের প্রচুর স্তুপ সংশক্রে জানতে সক্ষম হবে কি? সর্বশেষ বন্ধনে কেবল মৃত্যুস্থল সংশক্রে মানুষের ভান না থাকার কথা বলা হয়েছে। অথচ মৃত্যুস্থলের নাম মৃত্যুক্রগণ মানুষের জানা নেই। কারণ এই যে, মৃত্যুস্থল মিদিল্পভাবে জানা না থাকলে বাহ্যিক অবস্থাবলীর পরিপ্রেক্ষিতে যানুবৰ্ষ এ সংশক্রে কিছুটা অনুধাবন করতে পারে যে, সে যেখানে বসবাস করছে সেখানেই মৃত্যুবরণ করবে। অন্তত যে স্থানে যারা যাবে সে স্থানটি দুলিন্দাতে তো বিদ্যমান আছে। পক্ষান্তরে মৃত্যুক্রগ যা অনাগত ভবিষ্যৎকাল, এখনো অবিদ্য

পর্যবেক্ষণ করেনি। সুতরাং যে বাস্তি মৃত্যুস্থান কর্মসূত্র বিদ্যমান থাকা সত্ত্বেও তা আমে না, তাত্ত্ব সম্বর্কে এরাপ ধোরণী কিঞ্চিতবে করা হচ্ছে পারে যে, মৃত্যুক্ষণ যাইর অধ্যয়ে অভিযুক্ত নেই তা সে জেনে নিতে সক্ষম হবে।

যোটকথা এখানে এক ব্লকের নিরবেশের সাথে সাথে অপর ব্লকসমূহের নিরবেশও অঙ্গ উভয়ভাবে বোধগম্য হয়ে যায়। তাই এ দু'ব্লককে মেডিয়াচক শিরোনামে বর্ণনা করা হয়েছে। অথবাত তিনি বল প্রকাশিতই মানুষের নামাজের বাইরে বলে ভাতে মানুষের ভানের কোন অধিকার না থাকাটাই সুস্পষ্ট। এ অন্য একের হাঁ-সৃতক শিরোনাম অবজরুন করে সেগুলো হক তা'আমারই জন্য নিসিল্ট বলে বর্ণনা করা হয়েছে।

এগুলোর মধ্যে প্রথম বাক্য বিশেষ্যাবাচক ও পরবর্তী দু'ব্লক ক্লিয়াবাচক বাক্য-
স্লাপে ব্যবহার করার মধ্যে সম্ভবত এ প্রভা ও তাঙ্গৰ্য মিহিত রয়েছে যে, কিন্তু অন্ত
তে এক সুনির্দিষ্ট বিষয়—এতে কোন নতুনত নেই। পক্ষান্তরে সজ্ঞাম ধারণ ও বৃক্ষিত
বর্ষণের বিষয়টা ঠিক এমনটি নয়—এতে নতুনত ও অভিনবত আরোপিত হতে থাকে।
কিন্তু ক্লিয়াবাচক বাক্য নতুনত প্রকাশ করে। এসময়ই ইহাকে উভয় স্থানেই ব্যবহার
করা হয়েছে। আবার এ দুর্যোগ মানুষের (সজ্ঞাম ধারণ) ক্ষেত্রে তো আজ্ঞাহ্
পাকের ইলমের উর্জে রয়েছে : **وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْضِ** (অর্থাৎ মাতৃগর্ভে কি
রয়েছে তা তিনিই জানেন) এবং বৃক্ষিত বর্ষণের ক্ষেত্রে ইলমের উর্জে নেই। এর
কারণ এই যে, এখানে বৃক্ষিত বর্ষণের কথা উর্জে করে আনুসংজিকভাবে এও ব্যক্ত করে
দেওয়া হয়েছে যে, বৃক্ষিত সাথে মানবজ্ঞানিতর অগণিত ফলাফল ও উপকার বিজড়িত, তা
মহান আজ্ঞাহ্ কর্তৃকই বিহিত হল। এতে অন্য কোন কর্তৃত্ব বা ভূমিকা নেই।
অতএব এ সম্পর্কিত জান বাক্যের বর্ণনাতৎসী থেকেই প্রয়োগিত হয়।

سورة السجدة

সুরা সাজহাত

মুক্তি অবতীর্ণ, ৩ রুপ্ত, ৩০ আয়াত

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْقُرْآنَ تَنزِيلُ الْكِتَابِ لَا رَبَّ يَرَى فِيهِ مِنْ سَرِِّ الْعِلْمِينَ ۚ أَمْ
يَقُولُونَ إِفْرَانٌ هُوَ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ لِتَنْذِيرِ قَوْمًا مَا أَشْتَمْ
مِنْ نَذْبِرٍ مِنْ قَبْلِكَ لَعْنَهُمْ يَعْتَدُونَ ۝

গরম কল্পাময় আলাহ্ তা'আলায় নামে আয়াত।

(১) আলিফ-লাম-মীম, (২) এ কিংবাবের অবতরণ বিষ্ণুগামনকর্তার নিকট থেকে
এতে কোন সন্দেহ নেই। (৩) তারা কি বলে, এটা সে যিথ্যা রচনা করেছে? বরং
এটা আপনার পালনকর্তার তরফ থেকে সত্য, যাতে আপনি এখন এক সম্মুদ্দারকে
সতর্ক করেন, যাদের কাছে আপনার পূর্বে কোন সতর্ককারী আসেনি। সতর্কত এরা
সুপর্য প্রাপ্ত হবে।

তৎসীরের সার সংক্ষেপ

আলিফ-লাম-মীম (যার অর্থ আলাহ্ পাকই আনেন)। এটা অবতরিত প্রহ
(এবং) এতে কোন সন্দেহের অবকাশ নেই। (এবং) এটা বিষ্ণুগতের পালনকর্তার
পক্ষ হতে অবশ্যীর্ণ হয়েছে। (যেখন এ প্রাপ্তের অর্থোডিকত্ব ও অনন্যতার প্রমাণ এ প্রহ
বরং। অবিশ্বাসী) জোকেরা কি এরাপ কথা বলে যে, এ প্রহ পরমাত্মা (সা)-এর
স্বক্ষেপে কমিত রচনা (অর্থাৎ এরাপ উভি সম্পূর্ণ অমূলক ও যিথ্যা—ইহা আবব
রচিত নয়) বরং ইহা আপনার পালনকর্তার নিকট থেকে (আগশ্র) সম্পূর্ণ সত্য প্রহ
—যেন আপনি (এর মাধ্যমে) সেসব জোকদের (আলাহ্র শাস্তি সম্পর্কে) ভৌতি
প্রদর্শন করেন যাদের নিকটে আপনার পূর্বে কোন ডর প্রদর্শনকারী আগমন করেন নি।

আনুবাদিক জাতৰ্য বিষয়

إِنَّمَا تُهُمْ مِنْ نَّفْرٍ — তফসীরে এখানে **মাঁত্র** হলো রসূলকে বোঝানো হয়েছে। যার হর এই যে, যথানবী ইয়রত (সা)-এর পূর্বে মক্কার কুরায়শগণের নিকটে কোন নবী আগমন করেন নি। কিন্তু এ ধারা এ কথা বোঝায় না যে, এ পর্যন্ত নবীগণের দাওয়াতও তাদের নিকটে পৌছেনি। কেননা, কোরআন কর্মায়ের অপর এক আরাতে স্পষ্টভাবে ইরশাদ হয়েছে যে, **وَإِنْ مِنْ أَمْمَةٍ إِلَّا خَلَقْنَا نَّفْرًا**— অর্থাৎ দুনিয়াতে এমন কোন সম্মুদার নেই, যার মাঝে আলাহ্ পাক সম্পর্কে কোন তফসীর এবং তাঁর পক্ষ থেকে কোন দাওয়াত প্রদানকারীর আগমন হয়নি।

এ আলাহ্ পুর্ণ ফন্ড— শব্দটি সাধারণ আভিধানিক অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে অর্থাৎ আলাহ্ পাকের প্রতি আহবানকারী, তাই তিনি রসূল ও পরমপরায় হান বা তাদের কোন প্রতিনিধি বা ধর্মীয় আলিয় হোন। এ আরাত ধারা সকল সম্মুদার ও দল-সমূহের নিকটে তওহীদের দাওয়াত পৌছে গেছে বলে বোঝা যায়। একথা স্বত্ত্বানে সম্পূর্ণ ঠিক এবং আলাহ্ পাকের সর্বব্যাপী কর্মায়র সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ। ঘেমন ইয়ায় আবু হাইয়ান বলেন যে, তওহীদ ও ইমামের দাওয়াত কোন কালে, কোন ছানে এবং কোন সম্মুদায়ে কখনো ছিল ও ছিল হয়নি। যখনি এক নবুয়াতের উপর দৌর্য-কাল অভিবহিত হওয়ার পর সেই নবুয়াত ভিত্তিক জানের অধিকারী আলিয়গণ নিতান্ত নগণ্য সংখ্যাক হয়ে পড়তেন, তখনি অপর নবী বা রসূল প্রেরিত হতেন। এ ধারা এ কথা বোঝা যায় যে, আরব সম্মুদায়সমূহের মধ্যেও স্তুতি তওহীদের দাওয়াত পূর্ব থেকেই অবশ্য পেঁচেছিল। কিন্তু এজন্য এটা আবশ্যিক নয় যে, এ দাওয়াত অবৈধ কোন বর্বী বা রসূল বহন করে এনেছিলেন—হতে পারে তাঁদের প্রতিনিধি আলিয়-গণের মাধ্যমে পৌছেছিল; সূত্রাং এ সূত্রা এবং সূত্রায়ে ইয়াসিন ও অন্যান্য সূত্রার বেসব আরাত ধারা এ কথা প্রমাণিত হয় যে, আরবের কুরায়শ পোর্টে তাঁর পূর্বে কোন **پُرْف** (তফসীর) আগমন করেন নি, তখন **پুর্ফ** বলতে এর পারিভাষিক তথ্যানুস্বারী নবী-তস্তকেই বোঝাবে এবং অর্থ এই হবে যে, এ সম্মুদায়ে অগমার পূর্বে কোন রসূল বা নবী আগমন করেন নি। অদিগ অন্যান্য উপরে তওহীদ ও ইমানের দাওয়াত এখানেও পেঁচেছিল।

রসূলুলাহ্ (স)-র প্রেরণের পূর্বে বহ বাত্তি সম্পর্কে এ কথা প্রমাণিত হয়েছে যে, তাঁরা ইবরাহীম ও ইসমাইল (আ)-এর দীনের (জীবন বিধান) উপর অবস্থিত ছিলেন। তওহীদের (একচৰাদ) প্রতি তাদের ইয়ান ছিল। প্রতিমা পূজা করতে ও প্রতিমার নামে কোরবানী করতে তাঁরা ঘৃণা প্রকাশ করতেন।

জাহজ মা'আনৌতে শুসা বিন উক্বা হতে এ রেওয়ায়েত বাখিত হয়েছে যে, উমর বিন মুফারেল তিনি সাহাবী কবরত (সা)-এর নবুয়ত প্রাপ্তির পূর্বে তাঁর সাথে সোজাতও করেছিলেন। কিন্তু নবুয়ত জাতের পূর্বে তাঁর ইতেকাজ ও সালে হয়, যে সালে কুরারামপেগ রাসুলুল্লাহ পুরাণ নির্বাচন করেন এবং এটা তাঁর নবুয়ত জাতের পাঁচ বছর পূর্বের ঘটনা।—শুসা বিন উক্বাহ তাঁর সম্পর্কে এরাগ বর্ণনা করেছেন যে, তিনি কুরারামদেরকে প্রতিমা পুজা থেকে বিরুদ্ধ রাখতেন এবং প্রতিমার নামে কোরবানী করারাকে প্রহিত ও অপৰাধ বলে বর্ণন করতেন। তিনি পৌত্রিকদের আবাইত্তু জন্ম পোশত খেতেন না।

আবু দাউদ তারাজেসী উমর বিন মুফায়েজ-তনম হমব্রত সামীদ বিন উমর (রা) হতে (তিনি আশা-রাজে-মুবাল্লারাহভুক্ত সাহাবী ছিলেন) এ রেওয়ায়েত করেছেন যে, তিনি বৌজির খেদবাতে আরুব করেছিলেন, আমীর পিতার অবস্থা আপনি জানেন যে তিনি তওহাদের উপর প্রতিষ্ঠিত ছিলেন—প্রতিমা পুজার প্রতি অবৈকৃতি জাগন করতেন। এমন্তাবছার আবি তাঁর মাগফিরাতের জন্য সোজা করতে পারি কি? রসুলুল্লাহ (সা) করায়েন যে হ্যাঁ, তাঁর মাগফিরাত কামনা করে দোষা করা জারী। তিনি বিবাহদের দিন এক রাতে উম্মতরাগে উঠেবেন।—(জাহজ)

অনুরাগভাবে শুরুকা বিন নাওকেন তিনি হস্তুর (সা)-র নবুয়ত প্রাপ্তির প্রারম্ভিক স্তরে এবং কোরআন অবতীর্ণ হওয়ার সূচনা পূর্বে বর্তমান ছিলেন—তিনি তওহাদের উপরই বিশ্বাস রাখতেন এবং রসুলুল্লাহকে (সা) সৌন প্রচারে সাহায্য করতে সৎকর প্রকাশ করেছিলেন। কিন্তু অনভিবিতেই তিনি পরমোক্ষস্থৰ করেন। এসব ঘটনা প্রয়োগ করে যে, আরব আভিসমূহ আলাহুর তওহাদ ও ঈসানের দাওয়াত থেকে তো বাধিত ছিলেন না। কিন্তু তাদের মাঝে কোন নবীর আবির্জন ঘটেনি। আলাহু পাকই ডাল জানেন। এ তিনি আলাত—কোরআন যে সত্য এবং রসুলুল্লাহ যে প্রকৃত নবী তা প্রমাণ করে।

أَللَّهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي سَبْعَةِ أَيَّامٍ
 ثُمَّ اسْتَوَى عَلَى الْعَرْشِ مَا لَكُمْ مِّنْ دُوَبِّهِ مِنْ وَيْلٍ وَّلَا
 شَفِيعٌ مَا فِلَقَ تَسْدِيْدَ كَرْوَنَ ④ يُدَبِّرُ الْأَمْرَ مِنْ السَّمَاءِ إِلَيْ
 الْأَرْضِ ثُمَّ يَعْرِجُ إِلَيْهِ فِي يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهُ أَلْفَ سَبْعَةِ
 قِبَّاً تَعْدُونَ ⑤ ذَلِكَ عِلْمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةُ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ ⑥

الَّذِي أَحْسَنَ كُلَّ شَيْءٍ خَلْقَهُ وَبَدَا خَلْقَ الْإِنْسَانِ مِنْ طَلْبَنِهِ ثُمَّ جَعَلَ نَسْلَهُ مِنْ سُلْطَنِهِ مَلِكًا مَّهْمِيًّا ثُمَّ سُوْلَهُ وَنَفَخَ فِيهِ مِنْ رُوحِهِ وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ

قَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ ۝

- (১) আলাহ্ যিনি নকোমঙ্গল, কৃষ্ণগুল ও এভয়দের অধ্যবতী সবিকুল ইহ দিনে সুলিট করেছেন, অতঃপর তিনি আরবে বিরোচিতান হয়েছেন। তিনি ব্যাতীত তোমাদের কোন অভিভাবক ও সুপারিশকারী নেই। এরপরও কি তোমরা বুঝবে না? (২) তিনি আকাশ থেকে গৃথিবী পর্যবেক্ষণ কর্ত পরিচালনা করেন, অতপর তা তাঁর কাছে পৌছবে এমন এক দিনে, যার পরিমাণ তোমাদের পগনায় হাজার বছরের বছরের সমান। (৩) তিনিই দৃশ্য ও অদৃশ্যের ভানী, পরাক্রমশালী, পরম সহালু, (৪) যিনি তাঁর প্রত্যেকটি সুলিটকে সুস্মর করেছেন এবং কানামাটি থেকে আবব সুলিট সুতনা করেছেন। (৫) অতপর তিনি তাঁর বংশধর সুলিট করেন সুজ পানির নির্যাস থেকে। (৬) অতপর তিনি তাঁকে সুস্ময করেন, তাঁতে রহ সঞ্চার করেন এবং তোমাদেরকে দেন কর্ণ, চক্র ও অতঃকরণ। তোমরা সাম্মানেই হৃষ্টজ্ঞতা প্রকাশ কর।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

তিনিই আলাহ্—যিনি জু-যশুর ও নকোমঙ্গল এবং উভয়ের অধ্যাহিত মাবতীয় সুলিট বশ হয় দিনে সুলিট করেছেন। অন্তর (রাজ সিংহাসন সদৃশ) আরবের উপর (বেরাগ তাঁর মান ও মহান মর্যাদা উপর্যোগী সেরাপজাবে) সুপ্রতিষ্ঠিত (ও বিকল্পিত) হয়েছেন। (তিনি এমন মহান যে তাঁর সত্ত্বতি ও অনুযোদন) ব্যাতীত কোন সাহায্যকারী ও সুপারিশকারী থাকবে না। (অবশ্য তাঁর অনুযোতি সাপেক্ষে সুপারিশ কার্যকর হতে পারে কিন্ত সাহায্যের সাথে অনুযোতি সংঘিষ্ঠ থাকবে মা) সুতরাং তোমরা কি অনুধাবন কর না (যে এমন মহান সত্ত্ব কোন সরীক হতে পারে না) তিনি (এমন যে) আকাশ হতে গৃথিবী পর্যবেক্ষণ (হত কিছু আছে) সব কিছুর পরিকল্পনা (ও ব্যবস্থাপনা) তিনিই করেন। অতপর প্রত্যেক বশ তাঁর সমীপে এমন একদিন পৌছে যাবে, তোমাদের পগনামুসৌরে যার পরিমাণ এক হাজার বছরের সমান হবে (অর্থাৎ কিয়াম-তুর দিন যাবতীয় বশ এবং তৎসংলিপ্ত সব কিছু তাঁর সমীপে উপস্থিত হবে—যেমন আলাহ্ পাক ফরযান—**وَإِلَّا بِرُّجُعٍ أَمْ كَلَّا**)

କିମ୍ବା ଥାବେ ।) ତିନିଇ ଅଲ୍ଲା ଓ ପ୍ରକାଶ ବନ୍ଦର (ଭାଖାନି) ଯମକେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାଲ୍—ଯହା ପରାମାଣ୍ଡ ଓ ଗର୍ବ କରିବାଯାଏ । ତିନି ଶାବତୀରେ ଶୁଣ୍ଡ ବନ୍ଦ ଅଭ୍ୟାସ ନିମ୍ନଭାବେ ଶୁଣ୍ଡ କରିଛେନ (ଅର୍ଥାତ୍ ସେ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ସେତୋଳେ ଶୁଣ୍ଡ କରିଛେନ ସମ୍ପର୍କଭାବେ ଭାଲ୍ ଉପରୋଗୀ କରିବି ଶୁଣ୍ଡ କରିଛେନ) ଏବଂ ମାନବ [ଅର୍ଥାତ୍ ହସରତ ଆଦିମ (ଆ)] ଶୁଣ୍ଡର ସୂଚନା କରିଛେନ ଯାଏତି ଦିର୍ଘେ । ତୃତୀୟ ପାନିର ଶାରୀରି—(‘ଅର୍ଥାତ୍ ବୀର୍ଵ) ଥେକେ ମାନବେର (ଅର୍ଥାତ୍ ଆଦିମ (ଆ))-ଏର ସଂଶ୍ଲପ୍ତି ଶୁଣ୍ଡ କରିଛେନ । ଅନନ୍ତର (ଯାତ୍ରଗର୍ତ୍ତ) ଭାଲ୍ ଅଳ୍-ପାତାଲ ସୁଜଗଣ୍ଠିତ କରିଛେନ ଏବଂ ତୃତୀୟ ନିଜ (ପରି) ଥେକେ ଆଜ୍ଞା ଫୁଲକାଳ କରି ଦିର୍ଘେଇନ । ଏବଂ (ଭୁଷିଷ୍ଠ ହେଉଥାର ପର) ତୋମାଦେଇରକେ କାନ, ଚୌଥ ଓ ଅନ୍ତରକରଣପଶ୍ୟୁହ (ଅର୍ଥାତ୍ ବାହ୍ୟିକ ଓ ଅଭ୍ୟାସରୀଖ ଉତ୍ସମ୍ବିଧ ଅନୁଧାବନ ସଜ୍ଜ) ପ୍ରାଣ କରିଛେନ—(ଏବଂ ତୀର ଅମୀଯ କଷତା ଓ କୃପା ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଏସବ ସମ୍ବେଦନ ଆଭାବିକ ଦାବି ଏଟାଇ, ସେହି ତୋମରୀ ଆଜ୍ଞାହୁର କୃତଜ୍ଞତା ପ୍ରକାଶ କର—ଯାର ସର୍ବୋତ୍ତମା ରାପ ହେଲୋ ତୁତ୍ତୁହୀମ କିମ୍ବ) ତୋମରୀ ଅଭ୍ୟାସି କୃତଜ୍ଞତା ପ୍ରକାଶ କରେ ଥାକ (ଅର୍ଥାତ୍ ମୋଟେଇ କର ନା ।)

आनुवादिक शोध्या विषय

فِي يَوْمَ كَانَ مَقْدَارُهُ الْأَلْفَ سَنَةً مَا تَعْدُ وَنْ :
کیساوچ میتھے نہیں دیکھا

অর্থাৎ সেমিনের পরিমাণ ডোকাদের গণনানুসারে এক হাজার বছর এবং সুরায়
‘মাসারিয়ের আলতে রয়েছে : **فِي يَوْمَ كَانَ مِقْدَارُهُ كَمْسِينَ أَلْفَ سَنَةٍ**’
অর্থাৎ সেমিনের পরিমাণ পঞ্চাশ হাজার বছর হবে।

ଏହା ଏକ ସହଜ ଉତ୍ତର ତୋ ଏହି—ଯା ‘ବିଶ୍ୱାନୁତ୍ତ-କୋରାମାନେ’ ଉତ୍ତରକୁ କରା ହାଲେଇ ଥିଲା, ସେମିନାଟି ଅଭାବ ଭବନ ହବେ ବଳେ ଆନୁଷ୍ଠେର ନିକଟେ ଅଭିଶପ୍ତ ଦୀର୍ଘ ମନେ ହବେ । ଏହାପାଇଁ ଦୌର୍ଧାନୁଭୂତି ନିଜ ନିଜ ଈଶ୍ଵାନ ଓ ଆମଲାନୁପାତ୍ତ ହବେ । ଯାରା ସତ୍ତା ଅପରାଧୀ ଭାବେର ନିକଟେ ଦୀର୍ଘ ଏବଂ ଶାରୀ କମ୍ ଅଗ୍ରାଧୀ ଭାବେର ନିକଟେ କମ୍ ଦୀର୍ଘ ବଳେ ବୋଧ ହବେ । ଏହାକି ସେମିନ କଣ୍ଠକ ଜୋକେର ନିକଟେ ଏକ ହାଜାର ବହର ବଳେ ମନେ ହବେ ଆବାର ସେମିନାଟି ଅନ୍ୟାଦର ନିକଟେ ପକାପ ହାଜାର ବହର ବଳେ ମନେ ହବେ ।

তৎসীরে রাহল মাঝানীতে উজ্জ্বল ও সুক্ষ্মিগত কর্তৃক উচ্চ আবাসের আনন্দ
কয়েকটি ব্যাখ্যা প্রদান করা হয়েছে। কিন্তু তা সবই কালানিক ও অনুযান প্রসূত।
কোনটাই কোরআনের অর্থভিত্তিক বা বিশ্লাসর্বোপান নয়। সুগুরাই সমকে সামেহান—
সাহাবারে কিন্তু ও তাদ্বিলীন কর্তৃক অনুস্থত পজিটিভ সর্বাধিক বিত্তন্ত ও নিম্নাপদ—
তা হলো, তীরো গঞ্জাল ও একের এ পার্থক্য আজাহ পাকের ভান ও অবগতির উপরই
চেতে দিবেছেন এবং এ উভ তীর্দের জানা নেই, একথা কলেই কাণ হয়েছেন।

الله تعالى في كتابه الله تعالى أعلم بهما وأكمل بهما قول في كتاب

مَا لَا أَعْلَمُ— অর্থাৎ এ সুদিন এখন যাহা আজাহ নিজ প্রাণে উল্লেখ করেছেন। এ সুদিন সম্পর্কে আজাহ পাকই সর্বাধিক জাত এবং আজাহ পাকের প্রদেশে যে বিষয় সম্পর্কে অবহিত নই সে সম্পর্কে কোন যত্ন করা অবাশ্বনীয় বলে মনে করি (ইহা আবশ্যর রাজ্ঞীক ও হাকেম বর্ণনা করেছেন এবং তা বিশুল বলে যত্ন করেছে)।

সুনিয়ার সকল বহুই সুন্দর উত্তম ও কল্যাণকর, অকল্যাণ ও অপকৃতিতেও উধৃত হাত প্রাপ্ত ব্যবহারের কারণে ; **أَلَّذِي أَحَسْنَ كُلَّ شُكْرٍ** অর্থাৎ যিনি যাকর্তীর বশ অত্যন্ত সুন্দর ও মিশুগভাবে স্থিত করেছেন। কারণ এ বিষ-জগতে তিনি যা কিছু স্থিতি করেছেন, তা ও জগতের কল্যাণ ও মঙ্গলপূর্ণোগ্রী করেই স্থিতি করেছেন। সুজরার এ প্রতিটি বহুই সুন্দর এক বিষের সৌন্দর্যের অধিকারী। এসের মধ্যে সর্বাধিক উত্তম ও সুন্দর বস্তে যানবকে স্থিতি করেছেন। যেমন ইরশাদ করেছেন :

لَقَدْ خَلَقْنَا إِلَّا نَسَانَ فِيْ أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ অর্থাৎ নিষ্ঠত আমি যানবকে অতি-সুন্দর গঠন ও উত্তম আকৃতি-প্রকৃতি দিয়ে স্থিতি করেছি। অন্যান্য হল্ট বশ বাহাত হত অঙ্গীল ও অকল্যাণকরই মনে হোক না কেন—কুকুর, শূকর সাপ, বিচু, সিংহ, বাঘ প্রভৃতি বিষের ও হিংস্র জন্ম সাধারণ সুস্থিতে অকল্যাণকর বলে মনে হয়। বিষ, ঘোঁটা বিষের অবগোমন বিষেচনায় এগুলো কোনটাই অপকৃতি অবগোমন নয়। জনেক কবি বলেন :

**نَسَنْتَهُ مِنْ كُلِّ كَوْيِ زَمَانِ مِنْ
كَوْيِ بِرِّ نَهَارِنِ قَدْرَتِيْ كَوْخَانِ مِنْ**

বিষবাবারে পাবে না কিছু অকেজো অসাধ
অকর্মী হেথা নাহি কিছু জৌলাজেজে আজাহ-হ্য়ে !!

হাবীবুল উল্লম্ভ ব্যবহৃত ধানভো (র) বলেছেন যে, যাবতীয় মৌলিক এবং আনু-শাস্তিক মন্ত্ৰ **كُلَّ شُكْرٍ** এর অন্তর্গত। অর্থাৎ যে সব মন্ত্ৰ মৌলিক সভার অধিকারী ও সুবিধান যথা—গ্রাহীজগত, উত্তিস অগত, জড় অগত প্রকৃতি এবং আনুশাস্তিক অনুসা বশ যথা, জ্ঞান-চরিত্র ও আবজননমূহ সবই এর অন্তর্গত। এমন কি যেগুলো কুচরিত্ব ও কুরুক্ষেত্র বলে কথিত যথা, কোথ, মোক্ষ, যৌন কামনা প্রভৃতি ও প্রকৃতিগতত্ত্বাবে ধারাপ নয়। যথাস্থানে ও যথাসময়ে ব্যবহৃত না হওয়ার সম্ভব অন্তর্গত অপকৃতি ও অকল্যাণ-কর প্রতিপন্থ হয়। যথাস্থানে ব্যবহৃত হলে এগুলোর কোনটাই ধারাপ ও অবগোমনক নয়। কিন্তু এ ধারা এসব বস্তুর স্থিতিগত দিকই উদ্দেশ্য—যা মিঃসদেহে মন্ত্ৰ ও সুন্দর কিন্তু আঘাতের অপর দিক মানব কৃত্তক তা সাধন ও অর্জন—অর্থাৎ কোন কাজ সম্পর্কে

নিজের ইচ্ছা নিরোজিত করা। এ দিক দিয়ে সবকিছু বড় ও সুস্মর নয়, আল্লাহ পাক সেগুলো
করতে অনুমতি দেননি সেগুলো সুস্মর ও কঢ়াওকর নয়, অঙ্গীক ও অপকৃষ্ট।

وَبَدَا خَلْقَ الْإِنْسَانِ مِنْ طِينٍ—

যে, আল্লাহ পাক বিশ্ব-জগতের শাবতীয় বড় অতি সুস্মর ও নির্দৃশ্যভাবে সৃষ্টি করেছেন।
অঙ্গের এর মাঝে সর্বাধিক সুদর্শন ও অনোয়াম মানুষের আলোচনা করেছেন। এর
সাথে তাঁর পূর্ণ ও অমন্য ক্ষতি প্রকাশার্থে এ কথাও বাস্তু করেছিলেন যে, মানবকে
আঘি সর্বোত্তম সেরা সৃষ্টি করে তৈরী করেছি। তাঁর সৃষ্টি উপকরণ সর্বোচ্চত
সর্বোৎকৃষ্ট বলে সে প্রের্ত নয়। বরং তাঁর সৃষ্টি উপকরণ তো নিরুত্তোত্তম বড়—বীর্য।
অঙ্গের তাঁর অনন্য ক্ষতি ও অসাধারণ সৃষ্টিকৌশল প্রয়োগ করে এই নিরুত্তোত্তম বৰকে
সর্বাধিক মর্যাদাসম্পন্ন সেরা সৃষ্টিতে রাখাভাবিত করেছেন।

وَقَالُوا إِذَا أَضَلْنَا فِي الْأَرْضِ إِنَّا لَفِي خَلْقِ جَدِيدٍ هُ بَلْ
هُمْ يُلْقَاهُ رَبُّهُمْ كُفَّارُونَ ① قُلْ يَتَوَفَّكُمْ مَلَكُ الْمَوْتِ الَّذِي
وُكِلَّ بِكُمْ شَهَادَةَ رَبِّكُمْ شُرْجَعُونَ ② وَلَوْ تَرَكَهُ لِإِذَا مُجْرِمٌ
نَّاكِسُوا رُوُسِهِمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ رَبِّنَا أَبْصَرْنَا وَسَمِعْنَا فَارْجَعْنَا
نَعْلَمْ صَاحِحًا إِنَّا مُؤْقِنُونَ ③ وَلَوْ شِئْنَا لَأَثْنَيْنَا كُلَّ نَفْسٍ هُدًى
وَلَا كِنْ حَقَّ الْقَوْلُ مَنْيَ لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ
أَجْمَعِينَ ④ فَذُوقُوا بِمَا نَسِيْتُمْ لِقَاءَ يَوْمَكُمْ هُدَىً إِنَّا نَسِيْنَاكُمْ
وَذُوقُوا عَذَابَ الْخُلْدِ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ⑤ إِنَّا يُؤْمِنُ
بِإِيمَنِ الَّذِينَ إِذَا ذُكْرُوا بِهَا خَرُوا سُجْدًا وَسَجَّلُوا بِحَمْدِ رَبِّهِمْ
وَهُمْ لَا يُسْتَكْبِرُونَ ⑥ تَتَجَاهُ فِي جُنُوبِهِمْ عَنِ الْمَضَاجِعِ
يَدْعُونَ رَبَّهُمْ خَوْفًا وَظُمْعًا وَمِنَارَشَقْنُمْ يُنْفِقُونَ ⑦ فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ

مَا أَخْفِيَ لَهُمْ مِنْ فُرْقَةٍ أَعْيُنْ ۚ جَزَاءُهُمْ كَمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ⑩
 أَفَمَنْ كَانَ مُؤْمِنًا كَمَنْ كَانَ فَإِسْقَادًا لَا يَسْتَوْنَ ۖ أَمَّا الَّذِينَ
 أَمْنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَلَهُمْ جَنَاحُ الْمَلَائِكَةِ زُلْزَلًا بِمَا كَانُوا
 يَعْصِلُونَ ۖ وَأَمَّا الَّذِينَ فَسَقُوا فِيمَا أُولَئِمُ التَّارِدُ كُلَّمَا آرَادُوا
 أَنْ يَخْرُجُوا مِنْهَا أُعْيَدُوا رَفِيهَا وَقِيلَ لَهُمْ ذُوقُوا عَذَابَ النَّارِ
 الَّذِي كُنْتُمْ بِهِ تُكَذِّبُونَ ۖ وَلَنْذِرْيَقْنَاهُمْ مِنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَى
 دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَهُمْ يَرْجِعُونَ ۖ وَمَنْ أَظْلَمُ مِنْ ذُكْرِ
 بِيَاتِ رَبِّهِ تَمَّ أَعْرَضَ عَنْهَا ۖ إِنَّا مِنَ الْمُجْرِمِينَ مُنْتَقِمُونَ ۖ

- (১০) তারা বলে, আমরা অভিকার প্রিন্ট হবে গেজেও পুনরাবৃ নতুন করে সংজীব হব কি? বরং তারা তাদের পালনকর্তার সাক্ষাতকে আবীরণ করে।
- (১১) বলুন, তোমাদের প্রাণ হরপের দায়িত্বে নিরোজিত ফেরেশতা তোমাদের প্রাণ হরপ করবে। অতপর তোমরা তোমাদের পালনকর্তার কাছে প্রত্যাবর্তিত হবে।
- (১২) যদি আপনি দেখতেন স্বতন্ত্র অপরাধীরা তাদের পালনকর্তার সামনে নতুনির হবে বলবে, তে আমাদের পালনকর্তা, আমরা দেখলাম ও প্রবল করলাম। এখন আমাদেরকে পাঠিয়ে দিন, আমরা সংকর্য করব। আমরা দৃঢ়বিশ্বাসী হবে দেশি।
- (১৩) আমি ইচ্ছ করলে প্রত্যেককে সঠিক দিক নির্দেশ দিতাম; কিন্তু আমার এ উচ্চি অবধারিত সত্তা যে, আমি ছিৰ ও শান্ত সকলকে দিয়ে অবশ্যই জাহাজাম পূর্ণ করব। (১৪) অতএব এ দিবসকে ভুলে আওয়ার কারণে তোমরা আজা আবাদন কর। আমিও তোমাদেরকে ভুলে পেলাম। তোমরা তোমাদের কৃতকর্মের কারণে ভাস্তু আশা কোগ কর। (১৫) কেবল তারাই আমার আক্ষাতসমূহের প্রতি ঈর্ষান আবে, আরা আক্ষাতসমূহ আরা উপদেশপ্রাপ্ত হবে সিজদার সুষ্ঠিয়ে পড়ে এবং অহংকারমৃত হবে তাদের পালনকর্তার সপ্রশংস পরিজ্ঞাতা বর্ণনা করব।
- (১৬) তাদের পার্শ্ব শব্দাঁ থেকে আলাদা আকে। তারা তাদের পালনকর্তার ভাকে তরে ও আশংকায় এবং আমি তাদেরকে যে রিষিক দিয়েছি, তা থেকে আক করে।
- (১৭) কেউ আবে না তার জন্য কৃতকর্মের কি কি নয়ন-প্রতিকর প্রতিদীন লুকাইত আছে। (১৮) ঈমানদার বাজি কি অবাধের অনুরূপ? তারা সম্মান নয়। (১৯) আরা

ইমান আনে ও সৎকর্ম করে, তাদের জন্য রয়েছে তাদের কৃতকর্মের আপোনান-শুল্প বলবাসের জাহাজ। (২০) পক্ষাত্মে আরো জাখি হয়, তাদের ঠিকানা আহারায়। যখনই তারা আহারায় থেকে বের হতে চাইবে, তখনই তাদেরকে তথায় ফিরিয়ে দেওয়া হবে এবং তাদেরকে বলা হবে, তোমরা আহারামের যে জাখাবেক মিথ্যা বলতে, তার জাদ আজাদন কর। (২১) শুরু শান্তির পূর্বে আমি অবশ্যই তাদেরকে জন্ম শান্তি আজাদন করাব, যাতে তারা প্রভাবিত করে। (২২) যে বাস্তিকে তার পাঞ্জনকর্তার আজানসমূহ আরো উপদেশ দান করা হয়, অতঃপর সে তা থেকে যুক্ত ফিরিয়ে দেয়, তার দের জালিয়ে আর কে? আমি আপরাধীদেরকে শান্তি দেব।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

এবং এসব (কাফিরগণ) বলে যে, আমরা বখন মাটিতে (মিশে) একেবারে বিজীব হয়ে আরো তখন কি আয়রা (কিয়ামতের দিন) আবার নবজন্ম লাভ করবো (এদের বাহ্যিক কথাবার্তায় বোঝা হায় যে, তারা কিয়ামত দিবসের পুনরুত্থান ও পুনর্জনন সম্পর্কে কেবল বিচয়সহী প্রকাশ করছেনা) এবং (প্রকৃত প্রভাবে) এসব জোক কীর পাঞ্জনকর্তার সমর্পন সহজেও অবিশ্বাসী (এবং আলোচা আয়তে—**سْتَغْنِيَ مِنْ**!—প্রয়োধক বাকেয় ব্যবহার অঙ্গীকৃতি প্রকাশণেই ব্যবহার হয়েছে) আপনি (উত্তরে) বলে দিন যে, (আজাহার পক্ষ হতে) হজ্য সংষ্টিন কার্যের নির্ধারিত ফেরেশতা তোমাদের প্রাপ বিরোগ ঘটাবেন; তৎপর তোমরা আইন পাঞ্জনকর্তার সিকেই প্রভাবিতি হবে। (উত্তরের মাঝে আসল উচ্চেশ্বাই এই—**نَرْجُونَ**—প্রভাবিতি হবে এবং তাত্ত্বিক প্রদর্শনের উচ্চেশ্বে মাঝখানে **يَقْوِفُكُمْ**—তোমাদের মৃত্যু ঘটাবে একথা বাড়িয়ে দেওয়া হয়েছে—ফেরেশতার মাধ্যমে তোমাদের প্রাপবিরোগও ঘটবে—আরো প্রাপ বের করার সময় তোমাদেরকে মারাফত্তি করবেন! যেমন অপর আয়তে ইরানাদ হয়েছে :

وَلَوْ تَرَى إِذْ يَتَوَفَّى الَّذِينَ كَفَرُوا أَنْهَلْكَةٌ يَبْشِّرُونَ وَجْهَهُمْ

وَأَدْبَارُهُمُ الْخَ-

অর্থাৎ হে নবী, আপনি যদি ফেরেশতাগণ কর্তৃক কাফিরদের মুখ্যমন্ত্র (শরীরের সম্মুখাংশ) ও পশ্চাদাংশে আহাত করে করে মৃত্যু ঘটানোর কর্তৃপ অবস্থা দেখতে পেতেন। সুতরাং মৃত্যুর পরিণতি কেবল মাটির সাথে মিশে যাওয়াই নয়, যেমন তোমাদের উত্তি মৃত্যু ঘটানামুখ আরো বোঝা হায় এবং তাদের—প্রভাবিতি হওয়া-কালীন অবস্থা) যদি আপনি দেখতে পেতেন—যখন এসব আপরাধীগণ (নিজ কৃতকর্মের জন্য চৱমতাবে

অজিত হবে) দৌল পালনকৰ্ত্তাৰ সম্মুখে নতপিৰে (দাঢ়িয়ে) থাকবে (এবং বলতে থাকবে) হে আমাদেৱ পালনকৰ্ত্তা (এখন) আমাদেৱ চৌধুৰান খুজে পেছে (এবং পৱনগুৰুগুণ বে কথা বলেছেন তা সবই সত্য ছিল) সুভুৱাই আমাদেৱকে (পৃথিবীতে) আবাৰ প্ৰেৰণ কৰুন। আমুৱা (এবাৰ গিয়ে পৰ্যাপ্ত পৱিয়ালে) সৎকাৰ কৰবো। (এখন) আমাদেৱ পূৰ্ণ বিশ্বাস ছাপিত হয়েছে। এবং (তাদেৱ এৱাপ বজ্রব্য সম্পূৰ্ণ অসাৱ প্ৰতিপন্থ হবে। কেননা) যদি আমি এৱাপ ইচ্ছা কৰতাম (যে তাৰা অবশ্যই সঠিক পথ জাত কৰুক) তবে আমি প্ৰত্যোক মোককে তাৰ (মুক্তি ও কল্যাণেৱ) রাস্তা (ইন্সিত জৰুৱা পৌছানো রূপ ভৱ পৰ্যন্ত) অবশ্যই প্ৰদান কৰতাম (যেৱাপত্তাৰে তাদেৱকে কাম্য পথ অনুৰূপে হিসাবত প্ৰদান কৰেছি।) কিন্তু আবাৰ এই (চিৰকুন সুনিৰ্ধাৰিত) কথা (অগুলিত হিকমত আৱা) সপ্তব্যাধিত যে, আমি মৰককে মানব-দানব উজ্জোল (মধো আৱা কাকিৰ ভাদেৱ আৱা) অবশ্যই পৱিপূৰ্ণ কৰে দেব। (এবং কতক হিকমতেৱ বৰ্ষনা সুৱায়ে হদেৱ শেষ ভাগে অনুৱাপ আৱাদেৱ উক্ষসীৱে বৰ্ণিত হয়েছে।) তথন (ভাদেৱকে বলা হবে) এছন তোমুৱা যে দিনেৱ সম্বৰ্ণন সম্বৰ্ণে বিকল্পত হয়েছিলো তাৰ আৱাদ প্ৰহণ কৰ, মিচৰই আমি ভোমাদেৱ বিকল্পত হংসাম (অৰ্থাৎ কলুপা ও দয়া থেকে বৰ্কিত কৰে দেওয়াকে বিকল্পত হয়ে গেছে বলে আভাসীত কৰা হয়েছে এবং) আমি যে ভাদেৱকে আৱাদ প্ৰহণ কৰতে বলেছি তা কেবল দু-এক দিনেৱ জন্য নন। (বৰং এৱ নিশ্চৃত তত্ত্ব এই হে,) দৌল পাপ কৰ্মসমূহেৱ বলৌপতে চিৰকুন শান্তিৰ আৱাদ প্ৰহণ কৰ। (এ তো হজো কাকিৰদেৱ অবস্থা ও পৱিণ্ডি। পৱবৰ্তী পৰ্যামে মুঘিনগপেৱ অবস্থা ও ভাদেৱ পৱিণ্ডামেৱ কথা বৰ্ণিত হয়েছে। অৰ্থাৎ) আবাৰ আৱাদসমূহেৱ প্ৰতি কেবল তাৰাই বিশ্বাস ছাপন কৰে ভাদেৱকে বৰ্ধনই এসব আৱাদসমূহ স্মৰণ কৱিয়ে দেওয়া হয় তথনই তাৰা সিজদায় গড়ে মাঝ (হাত বিলৈহণ পূৰ্বে সুৱায়ে মৱিয়ামেৱ চতুৰ্থ জন্মকৃতে কৰা হয়েছে) এবং দৌল পালনকৰ্ত্তাৰ প্ৰশংসা-নৃতি কৰতে থাকে এবং তাৰা (ইয়ান জাতেৱ সকলম) অহতকাৰ কৰে বো। (যেমনটি হয় কাকিৰদেৱ বেলার—**وَلِي مُسْكِنَةٍ**—) সৰ্বক্ষণত হয়ে অবতারণৰ মুখমণ্ডল কিনিয়ে রাখে। এ তো ভাদেৱ বজ্রব্য-বিশ্বাস ও চিৰকুনত অবস্থা। এবং ভাদেৱ আমৈজেৱ অবস্থা এই যে, রাতেৱ বেলার) ভাদেৱ (শৱীৱেৱ) পাৰ্শ্বেল লক্ষ্য থেকে সম্পূৰ্ণ আলাদা থাকে (ইশাৰ কৱয়েৱ কাৰণে হোক বা তাৰাজুন্দেৱ কাৰণে), এৱ হজো সকল রেওঁকায়েতেৱ সম্বৰ্ণ সাধিত হজো। কেবল আলাদাই থাকে না, বৰং) এৱাপত্তাৰে (আলাদা থাকে) যে, তাৰা দৌল পালনকৰ্ত্তাকে (সতোবেৱ) আপায় এবং (শান্তিৰ) ভয়ে আহবান কৰতে থাকে (নামায, দোৱা ও হিক্ৰ সবই এৱ অস্তৃত) এবং আমি ভাদেৱকে যা কিন্তু দান কৰেছি তা হাতে বায় কৰে। (সামৰকথা এগুজো মুঘিনগপেৱ উপাবলী। তন্মধ্যে কতকভজো এছন হেণ্ডোৱ উপৱ মূল ঈয়ান নিৰ্ভৱ কৰে এবং কতকভজোৱ

উপর ঈশ্বানের পরিপূর্ণতা নির্ভর করে) সুভরাই এদের জন্য অদৃশ্য ভৌগৱে এদের চোখ সুশীলন্ত ও পরিতৃপ্তকারী কি সব বন্ধ বিদ্যমান রয়েছে, তা কেউ অবগত নয়। এভাবে তারা তাদের কৃতকর্মের প্রতিদান ছরাপ লাভ করবে। (এবং যখন উভয় দলের অবস্থা ও পরিপূর্ণ ফল জানতে পেলে) তবে (এখন বল তো) যে বিষ্ণুস খণ্ডনকারী সে অপরূপ দুর্ভুতিকারীদের অনুরাগ হতে পারে কি? তারা পরম্পর (অবস্থাগত ও পরিপূর্ণগত কোনভাবেই) সমভূত্য হতে পারে না (যা জানাও গেছে) বিশেষ করে পরিপূর্ণগত অসমত্ব হওয়ার বর্ণনা বিশেষ অবগতির জন্য আবার তান নাও যে) এসব লোক ঈশ্বান এনেছে ও সৎকাজ করেছে (পরকালে) অর্পণানই তাদের চিরহারী বাসস্থান। যা তারা তাদের কৃত সৎকাজের বিনিয়োগে আভিধ্য স্বরাপ লাভ করবে (অর্থাৎ অভিধ্য-বুদ্ধের ন্যায় এসব বন্ধ বিশেষ র্ঘীদা ও সম্মানের সাথে লাভ করবে—অভিবৃত্ত ভিজুকের ন্যায় ঘানি ও অর্ঘ্যাদার সাথে নয়) এবং যারা মিদেশ অমান্যকারী, অবাধ্য, তাদের বাসস্থান নরক। যখন তারা এখন থেকে বের হতে চাইবে (এবং এতদুদ্দেশ্যে কিনারাভিত্তুথে অগ্রসর হবে) যদিও অভ্যন্ত গভীর ও দ্বার কৃত হওয়ার দরুন বের হওয়া সত্ত্ব হবে না। কিন্তু সে সময়ে তাদের এরাপ আভাবিক গতিবিধির পর) পুনরায় তাদেরকে ধোকা দেয়ে ঠেলে দেওয়া হবে এবং তাদেরকে বলা হবে যে, তোমরা সেই নরককাটির শাস্তি আবাদন কর—যা তোমরা হিথা প্রতিপম করতে প্রয়াস পেতে (কিন্তু অভিকারকৃত শাস্তি তো পরকালে হবে এবং) নিশচরই আমি তাদেরকে (পরকালে অভিকারকৃত) বহুর শাস্তির পূর্বে নিকটতর (অর্থাৎ ইহকালে) শাস্তি প্রদান করবো (যথা, রোগহ্যাদি, বিপদাপদ প্রভৃতি)। কেননা কোরআনের বর্ণনানুস্মারী অসুখ-বিসুখ, বিপদাপদ প্রধানত মানবকৃত কৃকর্মের কারণেই আসে। যেমন ঈরশাদ হয়েছে:

..... ظهُرَ الْفَسَادُ
..... ظهُرَ جِنْعَوْنَ
..... অতদসঙ্গেও যারা সাবধান হজ্র কিন্তে আসবে
না তাদের জন্য ব্যহৃত শাস্তি রয়েছে। এ প্রতিতির লোকের প্রতি শাস্তি প্রয়োগে
আশ্চর্যাদিত হওয়ার কিছুই নেই) কেননা সে বাতি হতে অধিকতর অভ্যাটারী কে—
যাকে দ্বীর পালনকর্তার আয়োজস্যহেতু সাহাবো উপদেশ প্রদান করা সত্ত্বেও উহা থেকে
বিমুখ থাকে। (সুভরাই এদের শাস্তির ধোস্য হওয়া সম্পর্কে কি সম্মেহের অবকাশ থাকত
পারে? তাই) আমি এরপ অপরাধীদের থেকে অতিশোধ প্রাপ্ত করবো।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

..... قُلْ يَقُولُكُمْ مَلِكُ الْمَوْتِ إِلَّذِي وَكُلِّ بِكِمْ
..... قُلْ يَقُولُكُمْ مَلِكُ الْمَوْتِ إِلَّذِي وَكُلِّ بِكِمْ
..... পূর্ববর্তী আরাতে কিম্বামত

অভিকারকারীগণের প্রতি সতর্কবাণী এবং বৃত্তান্তে মাত্রিতে পরিপন্থ হয়ে যাওয়ার
পর পুনর্জীবন লাভ সম্পর্কে তাদের যে বিস্ময়—তার উভয় ছিল। এ আরাতে এ কথা
বর্ণিত হয়েছে যে, নিজের মৃত্যু সম্পর্কে যদি চিন্তাভাবনা কর তবে এতে আরাহত পাকের
কুদরত কামেলা ও অনন্য ক্ষমতার বহিপ্রকাশ দেখতে পাবে। তোমরা নিজ অভাবতা

ও নির্বুকিতাবশত একথা যখে কর যে, যত্ন আপনা-আপনিই সংঘটিত হয়, কিন্তু বাপার এমনটি নয়—বরং আল্লাহ্ পাকের নিকটে তোমাদের যত্নার এক নির্দিষ্ট কথ রয়েছে; এ সম্পর্কে কেরেশতাদের মাধ্যমে এক বিশেষ ব্যবহৃতনাও নির্ধারিত রয়েছে। সেজোনে আজরাইল (আ)-এর ভূমিকাই সর্বাধিক উৎসেগোগ্য। সমস্ত প্রাপীজগতের যত্ন তাঁর উপর নাকি, যে বাকিয়ে যত্ন যখন এবং যে স্থান নির্ধারিত রয়েছে তিক সে সময়েই তিনি তাঁর প্রাপ বিয়োগ ঘটাবেন। আমোচ্য আয়তে এর বর্ণনাই রয়েছে।

এখানে **ملك الموت** এক বচনে বর্ণনা করা হয়েছে এবং অপর এক আয়তে রয়েছে
الذِّيْنَ تَقُوْفُهُمُ الْمُلْكُّ—অর্থাৎ কেরেশতাগণ মাদের প্রাপ বিয়োগ ঘটায়—এখানে
 মুল্কের ব্যবচতনের পক্ষ ব্যবহৃত রয়েছে। এতে এ ইঙ্গিত রয়েছে যে, আজরাইল (আ)
 একাকী এ কাজ সম্পন্ন করেন না—বহু কেরেশতা তাঁর অধীনে এ কাজে অংশগ্রহণ
 করেন।

আভ্যন্তরোগ ও মালাকুল মউত সম্পর্কে কিছু বিশেষণঃ প্রথ্যাত মুক্ষাস্সির
 মুজাহিদ বলেন, মালাকুল মউতের সম্মুখে গোটা বিশ কোন বাড়ির সম্মুখে রক্ষিত
 বিজিম খাবার-সামগ্রীপূর্ণ একটা থালার নাম—তিনি যাকে চান তুলে দেন। বিষয়টি
 এক 'মার্যাদ' হাদীসেও আছে (ইমাম কুররুবী 'তাবকিরা'তে ইহা বর্ণনা করেছেন)।
 অপর এক হাদীসে রয়েছে যে, নবীজী (সা) একদা জনেক সাহাবীর শিয়ারে মালাকুল-
 মউতকে দেখে বললেন যে, আমার সাহাবীর সাথে সহজ ও কোমল ব্যবহার করো।
 মালাকুল-মউত উভয়ে বললেন, আপনি নিশ্চিত থাকুন—আমি প্রত্যেক শুমিনের সাথে
 নরম ব্যবহার করে থাকি এবং বলেন যে, ঘৃত মানুষ প্রাপ-গঠে, বনে-জলে, পাহাড়-
 পর্বতে বা সমুদ্রে বসবাস করছে—আমি এদের প্রত্যেককে প্রতিদিন পাঁচবার দেখে থাকি;
 এজন্য এদের ছোট-বড় প্রত্যেক সম্পর্কে আমি প্রতাঙ্গভাবে পুরোপুরি জাত। আতঃপর
 বলেন, ইয়া রসূলাল্লাহ্ (সা)! এগুলো যা কিছু হয় সব আল্লাহ্ হকুমে। অন্যায়
 আল্লাহ্'র হকুম ব্যতীত আমি কোন মশায়াও প্রাপ বিয়োগ ঘটাতে সক্ষম নই।

মালাকুল-মউতই কি অন্যান্য জীবজন্মের প্রাপবিয়োগ ঘটান? : উল্লিখিত হাদী-
 সের রেওয়ায়েত থাকা যাব যে, আল্লাহ্ পাকের অনুমতি সাপেক্ষে মশায়া যত্নাও
 মালাকুল-মউতই ঘটায়। ইব্রাত ইমাম মালিকও এক প্রেরের উভয়ে এ ব্রকমই বলেন।
 কিন্তু অন্যান্য রেওয়ায়েত থেকে জানা যায় যে, কেরেশতাগণের থাকা আল্লার
 বিয়োগ ঘটানো কেবল মানুষের জন্য নির্দিষ্ট—কেবল তাঁর আন-মর্যাদা রক্ষার্থে—অন্যান্য
 জীব-জন্ম আল্লাহ্'র অনুমতিক্রমে কেরেশতাগণের মাধ্যম ব্যতীতই আপনা-আপনিই যত্ন-
 বরণ করবে।—(যুরতুবী'র বরাত দিয়ে ইবনে আতিল্লা বর্ণনা করেন)

এ বিষয়টি আবুশুয়েখ, উকাইলী, মাঝলালী প্রমুখ হয়রত আনাস (রা) থেকে
 রেওয়ায়েত করেন যে, নবীজী (সা) ইরশাদ করেছেন যে, জীবজন্ম ও কীট-পতঙ্গ সবই
 আল্লাহ্ পাকের প্রশংসা প্রতিতে যথ (এই এগুলোর জীবন)। যখন এদের শুণ কীর্তন

বল্কি হয়ে যাব তখনই আজ্ঞাহ পাক এদের প্রাণ বিহোগ ঘটান। জীব-জন্মের হৃত্য মালা-কুল-মউত্তের উপর নষ্ট নয়। ঠিক একই মর্বে এক হাসীস হয়েরত ইবনে উমর (রা) থেকেও বর্ণিত আছে।—(মাঝহারী)

অগর এক আরাতে রয়েছে যে, যখন আজ্ঞাহ পাক আহরাইল (আ)-এর উপর গোটা বিশ্বের মৃত্যু সংঘটনের দায়িত্ব অর্পণ করেন তখন তিনি (আহরাইল) আরম্ভ করেন, হে প্রভু, আপনি আমার উপর এমন দায়িত্ব অর্পণ করবেন যার ফলে বিশ্ব-জগৎ ও গোটা মানবজাতি আমাকে ডর্সনা করবে এবং আমার প্রসংগ উঠলে অত্যন্ত বিরূপ মন্তব্য করবে। প্রভুতরে হক তা'আজা বলেন : আমি এর সুরাহা এঙ্গগভাবে করেছি যে, জগতে রোগ-ব্যাধি ও অন্যান্য রাপে মৃত্যুর কিছু বাহ্যিক কারণ রেখে দিলাম যার ফলে প্রত্যেক মানুষ সেসব উপলক্ষ ও রোগ-ব্যাধিকে মৃত্যুর কারণের পাবে আশ্চর্যিত করবে এবং তুমি তাদের অপবাদ থেকে রক্ষা পাবে।—(কুরাতুবী)

ইমাম বগভী (র) হযরত ইবনে আব্দুস (রা) থেকে রেওয়ায়েত করেছেন যে, রসুলুল্লাহ (সা) ইরশাদ করেছেন—যত প্রকারের রোগ-ব্যাধি ক্ষত ও অংশাত রয়েছে— এসবই মৃত্যুর দৃষ্টি—মানুষকে তাঁর মৃত্যুর কথা চেয়েরণ করিয়ে দেয়। অতপর যখন মৃত্যুর ক্ষণ হনিয়ে আসে তখন মালাকুল-মউত্ত মৃত্যুপথহাত্রীকে সজ্ঞাধন করে বলেন, ওগো আজ্ঞাহুর বাস্তা, আমার আগমনের পূর্বে তোমাদেরকে সৌবধ্যান করে মৃত্যুর প্রস্তুতি প্রহণের অন্য আমি রোগ ব্যাধি ও দুর্বোগ-দুর্বিপাক রাপে ক্ষত সংবাদ ক্ষত দৃষ্টি পাস্তিরেছি। এখন আমি পৌছে পেছি। এরপর আর কোন সংবাদ প্রদানকারী বা কোন দৃষ্টি আসবে না। এখন তুমি স্বীয় প্রভুর বির্দেশ বাধ্যতামূলকভাবে পাইন করবে—চাই বেছায় হোক বা অবিজ্ঞাতভাবে হোক।—(মাঝহারী)

আজ'আলা : কারো আজ্ঞা বের করে নিয়ে আসার নির্দেশ প্রদানের পূর্ব পর্যন্ত মালাকুল-মউত্ত কারো মৃত্যুক্ষণ সম্পর্কে কিছুই আনেন না।—(আহমদ কর্তৃক মাঝার থেকে বর্ণিত —মাঝহারী)

—تَنْجَا فِي جَنُو بِهِمْ عَنِ الْمَفَاجِعِ يَدْعُونَ رَبِّهِمْ خَوْفًا وَطَهْرًا—

পূর্ববর্তী আজ্ঞাতসমূহে কাফির, মুশর্রিক ও কিয়ামত অব্যাকারকারীদের প্রতি সংতোষবাণী ছিল। অতপর (নেহা বিনুমত বিন্তনা !) থেকে ঘোষিত ও নিষ্ঠাবাম মুমিনগণের বিশেষ উপাদান ও তাদের সুমহান মর্যাদাসমূহের বর্ণনা রয়েছে। উল্লিখিত আজ্ঞাতে মুমিনগণের এক শুণ এই বলে বর্ণনা করা হয়েছে যে, তাদের শরীরের পাঞ্চ দেশ শয্যা থেকে আজাদী থাকে এবং শয্যা পরিত্যাগ করে আজ্ঞাহ পাকের যিক্রি ও দোষায় আশ্চর্যিতের কেননা এবং আজ্ঞাহ পাকের অসম্ভুক্ত ও শাস্তিকে ত্যন্ত করে এবং তাঁর করণে ও পুণ্যের আশা করে থাকে। আশা-নিরাশাসূর্প এ অবস্থা তাদেরকে যিক্রি ও দোষার অন্য ব্যাকুল করে তোলে।

তাহাজুদের নামায় : অধিকাংশ মুফাসিসের মতে শয়া পরিত্যাগ করে মিকর ও দোষায় আভানিয়োগ করার অর্থ তাহাজুদ ও নকল নামায়—যা ঘূর্ণ থেকে উঠার পর গভীর রাতে পড়া হব। (এ প্রসঙ্গে হযরত হাসান, মুজাহিদ, আলিক ও আওবাসীর বজ্রবাণ তিক একই রাগ) এবং হাদীসের অপরাপর রেওয়ায়েত থেকেও এর সমর্থন পাওয়া যায়।

মুসলিমে আহমদ, তিরিয়ী, মাসারী প্রভৃতি হাদীস থেকে হযরত মাঝায় ইবনে আবাল থেকে বর্ণিত আছে; তিনি বলেন যে, আমি একদা বৌজীর সৎসে সকারে ছিলাম, সকরকালে একদিন আমি তাঁর (বৌজীর) সঁরিকটে গেমাম এবং আরজ করলাম; ইরা রসুজাহ (সা), আমাকে এমন কোন আবল বলে দিন, যার মাধ্যমে আমি বেহেশত জাড় করতে পারি এবং দোষখ থেকে অবাহতি পেতে পারি। তিনি বলেন, তুম তো অভাব খুঁকছপুর্ব বন্ধ প্রার্থনা করেছ। কিন্তু আজাহ পাক যাব তার তা সহজ-লজ্জ করে দেন তার জন্য তা জাড় করা অতি সহজ। অতঃপর বলেন, সে আবল এই যে, আজাহ ইবাদত করবে এবং তাঁর সাথে কোন অংশীদার স্থাপন করবে না। নামায প্রতিষ্ঠা করবে, যাকাত প্রদান করবে, রোয়া রাখবে এবং বাসতজাহ শরীকে হজ্ঞ সম্পর্ক করবে। অতঃপর তিনি বলেন—এসো, তোমাকে পুণ্য ঘোরের সজ্ঞান দিবে দেই, (তা এই যে,) রোয়া চান অরূপ। (যা শাস্তি থেকে মুক্তি দেয়) এবং সদকা মানুষের প্রাপনাল নির্বাপিত করে দেয়। অনুরূপভাবে মানুষের গভীর রাতের নামায। এই বলে কোরআন মজীদের উল্লিখিত আয়াত *تَنْبَأَ فِي جَنُوْبِهِمْ مِنِ الْمَفَاجِعِ الْحَسَنَاتِ* তিকাঁড়াত করেন।

হযরত আবুআরদা (রা), কাতুদাহ (রা) ও মাহহাক (রা) বলেন যে, সেসব জোকও শয়া থেকে শনৌরের পার্শ্বদেশ প্রথক হয়ে থাকা শনৌর অধিকারী, যারা ইশা ও ফজর উভয় নামায জায়া আতের সাথে আদায় করেন। তিরিয়ী শরীকে হযরত আনাস (রা) থেকে বিশ্বক সমসহ বর্ণিত আছে যে, উল্লিখিত আয়াত *شَرَّارَ* যারা ইশার নামাযের পূর্বে শয়া শৃঙ্খল না করে, ইশার জায়া আতের জন্য প্রতীকারণ থাকেন, তাদের সম্পর্কেই মার্খিল হয়েছে।

আবাবুর কোন কোন রেওয়ায়েতে আছে, এ আয়াত সেসব জোক সম্পর্কে মার্খিল হয়েছে যারা যাগরিব ও ইশার মধ্যবর্তী সময়টুকু নকল নামায আদায় করে করে কাটান (মুহাজ্মদ বিন নসুর এই হাদীসটি রেওয়ায়েত করেন।) এ আয়াত সম্পর্কে হযরত ইবনে আকবাস (রা) বলেন যে, যে বাড়ি শয়ে, বসে বা পার্শ্বদেশে শাস্তিত অবস্থায় তোখ উল্লিখনের সাথে সাথে আজাহ পাকের মিক্রুর লিঙ্গ হন, তাঁরাও এ আয়াতের অন্তর্ভুক্ত।

ইবনে কাসীর ও অম্যান্য উক্তসীরকার বলেছেন যে, এসব বক্তব্যের মধ্যে পরম্পর কোন বিরোধ নেই। প্রকৃতপক্ষে এরা সকলেই এ আরাতের অক্ষুণ্ণ। এর মধ্যে শেষরাতের নামাহই সর্বোত্তম ও সর্বশ্রেষ্ঠ মর্হাদার অধিকারী। ‘বরানুজ কোরআনেও’ ইহাই প্রথম করা হয়েছে।

হয়রত আসমা বিনতে ইয়াবীদ থেকে বর্ণিত আছে যে, رَسُولُ اللّٰهِ (ص) ইয়াদ
করেছেন—কিয়ামতের দিন যখন আল্লাহু পাক পূর্ববর্তী মানবগুলোকে একত্রিত করবেন
তখন আল্লাহর পক্ষ থেকে এক আহশানকারী, যার আওয়াজ সমগ্র জগতের শব্দে
পাবে, দাঁড়িয়ে আহশান করবেন,—হে হাশর মীয়দানে সমবেত জনগুলী। আজ তোকরা
অবহিত হতে পারবে যে, আল্লাহু পাকের নিকটে সর্বাধিক সম্মান ও মর্হাদার অধিকারী

কে؟ অন্তর সে ফেরেশতা ^{وَمِنْ أَعْلَمِ الْمَضَاجِعِ} تَبَعًا فِي جَنَّةٍ مِّنْ
যাদের
পার্শ্বদেশ শব্দ থেকে পৃথক থাকে) এরপ-তথের অধিকারী তোকপথকে দাঁড়াতে আহশান
জানাবেন। এ আওয়াজ কৈন এসব মৌক দাঁড়িয়ে পড়বেন—যাদের সংখ্যা হবে খুবই
মগণ—(ইবনে-কাসীর।) এই রেওয়ারেতেরই কোন কোন শব্দে রয়েছে যে, এদেরকে
হিসাব প্রাপ্ত ব্যতীতই বেহেশতে প্রেরণ করা হবে। অতপর অম্যান্য সমগ্র তোক দাঁড়াবে
এবং তাদের থেকে হিসাব প্রাপ্ত করা হবে।— (মাঝহারী)

وَلَذِ يَقْنَمُ مِنَ الْعَذَابِ الْأَدْفَنِ وَنَعْذَابِ الْأَكْبَرِ لِعَلِمْ
عَذَابِ الْأَدْفَنِ অর্থ নিকটতম শান্তি (নিকটতম শান্তি) বলে
ইহসোকিক বিগদানদ ও রোগ-ব্যাধিকে বোঝানো হয়েছে এবং স্থানতম শান্তি (শান্তি)
বলতে পারসোকিক শান্তি বোঝানো হয়েছে।

আল্লাহর দিকে আরা কিরে আসে তাদের পক্ষে ইহসোকিক বিগদানদ রহমত-
করাপ : এর মর্য এই যে, আল্লাহু পাক অনেক মানুষকে তাদের ক্রত পাগের জন্য
সাবধান করে দেওয়ার উদ্দেশ্যে ইহকামে তাদের উপর নানাবিধ দৃঢ়-অভ্যাস ও রোগ-
ব্যাধি চাপিয়ে দেন। যেন তারা সতর্ক হয়ে পাপ থেকে কিরে আসে এবং পরকামের
কঠিনতম শান্তি থেকে অব্যাহতি পেয়ে যায়।

এ আরাত দ্বারা বোঝা যায় যে, পাপীদের প্রতি দুনিয়াতে আগতিন বিগদ-অগদ
ও অরা-ব্যাধি এক প্রকারের রহমত করাপ—যার ফলে কীর নির্মিষ্টতা ও অসাবধানতা
থেকে কিরে এসে পরকামের ক্রতৃত শান্তি থেকে মুক্তি পেয়ে যায়। অবশ্য যে সব
তোক এরপ পুরোপুরি পুরোপুরি সত্ত্বেও আল্লাহর প্রতি ধাবিত না হয়—তাদের পক্ষে এটা
বিশ্ব শান্তি, একটা দুনিয়াতেই নগদ, দ্বিতীয়টা পরকামের কঠিনতম শান্তি। কিন্তু

অবী ও ওলীগদের উপর যে বিপদাপদ আসে, তাদের ব্যাপার এদের থেকে সম্পূর্ণ ডিম ধরনের। এগুলো তাদের পক্ষে পরীক্ষা অবসর—যার মাধ্যমে তাদের অর্হাদা উন্নত হতে থাকে। তার অক্ষণ ও পরিচর এই যে, এরাপ বিপদ-জাগৎ ও রোগ-বাধির সমস্তও তারা আজ্ঞাহৃ পাকের পক্ষ থেকে এক প্রকারের আধিক শাস্তি ও অস্তি মাত্ত করে থাকেন।

أَنَّ مَنْ
كَذَّكَ أَغْرَيْهِ
مَنْ
مَجْرِ مَلِئْ
—بাহ্যত প্রত্যেক অশীর অগ্রাধকারী
মন্তব্যের অন্তর্ভুক্ত এবং প্রতিশোধ প্রাপ্তের ক্ষেত্রে তাই ইহকালের হোক তাই পরকালের—
উভয় এর অঙ্গসত। কিন্তু হাদীসের কোন কোন রেওয়ামেতে রয়েছে তিন ধরনের শাস্তি
পরকালের পূর্বে ইহকালেই পেরে আস। (১) ন্যায় ও সতোর বিপক্ষে পতাকা তুলে প্রকাশ-
তাৰে তাৰ বিৱৰণাত্মক, (২) পিতামাতার প্রতি অশীক্ষা জাপন ও অবাধ্যতা প্রদর্শন,
(৩) অভাবচারীর সহযোগিতা কৰা (হস্তরত মাজাহ বিম আবাল থেকে ইবনে জারীর
বর্ণনা করেছেন)।

وَلَقَدْ أَتَيْنَا مُوسَىٰ كِتَبٌ فَلَا تَكُنْ فِي مُرِيبٍ مِّنْ لِقَاءِهِ وَجَعَلْنَاهُ
هُدًى لِّبَنِي إِسْرَائِيلَ ۝ وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدِيُونَ بِإِمْرِنَا
لَهُمَا صَبَرْوَا شَوَّهُ كَانُوا بِإِيمَنِنَا يُوقِنُونَ ۝ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ يَفْصِلُ
بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِيهَا كَانُوا فِيهَا يَخْتَلِفُونَ ۝ أَوْلَئِمْ يَهْدِيُهُمْ كُمْ
أَهْلَكْنَا مِنْ قَبْلِهِمْ مِّنَ الْقَرُونِ يَسْعُونَ فِي مَسِكِنِهِمْ مِّنْ
فِي ذَلِكَ لَأَيْتَ ۝ أَفَلَا يَسْعُونَ ۝ أَوْلَئِرَبَرَوَا أَثَا نَسُوقُ الْمَأْمُرَاتِ
الْأَرْضِ الْجَرْزِ فَنَخْرُجُ بِهِ رَزِعًا تَأْكُلُ مِنْهُ أَعْمَاهُمْ وَأَنْفَسُهُمْ
أَفَلَا يُبْصِرُونَ ۝ وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْفَتْحُ رَبُّنَا كَنْتُمْ صَدِيقِينَ ۝
فَلِنَ يَوْمَ الْفَتْحِ لَا يَنْفَعُ الَّذِينَ كَفَرُوا إِيمَانُهُمْ وَلَا هُمْ
يُنْظَرُونَ ۝ فَأَغْرِضُ عَنْهُمْ وَانْتَظِرُ إِنْهُمْ مُشْتَظِرُونَ ۝

(২৩) আমি মুসাকে কিডাব দিবেছি, অতএব আপনি কোরআম প্রাপ্তির বিষয়ে কোন সম্মেহ করবেন না। আমি একে বনী ইসরাইলের জন্য পথপ্রদর্শক করেছিলাম। (২৪) তারা সবর করত বিধায় আমি তাদের অধ্য থেকে মেঢ়া অনোনৌত করেছিলাম, আরা আমার আদেশে পথপ্রদর্শন করত। তারা আমার আয়তনসুহে দৃঢ় বিশাসী ছিল। (২৫) তারা বে বিষয়ে অভিন্নোধ করছে, আপনার পামনকর্তাই কিয়ামতের দিন সে বিষয়ে তাদের অধ্য কফরসালা দেবেন। (২৬) এতে কি তাদের তোখ খোলেনি যে, আমি তাদের পূর্ব অনেক সম্মুদ্দেশকে খৎস করেছি, আদের বাড়িঘরে ওরা বিচরণ করে। অবশ্যই এতে নির্দম্বাবলী রয়েছে। তারা কি শোনে না? (২৭) তারা কি জাহাজ করে না যে, আমি উহুর জুয়িতে পানি প্রবাহিত করে শস্য উৎপত্ত করি, যা থেকে কঙ্গল করে তাদের জন্মতা এবং তারা। তারা কি দেখে না? (২৮) তারা বলে তোমরা সত্যবাদী হচ্ছে বল; কবে হবে এই কফরসালা? (২৯) বলুন, কফরসালার দিনে কাফিরদের ঈমান তাদের কোন কাজে আসবে না এবং তাদেরকে অবকাশও দেওয়া হবে না। (৩০) অতএব আপনি তাদের থেকে মুখ কিয়িয়ে নিন এবং অপেক্ষা করুন, তারাও অপেক্ষা করছে।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

নিচেই আমি (আপনার ন্যায় হস্তরত) মুসা (আ)-কেও প্রহৃত প্রদান করেছিলাম (যা প্রচার করতে গিয়ে তাঁকে বহু দৃশ্য-যুক্তপো বরদান্ত করতে হয়েছিল। সুতরাং আপনারও তা বরদান্ত করা উচিত। এক সাম্ভূতি তো এই! অন্তর অনুরূপ-ভাবে আপনাকেও ঐশ্বী প্রহৃত প্রদান করা হয়েছে।) সুতরাং আপনি (আপনার) এ প্রহৃত ভাব করা সম্ভবে কোন সম্মেহ পোষণ করবেন না। (যেমন আলাহ্ পাকের ইরাখাদ—*أَنْذِكُ لِتَلْقَى الْقَرْآن*—মিশর আপনাকে কোরআন প্রদান করা হবে। সুতরাং আপনি ঐশ্বী প্রহৃত অধিকারী এবং আলাহ্ কর্তৃক রসূলরাগে সম্মুক্ত ব্যক্তি। আপনি স্বতন্ত্র এরাপজাবে আলাহ্ নিকটে অনোনৌত, স্বতন্ত্র শব্দি ওটিকয়েক নির্বোধ আপনাকে প্রহৃত না করে তবে বিচারিত ও দৃশ্যিত হওয়ার কিছুই নেই। এও এক প্রকার সাম্ভূতি।) এবং আমি সেই (মুসা আ-র) প্রহৃত ইসরাইল বংশীয়গণের জন্য পথ প্রদর্শক করেছিলাম। (অনুরূপভাবে আপনার প্রহৃত যাথায়েও অনেকে হিদায়ত-প্রাপ্ত হবে। সুতরাং আপনি প্রসম থাকুন। এও এক প্রকার সাম্ভূতি।) এবং আমি সেই ইসরাইল বংশীয়দের অধ্য বহসংখ্যাক ধর্মীয় অধিকারীক নিযুক্ত করেছিলাম—যারা আমার নির্দেশ যত সঠিক পথ প্রদর্শন করতো। যখন তারা দৃঢ়-কল্পের সময় ধৈর্য ধারণ করেছিল এবং আয়তসমূহের উপর হির বিশাস্ত ছিল। (তাই তারা সেগুলো প্রচার ও প্রসার এবং সৃষ্টিকুলের হিদায়ত করতে গিয়ে দৃঢ়-কল্প বরণ করতো। এতে রয়েছে মুঝিনগণের জন্য সাম্ভূতি যে, তোমরা ধৈর্য ধারণ কর। স্বতন্ত্র তোমরা বিশাসের অধিকারী এবং বিশাস চায় ধৈর্য ধারণ—তাই তোমাদের পক্ষে ধৈর্য ধারণ

অবশ্য প্রয়োজনীয়। এ সবরে আধি তোমাদেরকেও ধর্মীয় অধিনায়ক করে দেব। এ তো ইহলৌকিক সাম্ভনা এবং তোমাদের এক পারলৌকিক সাম্ভনাও ধারণ করা উচিত। সে সাম্ভনার বন্দ (এই মে) নিষ্ঠর আপনার পাইনকর্তা কিয়ামতের দিন সেসব বিশ্বের (বাস্তব ও কার্যকর) মীমাংসা করে দেবেন যেগুলো সম্পর্কে তারা পরলোকে যষ্টিব্রোধ করছিল। অর্থাৎ যুদ্ধিলগকে বেহেশ্ট এবং কাফিরদেরকে নবকে নিজেগ করবেন এবং কিয়ামতও খুব দূরে নয়। এ থেকেও সাম্ভনা জাত করা উচিত। এ বক্তব্য শুনে কাফিরেরা সু'প্রকারের সন্দেহ পোষণ করতে পারত।—প্রথমত আমরা এ কথাই বিশ্বাস করি না যে কুফরী আল্লাহর নিকটে অপছন্দনীয়—বেশম **فَلَمْ**— তিনি মীমাংসা করবেন,—শব্দ দ্বারা বোঝা যায়। বিভীষণত—আমরা কিয়ামত সংবিত্ত হওয়াই অসম্ভব বলে মনে করি। সামনে উভয় সন্দেহ অপনোদনের জন্য দুটি পৃথক বক্তব্য পেশ করা হয়েছে—১. কুফরী গর্হিত ও অপছন্দনীয় হওয়া সম্পর্কে যে তারা সন্দেহ পোষণ করে; তবে কি একথা তাদের পথ প্রদর্শনের পক্ষে যথেষ্ট নয় যে, আমি তাদের পূর্বে (শিরক ও কুফরের জন্য) কৃত জনপদকে ধ্বংস করে দিয়েছি। (অর্থাৎ তাদের ধ্বংস প্রক্রিয়া থেকে এবং নবীর উবিষাধাণী মুভাবিক স্বাভাবিক রীতি ভঙ্গ করে সংবিত্ত হওয়া থেকে খোদার রোমাঞ্চ বিছুরিত হচ্ছে—হল্কারা কুফরী যে নিষিদ্ধ ও গর্হিত তা সুস্পষ্টভাবে প্রকাশ পায়। এসব জোক হাদের বসবাসের হানসমৃদ্ধের (সিরিয়া প্রমপকালে) স্বাভাবিক করে (অভিক্রম) করে। এ কেবলে (কুফরী গর্হিত হওয়ার) সুস্পষ্ট লক্ষণাদি বিদ্যমান রয়েছে। এরা কি অভীত কালের অনয়নীয় ধ্বংস সংশ্লিষ্ট কাহিনীসমূহ শুনতে পাই না (যা বহুল প্রচারিত ও সর্বজনবিদিত ও আলোচিত। বিভীষণ বিশ্বয়—কিয়ামত সংবিত্তন সম্পর্কে তাদের সন্দেহ পোষণ।) তবে কি তারা এ বিশ্বের প্রতি জড়া করছে নায়ে, আমি (বেষ্টিজে ও মদীনালা প্রজ্ঞতির মাধ্যমে) বিশুষ্ক জুমিতে পানি পেঁচিয়ে থাকি এবং তার সাহায্যে পস্যাদি উৎপাদন করে থাকি—যাহা হতে তাদের (গৃহপালিত) পক্ষসমূহ এবং তারা নিজেও ডক্টপ করে থাকে। তবে তারা কি (দিবারাতি) এসব কিছু অবলোকন করছে না? (এ হলো মুভার পর পুনরুজ্জীবিত হওয়ার সুস্পষ্ট প্রয়োগ। বেশম পূর্বেও কয়েক জাহাগীর তার বিবরণ প্রদত্ত হয়েছে। সুজুরাই উভয় সন্দেহের অবসান ঘটেজো এবং) এরা (কিয়ামত ও বিচারের বর্ণনা শুনে বিশ্বরত্নের বিষ্পুর্ণাক সুরে) বলে যে তোমরা (তোমাদের এ কথার) সত্য হয়ে থাকে তবে (বল তো) এ মীমাংসা করবে সম্ভব হবে? আপনি বলে দিন যে (তোমরা তো অহেতুকভাবে এর তাকীদ দিছে। তোমাদের জন্য তো তা হবে কঠিন বিপদের দিন। কেননা) সে মীমাংসার দিমে কাফিরদেরকে তাদের ইয়ান (যোটেও) কোন সুফল প্রদান করবে না। (এবং তাদের অব্যাহতি জাতের একই পথ ছিল তাও হাতছাড়া) আর, (অব্যাহতি জাত তো দূরের কথা, সে শাস্তি হতে এক যুদ্ধর্তর তরেও) তাদেরকে অবকাশ দেয়া হবে না। সুজুরাই [হে নবী (সা)] আপনি (বিষ্পুর্ণাক) কথাবার্তার প্রতি (যোটেও) লক্ষ্য করবেন না (বেশজোর প্রতি লক্ষ্য করলে সজ্ঞাস ও মনোকল্পের উপরেক করবে)।

এবং আপনি (প্রতিষ্ঠিত মৌমাংসার) প্রতীকার ধারুন (কিন্তু সহজে জানা যাবে যে, কার প্রতীকা বাস্তবানুপ এবং কারটা নয়। যেমন তাদের প্রত্যুভাবে আল্লাহ্ পাকের উক্তি—*قُلْ تَرَبَّوْا فَإِنِّي مَعْكُمْ مِنَ الْمُتَرَبِّهِينَ* :—অর্থাৎ আপনি বলে দিন—তোমরা প্রতীকারত থাক; অন্তর আবিষ্ট তোমাদের সাথে প্রতীকার থাকবো।

আনুষঙ্গিক জাতীয় বিষয়

لَقَاءٌ فَلَا تَكُنْ فِي مُرْيَةٍ مِنْ لَقَاءٍ—শব্দের অর্থ সাকাহ—এ আল্লাতে

কার সাথে কার সাকাহ বোঝানো হয়েছে কে সহজে মুকাবিলের ঘটে অভিভেদ রয়েছে। ‘তৃষ্ণীরের সার-সংজ্ঞে’ ৫৩ (۵۳)-র ‘যামীর’ (সর্বনাম) কিন্তু—অর্থাৎ কেবলআনের দিকে ধাবিত করে এই অর্থ করা হয়েছে যে, যেরাগভাবে মহান আল্লাহ্ হয়রত মুসা (আ)-কে প্রত্যেক প্রদান করেছেন অনুমানগভাবে আপনার প্রতিও আল্লাহ্ পাকের পক্ষ থেকে প্রত্যেক অবতীর্ণ হওয়া সম্পর্কে কোন সন্দেহ পোষণ করবেন না।

وَأَنْتَ لَتَلْقَى—অর্থাৎ, এবং নিশ্চয় আপনাকে কোরআন প্রদান করা হবে।
الْقَرَانَ

হয়রত ইবনে আবুআস (রা) এবং কাতাদাহ (রা)-র ব্যাখ্যা এরূপভাবে করেছেন যে, ৫৩(۵۳)-র যামীন (সর্বনাম) হয়রত মুসা (আ)-র দিক ধাবিত হয়েছে। এ আল্লাতে হয়রত মুসা (আ)-র সাথে রসুলুল্লাহ্ (সা) সাকাতের সংযোগ দেখা হয়েছে এবং বলা হয়েছে যে, আপনি এ সম্পর্কে কোন সন্দেহ পোষণ করবেন না যে, হয়রত মুসা (আ)-র সাথে আপনার সাকাহ সংঘটিত হবে। সুতরাং খ'রাজের রাতে এক সাকাতকার সংঘটিত হওয়ার কথা খিশুজ হাদীসসমূহ বাস্তু প্রমাণিত, অঙ্গের ক্রিয়ামতের দিন সাকাতিকার অনুষ্ঠিত হওয়ার কথাও প্রমাণিত আছে।

হয়রত হাসান বসরী (র) এর ব্যাখ্যা এরূপভাবে করেছেন যে, হয়রত মুসা (আ)-কে প্রশ্ন প্রদানের দরুন যেরাগভাবে মানুষ তাঁকে খিদ্যুক প্রতিপন্থ করতে প্রয়োগ পেয়েছে এবং মানাজ্ঞাবে দৃঢ়-মঞ্জু দিয়েছে, আপনিও এসব কিছুর সম্মুখীন হবেন যেন নিশ্চিত থাকুন। তাই কাফিরদের প্রদত্ত দৃঢ়-মঞ্জুর ক্ষেত্রে আপনি মনকুণ্ঠ হবেন না, বরং নবীগণের ক্ষেত্রে এমনটি হওয়া আভাবিক রীতি মনে করে আপনি তা বরপাশত করুন।

وَجَعَلْنَا—কোন জাতি বা অভিপ্রায়ের পরিচালক ও নেতৃ হওয়ার সুষ্ঠি শর্ত ;
بِمَا مِنْ نَا لَمْ يَهْدِ وَنَبِأَ بِمَا يَهْتَدِ وَكَانُوا بِمَا يَتَنَزَّلُ—অর্থাৎ,

আমি ইসরাইল সম্প্রদায়ের মাঝে কিছু জোককে নেতা ও অগ্রগতিক নিষ্ঠুত করেছিলাম, যারা তাঁদের প্রসঙ্গবলের প্রতিনিধি হিসাবে মহান প্রভুর নির্দেশামূলকে জোকদেরকে দিয়ারত করতেন—যখন তাঁরা ধৈর্য ধারণ করতেন এবং আমার বাণীসমূহের উপর চির বিশ্বাস স্থাপন করতেন।

ইসরাইল বংশের ওজামাগপের অধ্য হতে কতকক্ষে যে জাতির নেতা ও পুরোধার মর্যাদায় উঠীত করা হয়েছে, তাঁর দুটি কারণ রয়েছে। এ আয়াতে সে দুটি কারণ বর্ণনা করা হয়েছে—১. ধৈর্য ধারণ করা, ২. আজাহ্ আরাতসমূহের উপর অটুট বিশ্বাস স্থাপন করা। আরবী ভাষায় সবচেয়ে কর্তার অর্থ অভ্যন্তর বিস্তৃত ও ব্যাপক। এর পূর্ববর্তী অর্থ অনড় ও দৃঢ়বৰ্জ থাকা। এখানে সবচেয়ে বারা আজাহ্ পাকের আদেশসমূহ পালনে অটুট ও দৃঢ়পদ থাকা এবং আজাহ্ পাক ষে সব বশ বা কাজ হারায় ও গাহিত বলে নির্দেশ করেছেন, সেগুলো থেকে নিজেকে বিরত রাখা। শরীরতের যাবতীয় নির্দেশই এর অন্তর্গত—যা এক বিরাট কর্মগত দক্ষতা ও সাক্ষাৎ। এর ছিটোয় কারণ আজাহ্ পাকের আয়াতসমূহের উপর সুদৃঢ় বিশ্বাস স্থাপন—আয়াতসমূহের মর্ম অনুধাবণ করা এবং অনুধাবনাতে তাঁর উপর পূর্ব বিশ্বাস স্থাপন করা—উভয়ই এর অন্তর্গত। এটা এক বিরাট জ্ঞানগত দক্ষতা ও সাক্ষাৎ।

সারকথা, আজাহ্ পাকের নিকটে মেতৃষ্ণ ও গৌরোহিত্যের ঘোগ্য কেবল সেসব জোকই, যারা কর্ম ও জ্ঞান—উভয় দিকে পূর্ণতা জাত করেছে। এ স্বল্পে কর্মগত পূর্ণতা ও দক্ষতাকে জ্ঞানগত পূর্ণতা ও দক্ষতার পূর্বে বর্ণনা করা হয়েছে। অর্থ জ্ঞানের স্থান দক্ষত কর্মের পূর্বে; এখানে ইংরিজি কর্তা হয়েছে যে, আজাহ্ নিকটে কর্মহীন শিক্ষা ও জ্ঞানের কোন মূল্য নেই।

ইবনে কাসীর এ আয়াতের তফসীর প্রসংগে কিছুসংখ্যাক ওজামার মতব্য উচ্চৃত করেন। তা এই—**بِالصَّبْرِ وَالْيَقِنِ تَفَلُّ أَلَا مَا مَعَ فِي الْدُّنْـونِ**—অর্থাৎ ধৈর্য ও দৃঢ় বিশ্বাসের মাধ্যমেই ধীরের ক্ষেত্রে সেতুহের মর্যাদা জাত করা হায়।

أَوْلَمْ يَرَوْا أَنَّ نَسْوَتَ النَّاسِ إِلَى الْأَرْضِ الْجَرِزِ فَنَخْرِجُ بَرْعَـا

অর্থাৎ, তাঁরা কি জোক করে নাই, আমি তুমিতে পানি প্রবাহিত করি অস্ত্বারা নানা প্রকারের প্রস্তাৱ সমুদগত হয়। **بَرْعَـا** তুমিকে বলা হয়—যেখানে কোন বৃক্ষজন্তু উদগত হয় না।

তুমিতে পানি প্রবাহের বিশেষ কৌশলগুল যাবছা। তুম তুমিতে পানি প্রবাহের, অনঙ্গের সেখানে নামাবিধি উভিদ ও তুকজন্তা উদগত হওয়ার বর্ণনা কোরআনে কর্তৃমূলের বিভিন্ন জায়গায় এরাগতাবে করা হয়ে থে—তুমিতে বৃষ্টি বৰ্বৰত হয়—ফলে তুমি ইসামো হয়ে শস্যাদি উৎপাদনের ঘোগ্য হয়ে উঠে। কিন্তু এ আয়াতে বৃষ্টির স্বল্পে

তৃ-পৃষ্ঠের উপর দিয়ে শুক্র ভূমির দিকে পানি প্রবাহিত করে গাছগালা উদ্বিগ্ন করার কথা বর্ণনা করা হয়েছে অর্থাৎ অন্য কোন ভূমির উপর বৃক্ষট বর্ষণ করে সেখান থেকে নদী-নালার মাধ্যমে তৃ-পৃষ্ঠের উপর দিয়ে ঘেসব শুক্র ভূ-ভাগে সাধারণত বৃক্ষট হয় না সেদিকে প্রবাহিত করা হয়।

এতে এইজিত রয়েছে যে, কলক ভূমি এমন নরম ও কোমল হয় যে, তা বৃক্ষট বহন করার যোগ্য নয়।—সেখানে পুরোপুরি বৃক্ষট বহিত হলে দালান-কোঠা বিধ্বস্ত হবে, গাছগালার মূলোৎপাটিত হয়ে থাবে। তাই এরাগ ভূমি সঙ্কের্ত আলাহ পাক এ ব্যবস্থা অবলম্বন করেছেন যে, অধিক পরিমাণে বৃক্ষট কেবল সেসব ভূমিতেই বহিত হয় যেগুলো তা বহন করার যোগ্যতা রাখে। অতপর পানি প্রবাহিত করে এমন ভূমি অভিযুক্ত নিয়ে আওয়া হয় যেগুলোর বৃক্ষট বহনের ক্ষমতা নেই।—সেখন মিসরের ভূমি। কিছু সংখ্যক তফসীরকার ইয়ামনের ও শামের কলক ভূমি এরাগ অন্য বর্ণনা করেছেন।—সেখন ইয়নে আকাস ও হাসান (রায়) থেকে বর্ণিত আছে।

প্রকৃত প্রস্তাবে এ ধরনের সকল ভূমি এর অস্তুর্ত। মিসরের ভূমি বিশেষভাবে এর অস্তর্গত—সেখানে বৃক্ষটের পরিমাণ খুবই কম। কিন্তু আবিসিনিয়া ও আফ্রিকার অন্যান্য দেশ হতে বৃক্ষটের পানি নৌল নদ দিয়ে মিসরে পৌছে—সাথে করে সেখানকার অন্যত উর্বর জাল পরিমাণ বহন করে আনে। তাই মিসরবাসিগণ সেখানে বৃক্ষট না হওয়া সঙ্গেও প্রতি বছর নতুন পানি ও পরিমাণ দ্বারা উপকৃত হয়।

وَيَقُولُونَ مُتْنِي هَذَا لِفَتْحٍ —অর্থাৎ কাফিররা পরিহাসছলে বলে থাকে যে, আগমি কাফিরদের বিরুদ্ধে যুসলিমগণের যে বিজয়ের কথা বলেন তা কখন সংঘটিত হবে ?—আমরা তো এর কোন জ্ঞান দেখতে পাচ্ছি না।—আমরা তো মুসলমানদেরকে ভৌত-সত্ত্বভাবে আলাপোগন করে থাকতে দেখি।

قُلْ يَوْمَ الْفَتْحِ لَا يَنْفَعُ الَّذِينَ كَفَرُوا

—অর্থাৎ আপনি তাদের প্রত্যুভয়ে একথা বলে দিন যে, তোমরা যে আমাদের বিজয় সঙ্কের্ত জিভাসাবাদ করছো, সেদিন তোমাদের অন্য তা সমূহ বিগদ বহন করে আমবে। কেননা, যখন আমরা বিজয় লাভ করবো সেদিন তোমরা-কঠিন শাস্তিতে অভিযোগ পড়বে। চাই ইহকালে হোক সেখন বাদরের যুক্ত বা পরুকালে এবং যে মুহূর্তে কারো উপর আলাহৰ শাস্তি আপত্তি হয় তখন তার জিহান আর গৃহীত হয় না।—(ইবনে-কাসীর অনুবাপ বর্ণনা করেছেন)।

—এর অর্থ কিয়ামতের দিন অল্প বর্ণনা করেছেন। উপরে 'তফসীরের সার-সংক্ষেপ' অংশে তাই প্রাঙ্গণ করা হয়েছে।

سورة الاحزاب

সূরা আহ্�সান

মদীনার অবতীর্ণ, ৯ জুন, ১৩ আঘাত

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ اتَّقِ اللَّهَ وَلَا تُطِعِ الْكُفَّارَ وَالْمُنْفَقِينَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ
عَلَيْهِمَا حَكِيمًا وَإِنَّمَا يُؤْخِذُ مَا يُنْهِيُ إِلَيْكَ مِمَّا كَانَ اللَّهُ كَانَ عَمَّا
تَعْمَلُونَ حَبِيبًا وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ وَكُفُّرُهُمْ قَدْ كَيْلَاتٍ

পরম করুণাময় আজ্ঞাহৃত নামে আরঞ্জ।

(১) হে নবী ! আজ্ঞাহৃকে ভর্ত করুন এবং কাফির ও কপট বিশ্বাসীদের কথা থানবেন না । নিষ্ঠর আজ্ঞাহৃ সর্বত, প্রভায়ৰ । (২) আপনার প্রতিপাতকের পক্ষ থেকে যা অবতীর্ণ হয়, আপনি তার অনুসরণ করুন । নিষ্ঠর তোমরা যা কর, আজ্ঞাহৃ সে বিদ্যমে থবুন রাখেন । (৩) আপনি আজ্ঞাহৃর উপর ভরসা করুন । কার্যনির্বাহীরাপে আজ্ঞাহৃই থবেন্ট ।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

হে নবী ! আজ্ঞাহৃকে ভর্ত করতে থাকুন—(অর্থাৎকে ভর্ত করবেন না —এবং তাদের ধর্মকের প্রতি যোগ্যতা ছান্কেপ করবেন না ।) এবং কাফির (যারা প্রকাশ্যভাবে ইসলামের বিরুদ্ধাচরণ করে) ও মুনাফিকদের (যারা গোপনে তাদের সাথে একসঙ্গে পোষণ করে) অনুসরণ করবেন না এবং তাদের কথার প্রতি কর্পণতও করবেন না (বরং কেবল আজ্ঞাহৃই নির্দেশ পালন করবেন) । নিঃসন্দেহে আজ্ঞাহৃ পাক যহুদীনী ও প্রভাবীন (তাঁর প্রতিটি নির্দেশ নানাবিধ কল্যাণ ও যজলে পরিপূর্ণ) এবং (আজ্ঞাহৃর নির্দেশ পালনের অর্থ এই) আপনার প্রতিপাতকের পক্ষ থেকে ওহীর যাধ্যয়ে যে আদেশ করা হয়েছে, তা অনুসরণ করুন । (এবং হে মানব সম্মান) আজ্ঞাহৃ পাক নিঃসন্দেহ তোমাদের যাবতীয় কার্যকল্প সম্পর্কে পুরোপুরি অবহিত । (তোমাদের

যারে বারা আমার নবীর বিরোধিতা করছে আমি তাদের সম্পূর্ণ হিসাব (ক্ষমতা) এবং (হে নবী) আপনি (তাদের একাগ ধর্মকী ও ভৌতি প্রদর্শন বাধাপ্রারে) যাহান আজ্ঞাহ্যে উপর করসা করুন। আর কার্যনির্বাহী অভিভাবকরাপে আজ্ঞাহ্য পাকষ্ট হথেচ্ছ। (এর মুকাবিজ্ঞান এদের যাবতীয় চক্রান্ত ও কৃষ্ট-কোশল ব্যার্থতায় পর্যবসিত হবে)। এ ব্যাপকে আপনি দুষ্টিজ্ঞাপ্ত হবেন না। আর যদি আজ্ঞাহ্য পাকের পক্ষ থেকে ধরীজ্ঞানে আপনার প্রতি কোন সামরিক সুৎ-কষ্ট পেও হে তবে কোন ক্ষতি নেই রূপ এতে কল্পাপ্ত নিহিত।

আমুসমিক জাতৰা বিবৰণ

এটা যাদানী সুরা। এর অধিকাংশ আলোচ্য বিষয় আজ্ঞাহ্য পৌর সমীকে রসূলুল্লাহ্যের (সা) বিশিষ্ট স্থান ও উচ্চ মর্যাদা সংযুক্ত। এ সুরার বিভিন্ন নিরোন্মান রসূল (সা)-এর প্রতি ভক্তি ও শ্রদ্ধা প্রদর্শনের আবশ্যিকতা এবং তাকে সুৎ-ব্যুৎপা দেওয়া হারাম হওয়ার কথা বিবৃত হয়েছে। সুরার অবগিষ্ঠ বিষয়সমূহও একমোরই পরিপূরক ও সহায়ক।

শামে নৃশূল : এ সুরা নাখিল হওয়ার কারণ সম্পর্কে কয়েকটি রেওয়াজের রয়েছে। একটি এই-যে, রসূলুল্লাহ্য (সা) হিজরতের পর যখন যদীমাম তশ্রীফ নিজে থান, তখন যদীমার আশেপাশে কুরাইজা, নমীর, বনু কাবুনুকাহ্ প্রভৃতি কঠিপুর ইহসীনের পোর বসবাস করত। রাহমাতুল্লিজ-আজানীনের এটাই একান্ত কামনা ছিল যেন এসব মৌকাম হয়ে থাক। ঘটমাঝে এসব ইহসীন যথা থেকে কয়েক ব্যক্তি নবীজীর (সা) ধীরমণে যাত্তামাত্ত করতে আরম্ভ করে এবং কপট ও বর্ণচোরা কাগ ধারণ করে নিজেদেরকে মৌখিকভাবে মুসলিমান হওয়ে প্রকাশ করতে থাকে, কিন্তু তাদের অভরে ইয়ান ছিল না। কিন্তু জোক মুসলিমান হওয়ে অপরাপরদের নিকট ইসলামের দাওয়াত পৌছানো সহজতর হবে যান করে নবীজী এটাকে সুবর্ণ সুযোগ অনে করে তাদেরকে আগন্তম আনানো। এদের সাথে বিশেষ সৌজন্যমূলক ব্যবহার করতে জাপনের এবং ছোট-বড় স্বার প্রতি সম্মান প্রদর্শন করতে জাপনেন। এমনকি ওদের বারা কোন অদালৈন ও অসংগঠিপূর্ণ কাজ সংঘটিত হজে পরও ধর্মীর কল্যাণের কথা ছিল। করে সেগোজের প্রতি তেমন শুরুত আরোগ করতেন না। এই অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতেই সুরায়ে আহবাবের প্রারম্ভিক আজ্ঞাতসমূহ নাখিল হয়েছে।—(কুরুতুবী)

ইবনে আবুর (রা) হয়রত ইবনে আবাস (রা) থেকে অপর এক ঘটনা বর্ণনা করেছেন। তা এই যে, হিজরতের পর ওয়াজীদ বিন মুগীরা, মুগীরা ও শাহবা বিন রাবিয়াহ্ যদীমার হৈ হৈ যত্তার কাফিরদের পক্ষ থেকে হস্তে পাকের ধিদমণ্ডে ত্র প্রত্যাহ্য পেল অবৈন যে, যদি আপনি ইসলামের প্রতি দাওয়াতের কাজ পরিত্যাগ করেন তবে আমরা আপনাকে যত্তার অর্থেক সমস্য প্রদান করবো। আবার যদীমার মুনা-জির ও ইহসীনগ এই অর্মে-কীলি প্রদর্শন করে যে, যদি কিনি নিজ স্বারী ও দাওয়াত

ଥେବେ ବିରାଟ ନା ଥାକେନ ତବେ ଆମରା ତାକେ ହତ୍ୟା କରେ କ୍ଷେତ୍ରବୋ । ଏମତାବଦୀଯ ଏ ଆୟାତ-
ସମ୍ମ ମାଧ୍ୟମ ହୁଏ ।—(ରାହଳ-ମା'ଆନୀ)

ସା'ଜାବୀ ଓ ଓହାହେଦୀ ଏକ ତୃତୀୟ ଘଟନା ସମୟହିନୀତାବେ ଏରାପ ବର୍ଣ୍ଣନା କରେନ ଯେ,
ହୋଦାଯିବିହୀର ଘଟନାର ସମୟ ମଙ୍ଗାର କାକିରଗଣ ଓ ମର୍ବିଜୀର ଆଖେ 'ଯୁକ୍ତ ନମ ଚୁଡି' ଆକ୍ଷ-
ରିତ ହତ୍ୟାର ପର ଯଥମ ଆବୁ ସୁକିନ୍ଧାନ, ଇକନାମା ବିନ ଆବୁ ଜେହେଲ ଓ ଆବୁ ଆ'ଭୋର
ସୀଜାବୀ ମଦନୀନାର ପୌଛେ ନବୀଜୀର ଧିଦମତେ ନିବେଦନ କରାନ୍ତେ ଯେ, ଆପଣି ଆମାଦେର ଉପାସ୍ୟ
ଦେବ-ଦେବୀଦେର ପ୍ରତି କଟୁଡି ପ୍ରଯୋଗ ପରିହାର କରନ୍ତ—ଏବଂ କେବଳ ଏକଥା ବଳୁମ ଯେ, (ପର-
କାଳେ) ଏରାଓ ସୁପାରିଲ କରବେ ଏବଂ ଉପକାର ଓ କଲାଯାନ ସାଧନ କରବେ । ଯଦି ଆପଣି
ଏମନ୍ତି କରେନ ତବେ ଆମରାଓ ଆପନାର ପାତନକର୍ତ୍ତାର ମିଦ୍ଦାବାଦ ପରିଣ୍ୟାଗ କରାଯେ ।—
ଏତାବେ ଆମାଦେର ପାରମପରିକ ବିଦ୍ୟାମ ମିଟେ ଥାବେ ।

ତାଦେର ଏ କଥା ରସୁଲୁହାହ (ସା) ଓ ସମ୍ମ ମୁସଲମାନେର ନିକଟ ଅଭିନନ୍ଦିତ
ବୋଧ ହଜେ । ମୁସଲମାନଗଣ ଏଦେରକେ ହତ୍ୟା କରାର ହିତା ବାଢ଼ କରିଲେ । ନବୀଜୀ (ସା)
ଇରଶାଦ କରିଲେନ ଯେ, ଆୟି ଏଦେର ସାଥେ ସକିତୁକିତେ ଆବଶ୍ୟକ ବଳେ ଏମନ୍ତି ହତେ ପାରେ
ନା । ଶିକ ଏହି ସମୟ ଏ ଆୟାତସମ୍ମ ମାଧ୍ୟମ ହୁଏ ।—(ରାହଳ ମା'ଆନୀ)

ଏସବ ରେଓଯାମେତ ସଦିଓ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରେର, କିମ୍ବ ଏଦେର ମଧ୍ୟ ପରମପରା କୋନ ବିରୋଧ
ବା ଅସାଧାର୍ସ ନେଇ । ଏସବ ଘଟନା ଓ ଉତ୍ତିଷ୍ଠିତ ଆୟାତସମ୍ମ ଅବତୀର୍ଣ୍ଣ ହତ୍ୟାର କାରପ
ହତେ ପାରେ ।

ଏ ଆୟାତସମ୍ମହେ ରସୁଲୁହାହ (ସା)-ର ପ୍ରତି ଦୂଟୋ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ରହେଛେ—ପ୍ରଥମ-

لَا تُنْظِعُ أَكَلًا فِرِنْجٍ—**ଅର୍ଥାତ୍ ଅବିଶାସୀଦେର**
ଅନୁସରଣ କରୋ ନା । ଆଜାହକେ ତ୍ୱର କରାର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଏଖନ୍ୟ ଦେଶୋ ହରେହେ ଯେ, ଏଥାର
ଦୋକକେ ହତ୍ୟା କରା ତୁଣିତଜେର ଶାଖିଲ—ଯା ସଞ୍ଚର୍ଣ୍ଣ ହାଯାମ ଏବଂ କାକିରଦେର କଥା ଅନୁସରଣ
ନା କରାର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଏ ଜନ୍ୟ ଦେଶୋ ହରେହେ ଯେ, ଏ ସବ ଘଟନା ସଞ୍ଚକେ କାକିରଦେର ଯା
ମତାଧିତ, ତା ମୋଟେ ମହାପୋଦ୍ୟ ନମ, ଯାର ବିଭାଗିତ ବିବରଣ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପର୍ଯ୍ୟାନେ ଆସଇବେ ।

بِهَا النَّبِيُّ أَنِّي أَنِّي—**ଇହ ରସୁଲୁହାହ (ସା)-ର ବିଶେଷ ଅର୍ଦ୍ଦାମା ଓ ସମ୍ମାନ**
ଯେ, ସମ୍ମ ବୋରାଜାନେର କୋଥାଓ ତୀକେ ନାମ ଧରେ ସଞ୍ଚୋଧନ କରା ହୁଏନି । ସେମନ୍ତି ଅନ୍ୟାନ୍ୟ
ମର୍ବିକେ ସଞ୍ଚୋଧନେର ବେଳାର କରା ହରେହେ । ଯେମନ—**بِأَن୍‌مُوସୀ**—**ବିନ ମୁସୀ**—
بِأَن୍‌ବୁର୍‌ବୁର୍—**ଶ୍ରଦ୍ଧତି** । ସର୍ବ-ଆକ୍ଷମ୍ୟମାନିଯିନ୍ (ସା)-କେ କୋରାଜାନ ପାଇକର ସେଥାନେଇ
ସଞ୍ଚୋଧନ କରା ହରେହେ—ତୀର ଉପାଧି—ନବୀ ବା ରସୁଲ ପ୍ରତ୍ୱଣିର ମାଧ୍ୟମେ କରା ହରେହେ ।
କେବଳ ଚାର ଜୀବନାମ, ତିନି ଯେ ରସୁଲ ତା ପ୍ରକାଶ କରାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ତୀର ନାମ ଉପରେଥ କରା
ହରେହେ—ଯା ଏକାତ୍ମ ଜରାରୀ ଛିଲ ।

এছলে অৰ্দ্ধ হৰণত (সা)-কে সংস্কৰণ করে দুটো নির্দেশ দেওয়া হয়েছে—এক, আজ্ঞাহ পাককে কৰা কৰার—অৰ্ধাই মজাৰ মুশৱিৰকদেৱ সাথে যে তুষ্টি হয়েছে, তা যেন লংঘন কৰা না হয়, দুই—মুগ্ধিক, মুনাফিক ও ইহুদীদেৱ মতামত প্ৰহপ কৰার। প্ৰথম হতে পাৱে যে, রসুলুল্লাহ (সা) তো সাবজীৰ পাপ-পতিকজন্তা থেকে মুক্ত। তুষ্টি কৰণ কৰা মহাপাপ (কৰীৱা গোমাহ) এবং উপৱে শামে-নৃমূল প্ৰসংগে কাৰ্ফিৰ মুশৱিৰকদেৱ যেসব কথা বৰ্ণনা কৰা হয়েছে সেভন্নো গ্ৰহণ কৰা তো মারাজুক পাপ, আৱ তিনি (নবীজী) ও থেকে সম্পূৰ্ণ পবিষ্ঠ—সুন্নতৰাই ও নিৰ্দেশেৱ কি প্ৰয়োজন ছিল? কাহল মা'জাবীতে বৰ্ণনা কৰা হয়েছে যে, এমৰ নিৰ্দেশেৱ অৰ্থ ভবিষ্যতে এভঙ্গোৱা উপৱে থিৰ থাকা—যেয়েনভাবে তিনি এ ঘটনাৰ সময়ও এসব হকুমেৱ উপৱে অটল ছিলেন এবং ৩৩।—এৱ নিৰ্দেশ প্ৰথম উল্লেখ কৰার কাৰণ এই হে, মুসলিমামগণ শান্তি-তুষ্টিতে আবক্ষ মজাৰ মুশৱিৰকদেৱকে হত্যা কৰাৰ ইচ্ছা পোৰণ কৰিছিল। সুন্নতৰাই তুষ্টি লংঘন থেকে বৈচে থাকাৰ জন্য ৩৩।—এৱ মাধ্যমে প্ৰথম হিসাবত কৰা হয়েছে। অপৱগকে যেহেতু কোন মুসলিমান মুশৱিৰক—কাৰ্ফিৰদেৱ অনুসৰণেৱ ইচ্ছাৰ পোৰণ কৰতেন না, তাই এৱ উল্লেখ পৱে বলা হয়েছে।

কোন কোন তক্ষসীৱকাৰ বলেন যে, এ আয়াতে অদিগ নবী কৰীৱ (সা)-কে সংস্কৰণ কৰা হয়েছে কিন্তু উদ্দেশ্য গোটা উল্লম্বত—তিনি তো ছিলেন সম্পূৰ্ণ নিষ্পাপ, —তাৰ ধাৰা আজ্ঞাহ পাকেৱ নিৰ্দেশাবলীৰ বিৱৰণাচৰণেৱ কোন আপৎকাই ছিল না। কিন্তু বিধান পোটা উল্লম্বতেৱ জন্য এবং সেটা বৰ্ণনার জন্মাই এই পক্ষতি প্ৰহণ কৰা হয়েছে যে, সংস্কৰণ কৰা হয়েছে রসুলুল্লাহ (সা)-কে—ধাৱ কলে হকুমেৱ শুলকত বহুগৱে বেড়ে গিয়েছে। কেননা, যে বিষয়ে আজ্ঞাহৰ ইস্লামকেও সংস্কৰণ কৰা হয়েছে সে জৈৱে কোন বানুবই এৱ আওতা-বহিজুত থাকতে পাৱে না।

ইবনে-কাসীৰ বলেন—যে, এ আয়াতে কাৰ্ফিৰ ও মুশৱিৰকদেৱ অনুসৰণ এথকে বাবণ কৰার মূল উদ্দেশ্য এই যে, তিনি যেন তাদেৱ সাথে কোন বাবণৰে পৱার্য না কৱেন—তাদেৱকে অত্যাধিক ওঠা-ৰসা, মেজা-মেশাৰ সুৰোগ না কৱেন। কেননা, এদেৱ সহিত অত্যাধিক মেলামেশা ও পৱার্য কৰা অনেক সময় এদেৱ কৰা প্ৰহণ কৰার কাৰণঘৰে পৱিষ্ঠত হতে পাৱে। সুন্নতৰাই অদিগ নবীজীৰ পক্ষে তাদেৱ কথা প্ৰহণেৱ কোন স্তোৱনাই ছিল না, কিন্তু তাদেৱ সাথে কোন সম্পর্ক বাধা এবং নিজেৱ পৱার্য তাদেৱ অংশ প্ৰহণেৱ সুযোগ প্ৰদান থেকেও নবীজীকে বাবণ কৰা হয়েছে। পৰতি একেতে ৩৩ ৮। (অনুসৰণ কৰা) শব্দ এজন্য বাবহাৰ কুল্যা হয়েছে যে, এৱ পৱার্য ও পাৰম্পৰাক সম্পর্কে অভাবত তাদেৱ মতামতেৱ কিছুটা অনুপৰেশেৱ কাৰণ হয়ে দৌড়াতে পাৱে। সুন্নতৰাই এছলে পৱোক্তভাৱে হজেও তাদেৱ অভামত কিছুটা অভাৱাবন্বিত কৰতে পাৱে, এৱ কোন সুযোগও থাবে না হয় তাৰাই পথ বজ কৰা হয়েছে। তাৰ পক্ষে তাদেৱ অনুসৰণেৱ তো কোন প্ৰয়োজন নাই উঠে না।

এখন আপ উঠে থে, উল্লিখিত আস্তাতে কাফিরদের পক্ষ থেকে শরীরস্ত বিরোধী ও হচ্ছের পরিপন্থী উভি অতি আত্মবিক এবং সেগুলোর অনুসরণ না করার নির্দেশও একান্ত সুভিজ্ঞতা। বিষ্ণু যুনাফিকগণ যদি আপনার নির্বাট প্রকাশাত্ত্বে কোন ইসলাম বিরোধী উভি করে, তবে তো ভারা আর মুনাফিক থাকে না—পরিকার কাফির হচ্ছে শাস্তি—এমাত্বহীন তাদের কথা স্বত্ত্বাত্বে বলার প্রয়োজনীয়তা কি? এর উত্তর এই হচ্ছে পারে যে, মুনাফিকগণ একেবারে স্পষ্টতাত্বে তো ইসলাম বিরোধী কোন উভি করতো না, কিন্তু অম্যান কাফিরের সমর্থনে কথা অল্পতো।

শামে নৃশূল প্রসঙ্গে মুনাফিকদের যে ঘটনা উপরে বর্ণনা করা হয়েছে, যদি এটাকেই আস্তাত অবগুর্ণ হওয়ার কারণ বলে ধরে নেয়া হয়, তবে তো কোন কথাই থাকে না। কেমনা এ অটমানুযায়ী যেসব ইহাদী কপটতাত্বে নিঝেদেরকে সুসলমান বলে প্রকাশ করে তাদের সাথে বিশেষ সৌজন্যপূর্ণ ব্যবহার করতে নবৌজীকে কারণ করায় হয়েছে।

اَنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْهِ حُكْمًا حَكِيمًا—বলো, আল্লাহকে

তার করার এবং কাফির ও মুনাফিকদের অনুসরণ না করার পূর্ব বর্ণিত যে হকুম তার ভাগ্যবর্ত ও যৌক্তিকতা বর্ণনা করা হয়েছে। কেমনা যে আল্লাহ আবগুর্ণ কর্মের পরিপন্থি ও ফলাফল সম্পর্কে সম্পূর্ণ অবহিত, তিনি অত্যন্ত প্রজ্ঞামুক্ত—মানুষের যাবতীয় কল্যাণ ও মৎস্য তাঁর পরিজ্ঞাত। একথা এজন্য বলা হয়েছে যে, কাফির ও মুনাফিকদের কোন কোন কথা এয়নও ছিল যদ্বারা অন্যায়-অপার্য্য জায়ব এবং পারস্পরিক অত্প্রীতি ও সভাবপূর্ণ পরিবেশ ছাপন এরাপ, অন্যান্য কল্যাণ ও উপকার সাধনে সহায়ক হচ্ছে। কিন্তু এদের সাথে সৌজন্যমূলক আচরণগত মৎস্যের পরিপন্থী বলে হক তা'আলা নবৌজীকে তা করতে বারণ করেছেন এবং বলেছেন যে, এর পরিপন্থ শুভ নয়।

وَأَتَبِعْ مَا يُبَيِّنُ لِي الْبَيِّنَاتِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا—

ইহা পূর্ববর্তী হকুমেরই অবশিষ্টাংশ—যেন আপনি কাফির ও মুনাফিকদের কথায় পড়ে তাদের অনুসরণ না করেন, বরং শুধীর মাধ্যমে আল্লাহর পক্ষ থেকে যা বিছু পৌছেছে, আপনি সাহাবায়ে কিরায়িসহ কেবল তাই অনুসরণ করুন। যেহেতু সাহাবায়ে কিরায়ি ও সমগ্র মুসলমানই এ সহোধনের অজ্ঞতা। তাই বহুচেন ক্ষিয়া ব্যবহার করে সতর্ক করে দেওয়া হয়েছে।

وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ وَكَفِيلٌ يَـا اللَّهِ وَكَيْلٌ—

—ইহাত পূর্ববর্তী হকুমের সমাপনী অংশ বিশেষ। ইরশাদ হয়েছে যে, আপনি এসব কোকের কথার পক্ষে কোন কাজে উদ্যোগী হবেন না, সীমা উদ্দেশ্য সাধন ও লক্ষ্য অর্জনে কেবল আল্লাহর উপরে তরস

করুন। কেমনা অভিভাবকরাপে তিনিই অথেল্ট। তাঁর বর্তমানে আগমার অন্য কাঠাৰা সাহায্য-সহযোগিতার প্রয়োজন চাই।

যাস'আলা : উপরিষিদ্ধি আরাতসমূহ থারা একথা প্রয়ালিত হলো যে, দীন সংজ্ঞাক কোন বিষয়ে কাফিরদের পরামর্শ প্রদণ করা জায়েব নয়। অবশ্য অভিভাবকেল্ট অন্যান্য বিষয়ে তাদের পরামর্শ প্রদণে কোন দোষ নেই।

**مَا جَعَلَ اللَّهُ لِرَجُلٍ مِّنْ قُلُبَيْنِ فِي جُوفِهِ وَمَا جَعَلَ
 أَزْوَاجَكُمْ إِلَّا تُظْهِرُونَ مِنْهُنَّ أَمْهَاتِكُمْ وَمَا جَعَلَ أَدْعِيَاءَكُمْ
 أَبْنَاءَكُمْ ذَلِكُمْ قَوْلُكُمْ يَا فَوَاهِكُمْ وَاللَّهُ يَقُولُ الْحَقُّ وَهُوَ يَعْدِلُ
 السَّبِيلَ ⑥ أَدْعُوهُمْ لِأَبْأَبِيهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ فَإِنْ
 لَمْ تَعْلَمُوا أَبَاءَهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَمَوَالِيْكُمْ وَلَنْ يَسَّرَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ
 حُكْمًا فِيمَا أَخْطَلَتُمْ بِهِ وَلَكِنْ مَا تَعْمَلُونَ قُلُوبُكُمْ دُوَّيْنَ
 اللَّهُ عَفُوًّا رَّحْمَنًا ⑦**

(৪) আলাহ্ কোন মানুষের অধে দুটি হাতের স্থাপন করেন নি। তোমাদের জীবন বাদের সাথে তোমরা 'জিহার' কর, তাদেরকে তোমাদের জননী করেন নি এবং তোমা-দের গোষ্ঠী পৃষ্ঠদেরকে তোমাদের পৃষ্ঠ করেন নি। এগুলো তোমাদের মুখের কথা আছ। আলাহ্ নার কথা বলেন এবং পথ প্রদর্শন করেন। (৫) তোমরা তাদেরকে তাদের পিতৃগৃহিতে তাক। এটাই আলাহ্ করার মার্যাদত। অদি তোমরা তাদের পিতৃ-গৃহিতের না জান, তবে তারা তোমাদের খরীয় জাই ও বাজুরাপে গণ্য হবে। এ রাগায়ে তোমাদের কোন বিচুতি হলে তাতে তোমাদের কোন লোনাহ্ নেই, তবে ঈচ্ছাকৃত হলে তিনি কথা। আলাহ্ ক্ষমাশীল, পরম সর্বাঙ্গ।

তৃতীয়ের সার-সংক্ষেপ

আলাহ্ পার কারো অকার্যকলাপ দুটি অকরুণ তৈরী করেন নি এবং (অনুরূপ-তাবে) তোমরা যে সব জীবে যা সমোধন কর তাদেরকে তোমাদের আজে পরিণত করেন নি এবং (অনুরূপকলাবে জেনে রূপ যে,) তোমাদের গোষ্ঠী পৃষ্ঠদেরকে ঝুঁত পৃষ্ঠাত পরিণত করেন নি। এটা তোমাদের নিহিত মৌখিক বাক্য (যা অঙ্গীক—বাক্যবের সাথে

সমষ্টিহীন) এবং আলাহ পাক সভ্য কথা বলেন এবং তিনিই সরল পথ প্রদর্শন করেন। (এবং যখন পোষ্য পুত্র তোমাদের প্রকৃত পুত্র নয় করেই) তোমরা এদেরকে (পাক পিতৃর পুত্র বলে সম্মোধন করো না বরং) এদের (প্রকৃত) পিতৃগণের নামে আহ্বান কর। আলাহর নিকট ইহাই সুসম্মত। যদি তোমরা তাদের পিতৃগণের পরিচয় না জান তবে তাদেরকে তোমাদের ভাই বা বনু বলে সম্মোধন কর। (কেমন ভারা তোমাদের ধৰ্মীয় ভাই ও বনু) আর এ ব্যাপারে তোমাদের যে তুলনুটি হয়েছে তাতে কোন পাপ হবে না। কিন্তু হ্যাঁ, যা তোমরা অন্তর থেকে ইচ্ছাকৃতভাবে বলতে (তাতে অবশ্যই পাপ হবে) এবং (এথেকে ক্ষমা প্রার্থনা করলে তাতে ক্ষমা হয়ে আবে কেননা) আলাহ পাক অন্তর্ভুক্ত ক্ষমাশীল ও পরম করণাময়।

আনুষঙ্গিক জ্ঞানস্তোষ

পূর্ববর্তী আয়াতসমূহে রসূলুল্লাহ (সা)-র প্রতি কাফির ও ঝুনাকিরদের পরা-মৰ্মান্বাদী কাজ না করা ও তাদের কথায় কর্ণপাত না করার নিদেশ রয়েছে। উল্লিখিত আয়াতসমূহে কাফিরদের মাঝে প্রচলিত তিনটি কুপ্রধা ও ঝাত ধারণার অপনোদন করা হয়েছে। প্রথমত বর্বর শুগে 'আরববাসিগণ অসাধারণ মেধাবী লোকের বক্ষাভ্যরে দুটি অন্তকরণ আছে বলে মনে করত। ধিতৌরত নিজ পর্যাপ্ত সম্পর্কে এ প্রথা বিরোজ-আন ছিল যে, যদি কোন বাতি দৌর দৌকে তার ঘার পিঠ বা অন্য কোন সাথে তুলনা করে বলতো যে, তুমি আমার পকে আসার মুঝের পিঠের সমতুল্য, আকে তাদের পরিষ্কার জিহার' বলা হতো, তবে 'জিহার'-কৃত সে স্তু তার কাছে চিরকাজের জন্ম হারায় হয়ে যেত। ১৬৪ এর উৎপত্তি মুক্তি থেকে—যার অর্থ-পিঠ।

তৃতীয়ত তাদের মধ্যে একপ শুধা ছিল যে, যদি কোন বাতি অপর কারো পুঁজুকে পোষ্য পুঁজুরাগে প্রহণ করত, তবে এ পোষ্য পুত্র তার প্রকৃত পুত্র বলেই পরিচিত হতো, এবং তারই পুত্র বলে সম্মোধন করা হতো; এ পোষ্য পুত্র সকল ক্ষেত্রে প্রকৃত পুঁজুরই মর্মান্বাদী হতো। যথা—তারা প্রকৃত সন্তানের ন্যায়ই মীরাসের অংশীদার হতো এবং বৎশ ও রজগত সম্পর্কের ভিত্তিতে যেসব মারীর সাথে বিশে-শাদী হারাম—এ পোষ্য পুঁজুর সম্পর্কের ক্ষেত্রেও এরাপই মনে করা হতো। যেমন—বিশেষ সংঘাতিত হওয়ার পরও ঔরসজ্ঞাত পুঁজুর স্তুকে বিয়ে করা যেরূপ হারাম, অনুরূপভাবে পালক পুঁজুর তাজাক প্রাপ্ত স্তুও সে বাতির পকে হারায় বলে মনে করা হতো।

বর্বর শুগের এই তিনটি ঝাত ধারণা ও কুপ্রধাৰ মধ্যে প্রথমটি ইসলামী আকীদা-বিশ্বাস ও ক্রিয়াকর্মের সাথে সম্পর্কযুক্ত নয় বলে ইসলামী শরীয়তে একে রদ করা বিশেষ প্রয়োজন ছিল না। এটা তো একান্তই শরীরতত্ত্ব, বিজ্ঞান ও চিকিৎসা-বিজ্ঞানের ব্যাপার যে, মানুষের বক্ষাভ্যরে একটি অন্তকরণ থাকে, না দুটি অন্তকরণ থাকে। এর স্পষ্ট অসীরতা সর্বজনজ্ঞাত। এজন্য সঠিকভাবে এর অসীরতার বর্ণনা অপর দুটো বিষয়ের সমর্থনে জুড়িকা অব্যাপ বর্ণনা করা হয়েছে। বলা হয়েছে যে, বর্বর শুগের অধিবাসীদের মানুষের বক্ষ মাঝে দুটি অন্তকরণ আছে বলে যে বিশ্বাসের অসীরতা ও

অমৌলিকতা। যেখন সাধারণ-অসাধারণ সর্বজনবিহিত, অনুরাগভাবে তাদের ‘জিহার’ ও পালক পৃষ্ঠ সংশ্লিষ্ট ধারণা ও সম্পূর্ণ ভাস্ত ও অমূলক।

অবশিষ্ট দৃষ্টি বিষয়—জিহার ও পালক পুত্রের হকুম—এগুলো এখন সব সামাজিক ও পারিবারিক বিষয়সমূহের অঙ্গভূত, ইসলামে যেগুলোর বিশেষ শুরুত্ব রয়েছে। আলাহ পাক যার বিস্তারিত বিবরণ ও খুঁটি-নাটি পর্যন্ত কোরআনে প্রদান করেছেন। অন্যান্য বিষয়ের অন্ত নিষ্কৃত মূলনীতিগুলো উল্লেখ করে সবিস্তার বিবেচনের ভার মৰীজী (সা)-র উপর ন্যস্ত করেননি। এ দু'ব্যাপারে বর্তর আরবগণ নিজেদের দেয়াল খুশী যত হাজার-হাজার ও জায়েখ-না-জায়েখ সংশ্লিষ্ট স্বকৌর কজনাপ্সুত বিধি-বিধান প্রণয়ন করে রেখেছিল। এসব অমূলক ধারণা ও প্রধাসসমূহের অঙ্গসারশূলভা প্রতিপন্থ করে যা প্রকৃত সত্তা, তা উদ্ঘাটন করে দেওয়া সত্তা ধর্ম ইসলামের অবশ্য কর্তব্য ছিল—

وَمَا جَعَلَ أَزْوَاجَكُمْ أَلِيٰ تَنْظُرُونَ مِنْهُنَّ أَمْ هُنَّ لَكُمْ

—অর্থাৎ এ ধারণা সম্পূর্ণ অমূলক বৈ, যদি কোন ব্যক্তি নিজ ভৌকে মাঝের সদৃশ বলে ঘোষণা করে তখে তার পক্ষে সে ভৌ প্রকৃত মাঝের ন্যায় চিরদিনের তরে হারাম হয়ে যাব। তোমাদের এরূপ বলার ফলে সে ভৌ প্রকৃত মা হয়ে যাব না। তোমাদের প্রকৃত মা তো সে-ই, যার উদ্দয় থেকে তোমরা অবস্থান করেছে।

এ আয়াতে ‘জিহারের’ দরকন স্তু চিরতরে হারাম হয়ে যাওয়ার অঙ্গকার যুগের অন্ত ধারণা সম্পূর্ণ বাতিল বলে ঘোষণা করা হয়েছে। আর এরূপ বলার ফলে শরীয়তের ক্রোন প্রতিক্রিয়া হয় কিনা, এ সম্পর্কে ‘সুরায়ে মুজাদালায়’ এরূপ বলাকে পাপ বলে অশ্রায়িত করে এ থেকে বিরত থাকা ওয়াজিব বলে বর্ণনা করা হয়েছে। এরূপ বলার পর যদি জিহারের কাফ্ফারা আদায় করে, তবে স্তু ভার তরে হাজার হয়ে যাবে। ‘সুরায়ে মুজাদালায়’ জিহারের কাফ্ফারার বিস্তারিত বিবরণ প্রদান করা হয়েছে :

وَمَا جَعَلَ

বিতীয় বিষয় পালক পৃষ্ঠ সংশ্লিষ্ট। এ সম্পর্কে বলা হয়েছে :

عَيَّـاً أَمْ عَيَّـا عَـكـمـ أـبـنـاءـكـمـ

বহুবচন, যার পালক ছেলে—আয়াতের অর্থ এই, যেখন কোন মানুষের দৃষ্টি অক্ষতকরণ থাকে না এবং যেখন স্তুকে মা বলে সম্মোধন করলে সে প্রকৃত মা হয়ে যাবে না, অনুরাগভাবে তোমাদের পোষ্য ছেলেও প্রকৃত ছেলেতে পরিপত্তয় না অর্থাৎ অন্ত সভানদের ন্যায় সে যৌবাসেরও অংশীদার হবে না এবং বৈবাহিক সম্পর্ক স্থাপন নিমিঞ্জ হওয়া সংশ্লিষ্ট মাস ‘আলাসমুহও এর প্রতি প্রযোজ্য হবে না। সুতরাং সক্তানের তাজাক প্রাপ্তা স্তু যেখন পিতার অন্য চিরতরে হারাম, কিন্তু পোষ্য পৃষ্ঠের স্তু পালক পিতার তরে তেমনভাবে হারাম হবে না।

যেহেতু এই শেষোক্ত বিষয়ের প্রতিক্রিয়া বহু ক্ষেত্রে পড়ে থাকে, সুতরাং এ নির্দেশ প্রদান করা হয়েছে যে, যখন পালক ছেলেকে ডাকবে যা তার উল্লেখ করবে তখন তা তার প্রকৃত পিতার নামেই করবে। পালক পিতার পৃষ্ঠ বলে সম্মোধন করবে

না। কেবলমা এর ক্ষেত্রে বিভিন্ন বাপারে আনাবিধ সদেহ ও অটিলতা উভয়ের আশঁকা রয়েছে।

বুধাবী, মুসলিম প্রভৃতি হাদীস থেকে হয়রত ইবনে উমর (রা) থেকে বর্ণিত আছে যে, এ আয়াত অবতীর্ণ হওয়ার পূর্বে আমরা যায়েদ বিন হারিসা (রা)-কে যায়েদ বিন মুহাম্মদ (সা) বলে সংজ্ঞান করতাম। [কেবল বুসন্তুজ্জাহ (সা) তাকে পালক ছেলে-রাপে প্রথম করেছিলেন।] এ আয়াত অবতীর্ণ হওয়ার পর আমরা এ অভ্যাস পরিত্যাগ করি।

আস'আলা : এর বাবা ঘোবা ঘোষ, অনেকে যে অপরের সম্মানকে নিজ পুরু বলে আহতান করে তা যদি নিছক প্রেহপরবশজনিত হঁস—পালক পুরু পরিপত্ত করার উদ্দেশ্যে না হল তবে ঘদিও জায়েব, কিন্তু তবুও বাহ্যত যা নিষিদ্ধ, তাতে জড়িত হওয়া সমীচীন নহ।—(ঝাহজ বায়ান, বায়য়াবী)

এ বাপারটা কুরআনদেরকে চরম বিশ্বাসিতে কেবল এক উচ্চতর পাপে বিশ্বিত করে রেখেছিল। এয়ন কি নবীজী (সা)-কে পর্যন্ত এ অপরাধ দেওয়ার ধৃষ্টিতা প্রদর্শন করেছিল যে, তিনি নিজ পুরুর তালাকপ্রাপ্ত স্ত্রীকে বিয়ে করেছেন। অথচ যায়েদ (রা) তাঁর সম্মান ছিলেন না বরঁ পালকপুরু ছিলেন, যার বিবরণ এ সূরাতে পরে আছে।

**أَلَّيْ أُولَئِي بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ وَأَرْوَاحُهُمْ أَمْهَمُهُمْ ۖ وَأُولُوا
الْأَرْحَامِ بِعِصْمٌ أُولَئِي بِبَعْضٍ فِي كِتْبِ اللَّهِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُهْجَرِينَ
إِلَّا أَنْ نَفْعَلُوا إِلَيْ أُولَئِكُمْ مَغْرُورٌ فَإِنَّمَا كَانَ ذَلِكَ فِي الْكِتْبِ**

مَسْطُورًا

(৬) নবী মু'মিনদের নিকট তাদের নিজেদের অসেক্ষা অধিক ছনিট এবং তার স্ত্রীগণ তাদের যাতা। আল্লাহর বিধান অনুসৰী মু'মিন ও সুহাজিরদাপের অধো আরো আরীর, তারা পরম্পরে অধিক ছনিট। তবে তোমরা যদি তোমাদের বজুদের প্রতি দলা-দাক্ষিণ করতে চাও, করতে পার। এটা অওহে-আহ্জুজে লিখিত আছে।

শুফসীরের সার-সংক্ষেপ

নবী (সা) বিশ্বাসিগণের সাথে তাদের নিজেদের চাইতেও নিষিদ্ধ সঙ্কর ঝাখেন (কেবল সানুষ ব্যবহার করতে উক্তব্যই সাধন করতে পারে)। কারণ মানব হাদর যদি কল্পন্তু থেকে সঠিক পথে চলে, সৎকাজে আকৃষ্ট হয়, তবে তো উপকার

ও কজ্ঞাপ ; কিন্তু যদি পাগকর্মে ধাবিত হয় তবে নিজ সত্তাই তার জন্য সমৃহ বিপদের কারণ হয়ে দাঁড়ায়। পক্ষান্তরে নবীজীর শিক্ষা-দীক্ষা মানবের ক্ষেত্রে কেবল কল্যাণ ও মঙ্গলই আনয়ন করে। হৃদয় যদি কল্যাণক্ষেত্রে থাকে এবং সাঠিক পথেই ধাবিত হয়, তবুও এর মাত্র নবীজীর মাত্র ও উপকারের তুল্য হলে পারে না। কেবলমা, মানবহন ও বিবেক গুর্ত-অঙ্গ, কল্যাণ ও অকল্যাণ, নির্ধারণের ক্ষেত্রে বিজ্ঞানিতে পড়ার আশৎকাও রয়েছে। আর মঙ্গলামুক্তি সম্পর্কেও পুরোপুরি জানও তার নেই। পক্ষান্তরে রসুলুল্লাহ (সা) প্রদত্ত শিক্ষায় কোন বিজ্ঞানির আশৎকা নেই। যেহেতু রসুলুল্লাহ (সা) মানবের তরে তাদের স্বীয় জন-প্রাণের চাইতেও অধিকতর উপকার ও কল্যাণ সাধনকারী, সুতরাং আবাদের উপর তাঁর অধিকার আবাদের প্রাণের চাইতে বেশী এবং এ অধিকার হলো আবাদের প্রতিটি কাজে তাঁর পদাঙ্ক অনুসরণ করা ও তাঁর প্রতি সমগ্র সৃষ্টিকুলের চাইতে বেশী প্রচ্ছা ও সম্মান প্রদর্শন করা।) আর নবী-পদ্ধতিগব্দের (মু'মিনগব্দের) মা (অর্থাৎ উপরোক্ত বর্ণনা দ্বারা বোঝা গেল যে, রসুলুল্লাহ (সা) মু'মিনগব্দের আধ্যাত্মিক পিণ্ড। যিনি তাদের প্রতি তাদের নিজের চাইতেও অধিক দরদী ও মেহপরায়ণ। এ সম্পর্কের ভিত্তিতে তাঁর পুণ্যবর্তী জীবন তাদের ঘায়ে পরিণত হলেন। অর্থাৎ তাঁরা মাঝের অনুরূপ তত্ত্ব-প্রচ্ছা খাতের অধিকারিপুরী।

এ আয়াতে নবীজীর পুণ্যবর্তী জীবনকে সুস্পষ্টভাবে মুসলিম জাতির হ্যা এবং রসুলুল্লাহ (সা)-কে পরোক্ষভাবে আধ্যাত্মিক পিণ্ড বলে আধ্যাত্মিক করার ক্ষেত্রে পোষ্য পুষ্টকে পালক পিণ্ডার প্রতি সংৰোধন করার দরকান যেকোন সন্দেহের উদ্দেশক করুন, একেব্রতেও অনুরূপ সন্দেহের উদ্দেশক করতে পারত; যার ক্ষত্রিয়ত অরূপ সমগ্র মুসলিমের যাবে পরম্পর আগম ভাই-বোনের সম্পর্ক ছাগম হয়ে আওয়াজ আপসে তাদের বৈবাহিক সম্পর্ক ছাগম নিবিজ হয়ে হেতু এবং মৌলাসের ক্ষেত্রেও প্রত্যেক মুসলিমান অপরের উত্তরাধিকারে পরিণত হলো। এ সন্দেহ অপৌরসন্দেহের
وَأَوْلُو الْأَرْحَامِ بِعَصْمَهُمْ

— أَوْلَى بِعَصْمٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ أَعْلَى — অর্থাৎ আভীয়-বজ্ঞনগব্দ আজ্ঞাহর কিন্তু অনুসারে (শরীঘতের বিধানানুযায়ী মৌলাসের ক্ষেত্রে) অন্যান্য মু'মিন ও মুহাজিরগণ অপেক্ষা পরম্পর নিবিড়তর সম্পর্ক রাখে। কিন্তু যদি তোমরা নিজেদের (ধৰ্ম) বজ্ঞনগব্দের সাথে (অসিয়তের মাধ্যমে) কোন সর্বাবহার ও সহানুভূতি প্রদর্শন করতে চাও তবে তা আবেষ আছে। এ কথাটি মাওহে মাইক্রো লিপিবৰ্ণ রয়েছে (যে হিজরতের সুচনা-পর্বে ঈমানী প্রাতুল্লেখের ভিত্তিতে মুহাজিরগণকে আন্দাজাদের মৌলাসের অংশীদার করে দেয়া হয়েছিল, কিন্তু পরবর্তী সময়ে মৌলাসের বাটোয়ারা আভীয়বর্তী ও রক্ত সম্পর্কের ভিত্তিতে সংঘটিত হবে)।

আনুষঙ্গিক জ্ঞান বিষয়

পূর্বেই বলিত হয়েছে যে, “সুরায়ে আহয়াবের” অধিকাখ্য আজোচা বিবর রসূল-জাহ (সা)-র প্রতি সত্যান প্রদর্শন ও তাঁকে দৃঢ়-কষ্ট দেয়া হারাম হওয়া সংশ্লিষ্ট। সুরার প্রারম্ভে মুশারিক ও মুনাফিকদের প্রদত্ত আজা-মঙ্গলের বর্ণনা দেওয়ার পর রসূল-জাহ (সা)-কে প্রাসঙ্গিক মানবিক উপদেশ প্রদান করা হয়েছিল। অতপর অক্তব্যের ঘূগের শিনাটি অযৌক্তিক প্রথার অসুরতা প্রমাণ করা হয়েছে। ঘটনাক্রমে শেষ কুপথাটি সম্পর্কে আজোচনার একটি সম্পর্ক নবীজীকে মঙ্গলাদান সংশ্লিষ্ট ছিল। কেবল কাফিরগণ হযরত যায়েদের তালাকপ্রাপ্তা জী পুণ্যবতী যয়নব (রা)-এর সাথে নবীজীর বিবাহ অনুষ্ঠিত হওয়ার কালে বর্বরঘূগের এই পোষ্য পুরু অনিষ্ট কুপথার ডিতিতে এরাপ অপবাদ দেয় যে, তিনি নিজে ছেলের তালাকপ্রাপ্তা জীকে বিবাহ করেছেন। সুরার উক্ত থেকে এ পর্যন্ত নবীজীকে মঙ্গল প্রদান-সংশ্লিষ্ট বিষয়বস্তু ছিল। আজোচা আয়াতে সমস্ত সুলিটকুলের চাইতে তাঁর প্রতি ব্রহ্মা প্রদর্শন ও তাঁর অনুসরণ অধিক প্রয়োজনীয় বলে বর্ণনা করা হয়েছে।

—أَوْلَى بِالْمُؤْمِنِينَ—এর যে যর্ম তফসীরের সার-সংক্ষেপ অধ্যায়ে বর্ণনা করা হয়েছে, তা ইবনে আভিযাহ (ابن عبيه) প্রযুক্তের অভিযোগ—যা কুরুতুবী ও অধিকাংশ তফসীরকার প্রত্যেক করেছেন, যার সারায় এই যে, প্রত্যেক মুসলিমানের পক্ষে আগমনার (সা) নির্দেশ পালন করা জীর পিতা-যাতার নির্দেশের চাইতেও অধিক আবশ্যকীয়। যদি পিতা-যাতার হকুম তাঁর (সা) হকুমের পরিপন্থী হয় তবে তা পালন করা জরুর নয়। এমনকি তাঁর (সা) নির্দেশকে নিজের সকল আশা-অকাঙ্ক্ষার চাইতেও অপ্রাধিকার দিতে হবে।

সহীহ বুখারী প্রযুক্ত হাদীস থেকে হযরত আবু হৱাওয়া (রা) থেকে বলিত আছে যে, ইস্তুরে পাক (সা) ইস্তুরে করেছেন :

مَا مِنْ مُؤْمِنٍ إِلَّا وَأَنَا أَوْلَى النَّاسِ بِهِ فِي الدُّنْيَا وَإِلَّا خَرَقَ قُرُونًا
أَنْ شَفَقْتُمُ النَّبِيَّ أَوْلَى بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنفُسِهِمْ

অর্থাৎ এখন কোন যুদ্ধেই নেই, আর পক্ষে আমি (সা) ইহকাল ও পরকালে সমস্ত মানবকুলের চাইতে অধিক হিতাকাঙ্ক্ষী ও আগন্তুন নই। যদি তোমদের মনে চায় তবে এর সমর্থন ও সজাতা প্রয়াগের জন্য কোরআনের আয়াত :
النَّبِيُّ أَوْلَى—بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنفُسِهِمْ—পাঠ কর।

যার সারায় এই যে, আমি প্রত্যেক যুদ্ধে-মুসলিমানের জন্য গোটা সুলিটকুলের চাইতে অধিক প্রেহপ্রাপ্ত ও মহত্বান্ব। একথা সুস্পষ্ট যে, এর অবশ্যাক্তী কল

এরপ হওয়া উচিত যে, নবীজীর প্রতি প্রত্যোক মুমিনের ভাজবাসা সর্বাধিক গভীর হওয়া বাল্ছনীয়। যেমন হাদীসে ইরশাদ হয়েছে :

لَا يَرُونَ أَحَدًا كَمْ حَتَّىٰ أَكُونَ أَحَبُّ الْهَبَّةِ مِنْ وَالَّذِي وَلَدَهُ
وَالنَّاسُ أَجْمَعِينَ - بخاري، مسلم - مظہری

অর্থাৎ তোমাদের কেউ ততক্ষণ পর্যন্ত মুমিন হতে পারবে না, যে পর্যন্ত তার অঙ্গের আয়ার ভাজবাসা নিজ পিতা, নিজ সন্তান এবং সমস্ত মানব হতে অধিক পরিমাণে না হবে। (বুখারী, মুসলিম, মায়হারী)

وَأَزْرَا جَلَّا مَهَاتِّمٍ—তাঁর পুণ্যবণ্ডী ঝীগণকে উচ্চমন্তে মুসলিমার মা বলে আখ্যায়িত করার অর্থ—তাঁকি শ্রদ্ধার ক্ষেত্রে আয়ের পর্যায়ভূক্ত হওয়া। মা-ছেজের সম্পর্ক-সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন আহকাম, যথা—পরস্পর বিয়ে-শাদী হারাম হওয়া। মুহরিম হওয়ার পরিপ্রেক্ষিতে পরস্পর পর্দা না করা এবং মৌরাসে অংশীদারিত্ব প্রভৃতি একেতে প্রযোজ্য নয়। যেমন আয়াতের শেষে একথা স্পষ্টভাবে বলে দেয়া হয়েছে। আর নবীজীর শুভাচারিণী পরীগণের সাথে উচ্চমন্তের বিয়ে অনুষ্ঠান হারাম হওয়ার কথা অন্য এক আয়াতে ডিমভাবে বর্ণনা করা হয়েছে। সুতরাং একেতে বিয়ে অনুষ্ঠান হারাম হওয়া মা হওয়ার কারণেই ছিল, এয়াটি হওয়া অকর্তৃ নয়।

আজ'আজ্জা : উপরোক্ত আয়াত দ্বারা প্রমাণিত হলো যে, নবীজীর পুণ্যবণ্ডী বিবি-পথের (রা) মধ্যে কারো প্রতি সামান্যতম বে-আদবী ও অশিষ্টাচারও এজন্য হারাম যে, তাঁরা উচ্চমন্তের মা। উপরন্তু তাঁদেরকে দুঃখ দিলে নবীজীকেও/ দুঃখ দেয়া হয়, যা চরমভাবে হারাম।

وَأَلْوَاعَ رَحَامٍ وَلُسُوا الْأَرْحَامِ بِعَفْهِمْ أَوْلَى بِسَعْفِ—অক্ষমত অর্ধান্যাহীন সকল আচীর-অজন্ত এর অন্তর্ভুক্ত—চাই সেসব ক্ষতিবৰ্ধ সাদেরকে যাকীহগণ 'আসবাত' (৫: ৫০) বলে আখ্যায়িত করেছেন বা হাদীসেরকে বিলের পরি-ভাষান্যাহীন 'আসবাতে'র মুকাবিলায় । **وَلُسُوا الْأَرْحَامِ** নামে নামকরণ করা হয়েছে। অবশ্য কেৱলজীবী আয়াতের অর্থ গরুবণ্ডীকাণে গৃহীত কিকাত্র এ পরিভাষা নয়।

সামাজিক এই যে, রম্জুলজ্ঞাহ (সা) ও ক্ষমীয় পরীগণের সাথে মুসলিম উচ্চমন্তের সম্পর্ক যদিও পিতা-মাতার চাইতেও উপরতর ও অগ্রস্থানীয় কিন্তু মৌরাসের ক্ষেত্রে তাঁদের কোন স্থান নেই বরং মৌরাস বৎস ও আচীর-অজন্তার সম্পর্কের জিতিতে বাণিজ্য হবে।

ইসলামের সুচনাকালে মৌরাসের অংশীদারিত্ব ঈমান ও আধিক সম্পর্কের জিতিতে নির্ধারিত হতো। গরুবণ্ডী সময়ে তা রাহিত করে আচীর-অজন্তার সম্পর্ককেই অংশীদারিত্ব

নির্ধারণের ভিত্তি ধার্য করে দেয়া হয়েছে। এবং কোরআন কর্তৃমই তার বিস্তারিত বর্ণনা প্রদান করেছে। এতদসংগ্রিষ্ট রহিতকারী ও রহিত আবাসসমূহের বিস্তারিত বিবরণ ইতিপূর্বে সুন্নামে আনক্ষণ্যে প্রদত্ত হয়েছে। আবাসে **مُنْهَلٌ** এর পরে আবাস গোরু**مُنْهَلٌ**। এর উল্লেখ এ ক্ষেত্রে তাদের বিশিষ্টতা ও স্বাতন্ত্র্য প্রকাশের উদ্দেশ্যে করা হয়েছে।

কোন কোন মনীয়ীর মতে এ হলে মু'যিনীন' (**مُنْهَلٌ**) বলে আনসারগণকে বোঝানো হয়েছে। এখানে 'মু'যিনীন' অর্থ যে আনসার, তা মুহাজিরীনের মুকাবিলায় 'মু'যিনীন' শব্দ ব্যবহার থেকে বোঝা যায়। এমতাবস্থায় এ আয়াত হিজরাতের মাধ্যমে সীরাসে অধিকার প্রদান সংক্রান্ত পূর্ববর্তী হকুমের রহিতকারী (নামেখ) বলে বিবেচিত হবে। কেননা নবীজী হিজরাতের প্রারম্ভিককালে মুহাজিরীন ও আনসারের মাঝে ঈমানী আভূতের সম্পর্ক স্থাপন করে পরম্পর পরম্পরের উত্তরাধিকার মাত্র সংক্রান্ত নির্দেশও প্রয়োগ করে দিয়েছিলেন। এ আয়াতের মাধ্যমে হিজরাতের ফলে উত্তরাধিকার জাতি সংগ্রিষ্ট সে হকুমও রহিত করা হয়েছে—(কুরআন)

أَلَا إِنْ تَغْلِبُوا عَلَىٰ إِلَيْهِ كُمْ مَعْرُوفٌ—অর্থাৎ উত্তরাধিকার জো কেবল আল্লাহর সম্পর্কের ভিত্তিতে জাতি করা যাবে। কেননা অনাদ্যীয় উত্তরাধিকারী হতে পারবে না। কিন্তু ঈমানী আভূতজনিত সম্পর্কের কারণে কাউকে কিছু প্রদান করতে চাইলে সে অধিকার বহাল থাকবে—নিজ জীবনদোষাঙ্গ দান ও উপটোকন হিসেবে তাদেরকে প্রদান করতে পারবে এবং মৃত্যুর পর তাদের জন্য অসিয়াতও করা যাবে।

**وَإِذَا دَخَلْتَ مِنَ النَّبِيِّنَ مِنْتَافِهِمْ وَمِنْكَ وَمِنْ نُوْجٍ قَابِرِهِمْ
وَمُؤْسِتَهُ وَعِيسَى ابْنِ هَرُونَ وَأَخْدَنَتَهُمْ قِبْشَاقًا غَلِيلِهِمْ ⑧ لِيَشْعَلُ
الصَّدِيقِينَ عَنْ صِنْدِقِهِمْ وَأَعْدَلَ لِلْكُفَّارِينَ عَدَابًا أَلِيمًا ⑨**

(৭) কখন আমি প্রয়োগক্ষেত্রের কাছ থেকে, আপনার কাছ থেকে এবং বৃহ, ইব্রাহীম, মুজা ও মরিমান্দ-তমর ঈসার কাছ থেকে অংগীকার নিঃসাম এবং অংগীকার নিঃসাম তাদেশ কাছ থেকে দৃঢ় অংগীকার—(৮) সত্যবাদীদেরকে তাদের সত্যবাদিতা সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করার জন্য। তিনি কাফিরদের জন্য ব্যত্যাদাতক শাস্তি প্রস্তুত করেছেন।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

এবং (সে ক্ষণটি বিশেষভাবে স্মরণযোগ্য) যখন আমি সমস্ত পরম্পরার থেকে (এ) অঙ্গীকার প্রহপ করেছিলাম (যেন তাঁরা আল্লাহর আহকামের অনুসরণ করেন—সমগ্র স্তুতিকূলকে আল্লাহর পথে আহবান এবং পারস্পরিক সাহায্য-সহযোগিতাও এর অঙ্গস্তুতি) এবং (সেসব পরম্পরাগণের সাথে) আপনার নিকট হতেও অঙ্গীকার প্রহপ করেছিলাম (অনুসরণভাবে) নৃহ, ইব্রাহীম, মুসা ও মরিয়ম-তনর ঈসা (আ) থেকেও এবং (এটা কেন সাধারণ অঙ্গীকার ছিল না বরং) তাদেরকে অত্যন্ত সুস্থ অঙ্গীকারে অবিজ্ঞ করেছিলাম যেন (কিন্তু অত্যন্তের দিন আল্লাহ পাক) সেসব সত্ত্বাদী বাস্তির থেকে (অর্থাৎ, নবীগণ থেকে) তাদের সত্ত্বাগ্রাহণগতি সম্পর্কে অনুসর্জন করেন (যেন এর ক্ষেত্রে তাঁদের মান-মর্যাদা এবং অমান্যবারীগণের বিপক্ষে প্রয়োজনীয় দণ্ডীজ প্রতিষ্ঠিত হয়ে থাক)। এই অঙ্গীকারও তাঁর অনুসর্জন করিবা থেকে দুটো কাজ ওয়াজিব—অপরিহার্য বলে প্রাপ্তিষ্ঠিত হলো। এক—যার উপর ওহী নাহিল হয়ে তাঁর পক্ষে সে ঘৃহীত অনুসরণ ওয়াজিব—সুই—সাধারণ তোকের উপর সাহেবে ওহী তথা ওহী-প্রাপ্ত পরম্পরারের অনুসরণ ওয়াজিব) এবং ফাকিরদের জন্য (যারা নবীর অনুসরণ থেকে পরামুখ) আল্লাহ পাক অত্যধিক শান্তি প্রস্তুত করে রেখেছেন।

আমুসাদিক জাতৰ্য বিজয়

সুরার উক্ততে নবী করীম (সা)-কে তাঁর উপর অবতরিত ওহী অনুসরণের নির্দেশ দেন্তব্য হয়েছে। যেজা হয়েছে **وَاتْبِعْ مَا يُوحَىٰ إِلَيْكَ مِنِّي**—অর্থাৎ আপনার উপর আপনার পালনকর্তার পক্ষ হতে বৈ ওহী অবতরিত হয়েছে, তা অনুসরণ করুন। আর পূর্ববর্তী আয়াত **وَلِيٰ بِمِنْ نَبِيٍّ** এর মাধ্যমে মুমিনগণের উপর সাহেবে ওহী—পরম্পরার (সা)-এর নির্দেশাবলী পালন করা ওয়াজিব বলে ঘোষণা করা হয়েছে। এ দুটো কথাই আরো অধিক প্রমাণ ও প্রকাশের উদ্দেশ্যে উল্লিখিত অঙ্গীকৃত হয়েও দুটি বিবৃক্ষ বিবৃক্ষ হয়েছে। অর্থাৎ, সাহেবে ওহীর পক্ষে তাঁর উপর অবতরিত ওহীর এবং অন্যান্যদের পক্ষে সাহেবে ওহীর অনুসরণ করা ওয়াজিব অপরিহার্য।

নবীগণের অঙ্গীকার প্রহপ : উল্লিখিত আয়াতে নবীগণ থেকে বৈ অঙ্গীকার ও প্রতিশুন্তি প্রাপ্তগণের কথা আলোচিত হয়েছে তা সমস্ত মানবকুল থেকে গৃহীত সাধারণ অঙ্গীকার হতে সম্পূর্ণ ভিত্তি। যেমন শিশুত শরীরকে ইয়াব আহমদ (র) থেকে বলিষ্ঠ আছে :

خُسْمُوا بِمِنْتَاجَ الرَّسُالَةِ وَالنَّبُوَّةِ وَهُوَ تَوْلِي تَعْلِيٰ وَإِذَا حَذَفْتُمْ مِنْتَاجَتُهُمْ إِلَيْتُمْ

অর্থাৎ রিসালত ও নবুয়াতসংশ্লিষ্ট অঙ্গীকার নবী ও রসূলগণ থেকে ইত্তর-
জাপে বিশেষভাবে প্রহণ করা হয়েছে। যথা—আল্লাহু পাকের বাণী :

وَإِذَا خَذَنَا مِنَ النَّبِيِّينَ مِثْلًا قَهْمًا لَا يَعْلَمُ

নবীগণ (সা) থেকে পৃথীভূত এ অঙ্গীকার ছিল নবুয়াত ও রিসালত সংশ্লিষ্ট
দারিদ্র্যসমূহ পাইন এবং পরম্পর একে অপরের সত্ত্বাত্ত্ব প্রকাশ ও সাহায্য-সহায়োগিতা
অদান সম্পর্কিত। ইবনে জায়ার ও ইবনে আবী হাতেম প্রযুক্ত হযরত কালুদাহ (রা)
থেকে অনুরাগ রেওয়ায়েত করেছেন। পর এক রেওয়ায়েত অনুসারে একথাও
নবীগণের (সা) এ অঙ্গীকারভূত হিস্তি যেন তাঁরা সকলে এ ঘোষণাও করেন যে—
وَمَنْ كَانَ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ لَا نَبْيَ بَعْدَهُ—অর্থাৎ মুহাম্মদ (সা) আল্লাহুর রসূল,
তাঁর পরে কোন নবী আসবেন না।

নবীগণের এ অঙ্গীকারও 'আহম' জগতে দেখিনহ প্রহণ করা হয়েছিল দেখিন
সম্প্র মানবকুল থেকে اَلْسَتْ بِرَبِّكُمْ এর অঙ্গীকার পৃথীভূত হয়েছিল।—(জাহ-
বায়ান ও মায়হারী)

وَمِنْكَ وَمِنْ فُرْجَةِ الْأَيْلَةِ—সাধারণভাবে সমস্ত নবীগণের কথা (সা)

উজ্জেবের পর পাঁচজনের নাম আবার বিশেষভাবে এজনা উজ্জেব করা হয়েছে যে,
নবীকুলের মধ্যে তাঁরা ইত্তর বৈশিষ্ট্য ও উচ্চ অর্হাদার অধিকারী। এদের মাঝে রসূল
মকবুল (সা)-এর আবির্ভাব সকলের শেষে হয়ে থাকেও এটি পদের মাধ্যমে
নবীজীকে সর্বাপ্রে উজ্জেব করা হয়েছে। যার কানাধ হাদীসের মধ্যে এরাপ বর্ণনা করা
হয়েছে :

كَفَتْ أَوْلَى الْفَاسِ فِي الْخَلْقِ وَأَخْرَى هُمْ فِي الْبَعْثِ (رواه بن سعد
وَالبَطْرَفِي)—অর্থাৎ আমি (নবীকুলের মাঝে) সুস্থিতগতভাবে সকলের আপেক্ষিত
আবির্ভাবগতভাবে নবুয়াত প্রাপ্তির দিক দিয়ে সকলের পরে।—(মায়হারী)

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذْ كُرِّوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ جَاءَكُمْ جُنُودٌ
فَارْسَلُنَا عَلَيْهِمْ رِبِيعًا وَجِنُودًا لَمْ تَرُوهَا وَكَانَ اللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ
بَصِيرًا ۝ إِذْ جَاءَكُمْ مَنْ قَوْقَلُمْ وَمِنْ أَسْفَلِ مِنْكُمْ وَإِذْ

زَاغَتِ الْأَبْصَارُ وَلَغَتِ الْقُلُوبُ الْحَنَاجِرَ وَنَظَنُونَ بِاللَّهِ الظَّوْنَا
 هُنَالِكَ ابْتَلَى الْمُؤْمِنُونَ وَزُلْزَلُوا زِلْزَالًا شَدِيدًا ۝ وَإِذْ يَقُولُ
 الْمُنْفِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرْضٌ مَا وَعَدَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ
 إِلَّا غُرُورًا ۝ وَإِذْ قَالَتْ طَائِفَةٌ مِنْهُمْ يَا هَلْ يَثُوبُ لَأَمْلَمْ
 لَكُمْ فَارْجُحُوا وَيَسْتَأْذِنُ فِرِيقٌ مِنْهُمُ النَّجِيَّ يَقُولُونَ إِنَّ بِيَوْنَانَا
 عَوْرَةٌ ۝ وَمَا هِيَ بِعَوْرَةٍ ۝ إِنْ يُرِيدُونَ إِلَّا فِرَارًا ۝ وَلَوْ دُخِلُتْ
 عَلَيْهِمْ مِنْ أَقْطَارِهَا ثُمَّ سُيُلُوا الْفِتْنَةَ لَا تُؤْهَى وَمَا تَلَبِّشُوا بِهَا
 إِلَّا يَسِيرًا ۝ وَلَقَدْ كَانُوا عَاهِدُوا اللَّهَ مِنْ قَبْلٍ لَا يُوَلُونَ الْأَدْبَارَ
 وَكَانَ عَهْدُ اللَّهِ مَسْوُلًا ۝ قُلْ لَنَّ يَنْفَعُكُمُ الْفَرَارُ إِنْ فَرَرْتُمْ مِنَ
 الْمَوْتِ أَوِ الْقَتْلِ وَإِذَا لَا تَشْتَعِنَ إِلَّا قَلِيلًا ۝ قُلْ مَنْ ذَا الَّذِي
 يَعْصِمُكُمْ مِنَ اللَّهِ إِنْ أَرَادَ بِكُمْ سُوءًا أَوْ أَرَادَ بِكُمْ رَحْمَةً ۝ وَلَا
 يَجِدُونَ لَهُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا ۝ قَدْ يَعْلَمُ
 اللَّهُ الْمُعْوِيقِينَ مِنْكُمْ وَالْفَاسِدِينَ لِلْخَوَافِرِمْ هَلْمَ إِلَيْنَا ۝ وَلَا يَأْتُونَ
 إِلَيْنَا إِلَّا قَلِيلًا ۝ أَشْهَدُكُمْ ۝ فَإِذَا جَاءَهُ الْحَوْفُ رَأَيْتُمْ
 يَنْظُرُونَ إِلَيْكُمْ تَدُورُ أَعْيُنُهُمْ كَالَّذِي يُعْشِي عَلَيْهِمْ مِنَ الْمَوْتِ
 فَإِذَا ذَهَبَ الْحَوْفُ سَكَفُوكُمْ بِالسَّيَّرَةِ حَدَادِمْ أَشْهَدُهُمْ عَلَى الْمُخْبِرِ

أَوْلَئِكَ لَهُمْ يُؤْمِنُوا فَلَا جُنَاحَ لِلَّهِ أَعْلَمُ بِهِمْ^١ وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ
 يَسِيرًا^٢ إِنَّمَا يَحْسَبُونَ الْأَحْزَابَ لَمْ يَذْهَبُوا وَإِنْ يَأْتِيَنَّ الْأَحْزَابُ يَوْمًا
 لَوْلَا أَنَّهُمْ بَادُونَ فِي الْأَعْرَابِ يَسْأَلُونَ عَنْ آتِنَا إِنَّمَا يَكُونُ مَا وَلَوْ
 كَانُوا فِيهِنَّمُ مَا قَتَلُوا إِلَّا قَبْلَ لِمَاقْدِرَةِ اللَّهِ^٣ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ
 أَسْوَأُ حَسَنَةٍ لِمَنْ كَانَ يَرْجُوا اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكْرُ اللَّهِ كَثِيرًا^٤
 وَلَئِنْ كَانُوا مُؤْمِنُونَ^٥ الْأَحْزَابَ قَالُوا هَذَا مَا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ
 وَصَدَقَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَمَا رَأَدُوهُمْ إِلَّا إِيمَانًا وَتَسْلِيمًا^٦
 مِنَ الْمُؤْمِنِينَ رِجَالٌ صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا اللَّهَ عَلَيْهِ فَمِنْهُمْ مَنْ
 قَضَى نَحْيَةً وَمِنْهُمْ مَنْ يُنْتَظَرُ^٧ وَمَا يَدْلُوُ إِلَيْنَا بِنَيَّابَ^٨ لِيَحْزِي
 اللَّهُ الصَّدِيقَيْنَ بِصَدَاقَتِهِمْ وَيُعَذِّبَ الْمُنْفَقِيْنَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ أَوْ يَتَوَلَّ
 عَلَيْهِمْ مَا أَنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا^٩ وَرَأَ اللَّهُ الَّذِينَ كَفَرُوا
 بِغَيْطِهِمْ لَوْبَنَ الْوَاحِدَةِ وَ كَفَى اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ^{١٠} الْقِتَالَ وَكَانَ اللَّهُ
 قَوِيًّا عَنِيْزًا^{١١} وَأَنْزَلَ اللَّذِينَ ظَاهِرُهُمْ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ مِنْ
 صَيْبَارِهِمْ وَقَدَّافَ فِي قُلُوبِهِمُ الرُّعْبَ فَرِيقًا^{١٢} قَاتَلُونَ وَتَأْسِرُونَ
 فَرِيقًا^{١٣} وَأَوْرَثُوكُمْ أَرْضَهُمْ وَدِيَارَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ وَأَرْضَالَهُمْ تَطْوِهَا
 وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرًا^{١٤}

(۱) এই মু'মিনগণ। তোমরা জোমাদের অভি আজ্ঞাহৃত নিয়োগতের কথী সম্মত
কর, যখন শহুবাহিনী জোমাদের নিকটবর্তী হয়েছিল, অতপর আমি তাদের বিস্তৃতে

কান্দামুরু এবং এখন সৈন্যবাহিনী প্রেরণ করেছিল, ধানেরকে তোমরা দেখতে না। তোমরা যা কর, আজাহ্ তা দেখেন। (১০) অথবা তারা তোমাদের বিশেষজ্ঞতা হয়েছিল উচ্চ কৃতি ও বিশেষজ্ঞ থেকে এবং অথবা তোমাদের সুভিটাই হয়েছিল, প্রাণ কঠামত হয়েছিল এবং তোমরা আজাহ্ সম্পর্কে নানা বিজ্ঞপ্তি ধোরণা প্রোগ্রাম করতে উচ্চ করেছিলে। (১১) সে সময়ে মুমিনগণ পরীক্ষিত হয়েছিল এবং তৌমণ্ডলীর প্রকল্পিত হয়েছিল। (১২) এবং অথবা মুনাফিক ও বাদের অভিযন্তে যোগ হিসেবে তারা বলেছিল, আমাদেরকে প্রদত্ত আজাহ্ ও রসুলের প্রতিশুভি গ্রতারণা হৈ নহ। (১৩) এবং অথবা তাদের একমত আজাহ্, এই ইস্লামিকবাসী, এটা তিক্কার যত আরোপ নহ, তোমরা কিন্তু চাহ। তাদেরই একমত নবীর কাহে অনুসৃতি প্রার্থনা করে বলেছিল, আমাদের বাস্তি-অর ধারি, অথবা সেক্ষণে ধারি হিসেবে না, প্রার্থন করাই হিসেবে তাদের ইস্লাম। (১৪) অদি শহু প্রার্থ তফ্তি-মিক থেকে নথরে প্রার্থে করে তাদের সাথে প্রিমিত হত, অঙ্গসূর বিজ্ঞাহ করতে প্রয়োগিত করত, তবে তারা পূর্বে আজাহ্-র সাথে জীৱীকার করেছিলে বৈ, তারা পৃষ্ঠ প্রদর্শন করবে না। আজাহ্-র জীৱীকার সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হবে। (১৫) বজুন। তোমরা অদি শহু স্বাধীন হওয়া থেকে প্রার্থন কর, তবে এ প্রার্থন তোমাদের কাজে আসবে না। অথবা তোমাদেরকে আমানাই তোপ করতে দেওয়া হবে। (১৬) বজুন। কে তোমাদেরকে আজাহ্ থেকে রক্ত করবে অদি তিনি তোমাদের জীৱনে ইচ্ছা করেন জীৱন তোমাদের প্রতি অনুকরণ্তার ইস্লাম। তারা আজাহ্ বাস্তীত নিয়েদের কোন জড়িকাবক ও সাহায্য-দাতা পাবে না। (১৭) আজাহ্ খুব আমেন তোমাদের অধ্যে কারো তোমাদেরকে বাধা দেতে এবং কারো তাদের তাইদেরকে বলে, আমাদের কাহে এস। তারা কবাহৈ শুন করে। (১৮) তারা তোমাদের প্রতি কুঠাবোধ করে। অথবা বিগদ আসে, অথবা আপনি দেশ-বেন শুক্ষ্মভরে অচেতন ব্যক্তির অত তোপ উলিটোরে তারা আপনার প্রতি তাকায়। অঙ্গসূর অথবা বিগদ উলে থার অথবা তারা ধন-জন্মদ জাতের আপনার তোমাদের সাথে বাবকাটাফুলীতে অবস্থীর্ণ হয়। তারা মুমিন নহ। তাই, আজাহ্ তাদের কর্মসূহ নিয়েকজন করে দিবেছেন। এটা আজাহ্-র জন্ম সহজ। (১৯) তারা অন্য করে শহু আহিনী চলে আসিন। অদি শহু বাহিনী আবার এসে গড়ে, তবে তারা কামনা করবে যে অদি তারা প্রায়বাজীদের অধ্যে থেকে তোমাদের সংবাদাদি জেনে নিষ্ঠ, করবেই তার হত। তারা তোমাদের অধ্যে অবস্থান করতেও শুন আমানাই করত। (২০) আরো আজাহ্ ও দেশ নিয়েদের আশা আবে এবং আজাহক অধিক সম্মত করে তাদের আশা রসুলুজ্জৰ অধ্যে উচ্চত নমুনা করেছে। (২১) অথবা মুমিনগু শহু আহিনীক দেশে, অথবা বলত, আজাহ্ ও তাঁর রসুল এবই ওয়াদা আমাদেরকে নিয়েছিলেন এবং আজাহ্ ও তাঁর রসুল সত্তা বলেছেন। এতে তাদের জৈবন ও আবস্থার্থনাই হুক্ম দেল। (২২) মুমিনদের অধ্যে কঠক আজাহ্-র সাথে কৃত ওয়াদা পূর্ণ করেছে। তাসদুর কেউ কেউ শহুবৰণ করেছে এবং কেউ কেউ প্রতীকা করেছে। তারা তাদের সংকলন যোগেই

পরিবর্তন করেনি। (২৪) এটা এখন্য শাহু আজাহ্ সত্তামাদীদেরকে তাদের সত্ত-
বালিকার করালে প্রতিদ্বন্দ্ব দেন এবং ইহু করালে ভুবিক্ষিদেরকে প্রতি দেন অথবা
করা করেন। নিচের আজাহ্ করাবীল, পরম সংযোগ। (২৫) আজাহ্ কাফিলদেরকে
কুরুক্ষেত্রে কিমিতে দিজেন। তারা কোন করালে পাওনি। শুভ করার জন্য আজাহ্
সুফিলদের জন্য বাধেষ্ট হয়ে দেওয়ে। আজাহ্ প্রতিধৰ্ম, পরাক্রমশালী। (২৬) কিটাবী-
দের অধ্যে আরা কাফিলদের সৃষ্টিপোষকতা করেছিল, তাদেরকে তিনি তাদের সুর্খ থেকে
চুরিয়ে দিজেন এবং তাদের অভরে ভৌতিক নিকেপ করেছেন। করে তোমরা একসমাকে
হত্তা করছ এবং একসমাকে বদ্দী করছ। (২৭) তিনি তোমাদেরকে তাদের কুরিল,
অর বাকীর, ধর্ম-সম্পদের এবং একই কু-বাতের মালিক করে দিয়েছেন, বেছানে ছেটেয়ো
অভিজ্ঞ করিম। আজাহ্ সুফিলদের সর্বশক্তিশান।

তফসীরের সা-সংক্ষেপ

হে ঈমানদারগণ। তোমাদের প্রতি অহান আজাহুর অনুগ্রহের কথা স্মরণ
কর, যখন তোমাদের উপর বিভিন্ন সৈন্যদল ঢাওত করেছিল—(অর্থাৎ ‘উমায়না’র
সৈন্যদল, আবু সুফিয়ানের সৈন্যদল ও বনু কুরাইয়ার ইহুদী সৈন্যদল) অতপর
আমি এক প্রচণ্ড বাত্ত প্রেরণ করলাম (যা তাদেরকে কিংকর্তব্যবিমৃত করে তুললো
এবং তাদের ছাউনৌগুলোর মুজোখান করে দিলা)। এবং (কেরেশ্তার সহ্যবর্ণে
গঠিত) এখন সেনাবাহিনী প্রেরণ করলাম, যা তোমরা (সাধারণভাবে) দেখতে পাওনি।
(যে কোন কোন সাহাবী যথো-হৃষরত হৃষায়কা (রা) কিছু সংখ্যক কেরেশ্তাকে
মানুষের আঙ্গিতে দেখতেও পেরেছিলেন। অবশ্য কেরেশ্তাগণ সক্রিয়ভাবে শুকে
অপ্স প্রহণ করেন নি, বরং কাফিলদের অভরে ভৌতিক সংকারের জন্য তাদেরকে ক্রেতে
করা হয়েছিল) এক আজাহ্ পাক তোমাদের (সে সমরের ঘাবতীয়) কার্যবলী দেখতে
ছিলেন। (যে তোমরা অসাধারণ পরিশ্রম করে এক সুদীর্ঘ, প্রশংস্ত ও প্রভীর পরিষ্কা
খনন করেছিলে এবং অভূজনীয় দৃশ্যতা প্রদর্শন করে কাফিলদের শুকাবিজায় সম্পূর্ণ
অন্ত ও অঠাই হিসেবে। আর তোমাদের এ কার্যকলয়ে সন্তুষ্ট হয়ে তোমাদের সাহায্য
করেছিলেন। এসব কিছু তখনই সংঘটিত হয়) যখন যেসব (শব্দ) গক্ষ তোমাদের
উপরের দিকে বিচ্ছিন্ন হতে (অর্থাৎ চতুর্দিক থেকে পরিবেষ্টিত করে) তোমাদের
উপর ঢাওত করেছিল। (অর্থাৎ কোন সম্মুদ্দায় অদীনার বিচ্ছান্ন থেকে এবং কোন
সম্মুদ্দায় অদীনার উভয়কে থেকে অপসর হয়ে) এবং যখন তোমাদের তোপ (ভীত
সজ্জ হয়ে) বিচ্ছান্ন হয়ে উঠেছিলো এবং হাসপিশ উচ্চাগত হওয়ার উপর উপর হয়ে
হিল এবং তোমরা আজাহ্ পাক সংস্কারে নামাবিধ খারগী পোষণ করলেছিলো (যেখন
দুর্বোগকালে আজাহীকভাবে নামাবিধ খারগীর উচ্চেক হয়)। এভলো সম্পূর্ণ অবিচ্ছাকৃত
বলে এতে কোন পাপ নেই; এবং তা বিহাসীগণের পক্ষবক্তী এ উভিক্রম পরিপন্থী নয়—
أَنَّمَا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ مَدْقَنَ اللَّهِ وَرَسُولُهُ

ও তাঁর রসূল ও সংবিট্ট হওয়া সময়ে আমাদের নিকটে অঙ্গীকার আগাম উত্তি করেছিলেন এ তো তাই এবং আল্লাহ পাক ও তাঁর রসূল ও বাপোরে সম্পূর্ণ সভা বজেছিলেন। কেননা ।^۱ এস বাবা সম্বিট্ট শব্দ বাহিনী কর্তৃক সুসমাচারদের উপর চাঢ়াও করার প্রতি ইমিত করা হয়েছে। যেহেতু এ সংবাদ আল্লাহর পক্ষ থেকে সুবৈধ প্রস্তুত হয়েছিল, সুতরাং এটা সংবিট্ট হওয়া হিল হির বিচিত্ত। কিন্তু এ ঘটনার ক্ষেত্রেও ও পরিধিতি বাস্তু করা হয়নি। সুতরাং এতে জরুরোরের উচ্চতর সম্ভাবনাই হিল।) এ হজে মু'যিমসখেকে (পুরোপুরি) পরীক্ষা করা হয়েছিল (তাতে তাঁরা সম্পূর্ণ ক্ষতকারী হয়েছিলেন) এবং তাদেরকে প্রথম প্রকল্পে নিকেপ করা হয়েছিল। এবং (এ ঘটনা সে সময় সংবিট্ট হয়) যখন কস্টু বিশ্বাসীরা এবং বাদের অষ্টকরণ (কগট্টা ও বিধা-শকার) ব্যাখ্যিতে আক্রান্ত এরপ বলতেছিল যে, আল্লাহ ও তাঁর রসূল তাদেরকে নিছক প্রত্যরোধ্যুজক অঙ্গীকারই প্রদান করে দেখেছেন। (যেরপ-তাবে যু'আভাব বিন কোলারের ও তাঁর সঙ্গীরা এরাপ উত্তি তখন করেছিল যখন পরিষ্কা খননকাজে কোসারের আঘাতে করেক্ষণার অংশ স্ফুরিল বের হলিল এবং হয়র (সা) প্রতিবারই ইরশাদ করেছিলেন যে, আলোকরণিতে আমি পারস্য, সিরিয়া ও রোমের রাজপ্রাসাদসমূহ দেখতে পাই; এবং শীঘ্ৰই তা তোমাদের কর্মসূলত হবে বলে আল্লাহ পাক ওয়াদা করেছেন। কিন্তু সম্বিট্ট শব্দ বাহিনীর সর্ববেশের কলে যখন সুসমাচারণ অঙ্গীকৃত হয়ে পড়লেন তখন এরা বিপ্রের সুরে বজাবলি করতে লাগল যে, অবস্থা তো এই অস্ত রোম ও সিরিয়া বিজয়ের সুসংবাদ শোনানো হচ্ছে—এ তো নিছক প্রত্যরোধ। মুনাফিকরা একে আল্লাহর ওয়াদা ও তাঁকে (সা) রসূল কলে বিহাস না করা সহেও তাদের এ উত্তি—^{وَعْدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ} অর্থাৎ আল্লাহ ও তাঁর সহেও তাদের সাথে যে ওয়াদা করেছেন—নিছক উপহাস ও বিপ্রে পচ্ছাই হিল।) এবং (এ ঘটনা সে সময়ের) যখন সে সব মুনাফিকদের মাঝে থেকে কঠিপর মোক (যুগকেতে উপস্থিত অন্যান্যদেরকে) বলল—হে মদীনাবাসিগণ! এখানে তোমাদের ডিকে থাকার অবকাশ নেই (কেননা এখানে অবস্থান করা নির্মাত মৃত্যুবুধে পতিত হওয়ারই মাঝের মাঝ)। সুতরাং (নিজ নিজ বাড়িতে) ক্ষিরে ঘাও। (আউফ বিন কাইতু আরো কিছু জোকসহ এরপ উত্তি করেছিল) এবং সে সব মুনাফিকদের মাঝে কতক মোক নবী করীম (সা)-এর নিকটে (নিজ নিজ বাড়ি) ক্ষিরে ঘাওয়ার অন্য এই বলে অনুমতি চাইতে লাগলো যে, আমাদের বাড়ি অরক্ষিত (অর্থাৎ কোজের শিশ ও নারীসংস্কারের জন্য—প্রাচীরগুলোও সে দ্বিকর্ম প্রতিবেশী নয়—ইন্তে বা তোম তুকে গড়বে—এ উত্তি হিল “আবু আব্দুল্লাহ এবং ফিলুক কিছু সংজ্ঞক হারেসহ সৈন্য-কুকুলদের”) অস্ত তাঁরা (তাদের ধারণানুযায়ী) অরক্ষিত মুক্ত (অর্থাৎ প্রাচীর দ্বারিয়ে ও অন্যান্য কোন বিগদানশৈলীর অবশিষ্ট হিল মাঝে তাঁরের) বাস্তু ক্ষিরে আল্লাহর ইস্কুমে এরপ উদ্দেশ্যাত হিল না হৈ, সাতেরজনক ডাক্তানে প্রাচীরকে অবকাশ দেওয়া হয়েছে এবং অস্ত তাঁদের আবক্ষা প্রক্রিয়া আজ আজকের অবস্থায় (আজ আজকের অবস্থায়) আরো কৈবল্য প্রজ্ঞাত (চাকিল চাকিল অবস্থা অবস্থা) এইসব স্থানের নিজ নিজ বাড়িতে বাস্তু ক্ষিরে আবক্ষা প্রক্রিয়া হিলেন।

থেকে শাদের আকে কেহ (কাফির সৈন্যদল) শবেল করে, অতপুর হনি শাদের বিকট বিশ্বাসী সুলিটির (অর্থাৎ মুসলিমানদের বিকাজে প্রত্যক্ষ সরঞ্জে উপনীত হওয়ার) আবেদন করা হয় তবে এরা (সেই সবে) তা (কাসান সুলিটির আবেদন) ধূহণ করে নেবে, এবং তাদের বাড়িতে ধূব অর্থাৎ অবস্থান করবে (অর্থাৎ কেবল একটুকু সরঞ্জের জন্য অবস্থান করবে বাতে কেউ আবেদন করলে পারে) এবং এরা তা মজুর করে নিতে পারে, এবং অনভিবিজনে প্রত্যত হয়ে মুসলিমানদের বিকাজে মুক্তিরিদার জন্য পিয়ে উপরিত হবে এবং বাড়িয়ে প্রতি কোন জটাই করবে না যে, আমরা হনি অপরের বাড়িয়ের বুট-প্রাচ করলে যাই তবে কেউ হতভাঙ্গে আমাদের বাড়িও লুক্ত করে নিতে পারে । তাই হনি এদের ইচ্ছা প্রত্যত প্রভাসেই বাড়িয়ে রাজপ্রাবেশণ হয়ে থাকে তবে এখন কেন বাড়িতে অবস্থান করে না । সুতরাং একথা স্পষ্টে বোধ্য থাকে যে, আসবে এদের মুসলিমানদের প্রতি রয়েছে শুভু তা আর কাফিরদের আধে সোগন সম্মুতি । তাই, মুসলিমানদেরকে সাহায্য করা এদের বোটেই কাজ নয় । বাতি অরকিত থাকার কথা নিভাউই ভাঙ্গতা যাব ।) অথচ এরা (ইতি) পূর্বে আজাহ্ সাথে জীৱকারাবক হিল যে, (শুভু মুক্তিরিদার) এরা পৃষ্ঠপৰ্ম করবে না । (এ জীৱকার সে সময় করেছিল, যখন কন্তু মোক বদরের মুজে অংশপ্রাপ্ত থেকে বিরত থাকার কিছু সংখ্যক শুনাকিক কৃতিয় দয়ল ও সহানুভূতি প্রদর্শনের্থে বলতে আপনো যে, আজসোস ! আয়ো মুজে অংশপ্রাপ্ত করলে পারিবি, অন্যথায় এমন করতাম অস্তন করতাম । কিন্তু যখন সময় আসজো—সব দোষের কাস হয়ে দেল ।) আর আজাহ্ সাথে (এ খবরের) যে সব জীৱকার করা হয়, সে সময়ে জিভামাহাদ করা হবে । আপনি (এদেরকে) বলে দিন যে, (তোমরা যে পালিয়ে ফিরছ—যেহেন আজাহ্ পাক বলেন : **أَلْأَخْرَجَ رَبِيعَ الْأَوَّلِ وَالْأَمْرُ بِمَا يَرِيدُ**) —অর্থাৎ তারা কেবল পালিয়ে থাকতে চায়) তবে তোমাদের এরাপ পালানো কোম উপকারে আসবে না, হনি তোমারা এর মাধ্যমে মৃত্যু বা হত্যা থেকে পালাতে চাও । এর (পালানোর) কলে সামান্য করেকসিন ব্যাপ্তি (নির্ধারিত অবশিষ্ট আবৃকা঳) জীবনে আর অধিক জাতবান হতে পারবে না । (অর্থাৎ পালানোর কলে আমু বৃক্ষ পাবে না । কেননা এর সময় নির্ধা-রিত । তা যখন নির্ধারিত তখন না পালাজোও নির্ধারিত সময়ের আগে মৃত্যুবরণ করলে পারবে না । সুতরাং অবস্থান করামতেও কোন জটি নেই, আর পালাজোও কোন জটি নেই । সুতরাং পুরুষের করা সম্পূর্ণ অবৈত্তিক ও নির্বুদ্ধিতার পরিচালক । কৃত এই ক্ষেত্রের যাসজাহ বিবেশ অসংবেদনকে) আপনি বলে দিন যে, হনি আজাহ্ তোমাদের কোন জটি সাধ্য করলে তার মুহে তোমাদেরকে তাঁর থেকে কে রক্ত কস্তুর পারবে (উদ্যাহরণত হনি তোমাদেরকে তিনি খৎস করলে তার মুহে তোমাদেরকে কেউ রক্ত কস্তুর সক্ষয হবে কি ।—হেনুন তোমরা পালানোকে জাতজনক হবে যেহেন কর ।) অথবা সে কেবল তোমাদের উপর থেকে আজাহ্ অনুগ্রহকে রেখি করতে পারে হনি তিনি তোমাদের জটি অনুভব করলে তাম ?) (অথবা, হনি

ভিন্ন জীবনে রাখতে চাব—যা পাখির অনুষ্ঠানের অর্থস্ত, তবে কেউ তাতে প্রতিবন্ধকভা
আরোগ করতে পারবে না—যেন তোমরা শুভক্ষেত্রে অবস্থানকে তোমাদের জীবন
হরপক্ষীয়া ও আরু হ্যাসক্যারী বলে অমে হৰ) এবং (তারা হেন স্মরণ রাখে যে,)
আরাহ ভিন্ন নিজেদের কোন সাহায্যকারী পাবে না (যে তাদের কোন উপকার সাধন
করতে পারে) আর কোন সহায়কও পাবে না (যে তাদেরকে কষ্ট ও মৃৎ-বজ্জ্বল
থেকে রক্ষা করতে পারে) তক্ষীর সম্পর্কে আজোচনীর পর কপট বিশ্বাসীদের ইন্দু
ও মিশ্বাসাদের বর্ণনাখারা পুনরাবৃত্ত হয়েছে । (অর্থাৎ) আরাহ পাক তোমাদের মধ্যকার
সে সব জোকদের (ভাইভাবেই) আনেন হাতো (অপর জোকদের শুভ ঘোপদানের পথে)
অঙ্গরায় সৃষ্টি করে এবং যারা নিজ (দেশীয় বা বৎসোভূত) ভাইদেরকে বলে যে,
আমাদের নিকটে চলে এস (ওখানে নিজেদের প্রাণ দিতে যাই কেন ? একথা এক
ব্যক্তি নিজের সহাদের ভাইকে গোশ্চ-কষ্ট থেকে থেকে ব্যক্তিগত হয়েছিল । মুসলিমান ভাই
আজেপ করে বলতে জাপল, তুমি নিশ্চিতে বসে আছো অথচ নবীয়া এখন মৃৎ-
যন্ত্রণা তোগ করছেন । সে বললো—যিয়া, তুমিও এখানে চলে আস) এবং (তাদের
ভীরুত্বা, অর্থলুপ্তা ও কৃপণত্বার অবস্থা এরাপ যে) তারা শুভে খুব কমই বোগ-
দান করে । (এ তো তাদের কাপুরুষত্বার দিক, আবার যদি ঘোপদান করেও, তবে)
তোমাদের প্রতি কৃপণত্ব সহকরে (অর্থাৎ ঘোপদানের মুখ্য উদ্দেশ্য এই যে, মুসলিমান-
পথ সমস্ত গনীয়তের যাই তোগ করতে যেন সক্ষম না হয়, নামে যাই শুভ
ঘোপদানের ফলে গনীয়তের যাই অন্তত অংশীদারিছের সাথি তো করতে পারবে)
সুতরাং (যখন তাদের কাপুরুষত্বা ও কৃপণত্ব উভয়টাই প্রয়াণিত হলো, যার মোটা-
মুটি প্রতিক্রিয়া এই যে,) যখন (কোন) আতঙ্ক ও ভীতিজনক (আরগ্য বা) অবস্থার
সম্মুখীন হয় শুধু আগমনি তাদেরকে দেখতে পাব যে, তারা আগমনির প্রতি এমনভাবে
তাকাছে যেন মৃত্যু বিভীষিকার আচর্জ হয়ে তাদের চোখগুলো শুরু হয়ে (এ তো কাপুরুষ-
ত্বার ক্ষয়ভূতি) অতগর যখন সে আতঙ্ক পুরীভূত হয় তখন সম্পদের (সন্তোষ)
লোকে তোমাদেরকে সৌন্দর্য তৎসনা করতে থাকে (অর্থাৎ গনীয়তের যাই
পাওয়ার আশোয় হাদস বিদীর্ঘ করে দেয় এবং এমন কর্তৃত তামায় কথা বলতে থাকে
যে, আমাদের অংশ কেন থাকবে না, আমাদের সহযোগিতামই তো তোমরা জয়জাত
করতে সক্ষম হয়েছ । এটো হলো কৃপণত্বা ও কোরুপত্বার পরিচয় ও জন্মগ । এ তো
হলো তোমাদের সাথে তাদের ব্যাপার । আর আরাহুর সঙ্গে তাদের সম্পর্ক এই যে,)
এরা (প্রারম্ভিক অবস্থায়) ইয়ান আনেনি বলে আরাহ পাক তাদের বাবত্বার পুণ্য
(প্রথম দিকেই) বিকল করে দিয়েছেন (পরকালে কোন পুণ্যকর জাত করবে না)
এবং একথা আরাহুর পক্ষে একেবারে সহজসাধ্য (অর্থাৎ এ ব্যাপারে কেউ আরাহুর
বিবেচিতা করে একথা বলতে পারে না যে, আমরা এসব কৃত পুণ্যকর্মের প্রতিদীন
দেব) সম্মিলিত শত্রুবাহিনীর সংঘাতকাণ্ডেই তাদের অবস্থা হিল এই । কিন্তু
তাদের কাপুরুষত্বা এমন পর্যায়ে হিল যে, সম্মিলিত শত্রুবাহিনী তারে বাওয়ার পরও)
তাদের এরাপ ধারণা হিল যে, (যখন পর্যট) এসব সৈন্য কিনে আঁড়ানি । (এবং
তাদের চৱম কাপুরুষত্বার সরুর তাদের অবস্থা এই যে,) যদি (ধরে নেওয়া হয় যে,)

এই (প্রভাগমনকারী) সৈন্যদল (পুরুষাঙ্গ ফিরে) আসে (তবে) এয়া (নিজেদের ভরে) এ কামনাই করবে যে, কঙ্কালী তাজ হতো যদি মা আমরা শহরের বাইরে পরীক্ষায়ে (কোথাও) গিয়ে ধাক্কাম (এবং সেখানে বাসে বসেই পথচারীদের নিকটে) ভোমাদের অবগ্রাহ্যের জিজেস করতে ধাক্কাম (এবং এ রজনকালী মুছ মা দেখতে পেতোম)। আর যদি (ঘটনা চলে এদের সকলে বা কিছু সংখ্যক পৌতে থেতে সক্ষম নাও হয়) বরং ভোমাদের মাঝেই থেকে যাই, তবুও (ডিয়েকার-তৎসনা খোলেও তাদের জাজার উপরে করবে মা তবে নাম যাই) লড়াইতে যোগদান করলো। (গরুরভী পর্যায়ে শুষ্কক্ষেত্রে অনড় ও দৃঢ়পদ থাকাকে রসুলুল্লাহ্ (সা)-র অনুসরণ এবং ইমানের দ্বারাবিক চাহিদা বলে উল্লেখ করা হয়েছে, যাতে মুনাফিকরা এই বলে জজা-বোধ করে যে, তারা ইমানের মাঝীদার হওয়া সত্ত্বেও এর দ্বারাবিক চাহিদা অনুশীলনের ক্ষেত্রে পৃষ্ঠপৰ্দশন করেছে এবং অকপট ও অক্ষমিয় বিবাসীগণকে এ সুসংবাদ প্রদান করা হয়েছে যে, এয়া নিঃসন্দেহে *كَلِّيْلٍ بِّرْبَرٍ*—এর প্রেরণাকৃত !

তাই ইরশাদ হয়েছে যে,) ভোমাদের জন্য (অর্থাৎ এমন সব জোকের জন্য) যারা আজ্ঞাহ্ ও গরুকাল সম্পর্কে তাহা পোষণ করে এবং অধিক পরিমাণে আজ্ঞাহ্-র ধিকির করে (অর্থাৎ পূর্ণ মু'মিন তাদের ভরে) রসুলুল্লাহ্ (সা)-র মাঝে এক উত্তম আদর্শ দিয়েয়ান (আর যখন অবং ডিনি মুছে অংশ প্রাপ্ত করেছেন, তখন তার চাহিতে অধিক প্রিয় এমন কে আছে যে, তাঁর (মুবাজীর) অনুসরণ না করে দুরে অবস্থান করে নিজ প্রাপ বাঁচিয়ে ফিরবে) এবং (গরুরভী পর্যায়ে মুনাফিকদের মুকাবিলায় খাঁটি মু'মিনগণের আলোচনা হচ্ছে) যখন মু'মিনগণ সৈন্যদল-সমূহকে দেখতে পেল তখন হলতে জাসলো যে, এটা তো সে (যান) যে সম্পর্কে আজ্ঞাহ্ ও তদীয় রসুল (সা) (পূর্বেই) অবহিত করেছিলেন। (যেখন সুরা বাকারার এ আজ্ঞাতে এর প্রতি সুস্পষ্ট ইঙ্গিতে হয়েছে... ... *أَمْ حِسْبَتْمُ أَنْ تَدْخُلُ الْجَنَّةَ* ।

وَزِلْزِلًا—কেননা সুরা-বাকারা, সুরা আহমাদের পূর্বে নাখিল হয়েছে—

“ইত্কানে” অনুকূপ উল্লেখ রয়েছে ।) এবং আজ্ঞাহ্ পাক ও তাঁর রসুল (সা) সত্ত্বে বলেছেন এবং এ যারা (সম্প্রতি সৈন্যদল দেখে—যে ডিয়াবাণী হিল তা সম্পূর্ণ সত্ত্ব বিধার) তাদের ইমান ও আনুগত্যার আরো উন্নতি ঘটলো (এটা তো সমস্ত মু'মিনকুলোর সাধারণ ক্ষণ, আবার কিছু সংখ্যক মু'মিনগণ কল্পকলো বিশিষ্ট উপাদানীও রয়েছে । সেগুলো এই যে,) এসব মু'মিনগণের মাঝে কিছু সংখ্যক এমনও রয়েছে, যারা আজ্ঞাহ্-র সাথে যেসব কথার অঙ্গীকার করেছে তা সত্ত্বে পরিষত্ত করেছে (এরপ ত্রৈগীবিড়াগের অর্থ এটা নয় যে, কল্পক মুসলিমান অঙ্গীকার করে তা সত্ত্বে পরিষত্ত করেনি । বরং এ ত্রৈগীবিড়াগ এই ডিঙিতে করা হয়েছে যে, কল্পক মু'মিন অঙ্গীকার না

করেও অন্ত ও দৃঢ়পদ রয়েছে। আবাতে **وَلَقَدْ كَانُوا مَا هُنَّ وَإِنَّمَا لِلَّهِ الْعَلْيُ**—উত্তিষ্ঠিত

কগট-বিহাসীদের সু-কবিতাতে এ আবাতে এসব অঙ্গীকারকালীগথের বর্ণনা সুল্পলট-
ভাবে প্রদান করা হয়েছে এবং এসব অঙ্গীকারকালীগথের কারা হস্তরত আনাস বিন
নাশার ও তাঁর সঙ্গিগথকে বোকানো হচ্ছে। এসব যথেষ্ট ব্যক্তিগত ঘটনাক্ষেত্রে রামের
মুক্ত অন্ত প্রথম কর্তৃত সকল না হওয়ার অনুভূতি হয়ে অঙ্গীকার করেন যে, অন্তুর
ভবিত্বাতে যদি আবার কোন জিহাদ সংঘটিত হয় তবে প্রাপ্তগথ পরিষ্কার ও অসাধারণ
ভাবের সুল্প পরিষ্কার হবে অর্থাৎ সুভূতবরণ করবে কিন্তু পৃষ্ঠ প্রদর্শন করবে না)
আবার (এসব অঙ্গীকারকালীগথ দু'শ্রেণীতে বিভক্ত) এসের যথে কল্পক তো নিজেদের
মানত পুরুণ করেছেন (অর্থাৎ আনন্দভূত্যা অবগত্যাক্ষীর অঙ্গীকার পুরুণ করেছেন—
শাহাদত বরুণ করেছেন এবং সেই মুহূর্ত পর্যন্তও পশ্চাদপসরণ করেন নি। তাই আনাস
বিন নাশার (রা) ও হস্তরত যাস'আব (রা) শুক করে করে শহীদ হয়ে থাক) আবার
এসের মাঝে কল্পক (এ অঙ্গীকার পালনের সর্বশেষ জীবন—অর্থাৎ শাহাদত বরুণের)
অভিজ্ঞানী (এখনও শাহাদত বরুণ করেন নি) এবং (এখনো) এরা (এ ক্ষেত্রে)
বিদ্যুত্যাক্ষ পরিষ্কার ঘটাননি (অর্থাৎ নিজ সংকলে অটো ও অন্ত)। সুজরাঁ সম্প্র
জাতি দু'শ্রেণীতে বিভক্ত (১) মুনাফিক, কগট-বিহাসী হাদের বর্ণনা পুরৈই প্রদত্ত হয়েছে
(২) সুমিনগথ, আবার সুমিনগথ দু'শ্রেণীতে বিভক্ত—অঙ্গীকারাবক্ত ও অঙ্গীকার-
বিহীন। সুচূলা উপ উভয় শ্রেণীতে বিদ্যমান যেন্নপ কোরাজানের আবাত

لِمَا رَأَى **الْمُتَّكِفُونَ** **الْمُغْرِبُونَ** **الْمُغْرِبُونَ** **الْمُغْرِبُونَ** **الْمُغْرِبُونَ** **الْمُغْرِبُونَ** **الْمُغْرِبُونَ** **الْمُغْرِبُونَ**

শাহাদত প্রাপ্ত—শাহাদতের তরে প্রভীকারণ। এ আবাতসমূহ সর্বযোগ্য তাঁর জৈগীর
বর্ণনা রয়েছে। পরবর্তী পর্যায়ে এ শুভের এক নিম্ন তত্ত্ব বর্ণনার উদ্দেশ্যে বলা হচ্ছে
যে,) এ ঘটনা এ কারণে সংঘটিত হয়েছিল, যেন আজ্ঞাহ পাক ঝাঁঁড় বিহাসীগথকে
তাঁদের সত্ত্বাদিত্বার যথাস্থ প্রতিদান প্রদান করেন এবং কগট-বিহাসীদেরকে তাই প্রতি
প্রদান করেন বা তাঁদেরকে (কৃপত্তা থেকে) তওবা করার তওঁকীক প্রদান করেন।
(কেননা এরাপ কল্পন সংকট ও দুর্বোধের মাঝে অকপট ও কগট উত্তোলন একে অপর
থেকে পৃথক হয়ে উঠে। আবার কখনো কখনো শাসনের দরুন কল্পক কৃতিম—কগট
বিহাসীও অকৃতিম বিভাদনমূলকে পরিষ্কার হচ্ছে। আবার কল্পক সে অবস্থাতে থেকে থাক)
নিঃসন্দেহে আজ্ঞাহ পাক পরম ক্ষয়াণী ও যথান দয়াল। (তাই তওবা পৃহীত হওয়া
অসম্ভব কিন্তু নয়। এখনে তওবার জন্য উৎসাহিত করা হয়েছে।) এবং (এ পর্যন্ত
বিভিন্ন শ্রেণীর সুসজ্ঞানগথের অবস্থাসমূহের বর্ণনা হচ্ছে। সামনে বিলক্ষণাদী কাফিক-
দের অবস্থা বর্ণনা করা হয়েছে। যাতে হয়েছে যে,) আজ্ঞাহ তা'আজা কাফিকদেরকে
(অর্থাৎ সুপ্রিমদেরকে) প্রাপ্তবৃত্ত অবস্থার (অন্তো থেকে) হাতিল সিলেছেন। যেন
তাঁদের কোন উদ্দেশ্য পূর্ণ হয়েছিল (এবং তাঁদ্বা জোখে পরিপূর্ণ হিল)। এবং সমর কেজে

মুসলিমানগণের জন্য অবৈ আলাহ পাকই ঘৰেলট হিরেন (অর্থাৎ কাফিররা মূল শুভে উপনীত ইওয়ার পুর্বেই প্রতিনিহত হয়ে যাবে। প্রধানবোগ যে, ছাট-খাটো বিকিপ্ত শুচ এবং পরিপন্থী নয়।) আর (এরপত্তাবে কাফিরদেরকে হাতিয়ে দেওয়া বিশ্ববক্র কিছু নয়। কেবলো) আলাহ পাক—মহাপ্রতিষ্ঠান ও পরামুখশালী। (তাঁর অসাধ্য কিছুই নয়। এ দ্বা থেকে মুশরিকদের অবব্রহ্ম। বিবেকী পক্ষের অসর মূল হিজ কোরআনে গোচরজুত ইহুদীগণ, আদের বর্ণনা পরবর্তী পর্যায়ে আসছে।) হেমব আল্লে কিন্তুও এই (মুশরিকদের) সহারণ্তা করেছিল ভাদেরকে (আলাহ ভাইয়া) ভাদের সুর্মসুর্ম হতে নিত নাবিয়ে দিলেন (আর অধো তারা আবক হিজ) এবং ভাদের অভ্যরে তোমাদের কর সংকলন করে দেন, (মন্ত্রযন্ত্র তারা নিতে নেবে আসে। অঙ্গপর) তোমরা করককে তো হত্যা করতে আগে, আবার করককে বন্দী করে মিলে। আর তোমাদেরকে ভাদের কুমি, অব্যাহৃতী ও ধনসমদের অধিকারী করে দেওয়া হলো (এবং নিরের অন্ত জানে তোমাদেরকে) এমন সব কুমিরও (যাঁদিক করে দেওয়া হলো) আর উপর তোমরা (এখনো পর্যন্ত) পদার্পণও করনি (এখানে সাধারণভাবে ভবিষ্যত বিজ্ঞানমূলের এবং বিশেষভাবে করকাল পর্যাই অর্থিত্ব আবহার হিজরের সুসংবোধ রয়েছে) আর আলাহ পাক বৌবলীয় বহুর উপর পূর্ণভাবে কুমিরান (সুভর্ণী এসব কাজ গুরুত পক্ষে মোটেও অসাধ্য নয়)।

আনুমতিক কাতব্য বিষয়

পূর্ববর্তী আলাতসমূহে রংসূলাহ (সা)-র অবন্য ও মহান অর্ধাসীর বর্ণনা এবং মুসলিমানদের প্রতি তীর পরিপূর্ণ অনুকরণ ও পদার্পণ অনুসরণের নির্দেশ হিজ। এ পরিপ্রেক্ষিতে আহবাবের (সম্মিলিত বাহিনী) শুভের ঘটনা সম্পর্কিত কোরআন পাকের এ দুর্ভুক্ত অবভূর্ণ হয়েছে।—যাতে মুসলিমানদের উপর কাফির ও মুশরিকদের সম্মিলিত আলোয় ও কঠিন পরিবেশটিনের পর মুসলিমানদের প্রতি মহান আলাহ'র নামাবিধ অনুগ্রহ-রাজি এবং রংসূলাহ (সা)-র বিভিন্ন মুক্তিযাত্মক বর্ণনা রয়েছে। আর আনুমতিকভাবে জীবনের বিভিন্ন দিক সংকলিত ব্যবিধ হিসাবত ও নির্দেশাবলী রয়েছে। এসব অনুমতি নির্দেশাবলীর দরজন বিশিষ্ট তৎসৌরকানুকূলগণ আহবাবের ঘটনা সবিকার বর্ণনা করেছেন; বিশেষ করে কুরআনী ও আবহারী প্রযুক্ত তৎসৌরকান। তাই এখানে সে সব নির্দেশণা-বলী সবেত আহবাবের বিভাগিত ঘটনা বর্ণনা করা হলো—আর অধিকাংশটুকু কুরআনী ও আবহারী থেকে সংগৃহীত হয়েছে। যেটুকু অন্যান্য প্রায় থেকে সংগৃহীত হয়েছে তারও অধ্যাধু উচ্চতি প্রদত্ত হয়েছে।

আহবাবের শুভের বিবরণ :—**أَحْرَافٌ حُزْبٌ**—এর বহুবচন, আর অর্থ পাঠি বা দল। এ শুভে কাফিরদের বিভিন্ন দল ও পোত একত্রিত হয়ে মুসলিমানদেরকে সম্পূর্ণ-ভাবে নিয়ে আন করার সংকল নিরে আলিমানুক উপর চাপাও করেছিল বলে এর বাব-আহ-বাবের (সম্মিলিত বাহিনীর) শুচ ঝাঁঢ়া হয়েছে। যেহেতু এ শুভে প্রায় দশল আগমন পথে নবীজী (সা)-র নির্দেশানুযায়ী পরিষ্কা দ্বারা দেওয়া হয়েছিল, এজন্য একে প্রত্যক্ষ (পরিষ্কাৰ)

মুক্তও যাবা হয়। আর আহমাদ সুজের অব্যাখ্যিত পরেই মেহেতু বনু কুরাইবার সুজও সংঘটিত হয়—উল্লিখিত আরাভসমূহেও যার বর্ণনা রয়েছে, সুতরাং এ সুজও ‘আহমাদ’ সুজেরই অংশ বিশেষ—যা বিজ্ঞানিত অন্যান্য মাধ্যমে জানা যাবে।

বনু কুরাইব (সা) যে বছর যারো থেকে হিজরত করে মদীনার আসেন, তার পরের বছরই বনুরের সুজ সংঘটিত হয় এবং তৃতীয় বছর হয় ওহদের সুজ। আহমাদের সুজ সংঘটিত হয় চতুর্থ বছর। আবার কোন কোন রেওয়ারেতে এটা গক্ষয় হিজরীর ষষ্ঠিমা বৎস উল্লেখ করা হয়েছে। যা হোক, হিজরতের সুচনা থেকে এ ব্যতীত মুসলিমানদের উপর পর্যায়ক্রমে কাফিরদের আক্রমণ চলে আসছিল। আহমাদের সুজের আক্রমণ হয়েছিল সৃষ্টি সংক্রম, অটুট অনোভব, অভুতপূর্ব লঙ্ঘ-পরাক্রম ও গরিগুর্ণ গ্রন্তি সহকারে। তাই হ্যরত (সা) ও আহমাদের বিরামের পক্ষে এ সুজ হিজে অগ্রগামের সকল সুজের তাইতে সর্বাধিক কঠিন ও সংকট সংকুল। কেননা এ সুজে আক্রমণকারী কাফিরদের সম্মিলিত বাহিনীর সৈন্য সংখ্যা পনের হাজারের মত ছিল বলে যাবা হয়। পক্ষান্তরে মুসলিমানদের যোট সংখ্যা যাই তিনি হাজার—তাও আবার প্রয়োজনীয় সাজ-সরঞ্জাম ও অন্তর্ভুক্ত হৈন—তদুপরি সময়টা ছিল কঠিন শীতের। কোরআনে কর্মীয় ঘটনার ক্ষেত্রেও একান্তভাবে বর্ণনা করেছে :—**وَأَنْتَ أَلَا مَمْلُوكٌ**—(চোখ বিজ্ঞানিত হয়ে

وَبِكُفْتِ الْقَلْوَبِ الْعَنْا جِرَ—(হাঁপিত—অর্থাৎ প্রাপ্ত হিজে কঠাগত) উচ্চেছিল)

وَزُلْزِلُوا رِزْلَأَ شَدِيدًا—(এবং তারা কঠিন ক্ষমনে নিপত্তি হয়ে)

এ ষষ্ঠিমা মুসলিমানদের জন্য যেমন কঠিন ও স্থৰকষ্টমূল ছিল, ঠিক তেমনই আলাহ পাকের আদৃশ্য সাহায্য-সহযোগিতার বদোজ্ঞতে মুসলিমানগণের পক্ষে এর পরিণাম করা এখন যাহান বিজয় ও চরম সাক্ষাত্কারে আক্ষণ্যকাল করে যে, বিপক্ষ মুশর্ক ইহদী ও কলট বিবাসী বুনাফিকদের সম্মিলিত বাহিনীর যেমনদণ্ড তেলেসে দুর্বলতা হয়ে যাব— এবং মুসলিমানদের উল্লেখ ক্ষেত্রে আবার আক্রমণের সৃষ্টিসাহস দেখাতে পারে—তারা এমন হোগা আর নাইল না। তাই এটা হিজে কুক্ষের ও ইসলামের যথ্যকারী একটা চূড়ান্ত কঠাগারী সুজ—যা চতুর্থ বা গক্ষয় হিজরীতে মদীনার সূল ঝুঁ-খেতে সংঘটিত হয়েছিল।

ষষ্ঠিমা সুচনা একান্তভাবে হয় যে, নবীজী (সা) ও মুসলিমানগণের প্রতি চরম শুভ্য পোষককারী বনু আবীর ও আবু-ওয়ারেজ পোষ্টুক বিজয়ে ইহসী অক্ষয় সিলে কুরাইব সেতুবৃক্ষকে মুসলিমানদের বিক্ষেত্রে সুজে অবতীর্ণ হতে অনুরাগিত করেন। কুরাইব সেতুবৃক্ষ মনে করত যে, যেকোনভাবে মুসলিমানগণ অভিযানের প্রতিমা পূজাকে

কুফলী বলে আখ্যায়িত করে, আমাদের ধর্মকে অগৃহ্ণিত হলে ধারণা করে, আমাদের ধর্ম সম্পর্কে ইহদীদের ধারণাও ঠিক একই রকম।—সুভরাং তাদের সহযোগিতা ও একাঞ্জলির আশা কিভাবে করা যেতে পারে। তাই তারা ইহদীদেরকে আর করান্তো যে, মুহাম্মদ (সা) ও আমাদের মাঝে ধর্ম ব্যাপারে যে বিরোধ ও মতগার্থক রয়েছে তা আপনারা আবেন—আপনাদ্বা ঐশ্বর্যনুসারী প্রভাবান্ব জোক। সুভরাং একথা বলুন যে, আপনাদের দুলিট্টে আমাদের ধর্ম উত্তম না তাদের (মুসলিমানের) ধর্ম।

ত্বরিতিক্ষেত্রে বিশাল আলোর নজুন ব্যাপার নয়ঃ সেসব ইহদীরা নিজেদের অতরঙ্গ তাম ও বিচারের সম্পূর্ণ বিকলকে তাদেরকে নিঃসংকোচে এ উত্তর দিয়ে দিল যে, তোমাদের ধর্ম মুহাম্মদ (সা)-এর ধর্মের চাইতে উৎসুক। এ উত্তরে তারা আনিবটা সাফল্যে জাল করলো। এসদসংক্ষেপে ব্যাপার ও পর্যন্ত গড়াও যে, আগত এই বিশ্ববন ইহদী পঞ্চাশল কুরায়ল নেতৃত্বসহ অসজিদে হারামে প্রবেশ করে বাছাতুলাহ্র দেয়াজে নিজেদের বুক জাগিয়ে আলাহ্র সামনে এ অঙ্গীকার করলো যে, এক ব্যক্তিও জীবিত থাকা পর্যন্ত তারা মুহাম্মদ (সা)-এর বিকলকে যুক্ত চালিয়ে যাবে।

আলাহ্র ধৈর্যঃ আলাহ্র যাবে—সে পরেরই দেয়ালে বুক জাগিয়ে আলাহ্র শকুরা শদৌয় রসূল (সা)-এর বিকলকে যুক্তের অঙ্গীকার ও সংকল তথ্য করছে—এবং যুক্তের নজুন প্রেরণা নিয়ে পূর্ণ তৃপ্তিসহ বিশিষ্টে ফিরে আসছে। এটা হিল আলাহ্র ধৈর্য ও অনুপ্রাহের বিস্ময়কর প্রকাশ। কাহিনীর শেষভাগে তাদের এ অঙ্গীকারের বকলে পরিপন্থ সম্পর্কে ও অবহিত হওয়া যাবে যে, এ যুক্তে তারা সবাই পৃষ্ঠপৰ্দশন করে পালিয়ে যায়।

এই ইহদীরা মক্কার কুরায়লদের সাথে চূড়িবজ হয়ে আববের এক খ্যাতনামা সমরকুশলী গোষ্ঠী বনু গাতকানের নিকটে পৌছে তাদেরকে বলল যে, আমরা মক্কার কুরায়লদের সাথে এ ব্যাপারে ঔক্যবজ হয়েছি যে, নজুন ধর্ম ইসলামের বাহক ও সত্ত্ব-সারকদেরকে এক ঘোষ আক্রমণের মাধ্যমে সমুদ্রে উৎপাত্তি করে দেব। আগন্তুরাও এ বিষয়ে আমাদের সাথে চূড়িবজ ছান। সাথে সাথে যুব হিসাবে এ প্রস্তাবও লেন করল যে, এক বছরে বাজারে যে পরিয়াথে খেজুর উৎপন্ন হবে তার সম্পূর্ণকু, কোন কোন বর্ষনাক্ষেত্রে তার অর্ধেক, বনু গাতকানকে প্রদান করা হবে। গাতকান গোষ প্রধান উল্লাইবা বিন হাসান উপরোক্ত শর্তে তাদের সাথে সহযোগিতার আবাস দিয়ে যথায়ীতি যুক্ত অংশপ্রদল করে।

পারম্পরিক তৃতীয়গত মুভাবিক আবু সুফিয়ানের মেত্তাতে যুক্তের সাজ সরঞ্জাম-সহ তিনিশ ঘোড়া ও এক হাজার উচ্চ সমেষ্ট চাঁচ হাজার কুরায়ল সৈন্য মক্কা থেকে রওঝানা হয়ে মারারে হাহরান নামক স্থানে অবস্থান প্রদল করে। এখানে বনু আসজাম, বনু আলজা, বনু মুররাহ, বনু কেনানাহ, বনু জায়ারাহ, বনু গাতকান ইয়ুব সোরের জোক এদের সাথে যিলিত হয়। তাদের যোষ্টি সৎখা কোন সুজ্ঞানুযায়ী দল হাজার, কোন সুজ্ঞানুযায়ী বার হাজার, আবার কোন সুজ্ঞানুযায়ী পনের হাজার বর্ণনা করা হয়েছে।

যদীমার উপর হইতে আক্রমণ ও বন্দের যুক্ত মুসলিমগণের হিসাকীর কাফির সৈন্যের সংখ্যা ছিল এক হাজার। আবার ওইদের যুক্ত আক্রমণকারী সৈন্য ছিল তিন হাজার। এবার সৈন্য সংখ্যাও পূর্ববর্তী প্রজেক বাবের চাইতে অনেক বেশি। সাজ-সরঙ্গামও প্রচুর—আর এটা সব আরব ও ইহুদী শোষের সম্মতিত পাই।

মুসলিমানদের শুক প্রতি—(১) আরাহ্ম উপর বিরক্তিলাভা (২) পারম্পরিক পরামর্শ—(৩) সাধ্যানুসারে বাহিক বন্দুচ্ছ আহন ও উপকরণ সংগ্রহ : রসুলুল্লাহ (সা) ও সম্মতিত বাহিনীর সংবাদ প্রশ্নের পরিপ্রেক্ষিতে তাঁর যুক্তিঃসত্ত্ব সর্ব প্রথম বাকাটি ছিল—**حَسْبُنَا اللَّهُ وَنَعَمُ الْوَكِيلُ** যাহান আরাহ্ম আমাদের অন্য যথেষ্ট এবং তিনিই আমাদের সর্বোত্তম নির্যামক।

অন্তর যুক্তিগত প্রয়োজনের ক্ষেত্রে একজ করে তাঁদের পরামর্শ প্রস্তুত করাজেন। যদিও প্রজাদেশপ্রাপ্ত বাকিয়ে অন্য অপরের সাথে পরামর্শের প্রয়োজন নেই—তিনি সরাসরি বিধাতার ইগিত ও অনুমতিসাপেকে কাজ করেন; কিন্তু পরামর্শ দুর্ধরনের জাত হয়েছে: (১) উচ্চতের মাঝে পরামর্শের ক্ষাতি চালু করা, (২) মু'যিনসবের অভকরণে পারম্পরিক প্রক্রিয়া ও সংহতির উক্তের সাথে এবং পরম্পরের অধ্যে সাহায্য-সহযোগিতার প্রেরণা পুরোজগ্রহণ উপর যুক্ত ও দেশরক্ত সংক্ষত বাহিক উপকরণ সংরক্ষণ করাতে আবশ্য করা হয়েছে। পরামর্শ সভার ইব্রাত সাজান ক্ষেত্রে পরম্পরের অধ্যে সাহায্য-সহযোগিতার অন্য প্রযৱতি নিরোহিতেন। তিনি পরামর্শ দিলেন যে, এরাগ পরিষ্কারিতে পারসিকদের প্রথমেশক হচ্ছে শুরু আক্রমণ প্রতিষ্ঠত করার উদ্দেশ্যে পরিষ্কা অনন করে তাদের প্রবেশ পথ রুক্ষ করে দেওয়া। রসুলুল্লাহ (সা) তাঁর পরামর্শ দাত্ত করে পরিষ্কা অননের নির্দেশ প্রদান করেন। তিনি নিজেও সর্বিকাবে এ কাজে অংশ প্রস্তুত করেন।

পরিষ্কা অনন : শুরু দের যদীমার সম্ভাব্য প্রবেশদ্বার সাজা পর্বতের পল্লাবৰ্ত্তী পথের সমাপ্তরাজে এ পরিষ্কা অননের সিজাত দেওয়া হয়। পরিষ্কা দৈর্ঘ্য-প্রবেশ মুক্তা অবৈজ্ঞ অবং অংকন করেন। এই পরিষ্কা ‘সাজাহাইন’ নামক ছান হতে আরম্ভ করে ‘সাজা’ পর্বতের পশ্চিম প্রান্ত পর্যন্ত সংগ্রহসারিত ছিল। পরবর্তী পর্বতে তা ‘বাত্তান’ উপভ্যক্তা ও ‘রাতুনা’ উপভ্যক্তার সংযোগস্থল পর্যন্ত বর্ধিত করা হয়। এই পরিষ্কা দৈর্ঘ্য ছিল আয় সাড়ে তিন মাইল। এর প্রশস্ততা ও গভীরতার সঠিক পরিমাণ কোন মেডেরামেত থেকে পাওয়া যায় না। তবে একথা পরিকার যে, এভাবে গভীর ও প্রশস্ত অবস্থাই ছিল, সাতে শুরু সৈন্য তা সহজে অভিক্রম করতে সক্ষম না হয়। ইব্রাত সাজান (রা)-এর পরিষ্কা অনন প্রসংগে বলা হয় যে, তিনি প্রভাত পাঁচ পজ দীর্ঘ ও পাঁচ পজ গজীর—এ পরিষ্কা পরিষ্কা অনন করতেন।—(আঁধারী) এ থেকে প্রয়াপিত হয় যে, পরিষ্কা পভীরতা পাঁচগজ পরিমাণ ছিল।

মুসলিমানদের সৈন্যসংখ্যা : এ শুক মুসলিমানদের সৈন্য সংখ্যাছিল সর্বমোট তিন হাজার এবং হোড়া ছিল সর্বমোট ৩৬ টি।

পূর্ব অক্ষয়কান্তের অন্য পদের বছর নির্দিষ্ট হল : মুসলিম সৈন্যবাহিনীর থেকে কিছুসংখ্যক অস্ত্রাঙ্গ বয়স্ক বালককে ইয়ানী জোপে উৎসু হয়ে দাঁড়িয়ে পড়ে। রসুলুল্লাহ্ (সা) পদের বছরের চাইতে কম বয়স্ক বালকগণকে কেবলত পাঠিয়ে দেন। ইবরত আবদুল্লাহ্ বিন উমর, যারের বিন সাবেত, আবু সাইদ খুদরী, ‘বারা বিন আবিয ফযুথ এ’দের অক্ষ্যাঙ্গ ছিলেন। মুসলিম বাহিনী যখন মুকাবিজ্ঞার উদ্দেশ্যে রওয়ানা হয়, তখন থেকে সব মুনাফিক মুসলিমদের সাথে যিনিমিমে থাকতো, তারা পড়িমসি করতে আগজো। কিছুসংখ্যক তো অক্ষাঙ্গসারে চুপে চুপে বের হয়ে গেল। আবার কিছু সংখ্যক যিথ্যা ওষধ গেশ করে রসুলুল্লাহ্ (সা)-র নিকটে বাড়ি ক্ষিরে শৌগানীর অনুমতি চাইতে আগজো। উপরোক্ষিত আরাতসমূহে এ সব মুনাফিকের প্রসংগে করেবটি আরাত মাঝি হয়েছে।—(কুরআনী)

সুই ব্যবহারের ও পৃথক্কা বিধানের উদ্দেশ্যে বৎশ ও মৌর্যসত শ্রেণীবিভাগ ইসলামী ঐক্য ও জাতিতের পরিপন্থী নয়। রসুলুল্লাহ্ (সা) এই শুকে মুহাজিরদের পতাকা হয়ের যারের বিন হারিসা (রা)-কে এবং আনসারের পতাকা হয়ের সাঁজাদ বিন ওয়াসাহ্ (রা)-কে আদান করেন। এ সমস্ত—মুহাজির ও আনসারের যথক্কার প্রাতুল বজন অত্যন্ত বিবিধ ও সুদৃঢ় ছিল এবং সকলে পরল্পর তাই-তাই ছিলেন। কিন্তু পৃথক্কা বিধান ও ব্যবহারের সুবিধার জন্য মুহাজির ও আনসারদের নেতৃত্ব পৃথক্ক করে দেওয়া হয়। এ আরা দোকা আর যে, ব্যবহারের নাগণ্য সামাজিক শ্রেণীবিভাগ ইসলামী ঐক্য ও জাতিতের পরিপন্থী নয়; বরং প্রত্যেক দলের উপর দারিদ্র্যার পৃথক্কারে অর্পিত হচ্ছে পারস্পরিক বিবাস, সহানুভূতি ও সহযোগিতাবোধ সুদৃঢ় হয়। এ শুকের সর্বপ্রথম কাজ—পরিষ্কা ধননেয় কেবলে এই পারস্পরিক সাহায্য ও সহযোগিতাবোধ বিশেষভাবে পরিলক্ষিত হয়।

পরিষ্কা ধননের দারিদ্র্যার বক্টন : রসুলুল্লাহ্ (সা) মুহাজির ও আনসার সমন্বয়ে পঞ্চিত সময় সৈন্যকে দল দশ বাড়ি সভাগুণ দলে বিভক্ত করে প্রত্যেক দলের উপর চারিপ পজ পরিষ্কা ধননের দারিদ্র্য অর্পণ করেন। হয়রত সালমান ফারসী (রা) বেহেজ পরিষ্কা ধনন পরিকর্তব্য উত্তীর্ণ ও এ কাজে বিশেষ অভিজ্ঞ ও দক্ষ ছিলেন এবং তিনি মুহাজির ও আনসার কারো অত্যর্গত ছিলেন না, তাই তাঁকে নিজ নিজ দল-ভুক্ত করার জন্য মুহাজির ও আনসারদের মাঝে কিছুটা প্রতিযোগিতার ভাব পরিলক্ষিত হওয়ার মৌজী (সা) এই মৌজীসা করলেন : سَمَّا نَمَّا أَهْلَ الْبَيْتِ অর্থাৎ সালমান আমার পরিষ্কারভূত !

ব্যোল্যাটা ও কর্বসক্তার কেবলে কাদেশী ও কিদেশী, জ্বানীর ও অহিক্রমণ বৈধয় ; অধুনা বিশে আনুষ পরদেশী বহিরাগণ অধিবাসীগণকে সমর্থাদা দিতে অবিশুক। কিন্তু এ কেবলে প্রত্যেক দল যোগ ব্যক্তিকে নিজ নিজ দলভুক্ত করা পৌরবজ্ঞনক বলে অনে করুণড়া। তাই রসুলুল্লাহ্ (সা), সালমানকে নিজ পরিষ্কাৰভূত করে বিদ্যাদের পরিসমাপ্তি ঘটান এবং কিছু সংখ্যক মুহাজির ও আনসার অক্ষ্যাঙ্গ করে দশজনের

प्रधान पद भर्तन करेन। इवत्रुण आमन बिन आउक (झा), इवत्रुण रामोहका (झा) अनुष्ठयावित्र ए गम्भीरिण पाजेन असर्हतु हितेन।

ଏକଟି ବିଶେଷ ସୁଧିକା : ପରିଦ୍ୱାରା ସେ ଅଂଶ ହସରତ ସାଜାଯାମ (ରା) ଫ୍ରାନ୍ଚ୍‌ରେ ଉପର
ନାହିଁ ହିଁ, ଅଟିନାହାଁ ମେ ଦେଖାନେ ଏକ ସୁକଟିଲ, ମହିଳା ଓ ସୁବିଶ୍ଵଳ ପ୍ରତିରଥଣ ପରିବଳିତ
ହୁଏ । ହସରତ ସାଜାଯାମ (ରା)-ଏର ସହକାରୀ ହସରତ ଆମର ବିନ ଆଉର (ରା) କଲେନ ଯେ, ଏ
ପ୍ରତିରଥଣ ଆମାଦେର ମାନ୍ୟତାର ସମ୍ପାଦି ବିକଳ କରେ ଦେଇ ଏବଂ ଆମରା ଏଠା କାଟିଲେ ଅକ୍ଷମ
ହୋଇ ଗଢ଼ି । ଅକ୍ଷମ ଆମି ସାଜାଯାମ (ରା)-କେ ବଣି ଯେ, ଏଥାନେ ଧାନିକଟା ସୀକା କରେ
ଥିଲନ କରେ ମୃଦୁ ପରିଦ୍ୱାରା ସାଥେ ଯିଲିଯେ ଦେଉଛା ଅବଶ୍ୟ ସର୍ବବ । କିନ୍ତୁ ଆମାଦେର ନିଜର
ମତେ ରୁସୁଲୁହାହ (ସା) ଅଂକିତ ରେଖା ପରିଭାସ କରେ ଅନ୍ୟର ପରିଦ୍ୱାରା ଥିଲନ କରା ବାଲ୍ମୀକି
ନାହିଁ । ସୁତରାଏ ଆମି ରୁସୁଲୁହାହ (ସା)-ର ସାଥେ ପରାମର୍ଶ କରନ ଯେ, ଏଥିନ ଆମାଦେର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ
କି ହେବ ।

বিধাতার সচর্ক সংকেত : এই সুদীর্ঘ তিন মাইল পরিষ্কা ধনেন করতে পিলে
কোন অননকারীই কোন দুর্জয় প্রতিবাক্তার সম্মুখীন হন নি, কিন্তু সম্মুখীন হওনেন
পরিষ্কাৰ পৱার্মসদাভাৰ হৰুত সাময়াম (ৱা) অৱৰং। আলাহু পাক ও কথা প্ৰয়াপ কৰে
পিলেন যে, পৱিষ্কা ধনেনেৰ কেঁচোও তোৱ সাহায্য ব্যক্তিত অন্য কোন উপায় নেই, যাৰভৱীয়ে
যত্নপাতি ব্যৰ্থ প্ৰতিগম হৱেছে। এতে এ শিক্কাই বিহিত রহেছে যে, সাধ্যানুসারে বাহ্যিক
ও বন্তসত মাধ্যম ও উপকৰণ সংশ্ৰে কৰা অবশ্য ফলৰ—কিন্তু এতদোৱ উপৰ নিৰ্ভৰ
কৰা বৈধ নহ। আবলীৰ বন্তসত উপকৰণ ও বাহন সংপুৰণীত হওয়াৰ পৱত মুমিনেৱ
কেৱল আলাহু শা'আলাম উপৰই নিৰ্ভৰ কৰা উচিত।

হয়েরত সালমান (রা) রসুলুল্লাহ (সা)-র দিদনতে উপরিত হয়ে ঘটনা বিবৃত
করলেন। রসুলুল্লাহ (সা) কর্য নিজ অংশের বনবকার্য জিপ্স থেকে সেখান থেকে
পরিষ্কার আট হানান্তরিত করলিলেন। হয়েরত বাবা বিন আবিব (রা) বলেন, আমি
দেখেছো যে,—নবীজী (সা)-র শরীর খুজো-বাজিতে এখনওবে আছে হয়ে গড়েছিল যে,
তীর পেট ও পিঠের চামড়া পরিসৃষ্ট হচ্ছিল না, এমতোবহুর সালমানকে কোন পরামর্শ
বা নির্দেশনা দিয়ে নবীজী (সা) কর্য ঘটনাক্ষেত্রে উপরিত হন এবং পরিষ্কার অবসরণ
করে সালমান (রা)-এর মেঝে বনবকার্য জিপ্স দশজন সাহাবীর অভ্যন্তর হয়ে
হান এবং নিজ হাতে কোদাল ধারণ করে সেই প্রত্যর থেকের উপর প্রত্য আঘাত
হানেন আর এ আঘাত পাঠ করেন । **তৃতীয় কল্মা র ব্লক চ্যাপ্ট** (অর্থাৎ আগনীয়
পাইনকর্টের অনুপ্রাণ সত্তা সত্তাই পূর্ণ হয়েছে) প্রথম আঘাতেই গাথেরের এক-তৃতীয়াংশ
কেটে যায়। সাথে সাথে প্রত্যর থেকে এক আগোকছাটা উভাসিত হয়। অতপর
তিনি বিড়ীয়বার আঘাত হেনে উলিখিত আঘাতের পেছে পর্যট পাঠ করেন। অর্থাৎ
তৃতীয় কল্মা র ব্লক চ্যাপ্ট—বিড়ীয়বারের আঘাতে আরো এক-তৃতীয়াংশ কেটে
যায় ও পর্যট ন্যায় আঘাত আগোকছাটা উভাসিত হয়। তৃতীয়বাক্স সেই সুরো আঘাত

গাঠ করে ভূতীর আঘাত হানেন। এ আঘাতে অবশিষ্টাংশ কেটে যাব। অতপর রসুলুল্লাহ্ (সা) পরিষ্ঠা থেকে উঠে আসেন এবং পরিষ্ঠার পার্শ্বে রাজিত চাদর তুলে মিয়ে এক পাশে বসে পড়েন। সে সময়ে হস্তরত সাক্ষাত্ত সাক্ষাত্ত (রা) আরম্ভ করেন, ইয়া রসুলুল্লাহ্ (সা), আপনি পাথরের উপর হতবার আঘাত করেছিজেন তত্ত্বাবধি সে পাথর থেকে আংজোক-রশিদ বিছুরিত হতে দেখেছি। রসুলুল্লাহ্ (সা) হস্তরত সাক্ষাত্তকে জিজেস করলেন, সত্ত্ব কি ভূমি এমন স্থিতি দেখেছে? তিনি আরম্ভ করলেন, ইয়া রসুলুল্লাহ্। আমি তা ব্যচতে দেখেছি।

রসুলুল্লাহ্ (সা) ইরশাদ করলেন, প্রথম আঘাতে নিঃস্তুত আংজোকচ্ছটায় ইয়ামান ও বিসরার (পারস্য) বিভিন্ন নগরের প্রাসাদসমূহ দেখতে পাই এবং হস্তরত জিবরাইল আংজীন আঘাতে বজাজেন যে, আপনার উচ্চত অনুর ভবিষ্যতে এসব শহর জয় করবে, আর ভিত্তীর আঘাতে নিঃস্তুত আংজোকচ্ছটায় সাহায্যে আঘাতে রোধের জোহিত বর্ণের প্রাসাদসমূহ প্রদর্শন করানো হয় এবং জিবরাইল (আ) এ সুসংবোধ প্রদান করেন যে, আপনার উচ্চতাগণ এসব শহরাও অধিকার করবে। মৌজী (সা)-র এই ইরশাদ ক্ষমে মুসলিমানগণ জাতি জাতি করলেন এবং ভবিষ্যতের সুমহান বিজয় ধারা সম্পর্কে তাদের পূর্ণ বিজ্ঞাস ও আস্থা স্থাপিত হজো।

মুনাফিকদের কঠোর পাত্র : সে সময়ে ষেসব মুনাফিক পরিষ্ঠা ধনন কাজে অংশ নিয়েছিল, তারা বজাতে লাগল, তোমাদের কি মুহাজিদ (সা)-এর কথায় বিশ্বারের উদ্দেশ করে না? তিনি তোমাদেরকে কিন্তু অবাস্তব ও অমূলক (ভবিষ্যতবাণী শোনালেন) যে, মদীনার পরিষ্ঠা গহবরে তিনি হীরা, মাদাজেন ও পারসের প্রাসাদসমূহ দেখতে পারছেন। আবার তোমরা নাকি সেগুলো অধিকার করবে! নিজেদের অবস্থার প্রতি একই ভাকাও।—তোমাদের নিজ শরীরের ধৰণের জওয়ার মত হঁশতান নেই—গাত্তানা প্রসার করার মত সময়টুকু পর্যন্ত নেই। অধিত রোম-পারস্য প্রজ্ঞি দেশ নাকি অধিকার করবে। এসব কঠোর পাত্রে পরিষেবাক্ষেত্রেই উপরোক্তিশিখ আঘাতসমূহ নাখিল হয়: اَنْ يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرْفُ مَا وَعَدُنَا :
وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ ۚ

الله و رسوله لا يغروا অর্থাৎ যখন কপট বিবাসী ও ব্যাধিপ্রতি অক্তরবিশিষ্ট জোকেরা বজাতে লাগল যে, আস্থা ও তদীয় রসুল (সা) প্রদত্ত প্রতিশ্রুতি ও অঙ্গীকার প্রতীক্ষণা বৈ কিছুই নয়। এ আঘাতে আল্লান ফি قُلُوبِهِمْ مَرْفُ مَا وَعَدُنَا : বাকে সে সব কপট বিবাসীদের অবস্থা বিহুত হয়েছে যাদের অক্তর কপটতা ব্যাধিতে আক্ষম।

তেবে দেখুন যে, মুসলিমানগণের ইয়াম এবং রসুলুল্লাহ্ (সা)-র ভবিষ্যতবাণীর উপর পূর্ণ বিজ্ঞাস স্থাপন সম্পর্কে কিন্তু পরীক্ষা ছিল। সর্বদিক থেকে কাফিদের দ্বারা

পরিবেশিত এবং চরম বিপদ ও মুর্মাদের যুক্তি—পরিষ্ঠা কলনের জন্য প্রয়োজনীয় অধিক নই। হাত-কাগানো প্রচণ্ড শীতের মাঝে আরাস সাপেক্ষ পরিষ্ঠা খননের একাগ কঠিন দারিদ্র্য নিজেদের মাথায়ই তুলে নিয়েছেন। সকল দিক থেকে তরঙ্গীতি বাহ্যিক উপকরণ ও অবস্থা দুলেট নিজেদের টিকে থাকা ও নিছক অঙ্গভূক্ত বজায় রাখা সমস্কে আহমাদের ধীকাই কঠিন। এমতাবস্থার তদামীত্ব বিভের প্রের খণ্ড খণ্ড—বৃহত্তম সাম্রাজ্য রোম ও পারস্য বিজয়ের সুসংবাদ ও আগাম বার্তার উপর বিসাস হাপন কি প্রকারে সম্ভব? কিন্তু সমস্ত আমল থেকে ঈশ্বানের মূল্য অধিক হওয়ার কারণ এই যে, পরিষেশ-পরিচ্ছিতি—বাহ্যিক বাহন ও উপকরণসমূহ সম্পূর্ণ পরিগঞ্জ হওয়া সত্ত্বেও রসূল (সা)-এর ইরশাদের প্রতি বিদ্যুত্তম সন্দেহ বা শংকা বিধার উচ্চক করে না।

উল্লিখিত ঘটনাতে উল্লিখনের জন্য বিশেষ বিশেষ : একথা কাটো অজানা নয় যে, সাহাবায়ে কিরায় (সা) নবৌজীর কেমন উৎসর্গিত প্রাপ সেবক ছিলেন।—তাঁরা কখনো এটা কামনা করতেন না যে, মরুরের এই কঠিন ও প্রাপকৃতি পরিশ্রমে রসূলুল্লাহ (সা)-ও অংশপ্রাপ্ত করুন। কিন্তু রসূলুল্লাহ (সা) সাহাবায়ে কিরায়ের মনের সম্মতি ও পরিতৃপ্তি এবং উল্লিখনের শিক্ষা প্রদানের উদ্দেশ্যে এই পরিশ্রমে সম্ভাবে অংশ নেন। নবৌজী (সা)-র জন্য তাঁর সাহাবায়ে কিরায়ের উৎসর্গ এবং তাপ তাঁর অনন্য ও অনুপম শুশুরজী এবং নবুরাত ও রিসামাতের তিতিতে তো অবশ্যই ছিল। কিন্তু মৃশ্যামান কারণ-সমূহের মাঝে বৃহত্তম কারণ এটাই ছিল যে, তিনি একজন সাধারণ মানুষের ন্যায় প্রতিটি কাম-ক্ষেত্র, অভাব-অন্তর্ভুক্ত ও দুঃখকলেট সুরোপুরি শরীক থাকতেন,—শাসক-শাসিত, রাজা-প্রজা, নেতা-অনুসারী জনিত বৈময় ও পর্যাকোবর কোন ধারণাও সেখানে ছিল না। আর হৃষি থেকে যুসরিম শাসকমণ্ডী এ নীতি বর্জন করেছে তখন থেকে এ বিজ্ঞেন ও বিজ্ঞেনের উল্লেখ ঘটেছে।—নামাবিধ অশাস্তি—উচ্চৎপন্নতা মাধ্যাচার্যা দিয়ে উঠেছে।

আবতীর বিপদাপন উভীর্ব হওয়ার অযোগ্য বিধান : উল্লিখিত ঘটনার নবৌজী এই দুর্জয় প্রস্তরখণ্ডের উপর আঘাত হানার সাথে সাথে কোরাজানের আঘাত—
تَهْمَنَ كَلْمَةٌ رَبِّكَ مَدْلُوْلٌ لَكَلْمَنَةٍ

সুতরাং বোবা গেল যে, এ আঘাত যে কোন কঠিন সমস্যা ও বিপদ থেকে উজ্জ্বরের এক অযোগ্য বাস্তুগত—অব্যর্থ বিধান।

সাহাবায়ে কিরায়ের অনন্য তাপ : উপরে জানা গেছে যে, প্রত্যেক দশ গজ পরিমাপ খননের জন্য দশজন করে জোক নিষ্কৃত হয়েছিলেন। কিন্তু এ কথা সুস্পষ্ট যে, কম্তুক জোক অধিক সক্ষ ও সবল এবং মূল্য কাছ অন্তর্ভুক্ত করতে সক্ষম। সাহাবায়ে কিরায়ের মধ্যে বাঁদের খনন কার্যের নির্বাচিত অংশ সম্পর্ক হাজ বেত তাঁরা তাঁদের কর্তব্য দেয় হয়ে গেছে, কেবল নিষ্কৃতভাবে বসে থাকতেন না, বরং বাঁদের কাজ অসম্মত রয়েছে তাঁদের সাহায্যের জন্য এগিয়ে আসতেন।—(কুরুক্ষুবী, মাহাবাবী)

মৌর্য পরিষা ছদিলে অবাক্ষ হয়। সাহাবারে কিরামের প্রম্য সাধনার কলাবজ্ঞ ছদিলেই প্রকাশিত হচ্ছে—এই সুমৌর্য, অশক্ত—গভীর পরিষা ছদিলেই সম্পর্ক হয়ে পেলে।—(সাহাবাৰী)

হয়রত আবিৰ (ৱা)-এৰ দাওয়াতেৰ পরিপ্ৰেক্ষিত সংষ্টিত এক চাহুৰ মুছিবা : এই পরিষা অনন্বকালে সেই প্রসিদ্ধ ঘটনা সংষ্টিত হয়। একদিন হয়রত আবিৰ (ৱা) নবীজী (সা)-কে কুখ্যাত কাতৰ বলে উপজপ্তি কৰে বাড়ি সিয়ে সৌকে বলজেন যে, রাজা কুরার অত কিছু থাকবে তা রাখা কৰ। সৌ বলজেন যে, বাড়িতে এক সা' (সাতে তিনি সেৱ) পৰিবাপ যব আহ—তা পিয়ে নেই। তৌ আটা তৈৰি কৰে পাকাতে যোগে পেজেন। বাড়িতে একটি ছাপল ছানা হিল, হয়রত আবিৰ (ৱা) তা ভুবাই কৰে তৈৰি কৰে ফেজেন। অঙ্গপুর যহানবী হয়রত (সা)-কে ডেকে আমতে রওঢ়ানা হজেন। তৌ ডেকে বলজেন যে, নবীজীৰ সাথে তো সাহাবাৰে কিৱামেৰ এক বিশাল অমাত রয়েছে। তাই কেবল নবীজী (সা)-কে দুপে-দুপে একা ডেকে আমবেন। সাহাবাৰে কিৱামেৰ এই বিশাল অমাত এলো কিবু জাপিত হতে যবে। হয়রত আবিৰ (ৱা) নবীজী (সা)-ৰ নিকট প্ৰকৃত অবস্থা সবিজ্ঞারে বৰ্ণনা কৰে বলজেন যে, কেবল এ পৰিবাপ থাবাৰ রয়েছে। কিন্তু নবীজী (সা) সাহাবাৰে কিৱামেৰ বিশাল অমাতকে সংজোধন কৰে বলজেন আবিৰ (ৱা)-এৰ বাড়িতে দাওয়াত—সুবাই চৰে। হয়রত আবিৰ (ৱা) বিৱৰত হয়ে পড়জেন। বাড়ি বেঁচৈছে সৌকে অবহিত কুৱার তিনি চৰম উৰেস ও উৎকৰ্ত্তা প্ৰকাশ কৰে থামীকে জিজেস কৰজেন যে, নবীজী (সা)-কে থাবাৰেৰ পৰিবাপ ভাত কৰেছেন কিনা ? হয়রত আবিৰ (ৱা) বলজেন যে, হ্যাঁ, তা কৰেছি। যহীনসৌ তু তথন মিচিত হয়ে বলজেন যে, তবে আৱ উৱেগেৰ কাৰণ নেই।—নবীজী (সা) কৰাই এখন যাজিক, যেমনি খুলি তিনিই বাবহা কৰবেন।

ঘটনার সবিজ্ঞার বৰ্ণনা এ কেৱে নিষ্পুরোজন। এতটুকু জেনে রাখা যথেষ্ট যে, বৃসুজ্জাহ (সা) বাহকে কুটি ও তুৰকাৰি পৰিবেশৰ কৰেন—এবং অমাতকুকু প্ৰতোকে পূৰ্ব তৃপ্তি সহকাৰে পেট পুৱে থান। হয়রত আবিৰ (ৱা) বলজেন যে, এই বিশাল অমাত থাওয়াৰ পৰও হ'ড়িৰ পোশ্চত বিশুমোৰ ফুাস পেজ না এবং মধিত আটা অপৰিবৰ্তিতই রয়ে গৈল। আমৰা পৰিবাৰেৰ সকলো সদস্যত পেট পুৱে থেৰে অবশিষ্টাত্মে প্ৰতিবেশিগণেৰ মাঝে কণ্ঠন কৰে দিলাম।

এৱা পঢ়াবে ছদিলে পৰিষাৰ অনন্বকাৰ্য সম্বল হণ্ডুৱার গৱ শ্ৰান্তিৰ সত্ত্বজিত বাহিনী এসে পড়ত, বৃসুজ্জাহ (সা) ও সাহাবাৰে কিৱাম (ৱা) সালা' (سلی) পৰত নিজেদেৱ পঞ্চাত্তে কেজে সৈন্যসগকে সারিবৰ্ত কৰেন।

কুৱারহা দোজোৱ ইহীনদেৱ তৃত্বি অংশৰ ও সত্ত্বজিত বাহিনীৰ পক্ষাবলম্বন। এ সময়ে দশ-বাবু হাজাৰেৰ সম্পূৰ্ণ সুজজিত সপ্ত বাহিনীৰ সাথে সাজ-সৱজামহীন মিয়াজ তিনি হাজাৰ জোকেৱ মুকাবিলা মুক্তি-বুক্তিৰ সম্পূৰ্ণ বাইৱে। তদুপৰি আৱাৰ মণ্ডল কিছুৰ সংযোজন হচ্ছে। সত্ত্বজিত বাহিনীতুকু বনু মহীৰ গোষগতি ছইয়াই হিন

আব্দাব—যে রসুলুরাহ (সা) ও মুসলিমদের দ্বিরোধে সকলকে একত্র করতে বিশিষ্ট তৃতীয়া পাতাল করেছিল—যদীনা পেটে ইহুদী সৌর বনু কুরারবাকেও নিজেদের দলভূক্ত করার পরিকল্পনা তৈর করে। বনু কুরারবা রসুলুরাহ (সা)-র সাথে যৈষ্ঠী তৃতীয়বৰ্ষ হিল বলে একে অপর সম্পর্কে নির্দিষ্ট হিল। বনু কুরারবার নেতৃ হিল কাব বিম আসাদ। হইয়াই বিন আব্দাব তার উদ্দেশ্যে রাগুয়ানা করলো। এ সংবাদ পেরে কাব তার সুর্মের ঘাস বজ করে দিল—আগে হইয়াই সে পর্যন্ত পৌছতে না পারে। কিন্তু হইয়াই দরজা খোজার জন্য পীড়াপীড়ি করতে আগল। কাবাব সুর্মের ডেকেই উত্তর দিল যে, আমরা মুহাম্মদ (সা)-এর সাথে যৈষ্ঠী-তৃতীয়তে আবক্ষ এবং এ যাবত তারা তৃতীয় শর্তাবলী পুরোগুরি পালন করে আসছে। —তৃতীয় পরিপন্থী কোন আচরণই পরিলক্ষিত হোনি, সুভুরাব আমরা এগাপ তৃতীয়তে আবক্ষ বলে আগনাদের পক্ষ অবক্ষম করতে পারছি না। দৌর্বল্য পর্যন্ত হইয়াই বিন আব্দাব দরজা খোজার প্রথম কাবের সাথে কথাবার্তা বলার জন্য পীড়াপীড়ি করতে আগলো এবং সে ডেকে থেকে অবীকৃতি জানতে আগল, কিন্তু কাবকে পুনঃ পুনঃ দিলার দেওয়ার অবশেষে সে দরজা দুটে হইয়াইকে ডেকে নিল, হইয়াইর মিছ্যা প্রস্তুতনে প্রসুত হলে অবশেষে কাব তার কাঁদে পড়ে দেল ও সভিমণিত বাহিনীর সাথে অংশ প্রসুত করবে কৃত্তু অঙ্গীকারী করল। কিন্তু কাব অবশ্য পোজের অন্য নেতৃত্বদের নিকটে একথা প্রকাশ করলো তারা সমস্তের বলে উঠলো যে, অকারণে মুসলিমদের সহিত তৃতীয়ৎস করে মারাত্ফক কুল করেছ। কাবও তাদের কথার নিজের কুল অনুরাখেন করে কৃতকর্মের জন্য অনুশোচনা প্রকাশ করল। কিন্তু পরিচিতি তার নামাজের বাইরে চলে প্রিয়েছিল। অবশেষে এ তৃতীয় জাত্যনই বনু কোরারবার খৎস ও পক্ষনের কারণ হলে পীড়াব—সার বিবরণ পরে আসছে।

রসুলুরাহ (সা) ও সাহাবারে কিরাম এই সংকটমূলক মুহূর্তে বনু নাবীরের তৃতীয় জনের অব্দাবে অভ্যন্তর অর্থাত্ত হন। সভিমণিত বাহিনীর আগস্ত পথে পরিষ্ঠা অনন্দের প্রাপ্তিযথে প্রতিপ্রাপ্ত সৃষ্টি করা হয়েছিল। কিন্তু এ পোষ যদীনার অভ্যন্তরেই অবস্থান করছে কাব এদের থেকে রক্ত পাওয়ার উপায় কি—তা নিয়ে বিশেষভাবে চিন্তাপন্থ ও বিচারিত হলে উঠেছেন। কোরামাম কর্মীয়ে ‘কাফিরদের সভিমণিত সৈন্য প্রোগ্রামের উপর চাপ্পাত করে দেলে, এ বাবক সম্পর্কে যে বলা হয়েছে এটি—*منْ فِرَقْتُمْ وَمِنْ أَسْفَلْ*’

এর বাবা প্রসংগে কোন কোন বিশিষ্ট তফসীরকার এ অভিযন্তাই প্রকাশ করেছেন যে, *فِرَقْ*—উপর দিক থেকে আপনারকারী আরা বনু কুরারবাকে এবং *أَسْفَلْ*। নিচনদিক থেকে আবশ্যনকারী আরা বনু কুরারবাকে অবশিষ্টাংশকে দেখানো হয়েছে।

রসূলুল্লাহ্ (সা) দুর্ভিক্ষের মূল ক্ষয় ও সঠিক অবহা সম্বর্কে অবহিত হওয়ার উদ্দেশ্যে আনন্দারের ‘আউস গোঁড়ের নেতৃ হয়রত সা’দ বিন মাস্তামকে এবং খীবুরাজ গোঁড়ের নেতৃ হয়রত সা’দ বিন উবাদাহকে কাঁবুর সাথে আলোচনার জন্য প্রতি-বিধিবলপে প্রেরণ করেন। তাদেরকে এ মর্বে নির্দেশ দিয়ে দেন যে, দুর্ভিক্ষের বাগারটা যদি অসভ্য বলে প্রয়াপিত হয় তবে তা সকল সাহারায়-কিরায়ের সামনে খোজাখুজিত্বাবে প্রকাশ করে দেবে; আর যদি সভ্য হয় তবে আকার ইরিতেবলবে সান্ত আবরণ বুঝে নিতে পারি, যাতে সাধারণ সাহারায়ের মাঝে উবেগ ও উৎকর্তার উত্তের না করে। এই যথান বাতিলয় ওবানে পৌছে দুর্ভিক্ষের সুস্পষ্ট কর্তৃ দেখতে পাও। তাদের ও কাঁবুর মাঝে বাদানুবাদ ও কড়া কথাবার্তাও হয়। কিন্তে এসে পূর্বনির্দেশমত আকার-ইলিতে দুর্ভিক্ষের বাগারটা সঠিক বলে হয়ুর (সা)-কে অবহিত করেন।

এ সময় মুসলিমানদের সাথে বৈঁজুর্ভিতে আবস্ত—ইহুদী গোত্র মনু কুরায়হ প্রকাশ্যত্বাবে সুজকেতে অবলীর হজে তখন যাও। কগট্টাসহ মুসলিমানদের সাথে অবহান করহিল, তাদের কগট্টা প্রকাশ পেশে জাগলো। কেউ কেউ তো খোজাখুজিত্বাবে রসূলুল্লাহ্ (সা)-র বিকাজে কথাবার্তা বলতে আরম্ভ করলো, যেমন উপরে বলা হয়েছে

أَنْ يُقَوِّلُ الْمَنَافِقُونَ
—আবার কতক শিখা অবৃত্তক অবস্থাত ভুলে সুজকেতে থেকে পাজাহার উদ্দেশ্যে মৌজো (সা)-র নিকটে অনুমতি চাইতে জাগলো। যাও বর্দমা উরিধিত আসাতে وَلَمْ يَرْجِعْ إِلَيْهِ مَنْ تَوَلَّ ! বাক্যে রয়েছে।

এখন সুজকেতের অবহা ছিল এই যে, পরিষ্কার দরজন আজ্ঞামণকারী সংস্কৰিত বাহিনী অভ্যন্তরে প্রবেশ করতে সক্ষয হচ্ছিল না। এর অপর প্রান্তে মুসলিম সৈন্য অবহান করহিল। সর্বকগ উত্তরের মাঝে তীর নিকেপ অবস্থাত ছিল। এ অবহানই আম একজাম কেটে যাও—খোজাখুজি তাগ্য বিধারিত কেন সুজ ও হচ্ছিল না—আজার কখনো নিশ্চিতে শঁকায়ত্ত খাবাও যাচ্ছিল না। দিবা-বাতি সর্বকগ রসূলুল্লাহ্ (সা) ও সাহারায়ে কিরায় পরিষ্কা প্রান্তে অবহান করে এর রক্ষণাবেক্ষণ কর্তৃ নিমোজিত ধীকচেন যদিও রসূলুল্লাহ্ (সা) অয়ত্তও এই প্রাণক্ষতকর পরিপ্রয় ও সুষ্ঠখ-কল্পে শরীক হিজেন, কিন্ত সমস্ত সাহারারে কিরায়ের চরম উবেগ ও উৎকর্তার মাঝে কালাতিগাত নবীজীর পকে সরিশেষ পীড়াদায়ক ছিল।

রসূলুল্লাহ্ একটি সুজ কৌশল : হয়ুর (সা) এ কথা জানতে পেরেছিলেন যে, পাতকান পোজপতি খাবারের কলাম ও খেজুরের জোতে এসব ইহুদীর সাথে সুজ অল্পপ্রহণ করেছে। তিনি বনু ফ্রান্তকানের অপর দুটি পোজপতি উঁরাইনা বিন হাসান ও আবুল হারিস বিন আবরের নিকটে সৃত যাবক্ষত প্রস্তাৱ পাঠাইন যে, তোমরা যদি বীর সহচরবৃন্দসহ সুজকেত হেঢ়ে চলে যাও তবে তোমাদেরকে যদৌনাম উৎপন্ন করেন

এক-ত্রীয়াৎ প্রদান করা হবে। এ প্রস্তরে কথাবার্তা চলছিল। এ প্রস্তাবে উভয় নেতৃ সম্মতিও প্রদান করেছিল—তৃতীয়পত্র আকরিত হয় হয় তাৰ। ফিল রসুলুল্লাহ্ (সা) তাঁৰ অঙ্গ্যাস মুত্তাবিক এ ব্যাপকে সাহাবায়ে কিরামের সাথে পরামর্শ কৰায় সিঙ্গান্ত নিজেন। আউস ও ধৰ্মৱাচ গোষ্ঠীয়ের দুই বৰেণ্য নেতৃ—হয়ত সাম্ম হিন আৱায় ও সাম্ম হিন ওবাদাহকে ডেকে তাঁদেৱ সাথে পৰামৰ্শ কৰাজেন।

হয়ত সাম্ম (রা)—এৱ ঈশ্বানী জোশঃ উভয় নেতৃই আৱশ্য কৰাজেন যে, ইমূৰ, আপনি যদি এ কাজ কৰতে আল্লাহ্ পাক কৰ্তৃক আদিষ্ট হয়ে থাকেন, তবে আমদেৱ কিছু বলাব যোই—তা যেনে নেব। অন্যথায় বলুন এটা কি আগনীয় আভাবিক মত না আমদেৱকে পৰিবেশ ও কায়জেশ থেকে অব্যাহতি দেওয়াৰ জন্য এৱপ চিন্তা কৰাজেন?

রসুলুল্লাহ্ (সা) ইৱশাদ কৰাজেন যে, এটা বিধাতাৰ নিৰ্দেশও নয় বা আমাৰ বাস্তিপত্র আভাবিক ইচ্ছাও এৱপ নয় বৰং তোমাদেৱ দুঃখকল্পের কথা বিবেচনা কৰে এ পথে অপসৰ হচ্ছি। কেননা তোমৰা সকল দিক থেকে পৰিবেচিষ্ট। আমি এই পদক্ষেপেৰ মাধ্যমে অনতিবিলম্বে বিপক্ষদেৱেৰ শক্তি ডেখে দেওয়াৰ পৰিকল্পনা কৰেছি। হয়ত সাম্ম (রা) আৱশ্য কৰাজেন—হে আল্লাহ্ র রসুল!—আমৰা যে সময়ে প্রতিমা পুজাবী হিজাম—মহান আল্লাহকে চিনতাম না—তাঁৰ উপাসনা আল্লাখাও কৰতাম না—সে সময়েও এ নগৱেৱ এসব জোক এ শহৰেৱ কোন ক্ষণেৱ একাটি দানা পৰ্যন্ত লাভেৱ আশা প্ৰকাশ কৰতে সাহস গেত না। অবশ্য যদি না তাৰা আমদেৱ যেহেয়ান হয়ে আসত এবং মেহমান হিসাৰে তাঁদেৱকে থাইয়ে দিতাম—অধৰা খন্দিদ কৰে মিষ্ট। আজি অধৰ আল্লাহ্ পাক যেহেয়ানীগুৰুক তাঁৰ পৰিচয় প্ৰদান কৰে ধন্য কৰেছেন এবং ইসলামে দীক্ষিত হওয়াৰ সম্মানে তৃষ্ণিত কৰেছেন, তবে এখন কি আমৰা তাঁদেৱকে আমদেৱ কষ্ট-মূল ও ধনসংশয় তৃতীয় মাধ্যমে দিয়ে দেব। তাঁদেৱ সাথে আমদেৱ তৃতীয় হওয়াৰ কোন প্ৰয়োজন নেই। আবৰা তাঁদেৱকে তৱৰান্নিয় আঘাত আভাস অন্য কিছুই দেব না। যতদিন পৰ্যন্ত আল্লাহ্ তা'আলা আমদেৱ ও তাঁদেৱ মাঝে চূড়ান্ত কল্পসালা না কৰে দেন।

রসুলুল্লাহ্ (সা) হয়ত সাম্মেৰ সুন্দৰ মনোবল ও ঈশ্বানী যৰ্যাদাবৰ্য দেখে নিজেৰ মত পৰিত্যাগ কৰে ইৱশাদ কৰাজেন যে, তোমাদেৱ ইচ্ছা—যা তাৰ তাই কৰতে পাৰ। হয়ত সাম্ম (রা) তাঁদেৱ নিকট থেকে সুলেহনামাৰ কাগজগত নিয়ে উহার জোখা বুছে বিজীৰ কৰে দেন। কেননা এ পৰ্যন্ত তা আকৰিত হৱানি। পাঞ্চকান গোষ্ঠ-পতি হারিস ও উমাইনা—আৱা সকিৰ জন্য প্ৰস্তুত হয়ে মজলিসে প্ৰেছিল, সাহাবায়ে কিৱাবেৱ লৌহবীৰ্য ও সুন্দৰ মনোবল দেখে কৃতিত হয়ে গেল এবং অনে দোসুল্লামান হয়ে পড়তো।

আহত হওয়াৰ পৰ হয়ত সাম্ম হিন আ'আবেৱ দোয়াঃ এদিকে পৰিষ্ঠাৰ উভয় দিক থেকে পাথৰ ও তীব্ৰ মিক্কেপেৰ ধাৰা অবিবাদ চলছিল। হয়ত সাম্ম হিন আ'আব যাহিজাগণেৰ জন্য সংৰক্ষিত বনী হারেসীৰ ছাউনিতে তাঁৰ মাঝেৰ নিকটে থান।

হস্তরাত আজেশা (রা) করবাব যে, আমিও সে সময় এ ছাউনিলে হিজাব। শুধু পর্যট নামাদের জন্য গর্ভী করার আস্ত আবিষ্ট হয়েনি। আমি হস্তরাত সাদকে একটি হাউট বর্ম পরিহিত অবস্থায় দেখতে পেয়াম—যার মধ্য থেকে তাঁর হাত বের হয়ে পড়ছিল এবং তাঁর মা তাঁকে বলেছিলেন যে, অস্তিসহ রসুলুল্লাহ (সা)-র পাশে চলে যাও। আবি তাঁর মাকে বলেছাম যে, বর্ষটা আরও কিছুটা বড় হলে তাঁর হতো। তাঁর বর্ম বহিকৃত হাত-গা আছে ও কত হওয়ার আশকা আছে। মা বলেছিল, কোন কষ্ট নেই। আজাহ মা করতে চান তা অবশ্যই বাস্তবান্বিত হবে।

হস্তরাত সাদ বিন মাঝার (রা) সৈনাদের ঘাবে প্রবেশ করার পর তৌরিষিক হন। তাঁর একটি উরুচুম্বী রূপ কেটে আছে। অঙ্গপর সাদ (রা) এই দোজা করেন, যে আজাহ। শুধিষাতে রসুলুল্লাহ (সা)-র বিকলে যদি কুরাইশদের আরো কোন আক্রমণ নির্বাচিত থেকে থাকে, তবে তাঁর জন্য আমাকে জীবন্ত রাখুন। কেননা এটাই আমার একাত্ত কামনা যে, আমি সে সম্মানের বিকলে মুক্ত করব, যারা নবীজীর প্রতি নামাত্তাবে নির্বাক্তন করেছে—মাত্তুমি থেকে বিহিত করে দিয়েছে—এবং তাঁর আদর্শকে মিথ্যা বলে আখ্যায়িত করেছে। আর যদি আগনীর জানা যাতে এ মুক্তের ধীরা সমাপ্ত হয়ে পিয়ে থাকে, তবে আমাকে আগনি শহীদী মৃত্যু প্রদান করুন। কিন্তু যে পর্যট বন কুরাইশার বিহাসবাতকভাব প্রতিশোধ প্রহর করে আমার চোখ শীতল না হয় সে পর্যট যেন আমার মৃত্যু না হয়।

আজাহ পাক তাঁর দোজাই প্রথম করেছেন।—আজাহাবের এ মুজকেই কাফিরদের সর্বশেষ আক্রমণে পরিষ্কৃত করেন। এরপর থেকেই মুসলিমদের বিজয়াতিবানের সূচনা হয়—প্রথমে খাসবাবীর, অঙ্গপর মক্কা মুক্তিরামাহ, এবং এরপর অন্যান্য দেশ ও নথের অধিকারস্তুত হয়; এবং বন কুরাইশার ঘটনা বা পরবর্তী পর্যায়ে বিগত হয়েছে যে তাদেরকে বদ্দী করে আনা হয়; এবং তাদের ব্যাপারে মীমাংসার তাঁর হস্তরাত মাঝার (রা)-এর উপর ন্যূন হয়। তাঁর মীমাংসানুবাদী এদের মুক্তক ত্রেণীকে হত্যা করা হবে এবং নারী ও বাঙকদেরকে বদ্দী করে রাখা হবে।

আজাহাবের এই ঘটনাকালে সাহাবারে কিমাম ও রসুলুল্লাহ (সা) সালারাত পরিষ্কা দেখাশোনা করতেন। কোন সময় বিপ্রাদের জন্য কপিকের তরে শরন করাণো কোন দিক থেকে কৌণ্ডন হষ্টপোতের আঙ্গাস পেজেই অঙ্গসজ্জিত হয়ে মরানে চলে আসতেন। উচ্চমুক মু'মিনীন হস্তরাত উচ্চম সামাজ (রা) ইরশাদ করেছেন যে, একই রাতে কয়েকবার এমন মত যে, তিনি কপিক বিপ্রাদের জন্য তপুরীক আনতেন এবং কোন সময় কখন তৎক্ষণাত বাইরে চলে হেস্তেন। অস্মার ক্ষেত্রে এসে আরামের জন্য শহীদ আনিকটা গাজাগাতেন, পুনরাবৃত্তে কোন শব্দ পেরেই বাইরে তপুরীক নিষ্ঠেন।

উচ্চমুক মু'মিনীন হস্তরাত উচ্চম সামাজ (রা) বলেন যে, আমি অনেক মুজে—মধ্য খাম্বাতের মুজ, হোদাবৰিয়া, মক্কা বিজয়, হনাফনের মুজের সময় রসুলুল্লাহ (সা)-র সংগে হিজাব, কিন্তু তিনি অন্য কোন মুজে অস্মকের (পরিষ্কাৰ) মুজের ন্যায় এত মুখ

কল্পের সম্বুদ্ধীম হন নি । এ কৃতে শুসমানরা নামাত্তাবে কল্প-বিকল্প ইত্য—প্রচল
শীতের কারণে ভৌমিষ অঙ্গগা পোষাত্তে হত । তদুপরি খাওয়া-দাওয়ার প্রব্যাসাম্পীও ছিল
একেবারেই অপর্যাপ্ত ।—(মাহাবী)

এই দিনাদে রসুজুল্লাহর চার গুরুত্বপূর্ণ নামাব কোরা হয়ে আছে । একদিন বিগত
কাফিররা হির করান যে, তারা একবার সকলে সমবেতভাবে আক্রমণ করে কোন
অকারে পরিষ্ঠা অতিক্রম করে সম্মুখে অপ্রসর হবে । এরপ হির করে শুসমানদের
উপর প্রচল ও নির্মম আক্রমণ চালাব এবং সর্বত্র ব্যাপকভাবে তৌর নিজেগ করতে
থাকে । এ বিষয়ে রসুজুল্লাহ (সা) ও সাহাবারে কিরামকে সামাদিন এত বেশি ব্যক্ত
থাকতে হয় যে, নামাব গঢ়ার পর্বত সুখেগ পান নি । সুতরাং ইশার সময় চার গুরুত্ব
নামাব ও কল্প সাথে গড়লেন ।

রসুজুল্লাহ (সা)-র সোবাব : অথব দুটুখ-বাঞ্ছা দৃষ্টাত পর্বারে দৌহে, তথব মহীজী
সম্মিলিত কাফির আহিনীর পরাজয় ও পশ্চাদপসরণ এবং শুসমানদের বিজয়ের অন্য
অসংজয়ে কাতুবের ভিত্তিরে সোব, যৎক্ষণ ও বৃথ—একধারে এই তিনদিন বিয়ামহীন-
তাবে দোরা করতে থাকেন । তৃতীয় দিন যোহর ও আসন্নের আবাসাবি সময়ে দোরা
ক্ষয়ুন হয় । রসুজুল্লাহ (সা) সহসা বদনে গ্রন্থজাতিতে সাহাবায়ে কিরামের নিকটে শুশ্রাব
এনে বিজয়ের শুস্বাদ প্রদান করেন । সাহাবারে কিরাম বলেন যে, এর পর ধেকে
কোন শুসমানদের কোন প্রকারের বল্ট হয়নি ।—(মাহাবী)

আবশ্য : বিজয়ের আধ্যাত্ম এবং শুসমানদের আহিপ্রকাশের সূচনা : পাতকান
থেকে হিজ শারুপকের প্রতির অন্যত্য প্রধান উৎস । আজ্ঞাহ তাঁজাজা তাঁর অসীম
বুদ্ধরত এ মোক্ষজূত ‘নুরাইম বিন আসুদ’ নামক অনেক কাফির অক্তর শৈয়ানের আলোকে
উত্তুসিত করে দেন । ভিন্ন ইব্রাহিম (সা)-এর খিদমতে উপস্থিত হয়ে ইসলামে দীক্ষিত
হওয়ামু কথা প্রকাশ করেন এবং বলেন যে, এখনো আবার গোরের কেউ আমার
ইসলাম প্রহণের কথা জানতে পারেনি—এখন আমাকে মেহেরবানী করে বলে দিন যে,
আমি এ পর্যায়ে ইসলামের কি বিদ্যত করতে পারি । রসুজুল্লাহ (সা) বলেন যে,
তুমি একা মারুব—এখনে বিশেষ কিছু করতে সক্ষম হবে না । নিজ সম্মানে কিরে
গিয়ে তাদের কাবে অবস্থান করেই ইসলামের স্বার্থে আ সক্ষম হবে তাই কর । নুরাইম
(রা) অভ্যন্ত বিচক্ষণ ও প্রকাশন বাজিত ছিলেন । মনে মনে এক পরিকল্পনা প্রাপ্ত করে
প্র-গোলোফেদের মাঝে গিয়ে রা ভাজ বিবেচিত হয় তাই বলা ও করার অনুমতি চাইলেন ।
হস্তুর (সা) তাঁকে অনুমতি দিলেন ।

বনু কুরাইয়ার সাথে নুরাইমের অরকার দুগ ধেকেই নিখিত সমর্ক হিল ।
তাদের নিকট গিয়ে তিনি বলেন—হে বনু কুরাইয়া ! তোমরা তাজতাবেই জান যে,
আমি তোমাদের বহ পুরাত্ম বলু । তারা ধীকৃতি তোগন করে বলে, আপনার বকুল
ও কলাগোবু সম্পর্কে আবাদের বিদ্যুত্ত সন্দেহ নেই । অভ্যন্ত হস্তরত নুরাইম (রা)
বনু কুরাইয়ারান্তু বলকে নিষ্ঠাত উপদেশগুর্গ ও কলাপ কাহনাব সুরে বিকেস করলেন

যে, তোমরা সবাই জান যে, যুক্তির কুরায়ল হোক বা আমাদের পাত্রকান গোর মহাক বা অন্যান্য ইছদী গোত্র হোক—এদের কারো মাত্রভূতি বা দেশ এটা নয়। যদি ভাস্তা পরাজিত হয়ে পালিয়ে যায় তবে তাদের কোন কষ্ট নেই, কিন্তু তোমাদের ব্যাপারটা তাদের থেকে সম্পূর্ণ অস্তত, যদীবা তোমাদের মাত্রভূতি, তোমাদের পরিবার-পরিজন, ধর্মসম্পদ সবই এখানে। যদি তোমরা তাদের পক্ষ নিয়ে যুক্তে অংশগ্রহণ কর—পরিপায়ে যদি এরা পরাজিত হয়ে পালিয়ে যায়, তবে তোমাদের কি গতি হবে? তোমরা মুসলিমানদের সাথে যুক্তাবিলা করে তিকে থাকতে পারবে কি? তাই আমি তোমাদের হিতাকাঙ্ক্ষী হয়ে এ পরামর্শ দিচ্ছি যে, যে পর্যন্ত এরা তাদের কিছুসংখ্যক বিশিষ্ট নেতৃত্বে তোমাদের নিকটে যিত্তিম হিসাবে না রাখে ততক্ষণ পর্যন্ত যুক্তে অংশগ্রহণ করো না—যাতে তারা তোমাদেরকে মুসলিমানদের যুদ্ধের ঠেলে দিয়ে পালিয়ে যেতে সক্ষম না হয়। তাঁর এ পরামর্শ বনু কুরায়ল বেশ বনঃগৃত হয়ে এবং অথবাগ্য মর্মাদা দিয়ে তারা বজাজ যে, আপনি উভয় পরামর্শ দিয়েছেন।

অঙ্গপর মুয়াইয় (রা) কুরায়ল দলগতিদের নিকটে থান এবং তাদের বজেন যে, আগনীরা জানেন যে, আমি আগনাদের আক্রিক বক্তু এবং মুহাম্মদ (সা)-এর সৎপে আমার কোন সম্পর্ক নেই। আমি একটা সংবাদ পেলাম—আগনাদের একান্ত সুহাদ বজে এ সম্পর্কে আগনাদেরকে অবহিত করা আমার বিশেষ কর্তব্য। অবশ্যই আগনীরা আমার নাম প্রকাশ করতে পারবেন না। সংবাদটি এই যে, বনু কুরায়ল আগনাদের সাথে চুক্তিবন্ধ হওয়ার পর এরাপ সিঙ্কান্তের জন্য তারা অনুত্পন্ন এবং তারা মুহাম্মদ (সা)-কে এ সম্পর্কে এই বজে অবহিত করে দিয়েছে যে, আগনীরা কুরায়ল ও পাত্রকান গোত্রের কষ্টগ্রস নেতৃত্বে এনে আগনাদের হাতে তুলে দেব আগনীরা তাদেরকে হত্যা করবেন, অঙ্গপর আমরা আগনাদের সাথে একচিত্ত হয়ে এদের বিরুদ্ধে যুক্তে অবশ্যীর্ণ হব। মুহাম্মদ (সা) তাদের এ প্রস্তাৱ শুন্ধণ করেছেন। এখন বনু কুরায়ল যিত্তিম হিসাবে আগনাদের কিছু সংখ্যক নেতৃত্বে তাদের নিকটে সমর্পণ করার জন্য দাবি পেশ করতে যাচ্ছে। এখন আগনাদের ব্যাপার—নিজেরা তাজতাৰে ভৈবেচিত্ত দেখুন।

অঙ্গপর মুয়াইয় (রা) নিজের গোত্র বনু পাত্রকানের নিকটে গোলেম এবং তাদের-কেও এ সংবাদই শোনালেন। এর সাথে সাথেই আবু সুফিয়ান কুরায়লদের পক্ষ থেকে ইকরামা বিন আবু জেহেলকে এবং বনু পাত্রকানের পক্ষ থেকে ওয়াবুকা বিন পাত্রকানকে এ কাজের জন্য নিযুক্ত করলো যে, তারা বনু কোরায়ল বেশ নিকটে পিলে একথা বলবে যে, আমাদের যুক্তোপকরণ নিঃশেষ হওয়ার পথে এবং আমাদের মোক অবিরাম যুক্তের কারণে ক্লান্ত ও বিরুদ্ধসাহিত হয়ে গড়ছে—আমরা চুক্তি অনুসারে আগনাদের সাহায্য ও যুক্তে অংশগ্রহণের জন্য প্রতীকৃত। উভয়ে বনু কোরায়ল বজাল, যে পর্যন্ত তোমাদের উভয় গোত্রে কিছু সংখ্যক নেতৃত্বে যিত্তিম হিসাবে আমাদের হাতে সমর্পণ না করা হবে ততক্ষণ পর্যন্ত আমরা যুক্তে অংশগ্রহণ করবো না। ইকরামা ও ওয়াবুকা এ সংবাদ আবু সুফিয়ানের নিকটে গেছালে পর পাত্রকান ও কুরায়ল নেতৃত্বে পূর্ণতাৰে

বিজ্ঞাস করেননো হৈ, নুরাইয় বিন মাসুদ (রা)-এর প্রদত্ত সংবাদ অস্থৰ্গ ত্রিক। তারা বল্ল
কুরাইয়াবার বিকট সংবাদ পাঠিয়ে দিল হৈ, আবাদের কোম জোক অপনাদের হাতে
সমর্পণ করা আবে না। এখন আমে চাইছে আপনারী আবাদের সাথে শুকে অংশগ্রহণ
করুন আর না চাইছে না করুন। এ অবস্থা দেখে হস্তক্ষেত্র নুরাইয় প্রদত্ত সংবাদের
উপর বল্ল কুরাইয়াবার বিজ্ঞাস আরো দৃঢ় ও ঘনীভূত হচ্ছ। এজগতাবে আবাহ্ শত্
পক্ষের এক ব্যক্তির আধায়ে তাদের পরম্পরার যথে বিজেদ ও ধূম বোৰাবুৰি সৃষ্টি
করে তাদেরকে বিছিন্ন ও দৰ্শন করে দেন।

ଅର୍ଥାଏ ଅନ୍ତପରୁ ଆଖି ଭାଦେର ଉପର ଦିଯେ ପ୍ରଚାଣ ବାମ୍ବୁ ପ୍ରବାହିତ କରେ ଦେଇ ଏବଂ ଏବନ ଏକ ସୈନ୍ୟବାହିନୀ ପାଠିରେ ଦେଇ, ଯା ଭୋବାଦେର ଦୃଷ୍ଟିଗୋଚର ହିଲ ନା । ଏର ଫଳେ ଭାଦେର ପକ୍ଷ ପାଞ୍ଜିରେ ଶୀଘ୍ରା ସ୍ଥାନୀୟ ଅନ୍ୟ କୋନ ପଥ ହିଲ ନା ।

ইতিবৰ্ত জ্যোতির্কা (রা)-র শত্ৰু সৈন্যের মাঝে সঞ্চল ও ধৰণৰ নিয়ে আসাৰ অটোঁ :
অপৰ দিকে রসুলুজ্জাহ্ (সা)-ৰ নিকট হষৱৰত মুয়াইহ (রা) অনুসৃত ভূমিকা ও কাৰ্য
বিবৰণ এবং শত্ৰু বাহিনীৰ মাঝে বিভেদ সৃষ্টিজনিত ঘটনাবলীৰ সংবাদ পৌছালে পৱ
ত্তিনি নিজেদেৱ কোন মোক পাঠিয়ে শত্ৰুপক্ষেৰ অবস্থা ও ভাদৰেৰ গতিবিধি সম্পর্কে
সঠিক তথ্য সংগ্ৰহেৰ পৰিকল্পনা প্ৰণগ কৰেন। কিন্তু শত্ৰুদেৱ উদ্দেশে প্ৰেৰিত সেই
প্ৰচণ্ড হিম বাহুৰ প্ৰভাৱ সংযোগ মৌলিক উপৰ ছড়িয়ে পড়েছিল। মুসলিমানগণও এই
ঠিকায় কান্তিৰ হয়ে পড়েন। রাখিকাঙ সাহাবায়ে ক্ৰিয়াম সারাদিনেৰ কঠোৱ পৰিপ্ৰম
ও শত্ৰুৰ যুক্তিবিলোয় কলে জ্ঞান ও অবসম শৰীৰেৰ প্ৰচণ্ড শৌড়েৰ দক্ষতাৰ জড়সড় হয়ে
বসে আছেন। সমৰেষ্ট অনুযোৱাকৈ সংযোধন কৰে রসুলুজ্জাহ্ (সা) বললেন যে,
শত্ৰুপক্ষেৰ অধ্য থেকে তথ্য সংগ্ৰহেৰ উদ্দেশ্যে কেউ যাওয়াৰ জন্য প্ৰতৰ আছে কি,
যাই বিনিয়মে আজ্ঞাহ্ পাক তাকে জামাত প্ৰদান কৰাৰেন, উৎসৱিত প্ৰাণ সাহাবায়ে
ক্ৰিয়াম (রা)-এৰ সমাৰেশ—কিন্তু অবস্থা এমন অপোৱক কৰে রেখেছিল যে, কেউ
দীঢ়াতে সাহস পালিয়েন না। রসুলুজ্জাহ্ (সা) নামাযে আৰুনিৰোগ কৰামেন। কিন্তুকৃপ
জ্যোতিৰ্কা জিষ্ঠ ধৰাকাৰ পৱ আৰাৰ অনুমতোকৈ সংযোধন কৰে বললেন : শত্ৰু সৈন্যদেৱ
অধ্য থেকে তথ্য সংগ্ৰহেৰ উদ্দেশ্যে রাওয়ানা কৰাৰ জন্য দীঢ়াতে পারে এমন
কেক্ষ আছে কি ?—প্ৰতিদানে আজ্ঞাহ্ পাক তাকে বেহেশতে প্ৰাৰ্বেশ কৰাৰেন ; এবাৰ

খোঁটা সহাবেশ সম্পূর্ণ নিষ্ঠায় । কেউ দীঢ়াজেন না । হযুর (সা) আবার নামাদে দীঢ়াজেন, থাবিকষ্টা পরে ভৃত্যবাস্তু একই রূপ সঞ্চালন করাজেন, যে এ কাজ করবে সে আমার সাথে হেহেশতে অবস্থান করবে । কিন্তু সববেত জনমগুলী সারাদিনের প্রাপ্তিকর পরিবেশ, উপরের প্রচণ্ড শীত এবং ফলের বেজা থেকে অকুণ্ড ধাকার দরজন এখন কাটর ও অবসর হবে পাঢ়েছিলেন যে, কেউ সাহসে ডর করে দীঢ়াতে পার-
হিলেন না ।

যাদীসের বর্ণনাকারী ইবরত হোয়ারকা বিন ইয়ায়ান (রা) বলেন : অতপর রহস্যুরাহ (সা) আমার নাম ধরে বললেন যে, তুমি বাও । আমার অবস্থাও অন্য সকলের মতই হিল । কিন্তু নাম ধরে আদেশ করার দরজন ছা পাজন করা বাস্তীত কোন উপায় ছিল না ।—আমি দীঢ়িয়ে পড়জাম, কিন্তু প্রচণ্ড শীতে আমার শরীর ধরার ক্ষমতা করে কঁপছিল । তিনি তাঁর হাত আমার মাথা ও মুখমণ্ডলে বুজিয়ে বললেন—সত্ত্ব সেনাদের মাঝে দিয়ে কেবল সংবাদটা নিয়ে আমাকে দেখে এবং আমার নিকট কিয়ে আসার আগে আমা কোন কাজ করতে পারবে না । অতপর তিনি আমার নিরাপত্তার অম্য দোরা করাজেন । আমি তাঁর-খনুক তুঙে নিয়ে সময় সঞ্চার সঞ্জিত হবে সত্ত্ব শিবির অভিমুখে ঝওয়ানা করামায় ।

এখান থেকে ঝওয়ানার পর এক বিল্পনকর ঘটনা দেখতে পেয়ায় । তাঁরুল্লে অবস্থানকালে শরীরে যে কল্পন ছিল, তা বল হয়ে গেল । আর আমি এমনভাবে চলতে ছিলাম যেন কোন পরৱ পোস্তাধানার ডেতরে আছি । এভাবে আমি শত্রু সেনাদের মাঝে পৌঁছে দেজাম । দেখতে পেজাম যে, বাঢ়ে তাদের তাঁরু উৎপাতিত হয়ে গেছে—ধৌঢ়িপাতিজ উচ্চে পড়ে আছে । আবু সুফিয়ান আজমের পাশে বাস তাপ নিছিল । তাকে একপ অবস্থার দেখে আবি সৌয়-খনুক প্রস্তুত করতে উদ্যত হলাম । এবং সময় হযুরের সে আদেশ স্মরণ পড়ল যে, ওখান থেকে কিরে আসার আগে আমা কোন কাজ করবে না । আবু সুফিয়ান একেবারে আমার মাগাজের মধ্যে ছিল । কিন্তু হযুরের কল্পনামের পরিপ্রেক্ষিতে তাঁর খনুক থেকে বিছিন করে কেজাম । আবু সুফিয়ান অবস্থা বেগতিক দেখে কিরে ঝাওয়ার শর্ম ঘোষণা মিলে চাহিল । কিন্তু এ সম্পর্কে রিতিম করের দারিদ্র্যশীল বাস্তিবর্ণের সাথে পর্যামর্শের প্লারোজন ছিল । নিখর নিষ্ঠায় পঢ়ীর অক্ষবারাজুর রাতিতে তাদের মাঝে কোন উপত্রচর অবস্থান করে তাদের সিঙ্গাত জেনে নিতে পারে এখন অশংকাও ছিল । তাই আবু সুফিয়ান একপ হাসিয়ারি প্রদান করাজেন যে, কথাবার্তা আবৃত্ত করার পূর্বে উপরিত জনমগুলীর প্রত্যেকে যেন নিজের সম্মুখবর্তী জোককে চিনে নেৰ—যাতে বহিরাগত কোন জোক আমাদের পরামর্শ কুন্ডে না পার ।

হযুরত হোয়াজজম (রা) বলেন : এখন আমি শুধু শুণতে জাগাজাম যে, যদি আমার অশুধুবর্তী জোক আমার পরিচর জিজেস করে তবে হয়ত আমি ধোঁ পড়ে যাব । তাই তিনি অভ্যন্ত বিচক্ষণতা ও সাহসিকতার সাথে নিজে অশ্রদ্ধী হয়ে নিজের

সম্মুখে আকৃতির হাতের উপর হাত রেখে জিজেস করলেন বৈ, কুমি কে ? সে বলল, আম্চর ! কুমি আমাকে টিনতে পাছ না, আমি অমুকের হেজে অমুক—সে হাওয়ারিম গোমের জোক হিল। আরাহ পাক এস্তারে হবরত হোয়ারকা (রা)-কে পরু হাতে যদী হওয়া থেকে রক্ত করলেন।

আবু সুফিয়ান ইখন এ সম্বর্কে হির নিশ্চিত হলেন যে, সমাজের ভাসের নিষ্ঠা জাকদেরই—অগর কেউ নেই, তখন তিনি উবেগজনক অবহাবলী, বন্দু কোরাম্বার বিশ্বাসবাতুকতা ও মুক্ত সাধনী নিঃশেষ হয়ে যাওয়া সংরিষ্ট ঘটনাবলী বিবৃত করে বলেন বৈ, আমার মতে এখন আমাদের সকলের ক্ষেত্রে যাওয়া উচিত। আমিও ক্ষেত্রে চল্ছি। একস্থানে বলার সাথে সাথেই সৈন্যদের মাঝে পাঞ্জাব পাঞ্জাব রব গড়ে গেল এবং সবাই ক্ষেত্রে চল্লমো।

হবরত হোয়ারকা (রা) বলেন বৈ, আমি যখন এখনাইথেকে ক্ষেত্রে যাওয়ানা করলাম, তখন এমন মনে হচ্ছিল যেন আমার আশেপাশেই কোন গরম গোসজাখানা আমাকে ঠাণ্ডা থেকে বাঁচিবে রাখবে। ক্ষেত্রে পিসে হৃত্ব (সা)-কে নামায়ন্ত দেখতে পেলাম। সামায কেরামোর পর আমি তাঁর বিকল্প সমস্ত ঘটনা বর্ণনা করার পর তিনি আমলে হেসে কেললেন। এমনকি রাতের আধারেও তাঁর নাংকুলজো চমকে উঠছিল। অতপর রসুলুল্লাহ (সা) আমাকে তাঁর পারের দিকে আন করে দিয়ে তাঁর পারে জড়মো চান্দরের কুকাই আমার পাসের উপর অভিযান দিলেন। আমি দুয়িত্বে পঞ্জাব। যখন ক্ষেত্রে হবে দেল তখন তিনি আমাকে এই বলে সজাপ করলেন—**فَمَا دُوْلَةٌ لَّا تَأْتِي مَنْ يَرِيدُ**।

আলামীতে কাফিলদের অন্তর্বর্তী ক্ষেত্রে যাওয়ার সুসংযোগ । বুধারী লক্ষ্মীকে হবরত সুলামান বিন সারাদ (রা) থেকে বলিত আছে বৈ, আহমাদ ক্ষেত্রে যাওয়ার পর রসুলুল্লাহ (সা) করমান । **وَلَا يَقْرُبُنَّ فَنَّا نَذَنْ نَسْلِهِ لِلْمَكْرِي** । এখন থেকে আমরাই আক্রমণ চালাবো, ওরা আক্রমণ করলে আর সাহসী হবে না। অদূর উভয়স্থলে আমরা ভাসের দেশে পৌছে যাব এবং অধিকার প্রতিষ্ঠা করব। এরাপ ইত্তেবাস ক্ষেত্রে পর রসুলুল্লাহ (সা) সাহমানের কিম্বায় (রা)-সহ যদীনাস্ত কিম্বল আসেন এবং সুদীর্ঘ একমাস পর তাঁরা নিরত হন।

প্রশিখানবোগ বিবর । হবরত হোয়ারকা (রা)-সংরিষ্ট এ ঘটনা সুসজিয় লক্ষ্মীকে বলিত আছে। ঘটনাটি বিশেষভাবে শিক্ষাপ্রদ।—নামাবিধ উপদেশবলী এবং রসুলুল্লাহ (সা)-র বেশ কিছুসংখ্যক সুজিয়া এবং অত্যন্ত জু রয়েছে। চিক্ষাশীক সুধীবর্ণ নিজেই তা অনুধাবন করে নিতে পারবেন—বিশ্বাসিত্বাবে জোরাবল নেই।

বন্দু কুরাম্বার মুক্ত । রসুলুল্লাহ (সা) এবং সাহমানের কিম্বায় যদীনাস সৈন্যদের পর পরই হঠাৎ করে জিবরায়িজ (আ) হবরত মাহুইয়াকে তাঙ্গুরীর আকৃতি ধারণ করে

তৃষ্ণামুখ আনেন এবং যখেন যে, যদিও আগমনারা অস্ত্র-সজ্ঞ থুলে রেখে দিয়েছেন—
কেরেলভাগণ কিন্তু তাদের অস্ত্র সংরক্ষণ করেন নি। আরাহু পীক আগমনাদেরকে হমী
কোরাময় উপর আক্রমণ করতে হকুম করেছেন এবং আমি আগমনাদের আগে আসে
সেখানে যাচ্ছি।

রসুলুল্লাহ্ তাঁর এ নির্দেশ মদীনাবাসীদের মাঝে প্রচার করে দেওয়ার জন্য আনেক
সাহাবী (রা)-কে প্রেরণ করেন যে **يَصْلِينَ أَحْدَنَ الْعَصْرِ إِلَّا فِي قُرْبَىٰ**
অর্থাৎ কোরাময় পোরে না পৌছে তোমাদের কেউ যেন আসরের নামায না পড়ে।

সহজ সাহাবায়ে কিমাম তৎক্ষণাতে বিত্তীর জিহাদের জন্য প্রস্তুত হয়ে বনু
কোরাময় অভিযুক্ত রওয়ানা করেন। রাস্তায় আসরের সময় হলে পর কিন্তু সংখ্যাক
সাহাবারে কিমাম নবীজীরঞ্জনাহিক নির্দেশ মুভাবিক আসরের নামায আদায় করলেন
না বরং নির্দিষ্ট ইল বনু কোরাময় পর্যন্ত পৌছে আদায় করলেন। আরাহু কঠক
সাহাবী এরপ মান করলেন যে, হৃষুর (সা)-এর উদ্দেশ্য আসরের সময় থাকলে থাকতে
বনু কোরাময় পৌছে যাওয়া। সুভ্রাতাং আমরা যদি পথে নামায আদায় করে আসরের
সময় থাকতে থাকতেই সেখানে পৌছে যাই তবে হৃষুরের হকুম আদায় করা হবে না।
তাই তারা আসরের নামায যথাসময়ে পথিয়াধৈই আদায় করে নিজেন।

পরলোক বিরোধী সত্ত পৌরুণকারীর কোন লক্ষণ দেখী নয় বলে কেউই তৎসনা
পাওয়ার হোগা নন। রসুলুল্লাহ্ (সা) সাহাবায়ে কিমামের এই বিপরীতমূল্য কার্যকলায়
গ্রহণ সম্পর্কে অবহিত হওয়ার পর কোন পক্ষকেও তৎসনা করেন নি। উভয় পক্ষই
সঠিক পথই বলে সাধারণ করেন। তাই বিলিঙ্ক উলামায়ে কিমাম এই মুলুকী
বের করেছেন যে, শারী প্রকৃত মুজতাহিদ এবং শাদের ইজতিহাদের সভিকার যোগাযো
গেরে তাদের বিপরীতমূল্য মনোযোগের কোনটাই তার ও অপকৃষ্ট বলে মন্তব্য করা
চলে না। উভয় পক্ষই নিজ নিজ ইজতিহাদানুযায়ী কাজ করলেও সওয়াবের অধিকারী
হবেন।

বনু কুরাময় উদ্দেশ্য জিহাদের জন্য বের হওয়ার কাজে রসুলুল্লাহ্ (আ)
পতাকা হস্তরত আলী (রা)-কে প্রদান করেন। বনু কুরাময় রসুলুল্লাহ্ (সা) ও সাহা-
বারে কিমামের আগমন সংবাদ পেয়ে সুরক্ষিত দুর্বে জাপ্ত নেন। মুসলিম বাহিনী
ও মুর্গ অবরোধ করেন।

কুরাময় পৌরুণতি কাঁবের বর্তুল : কুরাময় পৌরুণতি কাঁব—যে নবীজীর
সাথে বিবাসযাতকৃতা করে আহ্বাবের সাথে দৃতিবজ্জ্বল হয়েছিল—সেই পরিপ্রেক্ষিতে পৌছের
সম্মুখে অবস্থার নাজুকতা বর্ণনার পর, তিন প্রকারের কার্যকলায় পথ করে :

(১) তোমরা সকলে ইসলাম ধর্ম প্রচল করে রসুলুল্লাহ্ (সা)-র অনুসারী হয়ে
যাও। কেবল আমি শপথ করে বলতে পারি যে, তিনি (সা) সত্ত্ব নবী—যা তোমরাও

আন এবং তোমাদের খর্বীয় প্রথ তওরাতেও সে সম্পর্কে ভবিষ্যতবাণী রয়েছে, তোমরা নিজেরাও তা পাঠ করেছ। যদি তোমরা এমন কর তবে ইহজগতে নিজেদের ধর্ম-প্রাণ ও সত্ত্বান-সন্ততিদেরকে রক্ষা করতে পারবে এবং তোমাদের পর্যবেক্ষণ উভ ও শান্তিময় হবে।

(২) অথবা তোমরা নিজেদের পুত্র-পরিজন ও জীবগনকে নিজ হাতে হত্যা করে বীর বিদ্রহে মৃত্যু করার পর নিজেদের প্রাণ বিসর্জন দাও।

(৩) তৃতীয় পথ এই যে, শনিবার যুসলিমানদের উপর অভিক্রিতভাবে আক্রমণ কর। কেবল যুসলিমানগণ জানে যে, আমাদের ধর্মে শনিবার মৃত্যু-বিপ্লব নিষিদ্ধ। তাই তারা সে দিন আমাদের সম্পর্কে সম্পূর্ণ নিশ্চিন্ত থাকবে। আমরা অভিক্রিতভাবে আক্রমণ করলে জম লাভের সমূহ সত্ত্বাবধি রয়েছে।

গোষ্ঠপতি কাঁবৈর পর গোজের সমষ্টি লোক জ্বাবে বলল যে, প্রথম প্রস্তাৱ—অর্থাৎ যুসলিমান হয়ে যাওয়াৰ কথা কল্পনাও কৰল্লা যাই না। কেননা আমৰা তওরাত ছেড়ে দিয়ে অন্য কোন প্রছেৱ উপর বিশ্঵াস ছাপন করতে পাৰি না। এখন রাইল খিলীয় প্রস্তাৱ, নারী ও শিশুৰা কি অগ্ৰাধ কৰেছে যে আমৰা তাদেৱকে হত্যা কৰিব। অবশিষ্ট তৃতীয় প্রস্তাৱ সম্পর্কে কথা হজ—ইহা ব্যয় তওরাতেৰ ইতুম ও আমাদেৱ ধৰ্ম-বিশ্বাসেৰ পৰিপন্থী। তাই এটাও আমৰা কৰতে পাৰি না।

অন্তপৰ সকলে এ ব্যাপারে একমত হল যে, রসুলুল্লাহ (সা)-ৰ সামনে অন্ত ছেড়ে দিয়ে তিনি যা কৰেন তাতেই রাষ্ট্রী থাকব। আমসারদেৱ মধ্যে যারা আউস গোৱড়ুত্ত ছিলেন—তাঁৰা প্রাচীন কোল থেকেই বনু কোরাফ্যার সাথে একটা মেঝেটুভিত্তে আবৃক্ষ ছিলেন। তাই আউস গোৱড়ুত্ত সাহাবারে কিৱায ইমুর (সা)-এৰ বিদ্যুতে আবৃম কৰলোন যে, তাদেৱকে আমাদেৱ দায়িত্বে ছেড়ে দিন। রসুলুল্লাহ (সা) ইৰশাদ কৰলোন যে, তোমাদেৱ ব্যাপার তোমাদেৱই এক মেতাৱ উপৰ ন্যস্ত কৰতে চাহিছ। তোমৰা এতে রাষ্ট্রী আহ কি-না? তারা এতে রাষ্ট্রী হয়ে পেজে পৱ নবীজী বজাজেন যে, তোমাদেৱ সে মেতা সা'আদ বিন মুয়াব—এৰ যৌবাংসার তাঁৰ আমি তাঁৰ উপৰ ন্যস্ত কৰছি। এ অজ্ঞাবে সবাই সত্ত্বাতি জানালো।

খন্দকেৱ মুছে হয়ৱত সা'আদ বিন মুয়াব (রা) বিশেষভাবে রক্ত-বিক্ষত হন। তাঁৰ সেবা-যোগেৱ অন্য রসুলুল্লাহ (সা) যসজিদে নবীৰ গভীতেই তাঁৰু টিনিয়ে দেন। রসুলুল্লাহ (সা)-ৰ নিৰ্দেশ ইৰাবীক বনু কোরাফ্যাতুত্ত কৰেদৈদেৱ যৌবাংসার তার হয়ৱত সা'আদ বিন মুয়াবেৰ উপৰ ছেড়ে দেওয়া হৈল। তিনি এদেৱ মধ্যে যারা শুব্রক বোজা রয়েছে, তাদেৱকে হত্যা কৰে দেওয়াৰ এবং নারী, শিশু ও বৃক্ষদেৱকে শুক্ৰবদ্ধীৰ মৰ্যাদা দেওয়াৰ রায় প্ৰদান কৰেন। ফলে এ সিঙ্কান্তেই কাৰ্যকৰ কৰা হৈল। এ রাষ্ট্র দেওয়াৰ অব্যাবহিত পৱেই হয়ৱত সা'আদ (রা)-এৰ ক্ষত থেকে রক্ত প্ৰবাহিত হাত দাগজ এবং এৰ ফলেই তিনি পৱলোক গমন কৰেন। আহার পাক তাঁৰ ছিমটি দোহাই কুণ্ড কৰৱেন। প্ৰথমত আগাৰীতে কুণ্ডাক্ষণ আৱ বেন রসুলুল্লাহ (সা)-ৰ উপৰ আক্রমণ

করতে সাহস না পারে। ধিতৌরত অনু কুরারয়া নিজেদের বিশ্বাসবান্ধবতার পাতি দেন পেরে যাই-য়া আজ্ঞাহৃ পাক তাঁর ঘাথয়েই বাত্তবারিত করেন। তৃতীয়ত তিনি শুভৈচার মৃদ্যু হত্য করেন।

যাদেরকে হত্যা করা সাধ্যত হলো তাদের ঘধ্যে কেউ কেউ যুসময়ান হয়ে যাওয়ার তাদেরকে মৃত্যি দেওয়া হজো। প্রসিদ্ধ সাহাবী আতিয়া কুরায়ী (রা)-ও এসের অন্যতম। হযরত মুবারের বিন বাত্তাও এসের অন্তর্ভুক্ত হিসেন। হযরত সাবেত বিন কারেস (রা) আ। হযরত (সা)-এর নিকট সরখাত করে এসেরকে মৃত্যুর ব্যবহা করেন। এর কারণ এই যে, অক্ষকার মুগে মুবারের বিন বাত্তা তার প্রতি এক বিশেষ অনুগ্রহ প্রদর্শন করেছিল। তা এই যে, অক্ষকার মুগে মুবারের মুক্ত হযরত সাবেত বিন কারেস (রা)- মুবারের বিন বাত্তার হাতে বদী হন। মুবারের তাঁকে হত্যা মা করে তার ঘাথয়া চূল কেটে মৃত্যি করে দেন।

অনুগ্রহের প্রতিসান এবং আক্তীর মর্মান্বোধের মুক্তি অনম্য ও বিস্ময়কর উদ্দেশ্য : হযরত সাবেত বিন কারেস মুবারের বিন বাত্তার মৃত্যুর নির্দেশ জাত করে তার নিকট নিয়ে বলেন যে, তুমি মুবারের মুক্ত আমার প্রতি যে অনুগ্রহ প্রদর্শন করেছিলে তারই প্রতিসান হিসাবে তোমার এই মৃত্যুর ব্যবহা করলাম। মুবারের বলজ যে, সজ্ঞাক্ষরণ অপর সজ্ঞাক্ষরণের প্রতি এয়াপ ব্যবহারই করে থাকে। কিন্তু একথা বল দেখি যে, যে বাক্তির পরিবার-পরিজন বেঁচে থাকবে না, তার বেঁচে থাকার সার্থকস্তা কি? একথা তুমে হযরত সাবেত বিন কারেস হস্তু (সা)-এর বিদ্যমতে গিয়ে তার পরিবার-পরিজনকেও মৃত্য করে দেবার আবেদন করেন। তিনিও তা প্রাপ্ত করেন। মুবারের আরো এক ধীপ অপসর হয়ে বলজ যে, পরিবার-পরিজন বিশিষ্ট কোন আনন্দ তার ধনসম্পদ ব্যক্তিত কিন্তু বেঁচে থাকতে পারে। সাবেত বিন কারেস পুনরায় হযরত মবী করীম (সা)-এর বিদ্যমতে উপস্থিত হয়ে তার ধনসম্পদও ফেরত দেওয়ার আবেদন করেন। এটাই ছিল একজন মুগিনের শাজীনস্তা ও ক্ষতক্ষতাবোধের উদাহরণ—হযরত সাবেত বিন কারেস (রা) তা প্রদর্শন করেছিলেন।

অত্পর যখন মুবারের বিন বাত্তা বীর পরিবার-পরিজন ও ধনসম্পদ কেবল প্রাপ্তি সম্পর্কে নিশ্চিত হল তখন সে হযরত সাবেত বিন কারেস (রা)-এর নিকট ইহুদী সম্প্রদায়ের বিভিন্ন নেতৃত্বক্ষেত্রে পরিগতি সম্পর্কে জিজ্ঞাসাবাদ করে বলজ যে, তীব্র সর্পণের নামে উজ্জ্বল ও সাদা মুখ্যঙুল বিশিষ্ট ইবনে আবিজ্ঞ ইকবারেক, কোরারয়া গোষ্ঠগতি কাব বিন কুরারয়া ও আয়র বিন কুরারয়ার অবহা কি? উত্তরে বলজেন যে, তাদের সবাইকে হত্যা করে দেওয়া হয়েছে। অত্পর আরো মুক্তি দল সম্পর্কে জিজ্ঞেস করার তাদেরকেও হত্যা করে কেবার হয়েছে বলে সংবাদ দেওয়া হজো।

একথা তবে মুবারের বিন বাত্তা হযরত সাবেত বিন কারেস (রা)-কে বলজ যে, আগম্য আমার অনুগ্রহের প্রতিসান পূর্ণতাবে আপায় করেছেন এবং মিজ সারিঝ প্রের-পুরিই পাইন করেছেন। কিন্তু এসব লোকদের অস্তর্ধানের পর আবি আমার বিবর্যাদৰ

অমাজিমি আবাদ করব না। আমাকেও ইত্যা করে তাসেরই দণ্ডুক করে দেন। হৃষরত সাবেত (রা) তাকে ইত্যা করতে অবিকৃতি ভাগন করলেন। অবশ্য তার গীড়াপীড়িতে অপর এক মুসলমান তাকে ইত্যা করে ফেলে।—(কুরআনী)

এটাই ছিল অনেক কাফিরের জাতীয় অনুভূতি ও আবশ্যিকাদোখ—যে সকল কিছু কিরে পাওয়ার প্রয়োগ নিজের জীবনে অবস্থার বেতে থাকা পছন্দ করত না। একজন মু'মিন ও একজন কাফিরের এলাগ কর্তৃকাণ্ড এক ঐতিহাসিক স্মারক তাপে বিদ্যমান থাকবে।

বনু কুরআন্যার বিশেষ এ বিষয় পক্ষে হিজরীতে খিলাফদ মাসের শেষে ও মিলহুক মাসের প্রথম তাপে অনুষ্ঠিত হয়।—(কুরআনী)

প্রধিকান্যোগ্য বিষয় : আহমাদ (সম্মিলিত বাহিনী) ও বনু কুরআন্যার সুজুরয়কে এখনে থাবিকটা বিজ্ঞাপিত্তভাবে বর্ণনা করার এক কারণ এই যে, অর্ধ কোরআনেও এর সমিতার বর্ণনা দুর্বলকৃ ব্যাপী ছান দখল করে আছে। খিলাফ কারণে এর মধ্যে মানব জীবনের বিভিন্ন দিক সম্পর্কে নানাবিধ উপদেশযোগ্যা, ইসলামুহ (সা)-র সুস্পষ্ট মু'জিয়াসহ আরো বহু লিঙ্গায়ণ বিষয় রয়েছে। যেগুলোকে এ বাহিনীর অধ্য দিয়ে বিভিন্ন শিরোনামায় বর্ণনা করা হয়েছে। এ সম্পূর্ণ ঘটনা অবিহিত হওয়ার পর উল্লিখিত আর্দ্ধাত্তস্থুচের ব্যাখ্যার জন্য তৎসীরের সার-সংজ্ঞেগ দেখে নেওয়াই অনেকট—অভিযোগ বিবেচন নিষ্পোজন। অবশ্য কঠোকৃতি কথা প্রধিকান্যোগ্য।

(১) এই সূজে মুসলমানদের কঠিন বিগদ ও দুঃখ-কষ্টে পতিত হওয়ার কথা বর্ণনা করে এ দুর্বিপূর্ণ বিষে মুসলমানদের এক অবস্থা এলাগভাবে বর্ণনা করা হয়েছে যে : **نَظَفُونَ بِالظَّفَنَوْنَ**—অর্ধাত আরাহ গাক সম্পর্কে তোমরা বিভিন্ন ধোরণে গোষণ করছিজো। এসব ধোরণ আরা সেসব ইচ্ছা বহিষ্ঠুত ধোরণসমূহকেই বোঝানো হয়েছে—যেগুলো সজ্জটকাজে আবব মনে উদয় হয়—যেমন মৃত্যু আসম ও অনিবার্য, বাঁচার আর কোন উপায় নেই ইত্যাদি। এরপ ইচ্ছাবহিষ্ঠুত ধোরণ ও কর্মাসমূহ পরিপক্ষ জ্ঞান বা পরিপূর্ণ নির্ভরশীলতার পরিপন্থী নয়। অবশ্য এগুলো চরম দুবিগ্রাম ও কঠিন বিগদের পরিচাক ও সাক্ষাৎকার। কেননা গৰ্বত্ববৎ অঙ্গ ও দৃঢ়গদ সাহাবায়ে কিরায়ের অঙ্গেও এ ধরনের দুর্বলতা সৃষ্টি হয়েছে।

(২) মুনাফিকদের অবস্থা বর্ণনা প্রসঙ্গে যেজো হয়েছে যে, তারা প্রকাশ্যভাবে আজাহ ও তাঁর ইসলামের অভিযোগসমূহকে ডাওতা ও প্রভাবল্পা বলে আখ্যায়িত করতে আবশ্য :
إِنْ يَكُوْلُ الْمُنَافِقُونَ وَالْذِيْنَ فِيْ قُلُوبِهِمْ مَرْضٌ مَا وَدَ فِيْ اللَّهِ

বধন কপটি বিদ্বাসী এবং বাধিষ্ঠত অসর বিশিষ্ট হোকেরা

अजलते जागज थे, आङ्गाह् ओ ताँर रसुमेव एसव अभीकार श्रिद्धुति प्रतारपा बै
किल्लौइ नन्ह। ए तो हिंग तामेव अडाक्योग कुक्करीव वहिःप्रकाप। परवत्ती पर्वामेव
येसव मुनाकिक कार्यत—वाहिकडावे मुसलमामदेव जाथे मुक्के श्वाक छिंग तामेव
दुश्चिपीव वर्षना रमेहे। प्रथम त्रेणी—आङ्गा किल्ल ना वजेहि पाजलते जागज—आङ्गा
बजलते जागजः—**بِلَيْثُرَبَ لَا مُقَامَ لَكُمْ فَا رَجِعُوا**

وَبَسْتَادُنْ فِرْيَنْ مِنْهُمُ الَّذِي يَقُولُونَ ۝ ۝ ۝ ۝ ۝ ۝ ۝ ۝ ۝

(অর্থাৎ এদের আবে একদম নবীজীর নিকট এই বলে কিরে
যাওয়ার অনুমতি চাইতে লাগল যে, আমাদের বাড়ি অরকিত অবস্থায় রাখেছে।) কোরআন করীয় এদের ছজ-চাতুরীর অরূপ উদ্ঘাটন করে দিয়েছে যে, এসব কিছু যিথ্যা
—আসলে এরা বুজের যত্নীন থেকে পালিয়ে যেতে চাই, - ৫. دَنْ فَرَأَ دِرْ بَلْ

ପରବର୍ତ୍ତୀ କହେକ ଆଖାତେ ଏଦେର କୁ-କୀତି ଓ ଅପରାହ୍ନଟିଟା ଏବଂ ମୁସଜିମାନଦେର ସାଥେ ଏଦେର ଶତ୍ରୁତା, ଅତିଗର ଏଦେର କର୍ମ ଓ ମର୍ଯ୍ୟାଦ ପରିଷିତିର ବର୍ଣ୍ଣନା ରଖେଛେ।

এৱগৰ অকপট ও ঝাঁটি মুসজিমগণেৰ বৰ্ণনা প্ৰসংগে এদেৱ অসম দৃষ্টতাৰ প্ৰথংসা
কৰা হয়েছে। এৱাই প্ৰেক্ষিতে রসূলুল্লাহ (সা) অনুসৰণ ও অনুকৰণেৰ প্ৰয়োজনীয়তা
ও অপৰিহাৰ্যতা এক মূলনীতিক্রমে বৰ্ণনা কৰা হয়েছে।—^{لقد كأن لكم في}

উল্লিখিত আয়াতসমূহের সর্বশেষ তিন আয়াতে বনু কুরাইয়ার ঘটনা বিবৃত
হয়েছে। **وَأَنْزَلَ اللَّهُنَّ طَهَرَ وَهُمْ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ مِنْ صَفَّهُمْ**

অর্থাৎ যে সকল আহমে কিভাব সভ্যমানিত শব্দ বাহিনীর সহযোগিতা করেছে আজাহ
পাক ভাদের অভ্যরে রসুলুল্লাহ (সা) ও সাহাবায়ে কিরামের প্রতি ভৌতি সকার করে
ভাদেরকে ভাদের শুরকিত দুর্গ থেকে নৌচে নাথিয়ে দেন এবং ভাদের ধনসম্পদ ও
যরবাতি মুসলমানগণের অস্তুত করে দেন।

সর্বশেষ আয়াতে মুসলমানদের অদূর ভবিষ্যতে অবস্থার সুসংবাদ প্রদান
করা হয়েছে যে, এখন থেকে কাফিরদের অগ্রাতিয়ানের অবসান এবং মুসলমানদের
বিজয় ঘূণের মুচ্চনা হলো আর এখন সব ভূখণ্ড ভাদের অধিকারভূক্ত হবে যেগুজোর
উপর কখনো ভাদের পদচারণা পর্যব্রহ্ম হয়নি, যার বাস্তবায়ন সাহাবায়ে কিন্মামের ঘূণে
বিশ্বানব প্রভৃতি করেছে। পারস্য ও বোমান সাম্রাজ্যের এক বিশাল ও সুবিস্তোর্প অঞ্চল
ভাদের অধিকারভূক্ত হয়। আজাহ পাক যা চান তাই করেন।

يَا يَهُهَا النَّبِيُّ قُلْ لَا زَوَاجَكَ إِنْ كُنْتَ تُرْدَنَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا
وَزِينَتَهَا فَقَعَالَيْنَ أَمْتَغَكُنْ وَأَسْرَخَكُنْ سَرَاحًا جَمِيلًا وَإِنْ كُنْتَ
تُرْدَنَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَالدَّارُ الْآخِرَةُ فَإِنَّ اللَّهَ أَعْدَ لِلْمُسْمِنِينَ
مِنْكُنْ أَجْرًا عَظِيمًا ⑩ يُنْسَأُ النَّبِيُّ مَنْ بِيَاتِ صَنْكُنْ بِفَاحِشَةٍ
مُبَيِّنَةٍ بِضَعْفِ لَهَا الْعَذَابُ ضَعْفَيْنِ وَكَانَ ذِلِّكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا ⑪
فَمَنْ يَقْتَلْ مِنْدَنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَلَا يَعْمَلْ صَالِحًا نُؤْتِهَا أَجْرَهَا
مَرْتَبَيْنِ وَأَعْتَدْنَا لَهَا رِزْقًا كَرِيمًا ⑫ يُنْسَأُ النَّبِيُّ كَسْتَنَ كَاحِدِ
قِنَ النَّهَائِإِنِ اتَّقِيَّنَ فَلَا تَخْصَعْنَ بِالْقَوْلِ فَيَطْبَعُ الدِّيَنِ فِي
قَلْبِكُمْ مَرْضٌ وَقُلْنَ قَوْلًا مَعْرُوفًا ⑬ وَقَرَنَ فِي بُيُوتِكُنْ وَلَا تَبْرُجْنَ
تَبْرِيجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأَوْلَى وَأَقْمَنَ الصَّلَاةَ وَأَتَيْنَ الزَّكُوَةَ وَأَطْعَمْنَ اللَّهَ

وَرَسُولَهُ مَا نَعْلَمْ بِإِيمَانِكُمْ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرُّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ
 وَلِيُطْهِرَكُمْ تَطْهِيرًاٌ وَأَذْكُرُنَّ مَا يُنْتَلِي فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آيَتِ
 اللَّهُ وَالْحِكْمَةُ مِنْ أَنَّ اللَّهَ كَانَ لَطِيفًا خَيْرًاٌ

(২৮) হে নবী! আগমন পরীক্ষাকে বঙ্গুন, তোমরা যদি পার্থিব জীবন ও তার বিলাসিতা কামনা কর, তবে আস, আমি তোমাদের কোলের ব্যবহাৰ কৰে দেই এবং উভয় পন্থার তোমাদেরকে বিদাই দেই। (২৯) পক্ষান্তরে যদি আজাহ, তাঁর রসূল ও পরকাল কামনা কর, তবে তোমাদের সৎকর্মপন্থারপদের অন্য আজাহ যথা সুরক্ষার প্রস্তুত কৰে রেখেছেন। (৩০) হে নবী-পরীক্ষণ! তোমাদের অধ্যে কেউ প্রকাশে আরোহ কাজ কৰাবে তাকে দ্বিতীয় যাতি দেয়া হবে। এটা আজাহৰ অন্য সহজ। (৩১) তোমাদের অধ্যে যে কেউ আজাহ ও তাঁর রসূলের অনুগত হবে এবং সৎকর্ম কৰবে, আমি তাকে মু'বার পুরুষার মেৰ এবং তাঁর অন্য আমি সম্মানজনক বিদ্যিক প্রস্তুত রেখেছি। (৩২) হে নবী-পরীক্ষণ! তোমরা অন্য বারীদের অত নও, যদি তোমরা আজাহকে তৰ কৰ, তবে সরপুত্রবের সাথে কোমল ও আকর্ষণীয় ভাবিতে কথা বলো নো, কলে দেই যাতি বুবাসনা কৰে, ধাৰ অভয়ে আধি রাখেছে। তোমরা সহজ কথা-বাঞ্ছি কৰবে। (৩৩) তোমরা গৃহান্তরে অবহান কৰবে—যুর্ভাবুপের অনুরূপ নিজে-দেশকে প্রদর্শন কৰবে না, নীচাহ কারোম কৰবে, বাকাণ প্রদান কৰবে এবং আজাহ ও তাঁর রসূলের অনুগত কৰবে। হে নবী-পরীক্ষাদের সদস্যবৰ্গ! আজাহ কেবল চান তোমাদের যেকে অপবিষ্ঠতা দূৰ কৰাতে এবং তোমাদেরকে পূর্ণরূপে পৃত-পৰিত রাখতে। (৩৪) আজাহৰ আয়ত ও জানলত কথা, যা তোমাদের পুহে পঢ়িত হই তোমরা সেজলো সহজে কৰবে। মিষ্টি আজাহ সুজানশী, সৰ্ববিজয়ে ঘৰৱ রাখেন।

তৃতীয় অধ্যায়ের

হে নবী (সা)! আগমি আগমন পরীক্ষাকে (রা) বলে দিন—(তোমাদের সামনে দু'টো স্পষ্ট কথা দেশ কৰা হচ্ছে—সে কথা দু'টো এই যে,) যদি তোমরা পার্থিব জীবনের (সুখ-ঝাঙ্খন্য) এবং তাঁর জীবনস ও চাকচিক কামনা কৰ তবে আস (আজাহ ভূত্যাপ কৰার অন্য প্রস্তুত হও) আমি তোমাদেরকে কিছু (পার্থিব) ধনসংলাদ প্রদান কৰবে (অধৰা এৰ অৰ্থ দেই সুগঞ্জ বৰ্ত যা আজাহক্ষণ্যতা পৰীক্ষে তাজাকেৰে পৱ প্রদান কৰিবা যুক্তাহাৰ বা এৰ অৰ্থ প্রীতি ইন্দিত পালনকালীন ধোৱাপোৰ উত্তৰই এৰ অন্ত-কৃত) এবং (সে সম্পদ প্রদান কৰে) তোমাদেরকে অত্যন্ত শাজীনভাব সাথে যিদ্বাৰ কৰব (অৰ্ধাং সুৱত অনুসারে তাজাক দিয়ে দেব, ধালে যেধাৰে চাও লিয়ে পার্থিব সম্পদ জাতি কৰাতে গায়) আৱ যদি তোমরা আজাহকে পেতে চাও এবং (এখানে

আল্লাহকে পেতে চাওয়ার অর্থ) তাঁর রসূল (সা)-কে (চাও অর্থাৎ বর্তমান সীম-দীন)
দারিদ্র্য পীড়িত অবস্থা বরণ করে রসূল (সা)-এরই পরিপন্থসূরে আবক্ষ থাকতে চাও)
এবং পরবর্তীর (সুউচ্চ মর্বাদাসমূহ) জাত করতে চাও (যা নবীজীর সাথে পরিপন্থ-
সূরে আবক্ষ থাকার পরিপ্রেক্ষিতে জাত করা হবে) তবে (এটা তোমাদের সদাচার ও
সংস্কৃতাবের পরিচারক) এবং (তোমাদের সংস্কৃতাব বিশিষ্ট পুণ্যবৃত্তিগথের জন্য
আল্লাহ পাক (পরবর্তী) বিলের প্রতিদান ও পরিণতোদ্বিক প্রত্যক্ষ করে রেখেছেন ।
(অর্থাৎ এটা ঈ প্রতিদান যা নবী-পর্যাগথের জন্য নিদিষ্ট যা অন্যান্য নারীগণের
প্রতিদান হতে উল্লিখ এবং নবীজীর সাথে সাম্পত্তিসূরে আবক্ষ না থাকলে তা থেকে
বক্ষিত হবে । বদিও সাধারণ নরীগাদি হারা একথা প্রয়ালিত হয় যে, এমতাবস্থাতেও
ঈমান ও সৎকর্মসমূহের প্রতিফল জাত করবে । এ পর্যন্ত তো ইহু প্রদর্শন সংশিষ্ট
বিল, যে কেবল রসূলুল্লাহ (সা) তাঁর পুণ্যবৃত্তি ঝোগথেকে ঈ হাথীনভা আদান করেছেন
যে বর্তমান অবস্থার উপর ভুল্ট থেকে তাঁর সাথে পরিপন্থসূরে আবক্ষ থাকাকেই
পছন্দ করে নিক অথবা তাজাক প্রাপ্ত করবে । পরবর্তী পর্যায়ে আল্লাহ তা'আলা
সাম্পত্তিসূরে আবক্ষ থাকার পরিপ্রেক্ষিতে বেসব নির্দেশ আবশ্য পাইনীর সেগুলো
বর্ণনা করেছেন । ইরশাদ হচ্ছে । তোমাদের অধ্য হতে যে অন্যীন
আচরণ প্রদর্শন করবে [অর্থাৎ এখন আচরণ ইন্দুরা নবীজী (সা) অভিষ্ঠ উবেসানুল
হরে উর্তেন । তবে] তাদেরকে (এ কারণে পরবর্তী) বিশুণ শান্তি প্রদান করা হবে ।
(অর্থাৎ অন্যান্য নারীগণ আমীর সাথে যদি আচরণের ক্ষেত্রে যে পরিমাণ শান্তি তোপ
করতো তাঁর বিশুণ শান্তি তোপ করবে) এবং একথা আল্লাহ পাকের পক্ষে (একেবারে)
সহজ (এখনষ্টি নয় যে, মুনিয়ার শাসকবর্সের ন্যায় পর্যামুক্ত্যে শান্তি বৃক্ষ করার পথে
কারো পদমর্বাদা প্রতিবন্ধক হয়ে দাঁড়াবে ।) আর তোমাদের আবে হারা আল্লাহ পাক
ও তাঁর রসূলের অনুসরণ করবে (অর্থাৎ যে সব কাজ আল্লাহ পাক অবশ্য করণীয়
করে দিলেছেন তা পাইন করবে ও এবং রসূলুল্লাহ (সা) আমীর হওয়ার পরিপ্রেক্ষিতে
তাদের উপর যে অভিযোগ কর্মসমূহের বাইরে যে) সৎকাজসমূহ (রয়েছে, তা) করবে তবে
আমি তাঁর সওয়াবও বিশুণ করে দেব এবং আমি তাদের জন্য (এই প্রতিশুভ্র
বিশুণ প্রতিদান ছাড়াও) এক (বিশেষ) উভয় থাবার (যা নবী-পর্যাগথের জন্য নিদিষ্ট
থাকবে এবং যা কর্মক্ষেত্রের অভিযোগ হবে) প্রত্যক্ষ করে রেখেছি । (আনুগত্যের
দক্ষন বিশুণ পুরুক্ত ও প্রতিফল এবং আনুগত্যহীনভাবের জন্য শুল্প বিশুণ
শান্তির কারণ নবীজীর সাথে পরিপন্থ সুরে আবক্ষ থাকার সৌভাগ্য জাত ——যে কথা

بِنَسَاءِ النَّبِيِّ الْمُصَلِّي

আল্লাত হারা প্রকাশ পাইছে । কেননা বিশিষ্ট শান্তিবর্গের
জুটি-বিচুতি সাধারণ জোকের জুটির চাইতে অধিক আগতিকর ও শান্তিবোগ্য

ବରେ ବିବେଚିତ ହୁଏ । ଅନୁରାଗଭାବେ ତାଦେର ଆନୁଗତ୍ୟ ଓ ସାଧାରଣ ଲୋକେର ଆନୁଗତ୍ୟର ଚାହିଁଲେ ଅଧିକ ପ୍ରସଂଗବୀର ଓ ଅଧିକ ପୁରୁଷଙ୍କର ଜୀବତେ ଯୋଗ୍ୟ । ସୁତ୍ରା୧୯ ପୁରୁଷଙ୍କର ଓ ତିରକାରୀ, ଶାତି ଓ ଶାତି ଉତ୍ତର କେବେ ତାରା ସାଧାରଣ ଲୋକେର ଚାହିଁଲେ ବିଶିଳିତ ଅର୍ଦ୍ଧାଦା ଓ ବାତତ୍ତ୍ଵର ମାର୍ବ୍ଦୀଦାର । ଆର ବିଶେଷ କରେ ପ୍ରସଂଗତ ଏକଥାତ୍ ବଜା ଚଲେ, ଉଚ୍ଚବାହାତୁଳ ମୁଁବିନ୍ଦୁନେର (ବୁଦ୍ଧିନ୍ଦୁନେର ଯହିମ୍ମା ଯାତ୍ର୍ସର୍ଗ) ବିଶମତ ଓ ଆନୁଗତ୍ୟ ପ୍ରଦର୍ଶନ ମର୍ବ୍ଦୀଦା (ସା)-ର ଅଭିଭାବତୁଳିଟ ଓ ଶାତି ବୃଦ୍ଧିର ବିଶେଷ ସହାରକ ହୁବେ । ସୁତ୍ରା୧୯ ତାର (ସା) ତୁମ୍ଭି ଓ ତୁମ୍ଭି ସାଧନ ଅଧିକ ପ୍ରଭିଦାନ ଓ ପୁରୁଷଙ୍କର ଜୀବତେ କାହାରୁ ହୁବେ । ଅପରଗତେ ଏଇ ବିପରୀତ ଦିବଟାଓ ଅନୁରାଗହୀ ଯନେ କରାନ୍ତେ ହୁବେ । ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶ୍ରୀବାବୀ ଶ୍ରୀ (ରା)-ଜମେର ପ୍ରତି ତାର (ସା) ଅଧିକାରୀ ସମ୍ପକିତ ବିଶେଷର ବର୍ଣ୍ଣନା ହିଲ । ପରବତୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅଧିକ ଉତ୍ସବ ଆରୋ-ପେର ଉଦ୍‌ଦେଶ୍ୟ ସାଧାରଣ ହରୁମାବଳୀ ସମ୍ପକିତ ସହୋଧନ ତା ଏହି ସେ) ହେ ନବୀ-ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ । (ତୋମରା ନିଷିଦ୍ଧ ଏ କାହାରେ ବେଳ ଗର୍ଭକ୍ଷିତ ଓ ଉତ୍ସବିତ ନା ହେଉ ଯେ, ତୋମରା ମରୀର ଅର୍ଥାତ୍ତିନୀ—ସୁତ୍ରା୧୯ ସାଧାରଣ ଜୀବତେର ଚାହିଁଲେ ବିଶିଳିତ ଅର୍ଦ୍ଧାଦା ଓ ବାତତ୍ତ୍ଵର ଅଧିକାରୀ ଏବଂ ଏ ସମ୍ପର୍କ ଓ ମର୍ବ୍ଦୀଦାଇ ତୋମାଦେର ଅମ୍ବ ହଥେଟ । ତାଇ ଏଇପା ଧାରପା ଯେବେ ପୋଷଣ ନା କର । ଏକଥା ଟିକ ସେ) ତୋମରା ଅଗରାପର ସାଧାରଣ ଶ୍ରୀମୋକଦେଶର ମର୍ବ୍ଦ ମତ (ବିଃ-ଜମେହେ ତାଦେର ଚାହିଁଲେ ତୋମରା ଏ ସମ୍ପର୍କେର ପରିପ୍ରେକ୍ଷିତେ ପ୍ରକୃତଗତେଇ ଅନ୍ୟା-ନ୍ୟଦେର ଚାହିଁଲେ ଅଧିକ ମର୍ବ୍ଦୀଦାର ଅଧିକାରୀ । କିନ୍ତୁ ତା ତୁମ୍ଭ ଏହି ଏହି ମର୍ବ୍ଦରେ ତାବେ ତୋମରା ଏ ସମ୍ପର୍କେର ପରିପ୍ରେକ୍ଷିତେ ପ୍ରକୃତଗତେଇ ଅନ୍ୟା-ନ୍ୟଦେର ଚାହିଁଲେ ଅଧିକାରୀର ମର୍ବ୍ଦୀଦାର ଅଧିକାରୀର ମର୍ବ୍ଦୀଦାର ଏବଂ ବିଶେଷତାବେ ପରବତୀ ଆହାତସମ୍ମ ବିଶିତ ଆହକାମେର ଅନୁସର୍ପ ଏକାକି ବାହୁନୀର । ଆର ସେମବ ଆହକାମ ଏହି ସେ,) ତୋମରା (ପାଇରେ ମୁହରମ ପୁରୁଷର ସାଥେ) କଥା-ବାର୍ତ୍ତା ବରାତେ ଗିରେ (ସଖନ ତା ବଜାର ପ୍ରାଣୀଜୀବଙ୍କ ଦେଖା ଦେଇ) କୌତୁଳ୍ୟର ଆଶ୍ରମ ଛାପ କରୋ ନା । (ଏଇ ଅର୍ଥ ଏଠା ନର ସେ ଇଚ୍ଛାକୃତତାବେ ବୌଦ୍ଧମତର ଆଶ୍ରମ ନିଷେଧ ନା, କେନନା ଏଠା ସେ ପହିତ ତା ଏକେବାରେ ମୁଲୁକଟ । ନବୀଜୀ (ସା)-ର କୁତ୍ତାରିବୀ ବ୍ରୀଗଧେର ପକ୍ଷେ ଏଇପା ହୁଏଇ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅସତ୍ତବ । ବର୍ତ୍ତମାନ ଅର୍ଥ ଏହି ସେ, ସେମନ କରେ ନାରୀଗଣେର ବଜାବଗତ ଡଂ୍ଗୀ କୋମଳ ଓ ବିନ୍ମୁତାବେ କଥା-ବାର୍ତ୍ତା ବଜା, ତୋମରା ଏଇପା ଡଂ୍ଗୀ ଓ ନୀତିର ଅନୁ-ସରପ କରୋ ନା) କେନମା (ଏଇ ଫଳେ) ଏମନ ସବ ଲୋକେର ଯନେ (ଡାକ) ଧାରଧାର ଉତ୍ସେକ କରାନ୍ତେ ଥାକେ—ଯାଦେର ଅଭିକରଣ କଲୁହତ୍ତମ୍ପୁର୍ବ ଏବଂ ଅସ୍ତବ୍ର, ବର୍ତ୍ତମାନ କୁତ୍ତିମତାବେ ଏହି ଆଜାବିକ ଡଂ୍ଗୀ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ବଜା ଏବଂ ନୀତି ପବିତ୍ରତା ମୋରାକ୍ଷେକ କଥା-ବାର୍ତ୍ତା ବଜା (ଅର୍ଥାୟ ଏମନ ଡଂ୍ଗୀଟାଣେ ଥା ହୁବେ ଅପେକ୍ଷାକୃତ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଯା ସତ୍ୟକାରୀ ସହାଯକ—ଏବଂ ଇହା ଅସମୀଚନପ କ୍ରମେ ଥିଲା ନର । ଅସମୀଚନପ ଓଡ଼ିଆ ଯାତ୍ରେ ଅଭିର ବାଧିତ ହୁବେ । ଅଭିର କାମନା ଓ ଘୃଣ୍ୟ ଜୀବନୀ ପ୍ରତିହତ କରାକେ କଞ୍ଚିଦେଇନା ବଜା ହୁବେ ନା । ଏତେ ତୋକେବଜ କଥା ସମ୍ପର୍କେ ହରୁମା ହସ୍ତେ ଆର ଉତ୍ସେକ ଯଥେ ସାଧାରଣ ବିଶେଷ ହଜ—

সতীত্ব ও শুক্ষাত্তারিতা । অর্থাৎ) তোমরা নিজ বাড়ির মধ্যেই অবস্থান করতে থাক (অর্থাৎ—কেবল শালীন পোশাক পরিধান করাই পর্দার জন্য যথেষ্ট হনে করো না ; বরং পর্দা একাপড়াবে কর, যাতে শরীর বা পোশাক-পরিজ্ঞান কোনটাই সৃষ্টিগোচর না হয় । যেখন পর্দার যে পক্ষতি অধুনা ও সর্বাত্ত পরিবারসমূহে প্রচলিত আছে যে, শৌলোকগণ বাড়ী থেকেই থের হয় না । : অবশ্য প্রয়োজনের পরিপ্রেক্ষিতে বাইরে থের হওয়ার কথা অন্য দলীল দ্বারা প্রমাণিত ।) এবং (পরবর্তী পর্দায় এ হকুমেরই তাকীদের জন্য ইসলাম হয়েছে যে,) শালীন বর্বর সুগের ঝোতি যাহিক হোরাকেরা করো না (সে সময় পর্দার প্রচলন হিল না—হোক না তা অবৈজ্ঞানিক । শালীন বর্বর সুগের দ্বারা ইসলাম পূর্ববর্তী বর্বর সুগেকে বোঝানো হয়েছে । এর মুকাবিলার পরবর্তী এক বর্বরতাও আছে—তা হমো আহকামে ইসলামের প্রচার ও প্রসারের পরও তার উপর আমল না করা । সুতরাং ইসলাম-পরবর্তীকালীন বর্বরতা উত্তরকালীন বর্বরতা বলে গণ্য হবে । তাই উপমাছলে পূর্বকালীন বর্বরতা চালু করে পূর্ববর্তী বর্বরতার অনুসরণ করো না—যেগুলোর মুৰোৎপাত্তি করার জন্য ইসলামের আবির্জাব । এ পর্যন্ত হিল সতীত্ব ও শুক্ষাত্তারিতা বিষয়ক আহকাম ।) আর (সামনে শরীরাতের অন্যান্য আহকাম সম্পর্কে ইরগান হচ্ছে যে,) তোমরা নাযাম প্রতিষ্ঠা করবে এবং বাকাত আদায় করবে (যদি তোমরা নিসাবের অধিকারী হও । কেননা উত্তরটাই ইসলামের বিশিষ্ট কুকুর । তাই এ দু'টোকে বিশেষভাবে উল্লেখ করা হয়েছে) এবং (তোমাদের ভাত অন্যান্য যেসব হকুম রয়েছে সেসব ক্ষেত্রে) আলাহ্ পাক ও তাঁর সন্তুষ্টের কথা মেনে চল । (আর আমি যে তোমাদের উপর এসব আহকাম পালন ও অনুসরণে দায়িত্ব আরোপ করেছি তা তোমাদের কল্যাণ ও মঙ্গলার্থেই । কেননা) আলাহ্ পাকের (শরীরানুষা঳ী এসব নির্দেশ প্রদানের) উদ্দেশ্য (হে পরগঞ্জের) পরিবার-পরিজ্ঞন তোমাদের খেকে (পাপ-পক্ষিজ্ঞতা ও অবাধ্যতার) আবিজ্ঞতা দূরে সরিয়ে রাখা এবং তোমাদেরকে (বাহ্যিক ও অভ্যন্তরীণ, আমল-আকীদা ও চরিত্রপত্তাবে সম্পূর্ণ) গৃহ-পরিজ্ঞন রাখা (কেননা বিনোদচরণ পরিজ্ঞতা অর্জনের পরিপন্থী এবং আবিজ্ঞতা ও পক্ষিজ্ঞতার কারণ, এ খেকে বৈচিত্র থাকা আহকাম সম্পর্কিত জানের মাধ্যমেই সত্ত্ব) এবং (যেহেতু এসব আহকামের উপর আমল করা ওয়াজিব এবং আমল-আহকাম সম্পর্কিত জান আর তা স্মরণ রাখার উপর নির্ভীল সুতরাং) তোমরা আলাহ্ পাকের এসব আহকামসমূহ (অর্থাৎ কোরআন) এবং (আহকাম সম্পর্কিত) যে ইসলামের চর্চা তোমাদের পৃষ্ঠে রয়েছে তা স্মরণ (হাদিস) করবে (এবং এটাও হনে রাখবে যে,) নিঃসন্দেহে আলাহ্ পাক অভ্যন্তরীণ ও গোপন শুরুজানের অধিকারী (সুতরাং অভ্যন্তরের গোপন কার্যকৰ্ম সম্পর্কেও পুরোপুরি অবহিত এবং) সম্পূর্ণ ভাত (সুতরাং বাহ্যিক ও অভ্যন্তরীণ প্রকাশ ও গোপন শাবতীর আদেশসমূহ পালন ও নিষেধাজ্ঞার প্রতি স্থানথ উরুফ আরোগ করা ওয়াজিব) ।

আবৃত্তিক জাতব্য বিবর

এই সুরার উদ্দেশ্যাবলীর মধ্যে অন্যতম প্রথম উদ্দেশ্য সেসব কথা ও কার্যাবলী পরিষ্কার করার প্রতি ভাকীদ প্রদান, যেভজো রসূলুল্লাহ্ (সা)-র কষ্ট ও মর্যাদেনবাবুর কারণে হতে পারে। এভজিই তাঁর (সা) আনুগত্য ও সন্তুষ্টি বিধান সম্পর্কিত নির্দেশ-বচ্ছীও রয়েছে। উপরে বলিত পরিষ্কার শুকের বিভাগিত ঘটনার মধ্যে রসূলুল্লাহ্ (সা)-র প্রতি কাকির ও শুনাকিকদের অসহনীয় দৃঢ়-কষ্ট প্রদান পরিপালন বিরোচনকারী কাকির ও মুনাফিকদের চরম জাল্লনা ও অবমাননা এবং প্রত্যেক ক্ষেত্রে মুসলমানদের অতুলনীয় বিজয় ও সাক্ষোত্তর বিবরণ হিল। সৎপে সৎপে সেসব নিষ্ঠাবান দু'য়িনগণের প্রৎসা এবং পরকালে তাঁদের উচ্চ বর্ষাদারত বর্ণনা হিল, যারা রসূলুল্লাহ্ (সা)-র আদেশ-ইজিজে নিজেদের সর্বত্ত্ব—কোরআন করে দিয়েছিলেন।

উপরোক্তবিত্ত আফাতসমূহে নবীজী (সা)-র পুণ্যবতী ত্বীগণের প্রতি বিশেষ নির্দেশ রয়েছে যেন তাঁদের কোন কথা ও কাজের বারা হস্তের পাকের (সা) প্রতি কোন দৃঢ়-ব্যক্তি না পৌছে, সেদিকে যেন তাঁরা স্থানব্য শুক্রত আরোপ করেন। আর ভা ত্তুবনই হতে পারে, যখন তাঁরা আলাহ্ পাক ও তাঁর রসূল (সা)-এর প্রতি পূর্ণতাবে অনুসত্ত ধোকবেন। এ প্রসঙ্গে পুণ্যবতী পালীগলকে (রা) সংজ্ঞায় করে করেকষি নির্দেশ রয়েছে।

তৃতৃত আফাতসমূহে তাঁদেরকে যে ভাস্তুক প্রাপ্তের অধিকার প্রদানের কথা বর্ণনা করা হয়েছে, এ সম্পর্কিত পুণ্যবতী ত্বীগল (রা) কর্তৃক সংষ্টিত এক বা একাধিক এমন ঘটনা রয়েছে, যা নবীজীর মজিজ পরিপন্থী হিল, যদ্বারা রসূলুল্লাহ্ (সা) অনিচ্ছা-কৃতভাবেই দৃঢ় পান।

এসব ঘটনার মধ্যে একটি ঘটনা যা সহীহ্ মুসলিম প্রভৃতি হাস্তিসম্পর্কে হয়রত আবের (রা)-এর রোগোরামে বিভাগিতভাবে ব্যক্ত হয়েছে, বলা হয়েছে, একদা পুণ্যবতী জাপণ (রা) সহবেতভাবে রসূলুল্লাহ্ (সা)-র বিদয়তে তাঁদের জীবিকা ও অন্যান্য ধরচাদির পরিপালন বৃক্ষের দাবি পেশ করেন। বিভিন্ন মুক্তাস্সির আবু হাইয়ান এবং বিভাগিত বাধ্যা তহসীলে বাহরে-যুক্তে একাগভাবে প্রদান করেন যে, আহবাব শুকের পর বনু নবীর ও বনু কোরাফার বিজয় এবং গনীমতের মাঝ বক্ষনের কাজে সাধারণ মুসলমানগণের মধ্যে ধানিকষ্ট আচ্ছদ্য ফিরে আসে। এ পরিপ্রেক্ষিতে পুণ্যবতী জাপণ (রা) ভাবেন যে, ওঁ হয়রত (সা)-ও হয়রত এসব গনীমতের মাঝ থেকে নিষ্পত্ত অংশ রেখে দিয়েছেন। তাই তাঁরা সহবেতভাবে আয়ু করাজেন—ইয়া রসূলুল্লাহ্ (সা)। পারস্য ও রোমের সান্ত্বানিগণ নামাধিক গহনাপত্র ও যহ শুল্যবান পোলাক পরিচাহ হ্যবহার করে থাকে; এবং তাঁদের সেবা-হরের জন্য অগণিত দাস-দাসী রয়েছে। আয়াদের দারিজা পৌঁছিত জীৰ্ণ-পীৰ্ণ কল্প অবস্থা তো আগনি খয়ঁই দেখতে পাইছেন। তাই বেহেরবানী পূর্বক আয়াদের জীবিকা ও অন্যান্য ধরচাদির পরিপালন ধানিকষ্ট বৃক্ষের কথা বিবেচনা করুন।

রসূলুল্লাহ् (সা) পুণ্যবন্তী ঝীগধের (রা) পক্ষ থেকে দুনিয়াদার ডোগ বিলাসী রাজ-রাজড়াদের পরিবেশে বিদ্যমান জৌলুস ও সুযোগ-সুবিধা প্রদানের মালিতে উপস্থাপিত আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে এ কারণে বিশেষভাবে অর্থাত্ত হন যে, তাঁরা নবীগুহের প্রকৃত মর্যাদা অনুধাবন করতে সক্ষম হন নি। এর ফলে নবীজী (সা) যে দৃঢ়বিত ছবেন তা তাঁরা ধারণা করতে পারেন নি। সাধারণ যুসুলমানদের মধ্যে প্রাচুর্য ও সম্পদ বৃক্ষ দেখে তাঁদের মাঝে আমিকটা প্রাচুর্যের অভিজ্ঞানের উদ্দেশ্য করেছিল। ভাষ্যকার আবু হাইয়ান বলেন যে, আহমাদের ঘূর্বের পর এ ঘটনা বর্ণনা করার বাবে একথাই সংবিধিত হয়ে যে, নবী-পঞ্জীগধের (রা) এ দাবীই ছিল তাঁদেরকে তাঁরাক প্রহলের অধিকার প্রদানের কারণ।

কোন কোন রেওয়ামেত অনুসারে পরবর্তী সুরারে তাহরীয়ে সবিস্তার বলিত হয়েরত মুহাম্মদ (রা)-এর গৃহে যথু পানের কারণে ঝীগধের (রা) পারম্পরিক আল্যামৰাদা-বোধের পরিপ্রেক্ষিতে উক্ত পরিচিতিই তাঁরাকের অধিকার প্রদানের কারণ। একেপে যদি উক্ত ঘটনা কাজাকাছি সমরেই সংযুক্ত হয়ে থাকে, তবে উক্তয়ই কারণের পে বিবেচিত হতে পারে। কিন্তু অধিকার প্রদান সংশ্লিষ্ট আয়তে ব্যবহৃত শব্দাবলী বাবু একথারই সমর্থন অধিক মিলে যে, পুণ্যবন্তী ঝীগধের পক্ষ থেকে কোন প্রকারের আধিক দাবীই এর কারণ ছিল। কেননা আয়তে ইরশাম হয়েছে যে : ।

نَكْتَنْ أَلْكَبُورَةِ الدُّنْيَا وَرِزْقَنَهَا إِلَيْهِ
অর্থাৎ যদি তোমরা প্রাপ্তি
জীবনের জৌলুস ও চাকচিক কামনা কর ... ।

এ আয়তে সকল পুণ্যবন্তী ঝীগনকে (রা) অধিকার প্রদান করা হয়েছে যে, তাঁরা নবীজী (সা)-র বর্তমান দারিদ্র্য পৌত্রিত চরম আধিক সঙ্কটপূর্ণ অবস্থা বরণ করে হয়ে তাঁর (সা) সাথে দাল্লান্ত সম্পর্ক অঙ্গুলৱে ঝীবন শাপন করবেন অথবা তাঁরাকের মাধ্যমে তাঁর থেকে মৃত্যু হয়ে যাবেন। প্রথমাবস্থায় অন্যান্য ঝীলোকের তুমনায় পুরুকার এবং পরকালে অক্ষত ও সুউচ্চ মর্যাদাসম্মত অধিকারী হবেন। আর দ্বিতীয় অবস্থায়, অর্থাৎ—তাঁরাক প্রহলের পরিপ্রেক্ষিতেও তাঁদেরকে দুনিয়ার অপরাধপর জোকের ন্যায় বিশেষ জটিলতা ও অঞ্জাতিকর অবস্থার সম্মুখীন হতে হবে না, বরং সন্মত যুত্তৃবিক শুগল বস্ত্র প্রস্তুতি প্রদান করে সম্মানে বিদ্যমান দেওয়া হবে।

তিরমিয়া শব্দীকে উচ্চল মুঁয়িনীন হয়েরত আয়েশা (রা) থেকে বলিত আছে যে, যখন অধিকার প্রদানের এ আয়ত নাখিল হয়ে তখন রসূলুল্লাহ্ (সা) আমার থেকে ইহা প্রকাশ ও প্রচারের সূচনা করেন। আর আয়ত কুনানোর পূর্বে বলেন যে, আমি তোমাকে একটি কথা বলব—উক্তরটা কিন্তু তাড়াহড়া করে দেবে না। বরং তোমার পিতামাতার সাথে পরামর্শের পর উক্তর দেবে। হয়েরত আয়েশা সিদ্দীকা (রা) বলেন, আমাকে আমার পিতামাতার সাথে পরামর্শ না করে অতামত প্রকাশ করাথেকে যে

বাবুল করেছিলেন, তা ছিল আমার প্রতি তাঁর (সা) এক অপার অনুপ্রাহ। কেবল তাঁর অষ্টুট বিশ্বাস ছিল যে, আমার পিতামাতা কখনো আমাকে রসুলুল্লাহ্ (সা)-র থেকে বিছেদ অবলম্বনের জন্য পরামর্শ প্রদান করবেন না। এ আয়াত কুনায় সৎগে সৎগেই আমি আরম্ভ করবাই যে, এ ব্যাপারে আমার পিতামাতার পরামর্শ প্রহণের জন্য আমি ঘেটে পারি কি? আমি তো আল্লাহ্ পাক, তাঁর রসুল ও পরকালকে বরণ করে নিছি। আমার পরে জন্মায় সকল পৃথিবীতী পৌর্ণপক্ষে (রা) কোরআনে পাকের এ নির্দেশ শোনানো হলো। আমার ন্যায় সরাই একই মত ব্যক্ত করলেন। রসুলুল্লাহ্ (সা)-র সাথে দাস্ত্য সম্পর্কের মুকাবিলায় ইহজীকিক প্রাদুর্ব ও স্বাচ্ছন্দ্যকে কেউ প্রহণ করলেন না (তিনিই শরীকে এ হাদীস সহীহ্ ও হাসান বলে মন্তব্য করা হয়েছে)।

ফায়দা : তাঁর প্রহণের দু'টো পক্ষতি রয়েছে—প্রথমটি এই যে, তাঁরকের অধিকার স্তোর হাতে ন্যস্ত করা, অর্ধাং সে যদি তাঁর তাঁরকের মাধ্যমে নিজেকে মুক্ত করে নিতে পারে। বিড়িয়াটি এই যে, তাঁরকের অধিকার স্তোর নিকটেই থাকবে। অবশ্য যদি স্তোর চায় তখন সে তাঁরকে দেবে।

উল্লিখিত আয়াতে কোন কোন ঝুকাস্সির প্রথমটি এবং কোন কোন মুক্তাস্সির বিড়িয়াটি প্রহণ করেছেন। হাকুমুল উল্লিখিত হয়রাত খানভী (র) বয়ানুল কোরআনে কর্মান যে, উল্লিখিত আয়াতে ব্যবহৃত শব্দসমূহ অনুযায়ী প্রকৃত প্রস্তাবে উত্তরাটারই সজ্ঞাবনা রয়েছে। সুস্পষ্ট আয়াত বা হাদীস দ্বারা কোন একটা নিদিষ্ট না হওয়া পর্যন্ত নিজের গক্ষ থেকে কোনটা নিদিষ্ট করার প্রয়োজন নেই।

মাস'আজা : এ আয়াত থেকে জানা গেল যে, যদি স্বামী-স্তোর মধ্যে মিলমিল হাগন সম্বন্ধের না হয়, তবে স্তোকে এ অধিকার প্রদান করা মুস্তাহাব যে, চাই সে স্বামীর বর্তমান অবস্থার উপর তুল্ট থেকে তাঁর সাথে ব্যাপীতি ব্যবস করুক, অন্যথায় সূরাত মুতাবিক তাঁরক দিয়ে শুগল ব্যবহয় প্রদান করে তাঁকে সম্মানে বিদায় দেওয়া হোক।

উল্লিখিত আয়াত দ্বারা এ ব্যাপারটি কেবল মুস্তাহাব বলেই প্রয়োগ করা যাব— ইহা ওয়াজিব হওয়ার কোন সঙ্গীত নেই। কোন কোন ফিকাহ্ শাস্ত্রবিদ্ এ আয়াত থেকেই ইহা ওয়াজিব হওয়ার প্রয়োগ বের করেছেন। এ কারণেই কোন সরিষ্ঠ ব্যক্তি যদি স্তোর স্বামীর ব্যবহার নির্বাহ করতে সক্ষম না হয় সেক্ষেত্রে আদালত তাঁরক দেওয়ার অধিকার স্তোকেই প্রদান করে। এ মাস'আজাৰ বিস্তারিত বিবরণ আবৰ্দী তাঁরায় জিখিত আঁকামুজ কোরআনের পঞ্চম পরিচ্ছেদে এ আয়াতেই প্রসংগক্রয়ে বর্ণনা করা হয়েছে।

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ مَن يَأْتِ بِمُنْكَرٍ فَلَا يُفْلِحُ

পৃথিবী পৌর্ণপক্ষে (রা) একটি বৈশিষ্ট্যঃ

بِقَاعَ حَشَّةٍ مُبَيْنَةٍ يُفْعَفُ لَهَا الْعَذَابُ فَعَفَيْنَا وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ
يَسِيرًا وَمَنْ يَقْنُتْ مِنْكُنْ لَهُ وَرَسُولُهُ وَتَعْمَلْ مَا لَهُ
نُوْتَهَا أَجْرَهَا مَرْتَبَنِ الْأَبْرَاجِ

এ সূরা আলমানে পুণ্যবতী খৌগলের (রা) এ বৈশিষ্ট্য কেবল কাজ করেন, তবে তাঁদেরকে অন্যান্য মহিলাগণের তুলনায় বিশেষ শাস্তি প্রদান করা হবে। অর্থাৎ, তাঁদের এক পাপ দুটোর স্থলাভিষিক্ত বলে গণ্য করা হবে। অনুরাগতাবে তাঁদের দ্বারা কোন বেক কাজ সংঘটিত হওয়েও অন্যান্য স্ত্রীলোকের তুলনায় বিশেষ সওয়াব জাত করবেন, আর তাঁদের একটি নেক কাজ দুটোর স্থলাভিষিক্ত হবে।

(اَزْوَاجٌ مُطْهَرَاتٌ) এ আমরের প্রতিদান যা তাঁরা অধিকার প্রদানের আভাস (اِبَاتٌ تَضَاهِي) নামিল হওয়ার পর পারিব ডোক-বিলাস ও প্রাচুর্যের উপর নবীজী (সা)-র সাথে সাম্পত্তি সম্পর্ককে অপ্রাধিকার প্রদানের মাধ্যমে সম্পত্তি করেছেন। আর বিনিময়ে আলাহ্ পাক তাঁদের একটি আমরকে দু'ব্রহ্মের মানে উপর্যুক্ত করেছেন। আর শুভাহ্ বেলায় বিশেষ শাস্তি জাতও তাঁদের ব্যতীত মর্মাদার পরিপ্রেক্ষিতেই হয়েছে। কেবল একথা সম্পূর্ণ সুজিসংগত ও বাস্তব ভিত্তিক হৈ, যাদের মাব র্বাদা শত উপর্যুক্ত সে অনুপাতে তাঁদের নিমিষ্টতা ও অবাধারী শাস্তি হৃতি পাব।

(اَزْوَاجٌ مُطْهَرَاتٌ) উপর আলাহ্ পাকের অনুষ্ঠহরাজি ছিল অতি যথান। কেবল আলাহ্ পাক তাঁদেরকে নবীজী (সা)-র পরীক্ষাপে মনোনীত করেছেন—তাঁদের পুরে ওহী নামিল করেছেন। সুতরাং তাঁদের মগণ্য ঝুঁটি-বিচুতি আর দুর্বলতাও বড় বলে বিবেচিত হবে। যদি এদের দ্বারা কোন বেদনাদায়ক কথা বা আচরণ সংঘটিত হয়, তবে তা অন্যদের অনুরাগ আচরণের তুলনায় নবীজীর পক্ষে অধিকতর কঠিন ও মনোকল্পের কারণ হবে। কোরআনে কর্মাদের এসব শব্দ-সমূহে এর কারণের প্রতি ইলিত হয়েছে: ^{وَإِذْ كَرِنَ مَا يَتْلَى فِي بَيْوِ تَكْنَ}

(اَزْوَاجٌ مُطْهَرَاتٌ) সাধারণ উচ্চারণের তুলনায় পুণ্যবতী খৌগল (সা) তাঁদের ক্ষতিকর্তার বিশেষ ক্ষম জাত করবেন—এ বৈশিষ্ট্যের পরিপ্রেক্ষিতে একথা বোকায় না যৈ, উচ্চারণের কোন শাস্তি বা দস্ত বিলেখ কোন বৈশিষ্ট্যের পরিপ্রেক্ষিতে বিশেষ শুরুকার ও প্রতিদান জাতের অধিকারী হলে পারবে না। ব্যতীত আলাহ্

কিভাবের অধ্যে আরা ইসলাম প্রথ করেছেন তাঁদের সমর্কে কোরআনে পাকে ইরশাদ
হয়েছে **أَوْلَئِكَ مُرْتَضَىٰ يُوتَوْنَ أَجْرٌ هُنَّ مُرْتَضَىٰ** (তাঁদেরকে দু'বার প্রতিদীন প্রদান
করা হবে)।

রসূলুল্লাহ (সা) দ্বায় সঞ্চাটের নামে যে চিঠি প্রেরণ করেন কোরআনের এই
ইরশাদানুসারে তিনি (সা) শাস্তি দ্বায় সঞ্চাটকে জিধেন যে: **أَنَّهُ أَجْرٌ هُنَّ مُرْتَضَىٰ**
(আজ্ঞাহ পাক আগন্তার প্রতিক্রিয়া দু'বার প্রদান করবেন)। যেসব আছে
কিভাব (কোরআন বাতীত অন্য কোন ঐশ্বী প্রথে বিবাসী) ইসলাম প্রথ করবে
তাঁদের দু'বার প্রতিক্রিয়া জাতের কথা তো কোরআনে পাকে স্পষ্টভাবে উল্লেখ আছে।
অপর এক হাদীসেও তিন ব্যক্তি সমর্কে বিষ্ণু প্রতিক্রিয়া জাতের কথা বলিত আছে, যা
বিস্তারিতভাবে সুরা কাসাসে (**سُورَةُ مُرْتَضَىٰ** প্রথের ফস্তুক) (সুরা কাসাসে) **أَجْرٌ هُنَّ مُرْتَضَىٰ** আজ্ঞাত
প্রস্তুত বর্ণনা করা হয়েছে।

আমিয়ের সৎকারের প্রতিক্রিয়া এবং পাপের শান্তিও অন্যদের চাইতে অধিক;
ইস্মাইল আবু বকর আস্সাস আহ্�কামুল কোরআনে উল্লেখ করেছেন যে, আজ্ঞাহ পাক
যে কারণে পুণ্যবতী জীবনের (**مُطْهَرًا**) নেক কারের সঙ্গাব ও
পাপের শান্তি বিষ্ণু হবে বলে বোঝগো করেছেন—তা হলো যে, তাঁরা উন্মুক্ত ব্যুরুত্ব ও
গুহারে ইলাহীর বিশেষ অবস্থার স্থজ। সুতরাং যে সব আজিয় নিজ ইলায় অনুযায়ী
আয়ত করবেন, তাঁরাও তাঁদের আমলের সওচাব অন্যদের চাইতে অধিক জাত করবেন।
পক্ষান্তরে যদি তাঁরা কোন পাপ কাজে জিম্ম হন, তবে শান্তিও হবে অন্যদের চাইতে
বেশি।

فَا حَشَّةٌ بِفَأْ حَشَّةٌ مَبِينَ

আরবী তাবার অংশিতা, ব্যক্তিতে প্রতিতি অর্থে
ব্যবহৃত হয়। এ শব্দটি সাধারণ পাপ-পক্ষিতা অর্থেও কোরআনে পাকে বহু আরবার
ব্যবহৃত হয়েছে। এ আজ্ঞাতে **مُتَّصِّل** শব্দ হিনা বা ব্যক্তিতে অর্থে ব্যবহৃত হতে
পান্নে না। কেননা আজ্ঞাহ পাক সমষ্ট নবীর জীবনকে এই জ্যন্য শুল্ক থেকে মুক্ত
করেছেন। সমস্ত আধিক্য (আ)-র জীবনের অধ্যে কারো আরা এরপ অপকর্ম
সংবংশিত হয়নি। হয়তু জৃত ও নৃহ (আ)-এর জীবন তাঁদের ধর্ম থেকে পরামুখ ছিল
—অবাধ্যতা ও উঠান্তা প্রদর্শন করেছিল—যার শান্তিতে তাঁরা জাত করেছিল। কিন্তু
তাঁদের কারো উপরই ব্যক্তিতের অপকাম ছিল না। আমওকাজে মুতাহ্ হারাতের
থেকে কোন প্রকারের অশান্তিতা ও অংশিতাৰ বহিপ্রকাশ তো সত্যই ছিল না।
সুতরাং এ আজ্ঞাতে **فَلَحْشَةٌ** অর্থ সাধারণ মুনাহ্ বা রসূলুল্লাহ্ (সা)-কে দুঃখ-কষ্ট

দেওয়া। এ জাতিগত **فَإِنْ هُنَّ مُبَلِّغُونَ** শব্দের মাঝে এ কথাই প্রযোগিত হয়। কেননা বিনা বা ব্যক্তিগত কথানো প্রকাশ্যভাবে সংষ্টিত হয় না। বরং তা পর্যায়ে আড়ালে গোপনে সংষ্টিত হয়ে থাকে। সুতরাং **فَإِنْ هُنَّ مُبَلِّغُونَ** এর অর্থ সাধারণ পাপ বা রসূলুল্লাহ (সা)-কে দৃঢ়-ব্যক্তি দেয়। বিশিষ্ট মুক্তাস্মিরসদের মধ্যে মোকাবেল বিন সোজাইশান ও আয়াতে ফাহেশার (**فَإِنْ هُنَّ مُبَلِّغُونَ**) অর্থ রসূলুল্লাহ (সা)-র নাফরযানী বা তাঁর নিকট এমন দাবি পেশ করা, বা তাঁর (সা) পক্ষে পূরণ করা কঠিন বলে ব্যক্ত করেছেন।—(বাইহাকী)

فَإِنْ هُنَّ مُبَلِّغُونَ—কেবল কর্মে শান্তি জাত কেবল (**فَإِنْ هُنَّ مُبَلِّغُونَ**)—ফাহেশারে মোবাইলেনার ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য বলে বর্ণনা করা হয়েছে। কিন্তু বিশেষ সওয়াব ও প্রতিক্রিয়া জাতের জন্য কর্মকাণ্ড শর্ত আরোপ করা হয়েছে,
وَمَنْ يَقْرَبْ مِنْكُنَ لَهُ

قُدُوتُ وَرَسُولٌ وَّتَعْلَمُ مَا لَعَ—অর্থাৎ—আল্লাহ পাক ও তাঁর রসূল (সা)-এর অনুসরণ ও আনুগত্য শর্ত এবং সৎকাজও শর্ত। কেননা প্রতিক্রিয়া ও সওয়াব তো কেবল তখনই জাত করা যায়, যখন পরিপূর্ণ আনুগত্য ও অনুকরণ পাওয়া যায়। কিন্তু শান্তির জন্য কেবল একটি পাপই অথলেট।

يَنْسَاءَ النَّبِيِّ لِسْتُنَّ كَآخِدِ—**پُوْغَبَّتِیِّ** জীবনের প্রতি বিশেষ হিসাবত :

مَنْ تَقْيَنَ فَلَا تَخْضُعِنَ بِالْقَوْلِ—**پُوْغَبَّتِیِّ** আমাতসমূহে পুণ্যবতী জীবনকে (রা) রসূলুল্লাহ (সা) সমীপে এমন সব দাবি পেশ করতে বারণ করা হয়েছে, তাঁর পক্ষে যা পূরণ করা কঠিন বা যা তাঁর অহান অর্ঘাদার পক্ষে অপোনোনীয়। বখন তাঁরা তা মেনে নিয়েছেন, তখন সাধারণ নারীদের থেকে তাঁদের অর্ঘাদা বাড়িয়ে দেওয়া হয়েছে এবং তাঁদের এক আয়জকে দু'ব্রহ্ম সংজুল্লা করে দেওয়া হয়েছে। পুণ্যবতী পর্যায়ে তাঁদের কর্মের পরিসূচি এবং রসূলুল্লাহ (সা)-র সামিধ্য ও দাঙ্গাত্য সম্পর্কের যোগ্য করে গড়ে তোলার জন্য কর্মকাণ্ড হিসাবত প্রদান করা হয়েছে। এসব হিসাবত শব্দিত পুণ্যবতী জীবনের (**أَزْوَاجِ مُطْلَقِاتِ**) জন্য নিদিষ্ট নয়, বরং সমগ্র মুসলিম নারীজীবনের প্রতিই তা নির্দেশিত। কিন্তু এখানে তাঁদেরকে (সা) বিশেষভাবে সজোধন করে তাঁদের দৃষ্টি এদিকে আকৃষ্ট করা হয়েছে যে, এসব আয়জ ও আহ্বান তো সমগ্র মুসলিম

সম্মত আরোপ করা উচিত। আর **لَسْتُنَ كَأَحَدٍ مِّنَ النِّسَاءِ** দ্বারা এ বিশেষতই বৈধানিক হয়েছে।

নবীজী (সা)-র পৃথক্কৃতী স্ত্রীগণ বিশেষ সম্মত নারীকুলের চাইতে প্রের্ণ কি? আমাতের সম্মানণী দ্বারা বাহ্যিকভাবে বৈধা যাই রসূলুল্লাহ (সা)-র পৃথক্কৃতী স্ত্রীগণ বিশেষ সম্মত নারীকুলের চাইতে প্রের্ণ। কিন্তু হযরত মরিয়ম (আ) সম্পর্কে কোরআনের দ্বারা এই **إِنَّ اللَّهَ أَصْطَفَكِ وَ طَهَرَكِ وَ أَمْطَفَكَ عَلَى نِسَاءِ الْعَالَمَاتِ**।

(অর্থাৎ নিচরই আলাহ্ পাক আগনাকে মনোনীত করেছেন, পবিষ্ঠ ও কালিমামুক্ত করেছেন এবং বিশেষ সম্মত নারীকুলের উপর প্রের্ণ প্রদান করেছেন।) এ দ্বারা হযরত মরিয়ম (আ) সম্মত নারীজাতির মধ্যে প্রের্ণ বলে প্রমাণিত হন। তিরিয়াবী শরীকে হযরত আলাস (রা) থেকে বলিত আছে যে, রসূলুল্লাহ (সা) ইরশাদ করেছেন—সম্প্রতি সম্মৌকুলের মধ্যে হযরত মরিয়ম, উশমুল মু'মিনীন হযরত খাদীজাতুল কোবরা, হযরত ফাতেমা এবং কিরাউন-পর্যী হযরত আসিয়া (আ)-ই তোমাদের জন্য যথেষ্ট। এ হাদীসে হযরত মরিয়মের সাথে আরো তিনজনকে নারী জাতির মধ্যে প্রের্ণ বলে আধ্যাত্মিক করা হয়েছে।

এ আমাতে আহওয়াজে মুত্তাহিদারাতের ষে প্রের্ণ ও উচ্চ মর্যাদার কথা বলা হয়েছে তা এক বিশেষ দিক বিবেচনায়—নবী-পঞ্জী হিসাবে। এদিক দিয়ে তাঁরা নিঃসন্দেহে সম্মত সম্মৌকুলের চাইতে প্রের্ণ। কিন্তু এ দ্বারা সকল দিক দিয়ে তাঁদের প্রের্ণ প্রমাণিত হয় না—যা অনান্য কোরআনের আমাত ও হাদীসের পরিপন্থ।
—(মাঝহারী)

إِنَّ الْتَّقْبِيْقَنَ كَأَحَدٍ مِّنَ النِّسَاءِ এর পর প্রের্ণ করে আলাহ্ পাক তাঁদের নবী-পঞ্জী হিসাবে ষে প্রের্ণ প্রদান করেছেন, তাই তিনিতে এ শর্ত, এর উদ্দেশ্য এ বিষয়ে সতর্ক করে দেওয়া হেন তাঁরা নবীজী (সা)-র পঞ্জী হওয়ার সম্পর্কের উপর জরুরী করে বসে না থাকেন। বস্তুত তাঁদের প্রের্ণের শর্ত হলো তাকওয়া এবং আহকামে ইমাহিয়ার অনুসরণ ও অনুকরণ।—(কুরতুবী ও মাঝহারী)

এর পর আহওয়াজে মুত্তাহিদারাতের উদ্দেশ্যে কর্মকাণ্ড হিদায়ত রয়েছে।

প্রথম হিদায়ত: নারীদের পর্দা সম্পর্কে তাঁদের কষ্ট ও বাক্যালাপ নিরন্তর সংশ্লিষ্ট। অর্থাৎ যদি পরগুরুষের সাথে পর্দার অঙ্গরাজ থেকে কখন বলার প্রয়োজনীয়তা দেখা দেয় তবে বাক্যালাপের সময় কৃতিমড়াবে নারী

কঠের অভাবসূচিত কোমলতা ও মাজুকতা পরিষ্কার করবে। অর্থাৎ এমন কোমলতা যা প্রোত্তর অনে অবান্বিত কাশনা সংকাৰণ কৰে। হৈয়ন এই পথে বিৰুদ্ধ হৰেছে
فَبِطْعَمِ الْذِي فِي قَلْبِهِ مَرْفُ অর্থাৎ—এইগ কোমল কঠে বাক্যালাপ কৰো না
 যাতে ব্যাধিপ্রক্রিয়া অক্ষর বিশিষ্ট মোকেৱ মনে কুলালসা ও আকর্ষণেৰ উচ্চেৰ কৰে।
 ব্যাধি অৰ্থ নিঙ্কাক (কপটতা) বা এৱ শাখা বিশেষ। প্ৰকৃত মুনাফিকদেৱ অনে এমন
 লালসাৰ সংকাৰণ হওৱা তো আভাবিক। কিন্তু কোন মোক ঝাঁটি মু'মিন হওৱা সত্ত্বেও
 যদি কোন হারামেৰ প্ৰতি আকৃষ্ট হৰ তবে সে মুনাফিক নহ সত্য কিন্তু অবশ্যই
 দুৰ্বল ইয়ান বিশিষ্ট। এইগ দুৰ্বল ইয়ান যা হারামেৰ দিকে আকৃষ্ট কৰে প্ৰকৃত
 প্ৰস্তাৱে তা কপটতাৱৈ (নিঙ্কাকেৱ) শাখা বিশেষ। কপটতাৱ জৈখ বিমুক্ত ঝাঁটি
 ইয়ান বিশিষ্ট মোক কোন হারামেৰ প্ৰতি আকৃষ্ট হতে পাৰে না।—(যাহাবী)

প্ৰথম হিদায়তেৰ সীৱযৰ্ম এই হৈ, নাৰীদেৱকে পৰপুৱনৰ থেকে নিৱাপদ দুৱজ্বে
 অবস্থান কৰে পৰ্মাৰ এমন উৱত স্বৰ অৰ্জন কৰা উচিত, যাতে কোন অগৱিচিত দুৰ্বল
 ইয়ান বিশিষ্ট মোকেৱ অক্ষরে কোন কাশনা ও লালসাৰ উচ্চেৰ তো কৰবেই না
 বৱং তাৱ নিকটেও হেন বেঁৰতে না পাৰে। নাৰীদেৱ পৰ্মাৰ বিস্তাৱিত বিবৰণ এই
 সূৰারই পৱৰণতৌ আভাসমূহেৰ আলোচনা প্ৰসঙ্গে আলোচিত হৰে। এখানে নবীজীৱ
 সহ-ধৰ্মীগণেৰ বিশেষ হিদায়তসমূহেৰ সহিত প্ৰাসংগিকভাৱে বা এসেছে শুধু তাৱই
 ব্যাখ্যা প্ৰদান কৰা হৰেছে। আৱাজে বলিষ্ঠ বাক্যালাপ-সংকলিষ্ট হিদায়তসমূহ প্ৰবণ
 কৰাৰ পৱ উচ্মাহাতুল মু'মিনীনগণেৰ কেহ যদি পৱপুৱনৰ সাথে কথা-বাৰ্তা বলতেন,
 তবে শুধু হাত রেখে বলতেন—যাতে কঠত্ব পৱিবত্তি হৰে থাক। এজন্যই হৰত
 আমৱ ইবনুল আস (রা) কল্পক বলিষ্ঠ এক হাদীসে রয়েছে : **أَنَّ النَّبِيَّ مَلِعْمٌ نَّوْفِي** —**أَنْ تَكُلُّ النِّسَاءُ إِلَّا بِذَنْ أَزْوَاجِهِنَّ** — অর্থাৎ নবী কৰীম (সা) নাৰী-
 দেৱকে বিজ মিজ দ্বাবীৰ অনুভূতি বাতীত বাক্যালাপ কৰতে বিশেষভাৱে বাবুণ কৰেছেন।
 —(তাৰাবুনী-মাহাবী)

আস'জালা : এ আঘাত ও উলিবিত হামীস থেকে এতটুকু প্ৰয়াপিত হৰেছে
 যে, নাৰীদেৱ কঠত্ব সত্তৱেৰ অক্ষুণ্ণ নহ। কিন্তু এ ক্ষেত্ৰেও সতৰ্কতামূলক নিৱাপ
 আৱোপ কৰা হয়েছে, যা যাবতীয় ইবাদত ও আহকাৰে অনুসূত হৰেছে। পৱপুৱনৰ
 উন্নতে পায়—নাৰীদেৱকে এমন উচ্চস্থানে কথা-বাৰ্তা বলতে থাবুণ কৰা হৰেছে।
 নামায়েৰ সময় ইয়াম কোন ভুগ কৰলে মুক্তাদিদেৱ মৌধিকভাৱে মুকম্মা দেওয়াৰ হকুম
 রয়েছে। কিন্তু যেয়েদেৱকে মৌধিক মুকম্মা দেওয়াৰ পৱিবৰ্তে এ শিক্ষা দেওয়া হৰেছে
 যে, বিজেৱ এক হাতেৰ পিৰ্টেৰ উপৱ অগৱ হাত যেৱে তালি বাজিয়ে ইয়ামকে অবহিত
 কৰবে—শুধু কিছু থাকবে না।

وَقَرْنَ فِي بُشْرٍ وَّتَكْنُ — পূৰ্ণ পৰ্মা কৰা সম্পৰ্কিত।

وَلَا تَنْهِيْ جَنَّتَنْ تَبْرُجَ اَلْجَانِيْةَ اَلْأَوْلِيَّ - অর্থাৎ তোমরা নারীদের পুরু

অবস্থান কর এবং আহিজিলাত শুগের নারীদের ন্যায় দেহ সৌচিত্র ও সৌন্দর্য প্রদর্শন করে ঘোরাফেরা করো না। এখানে পূর্ববর্তী অক্ষয়গু বলে ইসলাম-পূর্ব অক্ষ শুগেকে বোঝানো হয়েছে—যা বিশের সর্বত্র বিস্তৃত হিজ। এ শব্দে এ ইঞ্জিল রয়েছে যে, এরপর আবার অগর কোন অভিভাবক আদুর্ভাবও ঘটিতে পারে, যে সময় এই প্রকার নির্বিজ্ঞতা ও পর্যাপ্তান্তাই বিজ্ঞার জাত করবে। সেটা সংক্ষিপ্ত এ শুধুমুখ্য অভিভাবক হ্যাঁ অধুনা বিশের সর্বত্র পরিমুক্ত হচ্ছে। এ আয়াতে গর্দা সম্পর্কিত আসল হকুম এই যে, নারীগণ পুরুষেই অবস্থান করবে (অর্থাৎ শরীরী প্ররোচন ব্যাতীত যেন বাইরে বের না হবে)। সাথে সাথে এ কথাও বলা হয়েছে যে, যেজাতে ইসলামপূর্ব অক্ষ শুগের নারীরা প্রকাশ্যভাবে বেপর্দা চলাফেরা করত—তোমরা সেরকম চলাফেরা করো না।

তৃতীয় শব্দের মূল অর্থ—প্রকাশ ও প্রদর্শন করা। এখানে এর অর্থ গরম্বুজ সমীপে দীর সৌন্দর্য প্রদর্শন করা। যেমন অন্য আয়াতে রয়েছে : **فَلَمْ يَرْجِعْ حَاجَاتٍ بَلْ يَنْهَا**

(অর্থাৎ সৌন্দর্য প্রদর্শন না করে)। নারীদের গর্দা সম্পর্কিত পূর্ণ আলোচনা ও বিজ্ঞানিত আহকাম এ সুরারই গরবতী অধ্যায়ে বলিত হবে। এখানে কেবল উল্লিখিত আয়াতের ব্যাখ্যা প্রদত্ত হচ্ছে। এ আয়াতে গর্দা সম্পর্কিত দুটি বিষয় জানা গেছে। প্রথমত—প্রকৃত প্রস্তাবে আলোহু পাকের নিকট নারীদের বাড়ি থেকে বের না হওয়াই কামা—শুহকর্ম সংগ্রহ করার উদ্দেশ্যেই তাদেরকে সৃজিত করা হয়েছে, এতেই তারা পুরোপুরি আভ্যন্তরীণ করবে। বদ্যত শরীরত্বকাম্য আসল গর্দা হল পুরের অভিভাবকে অনুসৃত গর্দা।

বিলোরণ, একথা জানা গেছে যে, শরীরী প্ররোচনের ভাবীদে যদি নারীকে বাড়ি থেকে বের হতে হয়, তবে যেন সৌন্দর্য ও দেহ সৌচিত্র প্রদর্শন না করে বের হয়, বরং বোরকা বা গোটা শরীর আবৃত করে ফেলে—এমন চাদর ব্যবহার করে বের হবে। যেমন সামনে সুরা আহবাবেই **مِنْ جَلَّهُنَّ مِنْ جَلَّهُنَّ**—আয়াতে ইমামাআলোহ, বিজ্ঞানিত আলোচনা করা হবে।

তৃতীয় অবস্থাম প্ররোচন সম্পর্কিত হ্যুমের অভিভাবক নয় : **قَرْنَفِيْ بِلِيْلِيْ نِكِنْ** পার্শ্ব নারীদের ঘরে অবস্থান ও রাজিব করে দেওয়া হয়েছে। এর অর্থ এই যে, নারীর পক্ষে ঘর থেকে বের হওয়া সাধারণভাবে তো নিষিদ্ধ ও হারাম। কিন্তু প্রথমত এ আয়াতেই **تَنْهِيْ**, কারা এসিকেই ইঞ্জিল করা হয়েছে যে, প্ররোচনের পরিপ্রেক্ষিতে বের হওয়া নিষিদ্ধ নয়। বরং সৌন্দর্য প্রদর্শনের উদ্দেশ্যে বের হওয়া নিষিদ্ধ।

বিত্তীরত, এই সুরারে আহমাদেরই পরবর্তীতে উল্লিখিত **تِبْيَانٌ عَلَىٰ تِبْيَانٍ** হচ্ছে। আরাতে এ হকুমই রয়েছে যে, বিশেষ প্রয়োজনের পরিপ্রেক্ষিতে যেরেদের বোর্ককা বা অন্য কোন প্রকারে পর্দা করে ঘর হতে বের হওয়ার অনুমতি আছে।

এল্টিম রসুলুল্লাহ্ (সা) এক হাদীস ঘোরাও প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রসমূহ যে এ হকুমের অন্তর্গত নয়, তা স্পষ্ট করে দিয়েছেন। যেখানে পৃথিবী সহধর্মীগণকে সঞ্চারণ করে বলা হয়েছে যে, **قَدْ أُنْ لَكَنْ أَنْ تَخْرُجَنَ لِعَاجِتَنَ (روأة مسلم)**; অর্থাৎ “প্রয়োজনের পরিপ্রেক্ষিতে তোমাদেরকে বাড়ি থেকে বের হওয়ার অনুমতি দেওয়া হয়েছে।” এল্টিম পর্দার আরাত নামিল হওয়ার পরও রসুলুল্লাহ্ (সা)-র আমল এ সাক্ষা প্রদান করে যে, প্রয়োজনীয় স্থলে যেরেদের ঘর থেকে বের হওয়ার অনুমতি রয়েছে। বেমন হজ্র ও উমরার সময় হযুর (সা)-এর সাথে তাঁর সহধর্মীগণের পর্যন্তের কথা বহু বিজ্ঞ হাদীস ঘোরা প্রয়োগিত। অনুরাগতাবে তাঁর সাথে তাঁদের বিভিন্ন শুল্ক গর্বন করাও প্রয়োগিত রয়েছে। আবার অনেক ব্রেঙ্গলারেতে এ প্রয়োগও পাওয়া যায় যে, নবীজীর পৃথিবী জীবন পিতা-মাতা ও অন্যান্য অহুর্বিষ আর্দ্ধজনের সাথে সাক্ষাতের উদ্দেশ্যে নিজেদের বাড়ি থেকে বের হতেন এবং আর্দ্ধজন-জনের রোগ-ব্যাধির তথ্য নিতে হেতেন ও শোকানুষ্ঠান প্রচ্ছাতিতে অংশগ্রহণ করতেন। এছাড়া নবীজী (সা)-র জীবন্দনায় তাঁদের মসজিদে ঘোওয়ারও অনুমতি ছিল।

কথু হযুর (সা)-এর সাথে ও তাঁর সময়েই এমন ঘটেনি, বরং হয়ের ইতেকামের পরও হয়রত সাওদা ও ব্রহ্মনাব বিনতে জাহ্শ (রা) ব্যাতীত অন্যান্য সকল পৃথিবী শীগণের হজ্র ও উমরার উদ্দেশ্যে গর্বন করার প্রয়োগ রয়েছে। আর এ সম্পর্কে সাহাবারে কিমাম (রা)-ও কোন আগতি তোলেন নি। বরং ফারাকে আবম (রা)-এর বিজারুত্বালো তিনি ব্যবহার উদ্যোগ নিয়ে তাঁদেরকে হজ্রে পাঠাবার ব্যবস্থা করেন। হয়রত উসমান গনী (রা)-ও আবদুর রহমান বিন আওফ (রা)-কে তাঁদের ব্যবহারণা ও তৃতীয়ধর্মান্বের অন্য প্রেরণ করেন। হযুর (সা)-এর ইতেকামের পর উচ্মুল মু'মিনীন হয়রত সাওদা ও হয়রত ব্রহ্মনাব বিনতে জাহ্শের হজ্র ও উমরার না ঘোওয়া এ আরাতের পরিপ্রেক্ষিতে ছিল না, বরং অপর এক হাদীসের ভিত্তিতে ছিল। তা এই যে, বিদায় হজ্রে রসুলুল্লাহ্ (সা) নিজের সাথে সহধর্মীগণকে হজ্র সমাপনাতে কেবার পথে বলেন **إِذْمَارٌ لِزُومٍ لِّلْحَصْرِ**— এখানে **لِزُومٍ** ঘোরা হজ্রের দিকে ইলিঙ্গ করা হয়েছে এবং **لِّلْحَصْرِ**—এর ব্যবহচন। ঘোর অর্থ—চাটাই। হাদীসের অর্থ এই যে, তোমাদের বের হওয়া কেবল অন্য হয়েছে। এরপর নিজেদের বাড়ির চাটাই ঔকড়ে ধরবে—সেখান থেকে বের হবে না। হয়রত সাওদা (রা) ও ব্রহ্মনাব (রা) হাদীসের অর্থ এঞ্চাপ করেছেন যে, তোমাদের বের হওয়া কেবল বিদায় হজ্রের অন্যাই

বৈধ ছিল, এন্ন পরে আর আয়োথ নেই। বাকী অন্য সহধিলৌগণ, বাদের মধ্যে হয়রত আমেলা (রা)-র নাম প্রের্ণ কর্তৃত প্রাপ্তি ছিলেন, সবাই হাদীসের অর্থ এরূপ বলে মন্তব্য করেছেন যে, তোমাদের এ সফর ষেরাপ এক শরণী ইবাদত সম্পর্ক করার উদ্দেশ্যে ছিল তোমাদের অনুরাগ উদ্দেশ্যে বাঢ়ি থেকে বের হওয়া আয়োথ। অন্যথায় পুরুষেই অবস্থান করা অবশ্য কর্তব্য।

সারকথা এই যে, কোরআনে পাকের ইংরিজ, নবীজীর আয়ত ও সাহাবাগণের ইজমা (সর্বসম্মত মত) অনুসারে প্রয়োজন হলসমূহ ^{وَتَكُنْ فِي بَلْوَةِ قَرْنَ} আমাতের মর্মের অন্তর্গত মর, হজ-ওমরাহ ও ঘার অক্তুর্জ। আর আঞ্চাবিক প্রয়োজনাদি, নিজের পিতামাতা, মৃহরিয় আচীরদের সহিত সাক্ষাৎ, অসুস্থ থাকা বিধায় এদের সেবা-শুশ্রূষা, অনুরূপভাবে যদি কারো জীবিকা মিবাহের অন্য প্রয়োজনীয় সামান বা অন্য কোন পছন্দ না থাকে, তবে চাকুরী ও কর্মসংস্থানের উদ্দেশ্যে বের হওয়াও এবং আওতাভুত। প্রয়োজন হলসমূহে বের হওয়ার অন্য শর্ত হলো—অর সৌচিত্র ও সৌন্দর্য প্রদর্শন করে বের না হওয়া; বরং বোরকা বা বড় চাদর পরে বের হওয়া।

উচ্চ মু'যিনৌল হয়রত আমেলা সিদ্দীকা (রা)-র বক্রা গরু এবং উচ্চ মু'কে (অংশে আয়ত) তাঁর ভূমিকা সম্পর্কে রাকেবীদের আসার ও আবৌতিক মতবা :

উগরোজ আজোচনা দ্বারা একথা স্পষ্ট প্রতীরয়ান হয়েছে যে, কোরআন পাকের ইংরিজ, রসুলুল্লাহ (সা)-র আয়ত এবং সাহাবায়ে কিমাম (রা)-এর ইজমা (সর্বসম্মত মার) দ্বারা প্রয়োগিত যে, প্রয়োজনীয় হলসমূহ ^{وَتَكُنْ فِي بَلْوَةِ قَرْنَ}—আমাতের আওতাবহিত—হজ ও ওমরাহ প্রতিপ্রতি ধর্মীয় প্রয়োজনসমূহ ঘার অক্তুর্জ। হয়রত আমেলা সিদ্দীকা, হয়রত উল্লে সালমা এবং সকিয়া (রা) হজ উপরকে ঘৰায় ভুলৱাক মেন, তাঁরা সেখানে হয়রত উসমান (রা)-এর শাহাদত ও বিস্রোহ-সংক্রিত ঘটনাবীর সংবাদ পেয়ে অভ্যন্ত ঘৰ্মাহত হন এবং মুসলিমাদের পারিষ্পরিক অনেকের ফলে মুসলিম উচ্চতের সহিত বিনিষ্ঠ হওয়া আর স্কাব্য অশাস্তি ও উচ্ছৃংশার আশকান্ত বিশেষভাবে উৎকৃষ্ট ও উৎপেক্ষণ হয়ে পড়েন। এমতাবধায় হয়রত তাজহা, হয়রত মুবারের, হয়রত মোয়ান বিন বশীর, হয়রত কাব বিন আয়রা এবং আরো কিছুসংখেক সাহাবী (রা) মাদীনা থেকে পালিয়ে মক্কা পৌছেন। কেননা হয়রত উসমান (রা)-এর হত্যাকারীগণ এদেরকেও হত্যা করার পরিকল্পনা নিয়েছিল। এরূপ বিদ্রোহীদের সাথে শর্নীক হতে পারেন নি। বরং এ কাজ থেকে তাদেরকে বারণ করছিলেন। হয়রত উসমান (রা)-এর হত্যার পর বিদ্রোহীরা এদেরকেও হত্যার পরিকল্পনা করে। তাই তাঁরা প্রাপ্ত নিয়ে যক্কা যোয়াজ্জমা এসে পৌছেন এবং উচ্চমূল মু'যিনৌল হয়রত আমেলা (রা)-র খিদঘতে এসে পরামর্শ চান। হয়রত সিদ্দীকা (রা) তাঁদেরকে পরামর্শ দিলেন যে, যে পর্যন্ত বিদ্রোহীরা হয়রত আজীকে পরিবেষ্টন

করে থাকবে সে পর্যন্ত হেন তাঁরা মনোনাম করে না বান। আর হেহেতু তিনি তাদের প্রতিকার ও বিচার-বিধান থেকে বিরত থাকছেন, সুতরাং আগনীরা কিছুক্ষণ হৈথানে নিজেদেরকে নিরোপস মনে করেন সেখানে পিয়ে অবস্থান করতে। বে পর্যন্ত আমীরজল মু'মিনীন (রা) পরিষ্ঠিতি আয়তে এনে শুধুমা বিধানে সক্ষম না হন, সে পর্যন্ত আগনীরা বিদ্রোহীদেরকে আমীরজল মু'মিনীনের চূড়ান্তিক থেকে বিছিন করে দেওয়ার লক্ষ্যে সাধ্যানুসারে চেষ্টা করতে থাকুন, আতে আমীরজল মু'মিনীন তাদের প্রতিকার ও প্রতিশোধ প্রাপ্ত সক্ষম হন।

এসব যথোচ্চান্ত এ কথায় ডায়ী হয়ে বসরা চলে যেতে অনুমত করেন। কেবল সে সময় তথায় মুসলিম সৈন্যবাহিনী অবস্থান করছিল। এসব যথোচ্চান্ত তথায় যেতে অনিহির করার পর তাঁরা উশুজ মু'মিনীন হৃষরত সিদ্ধীকা (রা)-র খিলাফতে আরম্ভ করতেন যে, যাত্তিদিন পর্যন্ত রাজ্যীয় শুধুমা পুনঃ প্রতিষ্ঠিত না হয়, তৃতীয় পর্যন্ত তিনিই যেন তাঁদের সাথে বসরাতেই অবস্থান করেন।

সে সময়ে হৃষরত উসমান (রা)-এর হত্যাকারীদের সাথেও দৌরাত্ম্য এবং তাদের প্রতি আমীরজল মু'মিনীন হৃষরত আলী (রা)-র শরীরভূত শাস্তি প্রয়োগ অক্ষমতার কথা বয়ে নাহজুল-বালাগতের রেওয়ামেতেও স্পষ্টভাবে বিদ্যমান। উচ্চান্তহোগ্য যে, নাহজুল-বালাগা পিয়া পতিতবর্গের নিকট বিশেষ প্রায়ণা প্রযুক্ত বলে সহ্যাদৃত। এই থেকে রয়েছে যে, হৃষরত আলী (রা)-কে তাঁর বেশ কিছুসংখ্যক সুহাদ ও অক্ষরল বজুর্বণ পর্যন্ত এই মর্মে পরামর্শ দেন যে, যদি আপনি হৃষরত উসমান (রা)-এর হত্যাকারীদের অথোচিত শাস্তি বিধান করেন তবেই তা বিশেষ কলাপ ও সুকল বলে আনবে। প্রতিউভয়ে হৃষরত আমীরজল মু'মিনীন ফরয়ান যে, তাই সকল। তোমরা যা বলছ সে সম্পর্কে আমি অন্ত নই। কিন্তু এসব হাজার্যা সুষ্টিকারীদের কাঁচা মনোন পরিবেষ্টিত থাকা অবস্থায় তা কি করে সত্ত্ব? তোমাদের ক্ষীতিদাস ও পার্বতী বেদুইনরা পর্যন্ত তাদের সাথে রয়েছে। এমতাবস্থায় যদি তাদের শাস্তির নির্দেশ আরী করে দেই তা কার্যকর হবে কিভাবে?

হৃষরত সিদ্ধীকা (রা) একসিকে আমীরজল-মু'মিনীন (রা)-এর অক্ষমতা সম্পর্কে পুরোপুরি উল্লিকক্ষণ হিজেন। অপরদিকে হৃষরত উসমান (রা)-এর সাহাদতের কারণে মুসলিমানগণ থেকে চরমভাবে মর্মাহত হয়েছেন সে সম্পর্কেও পূর্ণভাবে অবহিত হিজেন। হৃষরত উসমান (রা)-এর হত্যাকারীরা আমীরজল-মু'মিনীন (রা)-এর মজলিস-সমূহে সশরীরে শয়ীক থাকা সঙ্গেও—তিনি একান্ত অক্ষম হিজেন বলে তাদের শাস্তি বিধান ও তাদের থেকে প্রতিশোধ প্রাপ্ত বিলিষ্ট হচ্ছিল, যারা আমীরজল মু'মিনীন (রা)-এর এই অক্ষমতা সম্পর্কে অবহিত হিল না, এ ব্যাপারেও তাঁরা তাঁকে অভিমুক্ত করছিল। আতে এ অভিযোগ-অন্যোগ অন্য কোন অশাস্তি ও উচ্চুখলার সূচনা না করে, সেজন্য অনগণকে ধৈর্য ধারণের অনুরোধ করা, আমীরজল-মু'মিনীনের শাস্তি সকার কারে রাজ্যের শাসনব্যবস্থা সন্তুষ্ট করা এবং পারম্পরিক অভিযোগ-অন্যোগ ও ঝুঁত বোঝাবুঝির অবসান ঘটিলে উচ্চতের আবে শাস্তি ও সংহতি হাগনের উচ্চেল্পে

তিনি (হয়রত সিদ্দীকা) বসরা রওয়ানা করেন। এ সময়ে তাঁরে হয়রত আব্দুজ্জাহ বিন শুবাইয়ের (রা) প্রমুখ তাঁর সাথে ছিলেন। এ সফরের যে উদ্দেশ্য অবং উচ্চমুল মু'যিনীন (রা) হয়রত কা'কার (রা) নিকট ব্যক্ত করেছেন, তা পরবর্তী পর্যায়ে বিভিন্ন হবে। এই চরম অলাটি ও অরাজকতার সময় মু'যিনদের সাথে শান্তি প্রতিষ্ঠা যে কল্প মহান ও উরুভূর্ণ মৌলি খিদবত ছিল, তা একবারে সৃষ্টিষ্ট। এতদুদ্দেশ্যে যদি উচ্চমুল মু'যিনীন (রা)-এর বীর শুহরিয় আশীর-বাজনের সাথে উচ্চের হাওদার পূর্ণ পর্দার সাথে বসরা গমনকে কেন্দ্র করে “তিনি কোরআনী আহকামের বিরক্তাচরণ করেছেন” বলে শিখা ও রাফেয়ী সজ্জাদার অগঞ্চার করে থাকে, তবে তার কোন বৌদ্ধিকতা ও সারবর্তা আছে কি?

মুনাফিক ও দুর্জুতকারীদের যে অগবীটি পরবর্তী পর্যায়ে গৃহবুজের রূপ পরিষ্ঠাহ করেছিল, সে সম্পর্কে হয়রত আরেশা সিদ্দীকা (রা)-র কোন ধারণা বা কজনাও ছিল না। এ আয়াতের তৎসীরের অন্য এতটুকুই যথেষ্ট। উচ্চমুজের (অরে আয়াত) সবিভাগ আজোচমার ছান এটা নয়। নিছক প্রকৃত সত্য উদ্বাটনের উদ্দেশ্যে এ প্রসংগে সংক্ষিপ্তভাবে করেকষ্ট কথা জিবা হচ্ছে মাত্র।

পারম্পরিক বিজেদ ও কল্প-কলহের সময় সাধারণত যে সব অবস্থার সৃষ্টি হয় ও যে সব রূপ ধারণ করে, সে সম্পর্কে চক্ষুজান ও অভিভাবসম্পর্ক ব্যক্তিগত পার্কিল ও নিজিষ্ট ধারকতে পারে না। এ কেবলও এরাপ অবস্থার সৃষ্টি হয়েছিল যে, সাহাবায়ে কিন্নাম সমেত হয়রত সিদ্দীকা (রা)-র মৌলীনা হতে বসরা গমনের ঘটনাকে মুনাফিক ও দুর্জুতকারীরা আশীরবল-মু'যিনীন হয়রত আলী (রা)-র সমীপে বিকৃত করে এভাবে পেশ করে যে, এরা সব আগনীর সাথে মুকাবিলা করার জন্য প্রয়োজনীয় সৈন্য সংগ্রহ করার উদ্দেশ্যে বসরা যাচ্ছে। সুতরাং আগনি যদি সভ্য ধর্মীয়া হয়ে থাকেন, তবে যাতে এ ক্ষিতিনা অপসর হতে না পারে সেজন্য সেখানে গিয়ে অবৃত্তেই এটা প্রতিষ্ঠত করা আগনীর একান্ত কর্তব্য। হয়রত হাসান, হয়রত হসান, হয়রত আব্দুজ্জাহ বিন আকর, হয়রত আব্দুজ্জাহ বিন আকবাস (রা) প্রমুখ বিশিষ্ট সাহাবী ভাসের এ অন্তর্ভুক্ত বিরক্তাচরণ করে ধর্মীয়া (রা)-কে এ পরামর্শ দেন যে, সেখানকার প্রকৃত অবস্থা অনুধাবন না করা পর্যন্ত আগনি তাদের মুকাবিলার জন্য সৈন্য প্রেরণ করবেন না। কিন্তু অগর অন্ত গোবৃশকারীদের সংখ্যাই ছিল অনেক বেশি। হয়রত আলী (রা)-ও এদের দ্বারা প্রতাবাসিত হয়ে সৈন্যদের সাথে বের হয়ে পড়েন এবং এই অগৃহ্ণিত অশান্তি সৃষ্টিকারী বিপ্রাহীরাও তাঁর সাথে রওয়ানা করে।

এই বসরার সমিকটে পৌছে অবস্থা সম্পর্কে জিতাসাধাদের অন্য হয়রত উচ্চমুল মু'যিনীনের খিদবতে হয়রত কা'কা (রা)-কে প্রেরণ করেন। তিনি উচ্চমুল মু'যিনীনের খেদয়াতে আরম্ভ করেন যে, আগনীর এখানে আগমনের কারণ কি? প্রত্যাতরে হয়রত সিদ্দীকা (রা) বলেন: **أَيْ بُنَىٰ لَا صَلَحٌ بَنَىٰ النَّاسُ**। অর্থাৎ হে প্রিয় খৎস! যানুহের মাঝে শান্তি প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যে এখানে এসেছি। অতঃপর হয়রত তারহা ও

হয়েরত শুবারের (রা)-কেও হয়েরত কা'কা (রা)-র আলোচনা সভার টেকে আনা হজ। হয়েরত কা'কা (রা) তাঁদেরকে বললেন যে, আপনারা কি চান। তাঁয়া বললেন যে, হয়েরত উসমানের হত্যাকারীদের প্রতি শরীরতী শান্তি প্রয়োগ করা ব্যক্তিত জাহাদের অন্য কোম দাবি বা আকাশকা মেই। হয়েরত কা'কা (রা) তাঁদেরকে বৈকাশতে ঢেক্টা করলেন, যে পর্যন্ত মুসলিম উল্লাহ সুসংবৰ্জ ও সুসংহত না হয়, সে পর্যন্ত এটা কার্যকর করা সত্ত্ব নয়। এমতোবছায় আপোস-মীয়াৎসা ও শান্তি-শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠায় আচ্ছন্নিয়োগ করা আগনাদের একান্ত কর্তব্য।

এসব যথান ব্যক্তিগত একথা সমর্থন করলেন। হয়েরত কা'কা (রা) কিরে গিয়ে আয়ীরুল মু'মিনীনকে এ সম্পর্কে অবহিত করার তিনিও বিশেষভাবে সন্তুষ্ট ও আনন্দিত হন এবং সবাই কিরে চলে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নেন। আর এ প্রাণের পরবর্তী তিনি দিন পর্যন্ত অবস্থানকালে এমন পরিস্থিতি দিয়াজ্ঞান হিল যে, এ সম্পর্কে কারো বিস্ময়মান সন্দেহ হিল না যে, উক্ত পক্ষের মাঝে শান্তিচূড়ি অনুষ্ঠিত হওয়ার ঘোষণা অন্তিমিত্তে প্রচারিত হয়ে যাবে। ততুর্থ দিন তাঁরে হয়েরত উসমান (রা)-এর হত্যাকারীদের অচুলছিত্তিত হয়েরত তাজহা ও হয়েরত শুবারের সাথে আয়ীরুল মু'মিনীনের সাক্ষাত্কারে পর এরাগ ঘোষণা প্রচারিত হতে যাইল। কিন্তু এরাগ শান্তি প্রতিষ্ঠা হয়েরত উসমানের হত্যাকারী দুর্ভুতদের মোটেও কাজ্য ও মনঃপৃষ্ঠ হিল না। তাই তারা এরাগ পরিকল্পনা প্রথম করল যে, তারা প্রথমে হয়েরত সিদ্দীকা (রা)-র সমের অধ্যে প্রবেশ করে বাগকভাবে হত্যাকাণ্ড ও নৃত্যরাজ আরাজ করবে, যাতে তিনি (হয়েরত সিদ্দীকা) ও তাঁর সঙ্গীগণ হয়েরত আলী (রা)-র পক্ষ থেকে বিস্তাসঘাতকতা ও মৃত্যি ভর হয়েছে বলে অনে করেন। আর এরা এই তুল বোকাবুকির শিকার হয়ে হয়েরত আলী (রা)-র সৈন্যবাহিনীর উপর বাঁপিরে পড়েন। এদের এ চাম ও কুট-কৌশল সফল হল। হয়েরত আলী (রা)-র বাহিনীভুক্ত দুর্ভুতকারীদের পক্ষ থেকে ব্যবন হয়েরত সিদ্দীকা (রা)-র জামাতের উপর আক্রমণ শুরু হল তখন তাঁরা একথা বুঝতে একান্ত শাখা হিলেন যে, এ আক্রমণ আয়ীরুল মু'মিনীনের সৈন্যবাহিনীর পক্ষ থেকেই হয়েছে। তাই এদের পক্ষ থেকে প্রতি-আক্রমণও আরাজ হয়ে পেল। এ পরিস্থিতিতে আয়ীরুল মু'মিনীন মৃত্যি তিনি অন্য কোন সত্ত্ব দেখতে পেজেন না। আর পৃথ্বীজৰ যে মর্মন্তুম ঘটনা হওয়ার হিল তা হয়ে পেল **رَأَيْتُ مَا رَأَيْتُ وَإِنِّي لِلَّهِ رَاجِعٌ**! তারারী ও অন্যান্য প্রামাণ্য প্রতিহাসিকসম এ ঘটনা তিক এরাগভাবেই হয়েরত হাজান (রা), হয়েরত আবদুজ্জাহ বিন আকবর (রা), হয়েরত আবদুজ্জাহ বিন আকবাস (রা) প্রযুক্ত সাহাবারে কিন্নামের রেওয়ারেত থেকে উচ্ছৃত করেছেন।—**وَمَنْ يَعْلَمُ**

যোটকথা দুর্ভুতকারী পাপাচারীদের দুর্ভিসকি ও কুট-কৌশলের পরিপতিতে সম্পূর্ণ অনিষ্টাক্রুতভাবে নিরপরাধ ও পৃষ্ঠ-পবিত্র এ দু'পক্ষের মাঝে যুক্ত পর্যন্ত সংঘটিত

হবে পেজ, কিন্তু কিন্তু ও সুর্যোগ কেটে শাওয়ার পর উভয় মহান বাজিল্লাহ অভ্যন্তর মর্যাদাট ও বিচারিত হন। এ যর্মনুদ ঘটনা হস্তরত সিদ্দীকা (রা)-র স্মরণ হলে তিনি এমন অজন্ত খারার কৰ্মসূতে থাকতেন যে, তাঁর দোপাট্টা পর্যন্ত অশুসিক্ত হয়ে যেত। অনুরূপভাবে হস্তরত আলী (রা)-ও এ ঘটনায় বিশেষভাবে মর্যাদাট হন। কিন্তু ও সুর্যোগ ভিত্তিত হওয়ার পর যখন তিনি নিহতদের লাখ বাচকে দেখতে তথ্যোক্ত মেন তখন নিজ উল্লতে হাত মেরে মেরে বলতে জাগমেন যে, যদি এ ঘটনা সংঘটিত হওয়ার পূর্বেই আমি যুত্তুবরণ করতাম কর্তব্য না ডাঙ হত।

কোন কোন রেওয়ারেতে আছে যে, উল্লম্ব মু'মিনীন (রা) যখন কোরআনের আয়াত ^{وَ قَرَنْ فِي بَيْوِنْ كَنْ} পাঠ করতেন তখন কেবল কেজতেন। যদে তাঁর দোপাট্টা অশুসিক্ত হবে যেত।—(রহম মা'আনী)

উল্লিখিত আয়াত পাঠকাজে কেবল কেজা এজন্য হিজ না যে, তিনি শুধে অবস্থানের বিকল্পজাতরণ পাপ বলে মনে করতেন অথবা প্রয়োজনের পরিপ্রেক্ষিতে সকল নিষিদ্ধ হিজ। বরং বাঢ়ি থেকে বের হওয়ার দরকান যে অবাঞ্ছিত ও অন্তিপ্রেত হস্তরত বিদ্যারুক ঘটনা সংঘটিত হল তারই পরিপ্রেক্ষিতে বাত্তাবত সৃষ্টি সন্তাপ ও যর্দবেদনাই হিজ এবং কারণ (এসব রেওয়ারেত ও শাবতীর তথ্য তফসীরে ঝাইল মা'আনী থেকে সংগৃহীত হয়েছে)।

নবীজীর সহখর্মিণীগণের প্রতি কোরআনের দৃষ্টী, চতুর্থ ও পঞ্চম হিসাবত :
 وَأَقْمَنَ الصَّلَاةَ وَأَتْبَعَ الزَّكَاةَ وَأَطْعَنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ
 কর, শাকাত প্রদান কর এবং অহান আলাহ্ ও তাঁর রসূল (সা)-এর অনুসরণ কর। দু-হিসাবত সংক্রান্ত বিস্তারিত বিবরণ পূর্বেই বলিত হয়েছে। অর্থাৎ, পরমপুরুষের সাথে বাক্যালাপের সময় আপত্তিকর কোমলতা ও নাজুকতা পরিহার—যিনি প্রয়োজনে শৃঙ্খলাত্তর থেকে বের হওয়া এবং আয়াতে রয়েছে তিনি হিসাবত। এ হল সর্বয়োটি পৌঁত হিসাবত—যা নারীকুল সম্পর্কিত অভ্যন্তর শুল্কপূর্ণ ধর্মীয় বিষয়সমূহের অঙ্গগত।

এ পৌঁত হিসাবতের সব কর্তৃ সমস্ত মুসলিমানগণের প্রতি সমভাবে প্রযোজ্য : উপরোক্ত হিসাবতসমূহের অধ্যে শেরোক্ত তিনটি নবীজীর পুণ্যবর্তী সহখর্মিণীগণের অন্য নির্দিষ্ট না হওয়া সম্পর্কে তেও কারো সন্দেহের অবকাশ নেই। কোন মুসলিম নারী-পুরুষই নামায, শাকাত এবং আলাহ্ ও রসূলের প্রতি আনুগত্য প্রদর্শনের আওতা -বহিকৃত নয়। বাকী রইল নারীকুলের পর্মা সংক্ষিপ্ত অবশিষ্ট দু-হিসাবত। একটু চিহ্ন করলে এও পরিকার হয়ে আস যে, উহাও কেবল নবীজীর পুণ্যবর্তী প্রীগণের জন্য নির্দিষ্ট নয়—বরং সমস্ত মুসলিম নারীগণের প্রতিও একই হকুম। এখন কথা হল এসব হিসাবত বর্ণনার পূর্বেই কোরআনে পাকে বলা হয়েছে যে : ^{لَسْتُ كَمَا} ^{لَد}

مِنَ النِّسَاءِ اَنْ تَكْفِيْتُنَّ

অর্থাৎ পুণ্যবতী নবী-পৌগণ এবং তাক্তুরা ধারণ করে তবে তাঁরা অন্যান্য সাধারণ নারীদের ন্যায় নন। এছাড়া বাহ্যত এ হিদায়তসমূহ নবী-পৌগণের জন্যই নির্দিষ্ট বলে অনে হয়। এর স্পষ্ট জওয়াব এই হে, এ নির্দিষ্টকর্ম আহ্মদের দিক দিয়ে নহ, বরং এভাবের উপর আহ্মদের শুরুত্বের উপর নির্ভরশীল অর্থাৎ পুণ্যবতী পৌগণ অন্যান্য সাধারণ নারীদের ন্যায় নন। বরং এইসের মর্মাদা-সর্বাধিক উপর ও উর্ধ্বত্ব। সুতরাং মেসব হকুম সম্ভব নারীকুন্তের প্রতি ফরয, এভাবের প্রতি এইসের সর্বাধিক শুরুত্ব আরোপ করা উচিত। আল্লাহ্ মহীয়ান গরীবানই সর্বাধিক জাত।

أَنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَدِهِ حِلْبَةً عَنْكُمْ الرِّجَسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرُكُمْ تَطَهِّيرًا

পূর্ববতী আহ্মতসমূহে পুণ্যবতী পৌগণকে সংজ্ঞান করে মেসব হিদায়ত প্রদান করা হয়েছে, মেওলো বলিও তাঁদের জন্যে নির্দিষ্ট ছিল না, বরং গোটা উচ্চতের প্রতিই এসব হকুম প্রযোজ্য। কিন্তু পুণ্যবতী পৌগণকে এঅন্য বিশেষভাবে সংজ্ঞান করা হয়েছে, যাতে তাঁরা নিজেদের ঘর্যাদা ও নবীগৃহের বৈশিষ্ট্যের প্রতি জৈব্য রেখে এসব আয়ত্ত ও ক্লিয়াকর্মের প্রতি বিশেষ শুরুত্ব আরোপ করেন। এ আল্লাতে এই বিশেষ সংজ্ঞানের শুধুমাত্র বর্ণনা প্রসংগে বলা হয়েছে যে, আল্লাহ্ নিকট আমল (কর্ম) পরিশুল্কের বিশেষ হিদায়তের মর্ম ও তাঁৎপর্য নবীজীর পুরুষাংশকে সাবতীয় কজুবতা বিশুদ্ধ করে দেওয়া

রংজস সবচি আরবী ভাষায় বিভিন্ন অর্থে ব্যবহৃত হয়। এক আরপাই রংজস প্রতিজ্ঞা ও বিশ্বাস অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। **وَأَعْتَنَّهُو الرِّجَسَ مِنْ أَلْوَانِ** আবার কখনো বিশুক পাপ অর্থে, কখনো আবাব অর্থে, কখনো কলুবতা ও অপবিকৃতা অর্থে ব্যবহৃত হয়। এ আল্লাতে এ অর্থই বোঝানো হয়েছে। (বাহরে মুহীত)

আল্লাতে আহ্মে বাবতের মর্ম কি? উপরোক্ত আহ্মতসমূহে নবী-পৌগণকে সংজ্ঞান করা হয়েছিল বলে পৌলিয় বাচক ক্লিয়া ব্যবহৃত হয়েছে। কিন্তু এখানে পুণ্যবতী পৌগণের সাথে সাথে তাঁদের সজ্ঞান-সম্ভতি এবং পিতামাতাও আহ্মে বাবতের () অন্তর্ভুক্ত। সেজন্যই পুঁজিয়ে পদ **عَنْكُمْ وَيُطَهِّرُكُمْ** ব্যবহার করা হয়েছে। আবার কোন কোন মুকাস্সিরের মতে আহ্মে বাবত তাঁরা কেবল নবীজীর পুণ্যবতী পৌগণকেই বোঝানো হয়েছে। হয়রত ইকবারা এবং হয়রত মুকাতিল এ অন্তর্ভুক্ত পৌগণ করেছেন হয়রত ইবনে আব্বাস (রা) থেকে খণ্ডিত হয়রত সাইদ বিন মুবারের রেওয়ারেতেও তিনি আহ্মে বাবতের অর্থ পুণ্যবতী পৌগণ (রা)

وَأَنْ كُونَ مَا يَقْلِي فِي دُرْجَاتٍ
বলেই সত্ত্বা করেছেন এবং পুণ্যাত্মক প্রকাশ ও আয়াত পেশ করেছেন (ইবনে আবী হাতেম ও ইবনে আরীর বর্ণনা করেছেন) এবং পূর্ববর্তী আয়াতসমূহে **نَسَاءَ النَّبِيِّ** দিয়ে সম্মতিমত এরই সমর্থন করে। হয়রত ইকবারা (রা) তো প্রকাশ্য বাজারে উচ্চতারে বালতে থাকতেন যে, এ আয়াতে আহমে বায়ত বাবু পুণ্যবর্তী ঝীগপকেই বোকানো হয়েছে—কেননা এ আয়াত তাঁদের শানেই মাধ্যম হয়েছে। তিনি বালতেন যে, এ সম্পর্কে আরি বোকাহাতা (পুরুষ-পরিজনের বাখায় হাত রেখে পথে) করে বালতে বালতেও প্রস্তুত আছি।

বিষ্ণু হাদীসের বিভিন্ন রেওয়ায়েতে, ষেগুলো ইবনে কাসীর এধানে মকান করে-
ছেন—এ কথাগুলৈ সাক্ষ বহন করে যে, হয়রত ফাতিমা, হয়রত হাসান-হসানিমও
আহমে বায়তের অত্যুত্তম। ষেগুলি মুসলিম শরীফে হয়রত আরেশা (রা) থেকে
বাস্তু আছে যে, একদা হয়রত রসুলুল্লাহ (সা) বাড়ি থেকে বাইরে তপ্রৌক্ষ নিতে
বাছিগোন। সে সময় তিনি একটি কাঠো কৃষি চান্দর জড়ানো হিজেন। এয়ন সময়
সেখানে হয়রত হাসান, হয়রত হসান, হয়রত ফাতিমা ও হয়রত আজী (রা)—এস্বা
সবাই একের পর এক তপ্রৌক্ষ আনেন। নবীজী (সা) এদের সবাইকে চান্দরের তিতরে
প্রবেশ করিয়ে নিয়ে আয়াত **إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُهُدِّيَّ هُبَّ عَنْكُمُ الرِّجَسَ أَهْلَ الْبَيْتِ**

وَبَطْরِ كَمْ تَطْهِيرًا
তিজাওয়াত করেন। আবার কোন কোন রেওয়ায়েতে এরপ
রয়েছে যে, আয়াত তিজাওয়াত করার পর তিনি ফরযান **اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُولَى**
(হে আল্লাহ, এরাই আমার আহমে বায়ত।—(ইবনে আরীর))

ইবনে কাসীর এ সম্পর্কে বিভিন্ন হাদীস বর্ণনা করে বলেন যে, প্রকৃত প্রস্তাবে
মুকাসিসিরসম প্রস্তুত এসব মতাবলীর মধ্যে পরম্পরার কোন বিরোধ নেই। বাবু
একথা বলেন যে, আয়াত পুণ্যবর্তী ঝীগপের শানে মাধ্যম হয়েছে এবং আহমে বায়ত
বলে তাঁদেরকেই বোকানো হয়েছে, তাঁদের এ মত অনুমানগমও—আহমে বায়তের
অত্যুত্তম হওয়ার পরিপন্থী নয়। সুভরাং একাই শিক যে, পুণ্যবর্তী ঝীগপও আহমে
বায়তের অন্তর্গত। কেননা, এ আয়াতের শানে নৃমূলও এই। আবার নবীজীর
ইরশাদ মুতাবিক হয়রত ফাতিমা, আজী, হাসান-হসান (রা)-ও আহমে বায়তের
অন্তর্গত। আর এ আয়াতের গুর্বে ও পরে উভয় বলে **نَسَاءَ النَّبِيِّ** শিরোনামে

সংবোধনা করা হয়েছে এবং একমা ঝৌলিমবাচক পদ ব্যবহৃত হয়েছে। পূর্ববর্তী আয়াতগুলুর থেকে আরও করে দেখ পর্যবেক্ষণ পদ ঝৌলিম

জাপে ব্যবহৃত হয়েছে। আর পরবর্তী পর্যায় ^{وَأَذْكُرْنَّ مَا يُتْلَى} ও প্রতিপাদিত পদে সংবোধন করা হয়েছে। এই অধ্যবর্তী আয়াতেও পূর্বাপরের ব্যাখ্যকুম করে পূর্ণলিঙ্গ পদ ^{عَنْكُمْ وَبِطْهْرِكُمْ} ও ব্যবহারও একই বিশেষজ্ঞাবে প্রয়োগ করে যে, এ আয়াতে কেবল নারীগণ অভর্তু নয়, কিন্তু সংজ্ঞাক পুরুষও এর অভর্তু রয়েছে।

^{لِيَدِ هِبَ عَنْكُمْ الرِّجَسْ أَهْلَ الْبَيْتِ وَبِطْهْرِكُمْ}

^{قَطْعَرًا} দ্বারা স্পষ্টভাবে একথাই বোঝানো হয়েছে যে, এসব হিদায়তের মাধ্যমে আর্জান পাক আহ্মে বায়তকে শরতানের প্রতারণা, পাপ-পঞ্চিলতা ও অঙ্গীকৃতাসমূহ থেকে রক্ষা করবেন এবং পবিত্র করে দেবেন। মোটকথা এখানে শরীরস্তগত পবিত্র-করণকে বোঝানো হয়েছে। সৃষ্টি ও জগতে পবিত্রকরণ, যা নবীগণের বৈশিষ্ট্য তা বোঝানো হচ্ছে। কিন্তু এবার এ কথা বোঝা যায় না যে, এরা সব নিষ্পাপ, এবং নবীগণ (সা)–এর ন্যায় তাঁদের দ্বারা কোন পাপ সংঘটিত হওয়া সত্ত্বপরই নয়। জগতে অঙ্গীকৃতা ও পবিত্রতার যা বৈশিষ্ট্য—সে সমস্কে শিয়া সম্মুদ্ধার সংখ্যাগন্তির উল্লিখিত ধোকাকে ডিপ্পাইত পোষণ করে প্রথমত আহ্মে বায়ত শব্দ কেবল রসূলের সভান-সভাতিদের জন্মাই নিদিষ্ট বলে এবং পুণ্যবর্তী ঝৌপণ এর্দের থেকে বহিভৃত বলে দাবি করেছে। বিভৌগত উল্লিখিত আয়াতে পবিত্রকরণ অর্থ তাঁদের জগতে নিষ্ক্রূততা বলে ঘন্টব্য করে আহ্মে বায়তকে নবীগণের ন্যায় সম্পূর্ণ নিষ্পাপ বলে আখ্যায়িত করেছে। এর উত্তর এবং আস'আমার বিস্তারিত বর্ণনা আহ্মেয়ে কোরআন নামক প্রাপ্ত সুরারে আহ্মাদ অধ্যায়ে প্রদান করেছি, যাতে নিষ্ক্রূততার সংজ্ঞা এবং তা নবী ও কেবলগতাকুলের জন্য নিদিষ্ট থাকা এবং তাঁদ্বা ব্যক্তি অন্যকেও নিষ্পাপ না হওয়ার কথা শরণী প্রয়োগাদিসহ সবিস্তার বর্ণনা করেছি। বিদ্যুৎ সংযোজ তা দেখে নিতে পারেন—সাধারণ লোকের জন্য তা বিষয়ের জোজন।

^{إِنَّ اللَّهَ - وَأَذْكُرْنَّ مَا يُتْلَى فِي بُيُوتِكُنْ مِنْ أَيَّاتِ اللَّهِ وَالْحَكِيمَةِ}

অর্থ কোরআন আর অর্থ রসূলুল্লাহ (সা) প্রদত্ত বিক্রা-দীক্ষা এবং তাঁর সুযোগ ও অসুর্য। যেমন অধিকাংশ তত্ত্ববিদ্বান হক্মত এবং তত্ত্ববিদ সুন্দর বলে বর্ণনা করেছেন। অর্থ কুরু পদের মুক্ত ভাবার্থ হতে পারে—(১) এসব বিষয় ব্যবং

স্মরণ রাখা—যাঁর ফজলুতি ও পরিচয় হলো এগুলোর উপর আমল করা। (২) কোর-আন পাকের যা কিছু তাঁদের স্থে তাঁদের সামনে নাবিল হয়েছে বা রসূলুজ্জাহ্ (৩) তাঁদেরকে যেসব শিক্ষা প্রদান করেছেন, উচ্চতরের অন্যান্য জোকদের সঙ্গে সেবনের আভোচনা করা। এবং তাঁদেরকে সেগুলো পৌছে দেওয়া।

କାହାମା ? ଇବନେ ଆରାବୀ ଆହ୍କାମୁଜ-କୋରାଆନ ନାଥକ ପୁଷ୍ଟ ହିତେହେନ ଯେ, ଏ ଆରାତ ଆରା ଏକଥା ଶ୍ରମାଣିତ ହର ଯେ, ସବି କୋନ ବାଜି ରସୁଲୁହାହ୍ (ସା)-ର ନିକଟ ଥେକେ କୋନ ଆହାତେ କୋରାଆନ ବା ହାଦୀସ କୁମେ ତବେ ତା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଲୋକେର ନିକଟ ପୌଛେ ଦେଉୟା ତାର ଅବଶ୍ୟ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ । ଏମନିକି କୋରାଆନେର ହେସବ ଆରାତ ନବୀଜୀର ପୁଣ୍ୟବତ୍ତୀ ଜ୍ଞାପନେର ଗୁହେ ନବିଜ ହରେହେ ଅଧିକା ନବୀଜୀ (ସା)-ର ନିକଟ ଥେକେ ତୀରା ହେସବ ଶିକ୍ଷା ଜାତ କରେହେନ, ଦେଉତୋ ସମ୍ପର୍କେ ଅପର ଲୋକେର ସାଥେ ଆମୋଚନ କରା ତୁମେର ଉପରାତ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ କରେ ଦେଉୟା ହରେହେ । ଆର ଆଜାହ୍ ପାକେର ଏ ଆମାନତ ଉତ୍ସମତେର ଅପରାପର ଲୋକଦେଇ ନିକଟ ପୌଛାନୋ ତୁମେର (ପୁଣ୍ୟବତ୍ତୀ ଜ୍ଞାପନେର) ଅପରିହାର୍ଯ୍ୟ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ।

କୋରାଜ୍ଞାନେର ମାତ୍ର ହାଦୀସେର ସଂଗ୍ରହଙ୍ଗ । ଏ ଆହ୍ଵାତେ ହେଲାପଣ୍ଡାବେ ଆହ୍ଵାତେ-କୋରାଜ୍ଞାନେର ପ୍ରଚାର-ପ୍ରସାର ଓ ଶିଳ୍ପ ପ୍ରଦାନ ଉତ୍ସମତେର ଜନ୍ୟ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ କରିବା ଦେଉଥା ହେବେ, ଅନୁକଳପଣ୍ଡାବେ ହିକ୍ଷତ (ତତ୍କର୍ମ) ଶବ୍ଦେର ମାଧ୍ୟମେ ରସ୍ତୁଜ୍ଞାହ୍ (ସା)-ର ହାଦୀସମ୍ମହର ପ୍ରଚାର ଏବଂ ଶିଳ୍ପ ପ୍ରଦାନଙ୍କ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ କରିବା ଦେଉଥା ହେବେ । ଏ କାରଣେଇ ସାହା-ବାରେ କିରୀତ (ରା) ସର୍ବାବସ୍ଥାରେ ଏ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ପାଇନ କରିଛେ । ସହିତ୍ ବୁଝାରୀ ଶବ୍ଦରେ ହସରତ ମା'ଆୟ (ରା) ସମ୍ପର୍କେ ଏକାପ ଘଟନା ପଣ୍ଡିତ ଆହେ ସେ, ତିନି ରସ୍ତୁଜ୍ଞାହ୍ (ସା)-ର ନିକଟ ଥିଲେ ଏକଥିନା ହାଦୀସ ଉନ୍ନେନ, କିନ୍ତୁ ଜନଗଣ ଏର ପ୍ରତି ସମ୍ମାନଥ ମର୍ମାଦା ଆରୋପ ନା କରିବେ ଯା କରିବେ ଅନ୍ତର୍ଭାବେ କୋମ ଡୁଲ ବୋଜାବୁଜିଲେ ପଣ୍ଡିତ ହାତେ ପାଇଁ ଏକାପ ଆଶ୍ରମକା କରି ତିନି ତା ସର୍ବସାଧାରଣେର ସାମନେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଲା ନି । କିନ୍ତୁ ସଥିନ ଡାର (ମା'ଆୟେର) ମୃଦୁଳକଣ ଘନିଯିଲେ ଏମୋ, ତଥାନ ତିନି ଜନଗପକେ ଏକାହିତ କରି ତାଦେର ସାମନେ ମେ ହାଦୀସ ପେଶ କରିଲେନ ଏବଂ ଯତାଜେନ ସେ, ନିର୍ଦ୍ଦିକ ଧୀର୍ଘ ହାର୍ଥେ ଆସି ଏ ମାତ୍ର ଏ ସମ୍ପର୍କେ କାରୋ ସାଥେ ଆଲୋଚନା କରିଲି । କିନ୍ତୁ ଏକଥେ ଆମାର ମୃଦୁ ଅଭ୍ୟାସମ । ସୁତରାଠ ଉତ୍ସମତେର ଏ ଆମାନନ୍ଦ ତାଦେର ହାତେ ପୌଛିଲେ ଦେଉଥା ଏକାହିତ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ସଜେ ମନେ କରି । ହସରତ ମା'ଆୟ ହାଦୀସେ-ରସ୍ତୁଜ୍ଞ ଉତ୍ସମତେର ନିକଟ ନା ପୌଛାନୋର ପାପେ ହାତେ ପଣ୍ଡିତ ନା ହନ ସେଜନ୍ୟ ତିନି ଅଭ୍ୟାସ ପରେଇ ଜନଗପକେ ଡେକେ ଏ ହାଦୀସ ଉନ୍ନିଯିଲେ ଦେନ ।

ଏ ହଟନାଓ ଏ ସାଙ୍କ୍ଷୟାଇ ପ୍ରଦାନ କରେ ଥେ, ସମ୍ମ ସାହାବାୟେ କିମ୍ବାମ୍ବାଇ କୋରାଅନେର
ଏ ହକୁମ ପାଇନ ଓଯାଜିବ ଓ ଅବଶ୍ୟକର୍ତ୍ତ୍ୟରେ ବଲେ ଥିଲେ କରନ୍ତେନ । ଆର ସାହାବାୟେ
କିମ୍ବାମ ଅତ୍ୟାତ୍ ସତର୍ଭତାର ସଥେ ହାଦୀସମ୍ମହ ଅନଗପେଇ ନିକଟ ପୌଛାଯାଇ ଥାବହା କରନ୍ତେନ
ଥିଲେ ହାଦୀସ ସଂକଳନେର ଉତ୍ତର କୋରାଅନେର କାହାକାହି ହେଲେ ଗଡ଼ିଲେ । ଏ ସମ୍ପର୍କେ ସମେହର
ଅଭିଭାବକ କର୍ଯ୍ୟ କୋରାଅନେ ପାଇଁ ଜମେହର ଅଭିଭାବକ କୁରାରୁଈ ନାମାକ୍ରମ ।

إِنَّ الْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَاتِ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَالْقَنِيْتِينَ
وَالْقَنِيْتَ وَالصَّدِيقِينَ وَالصَّدِيقَاتِ وَالصَّابِرِينَ وَالصَّابِرَاتِ
وَالْخَشِعِينَ وَالْخَشِعَاتِ وَالْمُتَصَدِّقِينَ وَالْمُتَصَدِّقَاتِ وَالصَّالِمِينَ
وَالصَّالِمَاتِ وَالْحَفْظِينَ قُرُونَهُمْ وَالْحَفْظَاتِ وَالْدُّكَيْنَ اللَّهُ كَثِيرًا
وَالْدُّكَرَاتِ أَعَدَ اللَّهُ لَهُمْ مَغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا ۝

(৩৫) নিচের মুসলমান পুরুষ, মুসলমান নারী ইমানদার পুরুষ, ইমানদার নারী অনুগত পুরুষ, অনুগত নারী, সত্যবাদী পুরুষ, সত্যবাদী নারী, ধৈর্যশীল পুরুষ, ধৈর্যশীল নারী, বিনীত পুরুষ, বিনীত নারী, মানশীল পুরুষ, মানশীল নারী, রোধা পালনকারী পুরুষ, রোধা পালনকারী নারী, রৌদ্রাত হিকাবতকারী পুরুষ, রৌদ্রাত হিকাবতকারী নারী, আজাহ্‌র অধিক বিকিরকারী পুরুষ ও বিকিরকারী নারী—তাদের অন্য আজাহ্‌র প্রস্তুত রেখেছেন কথা ও মহাপুরুষার।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

বিঃসন্দেহে ইসলামের কার্যবলী সম্পর্কান্বী পুরুষগণ, ইসলামের কার্যবলী সম্পর্কান্বী নারীগণ, ইমান আনন্দন কান্বী পুরুষগণ ও ইমান আনন্দন কান্বীগণ (مسلمان و مسلمة) এবং এই তফসীরের পরিপ্রেক্ষিতে ইসলামের মর্মার্থ দীন সংজ্ঞিত কার্যবলী—যথা নার্মাদা, রোধা, হজ্জ, যাকাত প্রভৃতি এবং مُرْمَنْتُ এবং এই অনুগত ইমানের অর্থ আকীদা-বিশ্বাসমূহ। যেকাপ হস্তরত জিবরাইল (আ)-এর জিতাসার পরিপ্রেক্ষিতে হস্তরত (সা)-ও ইসলাম এবং ইমান সম্পর্কে এরপ উভয় দিবেছেন বলে সহীহ বুধানী ও মুসলিম খৌকে বর্ণিত আছে।) আনুগত্য ঘীকারকারী পুরুষ, আনুগত্য ঘীকারকারী নারীগণ, সত্যপরামর্শ পুরুষ ও সত্যপরামর্শ নারীগণ, (কথার সত্য-পরামর্শ, কাজে-কর্মে সত্যপরামর্শ এবং ইয়া'ন ও নিরাতে সত্যপরামর্শ—এরা সবাই এসত্য পারায়ণতার অনুর্গত। অর্থাৎ এন্দের কথাবার্তায় যিথ্যার জেলবাজ নেই, কাজে-কর্মে কোন প্রকারের বৈধিক্য ও অন্যসত্ত্ব নেই এবং জোক দেখানোর অন-মানসিকতা এবং কপটতাও নেই) এবং ধৈর্য ধারণকারী পুরুষ ও ধৈর্য ধারণকারী নারীগণ (সকল প্রকারের ধৈর্য-ই-এর অনুর্ভূতি)। অর্থাৎ উপাসনা-আরাধনায় অটুজ ও দৃঢ়গদ থাকা, পাপ-পর্জন্মতা থেকে নিজেকে স্ফুর্ত রাখা এবং বিগদে-আগদে ধৈর্য ধারণ করা) এবং বিনয়ী পুরুষ ও বিনয়ী নারীগণ, (নারাশ ও অন্যান্য ইবাদতে বিনয় এবং একান্ততা ও

শুভ অভিজ্ঞতা। যেন অভিজ্ঞতা ইবাদতমূল্যী থাকে এবং আমান্য অজ-প্রত্যাগ অনুরাগ থাকে। অহকার ও আচ্ছাদিত বিপরীত সাধারণ বিনয়-নয়নাতও এর অভিজ্ঞতা। অর্থাৎ এরা অর্ব ও আচ্ছাদিত থেকে মুক্ত আর নাশ্বায় ও অন্যান্য ইবাদতে নয়না—একাপ্রস্তা তাদের অবিচ্ছিন্ন শুণ ও সাধারণ বৈশিষ্ট্য।) এবং দানশীল পুরুষ ও দান-শীলা মারীগণ (শাকাণ্ড ও অন্যান্য নকল দান-খরচাত প্রতৃতি সবই এর অস্তর্গত) আর রোয়াদার পুরুষ ও রোয়াদার নারীগণ, দীর্ঘ উপর্যুক্ত সংযোগকারী পুরুষ ও উপর্যুক্ত সংযোগকারী নারীগণ এবং অধিক পরিয়াথে আলাহকে সমরপকারী পুরুষ ও সমরপকারী নারীগণ (অর্থাৎ শারী ফরয বিকিরসমূহের সাথে সাথে নকল বিকিরসমূহ আসার করে) এসের জন্য আলাহ পাক ক্ষমা ও মহান প্রতিসান তৈরী করে রেখেছেন।

আনুষঙ্গিক জাতৰ্য বিবরণ

কোরআনে পাকে সাধারণতাবে পুরুষদেরকে সমোখন করে নারীদেরকে আনুষঙ্গিকভাবে তার অভিজ্ঞতা করে দেওয়ার তাৎপর্য: বদিও নারী-পুরুষ উভয়ই কোরআনে পাকের সাধারণ নির্দেশাবলীর আওতাধীন, কিন্তু সাধারণত সমোখন করা হয়েছে পুরুষদেরকে। আর নারীজাতি পরোক্ষভাবে এর অস্তর্গত। সর্বত্ত্বে—
 مَنْ يَعْلَمْ أَنْ يَأْتِيَ الْفَتَنَةَ فَلْ يُنْذِلْهَا بِإِيمَانٍ فَإِنَّمَا يُنْذِلُهَا بِمَنْفَعٍ
 শব্দ-সম্পত্তি ব্যবহার করে আনুষঙ্গিকভাবে নারীদেরকেও সমোখনের অভিজ্ঞতা করা হয়েছে। এতে এ ইলিঙ্গটি রয়েছে যে, নারীদের সকল বিবরণই প্রচলণ ও গোপনীয়। এর অধোই তাদের মান-মর্যাদা নিহিত। বিশেষ করে সমস্ত কোরআনে দুটি নিজেকে কর্তৃত দেখা যাবে যে, কেবল ইয়রত পরিয়ব বিন্তে ইমরান ব্যাডিত অন্য কোন ঝৌঁকের নাম কোরআনে পাকে উল্লেখ মেই। যেখানে তাদের প্রসংগ এসেছে সেখানে পুরুষের সাথে তাদের সম্পর্কসূচক শব্দ যথা ۱۳۰ فَرْأَى مَرْأَى
 ও ۱۴۰ فَرْأَى مَرْأَى প্রতৃতি শব্দ ব্যবহার হয়েছে। ইয়রত পরিয়বের বিশেষত্ব সত্ত্বেও এই যে, কেবল পিতার সাথে হয়রত ইস্রাইল (আ)–র সম্পর্ক ছাপন সত্ত্বপর ছিল না। তাই যারের সাথেই তাঁকে সম্পর্কযুক্ত করতে হয়েছিল এবং এ কারণেই তাঁর (পরিয়বের) নাম উল্লেখ করা হয়েছে। আলাহ পাকই সর্বাধিক জাত।

কোরআন কর্মীদের এই প্রকাশতৎগী বদিও এক বিশেষ প্রভা, ঝৌঁকিকভা ও মজনের ঝিলিতেই অনুসৃত হয়েছিল, কিন্তু এ পরিপ্রেক্ষিতে নারীগণের ইন্দুরণ্যাত্তা-বোধের উল্লেক হওয়া একাত দ্বারা বিক্রিত ছিল। তাই বিভিন্ন হাদীস প্রাপ্ত এবন্য বহু দ্রেওয়ায়েতে রয়েছে, যাতে নারীগণ রসুলুল্লাহ (সা)-এর খিদুততে এ সর্বে আরম্ভ করেছে যে, আমরা দেখতে পাচ্ছি—আলাহ পাক কোরআনের সর্বত্ত পুরুষদেরই উল্লেখ করেছেন এবং তাদেরকেই সমোখন করেন। এ দ্বারা বোবা যায় যে, আমাদের (নারীদের) আবে কোন প্রকার পুণ্য ও কল্যানই নিহিত নেই। সুতরাং আমাদের কোন ইবাদতই প্রক্ষেপযোগ্য নয় বলে আশংকা হচ্ছে। (পুণ্যবণ্ডী জীবন থেকে ইমাম বাগবী রেওয়ামেত

করেছেন) এবং তিনিয়ো শরীকে হয়রত উল্লেম আলহাদু থেকে, আবার কোন কোম রেওয়ায়েতে হয়রত আস্মা বিনতে উপায়েস্ (রা) থেকেও এ খরনের আবেদন উপরাপনের কথা বর্ণিত আছে—আর এসব রেওয়ায়েতে এ আবেদন উপরোক্তিত আলাতসমূহ নাথিল হওয়ার কারণ অন্ত করা হয়েছে।

উল্লিখিত আলাতসমূহে নামীদেরকে অস্তি ও সামগ্র্য প্রদান এবং তাদের আয়জ প্রাপ্তিগোপ্য হওয়ার শর্তাবলী সংশ্লিষ্ট বিশেষ আজোচনা রয়েছে। বলা হয়েছে, আলাহ্ পাক সমীপে যানমৰ্বাদী ও তাঁর নৈকট্য জাতের ডিঙি হল সৎ-কাৰ্যাবলী, আলাহ্'র আনুগত্য ও বশ্যতা বৌকাৰ। এ ক্ষেত্ৰে নামীপূর্বেৰ মাঝে কোন ক্ষেত্ৰান্তে নেই।

অধিক পরিমাণে আলাহ র যিকিৱেৱে নিৰ্দেশ এবং তাৰ বৌকিকতা ও তাৎপৰ্যঃ ইসলামেৰ কৃত পৌঁছ প্রকাৰেৱ ইবাদত। অথা—নামায, রোধা, হজ, শাকাত ও জিহাদ। কিন্তু সমস্ত কোৱানে এৱ মধ্য থেকে কোন ইবাদত অধিক পরিমাণে কৱার নিৰ্দেশ নেই। কিন্তু কোৱানে পাকেৰ বহু সংখ্যাক আলাতে আলাহ্'র যিকিৱ অধিক পরিমাণে কৱার নিৰ্দেশ রয়েছে। সুৱায়ে আনন্দাণ, সুৱায়ে জুম'আ এবং এই সুৱায়
 وَاللَّذَا كَرِيْنَ اَللَّهَ كَثِيرًا وَلَذَا كَرَأْتِ
 (অধিক পরিমাণে আলাহক স্মরণ-কাৰ্যগুণ ও স্মরণকাৰিগুণগুণ) বলা হয়েছে। এৱ তাৎপৰ্য সম্বৰত এই যে প্ৰথমত আলাহ্'র যিকিৱ সকল ইবাদতেৰ প্ৰকৃত রাহ। হয়রত মা'আয বিনু আনাস (রা) থেকে বলিত আছে যে, অনেক বাস্তি' রসূলুল্লাহ্ (সা)-ৰ নিকট জিতেস কৱল যে, মুঞ্জাহিদ-পথেৰ আৰু সৰ্বাধিক প্ৰতিদান ও সওয়াবেৰ অধিকাৰী কোনু বাস্তি' হবে? তিনি (সা) বললেন, যে সবচেয়ে বেশি আলাহ্'র যিকিৱ কৱবৈ। অতপৰ জিতেস কৱল যে, রোয়াদারদেৱ মধ্যে সৰ্বোচ্চ সওয়াবেৰ অধিকাৰী কে হবে? তিনি বললেন, যে আলাহ্'র যিকিৱ সবচেয়ে বেশি কৱবৈ। এজুগভাৱে নামায, শাকাত, হজ, সদৃকা প্ৰত্যুষি সম্পর্কেও জিতেস কৱল। তিনি প্ৰতিবাৰ এ উত্তৱই দিলেন যে, যে বাস্তি' সৰ্বাধিক পরিমাণে আলাহ্'র যিকিৱ কৱবৈ, সে-ই সৰ্বোচ্চ প্ৰতিদান জাত কৱবৈ (ইবানে কাসীৰ থেকে আহয় বৰ্ণনা কৱেছেন)।

বিভোংত, যাৰভীয় ইবাদতেৰ মধ্যে এটাই (যিকিৱ) সহজতর। এটা আদাৰ কৱা সম্পর্কে শৰীয়তও কোন শৰ্ত আনোপ কৱেনি—গৃহসহ বা বিনা গৃহসহ উত্তে-বসতে চলতে-ফিরতে সব সময়ে আলাহ্'র যিকিৱ কৱা যাব। এৱ জন্য মানুষেৰ কোম পৰিপ্ৰেক্ষই কৱতে হয় না, কোন অবসৱেৱেও প্ৰয়োজন নেই। কিন্তু এৱ জাত ও ফজুলুতি এত বেশি ও বাপক যে, আলাহ্'র যিকিৱেৱে মাধ্যমে পাৰ্থিব কাজকৰ্ম ও দীন (ধৰ্ম) ইবাদতে রাগতিৱিত হৱ। আহাৰ প্ৰতিপৰ্যন্ত পূৰ্ববণ্ডী ও পৱনবণ্ডী দোয়া, বাস্তি' থেকে বেৱ হওয়াৰ ও কিৱে আসাৰ দোয়া, সকলেৰ রাগুয়ানী কৱা ও সকলৰকাৰীন বাস্তি'

হিন্দের আসার দোষা, কোন কারবারের সূচনাগৰ্বে ও লেখে রসুলুল্লাহ (সা) বিদ্রেশিত দোষা—প্রভৃতি দোষার সারমর্ম এই যে, যুস্তামান বেন কোন সময়েই আলাহ্ সম্পর্কে অমনোযোগী ও গাফিল থেকে কোন কাজ না করে, আর তাঁরা যদি সকল কাজকর্মে এ বিধানিত দোষাসমূহ পড়ে নেয় তবে পাখিব কাজ দীনে (ধর্মে) গর্বসিত হয়ে থাক।

وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُّكْفِرٍ إِذَا قُضِيَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا كَانَ يُكُونُ
 لَهُمُ الْخَيْرَةُ مِنْ آخِرِهِمْ وَمَنْ يَعْصِي اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ حَنَّ ضَلَالًا
 مُّبِينًا وَإِذْ تَقُولُ لِلَّذِي أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَأَنْعَمْتَ عَلَيْهِ أَمْرًا
 عَلَيْكَ رُوْجَكَ وَأَثْقَلَكَ وَتُخْفِي فِي نَفْسِكَ مَا اللَّهُ مُبْدِيهِ وَتُخْسِي
 النَّاسَ وَاللَّهُ أَحَقُّ أَنْ تَخْشِلَهُ دُقَلَّتَا قَضَى رَزِيدُ مِنْهَا وَطَرَا رَوْجَنَكَهَا
 لِكَ لَا يُكُونُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ حَرَجٌ فِي أَرْوَاحِهِمْ إِذْ عَيَّبُوهُمْ إِذَا قَضَوْا
 مِنْهُنَّ وَطَرَا وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ مَفْعُولًا ① مَا كَانَ عَلَى النَّبِيِّ مِنْ حَرَجٍ
 فِيمَا فَرَضَ اللَّهُ لَهُ وَسُنَّةُ النَّبِيِّ الَّذِينَ حَلَّوا مِنْ قَبْلِهِ وَكَانَ
 أَمْرُ اللَّهِ قَدْرًا مَفْدُورًا ② الَّذِينَ يُبَلِّغُونَ رِسْلَتَ اللَّهِ وَ
 يَخْشَوْنَهُ وَلَا يَخْشَوْنَ أَحَدًا إِلَّا اللَّهُ وَكَفَى بِاللَّهِ حَسِيبًا ③

(৩৬) আলাহ্ ও তাঁর রসুল কোন কাজের আদেশ করামে কোন ইমানদার পুরুষ ও ইমানদার নারীর সে বিষয়ে তিনি ক্ষমতা নেই যে, আলাহ্ ও তাঁর রসুলের আদেশ অযান্ত করে, সে প্রকাশ্য পথচার্টতার পতিত হয়। (৩৭) আলাহ্ থাকে অনুপ্রহ করেছেন, আগন্তি থাকে অনুপ্রহ করেছেন, তাকে যখন আগন্তি বলেছিলেন, তোমার পুরুকে তোমার কাছেই থাকতে সাও এবং আলাহকে প্রয় কর। আগন্তি আভরে এমন বিষয় লোগন করছিলেন, যা আলাহ্ পাক প্রকাশ করে দেবেন। আগন্তি মোকবিন্দার ভয় করছিলেন; অথচ আলাহকেই অধিক ভয় করা উচিত! অতস্ম থারেন যখন বলনবের সাথে সম্পর্ক ছিল করে, তখন আমি তাকে আগন্তার সাথে বিবাহবজনে আবজ করুনাম, থাতে শুমিন্দের গোষ্ঠীগুলো তাদের জীৱ সাথে সম্পর্ক ছিল করলে সেসব

জীকে বিবাহ করার ব্যাপারে মুঘিনমের কোন অসুবিধা না থাকে। আজাহ্ নির্দেশ কার্যে পরিণত হয়েই থাকে। (৬৮) আজাহ্ মরীর অন্য বা নির্বাসিত করেন, তা করতে ঠাঁর কোন বাধা নেই। পূর্ববর্তী নবীগণের ক্ষেত্রে এটাই ছিল আজাহ্ তিস্যাচরিত বিধান। আজাহ্ আসেন নির্বাসিত, অবধারিত। (৬৯) সেই নবীগণ আজাহ্'র পরামর্শ প্রভাব করতেন ও ঠাঁকে তর করতেন। ঠাঁরা আজাহ্ বাতীত অন্য কাউকে তর করতেন না। হিসাব প্রথের অন্য আজাহ্ অথেচ্ট।

তৎসীরের সার-সংজ্ঞেপ

কোন মুঘিন পুরুষ ও মুঘিন নারীর পক্ষে সত্ত্ব নয় যে—যখন আজাহ্ ও তাঁর রসূল (সা) কোন কাজের (তা পার্থিব কাজই হোক না কেন—অবধা করণীয় বলে) নির্দেশ প্রদান করেন, তখন সেকাজে সেসব মুঘিনগণের কোন অধিকার অবশিষ্ট থাকে (অর্থাৎ ইচ্ছান্বয়ী করার বা না করার) অধিকার থাকে না। যরঁ তা কার্যে পরিণত করাই গুরাজিব ও বাধ্যতামূলক হয়ে থার আর যে বাতি (এরপ বাধ্যতা-মূলক নির্দেশের পর) আজাহ্ ও তাঁর রসূল (সা)-এর কথা আমান্য করে, সে স্পষ্ট পথ-ভ্রষ্টভাব পতিত হল। আর (সে সময়ের কথা স্মরণ করুন) যখন আপনি (উপদেশ ও পরামর্শদে) এই বাতিকে বলতে ছিলেন, যার প্রতি আজাহ্ অনুগ্রহ করেছেন, (অথা ইসলাম প্রথের ভওফিক দিয়েছেন—যা দীনী অনুগ্রহ এবং দাসত্ব থেকে মুক্তি দিয়েছেন—যা পার্থিব অনুগ্রহ) এবং আপনিও যার প্রতি অনুগ্রহ করেছেন (দীনী শিক্ষা প্রদান করেছেন এবং শুভ করে দিয়েছেন; অঙ্গের ক্ষুক্ষাত বোনের সাথে পরিপন্থসূজে আবক্ষ করে দিয়েছেন অর্থাৎ যারেদ বিন হারিসা, যাকে তিনি বোকাছিজেন) যে, তুমি নিজ জীকে (যতনব) তোমার বিবাহাধীনে থাকতে দাও (এবং তাঁর সাধারণ ক্ষুটি-বিচ্ছৃতিশূলো ধরতে হেও না—অন্যথার তোমাদের আবে গরিবজ ও সারজসোর অভাব পরিলক্ষিত হতে পারে।) এবং আজাহ্'কে তর কর। (আর তাঁর সাধারণ অধিকারসমূহ আদায়ে লৈখিক্য প্রদর্শন করো না, অন্যান্য তা সারজস্যহীনভাব উদ্দেক করে) এবং (যখন অভিযোগসমূহ সীমা অতিক্রম করে গেল —আকার ইলিটে সংশোধন ও সামজিক্য বিধানের আশা আর অবশিষ্ট রইল না, তখন মুখে বলাইয়ে আপুর নেওয়া হল) আপনি নিজ অভরে সে কথা গোপন রাখছিজেন, যা আজাহ্ তা'আমা (পরিশেষে) ফরাল করার ছিলেন [এর অর্থ ইমরত যমনবের সাথে তাঁর (সা) বিদে—যখন ইমরত যারেদ তাঁকে তাজাক দিয়ে দেবেন, যা আজাহ্ পাক করেনকুঁজ ও j -এর সাহায্যে কথার যাধ্যমে এবং অয়ে বিয়ের যাধ্যমে প্রকাশ করছেন] এবং (এই পর্তসাপেক্ষ ইচ্ছার সাথে সাথে) আপনি আনুবের (রটানো দুর্নামের) তর ও অশংকা করছিজেন। (কেননা সে সময় পর্বত সত্ত্বত এই বিয়ের আবে নিহিত শুরুতপূর্ব দীনী কলাণ ও মহলের কথা তাঁর যন্তে উদিষ্ট হয়নি। ইমরত যমনবের খেয়ালে কেবল পার্থিব বিশেষ মজমের কথাই ছিল এবং পার্থিব

বিহুরে এলগ আশেকো কৃতিকৰ নহ। এবং কোন কান কেজে কাথাও বটে। যখন
প্রথ তুলে অপৰের ধৰ্মীয় কৃতি ও অবসরের আশেকো থাকে এবং তাদেরকে এ থেকে
আল্লাহত দেওয়া উদ্দেশ্য হয়।) আর আগনীর গৱে আল্লাহ পাকই তো তুম কৰার
অধিকতর হোগা (অর্থাৎ) হেচেতু প্রকৃত প্রস্তাবে এতে ধৰ্মীয় মুসলিম বিদ্যমান। যেমন

لَكُمْ لَا يَكُونُ الْحِجَّةُ تِلْمِذَةٌ

পরবর্তী তে উল্লেখ রয়েছে। সুতরাং সুলিটকুম থেকে কোন
আশেকো কৰবেন না। বন্ত ধৰ্মীয় মুসলিম সম্পর্কে অবহিত হওয়ার পর তিনি আর
কোন প্রকারের আশেকো কৰবেন নি, যার বৰ্ণনা পরবর্তী পর্যায়ে রয়েছে। অল্পগুল যখন
তীর (যবনব) থেকে যাবেদের মন উঠে গেল (অর্থাৎ অভ্যন্তরীণ পরিষিল ও বনিবনা
না হওয়ার মুসলিম তাজাক দিয়ে দিল এবং ইন্দুষ্ট অভিবাহিত হয়ে গেল, তখন)
আমি আগনীকে তাঁর সাথে পরিষেব সুজ্ঞ আবক্ষ করে দিলাম, যাতে মুসলিমানদের
যথে নিজেদের পোষাগুল্পদের তুসের (বিষে) সম্পর্কে কোন সংকীর্ণতা না থাকে,
যখন তারা (পোষাগুল্পণ) এদের প্রতি অনাসঙ্গ ও বিরাগী হয়ে পড়ে (ও তাজাক
দিয়ে দেব)। মোটকথা শৰীরতের এ নির্দেশ প্রকাশ কৰাই উদ্দেশ্য ছিল।) আর
আল্লাহর এ নির্দেশ তো প্রকাশ পাওয়াই ছিল। (কেবল মুক্তি এটাই চাচ্ছিল)
পরবর্তী পর্যায়ে অপবাদের জওয়াব দেওয়া হচ্ছে, বলা হচ্ছে যে, এ নবীর জন্য আল্লাহ
পাক যে বিষয় (পাখিবজ্ঞাবে বা শৰীরতপ্ততাবে) নির্ধারিত করে দিয়েছেন সে সম্পর্কে
নবীর উপর কোন দোষান্তে (এবং অপবাদ) নেই। যেসব (নবী) অভীত হয়ে গেছেন
তাদের জন্যও আল্লাহ পাক এ রীতিই নির্ধারিত করে রেখেছেন (অর্থাৎ তাঁরা যেসব
কাজের অনুমতি পেতেন বিঃসংকোচে তা সম্ভব করে ফেজানেন। এতে তারা দৰ্বার্য ও
অপবাদের জক্ষ্যহীনে পরিপন্থ হন নি। অনুরাগতাবে এ নবীও প্রবের জক্ষ্যহীনে পরিপন্থ
হন নি) এবং (সেসব পরম্পরার ক্ষতি কও) এ ধরনের যত্ন কাজ সাধিত হয় (সেগুলো
সম্পর্কেও) আল্লাহর হকুম (পূর্ব হতেই) নির্ধারিত হয়ে থাকে।

(এবং তদনুসারেই তাদেরকে নির্দেশ দেওয়া হয় এবং তাঁরা আমল কৰবেন।
তাঁর অর্থাৎ নবীজীর ঘটনা থাকে এ বিষয়ের অবভাবলা, পুনরায় নবীগণের আলোচনার
যথে একে পুনঃ পুনঃ উল্লেখ করা—সত্ত্বত এ ইরিত্তই প্রদান করে যে, এসব বন্ত
অন্যান্য ধারণীর সৃষ্টি পার্বিব বন্ধসম্মুহের ন্যায় এমন হিকমত বিশিষ্ট ও তাৎক্ষণ্য
সম্ভিত যে—তা পূর্ব থেকেই আল্লাহর ইস্মে নির্ধারিত ও স্বাক্ষর হয়ে থাকে। সুতরাং
এ বিষয়ে নবীকে অপবাদ ও তৎসনা দেওয়া যেন আল্লাহকে অপবাদ দেওয়া। পক্ষান্তরে
যে সব বিষয় ও কাৰ্যাদি সম্পর্কে হক তা'আলা বয়ং তৎসনা ও নিম্নবাদ তাগম
কৰবেন—বিদিও সেগুলো পূর্ববিধারিত বলে অবশ্যই হিকমত বিশিষ্ট, কিন্তু তা
তৎসনাহীন ও শাস্তিযোগ্য হওয়া, এ কথাই প্রমাণ করে যে, সেগুলো অপকৃষ্টতা ও
পাপ-পঞ্চিকাতার উপাদান সম্ভিত। সুতরাং এ অগুরুষ্টতা ও পাপ-পঞ্চিকাতার সংবি-
শ্রেক্ষিতে এসব কাজ ও বিষয়ের জন্য নিম্নবাদ ও শাস্তিবিধান আয়োজ। পরবর্তী
পর্যায়ে নবীজীকে সম্ভন্ন প্রদানের উচ্ছেশ্যে ওসব যহুন পরম্পরায়ের এক বিশেষ
প্রশংসা বিরচিত হয়েছে। অর্থাৎ) এসব (অভীত কাজের পরম্পরাগত) এবন ছিলেন

যে, আল্লাহ, তা'আলার হকুমসমূহ পৌছাতেন (যদি মৌখিকভাবে পৌছাতে নির্দেশিত হতেন তবে মৌখিকভাবে আর যদি কর্মের মাধ্যমে পৌছাতে নির্দেশিত হতেন তবে কর্মের মাধ্যমে) এবং (এ পর্যায়ে) আল্লাহকেই তর করতেন ; এবং আল্লাহ, বাস্তীত অন্য কাউকে তর করতেন না । [সুতরাং তিনি এ বিষে তাবজীথে কেবলী অর্থাৎ কাজের মাধ্যমে আল্লাহর নির্দেশ পৌছানো বলে অবিভিত্তি না হওয়া পর্যন্ত এরাপ আশুকিত হওয়া দোষের নয় । কিন্তু এখন হেহেজু আপনি এ সম্বর্কে তাড় হয়েছেন, সুতরাং পুনরাবৃত্ত এরাপ আশুকা করবেন না—যিসাইতের পদবর্ধান এরাপ হওয়াই দাবি করে । বৃত্তত এ কথা প্রকাশিত হওয়ার পর তিনি আর এরাপ আশুকা করবেন নি । যদিও আল্লাহর নির্দেশবলী পৌছানোর ক্ষেত্রে তিনি কাউকে তর করতেন না—বৃত্তত এর সম্ভাবনাও ছিল না । তবুও নবী (আ) গথের ঘটনার উল্লেখ—একান্তভাবে হাদসে অধিক শক্তি ও সাহস সংকারের উদ্দেশ্যে এবং তাঁকে অধিক সামৃদ্ধ্য প্রদানের উদ্দেশ্যে কর্তৃত্বান যে, আমলসমূহের] হিসাব-বিকাশ প্রাণের অন্য আল্লাহই ঘটেছে । (সুতরাং অগর কাউকে তর করা কেন ?—তাঁর প্রতি তৎ সমাকূপীকোকেও আল্লাহ পাক শাস্তি প্রদান করবেন । আপনি এ অগবাদ ও তৎ সমাকূপ দর্শন বিচারিত ও সম্ভাগপ্রস্তুত হবেন না) ।

আন্দুরিক জাতৰা বিষয়

এ কথা পূর্বে করেকবাৰ উল্লেখ কৰা হয়েছে যে, সুরায়ে আহবাবের অধিকাংশ আহকামই রসুলুল্লাহ (সা)-ৰ প্রতি তাজবাসা, সম্মান ও পূর্ণ আনুগত্য প্রদর্শন সংঞ্জিত্ত অথবা তাঁকে দৃঢ়-যত্নণা পৌছানো নিষিক হওয়া সম্পর্কিত ।

উপরোক্তিক্রমে আল্লাতসমূহও এ সম্পর্কিত করেকাটি ঘটনা প্রসংগেই নাখিল হয়েছে ।

এক ঘটনা এই যে, হস্তৱত হাদেস বিনু হারিসা (রা) এক বাতিল জীভদ্বাস হিসেন। অঙ্গতার মুগে রসুলুল্লাহ (সা) তাঁকে অতি অৱ বয়সে ‘ওকার’ নামক বাজার থেকে বারিদ কৰে এনে মুক্ত কৰে দেন । আর আৱৰ দেশের প্রথানুমানী তাঁকে পোষ্য পুত্ৰের পৌৱে ভূষিত কৰে মাজন-পাজন কৰেন । যোগাতে তাঁকে ‘মুহাম্মদ (সা)-এর পুত্ৰ থারেদ’ নামে সংজোধন কৰা হত । কোৱাচানে কৱীম এটাকে অঙ্গতার মুগের প্রাত রৌতি আধ্যাত্মিক কৰে তা নিষিক কৰে দেন এবং পোষ্য পুত্ৰকে তাৰ প্রকৃত পিতার সাথে সম্পর্কযুক্ত কৰতে নির্দেশ দেয় । এ প্রসংগেই এ সুরার অধিবাদের আল্লাতসমূহ
 أَنْ صُوْقُمْ لَا بَأْ تَهْمَمْ أَلَيْهِ
 কিম্বা (রা) হাদেস বিনু মুহাম্মদ (সা) নামে ডাকা পরিহাৰ কৰেন এবং তাঁৰ পিতা হারিসার সাথে সম্পর্কযুক্ত কৰতে থাকেন ।

একটি সুজ কথা : সমষ্টি কৈরাবানে নবী (সা)-পথ বাস্তীত্ব কোন দ্রেষ্ট বিপিলটত্য সাহাবীৰ নামেৰও উল্লেখ নেই । একবাব হাদেস বিনু হারিসা (রা)-ৰ নাম রয়েছে । কেৱল

কোন অহাত্মা এর ভাঙ্গর্য এটাই বর্ণনা করেছেন যে, কোরআনের বিশেষানুসারে রসূলুল্লাহ (সা)-র সাথে তাঁর পুঁজুরের সচর্ক ছিম করে দেওয়ার ফলে এক বিশেষ সম্মান থেকে বঢ়িত হন। আহ্মদ পাক কোরআনে করীয় তাঁর নাম অন্তর্ভুক্ত করে এর বিমিয় প্রদান করেছেন। যায়েদ শব্দটি কোরআনে করীয়ের একটি শব্দ হওয়ার পরিপ্রেক্ষিতে হালীসের অর্থানুসারে এর প্রতিটি অক্ষর পাঠের বিমিয়ে আমজনামায় সশ দশ মেকী জিপিবক হয়। কোরআনে পাকে কেবল তাঁর নাম পাঠ করলে পর তিথ নেকী জাত করা হায়।

রসূলুল্লাহ (সা) ও তাঁর প্রতি বিশেষ অর্হাদা প্রদর্শন করতেন। ইহরত আরেক্তু সিদ্ধীকা (রা) ফরযান যে, অবশেষে তিনি (সা) তাঁকে কোন সেবাবাহিনীভুক্ত করে পাঠিয়েছেন—তাকেই সেনাপতি নিষ্পত্ত করেছেন।—(ইবনে কাসীর)

বিশেষ জাতব্য : ইসলামে এই হিজ গোলামির অর্হার্থ—শিক্ষা-দীক্ষা প্রদানের পর যারা যাগ্য প্রতিপন্থ হয়েছেন তাঁদেরকে বেতার অর্হাদায় উন্নীত করা হয়েছে।

যায়েদ বিন্ হারিসা (রা) যৌবনে পদার্পণের পর রসূলুল্লাহ (সা) নিজ কুকাতো বোন ইহরত ফয়নব বিন্তে আহ্ম (রা)-কে তাঁর নিকট বিয়ে দেওয়ার প্রস্তাব পাঠান। ইহরত যায়েদ (রা) যেহেতু মৃত্তিপ্রাপ্ত দাসের কালিয়া বিজড়িত হিজেন সুতরাং ইহরত ফয়নব ও তাঁর ভাতা আবদুল্লাহ বিন্ জাহ্শ এ সমস্ত স্থাপনে এই বলে অবীকৃতি ভাগন করেন যে, আমরা বৎসর্যাদার তার চাহিজে শ্রেষ্ঠ ও উন্নত।

مَكَانٌ لِّمُؤْمِنٍ وَلَا مُوْمِنٌ لِّمَكَانٍ أَيْتَ নাবিজ হয়।

যাতে এ হিদায়ত রয়েছে যে, যদি রসূলুল্লাহ (সা) কারো প্রতি বাধ্যতাবৃলকক্ষাবে কোন কাজের নির্দেশ প্রদান করেন তবে সে কাজ করা তাঁর উপর ওয়াজিব হয়ে যায়। শরীয়তে এ কাজ যুক্ত ওয়াজিব ও অক্ষরী না হওয়েও যেহেতু তিনি এ কাজের নির্দেশ প্রদান করেছেন, সুতরাং তাঁর উপর সে কাজ ওয়াজিব ও অগ্রহার্থ হয়ে পড়েছে। যে কাজ তা করবে না আরাতের পরিসেমে একে স্পষ্ট গোমরাহী বলে আখ্যায়িত করা হয়েছে।

ইহরত ফয়নব ও তাঁর ভাই এ আয়াত তনে তাসের অসম্মতি প্রত্যাহার করে বিয়ে বিয়েতে রাখী হয়ে আন। অতপর বিয়ে অনুষ্ঠিত হয়। যার মহর দশটি জাম দীবার (প্রায় তাঁর ডোজা অর্থ) ও শাটি দিয়েছাম (প্রায় আঠারো ডোজা রৌপ্য) এবং একটি বাল বয়সাবীর অস্ত, এক পরত জাগুরায়েমাত আনুযায়িক পঁচিশ সের আটা ও পাঁচ সের খেজুর—রসূলুল্লাহ (সা) অব্যঃ নিজের পক থেকে আদায় করে দেন। (ইবনে কাসীর) অধিকাংশ তফসীরকারের নিকট ইহরত যায়েদ ও ইহরত ফয়নবের বিয়ে সংজ্ঞিত ঘটনাই এ আরাতের শানে-নুয়জ।—(ইবনে কাসীর, কুরাতুবী, যাবহারী)

ইবনে কাসীর ঝুঁয়ুখ মুফাস্সির অনুরাগ আরো দৃষ্টি ঘটনা বর্ণনা করেছেন। কথখোও প্রকথার উরেখ রয়েছে যে, উগরে বাণিত আয়াত এসব ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতেই

নামিল হয়েছে। তথ্যে একটি হয়রত ফুজারবীর (রা)-এর ঘটনা। তা এই যে, তিনি এক আনসার সাহাবীর যেমের সাথে বৈবাহিক সহজ জাপন করতে ইচ্ছুক ছিলেন। এই আনসার ও তাঁর পরিবার-পরিজন এ সহজ জাপনে অঙ্গীকৃতি তাপন করলেন। কিন্তু এ আয়াত নামিল হওয়ার পর সবাই রাখী হয়ে যান এবং বধানীতি বিহেও সম্পর্ক হয়ে যায়। নবীজী (সা) তাদের জন্য পর্যাপ্ত জৌবিকা কাষনা করে দোয়া করলেন। সাহাবাজী কিরাম বলেন যে, তাঁর পুরে এত বরকত ও ধনসম্পদের এত আধিক্য ছিল যে, মদীনার পৃহসমূহের মধ্যে এ বাড়িটিই ছিল সর্বাধিক উচ্চত ও প্রাচুর্যের অধিকারী এবং এর খরচের অক্টও ছিল সবচাইতে বেশি। পরবর্তীকালে হয়রত ফুজারবীর (রা) এক জিহাদে শাহাদাত বরণ করেন। রসুলুল্লাহ্ (সা) তাঁর দাফন-কাক্ষ নিজ হাতে সম্পর্ক করেন।

অনুরূপভাবে উচ্চে কুমসুম বিন্তে ও কবা বিন् আবী শুবীত সম্পর্কেও হাদীসের মেওয়ারেতসমূহে এক ঘটনার উল্লেখ রয়েছে। —(ইবনে কাসীর, কুরআনুবী)। প্রকৃত প্রভাবে ওগোর মাঝে কোন বিরোধ বা অসামাজিক নেই। এরপ একাধিক ঘটনাই আয়াত নামিল হওয়ার কারণ হতে পারে।

বিজে-শান্তিতে বৎসর সমতা রক্তার নির্দেশ এবং তাঁর ভরঃ উল্লিখিত বিজেতে হয়রত মুরব্ব ও তাঁর খাতা আবদুল্লাহ্ (রা)-র প্রথম পর্যায়ে অসম্মতির কারণ ছিল, উভয় পক্ষে বৎসর সমতা ও সাদৃশ্যের অনুপযুক্তি এবং এ কারণ সম্পূর্ণ শরীয়ত-সম্বন্ধ। রসুলুল্লাহ্ (সা) ঈরশাম করেছেন যে, যেমেরের বিজে-শান্তি সমর্মাদাসম্পর্ক বৎসে দেওয়া উচিত—যার সঠিক ব্যাখ্যা পরে আসছে। এখন প্রথ উচ্চে যে, একেজে হয়রত মুরব্ব (রা) ও তাঁর ভাইয়ের আপত্তি কেন পৃষ্ঠীত হলো না।

উচ্চে এই যে, ধর্মীয় দৃষ্টিকোণ থেকে সম্পত্তিদ্বয়ের উচ্চ পক্ষে সকল ক্ষেত্রে সমতা ও সাদৃশ্য একান্ত প্রয়োজনীয়। কোন কাক্ষিরের সহিত কোন মুসলিম যেমের বিজে সম্পূর্ণ নিবিজ। যদিও যেমের এতে সম্মতি থাকে। কেননা এটা কেবল যেমের অধিকার নয় যে, শুধু তাঁর সম্মতির কারণেই তা রহিত হয়ে যাবে, বরং আল্লাহ্ র হক ও অধিকার এবং আল্লাহ্ কর্তৃক আরোপিত ফরয় ও অবশ্য পোজনীয় নির্দেশ। পক্ষান্তরে বৎসর ও অর্থনৈতিক সমতার ব্যাপারটা এর থেকে সম্পূর্ণ পৃথক—কেননা এটা হলো যেমের অধিকার। আর বৎসর সমতার অধিকারের বেজায় যেমের সাথে সাথে তাঁর অভিভাবকগণও সরীক আছে। যদি কোন বিবেকসম্পন্ন পূর্ণ ব্যক্তি যেমের খনাট্য পরিবারজুড়ে হওয়া সম্মে কোন দরিদ্র হেজের সহিত পরিপরসূতে আবদ্ধ হতে রাখী হয়ে নিজস্ব অধিকার পরিহার করে দেয়, তবে তাঁর সে অধিকার রয়েছে। কোন বিশেষ ক্ষয়াণ ও যত্নের কথা বিবেচনা করে কোন যেমের ও অভিভাবকবৃন্দ যদি বৎসর সমতার দাবি পরিহার করে এমন এক ব্যক্তির সহিত বৈবাহিক সম্পর্ক জাপনে রাখী হয়ে যায়, যারা বৎসর সমতার তাদের তাইতে হেয়, তবে তাদের ও অধিকার রয়েছে। বরং ধর্মীয় অসমামজজের কথা বিবেচনা করে এ অধিকার পরিহার করা বিশেষ

প্রথমসনৌর ও কাশ্য। এ অন্যাই রসুলুল্লাহ্ (সা) বহু ক্ষেত্রে ধর্মীয় অবলোকন কর্ত্তা বিবেচনা করে এ অধিকার পরিহারপূর্বক বিবরণ কাজ সম্ভব করার পরামর্শ দিয়েছেন।

কোরআন কর্তৃমের বাধ্যা ও ধর্মীয়শাস্ত্রী একথা সুস্পষ্টভাবে প্রমাণিত যে, নারী-পুরুষ মিহিশের উপর্যুক্তের প্রত্যেকের উপর রসুলুল্লাহ্ (সা)-র হক ও অধিকার সর্ব-চাহিতে হেবে। এখনকি অবৈধ নিজের চাহিতে হেবি। হেবন কোরআনে ধাকীয়ে ইরশাদ হচ্ছে : **أَنَفُسُهُمْ أَوْلَىٰ بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنفُسِهِمْ**—অর্থাৎ—মুমিনগণের উপর নবীর হক অবৈধ তাদের নিজেদের চাহিতেও হেবি। তাই ইহরাত ফুলনব ও আবসুলুল্লাহ্-র বাপারে বাধ্য রসুলুল্লাহ্ (সা) বৎসর সম্ভার অধিকার পরিহার করে ইহরাত যাবেন বিম হারিসার সাথে বিলোতে সম্ভার দামের নির্দেশ দেন, তখন এই হক্কমের সামনে নিজেদের অভাবত ও অধিকার পরিভ্যাপ করা তাদের উপর ক্ষমত ও অপরিহার্য কর্তব্য হরে দাঁড়াব। কিন্তু এতে তাঁরা অসম্ভাব্য প্রকাশ করার কোরআনে করীয়ে ও আরাত নামিজ হয়।

এখন প্রথ উঠে যে, বাধ্য অবৈধ রসুলুল্লাহ্ (সা)-ও বৎসর সম্ভার বাধ্য অরোজুনীয় বলে মনে করতেন, তবে তা কারণেন না কেন? এর উত্তর উল্লিখিত বর্ণনার মাঝেই প্রকাশ পেয়ে গেছে যে, অন্য কোন ধর্মীয় অবলোকন দিক বিবেচনা করে এই বৎসর সম্ভার পরিহারযোগ্য। রসুলুল্লাহ্ (সা) জীবনশাস্ত্রে এরাপ ধর্মীয় অবলোকন কর্ত্তা বিবেচনা করে বৎসর সম্ভার অবর্তনামেও বহু বিয়ে অনুষ্ঠিত হয়। এর ফলে মূল মাস্তুলুজ উপর কোন প্রত্যেক পক্ষে না।

সম্ভার মাস্তুলুজ : বিয়ে-শাদী এখন এক ব্যাপার যে, এতে দম্পত্তির উভয়ের সাথে অক্ষতাবস্থ সাদৃশ্য না থাকলে বিয়ের মূল উদ্দেশ্যই স্বার্থস্তাৱ পৰ্যবেক্ষিত হয়ে থাকে, পরম্পরারের হক ও অধিকার আদায়ের বাপারে স্তুতি-বিচ্ছুতি পরিভাস্তি হয়—পরম্পরার কঞ্চক-বিবাদ সৃষ্টি করে। তাই শুন্ধীতে সম্ভার ও পারম্পরিক সাদৃশ্য বিধানের নির্দেশ দেয়া হয়েছে। কিন্তু তার অর্থ এটা মন যে, কোন উচ্চ পরিবারের ব্যক্তি অপেক্ষাকৃত মাতৃ পরিবারের জোককে অগ্রগত বলে মনে করবে। ইসজামে মানবৰ্যাসার মুজত্বিতি তাকওয়া, নির্ঠা ও ধৰ্মপরায়ণতা, একেজে বৎসর কৌশল্য হতাই থাকনা বেল আলাহুর নিকটে এর সবিলেব উল্লেখ মেই। নিষ্ঠ সামাজিক বৌত্তিকীতি ও শুঁখজা বজ্রার রাখার জন্য বিয়ে-শাদীতে সম্ভার নির্দেশ দেয়া হয়েছে।

এক হাদীসে রসুলুল্লাহ্ (সা) ইরশাদ করেছেন যে, মেরেদের বিয়ে তাদের অক্ষতাবকলণের মাধ্যমেই অনুষ্ঠিত হওয়া উচিত অর্থাৎ প্রোত্তব্যক্ষ মেরেদের পক্ষেও বিজের ব্যাপারে বিজে উদ্দেশ্য হয়ে দৃক্ষান্ত সংগত ময়—সজ্ঞা ও সজ্ঞের দিক বিবেচনার এ দায়িত্ব পিতৃব্যাক্ত ও অন্যান্য অক্ষতাবকলণের উপরই ন্যস্ত থাকা উচিত। তিনি আরো ইরশাদ করেছেন যে, মেরেদের বিয়ে সবকক পরিবারেই দেওয়া উচিত। হাদীসের সনদ ঘসিঙ দুর্বল; কিন্তু সাহারারে কিরাবের বিভিন্ন উচ্চি ও

ବାଣୀସମୁଦ୍ର ଧାରା ସମ୍ପିଲ ହେଉଥାଏ ଓ ହାନୀଗୁଡ଼ ଦଳୀଳ ହିସେବେ ପେଶ କରାଯାଇ ମୋଖାତ୍ତା ଅର୍ଜନ କରାଯାଇଛେ । ଇମାମ କୁହାତମାନ (ରା) ‘କିନ୍ତୁ କୁହାତ ଆସାଇ’ ନାମକ ପ୍ରକ୍ରିୟା ହେଉଥାଏ କାନ୍ତକେ ଆସିଥିଲା (ରା) ଏହା ଉଠିବା ବର୍ଷନା କରାଯାଇଛନ୍ତି ଯେ, ଆଜି ଏ ମର୍ମେ କରନାନ କାହିଁ କରେ ଦେବ—ବେଳ କୋମ ସନ୍ତୋଷ ଧ୍ୟାନବାଦୀ ବରଣେର ଦେବରେକେ ଅନେକାଙ୍କ୍ଷତ ଅନ୍ତାତ ଏହା ଅର୍ଦ୍ଧାସମ୍ପଦ ପରିବାରେ ଦିଲେବେଳୀ ନା ହସ—ଅନୁରୂପପତ୍ରାବେ ହେଉଥାଏ ଅନ୍ତରେ ଅନ୍ତରେ ଅନ୍ତରେ ଆସିଥାଇ—ହେବାର ପ୍ରତି ବିଶେଷ ଭାବୀଦ ଦିଲେବେଳ ବେଳ ସମ୍ଭାବ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇ ହସ; ଯା ବିଭିନ୍ନ ସନ୍ଦେଶ ବିଲିପି ଆହେ । ଇମାମ ଈବନେ ହେମ (ରା) ଓ କନ୍ଦମ୍ବ କାମୀରେ ଏକଥା ବିଭାଗିତାବେ ବର୍ଷନା କରାଯାଇ ।

ମାନୁକଥା ଏହି ଯେ, ବିକ୍ରେ-ମାଦୀତେ, ଉତ୍ତର ମନେର ସମ୍ଭାବ ଓ ମାନୁଶେର ପ୍ରତି ସଥାଯଥ ଶୁଭକ ଆରୋପ ଶରୀରରେ ବିଲେବେଳାବେ କାମ—ଯାତେ ଉତ୍ତରର ଅଧ୍ୟେ ଜଳ୍ମୀତି ଓ ମନେର ମିଳ ହାପିଲ ହର । କିନ୍ତୁ କୁହୁର (ମାନ୍ଦିକ ସମ୍ଭାବ ବିଧାନ) ହାଇତେ ଅଧିକ ଶୁଭପୂର୍ଣ୍ଣ କଳ୍ପାଗ ଓ ମନେର ଦିକେ ହାଦି ଜୀବନେ ଆପେ ଭବେ କରେ ଓ ତାର ଅଭି-ଜୀବକର୍ମଦେଇ ପକେ ତାମେର ଏ ଅଧିକାର ପରିଭ୍ୟାଗ କରେ ବିଲେବେ ଅନୁଭାବ କରେ ନିଃବ୍ରାତ ଆହେ । ବିଶେଷ କରେ କୋମ ଖୌର କଳ୍ପାଗ ଓ ଖରଜ ସାଧନେର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଏହାଗ କରା ଉତ୍ସମ ଓ ଅଧିକ କାମ । ବେଳନ ସାହାବାରେ କିରାମେର ବିଭିନ୍ନ ଘଟନା ଥେକେ ଏ କଥାର ପ୍ରଯାପ ମିଳେ । ଏହା ଧାରା ଏ କଥାଗ ବୋବା ଯାଇ ହେ । ଏହା ଘଟନା କୁହୁର (ମାଦୀତ ବିଧାନ) ମୁହଁ ମାନ୍ଦିକାର ପରିପାଦୀନାତ ।

ବିଭିନ୍ନ ଘଟନା । ନରୀଜୀ (ଶା)-ର ବିଶେଷ ମୁତ୍ତାଦିକ ହେଉଥାଏ ଆରୋପ ବିଲ ହୀରିମାର ଜାଥେ ହେଉଥାଏ ବରନବେର ବିଲେ ସମ୍ପଦ ହେବେ ଥାଇ । କିନ୍ତୁ ତାମେର ଭାଜାବ-କୁହୁରିତିତେ ମିଳ ହେବାଦି । ହେଉଥାଏ ଆରୋପ (ରା) ହେଉଥାଏ ଯରନବ (ରା) ସମ୍ପଦରେ ଭାଜାଗତ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା, ଲୋକମତ କୌଣୀନାଟିମାନ ଏବଂ ଆଲୁଗତ୍ୟ ଓ ଶୈଥିଯ ପ୍ରଦର୍ଶନେର ଅଭିବୋପ ଉକ୍ତାଗନ କରାଯାଇ । ଅଗର ଦିକେ ନରୀଜୀ (ଶା)-କେ ଓହୀର ମାଧ୍ୟମେ ଏକଥା ଭାବ କରାଯାଇ ହେ ଯେ, ହେଉଥାଏ ଆରୋପ (ରା) ହେଉଥାଏ ଅଭିଵରତ ମରନବେରକେ ଭାଜାକ ଦେଖେଇଲା ହେବେ ପାକ (ଶା)-ର ପରିପରାମୁଦ୍ରା ଆବଶ୍ୟକ ହେବେ । ଏକଦିନ ହେଉଥାଏ ଆରୋପ (ରା) ରମ୍ଜୁଲାହୁ (ଶା)-ର ବିଦୟତେ ଏହାର ଅନୁରୋଧ ପେଶ କରାଯାଇ ଗିରେ ହେଉଥାଏ ବରନବେର ଭାଜାକ ଦେଖେଇଲା ହେବେ ପାକ ଭାଜାକ । ନରୀଜୀ (ଶା) ମଲିତ-ଭାଜାହୁ ପାକ ବର୍ଷକ ଅବହିତ ହେବାରିଜେନ ହେ, ଘଟନାର ପରିପାଦି ଏ ପର୍ଯ୍ୟାପେ ଗିରେ ପଢାଇବ ହେ, ହେଉଥାଏ ଆରୋପ (ରା) ହେଉଥାଏ ବରନବ (ରା)-କେ ଭାଜାକ ଦେଖେ ଦେବେନ, ଅଭଗର ହେଉଥାଏ ବରନବ (ରା) ନରୀଜୀର ସହିତ ପରିପରା-ସୁରେ ଆବଶ୍ୟକ ହୁବେ । କିନ୍ତୁ ଦୁଃଖରେ ତିନି ହେଉଥାଏ ଆରୋପକେ ଭାଜାକ ମିଳେ ବାହୁଦ କରାଯାଇ । ପ୍ରଥମତ୍ତେ, ଭାଜାକ ଦେଖେ ଯାଇଲା ମନ୍ଦିର ଶରୀରର ଜାମାବ, କିନ୍ତୁ ପହଞ୍ଚନୀଯ ଓ କାମ ମର ବର୍ମ ବୈଥ ବରମ ବରମୁହେର ମାଧ୍ୟେ ନିର୍ମଳିତମ ଓ ସର୍ବାଧିକ ଅବାଶ୍ୟକ । ଆର ପାଖିବ ଦିକେ କୋମ କର୍ମ ସଂଭାବିତ ହେଉଥାଏ କୁହୁରରେ ଭାଜାକାବିକ କରେ ନା । ବିଭିନ୍ନତ, ନରୀଜୀ (ଶା)-ର ଆବଶ୍ୟକ ଏହାଗ ପାରିବ ହୁଣ୍ଡି ହେ ଯେ, ଯଥି ହେଉଥାଏ ଆରୋପ ଭାଜାକ ଦେଖେଇଲା ପରିପାଦିବ ହେଉଥାଏ ପାରିବ ଅବ୍ୟାପ କରେ । ଆର ଆହସାମ

মুগের প্রচলিত পথ অনুসারী এই অগবাদ দেবে যে, তিনি নিজ পৃষ্ঠধূকে বিহে করেছেন। যদিও কোরআনে পাক সুরায় আহশাবের পূর্ববর্তী আয়াতসমূহে কর্তৃ মুগের এ কৃত্ত্বাকে ভাষ্ট ও অবৈত্তিক বলে ঘূর্ণন করে দিয়েছে। এরপর কোন সুমিনের ঘনে এরপ ধারণা হাল্টের আশৎক হিজ না, কিন্তু যে কান্দিরদের কোর-আনের প্রতি কোন আঙ্গাই নেই, তারা বর্বর মুগের প্রথানুসারী পাকক পৃষ্ঠকে সকল ব্যাপারে প্রক্রিয় পুজুজুল ঘনে করে অগবাদের ভাষ্ট ভূলবে।—এ আশৎকাও তাঙ্গাক প্রদান থেকে হস্তরত ঘারেদেকে বারখ করার কারখ হলে দাঁড়ায়। এ পরিস্থিতিতে হক তা'আজার পক্ষ থেকে বজ্জন্মত সরদমাখা শাসনবাক্য কোরআনে পাকের এ আয়াতসমূহে নাখিল হবে : **إِذْ تَقُولُ لِلّٰهِيْ أَنْعَمَ اللّٰهُ مَلِكُهُ وَأَنْهِىْتَ عَلَيْهِ**

**أَمْسِكَ عَلَيْكَ زَوْجُكَ وَاتْقِنَ اللّٰهَ وَتَخْفِي فِيْ نَفْسِكَ مَا اللّٰهُ مُهِدِّيْكَ
وَتَعْشِي النَّاسَ وَاللّٰهُ أَحَقُّ أَنْ تَخْشَى**

অর্থাৎ (সেই সহরের কথা স্মরণ করুন) স্বতন্ত্র আপনি, আজ্ঞাহু পাক ও আপনি আর প্রতি অনুগ্রহ করেছেন, তাকে বলাছিলেন যে, সুয়ি নিজ জীবকে তোমার বিবাহ-ধীনে থাকতে দাও। এ বাতি হস্তরত ঘারেদ। আজ্ঞাহু পাক তাঁকে ইসলামে দৈক্ষিত করে তার প্রতি প্রথম অনুগ্রহ প্রদর্শন করেন। বিলৌপ্ত, নবীজীর সাহচর্য মাজের গৌরব প্রদান করেন এবং নবীজী তাঁর প্রতি প্রথম অনুগ্রহ প্রদর্শন করেন—তাঁকে পোজায়ি থেকে অব্যাহতি দানের আধ্যাতে। বিলৌপ্ত, নবীজী (সা) তাঁকে এখন শিকালীজুর আধ্যাতে সংকে তোমেন যে, তাঁর প্রতি বিলিষ্ট সাহাজের কিমান দৈর্ঘ্য সম্মান প্রদর্শন করতেন। পরবর্তী পর্যায়ে হস্তরত ঘারেদের প্রতি নবীজী (সা)-র প্ররোচনাত উভি নকল করা হয়েছে : **أَمْسِكَ عَلَيْكَ زَوْجُكَ وَاتْقِنَ اللّٰهَ أَحَقُّ أَنْ يَنْهَا** অর্থাৎ নিজ জীবকে তোমার বিবাহধীনে থাকতে দাও এবং আজ্ঞাহুকে তর কর। একেজে আজ্ঞাহুকে ভয় করার নির্মেশ ও সর্বেও ঘটে পারে যে, তাঙ্গাক একটি অপরূপ ও সহিত কাজ, সুভুরাং এ থেকে বিরত থাক। আবার এ অর্থেও ব্যবহৃত হলে পারে যে, বিবাহধীনে ধৰাজ রাখার পর রাতাবগত সরাখিল ও অবজ্ঞান মন্ত্রন তাঁর অধিকারসমূহ আদানের বেজায় থেব কোন প্রকারের বৈধিক প্রদর্শন না করে। তাঁর (সা) এ উভি ও জাফারের সম্পূর্ণ ঠিক ও স্থানৰ্থই হিজ। কিন্তু আজ্ঞাহুর পক্ষ থেকে সংবৰ্ধিতব্য ঘটনা সম্পর্কে অবহিত হস্তান্ধার এবং অন্তরে হস্তরত ঘারেদের পাদি প্রাণের বাসনা উঠেকের পর হস্তরত ঘারেদের প্রতি তাঙ্গাক না দেওয়ার উপরেশ এক প্রকারের বাহিক ও আনুষ্ঠানিক হিল্টুকান্ধার বহিঃপ্রকাশেরই পর্যামুক্ত হিজ, যা রসুলের পদবৰ্জাসার সহিত সামঞ্জস্যপূর্ণ হিজ না। বিশেষ করে এ কারণে যখন এর সাথে অনয়নজীব

অপবাদের আশৎকাও বিদ্যমান ছিল। তাই উল্লিখিত আলাতে শাসন বাকেন তারা ছিল এরূপ যে, আপনি যে কথা মনে আনে মুক্তিষে রাখছিলেন তা আলাহ্ পাক প্রকাশ করে দেবেন। যখন আলাহ্ পক্ষ থেকে হস্তরত হস্তনবের সহিত আপনার পরিপন্থ সম্পর্ক ছাপনের সংবাদ সম্পর্কে আপনি অবহিত রয়েছেন: এবং আপনার অন্তরেও বিশ্বের বাসনার উদ্দেক করেছে তখন এ ইচ্ছা ও বাসনা গোপন রেখে এবন প্রকারের বাহিক ও আনন্দানিক আলোচনা করেছেন যা আপনার অর্ধাসার পরিপন্থ। অনবশঙ্গীর অপবাদের তরফ সম্পর্কে করুমান যে, আপনি মানুষকে তরু করেছেন, অথচ তর তো করা উচিত কেবল আলাহ্ কে। অর্থাৎ যখন আপনি তাত্ত্ব হিজেন যে, এ ব্যাপার আলাহ্ পক্ষ থেকেই সংঘটিত হবে—এতে যখন তাঁর অসম্ভুক্তির কোন আশৎকাটি নেই তখন নিঃক মানুষের তরে এ ধরনের উচিত সুভিত্ব হয়নি।

এ ঘটনা সংঘিষ্ঠ উপরে বর্ণিত বিবরণ ‘তফসীরে ইবনে কাসীর’ ‘কুরআনী’ ও ‘কুরআন মা‘আনী’ থেকে সংগৃহীত হয়েছে এবং আলাত **تُخْفِي فِي نَفْسِكَ مَا أَلَّا**

مَبْدِيٌّ—এর বাখ্য এই যে, আপনি অন্তরে যে বিষয় গোপন রেখেছেন তা ও বাসনা যে, হস্তরত যামেদ (রা) হস্তরত হস্তনবকে তাজাক দিলে পর আপনি তাঁর পালি প্রাহ্য করবেন। এ বাখ্য হাকেম, তিরমিয়ী, ইবনে আবী হাতেম প্রমুখ মুহাম্মদসীনে কিরাম হস্তরত আরী বিন হসানন যমনুজ আবেদীনের রেওয়ারেত থেকে নকল করেছেন। রেওয়ারেতের নকল নিচে প্রদত্ত হলো :

أ وَحْيَ اللَّهُ تَعَالَى إِيَّاهُ مَلِي اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَمَ أَنْ زَيْنَبَ سَيِّدَلَقَهَا زَيْدَ
وَيَتْزَرْ وَجْهًا بَعْدَهُ مَلِيَّةَ الصَّلَاةِ وَالسَّلَامِ
—অর্থাৎ মহান আলাহ্ বীর নবী (সা)-কে
একথা ওহীর মাধ্যমে তাত্ত্ব করেছেন যে, হস্তরত যামেদ অবশিষ্টিবিলৈ হস্তরত হস্তনবকে
তাজাক দেবেন, অন্তর হস্তনব মুবারী (সা)-র সহিত পরিপন্থসূতে আবক্ষ হবেন।
(‘কুইজ মা‘আনী’—হাকেম তিরমিয়ী থেকে উকুত)।

ইবনে কাসীর ইবনে আবী হাতেমের উকুত দিয়ে নিচেন্নকু সব সম্পর্ক নকল
করেছেন :

أَنَّ اللَّهَ أَعْلَمُ نَبِيًّا أَنَّهَا سَتَكُونُ مِنْ أَرْوَاجَهُ قَبْلَ أَنْ يَتْزَرْ وَجْهًا
فَلِمَّا أَتَاهَا زَيْدَ لِيَشْكُوَهَا إِلَيْهِ قَالَ أَنْتَ اللَّهُ أَمْسِكْ مَلِيْلَكَ زَوْجِكَ فَقَالَ
تُبَرْ قَلْ أَفْنِي مَزْوِجَكَهَا وَتُخْفِي فِي نَفْسِكَ مَا أَلَّا

অর্থাৎ আলাহ্ পাক তাঁর নবী (রা)-কে এ যথে অবশিষ্ট করেছেন যে, হস্তরত
হস্তনব অবশিষ্টিবিলৈ পুর্ণবস্তী ঝোগনের অতর্ক হবে আবেন। অন্তর যখন

হয়েছত হায়েস-ভাঁর বিরক্তে অভিজ্ঞাগ নিয়ে নবীজী (সা)-র বিদম্বলে উপস্থিত হন, তখন তিনি (সা) বলেন যে, আরাম্ভকে ভয় কর এবং দৌম ঝৌকে তাজাক দিও যা। অন্তগত আরাম্ভ পাক বলেন যে, আমি তো আগনাকে এ কথা বলে দিবেছিলাম যে, আমি তাঁকে আগনার (সা) সাথে পরিশেষ সৃজে আবক্ষ করে দেব এবং আগনি এমন একটি বিষয় সোপন করে রেখে আসছিলেন, যা আরাম্ভ প্রকাশ করে দেবেন।

অধিকাংশ তক্ষীরকার যথা সুহরী, বকর ইবনুল আজা, কুশাইরী ও কারী আবু বকর ইবনুল আরাবী প্রমুখ এ তক্ষীরই প্রথম করেছেন, যে বিষয় অন্তরে সোপন রয়েছে বলে বর্ণনা করা হয়েছে ওহীয়ে ইলাহী অনুষ্ঠানী রেওয়ায়েতে **مَنْفِي نفسك**—এর তক্ষীর হয়েছত বকরব (রা)-র প্রতি তাজবাজা বলে বর্ণনা করা হয়েছে। সে সম্পর্কে, প্রথ্যাত মুকাস্সিম ইবনে কাসীর ঘন্টব্য করেন যে, এসব রেওয়ায়েতের যথে কোনটাই বিষয়ক ও প্রাচারণ নয় বলে আবর্তা এভেন্যুর উজ্জ্বল বাস্তুনীয় মনে করিনি।

মন্তব্য কোরআন পাকের শব্দাবলীতেও হয়েছত বকরুল আবেদীন (রা)-এর রেওয়ায়েতে উপরে বলিত এ তক্ষীরেরই সমর্থন মেলে। কেননা এ আবাতে কর্তব্য আরাম্ভ পাক বলে দিচ্ছেন যে, অন্তরে মুকাবিলত বক্ত তাই ছিল যা আরাম্ভ পাক প্রকাশ করে দেবেন। আরাম্ভ পাক পরবর্তী আমাতে যে বিষয় প্রকাশ করেছেন তা হলো হয়েছত বকরবের সাথে হযুর (সা)-এর বিষয়। যেহেন—বলেছেন **لَهُمْ جَنَاحَاتٍ** অর্থাৎ আমি আগনাকে তাঁর (হয়েছত বকরব) সাথে পরিশেষসৃজে আবক্ষ করে দিলাম।—(রাহত মাঝানী)।

তত্ত্ব প্রকাশ

অপরাদ থেকে বৈচিত্র থাকা বাস্তুনীয় : প্রথম উঠে যে, বানুবের অপরাদ ও তৎসনা থেকে বীচার অন্য ইস্তুতাহ (সা) এমন বিষয়কে সোপন করেছেন কেন, যা আরাম্ভের অস্বীকৃতির কারণ হয়ে পৌঁছাল। এর উপর তাই যে, এ ক্ষেত্রে কোরআন-হাদীস থাকা প্রাপ্তিষ্ঠিত আসল বিষয় হল, যে কাজ করলে বানুবের যাবে তুল বোকাবুকি এবং তামের তৎসনা ও অপরাদ দেওয়ার পাশে ফিল্ম-ইওয়ার আশঁকা থাকে, সেভেন্টোকে পরিহার করা সেকেরে তো অবশ্যই জারো ব্যথন এ কাজ শব্দীভূতের মূল বক্তব্যসমূহের অভ্যর্তু না হয় এবং যাগাজ-হারাম জনিত কোন দীনী নির্দেশ এর সাথে অভিষ্ঠ যা থাকে, দানিও কাজটি মূলত প্রশংসনীয়ই হয়। যাই উদাহরণ নবীজী (সা)-র হাদীসে বিদ্যমান রয়েছে। যথা নবীজী (সা) ইরশাদ করেছেন যে, অভাস ও বর্ষণতার মূলে ব্যথন কা'বাঘর নিয়িত হয়, তথন এতে করেকষি কাজ হয়েছত ইলাহীয় (আ) অনুসৃত জগরেখার উপর্যোগ করা হো। ১. কা'বা পুরের অংশ-বিশেষ নিয়মিত বাহিন্যে করে রাখা হয়। ২. হয়েছত ইলাহীয় (আ) কর্তৃক নিয়মিত-কাজে বারতুমাহের অভাসের প্রয়োগের অন্য দুটি সরঞ্জা ছিল; একটি পশ্চিম সিকে অপরটি পূর্বসিকে। কলে বারতুমাহের ডেন্টের বাতাসাতে কোন প্রকারের অসুবিধা হলো না। অভিজ্ঞাত “মুসের সোকেরা এতে দুঃকাহে” হস্তকেপ করেন। পশ্চিম সিকের সরঞ্জা একেবারে বক্ষ করে দেওয়া হল এবং পূর্ব সিকের সরঞ্জা যা—জুন্ডের প্রাপ্ত সহ উচ্চতা

বিবিল্ট ছিল, তা এভাইকু উচ্চ করা হজ যে, সিঁড়ি বাতীত সে মুরজা দিয়ে প্রথে
করা হেতু না। উদ্দেশ্য এই ছিল যে, আকে তারা অনুমতি দেবে কেবল সে-ই এর ডিট্রু
প্রথে করতে পারবে।

রসূলুরাহ (সা) ইরশাদ করেন যে, যদি নও-মুসজিমপথের মধ্যে ভুজ বোআবুখি
সৃষ্টির অন্তর্ব না থাকত তবে আমি কা'বায়র হবরত ইব্রাহীম (আ)-এর রাগরেখা
অনুযায়ী পুনর্নির্মাণের ব্যবস্থা করতাম, এ হাদীস প্রত্যেক প্রায়াগ ঘৰেই রয়েছে।
এবং দ্বারা বোআ গেজ যে, রসূলুরাহ (সা) মানুষকে ভুজ বোআবুখি থেকে বীচানোর উদ্দেশ্যে
তাঁর এ বাসনা শরীরত বলে প্রস্তুনীয় হওয়া সত্ত্বেও পরিয়াগ করেছেন। অবশ্য
এ পরিপ্রেক্ষিতে আল্লাহর পক্ষ থেকে অসম্ভিট জাগন কোন ওহীও আসেনি। সুতরাং
এ কাজ আল্লাহ পাকের নিকট পূর্ণভ হয়েছে বলেই বোআ থাক। কিন্তু হবরত ইব্রাহীম (আ)-এর
যার উপর শরীরতের কোন উদ্দেশ্য নির্ভরশীল অথবা থাকা সাথে হাজার-হাজার সংরিষ্ট
হকুমসমূহ অঙ্গিত।

গুরুতরে হবরত হস্তনব (রা)-এর বিবের ঘটনার সাথে তথ্যকথিত পাজক পুঁজের
তাজাকপ্রাপ্তা ত্বীর সঙ্গে বিবে হাজার হওয়া সংক্রান্ত বর্বর সুপের প্রচলিত কৃপথা ও
জ্ঞান ধারণা কাৰ্যকস্থানে অপনোননের এক বিশেষ শরীরাত্মী উদ্দেশ্য অঙ্গিত ছিল।
কেবল সমাজ প্রচলিত কৃপথার কাৰ্যকস্থানে মুজ উৎপাটন তখনই সজ্জ, যখন
হাতেকলমে বাস্তবে করে দেখান হয়। হবরত হস্তনবের বিবে সংরিষ্ট আল্লাহ পাকের
মির্দেল এ উদ্দেশ্যের পূর্ণতা সাধনের জন্যই ছিল। এ বজ্যের মাধ্যমে হবরত
ইব্রাহীম (আ)-এর নকশা অনুযায়ী বাসতুরাহ পুনর্নির্মাণের পরিকল্পনা কাৰ্যকর না
করা এবং আল্লাহ পাকের ইরশাদ যুতাবিক হস্তনব (রা)-এর বিবে কাৰ্যকরী কৰার
মধ্যকাৰ বাহ্যিক প্রত্যোগী ও বৈগৰীতের উভয় হয়ে গেল।

এ প্রস্তুত বোআ থাক, যেন রসূলুরাহ (সা) সুন্নারে আহিয়াবের প্রথম আল্লাহ-
সমূহে অধিষ্ঠ এই হকুমের মৌখিক প্রচারাই ব্যবহৃত বলে আমে করতেন। এর কাৰ্যকস্থা
ও বাস্তব প্রয়োগের তাৎপৰ্য ও প্রয়োজনীয়তার প্রতি লক্ষ্য কৰেন নি। তাই আমা
ও ঈস্বা থাকা সত্ত্বেও তা গোপন রেখেছিলোন। উল্লিখিত আল্লাহতে আল্লাহ পাক এটি
সংশোধন করে আ প্রকাশ করেছেন :—

أَرْوَاحٍ مَبِينَ لَهُمْ أَنْ أَنْفَعُوا مِنْهُنَّ وَلَهُ

অর্ধাং আমি আপনার সাথে

হস্তনবের বিবে সময় করেছি যাতে মুসলমানগণ মিজেদের পাজক পুঁজের তাজাক-
প্রাপ্তা ত্বীকে বিবে করতে পিলে কোন অঙ্গিতার সম্মুখীন না হয়।

—z، جنکھا—এর শাবিক অর্থ আগনীর সাথে তাঁর বিষের অর্থে আর্থ সম্পর্কের করে দিয়েছি। এর ফলে এ কথা বোধ আসে যে, এ বিষের অর্থে আজ্ঞাহ্ পাক সম্পর্কের দেওয়ার আধ্যাত্মিক সাধারণতারে প্রচলিত শর্তাবলীর বাতিল্য ঘটিয়ে এ বিষের প্রতি বিশেষ মর্যাদা আরোপ করেছেন। আবার এর অর্থ এরূপও হতে পারে যে, এ বিষের নির্দেশ আমি প্রদান করবাম, এখন আগনি পরৌষ্ঠী বিধিবিধান ও শর্তাবলী মুক্তাবিক তা সম্পর্ক করে নিন। মুফ্ফাস-সিরগণের মধ্যে কিছু সংখ্যাক প্রথম অর্থ এবং কিছু সংখ্যাক বিভীষণ অর্থ অধিক মুক্তিযুক্ত বলে মন্তব্য করেছেন।

অন্যান্য জীবনকের সম্মুখে হয়রত যহুনবের এরূপ উভিঃ যে, তোমাদের বিষে তো তোমাদের পিতামাতা কর্তৃক সম্পর্ক হয়, কিন্তু আমার বিষের অর্থে আজ্ঞাহ্ পাক আবাসে সম্পর্ক করেছেন—যা বিভিন্ন দেওয়ালেতে পরিচালিত হয়। একথা উপরোক্ত উভয় অর্থের বেজাই প্রযোজ্য। যা প্রথম অর্থে অধিক সম্পর্ক, অবশ্য বিভীষণ অর্থও এর পরিপন্থী নয়।

سَنَةُ اللَّهِ فِي الْذِينَ خَلَوْ مِنْ
বিভিন্ন সম্পর্ক ও জীবনবলীর উভয়ের সূচনা :

—^ ^ ^ ^ ^ — এ আবাদের আধ্যাত্মে এ বিষের পরিচ্ছেক্ষিতে উক্ত সম্পর্কসমূহের উভয়ের সূচনা এরূপভাবে বরা হয়েছে যে, অন্যান্য পুণ্যবলী পুণ্যগ থাকা সত্ত্বেও এ বিষের পেছনে কি উদ্দেশ্য নিহিত ছিল?—ইরশাদ হয়েছে যে, এটা আজ্ঞাহ্ পাকের চিরজন বিধান যা কেবল মুহাম্মদ (সা)-এর জনাই নির্দিষ্ট নয়; আগনীর পূর্ববর্তী নবীগণের কাজেই থারীর আর্থ ও মজলাবস্থারের কথা বিবেচনা করে বহু সংখ্যক জীবনকের পাণি প্রহণের অনুযাতি ছিল। তৎখ্যে হয়রত দাউদ ও হয়রত সুলামিয়ান (আ)-এর নাম বিদেশজ্ঞাবে উল্লেখযোগ্য। হয়রত দাউদ ও হয়রত সুলামিয়ান (আ)-এর অধ্যাত্মে একশত ও ভিনশত জীৱ ছিল। সুতরাং রসুলুজ্জাহ্ (সা)-র বেজাইও বিভিন্ন ধর্মীয় আর্থের প্রতি জান্ত রেখে এ বিষে সহ একাধিক বিষের অনুযাতি জাত বিচিৰ কিছু নয়। এটা নবুয়ত ও রিসালতের মহান মর্যাদা ও ভাক্তিগ্রাম পরাহিয়-গ্রামীয় পরিপন্থীও নয়। সর্বশেষ বাকেয় এ কথাও বলে দেওয়া হয়েছে যে, বিষে-শাদী অর্থাত কার সাথে কার বিষে অনুষ্ঠিত হবে তা যানুষের জীবিকার যার আজ্ঞাহ্ পাক কর্তৃক সম্পূর্ণভাবে পূর্ব-মৰ্যাদারিত ব্যাপার। এ সম্পর্কে ডাপাতিপিণ্ডে যা আছে তাই বাস্তবায়িত হবে। এ ক্ষেত্রেও হয়রত যামেদ ও হয়রত যহুনবের ব্যতাব-প্রকৃতির বিভিন্নতা, হয়রত যামেদের অস্তিত্ব—পরিশেষে তাজাক প্রদানের সংক্ষে, এ সব কিছুই ডাপাতিপিণ্ডের পর্যায়ক্রমিক বহিঃপ্রকাশ নাই।

পরবর্তী পর্যায়ে অল্পত্বকালে যেসব নবী (আ)-র বহু সংখ্যক জীৱ প্রহণের অনুযাতি ছিল বলে উপরে আনা গেছে, তাঁদের বৈলিঙ্গ্য ও বিশেষ জীবনবলীর বর্ণনা

اللَّذِينَ يُبَلِّغُونَ رِسْلَتَ اللَّهِ أَرْبَعَةَ أَنْوَارٍ إِنَّمَا
يَأْكُلُونَ مِنَ الْأَنْوَارِ مَا لَمْ يَرَوْا إِنَّمَا يَنْهَا
نَفَرٌ مِّنَ الْمُجْرِمِينَ

একটি জ্ঞানগর্ত বিশুদ্ধ তত্ত্ব ! সত্ত্বত এতে নবীগণ (আ)-এর বহু সংখ্যক প্রী
ধাকার ভাবগৰ্থ ও মৌলিকতার প্রতি ইঙ্গিত করে বলা হয়েছে যে, এ-দের (আ)
জীবনের কাজকর্ম ও বাণীসমূহ উচ্চত পর্যন্ত পৌছা একান্ত আবশ্যক । পুরুষদের
জীবনের এক বিশাল অংশ ঘরোয়া পরিবেশ পৌ ও পুরু-পরিজনের সাথে কাটাতে হচ্ছে ।
এ সময় যে সব শুভী নাহিল হয়েছে বা দ্বারা নবীজী যেসব নির্দেশ প্রদান করেছেন
অথবা কোন কাজ করেছেন—এগুলো সবই উচ্চতরের আমানত খরাপ, যেগুলো কেবল
পুণ্যবতী শৌগণের মাধ্যমেই সহজতরভাবে উচ্চতরের নিকট পৌছানো সম্ভব ছিল ।
পৌছানোর অন্যান্য পদ্ধতি অতিগতামূল্য নয় । তাই নবীগণ (আ)-এর অধিক সংখ্যক
প্রী ধাকে তাঁদের পারিবারিক জীবনের কার্যক্রম ও কল্যাণী এবং তাঁদের ঘরোয়া
পরিবেশের চরিয় ও কাময়েখা সাধারণ উচ্চত পর্যন্ত পৌছা সহজতর হচ্ছে ।

একটি প্রথ ও তার উত্তর :— এখানে যথন সমস্ত বনীবই শুরু অবস্থা বর্ণনা করা হচ্ছে যে, তাঁরা আলাহ্ পাক তিনি আর কাউকে ভুল করেন না। অথচ এর পূর্ববর্তী আলাতে রসুলুল্লাহ্ (সা) সমর্কে ইরশাদ হচ্ছে : تَعْلَمُ النَّاسَ (অর্থাৎ আপনি মানুষকে ভুল করেন) — এটা কিভাবে সঠিক? উত্তর এই যে, উরিখিত আলাতে নবীগণ (আ) — এর আলাহ্ পাক তিনি অন্য কাউকে ভুল না করা — এটা কেবল রিসালত সংকলিত বিশ্বাসি এবং তুবজীবের জেনেই প্রযোজ্য। কিন্তু রসুলুল্লাহ্ (সা) — র যাবে এমন এক বিষয় সম্পর্কে, কটোরুগাতের ভুল উচ্চেক করেছে, যা ছিল মাধ্যম একটি গার্ভিক কাজ। তুবজীব ও রিসালতের সাথে এর কোন সম্পর্ক ছিল না। কিন্তু উরিখিত আলাত-সমূহের মাধ্যমে যথন আগন্তার নিকট একধা পরিকল্পনা হচ্ছে সেজ যে, এ বিষয়ে ধার্তব ও কার্যকর তুবজীব এবং রিসালতের অংশ বিশেষ, শুধু কানো কটোরুগাত ও নিম্নাবাসের কয়ে তাঁর কর্তব্য পথেও কোন ধার্থা-বা প্রতিবাহকভা আরোপ করতে পারেনি। তাই অধিকাসী কাফিরদের পক্ষ থেকে মানোধি আগম্বি ও প্রথ উরিখিত হওয়া সত্ত্বেও এ বিষয়েক

বাস্তব জগৎ প্রদান করা হয়েছিল। বহুত অল্পাবধিতে এ সম্বর্কে বিভিন্ন অবাস্তব প্রেরণ
অবস্থার পথ হতে দেখা যায়।

**مَا كَانَ بِحَدْوٍ أَبَا أَحَدٍ مِّنْ رَجَالِكُمْ وَلَكِنْ رَسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّنَ
وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا ۖ**

(৪০) মুহাম্মদ তোমদের কোন বাতিল পিণ্ড নয়, এবং তিনি আল্লাহর রসূল
এবং মেজেব। আল্লাহ সব বিষয়ে জানে।

তফসীরের সার-সংজ্ঞেন

[প্রথম আল্লাতসমূহে হবত্ত বরবনব (রা)-এর বিষে একটি শরীরতী বিধান ও
শরীর বাস্তব তবলীগ এবং নবীগণের সুরত হওয়ার পরিপ্রেক্ষিতে কাবা ও প্রশংসনীয়
বলে বর্ণনা করা হয়েছিল। পরবর্তী গৰ্বারে সেসব প্রকারীদের উভর দেওয়া হয়েছে,
যারা এ বিষে গর্হিত ননে করে কটোরুপাত করছিল আর্বাচ] মুহাম্মদ (সা) তোমদের
পুরুষগণের অধ্য থেকে কাবো পিণ্ডানন [আর্বাচ যেসব মোকের রসূলুল্লাহ (সা)-র সাথে
সঙ্গানগন সম্পর্ক নেই। যেমন এ আল্লাতে সাধারণ সাহাবারূপকে সহিত করে বলা
হয়েছে **رجا** । আর্বাচ তোমদের পুরুষদের অধ্য থেকে কাবো পিণ্ড নন। এখানে
নবীজী বালীত অগ্রাপর মোকদেরকে এর আওতাভুত করা হয়েছে। নবীজী এর
আওতাভুত নন। সুতরাং নিজ পরিবারের কোন বাতিল পিণ্ড হওয়া এর পরিপন্থী নয়।
যার মর্যাদ এই যে, সাধারণ উচ্চতাভুত কাবো সাথে তাঁর পিতৃদের সম্পর্ক বিদ্যমান নেই,
যা কেবল নির্ভুল প্রয়োগির ছাবো তাদের তাজাক-প্রদাত ছীর সাথে বিষে হায়াব হওয়ার
কারণ বলে বিবেচিত হতে পারে] কিন্তু (অপর এক প্রকারের আধিক পিতৃত অবস্থাই
বিদ্যমান রয়েছে। বহুত) তিনি আল্লাহর রসূল (এবং প্রশংসক রসূল আধিক অভি-
কারক হিসেবে সমগ্র উচ্চতার আধ্যাত্মিক পিণ্ড) এবং (এই আধ্যাত্মিক পিতৃদের কেবল
তিনি এখন তুরব উৎকর্ষ সাধন করেছেন যে, তিনি সমস্ত রসূলের অধ্য সর্বোত্তম
ও পূর্ণতম। বহুত তিনি) সকল নবীর মোহর বিলেখ (এবং যে মৰ্বী এখন হয়েন
তিনি আধ্যাত্মিক পিতৃদের কেবল সর্বাধিক অপ্রসম্পো। কেবল তাঁর এ আধ্যাত্মিক পিতৃত
যারা কিমান পর্বত বহাল থাকবে। কবল তাঁর আধ্যাত্মিক সঙ্গান সর্বাধিক হবে।
মোটক্ষণ উচ্চতার জন্য তাঁর পিতৃত শারীরিক বা বংশগত নয়—বিষে হায়াব হওয়া
যার সাথে-সম্পর্কিত, এবং এ পিতৃদের সম্পর্কটা একান্তই আধ্যাত্মিক। তাই পাজক
পুরুষের পরিচয় ছীর সাথে বিষে অনুর্ভুত হওয়া কোম আগতিজনক ব্যাপার নয়।
এবং সমগ্র যানব তাঁর প্রাণি পূর্ব আছে ও বিশ্বাস হাপন করুক—আধ্যাত্মিক পিতৃত এ কথাই
কাহ্নান করে) এবং (যদি একাপ উরাস-ওয়াসাৰ উচ্চেক করে যে, এ বিষে তো নাজারের

হিল মা, তবে সংষ্টিত না হওয়াই উচ্চতম হিল। এমতাবধার কোন জাত তোলার বা কটাক করার সুযোগই নিলত না। তবে একথা বুকে নেওয়া উচিত হে) যাহান আজাহ্ প্রতোক বস্তুর (অতিক জাত করা ও না করার উপকার ও উপর্যোগিতা সম্পর্ক) জাত ভাবেই জাত।

আনুবাদিক জাতীয় বিষয়

উল্লিখিত আজাতে সেসব জোকের ধারণা অগনোসন করা হয়েছে, যাত্রা বর্তৰ মুগের জখা অনুযায়ী হস্তৱত যাবেস বিন হারিসা (রা)-কে নবীজীর সজ্ঞান বলে অনে করতো এবং তিনি হস্তৱত মগনব (রা)-কে জাতীক দেওয়ার পর নবীজীর সাথে তাঁর বিভে অসুবিল্পিত হওয়ার তাঁর প্রতি পুরুষকে বিভে করেছেন বলে কটাক করত। এজাত ধারণা অগনোসনের জন্য একুক বলাই হথেল্ট হিল যে, হস্তৱত যাবেসের পিতা রসুজুলাহ্ (সা) বন বরং তাঁর পিতা চারিসা (রা)। কিন্ত এ বিবরণটির প্রতি বিশেষ তাকীদ দেয়াজাতে ইরশাদ হয়েছে: **سَكَانَ مُحَمَّدًا بِأَنْدَلِيْمِ رِجَالِكَمْ** (অর্থাৎ রসুজুলাহ্ (সা) তোমাদের যথাকার কোন পুরুষের পিতা নন। যে বাতিক্ত সজ্ঞান-সংক্ষিপ্তে দেয় মধ্যে কোন পুরুষ নেই, তাঁর প্রতি একে কটাক করা বিভাবে সুভিসংগত হতে পারে যে, তাঁর পুরু রয়েছে এবং তাঁর পরিভাষণ তো নবীজীর পুরুষক বলে তাঁর জন্য হারাম হবে।

إِنَّمَا أَنْدَلِيْمَ رِجَالَكُمْ (অর্থাৎ এই মর্যাদৰ প্রকাশের জন্য সংক্ষিপ্ত শব্দ সমষ্টি) বলেছেই জন্মত। তদস্থে কোরআনে হাকীমে অভিবিত **رِجَال** শব্দ ব্যবহার করে একে সম্মেহ অগনোসন করা হয়েছে যে, রসুজুলাহ্ (সা)-র তো হস্তৱত আদীজা (রা)-র সর্তহ তিন পুরু সজ্ঞান কাসেম, তাইয়োব ও তাহের এবং হস্তৱত যারিসার সর্তহ এক সজ্ঞান ইরাহীম— যোগী চাক্র পৃষ্ঠ-সজ্ঞান হিজেন। কেননা এরা সবাই বৈশ্বাবধার ইতিকাল করেন। এরা কেউই (পুরুষমুক) পুরুষ পর্যায়ে পৌছেন নি। আবার একেও বলা হতে পারে যে, এ আজাত ন্যায়িক হওয়াকাজে কোন পুরু সজ্ঞান হিল না। কাসেম, তাইয়োব, তাহের (রা) তো ইহিমাধেই-ইতিকাল করেছিমেন। আর ইরাহীম তখন পর্যবেক্ষণাত্মক করেন নি।

বিন্দুকবাদীদের প্রথ ও কটাকের উত্তর এ বাক্স বারাই হয়ে গিয়েছিল। কিন্ত গরুবল্টী পর্যায়ে অগনোপর সম্মেহাবলী দুরীকরণার্থে ইরশাদ করেন: **وَلَكُنْ رَسُولُ** **رَبِّكُمْ** আবুরী তাবারে **ك** শব্দ পূর্ববল্টী বাক্সে কোম প্রকাশের সম্মেহের আবকাশ ধাক্কে তা দুরীকরণার্থে ব্যবহৃত হয়। এ জন্য রসুজুলাহ্ (সা) সম্পর্ক ব্যথম-একথা সর্পনা করা

হয়েছে যে, তিনি উচ্চতর অঙ্গস্ত কোন পুরুষের পিতা নম, তথন এরপ সদেহের উদ্দেশ্য করতে পারে যে, মৰ্বীগথ প্রতোকেই তো যিজ নিজ-উচ্চতর অমক। এ পরিপ্রেক্ষিতে রঞ্জনলাল (সা) সকল পুরুষ—বরং সমগ্র মানু-পুরুষের পিতা। তাঁর প্রতি পিতৃত্ব আরোপের কথা অঙ্গীকার করা প্রকারাঙ্গে 'মনুষ্যতকেই' অঙ্গীকার করার মাধ্যমে।

ଏଇ ମାଧ୍ୟାଥେ କତ୍ତକ ଶୁଣିରିକ ହୃଦ ଅଗର ଏକ କଟ୍ଟାକେରାତେ ଉତ୍ତର ହେବେ ପେଇ । ତା
ଏହି ସେ, ରୁଷଜୁଲାହ୍ (ସା) ଅନୁରକ । ଅର୍ଥାତ୍ ଡିବିହାରିତ ଯେ କାରେ ଆଧ୍ୟରେ ଝାଁର ବାଣୀ ଓ
କର୍ମଧାରୀ ପତିଳୀର ଥାବାତେ ପାରେ ଓ ତୀର ବନ୍ଧ ବଜାଯି ଥାବାତେ ପାରେ—ଏମନ କୋନ ପୁଣ
ସନ୍ତାନ ତୀର ନେଇ । କିନ୍ତୁ କାଳ ପରେଇ ଏକଳେ ଘଟିଲେ ଯାବେ । ଉପରୋକ୍ତ ଶବ୍ଦମୂହେର ଆରା
ଏକବୀ ସ୍ପଷ୍ଟ ହେବେ ଗେହେ ସେ, ଯଦିଓ ତୀର ଖୁରସଜ୍ଜାତ ପୁଣସନ୍ତାନ ନେଇ, କିନ୍ତୁ ତୀର ବୁନୁତ
ବିଶିନେର ପ୍ରସାର ଓ ଅନ୍ତଗତି ସାଧନେର ଜମା ଖୁରସଜ୍ଜାତ ପୁଣସନ୍ତାନର କୋନ ପ୍ରାଙ୍ଗନ ନେଇ ।
ଏ ଦାରିଦ୍ର ରାହାନୀ ସନ୍ତାନପଥେ ପାଇନ କରେ ଯାବେନ । ସେହେତୁ ତିନି ଆଜାହର ରୁଷି ଏବଂ
ରୁଷି ଉଚ୍ଚତରେ ରାହାନୀ ପିତା, ସୁଭର୍ବାଂ ତିନି ପ୍ରକୃତ ପ୍ରଭାବେ ତୋମାଦେଇ ସକଳେର ଚାହିତେ
ଅଧିକ ସନ୍ତାନେର ଅଧିକାରୀ ।

এখানে বেহেলু রাজপুরাণ (সা)-এর বর্ণনা এসেছে এবং নবী হিসাবে তিনি বিশেষ
ও অমন্য মর্যাদার অধিকারী, সৃজনাং পরবর্তী গর্ভারে তাঁকে **وَخَاتَمُ النَّبِيِّينَ**
বিশেষে ভূষিত করার আধারে এ কথাই প্রয়োগিত হয়েছে যে, তিনি নবীকুলের মধ্যে
অনন্য বৈশিষ্ট্য ও বিশেষ মর্যাদার অভিধিত মেঠ ও সর্বোত্তম জন। **وَخَاتَمُ النَّبِيِّينَ**
সঙ্গে দু'জনকারের কিন্তু রয়েছে। ইয়াম-হাসান ও ইয়াম-আসেমের কিন্তু তা
এর উপর অবস্থ রয়েছে। অন্যান্য ইয়ামগণের কিন্তু সুন্নাহী উভ
• তা যের বিশিষ্ট। কিন্তু উভয়ের সামর্য এক ও অভিয়—অর্থাৎ নবীগণের আবির্ভাব
থাকার সমাপ্তি সাধনকারী। কেননা **وَخَاتَمُ تَمَّ** এর যের বিশিষ্ট হোক বা অবস্থ
বিশিষ্ট—উভয়ের এক অর্থ দেখও রয়েছে। আবীর উভয় লক্ষ মোহরের অর্থেও ব্যবহৃত
হয়ে থাকে। বিভীষণ অর্থের বেলায়ও সামরকথা শেষ অর্থই দীড়ায়। কেননা কোন বন
বন্ধ করে দেয়ার অন্য মোহর সর্বশেষেই ব্যবহৃত হয়ে থাকে। যের ও অবস্থ বিশিষ্ট

خاتم سبز ٹکڑاٹاں کے ٹکڑے اور کامیس، نیلاہ، جیسا نوں-آڑا، ڈاکٹر-ٹکڑے اور
نیوپٹھان نوں آڑا کی اچھی خوبی نہیں ہے۔ اسے ٹکڑاٹاں کا دل جائے۔ اسے
کامیس اور اچھے لگنے والے کامیس نہیں ہے۔ اسے کامیس کا دل جائے۔

ଶାରୁକାରୀ ହାତେ ଏଇ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ବିପିଲଟ୍ ହୋଇ ଥା ବେଳେ ବିପିଲଟ୍ ହୋଇ ଉଚ୍ଚତା
ଅବଶ୍ୟକ ଅର୍ଥ ଏହି ଯେ, ତିନି ନବୀକୁରୋଗ ଆଗ୍ରହନ ଥିଲୀର ଜାଗାମୁକ୍ତକାନ୍ତି ଅର୍ଦ୍ଧାଂ ତିନି ଜାଗାମୁକ୍ତ
ପରେ ପ୍ରେରିତ ହଜାରେଣ ।

ପୂର୍ବରାତୀ ମହିମପେର ଦୀନରେ ନିଜ ନିଜ ଶୁଣମୁସରେ ଗରିପୁଣ୍ଡିଛି ହିଲ,—କୋଣଟାଇ ଅମଳ୍ପର୍ବ ହିଲିବା । କିନ୍ତୁ ସାରିକି ଶମ୍ଭିରପୂର୍ବରାତୀର କଥା ସର୍ବଭାଷାରେ ମରୀଜୀର ଦୀନରେ ପ୍ରତିଇ ପ୍ରବୋଧିତ ଯା ପୂର୍ବରାତୀ ସବାରିଛି ଅନ୍ୟ ଦଲୀଲରେମାତ୍ର ଏବଂ ଦେ ଦୀନ କିମ୍ବାମତ୍ତ ସର୍ବତ୍ତ ତାଙ୍କୁ ଧାରିବେ ।

এ ক্ষেত্ৰে **খাতমُ النّبِيِّ** বিশেষত সংস্কৃতনৰ ক্ষেত্ৰে এ বিষয়টাও একেবাৰে পৰিকাৰ হৰে পেল যে, নবীজী আহুতি সংগ্ৰহ উচ্চতেৰ অবকেৱ অৰ্হাদীৱ কৃতিত, সুভোৱাই ঠাকে অপূৰক ক্ষেত্ৰে আধাৰিত কৱা নিৰ্মুক্তি হৈ বিলুপ্ত হৰে। কেমনা **খাতমُ النّبِيِّ** সংস্কৃতৰ একথাও বাঢ়ি কৰে দিয়োহৈ যে, পূৰ্ববৰ্তীকালে কিমায়ত পৰ্যবেক্ষণ আগমনকাৰী পোতা মানবকৃতীই ঠাক (নবীজীৰ) উচ্চতকৃত। তাই ঠাক উচ্চতেৰ সংখ্যা অন্যান্য উচ্চতেৰ চাহিতে অনেক বেশী হবে। কৱে নবীজী (সা)-ৰ আধাৰিক সন্তানও অসমীয়া নবীগণেৰ চাহিতে বেশি হবে। **খাতমُ النّبِيِّ** বিশেষত একথাও বোৱাহৈ যে, সমষ্টি উচ্চতেৰ প্রতি হৃষিৱতেৰ (সা) মোহ-মহতা অন্যান্য নবীগণেৰ তুলনায় অধিকতৰ হবে। ঠাক পৰে কোন উহী বা নবীজী আগমন হবে না বলে তিনি কিমায়ত পৰ্যবেক্ষণ উচ্চত যাবতীয় সংস্কৃতৰ সংযোগ ও যাবতীয় প্রয়োজন যোঁকৰাব গুৰুত্বে দিয়োহেন। পচাত্তৰে পূৰ্ববৰ্তী নবীগণেৰ একথা ঠাকতে হচ্ছো না, কেমনা ঠাঁৰা জানতেন যে, আতিৰ যাবতীয় হোমুজী ও বিজ্ঞানি প্রসাৰ আভ কৰালে ঠাঁদেৱ পৰি অন্যান্য নবী আবিকৃত হৰে এসবেৰ সংশোধন ও সংকোচন সাধন কৰাবেন। কিম ধৰ্মাদৃষ্ট আবিজ্ঞান (সা) এ কথাও ভাবতে হচ্ছো যে, কিমায়ত পৰ্যবেক্ষণ উচ্চত হৈ বিভিজুয়ী অবস্থা ও সমস্যাৰ সম্মুখীন হবে সেগুলো সম্পর্কে উচ্চতকে প্রয়োজনীয় পৰ্যান্তিম ঠাকেই দিতে হবে। যে সম্পর্কে রসূলুল্লাহ (সা)-ৰ বিভিন্ন হাস্তীস সাঙ্গ প্ৰদান কৰে যে, ঠাঁৰ পৰি অনুসৰণপৰোপ বেসব বাতিৰ আবিৰ্ভাৰ ঘটিব ঠাঁদেৱ অধিকাৰেৰ নামই তিনি উলোঁক কৰে দিয়োহেন। অনুগামজাৰে ভবিষ্যতে অলোক ও অসংযোগ হত পঢ়াকৰাবাহীৰ প্রাদুৰ্ভাৰ ঘটিব ঠাঁদেৱ ও যাবতীয় মুকুৎ, অবস্থা ও তথাপি এমন ল্পণ্টকালৈ প্ৰক্ৰিয় কৰে দিয়োহেন যেন একজন সাধাৰণ চিহ্নাবলোৱত এ সম্পর্কে কোন সন্দেহেৰ অবকল না থাকে। এ কাৰণেই রসূলুল্লাহ (সা) ইন্দ্ৰিয়াস কৰাবেন যে, আমি তোমাদেৱ জন্য এমন উচ্চত ও জোড়িত্বান সৰ্বসম্মত হোৱাৰ মেজাজ দিবাবৰ্তী দুটোই সংযোগ—কথনো পথবৰ্জন হওৱাৰ আশৰকা নেই।

এ আৰাতে একথাও প্ৰিধানবোগ্য যে, উপৰে হৃষি (সা)-এৰ উজ্জ্বল ‘রসূল’ **খাতমُ المرسلين** কা খাতম الرسول পৰমেৰ বাবহার অধিক বৃহৎসংলগ্ন হিম কৰে হনে হৰে। অথব কোৱাজানে হাতীৰ তন্তৰে **খাতমُ النّبِيِّ** পৰম অৰ্থ কৰাবে।

কাৰণ এই যে, অধিকাৰে আজিমেৰ মতে নবী ও রসূলেৰ যাবতী পাৰ্বক্য উধূ কৃতিত্বে—তা এই যে, নবী সেসব বাতি, ঠাঁদেৱকে আলোহ, তাৰাজা হস্তিকুমৰে পৰি-কৃতি, ও সংকোচন সাধনেৱ জন্য প্ৰেৰণ কৰাবেন—এবং ঠাঁদেৱ প্রতি উহী নাবিক কৰে ধন্য কৰাবেকে, তাই ঠাঁদেৱ জন্য কোন বৰ্তত আসমানী ছাই ও বৰ্তত শৰীৰত নিৰ্ধাৰিত হৰে ধাৰুক—আধাৰ পূৰ্ববৰ্তী কোন নবীজী ছাই ও শৰীৰতেৰ অনুসৰণীগণেৰ হিদায়তেৰ অন্য

আদিষ্ট হয়ে থাকুক—হেমন ইবরাত হামদ (আ) ইবরাত নবী (আ)-র পাই ও শরীরতের অনুসরীভূতের হিসাবতের জন্য আদিষ্ট হয়েছিমেন।

অগ্রগতে 'রসূল' শব্দটি বিশেষভাবে এ নবীর প্রতি প্রযোজ্য, থাকে কৃত পাই ও শরীরত প্রদান করা হয়েছে। অনুরূপভাবে 'রসূল' শব্দের চাইতে 'নবী' শব্দের অর্থাৎ ব্যাপকতা অধিক। সুতরাং আবাবতের অর্থাৎ এই যে, ডিনি (সা) নবীকুলের আগমন ধারা সমাপ্তকারী এবং সর্বশেষ আগমনকারী। চাই তিনি কৃত শরীরতের অধিকারী নবী হোন বা পূর্ববর্তী নবীর অনুসরী হোন। এ ধারা বোকা দেখ যে, আবাবত পাকের নিকটে এক প্রকারের নবী হতে পারেন তাঁর (নবীজী) মাঝের এবং দের স্বার পরিসমাপ্তি ঘটে। তাঁর পরে অন্য কোম নবী প্রেরিত হচ্ছেন না।

ইমাম ঈবনে কাসীর দীর্ঘ তক্ষণের কর্মান :

فُوْقَ الْيَةِ فِي أَنَّهُ لَا نَبِيٌّ بَعْدَهُ وَأَذْكَارِهِ لَا فِلَارِسُولٍ
بِالظَّرْلَقِ لَا وَلِيٍّ لَانْ مَقَامَ الرِّسَالَةِ أَخْسَ منْ مَقَامِ النَّبِيِّ فَإِنْ كُلَّ
رَسُولٍ نَبِيٌّ وَلَا يَنْفَعُ بِذَا لَكَ وَرَدَتْ لَا حَادِيَتْ أَكْثَرُوا رَأْيَهُ
رَسُولُ اللَّهِ (صَلَّمَ) مِنْ حَدِيثِ جَمَاعَةِ مِنْ الصَّحَابَةِ -

অর্থাৎ এ আবাবত এ আবীদার পক্ষে স্পষ্ট প্রমাণ যে, তাঁর পরে কোন নবী নেই। এবং অধন কোন নবী নেই তখন রসূল ধারার প্রয়োজন উঠে না। কেবল 'নবী' ব্যাপক অর্থবোধক এবং 'রসূল' শব্দটি বিশিষ্টতা ধারণ। এটা এখন এক আবীদা ধার সম্বন্ধন-সূচক বহসংক্ষেপ আবাশ্য হালীস রয়েছে যা সাহিবারে কিমাবের এক বিপুরিত আবাবতের ধারা বর্ণিত হয়ে আবাদের পর্যন্ত পৌঁছেছে। এ আবাবতের শব্দমণ্ড বিকলেখ ধারিকভা বিভাগিতভাবে এ জন্য করা হয়েছে যে, আবীদার দেশে নবুরূপের দাবীদার গোলাম আহমদ কাদিলানী এ আবাবতকে দীর্ঘ উদ্দেশ্য সাধনের পথে আভরণ মনে করে এর তক্ষণের নান্দিকি বিকৃতি ও অনন্ত সভাবভা উভাবে করেছে। উপরোক্তভিত্ত বক্তব্যের আধিক্যে আজহামদুলিমাই—এভোর উভর হয়ে গেছে।

খতম-নবুরূপের মাস আলা ৪ রসূলুল্লাহ (সা)-র নবীকুলের আগমনধারার পরিসমাপ্তকারী হওয়া, তাঁর সর্বশেষ নবী হওয়া, তাঁর পক্ষে আর কোম নবী প্রেরিত নয় হওয়া, এবং খতম-নবুরূপের দাবীদার দিয়াবাদী ও কাকির প্রতিমূর্তি হওয়া— এখন এক মাস আলা যে সম্পর্কে প্রত্যেক মুসলিমানগণ ঐক্যবদ্ধ ও অক্ষিয় মত পোষণ করে আসছেন। সুতরাং এ সম্পর্কে বিভাগিত আলোচনার কোন প্রয়োজন হিলে না। কিন্তু কাদিলানী সম্প্রদায় এ সম্পর্কে মুসলিমানদের মনে সন্দেহ ও বিপুরিত উদ্দেশ্যে প্রাপ্তি করে চেষ্টার রূপ। তারা মত সত্ত্ব পুরুষ-পুষ্টিকা প্রকাশ করে অনুক্রিত ও অধিক্রিত যান্ময়কে পথপ্রস্ত করতে প্রয়োগ গ্রহে। সুতরাং আরি এ মাস আলা দিয়ে আলোচনা পূর্ণ 'খতম-নবুরূপ' নামে এক খতম বিভাব নিখেছি। আছে একশত আবাবত,

মু'শ্লাহিদিক হাদীস এবং পূর্ববর্তী মুসলিম ঘনৌবিগণের অসংখ্য উভি ও উজ্জ্বলির মাধ্যমে এ যাস'আজা বিস্তারিত ও সুস্পষ্ট বিবরণ করেছি এবং কানিয়ানৌমের দ্বারা স্থূল অস্তুর সন্দেহাবজীর ঘথোপযুক্ত উভয় দিয়েছি। এখানে সেঙ্গো থেকে কয়েকটি প্রয়োজনীয় কথা উল্লেখ করা হচ্ছে।

তাঁর আতোযুমোবিট্টিন হওয়ার শেষ দ্ব্যানার হস্তরত ইসা (আ)-র পরিপন্থী নয়। যেহেতু কোরআনে করোয়ের বেশ কিন্তু সংখ্যক আয়াত এবং আয়াগ হাদীসসমূহ দ্বারা প্রমাণিত যে, শেষ দ্ব্যানার কিন্তু মাত্রের পূর্বে হস্তরত ইসা (আ) পুনরাবৃত্তিস্থাপনে আবিষ্কৃত হবেন, মাজ্জালকে হত্যা করবেন এবং তদানীজন বিবে বিরাজমান সকল প্রকারের গোমরাহীর মুজোৎপাটন করবেন, যার বিস্তারিত বর্ণনা আর্য আবার নামক পুস্তিকাল প্রদান করেছি।

কোরআন-হাদীসের অসংখ্য দাপী দ্বারা প্রমাণিত ও সমর্থিত হস্তরত ইসা (আ)-র আকাশে উঠিয়ে নিয়ে দ্ব্যানার এবং শেষ দ্ব্যানার তাঁর পুনরাবৃত্তিবের কথা বির্জী পোকাম আহমদ কানিয়ানী সরাসরি অঙ্গীকার করে নিজেই প্রতিশুল্প মসীহ হলে দাবী করেছে এবং প্রয়োগ অঙ্গপ বলেছে যে, হস্তরত ইসা ইবনে মরিয়মের (আ) সুনিয়াতে পুনরাবৃত্তিস্থাপনের কথা যদি মেনে নেওয়া হল তবে এটা হয়ের (সা)-এর **خاتم النبیین** হওয়ার পরিপন্থী হবে।

উভয় একেবারে সুস্পষ্ট— এবং সর্বশেষ নবী হওয়ার অর্থ আগমনের পরে কোন বাস্তি নবী পদে অধিষ্ঠিত হবেন না। এ দ্বারা এ কথা বোঝা যায় না যে, তাঁর পূর্বে দ্ব্যানা নবুরত প্রাপ্ত হয়েছেন তাঁদের নবুরত প্রভাবাত্মক করে দেওয়া হবে কি এ সমস্তে একেবারে কারো পুনরাবৃত্তিক ঘটনা পারে না। অবশেষে হস্তরত (সা)-র পরে তাঁর উচ্চারণের সংক্ষেপ ও পরিষিকির উদ্দেশ্যে যিনিই আবিষ্কৃত হবেন, তিনি শীঘ্ৰ মৃত্যুরত পদে বৃহাত থেকে দ্বা হস্তরতের (সা) প্রতিশুল্প আদর্শ ও বিজ্ঞানীকার অনুসূচী হয়েই এ উচ্চারণের পরিষিকি ও সংক্ষেপের সম্ভিজ্ঞ পাইন করবেন। যেমন সহীহ হাদীস-সমূহে পরিকারভাবে বর্ণিত আছে। ইবাই ঈবনে কাবীর এ আস্তার তফসীর অসমে বলেন :

وَالْمُوْدِرْ يَكُونُهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ خَاتِمُهُمْ أَنْقَطَاعٌ حَدَوْثٌ وَصَفْ
الْبَنْوَةُ فِي أَحَدِ تِنِّ الْتَّقْلِيْنِ بَعْدَ تَخْلِيَّةِ عَلَيْهِ السَّلَامِ بِهَا فِي هَذِهِ
النَّسَّاَةِ وَلَا يَقْدِحُ فِي ذَلِكَ مَا جَمِعْتُ عَلَيْهِ أَلْمَعَةً وَأَشْتَهَرَتْ
نَبَّهَ الْأَخْبَارُ وَلَعْلَهَا بِلَغْتِ مَبْلِغِ التَّنْوِيرِ الْمَعْنَوِيِّ وَنَطَقَ بِهِ الْكِتَابُ
عَلَى قَوْلِ وَوْجَبِ الْإِيمَانِ بِكَلَّ وَأَكْفَرْ مُنْكَرَةٍ كَلَّ لِلْفَلَّ سَقْتَ مِنْ نَزْوَلِ
صَلِيْسِيِّ عَلَيْهِ السَّلَامُ أَخْرَ الزَّمَانِ . لَأَنَّهَا كَانَتْ بَيْهَا قَبْلَ أَنْ يَحْلِيَّ فَيَقْبَلَ
عَلَى اللَّهِ صَلِيْهِ وَسَلِّمَ بِالنَّبِيَّةِ فِي هَذِهِ النَّسَّاَةِ .

अर्थात् रसुमूलाह् (गा)-ने आकाशमालावीजिनेव अर्थ एই थे, ढाँचे आविर्भासेर परेद
मनुष्मत् पदेन्ति परिस्याप्ति घटत्वे । अर्थन् आर बेटे ए उप तु समेत अधिकांशी जबेन
यह । ए बाज़ा देव आज्ञानात् हमवत् देवा (आ)-ने सुनिश्चयं पूर्णं अवतारत्वेर मालामाला समार्के
केत्वे खिलप् शक्तिक्रियात् बहुति हय ना—ये समर्के शोटा उत्तमतः एकमत्, केवलज्ञान
पाकेत् ए समर्के सम्पूर्णतात् राजेह एवं ढाँचाहरेत् (توان) समर्थादासमान
हानीसम्युह ए समर्के सुन्पत्ति जाक; शानाम कराहे । केवला, डिनि ए अपत्त आमासेर
नवीजी (आ)-ने पर्वेह आविर्भुत् हिरोहिजेन ।

নবুজ্জ্বলের অর্ধার্দের পিছতি সাধন এবং হাতা ও উপবন্ধীত পদের আবিকার ;
এই নবুজ্জ্বলের দাবিদার নবুজ্জ্বল দাবিয় গথ সুগম করার উদ্দেশ্যে দুর্বাতিসজ্জিমৃতক্ষণাবে
এক অস্তিনথ প্রকাশের অনুভূত আবিকার করেছে—কোরআন-হাদীসে হার কোন অভিহ ও
প্রয়োগ নেই। অঙ্গর বকজা বৈ, এ খরনের নবুজ্জ্বল কোরআনে বর্ণিত অস্তিনথ-নবুজ্জ্বল
বিষয়ের পরিপন্থী নয়। আর সারুকথা এই যে, সে নবুজ্জ্বলের অর্ধার্দ বিবেচনে হিল্প ও
অন্যান্য সংশ্লাভের আবে অস্তিনথ গথ অনুসরণ করেছে—তা এই যে, কোন যাতি
অপর ক্লাম বস্তিক্র জীবনশৈলীই পরম্পরাটী ব্যক্তির কাপে আবশ্যকান্ত করতে পারে। এ
প্রসঙ্গে সে আরো কাম যে, যে যাতি নবৌবীর পরিপূর্ণ অনুসরণের যাথায়ে হাঁক (নবৌবীর)
রাখে রাখিত হবে তাঁর কাপ পরিষ্ঠ করেছে—তাঁর আগমন বহুত অস্তিনথ-নবৌবীর (সা)-র
আগমন। প্রকৃত অস্তিনথে সে তাঁরই হাতা ও প্রতিষ্ঠ করাপ। সুতরাং তাঁর হতে তাঁর এ
দাবিয় কাপে অস্তিনথ-নবুজ্জ্বলের আবিদা কোনভাবে প্রস্তাবন্তি হচ্ছেন।

କିନ୍ତୁ ପ୍ରଥମ କଥା ତୋ ଏହି ସେ, ଇସଲାମେ ନବାବିକୃତ ଏହି ନବୁଝାତେର ଉତ୍ତର କୋଣା
ଥିଲେ ହେବେ । ଏତଭିନ୍ନ ଥେବେଲୁ ଧର୍ମୟ-ନବୁଝାତର ମାସଜିଡ଼ା ଇସଲାମୀ ଆକିଲାସମ୍ମହେର
ଅଧ୍ୟେ ଏକଟି ମୌଳିକ ବିମର୍ଶ, ଡାଇ ଇସୁଲାଇସ୍ (ସା) ନିର୍ମିତ ସମୟେ ନାନାଭାବେ ଏ ମାସଜିଡ଼ା
ଏମନ ଲ୍ଲାଷ୍ଟଟାବେ ବିରୋଧ କରେ ଦିଲ୍ଲିହେନ, ଯାତେ କୋନ ବିକୃତି ସାଧନକାରୀର ପରେ
ଏହି ଅର୍ଥେ ବିକୃତି ଓ କୁଳ ବ୍ୟାଖ୍ୟାତା କୋନ ଅବକଳିତ ନା ଥାକେ । ଏହି ଉତ୍ତରେ ବିଭାଗିତ
ବର୍ଣ୍ଣନା ଆମାର ‘ଧର୍ମୟ-ନବୁଝାତ’ ମାତ୍ରକ ପ୍ରତିକାଳ ପଟ୍ଟଟା । ଏଥାମେ ବିଶେଷ ପ୍ରାଣୋତ୍ତମୀୟ କରେକଟି
ବିମର୍ଶ ଆଜୋଚନା କରେଇ ପ୍ରାଚୀନ ସମ୍ମାନିତ ଡାନା ହଜେ ।

दुखानी, युनियन आस्ट्रेलियन समूह शासी संघर्ष गत्तर्व विजय जन्मान्दळ चांगुली द्वारा आनु द्वारा (जा) थेके बर्भित आज्ञा द्वय, नवाजी (जा) ईरानीन वर्तमान ।

আর্থিক “আমার ও আমার পূর্ববর্তী মর্যাদার উপরা এই বাতিল নাই, যে অভাব সৃষ্টি, সুসংবল ও সৌন্দর্য ঘটিত করে একটি শর তৈরী করলো। কিন্তু সে অয়ের এক কোথে দেখাজোর একটি ইটের সমগ্রিমাখ আমুমা থাকিছে ত্রৈহে পিল। অভগর মানুষ তাঁ দেখতে সর্বজন আমাগোনা করতে থাকলো এবং এর নির্মাখ কোশল ও পারিপূর্ণ দেখে সবাই চমৎকৃত ও বিস্ময়ভিত্তিত হলো; কিন্তু সবাই কলতে আগমন যে, অয়ের প্রাচীক এ ইটটি বিসের নির্মাখ কাজের পূর্ণতা কেন সাধন করলো না? রসুলুল্লাহ (সা) করযান যে, নবুরত্নের এই সুরজ অটোলিকার সর্বলেহ ইট আছি। কোন কোনে হাদীসের পক্ষ এরপ যে আমি সে শুন্য আরপা পুরণ করে নবুরত্নপী আসাদের পূর্ণতা সাধন করেছি।”

এই তত্ত্বপূর্ণ—তাঁর পর্যবেক্ষণ উপরার সারকথা এই যে, নবুরত্ন এবং বিশাল অটোলিকা ও সুরজ—আসাদের ন্যায়—মহান নবীগণ (সা)-এর প্রতি বকল। নবীজী (সা)-র আবির্ভাবের পূর্বেই একটি ইটের সমগ্রিমাখ আমুমা বাতীত উক্ত নবুরত্নের সোটা অটোলিকার নির্মাখ কাজেই সমস্ত হস্তান। হস্তান (সা) এই থাকি অপরাহ্ন পুরণ করে উক্ত আসাদের প্রিমীল কাজের পরিপূর্ণতা সাধন করেন। সুতরাঁ নবুরত্ন বারিলালতের অক্ষ কোন অবকাশ নেই। এবল যদি কোন প্রকারের মতুম নবুরত্ন বারিলালতের আবির্ভাব হচ্ছে তবে নবুরত্নের সামাদে এর সঙ্গীন হবে না।

বুধারী, মুসলিম, মুসলাম-আহমদ প্রযুক্ত হাদীসত্ত্বে হস্তান আবু হুলাফুরা (রা) পর্যিত অগর এক হাদীসে রসুলুল্লাহ (সা) করযান :

كانت بـنوا سـرا تـبـلـقـنـوـهـمـ الـنـبـيـاءـ كـلـمـاـ خـلـقـنـهـ فـهـيـ خـلـقـنـهـ فـيـ وـاـفـيـ
الـنـبـيـ بـعـدـيـ وـشـيـكـوـنـ خـلـقـهـ فـيـلـلـهـ وـنـدـرـ وـنـعـدـيـتـ

সুর্বাঁ বনো ইসরাইলের রাজগণ ও পাসব কর্মতা করঁ সর্বলেহ নবীগণের হাতে হিল। এক নবীর তিতেরাখানের পর আরেক নবীর আবির্ভাব ঘটলো। আবার পরে কোন নবী আসবেন না, অবশ্যই আমার প্রতিনিধিগণ (খর্রাকা), আসবেন—যাদের সংশ্লা হবে অনেক।

হস্তান যেহেতু সর্বলেহ নবী, তাঁর পরে কোন নবী প্রেরিত হবেন না—সুতরাঁ উক্ততের হিদায়তের বাজি কিভাবে সমাধা হবে—উক্তরোভ হাদীস সে কথাও বাস্তু করে দিয়েছে। এ প্রসংগে বলা হয়েছে যে, তাঁর পরে উক্ততের হিদায়ত ও শিকাদীকার ব্যবহা তাঁর বলীয়া (প্রতিনিধিগণের) প্রাথম্যে কল্পা হবে। তাঁরা নবীজী (সা)-র বলীকারণে মনুষ্যের উদ্দেশ্যাবলী সম্ম করবেন। যদি কোন প্রকারের ‘হারা নবী’ বা উপনবীর অবস্থান থাকত, অথবা কোন প্রদীপ্তিবিহীন নবীগণ অবশিষ্ট থাকত, তবে অবশ্যই একসমস্ত জাতু উচ্চারণ একান্বে থাকত যে, অবুর ধৰনের নবুরত্ন থাকী রয়েছে, হস্তান যিনের প্রাচুর্যকার্য ও ব্যবহাগনা সম্পূর্ণ হবে।

এই হাদীসে স্পষ্টে ভাসাই বর্ণনা করা হয়েছে যে, তাঁর (সা) পর কোন প্রকারের নবুরত বাকী নেই। বরং পূর্ববর্তী উত্তমতসমূহের হিসাম্বতের দায়িত্ব যেখানে নবীগণের মাধ্যমে গৌলন করা হতো অনুরাগভাবে এ উত্তমতের হিসাম্বত তাঁর (নবীজীর) খলীফাগণের সাহায্যে করা হবে।

যাসনাদে-আহমদ প্রমুখ হাদীসগুলো হয়রত আহমেদ সিদ্দীকু ও উচ্চম ঝুরুম কাবিলাহ (রা) থেকে বর্ণিত আছে যে, রসুলুল্লাহ (সা) কর্মান :

لَا يَبْقَى بَعْدِي مِنَ النَّبِيَّ شَيْءٌ إِلَّا مُبَشِّرًا تَقَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ
وَمَا الْمُبَشِّرَاتُ قَالَ الرَّوْيَ يَا الصَّالِحَةَ يَرِا هَا الْمُسْلِمُ أَوْ تَرِي لَهُ

অর্থাৎ “আমার পরে যোবাবেরাত ব্যক্তি নবুরতের কিছুই বাকী নেই। সাহাবাগণ আরুয করানেন, ইয়া রসুলুল্লাহ (সা), যোবাবেরাত (مُبَشِّرَات) কি বৃক্ষ? বলানেন, সত্ত চৰ্চ—যা মুসলমান অবৰ দেখবে অধ্যবা এ সম্পর্কে অগুর কেউ দেখবে”।—(তিবরানী হাদীসটিকে সহীহ বলে যত প্রকাশ করেছেন)।

এ হাদীস কত স্পষ্টভাবে ব্যক্ত করেছে যে, শরীরত্বহ বা শরীরত্ববিহীন অধ্যবা যির্জা কাদিয়ানীর মৃত্যানুসারে ছাড়া বা আনুযায়ীক কোন প্রকারের নবুরতই বাকী নেই; কেবলমাত্র যোবাবেরাত বা সত্ত চৰ্চসমূহ থাকবে, যার মাধ্যমে মানুষ কিছু অতিভুক্ত অর্জন করতে পারবে।

যাসনাদে আহমদ ও তিরিয়ো শরীকে হয়রত আনাস বিন আজেক (রা) থেকে বর্ণিত আছে যে, রসুলুল্লাহ (সা) কর্মান :

أَنَّ الرَّسُولَ وَالنَّبِيَّ قَدْ انْقَطَعَتْ فَلَأَرْسَلَ بَعْدِيْ وَلَا نَبِيَّ

অর্থাৎ “নিচৰাই আমার আধ্যামে রিসাউত ও নবুরত পদের পরিসরাঙ্গিত ঘটেছে—আমার পরে অগুর কোন বরী বা রসুলের আবির্জিত ঘটিবে না।”

এ হাদীস স্পষ্টভাবে ব্যক্ত করে দিয়েছে যে, তাঁর পর শরীরত্ববিহীন নবুরত পদও বিদ্যমান নেই। ছাড়া বা উপ নবুরত পদ যাতে ইসলামে এমন কিছুর অভিহুই নেই।

এ হলে ধর্মে নবুরত সংরিষ্ট হাদীসসমূহ উক্ত করা উদ্দেশ্য নহ—দু'খ্যাধিক হাদীস ‘ধর্মে নবুরত’ নামক পুষ্টিকাল একবিংশ করা হয়েছে। উদ্দেশ্য—কয়েকটি হাদীস ধারা কেবল একথাই ব্যক্ত করা যে, কাদিয়ানীরা নবুরত পদ বিদ্যমান থাকার পক্ষে বৃক্ষিক্র অবতোলপা করতে সিলে যে ছাড়া বা উপনবী পদ আবিষ্কার করেছে—ইসলামে এর কোন মূল ও ভিত্তি নেই। এমনটি আছে যাদি ধরেও নেওয়া হয়, তবুও উপরোক্ত হাদীসসমূহের ধারা একথা স্পষ্ট হয়ে পেছে যে, তাঁর (সা) পর কোন প্রকারের নবুরতই বাকী নেই।

এজন্যাই সাহাবারে-কিরায় থেকে আরম্ভ করে আজ পর্যবেক্ষণ প্রত্যেক মুগ ও তারের মুসলমানগণ এ সম্পর্কে একমত যে, হযরতের পর কেউ কোন প্রকারের নবী বা ইসলাম হতে পারে না—যে এমন দাবি করবে সে যিথাবাদী, কোরআন অঙ্গীকারকারী ও কাফির। সাহাবারে কিরায়ের সর্বপ্রথম ইজয়া এই মাস'আলার উপরই সংঘটিত হয়। এই পরি-প্রেক্ষিতেই প্রথম খৌজা সিদ্ধীকে আকবর (রা) ডণ্ড নবুমতের দাবিদার মুসারলায়া প্রযুক্তের বিরুদ্ধে জিহাদ ঘোষণা করে তার সকল অনুসারীসহ তাকে হত্যা করেন।

এ সম্পর্কে প্রথম মুগের ইমাম ও খাতনায় উল্লামায়ে কিরায়ের উত্তি এবং ব্যাখ্যা-সমূহ ‘খত্যে নবুমত’ নামক পুস্তিকার শুরু থেকে বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করা হয়েছে। এখানে তার কয়েকটি কথা উচ্চৃত করা হলো :

প্রথম খুকাস্সির হযরত ইবনে কাসীর ও আলাতের তরকারীর প্রসংগে লিখেছেন :

اَخْبَرَ اللَّهُ تَعَالَى فِي كِتَابِهِ وَرَسُولُ اللَّهِ صَلَمَ فِي السَّنَةِ الْمُتَوَاتِرَةِ مِنْهُ اَنَّهُ
لَا يَبْيَعُ بَعْدَ لِيَعْلَمُوا اَنْ كُلُّ مَنْ اَدْعَى هَذَا الْمَقَامَ بَعْدَ نَهْوِكَذَا بِ اَفَالَّ
دِ جَالِ فَالِ مَفْلُ وَلَوْ حَرَقَ وَشَعْدَ وَأَنْتَ بِاَنْوَاعِ السُّحُورِ وَالظَّلَامِ وَالْفَهْرِ
نَجِيَاهَا تَفْكِلُهَا مَهَالِ وَضَلَالِ هَنْدَا وَلَنِي الْاَلْهَابِ كَمَا اَجْرَى اللَّهُ سَبْحَانَهُ عَلَى
يَدِ اَلْا سُودَ الْعَنْسِيِّ بِاَلْيَهِنِ وَمَسْبِلَمَةِ الْكَذَابِ بِاَلْيَهِمَةِ مِنْ اَلْا حَوَالَ الْفَـا-

سَدَةٌ وَالْا قَوَالِ الْهَارِدَةِ مَا عَلِمَ كُلُّ ذَيْ لَبِ وَنَفْهُمْ وَجْهُهُ اَنْهُمَا كَيْذَبَانِ
فَالَّا نَ لَعْنُهُمَا اللَّهُ تَعَالَى وَكَذَا لَكَ كُلُّ مَدْعَ لَذَا لَكَ الْيَوْمُ الْقَيْمَةُ حَتَّى
يَخْتَنُوا بِاَلْمَسْبِيمِ الدِّجَالِ (اَبْنِ كَثِير)

অর্থাৎ “আলাহ্ পাক দীর্ঘ প্রাচীন এবং ইসলামী (সা)-র বহু হানৌসের মাধ্যমে এ তথ্য প্রকাশ করেছেন যে, তাঁর (সা) পর কেবল নবী বা ইসলাম নেই। কৈন যানুষ ও কথা অনুধাবন করে যে, তাঁর (সা) পরে যে বাত্তি নবুমতের দাবি করবে সে যিথাবাদী, ডঙ্গ, দজ্জাল, পথচারী, বিজ্ঞাপকারী—সে যত্থ চামরাজির আশ্রম নিক না কেন এবং নানা প্রকারের যাদু, ঐজ্ঞাজিক কলাকৌশল ও ডেলিকবাজি প্রদর্শন করুক না কেন, এগুলো সবই প্রতীবান ও বিদ্যুৎ সমাজের নিকট অসম্ভব ও ভ্রষ্টচাপূর্ণ বলে প্রতীক্ষান হবে। যেখন করে আলাহ্ পাক ইয়ায়েন প্রদেশে আসওয়াস উনাইসী (নবুমতের) এবং ইসলামীয় প্রদেশে মুসারলায়া কাজাবের মাধ্যমে এমন সব প্রাতিকর ঘটনাবলী, অলৌক ও অনুমতক উত্তিসমূহের প্রকাশ ঘটিয়েছেন সেগুলো দেখে-গুনে প্রতিটি ভানী ও বিবেক-বান বাত্তি বুঝে নিয়েছেন যে, এরা উভয়ই যিথাবাদী ও পথচারী। এদের প্রতি আলাহ্-র অভিশাপ নিপত্তিত হোক। অনুরাগভাবে কিম্বামত পর্যবেক্ষণ যে কেবল বাত্তি নবুমতের দাবি করবে সে যিথাবাদী ও কাফির। বস্তুত যসীহ-দজ্জাল পর্যবেক্ষণ গিয়ে নবুমতের ডণ্ড দাবি-দারদের ও ধারার পরিসমাপ্তি ঘটিবে।”

ইবাম গাজাতী (র) তাঁর রচিত প্রথম 'কিভাবুল ইকত্তিসাদ কিন ইতিকাদে' (كتاب الأقتصاد في الا عتقاد) উপরোক্ষিত আয়াতের অঙ্কনীর ও ধর্মে-নবু-মতের আবীদা প্রসংগে লিখেছেন :

وَلَيْسَ فِيهَا تَأْوِيلٌ وَلَا بِتَخْصِيصٍ وَمِنْ أَوْلَئِكَ مَنْ تَخْصِيصَهُ فَكُلَّهُ مِنْ
الْهُدْيَانِ لَا يَمْنَعُ الْحِكْمَةَ بِتَكْفِيرِهِ لَا نَدْرَأُ بِهِ لَهُذَا النَّصْ إِذْ أَجْمَعَتْ
الْأَمَّةُ عَلَى أَنَّهُ غَيْرَ مَأْوِلٍ وَلَا مَنْصُوصٌ

অর্থাৎ “এ আয়াতে অন্য কোন ব্যাখ্যা বা বিশেষীকৃতণের অবকাশ নেই এবং যে ব্যক্তি আয়াতের বিকল ব্যাখ্যা প্রদানের অধিযমে নবুরূত পদ এখনো বিদ্যমান আছে বলে মত পোষণ করবে, তাঁর এরাগ উভি-সম্পূর্ণ অসুস্থ ও ড্রাইপ্রস্তুত। এরাগ ব্যাখ্যা তাঁকে কাফিরদের দণ্ডজুড় হওয়া থেকে কোন অবস্থাতেই রেহাই দেবে না। কেননা সে এ আয়াতকে যিথাং প্রতিগ্রহ করতে প্রয়োগ পাচ্ছে। যে আয়াত বিকল ব্যাখ্যাবোগ্য নয় বলে পোটো উচ্চমত একযোগ”।

কাজী আরাম ‘শেক্রা’ নামক শহীদ মুবাজী (সা)-র পরে নবুরূতের দাবিদারদেরকে কাফির যিদ্যাবাদী রসূলুল্লাহর প্রতি যিথ্যা আরোগকানী ও উরিবিত আয়াতের সত্ত্বাতা অঙ্কনীকরণকানী বলে আখ্যাদান পূর্বক নিষ্পত্তি ঘটব্য করেনঃ

وَاجْمَعَتْ أَلْمَةٌ عَلَى حَمْلِ هَذَا الْكِلَامَ عَلَى ظَاهِرَةٍ وَإِنْ مَنْهُوْ مِنْ
الْمَرْادِ بِهِ دُونَ تَأْوِيلٍ وَلَا تَخْصِيصٍ فَلَا شَكٌ فِي كُفْرِ هُرَّلَهِ الطَّرَاكَفِ
كُلُّهَا قَطْعًا أَجْمَعًا وَسَعِيًّا

অর্থাৎ “পোটো উচ্চমত এ ব্যাপারে একযোগ। এ ক্ষেত্রে উরিবিত আয়াতের বাহ্যিক অর্থই প্রাচৰ করতে হবে। বাহ্যিক যেকোন বোকা যাচ্ছে প্রকৃত প্রস্তাৱে এ আয়াতের মর্মও তা-ই। অধিকন্তু আয়াতে বিকল ব্যাখ্যার অবকাশই নেই। বস্তুত নবুরূতের দাবিদারদের অনুসারী এসব উপদানের কুকুরী সম্পর্কে কোন প্রকারের সন্দেহই প্রাকৃতে পারে না। বরং এদের কুকুরী কোরআন হাতীস ও ইজ্যামে-উচ্চমত কারা অকাট্টাখে প্রযোগিত।”

ধর্মে-নবুরূত পুত্তিকার তুর খণ্ডে শরীরতের ইবাম এবং সকল প্রেণীর বিশিষ্ট উজ্জ্বল কিরামের বিপুল সংখ্যক বাপী সকলিত হয়েছে। আর এখানে হা বর্ণনা করা হয়েছে একজন মুসলিমাদের পক্ষে তা-ই হয়েছেঁ।

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اذْكُرُوا اللَّهَ ذِكْرًا كَثِيرًا ۝ وَسَبِّحُوهُ بِكَثْرَةٍ
وَأَصْنِلُوا لَهُوَ الَّذِي يُصْلِلُ عَلَيْكُمْ وَمَلَائِكَتُهُ بِلْغَرِيجَكُمْ فَنَ

الظَّلَمُتِ إِلَى التُّورَةِ وَكَانَ بِالْمُؤْمِنِينَ رَجِيْعًا ۝ تَحِيَّهُمْ يَوْمَ يَلْقَوْنَهُ
 سَلَامٌ ۝ وَأَعْدَ لَهُمْ أَجْرًا كَرِيْبًا ۝ يَا يَاهَا النَّبِيُّ إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا
 وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا ۝ دَاعِيًّا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ وَسَارِجًا مُنِيرًا ۝
 وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ بِأَنَّ لَهُمْ مِنَ اللَّهِ فَضْلًا كَيْبِيرًا ۝ لَا تُطِعِ
 الْكُفَّارِينَ وَالْمُنْفَقِيْنَ وَدَعُ أَذْرُهُمْ وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ وَكَفِّرْ بِاللَّهِ وَكِبِيلًا ۝

(৪৩) মু'মিনগণ তোমরা আল্লাহ'কে অধিক পরিযাদে স্মরণ কর। (৪২) এবং সকলজ-বিকাস আল্লাহ'র পরিষত্তা বর্ণনা কর। (৪৩) তিনিই তোমাদের প্রতি রহমত করেন এবং তাঁর কেরেশতাগণও রহমতের দোষী করেন—অজ্ঞকার থেকে তোমাদেরকে আলোকে বের করার জন্য। তিনি মু'মিনদের প্রতি পরাম দয়ালু। (৪৪) যেদিন আল্লাহ'র সাথে বিমিত হবে, সেদিন তাদের অভিবাদন হবে সাক্ষাৎ। তিনি তাদের জন্য সকল্যানন্দক পুরষ্ঠার প্রস্তুত করেছেন। (৪৫) হে নবী! আপি আগন্তকৈ সাক্ষী, সুসংবাদদাতা ও সতর্ককারীরাপে প্রেরণ করেছি। (৪৬) এবং আল্লাহ'র আদেশগ্রহণে তাঁর দিকে আহবান করাপে এবং উজ্জ্বল প্রদীপ়রাপে। (৪৭) আপনি মু'মিনদেরকে সুসংবাদ দিন বৈ, তাদের জন্য আল্লাহ'র গুরু থেকে বিমাট অনুগ্রহ রয়েছে। (৪৮) আপনি কার্যক্রম ও মুনাফিকদের আনুগত্য করবেন না এবং তাদের উৎপীড়ন উপেক্ষা করবেন ও আল্লাহ'র উপর করসা করবেন। আল্লাহ' কার্যবিবোধীরাপে অথেল্ট।

তফসীরের জ্ঞান-সংকেত

হে মু'মিনগণ! তোমরা [সাধারণভাবে যহান আল্লাহ'র অনুপ্রাহরাজি এবং বিশেষভাবে এরাপ পুণ্যতম রসূল (সা)-ক্রম প্রেরণজনিত অনুপ্রাহের কথা স্মরণ করে এর প্রকারিতা আদার করতে গিয়ে] আল্লাহ' পাককে অধিক পরিযাদে স্মরণ কর (যাবতীয় ইবাদতই এর অন্তর্ভুক্ত হয়ে দেছে) এবং (এ ইবাদত ও যিকিয়ের সর্বকল ছারী থাক। সুতরাং) সকলজ-সজ্ঞায় (অর্থাৎ সর্বকল) তাঁর খন-কৌর্তন করতে থাক (অর্থাৎ মনে মনে বিড়িম অস-প্রভাসের সাহায্যে এবং ঘোষিকভাবে)। সুতরাং প্রথম বাকে যাবতীয় আমজ ও ইবাদত এবং বিতৌয় বাকে সকল সময় ও কাল অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। অর্থাৎ কোন হকুম পাইন করবে আবার কোন হকুম পাইন করবে না এবং একদিন কোন কাজ করবে আপনি সিন্ধু কু করবে না এমনটি যেন না হয়। আবার যেহেতু তিনি তোমাদের প্রতি বাহিদিখ অনুপ্রাহ প্রদর্শন করেছেন এবং উবিশাতেও করবেন, সুতরাং অবশ্যতাবীরাপে তিনি সর্বীবহুয় কৃতকৃত্ব মাত্রের অধিকারী ও যিকিয়ের ঘোগ্য। বস্তুত) তিনি এমন (দয়াগীৰ) যে তিনি

(খ্রিস্ট) এবং (তাঁর হস্তে) তাঁর ক্ষেত্রগতিগণ (ও) তোমাদের প্রতি রহমত ও করণ
প্রেরণ করতে থাকেন। (তাঁর রহমত প্রেরণ করা অর্থ রহমত বর্ণণ করা এবং তাঁর
ক্ষেত্রগত কর্তৃক প্রেরণ করা অর্থ রহমতের জন্য দোষা করা। যেমন মহান আজ্ঞা-
হর বালী **الذُّنُونَ يَعْمَلُونَ عَرْقَشَ - إِلَيْهِ قَوْلَةٌ وَّقَهْمُ الصَّبَاتِ**

আজ্ঞাত দ্বারা প্রয়োগিত। আর এরপ রহমত প্রেরণ এজন্য) যেন আজ্ঞাহ তা'আলা (এ রহমতের বসৌজাতে) তোমাদিগকে (অঙ্গাঙ্গ ও পথপ্রস্তুতার) আধার থেকে
বিজ্ঞান ও হিদায়তের), জ্ঞানিগণে নিরে আসেন (অর্থাৎ আজ্ঞাহ পাকের অসীম অনুভূত
ও ক্ষেত্রগতকুমৰের দ্বারা বসৌজাতে তোমরা ইসলাম ও হিদায়তের উত্তীক জাত করেছ
এবং এর উপর হিন্দু রংজে ঘা সর্বদা নতুন পাখ জাত করে যাচ্ছে) এবং (এ দ্বারা প্রয়োগিত
হল যে,) আজ্ঞাহ পাক মু'মিনদের প্রতি অভ্যন্ত দয়াবান। (এবং মু'মিনদের
অবস্থার প্রতি এ রহমত ইহকাজেও রংজে এবং পরকাজেও তাঁর করুণার বর্ষণ রংজে
পরিপন্থ হবে)। বক্ত যে দিন আজ্ঞাহ পাকের সাথে তাঁদের সাকাহ ঘটিবে সেদিন তাঁদের
প্রতি যে সাজায় প্রদত্ত হবে তা হবে। (আজ্ঞাহ পাকের অয়ঃ ইরশাদকৃত) আসসালামু-
আলামকুম (প্রথমত এ সাজামই সজ্ঞান প্রদর্শনের মুক্তি—বিশেষ করে ইহন এ
সাজায় আজ্ঞাহ পাকের পক্ষ থেকে প্রদত্ত হবে। যেমন আজ্ঞাহ তা'আলা ইরশাদ
করেছেন **سَلَامٌ قَوْلَةٌ مِّنْ رَبِّ الْرِّحْمَةِ** ইবনে মাজাহ প্রমুখ হাদীসগুহসমূহে রংজে

^ ۳۱-۳۲ ^
السلام علىكم

হে আজ্ঞাহ পাক অয়ঃ জামাতবাসীদের প্রতি সংবোধন করে করুণান।
এ সাজায় তো হজো আল্লিক পুরকায়—যার সারমর্ম সত্ত্বান প্রদণ করা) এবং (পরবর্তী
পর্যায়ে বাহ্যিক ও দৈহিক পুরকারের সংবাদ সাধারণ শিরোনামায় প্রদত্ত হয়েছে যে)
আজ্ঞাহ তা'আলা তাঁদের (মু'মিনগণের) জন্য (জারাতে) উত্তর প্রতিদান তৈরী করে
রেখেছেন। (অপেক্ষা কেবল তাঁদের পৌছাবার, পৌছায়ার তীরা এসব পূর্ব প্রস্তুত পুরকার
ও প্রতিদান জাত করবেন। পরে দ্ব্যুর (সা)-কে সংবোধন করে বলা হয়েছে যে) হে
নবী! (সা) (আপনি ভুট্টিকরেক পরিহাসকারীদের কষ্টক্ষণগতে বিচলিত হবেন না। কানি
এসব নির্বাধরী আপনাকে চিনতে সক্ষম না হয় তবে কি আসে দ্বারা, মু'মিনদের জন্য
বেহেশতে যে সব অন্যাও অনিবর্তনীয় অনুভূত ধোরা ও রহমতসমূহের কথা বিবৃত হয়েছে
তা তো কেবল আপনার বক্তব্যই যথেষ্ট হবে। অন্য কোন প্রামাণ্যের প্রয়োজনীয়তা অনুভব
করা হবে না। সুতরাং এ দ্বারাই প্রয়োগিত হয় যে, তিনি আজ্ঞাহ পাকের অন্ত জিয় ও
নৈকাট্যপ্রাপ্ত। বক্ত) আমি বিঃসন্দেহে আপনাকে এখন বিশেষ অর্হাদা ও বৈশিষ্ট্যের
অধিকারী রসূলরাগে প্রেরণ করেছি যে, আপনি (কিয়ামতের দিন উত্তীর্ণের পক্ষে অয়ঃ
রাজসাকী) হবেন [ক্ষত আপনার বক্তব্যানুসারে তাঁদের (উত্তীর্ণ) করসাজা হবে।
যেমন আজ্ঞাহ তা'আলা ইরশাদ করেছেন। **إِنَّا أَرْسَلْنَا إِلَيْكُمْ رَسُولًا شَفِيعًا لِّلْكُفَّارِ**

এবং অয়ে মামলা বিজড়িত কাড়িকে অপর পকের মুকাবিলায় সাজী মানা বে কভ
উভত মান অর্ধাদার পরিচারক তা বলীর অপেক্ষা রাখে না—যার প্রকৃশ ঘটবে কিন্তু-
মনের মিন] এবং (মুনিয়াতে তাঁর যে সব নিষ্ঠুত ও পূর্ণ শুণাবলীর প্রকাশ ঘটেছে
তা এই যে) তিনি (মু'যিনদের জন্য) সুসংবাদ প্রদানকারী ও (কাফিরদের জন্য) ভৌতি
প্রদর্শনকারী এবং (সাধারণভাবে সবাইকে) আজ্ঞাহ্ পাকের দিকে তাঁর অনুমতি সাপেক্ষে
আহ্বানকারী (এবং এই সুসংবাদ প্রদান, ভৌতি প্রদর্শন ও আজ্ঞাহ্ দিকে আহ্বান বিছক
তুবলীগ ও আচার উপরকে) এবং (নিজ সত্তা, বৈশিষ্ট্য, শুণাবলীর উপসনা-আরাখনা,
আচার-ব্যবহার, ব্যাব-চরিত গৃহ্ণি সমষ্টিগত অবস্থা বিচারে) তিনি (আপাদমস্তক
হিদায়তের আদর্শ হিসেবে) এক প্রদীপ্তি বাতির তুল্য। অর্থাৎ তাঁর প্রভুতি অবস্থা আমোর
অনুসর্কানকারীদের জন্য হিদায়তের শূল উৎস বিশেষ। বর্তত কিন্তু মনে দিবসে এই
মু'যিনগণের প্রতি যে সব রহমত বর্ষিত হবে তা তাঁর সুসংবাদ প্রদানকারী ভৌতি প্রদর্শন-
কারী, আহ্বানকারী ও প্রোজেক্স দীপ সংজ্ঞিষ্ঠ অবনায় শুণাবলীর কল্যাপেই। সতরাঁ
আপনি এন্দসংক্রান্ত উদ্দেশ দৃষ্টিক্ষেত্র ও দুর্ভাবনা পরিহার করুন) এবং নিজ পদোচিত
দার্শিক ও কর্তব্যে মনোনিবেশ করুন। অর্থাৎ মু'যিনগণকে এ সুসংবাদ দিন যে, তাঁদের
প্রতি আজ্ঞাহ্ পাকের অসীম করুণা বর্ষিত হবে (অনুরূপভাবে কাফির ও কগ্ন-বিশ্বাসী-
দেরকে ভৌতি প্রদর্শন করতে থাকুন। যা এক বিশেষ শিরোনামায় প্রকাশ করে বলেছেন
যে,) এই কাফির ও মুনাফিকদের কথা আববেন না [নবীজী (সা)-র পকে তো এরাগ
সত্ত্বাবনাই হিজ না বে, তিমি কাফির ও মুনাফিকদের কথায় প্রভাবাবিবৃত হবে দীওয়াত ও
তুবলীগের কাজ পরিণ্যাপ করবেন। কিন্তু জোকের পরিহাস ও কটাক্ষপাত থেকে পরিণ্যাপ
পাওয়ার লক্ষ্যে হ্যব্রত যমনব (রা)-এর বিভের মাধ্যমে যে বাস্তব ভিত্তি ও কার্যকর তুব-
লীগ উদ্দেশ্য হিজ তাতে তাঁদের খানিকটা শৈথিল্য প্রদর্শনের সত্ত্বাবনা হিজ। এটাবেই
কাফিরদের কথা যেমে নেওয়া বলে আখ্যায়িত করা হয়েছে।] এবং ওদের (এই কাফির
ও মুনাফিকদের) গুরু থেকে যে যত্ন দেওয়া হবে (যেমনভাবে এ বিয়ে প্রসংগে মৌখিক
যত্ন দেওয়া হয়েছিল আর তুবলীগ হিজ বাস্তব আমজ দ্বারা) সেভমোর প্রতি জুকেগণ
করবেন না (এবং কাজ কর্মের মাধ্যমে যত্ন পেঁচানোর আশংকাও করবেন না। যদি
এরাগ ধোরণ মনে আথে তবে) সম্পূর্ণভাবে আজ্ঞাহ্ উপর নির্ভর করুন। আর আজ্ঞাহ্
পাকই কর্মকুশল ও অভিজ্ঞাবকরাগে যথেষ্ট। (তিনি আপনাকে শাবতীয় দুঃখ-যত্ন থেকে
রক্ষা করবেন। আর তুবলীগ করতে গিয়ে যদি বাহ্যত কোন প্রকারের যত্ন পেঁচে
---তা অভিজ্ঞাবকরাগে মূলত কল্যাণ ও উপকারের পরিষ্কত হয়—যা উকিল ও যথেষ্ট
হওয়ার মর্মে প্রদত্ত প্রতিশুভ্রতির পরিপন্থী নয়।

আনুষঙ্গিক জ্ঞান বিষয়

পূর্ববর্তী আজ্ঞাতসমূহে রসুলুল্লাহ্ (সা)-র প্রতি প্রজ্ঞা নিবেদন ও সম্মান
প্রদর্শন এবং তাঁর প্রতি দুঃখ-যত্ন পেঁচানো থেকে বিকল্প থাকার মর্মে প্রসং উপস্থিতাহজী
প্রসংগে আনুষঙ্গিকভাবে ইহরত থামেন ও যমনব (রা)-এর ঘটনা এবং রসুলুল্লাহ্ (সা)-র

সর্বশেষ নবী হওয়ার কথা বর্ণনা করা হয়েছে। পরবর্তী পর্যায়েও তাঁর অনন্য ও অনুগত শুণাবলী বিবৃত হয়েছে। আর তাঁর সভা ও শুণাবলী গোটা বিষে মুসলমানদের জন্য সর্বশেষ বিলাম্ব বলে তাঁর প্রতি ঝুক্তুতা প্রকাশের উদ্দেশ্যে উল্লিখিত আরাতে অধিক পরিমাণে আল্লাহু পাকের যিকিরের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

আল্লাহু যিকির এমন এক ইবাদত বা সর্বাবহুর করার এবং অধিক পরিমাণে করার নির্দেশ রয়েছে :—**يَا يَهَا إِنَّمَا اذْكُرُ اللَّهَ فِي كَثِيرٍ**—হয়রত ইবনে আবাস (রা) বলেন যে, আল্লাহু পাক যিকির ব্যাপ্তি এখন কোন করুবই আরোপ করেন নাই মার পরিসীমা ও পরিমাপ নির্ধারিত নেই। নামাহ, লিনে পাঠবার এবং প্রত্যেক নামাহের রাকাত নির্দিষ্ট, রামযানের দোয়া নির্ধারিত কাজের জন্য, ইজও বিশেষ ছানে বিশেষ অনুষ্ঠানাদি ও সুনির্দিষ্ট কর্ম-ক্রিয়ার নাম। যাকাতও বছরে একবারই করুব হয়। পক্ষাত্তরে আল্লাহু যিকির এমন ইবাদত হার কোন সীমা বা সংখ্যা নির্ধারিত নেই। বিশেষ সময় কাজও নির্ধারিত নেই অথবা এর জন্য সীড়ান বা বসার কোন বিশেষ অবস্থাও নির্ধারিত নেই। এমনকি পরিষ্ক এবং গৃহসহ ধারারাও কোন শর্ত আরোপ করা হয় নি। প্রতি মুহূর্তে সকল অবস্থার আল্লাহু যিকির অধিক পরিমাণে করার নির্দেশ রয়েছে সফরে থাকুক বা বাড়িতে অবস্থান করাক, সূর থাকুক বা অসূর, ইজতাগ হোক বা অজতাগ, স্নাত হোক বা দিন—সর্বাবহুর আল্লাহু যিকিরের হকুম রয়েছে।

এজনাই ইহা বর্জন করারে বর্জনকারীর কোন কৈফিয়তই প্রাপ্তযোগ্য হবে না, যদি না সে অনুভূতিহীন ও বেহস হয়ে পড়ে। পক্ষাত্তরে অন্যান্য ইবাদতের বেলায় অসুস্থতা ও অগ্রাগতার পরিপ্রেক্ষিতে যানুষকে অক্ষম বিবেচনা করে ইবাদতের পরিমাপ হ্রাস বা উহা একেবারে যাই হয়ে যাওয়ার অবকাশও রয়েছে। কিন্তু যিকরুল্লাহু সম্পর্কে আল্লাহু পাক কোন শর্ত আরোপ করেন নি। তাই উহা বর্জনের পরিপ্রেক্ষিতে কোন অবস্থাতেই কোন গুরুর প্রাপ্তযোগ্য হবে না। অধিকত এর ফয়িলত-বরকতও অগাধিত।

ইয়াম আহমদ (রা) হয়রত আবুদ দারিদা (রা) হতে বর্ণনা করেন যে, রসুলুল্লাহ (সা) সাহাবারে-কিরামকে সংবোধন করে করুনান যে, আমি কি তোমাদেরকে এমন বশের সজ্ঞান দেব না, যা তোমাদের যাবতীয় আমলের চাইতে উত্তম, তোমাদের প্রত্যেক নিকটে সর্বাধিক প্রাপ্তযোগ্য তোমাদের মর্হিদা বিশেষজ্ঞে বর্জনকারী, আল্লাহুর রাস্তায় সেনা-রূপ দান করা এবং আল্লাহুর পথে জিহাদের উদ্দেশ্যে বের হয়ে শর্দুদের মুক্তা-বিজ্ঞ করতে সিরে তাদেরকে হত্যা করা বা নিজে শাহাদত বরণ করার চাইতে উত্তম? সাহাবারে কিরাম আরব করতেন : ইহা রসুলুল্লাহ সেউ কি বল, কোন আমল? রসুলুল্লাহ করুন—**كَرِّ اللَّهِ مَعْ جَلِ**—“মহীয়ান গরীবান আল্লাহু পাকের যিকির।” —(ইবনে-কাসীর) ইয়াম আহমদ ও ইয়াম তিরমিয়ী আরও রেওয়ারেত করেন যে, হয়রত আবু ইয়াররা (রা) করুন : আমি নবীজী (সা)-র নিকট থেকে এমন এক দোষ শিক্ষাত্ত করেছি, যা কর্তৃনো পরিত্যাগ করিন না। তা এই—

اللَّهُمَّ اجْعِلْنِي أَظْلَمَ شَكْرِي وَاتْبِعْ نَصِيبَتِكَ وَأَكْفُرْ كَرْكَ وَأَخْفِطْ
وَمِيتَكَ (ابن كثير)

অর্থাৎ হে আল্লাহ! আমাকে অধিক পরিমাণে তোমার কৃতগুরু প্রকাশের, তোমার উপস্থিতের অনুসৰী হওয়ার, অধিক পরিমাণে তোমার যিকির করার এবং তোমার অহিমত সংরক্ষণের মৌগল করে দাও।—(ইবনে-কাসীর)

এতে রসুলুল্লাহ্ (সা) আল্লাহ্ পাকের নিকট অধিক পরিমাণে তাঁর যিকিরের ভঙ্গিক প্রদানের জন্য দোষা করেছেন।

অনেক বেদুইন রসুলুল্লাহ্ (সা)-র খিদমতে আরম্ভ করলো যে, ইসলামের আমল-সমূহ, ফরয ও ওয়াজিবসমূহ তো অসংখ্য। আপনি আমাকে এমন একটি সংক্ষিপ্ত অথচ সর্ববিহু অভ্যর্তু ভক্তারী কথা বলে দিন, যা সুদৃঢ়ভাবে উত্থননাপে হাদয়গম করে নিতে সক্ষম হই। রসুলুল্লাহ্ (সা) কর্মান :

إِبْرَاهِيمَ لِسَانِكَ وَطَبِيَّا بَذَ كَرَ اللَّهُ (مسند أحمد، ابن كثير)
অর্থাৎ “তোমার কষ্ট সর্বদা আল্লাহ্ র যিকিরে সরব ও তরতাজ্ঞ থাকা চাই।” মুসলিম আহমদ ও ইবনে-কাসীর। ইবরাত আবু সাঈদ (রা) থেকে বর্ণিত আছে যে, রসুলুল্লাহ্ (সা) কর্মান :

أَذْكُرْ رَوْا تَعَالَى حَتَّى يَقُولُوا مَجْنُونٌ (مسند أحمد، ابن كثير)

অর্থাৎ “তুমি আল্লাহ্ র যিকির এত অধিক পরিমাণে কর যেন জোকে তোমাকে পাগল বলে আখ্যায়িত করে।” (মুসলিম-আহমদ, ইবনে-কাসীর)

ইবরাত আবদুল্লাহ্ বিন উমর (রা) থেকে আরো বর্ণিত আছে যে, মৰীজী (সা) কর্মান—যে ব্যক্তি এমন কোন আসরে বসে যেখানে আল্লাহ্ র যিকির নেই, তবে কিমামতের দিন এ আসর তার জন্য সজ্ঞাপ ও অনুশোচনার কারণ হবে।—(আহমদ ইবনে-কাসীর)

٤٨ - ٤٧ - ٤٦ - ٤٥ - ٤٤ -
وَ سَبَقُوكَ بَكْرَةً وَ سَبَقُوكَ بَكْرَةً وَ أَبْلَأَ
অর্থাৎ সকাল-সকাল আল্লাহ্ পরিষ্কার বর্ষমা কর।

সকাল-সকাল আরা সকাল অশ্বকেই বোকানো হয়েছে। সকাল-সকাল আল্লাহ্ র যিকিরে বিশেষ বরকত ও ভাবীদ রয়েছে যেন আল্লাতেও এ দু'সময়ের উল্লেখ করা হয়েছে। অন্যথায় আল্লাহ্ যিকির কোন বিশেষ সময়ের জন্য সৌন্দর্য ও নির্দিষ্ট নয়।

٤٩ - ٤٨ - ٤٧ - ٤٦ -
فُوَالَّذِي يُصْلِي عَلَيْكُمْ وَ مَلَكَتَهُ
অর্থাৎ “স্বতন্ত্র তুমি অধিক পরিমাণে আল্লাহ্ র যিকিরে অভিজ্ঞ হো গড়বে এবং প্রত্যহ সকাল-সকাল যিকির করতে থাকবে, বিনিয়ো আল্লাহ্ র নিকট এই প্রতিমান ও মর্যাদা দাত করবে যে, আল্লাহ্ পাক তোমাদের

প্রতি অজন্ত ধোরায় রহমত ও অনুকূল্যা হর্ষণ করতে থাকবেন এবং তাঁর ফেরেশতাগণ তোমাদের জন্য দোকান করতে থাকবেন।”

উলিখিত আয়াতে “**سَلُوْلُ**” শব্দটি আলাহ্ পাকের জন্য ব্যবহৃত হয়েছে এবং ফেরেশতাদের ক্ষেত্রে। কিন্তু উভয় ক্ষেত্রে উভার অর্থ এক নয়, বরং তিনি তিনি। আলাহ্’র “**سَلُوْلُ**” অর্থ তিনি রহমত নামিল করেন। পক্ষতারে ফেরেশতাগণ তো নিজের শুরুক থেকে কোম কাজ করতে সক্ষম নন। সুতরাং তাঁদের “**سَلُوْلُ**” অর্থ এই যে, তাঁরা আলাহ্’র দরবারে রহমত হর্ষণের জন্য দোকান করবেন।

হয়রত ইবনে আব্বাস (রা) বর্ণনা করেছেন যে, আলাহ্’র পক্ষে **سَلُوْلُ** অর্থ রহমত, ফেরেশতাদের পক্ষে আগফেরাত কামনা করা এবং পরম্পরার একে অপরের পক্ষে এর অর্থ দোকান **سَلُوْلُ** এ তিনি অর্থেই ব্যবহৃত হয়। সুতরাং আরা **مُشْتَرِكٌ** শব্দ সামগ্রিক অর্থে শব্দের ব্যবহার বৈধ মনে করেন তাঁদের মতে “**سَلُوْلُ**” শব্দটি ব্যাপক অর্থবোধক। কিন্তু আরবী ব্যাকরণ বিধি অনুসারে **مُشْتَرِكٌ** শব্দের নিকট বৈধ নয় তাঁদের মতে **جَمِيعًا** **مُعْتَدِلٌ** অর্থাৎ বিশেষ ব্যাপক অর্থবোধক হিসাবে আলোচ্য সকল অর্থেই ইহার ব্যবহার সীডিক্ষক।

سَلُوْلُ تَعْبُدُنِي يَوْمَ يَلْقَوْنَهُ سَلَامٌ

যা মু’মিনগণের প্রতি আলাহ্’র পক্ষ থেকে হয়ে থাকে অর্থাৎ যেদিন আলাহ্’ পাকের সাথে এদের সাক্ষাত ঘটবে—তখন তাঁর পক্ষ থেকে এদেরকে সালাম অর্থাৎ আস্সালামু আলাহ্’-কুমের মাধ্যমে সামর সম্ভাষণ জানানো হবে। ইয়াম রাসেব প্রমুখের মতে আলাহ্’ পাকের সংগে সাক্ষাতের দিন হচ্ছে কিম্বামতের দিন। আবার কোন কোন তত্ত্বসৌরকারের মতে এ সাক্ষাতের সময় হচ্ছে বেহেশতে প্রবেশকাল ঘৰানে তাঁদের প্রতি আলাহ্’ ও ফেরেশতাগণের পক্ষ থেকে সালাম পৌছানো হবে। আবার কোন কোন মুকাস্সির হৃত্য দিবমাত্রে আলাহ্’র সাথে সাক্ষাতের দিন বলে ঘৰ্তব্য করেছেন। সেদিন সহশ্র বিহের সহিত সম্পর্ক হিয়ে করে আলাহ্’র সমাপ্তে উপস্থিত হওয়ার দিন। যেমন হয়রত আবদুল্লাহ্’ ইবনে মাসউদ (রা) থেকে বর্ণিত আছে যে, মাদাবুল-মাউত যখন কোম মু’মিনের প্রাপ বিস্তার ঘটাতে আসেন তখন তাঁর প্রতি এ সুসংবাদ পৌছানো হয় যে, আপনার পাইনকর্তা আপনার জন্য সালাম প্রেরণ করেছেন। আর **مُقْدِّس** শব্দ এই তিনি ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য। তাই এসব উক্তির মাঝে কোন বিরোধ ও অসামাজিক নেই। বৃত্ত এ তিনি অবস্থাতেই আলাহ্’র পক্ষ থেকে সালাম পৌছানো হবে।—(রহজ-মানী)

যামে-আলোঃ এ আশ্বাস দ্বারা একথা প্রমাণিত হচ্ছে যে, মুসলিমদের পারস্পরিক অভিবাসন ও সন্তানগ আসন্নামু আলোয়কুম হওয়া উচিত, তাই বড়দের পক্ষ থেকে ছোটদের প্রতি হোক অথবা ছোটদের পক্ষ থেকে বড়দের প্রতি হোক।

بِيَهَا النَّبِيُّ أَنَّ أَرْسَلْنَاكَ
شَاهِدٌ وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا وَدَعْيَا إِلَى اللَّهِ بِاَذْنِهِ وَسِرَاجًا مُنِيرًا

রসূলুল্লাহ (সা)-র বিশেষ গুণবলী ও বৈশিষ্ট্যসমূহের পুনরুজ্জেব। এখানে রসূলুল্লাহ (সা)-র পাঁচটি উপ বর্ণনা করা হচ্ছে। অর্থাৎ **শাহِد** (أَذْيَارٌ، مُبَشِّر، شَاهِد) **الْمُنِير** (إِلَى اللَّهِ بِاَذْنِهِ) **সিরাজ** (سِرَاجًا) অর্থ: তিনি কিম্বাগতের দিন উল্ল্যতের জন্য সাক্ষাৎ প্রদান করবেন। যেখন সঙ্গীহ বুধাবলী, মুসলিম, নাসারী, তিরমিয়ী প্রভৃতি হাদীসগুলো হয়রত আবু সাইদ খুদরী (রা) থেকে এক সুদীর্ঘ হাদীস বর্ণিত আছে, যার কিম্বাগত হচ্ছে এই: কিম্বাগতের দিন হয়রত নূহ (আ) উপরিত হজে তাঁকে জিজেস করা হবে যে, আপনি আমার বাপী ও বার্ডাসমূহ আপনার উল্ল্যতের নিকটে পৌছিবেছিমেন কি? তিনি আরুব করবেন যে, আমি যথারীতি পেঁচিয়ে দিয়েছি। অতপর তাঁর উল্ল্যতগে একথা অর্থাৎ করবেন যে, তিনি ওদের নিকট আল্লাহর বার্ডা পৌছিয়েছেন। অতপর হয়রত নূহ (আ)-কে জিজেস করা হবে যে, আপনার এ দাবির অপক্ষে কোন সাক্ষী আছে কি? তিনি আরুব করবেন যে, মুহাম্মদ (সা) এবং তাঁর উল্ল্যত এর সাক্ষী। কোন কোন রেওয়ারেতে রাখেছে যে, তিনি সাক্ষী হিসেবে উল্ল্যতে মুহাম্মদীকে পেশ করবেন এবং এ উল্ল্যত তাঁর পক্ষে সাক্ষ্য প্রদান করবে। তখন হয়রত নূহ (আ)-র উল্ল্যত এই বলে জেরা করবে যে, তাঁরা আমাদের বাপাপরে কিঞ্চিৎ সাক্ষ দিতে পারে—সে সময়ে, এসব তাঁ অশ্বই হয়নি। আমাদের সুদীর্ঘকাল পর এসব অশ্ব। উল্ল্যত মুহাম্মদীর নিকটে এ জেরার উত্তর চাইলে পর তাঁরা বলবে যে, সে সময়ে আব্দুর্রা অবশ্য উপরিত ছিলাম না। কিন্তু আব্দুর্রা এ সংবাদ আমাদের রসূলুল্লাহ (সা)-র নিকটে বলেছি, যাঁর উপর আমাদের পূর্ণ ঈমান ও অচূট বিহাস রয়েছে। এ সময় রসূলুল্লাহ (সা)-র নিকট থেকে তাঁর উল্ল্যতের এ বিষার সভ্যতা শাচাইয়ের জন্য তাঁর সাক্ষ্য লাভ করা হবে।

সামরিকথা, রসূলুল্লাহ (সা) নিজ সাক্ষীর যাধ্যায়ে সীমা উল্ল্যতের কথা এই বলে সর্বসম করবেন যে, নিঃসন্দেহে আমি তাদেরকে এ সংবাদ দিয়েছিলাম।

উল্ল্যতের অপক্ষে সাক্ষ্য প্রদানের সাধারণ শর্ত এও হতে পারে যে, রসূলুল্লাহ (সা) স্থির উল্ল্যতের প্রত্যেক ব্যক্তির ভাঙ-মল আমদের সাক্ষ্য প্রদান করবেন এবং এ সাক্ষ্য এ ভিত্তিতে হবে যে, উল্ল্যতের শাব্দিক আমল প্রত্যেক সকাজ-সক্ষার—অপর রেওয়ারেতে সম্ভাবে একদিন রসূলুল্লাহ (সা)-র খিদয়তে পেশ করা হল, আব্দ তিনি উল্ল্যতের প্রত্যেক ব্যক্তিকে তাঁর আব্দের যাধ্যায়ে চিনতে পান। এজন্য কিম্বাগতের দিন তাঁকে উল্ল্যতের

সকলী ছির করা হবে (সাইন বিম মুসাইয়াব থেকে ইবনুজ যোবীরক রেওয়াবেত করেছেন—যাবহারী)।

আর “**মুশ্শুর**” অর্থ সুসংবাদ প্রদানকারী, শার মর্মার্থ এই যে, তিনি কীম উচ্চতের যথে থেকে সহ ও পরীক্ষানুসারী বাতিল্বর্গকে বেহেলতের সুসংবাদ দেবেন এবং “**ফুর**” অর্থ কীভি প্রদর্শনকারী অর্থাৎ তিনি অবাধ্য ও নৌতিত্যুক্ত বাতিল্বর্গকে আবাব ও শাস্তির করণ প্রদর্শন করবেন।

۱۵۔ عَلِيُّ الْأَنْبَارِ—এর অর্থ তিনি উচ্চতের আলাহ পাকের সত্তা ও অঙ্গত এবং তাঁর আনুগত্যের প্রতি আহবান করবেন। **بِالْفَوْزِ وَرَأْيِهِ**—এর সংসে সম্পর্কযুক্ত করার একথাই বোবা আর যে, তিনি যানবয়শৌকে আলাহ পাকের দিকে তাঁর অনুমতি সাপেক্ষেই আহবান করবেন। এ শর্তের সংযোজন এ ইঙ্গিতই প্রদান করে যে, কুবলীগ ও পাওয়াতের কাজ অত্যাছ কঠিন ও দুঃসাধ্য—যা আলাহর অনুমতি ও সাহায্য ব্যৌক্ত আনুষের সাথের বাইরে। **سَرِيعٌ** অর্থ প্রদীপ ফুর্ম জ্যোতিষ্যান—
রসুলুল্লাহ্ (সা)-র পক্ষম কৃগ ও বৈশিষ্ট্য এই বলা হয়েছে যে, তিনি জ্যোতিষ্যান প্রদীপ বিশেষ। আবার কতক মনীষী ফুর্ম **سَرِيعٌ** এর মর্মার্থ কোরআনে পাক বলে উল্লেখ করেছেন। কিঞ্চি কোরআনে পাকের বর্ণনাধারা ও প্রকাশত্ত্বগী আরা একথাই বোবা হাত যে, ইহাও হয়েরত (সা)-এরই বৈশিষ্ট্য ও কৃগ বিশেষ।

সমসাময়িক কাজের বাবুদ্বাকী বলে ধ্যাত প্রধাত মুক্তাসির কাষী সানাউল্লাহ্ (র) করসৌরে-যাবহারীতে ফরমান যে, তিনি (সা) তো প্রকাশ্যতাবে ভাসার দিক দিয়ে **۱۶۔ عَلِيُّ الْأَنْبَارِ** আলাহর দিকে আহবানকারী) এবং অক্তুরোগভাবে হাদয়ের দিক দিয়ে তিনি প্রদীপ্ত ও জ্যোতিষ্যান বাতি বিশেষ—অর্থাৎ যেমনিভাবে গোটা বিহু সূর্য থেকে আরো সংপ্রহ করে, তেমনিভাবে সমগ্র মুঘিনের হাদয় তাঁর অক্তুর রশিম আরা উত্তোলিত হয়ে উঠবে। এজন্যই সাহাবাদে-কিরায় আরা ইহজগতে নবীজী (সা)-র সামিধ জাতে ধন্য হয়েছেন, তাঁরা গোটা উচ্চতের যাবে সর্বোক্তব্য ও সর্বপ্রের্ত বলে পরিপলিত। কেবলমা তাঁদের অক্তুর নবীজীর অক্তুর থেকে কোন যাধ্যম ব্যাডীতেই সরাসরি নূর ও করেজ জাত করার সুযোগ পেয়েছে। অবশিষ্ট উচ্চত এ নূর সাহাবাদে-কিরামের যাধ্যমে পরবর্তী পর্যায়ে যাধ্যমের বিভিন্ন কৃত অভিক্রম করে জাত করেছেন এবং একথাঁও বলা আর যে, সমগ্র আধিয়ালে কিরায় বিশেষ করে রসুজে করৌয় (সা) এ ধরাধাম থেকে অস্ত-ধীনের পরাণ নিখ নিখ করে জীবিত আছেন। তাঁদের কর্মের জীবন সাধারণত জোকের কর্মের জীবন থেকে বহু শুধে প্রের্ত ও ঝোলুক আর অবসরিষ্ট তত্ত্ব ও যাহাত্তা আলাহ্ পাকই তাজ জানেন।

আহোক, উপরিষিত জীবনের বসৌলাতে কিৱাবত পৰ্যট মু'মিনগণের অভিঃকৰণ তাঁৰ পৃত-পৰিষ্ঠ অন্তৰ থেকে জোড়ি জাড় কৰতে থাকবে। আৱ বে বাড়ি তাঁৰ মৰ্যাদা ও সম্মান রক্তার প্রতি শত বেশি হচ্ছবান ধীকৰণে এবং শত বেশি বেশি দৱাদ পাঠ কৰবেন, তিনি এ নুৱের অংশ শত বেশি পৱিত্ৰাণে জাড় কৰবেন। রসুলুল্লাহ (সা)-ৰ জোড়িকে বাঢ়িৰ সাথে দুঃখনা কৰা হয়েছে। অস্তত তাঁৰ আধ্যাত্মিক ও আত্মিক আজো সুৰ্যেৰ আজোৱাৰ চাইতে চেৱ বেশি। সুৰ্যকিৰণে কেবল পৃথিবীৰ আত্মিক ও উপরিভাগই আজোকিত হয়। কিন্তু তাঁৰ (সা) আজোৱা জোড়িতে পোঁটা বিশ্বেৰ অভিকৰণতাপ এবং মু'মিনদেৱ অন্তৰ আজোকিত হয়। এই উপগান্ধ কাৰণে এই বলে মনে হয় যে, বাঢ়িৰ আজো থেকে নিজ ইচ্ছানুযায়ী উপকৃত হওৱা বাব। সৰ্বকল সে উপকাৰ জাড় কৰা মাঝ ও বাতি পৰ্যট পৌছনো সহজতর এবং তা অনামাসেই জাড় কৰা আয়। পকা-কৰে সুৰ্য পৰ্যট পৌছা একেবাৰে দৃঃস্থাপ্ত এবং সব সময় এয় থেকে উপকাৰ জাড় কৰা আৱ না।

কোৱাঞ্চে বলিত রসুলুল্লাহ (সা)-ৰ এই শুণাৰজী কোৱাঞ্চেৱে ন্যায় তওৱাতেও উজ্জ্বল রয়েছে। যেখন ইয়াম বুখারী (র) নকল কৰেছেন যে, হৃষিৰত আভা বিন ইয়াসার (রা) ইয়াদ কৰেন যে, আমি একদিন হৃষিৰত আবদুল্লাহ বিন আবিৰ ইবনুল আসেৱ (রা) সাথে সাকাহ কৰে তাঁকে অনুৱোধ কৰলাম বৈ, তওৱাতে রসুলুল্লাহ (সা)-ৰ যেসব খণ্ডের উজ্জ্বল রয়েছে, মেহেরবানীপূৰ্বক আমাকে সেজোৱা বলে দিন। তিনি ইয়াদ কৰেছেন, আমি তা অবশ্যই বলবো। আল্লাহৰ শপথ। রসুলুল্লাহ (সা)-ৰ যেসব খণ্ডের বৰ্ণনা কোৱাঞ্চে রয়েছে, তা তওৱাতেও রয়েছে। অভিঃপৰ বললেন :

أَنَا أَوْ سُلْنَا لَكَ شَاهِدًا وَ مُبَشِّرًا وَ نَذِيرًا وَ حَرَزُ الْأَمْمَاتِ إِنْتَ
صَبَدِي وَ رَسُولِي سَمِيقَتِكَ الْمُتَوَكِّلُ لِيَسِ بِفَظْ وَ لَا غَلِيبَ وَ لَا سَخَاَبِ فِي
الْأَسْوَاقِ وَ لَا يَدْفَعُ الصَّيْقَةَ بِالصَّيْقَةِ وَ لِكَنَّ يَعْفُو وَ يَغْفِرُ لِنَّ يَقْبِقَةَ اللَّهِ
تَعَالَى حَتَّى يَقِيمَ بِهِ الْمَلَةُ الْعَوْجَاهُ بَانَ يَقُولُوا لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَ يَقْتَمُ بِهِ
أَعْبِنَا صَبَادِيَ أَذِنَا صَمَا وَ قَلْبُنَا بَاغْلَفَا

অৰ্থাৎ হে মৰী (সা)! নিশ্চয়ই আমি আগনাকে সাক্ষীৱাপে, সুসংবোদ্ধ প্ৰদামকাৰী, ভৌতিক প্ৰদৰ্শকাৰী এবং উচ্চীদেৱ (নিৰক্ষণদেৱ) আত্মহত্যা ও রক্তাহুলৱাপে প্ৰেৰণ কৰেছি। আগনি আমাৰ বাল্মী ও রসূল। আমি আগনার নাম ম্তোক (আল্লাহৰ উপর তাৰ-সাকাৰী) কৰেছি। আপনি কঠোৱ ও কুলু জড়াবিলিষ্ট নন। বাজাৰে ই-হৰোড়কাৰীও নন। আৱ না আপনি অনামী বাবা অনামীৰ প্ৰতিদানকাৰী। বৰং আপনি জয়া কৰে দেন। পথতলট ও বৰু উচ্চতাকে সঠিক পথে দৈড় না কৰিবে এবং তাৰা জাইলাহা ইলাজাহ না হজা পৰ্যট আল্লাহ পাক আগনাকে দুবিজা থেকে উঠিবে নেবেন না। আগনার মাধ্যমে মহান আল্লাহ অজচোধ, বধিৰ কান ও রক্ত হাদন্তসমূহ পুজে দেবেন।

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكْتُمُ مُؤْمِنَاتٍ ثُمَّ طَلَقْنَاهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمْسُوهُنَّ فَإِنَّ كُلَّمَا كُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُونَهَا فَمَتَّعُوهُنَّ وَمَرِحُوهُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا

(৪১) মু'মিনগণ, তোমরা হখন মু'মিন নারীদেরকে বিবাহ কর, অতপর তাদেরকে স্পর্শ করার পূর্বে তালাক দিয়ে দাও, তখন তাদেরকে ইন্দত পাজনে বাধা করার অধিকার তোমাদের নেই। অতপর তোমরা তাদেরকে কিছু দেবে এবং উভয় পক্ষের বিদায় দেবে।

তৎসীরের সার-সংক্ষেপ

হে মু'মিনগণ ! (তোমাদের বিবে সংরিষ্ট হকুমসমূহের বাধ্যে এটাও এক হকুম যে) হখন তোমরা মুসলিম মহিলাগণের সহিত পরিচয়সূচে আবজ্ঞ হবে (এবং কোন কারণে যদি) তাদেরকে স্পর্শ করার পূর্বেই তালাক দিয়ে দাও তবে তাদের উপর ইন্দত পাজন (ওয়াজিব) নয়—যা তোমরা গণনা করতে থাকবে (যেন তাদেরকে ইন্দতকালে বিভিন্ন বিস্ত থেকে বারপ করতে পার)। যেখন করে ইন্দত পাজন ওয়াজিব থাকা অবস্থায় বিভিন্ন বিস্ত থেকে বারপ করা শরীরত ঘটেই জামেয়, বরং ওয়াজিব। যে ক্ষেত্রে ইন্দত নেই) শুধু তাদেরকে কিছু প্রব্য-সামগ্রী বা টাকা-পয়সা দিয়ে দাও এবং পূর্ণ সৌজন্য ও শালীনতার মাধ্যমে তাদেরকে বিদায় কর। মুসলিম মহিলাদের ন্যায় আসমানী প্রশ্নে বিদ্বাসী মহিলাদেরও একই হকুম। এখানে **مُنَافِق**—এর উজ্জ্বল শর্ত হিসেবে নয়, বরং এটা একটা প্রেরণাদাতক উপদেশ —এই সর্বে যে, মু'মিনগণের পক্ষে বিস্তের ক্ষেত্রে মুসলিম মহিলা নির্বাচন করাই উচ্চম।

হাতে স্পর্শ করা দারা ইংগিতে ঝীসহবাসকে বোঝানো হয়েছে। সে সহবাস চাই যথার্থভাবেই হোক বা শরীরত সহবাস বোঝায় এখন কোন অবস্থার পরই (صَبَبَتْ حَكْمِي) হোক। যথা ভূতীয় কারোর অবর্তনানে কেবল ঝাসী-জীৱ একাত্তে নির্জনবাস হয়ে গেলে উচাও শরীরত অনুযোদিত সহবাসেরই অর্থস্ত। বলত সহবাস প্রকৃতভাবেই হোক বা সেৱাগ পরিবেশে ঝাসী-জীৱে অবস্থানই হোক উভয় অবস্থাতেই ইন্দত পাজন ওয়াজিব (হিসাব্যা প্রত্যুষ্ম কিকাত্ প্রশ্নে এরপ রয়েছে)। স্পর্শিত হওয়ার পূর্বেই তালাকপ্রাপ্তা ঝীৱ যোহুরানা যদি নির্ধারিত হয়ে থাকে তবে অর্থেক যোহুরানা আদায় করেই আবাতে কথিত ঝীৱকে দেয় যান্তা, (عَنْ) আদায় হয়ে থাবে এবং **سَرَاح جَمِيل** —সৌজন্যমূলক আচরণ অর্থ অনুর্ধক বাধা আলোপ করে না রাখা

এবং যে মাত্রা, (متن) প্রদান ওয়াজিব তা পরিশোধ করে দেয়া আর অদ্য মাত্রা (متن) ফেরত না করা; মৌখিকভাবেও কোন কষ্টব্যাক্য ফ্লোগ না করা।

आनुसन्धिक छात्रवृक्ष विवर

পূর্ববঙ্গী আয়াতে রসুলুল্লাহ্ (সা)-র উচ্চি করেক অনন্য ভূপুরজী এবং তাঁর বিশিষ্ট
মর্মাদার বর্ণনা ছিল। সামনেও তাঁর সেসব বৈশিষ্ট্যাবলীর বর্ণনা রয়েছে, যা খিলে ও
ভাঙাক সংরিষ্ট বিষয়াদির কেবল তাঁর সাথে বিশেষভাবে সম্পর্কযুক্ত; সাধারণ উচ্চারণের
ভূগোল একেব্রে তিনি ব্রহ্ম মর্মাদার অধিকারী। ইতিপূর্বে ভূমিকা হিসেবে তাঁক
সঙ্গে একটি সাধারণ হকুম বর্ণনা করা হয়েছে, যা সমস্ত যুসলিমদের বেলায় প্রযোজ্য।

উল্লিখিত আস্থাতে এ সম্পর্কে ভিনটি ইকুই বর্ণনা করা হচ্ছে :

প্রথম হকুম : কোন মহিলার সহিত পরিষেবার আবক্ষ হওয়ার পর যথার্থ নির্জনবাস (خلوت مخصوص) সংঘটিত হওয়ার পূর্বেই শদি কোন কারণে তাকে তাজাক দেওয়া হয়, তবে তাজাক প্রদান মহিলার উপর ইচ্ছত পাইন ওয়াজিব নয়। সে সংগে সংশেই বিভৌর বিয়ে করতে পারে। উল্লিখিত আস্তাতে হাতে স্বর্ণ করার অর্থ (جী) সহবাস। সহবাস হাতীকী কিংবা ইকবী হতে পারে এবং উভয়ের একই হকুম যা তফসীরের সাথে-সাথে অধ্যায়ে আলোচিত হয়েছে। শরীয়ত অনুমোদিত সহবাস (صحبت حكمي) যথার্থ নির্জন বাস (خلوت مخصوص) এর মাধ্যমে সংঘটিত হয়ে যাব।

(م ۴۴۰) সাধারণ প্রেরণা মানের অন্য ওয়াজিব ও উয়াজিব-বহিত্তুল উভয় প্রেরীই এর অর্থসত্ত্ব।—(জয়)

প্রধিতুষ্ণি মুহাদিস হয়রত আবদু বিন হোয়ারেস হয়রত হাসান (রা) থেকে রেওয়ায়েত করেন যে, প্রত্যেক তাজাকপ্লাষ্টা ছৌকে ‘আজ্ঞা’ (مَنْعَ) প্রদান করা (মুক্ত-হাব)। তাই তার সাথে স্থার্থ নির্জন বাস) খলুত খলুত হয়ে থাক বা না থাক , তার যোহরানা নির্ধারিত থাকুক বা না থাকুক।

তাজাকের সময় দের পোশাকের বিবরণ : বাসায়ে (م ۱۶) থেকে বর্ণিত আছে যে, তাজাকের পর দের মুক্তা (مَفْرُ) অর্থ এর পোশাক যা ঝোলোকগুণ বাতি থেকে বের হওয়ারকালে পরিধান করে—গাম্ভীর্যা, জামা, ওড়না এবং আগামসমষ্টক সমগ্র শরীর অনুভূত করে ফেজে এমন একটি বড় চাসর এর অন্তর্ভুক্ত (আমাদের বাংলাদেশের ক্ষেত্রে সভ্বত এসেছে সাধারণভাবে পরিধেয় পোশাক—শাড়ী, জামা, বেলুকা ইত্যাদি আগামসমষ্টক আবৃত্ত করে এমন একটি বড় চাসর অন্তর্ভুক্ত হবে—অনুবাদক)। হেহেতু পোশাক—উভয়, যথ্যম ও নিম্ন সব ত্রৈয়োরই হয়, সূতরাং কিকাহ বাস্তুবিদগ্ধ এ সম্পর্কে এ মত ব্যক্ত করেছেন বৈ, মৌলী জী উভয়ই যদি খনাড়া পরিবারভুক্ত হয় তবে উভয় ত্রৈয়োর পোশাক দিতে হবে। আর যদি উভয়ই সরিষ্ঠ পরিবারের হয় তবে নিম্ন মানের—আর যদি একজন ধনী ও অপরজন গরীব হয় তবে যথ্যম মানের পোশাক দিতে হবে (মাজাকাত— ত অধ্যায়ে মৌলী খাসসামূহের (حُصَافَ) উক্তি)।

ইসলামে সদাচারের নবীরবিহীন শিক্ষা : গোটা বিষে প্রাপ্য ও অধিকার আদায়ের নীতি কেবল বক্তু-বাক্তব ও আপনজনের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য। বড় জোর সাধারণ জোক পর্যন্ত সীমিত। সচরাচর ও সদাচার প্রদর্শন ও প্রয়োগের সৌম্য কেবল এইভুক্ত নয়। বিপজ্জনীয় জাতিশৰ্গ ও শহুদের হক ও অধিকার আদায়ের তাকীদ বিধান কেবল ইসলামেই রয়েছে। বর্তমানকালে যানব অধিকার সংরক্ষণের উদ্দেশ্যে বহুবিধ প্রতিষ্ঠান প্রাপ্তি হয়েছে এবং এর অন্য কিছু বিধি-বিধান ও নীতিমালাও প্রণীত হয়েছে। এতদুদ্দেশ্যে বিবের জাতিসমূহ থেকে পূজি ব্যবহৃত কোটি টাকাও সংগৃহীত হচ্ছে। কিন্তু প্রথমত, এই প্রতিষ্ঠানগুলো (কুহুৎ পরামুক্তিসমূহের) রাজনৈতিক উদ্দেশ্য ও বার্থসিদ্ধির অঙ্গের পক্ষে আছে। দূর্গত মানুষের যতটুকু সাহায্য করতা হয় তাও উদ্দেশ্য বিদ্যুক্ত বা নিঃস্থার্থ-ভাবে নয়। আবার সব জাগুগায় বা সকল দেশে নয়, বরং যথায় সৌম্য উদ্দেশ্য ও দ্বার্থসিদ্ধি হচ্ছে। যদি মেনে নেওয়া হয় যে, এসব প্রতিষ্ঠান যথারীতিই যানব সেবার দায়িত্ব পালন করে যাচ্ছে, তবুও এসব সাহায্য কোন এজাকায় কেবল তাহনাই সৌম্যে যথন সে এজাকায় কোন সর্বপ্রাণী দুর্যোগ, যথায়ালী, ক্ষাগক ব্রেসব্যাধি ইত্যাদিতে আঙ্গুষ্ঠ হচ্ছে। ক্ষতি মানুষের বিপদাগম দুর্যোগগুলোর কে অবৰ রাখে ? ব্যক্তিগত সাহায্যের জন্য কে এগিয়ে আসে ? ইসলামের প্রজন্মের ও দুর্গনশিঙ্গাপুর শিক্ষা দেখুন। তাজাকের বিবরণটা একেবারে সুস্পষ্ট যে, বিছক পারস্পরিক বিরোধ, ক্রোধ ও অসন্তুষ্টি থেকেই এর

উৎপত্তি। সাধারণত হার ফলশুভ্রতি এই হয়ে থাকে যে, যে সম্পর্ক একাধিকা, প্রেম-প্রীতি ও ভালবাসার ভিত্তিতে গড়ে উঠেছিল তা সম্পূর্ণ বিপরীত রূপ ধারণ করে পারস্পরিক ধৃগা, হিদেহ, শুভূতা ও প্রতিশেখ প্রহপ প্রবণতার পরিপত্ত হয়। কোরআনে কর্মায়ের উজ্জিবিত আয়াত এবং অনুরূপ বহু সংখ্যক আয়াতের বাখ্যাতে টিক তাজাকের ক্ষেত্রে সুসজ্ঞানদের প্রতি বেসব নির্দেশাবলী প্রদান করা হয়েছে, তাতে সচরাচর ও সদাচরণের পুরোপুরি পরীক্ষা হয়ে থাকে। মানব প্রয়োগ আভাসভূত ইটো চায় যে, যে নারী নানাবিধি দুঃখ-স্বাতন্ত্র্য ও জালা-ব্যঙ্গাদের অভিষ্ঠ করে তোমে পরিশেষে পুরোপুরি সম্পর্ক ছিল কর্তৃতে পর্যবেক্ষণ বাধ্য করেছে, তাকে চরম জালনা ও অবহানানাকর পরিবেশেই বের করে দেওয়া হোক এবং তা থেকে ব্যক্তিগত প্রতিশেখ প্রহপ সত্ত্ব প্রহপ করা হোক।

কিন্তু কোরআনে কর্মায় তাজাকপ্রাপ্তা জীবগের প্রতি সাধারণভাবে ইদ্দত পাইবের এক কঠিন ও অবশ্য পাইনীয় বাধ্যবাধকতা আরোপ করেছে এবং দায়ী পৃহেই ইদ্দত পাইনের শর্ত জাগিয়ে দিয়েছে। এ সবয়ে জীবকে বাঢ়ি থেকে বের মা করে দেওয়া তাজাক দানকারীর প্রতি ফরয করে দেওয়া হয়েছে এবং তার প্রতিও তাকীদ রয়েছে যেন সে এ সবয়ে বাঢ়ি থেকে বের না হয়ে যায়। বিভীষণত ইদ্দতকাজীন সময়ে জীব বাবতীয় ধরচপ্ত বহু দায়ীর উপর ফরয করে দেওয়া হয়েছে। তৃতীয়ত দায়ীর প্রতি বিশেষ তাকীদ রয়েছে যেন ইদ্দত পাইনাত্তে জীবকে বাধাবীভি পোশাক প্রদান পূর্বক সৌজন্যপূর্ণ ভাবে স-সম্মানে বিদায় করে। যে সব নারীর সাথে কেবল বিয়ে বাক্য পাঠ করা হয়েছে, দায়ী পৃহে আগমন, সহবাস বা নির্জনবাসের সুযোগ হলনি তাদেরকে ইদ্দত পাইন পর্যবেক্ষণ থেকে মুক্ত রাখা হয়েছে। কিন্তু অন্যান্য জীব তুলনায় তাকে পোশাক প্রদানের অন্য দায়ীর প্রতি অধিক তাকীদ রয়েছে। এরই সাথে জুতোর হকুম এই যে :

مَنْ حُرِّمَ

سَرَا حَامِدَةً

অর্থাৎ অভ্যন্তর সৌজন্যপূর্ণ পরিবেশে তাদেরকে বিদায় কর—আতে এরাপ বাধ্যতা আরোপ করা হয়েছে যেন—মৌখিকভাবে কোন কটুব্যাক্য প্রয়োগ না করে কোন অকান্তের কটোক্ষণাত বা নিষ্পাবাদ না করে।

বিশেখ ও যনোবালিন্যের সময় প্রতিপক্ষের অধিকার বেচজ সেই রক্তা কর্তৃতে পারে, যার জীব তাবাবেসের উপর পূর্ণ নিরতপ ও আধিগত্য রয়েছে। ইসলামে বাবতীয় শিকায় এর প্রতি বিশেষ লক্ষ রাখা হয়েছে।

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا أَخْلَقْنَاكَ أَزْوَاجَكَ الَّتِي أَنْكَتَ أَجْوَهْنَّ وَعَامَلَكَنْ
بِمَنِيبَكَ مِنْ أَفَاءَ اللَّهُ عَلَيْكَ وَبَذَنْتَ عَرِيكَ وَبَذَنْتَ عَمِيرِكَ وَبَذَنْتَ خَالِكَ

وَبَنْتِ خَلِيلَكَ الَّتِي هَاجَرَنَّ مَعَكَ وَأُمَّرَأَةً مُؤْمِنَةً إِنْ وَهَبَتْ نَفْسَهَا
لِلشَّرِّيْقِ إِنْ أَرَادَ النَّبِيُّ أَنْ يُسْتَكِّحَهَا خَالِصَةً لَكَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ
قَدْ عَلِمْنَا مَا فَرَضْنَا عَلَيْهِمْ فِي أَزْوَاجِهِمْ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ لِكِيلًا
يَكُونُ عَلَيْكَ حَرَجٌ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا ۝ تُرْجُى مِنْ تَشَاءُ وَنَهْنَ
وَتُنْهَى إِلَيْكَ مِنْ تَشَاءُ وَمِنْ ابْتَغِيْتَ وَمِنْ عَزَلْتَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكَ
ذَلِكَ أَذْنَّ أَنْ تَقْرَأَ عَيْنَهُنَّ وَلَا يَحْزَنَ وَيَرْضَيْنَ بِمَا أَتَيْتَهُنَّ
كُلُّهُنَّ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا فِي قُلُوبِكُمْ وَكَانَ اللَّهُ عَلَيْمًا حَلِيمًا ۝ لَا يَحِلُّ
لَكَ النِّسَاءُ مِنْ بَعْدِهَا وَلَا أَنْ تَهْدَلْ بِهِنَّ مِنْ أَزْوَاجٍ وَلَا أَعْجِبُكَ
خُسْنُهُنَّ إِلَّا مَا مَلَكَتْ يَمِينُكَ وَكَانَ اللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ رَّقِيبًا ۝

(৫০) হে নবী ! আগন্তুর জন্য আগন্তুর ঝৌপথকে হালাল করেছি, আদেরকে আগন্তু ঝৌহুরানী প্রদান করেন। আর সাসীদেরকে হালাল করেছি, আদেরকে আজ্ঞাহ আগন্তুর করারত করে দেন এবং বিবাহের জন্য বৈধ করেছি আগন্তুর ঢাঠাতো ভঁধি, ঝুকাতো ভঁধি, আঘাতো ভঁধি ও আঘাতো ভঁধিকে, আরো আগন্তুর সাথে ছিজুরত করেছে। কোন মুঘিন নারী বাদি নিজেকে নবীর কাছে সমর্পণ করে, নবী তাকে বিবাহ করতে ঢাঈলে সেও হালাল। এটা বিশেষ করে আগন্তুরই জন্য—জন্য মুঘিনদের জন্য নয়। আগন্তুর জসুবিধি দূরীকরণের উদ্দেশ্যে। মুঘিমদের জী ও সাসীদের ব্যাপারে আ নির্ধারিত করেছি, আর্যার জানি আছে। আজ্ঞাহ ক্ষয়াপীল, সংসারু। (৫১) আগন্তু তাদের থাণ্ডে থাকে ইচ্ছা দূরে রাখতে পারেন এবং থাকে ইচ্ছা কাছে রাখতে পারেন। আগন্তু থাকে দূরে রেখেছে, তাকে কাননা করলে তাকে আগন্তুর কোম দোষ নেই। এতে অধিক সংক্ষেপ আছে, তাদের চক্ষু শীতল থাকবে, তারা দুঃখ পাবে না এবং আগন্তু থা দেন, তাকে তারা সকলেই সন্তুষ্ট থাকবে। তোসীদের কাছে থা আছে, আজ্ঞাহ আনেন। আজ্ঞাহ সর্বত, সহবাসী। (৫২) এরপর আগন্তুর জন্য কোন নারী হালাল নয় এবং তাদের গন্ধিবর্তে জন্য ঝী অহশ কর্তৃত হালাল নয় বাদিও তাদের

ରୂପକାବଳ୍ୟ ଆଗମାକେ ଯୁଦ୍ଧ କରି, ତବେ ଦାସୀର ବ୍ୟାପାର ତିର । ଆଜାହ, ସର୍ ବିଷୟରେ ଉପରେ
ସଜୀବ ମହାନ ରାଖେନ ।

ଶକ୍ତୀରେତ୍ର ଜାଗା-ସଂକେତ

হে নবী (সা)। (কিন্তু সংখ্যক হকুম কেবল আপনার জন্মাই নির্দিষ্ট ; অন্ধারা আপনার জ্ঞান ও বিশেষ পর্যাপ্তি পায়। সেগুলোর মধ্যে কয়েকটি এই প্রথমত) আমি আপনার জন্ম আপনার এই জীবনকে (যারা বর্তমানে আপনার ছিদ্রগতে উপস্থিত আছেন এবং) আপনি খাদের মোহরাম। আদায় করে দিয়েছেন (তাঁরা চার থেকে অধিক হওয়া সত্ত্বেও) হাজাজ করে দিয়েছি। (বিভীষণ হকুম) আর সেসব নারীগথকেও (বিশেষভাবে হাজাজ করা হয়েছে) যারা আপনার মালিকানাধীন—সাদেরকে আলাদ্ধ পাক গনীভূত হিসেবে প্রদান করেছেন (এই বিশেষ ধরনের বর্ণনা পরবর্তী আনুবাদিক ভাষ্যকা দ্বিতীয় ও মাস-আলাসমূহ অধ্যয়ে আসছে । তৃতীয় হকুম) আপনার চাচার কন্যাগথ ও আপনার মুকুর কন্যাগথ (অর্থাৎ তাঁর পিতৃবংশীয় কন্যাগথ) এবং আপনার মায়ার কন্যাগথ ও খালার কন্যাগথ (অর্থাৎ ঘৃতবংশীয়া কন্যাগথ ; কিন্তু এসব বংশীয়া কন্যাগথ সবাই হাজাজ নয় বরং এদের মধ্যে কেবল তাঁরাই) যারা আপনার সংগে হিজরতও করেছেন (সংগে অর্থ যারা এই হিজরতের কাজে সহযোগিতা করেছেন এবং হিজরতও করেছেন । কিন্তু তা নবীজী (সা)-র সংগেই হাতে হবে এমন কোন কথা নয় । এই শর্তানুসারে যারা একেবারে হিজরতই করেনি তারা বাদ পড়ে গেল । চতুর্থ হকুম) সে মুসলিম নবীও (আপনার পক্ষে হাজাজ করা হয়েছে) যে কোন প্রকারের বিনিময় ব্যক্তিত (অর্থাৎ বিনা মোহরামার) নিজেকে নবীর নিকট সমর্পণ করে দেয় (অর্থাৎ নবীর সাথে পরিপরাসূত্রে আবক্ষ হতে চায়) অবশ্যই এই শর্তে যে, নবীও তাঁকে পরিপরাসূত্রে আবক্ষ করতে রাখী হন । (মুসলিম শর্তের পরিপ্রেক্ষিতে অবিশ্বাসী কাফির নারী বাদ পড়ে গেল । এদের সাথে নবীজীর বিভেজনে নয় এবং পক্ষম হকুম এই যে) এসব হকুম আপনার জন্ম নির্দিষ্ট, অন্যান্য মুমিনদের জন্ম নয় (তাদের জন্ম কিম হকুম) বৃক্ষ সেসব হকুমও আমার জ্ঞান (এবং কোরআনের আয়াত ও হাদিসসমূহের মাধ্যমে অন্যান্যদেরকেও এ সম্পর্কে অবহিত করা হয়েছে) যা আমি এদের সাথারণ মুমিনদের উপর এদের জীবনের ও দাসীদের জন্ম নির্ধারিত করে দিয়েছি (যা এসব হকুম থেকে আলাদা, যেগুলোর মধ্যে নমুনা হিসেবে উপরে **نکتہم** ! ৩) আরাতেও একটির উরেখ রয়েছে । সেখানে **پڑھی** ৩ নম্বের মাধ্যমে প্রত্যেক বিভিন্নে মোহরাম অবশ্য দেয় বলে প্রমাণিত হয় । তাই তা হাকীকীভাবে হোক বা হকুমীভাবে, তাই তা প্রস্তাৱ ও চূড়িগত্রে মাধ্যমে হোক বা শরীয়তের হকুম অনুসারে হোক । চতুর্থ হকুম অনুসারে নবীজীর বিভেজনে মোহরাম বিস্তৃত রাইজ । এরাপ বিশেষীকৃত এজনা) আচে আপনার উপর কোন প্রকারের অসুবিধা ও প্রতিকুলতা আরোপিত না হয় (সুতরাং সেসব বিশেব

হকুমের মধ্যে অন্যান্যগুলির চাইতে ব্যাপকভাৱে ও নয়নীয়ালভাৱে অবকাশ রাখিবে কথা—
 প্ৰথম ও তৃতীয় হকুম—এতে কোন প্ৰকাৰেৱ অসুবিধা ও সংকৰণভাৱে না থাকাৱৰ কথা তো
 সুস্পষ্ট। যেভাবেতে বাহ্যিক সৌম্যবৃক্ষভাৱে ও সংকৰণভাৱে না থাকাৱৰ কথা তো
 হকুম। সেকেজে অসুবিধা ও সৌম্যবৃক্ষভাৱে না থাকাৱৰ অৰ্থ এই যে, জামি এ সৌম্যবৃক্ষভাৱে
 ও অসুবিধা কলকাতায়ৰ শহৰেৱ পৰিস্থিতিতে আৱোপ কৰেছি। যদি এ বৰ্ত ও সৌম্য-
 বৃক্ষভাৱে না থাকত তবে সেসব কল্যাণ জোপ পেৱে যৈতে। এয়তাবধাৰ আগনি কি অসু-
 বিধাৰ সম্মুখীন হতেন তা আৰম্ভ জানা। বৰ্তত এসব কল্যাণ ও মুক্তিসমূহেৱ কথা
 চিঠা কৰেও আগনিৰ প্ৰতি কিছু শৰ্তব্যৱলো ও সৌম্যবৃক্ষভাৱে আৱোপ কৰা হয়েছে এবং
 ছিঠোৱা হকুম সংকৰণ আমোচনা। ‘আনুবাদিক ভাষণৰ বিষয় ও আস’আমাসমূহ’ অধ্যায়ে
 কৰা হয়েছে। এবং অসুবিধা দূৰীকৰণেৱ বিশেষজ্ঞ রাখা হয়েছে। কেননা) আজাহ্ পাক—মহা কৰ্মা-
 শীল ও পৰম দৱালু। [সুতৰাং দয়াপৰবল হয়ে বাহ্যিক হকুমেৱ কেজে সহজ-সাধ্যতা
 ও অন্যায় জৰুৰতাৰ প্ৰতি বিশেষ জৰুৰ রেখেছেন এবং এসব সহজ সৱল হকুমসমূহ
 পোঁৱনেৱ কেজে কোন প্ৰকাৰেৱ শিধিজ্ঞতা ও নিৰ্ভিপ্ততা পৱিদৃশ্ট হলৈ প্ৰাপ্ত সময়ই তা
 কৰ্মা কৰে দেন—যা তাৰ অন্যায় দয়া অনুকূলৰ দণ্ডী—যা হকুমসমূহ সহজীকৰণ
 ও অসুবিধা দূৰীকৰণেৱ মূল। এ পৰ্যন্ত তো সেসব নাৱীগণেৱ প্ৰেণী বিন্যাসেৱ আমো-
 চনা হিজ হাদেৱকে তাৰ (সা) অন্য হাজাজ কৰে দেওয়া হয়েছে। এসব হাজাজকুল নাৱী-
 গণেৱ মধ্য থেকে বিভিন্ন সময়ে যত সংখ্যাক তাৰ খিদয়তে উপহিত থাকবে তাদেৱকি কি
 হকুম—পৰবৰ্তী পৰ্যায়ে সেসব আমোচনা কৰা হয়েছে। অতঃপৰ যত হকুম প্ৰসে
 ইৱলাদ হয়েছে যে] এসেৱ মধ্যে আগনি হাকে চান (এবং যতক্ষণ পৰ্যন্ত চান) নিজ
 থেকে দূৰে রাখুন। (অৰ্থাৎ তাকে পাজা প্ৰদান না কৰুন) এবং হাকে চান (যতক্ষণ
 ও বড়দিন পৰ্যন্ত চান) নিজেৱ সামিখ্যে রাখুন (অৰ্থাৎ তাকে পাজা প্ৰদান কৰুন)
 এবং হাদেৱকে দূৰে সৱিমে রেখেছিলেন তাদেৱ মধ্য থেকে পুনৰাবৰ যদি কাউকে আহমাদ
 কৰতে চান তবুও আগনিৰ কোন দোষ হবে না। (এই কথাৰ অৰ্থাৎ এই যে, যদীয়াসী
 জীগণেৱ সাথে রাখি যাপনেৱ কেজে পাজাৰ নীতি অনুসৰণ কৰা আগনিৰ উপৰ ওয়াজিব
 নয়। এতে এক বিশেষ প্ৰৱোজনীয় কল্যাণ বিহিত হয়েছে তা এই যে) এৱলে এই
 (বিবিগণেৱ) চোখ শীতল থাকবে বলে বিশেষজ্ঞেৱ আশা কৰা যাব। (অৰ্থাৎ প্ৰযুক্ত
 ও আনন্দিত থাকবে।) তপ্প হাদেৱ ও তাৱাকুলভিত্তি হবে না এবং আগনি তাদেৱকে
 যা কিছু প্ৰদান কৰিবেন তাতেই তাৱা সন্তুষ্ট ও ত্ৰুট থাকবে। (কেননা অধিকাৰ ও
 প্ৰাপ্তিৰ দাবিই সাধাৰণত ঘৰোকফেটোৱ কাৰণ হয়ে থাকে। যখন একথা জানা থাকবে
 যে, যতটুকু ধন-সম্পদ বা আকৰ্ষণ বিভৱিত হয়েছে তা বিভাই দয়া ও অনুকূল—
 এটা আমাদেৱ অৰণ্য প্ৰাপ্ত কোন অধিকাৰ নহ, তবে কাৰো কোন প্ৰকাৰেৱ আপত্তি
 বা অভিবোগ থাকবে না এবং দাসীদেৱ পাজাৰ অধিকাৰ না থাকাৰ কথা সৰ্বজনজ্ঞতা—
 এবং (যে যুসলিমগণ ! এই বিশেষ হকুমেৱ কথা শুনে থাবে এ প্ৰথা থেন না
 আপে যে, এসব হকুম ব্যাপক তবে সকলেৱ অন্য কেন হজো না, যদি এমনতি হয়

তবে) ভোগদের সকল কথাই আজ্ঞাহ পাক শান্তি প্রদান করবেন। কেননা ইহা আজ্ঞাহ পাক সম্পর্কে প্রথ তোমা এবং রসুলুজ্জাহ (সা)-র প্রতি হিসা পোষণের নামকর—তা শান্তি প্রয়োগের কারণ) এবং আজ্ঞাহ ভাজালা (কেবল যেগুলো কেন) সবকিছু ভাস্ত (এবং প্রবের উৎপাদক ও কর্তৃর অবতীর্ণপাকাবীসের প্রতি নসদ ও হরিষ শান্তি না পৌছা থেকে এ কথা বোবা বাব না যে, তিনি এ সম্পর্কে ভাস্ত নন। বরং এর কারণ এই যে, তিনি) হির ও সহমনীজও বটে (তাই কখনো কখনো শান্তি প্রয়োগ করার জন্যে অবকাশ দেন। পরবর্তী পর্যায়ে মৌজী (সা) সংরিষ্ট অবসিষ্ট বিশেষ নির্দেশাদি সম্পর্কে ইন্সাদ হচ্ছে। তপ্রথে কর্তৃক তো উপরোক্ষিত্ব নির্দেশাবলীরই ফলফুলতি আবার কর্তৃকভো নতুন। ইন্সাদ হচ্ছে যে, উপরে তৃতীয় ও পঞ্চম হকুমে বিবোহিত জীবগ সম্পর্কে যে হিজরত ও ঈমানের শর্ত আরোপ করা হয়েছে—কলে) এদের ছাড়া অপরাগর জীজোকসণ (যাদের এ শর্ত ও বৈশিষ্ট্য পাওয়া যাবে না) আপনার জন্য হাজার নয়। (অর্থাৎ ভাস্তি ও নিকটবর্তীদের মাঝে হিজরতকারিগীগণ ভিজ কেউ হাজার নয় এবং অন্যান্য রমণীগণের মধ্যে শু'যিন ব্যাটীত কেউ হাজার নয়। এটা তো উপরোক্ষ হকুমের উপসংহার) এবং (পরবর্তী পর্যায়ে সপ্তম—নতুন হকুম তা এই যে,) আগমনির পক্ষে বর্তমান জীগদের হলে অপর জীগকে প্রাণ করা বৈধ হবে না। (এরাগভাবে যে আপনি এদের কাউকে ভালাক দিয়ে অপর কাউকে সে হলে প্রাণ করে নেন। অবশ্য এদেরকে ভালাক না দিয়ে থাই অপর কাউকে পরিগঠনসূচে আবক্ষ করেন তবে কোন বাধা নেই। অনুরাগভাবে পরিবর্তনের ইহা ব্যাটীতও যদি কাউকে ভালাক দেন তবুও কোন আগতি নেই। ۱۴۳۵ ৰব বারা একথাই বোবা আব যে, কেবল পরিবর্তনের উদ্দেশ্যেই ভালাক দেয়া নিষিক) যদিও আগনাকে ভাদের (অপর রহস্যগণের) সৌন্দর্য মুখ ও বিমোহিত করে থাকে। কিন্তু যারা আগনার মাজিকানাথীন দাসী (ভালা পঞ্চম ও সপ্তম হকুমের আওতা বহিত্বৃক)। অর্থাৎ ভারা ‘কিলাবীজ্জাহ’ কোরআন ব্যাটীত অন্য কোন ঐন্দ্রি প্রয়ে বিদ্বাসী এবং অনুসারী হলেও হাজার এবং একেবারে পরিবর্তনও আয়োজ) এবং যদান আজ্ঞাহ প্রত্যেক বন্তর (মাহাব্য, কলাকল, প্রতিক্রিয়া ও শুণ্যস্থগণের) পরিপূর্ণ রক্তক। (সুতরাং এ সব হকুমের মাঝে অবশ্যই কল্যাণ ও মঙ্গল নিহিত রয়েছে, যদিও তা সাধারণ যানুবৰ্বের বোধস্থ্যাভীত। তাই এ সম্পর্কে কারো প্রথ উৎপাদনের অধিকার, অবকাশ বা মৌজিকভা নেই)।

আনুষঙ্গিক ভাত্তব্য বিষয়

উল্লিখিত আয়াতসমূহে যিনে ও ভালাক সংরিষ্ট এমন সাতটি হকুমের আয়োচনা রয়েছে যেগুলো কেবল রসুলুজ্জাহ (সা)-এর জন্য নির্দিষ্ট এবং একে বিশেষীকৃত রসুলুজ্জাহ (সা)-এর ব্যতীত অবাদা ও বিশেষ সম্মানের পরিচালক। যেগুলোর মধ্যে কর্তৃক হকুম তো এমন যে রসুলুজ্জাহর সাথে যেগুলোর বিশেষীকৃত একেবারে স্পষ্ট ও জারজ্যামান। আবার কর্তৃক এমন সেগুলো যদিও সম্পূর্ণ মুসলিমানের প্রতি প্রযোজ্য কিন্তু তাতে এমন কিছু

ਛੋਟੀ ਥਾਂਤੀ ਪਾਰਿਆਦੀ ਰਸ਼ਾਵਾਂ, ਯਾ ਕੇਵਲ ਜਗ੍ਨੀਊਲਾਏ (ਜਾ)-ਏਹੁ ਜਨਾ ਨਿਰਿਣਾਏ। ਏਥਨ ਸੋਖਨੀਅਤ ਵਿਚਾਰਿਣ ਵਰਘਾ ਸੇਧੁਨ!

أَنَا أَحْلَلْنَا لَكَ أَزْوَاجَ لَتَّى أَتَيْتَ أُجُورَهُنَّ؛

অর্থাৎ আমি আগনীর ক্ষমা আগনীর হৃষিমান প্রীপথকে, হাদের যোহুরানী আদার করে দিয়েছেন, হালাজ করে দিয়েছি। এ দ্বন্দ্ব বাহ্যিক স্বষ্টি মুসলমানদের জন্য প্রযোজ্য। কিন্তু এতে বিশেষাকরণের কারণ এই যে, আমাজ অবতীর্ণ হওয়াকাজে তাঁর (সা) সহিত পরিপরম্পরায়ে আবক্ষ চারের অধিক জী ছিলেন। কিন্তু সাধারণ মুসলমানের পক্ষে এক সরে চারের অধিক জী রাখা হালাজ নয়। সুতরাং তাঁর জন্য এক সাথে চারের অধিক জী হালাজ করে দেওয়া কেবল তাঁরই বৈশিষ্ট্য ছিল।

আর এ আরাতে যে **الْقَيْمِنْ أَبْجُورْ** বলা হয়েছে, এটা হাতাহ
হওয়ার শর্ত নয় বরং বাস্তব অটনার প্রকাল যাক যে, যত মহিলা নবীজী (সা)-র সাথে
পরিচয়সূত্রে আবক্ষ হয়েছেন, নবীজী (সা) তাঁদের সবার মোহরানা নগদ আদায় করে
দিয়েছেন, কাবি রাখেন নি। তাঁর (সা) বড়াবই এজাপ ছিল যে, যে জিনিস আদায়ের
দায়িত্ব তাঁর উপর আরোপিত ছিল তা কাজবিলাস না করে তাঁকে বিকভাবে আদায় করে
দাক্ষযুক্ত হবে হেতুন, অনর্থক বিলাস করতেন না। এ ঘটনা প্রকাশের আগে সাধারণ
যজকান্দামের জন্য তাঁর অনুরূপ কর্মান্বিত হয়েছে।

‘**وَمَا ملِكْتَ يَمْهِلُكَ هُنَّا** ۚ إِنَّ اللَّهَ عَلَيْكَ بِالْأَرْضِ أَنْتَ الْمُمْلِكُ ۖ’
 (সো) আজিকামাধীনে সেসব মাঝী রংজেছে তাঁর (আ) অন্য হাজার। এ আরাটে ১১
 শব্দের উৎপত্তি হয়েছে ফলো খাতু থেকে—পারিভাষিক অর্থে ফলো সে সব মাঝকে
 বেরোাই বা কাফিরদের থেকে বিনাশকে বা সংস্কৃতে লাভ করা হয়। আবার কখনো
 ফলো সব সাধারণ পনীরতের মাঝ অর্থেও ব্যবহৃত হয়। বক্ষ্যবাণ আরাটে এর উৎপত্তি
 কোন শর্ত হিসেবে নয় হে আগন্তার অন্য কেবল সেসব মাসীই হাজার বা ‘কার’ (কোর)
 বা পনীমড়ের মাঝ হিসেবে আগন্তার অৎশে পড়েছে। বরং তিনি মাদেরকে মুলোর বিনিময়ে
 পরিদ করেছেন ভাস্ত্রাও এর অঙ্গসত্ত।

କିମ୍ବା ଏହି ଦ୍ୱାରା ଆଶ୍ରିତକାରୀ ରମ୍ଭନ୍ଧୁରୀ (ସା)-ଏର କୋନ ଆଜଣ୍ଠା ବା ବୈଖିଳ୍ଟୀ ମେହେ,
ଏ ଦ୍ୱାରା ସମ୍ପଦ ଉତ୍ସତର ଜନ୍ୟ । ସେ ଦାସୀ ଶନୀଯତେର ଯାଇ ହିସେବେ ତାଗେ ପଡ଼େ ବା ଦାସ
ମିଲେ ଥାଇଲେ କହି ହାହ ତା ତାଦେର ଜନ୍ମ ହାଲାଜା । କିମ୍ବା ସମ୍ପଦ ଆଜାତେର ସର୍ବନୀଜଂଧି ଏଠାଇଁ
ଚାହ ସେ, ଉତ୍ତା ଆଜାତସମୁହେ ସେବର ଦ୍ୱାରା ରମ୍ଭନ୍ଧୁରୀ (ସା)-ଏର ସାଥେ କିମ୍ବା ନା
କିମ୍ବା ବିଦେଶୀକରଣ ଅବଶ୍ୟକ ରମ୍ଭନ୍ଧୁରୀ । ଅଜନ୍ମାଇ କାହାର ମାନ୍ଦାନୀତେ ଦାସୀଦେର ହାଲାଜ ହେବା

প্রসঙ্গে রসুলুল্লাহ্ (সা)-এর এক বৈশিষ্ট্য এরূপ বর্ণনা করা হয়েছে যে, যেরূপভাবে আগনার পরে আগনার মহীমসী শৌগণের বিষে কারো সাথে জারেষ নয়, অনুরূপভাবে যে দাসীকে আগনার অন্য হালাল করা হয়েছে আগনার পরে সেও অন্য কারো জন্য হালাল হবে না । যেমন হ্যরত মারিয়া কিবতিয়া (রা)-কে রোম সঞ্চাট মাকুক্কাস উপকৌশল হিসেবে আগনার খিদমতে পাঠিয়েছিলেন । সুতরাং যেমন করে তাঁর (সা) পরে মহীমসী শৌগণের কারো সাথে বিষে জারেষ ছিল না, এসের বিষেও কারো সাথে জারেষ রাখা হয়নি ।

হ্যরত হাকীমুল উচ্চমত (র) ‘বয়ামুল কোরআনে’র মাঝে আরো দৃষ্টি বৈশিষ্ট্য বর্ণনা করেছেন, যা উল্লিখিত বৈশিষ্ট্য থেকে অধিক স্পষ্ট ।

প্রথমত রসুলুল্লাহ্ (সা)-কে হক তা’আজার পক্ষ থেকে এ বিশেষ ইংলিঙ্গার দেওয়া হয়েছিল যে, গনীমতের মাজ বক্টনের পূর্বেই তিনি এভো থেকে কোন জিনিস নিজের অন্য পছন্দ করে দেখে নিতে পারতেন । যা তাঁর (সা) বিশেষ মালিকানা সঙ্গে পরিপন্থ হতো । এই বিশেষ বস্তুকে পরিভাষায় *صَفِيُّ النَّبِيِّ* (*মৰীজীর পছন্দ*) বলে আখ্যায়িত করা হতো । যেমন খারবার শুক্রের গনীমত থেকে হ্যুর (সা) হ্যরত সাফিয়া (রা)-কে নিজের জন্য নির্দিষ্ট করে নিয়েছিলেন । সুতরাং দাসী সংরিষ্ট মাস’আলার ক্ষেত্রে এটা কেবল হ্যরতেরই (সা) বৈশিষ্ট্য ছিল ।

বিভীষণ বৈশিষ্ট্য এই যে, ‘দারজ হরবের’ কোন অযুসজিমের পক্ষ থেকে যদি কেবল হাদিয়া (উপকৌশল) মুসলমানদের আমিনজ মু’যিনীদের নামে প্রেরণ করা হয় তবে তার মালিক আমিনজ মু’যিনীন হন না, বরং শরীয়ত অনুসারে তা বাস্তুল মালের সঙ্গে পরিপন্থ হয় । পক্ষান্তরে মৰীজী (সা)-র অন্য এরূপ হাদিয়া হালাল করে দেওয়া হয়েছিল । যেমন মারিয়া কিবতিয়ার (রা) ঘটনা—যাঁকে সঞ্চাট মাকুক্কাস হাদিয়া রাগে তাঁর খিদমতে প্রেরণ করার পর তিনি তাঁর (সা) মালিকানা সঙ্গে পরিপন্থ হয়েছিলেন ।

خال و مم بنت عمك و بنت عمتك اولاً
তৃতীয় হকুম : ৪২

একবচন এবং মু’যিন ও মু’যিনীদের অনেক কারণ আছে বলে আলিবগণ বর্ণনা করেছেন । তক্ষসীরে রাহল মাস’আনী, আবু হাইয়ান বর্ণিত এ কারণগ প্রাপ্ত করেছেন যে, আরবী পরিভাষাই এরাগ—আরবী কবিতাই এর প্রমাণ—আতে এর বহুবচন ব্যবহার হয় না, একবচনই ব্যবহার হয় ।

আয়াতের অর্থ এই যে, আগনার অন্য চাচা ও ফুকু এবং মামা ও খালার কন্যাগণকে হালাল করে দেওয়া হয়েছে । চাচা ও ফুকুর মাঝে পিতৃ বংশীয় মেয়ে এবং মামা ও খালার মাঝে মাতৃবংশীয়া সকল যেরে তাদেরকে বিবাহ করার বৈধতা রসুলুল্লাহ্ (সা)-র বিশেষজ্ঞ নয়, বরং সকল মুসলমানের অন্য তাদেরকে বিবাহ করা হালাল । কিন্তু তাঁরা আগনার সাথে মত্তা থেকে হিজরত করেছে—এ কথাটি রসুলুল্লাহ্ (সা)-এর বৈশিষ্ট্য ।

সারকথা এই যে, সাধারণ উম্মতের জন্য পিতৃ ও মাতৃকুলের এসব কল্যান কোন শর্ত ছাড়াই হালাজ—হিজরত করাক অথবা না করাক, কিন্তু রসূলুল্লাহ (সা)-এর জন্য কেবল তীরাই হালাজ, বাদা তীর সাথে হিজরত করে। ‘সাথে হিজরত’ করার জন্য সফরে সমে থাকা অথবা একই সময়ে হিজরত করা জরুরী নয়, বরং যে কোনও প্রকারে রসূলুল্লাহ (সা)-এর নামে হিজরত করাই উচিত। কলে এসব কল্যান মধ্যে বাদা কোন কারণে হিজরত করেনি, তাদেরকে বিবাহ করা রসূলুল্লাহ (সা)-এর জন্য হালাজ কাথা হজনি। রসূলুল্লাহ (সা)-এর চাটা আবু তালিবের কল্যান উল্লেখ হানী (রা) বলেন : আমি মরা থেকে হিজরত না করার কারণে আমাকে বিবাহ করা রসূলুল্লাহ (সা)-এর জন্য হালাজ হিজ না। আমি তোলাকোদের মধ্যে গণ্য হতাম। যেকোন বিজ্ঞের সময় রসূলুল্লাহ (সা) বাদেরকে হত্যা অথবা বন্দী না করে মুক্ত করে দিয়েছিন, তাদেরকে ‘তোলাকা’ বলা যাত। (মাহজ মাঝানী, আসসাম)

রসূলুল্লাহ (সা)-এর সাথে বিবাহের জন্য হিজরতের উপরোক্ত শর্ত কেবল মাতৃ ও পিতৃবংশীয় কল্যানের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য ছিল, সাধারণ উম্মতের অভিভাবের ক্ষেত্রে হিজরতের শর্ত ছিল না, বরং তাদের অন্য শুসলমান হওয়াই হথেক্ষণ্ঠ ছিল। পরিবারের যেরেদের ক্ষেত্রে হিজরতের শর্ত আরোপ করার রহস্য সভ্যত এই যে, পরিবারের যেরেদের যাঙ্গা সাধারণত বৎসরগত কৌজিন্যের গর্ব ও অহমিকা বিদ্যমান থাকে। রসূলুল্লাহ (সা)-এর সহখর্মিণী হওয়ার জন্য এটা সমীচীন নয়। হিজরতের শর্ত আরোপ করে এই গর্ব ও অহমিকার প্রতিকার করা হয়েছে। কারণ হিজরত কেবল সেই মারীই করায়ে, যে আলাহ ও রসূলের ভালবাসাকে পোষ্টা পরিবার, দেশ ও বিদ্যম সম্পত্তির ভালবাসার উপর প্রাধান্য দেবে। এছাড়া হিজরতের সময় মানুষ মানবিধ মুঝখ-কল্পন সম্মুখীন হয় এবং আলাহর পথে সহ্য করা মুঝখক্ষণ সংশ্লাখনে বিশেষ সহায়ক হয়ে থাকে।

যোটকথা এই যে, মাতৃ-পিতৃকুলের যেরেদেরকে বিবাহ করার বেজায় রসূলুল্লাহ (সা)-এর জন্য একটি বিশেষ শর্ত ছিল। তা এই যে, সংরিষ্ট যেরেদের যেকোন থেকে হিজরত করতে হয়ে।

وَاصْرَأْهُ مِنْتَانِ وَهَبَتْ نَفْسَهَا لِلنَّبِيِّ أَنَّ أَوَّلَ النَّبِيِّ
চতুর্থ বিধান :
أَنْ يَعْتَنِكُهَا خَالِمَةً لَكَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ

অর্থাৎ যদি কোন শুসলমান অভিজ্ঞ নিজেকে আপনার কাছে নিবেদন করে, মানে দেশস্থানের অভিজ্ঞেকে আপনার সাথে বিবাহ বনান আবক্ষ হতে চার এবং আপনিও তারক বিবাহ করতে ইচ্ছুক হন, তবে আপনার জন্য দেশস্থানের অভিজ্ঞ বিবাহ হালাজ। এই বিধান বিশেষভাবে আপনার জন্য—অন্য মুমিনদের জন্য নয়।

উপরোক্ত বিধান যে একান্তভাবে রসূলুল্লাহ্ (সা)-র বৈশিষ্ট্য, তা বর্ণনাসাপেক্ষ নয়। কেননা, সাধারণ লোকের জন্য বিবাহে দেনমোহর অপরিহার্য শর্ত। এমনকি, বিবাহের সময় যদি কোন নারী বলে, দেনমোহর নেব না কিংবা কোন পুরুষ বলে, দেন-মোহর দেব না—এই শর্ত বিবাহ করাই, তবে তাদের এসব উচ্চিতা ও শর্ত পরীক্ষারে আইনে অসার হবে এবং ‘মোহরে যিসল’ ওয়াজিব হবে। একান্ত রসূলুল্লাহ্ (সা)-এর বিশেষ ঘর্ষণাদার পরিপ্রেক্ষিতে দেনমোহর ব্যাপ্তিরেকেই বিবাহ হাতাত ফরা হয়েছে, যদি নারী দেনমোহর ব্যতীত বিবাহ করতে আপত্তি হয়।

জাতৰ্ব্য : উপরোক্ত বিধান অনুষ্ঠানী রসূলুল্লাহ্ (সা) দেনমোহর ব্যাপ্তিরেকে কোন বিবাহ করেছিলেন কি না, এ ব্যাপারে আলিমগণের অধ্যে মতভেদ রয়েছে। কেউ কেউ বলেন, এরপ কোন ছাটনা সংঘটিত হওয়ার প্রাপ্ত নেই। এই উচ্চিতা সারকথা এই যে, তিনি কোন মহিলাকে দেনমোহর ব্যাপ্তিরেকে বিবাহ করেন নি। পক্ষান্তরে কেউ কেউ এরপ বিবাহ সংশ্যাপ করেছেন।—(রহম-মাসানী)

খালেমান কালাটিকে কেউ কেউ কেবল চতুর্থ
বিধানের সাথে সম্পৃক্ত কুলালুক বৈশিষ্ট্যের সাথেই বিশেষভাবে সম্বর্গসূচক করেছেন। কিন্তু ‘হয়েশনো’ প্রমুখ তফসীরবিদ একে উল্লিখিত সকল বিধানের সাথে ঝুঁটি দিয়েছেন অর্থাৎ সবগুলো বিধানই রসূলুল্লাহ্ (সা)-এর বৈশিষ্ট্য। পরিশেষে বলা হয়েছে : **কুলালুক খুলুক মুলিক খুলুক**

আপনার অসুবিধা দূরীকরণের উদ্দেশ্যে আপনার জন্য এসব বিশেষ বিধান দেওয়া হচ্ছে। উল্লিখিত বিশেষ বিধানসমূহের প্রথম বিধান হচ্ছে তারের অধিক পর্যায় রসূলুল্লাহ্ (সা)-এর জন্য হাজার এবং চতুর্থ বিধান হচ্ছে দেনমোহর ব্যাপ্তিরেকে বিবাহ করা হাজার। এই বিধানসমূহের অধ্যে অসুবিধা দূরীকরণ এবং অতিরিক্ত সুবিধা দানের বিষয়টি বর্ণনা করাপেক্ষ নয়। কিন্তু অবশিষ্ট বিভীষণ, ভূতীয় ও পক্ষম বিধানে বাহ্যিক ভাঁজ উপর অতিরিক্ত কড়াকড়ি আরোপ করা হয়েছে, যার ফলে অসুবিধা আয়ত হাজি পাওয়ার কথা। কিন্তু এতে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, যদিও বাহ্যিক এসব কড়াকড়ি অসুবিধা হাজি করে, কিন্তু এতে আপনার জনেক উপযোগিতার প্রতি জরুর রাখা হয়েছে। এসব কড়াকড়ি না থাকলে আপনি জনেক প্রতিকূলতার সম্মুখীন হতেন, যা মনোকল্পের কারণ হত। ত্রাই অতিরিক্ত কড়াকড়ির মধ্যেও আপনার অসুবিধা দূরীকরণই উদ্দেশ্য।

পক্ষম বিধান : আয়াতের **৩০০** শব্দ থেকে বোধ্য বায়—তা এই যে, সাধারণ মুসলমানদের জন্য ইহাদী ও শৃঙ্খল নারীদেরকে বিবাহ করা কোরআনের বর্ণনা অসুবিধা হাজার হয়েও রসূলুল্লাহ্ (সা)-এর জন্য হাজার নয়, এবং এ ক্ষেত্রে নারীর জিমান-দার হওয়া শর্ত।

মুসলিমদের বিধান সংক্ষেপে বর্ণিত হয়েছে। কিন্তু এই অর্থে সাধারণ মুসলিমদের বিধান সংক্ষেপে বর্ণিত হয়েছে। কিন্তু এই অর্থে সাধারণ মুসলিমদের বিধান সংক্ষেপে বর্ণিত হয়েছে।

عَلَيْهِمْ فِي أَرْوَاحِهِمْ وَمَا مَلَكُتْ أَيْمَانُهُمْ — অর্থাৎ সাধারণ মুসলিমদের বিধান হের অন্য আর্থ হা করার করেছি, তা আর্থ আনি—উদাহরণত সাধারণ মুসলিমদের বিধান দেনমোহর লাভেরকে হতে পারে না এবং ইহনী ও খৃষ্টান নাগীদের সাথে তাদের বিধান হতে পারে। এইগুলোর বিধানসমূহে যেসব কভাকভি ও শর্ত মুসলিমাহ (সা)—এর বিধানের অন্য জরুরী সেগুলো অন্যদের বেলার প্রযোজ্ঞ নয়।

لَكُمْ يَكُونُ عَلَيْكُمْ حُرْجٌ—অর্থাৎ বিধানের ব্যাপারে আগবাকে এসব বিধেয় বিধান দেনার কারণ অসুবিধা দূর করা। যেসব কভাকভি ও শর্ত অন্য মুসলিমদের তুকনার আগবাক প্রতি অভিযোগ আঝাপে করা হয়েছে, সেগুলোতে বাহাত এক প্রকার অসুবিধা থাকবেও এগুলোর অভিযোগ উপরোগিতা ও রহস্যের প্রতি জরুর করার এগুলোও আগবাক পেরেলানি ও মনোকল্প দূর করার উদ্দেশ্যেই আরোপিত হয়েছে।

এ পর্যন্ত বিধান সম্পর্কিত মুসলিমাহ (সা)—এর পাঁচটি বিধেয় বিধান বর্ণিত হয়েছে। অন্যপর এগুলোর সাথে সম্পর্কস্বৃত আরও মুটি বিধান বর্ণিত হচ্ছে। উদাহরণত **تَرْجِيْهٍ - تَرْجِيْهٍ مِنْ تَشَاءْ مِنْهُنَّ وَتَغْوِيْهٍ اِلَيْكَ مِنْ تَشَاءْ** শব্দটি এবং **تَغْوِيْهٍ** থেকে উত্তৃত। অর্থ পেছনে রাখা এবং শব্দটি **تَرْجِيْهٍ** থেকে উত্তৃত। এর অর্থ নিকটে আনা। আরাতের অর্থ এই যে, আপনি বিবিধগুলোর মধ্যে থেকে যাকে ইচ্ছা দূরে সরিয়ে রাখতে পারেন এবং যাকে ইচ্ছা করে রাখতে পারেন। এটা মুসলিমাহ (সা)—এর অন্য বিধেয় বিধান। সাধারণ উল্লম্বের মধ্যে কোন বাস্তিভূক একাধিক গুরু থাকবে সকলের মধ্যে সমস্তা বিধান জরুরী এবং বৈষম্যবৃক্ষক আচরণ করা হারায়। সমতার ঘানে উপর-গোষ্ঠী ও রাজি ঘানে সমস্তা করা অর্থাৎ প্রতোক জীব সাথে সমান সিংহাক রাজি ঘান করতে হবে—কম বেশি করা হারায়। কিন্তু এ ব্যাপারে মুক্ত রাখা হয়েছে এবং আরাতের শেষে আরও কমস্তা দেওয়া হয়েছে যে, আপনি যে পক্ষীকে একবার দূরে রাখার সিদ্ধান্ত হারণ করেন, ইচ্ছা করলে তাকে পুনরায় কাছে রাখতে পারেন।

وَمِنْ اِبْتِغَيْتِ مِنْ مَزْلِتِنَّ فَلَا جُنَاحٌ عَلَيْكَ — বাকের অর্থ আছে।

আজাহ্ তা'আজো রসূলে কর্মীয় (সা)-এর সম্মানার্থে তাঁকে পরীদের অধ্যে সমতা বিধান করার হকুম থেকে যুক্ত রেখেছেন। কিন্তু রসূলুজ্জাহ্ (সা) এই বাণিজ্যম ও অনু-যাতি সম্বেদ কার্যত সর্বদাই সমতা বজায় রেখেছেন। ইমাম আবু বকর আসসাস বলেন, হাদীস থেকে এ কথাই জানা হায় যে, আজোচ আজাহ অবতীর্ণ হওয়ার পরও রসূলুজ্জাহ্ (সা) বিধিগ্রেষের অধ্যে সমতা রক্তায়ুক আচরণের প্রতি সর্বদা জন্ম রাখতেন। অঙ্গর ইমাম আসসাস দ্বীপ সনদ সহকারে মসনদে আহমদ, তিরমিয়ো, মাসজী, আবু দাউদ ইজাদি কিভাবে বর্ণিত হয়েছত আরেশা (রা) থেকে এই হাদীস উল্লেখ করেছেন :

كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقْسِمُ فِيهِدَلْ فَيَقُولُ اللَّهُمَّ هَذَا قَسْمٌ فِيمَا أَمْلَكَ فَلَا تَلْهُنْ فِيهِمَا لَا أَمْلَكَ قَالَ أَبُو دَاوُدَ يَعْنِي الْقَلْبَ

রসূলুজ্জাহ্ (সা) সকল পরীর অধ্যে সমতা বিধান করতেন এবং এই সোজা করতেন, ইহা আজাহ। যে বিষয়ে আমার ইখতিয়ার আছে, তাতে আমি সমতা বিধান করলাম, (অর্থাৎ ক্রম-পোষণ ও রাজি পঞ্চম) কিংবা যে ব্যাপারে আমার ইখতিয়ার মেই, সে বাধারে আমাকে ডিপ্পকার করবেন না (অর্থাৎ আক্ষয়িক ভাঙবাসা করারও প্রতি বেশি এবং কারও প্রতি কম ধীক্ষার ব্যাপারে আমার ইখতিয়ার মেই)।

সহীহ বুগারীর রেওয়ায়েতে হয়েরত আরেশা (রা) বলেন : রসূলুজ্জাহ্ (সা) পরীদের কাছে যাওয়ার ব্যাপারে পালা নির্দিষ্ট করে রেখেছিলেন। সেই পালা অনুযায়ী কোন পরীর কাছে যাওয়ার ব্যাপারে কোন শুভ দেখা নিলে তিনি তাঁর কাছ থেকে অনুমতি প্রদণ করতেন। অথচ সে সময়ে আয়াতখানি অবতীর্ণ হয়ে গিয়েছিল,

যাতে পরীদের অধ্যে সমতা বিধানের দায়িত্ব থেকে তাঁকে অব্যাহতি দেওয়া হয়েছিল।

এ হাদীসটিও হাদীস প্রস্তুত যে, ওফাতের পূর্বে রুগ্নবহুল প্রভাব পর্যবেক্ষণের পুর্বে গবন করা তাঁর পক্ষে কঠিন হয়ে গেলে তিনি সকলের কাছ থেকে অনুমতি নিয়ে হয়েরত আরেশা (রা)-র পুর্বে শয়া প্রদণ করেছিলেন।

পরম্পরাগত রসূলে কর্মীয় (সা)-এর অঙ্গাস এটাই ছিল যে, যেসব কাজে আজাহ তা'আজোর পক্ষ থেকে তাঁকে তাঁরই সুবিধার্থে 'রুখসত' তথা অব্যাহতি দান করা হত, আজাহ তা'আজোর কৃতজ্ঞতা প্রকাশবৃত্তাপ তিনি সেসব কাজে 'আবীমজ' পালন করে সুবিধা তোল করা থেকে বিরত থাকতেন এবং 'রুখসত' অর্থাৎ অব্যাহতিকে ক্রেতেল প্রোজেক্ট মুদ্দেটেই ব্যবহার করতেন।

—نَلْكَ أَلْنِي أَنْ تَقْرَأَ مِنْهُنَّ وَلَا يَعْزِزُنَ وَلَا يَرْفَعُنَ—

(সা)-কে পরীগ্রেষের অধ্যে সমতা বিধানের আদেশ থেকে অব্যাহতি দান এবং তাঁকে সর্বপ্রকার ক্রমতাসানের কর্মপ ও রহস্য বর্ণিত হয়েছে। এর রহস্য এই যে, একে সকল পরীর চক্ষু শীতল থাকবে এবং তাঁরা বা পাবেন, তা নিম্নেই সন্তুষ্ট থাকবেন।

এখানে প্রথ হতে পারে যে, এই বিধান তো বাহ্যিক পরীক্ষের পছন্দ ও সংসদীয় বিগৰীত হওয়ার কারণে তাদের সর্ববেদননার কারণ হতে পারে। একে পরীক্ষের সত্ত্বেও কারণে কারণে আধিকারিত করা হল? এর জবাব তৎসীরের সার-সংকেতে বর্ণিত হয়েছে যে, প্রকৃতপক্ষে অধিকারীই অস্বাপ্তির আসল কারণ হচ্ছে থার্কে। কারণও কাছে কিন্তু পাওনা থাকলে সে যদি তা আদায় করতে চান করে তবেই পাওনাদার বাতিল দৃঢ়বকল্পের সম্মুখীন হয়। কিন্তু যার কাছে কারও কোন পাওনা নেই, সে যদি সামান্য দারোও প্রদর্শন করে, তবে প্রতিসকল খুবই আনন্দিত হয়। এখানেও বধন বলা হয়েছে যে, পরীক্ষের অধ্য সমতা বিধান করা রসুলুল্লাহ (সা)-এর জন্য জরুরী নয়; বরং তিনি এ ব্যাপারে আধীন, তখন তিনি যে পরীক্ষে যতটুকু মনোযোগ ও সংসদীয় করবেন, তাকে সে এক অনুমতি ও দান ঘনে করে সন্তুষ্ট হবে।

وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا فِي قَلْبِكُمْ وَكَانَ اللَّهُ عَلَيْهِمَا حَلِيلًا۔

—অর্থাৎ, আল্লাহ তা'আলা আনেন তোমাদের অন্তরে কি আছে। তিনি সর্বত্ত, অভ্যর্থন। উরিধিত আয়াতসমূহে এ পর্যন্ত রসুলুল্লাহ (সা)-এর বিবাহের সাথে কোন না কোন দিক দিয়ে সম্পর্ক রাখে, এরাপ বিধানসমূহ বিখ্যুত হয়েছে। এরপরও এমনি ধরনের কতক বিধান বর্ণিত হলে। যথেষ্টে এ আল্লাতে বলা হয়েছে যে, আল্লাহ তা'আলা তোমাদের অন্তরে যা আছে আনেন এবং তিনি সর্বত্ত, অভ্যর্থন। বাহ্যিক পূর্ববর্তী ও গরবতী বিবরণসমূহের মধ্যে রসুলুল্লাহ (সা)-এর জন্য চারের অধিক পরীক্ষের অনুমতি এবং দেনযোগ্য বাতিলের বিবাহের অনুমতি দেখে কারও মনে শয়তানী কুমজ্জপা সৃষ্টি হওয়ার আশঁকা হিল। তাই যথেষ্টে আলোচ্য আল্লাত নির্দেশ দিয়েছে যে, মুসলিমানরা যেন তাদের অঙ্গরকে এ ধরনের কুমজ্জপা থেকে বাঁচিয়ে রাখে এবং সৃষ্ট বিশ্বাস রাখে যে, এসব বিলেষণ আল্লাহ তা'আলা'র পক্ষ থেকে, যা অনেক রহস্য ও উগ্যোগিতার উপর ডিপ্পিলো। এখানে কুত্রবৃত্তি চরিতার্থ করার অবকাশ নেই।

রসুলুল্লাহ (সা)-র সংসারবিমুখ জীবন ও বহু বিবাহ। ঈসলামের শুরুরা সব সময় বহু বিবাহ বিলেষণ রসুলুল্লাহ (সা)-র বহু বিবাহকে স্বাক্ষরণনার বিষয়-বস্তুতে পরিপন্থ করে ঈসলাম বিরোধিতার প্রয়াস গেরেছে। কিন্তু রসুলুল্লাহ (সা)-র সম্প্রতি জীবনালোক্য সামনে রাখা হলে শয়তানও তাঁর রিসাফতের বিপক্ষে কথা বলার অবকাশ পায় না। তাঁর জীবনালোক্যে প্রয়াণিত আছে যে, তিনি সর্বপ্রথম বিবাহ করেন পঁচিশ বছর বয়সে হ্যবুত ধানীজা (রা)-কে, যিনি ছিলেন বিধবা, চারিশ বছর বয়সে ও সন্তানের জননী। এর আগে দুই দ্বায়ীর ঘর করার পর তিনি রসুলুল্লাহ (সা)-র পৌরাণে আগমন করেছিলেন। অতপর রসুলুল্লাহ (সা) পক্ষাশ বছরের বয়সে পর্যন্ত এই ব্রহ্মকা মহিলার সাথে সম্প্র যৌবন জুড়িবাহিত করেন। পঞ্চাশ বছরের এই ব্রহ্মকা মহিলাসীদের চোখের সামনে অভিবাহিত হয়। চারিশ বছর বয়সে নবুরাতের ঘোষণা

প্রচারিত হওয়ার পর যজ্ঞ নগরীতে তাঁর বিরোধিতার সূচনা হয়। বিরোধী পক্ষ তাঁর উপর নির্বাচনের এবং তাঁর হিজুবেহশের চেষ্টার কোন প্রতি রাখে নি। তাঁকে যাদুকর বলেছে, উকাদ বলেছে, কিন্তু পরম শরূর মুখ থেকেও কোন সমর এমন কথা বের হয়নি, যা তাঁর আলাহভৌতি ও চারিত্বিক পবিত্রতাকে সম্পৃক্ষণ করে দিতে পারে।

পক্ষাশোধ বয়সে হয়রত খাদীজা (রা)-র ওকাতের পর হয়রত সওদা (রা) তাঁর গৌরাপে আসেন—তিনিও বিধবা ছিলেন।

যদীনাম হিজুবত এবং যমস চূমাই বছর হওয়ার পর তিউম হিজুবতে হয়রত আলেশা সিদ্দীকা (রা) নববধূ বেশে রসুলুল্লাহ (সা)-র পৃথে আগমন করেন। এর এক বছর পর হয়রত হাফসা (রা)-র সাথে এবং কিছুদিন পর যমনব বিনতে খুবান্মার সাথে তাঁর বিবাহ হয়। কয়েক মাস পর যমনবের ইতেকাল হয়ে যায়। চতুর্থ হিজুবতে সন্তানের জননী ও বিধবা হয়রত উল্লেখ সালমা (রা) তাঁর অন্ধপুরে আসেন। পঞ্চম হিজুবতে হয়রত যমনব বিনতে জাহাশের সাথে আলাহ তা'আলার নির্দেশে তাঁর বিবাহ হয়। এ সম্বর্কে সুরা আহমাবের কর্তৃতে আলোচনা করা হয়েছে। তখন রসুলুল্লাহ (সা)-র অবস্থায় ছিল আটাম বছর। অবশিষ্ট পাঁচ বছরে অন্যান্য পক্ষী তাঁর হেরেবে প্রবেশ করেন। পরমপরের পরিবারিক জীবন ও আচার-আচরণের সাথে অনেক ধরীয় বিধান সম্পৃক্ষ থাকে। এই নয়জন পক্ষীর মাধ্যমে ইসলাম প্রচারের কাজ কঠিনভুল অপসর হয়েছে, তা অনুযান করতে হলে এটাই স্থলেষ্ট যে, একজন হয়রত আলেশা সিদ্দীকা (রা) থেকে দু'হাতের দু'প দপ্তি হাদীস এবং হয়রত উল্লেখ সালমা (রা) থেকে তিনিশ আঠষষ্ঠিতি হাদীস নির্করণোগ্য হাদীস প্রস্তুত হয়ে সমিখ্যিত রয়েছে। হয়রত উল্লেখ সালমা (রা) বিশিত বিধানসমূহ ও ফতোয়া সম্বর্কে হাকেষ ইবনে কাইয়োম “এলামুল-মুকেবীন” হচ্ছে লিখেন : এগুলো একঙ্গিত করা হলে একটি বৃত্ত প্রবেশের আকার ধারণ করবে। দু'শতেরও অধিক সাহাবায়ে কিরাম হয়রত আলেশা সিদ্দীকার নিয়া ছিলেন, বীরা তাঁর কাছ থেকে হাদীস, ফিকাহ ও ফতোয়া নিষ্কা করেছিলেন।

অনেক পছন্দে নবী করীম (সা)-এর হেরেবে দাখিল করার পদ্ধতে তাদের পরিবারবর্গকে ইসলামের প্রতি আকৃষ্ট করার রহস্য নিহিত ছিল। রসুলে করীম (সা)-এর জীবনের এই সংক্ষিপ্ত চিহ্নটি সামনে রাখা হলে কারণ পক্ষে একথা বলার অবকাশ থাকে কি যে, এই বহুবিবাহ কোন মানসিক ও যৌন বাসনা চরিতার্থ করার উদ্দেশ্যে ছিল ? এজাপ হলে যৌবনের একটা উল্লেখযোগ্য অংশ অবিবাহিত অবস্থায় এবং তাঁরপর একজন বিধবার সাথে অভিবাহিত করার পর জীবনের শেষভাগকে এ কাজের জন্য কেন বেছে নেয়া হল ? এ বিষয়বস্তুর পূর্ণ ধ্বিবরণ এবং শরীয়তগত, বুদ্ধিগত, প্রকৃতিগত ও অর্থনৈতিগত সুস্থিতিকোষ থেকে বহুবিবাহ সম্ভাবিত পূর্ণাঙ্গ আলোচনা বিভৌর ঘণ্টে সুরা নিয়ার তৃতীয় আলাতের তফসীরে করা হয়েছে।

لَيَحْلِلُ كُلَّ النَّسَاءِ مِنْ بَعْدٍ وَلَا نَتَبَدَّلُ بَعْدَ مَنْ

أَرْوَاحُ وَلُوْعَاتُ عَجِيبَ حَسْنَهُونَ

অধীক্ষ অভগ্ন আপনার জন্য অন্য মহিলাকে

বিবাহ করা হাজার নম এবং বর্তমান পঞ্জীগণের মধ্যে কাউকে ভাস্তুক দিবে তার হলে অন্যকে বিবাহ করাও হাজার নম।

৩৪-৪

এ আঘাতে ^{بَعْدَ} ৩৫^o শব্দের দুর্ঘকথ তৎসীর হতে পারে—(১) সেই নারীগণের পরে আরা ইর্তমানে আপনার বিবাহে আছে, অন্য কাউকে বিবাহ করা আপনার জন্য হাজার নম। কস্তুর সাহাবী ও তৎসীরবিদ থেকেও এই তৎসীর বণিত আছে, যেমন হযরত আবাস (রা) বলেন, আঘাত তা'আজা নবী-পঞ্জীগণকে দুষ্টি বিবরণের মধ্য থেকে যে কোন একটি বেহে নেওয়ার অধিকার দিয়েছিলেন—সাংসারিক তোগবিজ্ঞাস মাত্রে উদ্দেশ্যে রসূল (সা)-এর সঙ্গ ভাগ করা অথবা দুঃখ-কষ্ট ও সুখ যা-ই পাওয়া যাব, তাকে বরপ করে নিয়ে তাঁর জী হিসাবে থাকা। সে যতে পুণ্যমূলী পঞ্জীগন্ধ সকলেই অভিনিষ্ঠ হযরত-গোষ্ঠীর দাখি পরিত্যাগ করে সর্বাধৃত রসূলুল্লাহ (সা)-র পঞ্জীছে থাকাকেই বেহে নেন। এরই পুরুষারবুরাপ আঘাত তা'আজা রসূলুল্লাহ (সা)-র সভাকেও এই নম পঞ্জীর অন্য সীমিত করে দেন। কলে তাঁদের ব্যতীত অন্য কাউকে বিবাহ করা বৈধ রইল না।—(রাহজ মা'আনী)

হযরত ইবনে আব্বাস (রা) বলেন, আঘাত তা'আজা নবী-পঞ্জীগণকে একমাত্র তাঁর অন্যাই নিদিষ্ট করে দিয়েছিলেন। কলে তাঁর উকাতের পরও তাঁরা অন্য কাউকে বিবাহ করতে পারতেন না। অনুরাগতাবে আঘাত তা'আজা রসূলুল্লাহ (সা)-কে তাঁদের জন্য নিদিষ্ট করে দেন যে, তিনি তাঁদের ব্যতীত অন্য কোন নারীকে বিবাহ করতে পারবেন না। এক রেওয়ায়েতে হযরত ইকবালা (রা) থেকেও এই তৎসীর বণিত আছে।

(২) অপর এক রেওয়ায়েতে হযরত ইকবালা, ইবনে আব্বাস ও মুজাহিদ থেকে ^{وَالْمُؤْمِنُونَ} ^{بَعْدَ} ৩৬^o শব্দের বিষ্টীর তৎসীর ^{فِي الْمَذْكُورِ} ৩৭^o বণিত আছে।

অর্থাৎ আঘাতের উকলতে আপনার জন্য যত প্রকার নারী হাজার করা হয়েছে, তাঁদের ব্যতীত অন্য কোন প্রকার নারীকে বিবাহ করা আপনার জন্য হাজার নম। উদাহরণত আঘাতের উকলতে তাঁর পরিবারের নারীদের মধ্যে যারা যক্ষা থেকে হিজরত করেছেন, কেবল তাঁদেরকেই হাজার করা হয়েছে এবং যেরা হিজরত করেন নি, তাঁদেরকে বিবাহ করা হাজার রাখা হয়েন। অনুরাগতাবে ^{وَالْمُؤْمِنُونَ} ৩৮^o তথা ঈআনদার ইওয়ার স্বর্ত আরোপ করে কিন্তুবী নারীদেরকে বিবাহ করাও তাঁর অন্য অবৈধ সামাজিক করা হয়েছে। সুতরাং ^{وَالْمُؤْمِنُونَ} ৩৯^o শব্দের অর্থ এই যে, যে সব প্রকার নারী তাঁর অন্য হাজার করা হয়েছে,

কেবল তাঁদের অধিক আগনীর বিবাহ হতে পারে। সাধারণত নারীদের অধিক মুসলমান হওয়াই শর্ত এবং পরিবারের নারীদের অধিক মুসলমান হওয়ার সাথে সাথে হিজরত করাও শর্ত। যাদের অধিক এই শর্তের অনুপরিষিত, তাদেরকে বিবাহ করা হাজাজ নয়। এই তফসীর অনুযায়ী আলোচ্য বাক্যে কোন নতুন বিধান ব্যক্ত হয়নি, বরং পূর্বীকৃত বিধানেরই লাকীল ও বাধ্য করা হয়েছে আছে। এ আয়াতের কারণে ময় জনের পর অন্য নারীকে বিবাহ করা হাজাজ হয়ে যায় নি, বরং মু'য়িন নয়, এমন নারীকে এবং হিজরত করেনি—পরিবারের এমন নারীকে বিবাহ করা নিষিদ্ধ হয়েছে যাত্র। অবশিষ্ট মাঝেগাঁথকে আরও বিবাহ করার ব্যাপারে তাঁর ইস্তিহার বহাল রয়েছে। ইস্তিহার আয়েশা সিদ্দীকার এক রেওয়ারেণ্ডও এই বিভৌম তফসীর সমর্থন করে, যদ্বারা বোধ্য হয়ে, আরও বিবাহ করার অনুমতি ছিল।

وَلَا إِنْ تَبْدِلَ لَيْسَ مِنْ أَزْوَاجٍ - آলোচ্য আয়াতের বিভৌম তফসীর

অনুযায়ী এ বাক্যের সূচিত অর্থ এই যে, বর্তমান প্রীগণ ব্যক্তিত অথ নারীদেরকে বিশিষ্ট শর্তাবজ্ঞী সাপেক্ষে বিবাহ করা যদিও আবেদ্য, কিন্তু এটা আবেদ্য নয় যে, একজনকে তাঁরাক দিয়ে তাঁর স্তুতে অন্যজনকে বহাল করবেন অর্থাৎ নিষিদ্ধ পরিবর্তন যানসে কোন বিবাহ বৈধ নয়। পরিবর্তনের নিয়ম ব্যক্তিত শর্ত ইস্তিহার বিবাহ করতে পারেন।

পক্ষাত্তরে প্রথম তফসীর অনুযায়ী অর্থ এই হবে যে, বর্তমান গভী তাজিকার নতুন কোন যাহিজার সংযোজনও করতে পারবেন না এবং কাউকে পরিবর্তনও করতে পারবেন না অর্থাৎ একজনকে তাঁরাক দিয়ে তাঁর স্তুতে অন্যজনকে বিবাহ করতে পারবেন না।

يَا يَاهُهَا الَّذِينَ أَمْنَوْا لَا تَخْلُوا بِيُونَتِ النَّبِيِّ إِلَّا أَنْ يُؤْذَنَ لَكُمْ إِلَى طَعَامِ غَيْرِ نَظِيرِينَ إِنَّهُ وَلَكِنْ إِذَا دُعِيْتُمْ فَادْخُلُوا فَإِذَا أَطْعَمْتُمْ فَأَنْتُشِرُوا وَلَا مُسْتَأْسِيْنَ بِحَدِيْثٍ إِنْ ذَلِكُمْ كَانَ يُؤْذِي النَّبِيِّ فَيُسْتَهْجِي مِنْكُمْ وَاللَّهُ لَا يُسْتَهْجِي مِنَ الْحَقِّ وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَنْتَأْعَمُ فَسَلُوْهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ ذِلِكُمْ أَطْهَرُ لِقْلُوبِكُمْ وَفُلُوْيِهِنْ وَمَا كَانَ لَكُمْ أَنْ تُؤْذِنُوا رَسُولُ اللَّهِ وَلَا أَنْ شَكِّوْهُنَا أَزْوَاجَهُ مِنْ

بَعْدَهُ أَبَدًا إِنْ ذَكْرُهُ كَانَ عِنْدَ اللَّهِ عَظِيمًا @ إِنْ تَبْدُوا شَيْئًا أَوْ تُخْفُوهُ
فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا @ لَا جُنَاحَ عَلَيْهِنَ فِي أَبَابِيهِنَ وَلَا
أَبْنَاءِهِنَ وَلَا إِخْوَانِهِنَ وَلَا أَبْنَاءُ إِخْوَانِهِنَ وَلَا أَبْنَاءُ أَخْوَاتِهِنَ
وَلَا زَوْجَيْهِنَ وَلَا مَالِكُتُ أَيْمَانِهِنَ وَأَتْقَيْنَ اللَّهُ رَأَى اللَّهُ كَانَ

عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدًا @

(୩୩) ହେ ମୁଖ୍ୟିନଗଥ । ତୋମାଦେରକେ ଅନୁଯତ୍ତ ଦେଓରା ମା ହଲେ ହୋଇରା ଆଓରାର
ଜନ୍ୟ ଆହାର୍ ରଙ୍ଗନେର ଅପେକ୍ଷା ମା କରେ ନବୀର ପୃଷ୍ଠେ ପ୍ରବେଶ କରିବା ନା । ତାବେ ତୋମରା
ଆହୁତ ହଲେ ପ୍ରବେଶ କରିବୋ, ଅଟଗର ଆଓରା ଦେବେ ଆଗମି ଚଳେ ଯେବୋ, କଥାବାର୍ତ୍ତାର
ମନ୍ଦିର ହଲେ ଯେବୋ ନା । ମିଶର ଏଠା ନବୀର ଜନ୍ୟ କଲ୍ପନାରକ । ତିନି ତୋମାଦେର କାହେ
ସଂକୋଚ ବୋଧ କରିବେ; କିନ୍ତୁ ଆଜାହ୍ ସତ୍ୟ କଥା ବଳାତେ ସଂକୋଚ କରିବା ନା । ତୋମରା ତୀର
ପରୀଶପେର କାହେ କିନ୍ତୁ ତାଇଜେ ପଦ୍ମାର ଆଭାସ ଥେବେ ତାଇବେ । ଏଠା ତୋମାଦେର ଅଭିନେତର
ଜନ୍ୟ ଏବଂ ତୀରେର ଅଭିନେତର ଜନ୍ୟ ଅଧିକତର ପରିହତାର କାରଣ । ଆଜାହ୍ ର ରମ୍ଭାକେ
କଲ୍ପ ଦେଓରା ଏବଂ ତୀର ଓକାଟେର ପର ତୀର ପରୀଶପକେ ବିବାହ କରି ତୋମାଦେର ଜନ୍ୟ
ବୈଶ ନା । ଆଜାହ୍ ର କାହେ ଏଠା ଉତ୍ତରତର ଅଗରାଧ । (୩୪) ତୋମରା ହୋଇଥୁବି କିନ୍ତୁ
ବଳ ଅଧିକା ଲୋଗମ ରାଧ । ଆଜାହ୍ ସର୍ ବିବରେ ସର୍ବତ । (୩୫) ନବୀ-ପରୀଶପେର ଜନ୍ୟ ତୀରେର
ପିତା-ପୁରୁଷ, ଭାତୀ, ଭାତୁଲ୍ପତ୍ର, ଡିଗ୍ରି, ସମ୍ବର୍ଧିନୀ ନାରୀ ଏବଂ ଅଧିକାରକୁଳ ଦୋଷାଜୀଶପେର
ସୀଘନେ ବାଓରାର ବ୍ୟାପରେ ଘୋନାହ୍ ନେଇ । ନବୀ-ପରୀଶମ, ତୋମରା ଆଜାହ୍ କେ ଭର କର ।
ମିଶର ଆଜାହ୍ ସର୍ ବିବର ପରାକ୍ରମ କରିବାନ ।

ତକମ୍ବିରେର ଜାର-ସଂକେପ

ହେ ମୁଖ୍ୟିନଗଥ । ତୋମରା ନବୀର ପୃଷ୍ଠ (ଅଧାଚିତ୍ତକାବେ) ପ୍ରବେଶ କରିବା ନା, ତାବେ କଥିଲେ
ତୋମାଦେରକେ ଆହାରେର ଜନ୍ୟ (ଆସାର) ଅନୁଯତ୍ତ ଦେଓରା ହର (ତଥନ ବାଓରା ଦୁଃଖୀର
ନା । କିନ୍ତୁ ତଥନର ବାଓରା) ଏଭାବେ (ହରରା ତାଇ) ଯେ, ତୋମରା ଆହାର୍ ରଙ୍ଗନେର ଅପେକ୍ଷା
କରିବେ (ଅର୍ଥାତ ଦୋଷାତ ଛାଡ଼ି ତୋ ଆବେଇ ନା, ଦୋଷାତ ହଜେତ ଅନେକ ଆଦେ ବାବେ
ନା ।) କିନ୍ତୁ ତୋମରା (ଆହାର୍ ପ୍ରବୃତ୍ତିର ପର) ଆହୁତ ହଲେ ପ୍ରବେଶ କରିବେ, ଅଟଗର
ବାଓରା ଦେବେ ଉଠେ ଚଲେ ବୀବେ ଏବଂ କଥାବାର୍ତ୍ତାର ମନ୍ଦିର ହରେ ବସେ ଥାକିବେ ନା । (କେନନା,
ଏଠା ନବୀର ଜନ୍ୟ ପୌଡ଼ାରାକ । ତିନି ତୋମାଦେର କାହେ ସଂକୋଚ ବୋଧ କରିବେ (ଏବଂ
ମୁଖେ ଚଲେ ଯେତେ ବଜେନ ନା) କିନ୍ତୁ ଆଜାହ୍ ତା'ଆଜା ସତ୍ୟ କଥା ବଳାତେ (କୌନରାଗ) ସଂକୋଚ ବୋଧ
କରିବାନ ନା । ୫ ତାଇ ସାଫ୍ ସାଫ୍ ବଳେ ଦେଓରା ହରେଇ । ଏଥିନ ଥେବେ ଏହି ବିଧାନ ହଞ୍ଚେ

যে, নবী-গফীগণ তোমাদের কাছে পর্দা করবেন। তাই এখন থেকে) তোমরা তাঁর পর্দাগণের কাছে কিছু চাইলে পর্দার আড়াল থেকে (অর্থাৎ পর্দার আড়ালে দীর্ঘিয়ে সেখন থেকে) চাইবে। (যিনি প্রয়োজনে পর্দার কাছে হাতুরা এবং কথা বলাও উচিত নয়। তবে প্রয়োজনে কথা বলতে দোষ নেই, কিন্তু সামনাসামনি দেখা না হওয়া চাই।) এটা (চিরতরে) তোমাদের অন্তর এবং তাঁদের অন্তর পরিষ্ক থাকার প্রকল্প উপায়। (অর্থাৎ এ পর্দাট যেখন উভয় পক্ষের অন্তর পরিষ্ক, তবিয়তেও তেমনি অপরিষ্ক হওয়ার আশঁকা দূর হবে গেছে। নিলাপ না হওয়ার কারণে এয়াপ অপ-বিজ্ঞান আশঁকা ছিল। পরগফীগণকে পৌঁছা দেওয়া হাতুরাম—এটা কেবল যিনি প্রয়োজনে আসন গেছে বলে থাকার অধ্যেই সীমিত নয়; বরং সর্ববিহুর বিধান এই যে,) আজ্ঞাহৃত রসূলকে (যে কোনভাবে) বলতে দেওয়া এবং তাঁর ওকালের পর তাঁর পর্দাগণকে বিবাহ করা তোমাদের অন্য বৈধ নয়। এটা আজ্ঞাহৃত কাছে শুনতের (গোনাহের) বাপার। (এ বিবাহ যেখন অবৈধ, অনুরোধভাবে মুখে এর আলোচনা করা অথবা অন্তরে ইচ্ছা করা সব গোনাহ। অতএব) তোমরা (এ সম্পর্কে) খোজাখুলি কিছু বল অথবা (এয়াপ ইচ্ছাকে) অন্তরে সোপন রাখ, আজ্ঞাহৃত (উভয় বিধান জানেন; কেননা, তিনি) সর্ববিষয়ে সর্বত। (সুতরাং তোমাদের ক্ষমতা শান্তি দেবেন। আর উপরে যে পর্দার বিধান দিয়েছি, তাতে কেউ কেউ বাতিলযন্ত্রজ্ঞ আছে, যাদের বর্ণনা এইঃ) নবী-গফীগণের অন্য তাঁদের পিতা, পুরুষ, ভ্রাতা, আজ্ঞালুক, তাতিপুর, (সংবধিযোগী) নারী এবং দাসীগণের (সামনে) হাতুরায় ব্যাপারে কোন গোনাহ নেই (অর্থাৎ তাঁদের সামনে হাতুরা জায়েছে)। আর (হে নবী-গফীগণ)। এসব বিধান পালনের ব্যাপারে) আজ্ঞাহৃকে তর কর (কেন বিধান দেন অ্যান্য করা না হব)। নিচের আজ্ঞাহৃ সবকিছু প্রত্যক্ষ করেন (অর্থাৎ তাঁর কাছে কোন বিষয় সোপন নয়। যে বিপরীত করবে, তাকে শান্তি দেবেন)।

আনুবাদিক জাতৰ বিষয়

আলোচ্য আজ্ঞাতসমূহে ইসলামী সামাজিকভাবে কঠিগর রীতিনীতি ও বিধান বিবৃষ্ট হয়েছে। পূর্বোক্ত আজ্ঞাতসমূহের সাথে এর সম্পর্ক এই যে, এসব আজ্ঞাতে অধিত রীতিনীতিগুলো প্রথমে রসূলুল্লাহ (সা)-র মুহে ও তাঁর গফীগণের ব্যাপারে অবজীর্ণ হয়েছে, যদিও এভেজ তাঁর বাতিলসভার সাথে বিশেষভাবে সম্পৃক্ষ নয় প্রথম বিধান হাতুরায় সামনাত ও যেহানের কঠিগর রীতিনীতি।

يَا يَهُوا الَّذِينَ أَمْنَوْا لَا تَدْخُلُوا بَيْرُتَ النَّبِيِّ^١ إِلَّا نَ يُؤْذِنَ لَكُمْ إِلَى
طَعَامٍ غَيْرَ نَارِ ظَرِيرٍ^٢ إِنَّا وَلِكِنْ إِذَا دُعِيْتُمْ فَإِذَا دَخَلُوا فَإِنَّا طَعَمْتُمْ قَاتِلَتُمْ^٣
وَلَا مُسْتَأْنِسُونَ لَحَدِّ يَمِّ^٤

এ আমাতে দাওয়াত ও আপ্যায়ন সম্পর্কিত তিনটি রীতিমৌলি বর্ণিত হয়েছে। এগুলো সকল মুসলিমানের জন্য ব্যাপকভাবে প্রযোজ্য, কিন্তু যে ইটোৱাৰ পরিপ্রেক্ষিতে অবজীব্ন হয়েছে, তা মস্জিদুল্লাহ (সা)-র পৃষ্ঠে সংষ্টিত হয়েছিল। তাই শিরোনামে بيوت النبي উল্লেখ করা হয়েছে। প্রথম রীতি এই যে, নবী (সা)-র পৃষ্ঠে বিনা অনুমতিতে প্রবেশ করো না। বলা হয়েছে :

لَمْ يَرْجِعُوا إِلَيْنَا بُيُوتَ النَّبِيِّ إِلَّا نَأْنِيْبُونَ لَكُمْ

বিতীর রীতি এই যে, প্রবেশের অনুমতি এখন কি, খাওয়ার দাওয়াত হলেও سَمَرَّيْنَا ظَرِيْفَةً পূর্বে উপরিত হয়ে আহাৰ প্রস্তুতিৰ অপেক্ষায় বসে থেকো না। তাৰিখে না পকেন্দের অর্থ এখানে অপেক্ষাকাৰী এবং اَنَّا ظَرِيْفَةً পকেন্দের অর্থ খাদ্য রক্ষণ

করা। আমাতে لا تَدْخُلُوا مিশেধাজ্ঞা থেকে দুটি বাস্তিক্রম প্রকাশ করা হয়েছে—একটি اَنَّا ظَرِيْفَةً এবং اَنَّنَّ بَيْرَوْنَ لَكُمْ এবং শব্দ দ্বারা। এর অর্থ এই যে, বিনা অনুমতিতে প্রবেশ করো না এবং সময়ের পূর্বে এসে খাদ্য রক্ষণের অপেক্ষায় বসে থেকো না; বৰং যথাসময়ে আহারণ করা হলে পৃষ্ঠে প্রবেশ কর। বলা হয়েছে : دَلِيْكَنْ اَذَا بُعِيْقِسْ فَادْخُلُوا -

তৃতীয় রীতি এই যে, খাওয়া শেষে নিজ নিজ কাজে ছড়িয়ে পড়। পরাম্পরে কথাবার্তা বলার জন্য পৃষ্ঠে অনড় হয়ে বসে থেকো না। বলা হয়েছে : فَإِذَا طَعِمْتُمْ

فَأَنْتَشِرُوا وَلَا مُسْتَأْنِسِينَ لَعَدِيْثِ

আস্তাজালা : এই রীতি সেই ক্ষেত্রে, যেখানে খাওয়ার পর দাওয়াতপ্রাপ্তদের বেশীক্ষণ বসে থাকা দাওয়াতকাৰীৰ জন্য কল্পের কাৰণ হয়, যেখন সে একাজ সেৱে অন্য কাজে যশগুল হাতে চাহ কিংবা তাদেৱকে বিদায় দিয়ে অন্য ব্যবহারদেৱকে খাওয়াতে চায়। উভয় অবস্থায় দাওয়াতপ্রাপ্তদেৱ বসে থাকা তাৰ জন্য কল্পের কাৰণ হয়ে দাঁড়ায়। কিন্তু যেখানে সাধাৰণ অবস্থা ও নিয়মসূলেট জানা আয় যে, আহাৰেৰ পর দাওয়াতপ্রাপ্তদেৱ বেশীক্ষণ বসে থাকা দাওয়াতকাৰীৰ জন্য কল্পের কাৰণ হবে না, সেখানে এই রীতি প্ৰযোজ্য নহ। আঝকাগকাৰ দাওয়াতসমূহে তাই প্ৰচলিত আছে।

আরাতেও গৱবলী বাক্য এর ঝরাশ, আতে বলা হয়েছে :

إِنْ ذِكْرَمْ كَانَ يُوْزِي النَّبِيَّ فَيُسْتَحْيِي مِنْكُمْ وَاللَّهُ لَا يِسْتَكْبِي مِنَ الْعَقْنِ

অর্থাৎ আহারের পর কথাবার্তায় মশকুল হলে নিষেধ করার কারণ এই যে, এতে রসূলুল্লাহ্ (সা) কষ্ট অনুভব করতেন। কারণ, মেহমানদের খানাপিনার বাবস্থা অন্দরমধ্যে করা হত। সেখানে মেহমানদের বেলৌকণ বসে থাকা যে কল্পের কারণ, তা বর্ণনার অপেক্ষা রাখে না।

আস্তাতে আরো বলা হয়েছে যে, মেহমানদের এই আচরণে যদিও রসূলুল্লাহ্ (সা) কষ্ট পেতেন, কিন্তু নিজ পুরুষ যেহমান হওয়ার কারণে তাদেরকে শিষ্টাচার শিক্ষা দিতে সংকোচ বোধ করতেন। কিন্তু আল্লাহ্ তা'আলা সত্ত্ব প্রকাশে সংকোচ বোধ করেন না।

আস'আলা : এই বাক্য থেকে মেহমানদের আসর-আপ্যায়নের মথেক্ষট উল্লেখ আনা পেত। দাওয়াতের শিষ্টাচার শিক্ষা দেওয়া যদিও রসূলুল্লাহ্ (সা)-র কর্তব্যের অক্ষুণ্ণ ছিল, কিন্তু নিজের মেহমান হওয়ার অবস্থার ভিন্ন তাও মুস্তত্বি রাখেন। ফলে আল্লাহ্ তা'আলা অরং কোরআনে এই শিষ্টাচার শিক্ষা দেওয়ার বাবস্থা করেনেন।

وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَا سُئِلُوكُنْ

مِنْ وَرَاءِ حِجَابِ ذِكْرِمْ اَطْهَرِ لِغْوِ بِكِمْ وَقْلُوبِهِنْ

এতে পানে-নৃমুক্তের বিশেষ ঘটনার ডিপিতে বর্ণনা এবং বিশেষতাবে নবী-পুরুষগণের উজ্জেব থাকাজোগ এ বিধান সম্পর্ক উল্লিখে অন্য ব্যাপকভাবে প্রযোজ্য। বিধানের সারমর্ম এই যে, নারীদের কাছ থেকে তিনি পুরুষদের কোন ব্যবহারিক বস্ত, পাত্র, বস্ত ইত্যাদি নেওয়া অকর্তৃ হলে সামনে এসে নেবে না, বরং পর্দার অক্ষরাল থেকে ঢাইবে। আরও বলা হয়েছে, পর্দার এই বিধান পুরুষ ও নারী উভয়ের অক্ষরকে আনসিক কুম্ভণা থেকে পরিষ্কার রাখার উদ্দেশ্যে দেওয়া হয়েছে।

পর্দার বিশেষ উল্লেখ : এখানে প্রণিধানযোগ্য বিষয় এই যে, এছাড়ে রসূলুল্লাহ্ (সা)-র পুর্ণাঙ্গা পুরুষদকে পর্দার বিধান দেওয়া হয়েছে, যাদের অক্ষরকে পাক-সাফ রাখার দায়িত্ব আল্লাহ্ তা'আলা অরং প্রক্ষেপ করেছেন। **لِبِدَّ حَبَّ عَنْكُمْ**

الْرِجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ

আস্তাতে এ সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে।

অপরদিকে যে সব পুরুষকে সংরোধন করে এই বিধান দেওয়া হয়েছে, তারা হলেন রসূলে করীম (সা)-এর সাহাবারে কিরাম, যাদের মধ্যে অনেকের মর্যাদা কেরেশতাগণেরও উপরে।

বিস্ত এসব বিষয় সঙ্গেও তাদের আভিভিত্তি ও মানসিক কুস্তিগী থেকে বাঁচার জন্য পুরুষ ও নারীর মধ্যে পর্মার ব্যবস্থা করা জরুরী অনে করা হয়েছে। আজ এখন ব্যক্তি কে, যে তার মনকে সাহাবারে কিরামের পরিষ্ঠ ঘন অপেক্ষা এবং তার জীব ঘনকে পুণ্যাত্মা নবী-গফীগণের ঘন অপেক্ষা অধিক পরিষ হওয়ার দাবি করতে পারে। আর এটা মনে করতে পারে যে, নারীদের সাথে তাদের মেজাজেশ্বা কোন অনিষ্টের কারণ হবে না।

আজোটা আরাতসমূহ অবস্থারপের হেতু : এসব আয়াতের শানে-নৃশূলে করেকষি ঘটনা বর্ণনা করা হয়। এগুলোর মধ্যে কোন বৈপরীত্য নেই। ঘটনাবলীর সংয়োগে এ আয়াত অবস্থারপের হেতু হতে পারে। আয়াতের ক্ষেত্রে সাওয়াতের শিষ্টাচার বর্ণিত হয়েছে যে, তাকা না হলে খাওয়ার জন্য যাবে না এবং খাওয়ার অপেক্ষাকুশ পূর্ব থেকে বসে থাকবে না। ইবনে আবী হাতেমের বর্ণনা অনুসারী এর শানে-নৃশূল এই যে, এই আয়াত এখন তাকী ও পরাতোজী জোকদের সম্পর্কে অবস্থার্প হয়েছে, যান্না সাওয়াত ছাড়াই কারণ পুরে যেহে যেহে খাওয়ার অপেক্ষাকুশ বসে থাকে।

ইমাম আবদ ইবনে হোয়ামেদ হস্তরত আনাস থেকে বর্ণনা করেন, এই আয়াত এখন কলিপের জোকের সম্পর্কে নাখিল হয়েছে, যাকী অপেক্ষাকুশ থাকত এবং খাওয়ার সময় হওয়ার পূর্বে রসূলুল্লাহ (সা)-র পুরে যেহে যেহে কথাবার্তার মশওজা থাকত। অত-গুর আহাৰ্য প্রত্যত হয়ে গেলে বিনাবিধান তাতে শরীক হয়ে যেত। আয়াতের ক্ষেত্রে উল্লিখিত নির্দেশ তাদের সম্পর্কে আরি করা হয়েছে। এসব বিধান পর্মার বিধান অবস্থার হওয়ার পূর্বকার। তখন সাধারণ পুরুষরা অস্ত যাহজে আসা-যাওয়া করত।

পর্মা সম্পর্কিত বিভৌর বিধানের শানে-নৃশূল সম্পর্কে ইমাম বুখারী দু'টি রেও-ফায়েত বর্ণনা করেছেন। হস্তরত আনাস (রা)-এর বর্ণিত এক রেওফায়েত এই যে, হস্তরত ওমর (রা) একবার রসূলুল্লাহ (সা)-র কাছে আরম করলেন, ইয়া রসূলুল্লাহ (সা)। আপনার কাছে সৎ-অসৎ হয়েক রকমের জোক আসা-যাওয়া করে, আপনি পরীগণকে পর্মা করার আদেশ দিজে শুবহী তাজ হত। এর পরিপ্রেক্ষিতে পর্মাৰ আয়াত নাখিল হয়।

বুখারী ও মুসলিমে হস্তরত কারাকে আমর (রা)-এর উকি বর্ণিত আছে, তিনি বলেন :

وَفَقْتَ رَبِّي فِي ثَلَاث قَلْمَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ لَوْا تَخْذَنْتَ فِي مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ
مَصْلِي فَا نَزَلَ اللَّهُ تَعَالَى وَاتَّخَذُوا مَقَامَ إِبْرَاهِيمَ مَصْلِي وَقَلْمَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ
أَنْ نَسَاءَ كَيْدَ خَلَ عَلَيْهِنَ الْبَرُو الْفَاجِرُ ذُلُونَ حَجَبَتْهُنَ فَا نَزَلَ اللَّهُ يَعْلَمُ

الْحَجَابُ وَ قَلْمَتْ لَا زَوْاجٌ النَّبِيِّ مَلِيِّ اللَّهِ عَلَيْهِ وَ سَلَمَ لِمَا تَمَّا لَانْ عَلَيْهِ فِي
الْغَيْرَةِ حَسِّيَ رَبَّهُ أَنْ طَلَقُكُنْ أَنْ يَبْدِلَهُ أَزْوَاجًا خَيْرًا مِنْكُنْ فَنَرَ لِمَتْ كَذَلِكَ

“আমি আমার পাশবকর্তার সাথে তিনটি বিষয়ে একইরূপ মতে পৌছেছি—
(১) আমি রসুলুল্লাহ্ (সা)-র কাছে এই মর্মে বাসনা প্রকাশ করলাম যে, আপমি
মকামে ইব্রাহীমকে নামামের আয়গা করে নিলে ভাল হত। এর পরিপ্রেক্ষিতে আল্লাহ্
তা'আলা আদেশ নাবিল করলেন, তোমরা যাকামে ইব্রাহীমকে নামামের আয়গা করে
নাও। (২) আমি আরব করলাম, ইয়া রসুলুল্লাহ্ (সা)। আপনার পর্যোগপের সামনে
সৎ-অসৎ প্রতোক ব্যক্তি আসে। আপনি তাদেরকে পর্দার আদেশ দিলে ভাল হত।
এর পরিপ্রেক্ষিতে পর্দার আলাউত অবতীর্ণ হল। (৩) মহী-পর্যোগপের মধ্যে বর্ষন পার-
স্পরিক অক্ষমর্জানাবোধ ও দীর্ঘ মাথাচাঢ়া দিয়ে উঠল, তখন আমি বললাম, হাদি
রসুলুল্লাহ্ (সা) তোমাদেরকে ভালাক দিয়ে দেব, তবে অস্তর নয় যে, আল্লাহ্ তা'আলা
তোমাদের অপেক্ষা উভয় পর্যোগ ভাকে দান করবেন। অন্তপর ঠিক এই ভাবাবৰই কোর-
আনের আলাউত অবতীর্ণ হয়ে গেল।”

আলত্য : হয়রত ফারাকে আবুয (রা)-এর কথার বিল্টাচার জাকগীয়। তিনি
বাহ্যপৃষ্ঠিতে একধা বলতে চেয়েছিলেন, আমার প্রতিপাদক তিনটি বিষয়ে আমার সাথে
একই মতে পৌছেছেন।

সহীহ বুখারীতে হয়রত আবাস (রা) বর্ণিত বিভীষ ঘটনা এই যে, হয়রত
আবাস (রা) বলেন, পর্দার আলাউতের ব্যরপ সম্বর্কে আমি সর্বাধিক ভাল। কারণ,
আমি ছিলাম এ ঘটনার প্রভাকরসূৰ্য। হয়রত যন্ননব বিনতে আহাশ (রা) বিলাহের
পর বধুবেশে রসুলুল্লাহ্ (সা)-র পুরে আগমন করেন এবং পুরে রসুলুল্লাহ্ (সা)-র
সাথে উপস্থিত ছিলেন। রসুলুল্লাহ্ (সা) ওলীয়ার অন্য কিছু খাদ্য প্রস্তুত করান এবং
সাহাবারে কিরামকে দাওয়াত করেন। খাওয়ার পর কিছু লোকে পারস্পরিক কথাবার্তার
অন্য সেখানেই অনুভ হয়ে বসে রাইল। তিরিয়ীর রেওয়ারেতে আছে যে, রসুলুল্লাহ্
(সা)-ও সেখানে উপস্থিত ছিলেন এবং যন্ননব (রা)-ও বিলামান ছিলেন। তিনি
সৎকোচবলত প্রাচীরের দিকে দুখ কিরিয়ে বসেছিলেন। লোকজনের এভাবে দীর্ঘক্ষণ
বসে থাকার কারণে রসুলুল্লাহ্ (সা) কষ্ট অনুভব করছিলেন। তিনি পুর থেকে বের
হয়ে অন্য পাহাদের সাথে সঞ্চার ও সালামের অন্য চোল গেলেন। তিনি কিরে এসে
দেখলেন যে, লোকজন পূর্ববৎ বসে রয়েছে। তাঁকে কিরে আসতে দেখে তাদের
সহিং কিরে এস এবং স্থান ত্যাগ করে চোল গেল। রসুলুল্লাহ্ (সা) পুরে প্রবেশ করে
অবক্ষণ গলেই পুনরায় বের হয়ে এলেন। আমি সেখানেই উপস্থিত ছিলাম। তিনি
পর্দার আলাউত—
يَهَا أَذْيَنَ أَمْنَوْ لَا تَدْخُلُوا

অবতীর্ণ হয়েছিল।

এ ঘটনা বর্ণনা করে হয়েরত আব্দুস (রা) বলেন, আমি এসব আয়াত অব-
ত্তরণের সর্বাধিক নিকটতম ব্যক্তি ছিলাম। আমার সীমনেই আয়াতগুলো অবজ্ঞা
হয়েছিল।— (তিরয়িয়া)

পাদার আয়াতের পানে-মুহূজ সম্পর্কে বর্ণিত উপরোক্ত ঘটনারয়ের সাথে কোন
বৈপরীত্য নেই। কিন্তু ঘটনাই একজো আয়াতসমূহ অবস্থারপের কারণ হতে পারে।

তৃতীয় বিধান রসূলুল্লাহ (সা)-র উকাতের পর কারও সাথে তাঁর পর্যাগপের বিবাহ
বৈধ নয়। **وَمَا كَانَ لَكُمْ أَنْ تُوذِّ دُرْسُولَ اللَّهِ وَلَا أَنْ تَنْكِحُوا**

أَزْوَاجًا مِّنْ بَعْدِ ।—এর পূর্বের বাকে রসূলুল্লাহ (সা)-র কল্প হয়, এমন
প্রত্যেক কথা ও কাজ হারাব করা হয়েছিল। অতপর নির্দেশ দেওয়া হয়েছে যে, তাঁর
উকাতের পর তাঁর পর্যাগপের সাথে কারও বিবাহ হারাব নয়।

উপরে বর্ণিত সব বিধানে রসূলুল্লাহ (সা) ও তাঁর পর্যাগপকে সংৰোধন করা
হয়েও বিধানাবলী সকল উচ্চতের জ্বাও ব্যাপকভাবে প্রযোজ্য ছিল। কিন্তু এই সর্ব-
শেষ বিধানটি একাপ নয়। কেবল, সাধারণ উচ্চতের জন্য বিধান এই যে, খামীর
মৃত্যুর পর ইন্দ্রিয় অভিব্যাহিত হলে জ্বী অপরকে বিবাহ করতে পারে। কিন্তু নবী-পর্যাগপের
জন্য বিশেষ বিধান এই যে, তাঁরা রসূলুল্লাহ (সা)-র উকাতের পর কাউকে বিবাহ
করতে পারবেন না।

এর কারণ এটাও হতে পারে যে, তাঁরা কোরআনের বর্ণনা অনুসারী মু'যিনগণের
জন্মনী। তবে তাঁদের জন্মনী হওয়ার প্রভাব তাঁদের আধিক সত্ত্বানদের উপর এভাবে
প্রতিক্রিয়া হয় না যে, তাঁরা পরম্পর প্রাঙ্গ-কঙিনী হয়ে একে অপরকে বিবাহ করতে
পারবে না। কর্তব্যের অধিকারী তাঁদের আক্ষিসভা পর্যবেক্ষণ করতে
হয়েছে।

এ রূপ ব্যাও অবাক্তর নয় যে, রসূলুল্লাহ (সা) তাঁর পর্যাগ রওজী শরীকে
জীবিত আছেন। তাঁর উকাত কোন জীবিত খামীর আঢ়াজ হয়ে হাতুয়ার অনুসৰণ।
এ কারণেই তাঁর ক্ষায়া সম্পত্তি বল্টেন করা হয়নি এবং এর ডিতিভেই তাঁর পর্যাগপের
অবস্থা অপরাপর বিধবা নারীদের অন্ত হয়নি।

আরও একটি রহস্য এই যে, দ্বীপাতের বিলম্বানুসারী আজাতে প্রত্যেক নারী
তাঁর সর্বশেষ খামীর সাথে অবস্থান করবে। হয়েরত হয়েরকা (রা) তাঁর পর্যাগকে অসিন্দত
করেছিলেন, তুমি আয়াতে আমার জ্বী ধাকতে চাইলে আমার পর বিঠীর বিবাহ করো
না। কেবল আয়াতে সর্বশেষ খামীই তোমাকে পাবে।— (কুরুক্ষুবী)

তাই আল্লাহ তা'আলা নবী-পর্যাগপকে পরমপূর্বের পর্যাগ হওয়ার যে গৌরব ও
সম্মান দুষ্মিলাত্ত দান করেছেন, পরবর্তে তা অক্ষুণ্ণ রাখার জন্য তাঁদের বিবাহ অপরের
সাথে হারাব করে দিয়েছেন।

এছাড়া কোন আঘী ইত্তাবগতভাবে এটা পছন্দ করে না যে, তার হৌকে অপরে বিবাহ করুক। কিন্তু এই আঘাবিক মনোবাসনা পূর্ণ করা সাধারণ মনুষের জন্য শরীরতের আইনে অকর্তৃ নয়। রসুলুল্লাহ (সা)-র এই আঘাবিক বাসনার প্রতিও আজ্ঞাহু তা'আমা সম্মান প্রদর্শন করেছেন। এটা তাঁর বিশেষ সম্মান।

রসুলুল্লাহ (সা)-র ইতেকাল পর্যন্ত হেসব পরী তাঁর অপর অহম হিসেব, উপরোক্ত বিধান তাঁদের সকলের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। এ ব্যাপারে সকল ফিকাহ বিদ একমত। কিন্তু ষাঁদেরকে তিনি তাঁকে দিয়েছিলেন অথবা অন্য কোন কারণে যারা আজাদা হয়ে গিয়েছিল, তাদের সম্পর্কে ফিকাহ বিদগুলের বিভিন্ন উকি আছে। কুরআনী এসব উকি বিস্তারিত জিপিবুক করেছেন।

أَنْذِلْكُمْ كَانَ عِنْدَ اللَّهِ عَظِيمًا—অর্থাৎ রসুলুল্লাহ (সা)-কে কোন প্রকার কল্প দেওয়া অথবা তাঁর ইতিকাজের পর তাঁর পক্ষীগনকে বিবাহ করা আজ্ঞাহু তা'আমা বাছে কুরআন পাপ।

أَنْ تُبَدِّلَا شَيْئًا وَتَخْفِقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا—আজাদের শেষে পুনরাবৃত্তি করে যাব হয়েছে যে, আজ্ঞাহু তা'আমা অন্তরের পোগন ইচ্ছা ও চিন্তাধৰা সম্পর্কে সম্মান তাত। তোমরা কোন কিছু পোগন কর বা প্রকাশ কর সবই আজ্ঞাহুর সামনে প্রকাশমান। এতে জোর দেওয়া হয়েছে, উল্লিখিত বিধানাবলীর ব্যাপারে যেমন কোন প্রকার সম্মেহ, সংশয় ও কুরআনীকার অন্তরে হান না দেওয়া হব এবং এভোর বিবোধিতা থেকে আবারকার চেষ্টা করা হচ্ছে।

আজোট্য আরাতে বর্ণিত বিবরণের মধ্যে নামীদের পর্মার বিবরণটি কয়েক কারণে বিশেষ বর্ণনা সাপেক। তাই এ সম্পর্কে নিচের প্রোজেক্ট আজোটনা করা হচ্ছে।

পর্মার বিধানাবলী, জীৱিততা দশনে ইসলামী শাব্দেঃ জীৱিততা, অপকর্ম, ব্যক্তিতা ও তার প্রাথমিক কাৰ্যাবৈলীৰ অৰ্থসামূক প্রত্যয় কৈবল্য ব্যক্তিকৰ্ত্তবেই নয়; বৰং পোত, পরিবার এবং যাবে মাৰে সুবিশাল সাম্রাজ্যকেও ছায়াছাৰ করে দেয়। অধুনা পৃথিবীতে ইত্যাও মূর্ঠনের যত সব ঘটনা পরিপূর্ণ হয়, সঠিকভাবে ঘোঁজ বিলে দেখা যাবে যে, অধিকাংশ ঘটনার পেজুমিকার কোন নামী ও ঘোন বিবৃতিৰ জাম বিবৃত রয়েছে। এ কানেপেই পৃথিবীৰ হাস্টিজন্স থেকে এ পর্যন্ত সমস্ত জাতি, ধর্ম ও জী-ধর্ম এ বিশেষ একমত যে, এটা একটা আৱাজক দোষ ও অনিষ্ট।

দুবিমার এই শেষ শুণে ইউরোপীয়ান জাতিসমূহ তাঁদের ধৰ্মীয় সীমানা এবং প্রাচীন ও শক্তিশালী ঐতিহ্য তেজে দিয়ে ব্যক্তিতাৰকে সন্তানতভাবে কোন অপরাধই শীকাৰ কৰে না। তাৰা সভাতা ও সমাজ জীবনকে এছনভাৱে গতে নিয়েছে, স্বাতে প্রতি পদক্ষেপে ঘোনবিবৃতি ও জীৱিততাৰ প্রকাশ আবেদন বিলামান আছে। কিন্তু

এর কুফল ও অন্ত পরিপন্থিকে তারাও অপরাধের ভাবিকা থেকে বাস দিলে পারেনি। ফলে বেশ্যাহতি, বরগুর্বক ধর্ষণ এবং অনসন্মতে অশান্তীন কর্মকাণ্ডকে সওনীর অপরাধ সাব্যস্ত করতে হয়েছে। এর উদাহরণ এ ছাঢ়া কিন্তুই নয় যে, একজাতি অধি সংযোগ করার জন্য অতি ক্ষুণ্ণত করল, অতপর তাতে কেরোসিন হিটের দিয়ে অধি সংযোগ করল। এর মেলিহান শিখা ঘনন উপরে উচ্চিত হতে আগল, তখন এর উপর বিধি-নিষেধ আরোপ করতে ও একে নিহত করতে শুৎপর হয়ে উঠল।

এর বিপরীতে ইসলাম যে সব দিয়নকে দোষ এবং মানবতার অন্য ক্ষতিকর সাব্যস্ত করে পাঞ্জিয়োগ অপরাধ বলে গণ্য করেছে, সেগুলোর প্রাথমিক কার্যবলীর উপরও বিধি-নিষেধ আরোপ করেছে এবং সেগুলোকে নিষিক করেছেন। এ ব্যাপারে বাস্তিচার ও অপকর্ম থেকে রক্ত করাই আসল উদ্দেশ্য ছিল, কিন্তু একে সুলিষ্ঠ নত রীতার আইন দ্বারা কুরু করেছে। নারী-পুরুষের অবাধ মেলামেলা নিষিক করেছে। নারীদেরকে সুহাত্যাকার ধাকার আদেশ দিয়েছে। প্রয়োজনে বাইরে দ্বাওয়ার সমরণ বৌরকা অথবা লালা চাদর দ্বারা দেহ আকৃত করে বের হওয়ার এবং সড়কের কিনারা থের চলার নির্দেশ দিয়েছে। সুসঞ্চি লাগিলে অথবা শব্দ হয় এমন অবস্থার পরিধান করে বের হতে নিষেধ করেছে। অতপর যে বাস্তি এসব সীমানা ও ধাধা ডিমিসে বের হয়ে গড়ে, তার জন্য এখন কঠোর দৃষ্টান্তসমূক পাঞ্জিয় ব্যবস্থা করেছে, যা একবার কোন পাঞ্জিয়ের উপর প্রয়োগ করা হলে সমস্ত জনগোষ্ঠীর অন্য সবক হয়ে যাব।

ইউরোপীয়দের এবং তাদের অনুসারীরা অভিজ্ঞান বৈধতা সংস্থাপ করার অন্য নারীদের পর্দাকে ভাঁদের বাহ্যাননি ও অবনেত্রিক ক্ষতির কারণেরাপে অভিহিত করে। তারা বেগৰ্দি ধাকার উপকারিতা নিয়ে নানা কৃত্তর্কের অবস্থার করেছে। তাদের বিকারিত জওয়াব আবিষ্যক বড় বড় পুত্রকে লিপিবদ্ধ করেছেন। এ সমস্কে এখানে একটুকু বুঝে মেজাজ হথেল্ট যে, উপকারিতা ও ক্ষাম্বদা থেকে তো কোন অপরাধ ও পাপ কর্মই মুক্ত নয়। চুরি, ডাকাতি, প্রতারণা এক দিক দিয়ে অৱাই জাত-অন্তক কারবাস। কিন্তু মধ্যে এর মারাত্মক ফলাফল ও পরিপন্থির ধৰ্মস্কারিতা সামনে আসে, তখন কোন বাস্তি এন্ডোকে জাতজনক কারবাস বলার ধৃষ্টিতা দেখার মা। বেগৰ্দি ধাকার মধ্যে কিন্তু অবনেত্রিক উপকারিতা ধাকনেও হথন এটা সমস্ত দেশ ও জাতিকে হাজারে। বিপর্যয়ের সম্মুখীন করে দেখ, তখন একে উপকারী বলা কোন জানী জোকের কাজ হতে পারে না।

অপরাধ দমনের জন্য ইসলামে উৎসমুখ করা করার সুবর্ণনীতি এবং এতে সমতা বিধান : শওহীদ, ফিসাজত ও পরকাল ইয়াদি মৌলিক বিধাস বেমন সকল দলগঞ্জের পরীয়তে অভিয় ও সর্বসম্মত ছিল, তেবনি সাধারণ পাপকর্ম, অভিজ্ঞা ও সহিত কার্যবলী প্রত্যেক শরীয়তে ও ধর্মে হারাম করা হয়েছিল। কিন্তু পূর্ববর্তী সরীরতসমূহে এন্ডোর কারণ ও উপার উপকরণাদিকে সর্বাবস্থার হারাম করা হয়েন। যে পর্যট এন্ডোর শাখায়ে কোন অপরাধ দ্বারা করত, সেই পর্যট এন্ডোর হারাম ছিল না।

কিন্তু শরীরতে মুহাজিমী হলেই কিম্বাখত পর্যবেক্ষণ কার্যকরী শরীরত। তাই আল্লাহর পক্ষ থেকে এর হিকায়তের অন্য বিশেষ ব্যবস্থা এই দেওয়া হয়েছে যে, অপরাধ ও পাগকর্ম তো হারাম আছেই; সেসব কারণ ও উপায়-উপকরণগুলিকেও হারাম করে দেওয়া হয়েছে, যেগুলো বাতাসিজ্জতাবে আনুহাতিক এসব অপরাধের দিকে পৌছিয়ে দেয়। উদাহরণস্বরূপ মদাপান হারাম করার সাথে সাথে মদ তৈরী করা, ঝুঁটি-বিক্রয় করা এবং কাউকে দেওয়াও হারাম করা হয়েছে। সুস হারাম করার অন্য সুসের সাথে সামাজিক-শৌল জেনেসেনও হারাম করা হয়েছে। এ কারণে কিকাহ-বিদগ্ধ অনুযোদিত কাজ-কর্মার থেকে অর্জিত মুনাফাকেও সুসের নাম অগৃহুট সম্পদ আধ্যাৎ দিয়েছেন। শিরক ও প্রতিমা পূজাকে কোরআন মহা অনায় ও ক্ষয়ার অযোগ্য অপরাধ সাম্ভূত করার সাথে সাথে এর কারণ ও উপকরণগুলিকেও উপরও কঢ়া বিধিনিরবেশ আরোপ করেছে। সুর্বের উদ্দেশ, অস্ত ও মধ্যগমনে খাকার সময় শুশ্রাবিকরা সুর্বের পূজা করত। এসব সময়ে নামায গাড়া হলেও সুর্বগুজারীদের সাথে এক শ্রকার সাদৃশ্য হয়ে যাবে। অতপর এই সাদৃশ্য কোন সময় নামাযী ব্যক্তিকে জিপ্প হওয়ার কারণ হতে পারত। তাই শরীরত এসব সময়ে নামায ও সিজদা হারাম ও নাজামের করে দিয়েছে। প্রতিমা, মূর্তি ও চিছ মূর্তি পূজার নিকটবর্তী উপায়। তাই মূর্তি নির্বাপ ও চিছ তৈরী হারাম এবং একজোন ব্যবহার নাজামের করে দেওয়া হয়েছে।

অনুরাগজাবে শরীরত ব্যক্তিচারকে হারাম করার সাথে সাথে তার সমস্ত নিকট-বর্তী কারণ ও উপায়কেও হারাফের ভাজিকাতুল করে দিয়েছে। কোন বেগোনা নামী অথবা স্বচ্ছবিহীন কিশোর বাজকের প্রতি কায় মৃত্যুভূতে দেখাকে তোধের বিনা, তার কথা শুনাকে কানের বিনা, তাকে স্পর্শ করাকে হাতের বিনা এবং তার উদ্দেশ্যে পথ চলাকে পায়ের বিনা সাম্ভূত করেছে। সহৈর হাদীসে তন্মুই বলা হয়েছে। এহেন অপরাধথেকে রাজ্ঞি করার জন্য নামীদের পর্যায় বিধানায়ী অস্তীর্ণ হয়েছে।

কিন্তু নিকটবর্তী ও দূরবর্তী কারণ ও উপকরণগুলির এক দীর্ঘ পরামর্শ রয়েছে। অধিক দূর পর্যন্ত এই পরামর্শকে নিষিক করা হলে মানুষের জীবন দুর্বিশহ হয়ে পড়বে এবং কাজকর্মে খুব অসুবিধা দেখা দিবে। এটা এই শরীরতের যোগাযোগের হিপগ্লোট। এ সম্বর্কে কোরআন পাকের খোজাখুজি মির্মেশ এই যে,

مَا جعل عَلَيْكُمْ حِلًّا فِي الدِّينِ مِنْ حَرْمٍ

অর্থাৎ ধর্মের কাজে তোমাদের প্রতি কোন সংকীর্ণতা আরোপ করা হয়নি। তাই কারণ ও উপকরণগুলির ক্ষেত্রে বিভিন্নমোচিত ক্ষয়আলা এই যে, যে সব কাজকর্ম করলে মানুষ সাধারণে অজ্ঞানের দিকে দিয়ে অবশ্যই পাগকর্মে জিপ্প হয়ে পড়ে, শরীরত সেসব নিকটবর্তী কারণকে আসল পাগকর্মের সাথে সংযুক্ত করে হারাম করে দিয়েছে। গুরুতরে হেসব দূরবর্তী কারণ কার্যে পরিণত করলে মানুষের পাগকর্মে জিপ্প হওয়া ব্যক্তিগত অপরিহার্য ও অর্জনী হয় না, কিন্তু পাগ কাজে সেগুলোর কিছু না কিছু দখল আছে, শরীরত এ ধরনের কারণ ও উপকরণগুলিকে অক্রহ ও পর্যবেক্ষণ

সাব্যস্ত করেছে। আর হেসব কারণ আরও দুরবর্তী এবং পাপকর্মে হেনজোর প্রভাব বিস্তৃত, শরীরত সেঙ্গোকে উপেক্ষা করেছে এবং মোহাহ্ তথা অনুমোদিত বিবরণাদির অন্তর্ভুক্ত করে দিয়েছে।

প্রথমোক্ত কারণের উদাহরণ মদ্য বিক্রয়। এটা মদ্যপানের নিকটবর্তী কারণ। কলে শরীরত একেও মদ্যপানের অনুরূপ হারায় সাব্যস্ত করেছে। কোন বেগোমা নারীকে কামড়ায় সহকারে স্পর্শ করা সাজাও খিনা না হলেও খিনার নিকটবর্তী কারণ। তাই শরীরত একে খিনার ম্যাজ হারায় করেছে।

বিটৌর কারণের উদাহরণ এমন ব্যক্তির কাছে আচুর বিক্রয় করা, যার সম্পর্কে আমা আছে যে, সে আচুর দ্বারা মদ তৈরী করে এবং এটাই তার পেশা। অথবা সে পরিকার বলে দিয়েছে যে, এই আচুর দ্বারা মদ তৈরী করা হবে। এটা মদ্য বিক্রয়ের অনুরূপ হারায় না হলে মকরাহ ও পর্হিত কাজ। সিনেয়াগৃহ নির্মাণ অথবা সুদের ব্যাক পরিচালনার জন্য অধি ও গৃহ ডাঢ়া দেওয়ার বিধানও তাই। জেনদেনের সময় যদি জানায় যে, পৃষ্ঠাটি নাজায়ের কাজের জন্য ডাঢ়া নেওয়া হচ্ছে, তবে এই ডাঢ়া দেওয়া মকরাহ তাহলীমী ও নাজায়েয়।

তৃতীয় কারণের উদাহরণ সাধারণ ক্লেতাদের কাছে আচুর বিক্রয় করা। একেছে এটাও সম্ভবপর যে, কেউ এ আচুর দ্বারা মদ তৈরী করবে। কিন্তু সে তা প্রকাশ করেনি এবং বিক্রেতাও তা জানে না। শরীরতের আইনে এ ধরনের ক্লেত-বিক্রয় মোহাহ্ ও বৈধ।

এখানে স্মরণ রাখা অস্বীকৃত, শরীরত হেসব কাজকে পাপকর্মের নিকটবর্তী কারণ (প্রথম ত্বরীণীর কারণ) সাব্যস্ত করে হারায় করেছে, অতপর সেঙ্গো সকলের জন্য সর্বাবস্থায় হারায়। পাপকর্মের কারণ বাস্তবে হোক বা না হোক। এখন তা শরীরতের এমন অন্তর্ভুক্ত বিধান, যার বিবরণাতরণ হারায়।

এই ভূঁধিকার পর এখন বুবুন, নারীদের পর্দাও এই উপকরণাদি বজ করায় নীতির উপর ভিত্তিলীল। কারণ, পর্দা না করা পাপকর্মে জিঃত হওয়ার কারণ ও উপায়। এতেও কারণাদির পূর্ববর্ণিত প্রকারসমূহের বিধানাবলী প্রযোজ্য হবে। উদাহরণগত কোন শুবক পুরুষের সামনে শুবতী নারীর দেহ অন্তর্ভুক্ত রাখা পাপকর্মে জিঃত হওয়ার নিকটবর্তী কারণ। অধিকাংশ অঞ্জাসের সিকে তজ্জ্ব করলে এতে পাপকর্ম সংঘাতিত হয়ে থাওয়া অপরিহার্ত ঘটে। তাই শরীরতের আইনে এটা খিনার অনুরূপ হারায়। কারণ, শরীরত এ কাজকে অলীচ সাব্যস্ত করেছে। কলে এখন তা সর্বাবস্থায় হারায়, যদিও তা কোন নিষ্পাপ ব্যক্তির সাথে হৃষ অথবা এখন ব্যক্তির সাথে, যে আব্দ-সংহয়ের মাধ্যমে পাপকর্ম থেকে বেঁচে থাকবে। তিকিংসা ইত্তাদি প্রোজেক্টের কারণে অথ খোজার বৈধতা আলাদা বিবর। এর কারণে যুক্ত অবেক্ষণার উপর কোন বিবরণ

প্রতিক্রিয়া হয় না। এ বিষয়টি সময়ও পরিচ্ছিতি দ্বারাও প্রভাবাত্মিত হয় না। ইসলামের আধিক্য মুগেও এর বিধান ভাই ছিল, যা আজ পাপাচারের মুগে রয়েছে।

পর্মা বর্জনের খিতীয় শর হচ্ছে গুহের চতুঃপাটীরের বাইরে বোরকা অথবা লস্তা চাদর দ্বারা সমষ্টি দেহ আচ্ছত করে রেখ ইত্যো। এটা পাপ কর্মের দূরবর্তী কারণ, এর বিধান এই যে, এরপ করা বাস্তবে অনর্থের কারণ হচ্ছে নাজায়েব এবং যে ক্ষেত্রে অনর্থের শর নেই, সেখানে জায়েব। এ কারণেই এর বিধান সময় ও পরিচ্ছিতির পরিবর্তনে পরিবর্তিত হতে পারে। রসুলুল্লাহ (সা)-র মুগে নারীদের এভাবে বের হওয়া কোন অনর্থের কারণ ছিল না। ভাই তিনি নারীদেরকে বোরকা ইত্যাদিতে আচ্ছত হয়ে মসজিদে আসার ক্ষতিপূর্ণ শর্ত সহকারে অনুমতি দিয়েছিলেন এবং তাদেরকে মসজিদে আগমনে বাধা দিতে নিষেধ করেছিলেন। তবে সে মুগেও নারীদেরকে গুহে নাহায় পড়ার জন্য তিনি উৎসাহিত করতেন। কারণ, মসজিদে আসা অপেক্ষা গুহে নাহায় পড়ার জন্য অধিক সওজাবের কাজ। অনর্থের শর না থাকার কারণে শর্বন তাদেরকে মসজিদে আসতে নিষেধ করা হত না। রসুলুল্লাহ (সা)-র গুরুতর পর সাহাবায়ে কিরায় লক্ষ্য করতেন যে, এখন নারীদের মসজিদে আগমন অনর্থমুক্ত নয়, যদিও তারা বোরকা, চাদর ইত্যাদি পরিধান করে আসে। ফলে তারা সর্ব-সম্মতিক্রমে নারীদেরকে জামা আতে আগমন করতে নিষেধ করেছেন। হযরত আয়েশা (রা) বলেন : রসুলুল্লাহ (সা) বর্তমান পরিচ্ছিতি দেখলে নারীদের অবলাই মসজিদে আসতে বাধা করতেন। এ থেকে জানা গেল যে, সাহাবায়ে কিরায়ের কল-সাজা রসুলুল্লাহ (সা)-র ফরসালা থেকে ডিগ্রিতর নয়; বরং তিনি যে সব শর্তের অধীনে অনুমতি দিয়েছিলেন, সেগুলোর অনুগচ্ছিতির কারণেই বিধান পালিয়ে গেছে।

কোরআন পাকের সালতি আয়াতে নারীদের পর্মা বিষয় বর্ণিত হয়েছে। তিনটি আয়াত সুন্না মূরে পুরৈই বিহুত হয়েছে। আলোচ্য সুন্না আহ্বাবের চাপ্রাটি আয়াতের মধ্যে একটি আপে উল্লিখিত হয়েছে, একটি আলোচনাধীন আছে এবং অবশিষ্ট দু'টি আয়াত পরে আসবে। এসব আয়াতে পর্মা শর নির্ধারণ, বিধি-বিধানের পূর্ণ বিবরণ এবং ব্যক্তিক্রম সমূহের বিশেষ বর্ণনা রয়েছে। এমনভাবে পর্মা সংজ্ঞা রসুলুল্লাহ (সা)-র উচ্চি ও কর্ম সংগ্রহিত সত্ত্বাটিরও অধিক হাদীস বর্ণিত আছে।

পর্মার ঘনুম প্রসঙ্গ : নারী ও পুরুষের অবাধ যোগাযোগ পৃথিবীর সমগ্র ইল-হাসে হযরত আদম (আ) থেকে শর করে শেষ মৰ্য (সা) পর্যন্ত কোন মুগেই বৈধ মন করা হয়নি। কেবল শরীরত অনুসারীরাই নয় পৃথিবীর সাধারণ অভিজ্ঞত পরিবার-সমূহেও এ ধরনের যোগাযোগ সুযোগ দেওয়া হয় মা।

হযরত মুসা (আ)-র কাহিনীতে উল্লেখ করা হয়েছে যে, তাঁর খাসইরান সকরের সময় দু'জন শ্রবণী তাদের হাগপালকে পানি পান করানোর জন্য দূরে দাঁড়িয়ে ছিল। এর কারণ এটাই বলা হয়েছে যে, তারা পুরুষদের ডিতে প্রবেশ করা পছন্দ করেনি এবং সকারের পর অবশিষ্ট পানি পান করাতেই সম্মত হয়েছে। হযরত যানব

বিন্দে আহশের বিবাহের সময় পর্মার প্রথম আয়াত নাভিজ হয়েছিল। আয়াত নাভিজ হওয়ার পূর্বেও তিরিয়ার রেওয়ারেতে তাঁর কাহে বসার অবস্থা সম্পর্কে বলা হয়েছে **وَهُنَّ مُولَّةٌ وَجْهٌ** ।^{۱۳} অর্থাৎ তিনি প্রাচীরের দিকে মুখ কিন্তু বসেছিলেন।

এ থেকে আনা গেল যে, পর্মার ছবুয় অবতরণের পূর্বেও নারীপুরুষের অবাধ মেলামেশা এবং শারতের সাক্ষাৎ ও কথাবার্তার প্রচলন অভিজ্ঞাত ও সাধু জোকদের মধ্যে কোথাও ছিল না। কোরআন পাকে যে মুর্দা বৃগ (আহিলিয়াতে উলা) এবং শারত নারীদের খোলামেলা চলাকেরা (তাবারকতজ) বর্ণিত আছে, তা-ও আরবের অভিজ্ঞাত পরিবারসমূহে নয়, বরং দাসী ও শাশ্বতর ধরনের নারীদের মধ্যে ছিল। আরবের সজ্ঞাত পরিবারের জোকেরা একে দৃশ্যমূল ঘনে করল! আরবের ইতিহাসই এর সাক্ষী। শারতবর্ষে হিলু, বৌজ ও অন্যান্য মূল্যবানবীর মধ্যেও নারী-পুরুষের অবাধ মেলামেশা পছন্দনীয় ছিল না। পুরুষদের কাঁধে কাঁধ যিজিমে কাজ করার সাথি, বাজার ও সড়কে প্যারেড করা, শিক্ষাকেজ থেকে কুর করে জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে নারী-পুরুষের বিধানীন মেলামেশা এবং নিয়মে ঐ জ্ঞানসমূহে দেখাসাকাতের বর্তমান কার্যকারী কেবল ইউরোপীয় আভিজ্ঞানের দেহান্তরণ ও অব্লাঙ্গিতার ফসল। এতে এসব আভিজ্ঞানের অভিজ্ঞ প্রতিশ্রুতিকে বিসর্জন দিয়ে উত্তিরে পড়েছে। প্রাচীনকালে শারদের মধ্যেও একটি অবস্থা ছিল না। আর্জাহ তাঁরামা নারীর দৈহিক গঠন প্রকৃতিকে বেদন পুরুষ থেকে ব্যতুক করে স্থিতি করেছেন, তেমনি তাঁর যন-বজ্জিকে ব্যতুকস্ত জজ্জাও মিহিত রেখেছেন, যা তাঁকে অভাবগতভাবে পুরুষ থেকে আলাদা কোকলে এবং আরুত হয়ে চলতে বাধ্য করে। এই অভাবগত ও অজ্ঞাগত জজ্জা-শরণ স্থিতির কুর থেকে নারী ও পুরুষের মধ্যে শাজীনভাব প্রাচীর হয়ে বিদ্যমান রয়েছে। ইসজামের প্রাথমিক শুগেও এই প্রবায় পর্মাই প্রচারিত ছিল।

নারীদের হান গুহের চতুরাচীর এবং কোন শরীরতসম্মত কারণে বাইরে পেলে সম্পূর্ণ দেহ আরুত করে বাইরে থেকে হবে—নারীদের এই বিশেষ প্রকারের পর্মা হিজরতের পর পঞ্চম হিজরীতে প্রবর্তিত হয়েছে।

এর বিবরণ এই যে, আলিয়গের শৈক্ষণ্যে পর্মা সম্পর্কে প্রথম আয়াত হলো **أَتَدْعُهُنَّ بِنِبِيِّنَا** যা উপরে উল্লিখিত হয়েছে। এ আয়াত হ্যবুত মরনব বিন্দে আহশের বিবাহ ও তাঁর পতিস্থুহে আগমনের সময় অবলীর হয়েছে। এই বিবাহের তারিখ সম্পর্কে হাকেজ ইবনে হাজার ‘এসোবা’ প্রছে এবং ইবনে আবদুল বার ‘এভিয়ার’ প্রছে তৃতীয় হিজরী অথবা পঞ্চম হিজরী উভয় প্রকার উভিঃ বর্ণনা করেছেন। ইবনে বাসীরের মতে পঞ্চম হিজরীর উভিঃ অপ্রগত্য। ইবনে সাদ হ্যবুত আনাস (রা) থেকেও পঞ্চম হিজরী বর্ণনা করেছেন এবং হ্যবুত আরেশা (রা)-র কঢ়ক রেওয়ারেত থেকেও তাই আনা আর।

এ আরাতে নারীদেরকে পর্মার অন্তরালে থাকার আদেশ দেওয়া হয়েছে এবং পুরুষকে বলা হয়েছে যে, তারা নারীদের কাছে কোন কিছু চাইলে পর্মার অন্তরাল থেকে চাইবে। এতে পর্মার উপর আনা থার যে, বিনা প্রোক্তনে পুরুষ ও নারী আলাদাই থাকবে এবং প্রোক্তনে পর্মার অন্তরাল থেকে কথা বলতে হবে।

কোরআন পাকে পর্মার কিন্দরণ সম্পর্ক সাতটি আরাত অবভূর্ণ হয়েছে—চারটি সুরা আহবাবে এবং তিনটি পূর্বে বর্ণিত সুরা নন্মে। এ ব্যাপারে সকলেই একমত যে,
 لَّا تَدْخُلُوا بَيْوَتَ النَّبِيِّ إِلَّا نَعْزَزْنَاكُمْ وَرَقَنْ فِي دُوْلَتِكُمْ
 آরাত। সুরা নুরের ভিন্ন আরাত এবং সুরা আহবাবে

আরাত হাদিত কোরআনের ত্রয়ীমিকে প্রথমে, কিন্তু অবস্তুরণের দিক দিয়ে পশ্চাতে। সুরা আহবাবের প্রথম আরাতে পরিকার বলা হয়েছে যে, এই আদেশ তখন দেওয়া হয়েছিল, যখন নবী-গৃহীগণকে দুনিয়ার খনেকর্ম অথবা রসুলুজ্জাহ (সা)-র সংসর্গ—এ দু'বৰের যে কোন একটি বেছে নেওয়ার ইঞ্চিত্তর দেওয়া হয়েছিল।

এ ঘটনায় আরও উল্লেখ আছে যে, শাদেরকে এই ইঞ্চিত্তর দেওয়া হয়েছিল, তাদের অধ্যে হস্তরত যরনব বিন্ডে আহ্বান করেছিল। এ থেকে বোবা গেল যে, তাঁর বিবাহ এই আরাত নামিল হওয়ার পূর্বেই হয়েছিল। এমনিভাবে সুরা নুরের আরাত-সমূহতে এরপর অগ্রবাদ রাউন্ডার ঘটনা সমর্কে নামিল হয়েছিল, যা বিনি মুস্তাফিক অথবা শুরাইসী যুক্ত থেকে কেবল পথে সংঘটিত হয়েছিল। এ যুক্ত ঘট হিজরাতে সংঘটিত হয়। অপর দিকে পর্মার বিধান হস্তরত যরনব (রা)-এর বিবাহে আরাত নামিল হওয়ার সাথে সাথে কর্তৃক কর হয়।

গুণ্ঠাল আরুত করার বিধান ও পর্মার অধ্যে পার্থক্য : পুরুষ ও নারীদেহের সেই অংশ থাকে আরবীতে ‘আওরাত’ এবং উন্নতে ‘সতর’ বলা হয়, তা সকলের কাছে লেগেন করা পরীকল্পনা, জড়াবগত ও বুকিপেটডাবে করয়। ঈমানের পর সর্ব প্রথম করণীয় করয় হচ্ছে এই গুণ্ঠাল আরুত করা। হলিটির কর্তৃত্বেকেই এটা করয় এবং সকল পরম্পরারের শরীয়তে তা ফরয ছিল, বরং শরীয়তসমূহের অঙ্গের পূর্বেও আরাতে যখন নিষিক যুক্ত উকালের কারণে হস্তরত আদম (আ)-এর আরাতী পোশাক শুল্প যাওয়ার গুণ্ঠাল প্রকাশ হয়ে পড়ল, তখন সেখানেও আদম (আ) গুণ্ঠাল খোলা রাখা বৈধ যন্তে করেন নি। তাই আদম ও হাওয়া উকালে আরাতের পাণ্ডা গুণ্ঠালের উপর বেঁধে দেন। وَطَفِقَا يَنْصِفَانِ عَلَيْهِمَا مِنْ وَرَقِ الْجَنَّةِ আরাতের অর্থও তাই। দুনিয়াতে আগবনের পর আদম (আ) থেকে উক্ত করে লেষ নবী (সা) পর্যন্ত প্রতেক পরম্পরারের শরীয়তে গুণ্ঠাল আরুত করা করয় রয়েছে। গুণ্ঠাল

নির্মিল্টকরণে মতভেদ হতে পারে, কিন্তু আসল করম সকল শরীরতে বীকৃত হিল। নারী-পুরুষ নির্বিশেষে প্রত্যেক মানুষের উপর এটা করম, কেউ দেখুক অথবা না দেখুক। এ করণে প্রয়োজনীয় বস্তু থাকা সত্ত্বেও হনি কেউ অজ্ঞান রাখিতে উচিত হয়ে নামায পড়ে, তবে এ নামায সর্বসম্মতিক্রমে নাজারেয়, অথচ তাকে কেউ উচিত অবস্থায় দেখেনা। (বাহর রামেক) অনুরাগতাবে কেউ দেখে না, এরাগ নির্জন জাগ্রতার নামায পড়লে হনি উপত্যক খুলে থাক, তবে নামায ফাসেদ হবে থাবে।

নামাযের বাইরে মানুষের সাথে উপত্যক আহত করা বে করম, এ ব্যাপারে কানও বিষয় নেই; কিন্তু নির্জনতারও শরীরত সিঙ্গ অথবা প্রাণবাসিঙ্গ প্রয়োজন ব্যতি-রোকে উপত্যক খুলে বসো জারেয় নহ। এটাই বিশুল্প উচি।—(বাহর)

এ হচ্ছে উপত্যক আহত করার বিধান, যা ইসলামের কর থেকে বরং সূলিতে প্রথম দয় থেকে করম এবং এতে নারী-পুরুষ উভয়ই সমান। প্রকাশ ও নির্জনতারও সমান করম।

কিন্তু পর্দা এই যে, নারীরা বেগোনা পুরুষের দৃষ্টির আঢ়াজে থাকবে। এ ব্যাপারেও একটুকু বিষয় সকল পরম্পর, সচ্চাম ও অভিজ্ঞাত প্রেৰীর অধ্যে সমাজের বীকৃত হিল যে, বেগোনা পুরুষদের সাথে নারীদের অবাধ যোগাযোগ হতে পারে না। কোরআনে উলিবিষ্ট হফরাত শোকাইব (আ)-এর কন্যাদের উপরে বর্ণিত ঘটনা থেকে জানা যায় যে, সে যুগে এবং তাঁর শরীরতেও নারী-পুরুষের কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে চলা এবং অবাধ যোগাযোগ পছন্দনীয় হিল না। পুরুষদের সাথে যোগাযোগ জরুরী হল, এখন কোন কাজই নারীদেরকে সোগর্দ করা হত না। মোট কথা, এ থেকে জানা যায় যে, নারীদেরকে নিয়মিত পর্দার থাকার আদেশ সে যুগে হিল না। অনুরাগতাবে ইসলামের প্রাথমিক যুগেও এরাগ আদেশ হিল না। তৃতীয় অথবা পক্ষম হিজরীতে নারীদের উপর এই পর্দা করম করা হয়েছে।

এ থেকে জানা গেল যে, উপত্যক আহত করা এবং পর্দা করা দু'টি আলাদা আলাদা বিষয়। উপত্যক আহত করা চিরস্তন করম এবং পর্দা পক্ষম হিজরীতে করম হয়েছে। উপত্যক আহত করা নারী-পুরুষ উভয়ের উপর করম এবং পর্দা কেবল বেগোনা পুরুষদের উপরিভিত্তিতে করম। এই বিবরণ লিপিবদ্ধ করার কারণ এই যে, উভয় বিষয়কে মিশ্রিত করে দেওয়ার কারণে কোরআনের বিধানাবলী বোঝার ক্ষেত্রে অনেক সল্লেহ দেখা দেয়। উদাহরণত নারীর মুখ্যগুল ও হাতের তাঁজ সকলের মতেই উপত্যক বহিকৃত। তাই নামাযে এগুলো থোকা থাকলে নামায সকলের মতেই জায়েয়। এ দু'টি অঙ্গ কোরআন হাদীসের বর্ণনা অনুযায়ীই বাতিক্রমভূত। কিন্তু বিদ্যগ কিছাসের মাধ্যমে পদ্মুপণকেও এগুলোর অতির্ভুত করেছেন।

কিন্তু বেশীমান পুরুষের কাছে পর্দার ক্ষেত্রেও মুখমণ্ডল এবং হাতের তালু ব্যক্তি-
গতভূত কি না, এ ব্যাপারে অভ্যন্তর আছে। সুরা মুরের **وَنَزَّلْنَا عَلَيْكُمْ مِنْ رَحْمَنِنَا**

مَّا আস্তে এ সমর্কে আজোচনা করা হয়েছে।

শরীরতত্ত্বসত্ত্ব পর্দার ক্ষেত্র ও বিধানবজীর বিবরণ ; পর্দা সমর্কে কোরআন পাকের সামগ্রী আঠাত ও সপ্তদশ হানীসের সারকথা এই যে, শরীরতের আসল কাম্য ব্যক্তি-পর্দা অর্থাৎ নারী সঙ্গ ও তাদের পতিবিধি পুরুষের দৃষ্টি থেকে পোগন থাকা। এটা শুধু চলুঁচ্ছাঁচীর অথবা তাঁবু ও বুলত পর্দার মাধ্যমে হতে পারে। এছাড়া পর্দার অন্ত প্রকার বর্ণিত হয়েছে, সবগুলো প্রয়োজনের ভিত্তিতে এবং প্রয়োজনের সাথে লক্ষ্যভূত।

এভাবে ব্যক্তি-পর্দা হচ্ছে পর্দার প্রথম ক্ষেত্র, যা শরীরতের আসল কাম্য এবং শার অর্থ নারীদের পৃথক অবস্থান করা। কিন্তু ইসলামী শরীরত একটি সর্বাজীন ও পুরুষ ব্যবহা বিধান এতে আবব প্রয়োজনের সকল দিকই বিবেচিত হয়েছে। বলা-
বাজ্য, নারীদের পৃথক থেকে বের হওয়ার প্রয়োজন দেখা দেওয়া অবশ্যিক। এর অন্য
পর্দার বিভাগ ক্ষেত্র কেবলআন ও সুস্থানের দৃষ্টিতে একপ যন্তে হয় যে, নারীরা আগামসন্তাক
বোরকা অথবা জরু চাদরে আহত করে বের হবে। পথ দেখার অন্য চাদরের ভিত্তির
থেকে একটি চকু খোজা স্থানে অথবা বোরকাক ঢোকের সামনে জাঁজি ব্যবহার করবে।
প্রয়োজনের ক্ষেত্রে পর্দার এই বিভাগ স্থানের ব্যাপারেও আজিয় ও কিকাহ বিসগথ একমত।

কল্পক রেওয়ারেত থেকে পর্দার কৃতীয় একটি ক্ষেত্র আনা থাক, আতে সাহাবী,
তাবেরী ও কিকাহবিসগথ বিভিন্ন অন্ত পোষণ করেন। তা এই যে, নারীরা যথম প্রয়ো-
জনে পৃথক থেকে বের হবে, তখন মুখমণ্ডল এবং হাতের তালু ও মানুষের সামনে ধূলাতে
পারবে যদি দেহ আহত থাকে। পর্দার এই ক্ষেত্রয়ের বিবরণ নিম্নে প্রদত্ত হল :

প্রথম ক্ষেত্র পৃথক মাধ্যমে ব্যক্তি-পর্দা : কোরআন ও সুয়াহর দৃষ্টিতে এ
ক্ষেত্রই আসল কাম্য। সুরা আহয়ের আজোচ **وَنَّا سَالِتْمُونَ مَنْا عَافَى سَلْلُو**

وَنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابِ আঠাত এর উচ্চল প্রয়োগ। আরও উচ্চল প্রয়োগ হচ্ছে এ

সুরারই ক্ষেত্র আঠাত। **وَقَرَنْ فِي بَيْوَنْكِنْ** এসব আস্তের নির্দেশ রসূলুল্লাহ (সা)
বেভাবে বাস্তবায়িত করেছেন, আতে বিশ্বাসি আরও সম্পর্কগে সামনে এসে থাক।

উপরে বলা হয়েছে যে, পর্দা সম্পর্কে প্রথম আয়োজ হয়রত মুন্নবি (রা)-এর বিবাহের সময় অবস্থার্থ হয়েছে। হয়রত আয়োজ (রা) বলেন, আমি তখন রসূলুল্লাহ (সা)-র কাছে উপস্থিত ছিলাম। কলে পর্দার এই ঘটনা আমি সর্বাধিক ভাল আছি। আয়োজ অবস্থার্থ হওয়ার পর রসূলুল্লাহ (সা) পুরুষদের সামনে একটি ঠাসের টালিয়ে হয়রত যফনবি (রা)-কে তাঁর ডেডের আয়োজ করে দেন—বৌরকা অথবা তাদের আয়োজ করেন নি। শানে নুয়ুজের ঘটনায় হয়রত উমর (রা)-এর যে উকি উপরে বর্ণিত হয়েছে, তা থেকেও আনা যায় যে, তাঁর উদ্দেশ্য ছিল নবী-গান্ধীগণ পুরুষদের দৃষ্টি থেকে দূরে অপর মহলে থাকুন। **تَأْرِيرُ جُبَيْرٍ وَالْفَاجِرِ**

সহীহ বুখারীতে হয়রত আয়োজ (রা)-র রেওয়ায়েত মুত্তা মুছ অধ্যায়ে বর্ণিত আছে যে, হয়রত যায়েদ ইবনে হারিসা, জাফর ও আবদুল্লাহ ইবনে রাওয়াহ (রা)-র শাহাদাতের সংবাদ শখন মদীনায় পৌঁছে, তখন রসূলুল্লাহ (সা) মসজিদে উপস্থিত ছিলেন। তাঁর চাখেমুখে তীব্র দুঃখ ও কল্পের ঠিক পরিস্কৃত ছিল। হয়রত আয়োজ (রা) বলেন, আমি গৃহের ভিতর থেকে সরজার এক ছিপ দিয়ে এই দৃশ্য অবলোকন করছিলাম।

এ থেকে প্রয়াপিত হয় যে, হয়রত আয়োজ (রা) এই বিপুরির সমরও বৌরকা পরিধান করত বাইরে এসে সমাবেশে ষোগনীয় করেন নি, বরং সরজার ছিপ দিয়ে সজাহল পরিদর্শন করেন।

‘বুখারী কিতাবুল খাগাষী’ ‘ওমরাতুল কাব্যা’ অধ্যায়ে হয়রত আয়োজ (রা) তায়োপুত্র ওরওয়া ইবনে বুয়ায়ের ও আবদুল্লাহ ইবনে উমর (রা) সম্পর্কে বর্ণিত আছে যে, তাঁরা মসজিদে নববৌতে হয়রত আয়োজ (রা)-র কক্ষের বাইরে নিকটবর্তী স্থানে উপস্থিত ছিলেন এবং রসূলুল্লাহ (সা)-র ওয়রা সম্পর্কে পরল্পরে বাক্যালাপ করেছিলেন। ইবনে উমর (রা) বলেন, ইতিমধ্যে আয়োজ হয়রত আয়োজ (রা)-র যেসওয়াক করার ও পেলা সাফ করার আওয়াজ কক্ষের ভিতর থেকে উন্মত্তে পেজায়। এ রেওয়ায়েত থেকেও আনা যায় যে, পর্দার আয়োজ অবস্থার্থ হওয়ার পর নবী-গান্ধীগণ গৃহে থেকে পর্দা করার নীতি অবজার্ব করেছিলেন।

অনুরাগভাবে বুখারীর তায়েক মুছ অধ্যায়ে বর্ণিত আছে যে, রসূলুল্লাহ (সা) পানির এক পানে কুঁজি করে আবু মুসা আশআরী ও বেলাজ (রা)-কে তা পান করতে ও মুখমণ্ডে জাগাতে দিলেন। উল্লম্ব মু'মিনীন হয়রত উল্লেম সালবা (রা) পর্দার আড়াল থেকে এই দৃশ্য দেখেছিলেন। তিনি ভিতর থেকে আওয়াজ দিয়ে সাহাবীবুরকে বলেন, এই তাবারককের কিছু অংশ তোমদের জনবীর (অর্ধাং জামার) জন্মও রেখে দিও।

এ হাদীসটিও সচ্য দেয় যে, পর্দা অবস্থার্থের পর নবী-গান্ধীগণ গৃহে এবং পর্দার অভ্যন্তরে থাকতেন।

আত্মা : এ হাদীসে আরও একটি প্রধিধানমোগ বিষয় এই যে, নবী-পঞ্জীগণও অন্যান্য মুসলিমাদের নাম রসূলুল্লাহ (সা)-র ভাবারকরকের জন্য আগ্রহান্বিত ছিলেন। এটাও রসূলুল্লাহ (সা)-র পৰিষ সভার বৈশিষ্ট্য ছিল। নতুনা জীব সাথে সামীর যে আবাধ সম্পর্ক থাকে, তার পরিপ্রেক্ষিতে সামীর প্রতি এ ধরনের সম্মান ও ভক্তি প্রকাশ করাবলৈ অসম্ভব।

বুঝাইয়ার কিডাবুজ আসবে ইয়েরত আনাস (রা) থেকে বর্ণিত আছে যে, একবার তিনি ও আবু তাজহা (রা) রসূলুল্লাহ (সা)-র সাথে কোথাও গথনরত ছিলেন। রসূলুল্লাহ (সা) উচ্চ সওদার ছিলেন এবং তাঁর সাথে ছিলেন উল্লম্ব মু'মিনীন হয়রত সাফিয়া (রা)। পথিমধ্যে হঠাৎ উচ্চ হোচ্চট থেকে তাঁরা উভয়েই হাতিতে পড়ে পেলেন। আবু তাজহা রসূলুল্লাহ (সা)-র কাছে যেমনে বললেন, আমার জীবন আগনার জন্য উৎসর্প হোক, আপনি কোন জাহানত পাননি তো? তিনি বললেন, না। তুমি সাফিয়া (রা)-র থের নাও। আবু তাজহা (রা) পথিমধ্যে বজ আরা নিজের খুখযন্ত্র আব্লত করেছেন, অন্তপর হয়রত সাফিয়া (রা)-র কাছে পৌছে তাঁর উপর কাপড় রেখে দিলেন। তিনি উচ্চে সাঁড়ালেন এবং আবু তাজহা (রা) তাঁকে পর্মাহৃত অবস্থারই উচ্চ সওদার করিয়ে দিলেন।

এই আকর্ষিত্বক দুর্ঘটনার মধ্যেও সাহাবারে কিরাম এবং নবী-পঞ্জীগণের পর্মাহৃত সহজ প্রয়াস এবং উন্নতের প্রতিই ইঙ্গিত বহন করে।

তিমিয়া বর্ণিত হয়রত আবদুল্লাহ ইবনে মসউদ (রা)-এর বাচনিক রেওয়ায়েতে **إِذَا خَرَجْتَ أَصْرَفْتَ الْمُرْسَلَاتِ** । س্তর ফালশেট অর্থাৎ নারী অধন পৃথ থেকে বের হয়, তখন শরতান তাকে তাক করে নের (অর্থাৎ তাকে অনিষ্ট সাধনের উপায় হিসাবে প্রহপ করে)।

وَأَقْرَبَ : ইবনে খুয়ায়া ও ইবনে হাব্রান এ হাদীসে আরও বর্ণনা করেন: **وَجَدَ رَجُلًا وَهِيَ فِي قَعْدَتِهَا** অর্থাৎ নারী তার গাজনকর্তার সর্বাধিক মিকটে তখন থাকে, শখন সে তাক পৃথের অভ্যন্তরে অবস্থান করে।

এ হাদীসেও সাক্ষা আছে যে, পৃথে অবস্থান করা এবং বাইরে না যাওয়াই নারীদের আসল কাজ। (প্রমোজনের ক্ষেত্রে এর ব্যতিক্রম।)

لِيسَ لِلنِّسَاءِ نَهِيبُ فِي الظَّرْفِ । অর্থাৎ এক হাদীসে রসূলুল্লাহ (সা) বলেন: **إِنَّ شَفَاعَةَ** অর্থাৎ নিরপাপ হওয়া হাতু নারীদের বাইরে যাওয়ার বৈধতা নেই।

হয়রত আলী (রা) বর্ণনা করেন, আমি একদিন শখন রসূলুল্লাহ (সা)-র কাছে উপ-
اِنْ شَفَاعَةَ হিলাম, তখন তিনি সাহাবারে কিরামকে প্রাপ করালেন, **وَغَيْرَ لِلْمُرْسَلِ** । অর্থাৎ নারীদের জন্য উচ্চ কি? সাহাবারে কিরাম তুগ রইলেন—কোন অওয়াব

সজেন না। অঙ্গর আমি পৃথে পৌছে কাটেমা (রা)-কে এই শর করলে তিনি বলবেন :
 تَعْلَمُونَ لَرْجَالٍ وَلَا رِجْلَنَّ أَرْبَعَ نَارِيَّةَ অর্থাৎ নারীদের জন্য উচ্চম এই যে, তারা
 পুরুষদেরকে দেখবে না এবং পুরুষরাও তাদেরকে দেখবে না। আমি তার এই অওয়াব
 رَسْلُوَّاهُ (সা)-র গোচরীভূত করলে তিনি বলবেন : مَدْفَنٌ أَنْهَا بِفَعْلَتِي
 অর্থাৎ সে সত্তা বলবে। সে তো আমারই অংশ বিলেব।

নবী-পঞ্জিপথ কেবল বোরকা চাপড়ের পর্দাই করতেন না—বরং তাঁরা সকলেও
 উচ্চের পিঠে হাওদার থাকতেন। হাওদার উগবিলট অবস্থার তা উচ্চের পিঠে তুলে দেওয়া
 হত এবং এমনিভাবে নামাবো হত।

আরোহীর জন্য হাওদা পৃথের ন্যায় হয়ে থাকে। হাওদার অবস্থানই অগবাদের
 ঘটনার হয়রত আয়েশা (রা)-র জন্মে থেকে হাওদার বাস্থ হয়েছিল। কাছেলা
 রাওয়ানা হওয়ার সময় হয়রত আয়েশা (রা) হাওদার আছেন—এই মনে করে খাদিয়রা
 হাওদাটি উচ্চের পিঠে তুলে দেব। বাস্থাবে তিনি তাতে ছিলেন না, বরং আকৃতিক প্রয়োজনে
 বাহিরে গিয়েছিলেন। এই তুল বোরকাবুবির মধ্যে কাছেলা রাওয়ানা হয়ে যাব এবং
 উচ্চম মুভিনী হয়রত আয়েশা (রা) অঙ্গে এককিনী থেকে আন।

এ ঘটনাটিও এ বিষয়ের পতিশালী সাক্ষী যে, রস্লুজ্জাহ (সা) এবং তাঁর পঞ্জিপথ
 পর্দার অর্থ এটাই বুঝেছিলেন যে, মারীরা পৃথের অভ্যন্তরে থাকবে এবং সকলে গেজে
 হাওদার অভ্যন্তরে থাকবে। তাদের বাতিসংজ্ঞা পুরুষের সামনে গড়বে না। সকলে
 অবস্থানকালে পর্দার এই শুরুত থেকে অনুযান করা যাব যে, বাতিসের অবস্থানকালে
 কাত্তুলুক শুরুত হবে।

বিড়ীর জর বোরকার মাধ্যমে পর্দা : প্রয়োজনের ক্ষেত্রে নারী পৃথ থেকে বের
 হলে কোন বোরকা অফো লঘা চাদর দ্বারা আপাসমন্তক আহুত করে বের হওয়ার বিধান
 রয়েছে। এর প্রয়োগ সুরা আহমাবের এই আয়াত :

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لَا زَرِّ وَبَنِّكَ وَنِسَاءُ الْمُؤْمِنِينَ يُدْبِغُونَ

مَلِيلُونَ مِنْ جَلَابِعِهِنَّ -

হে নবী! আপনি আপনার পঞ্জিপথকে, কন্যাগণকে এবং মুসলিমানদের ত্বাদেরকে
 বলুন, তাঁরা যেন ‘জিজ্বাব’ ব্যবহার করে। ‘জিজ্বাব’ সেই জঘা চাদরকে বলা হয়,
 যাহারা নারীর আপাসমন্তক আহুত হয়ে যাব।

ইবনে জরীর হয়রত ইবনে আব্বাস (রা) থেকে ‘জিজ্বাব’ ব্যবহারের প্রকৃতি
 এই বর্ণনা করেছেন যে, মারীর মুখমণ্ডল ও নাকসহ আপাসমন্তক এতে তাকা থাকবে

এবং পথ দেখাব জন্য কেবল একটি চক্ষু খোলা রাখবে। এ আরাতের পূর্ণ তফসীর স্থানান্তরে বর্ণিত হবে। এখানে যা উদ্দেশ্য তা বর্ণিত হবে গেছে।

প্রয়োজনের ক্ষেত্রে এরপ পর্যাও কিকাহবিদগ্ধের অক্ষমত্যে আয়োজ। কিন্তু সহীহ হালীসজ্ঞায়ে এই গহ্বা অবস্থান করার উপর কিছু বিধিনিষেধ আয়োগ করা হয়েছে, যেখন সুগভি ব্যবহার করে বের হবে না। সব করে এমন আশৎকার পরিধান করে বের হবে না, পথের কিনারা দিয়ে চলবে এবং পুরুষদের ভিড়ে প্রবেশ করবে না ইত্যাদি।

সর্বার হৃতীয় কর, যাতে কিকাহবিদগ্ধের অত্যন্ত ক্ষয়ের সেটা এই যে, সমস্ত দেহ আবৃত থাকবে, কিন্তু মুখমণ্ডল ও হাতের তালু খোলা থাকবে। হীরা মুখ-
মণ্ডল ও হাতের তালু আরা *لَا مَا ظهرَ مِنْهَا* ! কালেক্টর তফসীর কর্তৃম, তাঁদের অত্য-
একজো খোলা রাখা আয়োজ। হয়বত ইবনে আবুস থেকে তাই বর্ণিত আছে। পক্ষান্তরে
হীরা বোরকা, চাদর ইত্যাদি আরা তফসীর করেন, তাঁরা একজো খোলা নোজারের মনে
করেন। হয়বত ইবনে যসউদ (রা) থেকে তা-ই বর্ণিত আছে। হীরা আয়োজ বলেছেন,
তাঁদের অত্যও অনর্থের আশৎকা না থাকা শর্ত। নারী-ক্লাপের ক্ষেত্রে তার মুখমণ্ডল।
তাই একে খোলা রাখার মধ্যে অনর্থের আশৎকা না থাকা পুরুষ বিদ্রূপ ঘটনা হবে। তাই
পরিপায়ে সাধারণ অবস্থায় তাঁদের কাছেও মুখমণ্ডল ইত্যাদি খোলা আয়োজ নয়।

ইসাম চতুর্থটারের অধো ইসাম শাফেকী, আলেক, আহয়দ ইবনে হাসান—এই তিনি
জন প্রথম মহাব অবস্থান করে মুখমণ্ডল ও হাতের তালু খোলার কোন অবস্থাতেই
অনুমতি দেন নি—অনর্থের আশৎকা হোক বা না হোক। ইসাম আয়োজ অবু হানৌফা
(র) অনর্থের আশৎকা না থাকার শর্ত বিতোর সহচর অবস্থান ক্ষয়ের ক্ষেত্রে
মুখমণ্ডল ও হাতের তালু খোলার অনুমতি দেন নি। এখানে অনর্থের আশৎকায় নিষে-
ধাজীর বিধান সংস্কৃত হানাফী ব্যবহারের কয়েকটি স্তোত্রায়েত উল্লিখ করা হচ্ছে :

أعلم أنة لا ملا زمة نبین کونة ليس عورة و جواز النظر اليه فحصل
النظر منوط لعدم خشية الشهوة مع انتفاء العورة و لذا حرم النظر الى
وجهها و وجه الامرأة اذا شک في الشهوة و لا عورة -

কোন অবশ্যতামের অক্ষুত্ত আ হজেই তার দিকে সৃষ্টিপাত্র করা আয়োজ হয়ে
ঘাবে না। কেননা, সৃষ্টিপাত্রের বৈধতা কামত্বাব না হওয়ার উপর নির্ভরশীল; যদিও
মেই অবশ্যতামের অক্ষুত্ত নয়। এ কারণেই সেগামা নারীর মুখমণ্ডল অথবা কোন
শ্যামুবিহীন বাজকের মুখমণ্ডলের দিকে সৃষ্টিপাত্র করা হীরাম যদি কামত্বাব হওয়ার
আশৎকা থাকে, অথচ মুখমণ্ডল শৃষ্টামের অক্ষুত্ত নয়।—(ক্ষত্তজ কাদীর)

এ উচ্ছিতি থেকে কামত্বাবের আশৎকাৰু শক্তীৱাও আনা গেজ মে, কাৰ্য্যত কাম-প্ৰভূতি থাকা জন্মৰূপ নহ, বৰং একাপ ধাৰণা সৃষ্টি হওয়াৰ সমেহ থাকাই হৰ্ষেষ্ট। একাপ সমেহ থাকলৈ কেবল দেখানা নাহীই নহ, বৰং মন্ত্ৰবিহীন বাজকেৰ মুখমণ্ডলেৰ দিকে সৃষ্টিপাত কৱাও হাজাম। ধাৰণা সৃষ্টি হওয়াৰ ব্যাখ্যা ‘জামেউৰ কুমুৰে’ এই কৱা হৰেছে যে, যেনে তাৰ নিকটবৰ্তী হওয়াৰ অবগতা সৃষ্টি হৰে থাওকা। বলা বাছলা মনে একটুকু প্ৰথগতা সৃষ্টি হৰে না—এটা পূৰ্ববৰ্তী যনীয়োগণেৱ সহজকালেও বিৱৰণ হিল। হাদীসে আছে, একবাৰ হৰত ফহলকে জনেকা নাহীৰ দিকে ভাকিয়ে থাকলে দেখে রসুজুহাহ (সা) অহতে তাৰ মুখমণ্ডল আন্দা দিকে চুৱিয়ে দিবেছিলেন। এটা উপৰোক্ত বিষয়েৰ উচ্ছিত প্ৰমাণ। সুতৰাং বৰ্তমান অনৰ্থেৰ মুগে কে এই আশৎকা থেকে মুক্ত আছে?

শামসুল আহমেড়া ‘সুৱখসী’ এ বিষয়ে পূৰ্বান আলোচনার পৰ জেখেন :

وَهُذَا كُلُّهُ إِذَا لَمْ يَكُنِ النَّظَرُ عَنْ شَهْوَةٍ تَابَ كَانَ يَعْلَمُ أَنَّهُ أَنْ نَظَرٌ
أَشْتَهِي لَمْ يَحْلِ لَهُ الْنَّظَرُ إِلَى شَيْءٍ مِّنْهَا

মুখমণ্ডল ও হাতেৰ তাঙ্গুৰ দিকে সৃষ্টিপাতেৰ বৈধতা কেবল তখন—অখন কামত্বাব সহকাৰে সৃষ্টিপাত না হয়। পক্ষাত্তৰে যদি সে জানে যে, মুখমণ্ডল দেখলে কুখারণা সৃষ্টি হতে পাৰে, তবে তাৰ জন্য নাহীৰ কোন অনেক দিকেই সৃষ্টিপাত কৱা আহমেহ নহ।—(মৰসূত)

আহমামা নাহী ‘রসুল মুহাম্মদ’ কিত্বাবে জেখেন :

فَإِنْ خَافَ النَّثْوَةُ أَوْ شَكَ امْتِنَاعَ النَّظَرِ إِلَى وَجْهِهَا فَتَحِلُّ النَّظَرُ مَقْيَدًا

بعدم الشهوة، إلا انحرام وهذا في زمانهم وأما في زماننا فمنع من الشابة إلا النظر لحاجة كفاف وشهاد دينكم ويشهد وأيضا قال في شرط الصلوة وتحفظ الشابة من كشف الوجه بين رجل لا لائحة صوره بل لخوف الفتنة -

যদি কামত্বাবের আশৎকা অথবা সমেহ হয়, তবে নাহীৰ মুখমণ্ডল দিকে সৃষ্টিপাত কৱা নিষিক হবে। কেননা, কামত্বাব না হওয়াৰ পৰ্যন্ত সৃষ্টিপাত কৱা হাজাজ। এ শৰ্তটি অনুস্থিত হৰে হাজাম। এটা পূৰ্ববৰ্তীসেৱ সময়কালে হিল। কিন্তু আহমাদেৱ মুগে ক্ষেত্ৰে সৰ্বাবহান নাহীৰ দিকে সৃষ্টিপাত কৱা নিষিক; তবে কোন পৰ্যায়ে সৃষ্টিপাত কৱা কিম কথা, বেমন বিচাৰক অথবা সাক্ষী, আৱা কোন ব্যাপারে নাহী সম্পর্কে সাক্ষী অথবা ক্ষয়সাজা দিতে বাধ্য হয়। নাহাবেৰ শৰ্তবলী অধ্যাবে বলা হৰেছে : মুক্তী নাহীদেৱ বেগানা পুৰুষদেৱ সামনে মুখমণ্ডল খোলা নিষিক। এটা এ কাৰণে নহ যে, মুখমণ্ডল উপত্বাবেৰ ক্ষত্ৰুত ; বৰং অনৰ্থেৰ আশৎকাৰ কৰিবলৈ ।

এই আলোচনা ও কিকাহবিদগণের যত্নেদের সার-সংক্ষেপ এই যে, ইমাম সাকেরী, সাকেক ও আহমদ ইবনে হাত্তল মুবত্তী নাবীদের দিকে দৃষ্টিপাত্তকে অনর্থের কারণ মনে করে স্বাবহার নিষিক করেছেন—বাস্তবে অনর্থ হোক বা না হোক। পরীক্ষার অনেক বিধানে এ নবীর পাওয়া যায়। উদাহরণত সফর অভিযান কল্পনাও প্রয়োগ কারণ বিধান সকলকেই কল্পনার ইস্তিবিত্ব করে দেওয়া হয়েছে। কিন্তু এখন সকলের উপরই ক্লাসিকের বিধান নির্ভরশীল। যদি কোন ব্যক্তি সকলে মোটেই কল্পনার সম্মুখীন না হয়, বরং নিজের বাড়িতে চাইতেও আরামে থাকে তবুও নাযাবের কসর ও গ্রোহার ক্লাসিক তাকে শামিল করবে। অনুরূপভাবে নিষ্ঠার আনুষ বেদবর থাকে। কিন্তু অভিযান বাস্তু নিঃসরণ হয়ে যায়। এখন নিষ্ঠাকেই বাস্তু নিঃসরণের ইস্তিবিত্ব করে দেওয়া হয়েছে। এখন কেউ নিষ্ঠা গেজেই তার উপর জোর দে—বাস্তবে বাস্তু নিঃসরণ হোক বা না হোক।

কিন্তু ইমাম আবু হানীফা (র) নাবীর মুখ্যমন্ত্র ও হাতের তালু খোলাকে অনর্থের ইস্তিবিত্ব করেননি; বরং বিধান এবং উপর নির্ভরশীল রয়েছেন যে, যে কেজে নাবীর নিকটব্যতী হওয়ার প্রবণতার আশঙ্কা অথবা সজ্ঞাবনা থাকবে, নাবীর প্রতি দৃষ্টিপাত্ত করা নিষিক হবে এবং যেখানে এরাপ সজ্ঞাবনা নেই সেখানে জায়েম হবে। কিন্তু পুরৈই বলা হয়েছে যে, বর্তমান মুসে এরাপ সজ্ঞাবনা না থাকা বিবরণ। তাই পরবর্তী হানাফী কিকাহবিদগণও অবশ্যেই ইমামবাবের অনুরূপ বিধান দিয়েছেন; অর্থাৎ মুবত্তী নাবীর মুখ্যমন্ত্র ও হাতের তালুর দিকে দৃষ্টিপাত্ত করা নিষিক।

সারবিধা এই দোড়াজ যে, এখন ইমাম চতুর্লক্ষের ঐকযোগে পর্দার ত্ত্বাত্ত্ব কর অর্থাৎ বোরকা, চাদর ইত্যাদি ধারা সমন্ব দেহ আবৃত করে কেবল মুখ্যমন্ত্র ও হাত খোলা রয়ে পুরুষের সামনে আসা নিষিক হয়ে গেছে। কিন্তু বর্তমানে পর্দার কেবল প্রথমোক্ত দুই করাই অবশিষ্ট আছে—এক. নাবীদের পুরুষের অভ্যরণে থাকা, বিনা প্রয়োজনে বাইরে বের না হওয়া। দুই. বোরকা ইত্যাদি পরিধান করে বের হওয়া—প্রয়োজনের সময়ে ও প্রয়োজন পরিমাণে।

আস“আলা : পর্দার উলিবিত বিধানাবলীতে কিন্তু ব্যক্তিক্রমও রয়েছে। উদাহরণত মাহুরায় পুরুষ পর্দার আওতা বহিভূত এবং অনেক হজা নাবীও পর্দার সাধারণ বিধান থেকে কিন্তু বাইরে। এগুলোর বিবরণ কিছুটা সুরা মূরে বলিত হয়েছে এবং কিছুটা সুরা আহমাবের ব্যক্তিক্রম সংজ্ঞিত আঘাতে গ্রহণ করা হবে।

إِنَّ اللَّهَ وَمَلِكُنَّتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا بَيْهَا الَّذِينَ أَمْنُوا صَلَوًا
عَلَيْهِ وَسَلَمُوا تَسْلِيمًا

(৫৬) আলাহ ও তাঁর কেরেশতাদেশ নবীর প্রতি রহস্য প্রেরণ করেন। এই কুরিন-পথ। তোমরা নবীর জন্য রহস্যতের করে দোক্ষা কর এবং তাঁর প্রতি সাজাম ক্ষেত্রগ কর।

চক্ষুরের সাক্ষণ্য

বিচ্ছিন্ন আঝাহ্ ও তাঁর ফেরেশতাগণ পরগুর, (সা)-এর প্রতি রহমত প্রেরণ করেন। হে শু'মিনগণ! তোমরাও তাঁর জন্য রহমতের দোষা কর এবং খুব সাজাম প্রেরণ কর (যাতে তোমাদের তাঁর প্রতি ভক্তি প্রদর্শনের কর্তব্য পালিত হৈ) ।

অস্ত্রবিক জাত্য বিষয়

এর পূর্ববর্তী আঝাতে রসুলুজ্বাহ্ (সা)-র কডিপর বৈশিষ্ট্য ও জাত্য উল্লিখিত হয়েছিল এবং ইসলামে নবী-পরিগণের পর্যায় আলোচিত হয়েছিল। এর পরেও পর্যায় কিছু বিধান বিলিত হবে। মাঝখানে সেই বিষয়ের আদেশ দেওয়া হয়েছে, যার অন্য এসব বৈশিষ্ট্য ও জাত্য দান করা হয়েছে এবং তা হচ্ছে রসুলুজ্বাহ্ (সা)-র মাহাত্ম্য প্রকাশ এবং তাঁর সম্মান, মহকুম ও আনুগত্যের প্রতি উৎসাহ দান।

আঝাতের আসল উদ্দেশ্য হিল মুসলিমানদেরকে রসুলুজ্বাহ্ (সা)-এর প্রতি দরাদ ও সাজাম প্রেরণ করার আদেশ দান করা। কিন্তু তা এভাবে ব্যাখ্য করা হয়েছে যে, প্রথমে আঝাহ্ দ্বয় নিজের ও তাঁর ফেরেশতাগণের দরাদ পাঠানোর কথা উল্লেখ করেছেন। অতএব সাধারণ শু'মিনগণকে দরাদ প্রেরণ করার আদেশ দিয়েছেন। একে তাঁর মাহাত্ম্য ও সম্মানকে এত উল্লেখ করে ধরা হয়েছে যে, রসুল (সা)-এর শানে যে কাজের আদেশ মুসলিমানদেরকে দেওয়া হয়, সে কাজ দ্বয় আঝাহ্ ও তাঁর ফেরেশতা-গণও করেন। অতএব যে শু'মিনগণের প্রতি রসুলুজ্বাহ্ (সা)-র অনুপ্রহের জন্য নেই, তাদের তো এ কাজে খুব যত্নবান হওয়া উচিত। এ বর্ণনাজীর্ণ আরও একটি উপকারিতা এই যে, এতে করে দরাদ ও সাজাম প্রেরণকারী মুসলিমানদের একটি বিরাট প্রেরণ প্রযোগিত হয়েছে। কেবল আঝাহ্ তা'আজা তাদেরকে এমন এক কাজে শরীক করে নিয়েছেন, যা তিনি নিজেও করেন এবং তাঁর ফেরেশতাগণও।

সাজাত ও সাজামের অর্থঃ আরবী ভাষায় সাজাত শব্দের অর্থ রহমত, দোষা, প্রশংসাকৌর্তন। আঝাতে আঝাহ্ তা'আজাৰ প্রতি যে সাজাত সম্পূর্ণ করা হয়েছে এর অর্থ তিনি রহমত নামিত করেন। 'ফেরেশতাগণ সাজাত প্রেরণ করেন' কথার অর্থ তাঁরা রসুলুজ্বাহ্ (সা)-র জন্য রহমতের দোষা করেন। আর সাধারণ শু'মিনদের কর্তৃক থেকে সাজাতের অর্থ দোষা ও প্রশংসাকৌর্তনের সমষ্টি। শুক্ষীরবিদগ্ধ এ অর্থই রিখেছেন। ইয়াম বুখারী আবুল আলিয়া থেকে বর্ণনা করেন যে, আঝাহ্ তা'আজাৰ সাজাতের অর্থ রসুলুজ্বাহ্ (সা)-এর সম্মান ও ফেরেশতাগণের সামনে প্রশংসাকৌর্তন করা। আঝাহ্ পক্ষ থেকে রসুলুজ্বাহ্ (সা)-র সম্মান দুনিয়াতে এই যে, তিনি তাঁর নাম সমূলত করেছেন। কলে আবান, ইকামত ইত্যাদিতে আঝাহ্ র নামের সাথে সাথে তাঁর নামও শামিজ করে দিয়েছেন, তাঁর ধর্ম পৃথিবীতে ছড়িয়ে দিয়েছেন, প্রবল করে-ছেন; তাঁর শরীরত্বের কাছে কিছাইত গর্ভত অব্যাহত রেখেছেন এবং তাঁর শরীরত্বের

হিকায়তের দারিদ্র নিজে শ্রদ্ধ করেছেন।—পক্ষান্তরে পরাকামে তাঁর সম্মান এই যে, তাঁর স্থান সমগ্র সৃষ্টির উর্ধ্বে রয়েছেন এবং যে সময় কোন পরম্পরার ও কৈরেশ্বরার সুপারিল করার ক্ষমতা থাকবে না, তখনও তাঁকে সুপারিশের ক্ষমতা দিয়েছেন, যাকে ‘মাকামে-মাহমুদা’ বলা হয়।

এই অর্থসূচিট প্রথ দেখা দিতে পারে যে, হাদীস অনুযায়ী দর্শন ও সাজামে রসূলুল্লাহ (সা)-এর সাথে তাঁর বংশধর ও সাহাবীগণকেও শামিল করা হয়। কাজেই আল্লাহর সম্মান ও প্রশংসনীয়তমে তাঁর সাথে অন্যকে কিরণে শরীক করা আর? এর অওয়াব রহল আ'আনী ইত্যাদি কিত্বাবে এই দেওয়া হয়েছে যে, সম্মান ও প্রশংসনীয়তমের অনেক ক্ষেত্র রয়েছে। তন্মধ্যে সর্বোচ্চ ক্ষেত্র রসূলুল্লাহ (সা) জাত করেছেন এবং এক ক্ষেত্রে বংশধর, সাহাবী এবং সাধারণ মু'মিনগণও শামিল রয়েছেন।

একটি সন্দেহের জওয়াব : এক. সাজাত শব্দ বারা একই সময়ে একাধিক অর্থ রহয়ত, দোষা ও প্রশংসা মেডলাকে পরিভাষায় ‘ওয়েম মুস্তারিক’ বলা হয়, যা কারণ কারণ মতে জারোব নয়। কাজেই এ হলো ‘সাজাত’ শব্দের এক অর্থ নেওয়াই সতত অর্থাৎ রসূলুল্লাহ (সা)-র সম্মান, প্রশংসা ও উত্তেজ্জ্বল। অতএব এটা আল্লাহর পক্ষ থেকে হলো এর সার্ববর্য হবে রহয়ত, কেরেশ্বরগণের পক্ষ থেকে হলো দোষা ও ইতিগঞ্জার এবং সাধারণ মু'মিনগণের তরফ থেকে হলো দোষা, প্রশংসা ও সক্ষমানের সমষ্টিট অর্থ হবে।

‘সাজাম’ শব্দটি খাড়ু, এর অর্থ সাজামত ও নিরাপত্তা। এর উদ্দেশ্য ছুটি, দোষ ও বিপদাপদ থেকে নিরাপদ থাকা। ‘আসসাজামু আলায়কা’ বাক্যের অর্থ এই যে, দোষাত্তি বিপদাপদ থেকে নিরাপত্তা আপনার সঙ্গী হোক। আরবী ভাষার ‘মিয়ামনুযায়ী’ এটা ^{مُلِيٰ} অবায় বাবহারের স্থান নয়। কিন্তু প্রশংসার অর্থ শামিল থাকার কারণে ^{عَلَيْكُمْ} ^{عَلَيْكَ} অবায় বোঝে অথবা ^{عَلَيْكُمْ} ^{عَلَيْكَ} অবায় বলা হয়।

কেউ কেউ এখানে ‘সাজাম’ শব্দের অর্থ নিরেছেন আল্লাহর সত্তা। কেননা, এটা তাঁর সুপ্রয়ত্ব নামসমূহের অন্যতম। অতএব ‘আসসাজামু আলায়কুম’ বাক্যের অর্থ এই হবে যে, আল্লাহ আপনার হিকায়ত ও দেখাখোনার খিলমাদার।

দর্শন ও সাজামের পক্ষতি : হাদীসের সকল কিত্বাবে বর্ণিত এক হাদীসে হয়েছে কা'ব ইবনে আজরা (রা) বক্তব্য : (আমোচ্য আরাত অবতীর্ণ হলে) এক ব্যক্তি রসূলুল্লাহ (সা)-কে বলে, আরাতে বর্ণিত সুটি বিবরের মধ্যে সাজামের পক্ষতি আবরা আনি এবং তা হচ্ছে ^{السلام} ^{عَلَيْكَ} ^{أَبْهَا النَّبِيِّ} বলা। কিন্তু সাজাত তথা দর্শনের নিরয় আবরা আনি না। এটা বলে দিন। তিনি বলেছেন : দর্শনের জন্য তোমরা এ বর্ধাত্মো বলবে :।

اَللّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى اَلْمُلِيْتَنَا عَلَى اِبْرَاهِيمَ
وَعَلَى اَلْمُلِيْتَنَا عَلَى اِبْرَاهِيمَ اَنْكَ حَمِيدٌ مُجَيْدٌ اللّهُمَّ بَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى
اَلْمُلِيْتَنَا كَمَا بَارَكْتَ عَلَى اِبْرَاهِيمَ وَعَلَى اَلْمُلِيْتَنَا اِنْكَ
حَمِيدٌ مُجَيْدٌ

অন্যান্য রোগায়েতে আরও কিছু বাক্য বর্ণিত আছে।

সাহাবারে কিরামের প্রথম কর্ম কারণ সম্বৃদ্ধ এই ছিল যে, সাজায় করার পক্ষে তাদেরকে নামায়ের সাথী হৃষেসে পূর্বেই শেখানো হয়েছিল এবং তা ছিল—
السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته বলা। তাই সাজাতের বাগারে তাঁরা নিজেরা বাক্য রচনা পছন্দ করেন নি, বরং অর্থ রসূলুল্লাহ (সা)-কে জিজাসা করে এর ভাষা ঠিক করেছেন। এ বারান্দেই নামায়ে এ তাসারই দরাদ পাঠ করা হয়। কিন্তু এটা অগ্রিবর্তনীয় নয়। কেননা, অর্থ রসূলুল্লাহ (সা) থেকে দরাদের বিভিন্ন ভাষা বর্ণিত আছে। দরাদ ও সাজায়ের শব্দ সম্বলিত যে কোন ভাষার এ আদেশ পালিত হতে পারে। সেই ভাষা হবল রসূলুল্লাহ (সা) থেকে বর্ণিত হওয়াও জরুরী নয়। বরং যে কোন ভাষ্যে দরাদ ও সাজায় ব্যক্ত করা হলে আদেশ প্রতিপালিত ও দরাদের সওজাব হাসিজ হয়ে থাকে। তবে রসূলুল্লাহ (সা) থেকে বর্ণিত ভাষ্যে দরাদ পাঠ করা হলে যে অধিক ব্যবক্ত ও সওজাবের কারণ হবে, তা অজাই বাহ্য। তাই সাহাবারে কিরাম তাঁর কাছেই দরাদের ভাষা জিজাসা করেছিলেন।

سَمَّاً بِكَاهْ: নামায়ের বৈঠকে উপরে বর্ণিত ভাষায় চিরকাল দরাদ ও সাজায় পাঠ করা সুন্নত। নামায়ের বাইরে রসূলুল্লাহ (সা)-কে সমোধন করা হলে
السلام عليك ورحمة الله وبركاته বলা উচিত; যেমন তাঁর জীবন্ধুর তাই বলা হত।
তাঁর ওকান্দের পর পরিষ্কার রোগার সামনে সাজায় আরম্ভ করা হলেও সুন্নত। এতোভাবে অনুপস্থিত ক্ষেত্রে দরাদ ও সাজায় পাঠ করা হলে এ সম্পর্কে সাহাবী, তাবেরী ও ইমামগণ থেকে অনুপস্থিত পদবাচ্যের ব্যবহার বর্ণিত আছে;
অথা—**صَلِّ عَلَيْهِ وَسَلِّمْ**—হাদীসবিলগণের কিত্বাবসমূহ এ ধার্কে পরিপূর্ণ দেখা থাকে।

দরাদ ও সাজায়ের এই পক্ষতির রহস্য়া: দরাদ ও সাজায়ের যে পক্ষতি রসূলুল্লাহ (সা)-এর উচ্চি ও কর্ম ভাষা প্রয়োগিত আছে, তার সারবৰ্থী এই যে, আমরা সব

মুসলমান তাঁর জন্য আজ্ঞাহ রহমত ও নিরাপত্তার দোষা করব। এখানে প্রথম যে, আজ্ঞাতের উদ্দেশ্য হিজ আমরা অবৈ তাঁর প্রতি সম্মান ও সংযম প্রদর্শন করব; কিন্তু এর পক্ষতি এই বলা হয়েছে যে, আমরা আজ্ঞাহ তা'আজ্ঞার কাছে দোষা করব। এতে ইঙ্গিত রয়েছে যে, রসুলুজ্জাহ (সা)-এর পুরোপুরি সম্মান ও আনুগত্য করার সাথে আয়াদের নেই। তাই দোষা করাই আয়াদের জন্য জরুরী করা হয়েছে।—(জাহজ আ'জানী)

দরাদ ও সালামের বিধানাবলী : নামাযের লেব বৈঠকে দরাদ পাঠ করা সকলের মতে সুন্মতে মোরাজ্জাদাহ। ইহায় শাকেলী ও আহমদ ইবনে হাউজের মতে ওয়াজিব।

আস'জালা : অধিকাংশ ইহায় এ বিষয়ে একমত যে, কেউ রসুলুজ্জাহ (সা)-এর নাম উচ্চারণ করলে অধ্যা উন্মত্তে দরাদ পাঠ করা উয়াজিব হবে যাব। কেবল, হাদীসে একপ ক্ষেত্রে দরাদ পাঠ না করার কারণে শাকিলী বর্ণিত আছে। ডিফিনিশনের এক রেওয়ারেতে রসুলুজ্জাহ (সা) বলেন : **رَضِمْ أَنْفِرْ جَلْ ذَكْرَتْ مَنْدَرْ** ফ্লম বিচ মুন্দি অর্থাৎ সেই বাতিল অপমানিত হোক, যার সামনে আবার নাম উচ্চারণ করা হজ দরাদ পাঠ করে না।

البخيل من ذكرت مندرا فلم يصل على
অন্য এক হাদীসে আছে :
—সেই বাতিল রূপে, যার কাছে আবার নাম উচ্চারণ করা হজ দরাদ পাঠ করে না।

০ একই হাদীসে বাবুর নাম উচ্চারিত হজে একবার দরাদ পাঠ করলেই শুয়াজিব আদায় হবে যাব। কিন্তু প্রত্যেক বার পাঠ করা মুস্তাহীব। মুহাম্মদসপ্তদশ সার্বাধিক রসুলুজ্জাহ (সা)-র নাম উচ্চারণ করতে পারেন। কারণ, হাদীস চৰ্তাই তাঁদের সার্বজনিক কাজ। এতে বাবুর রসুলুজ্জাহ (সা)-র নাম আসে। তাঁরা প্রত্যেক বার দরাদ ও সালাম পাঠ করেন ও জেখেন। সমস্ত হাদীস প্রফুল্ল এর সাক্ষ দেয়। বাবু বাবুর দরাদ ও সালাম জিপিবক করলে কিন্তুবের পৃষ্ঠা সংখ্যা বেঠে যাবে—তাঁরা এ বিষয়েরও পরওয়া করেন নি। অধিকাংশ হোটখাট হাদীসে দু'এক লাইনের পরে এবং কেবল কেবলও এক লাইনেই একাধিক বাবু রসুলুজ্জাহ (সা)-র নাম আসে। কিন্তু হাদীসবিদগ্ধ কোথাও দরাদ ও সালাম বাবু দেন নি।

০ শুধু নাম উচ্চারণ করলে বেয়ন দরাদ ও সালাম শুয়াজিব, তেমনি কলামে জেবার সময়ে দরাদ ও সালাম জেবা শুয়াজিব। এ ক্ষেত্রে সংক্ষেপে 'সা' জেবাতে ব্যবহৃত নন। সম্পূর্ণ দরাদ ও সালাম জেবা হিসেব।

০ দরাদ ও সালাম উভয়টি পাঠ করাই উচ্চয় ও মুস্তাহীব। কিন্তু কেউ উভয়ের মধ্য যে কোন একটি পাঠ করলে অধিকাংশ ক্রিকাহবিদের মতে তাঁতে কোন সোনাহ নেই। ইহায় নভত্তি একে যকুরাহ বলেছেন। ইবনে হাজাৰ হাবুসয়ীর মতে এর অর্থ যকুরাহ তা'নবিহী। আলিমগণ উভয়টিই পাঠ করলেন এবং আবু আবে বে কোন একটিও পাঠ করেন।

୦ ପରମପରଗତ ବ୍ୟାତୋତ କାରଣେ ଅନ୍ୟ ସାଜୀତ ତୁଥା ଦଲ୍ଲାଦ ବ୍ୟବହାର କରିବା ଅଧିକାଳେ ଆଲିମେର ମତେ ବୈଧ ନନ୍ଦା । ଇମାମ ବ୍ୟବହାରକୀ ହସରତ ଇବନେ ଆବସାନେର ଏହି କାଣ୍ଡୋକା ବର୍ଣ୍ଣନା କରିରେହେନ :

لَا يُمْلِي عَلَىٰ أَحَدٍ أَلَا عَلَى النَّبِيِّ مُتَّكِّلٌ إِلَّا حَمَّةٌ وَسَلَمٌ لَكُنْ بِهِ مَنِ
لِلْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَاتِ بِهَا لَا سُنْدَغَةٌ رَ

ଇମାମ ଫାତେହୀ ବଜେନ, ନବୀ ବ୍ୟାତୋତ ଅଗରେର ଅନ୍ୟ ସାଜୀତ ବ୍ୟବହାର କରିବା ଯକ୍ରମାଦ । ଇମାମ ଆଲିମେର ବ୍ୟବହାରଙ୍କ ତାଇ । ତବେ ରମ୍ଜନ୍‌ଆହ୍ (ସା) ଏବଂ ସାଥେ ତୀର ବ୍ୟବହାର କରିବାରେ ଆଶାବାଦୀ ଅଥବା ମୁ'ଦିନଗତେ ଶରୀକ କରାଇ କୋମ ଦୋଷ ନାହିଁ ।

ଇମାମ ଝୁଓରାଇନୀ (ର) ବଜେନ, ସାଜୀତର ନ୍ୟାଯ ସାଜୀତର ନବୀ ବ୍ୟାତୋତ ଅଗରେର ଅନ୍ୟ ବ୍ୟବହାର କରିବା ଆରୋହ ନନ୍ଦା । ତବେ କାଉକେ ସନ୍ତାନପେର ସମ୍ବନ୍ଧରେ مَلِكُمْ! ! ବଜା ଆରୋହ ଓ ସୁରତ । କିନ୍ତୁ ନବୀ ବ୍ୟାତୋତ କୋମ ଅନୁପ୍ରିତ ଘାଞ୍ଚିଲି ନାମେର ସାଥେ ଆଲାଇହିସ୍ ସାଜୀତ ବଜା ଆରୋହ ନନ୍ଦା ।—(ଖାସାରୋସ-ଝୁବରା)

କାହିଁ ଆଶାବ ବଜେନ, ଅନୁଷ୍ଠାନୀ ଆଧିକାରଗତେର ମତେ ଏବଂ ଆଶାବ ମାତ୍ରର ଏଟାଇ ଠିକ । ଇମାମ ଯାତେକ, ସୁଫିଯାମ ପ୍ରମୁଖ କିନ୍କାହ୍‌ବିଦ ତା-ଇ ଅବଳମ୍ବନ କରିରେହେନ । ତୀରଦେର ମତେ ଦଲ୍ଲାଦ ଓ ସାଜୀତ ପରମପରଗତେର ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ—ଅପରେର ଅନ୍ୟ ଆରୋହ ନନ୍ଦା; ଯେମନ ସୋବହାନୀହ ତା-ଆଜା ଇତ୍ତାଦି ଶବ୍ଦ ଆଶାହର ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ । ସାଧାରଣ ମୁସଲମାନଦେର ଅନ୍ୟ କରା ଓ ସନ୍ତିତର ଦୋଷା କରା ଉଚିତ; ଯେମନ କୋରାଆନେ ସାହାବାରେ କିମ୍ବା ସମ୍ପର୍କେ ହେବାର ବଜା ହେବେ ।—(ଜାହଜ-ମା'ଆନୀ)

إِنَّ الَّذِينَ يُبَوِّدُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ كَعَنْهُمُ اللَّهُ فِي الدُّنْيَا وَ
الْآخِرَةِ وَأَعْدَلَهُمْ عَذَابًا مُّهِينًا ۝ وَالَّذِينَ يُبَوِّدُونَ الْمُؤْمِنِينَ
وَالْمُؤْمِنُونَ يَعْيِرُونَ مَا أَنْسَبُوا ۝ فَقَدْ أَحْتَمُلُوا بُعْثَانًا وَلَمْ يَأْمُمُ مُهِينًا ۝

(୫୭) ଆରା ଆଶାହ ଓ ତୀର ରମ୍ଜନକେ କଣ୍ଟ ଦେଇ, ଆଶାହ-ତାଦେର ପ୍ରତି ଇହକାଳେ ଏ ପରକାଳେ ଅତିମର୍ମାତ କରିବାର ଏବଂ ତାଦେର ଅନ୍ୟ ଅନୁତ ଜୋଖମନ ଆବଧାନନ୍ଦର ପାଇଁ ।

(୫୮) ଆରା ବିନ୍ଦୁ ଅଗରୀଥେ ମୁ'ଦିନ ପୁରୁଷ ଓ ମୁ'ଦିନ ନାରୀଦେରକେ କଣ୍ଟ-ଦେଇ, ତାରା ମିଳ୍ଯା ଆପରାଦ ଓ ପ୍ରକାଶ ପାଗେର ବୋକା କରନ କରି ।

তকসীরের সার-সংক্ষেপ

নিচের বারা আলাহ তা'আলা ও তাঁর রসুল (সা)-কে (ইচ্ছাপূর্বক) কষ্ট দেয়, আল্লাহ তা'আলা তাদের প্রতি ইহকালে ও পরকালে অভিসম্পাত করেন এবং তাদের জন্য অবস্থাননাকর খাতি প্রস্তুত রয়েছেন। (এখনিভাবে) যারা মু'মিন পুরুষ ও মু'মিন মার্রীদেরকে কোন (শাস্তিযোগ্য) অপরাধ করা ব্যতীতই কষ্ট দেয়, তারা যিন্হা অপরাধ ও প্রকাল্য পাপের বোকা (নিজেদের পিঠে) বহন করে (অর্থাৎ কর্তৃর মাধ্যমে কষ্ট দিলে তা যিন্হা অপরাধ এবং কর্তৃর মাধ্যমে কষ্ট দিলে তা প্রকাশ পাগ)।

জন্মনিরুক্ত জাত্যে বিষয়

পূর্ববর্তী আলাতসমূহ মুসলমানদেরকে সেসব কাজকর্মের ব্যাপারে হ'ণিয়ার করা হয়েছিল, যেখনো রসুলুল্লাহ (সা)-র জন্য কষ্টদায়ক। কিন্তু সংখ্যাক মুসলমান জনগত অথবা অনবধানভাবগত অনিচ্ছাকৃতজ্ঞাবে এ ধরনের কাজকর্মে জিঃত হত, যেখন দাওয়াত ব্যক্তিরেকেই তাঁর গৃহে চলে যাওয়া অথবা দাওয়াতের নির্দিষ্ট সময়ের অনেক আগে এসে বসে থাকা অথবা যাওয়ার পর পারস্পরিক 'কথাবার্তাফ' মশুশ হয়ে বিজ্ঞ করা ইত্যাদি। এসব কাজের ব্যাপারে **أَيْهَا الَّذِينَ أَسْفَلُوا** ।

أَتَنْذَلُوكُمْ بِيَوْمٍ خَلُوٰ

এসব কষ্ট অনিচ্ছার ও অনবধানভাবগত হয়ে যেত। তাই এ ব্যাপারে কেবল হ'ণিয়ার করাকেই ব্যবেষ্ট ননে করা হয়েছে। কিন্তু আলোচ্য আলাতসমূহে সেই কল্টের উৎসে করা হয়েছে, যা ইসলামের শর্কু কাফির ও মুরাবিকদের পক্ষ থেকে ইচ্ছাপূর্বক রসুলুল্লাহ (সা)-কে দেওয়া হত। এ কারণেই তকসীরের সার-সংক্ষেপে এ ছলে ইচ্ছাপূর্বক ঘৰ্মাতি বাড়ানো হয়েছে। এতে দৈহিক নির্বাসনও দাখিল আছে, যা বিশ্বে, দ্বীপারোপ ও নদী-সঙ্গিগণের প্রতি যিন্হা অথবাদ আরোপ করে তাঁকে দেওয়া হত। এই ইচ্ছাপূর্বক কষ্টদানের কারণে অভিসম্পাত এবং কর্তৃর শাস্তিবাণীও আলাতে উঠিখিল হয়েছে।

আলাতের উক্তে আলাহ তা'আলাকে কষ্টদানের কথা বলা হয়েছে। এর অর্থ এমন কাজকর্ম করা শু কথাবার্তা বলা, যা অভাবত যর্মসীড়ার কারণ হয়ে থাকে। আল্লাহ তা'আলার পবিত্র সত্তা প্রতি প্রহপজনিত সরক ক্রিয়ার ঔর্জ। তাঁকে কষ্ট দেওয়ার সাধ্য কারও নেই। কিন্তু অভাবত পীড়াদায়ক কাজকর্মকে এখানে পীড়া ও কষ্ট বলে ব্যক্ত করা হয়েছে।

এখানে আল্লাহকে কল্ট দেওয়ার উদ্দেশ্য কি, এ ব্যাপারে তফসীরবিদগণের মধ্যে অভিভেদ আছে। কেউ কেউ বলেন, এখামে কল্ট দেওয়ার 'অর্থ' এবন কাজকর্ম ও কথাবার্তা, বেগুলো সম্পর্কে রসুলুল্লাহ (সা) হৌথিকভাবে ব্যক্ত করেছেন যে, এসব কাজ আল্লাহ তা'আলার কল্টের কারণ হয়। উদাহরণগত বিপদাগমের সময় যাহাকাজকে পাশাপাশ দেওয়া। প্রকৃতপক্ষে সরকিলুর কর্তা আল্লাহ তা'আলা। কিন্তু কাজিন্দেরা মহাকাজকে কর্তা মনে করে গালি দিত। কিন্তু এই গালি আসল কর্তা পর্যন্তই পৌছত। কোন কোন রেওয়ায়েতে আছে, প্রাণীদের চির নির্মাণ করা আল্লাহ তা'আলার কল্টের কারণ। সুতরাং আরাহতে আল্লাহকে কল্ট দেওয়ার অর্থ এ ধরনের কথাবার্তা ও কাজকর্ম করা।

অন্য তফসীরবিদগণ বলেন, এখানে প্রকৃতপক্ষে রসুলুল্লাহ (সা)-র কল্ট প্রতিরোধ করা এবং এর জন্য শাস্তিবাপী বর্ণনা করা উদ্দেশ্য। কিন্তু আরাহতে রসুলের কল্টকে আল্লাহর কল্ট বলে বাস্তু করা হয়েছে। কেননা রসুলকে কল্ট দেওয়া প্রকৃতপক্ষে আল্লাহকে কল্ট দেওয়া। এ সম্বর্কিত একটি হাসীস সরে উজ্জেব করা হবে। কেবলআম পাকের পূর্বাপর বর্ণনাদৃষ্টিও এই তফসীরটি অন্তর্ভুক্ত মনে হয়। কারণ পূর্বেও রসুলের কল্ট বর্ণিত আছে এবং পরেও তাই বর্ণিত হবে। রসুলুল্লাহ (সা)-র কল্টই যে আল্লাহ তা'আলার কল্ট, একথা আবশ্যুর রহমান ইবনে মুগাফিলজ মুয়াবী (রা)-র নিষ্ঠেমাত্র রেওয়ায়েত আরা প্রযোগিত হয় :

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ أَكْبَرُ فِي أَمْحَاقِي
لَا تَتَخَذُ وَهْسَمْ غَرْضًا مِنْ بَعْدِي فَمَنْ أَحْبَبْهُمْ فَبِحَبْبِي أَحْبَبْهُمْ وَمَنْ
أَبْغَفْهُمْ فَبِبِيْضِي أَبْغَفْهُمْ وَمَنْ أَذَا هَمْ فَنَدَ أَذَا نَفِي وَمَنْ أَذَا نَفِي فَنَدَ
أَذَا اللَّهُ وَمَنْ أَذَا اللَّهُ يُوْشِكَ أَنْ يَا خَذْ -

রসুলুল্লাহ (সা) বলেন, আমার সাহাবীদের ব্যাপারে তোমরা আল্লাহকে ভয় কর। আমার পরে তাদেরকে সমাজেচনার উচ্চায়তে পরিষ্কৃত করো না। কেননা, যে ব্যক্তি তাদেরকে ভাঙবাসে, সে আমার তাজবাসার কারণে তাদেরকে ভাঙবাসে আর যে তাদের সাথে শর্তু রাখে, সে আমার সাথে শর্তু রাখার কারণে শর্তু রাখে। যে তাদেরকে কল্ট দেয়, সে আমাকে কল্ট দেয়, যে আমাকে কল্ট দেয়, সে আল্লাহকে কল্ট দেয়, যে আল্লাহকে কল্ট দেয়, আল্লাহ সহজই তাকে পাকড়তে করবেন।—(মাঝহামী)

এই হাসীস থেকে আনা পেল যে, রসুলুল্লাহ (সা)-র কল্টের কারণে আল্লাহ তা'আলার কল্ট হয়। অনুমাপভাবে আরও আনা পেল যে, কোন সাহাবীকে কল্ট দিলে অথবা তাঁর প্রতি ধূল্টভা প্রদর্শন করলে রসুলুল্লাহ (সা)-র কল্ট হয়।

এক রেওয়ায়েতে বলা হয়েছে যে, আজোচা আল্লাভাটি হয়েরত আরেশা (রা)-র প্রতি মিথ্যা কল্টক আরোপের ব্যাপারে অবশ্যীর্ণ হয়েছে। হয়েরত ইবনে আব্রাহাম

(রা) বর্ণনা করেন, হয়রত আয়েশা (রা)-র প্রতি যিথ্যা কর্তৃক আরোপের দিন-শোকে আবসূজাহ ইবনে উবাই মুনাফিকের গহে কিছু জোক সমবেত হয়ে এই অগৰাদ প্রচার ও প্রসারিত করার কথার্ভার্তা বলত। তখন রসূলজ্ঞ (সা) সাহাবাদে কিমামের বাহে অভিযোগ লেশ করে বলেন : জোকটি আয়াকে কল্প দেয়। —(মাঝহারী)

কোন কোন দেওয়ালেতে আছে, হয়রত সফিয়া (রা)-র সাথে বিবাহের সময় কিছুসংখ্যক মুনাফিক বিপুর করার আয়াতটি অবর্তীর্থ হয়। সঠিক কথা এই যে, রসূলজ্ঞ (সা)-র অন্য কল্পদাস্তক প্রত্যেকটি বিবাহের পরিপ্রেক্ষিতে আয়াতটি নাযিল হয়েছে। এতে হয়রত আয়েশা (রা)-র প্রতি যিথ্যা অগৰাদ আরোপ এবং হয়রত সফিয়া (রা)-র বিবাহের কারণে বিপুর ও দোষান্বেগ সবই দার্শন আছে। এ ছাড়া সাহাবাদে-কিমামকে মন বজাও এর অক্ষত্ব তু।

রসূলজ্ঞ (সা)-কে যে কোন প্রকারে কল্প দেয়া কুকুরী : যে ব্যক্তি রসূলজ্ঞ (সা)-কে কোন প্রকার কল্প দেয়, তাঁর সত্ত্ব অথবা শুণাবজীতে প্রকাশ অথবা ইঙিতে কোন দোষ বের করে, সে কাফির হয়ে যাব। আয়োচ্য আয়াতদৃষ্টে তাঁর প্রতি আলাহ তা'আলার অভিসম্মত ইহকাজেও হবে এবং পরকাজেও। —(মাঝহারী)

বিভীর আয়াতে বলা হয়েছে যে, যে কোন একজন মুসলিমানকে কল্প ও যিথ্যা অগৰাদ দেওয়া হারায়—এদি তাঁরা আইনত এর ঘোগ্য না হয়। সাধারণ মুসলিমান-দের ক্ষেত্রে এ কথাটি শুভ করার কারণ এই যে, তাদের মধ্যে কারও কোন অগৰমে অভিত হওয়ারও আবশ্যক আছে, যার প্রতিক্রিয়ার ক্ষেত্রে তাঁকে কল্প দেওয়া শরীরের আইনে আয়োথ্য। প্রথম আয়াতে আলাহ ও রসূলকে কল্প দেওয়ার ব্যাপার ছিল। তাই তাঁকে উপরোক্ত শৰ্ত শুভ করা হয়নি। কারণ সেখানে কল্প দান বৈধ হওয়ার কোন সংক্ষেপনাই নেই।

কোন মুসলিমানকে শরীরসম্পত্তি কারণ ব্যক্তিকে কল্প দেওয়া হারায় :
 أَلَذِينَ يُوْزِونَ الْمُؤْمِنِينَ إِنَّمَا مِنْهُنَّ الظَّالِمُونَ
 آরাত আরা কোন মুসলিমানকে শরীরস-
 সম্পত্তি কারণ ব্যক্তিকে কল্পদানের বৈধতা প্রমাণিত হয়েছে। রসূলজ্ঞ (সা) বলেন :
 الْمُسْلِمُ مِنْ سَلَمِ الْمُسْلِمِينَ مِنْ لِسَانَةِ وَبِدَةٍ وَالْمُؤْمِنُ مِنْ النَّاسِ
 عَلَى دِمَائِهِمْ وَأَمْوَالِهِمْ -

কেবল সে-ই মুসলিমান, যার হাত ও মুখ থেকে অন্য মুসলিমানগণ নিরাপদ থাকে, কেউ কল্প পায়না। কেবল সে-ই মুমিন, যার কাছ থেকে আনুষ তাদের শৰ্ত ও ধনসম্পদের ব্যাপারে নিরাপত্ত থাকে। —(মাঝহারী)

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لَا زَوْجَكَ وَبَنِتَكَ وَنِسَاءُ الْمُؤْمِنِينَ يُذْهِبُنَّ عَلَيْهِنَّ
 مِنْ جَلَابِيْهِنَّ ذَلِكَ أَدْنَى أَنْ يُعْرَفَ فَلَا يُؤْذِيْنَ وَكَانَ اللَّهُ عَفُورًا
 رَّحِيمًا @ لَئِنْ لَّمْ يَنْتَهُ الظَّفَرُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ وَالْمُرْجَفُونَ
 فِي الْمَدِيْنَةِ لَنُغَرِّيْنَكَ بِهِمْ ثُمَّ لَا يُجَاوِرُوكَ فِيهِمَا إِلَّا فَلَيْلًا @
 مَلْعُونِينَ هُوَ أَيُّهَا تَقْفُوا أَخْذُوا وَقْتُلُوا تَقْتِيلًا @ سُنَّةُ اللَّهِ فِي الَّذِينَ
 خَلَوْا مِنْ قَبْلِهِمْ وَلَنْ تَجِدَ لِسُنَّةَ اللَّهِ تَبَيْلِيًّا @

(৫৪) হে নবী ! আপনি আগন্তুর পঞ্জিগতকে এবং সুস্মানদের ঝীগতকে বজুন, তারা যেন তাদের চাসরের কিম্বলৎ বিজেদের উপর টেনে নেয়। এতে তাদেরকে চেনা সহজ হবে। কফি তাদেরকে উত্তোল করা হবে না। আজাহু জ্যোতি, পরম সদ্যাচার (৬০) সুনাকিকরা এবং বাদের আতরে রোপ আছে এবং মনীনাল ভজব রাটনাকারীরা শান্তি বিস্তৃত না হয়, তবে আধি অবশ্যই তাদের বিজেতা আগন্তুকে উত্তোলিত করব। আতগর এই শহরে আগন্তুর প্রতিবেশী আছাই থাকবে। (৬১) অভিশপ্ত অবস্থার তাদেরকে সেখানেই পাওয়া হবে, ধরা হবে এবং আগে বধ করা হবে। (৬২) শারীর পূর্বে অঙ্গীত হয়ে গেছে, তাদের ব্যাপারে এটাই হিল আজাহুর সীমি। আপনি আজাহুর সীমিতে কথনও পরিবর্তন পাবেন না।

তফসীরের সারণ-সংক্ষেপ

হে পঞ্জিপত্র ! আপনি আগন্তুর পঞ্জিগতকে, কল্যাণগতকে, এবং সুস্মানদের ঝীগতকেও বজুন, তারা যেন তাদের (মুখ্যমন্ত্রের) উপরে তাদের চাসরের কিম্বলৎ টেনে নেয়। এতে তাদেরকে তাড়াতাড়ি চেনা হবে। কফি তাদেরকে উত্তোল করা হবে না (অর্থাৎ কোন প্রয়োজনে বাইরে ঘেডে হলে তারা যেন চাসক: তারা শাখা ও মুখ্যমন্ত্র আবৃত করে নেয়)। সুরা নুরের শেষভাগে **فَهُرُّ مُتَبَرِّ جَأْتِ بِزِيْنَةِ** আরাতে এর তফসীর রেওয়ায়েত দারা করা হয়েছে। সাসীদের জন্য শাখা আদাতে সজ্জরের অঙ্গীত নয় এবং মুখ্যমন্ত্র খোজার ব্যাপারে তারা আধীন নারীদের অপেক্ষা অধিক সুবিধা প্রাপ্তি। এর কারণ এই যে, তারা প্রত্যু আদেশ পালনে নিরোজিত থাকে। তাই কাঞ্জকর্মের জন্য তাদের বাইরে শাওয়ার এবং মুখ্যমন্ত্র খোজার প্রয়োজন বেশি। সুতরাং নারীরা এসাপ বাইরে ঘেডে বাধা নয়। সুল্ট মোকেবা আধীন নারীদেরকে

তাসীর পারিবারিক প্রতিপত্তি ও শক্তির কারণে উভার্জ করাৰ সাহস কৰত না। তাৰা কেবল দাসীদেৱকেই উভার্জ কৰত। মাবে আবে দাসী ছয়ে সাধীন নারীদেৱকেও উভার্জ কৰাৰ হত। তাই আজোচ্য আৱাত সাধীন নারীদেৱকে দাসীদেৱ থেকে উভার্জ কৰাৰ অন্য এবং তাদেৱ ব্যাহা ও ঘাউ সতৰেৰ অভূত হওৱাৰ অনাও নবী-পুঁজী, কৰ্মা ও সাধাৱল মুসলমানদেৱ হৌদেৱকে আদেশ দিয়েছে, তাৰা যেন ব্যাহা চাদেৱে আৰুত হৰে বেৱ হয়। চাদেৱতি ব্যাহাৰ কিছু নিচে মুখমণ্ডেৱ উপৰ লাটকিয়ে নেবে, বাকে ঘোমঠা-দেওয়া বলা হয়। এই আদেশেৱ কারণে শৱৈয়তসম্ভত পৰ্দাৰ আদেশও পারিত হয়ে আবে এবং খুব সহজে দৃষ্ট লোকদেৱ কবল থেকে হিকাবতও হয়ে আবে। অভগৱ দাসীদেৱ হিকাবতেৰ ব্যবহা পৱনীতী আৱাতে বিষিত হয়ে। এই মুখমণ্ড ও মৰ্মক আৰুত কৰাৰ ব্যাপাৰে কোন কৰ বেশি অথবা অনিষ্টহৃত আসা-বধানতা হয়ে গেলো) আৱাহ ক যাচীল, গৱণ দয়ালু। (তিনি ক মা কৰে দেবেন। অভগৱ যাৰা দাসীদেৱকে উভার্জ কৰত, তাদেৱকে এবং আৱা মুসলমানদেৱ বিৰুদ্ধে উভব রঞ্চনা কৰত, তাদেৱকে হ'লিয়াৰ কৰা হয়েছে। বলা হয়েছে, সাধাৱল মুনাফিক-দেৱ যথা থেকে) যাদেৱ অভৱে (প্ৰযুক্তি পূজাৰ) রোগ আহে (কলে তাৰা দাসীদেৱকে উভার্জ কৰে) এবং (তাদেৱই যথা থেকে) যাৰা যদীমাঝ (মিয়া ও অব্যক্তিকৰ) উভব রঞ্চনা কৰে, তাৰা যদি (এসব কুকৰ্ম থেকে) বিৱজ না হয়, তবে অবশ্যই (কোন না কোন দিন) আৰি আপনাকে তাদেৱ উপৰ ঢঢাও কৰে দেব (অৰ্থাৎ তাদেৱকে যদীমা থেকে বহিকাৰেৰ আদেশ দিয়ে দেব।) অভগৱ (এই আদেশেৱ পৰ তাৰা আপনাৰ হাতে খুব কমই থাকলে পাৱনে, তাৰ মতুলিক থেকে) আজিজত হয়ে (অৰ্থাৎ যদীমা থেকে বেৱ হয়ে যাওয়াৰ ব্যবহাৰ আৱার অন্য যে সামান্য সময় দেওয়া হবে, তাঙ্গেই তাৰা এখানে থাকলে পাৱনে। এ সময়েৱ যথেও চতুৰ্দিক থেকে লাজিজত হবে। এৱগৱ বহিকৃত হবে। বহিকাৰেৱ পৰও তাৰ কোথাও শান্তি পাৰে না। বৰুৱ) যেখানেই পাওয়া আবে, খৱা হবে এবং হজ্যা কৰা হবে। (কাৰণ এই যে, বহিকাৰই ছিল তাদেৱ কুকৰ্মৰ দাবি। কিন্তু কপটভাৱ আঢ়াজে তাৰা আপন পেয়েছে। যথন প্ৰকাশ্যে এৱগৱ বিৱোধিতা উৱ কৰনৈ, তথন আঢ়াজও থাকি থাকবে না। কলে তাদেৱ সাথেও কুকৰ্মৰ আসল দাবি অনুযায়ী ব্যবহাৰ কৰা হবে। অৰ্থাৎ তাদেৱ বহিকাৰ, বলী, হজ্যা সবই বৈধ হবে। বেৱ হওৱাৰ অন্য কিছু সবৱ দেওয়া হলো সে সময়েই তাৰা মিৱাপন থাকবে। এৱগৱ যেখানে আবে, সেখানেই দৃষ্টি না থাকাৰ কারণে তাদেৱকে বলী ও হজ্যা কৰাৰ অনুমতি থাকবে। মুনাফিকদেৱকে প্ৰদত্ত এই হয়কৰি যাধ্যমে দাসীদেৱকে উভার্জ কৰাৰ বিষয়েও ব্যবহাৰ গুহীত হয়েছে এবং উভব হড়া-নোৱ গথও বলা কৰা হয়েছে।

আৱাতেৰ উদ্দেশ্য এই যে, তাৰা প্ৰকাশ্যে মুসলমানদেৱ বিৱজাচৰণ থেকে বিৱজত হজে তাদেৱকে এই শান্তি দেওয়া হবে না, যদিও কপটভাৱ লিপ্তি থাকে। অন্যথাৱ সাধাৱল কাৰ্কিলদেৱ অভূত হয়ে শান্তিবোগ্য হয়ে আবে। বিপৰ্যয় স্থিষ্ট ও চতুৰ্দেৱ এই শান্তি কেবল তাদেৱকেই নহয়; বৰুৱ) পূৰ্বে যাৰা অৰ্থাৎ (দৃষ্টিকাৰী) অভীত

হয়ে গেছে, আসের ক্ষেত্রেও আজ্ঞাহীন এই বিধান ছিল। (তাদেরকে বৈসর্পিক শাস্তি দেওয়া হয়েছে; অথবা পরগুরপের হাতে জিম্মেকর যাথায়ে শাস্তি দিয়েছেন)। এরপ অট্টন্ট শটে না থাকলে এ ধরনের শাস্তিকে অবাকর মনে করা সম্ভব নহিল। এখন তো অবাকর মনে করার কোন অবকাশই নেই।) আগনি আজ্ঞাহ আজ্ঞাহ ডাঃআজ্ঞার ক্রোন শাস্তির পক্ষ থেকে) পরিবর্তন পাবেন না (অর্থাৎ আজ্ঞাহ ডাঃআজ্ঞার ক্রোন বিধান আরি করতে চাইলে কেউ তা প্রতিরোধ করতে পারে না। ৪৫। ৪৫
সবে প্রকাশ হয়েছে যে, আজ্ঞাহ ডাঃআজ্ঞার ইচ্ছার পূর্বে কেউ কোন কাজ করতে পারে না এবং **لَنْ تَجِدْ لِسْنَةً لِّلَّهِ تَبَّعْ دُلْكَ**, শাকো যাজ করা হয়েছে যে, আজ্ঞাহ ডাঃআজ্ঞার ক্রোন কাজের ইচ্ছা বনাজে কেউ তা প্রতিরোধ করতে পারে না।)

আনুষঙ্গিক জাতীয় বিষয়

পূর্ববর্তী আজ্ঞাতসমূহে রৰ্ধিত হয়েছে যে, সাধারণ মুসলিমান মাঝী ও পুরুষকে কল্প দেওয়া হারায় ও মহাপাপ এবং বিশেষ করে রসূলে করীম (সা)-কে পৌঢ়া দেওয়া কুকুর ও অভিসম্পাতের কারণ। যুনাকিকদের পক্ষ থেকে সব মুসলিমান ও রসূলজাহ (সা) দুই প্রকারে কল্প গেতেন। আলোচ্য আজ্ঞাতসমূহে এসব নির্বাতন বজের ব্যবস্থা বর্ণিত হয়েছে। প্রসঙ্গস্থায়ে নারীদের পর্যায়ে সংক্রান্ত কিছু অভিবিজ্ঞ বিধান উৎৱেখ করা হয়েছে। যুনাকিকদের বিধিত নির্বাতনের একটি ছিল এই যে, মুসলিমানদের দাসীরা কাজকর্তার জন্য বাইরে গেলে দুটি প্রকৃতির যুনাকিককরা তাদেরকে উত্ত্বাত করত এবং যাকে যাকে দাসী সদেহে আধীন নারীদেরকেও উত্ত্বাত করত। ফলে সাধারণত বেশ মুসলিমানগণ এবং রসূলজাহ (সা) কল্প গেতেন।

বিভীর নির্বাতন ছিল এই যে, তারা সদাসর্বেদা যিথ্যা ধরন-রটনা করত। উদাহরণত এখন অনুক শর্পক মদীনা আক্রমণ করবে এবং সকলকে নিশ্চিহ্ন করে দেবে। প্রথম প্রকার নির্বাতন থেকে আধীন নারীদেরকে বাঁচানোর তাত্ত্বিক ও সহজ ব্যবস্থা ছিল আধীন নারীদের মধ্যে বিশেষ আত্মজ্ঞ ফুটিয়ে তোলা। কারণ যুনাকিককা আধীন নারীদের পারিবারিক প্রভাব-প্রতিপ্রভাব ও শাস্তি-সামর্থ্যের কারণে তাদেরকে ইচ্ছাপূর্বক উত্ত্বাত করার সাহস পেত না। পরিচয়ের অভাবেই এরপ রটনা সংশ্লিষ্ট হয়েছে। তাই আধীন নারীদের পরিচয় কর্তৃতে তোলার প্রয়োজন ছিল, সুজ কুরা অভি সহজে দুর্বলদের ক্ষেত্র থেকে নিরাপদ হয়ে আসে।

অপরদিকে শরীরত আধীন নারী ও দাসীদের পর্যায়ে প্রয়োজনবশত একটি পার্থক্যও রয়েছে। আধীন নারীরা তাদের মাহস্য ব্যক্তির সামনে যতটুকু পর্যায়ে, দাসীদের জন্য প্রয়োজন কর্তৃতে পর্যায়ে রাখা হয়েছে। কারণ আরুর কাজকর্ম করাই দাসীর কর্তব্য, এতে তাকে রাখা হাস্তে রয়েছে যেতে হয়। এমন্তৰ ব্যবহার মুখ্যত ও হাত আহত রাখা কৃতিন যাগার। আধীন নারীরা কোন প্রয়োজনে বাস্তবে

ପେନୋଡ ବାରଦାର ଶାତୁରାର ପ୍ରମୋଜନ ହସ ନା । କାହେଇ ଗୁର୍ଣ୍ଣ ପର୍ମି ପାଞ୍ଜିନ କରା କଠିନ କାଜ ନାହିଁ । ତାଇ ଆଧୀନ ନାସୀଦେରକେ ଆଦେଶ କରା ହସେଇ, ତାରା ସେଇ ଲାଗୁ ଚାଲିବା ବାରଦାର ଉପର ଥେବେ ଯୁଧ୍ୟଭାବର ସୀଅନେ ଝୁଲିଯିଲେ ନେଇ, ଶାତେ ବେଗନା ପୁରସ୍ଵେଦ ମୁଣ୍ଡିତ ଯୁଧ୍ୟଭାବ ନା ପଡ଼େ । କଲେ ତାଦେର ପର୍ମାଡ ଗୁର୍ଣ୍ଣଙ୍କ ହସ ପେନ ଏବଂ ଦାସୀଦେର ଥେବେ ଶାତୁରା ଓ ଫୁଟେ ଉଠିଲା । ଅନ୍ତପର ଶୁନକିକରଦେଶରକେ ଶାତିର ସତର୍କବାଣୀ କ୍ଷମିଯେ ଦାସୀଦେର ହିକ୍କାମିତେର ବବର୍ତ୍ତା କରା ହସେଇ । ବଳା ହସେଇ, ତାରା ସଦି ବିରତ ନା ହସ, ତାବେ ଆଜ୍ଞାବ୍ ଡା'ଆଜା ତାଦେଶରକେ ଈହକାଳେ ତୀର ଲବ୍ଦ ଓ ମୁକ୍ତଯୁଦ୍ୟମରେ ହାତେ ସାଜା ଦେବେନ ।

ଉଦ୍‌ଦେଶ୍ୟରେ ଆଧୁନିକ ଜୀବିତର ପରିବାର ଅନ୍ୟ ଏହି ଆମେଶ ଦେଖାଇଲୁଛାମୁଣ୍ଡରେହୁ; ଏହି ଶବ୍ଦଟି ନୀତି ଯିଦିନିନ୍ତିର ଉପରେ ଥିଲା ବିଭିନ୍ନ ଧେରକ ଉତ୍ସବରେ; ଏହି ଶବ୍ଦଟି ନୀତି ଯିଦିନିନ୍ତିର ଉପରେ ଥିଲା ବିଭିନ୍ନ ଧେରକ ଉତ୍ସବରେ; ଏହି ଶବ୍ଦଟି ନୀତି ଯିଦିନିନ୍ତିର ଉପରେ ଥିଲା ବିଭିନ୍ନ ଧେରକ ଉତ୍ସବରେ;

ا مر الله نساه المئع منهن اذا خرجن من بيوتهن في حاجة ان يغطين وجوههن من فوق رؤسهن بالجلابة ويبدين عيدها واحداث

ଆମ୍ବାହୁ ଡା'ଆଳା ଯୁସତ୍ତାମାନଦେଇର ପକ୍ଷୀଗଟିକେ ଆମେଶ କରିବାଛେ, ତାରା ସଥିନ ଦିକୀନ ଅରୋଜନେ ପୁଅ ଥିଲେ ବେର ହବେ, ତଥିନ ଅନ୍ତକେରେ ଉପର ଦିକ୍ ଥିଲେ ଏହି ଚାମର ବୁଲିଯେ ଯୁଧ୍ୟମଣ୍ଡଳ ତେବେ କେବାବେ ଏବଂ ପଥ ଦେଖାଇ ଅନ୍ୟ ଏକାଟି ଚକ୍ର ବୋଲା ରାଖିବେ।—(ଟ୍ରେନିଂ କାସିର)

ইয়াব মুহম্মদ ইকনে সিরীন বলেন : আশি দ্বরণ ওবার্ড সাবজানো (১)-কে
এই আস্তের উদ্দেশ্য এবং জিলাবাসের আকার-আকৃতি সম্পর্কে জিজাস করলে তিনি
মুক্তকের উপর দিক থেকে চাদর মুখমণ্ডের উপর লাটকিয়ে মুখমণ্ড ঢেকে ফেলেন
এবং কেবল বায় চক্ষু খোজি রেখে **গল্বা** প্রাণী এর উক্তীর ক্ষার্বত
দেখিয়ে দিবেন।

ଅନ୍ତକେରୁ ଉପର ଦିକ୍ ଥେବେ ଶୁଦ୍ଧମଣ୍ଡଳେର ଉପର ଚାମର ଲଟକାନୀ ହଛେ । ଏହିଲେଖର ଭକ୍ଷୟୀ—ଅର୍ଥାତ୍ ନିଜେର ଉପର ଚାମରକେ ମିକଟିବଣ୍ଡି କରାଯାଉଥିବା ଚାମରକେ ମନ୍ତକେରୁ ଉପର ଦିକ୍ ଥେବେ ଲଟକାନୀ ।

ଏ ଆସାନ୍ ପରିକାରଭାବେ ଶୁଦ୍ଧମତ୍ତବ୍ ଆହୁତ କରାର ଆଦେଶ ବ୍ୟାପ୍ତ କରିଲେ । କଲେ ଉଥରେ ସରିବେଳ ପର୍ଦାର ପ୍ରଥମ ଆସାନ୍ତେର ବିଷୟବସ୍ତର ସମର୍ଥନ ହୁଅ ଗେବେ । ଭାବେ ବଳୀ ହରୋହିଲ ଯେ, ଶୁଦ୍ଧମତ୍ତବ୍ ଓ ହାତେର ତାଳୁ ସତରେଇ ଅଜ୍ଞୁତ ନା ହମେଶା ଅନର୍ଥେର ଆଶ୍ୱକୀୟ ଏହୁଲୋ ଆହୁତ କରାର ଜୟନ୍ତୀ । ଶୁଦ୍ଧମାତ୍ର ଅଗ୍ରାହକଣ ଏହି ଚକ୍ରମ ବିହିତ ଭାବେ ।

জরুরী জাতক্ষণ : এ আইনতে বাধীন নারীদেরকে এক বিশেষ ধরনের পর্যায় আদেশ দেওয়া হয়েছে যে, তারা ইন্দুক্ষে উপর সিক থেকে চাদর ছাঁকিরে শুধুমাত্র ঢেকে কেবলমাত্র, বাতে সাধারণ বাঁদীদের থেকে তাদের বাতক্ষণ ঝুঁটি উঠে এবং মৃগটৈরের কবজ থেকে নিরাপদ হয়ে আসো। উল্লিখিত বর্ণনায় এ কথাটি স্পষ্ট হয়ে উঠেছে যে, এর অর্থ এরূপ কথনও নয় যে, ইসলাম সভীক সংরক্ষণে বাধীন নারী ও বাঁদীদের মধ্যে কোনো পার্থক্য করেছে এবং বাধীন নারীদের সভীক সংরক্ষণ করে বাঁদীদেরকে ছেড়ে দিয়েছে। বরং প্রক্ষেপকে এই পার্থক্য লস্টরাই করে রেখেছিল। তারা বাধীন নারীদের উপর হতকেপ করার দুঃসাহস করত না, কিন্তু বাঁদীদেরকে উত্ত্যক করতে প্রিয় করত না। শরীরত তাদের স্লট পার্থক্যকে এভাবে কাজে আনিয়েছে যে, অধিকাংশ নারী তাদেরই শীর্ষত নৌড়ির বাধায়ে আগমা-আগমি নিরাপদ হয়ে গেছে। এখন বাঁদীদের সভীক সংরক্ষণের ব্যাগার্ডিও ইসলামে বাধীন নারীদের অনুরূপ কর্য ও জরুরী। কিন্তু এর অন্য আইনগত কর্তৃতাতা অবস্থন করা বাধীত গভীরতর নেই। তাই গৱাঙ্গি আইনতে এ আইনও বাস্তু করা হয়েছে যে, নারী এই কুর্কুর থেকে বিরত হবে না, তাদেরকে কিছুতেই কথা করা হবে না; বরং যেখানেই পাওয়া যাবে সেখানেই পাকড়াও করা হবে এবং হত্যা করা হবে। এ আইন বাঁদীদের সভীক বাধীন নারীদের অনুরূপ সংরক্ষণ করে দিয়েছে।

উপরোক্ত সন্দেহ থেকে বাঁচার অন্য আলোয়া ইবনে হাফিয় প্রযুক্ত আলোচনা করার উক্তসীর অধিকাংশ আলিমের উক্তসীর থেকে তিমুলগ করার প্রয়োগ পেয়েছেন। উপরোক্ত আলোচনা থেকে জানা গেল যে, এরূপ উক্তসীর করার প্রয়োজন নেই। বাঁদীদের হিকায়তের ব্যবহা না করা হলেই সন্দেহ হতে পারত।

শুসলামান হওয়ার পর ধর্ম তাদের পাস্তি হতাম : আলোচ্য আইনতে মুনাফিকদের বিবিধ মুক্ত্যের উপর করার পর তা থেকে বিরত না হতে এই পাস্তির বর্ণনা করা হয়েছে যে : **مَلِعُونُونَ أَيْنَا تُقْفِرُوا أَنْذِنْ وَأَقْتَلُوا تَغْنِيَةً**—অর্থাৎ ওয়া যেখানেই থাকবে অতিসম্মান ও লালনা ওসের সঙ্গী হবে এবং যেখানেই পাওয়া যাবে, তেক্ষণত ব্রহ্মত হত্যা করা হবে। এটা সাধারণ কাফিরদের পাস্তি নয়। কোরআন ও সুরাহর অসংখ্য বর্ণনা সাক্ষ দেয় যে, কাফিরদের অন্য শরীরতে এরূপ আইন নেই, বরং তাদের অন্য আইন এই যে, প্রথমে তাদেরকে ইসলামের দাওয়াত দেওয়া হবে, তাদের সন্দেহ দূর করার চেষ্টা করা হবে। এর পরও ইসলাম প্রহপ না করলে শুসলামানদের অনুগত বিস্মী হয়ে থাকার আদেশ দেওয়া হবে। তারা এটা নেন নিজে তাদের আনয়িত ও ইব্রাহিম-আবৰুর হিকায়ত করা শুসলামানদের অনুরূপ কর্য হয়ে থাকে। তবে কেউ যদি এটাও না যানে এবং মুক্ত করতেই উদ্যোগ হয়, তবে তাদের বিকলক মুক্ত করার আদেশ আছে।

আজোচ্য আরাতে তাদেরকে সর্বাবহুর বদ্ধী ও হত্যার আদেশ শেনানো হয়েছে। এর কারণ এই যে, ব্যাপারটি ছিল মুসলিমদের, তারা নিজেদেরকে মুসলিমান বলত। কোন মুসলিমান ইসলামের বিধানাধীনের প্রকাশ বিরোধিতা করলে শরীরতের পরিষ্ঠা-বাহি তাকে মুরতাদ বলা হয়। তার সাথে শরীরতের কোন আগস নেই। তবে সে উভয়ী করে মুসলিমান হয়ে গেলে তিনি কথা। নতুনী তাকে হত্যা করা হবে। মসূলজাহ (সা)-র সুন্দর উচ্চি এবং সাহারারে কিরামের কর্মপরম্পরা দ্বারা এটাই প্রযোগিত। মুসলিমান কাষার ও তার মজের বিকলে সাহবারে কিরামের একক্ষেত্রে জিহাদ পরিচালনা এবং মুসলিমাধীর হত্যা এর ঘটেষ্ট সাক্ষী। আরাতের পথে একে আজ্ঞাহ তাঁ-আজীব ধারণ করাতে হবে। এখেকে আরা দেখ বৈ, পূর্ববর্তী গম্ভীর-গথের শরীরতেও মুরতাদের শান্তি হত্যাই ছিল।

তফসীরের সার-সংক্ষেপে এসব শান্তিকে সাধারণ কাফিরদের শান্তির কান্তারে আনার অন্য হে ব্যাখ্যা দেওয়া হয়েছে, উপরোক্ত বক্তব্যের পর এর প্রয়োজন থাকে না।

এ. আরাত থেকে শান্তিত হয় :

(১) নারীদ্বা প্রয়োজন বশত মৃহ থেকে বের হলে তারা তাদের সর্বাঙ্গ আবৃত করে বের হবে এবং তাদের আধীর উপরদিক থেকে জটিলে মুখ্যঙ্গাত আবৃত করবে। প্রচলিত বৌরকাও এ তাদের স্বাতিত্বিত্ব হতে পারে।

(২) মুসলিমদের উদ্দেশ ও উৎকর্ষার কারণ হয়, এরপ কোন উজ্জ্বল হত্যানো হয়না।

**يَنْفَلِكَ النَّاسُ عِنْ الشَّاعِرِ قُلْ إِنَّمَا عِلْمُهُمَا عِنْدَ اللَّهِ وَمَا يُدْرِيكُ كَعَلْ
الشَّاعِرَةِ تَكُونُ قَرِئَبًا ۝ إِنَّ اللَّهَ لَعَنِ الْكُفَّارِ وَأَعَذَّ لَهُمْ سَعِيرًا ۝
خَلِدِينَ فِيهَا أَبَدًا لَا يَجِدُونَ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا ۝ يَوْمَ تُقْلَبُ وُجُوهُهُمْ فِي
الثَّارِ يَقُولُونَ يَلِيَّتَنَا أَطْعَنَا اللَّهُ وَأَطْعَنَا الرَّسُولُ ۝ وَقَالُوا رَبَّنَا إِنَّا
أَطْعَنَا سَادَتَنَا وَكَبَرَ إِنَّا فَاضْلُنَا السَّبِيلًا ۝ رَبَّنَا أَنْتَمْ حَنْفَيْنِ
مِنَ الْعَذَابِ وَالْعَنْهُمْ لَعْنَا كَبِيرًا ۝**

(৩) জোকেরা আগমাকে কিয়ামত সময়কে জিজাস করে। অন্ত, এর আব আরামহর কাছেই। আগমি কি করে আরবের হে সত্ত্বত কিয়ামত নিকটেই।

(৬৪) মিশর আজাহ কাফেয়দেরকে অতিসম্মান করেছেন এবং তাদের জন্য বলত অধি প্রসূত রেখেছেন। (৬৫) তথার তারা অনন্তকাল থাকবে এবং কোন অভিজ্ঞাবক ও সাহায্য-কারী পাবে না। (৬৬) যেদিন অগ্নিতে তাদের মুখ্যমণ্ড ও গাউগালট করা হবে; যেদিন তারা বলবে হার! আমরা অধি আজাহের আনুগত্য করতাম ও রসূলের আনুগত্য করতাম (৬৭) তারা আরও বলবে, হে আমাদের পাইলকর্তা, আমরা আমাদের নেতৃ ও বড়দের কথা মেনেছিমায়, অতপৰ তারা আমাদের পথচারট করেছিল। (৬৮) হে আমাদের পাইলকর্তা! তাদেরকে বিশ্ব শান্তি দিন এবং তাদেরকে মহা অতিসম্মান করুন।

তৃতীয়ের আর-সংজ্ঞেশ

(অবিহাসী) জোকেন্টো আগমাকে কিয়ামত সপ্লার্ক (অবিহাসীসুজাত) প্রর করে (যে, কখন হবে ?) আগমি (অওয়াবে) বলুন, এর (সময়ের) তাম আজাহৰ কাছেই, আর আগমি কি করে জানবেন (যে, কখন হবে, তবে সংজ্ঞেশ তাদের জেনে রাখা উচিত) সত্ত্বত কিয়ামত নিকটেই। (কারণ, সময় স্বর্ণ নিদিষ্ট নেই, তখন নিকটগন্ধিমাকে ভর করা, এর প্রতিপ্রতি প্রহপ করা এবং অবিহাসীসুজাত জিজ্ঞাসাবাদ থেকে বেঁচে থাকা উচিত ছিল।

কিয়ামতকে আসব বলার এক কারণ এটাও সত্ত্বপর যে, কিয়ামত প্রত্যহ নিকটবর্তী দৃষ্টি। হে বড় জ্ঞানশৈলী সামনে থেকে আসছে, তাকে আসব অনে করাই বৃক্ষিয়তাৰ কাছ। আরও একটি সত্ত্বায় কাৰণ এই যে, কিয়ামতেৰ ভৱাবহ ঘটনাবলী ও কর্তোৱতা দৃলেট সারা বিশ্বের আনুজ্ঞাও সামান্য প্রতীক্রিয়ান হবে। হাজারো বছৰের এই মেয়াদ কৱেকদিনের সমান অনুভূত হবে (নিশ্চয় আজাহ কাফিয়দেরকে রহমত থেকে দূৰে রেখেছেন এবং তাদের জন্য জন্মত অধি প্রসূত রেখেছেন, তথার তারা অনন্তকাল থাকবে এবং কোন অভিজ্ঞাবক ও সাহায্যকারী পাবে না। যেদিন তাদের মুখ্যমণ্ড অগ্নিতে ও গাউগালট করা হবে, (অর্ধাং মুখ্যমণ্ড অগ্নিতে ছেঁচড়ানো হবে— একবার এ পাৰ্শ্ব ও একবার ওপৰ্য়) তখন তারা (আকেপ কৰে) বলবে, হার! আমরা হনি (মুনিয়াতে) আজাহের আনুগত্য করতাম এবং রসূলের আনুগত্য করতাম। (তবে আজ এ বিগদে পতিত হত্তাম. না) আকেপেৰ সাথে সাথে পথচারটকাৰীদেৱ প্রতি রাগান্বিত হোৱে) তারা আরও বলবে, হে আমাদেৱ পাইলকর্তা! আমরা আমাদেৱ নেতৃদেৱ (অর্ধাং শাসকবৰ্তেৰ) ও বড়দেৱ (অর্ধাং মাদেৱ কথা মান্য কৰা অন্য কোন কাৰণপে আমাদেৱ জন্য অকৰী ছিল), কথা মেনেছিমায়, অতপৰ তারা আমাদেৱকে (সৱজ পথ থেকে) পথচারট কৱেছিল। হে আমাদেৱ পাইলকর্তা! তাদেৱকে বিশ্ব-শান্তি দিন এবং তাদেৱ প্রতি মহা অতিসম্মান কৰুন। (এটা সুরা আরাকেৱ নিম্নোক্ত
‘আজাহেৰ বিষয়বস্তুৰ অনুমান—’
রَبَّنَا مَعْلُوٌ فَإِنَّمَا يَعْلَمُ عِذَّا بِأَصْفَافِ النَّارِ ।

-এৰ অওয়াব সেই আজাহেই কুল পুঁক্ষ বজে দেওৱা হয়েছে।)

আনুবাদিক অভিয হিব্রু

পূর্ববর্তী আয়াতসমূহে আল্লাহ ও রসূলের বিজ্ঞাচরণকারীদেরকে ইহকাল ও পরকালে অভিসম্পাত ও শাস্তির সতর্কবাণী শোনানো হয়েছিল। কাফিরদের অনেকদিন এবং কিয়ামত ও পরকালেই বিখ্যাতি হিল না এবং অবিশ্বাস হেতু ঠাণ্ডা-বিষ্ণুগৃহজে জিভাসা করত, কিয়ামত করে হবে? আলোচ্য আয়াতসমূহে তাদের অওয়াব দেওয়া হয়েছে।

يَا بَيْهَا الَّذِينَ أَمْنُوا لَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ أَذْوَامُؤْسَى فَبِرَآءُهُ إِلَهُ
 مَمَّا قَالُوا وَكَانَ عِنْدَ اللَّهِ وَجِئْهَا ۝ يَا بَيْهَا الَّذِينَ أَمْنُوا اتَّقُوا
 اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا ۝ بِصَلْحٍ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرُ لَكُمْ
 ذُنُوبَكُمْ ۝ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا ۝

(৬৯) হে মু'যিনপথ! মুসাকে বারা কষ্ট দিয়েছে, তোমরা তাদের অত হয়ে না। তারা যা বলেছিল, আল্লাহ তা থেকে তাঁকে নির্দোষ প্রমাণ করেছিসেন। তিনি আল্লাহর কাছে হিসেন অর্ধাদ্বারান। (৭০) হে মু'যিনপথ! আল্লাহকে তর কর এবং সঠিক কথা বল। (৭১) তিনি তোমাদের আমল-আচরণ সংশোধন করবেন এবং তোমাদের পাপ-সমূহ কয়া করবেন। বে কেউ আল্লাহ ও তাঁর রসূলের আনুগত্য করে, সে অবশ্যই যাহা সাক্ষাৎ অর্জন করবে।

তৎসীরের সার-সংক্ষেপ

মু'যিনপথ, তোমরা তাদের অত হয়ে না, যারা (কিছু অপবাদ রাখ্তনা করে) মুসা (আ)-কে কষ্ট দিয়েছিল, অলসর তারা যা বলেছিল, তা থেকে আল্লাহ তাঁকে নির্দোষ প্রমাণ করান। (অর্থাৎ তাঁর তো কোন ক্ষতি হয়নি—অপবাদ আরোপকারীরাই যিন্ধুর ও সঙ্গনীয় প্রতিপাপ হয়েছে।) তিনি [অর্থাৎ মুসা (আ)] আল্লাহর কাছে শুধু অর্ধাদ্বারান (সরাগজৰ) হিসেবে। (তাই আল্লাহ তা'আলা তাঁর নির্দোষ হওয়ার কথা প্রকাশ করে দিয়েছেন। অন্য পরগবরগপের অর্জান্ত এ ধরনের অপবাদ থেকে মুক্তি-দানের ঘটনা ব্যাপক। উদ্দেশ্য এই যে, তোমরা রসূলের বিশ্বাধিতা করে তাঁকে কষ্ট দিও না। কারণ, তাঁর বিশ্বাধিতা প্রকারাত্মে আল্লাহরই বিশ্বাধিতা। এই বিশ্বাধিতার পরিণামে তোমরা নিজেদেরই ক্ষতি করবে। তাই প্রত্যেক কাজে আল্লাহ ও রসূলের আনুগত্য করো। অন্তপর এ নির্দেশই দেওয়া হয়েছে।) মু'যিনপথ, তোমরা আল্লাহকে তর কর। (অর্থাৎ প্রতি কাজে তাঁর আনুগত্য কর। বিশ্বেতে কথাবার্তায় এসিকে

পুর জন্ম রাখ। বর্থন কখনো বলতে হচ্ছে,) সঠিক কখনো বল, যাতে সততভাবে সীমা-
নথিপ্রতি না হয়। আজ্ঞাহ তাঁরাজা (এবং প্রতিদান) তোমাদের আবল কবুজ করবেন
এবং তোমাদের পাপসমৃহ ক্ষমা করবেন, (কিন্তু আমরদের বরকতে এবং কিন্তু তওয়ার
বরকতে, যা আজ্ঞাধ্বীতি ও সঠিক কথার অন্তর্ভুক্ত। এগুলো আনুগত্যের ফল।
আনুগত্য এখন বিবর হচ্ছে,) যে কেউ আজ্ঞাহ ও তাঁর রসূদের আনুগত্য করে, সে
মহাসাক্ষাৎ অর্জন করে।

আনুবাদিক জাতীয় বিবর

পূর্বেকার আয়াতে বর্ণিত হয়েছিল যে, আজ্ঞাহ ও তাঁর রসূদেকে কল্প দেওয়া
যাবার্থক বিপজ্জনক আচরণ। এ আয়াতে বিশেষভাবে মুসলমানদেরকে আজ্ঞাহ
ও রসূদের বিরোধিতা থেকে আকর্ষণকার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। কেননা এই
বিরোধিতা তাঁদের কল্পের কারণ।

মুসা (আ)-র সম্প্রদায় তাঁকে কল্প দিয়েছিল। প্রথম আয়াতে সেই ঘটনা উল্লেখ
করে মুসলমানদেরকে হিসেবার করা হয়েছে যে, তোমরা তাঁদের মত হয়ো না। এর অন্য
অঙ্গরী নয় যে, মুসলমানদের এরপ কোন কাজ করেছিল; বরং কাজ করার পূর্বেই
তাঁদেরকে এ কাহিনী শুনিয়ে নির্দেশ প্রদান করা হয়েছে। হাস্তীসে কল্পক সাহাবীর যে
ঘটনা বর্ণিত আছে, তার অর্থ এই যে, তাঁরা কখনও এসিকে জন্ম করেন নি যে, কখাটি
মসজুলাহ (সা)-র জন্য কল্পনাক হবে। কোম সাহাবী ইচ্ছাপূর্বক কল্প দিবেন এরপ
আশংকা হিল না। ইচ্ছাপূর্বক কল্প দেওয়ার হত কাহিনী বর্ণিত আছে, সবওজোর
কর্তা মুনাফিক সম্প্রদায়। মুসা (আ)-র কাহিনী কি হিল, তা অবং ইসজুলাহ (সা)
বর্ণনা করে এ আয়াতের তফসীর করেছেন। ইস্মায় বুধাবীর হস্তরত আবু হুরায়েরা (রা)
থেকে রেওয়াস্তে করেন---হস্তরত মুসা (আ) অত্যন্ত জজ্জাশীল হওয়ার কারণে
তাঁর দেহ তেকে রাখতেন। তাঁর শরীর কেউ দেখত না। তিনি পর্যার আড়ালে গোসল
করতেন। তাঁর সম্প্রদায় বনী ইসরাইলের অধ্যে সকলের সীমনে উল্লম্ব হয়ে গোসল
করার ব্যাপক প্রচলন হিল। মুসা (আ) কারও সামনে গোসল করেন না দেখে
কেউ কেউ ক্ষমতা করত—এর কারণ এই যে, তাঁর দেহে নিশচক কোন খুঁত আছে—
হয় তিনি ধৰল কৃষ্ণরূপী, না হয় একশিশা রোগী। (অর্থাৎ তাঁর অঙ্কের স্ফীত।)
নতুনা তিনি অন্য কোন ত্বাধিপ্রতি। আজ্ঞাহ তাঁরাজা এ ধরনের খুঁত থেকে মুসা (আ)-র
নির্দেশিত অকাল করার ইচ্ছা করতেন। একদিন মুসা (আ) নির্জনে গোসল করার
জন্য কাপড় খুলে একবৰ্ত পাথরের উপর তা রেখে দিলেন। গোসল থেকে মধ্যে হাত
বাড়িয়ে কাপড় নিতে চাইলেন, তখন প্রতির খণ্ডি (আজ্ঞাহর আদেশে) নড়ে উঠলে
এবং তাঁর কাপড়সহ দৌড়াতে জাগল। মুসা (আ) তাঁর জাতি নিয়ে প্রতিরে গোছনে
পেছনে “আমার কাপড়, আমার কাপড়” বলতে বলতে দৌড় দিলেন। কিন্তু প্রতিরাটি
থামজ না—যেতেই জাগল। অবশেষে প্রতিরাটি বনী ইসরাইলের এক সমাবেশে পৌঁছে
থেকে গেল। তখন সে সব জোক মুসা (আ)-কে আগদমনক উপর অবহার দেখে নিল

এবং তাঁর সহ নির্ভুল ও সুর সেবতে পেজ। (এতে শাদের বর্ষিত কোম খুঁত বিদ্যবান ছিল না।) এভাবে আল্লাহ্ তা'আলা মুসা (আ)-র নির্দেশিতা সকলের সামনে অকাল করে দিলেন। প্রস্তরখন থেমে যেতেই মুসা (আ) তাঁর কাগড় উঠিলে পরিধান করে নিলেন। অতপর তিনি তাঁর বাস্তু প্রস্তর থতকে মাঝে জাগলেন। আল্লাহ্ র কসর, মুসা (আ)-র আঘাতের ফারাণে পাখরের গায়ে তিনি, চার অথবা পাঁচটি দাগ পাতে পিয়েছিল।

এই ঘটনা বর্ণনা করে রসুলুল্লাহ (সা) বলেন : কোরআনের এই আঘাতের এটাই অর্থ। কোন কোন সাহাবী থেকে বর্ষিত আরও একটি কাহিনী থ্যাত আছে, যা এই আঘাতের তফসীরের সাথে সংস্পর্শ। কিন্তু রসুলুল্লাহ (সা)-র প্রত্যক্ষ উত্তির মাধ্যম হে তফসীর হয়, তাই অপ্রমাণ।

وَكَانَ مُنْدَأً وَجَعْلَهُ—আল্লাহ্ মুসা (আ) আঘাতের কাহে মর্হাদাবান

ছিলেন। আল্লাহ্ র কাহে কারও মর্হাদাবান হওয়ার অর্থ এই যে, আল্লাহ্ তাঁর দোষা কবৃল করেন এবং তাঁর বাসনা অপূর্ণ রাখেন না। মুসা (আ) যে একাগ ছিলেন, তাঁর জ্ঞান কোরআনের অনেক ঘটনার রয়েছে। এসব ঘটনার তিনি যেভাবে আল্লাহ্ র কাহে দোষা করেছেন, সেভাবেই কবৃল হয়েছে। এসব দোষার মধ্যে বিস্ময়কর দোষা এই যে, তিনি হারান (আ)-কে পরাগবর করার দোষা করলে আল্লাহ্ তা'আলা তা কবৃল করে তাঁকে তাঁর রিসামতে অংশীদার করে দেন। অথচ রিসামতের পদ কাউকে কারও সুগারিশের ভিত্তিতে দান করা হয় না।—(ইবনে কাসীর)

গৱাহসনগতে সব প্রকার দৈহিক দোষ থেকে মুক্ত রাখা আল্লাহ্ র সীতি : এ ঘটনার সম্ভাবনারের দোষারোপের অভিযাবে নির্দেশিতা ইমানের বিমর্শিকে আল্লাহ্ তা'আলা এন্ট অধিক শুরুত দিয়েছেন যে, অজৌকিকভাবে প্রস্তর থত কাগড় নিয়ে দৌড়াতে তরু করেছে এবং মুসা (আ) নিরূপায় অবহার যানুবের সামনে উজান হয়ে যাবিল হয়েছেন। এই শুরুত প্রদান এসিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করে যে, আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর পরাগবরগতের দেহকে হৃপাদ্যক খুঁত থেকে সাধারণতাবে পরিষ্ক ও মুক্ত রেখে-ছিলেন। মুখ্যান্তর হাদীস বাস্তু প্রয়াণিত আছে যে, সকল পরাগবরকেই উচ্চবৎস্থে অঙ্গ-দান করা হয়েছে। কেননা, সর্বসাধারণ যে বৎস ও পরিদ্বারকে নিহৃষ্ট ও হীন মনে করে, সে পরিদ্বারের কারও কথা শোনা ও যানা শাদের জন্য কঠিন হয়। অনু-রূপজ্ঞাবে পরাগবরগতের ইতিহাসে কোন পরাগবরের অঙ্গ, কানা, মুক্ত অথবা বিকলাস হওয়ারও শ্রেণি নেই। হস্তরণ আইনুব (আ)-এর ঘটনা বাস্তু এতে আগতি তোলা যায় না। কারণ সেটা আল্লাহ্ র রহস্য অনুযায়ী একটা বিশেষ পরীক্ষার জন্য কল্পনায় ব্যাখ্যি দিল, যা পরে নিশ্চিহ্ন করা হয়েছিল।

إِنَّمَا الَّذِينَ أَمْنَوا أَنْقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا يَصْلَحُ لَكُمْ

قُول سد يداً أَعْلَم وَيُغْفِر لَكُم ذُنُوبُكُم
এর তক্ষীর কেউ কেউ সত্তা
কথা, কেউ সরজ কথা, কেউ সঠিক কথা করেছেন। ইহনে কাসীর সবগুলো উভ্যত
করে বরেন, সহই টিক। কোরআন পাক এছেন ۱۵-^ص مُسْتَقْبِلِ إِلَّا نِعْمَةٌ
বাদ দিয়ে ۱۶-^ص সব ব্যবহার করেছে। কেবল এ লক্ষের অধ্যে সব গুণবত্তী
বিদ্যমান রয়েছে। একারণেই কাশেরী ঝাউন-বাজানে বরেন, ۱۷-^ص এখন কথা
যা সত্তা ভাতে মিথ্যার নামগুলও নেই, সঠিক যাতে ঝুঁজের নামগুল নেই, পাঠীর্ঘ্যুর
যাতে ঠাণ্ডা ও রাসিকতার নামগুলও নেই, কোমল যা হাদর বিদ্যারক নয়।

মুখ সংশোধন সব অস্ত্রাত্মক ও কর্ম সংশোধনের কার্যকর উপায় ; এ আরাতে
মুসলিমানদের প্রতি যুজ আদেশ হচ্ছে আলাহ্‌ভীতি অবস্থান কর। এর অর্থাতে আবত্তীর
আলাহ্‌র বিধানের পরিপূর্ণ জনুগত। অর্থাৎ যাবত্তীর আদেশ পালন করা এবং যাব-
তীর নিষিক ও অকরহ কাজ থেকে বিরত থাকা। বলা যাইয়া, এটা যানুহের অন্য
সহজ কাজ নয়। তাই আলাহ্‌ভীতির আদেশের পর একটি বিশেষ কর্মের নির্দেশ দেওয়া
হয়েছে অর্থাৎ কঢ়াবার্তা সংশোধন করা। এটাও আলাহ্‌ভীতিরই এক অংশ ; কিন্তু
এখন অংশ, যা করাপড় হয়ে গেমে আলাহ্‌ভীতির অবশিষ্ট অংশগুলো আপনা-আপনি
অর্জিত হতে থাকে, যেখন এ আরাতেই সঠিক কথা অবস্থানের ফলপূর্তিতে
صَلْح لَكُمْ أَعْلَمْ لَكُمْ
এর উরাদা করা হয়েছে। অর্থাৎ তোমরা যদি মুখকে ঝুঁ-
তাণ্ডি থেকে বিরত রাখ এবং সঠিক ও সরজ কথা বলার অভ্যন্ত হয়ে ওাগ, তবে আলাহ্-
তা-আজা তোমাদের সর্বকর্ম সংশোধন করে দেবেন। আরাতের পথে আরও উরাদা
করা হয়েছে যে, আলাহ্ তা-আজা একাপ ব্যক্তির ছুটি-বিদ্যুতি কথা করে দেবেন।

কোরআনী বিধানসমূহে সহজকরণের বিশেষ উপায় ; কোরআন পাকের সাধারণ
পদ্ধতি সম্পর্কে চিন্তা করলে আনা যায় যে, যেখানেই কোন কঠিন ও দুরাহ আদেশ
দেওয়া হয়, সেখানেই তা সহজ করার নিয়মও যান দেওয়া হয়। আলাহ্‌ভীতি সহজ
ধর্মকর্মের নির্যাস এবং এতে পুরোগুরি সাক্ষা অর্জন করার বাগান। তাই সাধা-
রণভাবে যেখানে আলাহ্‌কে তজ করার আদেশ দেওয়া হয়েছে, সেখানে এর পরেই
এখন কর্ম বলে দেওয়া হয়েছে, যা অবস্থান করলে আলাহ্‌ভীতির অন্যান্য সূত্র পালন
করা আলাহ্‌র পক্ষ থেকে সহজ করে দেওয়া হয়। আলোচ্য আরাতে **لَهُوا اللَّهُ!**

আদেশের পর **الْمُسْتَقْبِلِ إِلَّا نِعْمَةٌ قُرْبُوا قُوْلًا سَدِّ** নিকা দেওয়া এয়ই একটি নবীর। এর পূর্বের

আজ্ঞাতে **وَلَا تَكُونُوا كَالذِّينَ أَذْرَأُوا مُوسَىٰ ۚ** । **إِنْقُوا اللَّهَ**

বিবরের প্রতি নির্দেশ করা হয়েছে যে, আজ্ঞাহৰ সহ ও পিছ বাসাদেরকে কষ্ট দেওয়া আজ্ঞাহৃতীভূতির পথে একটি রহস্য বাধা । এটা পরিভাষ করলে আজ্ঞাহৃতীভূতি সহজ হয়ে যাবে ।

إِنْقُوا اللَّهَ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ ۚ — এতে

আজ্ঞাহৃতীভূতির সহজ করার জন্য এমন মোকদ্দেশ সংসর্গ অবলম্বন করলে বলা হয়েছে, যারা কথায় ও কাজে সাজ্জা । এর মানে যারা আজ্ঞাহৰ ওরো । আরও এক আজ্ঞাতে **وَلَتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدْ مَنَّ لَغُدُّ ۚ** **إِنْقُوا اللَّهَ** যোগ করা হয়েছে । এর অর্থ এই যে, প্রত্যেক মানুষের ঠিক করা উচিত, সে আগমীকরণ অর্থাৎ বিশ্বাসের দিনের জন্য কি পুঁজি প্রেরণ করেছে । এর সারমর্ম পরিকল্পনা ঠিক । এটা আজ্ঞাহৃতীভূতির সকল স্তুতিকেই সহজ করে দেয় ।

মুখ ও কথার সংশোধন উভয় জাহানের কাল ঠিক করে দেয় : ইব্রাত শাহুমুদুল কাদের দেহস্তো (র) এ আজ্ঞাতের যে অনুবাদ করেছেন, তা থেকে জানা যায় যে, এ আজ্ঞাতে সোজা কথার অভ্যন্তর হওয়ার কারণে কর্ম সংশোধনের ওপাদা কেবল ধর্মীয় মর্মেই সীমাবদ্ধ নয় : বরং দুনিয়ার সব কর্মও এতে দাখিল আছে । যে ব্যক্তি সঠিক কথায় অভ্যন্তর হয়, কখনও যিথে বলে না, ঠিকাড়াবনা করে দোষবৃত্তি মুক্ত কথা বলে, প্রভাবণা করে না এবং অন্যের অর্পণাঙ্গার কারণ হয় এমন কথা বলে না, তার পরকাল ও দুনিয়া উভয় জাহানের কর্ম সঠিক হয়ে যাবে । ইব্রাত শাহুমুদের অনুবাদ এই : বল সোজা কথা, যাতে পরিপাতি করে দেন তোমার জন্মে তোমার কর্ম ।

إِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَابْيَنْ
أَنْ يَعْصِمُنَاهَا وَأَشْفَقُنَّ مِنْهَا وَحَمَلَنَاهَا إِلَّا سَانُ دَائِنَةً كَانَ
ظَلُومًا مَاجْهُوًّا لَّيُعَذِّبَ اللَّهُ الْمُنْفِقِينَ وَالْمُنْفِقَتِ وَالْمُشْرِكِينَ
وَالْمُشْرِكَتِ وَيَتُوبَ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَكَانَ اللَّهُ
غَفُورًا رَّحِيمًا

(৭২) আমি আকাশ, পৃথিবী ও পর্বতযাঁর সামনে এই আমানত পেশ করেছিলাম, অতপর তারা একে বহন করতে অঙ্গীকার করল এবং এটে ভীত হয়; কিন্তু মানুষ তা বহন করল। নিচের সে জাতিক অভি। (৭৩) আতে আজ্ঞাহ খুন্দিকে পুরুষ, মুন্দিক নারী, মুন্দিক পুরুষ, মুন্দিক নারীদেরকে শান্তি দেন এবং মুন্দিক পুরুষ ও মুন্দিক নারীদেরকে কর্তা করেন। আজ্ঞাহ কর্মাণী, পরম সরান্তু।

তৎসৌরের সার-সংক্ষেপ

আমি এই আমানত (অর্থাৎ আমানতকারী বিধানবজ্ঞী) আকাশ, পৃথিবী ও পর্বতযাঁর সামনে পেশ করেছিলাম। (অর্থাৎ তাদের মধ্যে কিছু চেতনা সৃষ্টি করে, বা এখনও আছে—আমার বিধানবজ্ঞী তাদের সামনে পেশ করেছিলাম। তাদের সামনে আরও পেশ করেছিলাম যে, এসব বিধান মেনে নিজে তোমাদেরকে পুরুষার ও সম্মান দান করা হবে এবং না মানে আহ্মাব ও কল্প দেওয়া হবে। অতপর তাদেরকে এসব বিধান প্রাপ্ত করার ও প্রাপ্ত না করার একত্বার দিয়ে বলেছিলাম, তোমরা যদি এগুলো প্রাপ্ত না কর, তবে আদিষ্ট সাধারণ হবে না এবং সওয়াব ও আহ্মাবের ঘোগ্য হবে না। উপরন্তু তোমাদেরকে অবধারণ বলা হবে না। তাদের মধ্যে অন্তর্কৃত চেতনা হিল, তা সংক্ষেপে এই বিষয়বস্তু বুঝে নেওয়ার জন্য থার্ডেস্ট হিল। তাদেরকে একত্বার দেওয়ার কারণে) অতপর তারা (শান্তির ভয়হেতু পুরুষারের সকারনা থেকেও হাত খাটিয়ে নিজ এবং) তার দারিদ্র প্রাপ্ত কর্তৃত অঙ্গীকার করল এবং (এ দারিদ্রের ব্যাপারে) ভীত হয় (যে, আজ্ঞাহ আমেন এর পরিপাম কি হবে। তারা যদি এটা প্রাপ্ত করত, তবে মানুষের অভি তাদেরকেও আমন্বুজি দান করা হত, যা বিধানবজ্ঞী, সওয়াব ও আহ্মাব থেকার জন্য অকর্তৃ। তারা এটা প্রাপ্ত না করার আমন্বুজি দান করারও প্রয়োজন হয়ে নি। যোটকথা, তারা তো অঙ্গীকার করল) কিন্তু (যখন আকাশ, পৃথিবী ও পর্বতযাঁর পর মানুষ সৃষ্টি করে তার সামনেও এ আমানত পেশ করা হল, তখন,) মানুষ (আজ্ঞাহর তানে তার প্রতিনিধিত্ব অবধারিত হিল বিধান) তা প্রাপ্ত করল। [সত্ত্ববত তখন পর্বত তার মধ্যেও এন্টর্কুই প্রয়োজনীয় কেতুনা বিদ্যমান হিল এবং সত্ত্ববত অঙ্গীকার প্রাপ্তের পূর্বে এই আমানত পেশ করা হয়েছিল ও আমানত প্রাপ্তের ফজ্যুন্তিতে অঙ্গীকার নেওয়া হয়েছিল। অঙ্গীকার প্রাপ্তের সময় মানুষের মধ্যে আমন্বুজির সকার করা হয়ে থাকবে। এটা কোন বিশেষ মানুষ যথা আদম (আ) এর সামনে পেশ করা হয়নি বরং অঙ্গীকার প্রাপ্তের অনুরূপ এ পেশ করাও ব্যাপক ভিত্তিতে হয়ে থাকবে এবং মানুষের পক্ষ থেকে কবৃত করাও ব্যাপকভাবে হয়ে থাকবে। সুতরাং আকাশ, পৃথিবী ও পর্বতযাঁর আদিষ্ট হল না এবং মানুষ আদিষ্ট হয়ে পেল। আজ্ঞাতে এ অটনা স্মরণ করানোর রহস্য সত্ত্ববত তাই, বা অঙ্গীকার প্রাপ্তের অটনা স্মরণ করানোর মধ্যে হিল। অর্থাৎ তোমরা অভি জ্ঞানদিত হয়ে এসব বিধান পাইন করার দারিদ্র প্রাপ্ত করোহ। সুতরাং তা পাইন করা

উচিত। বিনজাতি আদিল্ট বিধায় সত্ত্বত তারাও এই গেছ ও বহনের মধ্যে শরীক হিল। কিন্তু এ হলো হেহেতু মানুষকে সংশোধন করেই কথা বলা হয়েছে, তাই বিশেষ-ভাবে মানুষই উচিত হয়েছে। এই দারিদ্র প্রহণের পর মানুষের আয়া, সংখ্যাগরিষ্ঠের দিক দিয়ে এই হল ক্ষে] নিচের সে (অর্থাৎ মানুষ কর্মীর বিবরণিতে) আজিয় (এবং তাত্ত্ব বিবরণিতে) অজ (অর্থাৎ কর্ম ও বিকাশ উভয়কে বিবরজ্ঞ করে) এই হয়েছে যে, আজাহ্ তা'আলা মুনাফিক পুরুষ ও মুনাফিক নারী এবং মুশ্রিক পুরুষ ও মুশ্রিক নারীদেরকে (কারণ তারাই বিধানাবলী বিনিষ্ট করে) শান্তি দেবেন এবং মু'মিন পুরুষ ও মু'মিন নারীদের প্রতি মনোনিবেশ (ও দর্শা) করাবেন। (বিবজ্ঞাত্তরণের পরাও শদি কেউ বিরত হব, তাকেও মু'মিনদের প্রেরণাকৃত করে নেওয়া হবে। কেননা,) আজাহ্ ক মাশীল, পরম দর্শাতু।

আবৃষ্টিক জাতীয় বিষয়

সময় সুরার রসূলুল্লাহ্ (সা)-র সম্মান সত্ত্ব ও আনুগত্যের উপর জোর দেওয়া হয়েছে। সুরার উপসংহারে এই আনুগত্যের সুউচ্চ মর্যাদা ব্যক্ত করা হয়েছে। এতে আজাহ্ ও রসূলের আনুগত্য ও তাদের আদেশাবলী পালনকে 'আয়াত' খনের মাধ্যমে প্রকাশ করা হয়েছে। এর কারণ পরে অধিত হবে।

আয়াতের উদ্দেশ্য কি? এসে আয়াত খনের তৎসীর প্রসঙ্গে সাহাবী তাবীরী প্রথম তৎসীরবিদের অনেক উচ্চি অধিত আছে, যেহেন শরীরতের কর্ম কর্মসূচ, সতীতের হেফাবত, ধর্মসম্মানের আয়াত, অগবিলতার গোসল, মামার, শাকাত, রোমা, হজ ইত্যাদি। একারণেই অধিকাংশ তৎসীরবিদ বলেন যে, খর্মের মাহলীর কর্তব্য ও কর্ম এই আয়াতের মধ্যে দাখিল আছে।—(কুরআনু)

তৎসীরে যাবহারীতে বলা হয়েছে, শরীরতের মাহলীর আদেশ-নিয়েরের সমষ্টিই আয়াত। আবু হাইসান বাহরে-মুহীতে বলেন :

الظاهر أنها كل ما يسرى من عملية من أمر و نهى و شاء و أراد فـ
والشرع كلـ ما نـوى وهذا قول الجمهور

এতেক থে বিধরে মানুষের উপর আয়া রাখা হব অর্থাৎ আদেশ-নিয়ে এবং প্রত্যেক থে অবজ্ঞা দীন-দুনিয়ার সাথে দম্পক রাখে এবং সম্পূর্ণ শরীরত আয়াত। এটাই অধিকাংশের উচ্চি।

সারবিধা এই থে, আয়াতের উদ্দেশ্য হচ্ছে শরীরতের বিধানাবলী ধারা আদিল্ট হওয়া, বেগজো গুরোপুরি পালন করাজে জাহাতের টিপ্পানী মিসায়ত এবং বিরোধিতা অথবা ছুটি করাজে জাহাতের আয়ার প্রতিশুল্ক। কেউ কেউ বলেন, আয়াতের উদ্দেশ্য আজাহ্ র বিধানাবলীর ডার বহনের ব্যোগাত্মক ও প্রতিভা, যা বিশেষ করে তান-

বৃক্ষ ও চেতনার উপর নির্ভরশীল। উচ্চতি এবং আল্লাহর প্রতিনিধিত্বের ক্ষমতা এই বিশেষ ঘোগাড়ার উপর নির্ভরশীল। বেসব সৃষ্টি বলত অথবা এই ঘোগাড়া নেই, তারা অস্থানে বস্তাই উচ্চ মর্যাদার অধিকারী হোক না কেন, তারা তাদের স্থান থেকে উঠিব করতে পারে না। এ কারণেই আকাশ, গৃথিবী এয়নকি, মেরেগতাগপের অধোত উঠিব নেই। তারা নিকটস্থের বিজ নিজ ছানেই অন্ত হয়ে আছে। তাদের অবস্থা এই—^{مَنْ مِنْهُ لَا يَعْلَمْ مَقْامَ مَعْلُومٍ} ।

আমানতের এই অর্থ অনুবাদী আমানত সম্পর্ক সকল হাদীস ও রেওয়ায়েত পরম্পরার সামগ্র্যশীল হয়ে থাকে। অধিকাংশ তফসীরবিদের উত্তিসমূহও এতে প্রায় একমত হয়ে থাকে।

বুধাবী, মুসলিম ও মসনদে আহমদের রেওয়ায়েতে হৃষরত হৃষাকুরা (রা) বলেন, রসূলুল্লাহ (সা) আমানতেকে দু'টি হাদীস খিলা দিয়েছেন। তথাকে একটি আয়ত চাকুর দেখে নিয়েছি এবং অপরটির অপেক্ষার আছি।

প্রথম হাদীস এই যে, ধর্মের ক্ষতি সজ্ঞানদের অভ্যন্তরে আমানত নাথিজ করা হয়েছে, অভ্যন্তরে কোরআন অবজ্ঞা হয়েছে ফলে হুঁয়িনরা কোরআন থেকে তাম অর্জন করেছে এবং সুজাহ থেকে কর্মের আদর্শ জাত করেছে।

বিটীর হাদীস এই যে, (এক সমস্ত জাসবে ইধন) মানুষ নিজে থেকে জাপ্ত হচ্ছেই তার অক্ষর থেকে আমানত ছিনিয়ে নেওয়া হবে এবং তার এখন কিছু চিহ্নাঙ্ক থেকে থাবে, যেমন কেউ আভনের অসার পারে সরিয়ে দিল। (অসার ঠো মূরে সরে গেল কিন্ত) তার চিহ্ন কোসকার আকারে পারে থেকে গেল। অথচ এতে অভিজ্ঞ কোন অংশ নেই মানুষ পরম্পরার জেনদেন ও দৃঢ়ি করবে, কিন্ত অভিমতের হক কেউ আদায় করবে না। (আমানতদার জোকের এখন অভাব দেখা দেবে যে,) মানুষ বলবে, অসুক পোকের অধো একজম আমানতদার আছে।

এই হাদীসে মানুষের অভয়ের সাথে সম্পর্কশীল একটি বিষয়কে আমানত ঘোষণা হয়েছে। এ বিষয়টিই শরীয়তের আদেশ-নিষেধ থারা আদিষ্ট হওয়ার ঘোগাড়া রাখে।

মসনদে আহমদে বিষিত হৃষরত আবদুল্লাহ ইবনে আমরের রেওয়ায়েতে রসূলুল্লাহ (সা) বলেন, তারাটি বল এখন যে, এগুলো অভিত হয়ে গেলে দুনিয়ার অন্য কোন বল অভিত না হলাও পরিভাষের কিছু নেই। সেগুলো এই : আমানতের হিকায়ত, সত্ত্বাদিতা, নিকলুম চরিত্ব, হাজার আদ্য। (ইবনে-কাসীর),

আমানত কিন্তু দেশ করা হবে : উচ্চিষ্ঠ আরাতে কলা হয়েছে যে, আধি আকাশ, গৃথিবী ও পর্বতমালার সামনে আমানত দেশ করেছিলাম। তারা সকলেই

এবং বোকা বহন করতে অঙ্গীকার করল এবং এর যথোর্থ হক আদায় করার ব্যাপারে ভৌত হয়ে গেল। কিন্তু মানুষ এই বোকা বহন করে নিল।

এখানে চিন্তাপেক্ষ বিষয় এই যে, আকাশ, পৃথিবী ও পর্বতমালা বাহ্যিক অপ্রাণীবাটক ও চেতনাহীন বস্ত। তাদের সামনে আয়ানত পেশ করা এবং তাদের প্রভৃতির দেওয়া কি প্রকারে সম্ভব হল?

কেট কেট একে রূপক ও উপমা সাব্যস্ত করেছেন। হেমন কোরআন পাক এক জাহানীয় উপমাবকলপ বলেছে :

لَوْأَنْزَلْنَا هَذَا الْقُرْآنَ عَلَى جَبَلٍ تَرَأَيْتَهُ خَاسِعًا مَتَصَدِّعًا مِنْ

খঁশুঁ^{الله} অর্থাৎ আর্থি এই কোরআন পর্বতের উপর নাখিল করলে আগনি দেখতেন যে, পর্বতও এর তারে নুমে পড়ত এবং আজ্ঞাহীন তরে ছিন্নবিছিন্ন হয়ে যেত। এখানে ধরে নেওয়ার পর্যায়ে এই উপমা বলিত হয়েছে। আকরিক অর্থে পর্বতের উপরে অবস্থান করা উচিত নয়। **فَإِنَّ عَرَفْنًا**। আরাতও তাদের ঘটে তেজনি একটি উপমা।

বিজ্ঞ অধিকাংশ আলিমের মতে এটা ঠিক নয়। কেবল, এর প্রয়োগব্যবহারে যে আরাত পেশ করা হয়েছে, তাতে কোরআন পাক **لَوْ** শব্দ ব্যবহার করে ব্যাপারটি যে নিছক ধরে নেওয়ার পর্যায়ে, তা নিজেই প্রকাশ করে দিয়েছে। কিন্তু আলোচ্য আরাতে একটি ঘটনা বলিত হয়েছে। একে কোন প্রয়োগ ব্যাখ্যাকে রূপক ও উপমা যেমন নেওয়া বৈধ হবে না। যদি প্রয়োগ পেশ করা হয় যে, এসব বস্ত অচেতন ও জড়, এদের সাথে অবজ্ঞার ঘটে পারে না, তবে তা কোরআনের অন্যান্য বর্ণনা মুল্লেষ্ট প্রভ্যাবাত্ত হবে। কারণ, কোরআন পাকের স্পষ্ট ইরশাদ এই : **وَإِنْ مِنْ شَيْءٍ** **لَا** **يُحْكَمُ**।

৫. প্রত্যেক অর্থাৎ প্রত্যক বস্ত আজ্ঞাহীন হাসদ, পৃথিবী ঘোষণা করে। বলা বাছলা, আজ্ঞাহীনকে চেনা এবং তাকে ঘষ্টা, সামিক, সর্বোচ্চ ও সর্বত্রোচ্চ তান করে তাঁর শুভি পাঠ কর্তৃ চেতন ও উপলব্ধি বাস্তীত সজ্ঞবসর নয়। তাই এ আরাত মুল্লেষ্ট এ কথা প্রয়োগিত হয় যে, উপলব্ধি ও চেতনা সকল সৃষ্টিবস্তুর মধ্যে এখন কি, জড় পদার্থের মধ্যেও বিস্তয়ান আছে। এই উপলব্ধি ও চেতনার তিতিতেই তাদেরকে সজ্ঞাধন করা আর এবং তারা উত্তরণ দিতে পারে। উত্তর শব্দ ও অকরের বাধায়েও ঘটে পারে। এতে বৃক্ষগত কোন অস্তিত্বাত্ত্ব নেই। কারণ, আজ্ঞাহীন তা'আলা আকাশ, পৃথিবী ও পর্বতমালাকে ব্যাকল্পিত দিতে পারেন। তাই অধিকাংশ তুকসীরবিদের ঘটে আকাশ, পৃথিবী ও

পর্বতমালার সামনে আকরিক অর্থেই আমানত পেশ করা হয়েছে এবং তারা আকরিক অর্থেই এ বোকা বহন করতে অক্ষয়া প্রকাশ করেছে। এতে কোন উপযোগ অথবা লাগকষ্ট নেই।

আমানত ইচ্ছাধীন পেশ করা হয়েছিল, বাধ্যতামুক নয়। এখনে প্রথম হয়ে, আজ্ঞাহৃত তা'আলা এবং যখন আকাশ, পৃথিবী ও পর্বতমালার সামনে আমানত পেশ করলেন, তখন তাদের তা বহন করতে অস্বীকার করার শক্তি কিরাপে হল? আজ্ঞাহৃত অবধ্যতার কারণে তাদের তো নাস্তামাবুদ হয়ে বাঁওয়া উচিত হিল। এছাড়া আকাশ ও পৃথিবী যে আজ্ঞাহৃত আভাবহ ও অনুগত, তা বেরয়ানের আরাত **لَا تَهْنِ**।

বাক্যটি আরাও প্রযৱিত। অর্থাৎ আজ্ঞাহৃত তা'আলা যখন তাদেরকে নির্দেশ দিলেন আমার আদেশ পাইন করার জন্যে সানন্দে অথবা বাধ্যতামুকতাবে উপরিত হও, তখন তারা উত্তরে বলল, আমরা সানন্দে উপরিত আছি।

এ প্রবেশ অঙ্গীব এই যে, এ আরাতে তাদেরকে এক শাসকসুবাদ অনুবৃত্তিতার আদেশ দেওয়া হয়েছিল যাতে একথাও বলে দেওয়া হয়েছিল যে, তোমরা রাষ্ট্রী হও অথবা গরবাশী, সর্ববস্তুয় এ আদেশ মানতে হবে। কিন্তু আমানত পেশ করার আরাত এরাগ নয়। এতে আমানত পেশ করে তাদেরকে কবৃত বরা ও কবৃত না করার অস্তিত্বার দেওয়া হয়েছিল।

ইবনে-কাসীর ইবনে-আব্দাস, হাসান বসরী, বুজাহিদ প্রমুখ একাধিক সাহাবী ও তাবেরী থেকে আমানত পেশ করার এই বিবরণ উক্ত করেছেন যে, আজ্ঞাহৃত তা'আলা প্রথমে আকাশের সামনে অঙ্গীর পৃথিবীর সামনে এবং পেছে পর্বতমালার সামনে ইচ্ছাধীন আকারে এ বিবরণ পেশ করেন যে, আমার আমানতের বোকা নির্ধারিত প্রতিদানের বিনিময়ে তোমরা বহন কর। প্রত্যেকেই বিবিধ কি, তা আরাতে ঢাইজে বলা হল, তোমরা পৃষ্ঠাগে আমানত বহন করলে অর্থাৎ বিধানবাজী পুরোপুরি পাইন করলে পুরুকার, সওড়াব এবং আজ্ঞাহৃত কাছে বিশেষ সম্মান জাত করবে। পক্ষান্তরে বিধানবাজী পাইন না করলে অথবা ঝুঁটি করলে আবাব ও শাস্তি দেওয়া হবে। একথা শুনে এসব বিশালকায় সুষিদ্ধ অঙ্গীব দিল, হে আমাদের পাইনকর্তা! আমরা এখনও আগনীর আভাবহ দাস, কিন্তু আমাদেরকে যখন এখতিয়ার দেওয়া হয়েছে, তখন আমরা এ বোকা বহন করতে নিজেদেরকে অক্ষয় পাচ্ছি। আমরা সওড়াবও ঢাই না এবং আবাবও তোগ করার শক্তি রাখি না।

তফসীরে-কুলতুনীতে উক্ত হয়রত ইবনে-আব্দাস (রা)-এর বাচনিক রিওয়া-সেতে রসুলুল্লাহ (সা) বলেন, অতগুর আজ্ঞাহৃত তা'আলা হবরত আদম (আ)-কে সহোখন করে বলেন, আরি আমার আমানত আকাশ ও পৃথিবীর সামনে পেশ করে-ছিলাম, তখন তারা এই বোকা বহন করাতে অক্ষয়া প্রকাশ করেছে। এখন তুমি কি এর নির্ধারিত প্রতিদানের বিনিময়ে এই আমানত বহন করতে সম্মত আহ? আদম (আ)

জিজ্ঞাসা করবেন, হে পাইলকর্তা, এর বিনিময়ে কি প্রতিদান পাওয়া যাবে ? উভয় হল, পূর্ণম আনুগত্য করবে পূরকার পাবে (যা আল্লাহর নৈকট্য, সত্ত্বিট ও জাগতের চিরস্থায়ী নিয়মতের আকারে হবে)। পক্ষান্তরে যদি এই আমানত পণ কর, তবে শান্তি পাবে। আদম (আ) আল্লাহর নৈকট্য ও সত্ত্বিটিতে উরতি লাভের আশ্রহে এ বোকা বহন করে নিজেন। বোকা বহনের পর যোহর থেকে আসর পর্যন্ত যতটুকু সময়, ততটুকু সময়ও অভিবাহিত হতে পারেনি, ইতিমধ্যে শয়তান তাকে সুপ্রসিক্ষ পথচালিতায় লিপ্ত করে দিব এবং তিনি জাগ্রাত থেকে বহিকৃত হজেন।

আমানত কখন পেশ করা হয়েছিল ? উপরে বর্ণিত যেওয়ারেত থেকে জানা যাবে যে, আদম স্তুতির পূর্বেই আকাশ, পৃথিবী ও পর্বতমালার সামনে আমানত পেশ করা হয়েছিল। আদম স্তুতির পর তাঁর কাছে এ কথাও প্রকাশ করা হয়েছিল যে, তোমার পূর্বে আকাশ ও পৃথিবীর সামনেও এই আমানত পেশ করা হয়েছে। তাদের পত্তি হিজ না বিধার তারা অক্ষমতা প্রকাশ করেছে।

أَلْسِنَتْ بِرْ كِبُّوكَ অঙ্গীকার প্রাপ্তের পূর্বে এই আমানত পেশ করার ঘটনা সংঘটিত হয়েছে। কেননা এই অঙ্গীকার আমানতের বোকা বহন করার প্রথম দফা এবং পদের পথে করার স্থানিয়ত !

পৃথিবীতে প্রতিনিধিত্ব করার জন্য আমানত বহনের বোকাতা অঙ্গী হিজ। আল্লাহ তা'আজা আসি তক্ষনীরে হির করে নিয়েছিলেন যে, তিনি আদম (আ)-কে পৃথিবীতে তাঁর প্রতিনিধি নিযুক্ত করবেন। এ প্রতিনিধিত্ব তাকেই সাম করা হবে, যে আল্লাহর বিধানবলী মেনে চাকার মারিছ প্রাপ্ত করতে পারত। কেননা এই প্রতিনিধিত্বের অর্থ এই যে, পৃথিবীতে আল্লাহর আইন প্রয়োগ করবে এবং মানব জাতিকে আল্লাহর বিধানবলীর আনুগত্যে উন্মুক্ত করবে। তাই স্তুতিশূলভাবে হয়রুত আদম (আ)-এই আমানত বহন করার জন্য প্রস্তুত হয়ে পেরেন। অর্থ তিনি আনন্দেন যে, বিশালকায় স্তুতিশূল এ ব্যাপারে অক্ষমতা প্রকাশ করেছে।—(শারহারী)

ظَلَمٌ—أَنْ كَيْ مَا جَهْوَلْ অর্থ নিজের প্রতি কুলুম্বকারী এবং পুরুষ

এর অর্থ পরিপামের ব্যাপারে অজ। এ ব্যাক থেকে বাহাত বোকা যাবে যে, এতে সর্বাবহায় মানুষের নিষ্ঠা করা হয়েছে যে, এই অর্বাচীন সাধারণীত বিরাট বোকা বহন করে নিজের প্রতি কুলুম্ব করেছে, কিন্তু কোরআনী বর্ণনামূলকে বাস্তবে তা নয়। কেননা মানুষ বলে হয়রুত আদম (আ) বোকানো হজে তিনি তো বিজ্ঞাপ প্রয়োগ করেছিলেন। তিনি নিজের উপর অগ্রিম মারিছ পুরোপুরি আদার করেছেন। এরই ফলপূর্বত্তিতে তাঁকে আল্লাহর প্রতিনিধি করে পৃথিবীতে প্রয়োগ করা হয়। তাঁকে কেরেশতাদের দ্বারা সিজদা করানো হয়। পরকালে তাঁর অর্বাচীন কেরেশতাদেরও উর্মে দ্বারা হয়। পক্ষান্তরে মানুষ অজ সমষ্ট মানবজাতি বোকানো হজে তাদের মধ্যে জাহো সংস্কর রয়েছেন এবং কোটি

କୋଟି ସହକର୍ମପରାଯନ ଓଜୀ ରହେଛନ, କାନ୍ଦେର ପ୍ରତି ହେଲେଶଟାଗପତି ଦେବୀ କରେନ । ତୋରା କର୍ମର ମାଧ୍ୟମେ ପ୍ରମାଣ କରେ ଦିଲେହେନ ଯେ, ତୋରା ଏହି ଅନ୍ତାହର୍ତ୍ତ ଆଧୀନତ୍ତର ହସ୍ତାର୍ଥୀ ହକମାର ହିଜେନ । ତୋରେ କାରାପେ କୋରାଜାନ ପାକ ମାନବ ଜ୍ଞାନିକେ ‘ଆଶରାକୁଳ ମନ୍ଦୁକାନ୍ତ’ ଆଖ୍ୟାଯିତ କରେଛେ । ବଜା ହେଲେ ଲِقْدَ كُرْمَا بِنَ أَدْمَ بِنْ أَبِي دَعْوَةَ

ଏ ଥିବେ ପ୍ରମାଣିତ ହେ ଯେ, ଆଦମ (ଆ) ଓ ସମ୍ପଦ ମାନବ ଜ୍ଞାନ—କେଉଁ ନିମ୍ନାର ପାଇଁ ମର । ଏ କାରଣେଇ ତକ୍ଷସୀର-ବିଦଗ୍ଧ ବଜେନ ଯେ, ଉପରୋକ୍ତ ବାକ୍ୟାଟି ନିମ୍ନାର ଜନ୍ମ ନର, ବର୍ବ ଅଧିକାଂଶ ବାତିର ବାତିର ଅବହ୍ଵା ବର୍ଣ୍ଣନା କରାର ଜନ୍ମ ଅବତାରପା କରା ହେଲେ । ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଏହି ଯେ, ମାନବ ଜ୍ଞାନିର ଅଧିକାଂଶ ଯାଗିଯ ଓ ଅଭି ପ୍ରମାଣିତ ହେଲେ । ତୋରା ଏହି ଆମାନତ୍ତର ହକ ଆଦାର କରେନି ଏବଂ କ୍ଷତିଶକ୍ତ ହେଲେ । ଅଧିକାଂଶର ଅବହ୍ଵା ବିଧୀଯ ଏକ ମାନବ ଜ୍ଞାନିର ଅବହ୍ଵା ବଜେ ଦେଇ ହେଲେ ।

ସାରକଥା ଏହି ଯେ, ଆଯାତେ ବିଶେଷତାରେ ସେଇ ବାତିବର୍ଗକେ ଯାତିଯ ଓ ଅଭି ବଜା ହେଲେ, ଯାରା ଶ୍ରୀଯତେର ଆନୁଗତ୍ୟେ ସଙ୍କଳକାଯ ହେଲନି ଏବଂ ଆମାନତ୍ତର ହକ ଆଦାଯ କରେନି । କାଫିର, ମୁନାଫିକ ଓ ପାପାଚାରୀ ମୁମଲଯାନ କରିଲେଇ ଏବଂ ଅନ୍ତର୍ଭୂତ । ହସ୍ତାର୍ଥ ଈବନେ ଆବାସ, ଈବନେ ମୁଦ୍ରାରେ ହାସାନ ବସନ୍ତୀ (ର) ପ୍ରସ୍ତୁତ ଥିବେ ଏକି ତକ୍ଷସୀର ବନ୍ଦିତ ଆହେ ।—(କୁରତୂସୀ)

କେଉଁ କେଉଁ ବଜେନ ଓ ତୁମ୍ଭ ଶକ୍ତର ଏ ହଲେ ସରଜ ପୋବେଚାରୀ ଅର୍ଥେ ଆଦରେର ସୁରେ ବଜା ହେଲେ । ଅର୍ଥାତ୍ ଯେ ଆଲ୍ଲାହ ତା‘ଆଜାର ମହକତେ ଓ ତୋର ନୈକଟ୍ୟେର ଆଶ୍ୟା ପରିପାମେର କଥା ଚିନ୍ତା କରେନି । ଏତାରେ ଏ ଶକ୍ତର ପୋଟା ମାନବଜ୍ଞାନିର ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ହତେ ପାରେ । ତକ୍ଷସୀରେ ମାଧ୍ୟାରୀତେ ହସ୍ତର୍ତ୍ତ ମୁଜାଦିଦେ ଜାଗରେସାନୀ (ର) ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ମୁକ୍ତି ବସ୍ତୁଗ ଥିବେ ଏ ଧରନେର ବିଷମବନ୍ତ ବନ୍ଦିତ ଆହେ ।

لِيُعَذَّبَ اللَّهُ أَلِمَنَا لَقَيْنَ وَأَلِمَنَا فَتَانَ—ଏଥାନେ ଅବାରାଟି କାରଥ ଓ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ବର୍ଣ୍ଣନା ଅର୍ଥ ନର, ବର୍ବ ବ୍ୟାକରଣେର ପରିଭାଷାର ଏକ—لِمَ عَاقِبَتْ ବଜା ହର । ଆଯାତେର ଅର୍ଥ ଏହି ଯେ, ପରିପାମେ ଆଲ୍ଲାହ ତା‘ଆଜା ମୁନାଫିକ ପୁରୁଷ ଓ ମୁନାଫିକ ନାରୀ-ଦେବେନକେ ଏବଂ ମୁଶରିକ ପୁରୁଷ ଓ ମୁଶରିକ ନାରୀଦେବେନକେ ଶାସ୍ତି ଦେବେନ ଏବଂ ମୁ'ମିନ ପୁରୁଷ ଓ ମୁ'ମିନ ନାରୀଦେବେନକେ ପୁରୁଷତ କରବେନ । ଏକ ଆର୍ଯ୍ୟ କବିତାଯ ଏହି ଅନ୍ତର୍ଭୂତ କାରଣେ ବସ୍ତୁର ଅନ୍ୟ ଏବଂ ନିର୍ମାଣ କରି ପରିପାମେ ମୁଦ୍ରାର ଅନ୍ୟ ଏବଂ ନିର୍ମାଣ କରି ପରିପାମେ ବିଷମ ହେଲାର ଅନ୍ୟ । ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଏହି ଯେ, ପ୍ରତୋକ ଅନ୍ତର୍ଭୂତକାରୀର ପରିପାମ ମୁତ୍ୱ ଏବଂ ପ୍ରତୋକ ନିର୍ମାଣ ପରିପାମ ଖର୍ବ ।

حَمَلُهَا أَلِنَسَنٌ—ଏର ସାଥେ ଏ ବାକ୍ୟାଟି ସମ୍ପର୍କମୁକ୍ତ । ଅର୍ଥାତ୍ ମାନୁଷ ଯେ

আমানভের মোকা বহন করেছে, এর পরিপায়ে আনুষ দুমিজ বিকল্প হয়ে আবি—এক কাফিল, মূলাভিক ইন্তাদি, যারা অবাধ্য হয়ে আমানভ নষ্ট করে দেবে তাদেরকে শান্তি দেওয়া হবে। দুই মুঘিন পুরুষ ও মুঘিন নারী। যারা আনুগত্যের মাধ্যমে আমানভের হক আদায় করবে। তাদের সাথে অনুগ্রহ ও ক্ষমাসুন্দর ব্যবহার করা হবে।

গুরু ঔ পঞ্চম তৎসীরের এক তৎসীরে বলা হয়েছে যে, এটা সমস্ত মানবজাতির জন্য নয়, বরং বিশেষ ধরনের জোকদের জন্য বলা হয়েছে, যারা আজ্ঞাহৃত আমানভকে নষ্ট করে দেবে। উপরোক্ত সর্বশেষ বাক্যও এ তৎসীরের সমর্থন হয়েছে।

سورة السباء

সূরা সাবা

মডার অবলোগ, ৫৪ জানুয়ার, ৬ মে

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَلَهُ الْحَمْدُ فِي الْآخِرَةِ
 وَهُوَ الْعَلِيقِمُ الْخَيْرُ ۝ يَعْلَمُ مَا يَأْتِي بِهِ فِي الْأَرْضِ وَمَا يَجْزِئُ مِنْهَا وَمَا يَنْزِلُ
 مِنَ السَّمَاءِ وَمَا يَعْرُجُ فِيهَا وَهُوَ الرَّجِيمُ الْغَفُورُ ۝

পরম কর্তামূর ও আতীয় সাক্ষা আলাহুর মাঝে উন্ন

(১) সমস্ত প্রশংসা আলাহুর বিনি নতোঃকাজে বা আছে এবং কুমণ্ডালে বা আছে স্বকিছুর মালিক এবং তাঁরই প্রশংসা পরকাজে। তিনি প্রত্যামূর্ত সর্বত। (২) তিনি জানেন বা কৃত্তি প্রবেশ করে, বা সেখান থেকে বিশ্বিত হয়, বা আকাশ থেকে বর্ষিত হয় এবং বা আকাশে উদ্বিত হয়। তিনি পরম সম্মান, কর্মান্বাল।

তৎসীমের সার-সংক্ষেপ

সহস্র প্রশংসা (ও শুণকীর্তন) আলাহুর জন্য শোভনীয়, যিনি নতোঃকাজে বা আছে এবং কুমণ্ডালে বা আছে স্বকিছুর মালিক। (তিনি ইহকাজে যেমন প্রশংসার হকলার, তেমনি) পরকাজেও প্রশংসা (ও শুণকীর্তন) তাঁরই জন্য শোভনীয়। (এটা এতাবে প্রকাশ পাবে বৈ, আলাভীয়া আলামে প্রবেশ করার পর এ জাতীয় আলাহুর প্রশংসা করবে)

الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي هَدَانَا لِهَذَا ۖ أَلْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَذْهَبَ عَنَّا الْعَزَّزَ

الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي مَدَنَا وَمَدَّ

১

ইত্যাদি) তিনি প্রত্যামৃত, (আকাশ ও পৃথিবীর সমুদর সুষ্ঠিটকে অসংখ্য উপরোগিতা ও উপকারিতা সম্পর্ক করে সৃষ্টি করেছেন এবং তিনি) সর্ব বিষয়ে অবহিত। (এসব উপরোগিতা ও উপকারিতা সৃষ্টি করার পূর্বেই এ সম্পর্কে অবহিত। তিনি এমন ধরণের যে) তিনি জানেন যা ত্ত-গৃহে প্রবেশ করে (যথা বৃষ্টিতে পানি) এবং যা তা থেকে নির্গত হয় (যথা বৃক্ষ ও সাধারণ উভিদ) এবং যা আকাশ থেকে বহিত হয় এবং যা আকাশে উভিত হয় (যেমন কেরেলাগ আকাশে উঠানায়া করেন, শরীরতের বিখানাবলী আকাশ থেকে অবতীর্ণ হয় এবং সৎকর্মসমূহ আকাশে উভিত হয়)। এসব বিষয়ের যথে দৈহিক ও আধিক উপকারিতা আছে। এসব উপকারিতার দাবি এই যে, সব জ্ঞান আছাই তা'আলার পূর্ণ কৃতজ্ঞ হবে এবং কেউ ছুটি করলে সে শাস্তি পাবে। কিন্তু) তিনি (আছাই) পরম দর্শক (এবং) কর্মালীল (ও দীর্ঘ রহস্যে সঙ্গীরা গোনাই সৎকর্মের ফলে, কর্মীরা গোনাই তত্ত্বার ফলে এবং উভয় প্রকার গোনাই কেবল দীর্ঘ কৃপার কর্মা করে দেন। কৃপক ও শিরকের গোনাই ইমানের মাধ্যমে কর্মা করে দেন)।

وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَا تَأْتِنَا السَّاعَةُ فَقُلْ بَلٌ وَرَبِّيْ لَتَأْتِيْنَاكُمْ^۱
 عَلَيْهِمُ الْغَيْبُ لَا يَعْرِفُونَ عَنْهُ مِثْقَالُ ذَرَّةٍ فِي السَّمَوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ
 وَلَا أَصْفَرُونَ ذِلِّكَ وَلَا أَكْبُرُ إِلَّا فِي كِتْبٍ مُبِينٍ^۲ لِيَعْرِيْ لِلَّذِينَ آمَنُوا
 وَعَمِلُوا الصَّلِحَاتِ أُولَئِكَ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ^۳ وَالَّذِينَ سَعَوْفَى
 أَيْتَنَا مُعْجِزَتِنَ أُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ وَنَنْرِجِزُ إِلَيْهِمْ^۴ وَيَرِيْسَ الَّذِينَ
 أُوتُوا الْعِلْمَ الَّذِي أُنْزِلَ إِلَيْلَكُمْ مِنْ رَبِّكَ هُوَ الْحَقُّ^۵ وَيَقْدِيْ إِلَيْهِ
 مِسْرَاطُ الْعَزِيزِ الْجَمِيدِ^۶ وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا هَلْ نَدْلُكُمْ عَلَى
 رَحْيِلٍ يُتَشَكَّرُ إِذَا اخْرَقْتِمْ كُلَّ مُمْنَقِ^۷ إِنَّكُمْ لَفِيْ خَلْقِ جَنَابِيلِهِ
 أَفَتَرَى حَلَقَ اللَّهُ كَذِّبًا أَمْ بِهِ جَثَّةٌ^۸ بَلِ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ فِي
 الْعَذَابِ وَالصَّلِيلِ الْبَعِيدِ^۹ أَفَلَمْ يَرُوَا إِلَى مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا حَلَقَهُمْ

**قِنْ الْكَلَمُ وَالرَّفِيقُ مِنْ دُرَانٍ نَّسْفُ بِرْدُمٍ أَكْرَضَ أَوْنَسْقُطٌ عَلَيْهِمْ
كَسْفًا قِنْ السَّكَمُ مِنْ دُرَانٍ فِي ذَلِكَ لَذِيَّةٌ لِكُلِّ عَبْدٍ مُّنْبِئٍ**

(১) কাফিলরা বলে, আমাদের উপর কিয়ামত আসবে না। অনুম, কেন আসবে না? আমার পাইনকর্তার শপথ—অবশ্যই আসবে। তিনি অনুশা সন্দর্কে জাত। নভোমতে ও কৃ-মতে তাঁর অঙ্গোচারে নয় অশু পরিমাণ কিছু, না তদপেক্ষা ক্ষুণ এবং না হহ—সমস্তই আছে সুস্পষ্ট কিভাবে। (২) তিনি পরিপূর্ণ হারা সুবিধি ও সৎকর্ম-পরায়ণ, তাদেরকে প্রতিসাম দেবেন। তাদের জন্য রয়েছে কথা ও সমানকরণ নিশ্চিক। (৩) আর হারা আমার আয়তসুহক ব্যর্থ করার জন্য উঠেগড়ে দেন হার, তাদের জন্য রয়েছে অত্যপীকৃত ধাতি। (৪) হারা জন্মাপ্ত, তারা আপনার পাইনকর্তার নিকট থেকে অবগোপ্ত কোরআনকে সত্তা জ্ঞান করে এবং এটা আনন্দকে পরাক্রমশালী, প্রথমসার্থ আলাহুর পথপ্রদর্শন করে। (৫) কাফিলরা বলে, আমরা কি তোমাদেরকে এমন ব্যক্তিক সজ্ঞান দেব, যে তোমাদেরকে ধৰন দেব বে; তোমরা সম্পূর্ণ হিজ-বিজিত হয়ে দেশেও তোমরা নয়ন সুবিড় হবে? (৬) সে আলাহ, সন্দর্কে মিথ্যা বলে, না হয় সে উচ্চাদ এবং হারা পরকামে অবিবাসী, তারা আমারে ও হোর পথপ্রদর্শকার পতিত আছে। (৭) তারা কি তাদের সামনের ও প্রচারের আকাশ ও পৃথিবীর প্রতি জ্ঞান করে না? আবি ইলহা কর্তৃত তাদের সহ কৃতি ধনিয়ে দেব আবু আকবের কোন ধূ তাদের উপর পতিত করব। আলাহ, অতিমুখী জ্ঞানের বাসার জন্য এটে অবশ্যই মিসর্ম রয়েছে।

তকনীরের সার-সংক্ষেপ

কাফিলরা বলে, আমাদের উপর কিয়ামত আসবে না! আগনি বলে দিন, কেন (আসবে না)? আমার অনুশা বিষয়ে জাত পাইনকর্তার শপথ, তা অবশ্যই তোমাদের উপর আসবে। (তাঁর জান এমন সুবিজ্ঞত ও সর্বব্যাপী যে,) তাঁর অঙ্গোচারে নয় অশু পরিমাণ কিছু, না আকাশে, না পৃথিবীতে (বরং সবই তাঁর জানে উপস্থিত) এবং না তদপেক্ষা ক্ষুণ, না হহ—সমস্তই (আলাহুর জান সর্বব্যাপী হওয়ার কারণে) সুস্পষ্ট কিভাবে (জওহে মাহফুয়ে) আছে।

(কিয়ামত সন্দর্কে কাফিলদের একাধিক সন্দেহ ছিল। এক. কিয়ামত কাদি আসেই, তবে কখন আসবে বলুন । ১৪০ মি. ১৪০ । দুই. যেসব অংশ একত্র করে জাতে জীবন সঞ্চার করা হবে বলা হয় সেগুলোর ঢো নাম-নিশানাত থাকবে না। কাজেই একত্র করা হবে কিয়ামে !

অনুষ্ঠি ভান সপ্রযোগ করার উপরোক্ত বিষয়বস্তুর আরা পথে সদেহের জওয়াব হবে গেছে। অর্থাৎ কিয়ামতের সময়তান বিশেষভাবে আজ্ঞাহৃত সাথে সম্পর্কযুক্ত। পরমপরের এটা আনা না থাকলে জরুরী হয় না বে, কিয়ামত সংবিটিত হবে না।

আজ্ঞাহৃতজেন, ^{اللّٰهُ أَعْلَمُ بِمَا صَنَّدَ} قُلْ ! نَمَا عَلِمْتَنَا صَنْدَ ! পক্ষতরে সর্বব্যাপী ভান সপ্রযোগ করার আরা বিভীষণ সদেহের জওয়াব হবে গেছে। অর্থাৎ আনবদেহের সমুদয় অংশ সুবিদীতে বিকিপ্ত ও বাতাসে ছড়িয়ে পড়া সঙ্গেও আমার জানের অগোচরে আসবে না। আমি এখন ইচ্ছা একজ করে নেব। আজ্ঞাহৃতজেন ^{فَلِمْ بَرْ وَ الْمُ} এখন কিয়ামতের উদ্দেশ্য বণিত হচ্ছে।) যাতে মুমিন ও সৎকর্মপরায়ণদেরকে (উত্ত) প্রতিদান দেন। (সুতরাং) তাদের জন্য রয়েছে কথা ও (জারাতে) সম্মানজনক রিহিক। আর যারা আমার আরাতসমূহকে বানচাল করার চেষ্টা করে নবীকে পরাজ করার জন্য, (যদিও এ চেষ্টায় ব্যর্থও হয়) তাদের জন্য কঠোর অর্ধতাত্ত্ব পাস্তি রয়েছে। (কোরআনের আয়াত বানচাল করার জন্য এ পাস্তি হওয়াই উচিত। কেবল কোরআন সত্ত্ব ও আজ্ঞাহৃত পক্ষ থেকে অবভূত এবং সত্ত্বকে বানচাল করা হয়ঁ আজ্ঞাহৃতে মিথ্যা বলার পারিল। বিভীষণত কোরআন সৎপথ প্রদর্শন করে। যে একে অযান্ত করবে, সে ইচ্ছাপূর্বক সৎপথ থেকে দূরে থাকবে। সে বিষ্ণু বিদ্যাস ও সৎকর্মের সজ্ঞান পাবে না। এটাই হিজ মুত্তিন্দ্র পথ। সুতরাং ইচ্ছাপূর্বক মুত্তিন্দ্র পথ বর্জন করার কারণে পাস্তি হওয়া অন্যায় নয়। কোরআন সত্ত্ব ও পথপ্রদর্শক তা সপ্রযোগ করার এক সহজ পদ্ধতি এই বে) যারা (ঐশ্ব প্রসন্নহৃতের) ভান প্রাপ্ত, তারা আজ্ঞাহৃত পক্ষ থেকে আগনীর প্রতি অবভূত কোরআনকে সত্ত্ব ভান করে এবঁ এটা পরামুশালী, প্রশংসার্হ আজ্ঞাহৃত (সুত্তিটির) পথপ্রদর্শন করে। (এ সম্বর্বে সুরা সোনারারে আজ্ঞাতন্ত্র করা হয়েছে। কিয়ামতের অবর সম্ভিত হওয়ার কারণে কোরআনের সত্ত্বত্বকেই এ জনে ভজন দেওয়া হয়েছে। নতুনা ঈশ্বানের জন্য আরও অনেক জরুরী বিষয় রয়েছে। সুতরাং সার কথা হচ্ছ এই বে, কিয়ামতের দিন এই কিয়ামতকে মিথ্যা বলার কারণেও পাস্তি হবে। অঙ্গের আবার কিয়ামত সপ্রযোগ করা হয়েছে।) কাফিলতা (পদ্মসূরে) বলে, আমরা তোমাদেরকে এখন ব্যক্তির সজ্ঞান দেব কি, যে তোমাদেরকে (বিস্ময়কর) অবর দেব বে, তোমরা হিজ-বিহিজ হয়ে গেও (কিয়ামতের দিন) তোমরা নতুন সুজিত হবে। সে আজ্ঞাহৃত বিকলে (ইচ্ছাপূর্বক) মিথ্যা বলে, না হচ্ছ সে উচ্চাদ। (করে ইচ্ছা হাজ্জাই মিথ্যা বলাছে। কেবল, এটা অস্তুব মিথ্যা এ সম্পর্কিত অবর মিথ্যা। আজ্ঞাহৃতজেন, আমার নবী মিথ্যাবাদী ও উচ্চাদ প্রতিক্রিয়াজ্ঞান সত্ত্ববাদী মিথ্যাবাদী ও উচ্চাদ সুষ্টিগোচর হয় এবঁ তবিবাং প্রভাব এই বে, পাস্তি তোগ করতে হবে। সুর্বেরা বিকিপ্ত জড় অংশসমূহ একজ ও পুনরুজ্জীবিত করাকে অস্তুব ও সাধ্যাত্মীত মনে করে। (জিজাসা করি,) আরা কি (কুদরতের প্রমাণাদির

যথ্য থেকে) আকাশ ও পৃথিবীর প্রতি লক্ষ্য করে না, থা তাদের সামনে ও পর্যায়ে
বিদ্যমান আছে (যে, তারা বেদিকেই ভাকার, সেদিকেই এগুলো সুষ্ঠিগোচর হয়। এসব
বিলাজকার বড় যিনি প্রথমে ঘটিত করেছেন, তিনি কি কৃত্তুকার বড় পুনরাবৃত্তিট করতে
সক্ষম নন? আজ্ঞাহ খানেন: **لَخْلُقُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ أَكْبَرُ مِنْ خَلْقِ النَّاسِ**

সত্ত্বের প্রমাণাদি চোখের সামনে থাকা সঙ্গেও অঙ্গীকার ও হৃতকারিতার কারণে তারা
জাতীকণিক পাত্তি পাওয়ার হোগ্য। পাত্তিও এখন যে, আজ্ঞাহর কুদরতের প্রয়োগ এবং
তাদের অন্য অহা নিরামত এই আকাশ ও পৃথিবীকেই তাদের পাত্তির হাতিলারে
আপাতকারিত করে দেওয়া। কারণ, যে নিরামত অঙ্গীকার করা হয়, তাকেই আজ্ঞারে
আপাতকারিত করে পিলে পরিষ্কার দেখি হয়। আরি এ পাত্তি দিতেও সক্ষম। সেবতে)
আমি ইচ্ছা করলে তাদেরকে কু-গৱেষ ধরিয়ে দেব অথবা তাদের উপর আকাশের কোম
থেও পতিত করব। (বিজ্ঞ রহস্যের কারণে অবকাশ দিয়ে রেখেছি। মোটকথা তাদের
উচিত আকাশ ও পৃথিবীর প্রতি লক্ষ্য করা। কেননা,) এতে (কুদরতের) পূর্ণ নির্দশন
রয়েছে (বিজ্ঞ) সেই বাস্তব অন্য, যে আজ্ঞাহ অভিযুক্তি (এবং সত্ত্বাশ্বেষী)। অর্থাৎ
প্রয়োগ তো যথেষ্ট আছে, বিজ্ঞ তাদের পক্ষ থেকে অব্যবহৃত নেই। তাই তারা বাকিত।)

আনুবাদিক ভাত্তার বিষয়

سَلَامُ الْفَيْضٍ—এটা ব—এটা পদের বিশেষণ, পূর্বে বার শব্দট করা হয়েছে।

আজ্ঞাহ ভাঁজালার উপাদানীর যথ্য থেকে এ হলো অনুযায়ী ভানকে
বিলেবতাবে উচ্চে করার কারণ সত্ত্বত এই যে, এখনে কিন্তুমত অঙ্গীকারকারীদের
ব্যাপারে আজ্ঞাতন্ত্র হচ্ছে। কারিগুদের কিন্তুমত অঙ্গীকার করার বড় কারণ হিল
এই যে, সকল মানুষ মরে ঘৃতিকার পরিণত হয়ে পেলে সেই ঘৃতিকার কণাসমূহও
পৃথিবীতে ছড়িয়ে পড়বে। সুতরাং সারা পৃথিবীতে বিকিংশ কণাসমূহকে একত্র করা,
অঙ্গর প্রচ্ছেক মানুষের কণাকে অন্য মানুষের কণা থেকে আজাদা করে তার
অভিহে সংযুক্ত করা কিনাপে সম্ভবপর? একে অসম্ভব মনে করার তিনি এটাই হিল
যে, তারা আজ্ঞাহ ভাঁজালার ভান ও কুদরতকে নিজেদের ভান ও কুদরতের অনুবৃত্ত
মনে করে রেখেছিল। আজ্ঞাহ ভাঁজালা মনে দিয়েছেন যে, তাঁর ভান সারা বিব্রব্যাপী।
আকাশ ও পৃথিবীতে অবস্থিত সব কিছু তিনি জানেন। কোনু বন্ধু কোথায় কি অবস্থার
আছে, তাও তিনি জানেন। সৃষ্টিয়ে কোন কণা তাঁর অভাব নয়। এই সর্বব্যাপী ভান
আজ্ঞাহ ভাঁজালার বৈশিষ্ট্য। কেবলম্বা হোক কিংবা পরমহর কারণও এরপে সর্বব্যাপী
ভান অর্জিত হতে পারে না। এখন সর্বব্যাপী ভানসম্পর্ক সত্ত্ব অন্য মানুষের কণা-
সমূহকে আজাদাত্ত্বে সারা বিশ্ব থেকে একত্র করা এবং সেউগুলো হারা পুনরাবৃত্ত দেব
সঠন করা মোটাই কঠিন ব্যাপার নয়।

لَتَأْتِيَكُمْ مِّنْ أَنْفُسِكُمْ لَبَّرِزَ إِلَّذِينَ أَمْنَوْا—এ আকাশটি পূর্ববর্তী হাকোর সাথে সম্পর্কসূচক। অর্থাৎ কিন্নামত অবশ্যই আগমন করবে এবং কিন্নামত আগমনের উদ্দেশ্য মু'মিনদেরকে প্রতিসাম ও উত্তম বিশিষ্ট অর্থাৎ জারাত মান করা। তাদের বিগরীতে **أَلَذِينَ سَعَواْ فِي أَيَّا تَنَ**—অর্থাৎ শারা জারার আয়াতসমূহে আগম্ভি ভুঁজেছে এবং আনুষকে তা থেকে নিরুত্ত করার চেষ্টা করেছে, তাদেরকে আয়াব দেওয়া হবে।

مُعَا جِزِّينَ—অর্থাৎ তারা যেন চেষ্টা করেছিল আয়াকে অক্ষয় করে দেওয়ার অন্য।

أُولَئِكَ لَهُمْ مَذَلَّبٌ مِّنْ دِجْزِ الْيَمِّ—অর্থাৎ তাদের অন্য রয়েছে তারাবহ মর্মতন্ত্র ধারি।

وَيَرِى إِلَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ—এতে কিন্নামত অবীকারকারীদের বিগরীতে কিন্নামতে বিশ্বাসী মু'মিনদের আলোচনা করা হয়েছে। তারা আল্লাহ'র পক্ষ থেকে রসূলুল্লাহ্ (সা)-র প্রতি অবর্তীর্ণ জ্ঞান ধারা উপস্থিত হয়েছিল।

وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا هَلْ نَدْلَمْ عَلَى رَجُلٍ يَنْبَغِي لَكُمْ أَنْ أَمْرِ قَنْمَ كُلَّ مَعْزِقِ الْعِ এখানে কিন্নামতে অবিশ্বাসীদের উভি উভ্যত করা হয়েছে। তারা ঠাণ্ডা ও উগ্রহাসের মধ্যে অল্প, এস, আমরা তোমাদেরকে এখন এক অভূত বাস্তিক সজ্জান নেই, যে বলে তোমরা পূর্ণরাপে ছিম-বিছিম হয়ে গেলেও তোমাদেরকে পুনরায় নতুনভাবে স্থিত করা হবে, অতপর তোমাদেরকে এই আকার-আকৃতিতেই জীবিত করা হবে।

বলা বাহ্য বাত্তি বলে এখানে নবী কর্নীয় (সা)-কে বোঝানো হয়েছে, যিনি কিন্নামত ও তাতে যুক্তদের জীবিত হওয়ার ধরণ দিতেন এবং সেসবের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করতে বলতেন। কাফিররা সকলেই তাঁকে পূর্ণরাপে ঠিনত ও জানত। কিন্তু এখানে এভাবে উল্লেখ করেছে যেন তারা তাঁর সম্পর্কে আর কিছুই জানে না। উগ্রহাস এবং তাঙ্গিজ্য প্রকাশের অন্যই এরাপ ভঙিতে কথা বলা হয়েছিল।

مَزْقٌ مَّسْمَاتٌ—**مَزْقٌ** থেকে উভ্যত। এর অর্থ চিনা ও ধূ-বিষ্টও করা।

কল مصلق۔—এর অর্থ মানবদেহ হিজ-বিচ্ছিন্ন হয়ে আলাদা হয়ে থাওয়া। অতগত
কাফিররা রসজ্ঞাহ (সা)-র ধৰন দেওয়া সম্ভবে তাদের ধীরণ এতাদেখে ব্যাপ্ত করেছে।

أَفَتَرِي مَلَى اللَّهُ كَذَبًا أَمْ بِهِ جَنَدٌ—উদেলা এই বে, সেই হিজ-বিচ্ছিন্ন হয়ে
থাওয়ার পর সমস্ত কণা একবিংশতি হয়ে মানবদেহে পরিষ্কৃত হওয়া এবং জীবিত হওয়া
একটি উত্তোলন। একে যেনে নেওয়ার প্রয়োগ উত্তে না। তাই তাঁর এই ধৰন হয়ে
জেনেওয়ে আলাহুর বিকলকে যিন্যাং অগবাদ আরোপ করা, না হয় সে উল্লাস, ধীর কথার
কোন সঠিক ডিঙি থাকে না।

أَفَلَمْ يَرَوْا إِلَىٰ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ—তৎসীরের সার-সংক্ষেপে
অঙ্গিত হয়ে বে, এ আরাতে কিন্নায়ত সংষ্টিত হওয়ার প্রয়োগ বর্ণিত হয়েছে। অর্থাৎ
আকাশ ও পৃথিবীর স্থল বসন্তে চিন্তা করলে এবং আলাহুর পূর্ণাঙ্গ কৃদরত প্রভাক
করলে কাফিররা কিন্নায়তকে অঙ্গীকার করতে পারবে না। সাথে সাথে আরাতে
অবিহাসীদের অন্য শাস্তির সতর্কবাণীও রয়েছে। অর্থাৎ আকাশ ও পৃথিবীর বিশাখ-
কায় স্থলবন্ধ তোমাদের অন্য বিরাট বিস্তার। এগুলো প্রভাক করার পরও তোমরা
অবিহাস ও অঙ্গীকারে অটো থাকলে আলাহু এসব নিরীয়তকেই তোমাদের অন্য আবাবে
ক্ষণপাত্রিত করে দেওয়ার ক্ষমতা রাখেন। কলে পৃথিবী তোমাদেরকে প্রাপ্ত করে নেবে,
আকাশ ধৰ্ম-বিধিত হয়ে তোমাদের উপর পতিত হবে।

وَلَقَدْ أَتَيْنَا دَاؤَدِ مَنَّا فَضَلَّا بِيَجْبَالٍ أَوْنِي مَعْهُ وَالظَّبِيرَ، وَالْكَبَّا
لَهُ الْحَمْدِينَدَ⑥ أَنِ اعْمَلْ سُبْعَيْتَ وَقَدْرَ فِي السَّرْدِ وَاعْمَلُوا صَلَحَّا،
إِنِّي بِمَا تَعْلَمُونَ بَصِيرٌ⑦ وَلِسَلِيمِينَ الرِّزْيَهَ عَدُوُهَا شَهْرٌ وَرَوَاحُهَا
شَهْرٌ، وَأَسْلَنَا لَهُ عَيْنَ الْقَطْرِ وَمِنَ الْجِنِّ مَنْ يَعْلُمُ بَيْنَ يَدَيْهِ بِإِذْنِ
رَبِّهِ، وَمَنْ يَرِعُ مِنْهُمْ عَنْ أَمْرِنَا نُنْذِقُهُ مِنْ عَذَابِ السَّعِيرِ⑧ يَعْلَمُونَ
لَهُ مَا يَشَاءُ وَمِنْ حَمَارِينَ وَتَمَاثِيلَ وَجِفَانَ كَالْجَوَابِ وَقَدْرُوِرِ رِسْيَتِ
إِغْمَلُوا أَلَّ دَاؤَدِ شَكْرَادِ، وَقَلِيلُ مِنْ عِبَادِي الشَّكُورِ⑨ فَلَمَّا

**قَضَيْنَا عَلَيْهِ النُّوْتَ مَادَلْمٌ عَلَىٰ مُرْتَبَةِ الْأَرْضِ تَأْكُلُ
بِنَسَاتِهِ، فَلَمَّا خَرَّبَنَا إِنَّهُمْ أَنَّ لَوْكَانُوا يَعْلَمُونَ الْغَيْبَ مَا لَبِثُوا**

فِي الْعَذَابِ الْمُهِينِ ۝

(১০) আবি সাউদের প্রতি অনুশৃঙ্খ করেছিলাম এই আদেশ দ্বারা যে, এই পর্বত-স্থান, তোমরা সাউদের সাথে আমার পরিষ্কারা যোগাগ্রহ কর এবং হে পক্ষী সকল, তোমরাও। আবি তাঁর জন্য পৌষ্টি নথী করেছিলাম। (১১) এবং তাঁকে বজে-হিলাম, শাখত বর্ম ফৈরি কর, কফাসযুদ্ধ ব্যাপকভাবে সংযুক্ত কর এবং সংকর্য সম্পাদন কর। তোমরা যা কিছু কর, আবি তা দেখি। (১২) আর আবি সোলাইয়ানের অধীন করেছিলাম বাহুক, যা সকলের এক মাসের পথ এবং বিকালে এক আদেশ পথ অতিকর্ষ করত। আবি তাঁর জন্য পরিষ্কার তাঁর এক বাহুর এক বাহুর অবাহিত করেছিলাম। অক্ষক হিসেব তাঁর সাথে কাজ করত তাঁর পাশমুক্তার আদেশ। তাঁদের যে কেউ আবার আদেশ আবাস্তা করবে, আবি কলাত অপিল-শাপি আচামন করো। (১৩) তাঁরা সোলাইয়ানের ইচ্ছানুসূচী সূর্য, চার্চা, হাউজস্যু রূপস্থান পান এবং পুরিত উপর পুরিত বিশাল তেগ মিশাল করত। হে সাউদ পরিবার! কৃতজ্ঞতা সহকারে তোমরা কাজ করে থাও। আমার বাসাদের অধীন আরসংখ্যকই কৃতজ্ঞ। (১৪) বখন আবি সোলাইয়ানের হৃষ্ট ঘটাইয়া, তখন শুণ গোকাই জিনসেরকে তাঁর হৃষ্ট সম্পর্কে অবাহিত করতে। সোলাইয়ানের মাতি থেরে থাপিলে। বখন তিনি মাটিতে গড়ে পেজেন, তখন জিনেরা শুক্রতে পান্না দে, অনুশ বিশ্বের জান থাকলে তারা এই সাঙ্গহ্যাপূর্ণ পাতিতে আবক্ষ থাকতো না।

তৎক্ষণীরে সার-সংজ্ঞেন

আর আবি সাউদ (আ)-এর প্রতি অনুশৃঙ্খ করেছিলাম। (সেইতে আবি পর্বত-স্থানকে আদেশ দিয়েছিলাম,) হে পর্বতমাজা। সাউদের সাথে বার বার পরিষ্কার যোগাগ্রহ কর (অর্থাৎ সে বখন যিকিনে জিন্দ হয়, তেওয়ারীও তাঁর সাথে যিকিন কর) এবং (এবিনিজাবে) পক্ষীকুজকেও (আদেশ দিয়েছিলাম)। বখন জন্য আবাসে আছে :

— اٰنِ سَخْرَنَىٰ اَلْجَيَالِ مَعَكُمْ بَعْدِيْ رَأْلِ شَرَنِيْ وَ الطَّهِيرِ مَصْوَرَةً

সত্ত্বত এবং রহস্য এই হিল হে, তিনি যিকিনে স্মৃতি অনুভব করাবেন অথবা তাঁর মুরিয়া কুটে উঠবে। পক্ষীকুজের এই উসর্বীহ শুরু সত্ত্ব সোলাইয়ানের অবাধগোয়া হিল। নতুনা অবোধগোয়া উসর্বীহ তো তারা করেই থাকে। এতে সেউদ (আ)-এর সাথে করার

وَإِنْ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا يُسْبِعُ بِحَمْدِهِ وَلَكُنْ
কোন বিশেষ নেই। আল্লাহ্ বলেন : ۚ

—আরেক নিরামত এই দিয়েছিলাম যে,) আমি তাঁর জন্য তৌহকে (যোগের ঘট) নরয করেছিলাম (এবং আদেশ দিয়েছিলাম যে,) আমি এই জোহার প্রস্ত বর্দ তৈরি কর এবং কঢ়াসমূহ বধাবধতাবে সংযুক্ত কর এবং (আমার দেওয়া এসব নিরামতের ক্রতৃতাব্ধীপ) তোমরা সকলেই [অর্থাৎ সাউদ (আ) ও তাঁর জোকজন] সৎকর্ম সম্পাদন কর। তোমরা বা বিছু কর, আমি তা দেখি। (তাই পূর্ণ ক্রতৃতাব্ধীরে আদেশ পোরণ কর।) আর আমি বাস্তুকে সোজারামান (আ)-এর অধীন করেছিলাম, যে সকালে এক আসের পথ এবং বিকালে এক আসের পথ অভিজ্ঞ করত। [অর্থাৎ বাস্তু সোজারামান (আ)-কে একইরূপ দুরবে নিয়ে যেত। আল্লাহ্ বলেন : ۚ وَسَخْرَنَ لَهُ الْرِّيحُ لَبَرِّي بَاسِرَةٌ —আরেক নিরামত এই দিয়ে ছিলাম যে,) আমি তাঁর জন্য পলিত ভাষায় করনা প্রাপ্তাহিত করেছিলাম। (অর্থাৎ তামাকে ধৰিতে ভরত করে দিয়েছিলাম, আতে ভৱ্যাকার কোন অঙ্গপাতির সাহায্য ছাড়াই প্রব্যাসায়ী তৈরি করা সহজ হব। প্রব্য তৈরির পর সেই পলিত ভাষা জমাট হবে যেত। এটাও হিল একটা মুজিবা। আরেক নিরামত এই হিল যে, আমি জিনদেরকে তাঁর অনুগত করে দিয়েছিলাম। সেস্বতে) কঠক জিন তাঁর সামনে (মানু গ্রকর্ম) কাজকর্ম করত, তাঁর পাইনকর্তার আদেশে (অর্থাৎ তিনি অধীন করে দিয়েছিলেন বলে। এর সাথে জিনদেরকে আইনগত আদেশও দিয়েছিলাম যে,) তাদের অধীনে যে কেউ (সোজা-স্বামানের আনুগত্য সম্পর্কিত) আমার আদেশ অংশন করবে, [অধীন করে দেওয়ার কারণে সোজারামান (আ) তাদেরকে বেগোরসের ম্যার বাধ্যতামূলক কাজে আগতে পাইতেন]। আমি তাকে (গ্রন্থকালে) আহারামের শাপি আহাসম করাব। (এথেকে একথাও জানা পেল যে, যে জিন ঈমান ও আনুগত্য অবজাহন করবে, সে আহারামের শাপি থেকে নিয়াগম থাকবে। অঙ্গর জিনদের আদিষ্ট কাজ অর্থনী করা হবেছে;) জিনরা তাঁর ঈশ্বানবাসী প্রাসাদ, কার্য, হাউস-সদৃশ বৃহদাকার পাত এবং দুর্জীর উপর স্থাপিত বিশাল তেগ নির্মাণ করত। (আমি তাঁকে আদেশ দিয়েছিলাম, আমার দেওয়া এসব নিরামতের বিনিয়োগে) হে সাউদ পরিবার, [অর্থাৎ সোজারামান (আ) ও তাঁর জোকজন,] তোমরা সকলেই (এসব নিরামতের) ক্রতৃতাব্ধীপ সৎকর্ম সম্পাদন কর। আমার বাসাদের অধীনে অর সংখ্যকই ক্রতৃত। [তাই এই ক্রতৃতাব্ধীয়ে প্রাপ্ত তোমরা বহ জোক থেকে অত্যন্ত হবে যাবে।] সুতরাং এ বাকে ক্রতৃতাব্ধী ও সৎকর্মে প্রসূত্য করা হবেছে। সারা জীবন সোজারামান (আ)-এর সামনে জিনরা এতাবে কাজ করে গে।] অঙ্গর যখন আমি তাঁর মৃত্যু ঘটাইলাম (অর্থাৎ তিনি ইতিকাল

করজেন,) শুধু এমনভাবে ঘটল যে, জিনরা টেরাই গেল না। অর্থাৎ হৃতুর সময় সোজান্নমান (আ) দু'হাতে জাঠি ধরে জাঠির মাথা নিজের চিবুকে লাগিয়ে সিংহাসনে উপবিষ্ট হিজেন। এ অবস্থায় তাঁর প্রাণবাহু নির্গত হয়ে যায় এবং তিনি এমনি-ভাবে সারা বছর উপবিষ্ট রাইজেন। জিনেরা তাঁকে উপবিষ্ট দেখে জীবিত মনে করতে থাকে। কাছে থেকে অথবা গভীরভাবে দেখার সাধ্য কারণও হিজ না। সদেহেরও কোন কারণ হিজ না। জিনেরা তাঁকে জীবিত মনে করে ব্যথারৌতি কাজ করে গেল] এবং যুগলোকা ব্যাপ্তি কেউ তাঁর হৃতু সমস্কে তাদেরকে অবহিত করল না। সে সোজান্নমান (আ)-এর জাঠি থেকে বাছিল। [অবশেষে জাঠি মুপে খাওয়ার কারণে কেডে পড়ে গেল। জাঠি পড়ে বাওয়ার সোজান্নমান (আ)-এর অসার দেহও ঝাঁটিতে পড়ে দেল] শুধু তিনি জাঠিতে পড়ে গেলেন (এবং যুপে খাওয়ার হিসাব করে জানা দেল যে, এক বছর আসেই তাঁর হৃতু হয়েছে) শুধু জিনেরা (তাদের অদৃশ্য ভান দাবির অরাপ) জানতে পারল যে, যদি তারা অদৃশ্য বিবর জানত, তবে (সারা বছর) এই আল্লানগুর্গ শান্তিতে আবক্ষ থাকত না (অর্থাৎ হাড়ভাঙা ঝাঁটিতে)। এতে সোজান্নির কারণে জান্নাও হিজ এবং কল্পের কারণে বিসদও হিজ)।

আনুবাদিক জাতীয় বিষয়

উপরে কাফিরদেরকে সরোধন করা হয়েছিল, যারা হৃতুর সত্ত্ব দেহের অংশ-সমূহ বিক্রিপ্ত হয়ে খাওয়ার পর পুনরায় সেওজোকে একত্র করে জীবিত করাকে আয়োজিক মনে করে অঙ্গীকার করত। আলোচ্য আমানসমূহে আলাহ্ তা'আলা তাঁদের এই অসভ্য ধারণা দূর করার জন্য হযরত মাউদ ও সোজান্নমান (আ)-এর কাহিনী উল্লেখ করেছেন। কারণ আলাহ্ তা'আলা তাঁদের হাতে ইহকামেই এখন কাজ সংবিত্ত করিয়েছেন, যা তাদের কাছে অসভ্য মনে হত; যেহেন জোহাকে থেমে পরিষ্কত করা, বাস্তুকে আজ্ঞাবহ করা এবং তাঁদের করুন পানির রক্ত করে দেওয়া।

لَقَدْ أَنْبَأْنَا وَرَبِّنَا—আর্থাৎ মাউদেকে আমি আমার অনুপ্রব দান

করেছিলাম। **فَلِ**—এর আদিক অর্থ অতিরিক্ত। উদ্দেশ্য এখন বিশেষ উপাদানী যা অন্যের চেয়ে অতিমিক্ত হিসাবে তাঁকে দান করা হয়েছিল। আলাহ্ তা'আলা প্রত্যেক পরমাত্মাকে কঠুক বিশেষ জ্ঞানজ্ঞানীক উপাদানী দান করেছেন। এগুলোকে তাঁদের বিশেষ প্রেরিত মনে করা হয়। হযরত মাউদ (আ)-এর বিশেষ উপাদানী এই হিল যে, তাঁকে রিসালতের সাথে সাথে সারা বিশ্বের রাজহন্ত দান করা হয়েছিল। তিনি এখন সুবিধুর কঠিন প্রাণ্য হয়েছিলেন যে, আলাহুর যিকির অথবা যবুর শিলাওগ্রাহ করতে পারে করলে গুরুত্বের মুক্তি অবস্থায় তা শোনার জন্য সমবেত হয়ে যেত। এমনি-ভাবে তাঁকে একাধিক বিশেষ মু'জিয়া দান করা হয়েছিল, যা পরে বর্ণিত হবে।

نَادِيبٌ شَكْتٌ وَبِي—يَا جِبْلًا وَبِيٌ خَلِكَةٌ طَعْنٌ ۝

کردا۔ آجڑاہ تاً'آجاں پر्वतمाजाकے آدمیں دیکھیلے، مخن داؤد (آ) آجڑاہ کے
شیکھوں و تسمیہوں پاٹ کردن، تختن ڈوامراو سے ای سب کاکا باربار آسٹھی کر۔
ہمارت ایونے-آکھاں (آ) اے شدید ڈکھیلے تاہی کرداہے۔—(ایونے کاسیوں)

ہمارت داؤد (آ)—اے ساٹھے پر्वاتمماجیاں اے ٹسیہیہ پاٹ سے ای ساٹھا رنگ
ٹسیہیہ خلکے ڈیم، ہاتھ سامنہ ٹھٹٹی اپنیساوں اے وہ یا سردا و سرفا جوں ایساہات
رہے۔ کوئی آنے بکا ہرے۔ وَلَكِنْ مِنْ شَكْتٍ وَمَعْنَىٰ ۝

نَفْتَهُونَ نَسْكَنْ ۝—آرڈاہ جگدے ر سب کیلے تاً'آجاں سا پلنس
ٹسیہیہ پاٹ کرے، کیلے ڈوامراو ٹسیہیہ بُرَّت م۔ آہوچا آجڑاہ کوںیت
ٹسیہیہ ہمارت داؤد (آ)—اے اکٹی مُزِّیہار مہندا راٹھے۔ تاہی اے ٹسیہیہ ساٹھا رنگ
ڈیڈاواو ٹنکت اے وہ بُرَّت۔ بکوںوا اٹا مُزِّیہار ہت م۔

اے خلکے آرڈا جانہ گئے یہ، داؤد (آ)—اے کوئی ر ساٹھے پر्वاتمماجیاں کوٹ
میڈاں نے پریکھنیں راپے ہیل م۔ یا ساٹھا رنگاں کے کوئی ن گھوڑے ای خدا کوںے آویڈا ج
دیکھے سے آویڈا ج کھیرے آسیاں کارپے گھومنا ہاڑ۔ کہننے کوئی آنے بکا پاک اکے
داؤد (آ)—اے پریکھنیں کوں و انپرہر راپے ٹرکھ کر رہے۔ پریکھنیں ر ساٹھے
کارپو ٹرکھ و ہیلے ہیلے کوئی سالک نہیں۔ اٹا ڈو پریکھ کے اے ایں کی کاٹھیوں
ٹھٹٹی کر رہے پاڑے۔

وَالظَّبَرِ ۝—اے سبھی بیکاریک دیک دیکے ٹھہری سکرپسیلے ر سکرپسیلے
ہرے۔—(رہل مہ آنی) ایسے یہ، آمی پکھی کوںکے داؤد (آ)—اے
آرڈاہ کوںے شونے سامنے ہے۔ اے وہ میت اے وہ تیار ساٹھے پر्वاتمماجیاں انپرہر ٹسیہیہ
پاٹ کر رہے۔ آنے اک آجڑاہ کے آنے۔

أَنَّا سَخَرْنَا الْجِبَالَ مَعَ يَسِينَ بِالْعَشِيِّ وَالْأَشْرَاقِ وَالظَّبَرِ ۝

وَالظَّبَرِ ۝—آرڈاہ آمی پر्वاتمماجیاکے داؤد (آ)—اے آرڈاہ کوںے دیکھیلے
کاٹے سکھاں-سکھاں کیاں ساٹھے ٹسیہیہ پاٹ کرے اے وہ پکھی کوںکے و آرڈاہ کوںے
دیکھیلے۔

—وَالنَّاَتِهُ الْأَحَدُ يَدَأَنْ أَعْمَلَ سَابِقَاتٍ وَقَدْ رَفِي السَّرِّهِ

ତୋର ଅନ୍ୟ ଜୋହାକେ ନରମ କରେ ଦିଲ୍ଲୀରେ ଥିଲା । ଏଠା ହିଲ ତୋର ବିଟୀରୁ ମୁଁ ଜିବା । ହସରତ ହାଜାମ ବସନ୍ତୀ, କାତାମାହ, ଆନାସ ପ୍ରୟୁଷ ଲକ୍ଷ୍ମୀରବିଦ୍ୟ ବାଜେନ, ଆଶାହ ତା'ଆଳା ମୁଁ ଜିବା-ରୂପେ ଜୋହାକେ ତୋର ଅନ୍ୟ ଯୋଧେର ଏକ ନରମ କରେ ଦିଲ୍ଲୀରେ । ଜୋହା ବାଜ୍ରା କୋମ କିଛି ତୈରି କରାଣେ ଅନ୍ତର ଅନ୍ତର ହଣ୍ଡା ନା । ହାତୁଡ଼ି ଅଧିକା ଅନ୍ୟ କୋନ ହାତିଗାରେରୁ ଓ ଅନ୍ତର ହିଲ ନା । ଅନ୍ତଗତ ଆଶାତେ ବଜା ହରାଇ ସେ, ତିନି ସାତେ ଅନାମାସ ଜୋହରମ ତୈରି କରାଣେ ପାରେନ, ସେଇନ୍ୟ ଜୋହାକେ ତୋର ଅନ୍ୟ ନରମ କରେ ଦେଉଥା ହରାଇଲା ।

अर्थ एकहै जागीर व एकहै अकार करने लैत्रि करा। ५-सूर-अज्ञ नामिक अर्थ बड़म करा। ऐसेहा एहे ये, वर्ष निर्याते भार कपोजमृदके अधीवासादे जश्वरु बद्ध आते एकटि होउ व एकटि वष ना हो। करने बजदूलु वह अबै देखाउ गुभर शब्द। ए भृगीर वस्त्राल ईचमे आव्वास (वा) थेके बिल्ल आइ।—(ईचमे काजीर)

এ থেকে আরও জানা পেল যে, শিক্ষকর্মে বাহ্যিক সৌন্দর্যের ছাতি জাঙ্গ ঝাঁঝাও পছন্দনীয়। কেবল অসাধু ভাস্তো বিশেষজ্ঞাবে এর বিরে পিণ্ডেইন।

কেউ কেউ — قَدْ رَفِيَ السَّرِيرُ—এর অর্থ এই পিলেছেন বৈ, এই শিরকর্মের জন্য
সময়ের পরিমাণ নিমিষট করে নেওয়া উচিত—সাধারণ অতে মশক্কত থাকা উচিত নহ,
যাতে ইবাদত ও রাজকীয় কাষায় না হটে। এ ভক্তীর থেকে আনা খেল বৈ, শিরী
ও ভূমিকদেরও উচিত ইবাদত ও জ্ঞান জাতের জন্য কিছু সময় বাঁচিয়ে নেওয়া এবং
সবর বিধিবন্ধ করা।

শিক্ষা ও কার্যবিকল্পের অবৈধতা : আজোট আস্তাত থেকে প্রয়োগিত হয় বেঁচে
প্রয়োজনীয় প্রযোগি আবিকার করা ও ভৈরবি করা। খুবই শুরুপূর্ণ কাজ। আস্তাত
তাঁ-আমা অর্থাৎ একে উকুল শিলের ঠোঁর মহান পরম্পরাগতগতে শিক্ষা দিবেছেন। হবরত
নৃহ (আ)-কে আহার নির্মাণ কৌশল এবিজ্ঞাবে প্রেরণা হয়েছিল। যদা হয়েছে :
وَأَصْنَعُ الْفُلْكَ بِمَا مَهَنَنَا ——অর্থাৎ আয়ার সামনে আহার নির্মাণ কর। অনুপাগ-
তাবে অন্য পরম্পরাগতেও বিভিন্ন শিলকর্ম শিক্ষা দেওয়া বিভিন্ন রেওয়ারেতে প্রয়োগিত
আছে। হাফেজ সামসুদ্দীন শাহবুরী রচিত ‘আতিকুরুবতী’ নামক কিতাবে বলিত

আছে যে, পৃথিবীগুলি, বন্ধবসন, বৃক্ষরোগণ, আসন্নব্য প্রত্তকরণ, মাজগত আনা-নেও-য়ার অন্য চাকা বিশিষ্ট গাড়ি তৈরি করে চালানো ইত্যাদি আনব জীবনের কজন প্রয়োজনীয় শিক্ষাকাজ আঞ্চাহ্ তা'আজা ওহীর সাথ্যে পরমপূরণগতকে শিক্ষা দিবেছিলেন।

শিক্ষীবী আনুষকে হের মনে করা গোনাহঃ আববে বিভিন্ন মানুষ বিভিন্ন শিক্ষাকাজ অবলম্বন করত এবং কোন শিক্ষাকে হের ও নিরূপিত মনে করা হত না। পেশা ও শিখের ডিজিতে কাউকে কম ও বেশি সম্মানী মনে করা হত না এবং এর ডিজিতে সমাজও গড়ে উঠত না। এগুলো কেবল ভারতীয় হিন্দুদের আবিকার। তাদের সাথে বসবাস করার কারণে মুসলমানদের মধ্যেও এসব কুণ্ঠণা শিক্ষা পেতে বসেছে।

দাউদ (আ)-কে বর্ম নির্বাণ কৌশল শিক্ষা দেওয়ার রহস্যঃ তৎসীরে ইবনে-কাসীরে বণিত আছে—হয়রত দাউদ (আ) তাঁর রাজত্বকালে ছল্যবেশে বাজারে গমন করাতেন এবং বিভিন্ন দিক থেকে আগত শোকদেরকে জিজাসা করাতেন, দাউদ কেমন জোক? তাঁর রাজহে ইনসাক ও সুবিচার প্রতিষ্ঠিত ছিল। সব মানুষ সুখ-শাস্তি পিনাতিপাত করত। রাষ্ট্রের বিরক্তে কারও কোন অভিযোগ ছিল না। তাই শাকেই প্রর করা হত, সেই দাউদ (আ)-এর অশংসা, শুণকীর্তন ও ন্যায় বিচারের কারণে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করত।

আঞ্চাহ্ তা'আজা তাঁর শিক্ষার অন্য একজন ফেরেশতা মানববেশে প্রেরণ করেন। দাউদ (আ) থখন বাজারে আওয়ার অন্য ছল্যবেশে বের হজেন, তখন এই ফেরেশতার সাথে সাক্ষাৎ হল। অভ্যাস অনুযায়ী তাকেও তিনি সেই প্রশ্ন করাজেন। মানবন্নাগী ফেরেশতা অওয়াব দিল, দাউদ খুব ভাল জোক। নিজের অন্য এবং উচ্চত ও প্রজাদের অন্য তিনি সর্বোত্তম ব্যক্তি। তবে তাঁর মধ্যে এমন একটি অভ্যাস আছে, যা না থাকলে তিনি পুরোগুরি কামিল মানুষ হয়ে যেতেন। তিনি জিজাসা করাজেন, সেটা কি অভ্যাস? ফেরেশতা বলল, তিনি তাঁর ও তাঁর পরিবারের কর্ম-গোষ্ঠী বাস্তুর মাঝ তথা সরকারী ধনাজ্ঞার থেকে প্রহপ করেন।

একথা শুনে হয়রত দাউদ (আ) আঞ্চাহ্ তা'আজার কাছে কাক্ষ্য-মিনতি ও দোয়া করতে থাকেন। তিনি বলাজেন, হে আঞ্চাহ্! আমাকে এমন কোন হস্তশিল্প শিক্ষা দিন, যার পারিপ্রয়িক দোষা আমি নিজের ও পরিবারের কর্ম-গোষ্ঠী চালাতে পারি এবং অন্যগোর সেবা ও রাজকাৰ্য বিনা পারিপ্রয়িকে আনজায় দিতে সক্ষম হই। আঞ্চাহ্ তা'আজা তাঁর দোষা কবুল করাজেন এবং তাঁকে বর্ম নির্বাণ কৌশল শিখিয়ে দিজেন। পরমপূর্বসুলত সম্মানজ্ঞান তাঁর অন্য জোহাকে মোমের মত নরম করে দেওয়া হল, যাতে কাজটি সহজ হয় এবং অর সময়ে জীবিকা উপার্জন করে তিনি অবিষ্ট সহজ ইবাদত ও রাজকাৰ্য নিজেকে নিরোজিত করতে পারেন।

আজ'আজাঃ ধৰ্মীকা অধিবী বাস্তাহ তাঁর পূর্ণ সময় রাজকাৰ্য সম্পাদনে আয় কৰৱল বিধাৰ তাঁর পকে বায়তুজ মাজ থেকে কর্ম-গোষ্ঠোগৰে অন্য বেতন প্রহপ কৰা

জায়েয়। কিন্তু জীবিকার অন্য কোন উপায় সম্ভব হলে তা অধিক পছন্দনীয়। হয়রত মাউদ (আ)-এর অন্য আজাহ্ তা'আলা সারা বিশ্বের ধনভাণ্ডার খুলে দিয়েছিলেন। ধনের পর্যবেক্ষণ ও প্রয়োজনীয় প্রবাসায়নীর প্রাচুর্য ছিল, আজাহ্ তা'আলা'র পক্ষ থেকে তাঁকে সরকারী ধনাগার ইচ্ছানুষ্ঠানী ব্যব করার অনুমতিও দান করা হয়েছিল।

فَإِنْ أُوْمِسْكَ عَلَيْكَ بِغَيْرِ حِسَابٍ

আজাহ্ নিশ্চয়তাও দেওয়া হয়েছিল যে, আপনি যেভাবে ইচ্ছা ব্যব করুন। আপনার কাছে হিসাব ঢাঁওয়া হবে না। কিন্তু পরমগতরূপে আজাহ্ তা'আলা যে সৃষ্টি মর্যাদায় রাখতে চান, তারই পরি-প্রেক্ষিতে এ ঘটনা সংঘটিত হয়েছে। এরপর মাউদ (আ) এত বিশাল সাম্রাজ্যের অধিকারী হওয়া সঙ্গেও কাহিক ত্রয়ের সারা জীবিকা নির্বাহ করতেন এবং তাতেই সম্ভুক্ত থাকতেন।

আজিমগণ শিক্ষা ও প্রচারকার্য বিনা পারিব্রাহ্মিকে আনজীব দিয়ে থাকেন। কাহী (বিচারক) ও মুক্তি অনগণের কাজে তাঁদের সহিত ব্যাপ করেন। তাঁদের বিশ্বাসও একই বিধান। তাঁরা ব্যাকুল মাঝ থেকে কর্তৃপক্ষ-পোষণের ব্যব প্রস্তুত করতে পারেন। কিন্তু জীবিকার অন্য কোন উপায় থাকলে এবং তা কর্তৃব্যকর্মে ব্যাপাত সৃষ্টি না করলে তাই উত্তম।

কার্যদা : হয়রত মাউদ (আ) নিজের এই কর্ম নীতির ডিপ্পিতে জীর আয়ত ও অভ্যাস সম্বর্কে অনগণের অবাধ ও জাহীন মত্তায়ত আনার যে কর্যপদ্ধা প্রস্তুত করে-হিয়েন, তা থেকে প্রয়োগিত হয় যে, আনুষ নিজের দেৱী নিজে জানে না বিধায় অপরের কাছ থেকে জেনে নেওয়া উচিত। হয়রত ইয়াম মাজিকও এ বিষয়ে বিশেষ হস্তবান হিয়েন। তাঁর সম্বর্কে সাধারণ আনন্দের ধারণা কি, তা তিনি জানতে চেষ্টা করতেন।

وَلِسْلَمَانَ الْرِبِيعِ غَدْ وَهَا شَهْرٌ——মাউদ (আ)-এর

বিশেষ প্রের্তি ও অনুশৃঙ্খ উরেখ করার পর হয়রত সোলায়মান (আ)-এর আজোচমা প্রসঙ্গে বলা হয়েছে সেখানে হয়রত মাউদ (আ)-এর অন্য আজাহ্ তা'আলা পর্বতমাণ ও পক্ষীকুলকে বশীভৃত করে দিয়েছিলেন। অনুরূপভাবে সোলায়মান (আ)-এর অন্য ব্যাকুলকে অধীন করে দিয়েছিলেন। সোলায়মান (আ) তাঁর সিংহাসনে পরিবার-পরিজ্ঞন ও বহ সংখ্যক সভাসদসহ আরোহণ করতেন। বাস্তু তাঁর আজাধীন হয়ে তিনি বেখানে ইচ্ছা করতেন সিংহাসনটি সেখানে নিয়ে আসেন। হয়রত হাসান বসরী (র) বলেন : একটি কর্মের প্রতিসানে সোলায়মান (আ)-এর জন্য ব্যাকুলকে অধীন করে দেওয়া হয়েছিল। একদিন তিনি অপ্ত পরিদর্শনে একই মশুক হয়ে পড়েন যে, আসরের নামাব কাষা হয়ে দেল। এই অমনোমোগিতার কারণ ছিল অৰ। তাই, এ কারণ ধৰ্ম কর্তৃ করার জন্য অবসম্যুক্ত কুরবানী করে দিয়েন। কেননা তাঁর শরীরতে পরম-মহিয়ের ন্যায় অব কুরবানীও জায়েব হিজ। এসব অপ্ত তাঁর ব্যক্তিগত মাজিকানাধীন

हिल। ताई, सरकारी कलिन अवै उठे ना। कोरबानी करार काल्पनि निवेदन खनसम्मान नष्ट करान अवै देखा देस ना। सुन्दर प्राणाम ए समर्के विडायित आलोचना करा हुवे। सुन्दरामान (आ) तीर आरोहणेर जन कोरबानी करेहिलेन। ताई, आज्ञाह तांत्राना तांके आरोहणेर जन्य आरांड उत्तम बुद्धि दान कराजेन। (कुरत्तवी)

و غدو شدیں اور جس کا نام بیکاری کے لئے مذکور ہے۔ اس کا نام بیکاری کے لئے مذکور ہے۔ اس کا نام بیکاری کے لئے مذکور ہے۔

ହସରତ ହାସାନ ବସନ୍ତୀ (ର) ବଜେନ, ହସରତ ସୋଙ୍ଗାୟମାନ (ଆ) କାଳେ ବାରତୁମ ଯୋକାନ୍ଦାସ ଥେକେ ରତ୍ନାନା ହୟେ ଦୁପୁରେ ଇଷ୍ଟାଧାରେ ପୌଛେ ଆହାର କରିଲେନ । ଅତପର ସେଖାନ ଥେକେ ଯୋହରେଇ ପର ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତମ କରି ରାଣ୍ଡିତେ କାବୁଲ ପୌଛିଲେନ । ବାରତୁମ ଯୋକାନ୍ଦାସ ଥେକେ ଇଷ୍ଟାଧାର ପର୍ବତ ପଥ ଏକ ଲାଙ୍କି ମୁଠ୍ଗାୟୀ ସଂଘାରୀତେ ସଂଘାର ହୟେ ଏକ ମାସେ ଅତିକ୍ରମ କରିଲେ ପାରେ । ଅନୁରାଗଜାବେ ଇଷ୍ଟାଧାର ଥେକେ କାବୁଲ ପର୍ବତ ପଥରେ ଏକ ମାସେ ଅତିକ୍ରମ କରା ଯାଏ ।—(ଇଲେନ କାସିର)

—وَأَسْلَمَ لِلّٰهِ عَلٰيْنَ الْقُطْرِ—অর্থাৎ আমি সোজাইয়ান (আ)-এর জন্য তামার
প্রশংসণ প্রবাহিত করেছি। উদ্দেশ্য এই যে, তামার ন্যায় শক্ত ধাতুকে আঞ্চলিক ভাষায়
সোজাইয়ান (আ)-এর জন্য পানির ন্যায় বহুযাম তরল পদার্থে পরিণত করে দেন, যা
প্রশংসনের ন্যায় প্রবাহিত হত এবং উত্তৃতও ছিল না। অনাসাসেই এর পাই ইত্যাদি
ভৈরব করা যেতে।

ব্যাব জিনকে সোজারমান (আ)-এর অধীন করা হিল না। এবং এর থেরন হিল এই যে, তারা তাকে নও করেন যত অগ্রিম পাইল করত।

জিন অধীন করা কিরণঃ এ হলো উপরিষিত জিন অধীন করার বিবরণটি আলাহ্ তা'আজার নির্দেশে কার্যকর হয়েছিল বিধান এতে কোন প্রয়োগ দেখা দের না। কল্প সাহাবাদে কিন্তু সম্পর্কে বিষিত আছে যে, জিন তাদের বশীভূত ও অধীন হিল। এ বশীকরণও আলাহ্ তা'আজার অনুমতিক্রমে হিল, যা কৃষ্ণামুক্তাগে তাদেরকে সাম করা হয়েছিল। এতে আমর ও উদ্বীক্ষার কোন প্রক্ষাল হিল না। আরামা শব্দবিনী ‘সিরাজুল মুনীর’ তৎসীর পাছে এ আরাতের অধীনে হয়রত আবু হোরাহরা, উবাই ইবনে কা'ব, মুরাব ইবনে আবাজ, উমর ইবনে খাতোব, আবু আইউব আন-সারী, বারেদ ইবনে সাবেত (রা) প্রযুক্ত সাহাবীর একাধিক ঘটনা উল্লেখ করেছেন। এসব ঘটনা থেকে প্রয়োগিত হল যে, জিনরা তাদের আনুগত্য ও কাজকর্ম করত। কিন্তু এটা নিষ্ক আলাহ্ তা'আজার অনুপ্রহ ও ঝুঁপা হিল। আলাহ্ তা'আজার সোজারমান (আ)-এর অনুরূপ কল্প জিনকে তাদেরও সেবাদাসে পরিষেত করে দেন। কিন্তু আমরের মাধ্যমে জিন বশ করার যে নিয়ম আলিমসপের মধ্যে থ্যাত আছে, সেটা শরীরতে জারেব কি-না, তা চিন্তার বিবর বটে। অল্টেয় শতাব্দীর আলিম কাজী বদরকুদীন শিবগৌ হানাফী জিনদের বিধান সম্পর্কে “আ-কাবুল মারজান কী আহ-কামিল জান” নামক একটি অভ্যন্তর পুস্তক রচনা করেছেন। এতে বিষিত আছে যে, জিনদের কাজ থেকে সেবা প্রহণের কাজ সর্বপ্রথম হয়রত সোজারমান (আ) আলাহ্ র আদেশক্রমে মু'জিবারাগে করেছেন। পারস্যবাসীরা জনসেব সম্পর্কে হজে থাকে যে, তিনি জিনদের সেবা প্রাপ্ত করেছিলেন। এইনিভাবে সোজারমান (আ)-এর সাথে সম্পর্কশীল ‘আসিক ইবনে বরবিজ্ঞা’ প্রযুক্ত সম্পর্কেও জিনদের সেবা প্রহণের ঘটনাবলী থ্যাত আছে। মুসলমানদের মধ্যে এ ব্যাপারে সর্বাধিক থ্যাতি আবু নসুর আহমদ ইবনে বেজাজ এবং হেজাজ ইবনে উসিকের রয়েছে। তাদের থেকে জিনদের সেবা প্রহণের অভ্যাসগ্রহ ঘটনাবলী বিষিত আছে। হেজাজ ইবনে উসিক একটি অভ্যন্তর হচ্ছে সোজারমান (আ)-এর সামনে পেশকৃত জিনদের বাক্যাবলী এবং তাঁর সাথে জিনদের চূড়ি ও অঙ্গীকারনামা উল্লেখ করেছেন।

কাজী বদরকুদীন উক্ত প্রহে আরও জেখেন, তারা জিন বশ করার আয়ত করে, তারা সাধারণত শরতান ইচ্ছিত কুকরী কজেমা ও শালুকে কাজে লাগায়। কাফির জিন ও শরতান এ শালো শুধু পছন্দ করে। জিনদের অধীন ও অনুপ্রহ হওয়ার পৃষ্ঠাত্ত্ব এন্ট-কুই হচ্ছে, তারা আলিমদের কুকরী ও শিরকী আমলে সত্ত্বস্ত হয়ে শুষ্কজ্ঞাপ তাদের কিছু কাজও করে দেন। এ কারণেই এসব আমলে আলিমরা কোরআনের আয়ত নাপাবী, ইত্যাদি দিয়ে জিখে থাকে। এতে কাফির জিন ও শরতান শুধি হজে তাদের কাজ করে দেন। তবে খজীকা মু'ভাবিদ বিজ্ঞাহ্র আমলে ইবনুল ইয়াব নামক বাতি সম্পর্কে কাজী বদরকুদীন জেখেন যে, তিনি আলাহ্ তা'আজার নামসমূহের মাধ্যমে জিন বশ করেছিলেন। এতে কোন পক্ষীকৃত বিরোধী কথা হিল না।

আম কথা এই যে, মনি-কোন ইচ্ছা ও আবল বাস্তিকে কথু আজাহুর বেদের-
বাণীতে জিন দোকান অধীন হয়ে আর, যেমন দোকানযান (আ) ও কল্পক সাহাবী সম্পর্ক
এরপ প্রয়োগিত আছে, তবে এটা মুবিজ্ঞা ও কারামতের অঙ্গুচ্ছ। গৃহজীর আম-
জের মাধ্যমে জিন বল করা হলে তাতে যদি কুকুরী বাক্য অথবা কুকুরী কর্ম থাকে,
তবে এরপ বৈকরণ কুকুর হবে। কেবল শোনাহ সম্বিলিত আমজ হলে কুকুরী শোনাহ
হবে। যেসব আমজ প্রয়োগ দল ব্যবহৃত হয়, যার অর্থ জানা নেই সেগুলোকেও
কিন্তু ইমিনগুল নাজারের বলেছেন। কারণ, এগুলোতে কুকুর, নিরক অথবা শোনাহ
শব্দে বিচিত্র নয়। কাজী কসরতজীন আ-কামুল আরজানে অবোধগ্য বাক্যাবীর
ব্যবহারকেও নাজারের জেখেছেন।

বৈকরণের আমজ যদি আজাহুর নামসমূহ অথবা কেবারানী আজানের মাধ্যমে
হয় এবং তাতে অপবিষ্ট বল ব্যবহারের মত পোনাহ না থাকে, তবে এই পর্ণে আরেহ
হবে, এর উদ্দেশ্য জিনদের উৎপৌর্ণ ধেকে নির্বেকে ও অন্য সুসজানন্দেরকে রাখা করা
হতে হবে। অর্থাৎ কতি দুর করা উদ্দেশ্য হওয়া চাই—উপকার জাত করা উদ্দেশ্য
নী হওয়া চাই। ধনোপার্জনের উপায় হিসাবে এরাপ আমজ করা নাজারেহ। কারণ,
এতে **أَسْتَرْقَاتُ حِلْ** অর্থাৎ বাধীনকে পোজায় পরিণত করা এবং **بَرْيَارَتْসَبْلَ**
কারণ বাধীত তাকে বেশার পাঠানো জরুরী হয়ে পড়ে, বা হাতাম।

وَمَن يُزْعِغْ مِنْهُمْ عَنْ أَمْرِنَا فَنْدَكْ مِنْ مَذَابِ السَّيْفِ

মনি-শোকারবান (আ)—এর আনুসন্ধি মা করে, তবে তাকে আভন করা পাতি দেওয়া
হবে। অধিকার্ম তক্ষণীয়বিদের মতে এখানে পরকালের জাহানায়ের আধাৰ ব্যোহারী
হওয়াছে। কেউ কেউ বলেন, দুনিয়াভৰ্ত আজাহুর তাজের উপর একজন কেরেশজ্ঞা
নির্বাজিত রেখেছিলেন। সে অবাধ্য জিনকে আভনের চাবুক মেরে মেরে কাজ করলে
বাধা করত। (কুরুতী) এখানে প্রথ হয় যে, জিন জাতি আভন কানো সুজিত।
কাজেই আভন তাজের মধ্যে কি কিছি করবে? এর জওয়াব এই যে, আভন কানো জিন
সজিত হওয়ার অর্থ তাই, বা যাত্রিয়ারা সামন সুজিত হওয়ার অর্থ। অর্থাৎ যদিসে
অভিযোগ প্রধান উপাদান মৃত্যিক। কিন্তু তাকে পৃতিকা ও পার্থক করা আশাত করা
হলে সে কষ্ট পূর্ণ। এখনিকাবে জিন জাতির প্রধান উপাদান অধি। কিন্তু নির্ভোজন
ও তেজপূর্ণ অভিযোগ আরও জল-পুরে হাতবার মতে থাক।

وَيَعْلَمُونَ لِمَ مَا يَنْهَا مِنْ مَحَا وَيَبَ وَنَمَا نَبِيلَ وَجَفَانَ كَالْجَوَافِ

وَقَدْ وَرَ رَأْسَهَا تَ

—এ আমাতে সে সব কাজের কিছু বিনয়প দেওয়া হয়েছে, বা

সোলাইয়ান (আ) খিলদের বাবা কর্তৃতে। প্রচারীব শক্তি এবং এর বহুতন। অর্থ পুরো প্রেরণ ও উচ্চ অংশ। বাদশাহ অধৰ্ম বড় লোকেরা খিলদের জন্য যে সরকারী বাসভবন নির্মাণ করে, তাকেও প্রচারীব বলা হয়। এ প্রচারীব প্রচারীব থেকে উচ্চত। অর্থ বৃক্ষ। এখনদের বাসভবনকে সাধারণত অপরের মাঝীজ থেকে সংরক্ষিত রাখা হয়। এবং এর জন্য প্রয়োজন হচ্ছে শুভ কর্তৃত তুর। এর সাথে খিল রেখে পুরো খিলদের অংশকে প্রচারীব হওয়া হয়। মসজিদে ইমামের দীঢ়াবার জারাবকেও এই বাড়োয় কারণেই প্রচারীব বলা হয়। কখনও মসজিদ অবৈত্তি প্রচারীব অবস্থা ব্যবহার হয়। প্রাচীন কাজে প্রচারীব দীঢ়াব এবং ইসলাম হুলে প্রচারীব মৃত্যু বলে তাঁদের মসজিদ বোকানে হত।

অসমিনসমূহে যেহোবের জন্য রক্তজ হান নির্মাণের বিধান। রসূলুল্লাহ (স) ও খোলাকারে রামেনীদের আমল পর্যন্ত ইমামের দীঢ়াবার হানকে আলাদাগারণে নির্মাণ করার প্রচলন ছিল না। প্রথম মৃত্যুনীর পর সুমতামস্ত নিজেদের নির্মাণভাবে রাখ্যে এবং অবর্তন করেন। আরও একটি উপযোগিতার কারণে বিষয়টি সাধারণ যুসল-যানদের মধ্যেও প্রচলিত হয়ে আছে। উপযোগিতাটি এই যে, ইমাম যে জারাব দীঢ়াব, সে কাঠারাটি সম্পূর্ণই ধালি থেকে যায়। মামার্দীদের প্রাচুর্য এবং মসজিদ-সমূহের সংকীর্ণতার পরিপ্রেক্ষিতে, কেবল ইমামের দীঢ়াবার হান কিবলার দিকহ প্রাচীর কিছু বাড়িয়ে দিয়ে নির্মাণ করা হয়, যাতে এর পেছনে সরকাতার মামার্দী-দের প্রাচীর পূর্ণ হজম ঘটে। প্রথম মৃত্যুনীতে এই প্রচলি না ধাকার কেউ কেউ একে বিস্মিত আশ্চর্য দিয়েছেন। প্রাচীর আলামুদ্দীন সুলতান এবং অন্যে 'এলামুল আরাবিন' কৌ বিজ্ঞাতিজ বাহারিব' নামক একধনি পুষ্টিকা রচনা করেছেন। সত্তা এই প্রচল মামার্দীদের সুবিধা এবং মসজিদের উপরকারিতার পরিপ্রেক্ষিতে এখনদের মেহরাব নির্মাণ করেন এবং একে উদ্বিষ্ট সুবল মনে করব-না হলে একে বিদ্যুক্ত আশ্চর্য দ্রুতভাবে কেনে কারণ ননই। তবে একে উদ্বিষ্ট সুবল মনে করে বেওয়া হলে এবং যারা এর বিজ্ঞাপ করে তাদের বিজ্ঞপ সম্মানজনক হচ্ছে হচ্ছে এই দীঢ়াবারিতির কারণে।

মাস'আলা ১। বেসব মসজিদে ইমামের যেহোব রক্তজ হানের আকারে তৈরি করা হয়, সেখানে যেহোবের কিছুটা বাহিরে মামার্দীদের দিকে দণ্ডারমান হওয়া ইমামের জন্য অপ্রিয়াৰ্থ, যাতে ইমাম ও মুজাদীদের হান এক গণ্য হতে পারে। ইমাম সম্পূর্ণরূপে যেহোবের কেতুরে দণ্ডারহান হচ্ছে তা সুবলাহ ও নাজারেব। কোন কোন মসজিদের যেহোব এত বড় আকারে নির্মাণ করা হয় যে, মুজাদীদেরও একটি হেট কাঠার পাক্ষে দীঢ়াবে পাক্ষে। একাপ যেহোবে মুজাদীদেরও একটি কাঠার দণ্ডারমান হলে এবং ইমাম তাদের সামনে সম্পূর্ণরূপে যেহোবে দণ্ডারমান হচ্ছে তা যকুবহ হবে না। কারণ, এভে ইমাম ও মুজাদীদের হান অঙ্গীর গণ্য হবে।

ଶକ୍ତି ପାଇଁ ଶକ୍ତି ଅତିକାର ହତ୍ୟାକାର ହରେ ଥାକେ—ଶାଶ୍ଵତେର ଚିତ୍ର ଓ ଅଞ୍ଚଳୀଦେର ଚିତ୍ର । ଅଞ୍ଚଳୀଙ୍କ ସୁଧାକାର—ଏହା ଅଜ୍ଞାନାର୍ଥ, ଯାତେ ହୃଦୟବୁଦ୍ଧି ହରାଯାଇ, ସେବନ ପାଥର, ମୃତିକା ଇତ୍ୟାଦି । ଦୂରୀ ହୃଦୟବୁଦ୍ଧି ହରେ ଏହି ପର୍ମାର୍ଥ ସେବନ ସ୍ଵର୍ଗ, ଅସତ ଇତ୍ୟାଦି । ଜିନରୁ ହରାତ ସୋଜାରୁମାନ (ଆ)–ଏର ଜମ୍ବୁ ଉପରୋକ୍ତ ସର୍ବତ୍ରକାର ବ୍ୟକ୍ତି ତିର ନିର୍ମାଣ ହେଲାତ । ଅକ୍ଷୁତ ତମାତିଲ ଶକ୍ତିର ବ୍ୟାପକ ସାବଧାର ଥେବେ ଏକଥା ଜାନା ହାବ । ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରତିହାନିକ ବ୍ୟାପକ ଉତ୍ସବ କରା ହେବେ ସେ, ସୋଜାରୁମାନ (ଆ)–ଏର ସିଂହାସନେର ଉପର ପାଖୀଦେର ଚିତ୍ର ଅର୍ଥକିଣି ହିଲ ।

ଇମାମରେ ଶାଶ୍ଵତେର ଚିତ୍ର ନିର୍ମାଣ ଓ ସାବଧାର ନିର୍ବିଜ୍ଞ । ଆଜୋଡ଼ା ଆଜାତ ଥେବେ ଆଜାନ୍ତ ଏହି ଆଜାନ୍ତ ସେ, ସୋଜାରୁମାନ (ଆ)–ଏର ହରୀଯାତେ ଶାଶ୍ଵତେର ଚିତ୍ର ନିର୍ମାଣ ଓ ସାବଧାର ହୀରାଯ ହିଲ ନା । ଶୁର୍ବିବତୀ ଉତ୍ସବମୁହଁର ଯଥେ ପ୍ରତାଙ୍କ କରା ହେବେ ସେ, ତାରୀ ପୁନାବୀମ ପ୍ରତିକାର ମୁଣ୍ଡିଲାରେ ପ୍ରତାଙ୍କର ଚିତ୍ର ନିର୍ମାଣ କରେ ଉପାସନାଲୋକରେ ରାଧାତ, ଯାତେ ତାଙ୍କେ ଉପାସନାର ବ୍ୟାପକ ପ୍ରତାଙ୍କ କରେ ତାରାଓ ଉପାସନାର ଉତ୍ସବ ହର । କିନ୍ତୁ ଆଜେ ଆଜେ ତାରା ଏମବେ ଯିବାକେଇ ଉପାସନା କରେ ନିଯୋଜି ଏବଂ ପ୍ରତିଯାମ ପୂଜା କରୁ ହେବେ ଗାହେ । ଏତୋରେ ପୂର୍ବିବତୀ ଉତ୍ସବମୁହଁର ଯଥେ ଶାଶ୍ଵତେର ଚିତ୍ର ମୃତ୍ତିପୂଜା ପ୍ରତିବନ୍ଦି ହେବେ ।

ଇମାମ କିମ୍ବାମତ ପର୍ମାର୍ଥ ପାଇଁ ଏହା ଆଜାହ୍ୟ ଆମ୍ବାଦ ବିଧାନ । ତାହି ଅତେ ଏ ବିଶେର ଅଭି ବିଶେଷ କୁଳକ ଆମ୍ବାପ କରା ହେବେ ସେ, ମୁଲ ହୀରାଯ ବନ୍ଦ ସେବନ ନିର୍ବିଜ୍ଞ କରା ହେବେ, ତେବେଳି ତାର ଉପାୟ ଓ ନିକଟବତୀ ସାହାରକ କାର୍ଯ୍ୟମୁହଁକେଉ ନିର୍ବିଜ୍ଞ କରା ହେବେ । ମୁଲ ଯଥେ ଅଗରାଧ ହଜେ ଶିରକ ଓ ମୃତ୍ତିପୂଜା । ଏକେ ନିର୍ବିଜ୍ଞ କରାର ସାଥେ ସାଥେ ସେବନ ହିନ୍ଦପଥେ ମୃତ୍ତିପୂଜାର ଆଗମନ ହତେ ପାରେ, ସେବନ ପଦେତ ପାହାରା ଧାରୀରେ ଦେଉରା ହେବେ ଏବଂ ମୃତ୍ତିପୂଜାର ଉପାୟ ଓ ନିକଟବତୀ କାର୍ଯ୍ୟମୁହଁକେଉ ହୀରାଯ କରେ ଦେଉରା ହେବେ । ଏହି ନୀତିର ଭିତ୍ତିତେଇ ଶାଶ୍ଵତେର ଚିତ୍ର ନିର୍ମାଣ ଓ ସାବଧାର ହୀରାଯ କରା ହେବେ । ଅନ୍ତର ପାହାରା ଓ ମୁତ୍ତାଓରାତିର ହାଲିଙ୍କ କରା ଏହି ନିଷେଖାତା ପ୍ରାପନିତ ଆହେ ।

ଏମିନିଜାବେ ଯଥେ ହୀରାଯ କରା ହଜେ ଏହା ଜ୍ଞାନ-ବିଜ୍ଞାନ, ସହନର ଯକ୍ଷର ଓ ତୈରି ସବେଇ ହୀରାଯ କରାଯ ହେବେ । ତୁମି ହୀରାଯ କରା ଯଜେ କାରାଓ କୁହେ ବିନାନୁଭାବରେ ଅବେଳ ଏହି ବିଧି, ବାହିରେ ଥେବେ ତୁମି ଦିରେ ଦେଖାଓ ନିର୍ବିଜ୍ଞ କରା ହେବେ । ଜିନା ହୀରାଯ କରା ହଜେ ଆହରାଯ ନର ଅଗମ କାରାଓ ଦିକେ ଇଚ୍ଛାପୁର୍ବକ ଦୃଷ୍ଟିପାତ୍ର ହୀରାଯ କରା ହେବେ । ମୋଟ-କଥା ଶରୀରରେ ଏହି ଅମ୍ବାଧ ନବୀର ବିଦ୍ୟାମ ରହେ ।

ଏକଟି ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଦୂରୀ ଓ ତାର ଅନୁକାର ଓ ବଳୀ ହେବେ ପାରେ ସେ, ରମ୍ଭନ୍ଦ୍ରାଧ୍ୟ (ସା)–ର ଆଖଳେ ପ୍ରାଚିଲିତ ଚିତ୍ରର ସାବଧାର ମୃତ୍ତିପୂଜାର ଉପାୟ ହତେ ପାରିବ । କିନ୍ତୁ ଆଜକାଳ ଅଗରାଧୀ କମାତ୍ତକରଣ, ବ୍ୟାକୀଯର ପ୍ରତାଙ୍କର, ବର୍ଷା ଓ ବିଶେଷନଦେର ସାଥେ ଆଜାତ, ଘଟନା-ବ୍ୟାକୀଯ ଉତ୍ସବରେ ଦିନାରାତାଦିମ୍ବାନ୍ଦୀମ୍ବାନ୍ଦୀର ଇତ୍ୟାଦି କାହେ ତିର ସାବଧାର କରା ହର । ଅଜେ ଆଜକମଳ ତିରକେ ଦୀରନ ହୀରାଯେ ଧରୋଧନୀର ବିକଳାଧନୀର ଅନ୍ତର୍ଭୂତ କରି ନେବନ୍ଦା ହେବେ । ଏତେ-

মুক্তিপূর্জা উচ্চপাসনার কোন ধারণা-কল্পনাও গবেষণা নেই। কাজেই বর্তমানে এই নিয়েধাজ্ঞা অঙ্গীকৃত হওয়া উচিত।

অতোব এই যে, প্রথমে এ বিষয়ে কোন ধারণা-কল্পনা নেই। আজকাজ চির মুক্তিপূর্জাৰ উপায় নহি। বর্তমানেও গ্রন্থ জনেক সম্মানীয় কলেজে শারী ভাসের মহাপুরুষদের চিরেক পূজা পাঠ করে। কোম বিষয়ে কোন কারণের উপর নির্ভরযোগ কোন সে কারণে প্রচলিত বাস্তিৰ মধ্যে বিদ্যমান ধৰ্মৰূপ কৰিব নহি। এছাড়া চির নিয়ে হওয়াৰ কারণ কেবল একটীই নহি যে, এটা মুক্তিপূর্জাৰ উপায়। এবং সহীল হাস্তীসমূহে এৱ নিয়েধাজ্ঞাৰ অন্যান্য আৱৰ্ণ কারণ বলিত আছে। উদাহৰণত চির নির্মাণে আজ্ঞাহ তা'আলাৰ একটি বিশেষ কথেৰ অনুকৰণ কৰা হয়। ৫০০ (চিরনির্মাণ) আজ্ঞাহ তা'আলাৰ সুস্মাৰক নামসমূহেৰ অন্যত্ব এবং এটা প্ৰকৃতপকে তীৰ জনাই পোতনীৰ। সৃষ্টিবৈষ্ণবী তীৰই ক্ষমতাধীন। সৃষ্টিবুদ্ধি হাজারো প্ৰকাৰ এবং প্ৰত্যেক প্ৰকাৰেৰ কোটি কোটি বাস্তিসভা রয়েছে। একজনেৰ আকাৰ-আকৃতি অন্যজনেৰ সাথে মিলে নহি। আনুৰোধ কৰাই ধৰন, পুৰুষেৰ আকৃতি নামীৰ আকৃতি থেকে সুস্পষ্ট তিনি। এৱগৰ নামী ও পুৰুষেৰ কোটি কোটি বাস্তিসভাৰ মধ্যে মুক্তিপূর্জি পুৱোপুৱি একই জন্ম নহি। দৰ্শক যাৰ কোনৱেপ চিৰাতভিনা ব্যাপিৱেকেই ভাসেৰ পাৰ্থক্য ধৰতে পাৰে। এই আকাৰ নিৰ্মাণ আজ্ঞাহ কাব্যল ইচ্ছন্ত ব্যাপীত কাৰণ সাধ্য আছে? যে বাস্তি বোন পুৰোজুড়ি অথবা সৃষ্টি ও পুৰুষৰ সাহায্যে কোন প্ৰাণীৰ চিৰ নিৰ্মাণ কৰে, সে যেন কাৰ্যত দাবি কৰে যে, সে-ও আকাৰ নিৰ্মাণে সকল। এ ক্ষয়াপেই বুশোৰী প্ৰযুক্তেৰ হাতীসে বজা হয়েছে যে, কিম্বামেজুল দিন চিৰ নিৰ্মাণসেৱকে বজা হবে, তেমৰা যখন আৰাম অনুকৰণ কৰেছ, তখন একে পূৰ্ণ কৰে দেখাও। আবি কেবল আকাৰই নিৰ্মাণ কৰিনি, তাতে আজ্ঞাৰ সংকাৰিত কৰেছি। ত্ৰোমাসেৰ সাধ্য ধৰ্মৰ ভোগ্যদেৱ নিৰিত আকাৰসমূহে আৰা সংকাৰ কৰে দেখাও।

সহীল হাস্তীসমূহে চিৰ নিৰ্মাণ নিয়ে হওয়াৰ এক কাৰণ এই বলিত হয়েছে যে, আজ্ঞাহ তা'আলাৰ কেৱলসভাগণ চিৰ ও কুকুৰকে ঘৃণা কৰে। যে ঘৱে এগুজো থাকে সেখানে রহমতেৰ কেৱলসভা আৰেশ কৰে না। কিন্তু সে গৃহেৰ বৰকত ও রূপনক মিলে যাব। পুৰে বসৰাসকাৰীদেৱ ইয়াদত ও আনুগত্যা কৰাৰ শক্তি হাস পাৰ। এছাড়া এ প্ৰবাদ বাকাটিও ধিখ্য নহি যে, ৫০০ মি কিলো রুপ কালী আৰ্দ্ধ ধাতি পৃথক কুকুৰেৰ দৰখনে চোৱা যাব। কোন পৃথক রহমতেৰ কেৱলসভা প্ৰৱেশ না কৰাবলৈ সেখানে শৱতানেৰ আভজা জমবে এবং পৃথক জোকদেৱ মন পাপেৰ কুকুৰপা ধৰ্মৰ ধৰ্মৰ একটো বাতাবিক।

কোন কোন হাস্তী-আৰ্দ্ধ একটি কাৰণ এই উলিখিত হয়েছে যে, চিৰ মুলিয়াৰ প্ৰস্তাৱনাপ্ৰিবিত সাজসজ্জা। বৰ্তমান সুখে চিৰ ধাৰণ বেকৰ অনেক উপকৰণজো আৰ্দ্ধ হয়, তেমনি যাজকৰা অপৰাধ ও অৱোদ্ধা এসব চিৰ থেকেই কল্পনাহৰ্থ কৰে। যোগৈকৰা,

শৰীরত কেবল জুক কার্যসে নহু—জাতেক কাৰণেৰ লিকে জৰ্ব কৰে প্ৰাণিতাৰ বিৰোপ
ও যাৰহাৰ হাৰাম সাৰাংশ কৰিছে। এখন আদি হোন বিশেষ কৰে ঘটনাক্ৰমে সেৱন
কাৰণ বিদ্যমান না থাকে, তবে ভাগে শৰীরতে আইম পদ্ধতিত কৃত পাৰে না।

بُوَّبَاتِي وَبُوْجِيَّمَ، آبَابُوْلَاهَ، إِنْهَنَ، بَسَطَنَ، بَنِيَّلَ، كَلِّوْلَاهَ، بَرِّجَلَاهَ (جَاءَ)
كَلِّيَّمَ، أَشَدَ الْأَنْهَى سَهْدَانَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ الْمُصْوَرُ وَنَعْلَمُ، كَلِّيَّمَ، كِلِّيَّمَ،
تِلِّيَّمَ، نِيرِّيَّلَاهَ، جَسَّاصَهَ، كَلِّيَّلَاهَ، آبَابَاهَ، كَلِّيَّلَاهَ، كَلِّيَّلَاهَ ।

କଟୋ ଓ ଚିର : କାହାରେ କାହାରେ ଏକାଥିମେ ହଜା ନିଷିଦ୍ଧତ୍ବରେ ଛାଡ଼ ଯେ, କଟୋ ଚିର ମର ,
ବରର ଏଡା ପ୍ରତିବିଷ୍ଟ, ବା ଆହନା, ପାନି ଇଲ୍ଲାଦିତେ ଡେସେ ଉଠେ । ଶୁଣ୍ଡରାଂ ଆହନାର ନିଜେର
ଶୁଖ ଦେଖା ସେବନ ଜାଗରେ, ଡେବୁନି କଟୋର ଚିରର ଜାଗରେ । ଏହା ସୁନ୍ଦର ଅତ୍ୱାଥ ଏହି ଯେ,
ପ୍ରତିବିଷ୍ଟ ତତ୍ତ୍ଵର ପରମତ୍ତବ ପ୍ରତିବିଷ୍ଟ ଥାକେ, ବାତକଳ ତାକେ କୋନ ଉପରେ ବଜାରୁଳ ତ ଛାଇଁ
କରେ ନେଇବା ନା ହର । ସେବନ, ପାନି ଓ ଆହନାଟେ ଆପନାର ପ୍ରତିବିଷ୍ଟ ଛାଇଁମର । ଜାପମି
ସାମନେ ଥେକେ ସାରେ ଦେଖେଇ ପ୍ରତିବିଷ୍ଟ ଶେଷ ହରେ ଯାଉ । ସମ୍ମ ଆହନାର ଉପରେ କୋନ ଯଜଳା
ଅଧିକାଂ କରେଇ ସାହାମେ ପ୍ରତିବିଷ୍ଟକେ ଛାଇଁ କରେ ନେଇବା ହର, ଅର୍ଥାତ୍ ଏକେଇ ଚିର ମରି ହବେ,
କାହାରମିକେହାବେ ତୁମ୍ଭୀର ଛାନୌଜ୍ ଆହା ପ୍ରାଣିତ ।

—**ଶୁଣନ୍ତି**—ଏର ବହୁଚନ୍ମ । ଅର୍ଥ କାହିଁ ପାଇଁ । କେବଳ ଉଦ୍‌ଦେଶ୍ୟ, ଉଦ୍‌ଦେଶ୍ୟ
ଇତ୍ତାଦି । ଶୁଣନ୍ତି—**ଜୁଗାବ**—ଏର ବହୁଚନ୍ମ । ଅର୍ଥ ହେଉ ଚୌବାଢ଼ା । ଉଦ୍‌ଦେଶ୍ୟ ଏହି
ବେଳେ ହେଉ ଚୌବାଢ଼ାର ସମାନ ପାନି ଧରେ, ଏମନ ବଢ଼ ପାଇ ନିର୍ମାଣ କରନ୍ତ । **ଶୁଣନ୍ତି**
—**କାନ୍ଦି**—ଏର ବହୁଚନ୍ମ । ଅର୍ଥ ଡେଲ୍ ।

ଦୟରତ ପାଡ଼ିନ ଓ ସୋଲାଫ୍ଯାନ (ଆ)-ଏର ଅଭି ବିଶେଷ କୁଗା ଓ ଅନୁଚ୍ଛା ବର୍ଣମା କରାର
ପର ଆଶୀର୍ବାଦ ତା'ଆଜୀ ଡୌମେରକେ ଓ ଡୌମେର ପରିବାରଙ୍ଗରକେ ଏହି ଜୀବାତେ କୃତଭିତ୍ତି
ଦୀର୍ଘବର୍ଷ କାଳକ ଆମେ ଲିଖିଛେ ।

* কৃতজ্ঞতার দর্শন ও ভাব নিয়মের কুরআনী কলম, কৃতজ্ঞতার ধরাপ-হচ্ছে নিয়মভূত দাতার নিয়মভূত দীক্ষার করা ও জাকে তাঁর ইচ্ছানুসারী ব্যবহার করা। কার্যক্রমগুলি নিয়মভূতকে তাঁর ইচ্ছার বিপরীতে ব্যবহার করা অসম্ভবত। এথেকে আরো এসে যে, কৃতজ্ঞ কেবল মুখেই নয়, কর্মের ঘাথ্যেও হয়ে থাকে। কর্মগত কৃতজ্ঞতা হচ্ছে নিয়মভূতদাতার নিয়মভূতকে তাঁর পক্ষে অনুষ্ঠানী ব্যবহার করা। আবু আবসুর রহমান সুজান্নী বলেন, নামায কৃতজ্ঞতা, রোমা কৃতজ্ঞতা এবং প্রত্যেক সৎকর্ম কৃতজ্ঞতা। অুহাম্মদ ইবনে কাব কুরায়ী বলেন, আরো কৃতৈষি কৃতজ্ঞের নাম কৃতজ্ঞতা।—(ইবনে কাসীর)

شَرِفُنِيْ
আজোটা আয়াতে কোরআন পাক কৃতজ্ঞতার আদেশ করার জন্য ।
সংক্ষিপ্ত শব্দ না বলে ! مُعْلِمُونَ شَرِفُنِيْ
আবক্ষ ব্যবহার করে সত্ত্বস্ত ইস্লাম করেছে যে,
দাউদ-পঞ্চিবাণ্ডের কাছ থেকে কর্মগত কৃতজ্ঞতা কাম। সেমতে হয়রত দাউদ ও
সেলামান (আ) এবং তাঁদের পরিবারবর্ষ মৌখিকভাবে ও বর্ণের মাধ্যমে এই আদেশ
পালন করেছেন। তাঁদের মুহূর্ত যেত না, আকে ঘরের কেউ না
কেউ, ইবাদতে যথেষ্ট না থাকত। পরিবারের যোকৃজনকে সময় তাগ করে দেওয়া
হয়েছিল। সমস্ত দাউদ (আ)-এর আমননামায কোন সময় নামায় থেকে থাকি থাকত
না। (ইবনে-কাসীর) ।

কুআনী ও মুসলিমের এক বাসীসে রাসুলুল্লাহ (স) বলেন, আরাহতুল্লাহুর কাছে হয়রত দাউদ (আ)-এর নামায অধিক ত্রিয়। তিনি জরু রাতি-মুমানতের অতপর
গাড়ের এক-কৃতীয়াল্ম ইবাদতে দণ্ডার্থান থাকতেন এবং শেবের এক-ষষ্ঠাঙ্গে মুমানতেন।
আরাহতুল্লাহুর কাছে হয়রত দাউদ (আ)-এর রোমাই: অধিক ত্রিয়। তিনি একদিন
অতর অন্তর রোমা রাখতেন।—(ইবনে কাসীর)

হস্তান্ত, কুরআনে (৩), থেকে বর্ণিত আছে, হস্তান্ত দাউদ (আ)-এর প্রতি কৃতজ্ঞতা
প্রকাশের এই আদেশ অবজীর্ণ হলে তিনি আয়ার করামেন, হে আমার পালনকর্তা।
আমি আপনার শোকর কিডাবে আদায় করব। আমার উত্তিগত অথবা কর্মগত
শোকর তাঁ আপনারই মান। এর অমাও তো শোকর আদায় করা উচ্চারিত।
আরাহতুল্লাহুর কাছেন, ৫ লান শক্র ত্বনি পা দা ও ৫ অর্ধান্ত হে দাউদ। এখন কুরি
আমান্ত কোকয় আদায় করেছে। কেমনা, অথবাথ শোকর আদায়ে কুরি তোআর অক্ষয়ে
উপজিবি কর্তৃতে পেরেছ এবং সুধে তা বীকার করেছে।

হাকীয় ত্রিমিয়ী ও ইবাম আস্সাম হয়রত আলো ইবনে ইয়াসার (রা) থেকে
সেওয়ামেত করেছেন আরো কৃতৈষি অবজীর্ণ হলে রাসুলুল্লাহ
(স) যিছেন দাঁড়িয়ে আরাহতুল্লাহনি তেজাওয়াত করামেন এবং বলামেন, তিনাটি কাজ

ମେ ବାଜି ସମ୍ପର୍କ କରିବେ ତେ ମାଟେଦ ପରିବାରେର ହୈଲିଫ୍ଟ୍‌ଟ୍ କାଟ କରିବେ ଯକ୍ଷମ ହୁଏ ।
ସାହାରାରେ କିମ୍ବା ଆଗର କରିବେନେ, ତେ ଡିନଟି କାହି କି ? ଡିନ ବଳଜେନ, ୧. ସାହାର୍ଟି ଓ
କୋଥ ଉତ୍ତର ଅବଶ୍ୟକ ନୀଳ ବିଠାରେ କାରେଯ ଥାଏ ୨. ସାହାର୍ଟି ଓ ଦାରିଦ୍ର୍ର ଉତ୍ତର ଅବଶ୍ୟକ
ମିଳିଟାର ଅବଲମ୍ବନ କରା ଏବଂ (୩) ଲୋଗନେ ଓ ଶ୍ରକାଳେ ସର୍ବାବଶ୍ୟକ ଆଶାର୍କେ କର କରା ।
(ବୁରୁଷ୍ଟୁବୀ, ଆହକାମୁଳ-କୋରାନ—ଆସାନ୍)

—شُوكَرِهِ الْأَدِيمَ دَانِيَ الشُّكُورِ مِنْ قَلِيلٍ وَمِنْ كَثِيرٍ

तुले खड़ा होते हैं ये, इन्हें बालामन जैसी अवधि होते हैं। ऐसे तो शुभिनश्चके द्वा करते उत्तमाहित करता होते हैं।

كُلُّ مُتَفَسِّةٍ وَآمْرٌ—فَلِمَا تَقْبِلُنَا مَعَهُ الْمُوْتُ

କେତେ ବର୍ଷେ, ଏହା ଆଦିଶିଳୀଙ୍କ ଭାଷାର ଶବ୍ଦ-ଏବଂ କାନ୍ତର ଯତେ ଆବଶ୍ୟକ ଲମ୍ବ । ନେତ୍ରର ଅର୍ଥ ସରାନୋ, ପେହନେ ଦେଯା । ଜାଣିର ଜାହାୟେ ଆନୁସ କଣ୍ଠିକର ବଳ ସରିରେ ଥାକେ । ତାଇ ଜାଣିକେ ଉପରେ ଅର୍ଥାତ୍ ସରାନୋର ହାତିଙ୍ଗର ବଳା ହୁଏ । ଏ ଆମାଜିତ ଦୟାରତ ମୋଳାଶ୍ୟାମ (ଆ)-ଏଇ ବୃଦ୍ଧର ବିନ୍ଦମରକରା ଘଟିଲା ଅର୍ଥମା କରେ ଅନେକ ଶିଳ୍ପା ଓ ପଥ ମିର୍ରିଶର ଦରଖାତ ଥିଲେ ମେଘା ହେଉଥିଲା ।

সোলারয়ান (আ)-এর মৃত্যুর বিষয়ক ঘটনা : এ ঘটনার অনেক সম্বিশে রয়েছে। ক্লিমেটন্ট হসপ্তাল সোলারয়ান (আ) অবিভীক্ষ ও অনুগম সামাজিক আধিকারী ছিলেন। ক্লিমেটন্ট সময় বিচের উপরেই মৃত্যু ঘটে জিন জাতি, বিজেতুন ও কাহুর উপরেও তাঁর অভিযন্ত কার্যকর ছিল। কিন্তু এসব উপরে-উপরে থাকা সবুজ তিনি মৃত্যুর ক্ষেত্র থেকে রেহাই পেলেন না। বিদিষ্ট সময়ে তাঁর মৃত্যু আগমন করেছে। বাস্তুজ মোকাদ্দসের নির্মাণ কাজ সাউদ (আ) উক্ত করেছিলেন এবং সোলারয়ান (আ) তা'শেহ করেন। তাঁর মৃত্যুর পুরুষ কিছু নির্মাণ কাজ অবশিষ্ট ছিল। কাজাতি অবাধ্যাত্মকপুর জিনদের দাঙিতে মাত্ত ছিল। তাড়া হসপ্তাল সোলারয়ান (আ)-এর কাজ করত। তাড়া তাঁর মৃত্যু সংখ্যাদ অবগত হলে গীরাজে তৎক্ষণাত্ত কাজ হেঠে সিঁড়ি ফলে নির্মাণ অসম্পত্তি থেকে যেত। সোলারয়ান (আ) আজাতির নির্মাণে এর ব্যবহৃত এই করাজেন যে, মৃত্যুর পূর্বকথে তিনি মৃত্যুর জন্ম প্রস্তুত হয়ে তাঁর বেহুবৈ প্রবেশ করাজেন। যেহেতু বাজ কাঁচের বিশিষ্ট ছিল। খাইরে থেকে তেক্তের স্থানকু দেখা যেত। তিনি নিয়মানুসারী ইবাদতের উদ্দেশ্যে জাতিতে তর দিয়ে মৌড়িয়ে পেলেন যাতে আকা হৈর হয়ে বাঁওয়ার পরও দেহ জাতির সাহায্যে বাহানে অনুভূ থাকে। বাধাসময়ে তাঁর আকা দেহসিঙ্গার ছাতে গেল। কিন্তু জাতির উপর তর করে তাঁর দেহ অনুভূ থাকায় বাহারে থেকে যন্ম হত তিনি ইবালতে মলগুল রাখেছেন। কাহে গিরে দেবোর সাধ্য জিনদের ছিল না। তাড়া তাঁকে জীবিত ধরে করে দিবেন পর্যন্ত দিন কাজ করতে আগত। অবশেষে এক বছর অভিজ্ঞ হয়ে গেলে বাস্তুজ মোকাদ্দসের নির্মাণ

বাজেত সহজে হয়ে গেছে। আলাহু সোলালুমান (আ)-এর সাথিতে উইগোকা জাপিয়ে দিয়েছিলেন। একে ফাস্তুলে সেওক উপর্যুক্ত পৌরুষ বলে হচ্ছে। কোরআন থাণ্ডে একে 'দারবান্তুল আরুম' বলা হচ্ছে। উইগোকা তেতুরে তেতুরে জাপি খেতে কিন্তু। জাপির কর অভ্য হয়ে গেছে সোলালুমান (আ)-এর অসাধ দেহ মাটিতে পড়ে গেছে। তখন জিনরা আমতে পারল তাঁর মৃত্যু হয়ে গেছে।

জিনদেরকে আলাহু তা'আলা দুর-দুরাতের পথ করেক মুহূর্তে অঙ্গুল্য করার শক্তি দান করেছেন। তারা এমন পরিচিহ্নিত ও ঘটনা জানত, যা মানবের জন্ম হিল না। তারা যখন এসব ঘটনা মানুষের কাছে বর্ণনা করত, তখন মানুষ একজোকে পারেবের অভ্য মনে করত এবং বিশ্বাস করত যে, জিনরাও পারেবের অভ্য আনে। অরুঁব জিনরাও সভ্যত অসুশ্য ভাবের দাবি করত। মৃত্যুর এই অঙ্গুল্যপূর্ব ঘটনা এ বিষয়ের অন্তর্গত খুঁজে দিল। অরুঁব জিনরাও টের পেত এবং সব মানুষও বুঝে বিল যে, জিনরা আলেমুল গার্ব (অসুশ্য জানী) নয়। কারণ, তারা অসুশ্য বিষয়ে তাঁত হলে সোলালুমান (আ)-এর মৃত্যু সম্বর্কে এক বছর পূর্বেই তাঁত হয়ে গেছে এবং সারা বহুরে হাতজালা পাটুনি খেকে নিষ্কৃতি পেত। আরাতের লেব বাকা **فِلْمَا خَرَّبَيْلَتْ**

الْجِنُّ أَنْ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ الْفَيْبَ مَا لَبِثُوا فِي الْعَذَابِ الْمُهِينِ— আরাতে তাই অসিত হয়েছে। একে **صَدَابٌ** বলে হাতজালা খাটুনিকে জিনদের হয়ে হাতে বাঁচতুল মোকীদাসের নির্মাণ কাজ সহায় করার জন্য সোলালুমান (আ) জিনদেরকে নিরোধিত করেছিলেন। তাঁর মৃত্যুর এই বিশ্বাসকর ঘটনা আংশিক কোরআন পাকের আলোচ্য আরাতে এবং আংশিক হস্তান্ত ইবনে আবুস রাম (রাম) অনুর থেকে বলিত রয়েছে।—(ইবনে কাসীর)

এ অঙ্গুল্যর্থ ঘটনা থেকে এ লিঙ্কাও অবিত হয় যে, মৃত্যুর কবল থেকে, কারও নিষ্কৃতি নেই। আরও বোধ হায় যে, আলাহু তা'আলা যে কাজ করতে চান তাঁর ব্যক্তি সেমান্তে ইচ্ছা করতে পারেন। এ ঘটনাটুক তাই হয়েছে। যারা মাওকা সঙ্গে সেলুলারমান (আ)-কে পূর্ণ এক বছর ব্যানে অতিপিণ্ডিত রেখে জিনদের আরা কাজ সহায় করিতে নেও হয়েছে। আরও আনা যাব যে, মুনিয়ার সম্মত আসবাবপত্র ও যত্নগাতি তত্ত্বপ পর্বতই নিজেদের কাজ করে যাব, যতকণ আলাহু তা'আলা চান। তিনি-না চাইতে সবকিছু নিক্ষিপ হয়ে পড়ে, যেমন এ ঘটনার জাপির কর উইগোকাৰ মাখামে অভ্য করে দেওয়া হয়েছে। জিনদের বিশ্বাসকর কাজকর্ম, কৌতুঙ্গ বাহুত পাদেরী বিষয়ে সম্বর্কে অবগত হওয়ার ঘটনাবলী দেখে এ বিষয়ের আশুকা হিল যে, মানুষ তাদেরকে উপাস্যত্বপে দ্রাহণ করে নেবে। মৃত্যুর এই অভাবিত ঘটনা ও আশুকা কাজ সুজেত কুর্তালামাত করেছে। সবাই জিনদের অকৃতা ও অসহায়তা সম্বর্কে চাকুর চান জাপ করেছে।

উপরোক্ত বক্তব্য থেকে আরও জানা গেছে যে, মুক্তুকালে সোজারমান (আ) দৃঢ়ি
কারণে এই বিশেষ পথ অববাহিক করেছিলেন। এক. বারতুল মোকাদ্দাস নির্বাচের
অসমাধিক কাজ সমাধিক করা এবং সুই. মানুষের সামনে রিপোর্ট অঙ্গতা ও অসহা-
য়তা কুটিরে ভোজ, আচ্ছে তাদের ইবাদতের আশঁকা না থাকে।—(কুরতুবী)

হয়রত আবদুল্লাহ ইবনে আমর বলিত রেওয়ায়তে রসুলুল্লাহ (সা) বলেন,
সোজারমান (আ) বারতুল মোকাদ্দাস নির্বাচের কাজ সমাপনাতে আল্লাহ তা'আলার
কাছে করেকষ্ট দোষা করেন, যা কবৃজ হয়। তখন্ধে একটি দোষা হইয়ে, যে বাস্তি
নামাহের নির্বাচে এ মসজিদে প্রবেশ করবে (অন্য কোন পার্থিব উদ্দেশ্য থাকবে না)
মসজিদ থেকে বের হওয়ার পূর্বে তাকে দোষা হইয়ে এখন পরিয় করে দিল, যেহেন
সে খামের পর্য থেকে অস্থৱর্ষণের সহর হিল।

সুন্দীর রেওয়ায়তে আরও আছে, বারতুল মোকাদ্দাসের নির্বাচ কাজ সমাপ-
ন্তে সোজারমান (আ) কৃষ্ণভূষিত কার হাতার পক্ষ ও বিশ হাতার ছানা কেন্দ্রীয়াজী
করে আনুকূকে ভোজে আগ্যায়িক করেন এবং আনন্দ উৎসাহে করেন। অন্তর
'হখরার' উপর দণ্ডারমান হয়ে আল্লাহ তা'আলার কাছে এসব দোষা করেন— এই
আল্লাহ, আগনিই আকাকে শক্তি ও সম্মদ দান করেছেন। ফলে বারতুল মোকাদ্দাস-
সের নির্বাচ কাজ সমাপ্ত হয়েছে। হে আল্লাহ! আবাকে এই নিরামতের দোকান
আদায় করার জওয়াবীক দিন এবং আকাকে আগনোর দীনের উপর উকাত দিন।
হিন্দুরাজপ্রাপ্তির পর আর আমার অক্ষয়ে কেবল বজ্রস্তা সৃষ্টি করবেন না। হে
আমার পারবনকর্তা! যে বাস্তি এই মসজিদে প্রবেশ করবে, আবি তার জন্য আগনোর
কাছে পৌঁছাই বিবর প্রার্থনা করছি—১. সোনাহৃতার বাতি তওবা করার জন্য এ
মসজিদে প্রবেশ করজো আগনি তার তওবা করুন এবং তার প্রোনাহ মাক
করুন। ২. যে বাস্তি কোন তর ও আশঁকা থেকে আবরণার উদ্দেশ্যে এ মসজিদে
প্রবেশ করবে, আগনি তাকে অক্ষয় দিন এবং আশঁকা থেকে প্রতি দিন। ৩. কৃষ্ণ
বাতি এ মসজিদে প্রবেশ করলে তাকে আগ্রাহ্য দান করুন। ৪. মিশ্র বাতি এ
মসজিদে প্রবেশ করলে তাকে ধনাত্ত্ব করুন। ৫. এ মসজিদে প্রবেশকারী অস্তুপ
এখানে থাকে, ততক্ষণ আগনি তার প্রতি কৃপাদৃষ্টি রাখুন। তবে কেউ কোন অন্যান্য
ও অর্থমের কাজে লিপ্ত হলে তার প্রতি নয়।—(কুরতুবী)

এ হাসীজ থেকে আমা গেল যে, বারতুল মোকাদ্দাস নির্বাচের কাজ সোজারমান
(আ)-এর জীবনকাল সমাপ্ত হয়ে পরিপূর্ণ। পূর্ববর্তী ঘটনাও এর পরিপূর্ণ নয়।
কারণে, বড়সড় নির্বাচ কাজে শুধু নির্বাচ সমাপ্ত হয়ে গেলেও কিন্তু কিন্তু কাজ অবনিষ্ঠ
থাকে। এখানেও সে ধরনের কাজ থাকে হিল। এর জন্য সোজারমান (আ) উপরোক্ত
কোশল অবগতি করেছিলেন।

হয়েরত ইবনে আব্দুস থেকে আরও বলিষ্ঠ জাহে বে, শুভুর গুরুসোমারমান (আ) আগতিকে কর দিয়ে এক বছর দশায়মান থাকেন। (কুরআনী) কৃতক রেওয়ারেতে আচ্ছে কিমুরা যখন জামতে পারল যে, সোলামুমান (আ) অনেক সুর্যেই সারা সেছেম কিন্তু তারা টের পারনি, তখন তাঁর শুভুর সময়কাল অববার জন্য একটি কাঠে উইপোকা ছেড়ে দিল। একদিন এক রাত্রিতে যতটুকু কোঠ উইপোকার খেল, সেটি হিসাব করে তারা আবিকার করল যে, সোলামুমান (আ)-এর জাতি উইজে থেকে এক বছর সময় লেগেছে।

বগজী ঈতিহাসবিদদের বরাত দিয়ে বর্ণনা করেন যে, সোলামুমান (আ)-এর মোট বয়স তেওঁগুর বছর হয়েছিল। তিনি চারিশ বছরকাল রাজত্ব করেন। তের বছর বর্ষসে তিনি রাজকাৰ্য হাতে নেন এবং চতুর্থ বছরে বাবতুল-মোকাদ্দাসের নির্বাপ কাজ শুরু করেন। —(যাবহারী, কুরআনী)

لَقَدْ كَانَ لِسَيْرِكُ فِي مَنْكُورٍ إِلَيْهِ، جَنَّتِنَ عَنْ بَيْتِنِ وَشَمَائِلِهِ
 مِنْ رِزْقِ رَبِّكُمْ وَأَشْكُرُوا إِلَهَ بَلْدَةٍ طَيْبَةٍ وَرَبُّ عَفْوٍ@ قَاتِعَ رَضْوًا
 فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ سَيْلَ الْعَرْمِ وَبَدَلْنَا بِجَنَّتِهِمْ جَنَّتِينَ دَوَائِنَ أَنْجَلِينَ
 حَمِطَ وَأَثْلَى وَشَنِي وَقَنْ وَنْدٌ قَلْبِي@ ذَلِكَ جَنَّتِهِمْ مَا كَفَرُوا وَهُلَّ
 جَنَّتِي إِلَّا الْكُفُورُ@ وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ الْقَرْهِ الَّتِي بِرُوكَادِفِينَهَا
 قَرْبَ ظَاهِرَةٍ وَقَدْرَنَا فِيهَا لِلشَّيْرِدِ سَيْرُهَا فِينَهَا لَيْلَى@ دَأْيَا مَا أَمْنَيْنَ@
 فَقَالُوا رَبَّنَا يَعْدُ بَيْنَ أَشْفَارِنَا وَظَلَمْنَا أَنْفَسَهُمْ فَجَعَلْنَاهُمْ أَعْلَادِيَّ
 وَعَزَّقْنَاهُمْ كُلَّ مُمْزِقٍ دَارَعَ فِي ذَلِكَ لَأْيَتِ لِكُلِّ صَبَارٍ شَكُورٌ@

(১৫) সাবার অধিবাসীদের জন্য তাদের বাবতুলিতে হিল এক বিসর্পন—সুরি উদ্দান একটি জামাদিকে, একটি বাবদিকে। তোমরা তোমাদের পাশনকর্তা নিষিক থাও এবং তাঁর জাতি কুকুরের প্রকাশ কর। বাবতুল পাইর এবং কুমার্সুল পাশনকর্তা। (১৬) অঙ্গর তারা প্রাথমিক করেন যে আমি তাদের উপর প্রেরণ করবাব প্রয়োগ করবাব বল্ল। আর তাদের উদ্দামকর্তাকে পরিবর্তন করে নিলাব এইন সুই উদ্দাব, বাতে উদগত হয় বিজ্ঞাদ কল-গুল, আউ গাই এবং সাথানা কুলকুল। (১৭) এটা হিল কুকুরের বাবালে তাদের প্রতি আবার জাতি। আমি অঙ্গরকে বাস্তীক কাটিক নাকি মেই না। (১৮) তাদের এবং

বেসর আমন্দের প্রতি আরি অনুগ্রহ করেছিলাম। সেওয়ের পথাবৰ্তী হিসেবে আনেক মুশ্যান অনগ্রহ কৃপণ করেছিলাম এবং সেওয়ের পথে বিচারিত করেছিলাম একজোড়া প্রথে অনগ্রহ কৃত ও সিলে নিরাপদে প্রয়োক কর। (১৯) অনগ্রহ কৃত কলা, এই কার্যালয়ে পাঠাবৰ্তী। আমন্দের ক্ষমতা গুরুসর বাহিরে দাও। তারা নির্দেশের প্রতি কূলুক করবিল। অনে আমি কানেকে উপাধ্যায়ে পতিষ্ঠত করলাম এবং সম্পূর্ণরূপে হিমবিশিষ্ট করে দিলাম। বিশ্ব এতে প্রভোক ধৈর্যশীল কৃষ্ণের কাছ নির্মানবৰ্তী হয়েছে।

Digitized by srujanika@gmail.com

সাবা অধিবাসীদের জন্য (পঁয়) ভাসের বাসকৃতিতে (অর্থাৎ বাসকৃতির মোটাভূতি অবশ্যই মধ্যে আলাদার আনুগত্য কর্তৃতী ইওয়ার) বিষয়ে হিল। তাখাদো এক নিম্নলিখিত মুসারি উদান—একটি (ভাসের সফরকের) ঠোরণিকে আর একটি বাস-সিকে (অর্থাৎ ভাসের সমষ্টি এলাকার মুসারি সংবলে উদান বিকৃত হিল। এটে উৎপাদনেও হিল প্রচুর এবং অকুরাত ফলস্থূলও হিল। এছাড়া হিল সুশীলন ছাড়াও যন্মোরম পরিবেশ। আর্থ পক্ষপঞ্চাগের মাধ্যমে ভাসেরকে আদেশ দিলাম,) তো ভাসের পাশবকলার (প্রসঙ্গ) রিয়িক থাও এবং (থেরে) ঠোর শোকের আদার কর। (অর্থাৎ আনুগত্য কর। কারণ, দুপ্রকার নিরাবন্ধ আনুগত্যকে অপরিহার্য করে দেয়, এবং পার্থিব অর্থাৎ বসবাসের জন্য বাস্তুকর পছন্দ এবং (সুই. পারমৌকিক অর্থাৎ ইয়ান ও আনুগত্যের কেবল পুরুষ হয়ে থেকে করা করার জন্য) কথাশীল পাশবকলা। (সুতরাং এমতোবছাই অবশ্যই ইয়ান ও আনুগত্য করা উচিত।) অন্তর (অতেও) ভাসা (এ আদেশ থেকে) মুখ কিরিয়ে নিল। (সৈকতল ভাসা সুর পূজারীও হিল, যেখন

—) अजे आमि तादेव उपर (आमार बोधेर बहिःस्थान हिसाबे)
प्रेरण करताम बोधेर बना । (अर्थात् बोध मिले ये बना आठविं तात्त्व हवाहिनी
बोध डेल से बनीर पानि तादेव उपर ठड़ाउ इल । फले तादेव मूँगारि उमीन
भिट्टे हरह गेल ।) आज तादेव मूँगारि उमीनके गविष्टित करे निजी एमन मूँग
उदााव, याते उंपर हय विचास कलमू, आउगाह एवं सामानी बुजापै ताओ अंडी
बाटुपृष्ठ, याते बीटा अमेक एवं फल खादहीम ।) एठी हिं तादेव बुकरेव काळेणे
तादेवके प्रसव आमार शास्ति । आमि अकुलत शास्ति काटुके एजाल शास्ति देह
नाय । (आमुली बुजापै ये आमि यार्दनाही करे देह । बुकरेव डेलः अधिक
अकुलतपर आहे कि हये । तात्त्व एठेही शिष्ट हिं । उलिखित वास्तुमि संखात
मिलावतः बाटा वाहान गवेष्ट आवित एकत्र मिलावत तादेवके मिलावताही । ता एवी
ये ।) आमि तालेव एवं सेवव जमपत्त्व एकत्र (क्रमानि वापरानि) दावाव

দিলেছিলাম, সেগুলোর মধ্যবর্তী ছানে অনেক জনপদ আবাদ করে রেখেছিলাম, এগুলো (সমুক্তিশক) দুশ্যান হিজ (বাটে প্রয়োকারীতের অমলে আভৎক না হয় আবৎ কোরাত অবস্থান করতে চাইলে সেখানে বেতে ইত্তত্ত্ব আ করে,) এবং সেগুলোকে প্রয়োগ করি বিশেষ কারসাম রেখেছিলাম । অর্থাৎ এক জনপদ থেকে আন্ত জনপদ পর্যন্ত চলার থাণে এমন উপরুক্ত দূরত্ব রেখেছিলাম, বাটে প্রয়োকারে অভ্যাস অনুমতি বিদ্বাম করতে পারে । ইখাসবরে কোন না কোন জনপদ পাওয়া হেতু পানাহার ও বিদ্বামের জন্য । তোমরা এসব জনপদে (ইচ্ছা করলে) রাঞ্জিতে এবং (ইচ্ছা করলে দিনে) মিরাপদে জ্ঞাপ কর । (অর্থাৎ কাছে কাছে অবস্থান থাকার কারণে রাহজানীর ভয় হিজ না এবং সর্বত্ত্ব সবকিছু সহজলভ্য হওয়ার, কারণে পানি, ধান্দা ও পাথের মা পাওয়ারও আশেক হিজ না ।) অভ্যর (তারা এসব মিসায়াতের প্রকৃত শোকের অর্থাৎ আজাহ্ অনুপভ্য করল না এবং সর্বত্ত্ব সবকিছু সহজলভ্য হওয়ার, কারণে পানি, ধান্দা ও পাথের মা পাওয়ারও আশেক হিজ না ।) সেহলে) তারা বলল : হে আমাদের পালনকর্তা, (এখন কাছে কাছে অবস্থান থাকার কারণে জ্ঞাপে আনন্দ নেই । পাথের কুরিয়ে পাওয়া, পিলাস্যার পানি না পাওয়া, অধীর অপেক্ষার থাকা, চোরের ভয় থাকা এবং সপ্তর পানাহার দেওয়া—এসব না হলে জ্ঞাপের আনন্দ কি ? বনী ইবনুর্রাইফ বেমন সাধা ও সালওয়া থেকে থেকে অঙ্গিষ্ঠ হয়ে ভুলিষ্ঠরকারি, শপা, কীরা ইত্যাদির জন্য আবেদন করেছিল, তেমনি তাঁরাও করল । তাঁরা আরও বলল, বর্তমান অবস্থায় ধনী-সরিষ সকলেই একইরাগ জ্ঞাপ করে । এলে আমাদের ধনীভাষ্য সুটিয়ে তোরার জুরুকাল নেই । তাই এন চার বে,) আমাদের জ্ঞাপের ব্যবধান (ও দূরত্ব) বর্ণিত করে দিব । (অর্থাৎ মধ্যবর্তী জনপদগুলো উৎসাহ করে দিন, বাটে এক অনবিজ থেকে অন্য অনবিজের দূরত্ব বেতে যাব । এই অকৃতভ্য ছাড়া) তারা মিসায়ের গতি (আরও নাফরহানী করে) কুণ্ডুম করেছিল । কলে আমি তাদেরকে উপাধ্যানে পরিষ্কত করেছি এবং সম্পূর্ণরূপে হিমবিহীন করে দিয়েছি । (তাদের কষ্টককে ধৰৎস করে দিয়েছি । কলে তাদের কাহিনীই রয়ে গেছে এবং কষ্টককে হিমবিহীন করে দিয়েছি । অথবা আলজ্যোর দিক দিয়ে সকলেই কাহিনী হয়ে গেছে অর্থাৎ তাদের আলজ্যোর আস্থাবাপত্ত ধৰৎস হয়ে গেছে । অথবা তাদের অবস্থাকে শিক্ষার পরিষ্কত করেছি । যাবুষ এ থেকে শিক্ষা প্রদণ করে । মেটকথা, তাদের বাসভূমি, উদয়ন এবং সভের জনপদসমূহ সবই হারাবার হয়ে গেছে ।) নিষ্ঠার গত (অর্থাৎ এ কাহিনীতে) গতেক বৈরোগ্য কৃতজ্ঞার (কুর্মিনের) জন্য বিপুল শিক্ষা রয়েছে ।

আনুবাদিক কাঠবা বিবর

নিজাত ও কিয়ায়তে অধিবাসী কাহিনীদেরকে আজাহ্ তা'আরার সর্বমূল কথাতা সম্পর্ক দ'শিকার করার উদ্দেশ্যে পূর্ববর্তী পরামর্শসম্পরে হাতে সংযোগ বিস্তরকরে ঘটিয়া ও মুক্তিবা বাধিত হয়েছিল । এ প্রসঙ্গে প্রথমে হবরত দাউদ ও সোজারবন (আ)ন্নার ধনীভাষ্য উল্লেখ করা হয়েছে । এখন এ প্রসঙ্গেই আরা সম্মুদ্দেশের উপর

আজাহ্ তা'আলীর অগভিত নিরামত কর্তব্য, অন্তসর অকৃতকৃতার কারণে তাদের প্রতি আবাব অবশ্যরণের আলোচনা আলোচনা আলোচনা হয়ে রয়েছে।

সাবা সম্মান ও তাদের প্রতি আজাহ্ বিশেষ নিরামতকালি : ইবনে কাসীর বলেন, ইয়ামানের সমাই ও সে দেশের অধিবাসীদের উপাধি হচ্ছে সাবা। তাবাবেয়া সম্মানও সাবা সম্মানের অকৃত ক ছিল। তারা হিজ সে দেশের ধর্মীয় মেতা। সুরা নমস্করণে সোজারমান (আ)-এর সাথে নারী বিজকিসের ঘটনা বৃদ্ধি হয়েছে। তিনিও এই সম্মানেরই একজন হিজেন। আজাহ্ তা'আলী তাদের সামনে জীবনে প্রকৃতপথের বাব উন্মুক্ত করে দিয়েছিলেন এবং পরমার্থপথের আধামে এসব নিরামতের শোকের আদার করার আদেশ দান করেছিলেন। সৌর্যকাল পর্বত তারা এ অবস্থার উপর কানেক থাকে এবং সর্বজ্ঞকার সুব ও শান্তি ভোগ করতে থাকে। অবশেষে ক্ষেত্রবিজ্ঞাসে মত হয়ে তারা আজাহ্ তা'আলী থেকে গাফিল হয়ে গড়ে, এমন কি আজাহ্ তা'আলীকে অকৃতকৃত করতে থাকে। তখন আজাহ্ তা'আলী তাদেরকে হ'শিয়ার কর্তৃত কর্ম চেরজন পরমপুর প্রেরণ করেন। তারা তাদেরকে সৎপথে আনার জন্য সর্ব-প্রয়োগ চেষ্টা করেন। কিন্তু তাদের চেতনাদৰ হয়েনি। অবশেষে আজাহ্ তা'আলী তাদের উপর বন্যার আবাব প্রেরণ করেন। কলে তাদের প্রহর ও বাগ-বাগিচা ছাড়ায় হয়ে আসে।—(ইবনে কাসীর)

ইয়াব আহমদ হবেন্ত ইবনে আব্দাস থেকে বর্ণনা করেন, জনেক জাতি রাজু-কুরাহ্ (সা)-কে বিজ্ঞপ্তি কর্তব্য : কোরআনে উল্লিখিত ‘সাবা’ কোন পুরুষের নাম? নামীয়া, না। কোন মুখ্যতরের নাম? রাজু-কুরাহ্ (সা) বলেন, সাবা একজন পুরুষের নাম। সাব সমষ্টি পুর সত্ত্ব হিসেব। তদ্ব্যো হবজন ইয়ামানে এবং আরজন পায়দেশে বসতি ছাপন কারে। ইয়ামানে বসবাসকারী হচ্ছে পুরুষের মাঝ মুসলিম, কেবল, ইবন, আলজাহী, আবমার, হিজেয়ার, (তাদের থেকে হয়েছি গোর অন্তর্ভুক্ত করে) এবং শামসে বসবাসকারীদের নাম জাখু, জুবায়া, আমেরা, গার্সাম (তাক্ষণ্য পোষণসমূহ এ নামেই সুবিদিষ্ট)। এ গ্রিওয়ারেভত্তি হয়েকে ইবনে আবদুল বারও তার “আজক্ষণ্য ওয়াজ উমাম্য মেছাত্তেক্ষণে আস্ত সাবিত আরবি ওয়াজ আজম” হচ্ছে উকৃত করেছেন।

বৎশত্তালিকা বিশেষজ্ঞ আজিমপথের বরীত দিয়ে ইবনে কাসীর বলেন, এরা স্থজন সাবার উরসজ্জাত ও প্রভাক পুর হিসেব না। বরং তার বিভীষ, তুলীয় অধ্যবা চতুর্থ পুরুষে এয়া অস্থানে করেছিল। অন্তসর তাদের গোষ্ঠেসমূহ শাখ ও ইয়ামানে বিভাগ করে এবং তাদেরই নামে পরিচিত হয়।

সাবার আসল নাম হিসেব আবদে শাম্স ইবনে ইয়াশবাব ইবনে কাহশুন থেকে তার বৎশত্তালিকা বোনা যাব। ইতিহাসবিদগণ জিখেন, সাবা আবদে শাম্স তার আবলে শেষ নবী মুহাম্মদ (সা)-এর আগমনের সুস্থিতি মানুষকে শুনিয়েছিল। স্থজন উত্তোল ও ইনজীল থেকে বেং এ বিশ্বে তাজাত করেছিল অধ্যা জোতিবী ও অভিজ্ঞবাসীদের আধ্যমে অবগত হয়েছিল। রাজু-কুরাহ্ (সা)-র

শানে দোকানের লাইন আরবী কবিতাও বলেছিল। এইসব কবিতার তাঁর আবিষ্ঠানের উৎসেখ করে বাসনা প্রকাশ করেছিল যে, আরবী সৌর আবাস থাকলে তাঁকে আবাস করতাম এবং আমার সম্মানকে তাঁর প্রতি বিশ্বাস হাপন করতে বজায়।

সাবার সভানদের ইয়ামানে ও শামে বসতি শাগন করার ঘটনাটি তাফের উপর বন্যার আবাস আসার পরবর্তী ঘটনা। বন্যার পুর তারা বিক্রিম কানে ছড়িয়ে গড়ে ছিল।—(ইবনে কাসীর) কুরুতুবী সাবা সম্মানের সময়কাল হয়েছত ইসা (আ)-র পরে অবৎ ইসলাম (সা)-র পূর্বে উৎসেখ করেছিল।

আবাবী অভিধানে **مُرْسَلٌ** শব্দের একাধিক অর্থ সন্দিগ্ধ। তৎসৌরকারকগণ প্রত্যেক অক্ষরে লিঙ্ক দিয়ে এ আবাসের তৎসৌর করেছেন। কিন্তু কামুস, সেহাহ, জাফুরুল্লাহ ইসলামি অভিধানে বলিত অর্থ কোরআনের পুরাণের বর্ণনার সাথে সাঝে সালীল। এসব অভিধানে **مُرْسَلٌ** এর অর্থ লেখা হয়েছে বীধ, যা পানি আটকানোর জন্যে নির্মাণ করা হয়। হয়েছত ইবনে আবাসও **مُرْسَلٌ** এর অর্থ বীধ বর্ণনা করেছিল।—(কুরুতুবী)

ইবনে কাসীরের বর্ণনা অনুযায়ী এই বীধের ইতিহাস এই : ইয়ামানের রাজধানী সামাজি থেকে তিন মনসিল দূরে যাজারের শহর অবস্থিত ছিল। এখানে সাবা সম্মানের বসতি ছিল। দুই পাহাড়ের মধ্যবর্তী উপত্যকার শহর অবস্থিত ছিল বিশ্বাস উচ্চর পাহাড়ের উপর থেকে বৃক্ষের পানি বন্যার আকারে নেয়ে আসত। কলে প্রহরের অন্তর্ভুক্ত হিগর্ভন্ত হয়ে যেত। দেশের সঞ্চাটিগণ (তাদের অধ্যে রাণী বিলকিসের মৌল বিদেশীকাব্যে উৎসেখ করা হয়।) উচ্চ পাহাড়ের আবাসে একটি শক্ত ও অঙ্গুত্ব বীধ নির্মাণ করেছেন। এ বীধ পাহাড় থেকে আগস্ত বনার পানি দ্রোধ করে পানির একটি পিণ্ড তাঁতাঁর তৈরী করে দিল। পাহাড়ের বৃক্ষের পানিও এতে সংক্ষিপ্ত হতে পারে। বীধের উপরের মিঠে ও মাঝখানে পানি বেঁজ করার জিনাটি শরজা নির্মাণ করা হল রাতে সংক্ষিপ্ত পানি সুশৃঙ্খলাকাব্যে শহরের জোকজনের বাধে এবং দেশের জৈবিত ও বাধানে পৌছানো আর। শুধুমাত্রে দরজা খুলে পানি ছাড়া হত। উপরের পানি শেষ হলে দেশে আবাসনের অবৎ সর্বশেষে নিচের তুলীর দরজা খুলে দেওয়া হত। পরবর্তী বছর বৃক্ষের মণসুমে বীধের তিনটি করই আবাস পানিতে পূর্ণ হয়ে যেত। বীধের নিচে একটি সুরহে পুরুর নির্মাণ করা হয়েছিল। এতে পানির বারটি ধার তৈরী করে প্রহরের বিভিন্ন স্থানে পৌছানো হয়েছিল। সব থাণে একই পতিতে পানি প্রবাহিত হত এবং নাগরিকদের প্রয়োজন মেটাত।

শহরের ডানে ও বামে অবস্থিত পাহাড়বর্তের কিনারায় কলম্বের বাগান নির্মাণ করা হয়েছিল। এসব বাগানে খাজের পানি প্রবাহিত হত। এসব বাগান পরম্পর সংজ্ঞায় আবস্থার পাহাড়ের কিনারায় দৃশ্যান্তে বহুদূর পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। এতে সংক্ষেপ আবাস হলেও কোরআন-গাক **أَرْبَعَةِ مُرْسَلِين** অর্থাৎ দুই বাগান খাজে বাজে করেছে।

কারণ, এক সারিয়ে সমস্ত বাগানকে পরিষ্কার সংজ্ঞায় কারণে এক বাগান এবং অপর সারিয়ে সমস্ত বাগানকে ওকই কারণে দিতীয় বাগান সাক্ষত করা হচ্ছে।

এসব বাগানে সকল প্রকার বৃক্ষ ও ফলমূল প্রচুর পরিমাণে উৎপন্ন হত। কালাদাহ প্রযুক্তির বর্ণনা অনুযোগী একজন মাঝী বাধায় খালি কুড়ি মিয়ে গমন করলে গাছ থেকে পতিত ফলমূল দ্বারা তা আপনা-আপনি তরে বেত। “হাত লাগানোরও প্রয়োজন হত না।—(ইবনে কাসীর)

كَلُوا مِنْ رِزْقِ رَبِّكُمْ وَا شُكْرًا لَهُ بِلَادُ طَبِيعَةٍ وَرَبُّ غَفُورٍ

তা’আজা পরমার্থপথের মাধ্যমে তাদেরকে আদেশ দিয়েছিলেন, তোমরা আজাহ প্রদত্ত এই অকৃত জীবনেস্তরণ ব্যবহার কর এবং কৃতজ্ঞ অরাপ সৎকর্ম ও আজাহের আনুগত্য করতে থাক। আজাহ তা’আজা তোমাদের এ শহরকে পরিষ্কার দ্বাষ্টাকর শহর করেছেন। শহরটি নামজীড়েক মণ্ডলে অবস্থিত ছিল এবং আবহাওর দ্বাষ্টাকর ও বিশুদ্ধ ছিল। সমষ্ট শহরে মশা-মাছি, ছাইপোকা ও সাপ-বিশুর যত ইতর প্রাণীর নামসক ছিল মা। শাহরে থেকে কোন বাস্তি শরীরে ও কাগড়-চোপতে উকুর ইত্তাসি দিয়ে এ শহরে তৈরীজে সেওয়ে আপনা-আপনি মাঝে সাক্ষ হয়ে হেত।—(ইবনে কাসীর)

بِغَفُورٍ بِلَادُ طَبِيعَةٍ—এর সাথে—) বলে ইতিত করা হচ্ছে যে, এসব নিরা-

মত ও ডোগ-বিজাস কেবল পাথর জীবন পর্যন্তই সীমিত নহ, বরং শোকর আদায় কর্তৃত ধৰ্মে পরিকালে আরও বৃহৎ ও ছাঁচী নিয়ামতের উয়াদা আছে। কারণ, এসব নিয়ামতের অভ্যন্তর তৃষ্ণা ও তোমাদের পালনকর্তা ক্ষমাশীল। শোকর আদায় ঘটনাক্রমে কেবল কুড়ি-বিচুতি হয়ে গেলে তিনি ক্ষমা করবেন।

فَأَعْرَضُوا فَارْسَلْنَا عَلَيْهِمْ سَيِّلَ الْعَرْمِ—অর্থাৎ তা’আজা স

সুবিস্তৃত নিয়ামত ও পরমার্থপথের হিসাবে সত্ত্বেও শুধু সাবা সম্মানের আজাহের আদেশ পালনে বিশুধ হল, তখন আমি তাদের উপর বীধভাংগা বন্যা ছেড়ে ছিলাম। বন্যাকে বাঁধের সাথে সংস্কার্যত্ব করায় কারণ এই যে, যে বীধ তাদের হেফায়ত ও আচম্ভনের উপায় ছিল, আজাহ তা’আজা তাকেই তাদের বিপর্যয় ও মুসিবতের কারণ করে দিলেন। তফসীরবিদগণ বর্ণনা করেন, আজাহ তা’আজা মধ্যে সম্মানের বীধভাংগা বন্যা দ্বারা খৎস করার ইচ্ছা করলেন, তখন এই সুবৃহৎ বাঁধের পোতায় অক ইদুর নিয়োজিত করে দিলেন। তারা এর ডিতি দুর্বল করে দিল। বৃষ্টিপ্রস্তুতি সময়ে পানির চাপে দুর্বল ডিতিতে ফাটল সৃষ্টি হয়ে গেল। অবশেষে বাঁধের পেছনে প্রক্ষিত পানি সময় প্রস্তুত করে ছাঁচির পড়া। শহরের সমষ্ট সুবৃহৎ বিপর্যয় দ্বারা বিপর্যয় দ্বারা উজাগ্র হয়ে গেল। পাহাড়ের কিনারার দু’সারি উদ্যানের পানি ক্ষেত্রে গেল। এই ক্ষেত্

ଶୁଭାହୀର ଇବନେ ବୁନାବିହ ବର୍ଣନ କରେନ, ତାଦେର କିନ୍ତାବେ ଲିଖିତ ହିଲ ଥେ, ଏ ବୀଧିଟି ଇନ୍ଦ୍ରେର ଆଧ୍ୟମେ ଘେଂଖାଙ୍ଗ ହରେ । ସେମତେ ବୀଧିର କାହେ ଇନ୍ଦ୍ର ର ଦେଖେ ତାରା ମିଥିଦ ସଂକେତ ବୁଝିଲେ ପାଇଲ । ଇନ୍ଦ୍ର ନିଧିନେର ଉଦ୍‌ଦେଶ୍ୟ ତାରା ବୀଧିର ମିଠେ ଅନେକ ବିଜ୍ଞାନ ଜୀବନ-ପାଇନ କରିଲ, ହାତେ ଇନ୍ଦ୍ରରା ବୀଧିର କାହେ ଜୀବନରେ ନା ପାଇଲ । କିନ୍ତୁ ଆଜାହୀ ତକ୍ଷଜୀର ପ୍ରତିରୋଧ ବରାର ସାଥ୍ କାହା ? ବିଜ୍ଞାନରା ଇନ୍ଦ୍ରେର କାହେ ହାର ବାଇଲ ଏବଂ ଇନ୍ଦ୍ରରା ବୀଧିର ଡିଜିଟେ ପ୍ରବିଳିତ ହରେ ଗେଲ ।—(ଇବନେ କାଶୀର)

ପ୍ରତିରୋଧିକ ବର୍ଣନାର ଆହୁଓ ବଜା ହରେଇ ଯେ, କିନ୍ତୁ ସଂଖ୍ୟାକ ବିଚକ୍ରମ ଓ ଦୂରଦୂରୀ ଜୋକ ଇନ୍ଦ୍ରର ଦେଖା ଯାଇଇ ଦୈତ୍ୟାନ ପରିଭ୍ୟାଗ କରେ ଆତେ ଆତେ ଅନାତ୍ ସାରେ ଗେଲ । ଅବଲିତଟ୍ଟିଯ୍ୟା ଦେଖାନେଇ ରୁହେ ଗେଲ, କିନ୍ତୁ ବନ୍ଦୀ କୁଳ ହଜେ ତାରାଓ ହାନାତିରିତ ହରେ ଫ୍ଲେମ ଏବଂ ଅନେକେଇ ବନ୍ଦୀର ପ୍ରାଗ ହାରାଜ । ମୋଟିକଥା, ଯୁଗତ ଶହର ଅନୁନ୍ୟା ହରେ ଗେଲ । ବେସର ଅଧିକାସୀ ଅନ୍ୟ ଦେଶେ ଚଲେ ଗିଯେଇଲ, ତାଦେର କିନ୍ତୁ ବିବରଣ ଉପରେ ଯତନଦେ ଆହିମଦ ବନିତ ହାଲିମେ ଉତ୍ସେଧ କରିଲ ହରେଇ । ହରାଟି ପୋଡ଼ି ଇନ୍ଦ୍ରାମନ୍ ଏବଂ ଚାରାଟି ପୋଡ଼ି ପାଇଁ ଦେଶେ ଛାଇଯେ ପଡ଼େଇଲ । ମଦୀନାର ବସନ୍ତିଓ ତାଦେର କଷ୍ଟକ ଲୋକ ଥେକେ କୁଳ ହର । ଇତିହାସ ଶ୍ରୀସମୁହେ ଏଇ ବିବରଣ ଲିପିବକ୍ଷ ରହେଇ । ବନ୍ଦୀର କଜେ ଶହର ଧ୍ୟେ ହତ୍ୟାର ପର ତାଦେର ଦୁଃଖାର୍ଥୀ ଉଦ୍‌ଯାନେର ଅବହା ପରବତୀ ଆଜାତେ ଏକାବେ ବିଦ୍ୟୁତ ହରେଇ :

وَدَلَنَا هُمْ بِعَلَتِهِمْ جِنَّتِيْنِ دَوَّاتِيْنِ أَكْلِ خَطِّ وَأَنْلِ وَهَنْتِيْ
دُلْلِيْنِ سِدْرٌ قَلَبِيْنِ—ଅର୍ଥାତ୍ ଆଜାହ ତା'ଆଜା ତାଦେର ମୁଖ୍ୟାବାନ କଳମୁହେର ବୁକ୍ଳର
ପରିବର୍ତ୍ତେ ତାତେ ଏମନ ବୁକ୍ଳ ଉତ୍ତପନ କରିଲେନ, ଯାର କଜ ହିଲ ବିବାଦ । ଅଧିକାଳ୍ୟ ତାକୁ-
ସୌରବିଦେର ମତେ ୫୦୫ ଏଇ ଅର୍ଥ ଏରାକୁ ବୁକ୍ଳ । ଜଗତରୀ ଜିଥେମ, ଏକ ପ୍ରକାର ଏରାକୁ
ବୁକ୍ଳ କିନ୍ତୁ କଜ ଥରେ ଏବଂ ତା ଖାଓଯାଇ ହର । କିନ୍ତୁ ଏହି ବୁକ୍ଳର କଜାଓ ବିବାଦ ହିଲ ।
ଆବୁ ଓବାନ୍ଦା ବଜେନ, ତିକ୍ର ଓ କମ୍ପଟା ବିଶିଳିତ ହଳକେ ୫୦୫ ବଜା ହର । ଅନ୍ତରେ
ଅର୍ଥ କାଉ ପାଇଁ, ଯାର କୋନ କଜ ଖାଓଯାଇ ଯୋଗ ହେଲନା । କେଉଁ କେଉଁ ବଜେନ, ଅନ୍ତରେ
ଅର୍ଥ ବାବନ୍ଦା ଗାଇ ଯା କୌଟା ବିଶିଳିତ ହର ଏବଂ ଯାର କଜ ଛାଗଲକେ ଖାଓଯାନୋ ହର ।

୫୩—ଏଇ ଅର୍ଥ କୁଳମାହ । ଏଇ ଏକ ପ୍ରକାର ବାପାମେ ଏଇ ସହକାରେ ଜାଗାନୋ ହର
ଏବଂ କଜ ହର ସୁଲ୍ପଳି ସୁଦାନୁ । ଏରାଗ ଗାହେ କୌଟା କମ ଏବଂ କଜ ବେଳୀ ହର । ଅପର
ପ୍ରକାର ଅଂଜୀ କୁଳମାହ । ଏଟା ଅଜମେ ଅଟ୍ଟମନଗତ ଓ କୌଟା ବିଶିଳିତ କାହୁ ହରେ ଥାକେ ଏବଂ
କୌଟା ବେଳୀ ଓ କଜ କମ ହରେ ଥାକେ । ଆଜାତେ ୫୩ ଲୋକ ସାଥେ କୁଳମାହ ଅଂଜୀ କିମ୍ବା ପ୍ରାଦୁମନଗତ ହିଲ,
ଥାତେ କଜ କମ ଓ ଟକ ହରେ ଥାକେ ।

إِذْ لَكَ جَزَّ يَنَاهُمْ بِمَا كَفَرُوا—অর্থাৎ আমি এ শাস্তি উচ্চস্থানে কুকুরের কাহাখে দিয়েছিলাম। **كَفَرُ** শব্দের অর্থ অকৃতজ্ঞতাও হয়ে থাকে এবং সত্য ধর্ম অবীকার করাও হয়ে থাকে। এখানে উকৰ অর্থ সন্তুষ্টগর। কেবলো তারা অকৃতজ্ঞতাও করেছিল এবং প্রেরিত তেরজন গমনস্থরকে বিদ্যারোগণও করেছিল।

سَأَتَّبِعُكُمْ: এ ঘটনার বলা হয়েছে যে, সাবা সম্মানের কাছে আরম্ভ হ'লো তেরজন গমনস্থর প্রেরণ করেছিলেন। অথচ পূর্বে একথাও বাধিত হয়েছে যে, সাবা সম্মান ও বীধভাঙ্গা বন্যার ঘটনা হয়রত ইস্রাইল (আ)-র পর ও রসুলুল্লাহ (স)-র পূর্বে অন্তর্ভৌকালে সংঘটিত হয়েছিল। একে **فَتَرَى**—এর কাজ বলা হয়। অধিকাইশ আলিমের মতে এ সময়ে কোন বীধি-রসুল প্রেরিত হয়নি। অন্তএব এই তেরজন গমনস্থর প্রেরণ কিমাপে কৃত হতে পারে? এর জওয়াবে ঝুঁজল মা'আনৌলে বলা হয়েছে: বীধভাঙ্গা বন্যার ঘটনা অন্তর্ভৌকালে সংঘটিত হলে একথা অরূপী হয় না যে, এই গমনস্থরগণও সে সময়েই আগমন করেছিলেন। এটা সন্তুষ্টগর যে, তীরো অন্তর্ভৌকালের পূর্বেই আবিষ্ট হয়েছিলেন এবং তাদের কুকুর ও অবাধার অন্তর্ভৌকালে তাদের উপর নামিল করা হয়েছিল।

كَفُورٌ وَهُلْ نَجَارٍ إِلَّا الْكُفُورُ শব্দের অর্থ অতিশয় কুকুরকারী।

আফাতের অর্থ এই যে, আমি অতিশয় কুকুরকারী ব্যাপ্তি কাউকে শাস্তি দেই না। এটা বাহ্যিক সেসব আয়োজ ও সহীহ হানীসের পরিপন্থী, যেগুলো দ্বারা প্রায়াগিত আছে যে, মুসলিমান গোনাহগ্রামকেও তাদের কর্ম অনুযায়ী জাহাজামের শাস্তি দেওয়া হবে যদিও পরিণামে শাস্তি ডোগ করার পর তাদেরকে জাহাজাম থেকে বের করে আলাতে দাখিল করা হবে। এই ঘটকার জওয়াবে কেউ কেউ বলেন, এখানে যে কোন শাস্তি উদ্দেশ্য নেই, বরং সাবা সম্মানের অনুরূপ ব্যাপক আহাব বোকানী হয়েছে। এরপ আহাব বিলেষভাবে কাফিরদের জন্য নির্দিষ্ট। মুসলিমানদের উপর এরপ আহাব আসে না।—(ঝুঁজল মা'আনী)

এর সমর্থন সাহাবী ইবনে খাফরাহ্র উভিত্তেও পাওয়া যায়। তিনি বলেন:

**جِرَاءَ الْمَعْصِيَةِ الْوَهْنِ فِي الْعِبَادَةِ وَالْفَيْقِ فِي الْمَعِيشَةِ وَالتَّعَسُّرِ
فِي الْلَّذِي قَالَ لَا يَمْدُونَ فِي لَذِّ حَلَّا ۚ إِلَّا جَاهَ مَنْ يَنْفَضِعُ ۚ**—

অর্থাৎ গোনাহের শাস্তি হচ্ছে ইবাদতে বৈধিক্য সুষ্ঠিত হওয়া, জীবিকার সংকীর্ণতা দেখা দেওয়া এবং উপভোগ দূরীত হয়ে যাওয়া। তিনি এর অর্থ এই বর্ণনা করেন

যে, যখন সে কোন হাজার ডেগ্যুবত পায়, তখন কোন-না-কোন কারণ সৃষ্টি হয়ে যায়, যা তার উপভোগকে মঙ্গিল করে দেয়।—(ইবনে কাসীর) এতে আমা গেম যে, মুসলমান গোনাহুগুরের শাস্তি দুরিয়াতে এ ধরনের হয়ে থাকে। তার উপর আকাশ থেকে অথবা ভূ-গর্ত থেকে কোন খোলাখুলি আবাব আসে না। এটা কাফিরদের অনাই নির্দিষ্ট।

مَدْقُ اللَّهِ الْعَظِيمِ لَا يَعَا قَبْ بِمُثْلِ فَعْلَةٍ كَفُورٌ । অর্থাৎ আজ্ঞাহ তা'আলা সভা বলেছেন যে, যদি কাজের যথাযোগ্য শাস্তি কাফির বাস্তীত কাউকে দেওয়া হয় না।—(ইবনে কাসীর) মু'মিনকে তার গোনাহের মধ্যেও কিছুটা অবকাশ দেওয়া হয়।

আহম মা'আনৌত বলা হয়েছে, এ আয়াতের আক্ষরিক অর্থই উদ্দেশ্য। শাস্তি হিসাবে শাস্তি—কেবল কাফিরকেই দেওয়া যায়। মুসলমান পাপীকে যে শাস্তি দেওয়া হয়, তা কেবল দুশ্চাত শাস্তি হয়ে থাকে। অকৃতপক্ষে উদ্দেশ্য থাকে তাকে গোনাহ থেকে পবিত্র করা। উদাহরণত পূর্ণকে আগুনে পোড়ার উদ্দেশ্য তার মরমা দূর করা। এখনিঙ্গাবে কোন মু'মিনকে পাপের কারণে আহামামে নিক্ষেপ করা হলে তার উদ্দেশ্য হবে তার দেহের সেই অংশ আবিষ্য দেওয়া, যা হারাম বারা সৃষ্টি হয়েছে। এটা হয়ে পেলে সে আয়াতে যাওয়ার যোগ্য হয়ে যায়। তখন তাকে জাহান্নাম থেকে বের করে আয়াতে দাখিল করা হয়।

وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ الْقَرَى الَّتِيْ بَارَكْنَا نِبْهَانِهَا قُرْيَ ظَاهِرَةً

وَقَدْ رَأَنَا فِيهَا السَّفَرَ । এ আয়াতে সাবাবাসীদের প্রতি আজ্ঞাহ তা'আলার আরও একটি বিস্তারণ ও তাদের অকৃতকৃত্ব এবং মুর্দ্দত্ব আলোচনা রয়েছে। তারা ইহাং এই নিয়াবতের পরিবর্তন করে কঠোরতার দোষা ও বাসনা প্রকাশ করেছিল।

الْقُرَى الَّتِيْ بَارَكْنَا । বলে শাম দেশের প্রামাণ্য বোঝানো হয়েছে। কেবল আজ্ঞাহর পক্ষ থেকে রহমত নায়িক হওয়ার কথা একাধিক আয়াতে শাম দেশের জন্য বর্ণিত আছে। আয়াতের উদ্দেশ্য এই যে, যেসব জনপদকে আজ্ঞাহ তা'আলা বরকত মান করেছিলেন তাদেরকে প্রায়ই ব্যবসায়ের উদ্দেশ্যে শামে সক্র করতে হত। মা'আরেব শহর থেকে শামের দূরত্ব ছিল অনেক। বৃক্ষাও সহজ ছিল না। আজ্ঞাহ তা'আলা সাবাবাসীদের প্রতি অনুগ্রহ করে তাদের শহর মা'আরেব থেকে শাম পর্বত অর অর দূরত্বে জনবসতি প্রতিষ্ঠিত করে দেন। এসব জনবসতি সড়কের কিনারায় অবস্থিত ছিল। তাই আয়াতে **قُرْيَ ظَاهِرَةً** দৃশ্যমান জনপদ বলা

হয়েছে। এসব অনবস্তির কলে কোন মুসাকির গৃহ থেকে বেরিয়ে দুপুরে বিশ্বাস অধীন থামা ছাপ করতে টাইলে অনাবাসেই কোন অনগদে পৌছে নিষিদ্ধ থামা-ছাপ করে বিশ্বাস করতে পারত। অতপুর ঘোহরের পর রঙানাম হয়ে সূর্যাস্ত পর্বত অম্ব বিস্তৃত পৌছে রাজি অভিবাহিত করতে পারত। **قَدْ رَنَّا فِيهَا السَّيْرُ** আকের অর্থ এই যে, অনবস্তিকলো এখন সুষম ও সহান দুরছে পড়ে উর্তেছিল যে, নিষিদ্ধ সময়ের মধ্যে এক বক্তি থেকে অন্ব বিস্তৃত পৌছে ছোঁচা হেন্ট।

سَيْرُ وَذِيْهَا لَبَابِيْ وَأَيْمَانِيْ مَنِيْ—এটা সারা সম্মুদায়ের প্রতি তৃতীয় নিয়ামক। অর্থাৎ বিস্তিসম্মুহের সমান দুরছের কারণে সমতাজে পথ প্রতিক্রিয় করা হত।

পথও সবটুকু নিয়াপদ ছিল। চোর-তাকাতের উপচর ছিল না। দিবারাত্রি সর্বক্ষণ নিষিদ্ধ যান সফর করা হেন্ট।

فَقَالُوا رَبُّنَا يَا مَدِّ جِينَ أَسْفَارِنَا وَظَلَمْوَا أَنفُسْهُمْ فَجَعَلْنَا هُمْ

أَحَادِيْثَ وَمَزْقَنَا هُمْ كُلِّ مَزْقٍ—অর্থাৎ আজিয়ারা আজাহ্ তা'আজার উপরোক্ত নিয়ামতের মুল্য বুঝল না। তারা না-শোকুরী করে নিজেরাই দোয়া করল, হে আজাদের পাইনকর্তা, আজাদের অন্য ত্রয়ণের দুরছ সুল্টি করে দিন। নিকটবর্তী প্রায় যেনেরো থাকে। যাবাখানে জল ও অন্ধীন প্রাক্তর থাকুক, যাতে কিছু কল্পও সহা করতে হয়। তাদের অবস্থা ছিল বনী ইসলামের অনুরাগ, যারা কোনৱাগ কল্প ও অন্যের বাতিরেকেই মাঝা ও সাজওয়া রিষিক হিসাবে পেত। এতে অতিষ্ঠ হয়ে তারা আজাহ কাছে দোয়া করেছিল, হে আজাহ্, এর পরিবর্তে আজাদেরকে সবজি ও তরকারী দান করুন। আজাহ্ তা'আজা সাবাবাসীদের না-শোকুরীর কারণে তাদেরকে উপরে বণিত বাঁধাজাগা বন্যার শাস্তি দেন। এরই সর্বশেষ পরিণতি এ আজাতে এজাবে বৰ্ণিত হয়েছে যে, তাদেরকে সুস্পৰ্ম বরবাদ ও সর্ববহারা করে দেওয়া হয়। কলে দুনিয়াতে তাদের ডোগবিলাস ও খনেখনের কাহিনীই রয়ে গেছে এবং তারা উপাখ্যানে পর্যবেক্ষণ হয়েছে।

مَرْقَنْتُ مَنْ قَنَّ تَفْنِيْلَيْ سِبْلَيْ بِيْأَيْ থেকে উত্তৃত। অর্থ ছিল-বিশিষ্ট করা। অর্থাৎ যা'আরেব শহরের কিছু অধিকাসী খৎস হয়ে গেছে এবং কিছু বিশিষ্ট হয়ে রিষিম শহরে ছড়িয়ে পড়ল। আরবে তাদের খৎস ও বিশিষ্টতার ঘটনাটি প্রবাদ আকে পরিণত হয়ে গিয়েছিল। এরপ ক্ষেত্রে আরবরা বলতঃ **تَفْنِيْلَيْ سِبْلَيْ بِيْأَيْ** অর্থাৎ তারা সারা সম্মুদায়ের ঐতৰ্য পাইত জোকদের ন্যায় বিশিষ্ট হয়ে গেছে।

ইবনে কাসীর প্রমুখ তফসীরবিদ এ হলে অনেক অভিজ্ঞতাদীর নাম্পদীর্ঘ কাহিনী উল্লেখ করেছেন। বন্যার আবাব আসার কিছু পূর্বে সে এ সম্পর্কে জানতে পেরেছিল। সে এক আশ্চর্য কৌশলের মাধ্যমে প্রথমে তার খনসম্পত্তি, পুর ইত্যাদি সব বিক্রয় করে দিল। বিক্রয়ান্ধ অর্থ তার কর্মান্বত হয়ে গেলে সে তাঁর সম্মুদ্দাসকে ডিবিয়াৎ কর্ত্তা ও আবাব সম্পর্কে অবিহিত করে যাইল, কেউ প্রাণে বীচতে ঢাইলে অবিজ্ঞানে এখন থেকে সরে যাও। সে আরও বলল, তোমাদের যথে যারো দূরবর্তী সফর অবলম্বন করে নিয়াপদ হানে তবে যাওয়ার ইচ্ছা কর, তারো আল্যানে তবে যাও, যারো যদ, ধারীর করা কাটি, ফল-বৃক্ষ ইত্যাদি তাও, তারো শাম মেশের বুসরা নামক হানে পিলে বসমাস কর এবং যারো এখন সওয়ারী তাও, যা কাদার যথেও ঠিকে থাকে, দুর্ভিক্ষের সময় কোরে আসে এবং সকলের সময়ও সাথে থাকে, তারো ইবাসরিবে অর্ধাং যদীনায় হানান্তরিত হও। সেখানে প্রচুর ধেজুর পীড়া থাকে। তাঁর সম্মুদ্দাস তাঁর পরামর্শ অনুযায়ী কাজ করল। ইবদ গোষ্ঠী আল্যানে, পাসমান গোষ্ঠী বুসরায় এবং আউস, ধারীজাজ ও বনু উসযান যদীনায় হানান্তরিত হয়ে গেল। যাতনেমুর নামক হানে পৌছে বনু উসযান সেখানেই থেকে থাক। এই বিচ্ছিন্নতার কারণে তাদের উপাধি হয়ে যায় পুরায়। আউস ও ধারীজাজ যদীনায় পৌছে সেখানে বসতি হাগন করল। ইবনে কাসীর এই বিবরণ সবস সহকারে উল্লেখ করে বলেন, একাধিক সাবা সম্মুদ্দাস হিম-বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে, যা ^{قَدْ}_ي নাকে বিধৃত হয়েছে।

اِنْ فِي ذِلِّكَ لَا يَأْتِ لِكُلِّ مَبَارِكَوْرٌ—অর্ধাং যারো সম্মুদ্দাসের উল্লান-গত্তন ও অবহাব পরিবর্তনের যথে অনেক নিদর্শন ও শিক্ষা রয়েছে। শিক্ষা রয়েছে সেই বাতিল জনা, যে অন্যত ধৈর্যশীল ও অভ্যন্ত কৃত্তত। অর্ধাং যে বাতি কোন বিগদ ও কল্পে পতিত হয়ে সবর করে এবং কোন নিয়ামত ও সূচ অর্জিত হলে আলাহ র শোকর আদায় করে। এ তাবে সে জীবনের প্রত্যেক অবস্থায় উপকারী উপকারী জাত করে। বুধায়ী ও বুসরায়ে উচ্ছৃত হয়েরত আবু হোয়ারায় (রা) বর্ণিত হাদীসে রাসুলুল্লাহ (সা) বলেন, মু'মিনের অবহা বিস্ময়কর, তাঁর সম্পর্কে আলাহ তা'আলা যে আদেশই যারো করেন, সব মজলই মজল এবং উপকারী উপকার হয়ে থাকে। যে কোন নিয়ামত, সূচ ও আনন্দের বিবর জাত করলে আলাহ তা'আলার শোকর আদায় করে। কফে সেটা তাঁর পরকারের জন্য মজলজনক হয়ে যায়। পক্ষান্তরে যদি সে কোন কল্প ও বিপদাপদের সম্বুদ্ধীন হয়, তাবে সবর করে, যার বিরাট পুরক্ষার ও সওয়াব সে পায়। কফে বিপদও তাঁর অন্য উপকারী হয়ে যায়।—(ইবনে কাসীর)

কোন কোন তফসীরবিদ । ৫-০ শব্দটিকে সবরের সাধারণ অর্থে নিয়েছেন, যাতে ইবাদতে দৃঢ় থাকা এবং গোবাহ থেকে বেঁচে থাকাও অঙ্গুত্ত। এ তফসীর অনুযায়ী মু'মিন সর্বাবস্থায় সবর ও শোকরের প্রতীক হয়ে থাকে।

**وَكُنْدَ صَدِيقٍ عَلَيْهِمْ إِنَّمَاٰنُهُمْ ظَنَّهُ فَاتَّبَعُوهُ الْأَكْرَنِ فَإِنَّمَاٰنَ الْمُؤْمِنِينَ ۚ
وَمَا كَانَ لَهُ عَلَيْهِمْ مِّنْ سُلْطَنٍ إِلَّا لِنَعْلَمَ مَنْ يُؤْمِنُ بِالْآخِرَةِ وَمَنْ
هُوَ مِنْهُمْ فِي شَكٍّ ۖ وَرَبُّكَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ هُوَ حَفِيظٌ ۖ**

- (২০) আর তাদের উপর ইবলীস তার অনুমতি সত্ত্ব হিসাবে প্রতিষ্ঠিত করল।
করে তাদের মধ্যে যুদ্ধিনদের একটি দল বাস্তীত সকলেই তার গথ অনুসরণ করল।
(২১) তাদের উপর দয়াতানের কোন ক্ষমতা ছিল না, তবে কে পরকালে বিহাস করে
এবং কে তাতে সন্দেহ করে, তা প্রকাশ করাই ছিল আমার উচ্ছেশ্য। আগন্তুর পাশন-
কর্তা সর্ববিষয়ে তত্ত্বাবধারক।

তৎসীরের সার-সংক্ষেপ

বাস্তবিক তাদের (অর্থাৎ মানবজাতি) সমর্কে ইবলীস তার শৈরপা সত্ত্ব
পরিষ্ঠত করল (অর্থাৎ তার বিহাস ছিল যে, সে অধিকাংশ অনুমতি পথপ্রদল করে
ছাড়বে, কেবলো তারা যাচির তৈরি এবং সে আঙ্গনের তৈরি। তার এ বিহাস বর্ধার্থ
প্রয়াণিত হল।) ক্ষেত্রে সবাই তার অনুসরণ করল যুদ্ধিনদের একটি দল বাস্তীত।
(তাদের মধ্যে যুদ্ধীরা পূর্ণাঙ্গ যুদ্ধিন ছিল, তারা সম্পূর্ণই নিরোগী রইল) এবং আরা
মূর্বল যুদ্ধিন ছিল, তারী পোনাহে জিঃত হজেও শিরক ও কুফর থেকে বেঁচে রইল।
তাদের উপর ইবলীসের কোন ক্ষমতা ছিল না, তবে কে পরকালে বিহাস করে এবং
কে সন্দেহ পোষণ করে, তা (বাহ্যত) আনাই ছিল আমার উচ্ছেশ্য (অর্থাৎ যুদ্ধিন ও
কাফিরকে আলাদাজাতে ফুটিয়ে তোলার জন্য পরীক্ষা উচ্ছেশ্য ছিল। যাতে নায়ে-বিচারের
আর্থে সওয়াব ও আর্থে দেওয়া যায়)। আগন্তুর পাশনকর্তা (যেহেতু) সর্ববিষয়ে
তত্ত্বাবধক (যাতে ইয়ান এবং কুফরও অস্তিত্ব তাই তিনি প্রত্নোককে উপস্থুত
প্রশিদান ও শাস্তি দেবেন)।

**قُلْ ادْعُوا الَّذِينَ رَعَمْتُمْ مِّنْ دُونِ اللَّهِ ۚ لَا يَنْلِكُونَ وَشَقَّالْ دَرْقَهُ فِي
السَّمَوَاتِ ۖ وَلَا فِي الْأَرْضِ ۖ وَمَا لَهُمْ فِيهَا مِنْ شُرُكٍ ۖ وَمَا لَهُمْ مِّنْ
ظَهِيرٍ ۖ وَلَا تَنْقُعُ الشَّفَاعَةُ عِنْهُ ۖ إِلَّا مَنْ أَذِنَ اللَّهُ ۖ حَتَّىٰ إِذَا فُرِّغَ عَنْ
قُلُوبِهِمْ قَالُوا مَا ذَرَّ ۖ قَالَ رَجُلُكُمْ ۖ قَالُوا إِعْجَنٌ ۖ وَهُوَ الْعَلَىٰ الْكَبِيرٌ ۖ قُلْ**

مَنْ يَرْزُقُكُمْ مِنَ الْهُوَى وَالْأَرْضِ قُلِ اللَّهُ وَإِنَّا أَوْ إِيَّاكُمْ لَعَلَى هُدًى
 أَوْ فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ ۝ قُلْ لَا تُشَلُّنَ عَنَّا أَجْرَمَنَا وَلَا نُشَلِّ عَنْنَا
 تَعْمَلُونَ ۝ قُلْ يَحْمِمُ بَيْنَنَا رَبِّنَا شَمْ يَقْتَمِ بَيْنَنَا بِالْعَقْدِ وَهُوَ الْفَتَّاحُ
 الْعَلِيمُ ۝ قُلْ أَرْوَنِيَ الَّذِينَ أَخْفَثْتُمْ بِهِ شُرُكَاءَ كَلَّا وَلَمْ هُوَ اللَّهُ
 الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ۝

(২২) বলুন, তোমরা তাদেরকে আহবান কর, আদেরকে উপাস্য মনে করতে আজ্ঞাহ্ বাস্তীত। তারা নভোমওল ও কৃ-যশোল অগু পরিমাণ কোন কিছুর মালিক নয়, এতে তাদের কোন অংশও নেই এবং তাদের কেউ আজ্ঞাহর সহায়কও নয়। (২৩) হার জন্য অনুযাতি দেওয়া হয়, তার জন্য বাস্তীত আজ্ঞাহর কাছে কারও সুপারিশ ফলপ্রসূ হবে না। যখন তাদের অন থেকে তর-কীতি-সূর হবে থাবে, তখন তারা পরল্পয়ে বলবে, তিনি সত্তা বলেছেন এবং তিনিই সবার উপরে অধান। (২৪) বলুন, নভোমওল ও কৃ-যশোল থেকে কে তোমাদেরকে রিধিক দেয়। বলুন, আজ্ঞাহ্। আমরা তাদ্বা তোমরা সহপথে অথবা স্পষ্ট বিভাগিতে আছি ও আছ? (২৫) বলুন, আমাদের অপ-গ্রাহের জন্য তোমরা জিজাসিত হবে না এবং তোমরা যা কিম্বা কর, সে সত্তা কে আমরা জিজাসিত হব না। (২৬) বলুন, আমাদের পালনকর্তা আমাদেরকে সমবেত করবেন, অতপর তিনি আমাদের অঙ্গে সঠিকভাবে ফরস্তা করবেন। তিনি কর্মসূচীকারী, সর্বক। (২৭) বলুন, তোমরা আদেরকে আজ্ঞাহর সাথে অংশীদারীরপে সংশোধ করো, তাদেরকে এবে আমাকে দেখাও। অর্থ তিনিই আজ্ঞাহ্, পরামর্শদাতা, ইত্তেবজ্ঞ।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

আগনি (তাদেরকে) বলুন, তোমরা আজ্ঞাহ্ বাস্তীত আদেরকে উপাস্য মনে কর, তাদেরকে বিজ্ঞানের অভাব-অনষ্টিম) তাক (এতে তাদের ইগতিহার ও ক্ষমতা আনা থাবে। তাদের বাস্তুর অবস্থা এই যে,) তারা নভোমওল ও কৃ-যশোল অগু পরিমাণ কোন কিছুর ক্ষমতা রাখে না, এতে (অর্থাৎ এতসূত্রের সুলিষ্ট কর্মে) তাদের কোন অংশীদারিত্ব নেই এবং তাদের কেউ (কোন কাজে) আজ্ঞাহর সহায়ক নয়। আজ্ঞাহর সামনে (কারও) সুপারিশ কলপ্রসূ হয় না (বরং সুপারিশই হতে পারে না) কিন্তু তার জন্য তার সম্মর্শে তিনি (কোন সুপারিশকারীকে) অনুযাতি দেন। (কাকিনা ও মুশরিকদের কিছুসংখ্যক মূর্দ অহত বিমিত পাথরের বিঘাতকেই আভাব পূরণকারী

কার্যনিরাহী ও আজ্ঞাহীর অঙ্গীকার মনে করত । তাদের ধন্দন করার জন্য আয়াতের
 প্রথম রাক্ত **لَا يَمْلِكُونْ مِنْ قَالَ ذَرْهُ وَمَا لَهُمْ فِيهَا مِنْ شُرُكٍ**—বলা হয়েছে ।
 কিছু মূর্খ মৃত্যিকে এত অশতাব্দাম মনে করত না, কিন্তু তারা বিশ্বাস করত যে,
 মুর্তিগুলো আজ্ঞাহীর কাজে সহায়ক । তাদের ধন্দন করার জন্য **مَا لَهُمْ مِنْ هُنْ**
 বলা হয়েছে । কিছুসংখ্যক এরাগও মনে করত না, কিন্তু তাদের বিশ্বাস হিল যে,
 মুর্তিগুলো আজ্ঞাহীর প্রিয় বটে । এয়া আর সুপারিশ করবে, তার মনোবাসনা পূর্ণ হয়ে
 যাবে । সেমতে তারা বলতঃ **لَا شَفَاعَةُ نَّا عِنْدَ اللَّهِ**—তাদের ধন্দনের জন্য
وَلَا تَنْتَعِ الشَّفَاعَةُ عَنِّي—বলা হয়েছে । অর্থাৎ তোমাদের এ ধারণা ডিডিহীন ।

এয়া আজ্ঞাহীর প্রিয় নয় । অতপর আজ্ঞা হয়েছে আরা বোগা ও আজ্ঞাহীর প্রিয় যেহেন
 কেরেশতা, তারা পর্যবেক্ষণ করারও সুপারিশ করার ব্যাপারে আধীন নয় ; তাদের সুপারিশ
 করার বৌতি এই যে যার জন্য সুপারিশ করার অনুমতি আজ্ঞাহীর পক্ষ থেকে দেওয়া
 হয় তারা কেবল তার জন্যই সুপারিশ করতে পারে ; তাও সহজে নয় । কেননা, তারা
 নিজেই আজ্ঞাহীর ক্ষেত্রে হিমসিয় থেতে থাকে । তাদেরকে কোন আদেশ দেওয়া হলে
 অথবা কারও জন্য সুপারিশ করতে বলা হলে তারা আদেশ শোনার সময় তার স্বত্ত
 হয়ে পড়ে । অতপর তরের অবস্থা দূর হয়ে গেলে আদেশ সম্পর্কে চিহ্ন-আবর্ণ করে
 একে অন্যকে জিজ্ঞাসাবাদ করে জেনে নেয় যে কি আদেশ হয়েছে । এরপর তারা
 আদেশ পালনে রত হয় এবং কাব্যও জন্য সুপারিশ করে ।

সারকথা, আজ্ঞাহীর বোগা ও প্রিয় কেরেশতাগণও অত্যপোদিত হয়ে বিনানু-
 মুক্তিতে কাব্যও জন্য সুপারিশ করতে পারে না । সুপারিশের অনুমতি দেওয়া হলেও
 অর্থে সংজ্ঞা হারিয়ে ক্ষেত্রে । এরপর সংজ্ঞা ক্ষেত্রে এর সুপারিশ করে । এশতাব্দাম
 ব্রহ্ম-নিমিত্ত পাথুরে মৃত্যি—যাদের যা আছে যোগ্যতা এবং যা তারা আজ্ঞাহীর প্রিয়—
 তারা কেবল করে কারও জন্য সুপারিশ করতে পারে ? পরবর্তী আয়াতে কেরেশতা-
 গণের সংজ্ঞা হারিয়ে ক্ষেত্রে বিহুত হয়েছে ।) যখন তাদের মন থেকে
 ভয়-ভৌতি (যা আদেশ শোনার সবচেয়ে দেখা দেয়,) দূর হয়ে যায়, তখন পরলক্ষ্যে
 জিজ্ঞাসাবাদ করে, তোমাদের পালনকর্তা কি আদেশ করেছেন ? তারা বলে, (অমুক)
 সত্তা আদেশ দিয়েছেন । (যেহেন ছাপ গঢ়ার সময় দিককের বজ্রতা বিশুষ্টভাবে দুখে
 করার জন্য পরলক্ষ্যে পুনরাবৃত্তি করে নেয়, কেরেশতাগণও তত্ত্ব আদেশ সম্পর্কে একে
 অপরকে জিজ্ঞাসা করে জেনে নেয়, অতপর আদেশ পালন করে । আজ্ঞাহীর সামনে
 কেরেশতাগণের এরাগ হওয়া বিচ্ছিন্ন, কেননা) তিনি সবার উপরে, সুযোগ ।

আগনি (তাদেরকে তওহীদ প্রয়োগ করার অন্য আরও) বলুন, 'জ্ঞানগুলি ও জু-মণ্ডল থেকে কে তোমাদেরকে (হালিট বর্ষণ করে ও উত্তিস উৎপন্ন করে) রিহিক দান করে ? (এর জগত্তার তাদের কাছেও নির্মিলট ; তাই) আগনি (-ই) বলে দিন, আজ্ঞাহ (রিহিক দেন, আরও বলুন, এই তওহাদের বিষয়ে) নিশ্চয় আমরা অথবা তোমরা সৎপথে অথবা প্রকাশ্য বিজ্ঞানিতে আছি ও আছ (অর্থাৎ এটা সত্ত্বপুর নয় যে, তওহীদ ও শিরক গুরুস্পূর বিবেচনাধী দুটি-ই শুক্ষ ও সত্ত্ব হবে এবং উভয় প্রকার বিশ্বাস পোষণকারীই সত্ত্বাধী হবে ; বরং এতদুভয়ের মধ্যে একটি সঠিক ও অপরটি অঠিক হওয়া অবশ্য)। যারা শুক্ষ বিশ্বাসী, তারা সৎপথে এবং যারা প্রাক্ত বিশ্বাসী, তারা পথচারীদ্বারা ধোকবে। এখন তোমরা চিন্তা করে দেখ, এতদুভয়ের মধ্যে কোন বিশ্বাস সত্ত্ব এবং কে সত্ত্ব ও সত্ত্বপথী এবং কে পথচারী !) আগনি (তাদেরকে এই বিতর্কে আরও) বলে দিন, (আমি সত্ত্ব ও মিথ্যা সুস্পষ্টভাবে বর্ণনা করেছি, এখন তোমরা ও আমরা ক্ষেত্রেই নিজ নিজ কাছের অন্য দারী) তোমরা আমাদের অপরাধ সম্বর্কে জিজ্ঞাসিত হবে না এবং আমরা তোমাদের সম্বর্কে জিজ্ঞাসিত হব না। আগনি (তাদেরকে আরও) বলে দিন, (এক সবর অবশ্যই আসবে, যখন) আমাদের পাশনকর্তা সকলকে (এক হাবে) সমবেত করবেন, অতপর আমাদের মধ্যে সঠিকভাবে করসালা করবেন। তিনি করসালা কারী, সর্বত্ত। আগনি (আরও) বলুন, (তোমরা আজ্ঞাহ তা'আবীর অহিয়া ও সর্বমূল ক্ষমতার কথা কুননে এবং তোমাদের মুর্দিতগোর অসহায়ত্ব দেখনে) আমাকে একটু তাদেরকে দেখাও। যাদেরকে তোমরা শরীক হিয়ে করে (ইবামন্তের মোঙ্গল হওয়ার ব্যাপারে) আজ্ঞাহর সাথে সংযুক্ত করে রেখেছে। (তাঁর কোম শরীক নয়ই,) বরং (বাস্তবে) তিনিই আজ্ঞাহ (অর্থাৎ সত্ত্ব উপাস্য) পরাক্রমশালী, প্রভায়র।

১৩৩

আনুবাদিক জাতব্য বিষয়

আজোচ্য আজ্ঞাতসমূহে বর্ণিত হয়েছে যে, আজ্ঞাহর আদেশ অবতীর্ণ হওয়ার সময় ফেরেশতাগণ সংজ্ঞাহীন হয়ে থাক, অতপর তাঁরা একে অপরকে আদেশ সম্বর্কে জিজ্ঞাসাবাদ করে। সহীহ বুধাবীতে হয়রত আবু হোয়াইরুর উচ্ছ্বৃত রেওয়ায়েত বণিত হয়েছে যে, যখন আজ্ঞাহ তা'আবী আকাশে কোম আদেশ জারী করেন, তখন সমস্ত ফেরেশতা বিনয় ও মন্ত্রতা সহকারে পাখা মাঝতে থাকে (এবং সংজ্ঞাহীনের মত হচ্ছে আর)। অতপর তাদের মন থেকে অহিয়তা ও তরতীভীতির প্রভাব দূর হবে গেজে তাঁরা বাজে তোমাদের পাশনকর্তা কি বলেছেন ? অন্যরা বাজে, অনুক সত্ত্ব আদেশ জারী করেছেন।

মুসলিম উচ্ছ্বৃত হয়রত ইবনে আব্বাস বণিত রেওয়ায়েতে রসুলজ্ঞাহ (সা) বলেন, আমাদের পাশনকর্তা আজ্ঞাহ, যখন কোম আদেশ দেন তখন আবশ্য বহনকারী ফেরেশ-তাগণ তসবীহ পাঠ করতে থাকে। তাদের তসবীহ শুনে তাদের মিকটেবত্তী আকাশের ফেরেশতাগণও তসবীহ পাঠ করে। অতপর তাদের তসবীহ শুনে তাদের নিচের আকাশের ফেরেশতাগণ তসবীহ পাঠ করে। এভাবে দুনিয়ার আকাশ তথা সর্বনিম্ন

আকাশের ক্ষেত্রশান্তিগণও তসবীহ পাঠে রাশ হয়ে থাকে। অঙ্গপর তাঁরা আরুপ বহন-
কারী ক্ষেত্রশান্তিগণের নিকটবর্তী ক্ষেত্রশান্তিগণকে জিজেস করে, আগননাদের পাশনকর্তা
কি আদেশ দিয়েছেন? তাঁরা তা বলে দেয়। এভাবে ভাদের নিচের আকাশের
ক্ষেত্রশান্তিরা উপরের ক্ষেত্রশান্তিগণকে একই প্রে করে। এভাবে দুনিয়ার আকাশ পর্যন্ত
সওজান ও জওজাব পেঁচাই থাক।—(মাঝহারী)

বিতরকে প্রতিপক্ষের মানসিকভাব প্রতি সংজ্ঞা আধা এবং উত্তোলনা থেকে বিরত
থাকা ; وَأَنَا أَوْلَىٰ بِكُمْ لَعْنَىٰ هُدًى—এতে যুশরিক
ও কাফিরদেরকে সহোখন করা হয়েছে। সুস্পষ্ট প্রয়াণাদির আধারে কুর্তিয়ে তোমা
হয়েছে যে, আরাহ তা'আলাই অল্লা, শাজিক ও সর্বশক্তিমান। এতে মুর্তিদের অঙ্গমতা
ও দুর্বলতা চোখে আস্তে দিয়ে দেখানো হয়েছে। এসব বিষয়ের পর মুশ্রিকদেরকে
সহোখন করে একধা বলাই সজ্ঞ ছিল যে, তোমরাই মৃত্য ও পথচাল। তোমরা
আরাহ পরিবর্তে মুর্তি ও শরণানন্দের পূজা কর। কিন্তু কোরআন পাক একেজে যে
বিজ্ঞানোচিত বর্ণনাভূজি অবলম্বন করেছে, তা দাওয়াত, তবরীগ ও ইসলাম বিরোধীদের
সাথে বিতরক কারীদের অন্য একটি শুরুতপূর্ণ পর্যবেক্ষণ। এ আবাসে তাদেরকে কাফির
বা পথচাল বলার পরিবর্তে বলা হয়েছে যে, এসব সুস্পষ্ট প্রয়াণাদির আমোকে কোম
সমবাদার ব্যক্তি তওহীদ ও নিরাক উত্তোলিকে সত্য বলে ঘোষণে পারে না এবং তওহীদ-
পক্ষ ও নিরাকপক্ষ উভয়কে সত্যপক্ষ আখ্যা দিতে পারে না। যরই একটা নিশ্চিত
যে, এতদৃষ্টিয়ে এধে একদল সত্য পথে ও অপর দল ঝাঁক পথে আছে। এখন তোমরা
নিজেরাই চিত্ত কর এবং ফরাসাজা কর যে, আরম্ভ সৎপথে আছি, না তোমরা।
প্রতিপক্ষকে কাফির ও পথচাল বললে সে উত্তোলিত হয়ে থেকে। তা'ই তা' বলা হয়নি
এবং সহানুভূতিমূলক বর্ণনাভূজি অবলম্বন করা হয়েছে, যাতে কঠোর প্রাপ্তিপক্ষও
চিন্তা করতে বাধা হয়।—(কুরআন, বরানজ কোরআন)

ଆଜିମହାନେର ଉଚିତ ଏହି ପରମାଣୁସୂଳକ ଦାଉରାଟ, ଉପଦେଶ ଓ ବିଭିନ୍ନକର ପରାମିତି ସମୀକ୍ଷାର୍ଥୀ ଆମନେ ରାଖି । ଏହି ପ୍ରତି ଉପେକ୍ଷା ପ୍ରମର୍ମନେର କ୍ଷମେଇ ଦାଉରାଟ, ପ୍ରାଚାର ଓ ବିଭିନ୍ନ ମିଶ୍ରଳ ସରଂ କଣ୍ଠିକର ହରେ ଯାଏ । ପ୍ରଭିମଧ ଜେଦେର ସମ୍ବନ୍ଧୀ ହରେ ଯାଏ ଏବଂ ତାଦେର ପଥବ୍ରତୀଙ୍କ ଆରା ପାକାପୋଷକ ହରେ ଯାଏ ।

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافِةً لِلنَّاسِ بِشِيرًا وَنَذِيرًا وَلِكُنَّ أَكْثَرُ النَّاسِ

لائحة

(२८) आयि जागत्काके सम्पूर्ण भाववलातिर अना युसंखादमाता उ यत्कर्त्तालीलापे पाठ्यिरहि; किमु अधिकाखे अन्वय तो आवे मा।

তকসীরের সার-সংক্ষেপ

আমি আগমনকে সমষ্টি মানবজাতির জন্য (অর্থাৎ ছিন, ইন্সান, আরব, অঞ্জম উপরিত কিংবা ভবিষ্যতে আগমনকারী সবার জন্য) পরমপ্রয়োগ করে (বিশ্বস হাগন করলে তাদেরকে আমার সন্তুষ্টি ও সওদাবের) সুসংবৰ্ধদাতারাপে এবং (বিশ্বস হাগন না করলে তাদেরকে আমার ক্ষেত্র ও আবাবের ব্যাপারে) সতর্ককারীরাপে পাঠিয়েছি, কিন্তু অধিকাংশ মানুষ তা'জামে না (পূর্বতী ও হস্তকারিতার বশবতী হয়ে অঙ্গীকার ও স্থিথারোপে যেতে উর্দ্ধে)।

আনুবাদিক জাতীয় বিষয়

পূর্ববর্তী আয়তসমূহে তওঁদের এবং আল্লাহ যে সর্বশক্তিমান তার বর্ণনা ছিল। আলোচ্য আয়াতে রিসালতের বিষয় বর্ণিত হয়েছে এবং বিশেষজ্ঞের ব্যাখ্য করা হয়েছে যে, আমাদের রসুলে করীম (সা) বিশ্বের সমগ্র বর্তমান ও ভবিষ্যৎ জাতিসমূহের প্রতি প্রেরিত হয়েছেন।

سَمْكَةٌ كَفَّةٌ لِلْمَسْكَنِ

শব্দটি আরবী বাকপঞ্জিতে সর্বকিছুকে শামিল করার অর্থে ব্যবহৃত হয়। এতে কোন বাতিলজ্ঞ থাকে না। বাক্য প্রকরণে শব্দটি لِلْمَسْكَنِ বিধায় কَفَّةٌ বলাই সম্ভব ছিল। কিন্তু রিসালতের ব্যাপকতা চর্পনার জন্যে শব্দটিকে আগে রাখা হয়েছে।

রসুলুল্লাহ (সা)-র পূর্বে প্রেরিত পরমগম্বরগণের রিসালত ও নবুম্বত বিশেষ সুস্মৃদায় ও বিশেষ জুখের জন্য সৈমিত ছিল। এটা শেষ নবী (সা)-রই বিশেষ বৈশিষ্ট্য যে, তাঁর নবুম্বত সমগ্র বিশ্বের জন্য ব্যাপক। কেবল মানবজাতিই নয়, জিনদেরও তিনি রসুল। তাঁর রিসালত ও ধূ সমকালীন তোকাদের জনাই নয়, কিন্তু মত পর্যন্ত আগমনকারী ভবিষ্যত বৃংশধরদ্বারের জন্যও ব্যাপক। তাঁর রিসালত কিন্তু মত পর্যন্ত আগমনকারী ভবিষ্যত বৃংশধরদ্বারের জন্যও ব্যাপক। তাঁর রিসালত কিন্তু মত পর্যন্ত আবাহত থাকাই এ বিষয়ের দলীল যে, তিনি সর্বশেষ নবী, তাঁর পরে অন্য কোন নবী প্রেরিত হবেন না। কেননা পূর্ববর্তী নবীর শরীরত ও শিঙ্কা বিকৃত হয়ে গেলেই মানবজাতির পথপ্রদর্শনের জন্যে পরবর্তী নবী প্রেরিত হন। আল্লাহ তা'আলা রসুলুল্লাহ (সা)-র শরীরত ও দ্বীপ কিন্তু কোরআমকে কিন্তু মত পর্যন্ত হিকায়ত করার দারিদ্র্য নিজে প্রহণ করেছেন। তাঁই খন্দকে বিশ্বামত পর্যন্ত অবিকৃত অবস্থায় থাকবে এবং অন্য কোন অবী প্রেরণের আবশ্যিকতা নেই।

বুধাবী ও মুসলিমে বর্ণিত হয়েছে আবেরের রিওয়ায়েতে রসুলুল্লাহ (সা) বলেন, আমাকে শ্রেণী পাঁচটি বিষয় দাম করা হয়েছে, মা আমার পূর্ববর্তী কোন পরমগম্বরকে দান করা হয়নি। এক—আল্লাহ তা'আলা আমাকে ভক্তিপ্রযুক্ত স্তুপীদান করার শাখায়ে সীমাবদ্ধ করেছেন। ফলে এক মাসের দুরাত্ম পর্যন্ত জোকজনকে আমার ভক্তিপ্রযুক্ত

তর আছে করে রাখে। দুই—আমার জন্য সমগ্র ভূ-পৃষ্ঠকে মসজিদ ও পবিত্র করে দেওয়া হয়েছে। (পূর্ববর্তী গুরুত্বপূর্ণগুলোর শরীরতে ইবাদত নির্ধারিত ইবাদতগাহ তথা উসাসনালোচনার হত ; ইবাদতগাহের বাইরে অবসানে অথবা পৃষ্ঠে ইবাদত হত না। আজ্ঞাহ্, তা'আলা উচ্চতে মুহাম্মদীর জন্য সমগ্র ভূ-পৃষ্ঠকে এ অর্থে মসজিদ করে দিয়েছেন যে, তারা সর্বত্তেই নামায আসাম করতে পারবে। পানি মা পাওয়া গেলে কিংবা পানির ব্যবহার ক্ষতিকর হলে ভূ-পৃষ্ঠের মাটিকে পবিত্র করে দেওয়া হয়েছে। কলে ঘাঁটি দ্বারা তাঙ্গাম্বুম করলে তা শুধু ছানাভিষিক্ত হয়ে থাক।) তিন—আমার জন্য শুক্লাধ্য সম্পদ হাজার করা হয়েছে। আমার পূর্বে কোন উচ্চতের জন্য এরাপ সম্পদ হাজার ছিল না। (তাদের প্রতি নির্দেশ দিল যে, শুধু কাফিরদের দ্বাৰা সম্পদ হস্তগত হবে, তা একান্তভাবে একটি আলাদা খানে রেখে দেবে। সেখানে আক্ষেপ থেকে অংশ-বিদ্যুৎ ইত্যাদি এসে তা জালিয়ে দেবে এবং জালিয়ে দেওয়াই এ বিষয়ের আলাদান্ত হবে যে, এ জিহাদ আজ্ঞাহ্ তা'আলা কবুল করেছেন। উচ্চতে মুহাম্মদীর জন্য শুক্লাধ্য সম্পদ কোরআন বাণিজ নীতি অনুযায়ী বণ্টন করা ও নিজেদের প্রাণোজনে খার করা জারী করা হয়েছে।) চার—আমাকে মহাসুপারিশের অর্থাদা দান করা হয়েছে (অর্থাৎ হাশেরের অবসানে যথেন কোন পঞ্চাশের সুপারিশ করার সাইস করবেন না, তখন আমাকে সুপারিশ করার সুযোগ দেওয়া হবে।) পাঁচ—আমার পূর্বে প্রত্যেক পঞ্চাশের তাঁর বিশেষ সম্পূর্ণায়ের প্রতি প্রেরিত হতেন। আমাকে বিশেষ সকল সম্পূর্ণায়ের প্রতি পঞ্চাশের করে প্রেরণ করা হয়েছে।—(ইবনে কাসীর)

وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ۝ قُلْ لَكُمْ مِّيقَادُ
يَوْمٍ لَا تَسْتَأْخِرُونَ عَنْهُ سَاعَةً وَلَا تَسْتَقْدِمُونَ ۝ وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا
لَنْ نُؤْمِنَ بِهَذَا الْقُرْآنِ وَلَا بِالَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ وَلَوْتَرَمَ إِذَا الظَّالِمُونَ
مُؤْقَفُونَ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُوَجِّهُ بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ ۝ الْقَوْلُ يَقُولُ
الَّذِينَ اسْتَصْعِفُوا لِلَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا لَوْلَا أَنْتُرْكُتَنَا مُؤْمِنِينَ ۝
قَالَ الَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا لِلَّذِينَ اسْتَصْعِفُوا أَنَّهُنْ صَدَّاكُمْ عَنِ
الْهُدَىٰ بَعْدَ إِذْ جَاءَكُمْ بَلْ كُنْتُمْ مُّجْرِمِينَ ۝ وَقَالَ الَّذِينَ
اسْتَصْعِفُوا لِلَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا بَلْ مَكْرُالِئِينَ وَالنَّهَارِ إِذَا مَرْوَنَا أَنْ

كُفَرَ بِاللَّهِ وَنَجْعَلُ لَهُ أَنْدَادًا وَ أَسْرُوا النَّذَارَةَ لِتَأْرِأُوا الْعَذَابَ
وَجَعَلْنَا الْأَغْلَلَ فِي أَغْنَاقِ الظَّبَّابِ كَفَرُوا هَلْ يُجْزِفُنَ إِلَّا مَا
كَانُوا يَعْمَلُونَ

(১৯) তারা কলে, তোমরা যদি সত্যবাদী হও, তবে মন, এ ওয়াদা কখন বাস্তবায়িত হবে? (২০) বলুন, তোমাদের জন্য একটি দিনের ওয়াদা রাখেছে যাকে তোমরা এক মৃহূর্তও বিলম্বিত করতে পারবে না এবং প্রতিষ্ঠিতও করতে পারবে না। (২১) কাফিররা কলে, আমরা কখনও এ কোরআনে বিশ্বাস করব না এবং এর পূর্ববর্তী কিভাবেও নন। আপনি যদি পাপিট্টদেরকে দেখতেন, ঘৃণন তাদেরকে তাদের পাইনকর্তার সামনে সাঁত করানো হবে, তখন তারা পরম্পর কথা কাটিকাটি করবে। আদেরকে সুর্বজ্ঞ ঘনে করা হল, তারা অহংকারীদেরকে বলবে, তোমরা না থাকলে আমরা অবশ্যই সুন্দর হচ্ছাম। (২২) অহংকারীরা সুর্বজ্ঞকে বলবে, তোমাদের কাছে হিসাবগত আসার পর আমরা কি তোমাদেরকে বাধা দিবেছিমাম? বরং তোমরাই তো দিলে অগ্রহাধী। (২৩) সুর্বজ্ঞ অহংকারীদেরকে বলবে, বরং তোমরাই তো দিবারাপি চক্ষুত করে আদেরকে বিসেশ দিতে বেন আমরা আলাহকে না খানি এবং তাঁর অধীনসার সাক্ষাৎ করি। তারা বখন ধার্তি দেববে, তখন অনেক অনুভাব যানেই রাখবে। ব্রহ্মত আরি কাফিরদের জন্য বেড়ি গয়াৰ। তারা সে প্রতিক্রিয়াই গেয়ে থাকে যা তারা করত।

তৎসীরের সার-সংক্ষেপ

তারা (কিম্বাগত সমর্কে ^{بِئْنَنَا رَبْنَا ثُمَّ يَفْتَحُ اللَّهُ}—গুরু)

বলে (বল,) এ ওয়াদা করে (বাস্তবায়িত) হলে যদি তোমরা (অর্থাৎ নবী ও তাঁর অনুসারিগণ) সত্যবাদী হও। আপনি বলুন, তোমাদের জন্য একটি বিশেষ দিবসের ওয়াদা (নির্ধারিত) রাখেছে, যাকে তোমরা এক মৃহূর্তও বিলম্বিত করতে পারবে না এবং প্রতিষ্ঠিতও করতে পারবে না। অর্থাৎ তোমাদের জিজ্ঞাসার উত্তোলনে সত্যিক সময় যালা না হলেও তাঁর আগমন নিশ্চিত। তোমাদের জিজ্ঞাসার উত্তোলনে তো অর্থীকার করা।) কাফিররা (সুনিরাতে তো খুব কথার বাহাদুরী দেখায় এবং) বলে, আমরা কখনও এ কোরআনে বিশ্বাস স্থাপন করব না এবং এর পূর্ববর্তী কিভাবেও নন। (কিম্বাগতের দিন এসব বাস্তবজ্ঞের অভয় হয়ে থাবে। সেগতে) আপনি যদি তাদের (তখনকার অবশ্য) দেখতেন, (তবে এক ত্বরাবহ সুশাই দেখতে পেতেন,) বখন পাপিট্টদেরকে তাদের পাইনকর্তার সামনে সাঁত করানো হবে। তারা পরম্পর কথা কাটিকাটি করবে। (কোন কাজ নষ্ট হবে সেবে অভ্যর্থ দেখনাটি করা হয়। সেগতে)

নিম্নপ্রেরীর তোকেরা (অর্থাৎ অনুসারীরা) বড়দেরকে (অর্থাৎ অনুসন্ধদেরকে) বলবে, আমরা তো তোমাদের কারণেই বরবাদ হয়েছি । তোমরা না থাকলে আমরা অবশ্যই মুর্দিন হতাম । (শব্দ) বড়রা নৌচেরকে বলবে, তোমাদের কাছে হিসারতে আসার পর (তা পাইন করতে) আমরা কি তোমাদেরকে (জবরদস্তি) নিবৃত্ত করে-হিলাম ? বরং তোমরাই তো হিলে অগরাধী—(সঙ্গ প্রকাশিত হওয়ার পরও) তোমরা তা কবুল করনি ; এখন আমাদেরকে দোষারোপ করছ । (এর জওয়াবে) নীচরা বড়দেরকে বলবে, তোমরা জবরদস্তি করেছিল, আমরা একথা বলিনি) বরং তোমাদের দিবা-রাত্রির চক্রাত আমাদেরকে বাধা মান করেছিল, এখন তোমরা আমাদেরকে আদেশ দিতে যেন আমরা আজাহুকে না থানি এবং তাঁর শরীক সাব্যস্ত করি (চক্রাতের অর্থ উৎসাহ ও ভৌতি প্রদর্শন) অর্থাৎ দিবা-রাত্রির এসব শিক্ষা চক্রাতের কলেই আমরা বরবাদ হয়েছি । কাজেই তোমরা আমাদেরকে ধরেস করেছ ।) এবং (এ কথাবার্তার একে অপরকে দোষারোপ করাজেও অনে অনে নিজের দোষও বুঝবে । শোয়াহকারীরাও তাদের জৎগর্ভ আভরে শ্বীকার করবে এবং পথচারীরাও চিন্তা করবে যে, বেশি দোষ তাদেরই । তারা নিজেদের ভাঙ-মাঙ্গ বুঝল না কেন ? কিন্ত) তাড়া শব্দ অনের অনুভাগ অনেই রাখবে (অপরের কাছে প্রকাশ করবে না) যখন নিজ নিজ কর্মের শাস্তি (হতে) দেবাতে (শালে নিজেদের কতির সাথে সাথে অপরেও না হাসে । কিন্ত পরিশেষে কঠোর আবাবের কারণে এ বৈর্য অবশিষ্ট থাকবে না) এবং (সবাইকে অভিন্ন শাস্তি দেওয়া হবে যে,) আমি কাফিরদের গজায় বেঢ়ি পরিয়ে দেব (এবং শিক্ষা দিয়ে আলেক্টপুর্ণ বেঢে আহারামে নিকেপ করব) । তারা দ্বা করত, তারই প্রতিক্রিয়া পাবে ।

وَمَا أَرْسَلْنَا فِي قُرْبَةٍ مِّنْ نَذْرٍ إِلَّا قَالَ مُتَرْفُوهَا إِنَّا هُمْ أَنْبِيلُتُخْرِيهِ
لَهُرُونَ ① وَقَالُوا نَحْنُ أَكْثَرُ أَمْوَالًا وَأَوْلَادًا وَمَا نَحْنُ بِمُعْدِنِينَ ② قُلْ
إِنَّ رَبِّيَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ وَيَقْدِرُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ
وَمَا أَنْوَ الْكُمْ وَلَا أَوْلَادُ كُمْ بِالَّتِي تَقْرَبُكُمْ عِنْدَ نَازْلَقِ الْأَمَنِ أَمْنَ
وَعَلَ صَالِحَارَ قَوْلِيكَ لَهُمْ جَزَاءُ الصَّعْفِيَّةِ عِلْوَا وَهُمْ فِي الْغُرْفَةِ
أُمْنُونَ ③ وَالَّذِينَ يَسْعَوْنَ فِي أَيْتَنَا مُعْجَزِينَ أُولَئِكَ فِي الْعَذَابِ
مُخْضَرُونَ ④

(৩৪) কোন জনপদে সচককারী প্রেরণ করা হলেই তার বিভিন্নালী অধিবাসীরা বলতে শুক্র করেছে, আমরা যে বিষয়সহ প্রেরিত হয়েছ, আমরা তা যানি না। (৩৫) তারা আরও বলেছে, আমরা ধনে-জনে সবুজ, সুতরাং আমরা শান্তিপ্রাপ্ত হব না। (৩৬) বলুন, আমার পাইনকর্তা যাকে ইছা রিহিক বাড়িয়ে দেন এবং গরিমিত দেন। কিন্তু অধিকাংশ মানুষ তা চাবে না। (৩৭) তোমাদের ধন-সম্পদ ও সভান-সর্ততি তোমাদেরকে আমার নিকটবর্তী করবে না। তবে যারা বিশ্বাস স্থাপন করে ও সৎকর্ম করে, তারা তাদের কর্মের বহুগ প্রতিদান পাবে এবং তারা সুউচ্চ প্রাণাদে নিরাপদে থাকবে। (৩৮) আর যারা আমার আয়তনসমূহকে ব্যর্থ করার অপসরাসে মিষ্ট ইহ, তাদেরকে আগাবে উপস্থিত করা হবে।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

আর (হে পরগন র, আপনি তাদের মুর্খজনোচিত কথাবার্তা) শুনে দৃঢ়বিত হবেন না। কেননা, এ অঞ্চলের আগন্তুর সাথেই মতুন নয়, বরং) কোন জনপদেই আমি এবন কোন ভৌতি প্রদর্শনকারী (পরমপর) প্রেরণ করিনি, যখনকাহ বিভিন্নালী অধিবাসীরা (সমকালীন কাফিরদের মাঝ) একথা বলতে শুক্র করেছে যে, যেসব বিখ্যনসহ তোমরা প্রেরিত হয়েছ, আমরা সেগুলো যানি না। শুরো আরও বলেছে, আমরা ধনে-জনে তোমাদের চেয়ে শ্রেষ্ঠ। (সুরা কাহকে বলা হয়েছে : **أَنَّ أَكْثَرُ مِنْكُمْ مَا فِي الْأَرْضِ**)

وَأَعْزَزْنَا —**كَاه**—**আলাহ্** যে আলাহ্ পিয় ও সম্মানিত, এটাই তার সন্মুখ।) আমরা কখনও শান্তিপ্রাপ্ত হব না। (যঙ্গার কাফিরদাও তাই বলে। আলাহ্ বলেন :

قَاتِلَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ أَمْنَوْا إِنَّ الْفَرِيقَيْنِ خَيْرٌ مُّقَابِلٍ

সুতরাং দৃঢ়বিত হবেন না। তবে তাদের উকি শুনে করুন এবং এতাবে) বলুন, (রিযিকের অধিক্য আলাহ্ ত্রিপ হওয়ার উপর নির্ভরশীল নয়, বরং এটা নিষ্কক আলাহ্ ইহ। সেমাতে) আমার পাইনকর্তা যাকে ইছা রিহিক বাড়িয়ে দেন এবং যাকে ইছা কর্ম দেন (এতে অনেক রহস্য থাকে)। কিন্তু অধিকাংশ মানুষ (তা) জুনে না (যে, এটা অন্যায়া কারণের উপর নির্ভরশীল—আলাহ্ ত্রিপ হওয়ার উপর নয়)। হে কাফির সম্পদাম, আরও শুন, তোমাদের ধন-সম্পদ ও সভান-সর্ততি হেফন আলাহ্ ত্রিপ হওয়ার সন্মুখ নয় (তেমনি) তোমাদের ধন-সম্পদ ও সভান-সর্ততি তোমাদেরকে যর্দানার কেজো আমার নিকটবর্তী করবে না, অর্থাৎ (এগুলো নৈকট্যের কার্যকর কারণ নয়)। সুতরাং ধন-সম্পদ ও সভান-সর্ততি হেফন নৈকট্যের উপর নয়, তেমনি ধন-সম্পদ ও সভান-সর্ততির ডিজিতেও নৈকট্য লাভ হব নাই।) তবে যে বিশ্বাস স্থাপন করে এবং সৎকর্ম সম্মান করে (এ দৃঢ়তি নিয়ে অবশ্যই নৈকট্যের

করিব) । ১০ সুতরাং এখন কোকদের জন্য তোমাদের সইকর্মের দ্বিতীয় প্রশংসন রয়েছে । (অর্থাৎ কর্মের তুলনায় তা বেশি—ডিগ্রেশনও বেশি হতে পারে । আজ্ঞাহ বলেন :
 —**مَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ مُثْرِثٌ** (এবং তারা (আমাদের) সুউচ্চ প্রাসাদে
 নিরাপদে (আসীন) থাকবে । আর ঘারা (তাদের বিপরীতে কেবল ধন-সম্পদ ও
 সন্তান-সন্তান নিয়ে গর্ব করে এবং ঈয়ান ও সৎকর্ম অবলম্বন করে না বরং তারা)
 আমার আয়োজসমূহকে ব্যর্থ করার অপপ্রয়াসে লিপ্ত হয় (নবীকে) পরাভূত করার জন্য,
 তাদেরকে আয়াবে নিশ্চিন্ত করা হবে ।

আনুষঙ্গিক ভাষণ বিষয়

পার্থিব ধন-সম্পদ ও সম্মানকে আজ্ঞাহুর প্রিয়গাত হওয়ার দলীল মনে করা ধোকা ;
 পৃথিবীর অন্যান্য থেকে পার্থিব ধন-সম্পদ ও ডোগ-বিলাসের নেশায় মোকেরা সর্বদাই
 সংতোষ বিবেচিতা এবং পরাগজর ও সৎ কোকদের সাথে শত্রুর পথ অবলম্বন করেছে ।
 শুধু তাই নয়, তারা সভাপত্তাদের মুকাবিলায় নিজেদের অবস্থার উপর নিশ্চিত ও
 স্বস্ত থাকবে এই সজীবও উপস্থাপিত করেছে যে, আজ্ঞাহ তা “আমা হনি আমাদের
 কাৰ্যকৰ্ত্তাগ ও অভ্যাস আচরণ পছন্দ না কৰবেন, তবে আমাদেরকে পার্থিব ধন-সম্পদ,
 ধান-সম্মান ও শাসনক্ষমতায় কেন সমৃদ্ধ কৰবেন । কোরআন পাক এবং জওয়াব
 বিভিন্ন আয়াতে বিভিন্ন ভঙ্গিতে দিয়েছে । এখনি ধরানের এক ঘটনা সম্পর্কে আলোচ্য
 আয়োজসমূহ অন্তর্ভুক্ত হয়েছে এবং এতে এই অসার দলীলের জওয়াব দান করা হয়েছে ।

হাদীসে বর্ণিত আছে, আহেমিয়াত আমলে দু’বাটি এক শরীকী ব্যবসা করত ।
 কিছুদিন পুর এক বাতি সেছাম পরিত্যাগ করে কোন সমুদ্রাগকুলবৃত্তী জলাকাশ
 চৰে যায় । যখন রসুলুল্লাহ (সা) প্রেরিত হলেন এবং তাঁর নবৃত্ত সম্পর্কে আমা-
 আমি হল, তখন উপকূলবৃত্তী সঙ্গী মক্কার সঙ্গীর কাছে চিঠি লিখে নবৃত্ত দাবির
 ব্যাপারে তার প্রতিক্রিয়া জানতে চাইল । জওয়াবে মক্কার সঙ্গী লিখল, কুরাইশ
 গোত্রের কেতু তাঁর অনুসরণ করেন । কেবল নিঃস্ব, দরিদ্র ও নিষ্পন্নরের মোকাজনাই
 তাঁর সাথে রয়েছে । উপকূলবৃত্তী সঙ্গী তাঁর ব্যবসা-বাণিজ্য ত্যাগ করে মক্কায় আগমন
 করল এবং সঙ্গীকে রসুলুল্লাহ (সা)-র টিকানা জিতেস করল । সে ক্ষণে ইমাজিল
 ইল্যানি প্রাচীন প্রহ কিছু কিছু অধ্যয়ন করত । রসুলুল্লাহ (সা)-র কাছে উপস্থিত
 হয়ে সে জিতেস করল, আপনি কিসের সৌণ্ডোগ্যাত দেন ? রসুলুল্লাহ (সা) দাওয়াতের
 প্রধান প্রধান বিষয়গুলো বিবৃত করলেন । তাঁর মুখে ইসলামের দাওয়াত শুনা
 রাই আগন্তক বলে উঠেল : **أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ** (আমি সংজ্ঞা দিচ্ছি বৈ,
 আপনি নিশ্চিতই আজ্ঞাহুর রসুল) । রসুলুল্লাহ (সা) তাকে জিতেস করলেন, তুমি
 “আমার দাওয়াতের সত্যতা কিরাপে জানতে পারলে ? সে আরুব করল, (তান বুজিয়ে
 মাথ্যমে আগনার দাওয়াতের সত্যতা জানতে পেরেছি এবং এর জন্যে এই দেখেছি

বে) পূর্বে এক পয়সাচর আগমন করেছেন, শুরুতে ঝাঁদের সকলের অনুসারী দরিদ্র, নিয়ম ও নিষ্পত্তিরের জোৰাই ছিল। এ ঘটনার প্রেক্ষিতে আজোচ মার্সলা^۱ আমাত অবশ্যীর্ণ হয়।—(ইন্দু কাসীর,

مَا شَهَدَيْتُ مُتْرَفٌ تَرَفٌ ہٹکے ٹھوڑے ۔ اور ڈاگ-بیگانے کے آنکھ ۔
مُتْرَفٌ بجلی بیڈنگاں وی سڑکاں کے بیوائیوں ہے ۔ اپنے آنکھے بچا ہے،
 بخوبی ہے جو کوئی رسم سوت پر لپ کر رہا ہے، تباہ نہیں ختنہ برسی وی ڈاگ-بیگانے کا جسٹ-
 گالیت ہو کر رہا ہے اور اپنی کاروں کا مادھیم ٹوپیں بکاریا کر رہا ہے ।

ବିଲୌହ ଆଶାତେ ଭାବେର ଉଚ୍ଚି ସମ୍ପିଳ ହନ୍ତେଇ ।

—نَحْنُ أَكْثَرُ أَمْوَالًا وَأَوْلَادًا وَمَا نَحْنُ بِمُؤْمِنِينَ—আর্থাত় আমরা
খনেজনে সব দিক দিলেই তোমাদের অপেক্ষা বেশি সমৃদ্ধ। সুতরাং আমরা আবাবে
পশ্চিম হব না। (বাহ্যিক ভাদের উত্তির উদ্দেশ্য ছিল এই যে, আলাহু লাজেলের
কাছে আমরা শান্তিযোগ্য হলে আমাদেরকে এই খিপুল খনেক্ষর্য কেন দিতেন?)
তৃতীয় ও চতুর্থ আংশাতে ভাদের অওয়াব দেওয়া হয়েছে:

قُلْ إِنَّ رَبِّيٍّ يَسْرُطُ الْزَّرْقَ لَمَنْ[ۚ] مَا أَمْوَالُكُمْ وَلَا أَوْلَادُكُمْ إِلَيْهِ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ وَبِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ الرَّحِيْمِ
অওয়াবের সাম্রাজ্য এই যে, দুনিয়াতে খন-সম্পদ, আন-সম্পদান ও
প্রজাৰ-প্রতিপত্তিৰ হ্রাস-বৃক্ষি আলাহুৱ কাছে প্রিয়-অঙ্গীর ইতোয়াৰ মৌলিৰ নহ, বৰং সুষ্টিপদ্ধতি
সুবিচেচনার ভিত্তিতে দুনিয়াতে আলাহু, তা'আলা হাকে ইচ্ছা অগাধ খন-সম্পদ দান
কৱেন বৰং হাকে ইচ্ছা কম দেন। এৱ বুহস্য তিনি ই জানেন। খন-সম্পদেৰ প্রাপ্তৰ্কে
আলাহুৱ প্রিয় হওয়াৰ মৌলি মনে কৱা মূৰ্ষতা। আলাহুৱ প্রিয় হওয়া একমাত্ৰ ঈশ্বান ও
সৎকৰ্মৰ উপর নির্ভৰশীল। যে ব্যক্তি এওলো অৰ্জন কৱে না, খন-সম্পদ ও সত্ত্বান-
সম্পত্তিৰ প্রাপ্তৰ্ক তাকে আলাহুৱ প্রিয়পাত্ৰ কৱাতে পাৰে না।

—**أَعْصَبُونَ أَنَّمَا نُهَدِّهُم مِّنْ مَّا لِي وَلَيْسَ نَعَارِفُ لَهُمْ فِي**
الْخَيْرَاتِ إِلَّا يَشْعُرُونَ —অর্থাৎ তারা কি ঘনে করে যে, আমি ধন-সম্পদ ও

সন্তানসংততি আরো তাদেরকে যে সাহারু করি, তা তাদের জন্য পরিপায় ও পরকালের দিক দিয়েও যথেষ্টব্যক্ত ! (কুরআনই নম্ব ১,) বরং আরো আসল সত্য সম্ভক্ত বেদের ! (অর্থাৎ যে খনসম্পদ ও সন্তানসংততি মানুষকে আজ্ঞাহু থেকে পার্কিত করে দেয়, তা আর জন্ম পাওতে যাবে)

فَلَا تَعْجِبُكَ أَمْوَالُهُمْ وَلَا وَلَادُهُمْ إِنَّمَا

يُنَزَّلُ إِلَهٌ لِّيَعْدُ بِهِمْ بِمَا فِي الْأَعْتِقَادِ إِنَّهُمْ أَنفُسُهُمْ وَلَا هُمْ كَافِرُونَ

অর্থাৎ কাফিলদের খনসম্পদ ও সন্তানসংততি হেন আগনাকে বিলম্বহীনভাবেই মা করে। কেননা আজ্ঞাহু তা'আলার ইচ্ছা এই যে, তাদেরকে এই খনসম্পদ ও সন্তানসংততির মাধ্যমে দুনিয়াতে আবাব দেবেন এবং অবশেষে তাদের প্রাপ্ত কাফিল অবস্থারই দের হরে যাবে, যার কল হবে পরকালের চিরস্থায়ী আবাব। খনসম্পদ ও সন্তানসংততির মাধ্যমে দুনিয়াতে আবাব দেওয়ার অর্থ এই যে, তারা দুনিয়ার খনসম্পদ ও সন্তানসংততির অবস্থাতে এমনভাবে শত হরে শতে বে নিজেদের পরিপায় এবং আজ্ঞাহু ও পরকালের প্রতি স্বীকৃত করে না, যাকে পরিপায় হবে চিরস্থায়ী আবাব। অনেক খন ও জনের অধিকারী যাতিকে ও দুনিয়াতে খন ও জনের কারণেই বরং তাদেরই যাধ্যতে হাজারো বিপদাগদ ও কষ্ট কোথ করতে হর, তাদের শাস্তি ও আবাব তো এ অপর দেহেই কর হরে যাব।

وَلَا يَكُنْ لَّهُمْ جَزَاءُ الظُّفُرِ بِمَا مَلَوْا وَلَا هُمْ فِي الْغَرَفَاتِ أَمْنُونَ

হয়েরত আবু হোরায়েরা (রা)-র রেওয়ায়েতে রাজুলজ্ঞাহ (সা) বলেন, আজ্ঞাহু তা'আলা তোমাদের জাগ ও খনসম্পদ দেবেন না, তিনি তোমাদের অস্তর ও কাজবর্ম দেখেন। (আহমাদ, ইবনে কাসীর)

أُولَئِكَ لَهُمْ جَزَاءُ الظُّفُرِ بِمَا مَلَوْا وَلَا هُمْ فِي الْغَرَفَاتِ أَمْنُونَ

এতে ঈমানদার ও সৎকর্মলীজদের অবস্থা ব্যর্ত হয়েছে। তারাই আজ্ঞাহুর প্রিয়জন। দুনিয়াতে কেউ তাদের শুধু বুঝুক বা না বুঝুক, পরকালে তারা বিশুণ প্রতিদান পাবে। অর্থ এক বন্তর বিশুণ অথবা বাহুণ হওয়া। উদেশ্য এই যে, দুনিয়াতে বিভিন্নাংশের বেশন তাদের বিত বাঢ়ানোর কাজে ব্যাপৃত থাকে, তেমনি আজ্ঞাহু তা'আলা পরকালে শুধুমাত্র ও সৎকর্মদের কর্মের প্রতিদান বাঢ়িয়ে দেবেন। এক কর্মের প্রতি দার তার দশঙ্গ হবে এবং এতেই সীমিত থাববে না, আত্মরিকতা ও অন্যান্য কারণে এক কর্মের প্রতিদান সাত শ শুধু পর্যন্ত পাওয়া যাবে বলে সহীহ হালীমসময়ে প্রাপ্তিক্ষেত্রে কর্মকর্তৃর তা'আলা ক্ষেত্রে। তারা আবাবের সুউচ্চ প্রাসাদসমূহে চিরকালের

অন্য স্থানে ও কলট থেকে নিম্নাপদে থাকবে)। ধরের বেংশ অন্য অংশ থেকে উচ্চ ও বৈশিষ্ট্যপূর্ণ হয় তাকে গ্রহণ করে। অরই বহুতম স্বর্গ ফান (যাবিহারী)

**قُلْ لَّا إِنْ رَبِّيْ بِسْطُ الرِّزْقِ لِمَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادَةٍ وَيَقِدِرُ لَهُ وَمَا أَنْفَقْتُمْ
مِنْ شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ**

(৩৫) বরুন, আমার পাশনকর্তা তাঁর আলাদের মধ্যে আমি ইহা রিযিক বাজির দেন এবং সৌমিত পরিমাণে দেন। তোমরা যা কিছু আয় কর, তিনি তার বিনিয়ন দেন। তিনি উভয় রিযিক দাতা।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

আগনি (যুমিনগণকে) বলে দিন, আমার পাশনকর্তা তাঁর আলাদের মধ্যে আমি ইহা অগাধ রিযিক দান করেছি এবং থাকে ইহা সৌমিত রিযিক দেন। (বাজে কৃপণতা করলে রিযিক বাজতে পারে) যা এবং শরীরত অনুযায়ী কৃপণকরলে হ্রাস পেতে পারে না। তাই তোমরা ধনসম্পদকে অহকৃত করো না; বরং আজহ্রে হক, পরিষ্কৃত পরিজ্ঞানের হক, ফকির-বিসকোন ইত্যাদি বে থাকে যায় কাহার নির্দেশ করেছে তাতে অকাতর বায় করতে থাক। এতে বন্টনকৃত ও অবধারিত রিযিকে কেজু জড়ি দেখা দেবে না এবং পরকালে উপকার পাওয়া যাবে। কেননা) তেমরা (আজাহ নির্ধারিত থাকে) যা কিছু বায় করবে আজাহ (পরকালে অবশ্যই এবং দুনিয়াতেও) এর প্রতিদান দেবেন। তিনি সর্বোত্তম রিযিকদাতা।

আনুবাদিক ভাষ্যবা বিষয়

এ আজাহটি প্রায় অনুরূপ শব্দেই পূর্বেও উল্লিখিত হয়েছে। এখানে বাহ্যিক এ বিবেচনার পুনরাবৃত্তি করা হয়েছে। তবে এতে সহ্যনা পার্থক্য রয়েছে। তা এই যে, এখানে **এবং منْ صَبَّا** শব্দের পরে **وَقَدْ** এবং **منْ شَيْءٍ** শব্দের পরে **وَ** অন্তে

মিজ সংস্কৃত হয়েছে। সব থেকে দ্বিতীয় আয় যে, এ বিধানটি বিশেষ বাস্তা অধীন মুমিনদের জন্য বাস্তু করা হয়েছে। উদ্দেশ্য এই যে, যুমিনগণ যেন ধনসম্পদের অহকৃতে এমন ভূবে না যায় যে, আজাহ প্রসন্ন হক ও থাকে বায় করতে কারণ করতে থাকে। পূর্ববর্তী আয়তে সেবৰ ফাকিরেও ও মুশ্রিকদেরকে সঙ্গেখন করা হয়েছিল, যারা পাথির ধন-সম্পদ ও সভানসভাতি নিয়ে গর্ব করুন এবং

এগোকে পরকালীন সাক্ষের দাঙীত থেকে বর্ণনা করাত । এমে সমৌখিত বাজি ও উদ্দেশ্যের দিক দিয়ে এটা নিছক পুনরাবৃত্তি হয়নি । তৎসীরের সাম্র-সংজ্ঞকে ‘মু’বিন-সপকে’ সম যোগ করে এ বিষয়ের দিকেই ইরিত করা হয়েছে ।

কেউ কেউ আসাত্তরের এই পার্শ্বক বর্ণনা করেছেন যে, প্রথম আসাতে বিভিন্ন মৌনুরের মধ্যে রিয়িক বল্টেনের উল্লেখ ছিল । অর্থাৎ তা'আলা দৌর রহস্য ও পার্থিব কল্যাপের প্রতি মন্ত্র রেখে কাউকে অধিক এবং কাউকে অন্ত রিয়িক দেন । আর এ আসাতে একই বাজির বিভিন্ন অবস্থার উল্লেখ রয়েছে । অর্থাৎ একই বাজি কখনও আধিক কাছপ্য জাত করে, কখনও দায়িত্ব ও রিজিষ্টার সম্মুখীন হয় । এ আসাতে ^১ দ্ব্যু শব্দের পরে বলিত ^২ সর্বনামে এদিকে ইরিত পাওয়া যায় । এই তা'আলা অনুযায়ীও নিছক পুনরাবৃত্তি রইল না ; এবং প্রথম আসাত বিভিন্ন বাজি সপকে এবং এ আসাত একই বাজির বিভিন্ন অবস্থা সপকে বিভিত্ত হয়েছে ।

وَ مَا أَنْفَقْتُ مِنْ شَيْءٍ فَهُوَ يُبْلِي

—এর শাস্তির অর্থ এই যে, তোমরা যা কিছু বায় কর, আসাহ তা'আলা দীর অদৃশ্য ভাষ্টার থেকে তোমাদেরকে তা'আলা বিনিয়ন দিয়ে দেন । এই বিনিয়ন কখনও দুনিয়াতে, কখনও পরকালে এবং কখনও উভয় আহানে দান করা হয় । জগতে প্রতিটি বস্তুর মধ্যে আয়ো প্রচ্যুক করি যে, আকাশ থেকে পানি বহিত হয় । মানুষ ও জীবজগত অকালের তা'আল করে, শস্যক্রমে ও বৃক্ষাদি সিক্ত করে । এক পানি বিনিয়নে মা হতেই তৎস্থলে অন্য পানি বহিত হয় । অনুরাগভাবে কৃগর্ত্ত কৃপ খনন করে যে পানি বের করেনেওয়া হয়, তা যতই বায় করা হয়, তা'আল অন্য পানি ঝড়তির পক্ষ থেকে এসে সক্রিত হয়ে যায় । মানুষ বাহ্যিত খাদ্য-বাচ্যের মধ্যে নিঃশেষ করে দেয়, কিন্তু আসাহ তা'আলা তৎস্থলে অন্য আলা সরবরাহ করে দেন । চলাকেরা, কাজকর্ম ও পরিব্রহ্মের কার্যসে দেহের বে উপাদান করবাপ্ত হয়, তা'আল অন্য উপাদান এসে তা'আল ক্ষতিপূরণ করে দেয় । মোট কথা, মানুষ দুনিয়াতে যা কিছু বায় করে, আসাহ তা'আলা প্রকৃতিপক্ষভাবে অন্য বস্তুক তা'আল বিভিন্নভিত্ত করে দেন । অবশ্য কখনও কাউকে, শাস্তি-দেওয়ার অন্য অবশ্য অন্য কোন কল্যাপ বিবেচনায় তা'আল কারণে এর অনাথা হওয়া এই আসাহের মৌলিক পরিপন্থী নয় ।

—^৩

সহাহ মুসলিমে হস্তরত আবু হোরায়রা বাধিত হাদীসে রসূলুল্লাহ (সা) বলেন; প্রভাব সকাল বেলায় দু'জন ফেরেশতা আকাশ থেকে মেঘে এই দোষা করে আলুম অন্ত মুস্কা তল্লা —অর্থাৎ হে আসাহ, যে বাস্ত করে, তাকে আর বিনিয়ন দান কর এবং যে কৃত্যক্ষেত্রে করে, তা'আল সমস্ত বিমলত কর । অন্য এক হাদীসে রসূলুল্লাহ (সা) বলেন, আসাহ তা'আলা আমাকে বাস্তবেন ; আপনি মানুষের অন্য ব্যয় করেন, আমি আপনাকে অন্য ব্যয় করব ।

যে ব্যক্তি পরীক্ষিতসম্মত নহ, তার বিবিদের উরাদা নেই। হস্তরত জাবেরের হাদীসে রুসুলুল্লাহ (সা) বলেন, সৎকাজ সদকা। মানুষ নিজের ও পরিবার-পরিজনের জন্য যা কার করে, তাও সদকাৰ পর্যাপ্ত পড়ে। সম্মান ও আবক্ষ রক্ষার্থে যা কার করা হয়, তাও সদকা। যে শক্তি আছাহ তা'আলাৰ আদেশ অনুসৰী কার করে তাকে বিবিদের দান আছাহ নিজ দায়িত্বে ইহগ করেছেন। কিন্তু যে ব্যক্তি অথবা প্রমাণনাত্তিরিক্ত নির্মাণ কাজে অথবা গাগ করা হয়, তার বিবিদের উরাদা নেই।

হস্তরত জাবেরের শিখ ইবনুল মুনকাদির এই হাদীস তুমে তাঁকে খিতেস করলেন, আবক্ষ রক্ষার্থে কার করার অর্থ কি? তিনি বললেন, এর অর্থ, যে ব্যক্তিকে দান না করলে দোষ বের করবে, বিস্মানাদ করে ফিরবে অথবা গামনদ করবে বলে মনে হয়, সম্মান রক্ষার্থে তাকে দান করা।—(কুরআনী)

যে ব্যক্তির কার হুম পার তার উৎপাদনও হুম পার। এ আরাতের ঈরিত থেকে আরও জানা গেল যে, আছাহ তা'আলা মানুষ ও জীবজগতের জন্য যে সমস্ত ব্যবহার্য বস্তু সৃষ্টি করেছেন, সেগুলো যে গৰ্ভত ব্যবিত হতে পাবে, সে গৰ্ভত আছাহৰ পক্ষ থেকে সেগুলোৱ পরিপূরকও হতে থাকে। যে বস্তু বেশি বায়িত হয়, আছাহ তা'আলা তার উৎপাদনও বাড়িয়ে দেন। জীব-জানোয়ারের মধ্যে ইগজ ও পক্ষ সর্বাধিক ব্যবিত হয়। এগুলো হবেহ করে গোশত খাওয়া হয়। কোরবানী, কাফকারা, মামত ইভ্যান্সিতে হবেহ করা হয়। এগুলো যত বেশি কাজে লাগে, আছাহ তা'আলা সে অনুগাতে প্রিউলোৱ উৎপাদনও বৃক্ষি করেন। আমরা সর্বত্তই এটা প্রত্যক্ষ করি। সর্বদা কুরির নিচে ধাকা সত্ত্বেও দুনিয়াতে ইগজের সংখ্যা বেশি। কুকুর ও বিড়ালের সংখ্যা এত নহ, অথচ এগুলোৱ সংখ্যা বেশিই হওয়া উচিত। কারণ, এয়া একই গৰ্ভ থেকে তার পৌত্রিটি গৰ্ভত বাচ্চা প্রসব করে। গরু-হাগল বেশিৰ চেয়ে বেশি দুটি বাচ্চা প্রসব করে। তনুপরি এগুলোকে সর্বদাই হবেহ করা হয়। পক্ষাত্তরে কুকুর-বিড়ালকে কেউ ছাড়ও জানাব না। প্রিউলো এতেও এটা অনুবীক্ষ্য যে, দুনিয়াতে গরু-হাগলের সংখ্যা কুকুর-বিড়ালের তুলনায় অনেক বেশি। প্রতিবেশী রাস্তা ভাইরতে বেদিন থেকে গো-হল্ড্যা নিয়িত হয়েছে, সেদিন থেকে সেখানে গরুর উৎপাদনও অপেক্ষাকৃত হুস পেয়েছে। মনুষ্য হবেহ না হওয়াৰ কারণে প্রতিটি বজ্জি ও বাঢ়ি পক্ষতে কুরপুর ধাকা উচিত হিজ।

আববুর মধ্যে থেকে সওয়ারী ও মাজপত্র পরিবহনের কাজে উচ্চের ব্যবহার কমিয়ে দিয়েছে, শুধু থেকে সেখানে উচ্চের উৎপাদনও হুস পেয়েছে। কোরবানীৰ মুকাবিজায় অবলৈতিক মদ্দা সৃষ্টিৰ আশুকা ব্যক্ত করে আজকাল যে, বিখ্যাতসূলত আলোচনাৰ অবস্থারণ করা হয়, উপরোক্ত আলোচনাৰ মাধ্যমে তাঁৰ অসীমতা প্রয়াপিত হয়েছে।

وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا ثُمَّ يَقُولُ لِلْمَلِكِ كَثِيرٌ هُوَ لَا إِلَيْكُمْ كَانُوا يَعْبُدُونَ
قَالُوا سُبْحَنَكَ أَنْتَ وَلَيْسَ مِنْ دُونِهِمْ، بَلْ كَانُوا يَعْبُدُونَ إِلَيْنَا

**أَكْثَرُهُمْ بِهِمْ مُؤْمِنُونَ ۚ فَالْيَوْمَ لَا يَعْصِمُ الْجُنُوبُ ۖ لَبَعْضُهُنَّ تَفْعَلُوا لَا يَعْصِمُ
وَنَقُولُ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا دُوْقَوْعَادَابَ النَّارِ الَّتِي كُنْتُمْ بِهَا تُكْلِبُونَ ۚ**

(৪০) মেদিন তিথি ভাসের সবাইকে একই করবেন এবং কেরেশতাসেরকে অলবেন, এরা কি তোমাদেরই পূজা করত ? (৪১) কেরেশতারা বলবে, আপনি পরিষ, আবরা আগন্তুর পক্ষ, ভাসের পক্ষ নহৈ; বরং তারা জিনসের পূজা করত। ভাসের অধিকাশেই পছাড়ানে বিচারী। (৪২) অতএব আলবের লিমে তোমরা একে আগন্তুর কোম উপকার ও আগন্তুর করার অধিকারী হবে না। আর আমি আলিমদেরকে বলব, তোমরা আগন্তুর যে পাতিকে মিথ্যা বলতে তা আবাদন কর।

তৎসীরের সার-সংক্ষেপ

আর (সেদিনটি স্মরণীয়) মেদিন আজাহ ভাসের সবাইকে (বিকামতের অগ্নিমুখে) সমবেত করবেন এবং কেরেশতাশেরকে বলবেন, এরা কি তোমাদেরই পূজা করত ? [মুশর্রিকদেরকে জন্ম করার জন্য কেরেশতাশেরকে এই প্রশ্ন করা হবে। তারা এ ধারণার ব্যবহৃত হবে কেরেশতা ও অনন্দের পূজা করত যে, তারা সন্তুষ্ট হবে ভাসের জন্য আজাহের কাছে সুপারিশ করবে। অন্য এক আঘাতে এ ধরনের প্রশ্ন হবেন্ত ইসা (আ)-কে **أَنَّمِنْ قَدْنَتْ لِلَّنَّا سِ**। অলে করা হবেছে। এরের উদ্দেশ্য এই যে, তারা কি তোমাদের সন্তুষ্টিউক্তমে তোমাদের পূজা করত ? তাহাতা এর অওয়াব থেকেও এটা আনা যাব।] কেরেশতারা (অথবে আজাহ যে শরীকের উৎসর্প ও পরিষ, একথা প্রকাশ করার জন্য) আরব করবে, আপনি (শরীক থেকেও) পরিষ (শরীক হওয়ার যে সম্পর্ক ভাসের সাথে করা হবেছে, তাতে ভৌত হবে অওয়াবের পূর্বে তারা এ বাক্য উচ্চারণ করবে, অল্পের পরের অওয়াব দেবে যে,) আবাদের সম্পর্ক (কেবল) আগন্তুর সাথে, ভাসের সাথে নহ। (এতে সন্তুষ্টি ও আদেশ উভয়টিই অবর্দ্ধমান হবে সোব্যা গেল। অর্থাৎ আবারা ভাসেরকে পূজা করারও আদেশ দেইনি এবং ভাসের একাজে সন্তুষ্টও নহৈ। বরং আবারা আগন্তুরই অনুগত। আপনি যা অগ্নিম করবেন, যেমন পিরুক ইত্যাদি, আমল্লাও তা অগ্নিম করি। এতে যেখন আবাদের আদেশ ও সন্তুষ্টি কিছুই নই, যেমন বাস্তবে) তারা (আবাদের পূজা করত না,) বরং শরতানন্দের পূজা করত। (কেবলা শরতান ভাসেরকে এ কাজে উৎসাহ নিষ্ঠ, এবং এতে সন্তুষ্ট ধাকত। সুতরাং তারাই ভাসের উপাসা। কেবলা, আনুগত্য ছাড়া ইত্যাদত হয় নহ এবং ইবাদত ছাড়া আনুগত্য হয় না। সুতরাং আবাদের পক্ষ উক্তকে অঙ্গন আদেশ ও সন্তুষ্টি কিছুই দয়নি, তখন আবাদের আনুগত্য দয়নি। শরতানন্দের ব্যবহ আনুগত্য

وَانْدَكَانْ رَجَالٌ مِنْ أَلْأَنْسِ يَعْوِذُونَ^{۱۰} بِاللَّهِ كَرِيمِ الْمَلَكِ
سُرَّاً لِيَنْزَلُ الْأَنْبَاءَ إِلَيْهِمْ—

وَإِذَا تُشْلَى عَلَيْكُمْ أَبْيَنْتُمْ بَيِّنَاتٍ قَالُوا مَا هَذَا إِلَّا رَجُلٌ يُرِيدُ أَنْ يُصَدِّكُ
عَنَّا كَانَ يَعْبُدُ إِلَهًا دُوَّكُمْ وَقَالُوا مَا هَذَا إِلَّا إِفْكٌ مُفْتَرٌ وَقَالَ
الَّذِينَ كَفَرُوا لِلْحَقِّ لَمَّا جَاءُهُمْ أَنْ هَذَا إِلَّا سُخْرَيْسَيْنِ ۝ وَمَا
أَثَيْنَاهُمْ مِنْ كُتُبٍ يَذْرُسُونَهَا وَمَا أَرْسَلْنَا إِلَيْهِمْ قَبْلَكَ مِنْ نَذِيرٍ
وَكَذَّبَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَمَا يَكْفُوا مُعْذَابًا مَا أَتَيْنَاهُمْ فَلَكَذَّبُوكُمْ سُلْطَانٌ
فَلَيْفَ كَانَ شَكِيرٌ قُلْ إِنَّمَا أَعْظَمُكُمْ بِوَاحِدَةٍ أَنْ تَقُومُوا بِهِ مُكْفَرٌ
وَفُرَادٍ ثُمَّ تَتَعَكَّرُوا مَا يَصْدِحُكُمْ مِنْ جِنَّتِهِ مَاً نَهُوا لَا نَذِيرٌ لَكُمْ
بَيْنَ يَدَيِّكُمْ شَدِيدٌ قُلْ مَا سَأَنْتُكُمْ مِنْ آجِيرٍ فَهُوَ لَكُمْ إِنْ

أَعْرِي لَا عَلَى اللَّهِ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ ۝ قُلْ إِنْ رَبِّيْ يَقُولُ
بِالْحَقِّ عَلَمُ الْغَيْبِ ۝ قُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَمَا يُبَدِّيُ الْبَاطِلُ وَمَا يُعَصِّيْ ۝
قُلْ إِنْ صَلَكْتُ فَإِنَّمَا أَصْلَلْتُ عَلَى نَفْسِيْ ۝ وَإِنْ أَهْتَدَتِيْ فَإِنَّمَا يُؤْخِيْ
إِلَيْ رَبِّيْ إِنَّهُ سَمِيعٌ قَرِيبٌ ۝

(۴۳) अध्यन तादेव तारा आवार सुप्पल्ट आजाहस्युह तिक्काओत्तोत करा हय। तथ्यन तारा वले, तोमादेव बाप्पासारा आर इवासत करत ए गोकरि ये ता खेले तोमादेवके वाखा दिले चाय। तारा आवाज वले, एठो यानपूरा यिख्या है नय। आर ताकिन्देव ताहे वर्षन शाज आगमन करते, तथ्यन तारा वले, एठो एक सुप्पल्ट आय। (44) आयि तादेवके त्रोन रिक्ताव देवहिनि, वा तारा अध्यारन करते एवं आगमन शुर्वे तादेव काहे बोन सक्तकारी प्रेरण करिनि। (45) तादेव पूर्वबड़ीराओ यिख्या आदोग करते ह। आयि तादेवके वा दियेहिलाय, एरो तार एक मन्दादेव गारनि। एवंप्रवाप तारा आवार सुप्पल्टके यिख्या वलेह। अतेह देवान हतोहे आवार शाति। (46) वलून, आयि तोमादेवके एकति वियरे उपदेव दिवि: तोमरा आजा-हर नाये एक एकत्तन करते ओ दूसूर्य करते दौड़ाओ, अष्टपर तिक्काओत्तना करत—तोमादेव जीरि अद्ये बोन ऊँचाद्यना नेह। तिनि तो आगम बर्तार शाति सल्लरे तोमादेवके जातक करते आह। (47) वलून, आयि तोमादेव काहे बोन नारि-श्रियक चाई वा वरं चाई त्रुक्तामराई रायः। आवार सुप्पल्ट तो आजाहर काहे रहते ह। अडेक वस्तुई तीर सोयने। (48) वलून, आवार पावानकर्ता गता दीप अवत्तन फिलेहन। तिनि आजिमुल शायेव। (49) वलून, सकाधर्य आगमन करते ह एवं यिख्या धर्म विद्येवित हये देहे। (50) वलून, आयि पर्वत्तस्त हले निजेव जातिर जनाई पर्वत्तस्त हव, आर यदि आयि जंगप्रधाप्त हई, तरे ता ए जन ये, आवार पावानकर्ता आपार शाति ओही प्रेरण करतन। निष्ठय तिनि सर्वत्रोता, निकटवक्ती।

ताक्कीरवे नाम-संज्ञेव

अध्यन तादेव काहे आवार सुप्पल्ट (गता ३ तिक्काओत्तकारी) आजाहस्युह तिक्काओत्तकरा हय, तथ्यन तारा [तिक्काओत्तकरी रसूल (सा) सल्लरे] वले, (नाई-दुर्विज्ञप्त), ए वाति तो तोमादेव बाप्पासारा (प्राचीनकाल खेके) अतेह इवासत करते हय, (आर्यां तार इवासत) खेके तोमादेवके वाखा दिले चाय। (एवं वाय) यिये निजेव अनुसारी जनतक चाय, एकथा वले बहुतलादेव, उद्देव एकथा

বোকানো ষে, তিনি নবী নব এবং তাঁর দাওয়াতও আজাহ্‌র পক্ষ থেকে নহ, বরং এটে
নেতৃত্ব জাতের বাতিগত স্বার্থ নিরিষ।) তারা (কোরআন সম্পর্ক) আবাঁ বলে,
(মাউজুবিলাহ,) এটা যনগড়ো বিশ্বাসইর নহ। (অর্থাৎ আজাহ্‌র সাথে এর সম্পর্ক
যনগড়ো।) আর কফিরদের কাছে সত্তা (অর্থাৎ কোরআন) আগমন করার পর
তারা (এই প্রথের উভয় দানের জন্যে, কোরআন যনগড়ো বিশ্বা হলে অনেক বৃহি-
মাম বাতি এর অনুসরণ করে কেন এবং এর এট ফলাবশ্য যা কেন ?) বলে, এটো
এক সুস্মান আনুষ মুশ্ব হয়ে থাক। কোরআন ও নবীর বৃত্তি
তাদের সম্মান প্রদর্শন করা উচিত হিল। কারণ, তাদের জন্য উক্তরাই অগত্যাপিত
বিস্মায়ত হিল এ কারণে ষে,) আধি (কোরআনের পূর্বে) তাদেরকে (কখনও)
কোন (ক্ষেপী) কিভাব দেইনি, যা তারা অধ্যয়ন করবে। (যেখন, বনী ইসরাইলের
কাছে ঐশী শহু হিল। সুতরাঁ তাদের জন্য তো কোরআন হিল এক আউলব বর।
তাই এর সম্মান করা কর্তব্য হিল।) এবং (এমনিভাবে) আগমন পূর্বে আধি
তাদের কাছে কোন সভ্যত্বকালী (পরমাত্ম) প্রেরণ করিয়নি। (সুতরাঁ তাদের জন্য
পরমাত্ম হিল এক নতুন গ্রন্থ। তাই তাঁরও সম্মান করা কর্তব্য হিল। অথচ
ইতিপূর্বে তাদের বাসনাও এই হিসেবে, কোন নবী আগমন করলে তারা তাঁর অনুসরণ
করবে। এক আরাতে আছে :

وَأَقْسِمُوا بَلَى بَعْدَ أَيْمَانِهِمْ لِئِنْ جَاءَهُمْ نَذْيَرٌ يُرِيكُونَ أَنْفُسَهُ

مِنْ أَحَدٍ أَلَا مِنْ كِتْبٍ

বরং তারা বিশ্বাসোপ করেছে। তারা
যেন বিশ্বাসোপ করে নিশ্চিত না হচ্ছে থাক। কেননো বিশ্বাসোপের পাতি ক্ষত্যক
কর্তৃব্য। (সেখতে) তাদের পূর্ববর্তী কাফিরবাও (পরমাত্ম ও উহীর প্রতি) বিশ্বা-
সোপ করেছিল। আধি তাদেরকে যে সাজসরজাম দিলেছিলার, তারা (অর্থাৎ আরবের
মুশ্রিকবা) তো তার এক দশমাংশও পারনি। (অর্থাৎ তাদের যত বাতি, বরস
ও এবর্বে আরবের মুশ্রিকবা পারনি, যা অহংকারের কারণ হয়ে থাকে। আজাহ্-
বলেন,) কানু অশ-মন্ক তো ও অক্ট্র অমো লাও লাদ। (একপ্রচল তারা
আমার কাশুগপকে বিশ্বা করেছে। অলেব (দেখ) কেবল তরঁকের হয়ে আমার
শাস্তি। (এরা কেবল থাক, এসের তো তেমন সাজসরজামও নেই। বিশুল পাতি-
যাপ ক্ষমসম্পদই ব্রহ্মন কাজে আসেনি, তখন তারা কোন ধৌকার পতে পড়েছে ?
তাদের কাছে সাজসরজাম কম বিশ্বা তাদের অগ্রাধিত শুভতর। প্রয়ত্নব্যাহু তারা
কেবল কাজে ধৌকার পারবে ? এ পর্যবেক্ষণের প্রতি আবীকুত্তির দর্শন কাফিরদেরকে

পাশানোর পর প্রয়োগী আরাতে তাদেরকে নবুজ্জত মেনে নেওয়ার একটি কথা কলা দেওয়া হয়েছে। (ই নবী,) আপনি (তাদেরকে) বলুন, আমি তোমাদেরকে একটি (হোট-শাও) বিবরে উপদেশ দিছি, (তা পাইন কর,) তোমরা (বেষ্টি) আরাতে উদ্দেশ্যে (বিবেচিত হবে কোন কানে) এক-একজন করে এবং (বেষ্ট করে) ম' সু'জন করে দাঁড়াও (অর্থ তৎপর হবে কান, ; উদ্দেশ্য চিহ্নাবন্ন কর)। চিহ্নাবন্নের নিরয় রয়েছে যে, কোন কোন সময়ে কোন কোন স্থানের দিকে দিয়ে সু'জন যিলে চিহ্ন করলে তাত্ত্বিকভাবে অপরের কান থেকে পাই পাই এবং কোন কোন সময়ে কোন কোন স্থানের কানে একাকীভাবে চিহ্নাবন্নের ফল সঞ্চালনা আসে। বড় স্থানের প্রায়ই চিহ্নাবন্ন বিক্ষিপ্ত হয়ে থাক। তাই আরাতে এক-একজন ও ম' সু'জন বলা হয়েছে। যোটিকথা, একাবে তৎপর হুয়ে থাও!) অঙ্গর (শুব) অনুধাবন কর। (কোরামের তুলনা নেই বলে আমি যে সাধি করি, সু'জিত্বাই একগুলি সাধি করতে পারে ।—(১) আর মতিক রূপিত্ব—পরিপাদের অবক্ষণ স্থানে না এবং (২) যে মরী এবং এ সাধির সভাভাব পূর্ণাবন্ন আছাশীজ। মরী মা হবে বৃক্ষিয়ান হলেও একগুলি সাধি করার সময় পরিপাদে জাহিন্ত হওয়ার অবিক্রিয় কর্মবে যে, যদি কেউ এর বিকল তৈরি করেনিরে আসে, তবে কি অবস্থা হবে। এরপর আমার সমষ্টিগত অবস্থা বিবেচনা করে চিহ্ন কর যে, আমি বিকলমতিক উপযোগ কি সু'জাহে জ্ঞানকর্তাবে জানা থাবে,) তোমাদের সংগীর মধ্যে (যে সর্বসা তোমাদের সঙ্গে থাকে এবং আর প্রতিটি অবস্থা তোমরা প্রত্যক্ষ করে অর্থাৎ আমার ঘরে), কেননা উপযোগ নেই। (অঙ্গের আধি যে মরী, এটাই নিষিদ্ধ হচ্ছে যার !) তিনি (তোমাদের সবী পরমপরা) তোমাদেরকে এক কঠোর আহাব আসার পূর্বে সতর্ক করেন। (সুতরাং এ সহায় নবুজ্জত মেনে দেওয়া হুবই সহজ)
অন্যান্য প্রায় এর অনুসূত বিবর বাপিত হয়েছে। ধেন : **أَمْ لَمْ يُعِرِّفْنَا رَسُولُنَا**

বাকিদেরা আরও সন্দেহ করত যে, ইনি রসূল মন, বরং নেতৃত্বের অভিজ্ঞী। অঙ্গর এই সন্দেহের হওয়ার দেওয়া হয়েছে ।) আপনি আরও বলুন, আমি তোমাদের কাছে (প্রত্যক্ষকর্ত্তা) কোন পারিপ্রয়োগ করিয়ে তা তোমরাই রাখ । (বাকসজ্জিত প্রতি-করিক ঢাই মা, অর্থে একগুলি বলা হয় ।) আমার পুরকার তো কেবল আজাজের কাছেই রয়েছে। তিনি আমাতোর বিবরের অবর রাখেন। (সুতরাং তিনি বিজেই আমাকে উপ-স্থুত পুরকার দিয়ে দেবেন। পুরকারের মধ্যে ধরসম্পদ ও প্রত্যক্ষ-প্রতিপত্তি সবই অঙ্গুলি হয়ে পেছে। কেননা এভোর মধ্যেও পুরকার হওয়ার যৌগিক রূপেরেন উদ্দেশ্য এই যে, আমি তোমাদের কাছে কোন আর্থ কামনা করি না যে, নেতৃত্বের সন্দেহ রয়েবে। এখন আমি যে আনন্দের আচার-আচরণ ও অবস্থার সংশ্লিষ্ট করি, অপরা-ধৈরেক সাধি সহই এবং পারস্পরিক কল্প-বিবোদ মীরাংসা করি, বরত এবং কারখে সন্দেহ করা থাক না। কারণ, এতে আমার কোন আর্থ নেই। সেমতে রসূলুল্লাহ (সা)-র

কীবিনসজ্জিত আবহা সুলেট একথা সুশ্রাব্য হৈয়া, তিনি এসব দারিদ্র পালন
কর্তৃ কোর ক্ষতিগত শার্জ করেন নিয়োগ হৈয়াৰং এতে কৰৱ আজিজুই উপকৰণ
হৈল। তাদেৱ জাম-যাজ ও ইয়ুদ্ধ-আবহা বিবোপন থাকিছ। পিণ্ডা ভাৱ পিণ্ড
সংকোচনেৰ হিকাবত ও শিকাদান শুধুমাত্ৰ পুতেছাৰ বশবতী হৈলৈই কৰেম, আৰ্থিতি
ও মেলুৰ কাৰণাত্ম সাক্ষৈ ভাৱ কোন সম্ভাৰ থাকে না। নবুৰত প্ৰয়াণিত হওৱাৰ
পৰ ইয়া হৈলৈহে ? হে মুহাম্মদ (সা) ! আপনি বলুন, “আমাৰ পালনকৰ্তা সত্তা
বিবোকে” (অৰ্থাৎ ইয়ান ও ইয়ানী বিবোসমূহেৰ প্ৰাৰ্থকে মিথ্যা অৰ্থাৎ কুকৰ
ও ইয়ানী বিবোসমূহেৰ অৰ্হীভূতিৰ উপৰ বিভূক্তেৰ মাধ্যমেও) বিজীৱী কৰেহিলেন
(বেগম), এই যাজ মুক্তিকৰ্ত্ত ও কথোপকথনেৰ মাধ্যমে কৰা হল এবং কথিবাবত
মুক্ত ও সংঘৰ্ষেৰ মাধ্যমেও বিজয়েৰ বাবহা হৈব। মোটকোৱা সত্তা সৰ্বজোড়াৰে প্ৰথম
এবং) তিনি সামৰে বিবোয়ে ভানী। তিনি পুৰ্বেই জানতেন যে, সত্তা বিজীৱী হৈব।
অন্যৱা ত্বো এখন জানতে গেৱেহে। অনুৱাপত্তাবে তিনি জানেন যে, ভবিষ্যতে আত্মত
বিজীৱী হৈব। সেমত্তে যোৱা বিজয়েৰ দিন রহস্যুৱাদ (সা) পৱনতী আয়োজনী পাঠ
কৰেহিলেন। এতে চোৱা, যাই যে, অৱৰুদ্ধৰ মাধ্যমে বিজয়ত এই বিবোবৰতৰ
অতুলত। অতপৰ এ বিবোকি আৰো কুটিয়ে তোকাৰ অন্য বলা হৈলৈহে, হে মুহাম্মদ (সা)।
আপনি বলুন, সত্তা (ধৰ্ম) আগমন কৰেছু এবং মিথ্যা (ধৰ্ম) কিছু কৰাবলৈ ধৰ্মত
কৰাবলৈ হাস্তিৱেহে। [অৰ্থাৎ সুর্যুতাবে বিজুপ্ত হৈব গেহে। এৰ অৰ্থ এই যুৱে,
মিথ্যাপৰীকৃতি কৰণও জীৱজীৱক অৰ্জন কৰাৰে মাত্ৰ। বৰং উদেশ্য এই যুৱে, এই সত্তা ধৰ্ম
আগমনেৰ পূৰ্ব বেগম কোন কোন সময় রিখাবেই সত্তা কৰে সমেহ হত এখন
ত্বো জার হৈব না।] এমিক দিবে মিথ্যা বিজুপ্ত হৈব গেহে এবং সত্তা সুৰ্যুতে প্ৰকাশ-
যীন হৈব গেহে। কিবামত পৰ্যন্ত একপ প্ৰকাশমানই থাকবে। অতপৰ বৰ্ণনা কৰা
হৈলৈহে যে, সত্তা কুটে উঠাৰ পৰ এৱ অনুসৰণেই মুক্তি নিহিত। হে মুহাম্মদ (সা).]]
আগনি (আগত) বলুন, (বধন প্ৰয়াণিত হল যে, এ ধৰ্ম সত্তা, কৃত্য এ হিবোকি
অৱস্থাকৰি হৈব দেহে যৈবে,) যদি আবি (ধৰে দেওৱাৰ পৰ্যাবে সত্তাকে পৰিপূৰ্ণ কৰিবে)
বৰ্ষজলত হৈবে যাই, তবে আমাৰ সৰ্বজুষ্টতা আমাৰই আজিজুই কাৰণ হৈব (এতে অগ্ৰজীৱ
কোৰ কৃতি হৈবে না)। আবি হাদি আবি (সত্তা অনুসৰণ কৰে সত্তা পথ প্ৰাপ্ত হৈব,
তুব তা এই কোৰআন ও ধৰ্মেৰ কাৰণে, যা আমাৰ পালনকৰ্তা আমাৰ প্ৰতি প্ৰত্যৱেশ
কৰেন। আসল উদেশ্য অসৱাকে শোনাবো যে, সত্তা কুটে উঠাৰ পৰও তোকৰা ভাব
অনুসৰী না হৈলে তোকৰাই শান্তি তোস কৰবে; আমাৰ কিছু হৈব না।] আৱ
হাদি সত্তা সেখে আস, তবে তা এই সত্তা ধৰ্ম অনুসৰণেৰ কাৰণেই হৈব। কাৰেই
সত্তা পথ লাগোৱাৰ জন্য এই ধৰ্ম অবলম্বন কৰাই তোমাদেৱ কৰ্তব্য। কীৱৰও পথজ্ঞতা
হওয়া জন্যৰা সহগথ প্ৰাপ্ত হওয়া নিষ্কৃত হৈব না। (কৈননা) তিনি সৰ্বজোড়া (ও) সৱিষ্ট-
বতী (অত্যোৰকে উপনুৰূপ প্ৰতিদান দেবেন)।

আমুলিক ভাষণ দিব

٨٩ شرٌّ مُّشَارٌ مَا تَهْنَأْ—**কারও** যতে **مَلَغِوا** مِعْشَارًا—**শরের** অর্থ
অর্থাৎ দশ ভাগের এক ভাগ। কারও যতে **مَلَغِوا** অর্থাৎ এক ভাগ
এবং কারও যতে **مُّشَارٌ** অর্থাৎ এক হাজার ভাগের এক ভাগ। বলা বাহ্য,
শব্দটিতে **شُرٌّ** এর তুজনার অতিশয়তা আছে। সুতরাং আয়াতের অর্থ হবে এই যে,
পূর্ববর্তী উচ্চারণকে পার্থিব খনের্ষ, শাসনকর্তা, সুদীর্ঘ বরাস, দ্বাহা ও শক্তি-সামর্থ্য
ইত্যাদি এবং পরিমাণে দান করা হয়েছিল, যেখাবাসীরা তার দশ ভাগের এক বর্বৎ হাজার
ভাগের এক ভাগও পায়নি। তাই পূর্ববর্তীদের অবধা ও অগত পরিণাম থেকে তাদের
শিক্ষা প্রাপ্ত করা উচিত। তারা পয়সাচরণকে যিথ্যা প্রতিসম করে আবাবে পাতিত
হয়েছিল এবং সেই আবাব অধন এসে আর, অধন তাদের শক্তি, সামর্থ্য, বীরত,
শনের্ষ ও সুরক্ষিত দুর্গ কোন কাজেই আসেনি।

٩٠ **مَنْ** مَظْكُمْ بُوْا حَدٍ—**এতে মজা-**
বাসীদের উপর প্রমাণ দ্বারা করার উদ্দেশ্যে, সত্যানুসন্ধানের একটি সংক্ষিপ্ত পথ
বলে দেওয়া হয়েছে। তা এই যে, তোমরা শুধুমাত্র একটি কাজ কর—আজ্ঞাহর
উদ্দেশ্যে দু’দু’জন ও এক-একজন করে দীঢ়িরে হাত। এখানে আজ্ঞাহর উদ্দেশ্যে
দীঢ়িনোর অর্থ ইঙ্গিতপ্রাপ্ত দীঢ়িনো নয় যে, বসা অধবা শোয়া থেকে সঁটান
দীঢ়িতে হবে; বরং বাকশক্তিতে এর অর্থ হল কোন কাজের অব্যাক্তিগর হওয়া।
এখানে **مَظْكُمْ** (আজ্ঞাহর উদ্দেশ্য) শব্দটি যোগ করার উদ্দেশ্য একম্বা বলা যে,
একাত্তরাবে আজ্ঞাহকে সন্তুষ্ট করার জন্য বিগত ধ্যান-ধ্যানণ্ডা ও বিহ্বাস থেকে
মুক্ত হয়ে সত্যালৈবন্ধে প্রবৃত্ত হও, যাতে অভিত ধ্যানণ্ডা ও কর্ম সত্তা প্রাপ্তের স্থে
প্রতিবন্ধক না হয়। দু’দু’জন ও এক একজন অজ্ঞ অধবা কোন মিসিষ্ট সংখ্যা
উদ্দেশ্য নয়, বরং অর্থ এই যে, দু’টি পরাহ চিন্তাবন্না করা আয় দুই, বলুবর্গ ও মুক্তবীদের সাথে পরাহণ-
ক্রমে পারস্পরিক পর্যালোচনার পর কোন সিক্ষাতে উপনীত হওয়া। তোমরা এই উভয়
সম্বা অধবা একসূত্রের অধো পছন্দগত যে কোন একটি পক্ষা অবাবন কর।

٩١ **أَنْ تَقُوْمُوا**—**এটা** বাকের সাথে সংস্পৰ্শ। এতে দীঢ়িনোর
অক্ষয় বাত হয়েছে যে, সব পুরাতন ধ্যান-ধ্যানণ্ডা থেকে মুক্ত হয়ে একাত্তরাবে আজ্ঞাহর
উদ্দেশ্যে মুহাম্মদ (সা)-এর দাওয়াত সম্পর্কে চিন্তাবন্না করার জন্য উৎপন্ন হয়ে
হাত। এ দাওয়াত সত্তা যাদিখ্যা তা কেবলে দেখ। কৃত-একাত্ত কাজ অধবা অভ্যন্তরে
সাথে পরামর্শকর্তারেই কর।

অন্তগত এই চিন্তাবনার একটি সুস্পষ্ট পথা কলে দেওয়া হচ্ছে যে, সদাচার ও অর্থকৃতির আচরণীয়, একা এক বাতি যদি তার বজাতি বরং সম্প্র বিশেষ বিকলে তাদের শুগ শুগ যাগী বজ্যুল বিশাসের বিপরীতে আতে তারা একমতে বটে কোন মোহন, দের, তবে তা দুটিগালেই সত্য। এক, যদি মোহনকারী বজ্য পাগল ও উচ্ছাদ হবে। কিন্তু নিজের হিতাহিত চিন্তা না করে সময় জানিকে শরুতে পরিষ্কৃত করে বিপদ ডেকে আনবে। দুই, তাঁর যোগ্য অবোধ সত্য। কারণ, তিনি আজ্ঞাহ্র প্রেরিত রসূল। তাই আজ্ঞাহ্র আদেশ পালনে কারও পরওয়া করেন না।

এখন তোমরা মুক্তযনে চিন্তা কর, এন্দুভয়ের মধ্যে বাস্তব ঘটনা কোনটি? এভাবে চিন্তা করলে তোমাদের পক্ষে নিশ্চিন্তভাবে এ বিশ্বাস করা ছাড়া গভীর ধারকবে না যে, মুহাম্মদ (সা) উচ্ছাদ ও পাগল হতে পারেন না। তাঁর ভানবুজি, বিবেচনা ও আচার-আচরণ সম্পর্কে সবচেয়ে যত্ন যত্ন ও গোটা কুরআইল সর্বাক অবগত। তাঁর জীবনের চরিত্রাতি বহুল বজাতির মাঝেই অভিবাহিত হচ্ছে। শৈশব থেকে যৌবন পর্যন্ত কার্যকলাপ তাদের সাথে সংঘাতিত হচ্ছে। কখনও কেউ তাঁর কথা ও কর্মকে ভানবুজি, গাঢ়ীর্য ও শারীরিক পরিপন্থী পারিবি। কেবল এক কর্মেয় “জা ইজাহা ইজাজাহ” বাতীত আজও কেউ তাঁর কোন কথা ও কর্ম সম্পর্কে ভান-বুজির বিপরীত ফওয়ার ধারণা করতে পারে না। সুতরাং এটা সুস্পষ্ট যে, তিনি উচ্ছাদ হতে পারেন না। আজ্ঞাতের পরবর্তী **وَمَا بِمَا حِكْمَمُ الْعَلِيِّ** বাবে তাই প্রকাশ করা হচ্ছে।

مَا حِكْمَمُ (তোমাদের সবী) আবে ইসিত হচ্ছে যে, কেবল বহিরাগত অভাব পরিচয় সুসাক্ষির বাতির শুধ থেকে বজাতির বিকলে কোন কথা শুনলে কেউ হয়তো তাঁকে উচ্ছাদ বলতে পারে। কিন্তু তিনি তো তোমাদের শহরের বাসিন্দা, তোমাদের সোজেরই একজন এবং তোমাদের দিবারাতির সবী। তাঁর কোন অবস্থা তোমাদের অগোচরে নয়। ইতিপূর্বে তোমরা কখনও তাঁর সম্পর্ক এ খলনার সম্মেহ করিবি।

বখন পারিকার হয়ে গেল যে, তিনি উচ্ছাদ নন, তখন পেরোজ বিশ্বাস নিমিত্ত হয়ে গেল যে, তিনি আজ্ঞাহ্র নিষ্ঠীক রসূল। আজ্ঞাতে বিশ্বাসি এভাবে ব্যক্ত করা হচ্ছে: —**إِنْ قَدْ يَرْكِمُ مَنْ يَرْكِمُ إِنْ قَدْ يَقْذِفُ مَنْ يَقْذِفُ**—অর্থাৎ তিনি তো

কেবল কিয়ামতের ভৱাবহ আবাব থেকে মানুষকে সতর্ক করেন।

الْغَلَبَةُ لِلْعَادِمِ অর্থাৎ আবিষ্যুল-গারেব পারিনকর্তা সত্যকে মিথ্যার

উপর হৃতে আরেন। কলে মিথ্যা তুরমার হয়ে আর। অন্য এক আরাতে আরাহত
হয়েন : قُلْ هَذِهِ الْحُكْمُ لِرَبِّكَ فَلَا يُنَزَّلُ إِلَيْكُمْ—قُلْ—সকের আভিধানিক অর্থ হৃতে আর। এখানে
উদ্দেশ্য হচ্ছে মিথ্যার মুকাবিলার সত্যকে প্রতিষ্ঠিত করা। বিশেষটি قُلْ—সকের
সাথ্যে ব্যক্ত করার ভাবগত এই যে, মিথ্যার উপর সত্যের আবাতের উজ্জ্বলতর
প্রভাব সৃষ্টি হয়। এটা একটা উপমা। কোন তারী বন্ধুকে হাজরা বরর উপর
নিকেপ করলে বেশন তা তুরমার হয়ে আর, তেমনিভাবে সত্যের মুকাবিলার মিথ্যাও
তুরমার হয়ে আর। তাই অত্যগত বলা হয়েছে : وَمَا يَعْلَمُ الْبَاطِلُ وَمَا يَعْلَمُ

অর্থাৎ সত্যের মুকাবিলার মিথ্যা এখন পর্যন্ত হয়ে আর যে, তা কোন বিশেষের সূচনা
বা পুনরাবৃত্তির ঘোষ্য থাকে না।

وَلَوْ تَرَىٰ إِذْ قَرَعُوا فَلَا فُوتَ وَأَخْذُوا مِنْ مَكَانٍ قَرِيبٌ ۚ وَقَالُوا أَمَّا
بِهِ، وَأَمَّا كُلُّهُمُ التَّناؤشُ مِنْ مَكَانٍ بَعْدِهِ ۖ فَوَقَدْ كَفَرُوا بِهِ مِنْ
قَبْلِهِ، وَيَقْتُلُونَ فُؤَنَ بِالْغَيْبِ مِنْ مَكَانٍ بَعْدِهِ ۚ وَجِئْنَ بِهِنَّا ۗ وَبَيْنَ
مَا يَشْتَهُونَ كَمَا فَعَلَ ۚ يَا شَبَّابَاهُمْ قَمْ قَمْ ۖ لَا نَهُمْ كَانُوا فِي شَكٍ
ۚ

مَرْبُوبٌ

(৫১) বদি আগনি দেখতেন, অথবা ভীতসত্ত্ব হয়ে গড়বে, অতগত
পালিয়েও বীচতে পারবে না এবং নিকটবর্তী ছান থেকে ধরা গড়বে। (৫২) তারা
বড়বে, আমরা সত্ত্বে বিশ্বাস ক্ষাপন করলাম। কিন্তু তারা এত দূর থেকে তার নামাজ
পারে কেমন করে? (৫৩) অধিক তারা পূর্ব থেকে সত্ত্বে অধীকার করছিল। আর
তারা সত্ত্ব হতে দূরে থেকে অত্যাত বিশেষের উপর যত্ন করত। (৫৪) তাদের ও
তাদের বাসনার অধীক্ষণ হতে দেহে বেশন, তাদের সভীর্দেশের সাথেও একস করা
হয়েছে, আর তাদের পূর্বে ছিল। তারা হিজ বিজ্ঞাতিকর সম্মেহ পাতিত।

তত্ত্ববীরের জারি-সংজ্ঞেগ

[হে মুহাম্মদ (সা)], বদি আগনি সে সময়টি দেখতেন, (তবে বিশ্বে বোধ
করতেন,) বধন কাহিনীরা (কিন্তু মতের তরুণতা দেখে) ভীত-বিহৃত হয়ে কিন্তুবে,
অতগত পালাবারও উপার থাকবে না এবং নিকটবর্তী আরঙ্গ থেকে (কর্তৃপক্ষ)

ধরা গড়বে ! (তখন) তারা ধরবে, আমরা সভ্য বিশ্বাস স্থাপন করলাম (এবং এতে বিশিষ্ট শাবঙ্গীয় বিষয় মেনে নিলাম) কাজেই আমাদের তওয়া কবৃজ কর্তৃন পুনরায় দুনিয়াতে পাঠিয়ে অথবা না পাঠিয়েই !) কিন্তু এত দুরবৰ্তী জাহাঙ্গা থেকে তারা তার (অর্থাৎ ইমানের) নাম্বুর ধাবে কেমন করে ? (অর্থাৎ বিশ্বাস স্থাপনের জাহাঙ্গা ছিল দুনিয়া, যা এখন অনেক দূরে অবস্থিত) এখন পরজগৎ, যা কর্ম জগৎ নয়— প্রতিদান জগৎ ! এখানে ইমান প্রহর্ঘোষ্য নয় । কারণ, এখানকার বিশ্বাস অন্ত্যে বিশ্বাস নয় বরং দেখে বিশ্বাস । দেখার পর কোন কিছু মেনে নেওয়া আজাবিক ব্যাপার । এতে আদেশ পাইনের কোন দিকই নেই !) অথচ পূর্ব থেকে (দুনিয়াতে) তারা সভ্যকে অবীকার করেছিল । তাদের সে অবীকারের সঠিক কোন উদ্দেশ্যও ছিল না, (বরং) বহু দূর থেকে যাচাইহৈন উজি করত । (দূরের অর্থ সভ্যসভ্য যাচাই থেকে দূরে ছিল) অর্থাৎ দুনিয়াতে তো কুকুর করত, এখন ইমানের সভ্যান পেয়েছে এবং তা কবৃজ হওয়ার বাসনা চেপেছে ।) আর (যেহেতু পরকাল কর্মজগৎ নয়, তাই) তাদের ও তাদের (ইমান কবৃজ হওয়ার) বাসনার মধ্যে অন্তর্ভুক্ত করে দেওয়া হবে (অর্থাৎ তাদের বাসনা পূর্ণ হবে না) । বেমু, তারের সন্তুষ্টিসের সাথেও এখনি আচরণ করা হবেছে, যারা তাদের পূর্বে (কুকুর করে) ছিল । তারা সবাই ছিল বিজ্ঞাতিকর সম্বন্ধে পতিত ।

وَأُخْذُوا مِنْ مَكَانٍ قَرِيبٍ - : অধিকাংশ তকসীরবিদের মতে এটা হাজর দিবসের অবস্থা । তখন কাফির ও পাগাচারীরা ভৌত-বিহ্বল হয়ে পাশাটে ঢাইবে । কিন্তু পরিজ্ঞাপ পাবে না । দুনিয়াতে বেশি অপরাধী পচাশন করলে তাকে ঝৌঁজ করতে হবে ; সেখানে তাও হবে না ; বরং সবাই আ-হানে প্রেক্ষণাত্ম হবে, কেউ পাজিরে যাওয়ার সুযোগ পাবে না । কেউ কেউ একে অক্ষিয় কষ্ট ও মুসূর্যু অবস্থা কলে সাবাস্ত করেছেন । অথবা মৃত্যুর সময় হবে এবং তাদের উপর ভৌতি উপস্থিত হবে, তখন মেরেশতাদের হাত থেকে নিঙ্কুণ্ডি পাবে না ; বরং আ-হানেই আত্মা বের হয়ে থাবে ।

وَقَالُوا أَمْنًا وَإِنِّي لَهُمْ أَنْتَ وَشِئْ مِنْ مَكَانٍ قَرِيبٍ

অর্থ হচ্ছে বাড়িরে কোন কিছু উঠানে । বলা বাহ্য, যে বর রেখী দূরে নয়, হাতের নাগালের মধ্যে, তাই হাত-বাড়িরে উঠানে থায় । আরাফতের উদ্দেশ্য এই, যে, কাফির ও মুশরিকরা কিছামতের দিন সভ্যসভ্য সামনে এসে যাওয়ার পর বলবে, আমরা কোরআনের প্রতি অথবা রসূলের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করলাম । কিন্তু তারা জানে না যে, ইমানের ছান তাদের থেকে অনেক দূরে চলে গেছে । কেননা, কৈবল পাধিব অবীবেরের ইমানই প্রহপীয় । পরকালে কর্মজগৎ নয় । সেখানকার কোন কর্ম হিসাবে থাকা থাবে না । তাই এটা কেমন করে সঠিক মে, তারা ইমানকাপী ধন হাত বাড়িরে তুলে দিবে ?

قَدْ—وَقَدْ كَفَرُوا بِهِ مِنْ قَبْلٍ وَيَعْمَلُونَ بِالْغَيْبِ مِنْ مَكَانٍ بَعْدِهِ

অর্থ কোন বস্তু নিষেপ করা। আরবী বাকগুচ্ছিতে প্রশাপ বাতিলেকে নিষেপ কাজ-মিক কথোবার্ড বলাকে গ্রন্থ অথবা **عَيْشَةَ بِالْغَيْبِ** বলে বাস্তু করা হয়। অর্থাই সে অজ্ঞকারে তীর চালায়, যার কোন সক্ষয় নেই। এখানে **مِنْ مَكَانٍ بَعْدِهِ**—এর উদ্দেশ্য এই যে, তারা যা কিছু বলে, তা ভাসের মন থেকে ধূরে থাকে—যদে তার বিষয়টি বাস্তু না।

وَحَلَلَ لِلّهِمْ وَلِلّهِنَّ مَا يَكْتُبُونَ—অর্থাই ভাসের ও ভাসের জিয় ও উদ্বিদ্বষ্ট বস্তুর মাঝখানে পর্যায় অস্তরাজ করে ভাসেরকে তা থেকে বাকিত করে দেওয়া হয়েছে।—বিশ্বাসভের অবস্থাও এ বিষয়টি প্রযোজ্য। বিশ্বাসভে তারা মুক্তি ও আত্মাতের আকেছু হবে; কিন্তু তা জাত করতে পারবে না। দুনিয়াতে যত্নার বেলেজও কৃত অবস্থাই। কুমিরাত্তে ভাসের জক্ষ হিয়ে পাথিব ধন্মন্দল। অন্তু ভাসের ও ভাসের এই উদ্দেশ্যের মাঝখানে অস্তরাজ হয়ে ভাসেরকে তা থেকে বাকিত করে দিয়েছে।

أَشْيَاعٌ كَمَا صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ—এর বাণিজ্য। অর্থ অনুসারী ও সঙ্গীর্থ। উদ্দেশ্য এই যে, ভাসেরকে যে শাস্তি দেওয়া হয়েছে অর্থাই ভাসের অভীষ্ট ও ঈশ্বরিত বস্তু থেকে বাকিত করে দেওয়া হয়েছে তা ঈশ্বরপূর্বে ভাসের যতই কুকুরী কর্মে প্রবৃত্ত বাতিলদেশকে দেওয়া হয়েছে। কেবলমা, তারা সবাই সন্দেহে নিপত্তিত হিল। অর্থাই কসুলুরাহ (স)-র রিসালত এবং কোরআনের আলাহুর কালোয় হওয়ার বিষয়ে ভাসের বিশাগ ও ঈশ্বর হিল না।

سورة الناطر

সূরা নাতর

বকার অংশোধ, ৮৫ আলিম, ৫ রসু

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ قَاطِرِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ جَاعِلِ الْمَلَائِكَةِ رُسُلًا أُولَئِيْ أَجْفَصَتْ
 مَئْشِيْ وَثُلَثَ وَرُبْعَ يَزِيدُ فِي الْعَلْقِ مَا يَشَاءُ إِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ
 مَا يَفْتَحُ اللَّهُ لِلنَّاسِ مِنْ رَحْمَةٍ فَلَا مُسِيكَ لَهَا، وَمَا يُمْسِكُ
 فَلَا مُرْسِلٌ لَهُ مِنْ بَعْدِهِ، وَهُوَ الْعَزِيزُ الْكَبِيرُ ۝ يَا أَيُّهَا النَّاسُ
 اذْكُرُوا نَعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ هَلْ مِنْ خَالِقٍ غَيْرُ اللَّهِ يَرْبُّ قَمْرَمْ قَمْرَمْ
 السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ فَإِنَّ شُؤْنَكُونَ ۝

গুরুত্ব কর্তৃপক্ষের ও জয়ীল সাড়া আলাহুর মাঝে গুরু

(১) সমস্ত প্রথমসা আলাহুর, যিনি আসবাব ও জয়ীলের ছলটা এবং কেন্দ্রপ্রক্ষ-
 লপকে করেছেন বার্তাবাহক—তারা দুই দুই, তিন তিন ও চার চার পাখাবিলিট। তিনি
 সুলিটের মধ্যে বা ইচ্ছা দ্বারা করেন। নিচের আলাহু সর্ববিশ্বের সহচর। (২) আলাহু
 মানুষের জন্য অনুভবের মধ্য থেকে বা খুলে দেন, তা কেরাবার কেউ নেই এবং তিনি
 বা শারণ করেন তা কেউ প্রেরণ করতে পারে না তিনি বাস্তীত। তিনি পরাক্রমশালী,
 প্রক্ষমর। (৩) যে মানুষ! তোমাদের প্রতি আলাহুর অনুভব স্মরণ কর। আলাহু
 বাস্তীত ওরন কোন ছলটা আছে কি, যে তোমাদেরকে আসবাব ও জয়ীল থেকে রিবিক
 দাম করে? তিনি বাস্তীত কোন উপাসা নেই। আতঙ্কে তোমরা কোথায় ফিরে আছ? ?

তৎসীরের সার সংক্ষেপ

সমস্ত প্রথমসা (ও সাধুবাদ) আলাহুর জন্য শোভনীয়, যিনি আসবাব ও
 জয়ীলের ছলটা এবং কেন্দ্রপ্রক্ষ-পক্ষকে বার্তাবাহক বানিয়েছেন—বারা দুই দুই, তিন তিন

ও চাই চাইর পাখা বিশিষ্ট। (বার্তার অর্থ পরমপ্রবর্গের কাছে ওহী পৌছানো—বিধানাবলী সম্পর্কে ওহী হোক অথবা কেবল সুসংবোধ ইত্যাদি হোক। পাখার সংখ্যা চাই চাইরের মধ্যেই সীমিত নয়; এবং) তিনি সৃষ্টির মধ্যে যা ইচ্ছা হোগ করেন। (এমন কি কোন কোন ক্ষেত্রে ইচ্ছা ন' পাখা সৃষ্টি করেছেন। যেমন, হাদৌসে হয়রত জিবরাইল (আ) সম্পর্কে বলিত আছে ।) নিচের আজ্ঞাহ্ তা'আজ্ঞা সর্ববিবরণে সক্ষম। (এমন সক্ষম যে, তাঁর কোন প্রতিবন্ধক নেই ।) আজ্ঞাহ্ আনু-মের অন্য যে অনুশৃঙ্খলা দেন (যেমন, বৃক্ষট, উদ্ভিদ ও সাধারণ ক্ষমতা), তার বাস্তবকারী কেউ নেই এবং তিনি যা বাস্তব করেন, তার (বাস্তব করার) পরে তা কেউ জানী করতে পারে না। তবে তিনি বজ ও মুক্ত সর্বকিছু করতে পারেন। তিনি পরাক্রমশালী (অর্থাৎ সক্ষম) প্রভাবিত। (অর্থাৎ বজ ও মুক্ত করণে প্রভাসহকরে করেন ।) হে আনুম, (যেমন আজ্ঞাহ্ ক্ষমতা পরিপূর্ণ, তেমনি তাঁর নিয়ামতত পরিপূর্ণ, অগণিত, তাই) তোমাদের প্রতি আজ্ঞাহ্ নিয়ামত স্মরণ কর (এবং শোকের আদায় কর । অর্থাৎ তওহীদ অবলম্বন কর ও শিরক পরিত্যাগ কর । অতএব তার মুক্তি নিয়ামত সম্পর্কে চিন্তা কর যেগুলো সৃষ্টিকে অঙ্গিষ্ঠ দিতে ও কানেক দ্বারা সহায়তা করে ।) আজ্ঞাহ্ বাতীত কোন স্তুতি আছে কি, যে তোমাদেরকে আসমান ও জরীর থেকে ব্রিতিক দান করবে ? (অর্থাৎ তিনি বাতীত কেউ সৃষ্টিত করতে পারে না এবং সৃষ্টির পর তাকে কানেক সাধারণ অন্য ক্ষমাও দিতে পারে না । এতে জানা সেল যে, তিনি সর্বতোভাবে ব্রহ্মসম্পূর্ণ । সুতরাং নিচিতই) তিনি বাতীত কোন উপাস্য নেই । কাজেই তোমরা (শিরক করে) কোথায় উল্লেখিতকে হাজৰ ?

আনুবাদিক ভাষ্য বিবরণ

إِنَّمَا مُلْكَ الْأَرْضِ لِلَّهِ— ক্ষেত্রেশতাজগৎকে রসূল অর্থাত বার্তাবাহক করার বাধ্যক অর্থ এই যে, তাদেরকে আজ্ঞাহ্ মৃত নিষ্কৃত করে পরমপ্রবর্গের কাছে পাঠানো হয়। তারা আজ্ঞাহ্ ওহী ও হকুম আইকাম পৌছে দেয়। রসূল অর্থ এখানে মাধ্যমও হতে পারে। অর্থাত তারা সাধারণ সৃষ্টি ও আজ্ঞাহ্ তা'আজ্ঞার মাধ্যমে মাধ্যম হয়ে থাকে। সৃষ্টির মধ্যে পরমপ্রবর্গ সর্বশ্রেষ্ঠ। তাদের ও আজ্ঞাহ্ তা'আজ্ঞার মধ্যেও ক্ষেত্রেশতারা ওহীর মাধ্যম হয় এবং সাধারণ সৃষ্টি পর্যন্ত আজ্ঞাহ্ রহমত অথবা আমার পৌছানোর কাজেও ক্ষেত্রেশতারাই মাধ্যম হয়ে থাকে।

وَرَبِّ الْأَجْنَافِ مَنْفِيٌ وَلَذِّ ثَوْبَانِ—অর্থাত আজ্ঞাহ্ তা'আজ্ঞা ক্ষেত্রেশতা-জগৎকে সাজকথিষিষ্ট ডানা দান করেছেন হস্তারা তারা উভয়ে পারে। এর কানেক

সুস্পষ্ট যে, তারা আকাশ থেকে পৃথিবী পর্যন্ত দূরত্ব বারবার অভিক্রম করে। এটা পুরুষগতিসম্পর্ক হওয়ার মাধ্যমেই সম্ভবপর। উক্তার মাধ্যমে প্রতিগতি হয়ে থাকে।

ফেরেশতাগণের পাখার সংখ্যা বিত্তিষ। কারও দুই দুই, কারও তিনি তিন এবং কারও চার চার পাখা রয়েছে। এখানেই শেষ নয়। মুসলিমের হাতীসে হয়রাত জিবরাইল (আ)-এর ছয়শ পাখা রয়েছে বলে প্রমাণিত। দৃঢ়টাঙ্কহরাম চার পর্যন্ত উল্লিখিত হয়েছে।—(কুরআনী, ইবনে কাসীর)

আরাতের এমন অর্থও হতে পারে যে, যেসব ফেরেশতা আজ্ঞাহ্ তা'আজার বার্তা বহন করে দুনিয়াতে পৌঁছায়, তারা কখনও দুই দুই, কখনও তিনি তিন এবং কখনও চার চার করে আগমন করে। এমতাবধায়ও চার সংখ্যাটি সীমাবদ্ধতা বোবায় না, বরং একটা উদাহরণ আছ। কেননা, কোরআনেই প্রমাণিত আছে যে, আরও বেলীসংখ্যক ফেরেশতা দুনিয়াতে আগমন করে থাকে—(বাহরে মুহীত)

مَا يَشَاءُ فِي الْخَلْقِ مَا يَشَاءُ - অর্থাৎ আজ্ঞাহ্ তা'আজা আৰু সৃষ্টির মধ্যে

হতে বেলী ইচ্ছা যোগ করতে সক্ষম। বাহুত এটা পাখার সাথে সম্পর্কবৃক্ষ। অর্থাৎ ফেরেশতাগণের পাখা দু'চারের মধ্যেই সীমিত নয়। আজ্ঞাহ্ ইচ্ছা বক্তব্যে তা আরও অনেক বেলীও হতে পারে। অধিকাংশ তফসীরবিদের মতও তাই। মুহূর্ত, কাতোদাহ প্রযুক্ত তফসীরবিদ বলেন, এখানে অধিক সৃষ্টি সাধারণ অর্থে ব্যবহাত হয়েছে। বাতে ফেরেশতাদের পাখার অধিক্যও অস্তর্ভুক্ত। দৈহিক সৌম্বর্ধ, চরিত্র মাধুর্য, সুলভতা-কর্ত এবং বিভিন্ন মানুষের সৃষ্টিতে বিশেষ বিশেষ উপাদানীর সংযোজনও এ আরাতের অস্তর্ভুক্ত। আবু হাইয়ান বাদ্যে মুহীতে এ মন্ত্রের আঙোকেই তফসীর করেছেন। এ তফসীর থেকে প্রমাণিত হয় যে, মানুষ যে সৌম্বর্ধ ও পরাকার্তা অর্জন করে, তা আজ্ঞাহ্ তা'আজার দান ও বিস্তারণ। এজন্য ক্রতৃত হওয়া উচিত।

مَا يَفْتَحُ اللَّهُ لِلنَّاسِ مِنْ رَحْمَةٍ فَلَا مُمْسِكَ لَهَا - এখানে রহমত বলে

ইহমৌকিক ও পারমৌকিক উভয় প্রকার নিয়ামত বোবানো হয়েছে। দেহন--ইমান, জ্ঞান, সৎকর্ম, নবুয়ত ইত্যাদি এবং রিয়াক, সাজ-সরজাম, সুখ-শাস্তি, দ্বাষ্ট, ধনসম্পদ, ইয়েমত-আবর্ত ইত্যাদি। আরাতের অর্থ এই যে, আজ্ঞাহ্ তা'আজা বাবু জন্ম হীর অনুপ্রবেশ দরজা খুলে দেওয়ার ইচ্ছা করেন, তাকে কেউ ঠেকিয়ে রাখতে পারে না।

এমনিভাবে বিশুদ্ধ বাবোর অর্থও ব্যাপক। অর্থাৎ আজ্ঞাহ্ তা'আজা আ বাবু করেন, তা কেউ খুলতে পারে না। সেবতে আজ্ঞাহ্ তা'আজা কোন বাস্তা থেকে দুনিয়ার বিপদাপদ ক্রিয়ে রাখতে চাইলে তাকে কষ্ট দেওয়ার সাধা কারও নেই। এমনিভাবে, আজ্ঞাহ্ তা'আজা কোন কারণবশত কোম বাস্তাকে রাহমত থেকে বর্ণিত করতে চাইলে, তাকে তা দেওয়ার সাধা কারও নেই।—(আবু হাইয়ান)

એ વિવરવાન સંપર્કે એકટિ હાદીસનો બનિષ્ટ આહે । એકબાર હથરાત મોહા-
વિયા (રા) કૃફાર ગડવાની મુગીરા ઈબને શોબા (રા)-ને એ માર્મે ચિંઠિ જિખાજેન રે,
તૂમી રસૂલુલ્હા (સા)-ની કાંઈ થેકે અનેહ, એરાપ કોન હાદીસ આહાકે જિખે
પાર્શ્વાં । હથરાત મુગીરા તૌંન સચિવકે ડેકે જિખાજેન, આખિ રસૂલુલ્હા (સા)-ને
નામાં આદાજેન પર નિશ્ચેનાં બાક્યશુલો પાઠ કરતે ઉનેહિ : **لَلَّهُمَّ إِنِّي مَأْتَىٰ لَهُ**

وَلَا مَعْطِيٌ لَهُ مِنْعِتٌ وَلَا يَنْفَعُ ذِي الْعِدْدِ مِنْكَ الْجَد*

અર્થાત્, યે બસ આપનિ કાઉંકે દાન કરેલેન, તો કેઉ ટેકાતે પારે ના એવું આપનિ
મા કિરિરે રાખેન, તો કેઉ દિતે પારે ના । આપનાર ઈજાર વિજાજે કારાવ કોન ચેઢા
કાર્યકર હતે પારે ના ।—(મસ્નાદે આહમદ)

મુસ્લિમે બનિષ્ટ આબુ સાલીદ ખુદરી (રા)-ની રેઓરારેતે આહે યે, ઉપરોક્ત બાબા-
શુલો તિનિ કુકુ થેકે માથા તોળાર સમર બલેહિજેન એવું એવા આપે બલેહિજેન :
أَخْنَ مَا قَالَ الْعَبْدُ وَكَلَّا لَكَ ! અર્થાત્ બાલ્યા યેસવ બાક્ય બલતે પારે, તુલ્યથો
એટલો સર્વાધિક ઉપરૂપ ઓ અસ્ત્રગળા ।

આજાહ્ર ઉપર કરણે આવણીય વિગદ થેકે મુક્તિ પીંગરા હાજર : ઉપરિષિષ્ટ
આયાત માનુષકે શિક્ષા દેવ રે, આજાહ્ બ્યાંગી કારાવ તુરક થેકે ઉપકાર ઓ કંતિર
આચા ઓ તર રાખા ઉચિત નન્દ । કેવળ આજાહ્ર પ્રતિઇ જસ્ત્ય રાખા ઉચિત । એટાઈ ઇહજોકિક
ઓ પારજોકિક સંશોધન એવું તિરસ્કારી સુધેર અન્યર્થ બ્યાંગ્યાપત્ર । એવ માધ્યમેહિ
માનુષ હાજરાનો દુઃખ ઓ ચિન્તા કબળ થેકે મુક્તિ પેતે પારે । —(રાહજ-મા'આની)

હથરાત આમેર ઈબને આબદે કાર્યોસ (રા) બજેન, આમિ યથે જોરબેલી કોર-
આન પાકેર ચારણી આયાત પાઠ કરે નેહે, તુલ્યથો સકાળે ઓ સકાળ ક્રિ હરે, સે

مَا يَقْتَصِي اللَّهُ વિણીય
લિટીય આયાત કોન ચિન્તા થાકે ના । તુલ્યથો એક આયાત એહે :

أَن يَمْسِكَ اللَّهُ بِفُرِّ فَلَّا كَا شَفَ لَهُ أَلَّا هُوَ أَن يُرِدُ كَا بِخَيْرٍ فَلَّا رَأَنَ لِفَضْلِهِ

આયાત એરાઈ સમર્થબોધક :

وَمَا مِنْ - એવું ચંચુર્ય આયાત બ્યાંગ્યા
બ્યાંગ્યા આયાત બ્યાંગ્યા

وَمَا مِنْ - એવું ચંચુર્ય આયાત
બ્યાંગ્યા આયાત બ્યાંગ્યા

دَائِيَةٌ فِي أَلَّا رِضٌ أَلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا —(રાહજ-મા'આની)

مَطْرُنَا بِنِوءَ الْفَتْحِ : হযরত আবু হোরাফরা (রা) বৃষ্টি হলে দেখলে বলতেন : **مَا يَفْتَحُ اللَّهُ مِنْ رَحْمَةٍ** আল্লাহ পাঠ করতেন। এতে আরবদের গ্রান্ট ধারণার অভিন্ন রয়েছে। তারা বৃষ্টিকে বিশেষ ধারের সাথে সংজ্ঞায়িত করে বলত, অন্যক ধারের প্রভাবে আবরা বৃষ্টি পেয়েছি। হযরত আবু হোরাফরা বলেন, আমরা **مَا يَفْتَحُ اللَّهُ** আরাতের কারণে বৃষ্টি পেয়েছি। তিনি বৃষ্টির সময় এই আরাতটি ডেজাওয়াত করতেন।—(যুরাজা গাজেক)

**وَإِنْ يُكَذِّبُوكَ فَقَدْ كُذِّبْتُ رُسُلٌ مِّنْ قَبْلِكُوكَ وَلَيَّ اللَّهُ شُرْجَعَهُ
 أَلَا مُؤْزٌ ① يَأْيَهَا النَّاسُ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ فَلَا تَغُرَّنَّكُمُ الْحَيَاةُ
 الدُّنْيَا ۚ وَلَا يَغُرَّنَّكُمْ بِإِلَهِ الْغَرُورِ ۚ إِنَّ الشَّيْطَانَ لَكُمْ عَدُوٌ فَلَا تَخْدُوْهُ
 عَدُوًا وَإِنَّمَا يَدْعُ عَوْاجِزَهُ لِيَكُونُوا مِنْ أَصْحَابِ السَّعْيِ ۚ أَلَّذِينَ
 كَفَرُوا وَلَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ ۚ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّلِحَاتِ كَلُّهُمْ
 مَغْفُرَةٌ وَأَجْرٌ كَبِيرٌ ۚ إِنَّمَنْ زُيْنَ لَهُ سُوءُ عَلِيهِ فَرَاءُ حَسَنًا ۚ فَإِنَّ
 اللَّهَ يُعِظِّلُ مَنْ يَشَاءُ وَيَهْدِي مَنْ يَشَاءُ ۚ فَلَا تَنْدَهِبْ نَفْسَكَ
 عَلَيْهِمْ حَسَرَتْ ۚ إِنَّ اللَّهَ عَلَيْهِ بِمَا يَصْنَعُونَ ۚ**

- (8) তারা বলি আগনাকে মিথ্যাবাদী বলে তবে আগনার পূর্ববর্তী গঞ্জনাকেও তো মিথ্যাবাদী বলা হয়েছিল। আজাহ্‌র প্রতিই আবতীর বিষয় প্রভাবিত ছে।
- (9) হে মানুষ, নিষ্ঠার আজাহ্‌র ওয়াদা সত্ত। সুতরাং পার্থিব জীবন বেন তোমাদেরকে কিন্তুতই ধোকা না দের এবং প্রবক্তক শর্তান বেন আজাহ্‌র নামে তোমাদেরকে শুভারূপা না করে।
- (10) শর্তান তোমাদের শুভ ; অতএব তাকে শুভের প্রশংসন করে। সে তার মনবলকে আহবান করে বেন তারা জাহারায়ী হয়।
- (11) তারা কুকুর করে তাদের জন্য রয়েছে কঠোর জাহান। তার বারা দৈমান জানে ও সৎকর্ম করে তাদের জন্য রয়েছে কঠা ও অহা পুরকোর।
- (12) আকে মন্দকর্ম শোভনীর করে মেধানো হয়, সে তাকে উত্তম মনে করে, সে কি সমান হে মন্দকে জান মনে করে। নিষ্ঠার আজাহ্‌র আকে ইচ্ছা পথচালক করেন এবং আকে ইচ্ছা সংগঠ প্রদর্শন করেন।

সুতরাং আপনি তাদের জন্য অনুভাব করে নিজেকে খৎস করবেন না। মিশ্চিতই আরাহত আমেন তারা শা করে।

তকসীরের সার-সংজ্ঞেগ

[হে পরমপর (সা)], তারা যদি আপনাকে (তওহীদ, রিসালত প্রভৃতি ব্যাপারে) মিথ্যা প্রতিপর করে, তবে (আপনি সেজন্য দৃঢ়বিত্ত হবেন না। কেননা) আপনার পূর্বেও বহু পরমগ্রহকে যিথ্যা প্রতিপর করা হয়েছে। (এক সাম্ভূতি তো এই, বিভীষণ এই যে,) আরাহত দিকেই যাবতীয় বিষয় প্রভাবিত হবে। (তিনি নিজেই সব বুঝে নেবেন। আপনি চিন্তা করবেন কেন। অতপর সাধারণ মানুষকে বলা হয়েছে,) হে মানুষ, **أَنِّي أَلِهٌ تُرْجِعُ الْأَمْوَالَ**— যাকে বিজ্ঞানতের অবর ক্ষেত্রে বিস্ময়বোধ করো না।) আরাহত তা'আমার (এ) ওয়াদা সত্ত্ব। সুতরাং পাথির জীবন যেন তোমাদেরকে ধোকা না দেয়। (এতে যথে হয়ে প্রতিশুভ্র সেদিন সম্পর্কে গাফিল হয়ে যেয়ো না) এবং প্রকঞ্চক শয়তান হেন তোমাদেরকে আল্লাহ সম্পর্কে প্রভাবিত করে না কেনে। তোমরা তার এই প্ররোচনায় বিশ্঵াস করো যা যে, আরাহত আয়াত দেবেন না, যেনন সে বজাত, **وَلَئِنْ رَجَعْتُ إِلَى رَبِّي أَنِّي عِنْدَهُ لَلْحَسْنَى**, এবং শয়তান (যার কথা উপরে উল্লেখ করা হয়েছে, সে) নিশ্চিতই তোমাদের শত্রু। অতএব তাকে শরুই যনে কর। সে তার পজবলকে (অর্থাৎ অনুসারীদেরকে যিথ্যার প্রতি শুধু এ কারণেই) আহবান করে যেন তারা জাহাজারী হয়ে যায়। (সুতরাং) যারা কাফির হয়ে গেছে (এবং শয়তানের প্রভাবগ্রহ হেসে গেছে) তাদের জন্য রয়েছে কঠোর শাস্তি। আর স্বারা ঈয়ান আনে ও সৎকর্ম করে (এবং শয়তানের জাতে আবজ হয় না) তাদের জন্য রয়েছে (গোনাহ থেকে) ক্ষমা এবং (সৎকর্মের কারণে) যেহে পুরকীর। (অতএব এখন দুঃজন কি সমান হতে পারে? অর্থাৎ) যাকে তার মন্তব্য শোনীয় করে দেখানো হয়েছে, অতপর সে তাকে উত্তম যনে করে এবং যে ব্যক্তি মন্দকে অল্প যনে করে, তারা কি সমান হতে পারে? (প্রথমোক্ত ব্যক্তি কাফির, যে শয়তানের প্ররোচনার সত্ত্বকে যিথ্যা এবং ক্ষতিকরকে উপকারী যনে করে এবং বিভীষণ ব্যক্তি সুন্মিত, যে পরমগ্রহগ্রহের অনুসরণ এবং শয়তানের বিহোধিতার কারণে সত্ত্বকে সত্ত্ব, যিথ্যাকে যিথ্যা, ক্ষতিকরকে ক্ষতিকর এবং উপকারীকে উপকারী যনে করে। অর্থাৎ উত্তম সমান হতে পারে না, বরং একজন জাহাজারী, অপরজন জাহাজাতী। সুতরাং তাদের মধ্যে তক্ষণ আছে। যদি অবাক হও যে, বৃক্ষিয়ান মানুষ অসৎকে সৎ কিরাপে ঘনে করতে পারে, তবে এর কারণ এই যে,) আল্লাহ তা'আমা যাকে ইচ্ছা পথপ্রভৃতি করেন (তার ভানবুজি প্লাটেট হ্যান্ড) এবং যাকে ইচ্ছা সৎপথ প্রদর্শন করেন। (ফলে তার উপজাবিধ শিক্ষ থাকে। আরাহত ইচ্ছা অনুষাঙ্গীয় যখন এমন হয়,

তখন) আপনি তাদের জন্য আক্ষেপ করে নিজেকে খৎস করবেন না। (অর্থাৎ মোটেই আক্ষেপ করবেন না—সবর করে বলে থাকুন) আল্লাহ্ তা'আলা তাদের কাজকর্ম জানেন। (সময় এজে বুঝে নেবেন।)

আনুষঙ্গিক উচ্চাব বিষয়

شَرِودٌ لَا يُغْرِيْنَكْ بِاللّهِ الْغَرِورُ । অর্থাৎ অভি প্রবক্ষক। এতে শয়তানকে বোঝানো হয়েছে। তার কাজই মানুষকে প্রতারিত করে কুক্ষর ও গোনাহে লিপ্ত করা। ‘শয়তান যেন তোমাদেরকে আল্লাহ্ সম্পর্কে ধোকা না দেয়’—এর অর্থ শয়তান যেন অন্ধ কর্মকে শোভনীয় করে তোমাদেরকে ভাতে লিপ্ত করে না দেয়। তখন তোমাদের অবহৃত হবে যে, তোমরা পোনাহ্ করার সাথে সাথে মনে করতে থাকবে যে, তোমরা আল্লাহ্‌র প্রিয় এবং তোমাদের শাস্তি হবে না। —(কুরআনী)

فَإِنَّ اللّهَ يُفْلِيْ مِنْ يَشَاءُ وَبِهِدِيْ مِنْ يَشَاءُ ইমাম বগুড়ী হযরত ইবনে আব্বাস থেকে বর্ণনা করেন যে, রসুলুল্লাহ (সা) দোষা করেছিলেন : হে আল্লাহ্ উয়ার ইবনে খাতাব অথবা আবু আইজের যাধ্যমে ইসলামকে শক্তি ও সামর্থ্য দান কর। আল্লাহ্ তা'আলা উয়ার ইবনে খাতাবকে সৎপথ প্রদর্শন করে ইসলামের শক্তিজ্ঞাপে প্রতিষ্ঠিত করে দেন এবং আবু আইজ তার পথপ্রস্তুতার মধ্যেই জুবে থাকে। তখনই আলোচনা আল্লাহটি অবগুর্ণ হয়। —(আবহাবী)

وَاللّهُ الَّذِي أَرْسَلَ الرَّزِيْحَ فَتَبَيَّنَ رَسَابًا فَسَقَنَهُ إِلَيْ بَكَدِيْمَيْتِ
فَأَخْيَنَيَّا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا كَذِيلَ النَّشُونَ مَنْ كَانَ يُرِيدُ
الْعَزَّةَ قَلْثَيَ الْعِزَّةَ جَمِيعًا إِلَيْهِ يَصْعَدُ الْكَلِمُ الطَّيِّبُ وَالْعَلْمُ
الصَّالِحُ يُرْفَعُهُ وَالَّذِينَ يَنْكُرُونَ السَّيِّئَاتِ كَهْمُ عَدَائِ شَدِيْدًا
وَمَكْرُ أُولَئِكَ هُوَ يَبُودُ وَاللّهُ خَلَقَكُمْ مِنْ تَرَابٍ ثُمَّ مَنْ نُظْفَقَ
ثُمَّ جَعَلَكُمْ أَرْوَاجًا وَمَا تَحْسِلُ مِنْ أُثْنَى وَلَا تَضْمُ إِلَّا يُعْلِمُهُ
وَمَا يُعْلِمُ مِنْ مُعْلِمٍ وَلَا يُنْفَصِّ مِنْ عُمْرٍ هَلَا فِي كِتَابٍ مِنْ ذَلِكَ

عَلَّهُ اللَّهُ يَسِيرٌ ۝ وَمَا يَسِيرُوا إِلَّا هُنَّ فِي أَذْرَقٍ
شَرَابٌ مَّوْهُدًا إِلَّا جَاءَهُ ۝ وَمَنْ كُلَّ تَأْكُونَ لَهُ مَحَاجِرٌ ۝ وَتَشَرُّجُونَ
حَلِيلَةٌ تَلْبِسُونَهَا ۝ وَنَرَّى الْفُلْكَ فِيهِ مَوَاحِرٌ لَتَبَتَّغُوا مِنْ فَضْلِهِ
وَلَعَلَّكُمْ تَشَكُّرُونَ ۝ يُولِيْجُ الْيَوْلَى فِي النَّهَارِ ۝ وَيُولِيْجُ النَّهَارَ فِي الْيَوْلَى
وَسَخَرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ ۝ كُلُّ يَجْرِنَ لِأَجِلٍ مُّسَمٍّ ۝ ذَلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمْ
لَهُ الْمُلْكُ ۝ وَالَّذِينَ تَذَعُّنَ ۝ مَنْ دُونِهِ مَا يَمْلِكُونَ ۝ مَنْ
فَطَيِّبَ ۝ إِنْ تَذَعُّهُمْ لَا يَسْعَوْهُمْ دُعَاءُكُمْ ۝ وَلَوْ سَمِعُوا مَا اسْتَجَابُوا لَكُمْ
وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكْفُرُونَ بِيَشْرِيكُمْ ۝ وَلَا يُنِيبُكُمْ ۝ وَلَلَّهُ خَيْرٌ ۝

- (٩) আজাহ্‌ই বাসু প্রেরণ করেন, অতপর সে বাসু মেমদোলা সঞ্চালিত করে। অতপর আমি তা শৃঙ্খল-ব্যান্ডের দিকে পরিচালিত করি, অতপর তোমরা সে শৃঙ্খলকে তার মৃচ্ছুর পর সংজীবিত করে দেই। এখনিষ্ঠাবে হবে পুনরুদ্ধারণ। (১০) কেউ সম্মান ঢাইমে জেনে রাখুক সমস্ত সম্মান আজাহ্‌ই জন। তাঁরাই দিকে তোমাদের করে সহবাক এবং সৎকর্ম তাকে তুলে নেও। ধারা যদি কার্বের ঢঙাতে জাপে থাকে, তাদের জন্য রয়েছে কাঠোর পাতা। তাদের ঢঙাত বার্ষ হবে। (১১) আজাহ্‌ তোমাদেরকে সুটিটি করেছেন গাঁটি থেকে, অতপর বীর্য থেকে, তারপর করেছেন তোমাদেরকে শুগল। কোন নারী পর্যবেক্ষণ করে না এবং সম্মান প্রসব করে না; কিন্তু তাঁর কান্দালারে। কোন ব্যক্তি বস্তি পাই না এবং তার ব্যস্তি হুস পাই না; কিন্তু তা লিখিত আছে কিভাবে। বিশ্বে এটা আজাহ্‌র পক্ষে সহজ। (১২) দুটি সমৃষ্টি সম্মান হয় না—একটি ঘিঠ্টা ও শৃঙ্খলবিদ্যারক এবং অপরটি জোনা। উভয়টি থেকেই তোমরা তাজা পোশ্চত (মৎস) আহার কর এবং পরিখাবে ব্যবহার গয়নাপাতি আহরণ কর। সুযি তাতে তার বুক ঠিরে জাহাজ ঢঙাতে দেখ, আতে তোমরা তার অনুগ্রহ অন্দেরণ কর এবং আতে তোমরা ক্রতজ্জ্বলা প্রকাশ কর। (১৩) তিনি রাত্তিকে দিবসে প্রবিল্প করেন এবং দিবসকে রাত্তিকে প্রবিল্প করেন। তিনি সুর্য ও চন্দকে কাজে নিয়োজিত করেছেন। প্রত্যেকটি আবর্তন করে এক নিদিষ্ট যোগাদ পর্যন্ত। ইনি আজাহ্‌, তোমাদের পাইনকর্তা, সায়জা; তাঁরাই। তাঁর পরিবর্তে তোমরা আদেশকে তাক, তারা কৃষ খেতুর আঁচিরও অধিকারী নহ। (১৪) তোমরা তাদেরকে কাকলে তারা তোমাদের

সে ভাক হলে না। শুনেও তোমাদের ভাকে সাড়া দেয় না। কিয়াতের দিন তারা তোমাদের বিরক অঙ্গীকার করবে। বন্ধুত্ব আল্লাহর ন্যায় তোমাকে কেউ অবহিত করতে পারবে না।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

আল্লাহ (এমন সকল যে, তিনিই বৃষ্টির পূর্বে) বাস্তু প্রেরণ করেন, অতপর বাস্তু যেহেতু আলাকে চালিয়ে নিয়ে যায়। (সুরা রামে এর অবস্থা বিধিত হয়েছে)। অতপর আমি যেহেতু আলাকে তৎ ভূ-খণ্ডের দিকে পরিচালিত করি (কলে সেখানে বৃষ্টিপাত্ত হবে)। অতপর আমি তশ্বারা (অর্থাৎ বৃষ্টির পানি দ্বারা) ভূ-খণ্ডকে (উত্তিন দ্বারা) সজীবিত করি। (ভূ-খণ্ডকে যেমন তার উপরুক্ত জীবন দান করি) তেমনি-ভাবে (কিয়াতে যান্মুহৰ) পুনরুদ্ধান হবে। (অর্থাৎ তাদের উপরুক্ত জীবন তাদেরকে দান করা হবে)। এখানে তুচ্ছনাম অভিজ্ঞ বিষয় হচ্ছে, উভয়ের মধ্যে একটি জনপ্রাণ্পন্থ বৈশিষ্ট্য কিনিয়ে আনা। ভূ-খণ্ডের মধ্যে উত্তিনের ক্রমবিকাশ কিনিয়ে আনা হয়, আর মানব দেহে কিনিয়ে আনা হয় আছা। তওহীদের প্রয়োগ প্রসঙ্গে হার্দিক ও নশেরের এই বিষয়বস্তু বিধিত হয়েছে। এই পুনরুদ্ধানের সাথে সজ্ঞিসম্পন্ন আরেকটি বিষয় এই যে, কিয়াতে যখন জীবিত হতে হবে, তখন সেখানকার জাহান ও অব-যাননা থেকে আল্লাহকার চিঠ্ঠা করা প্রয়োজন। এ ব্যাপারে মুশ্রিকরূ শর্তাবের ধৰ্মকার পত্তে অহত নিয়ম মুক্তিকে সম্মান জাতের উপর ছির করে রেখেছিল। তারা বলত, ﴿إِنَّمَا يُعَذَّبُ الظَّالِمُونَ﴾— অর্থাৎ এরা সর্বাবস্থায় আল্লাহর নিকট আমাদের সুপারিশকারী—জাগতিক প্রয়োজনেও এবং কিয়াতে কিছু হলে পরকালীন মুক্তির জন্যও। সুরা যারিয়ে আল্লাহ বলেন, ﴿لَيَكُونُ نَوْءًا مِّنْ دُونِ اللَّهِ أَلِلَّهٌ أَكْبَرٌ﴾— এ সম্পর্কে ইব্রাহিম হয়েছে।) যে বাস্তি (পরকালে) সম্মান কামনা করে (পরকাল নিশ্চিত বিধান এমন কামনা করা আবশ্যিকও বটে—তার উচিত আল্লাহর কাছে সম্মান প্রার্থনা করা। কেননা) সমস্ত সম্মান (সত্ত্বাগতভাবে) আল্লাহরই। (অন্যদের সম্মান অসত্ত্বাগতভাবে হবে থাকে। অসত্ত্বাগত বিষয় সর্বদা সত্ত্বাগত বিষয়ের মুখাপেক্ষ হয়। সুতরাং সম্মানের ব্যাপারে সবাই আল্লাহর মুখাপেক্ষ। বন্ধুত্ব আল্লাহর কাছ থেকে সম্মান জাতের পক্ষ হল কথার ও কাজে তাঁর আনুগত্য করা। আল্লাহ, তাই গৃহ্ণ করেন। সেমতে) সংবাক্য তাঁর কাছে পৌছে (অর্থাৎ তিনি তা কল্পন করেন) এবং সংকর্ম তাকে পৌছায়। (সংবাক্য বলে কলেমায়ে তওহীদ ও আল্লাহর যিকির-আবকার এবং সংকর্ম বলে আত্মিক বিষ্ণাস এবং প্রকাশ ও অপ্রকাশ সাধুকর্থকে বোঝাবো হয়েছে। সুতরাং যর্থাৎ নীড়াল এই যে, কলেমায়ে তওহীদ ও যিকির-আবকারকে আল্লাহর কাছে প্রহণীয় করার উপায় হচ্ছে

সৎকর্ম। এখানে মূলত প্রাণীর হওয়া ও পূর্ণরূপে প্রাণীর হওয়া উভয়টি বোধান্বয় হয়েছে। সেগুলো শাব্দীর সৎকর্ম প্রাণীর হওয়ার অন্য মূলত আকৃতিক বিবৰণ ও ইশান অপরিহার্য শর্ত, এছাড়া কোন বিকিরণ প্রাণীর নয়। প্রজাতিরে সৎকর্ম পূর্ণ-রূপে প্রাণীর হওয়ার অন্যান্য সৎকর্ম শর্ত, সাধারণতাবে হওয়ার অন্য শর্ত নয়। কেবল কাসিক বাণি সৎকর্ম বললে ভাগ প্রাণীর হয়, কিন্তু পূর্ণরূপে প্রাণীর হয় না। সুভ্রাং এভালো বধন আলাহর পক্ষনীয়, তধন বে বাণি এভালো অবলম্বন করবে, সে সত্ত্বান জাত করবে।) আর সারা (এর বিপরীত পক্ষ অবলম্বন করে আগনীর বিরোধিতা করছে, যা আলাহ, তা'আলাহই বিরোধিতা এবং আগনীর বিরুদ্ধে) যক্ষ-কার্যের চক্রান্তে লেপে আছে, তাদের অন্য রয়েছে কঠোর শাস্তি। (এ শাস্তি তাদের জাতীয়নার কারণ হবে। তাদের অনিযিষ্ট মৃত্যি তাদেরকে মোটেই সত্ত্বান দিতে পারবে না। বরং উল্লেষ্ট তাদের বিরুদ্ধে চলে থাবে। আলাহ তা'আলা সুরা মাদিলমে বলেন,

ଗର୍ବକାମର ଶବ୍ଦରେ ତାମିଲାଙ୍କ ହବେ ତାମିଲାଙ୍କ ସିକ୍ଷାନ୍ଦ୍ରାଜାଙ୍କ ପଦାର୍ଥରେ ଯିକୁଣ୍ଠାନ୍ତିରିତାରେ ଯିକୁଣ୍ଠାନ୍ତିରିତାରେ ଯିକୁଣ୍ଠାନ୍ତିରିତାରେ ଯିକୁଣ୍ଠାନ୍ତିରିତାରେ

۱۰- الَّذِي أَرْسَلَ
کھتی۔ دُنیو اور کھتی ائے ہوئے،) ڈامز کے چڑھتے ہارہ ہوئے۔ (آرٹھ ڈارا گرتے
سکھ ہوئے میں । بخوبی ڈائی ہو رہے ہیں । ڈارا یسلا مکے میٹی پر دیتے چڑھا ہیں کیون
میڈیا ہی میٹے گئے ہیں । اٹا ہیں بخوبی ڈارا ہاں । آٹپر ڈارا ڈوڈیسے کے نیکوں^{۱۰}
بچھتے ہوئے । آرٹھ ڈارا کو دیکھا گیا، اکٹھا

आपाते व्याप्त हर्रेहे । उगोहीद डापनकाऱ्ही विलीव वहिःप्रकाश एই ये,) आलाह् ता'आज्ञा डोमादेरके (अर्धां डोमादेर मूळ आदयके) मुत्तिका थेके, अंतपर (पुरोपुरिष्ठावे) वीर्य थेके सुल्टि कर्रेहेन । अंतपर डोमादेरके युगल (अर्धां किछु पुरुष ओ किछु श्री) सुल्टि कर्रेहेन । (ए हजेर ताँर कुदरत । एधन तान देख—) कोन मारी गर्जाराल कर्रे ना एवं सकान गसव कर्रे ना ; किन्तु सबहै ताँर तात्सारे हर । (अर्धां तिनि पूर्व थेके सब तात्त थाकेन । अनुजप्रभावे) कारण बरस बेलि (निर्धारण) कर्रा हर ना एवं कारण बरस कम (निर्धारण) कर्रा हर ना, किन्तु सबहै जाऊहे याहूक्त्वे तिखित थाके । (आलाह् ता'आज्ञा शीघ्र आपि तान अनुज्ञावी ता तिप्रिवक कर्रे दिल्लेहेन । एजन्य आश्चर्यवोध कर्रो ना ये, संघटित हउवार पूर्वे सब घटना किलापे निर्धारण कर्रा सक्तवपर हर ? केमना) एठा आला-हूर जन्य सहज । (कारण, ताँर सत्तागत तानेर आওतार अडीत ओ भविष्यत यावतीर घटना एकहीरापे विद्यायान रुरेहे । अंतपर कुदरतेर आरां दजीज शोन ; पानि एकही उपादान सहेतु ताते वित्तिर दूषि शकार सुल्टि कर्रा हर्रेहे ।) दूषि समृद्ध सम्मान नर, (वरं) एकठि यिठा डुका निबारक, (हाद्यप्राणी हउवार कारपे) सुपेह एवं अपग्राहि लोना, थर । (एठिओ कुदरतेर अकिनव वस्तु । आरां कठक दजीज कुदरत डापनकाऱ्ही हउवार साथे साथे निवायतु डापन कर्रे । उदाहरणेत

तोमरा ग्रन्तीक दरिया थेके (महस्य शिकाव करले, तार) तारा गोल्ड आहार करले एवं परमा (अर्धां घोडी) वेऱे करले, वा तोमरा परिधान करले। (हे सज्जाखित वातिल,) तुम्ही देख ये, आहाज्जन्मलो पानिर बुक ठिरे ताते ठाकेरा करले, वाते तोमरा (एदेव साहाय्ये सकाव करले) आज्ञाहूर रिहिक अल्लेखण करले एवं (रिहिक अल्लेखण करले आज्ञाहूर) छुटक्टा प्रकाश करले। (इच्छा आरत वह निरामण रवऱ्येहे। वेमन,) तिनि रातिके (अर्धां तार अंशके) दिवसेव यावे (अर्धां तार अंशेव मावे) तुकिये देन एवं दिवसके रातिर याद्ये चोकान। (एते दिवारातिर छास-हळी सल्लिखित उपवासिता असित हरले। आरत निरामण एই ये,) तिनि सूर्य ओ चन्द्रके काजे निरोधित करलेहेन। ग्रन्तीकां निलिंग येवाद (किझामणि) पर्वत आवर्तन करले। तिनिही आज्ञाहूर (यार एই अवस्था) तोमादेव पाजनकर्ता। साम्राज्य तारहै तार गविरवर्ते तोमरा यादेवके डाक, तारा तुम्ह देव्युर औष्टी परिमाण रुमतांड राखे ना। (जड उपासादेव मध्ये बागाराटी सुल्लिंग : वेसव उपासा प्राणी ताराओ सरासारी ओ संतागतावै क्षमतायां अधिकारी नमः। तादेव अवस्था एই ये,) तोमरा तादेवके आहवान करले (एकेतो) तारा शोने ना। (जड उपासादेव मध्ये शोनार शोणाताई नेहे। प्राणीरा यारा गेजे तादेव श्रवण अळूरी ओ याची नम—आज्ञाहूर इच्छा करले उनिये देन, इच्छा ना करले शोनान ना।) यदि शोनेव नेत, तबे तोमादेव ताके साडा देव ना। किझामणि दिन तारा तोमादेव शिरक असीकाव करलेव।

(वेमन, एक आवाते आहे— مَا كَانُوا أَيْمَانِي بِعِدْ وَ نَ — आयि वा व्यजेहि, वाते सद्देहेव अवकाश नेहे। केवला आयि सत्यासद्योऽग्ने धर्म धरव राखि। अतएव) धर्मरादीर आज्ञाहूर नायाव तोमाके केउ अवहित कराते पारवे ना। (सुतरां आहार वज्राया सर्वाधिक निष्ठूर्)।

सामुदायिक वातवा विषय

لَهُ يَمْدُدُ الْكَلْمُ الطَّيِّبُ وَالْعَمَلُ الصَّالِحُ يَرْفَعُ

हमेहे ये, केउ सत्यान ओ क्षमता कामना करले तार जेने राखी उठित ये, ता आज्ञाहूर व्यातीत अन्य कारण याद्ये नेहे। तारा यादेवके उपासा साव्यात्त करलेहे अवस्था सत्यान, पाओराव आशाय यादेव साथे व्युत्त यापन करले रेखेहे, तारा काउके सत्यान दिते गारे ना। आजोत्य आवाते आज्ञाहूर ताआजार निकट थेके सत्यान ओ क्षमता लाडेव पक्षा वाणित हमेहे। एই पक्षाव सूष्टि अंशेव प्रहराति हमेहे संवादी अर्धां कलेमाये ताओहीद एवं आज्ञाहूर सज्जा ओ शुभावलीर तान। आर विभीत अंश संहकर्म। अर्धां अतरे विवास यापन करला एवं तुदनुवाही शरीरात्तेर अनुसरणे कर्म सम्पादन करला। हयरात शाहू आवूजूल कादिर (र) 'मुयेहम कोरआने' वजेन, सत्यान लाडेव एই व्यवस्थापात्र सम्पूर्ण निष्ठूर ओ गरीकित। तबे शर्त एই ये, आज्ञाहूर

যিকির ও সৎকর্ম ব্যারীভি হালী হতে হবে। নিমিষ্ট সমসীয়া পর্বত হালীভাবে এই যিকির ও সৎকর্ম করলে আলাহ তা'আলা তাকে ইহ ও গর্কাজে অক্ত ও অঙ্গনীয় সম্মান দান করেন।

আলোচ্য আলাতে এই সূর্ণি অংশ ব্যক্ত করার অন্য বলা হয়েছে : সৎবাক্য
আলাহুর দিকে আরোহণ করে এবং সৎকর্ম তাঁকে পৌছাই। **العمل الصالح يرتفع إلى ربكم**
বাকের ব্যক্তিগত প্রকরণে কষেকষি সঞ্চাল্যতা বিদ্যমান হয়েছে এবং প্রাণক সঞ্চাল্য-
তাৰ দিক দিয়ে বাকের ডিম ডিম অর্থ হয়ে থাকে। তক্ষসীরবিদগ্ধ এসব সঞ্চাল্যতাৰ
প্রেক্ষাপটে এৱ ডিম ডিম তক্ষসীর করেছেন। তক্ষসীরের সার-সংজ্ঞেপে প্রথম সঞ্চালনা
অনুশাস্তি তরজমা কৱা হয়েছে যে, সৎবাক্য আলাহুর দিকে আরোহণ কৱে, কিন্তু তাৰ
উপায় হয় সৎকর্ম। হয়রত ইবনে আবুাস, হাসান বসরী, ইবনে জুবায়ের, মুজাহিদ,
বাহহাক শহুর ইবনে হাওশব প্রমুখ অধিকাংশ তক্ষসীরবিদগ্ধ এ অর্থই প্রাপ্ত কৰেছেন।
তাঁৰা বলেন, আলাহুর দিকে আরোহণ কৱা ও কৱানোৱ অর্থ আলাহুর কাছে কৃত
হওয়া। তাই এ বাকের সারমৰ্ম এই যে, কৱেয়াৱে তওহীদ হোক অথবা অন্য কোন
যিকির-তসবীহ-ই হোক—কোনাটিই সৎকর্ম ব্যক্তিগ্রেকে আলাহুর দৱৰাবে কৃত হয়
না। সৎকর্মের প্রথম অংশ হচ্ছে আধিক বিদ্যাস। অর্থাৎ আলাহ ও তাঁৰ তওহীদে
বিদ্যাস স্থাপন কৱা। এতি বাস্তীত কৱেমা ‘জা-ইলাহা ইলাহাহ’ কিংবা অন্য কোন
যিকির শক্তবৃত্ত বৰ।

সৎকর্মের অন্যান্য অংশ হচ্ছে মারাম, রোষা ইত্যাদি সম্পাদন এবং হারাম ও
মকরাহ কৰ্ম বৰ্জন। এসব কৰ্মও পূর্ণরূপে কৃত হওয়া শৰ্ত। অন্তএব, যে ব্যক্তি
অন্তৱে সৈয়দন ও বিদ্যাস রাখে না, সে মুখে যতই কৱেয়াৱে তওহীদ উচ্চারণ কৱক—
আলাহ তা'আলাৰ কাছে কিছুই কৃত হবে না। পক্ষান্তৱে যে ব্যক্তি অন্তৱে সৈয়দন
ও বিদ্যাস রাখে, কিন্তু অন্যান্য সৎকর্ম সম্পাদন কৱে না অথবা তালে ঝুঁতি কৱে,
তাৰ যিকির ও কৱেয়াৱে তওহীদ সম্পূর্ণ বিনষ্ট হবে না, বৱে সে চিৰকাজীন আয়াৰ
থেকে মৃত্যি পাৰে এবং সে পরিপূর্ণ কৰুণিয়ত জাত কৱতে পাৰবে না। ফলে সৎকর্ম
বৰ্জন ও ঝুঁতি পৰিমাণে আয়াৰ ভোগ কৱে।

এক হামীসে রসুলুলাহ (সা) বলেন, আলাহ তা'আলা কোন কথাকে কাজ
হাত্তা এবং কোন কথা ও কাজকে নিয়ন্ত হাত্তা এবং কোন কথা, কাজ ও নিয়ন্তকে
সুৰত অনুশাস্তি না হওয়া পৰ্বত কৃত কৱেন না—(কুরআনী)

সুতৰাং বোৰা হচ্ছে যে, যে কোন কাজ সুৰত অনুশাস্তি হওয়া তা পূর্ণরূপে
কৃত হওয়াৰ শৰ্ত। কথা, কৰ্ম ও নিয়ন্ত প্রত্যুতি ঠিক হওয়াৰ পৰি যদি কৰ্মপথ
সুৰত মৃত্যুবিক না হয়, তবে সেকোন পূর্ণরূপে কৃত হবে না।

কোন কোন তক্ষসীরকাৰ উপরোক্ত বাকের ব্যক্তিগত অকৰণ এই বলেছেন যে,
عمل صالح يرتفع إلى ربكم ইচ্ছেৰ ক্লম ত্ৰিপূর্ণ ফাল হচ্ছে এবং

অন্তএব অর্থ এই যে, সৎকর্মে সৎকর্মকে আরোহণ করার ও পৌছার। অর্থাৎ কবৃজ-
যোগ করে। এটা প্রথম অর্থের সম্পূর্ণ বিপরীত। এর সারমর্ম এই হবে যে, যে
ব্যক্তি সৎকর্মের সাথে বেশি পরিমাণে আলাদ্বার শিকিরণ করে, তার এই যিকির তার
কর্মকে সুশোভিত সুসর ও কবৃযোগ করে ভোজে।

বাস্তব সত্য এই যে, কলেজায়ে তাত্ত্বিক ও তাত্ত্বিক যেমন সৎকর্ম ব্যাপীত যথেষ্ট
নয়, তেমনি সৎকর্ম এবং আলাদ্বার হকুম-আহকাম ও নিষেধাজ্ঞাসমূহ যেনে চোড়াও
যিকির ব্যাপীত ছুটে উঠে না; প্রচুর যিকিরই সৎকর্মকে পোড়নোর ও প্রহণযোগ করে
থাকে।

وَمَا يَعْمَرُ مِنْ مَدْرَسٍ وَلَا يَنْقُصُ مِنْ سِرِّهِ أَلَا فِي كِتَابٍ

তৃকসীরবিসের যতে এ আলাদের অর্থ এই যে, আলাদ্বার তা'আলা যাকে দীর্ঘ জীবন
দান করেন, তা পুর্বেই লঙ্ঘে যাহকুবে লিখিত রয়েছে। অনুবাপ্তিক্রমে জীবনও
পূর্ব থেকে লঙ্ঘে যাহকুবে লিপিবদ্ধ থাকে। যার সারমর্ম দাঁড়াজ এই যে, এখানে
ব্যক্তিবিশেষের জীবনের দীর্ঘতা বা দুর্বতা বোঝানো উদ্দেশ্য নয়। বরং গোটা মানব-
জাতি সমর্কে আলোচনা করা হয়েছে যে, তাদের কাউকে দীর্ঘ জীবন দান করা হয়
এবং কাউকে তার চেয়ে কম। ইবনে কাসীর হস্তান্ত ইবনে আবাস থেকে এই
তৃকসীর বর্ণনা করেছেন। জাসাস, হাসান বসন্তী ও শাহ্শাহ প্রযুক্তের মতও তাই।
কেউ কেউ বলেন, যদি আলাদের অর্থ একই ব্যক্তির বরসের হ্রাসবৃক্ষ ধরে রেওয়া
যাব. তবে বরস হ্রাস করার উদ্দেশ্য এই যে, প্রত্যেক ব্যক্তির বরস আলাদ্বার তা'আলা
যা লিখে দিয়েছেন, তা বিশিষ্ট কিন্তু এই নিষিদ্ধ বয়ক্রম থেকে একদিন অতিবাহিত
হলে একদিন হ্রাস পাব, দু'দিন অতিবাহিত হলে দু'দিন হ্রাস পাব। এয়নিভাবে
প্রতিটি দিন ও প্রতিটি নিঃব্রাস তার জীবনকে হ্রাস করতে থাকে। এই তৃকসীর
শা'বী, ইবনে ফুরাইর, আবু মালিক, ইবনে আতিয়া ও সুন্দী থেকে বলিত আছে।
—(রাহত শা'আলী) এ বিবৰণবক্তি নিষেধাজ্ঞ করিজায় বাস্ত করা হয়েছে :

حِبَا تَكَ أَنْفَاسٌ تَعْدُ فَلَمَّا - مَعْنَى نَفْسٍ مِنْهَا أَنْتَقَصَتْ بَعْضُهُ

অর্থাৎ তোমার জীবন শুধুমাত্র কয়েকটি নিঃব্রাসের মাম। কাজেই অধনই একটি
হ্রাস বিস্ত হয়ে যাব, জীবনের একটি অংশ হ্রাস পাব।

এ আলাদের তৃকসীর প্রসঙ্গে ইবাব নাসাই বলিত হস্তান্ত আনাস ইবনে
সুলাম (সা) বলেন, **مَنْ سِرِّ أَنْ يُبَسِّطَ لَهُ فِي رَزْقِهِ أَلَا فِي أَنْفَسِهِ أَنْ يُنْسَى فِي أَنْفَسِهِ** এবং
যাকি তার রিয়িক প্রশংস ও জীবন
দীর্ঘ হোক তার উচিত আভিজ্ঞ-বজ্জননের সাথে সহযোগ করা।” বুদ্ধাবী, মুসলিম
ও আবু মাউদেও এই হাসাস বলিত আছে। এই হাসাস থেকে বাহ্যত জানা যাব যে,

আক্ষীর-জ্ঞানের সাথে সংযোগের ফলে জীবন দীর্ঘ হয়। কিন্তু অগ্র এক হাদীস এবং উদ্দেশ্য পরিষ্কার করে দিমেছে। হাদীসটি এই :

“ ইবনে আবী হাত্তের রেওয়ায়েতে হস্তরত আবু দ্বারাদা (রা) বলেন, আমরা রসুলুল্লাহ (সা)-র সাথে এ বিশেষ আলোচনা করলে তিনি বলেন, (যদিস তো আজ্ঞাহু তাঁ আজ্ঞার কাছে একই বলে নির্দিষ্ট ও অবধারিত) নির্দিষ্ট সে মেরাম পূর্ণ হয়ে গেলে কাউকে এক মৃহূর্তও অবকাশ দেওয়া হয় না। তবে জীবন দীর্ঘ হওয়ার অর্থ এই যে, আজ্ঞাহু তাঁ আজ্ঞা তাকে সৎকর্মপরায়ণ সন্তান-সন্তান দান করেন। তারা সে বাকির জন্য দোষা করতে থাকে। সে আর থাকলেও কবরে তাদের দোষা সেতে থাকে। (অর্থাৎ মৃত্যুর পরও সে জীবিতাবস্থার নাময় ফাইদা লাভ করতে থাকে। ফলে তার বয়স মেন বেড়ে গেল। ইবনে কাসীর উভয় রেওয়ায়েত বর্ণনা করেছেন।) সারুকথা, যে সব হাদীসে কোন কোন কর্ম সম্পর্কে বলা হয়েছে যে, এভাবে সম্পাদন করলে বয়স বেড়ে যাব, সেগুলোর অর্থ বয়সের বরকত ও কল্যাণ পুর্ণি পাওয়া।

وَمِنْ كُلِّ تَأْكِلُونَ لَهُمَا طَرِيْفٌ وَتَسْتَخْرِجُونَ حِلْقَةً تَلْبِسُونَهَا

অর্থাৎ জোনা ও মিঠা উভয় দরিয়া থেকে তোয়রা তাঁরা পোশত অর্থাৎ মৎস্য ধাতুর জন্য পাও। আরাতে মৎস্যকে পোশত করে অতিথিত করার স্থৈ ইলিত পাওয়া যাব যে, মৎস্য আপনা-আপনি হাতাল পোশত—একে বলেহ করার প্রয়োজন হয় না। ছল-ভাগের অন্যান্য ঘট এর বিপরীত। সেগুলো বলেহ না করা পর্যন্ত হাতাল হয় না। যাহের বেতার এটা শর্ত নয় বিধায় তা খেন তৈরি সেশন। শব্দের অর্থ গয়না। এখানে যোতি বোকানো হয়েছে। আরাত থেকে জানা খেল যে, যোতি বেদন জোনা দরিয়ার পাওয়া যাব তেমনি মিঠা দরিয়াতেও পাওয়া যাব। অথচ প্রসিদ্ধ ও সুবিদিত যত এই যে, যোতি জোনা দরিয়াতেই উৎপন্ন হয়। সত্য এই যে, উভয় প্রকার দরিয়াতে যোতি উৎপন্ন হয়। কোরআনের তাৰা থেকে তাই জোনা যাব। তবে মিঠা দরিয়াতে কয় এবং জোনা দরিয়াতে অনেক বেশি উৎপন্ন হয়। এতেই শ্যাত হয়ে গেছে যে, যোতি কেবল জোনা দরিয়াতেই পাওয়া যাব।

تَلْبِسُونَهَا

শব্দে পুঁজিজ ব্যবহার হওয়ার ইলিত পাওয়া যাব যে, যোতি ব্যবহার করা পুরুষদের জন্যও জারোয়। কিন্তু বর্ষ-বৌগ্য অঞ্চলকারীদের ব্যবহার করা পুরুষদের জন্য জারোয় নহ।—(ঝাহজ মাজানী)

إِنْ تَدْعُوهُمْ لَا يَسْمَعُونَ دُعَاءَكُمْ وَلَوْ سِمِعُوا مَا أَسْتَجَابَ بِوَالْكِبْرِ

অর্থাৎ তোয়রা যে সমস্ত মৃতি, বক্ষক মৰী ও কেরেশতার পূজা কর, বিগ্ন শুভ্রে

ଭାଦ୍ରେରକେ ଆହ୍ଵାନ କରିଲେ ପ୍ରଥମ ତାରା ଶୁଣିଲେ ପାରିବେ ନା । କେନମା ମୁଣ୍ଡର ମଧ୍ୟେ
ଅବସେର ଯୋଗାତାଇ ନେଇ । ନବୀ ଓ କେରେଖାଗେର ମଧ୍ୟେ ଯୋଗାତା ଥାକିଲେ ଓ ତାରା ସର୍ବଜ ବିଦ୍ଯା-
ମାନ ନର ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକର କଥା ଶୁଣେ ନା । ଅତପର ବଳା ହସେଇ, କେରେଖା ଓ ନବୀ
ହଦି ଧରେ ନେଉରାର ପର୍ଯ୍ୟାପେ ଶୁଣେଓ, ତବେ ତାରା ତୋମଦେର ଆବେଦନ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରାର କ୍ଷମତା ଦ୍ୱାରେ
ନା । ଆଜାହ ତା'ଆଜାର ଅନୁମତି ବ୍ୟାତିରେକେ ତାରା ଡାର କାହେ କାରାଓ ଜନ୍ୟ ସୁଧାରିଲେ ଓ
କରଣେ ପାରେ ନା ।

ମୃତ୍ୟୁର ପ୍ରବଳ ସମ୍ପଦିତ ଆଜୋଚନା ପୂର୍ବେ ହସେ ଗେଛେ । ଆଜୋଚ ଆଜୀବନ ତାର
ପକ୍ଷେ ଓ ନର—ବିପକ୍ଷେ ଓ ନର । ସୁରା ଜାମେ ଏହି ଆଜୋଚନାର ବିଜ୍ଞାନିତ ପ୍ରଯାଗାଦି ବାଣିଜ
ହସେଇ ।

يَا أَيُّهَا النَّاسُ أَنْتُمُ الْفُقَرَاءُ إِلَّا اللَّهُ وَاللَّهُ هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ^①
إِنَّ يَسَايُدُهُمْ كُمْ وَ يَأْتِ بِخَلِقٍ جَلَابِيدٍ^② وَمَا ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ بِعَزَّ ذِيْرٍ^③
وَلَا تَزِنْ وَازْرَةً وَزَرَ أُخْرَى وَلَا تَنْدِعْ مُشَكَّلَةً إِلَّا حِمْلَهَا لَكَ
يُمْكِلُ مِنْهُ شَيْءٌ وَلَوْكَانَ ذَا قُرْبَى إِنَّمَا تُشَذِّرُ الظَّاهِرُونَ يَخْشَوْنَ
رَبَّهُمْ بِالْغَيْبِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَمَنْ تَرَكَ فَإِنَّمَا يَتَرَكَ لِنَفْسِهِ
وَلَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ الْمَصِيرُ^④ وَمَا يَسْتَوِي الْأَعْنَى وَالْبَصِيرَةُ^⑤ وَلَا
الظُّلْمِيتُ وَلَا التُّورُ^⑥ وَلَا الظُّلْلُ وَلَا الْحَرُوزُ^⑦ وَمَا يَسْتَوِي الْأَحْيَاءُ
وَلَا الْأَمْوَاتُ^⑧ إِنَّ اللَّهَ يُسْمِعُ مَنْ يَشَاءُ وَمَا أَنْتَ بِمُسْمِعٍ مَّنْ فِي
الْقُبُورِ^⑨ إِنَّ أَنْتَ إِلَّا نَذِيرٌ^⑩ إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ بِالْحَقِّ بَشِيرًا وَنَذِيرًا
وَإِنَّ مِنْ أَمْثَالِ الْأَخْلَافِ^{۱۱} هِيَ نَذِيرٌ^{۱۲} وَإِنَّ يَكْتُبُوكَ فَقَدْ كَذَبَ
الَّذِينَ^{۱۳} مِنْ قَبْلِكُمْ جَاءُ شَهَمَ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ وَبِالزَّبِيرِ وَبِالْكِتَبِ^{۱۴} الْمُغَيِّرِ^{۱۵}
ثُمَّ أَخْدَثُ الَّذِينَ كَفَرُوا فَكَيْفَ كَانَ نَجِيرُ^{۱۶}

(১৫) হে মানুষ, তোমরা আল্লাহ'র গমধূম। আর আল্লাহ, তিনি অভাবমুক্ত, প্রবংশিত। (১৬) তিনি ইছ্হা করলে তোমাদেরকে বিজুল্প করে এক মজুন সৃষ্টির উত্তর করবেন। (১৭) এটা আল্লাহ'র পক্ষে কঠিন নয়। (১৮) কেউ অপরের বোকা বহন করবে না। কেউ যদি তার শুরুতার বহন করতে অন্যকে আহবান করে কেউ তা বহন করবে না—যদি সে নিকটবর্তী আঙুরও হয়। আপনি কেবল তাদেরকে সতর্ক করবেন, যারা তাদের পাতামকার্ডকে না দেখেও করে করে এবং নামাব কানোম করে। যে কেউ নিজের সংশোধন করে, সে সংশোধন করে, কল্পাণের অন্য। আল্লাহ'র নিকটবর্তী সকলের প্রত্যাবর্তন। (১৯) সৃষ্টিমান ও সৃষ্টিহীন সহান নয়। (২০) সহান নয় আক্ষরার ও আলো। (২১) সহান নয় ছায়া ও তপ্তজ্বরোদ। (২২) আরও সহান নয় জীবিত ও মৃত। আল্লাহ প্রক্ষেপ করান যাকে ইছ্হা। আপনি করবে পাঞ্চাত্যদেরকে তুনাতে সজ্জ নন। (২৩) আপনি তো কেবল একজন সতর্ককারী। (২৪) আমি আপনাকে সত্তাধর্মসহ পাঞ্চাত্যের সংবাদমাত্তা ও সতর্ককারীরূপে। এমন কোন সম্মুদ্দার নেই যাতে সতর্ককারী আসেনি। (২৫) তাঁরা যদি আপনার প্রতি বিখ্যাতোপ করে, তাদের পূর্ববর্তীরাও যিখ্যাতোপ করেছিল। তাদের কাছে তাদের রহস্যগুল লালং নিষ্পর্ণ, সহীকা এবং উচ্চল কিভাবসহ এসেছিলেন। (২৬) অতপর আমি কাঞ্চিতদেরকে ধৃত করেছিলাম। কেবল হিজ আহার আহার।

তৎসীরের সার-সংক্ষেপ

হে মানুষ, তোমরা আল্লাহ'র গমধূম। আর আল্লাহ, তিনি (যে) অভাবমুক্ত, (এবং সম্মান) যাবতীয় সৌন্দর্যমণ্ডিত। (সুভর্ণ তোমাদের মুখাপেক্ষিতা দেখে তোমাদেরকে তওহীদ ইত্যাদি শিক্ষা দেওয়া হয়েছে। তোমরা তা না মানজে নিজেদেরই কঠি করবে। আল্লাহ তা'আলা স্বীয় সত্ত্ব দিক দিয়ে অভাবমুক্ত ও স্বর্ণসম্পূর্ণ হওয়ার কারণে তোমাদের অথবা তোমাদের কর্মের মুখাপেক্ষী নন। কাজেই তাঁর কোন ক্ষতির আশঁকা নেই। কুকুরের কারখে যে ক্ষতি হওয়ার আশঁকা রয়েছে, আল্লাহ তা'আলা এ মুহূর্তেই তাও দূর করতে সক্ষম। সেমতে) তিনি ইছ্হা করলে (কুকুরের শান্তিবাস্প) তোমাদেরকে বিজুল্প করে দেবেন এবং এক মজুন সৃষ্টির উত্তর করবেন, (যারা তোমাদের মত কুকুর করবে না)। এটা আল্লাহ'র অন্য কঠিন নয়। (কিন্তু বিশেষ কল্যাণের লক্ষ্যে অবকাশ দিয়ে রেখেছেন।) যোটকথা, এখনকার অকল্পন কেবল সন্তাননাই পর্যাপ্তরূপ। কিন্তু কিয়ামতে তা অবশ্যই সংঘাতিত হবে। তখন অবস্থা দীঢ়াবে এই বে, কেউ অপরের (পাপের) চাকু বহন করবে না। (নিজে তো কেউ কারও প্রতি লক্ষ্য করবেই না, এমন কি) যদি কেউ তার (পাপের) শুরুতার বহন করতে অবস্থকে আহবানও করে তবুও কেউ তা বহন করবে না যদিও সে (অধুন আহত বাচ্চি আহবানকারীর) নিকটবর্তীর হয়। [তখন কুকুর ও মন্দকর্মের পূর্ণ ক্ষতি নিজেকেই তোগ করতে হবে। এই তো সেল অঙ্গীকৃতি ভাগবক্যাস্তীদের প্রতি তৌকি জন্মন।] অতপর রহস্যাহ (সা)-কে সাপ্তনা দেওয়া হয়েছে যে, আপনি তাদের অঙ্গীকৃতি-

দেখে দৃঢ় ও পরিভাষ করবেন না। তারা একদিন এর শাস্তি অবশ্যই ডোগ করবে।]
আপনি কেবল তাদেরকে (কলঘস) সন্তুষ্ট করেন, যারা তাদের পালনকর্তাকে না দেখে
তব করে এবং মামার কারণে করে। (অর্থাৎ সু'মিনগণ। আপনার সতর্কীকরণে
তারাই উপরুক্ত হয় উপরিত ক্ষেত্রে অথবা ভবিষ্যতের দিক দিয়ে। উদ্দেশ্য এই যে, সভ্যা-
বেষ্টী ব্যক্তিই মাত্রান হয়। যারা সভ্যাবেষ্টী নয়, তাদের কাছ থেকে উপকার আশা
করবেন না। আপনি তাদের কুকুরের কারণে এত দৃঢ় করেন কেন,) যে ব্যক্তি
(বিহাস ছাপন করে শিরক ও কুকুর থেকে) নিজেকে সংশোধন করে, সে নিজের
(উপকারের) জনাই সংশোধন করে। (আর যে বিহাস ছাপন করে না, সে গৱাকালে
দুর্দশা ডোগ করবে। কেননা) আলাহুর নিকটই সকলের প্রভাবরূপ। (সুতরাং উপ-
কার হলে তাদেরই হবে। আপনি কেন দৃঢ় করেন ? কাফিরদের ভান ও উপকারিধি
সু'মিনদের মত হোক, সু'মিনদের মত তারাও সভা প্রাপ করুক এবং সভা প্রাপের পার্শ-
জৌকিক কলাকালে তারাও শরীক হোক—তাদের কাছ থেকে এমন আশা করা যুক্তি।
কেননা সভা দর্শনে সু'মিনগণের দৃষ্টান্ত চুক্তানন্দের ন্যায়, আর সভা উপকারিধি না করার
ব্যাপারে কাফিরদের উদাহরণ আছের ন্যায়। অনুগ্রহগতাবে সু'মিনের অবস্থিত পথের
দৃষ্টান্ত আজোর ন্যায়, আর কাফিরের অবস্থিত পথের দৃষ্টান্ত আজকারের ন্যায়।

وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا يَمْشِي بِهِ فِي النَّاسِ كَمَنْ :

(মুসলমানদের জন্য) সুসংবাদ দাঙ্গা এবং কাফিলদের জন্য) সতর্ককারীরাপে প্রেরণ করেছি। (এ প্রেরণও কোন অভিনব বিষয় নয়, যেখন কাফিলারা থেকে : বরং) এমন কোন সল্লাহু মেহে, যাদের মধ্যে কোন সতর্ককারী হয়েনি। তারা যদি আপনার প্রতি যিখ্যারোপ করে, তবে (আপনি কাফিলদের সাথে অঙ্গীত পরামর্শদাতার ব্যাপার সম্বন্ধ করে যদকি সালফুনা দিন। কেননা) তাদের পূর্ববর্তীরাও (সমসাময়িক পরামর্শদাতার প্রতি) যিখ্যারোপ করেছিল। তাদের কাছেও তাদের সুসন্দেশ স্পষ্ট মুজিয়া, সহীফা ও উজ্জ্বল কিতাবসহ আগমন করেছিল। (অর্থাৎ কেউ সহীফা, কেউ ষষ্ঠ ঘৃহ এবং কেউ শুধু নবুয়াত সত্যায়নের জন্য মুজিয়াসহ আগমন করেছিল। যিখ্যায়িতাম পুর্ণী পরামর্শদাতা এসেছিলেন।) অতপর (তারা যদ্যন যিখ্যারোপ করল, তখন) আমি কাফিলদেরকে খুত করেছি। (মেধ,) কিন্তু ছিল আমার আবাদ। (এমনিষ্টার সময় এলে তাদেরকে শাক্তি দেব।)

আমুবারিক ভাষ্টক বিষয়

وَلَا تُنْزِرْ رَوازِرٍ وَزَرْ أُخْرِي— অর্থাৎ কিসামতের দিন কোন মানুষ জন্য আলুবের পালকার বহন করতে পারবে না। প্রভ্যেককে নিজের বোকা নিজেই বহন করতে হবে। সুরা আনকাবুতে বলা হয়েছে : وَلَيَكُمْ لِيْلَى أُنْقَالُهُمْ وَأُنْقَالُ لَهُمْ—

— অর্থাৎ দারু পথচাল করে, তারা নিজেদের পথচালতার বোকাও বহন করবে, এবং তৎসহ তাদের বোকাও বহন করবে, যাদেরকে পথচালট করেছিল। এর অর্থ এমন নয় যে, যাদেরকে পথচালট করেছিল, তাদের বোকা তারা কিন্তু হাজকা করে দেবে, বরং তাদের বোকা তাদের উপর শুরোপুর্ণিত থাকবে। কিন্তু পথচালটকারীদের অপরাধ বিষ্টপ্র হওয়ার কারণে তাদের বোকাও বিষ্ট হয়ে যাবে—একটি পথচালট হওয়ার ও অপরাটি পথচালট করার। অতএব উভয় আরাতে কোন বৈগ্রান্তা নেই।

হথরাত ইকবিয়া উল্লিখিত আরাতের তৃতীয়ির প্রস্তুত বলেন, যেদিন এক পিতা তার পুত্রকে বলবে, তুমি আম যে, আমি তোমার প্রতি কেবল ঝেহশীল ও সদয় পিতা হিলাম। পুত্র দ্বীপাত্তি করে, বলবে, নিশ্চয় আপনার অপ অসংখ্য। আমার জন্য পুথি-বীতে অনেক কল্প সহ্য করেছেন। অতপর পিতা বলবে, বৎস আজ আমি তোমার মুখাপেক্ষ। তোমার পুণ্যসমূহের মধ্য থেকে আমাকে অহসামান্য দিয়ে দাও এতে আমার মুক্তি হবে যাবে। পুত্র বলবে, পিতা আপনি সাধান্য ববই চেয়েছেন—কিন্তু আমি কি করব, যদি আমি তা আপনাকে দিয়ে দেই, তবে আমারও যে সে অবস্থা হবে। অতএব আমি অক্ষম। অতপর সে তার সহধর্মীকেও এই কথা বলবে যে, দুনিয়াতে আমি

তোমার জন্য সর্বকিছু বিসর্জন দিয়েছি। আজ তোমার সাধানা পুণ্য আবি চাই। তা দিকে দাও। সহধর্মীও পুরুষ অনুযাব জওয়াব দেবে।

لَتَزِدُوا زِرَّةً وَزِرَّةً
হৃষ্ণু ইকরিমা বরেন, বাকের অর্থ তাই।

কোরআন পাক একাধিক আংশতে এ বিষয়টি বর্ণনা করেছে। এক আংশতে কোন হয়েছে :
 لَا يَجْزِي وَالَّذِي وَلَدَ وَلَا مُولُونَ هُوَ جَازِفُ الدَّهَنِ—অর্থাৎ সে-
 সিয়ে কোন সিল্পী তার পুত্রকে আবাব থেকে রক্ত করতে পারবে না এবং কোন পুত্র পিতাকে
 বাঁচাতে পারবে না। উদ্দেশ্য এই যে, কেউ অপরের পাপকার নিজে বহন করে তাকে
 বাঁচাতে পারবে না। তবে সুপারিশের ব্যাপারটি এ থেকে ভিন্ন। অনুযাপ্তভাবে অন্য
 এক আংশতে বলা হয়েছে : بِمُنْفَعِ الْعِزِّيْزِ مِنْ أَخْيَهُ وَأَمْ وَمَ—

حَبَّتْهُ وَجَنَّهُ—অর্থাৎ সেদিন আমুহ তার জাতা, যাতা, সিল্পী, গরী ও জন্মান-সন্ততির
 কাছ থেকে পারাতে থাকবে। পালানো অর্থ এই যে, সে আশংকণ করতে, না জানি
 কোথাও তারা তাদের পাপকার তার উপর চাপিয়ে দেয় অথবা কোন পুণ্য চেয়ে বসে।
 —(ইবনে কাসীর)

وَمَا أَنْتَ بِمُسْمِعٍ مِنْ فِي الْقَبْوَرِ
 —এ আংশতের উক্ততে কাফিরদেরকে
 মৃতদের সাথে এবং মৃত্যুবিভাগকে জীবিতদের সাথে তুলনা করা হয়েছে। এরই সাথে
 سَاحَّلَتْ (কবরের পোকি) এবং অর্থ হবে কাফির। উদ্দেশ্য এই
 যে, আপনি হেমন মৃতদেরকে শোনাতে পারেন না, তেমনি এই জীবিত কাফিরদেরও
 বোকাতে পারবেন না।

এ আংশত পরিষ্কার করে দিয়েছে যে, এখানে প্রবণ করানোর অর্থ উপকারী ও
 কার্যকরাপে শোনানো। নতুনা সাধারণতাবে কাফিরদেরকে সর্বদাই শোনানো হত।
 রসূলুল্লাহ (সা) যা প্রচার করতেন, তা তারা শুনত। তাই আংশতের উদ্দেশ্য এই যে,
 আপনি মৃতদেরকে হক কথা শনিয়ে দেখন সহগথে আনতে পারেন না। কারিল, তারা
 পরকালে চলে গেছে, সেখানে ঈমানের বীকারোজি ধর্তব্য যায়—তেমনি কাফিরদেরকেও
 সহগথে আমা সংক্ষিপ্ত নয়। এতে প্রমাণিত হয় যে, আংশতে “মৃতদেরকে শোনাতে
 পারবেন না” বলে কল্পন্স শোনানো বোকানো হয়েছে, যার কারণে প্রোত্তা মিথ্যাপথ
 ত্যাগ করে সহগথে অবস্থন করে। এতে পরিষ্কার হয়ে গেছে যে, মৃতদেরকে শোনানো
 সম্ভবিত আলোচনার সাথে এই আংশতের কোন সম্ভর্ত্ব নেই। মৃতরা জীবিতদের কথা

গুনে কিনা, তা পৃথক বিষয় এবং এ সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা সুরা ফাতেহ ও সুরা ময়জে করা হয়েছে।

أَلْهُمَّ تَرَأَنَّ اللَّهَ أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَا يَعِدُ
 فَأَخْرُجْ جَنَابَهُ شَمَرْتُ لِمُخْتَلِفًا
 أَلْوَانُهَا وَمِنَ الْجِبَالِ جَدَدْ بَيْضٌ وَحِمْرٌ مُخْتَلِفُ الْأَوَانُهَا وَغَرَابِيبٌ
 سُودٌ وَمِنَ النَّاسِ وَالدَّوَابَاتِ وَالْأَنْعَامِ مُخْتَلِفُ الْأَوَانُهَا كَذَلِكَ
 إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهُ مِنْ عِبَادِهِ وَالْعُلَمَاءُ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ عَفُورٌ

(২৭) তুমি কি দেখনি আলাহ্ আকাশ থেকে বৃষ্টিবর্ষণ করেন, অতপর তস্তারা আমি বিডিম বর্ণের ফলমূল উৎপত্ত করি। পর্বতসমূহের ঘর্থে রয়েছে বিডিম বর্ণের গিরিগঢ়—সাদা, সাল ও নিকৃষ্ণ কালো ছান ; (২৮) অনুরাগভাবে বিডিম বর্ণের মানুষ, অন্ত চতুর্পদ প্রাণী রয়েছে। আলাহ্ বাসাদের ঘর্থে জানীরাই কেবল তাঁকে ডর করে। মিষ্টি আলাহ্ গরাকুমারীল রহায়ে।

তফসীরের সার-সংজ্ঞেণ

(হে স্মৃতিধূত ব্যক্তি) । তুমি কি জান করনি, আলাহ্ আকাশ থেকে বৃষ্টিবর্ষণ করেছেন, অতপর আমি পানি ধারা বিডিম বর্ণের ফলমূল উৎপত্ত করেছি (তা একই রূপ হোক অথবা বিডিম প্রকারের ফল বিডিম বর্ণের)। পাহাড়সমূহেরও বিডিম বর্ণের অংশ রয়েছে, তাখাথে কিছু সাদা, কিছু জাল (অতপর তব ও মোহিতেরও) বিডিম বর্ণ রয়েছে (কলক শুব শুব ও শুব জাল, কলক হালকা শুব ও হালকা জাল) এবং (কলক না শুব না জাল ; বরং) গভীর জাল। এমনিভাবে কলক মানুষ, জীবজন্তু ও বিডিম বর্ণের চতুর্পদ প্রাণীও রয়েছে। কখনও বিডিম প্রকারে বিডিম বর্ণ হয় এবং কোন সময় একই প্রকারে বিডিম বর্ণ হয়। যারা কুদরতের দজীবাদি সম্পর্কে চিন্তা করে, তারা আলাহ্ যদিয়া সম্পর্কে জান জান করে এবং (আলাহ্ তা'আলাকে সে সব বাসাই ডর করে, যারা (তাঁর যদিয়া সম্পর্কে) জান রাখে । (জান যদি কেবল বিশ্বাসগত ও বুজিপ্রসূত হয়, তবে কর্তৃত বিশ্বাসগত ও বুজিপ্রসূত থাকবে। আর যদি জান হাজের জ্ঞানে উপর্যুক্ত হয়, তবে জ্ঞানও হাজের ধারকবে। ফলে এর অন্যথা দেখলে বাক্তব্যগত ঘৃণা ও কষ্ট হবে ।) বাস্তবিকই আলাহ্ (এক জন কর্তা জননী । কেননা তিনি) গরাকুমারী (সবকিছু করতে সক্ষম এবং নিজের ঘারেই ডর করা জননী । কেননা যারা তাঁকে ডর করে তিনি তাদের গোমাহ্) জন্মাবাবী ।

আলুয়ারিক জাতব্য বিষয়

আয়াতসমূহের পূর্বাপর সম্পর্ক : কেউ কেউ বলেন, এসব আয়াতে তওহাদের বিষয়বস্তুর দিকে প্রত্যাবর্তন করা হয়েছে এবং তা প্রাকৃতিক প্রয়াণাদি ধারা প্রয়াণ করা হয়েছে। আবার কেউ কেউ বলেন, পূর্ববর্তী আয়াতসমূহে মানুষের বিভিন্ন অবস্থা ও তার উপর্যুক্ত প্রসঙ্গ—**وَمَا يَسْتَوِي أَصْبَرُوا وَالْمُصْبِرُوا وَلَا الظَّلَاثَاتِ—** উভয় করা হয়েছে। আজোট্য আয়াতসমূহ সে বিষয়েরই বিশদ বিবরণ যে, সুষ্ট বন্ধন পারম্পরিক পার্থক্য একটি সৃষ্টিগত ও দ্বন্দ্বাবস্থা ব্যাপার। এর পার্থক্য ইউনিভার্স ও জড়পদার্থের মধ্যেও বিদ্যমান এবং তা কেবল আকাশ ও বর্ণের মধ্যেই সীমিত নয় ; বরং মন-মানসিকভাবে মধ্যেও রয়েছে।

أَخْتِلَافُ الْوَلَى فِي لَمْبَلِهِ مُخْتَلِفًا إِلَوْا نَهَا— কৃত্তি বর্ণ বৈচিত্র্যকে মনুষ ব্যক্তিগত প্রকরণের দিক দিয়ে অবস্থাপক বানিবে মনুষের মনুষের মনুষের উভয় করা হয়েছে। অতপর পাহাড়, মানুষ, চতুর্লাদ প্রাণী ইত্যাদির অভিযন্তা উভয় করা হয়েছে। অভিযন্তা মনুষের বর্ণ-বৈচিত্র্য এক অবস্থার ছির থাকে না—**مُخْتَلِفٌ مِنْ فُوعٍ**—এর আকারে কেবল কৃত্তি অর্থাৎ অভিযন্তা অভিযন্তা হতে থাকে। কিন্তু পাহাড়, মানুষ ও জীবজগতের বর্ণ স্থোরণত অপরিবর্তিত থাকে।

আর পর্বতের ক্ষেত্রে ৫১২ বলা হয়েছে। ৫১২ খন্দটি ৫১২ এর বহুবচন। এর প্রসিদ্ধ অর্থ হোট গিরিপথ, থাকে ৫১২ ও বলা হয়। কেউ কেউ ৫ ৫১২ এর অর্থ নিয়েছেন অংশ থা খণ্ড। উভয় অবস্থার উদ্দেশ্য পাহাড়ের বিভিন্ন অবশেষের বিভিন্ন বর্ণবিশিষ্ট হওয়া। এতে সর্বপ্রথম সাদা ও সর্বশেষে কাজ রঙ উভয় করা হয়েছে। মানবাননে জাগ উভয় করে **مُخْتَلِفُ الْوَلَى** বলা হয়েছে। এতে ইঞ্জিন থাকতে পারে যে, দুনিয়াতে আসল বর্ণ দুটি—সাদা ও কাজ। অবশিষ্ট সব বর্ণ এ দুটির বিভিন্ন ভাবের সংমিশ্রণে পঢ়িত হয়।

كَذَلِكَ إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهُ مَنْ مِنْ هَمَادِهِ اَلْعَلَمَاءُ— অধিকাংশ তফসীর-বিদের মতে এখানে **كَذَلِكَ** শব্দের পর বিমতি রয়েছে যা এ বিষয়ের আজামত যে, এটা পূর্ববর্তী বিষয়বস্তুর সাথে সম্পর্কযুক্ত। অর্থাৎ সুষ্টবন্ধসমূহকে বিভিন্ন প্রকারে

ও বর্ণে প্রজ্ঞাসহকারে সৃষ্টি করা আল্লাহ্ তা'আলার অসীম শক্তি ও প্রজার উজ্জ্বল নির্দশন।

কোন কোন রেওয়ায়েত থেকে বোধা আয় যে, **كَذَلِكَ** শব্দের সম্পর্ক পর্যবর্তী বাকের সাথে। অর্থাৎ কলম, পাহাড়, মানুষ ও জীবজগত সর্বসা বিভিন্ন রূপ। কেউ এর সর্বোচ্চ মর্যাদা অর্জন করে এবং কেউ করে। এটা তাদের উপর নির্ভরশীল। যার জান যে পর্যায়ের তার আল্লাহ্-ভৌতিক সে পর্যায়ের হয়ে থাকে।—(রাহফ-যা'আনী)

إِنَّمَا تَنْذِرُ الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ بِالْغُصْبِ

এতে নবী করীম (সা)-কে সাহনা দেওয়ার উদ্দেশ্য বলা হয়েছিল যে, আপনার সতর্কী-করণ ও প্রচারের উপকার তারাই লাভ করে, যারা না দেখে আল্লাহ্ তা'আলাকে ভয় করে। এর সাথে সংগতি রয়েছে আলোচ্য **إِنَّمَا يُنَخْشِي اللَّهُ أَهْلَآءُ آسِفَةٍ** আয়াতে তাদের উল্লেখ করা হয়েছে, যারা আল্লাহ্-ভৌতি অর্জন করেছে। পুরো বেমন কাফির ও তাদের অবস্থা আলোচিত হয়েছে, তেমনি এখানে ওলো-আল্লাহ্-গণের প্রসঙ্গ আলোচনা করা হয়েছে। **إِنَّمَا** শব্দটি আরবীতে সীমাবদ্ধতা বর্ণনা করার উদ্দেশ্য ব্যবহৃত হয়। তাই এ বাকের বাহ্যিক অর্থ এই যে, কেবল আলিম ও জামিগণই আল্লাহকে ভয় করে। কিন্তু ইকুল আভিজ্ঞা প্রযুক্ত তফসীরবিদ বলেন, **إِنَّمَا** শব্দটি বেমন সীমাবদ্ধতার অর্থ প্রকাশ করে তেমনি কারুণ্য বৈশিষ্ট্য বর্ণনায়ও এটি ব্যবহৃত হয়। এখানে তাই বোকানো হয়েছে। অর্থাৎ আল্লাহ্-ভৌতি আলিমগণের বিশেষ ও অপরিহার্য বৈশিষ্ট্য। সূতরাং যে আলিম নয় তার মধ্যে আল্লাহ্-ভৌতি না থাকা জরুরী হয় না।—(বাহরে-মুহীত, আবু হাইরান)

আয়াতে **عَلَيْهِ** বলে ঐমন লোক বোকানো হয়েছে, যারা আল্লাহ্ তা'আলার সত্তা ও শুণাবলী সম্পর্কে সম্যাক অবগত এবং পুরুষীর সৃষ্টিবশ সামগ্রী, তার পরিবর্তন-পরিবর্থন ও আল্লাহর দয়া-করণণা নিয়ে চিন্তা-গবেষণা করেন। কেবল আরবী ভাষা, বাকরূপ-অলংকারাদি সম্পর্কে ভানী বাজিকেই কোরআনের পরিভাষার আলিম বলা হয় না, যে পর্যন্ত সে আল্লাহর মাঝেক্ষণ্যে অর্জন না করে।

এ আয়াতে তফসীর প্রসঙ্গে হাসান বসরী (র) বলেন, সে বাজিকেই আলিম যে একাণ্ঠে ও জনসমক্ষে আল্লাহকে ভয় করে, আল্লাহ্ যা পছন্দ করেন, তা কামনা করে এবং আল্লাহ্ যা অপছন্দ করেন, সে তাকে ঘৃণা করে।

মুহর্রত আবদুল্লাহ ইবনে ঘসউল (রা) বলেন,

—**لَيْسَ الْعِلْمُ بِكَثْرَةِ التَّدْبِيرِ وَلَكِنَّ الْعِلْمَ بِكَثْرَةِ الدَّسْبِيَّةِ**
অর্থাৎ হাসীস মুখ্য করে নেওয়া অথবা অনেক কথা বলা ইত্যম নয় বরং সে জানই ইত্যম যা আল্লাহর ভৱসমূহ।

সারুকথা, যার মধ্যে যে পরিভ্রান্ত আলাহভৌতি হবে, সে সেই পরিভ্রান্ত আলিম হবে। আহমদ ইবনে সামেহ খিসরী বলেন, অধিক রেওয়ায়েত ও অধিক ডান দারা আলাহভৌতির পরিচয় পাওয়া যায় না; এবং কোরআন ও সুজাহর অনুসরণ দ্বারা এর পরিচয় পাওয়া যায়।—(ইবনে-কাসীর)

শাস্ত্র শিহাবুদ্দীন সোহরাওয়ার্দি (র) বলেন—এ আরাতে ইস্তিত পাওয়া যায় যে, যার মধ্যে আলাহভৌতি নেই, সে আলিম নয়।—(শাহহারী)

প্রাচীন ইন্দো-সিঙ্গাপুরের উক্তির মধ্যেও এর সমর্থন পাওয়া যায়।

مَنْ لَمْ يَنْتَشِ فِلْوِسْ بِعَا لِمْ :
হযরত রবী' ইবনে আনাস (রা) বলেন : অর্থাৎ যে আলাহকে ভয় করে না, সে আলিম নয়। মুজাহিদ (র) বলেন :
أَنَّمَا الْعَالَمُ مَنْ خَشِيَ اللَّهَ
অর্থাৎ কেবল সেই আলিম, যে আলাহকে ভয় করে।

সাদ ইবনে ইবরাহীমকে কেউ জিজাসা করল, মদীনায় সর্বাধিক আলিম কে? তিনি বললেন, **أَنْقَادُهُمْ لِرَبِّهِمْ**, অর্থাৎ যে তার পাদনকর্তাকে সর্বাধিক ভয় করে।

হযরত আলী মুরত্বা (রা) কুরীহ ও আলিমের সংজ্ঞা নিশ্চয়রাপ নির্ধারণ করেছেন :

أَنَّ الْفَقِيهَ حِلْلَةَ الْفَقِيهِ مَنْ لَمْ يَقْنُطْ النَّاسُ مِنْ وَحْمَةِ اللَّهِ وَلَمْ يَرْخُصْ
لَهُمْ فِي مَعْاصِي اللَّهِ تَعَالَى وَلَمْ يَوْمِنْهُمْ مِنْ مَذَابِ اللَّهِ تَعَالَى وَلَمْ يَدْعُ
الْقُرْآنَ رَغْبَةً عَنْهُ إِلَّا غَيْرَهُ أَنَّهُ لَا يَخِيرُ فِي عِبَادَةٍ لَا عِلْمُ فِيهَا وَلَا عِلْمُ لِلْفَقِيهِ فِيهَا
وَلَا قِرَاءَةً لَا تَدْبَرُ فِيهَا -

অর্থাৎ পূর্ণ কুরীহ সে ব্যক্তি, যে মানুষকে আলাহর রহমত থেকে নিরাশ করে না, তাদেরকে গোনাহ করার অনুমতি দেয় না, আলাহর আমাব থেকে নিশ্চিন্ত করে না এবং কোরআন পরিভ্রান্ত করে অন্য কোন বিহুরের প্রতি উৎসাহিতও করে না। তিনি আরও বলেন, ইলায় বাতীত ইবাদতে কোন কুর্যাণ নেই, কেবাহ বাতীত ইলায়ের কোন কুর্যাণ নেই এবং নিবিলটো বাতিলেরকে কোরআন পাঠ করার মধ্যেও কোন কুর্যাণ নেই।—(কুরতুবী)

আলাহর তয় নেই; এমনও তো অনেক আলিম দেখা যায়—উপরোক্ত বক্তব্যের পরিপ্রেক্ষিতে এরাপ বজার আর অবকাশ নেই। কেবল উপরের বর্ণনা থেকে জানা গেল যে, আলাহর কাছে কেবল আরবী জানার নাম ইলায় এবং যে তা আমে তার নাম আলিম নয়। যার মধ্যে আলাহর তয় নেই, কোরআনের পরিভ্রান্ত সে আলিমই নয়। তবে এই তয় কোন সময় কেবল বিবাসগত ও সৌভাগ্য হয়ে থাকে। এর কারণে মানুষ নিজের উপর জোর দিয়ে শরীরতের বিধিনির্বেশ পালন করে। আবার কখনও এই তয় বজ্যুম আভাসের পর্যায়ে পৌছে যায়। এ পর্যায়ে শরীরতের অনুসরণ হচ্ছাগত

বাপোর হস্তে আমাৰ কান্দে পুই দুই সঁজেৰ ভৱেৰ অধাৰ অশ্বমতি অবলম্বন কৰিবাৰ আদেশ দেওয়া।
হস্তে অবলম্বন কৰিবাৰ আমিয়েৰ অধাৰ জৰুৰী। বিড়িয়াকৃতি অবলম্বন কৰিবা উচ্চতা—কৰণী নহ।
— (বড়ানুজ—কোৱালাম)

إِنَّ الَّذِينَ يَتَلَوَّهُ كِتَابَ اللَّهِ وَأَقْتَمُوا الصَّلَاةَ وَأَنْفَقُوا مِمَّا نَحْنُ نَفَقُوهُمْ
بِسْرًا وَعَلَانِيَةً يَرْجُونَ تِجَاهَةً لَنْ تَبُورَ لِيَوْمَ قِيمَهُمْ أَجْوَاهُمْ
وَبَرَزَادَاهُمْ مِنْ فَضْلِهِمْ إِنَّهُ عَفْوٌ شَكُورٌ وَالَّذِي أَفْعَيْنَا لَنِيَكَ
مِنَ الْكِتَابِ هُوَ الْحَقُّ مُصَدِّقٌ لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتَابِ يُعَيَّادُهُ
لَخَيْرِهِ بَصِيرٌ وَمَمْأُوتُ اُرْثَنَا الْكِتَابُ الَّذِينَ أَصْطَفَيْنَا مِنْ عِبَادِنَا
فِيهِمْ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ وَمِنْهُمْ مُفْسِدٌ وَمِنْهُمْ سَابِقٌ بِالْخَيْرِتِ بِالْيَوْمِ
اللَّهُ دُلْكَ هُوَ الْعَظِيلُ الْكَبِيرُ جَهَنَّمْ عَذَابٌ يَكْدُ خَلُونَهَا تَعَاوَنُ
فِيهَا مِنْ أَسَارِهِنْ ذَهَبٌ وَلُؤْلُؤٌ وَلِبَاسُهُمْ فِيهَا حِرَرٌ وَقَالُوا
الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَذْهَبَ عَنَّا الْحَزَنَ إِنَّ رَبَّنَا لَغَفُورٌ شَكُورٌ الَّذِي
أَحَلَّنَا دَارَ الْمَقَامَةِ مِنْ فَضْلِهِ هَلَا يَمْسَكُ فِيهَا نَصْبٌ وَلَا يَئْسِ
فِيهَا لَعْوبٌ وَالَّذِينَ كَفَرُوا لَهُمْ نَارٌ جَهَنَّمَ لَا يُقْضَى عَلَيْهِمْ فِيمَا
وَلَا يُعْقَبُ عَنْهُمْ مِنْ عَذَابِهِمْ كُلُّ ذَلِكَ شَجَرٌ كُلُّ كَفُورٌ وَهُمْ
يَضْطَرُّونَ فِيهَا رَبَّنَا أَخْرِجَنَا نَعْلَمُ صَالِحًا غَيْرَ الَّذِي
أَوْلَمْ نَعْلَمْ كُلُّ مَا يَتَذَكَّرُ فِيهِ مِنْ تِذْكُرٍ كَرَسُوا حَاجَرَ كُلُّمُ الَّذِي
فَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ نِصْبٌ

(২১) আমাৰ আলাদাৰ কিডাব পাঠ কৰিব, মাঝোৰ কোৱায় কৰিব অৰু আমি আ
পিলেছি, তা থেকে আগোন ও অকাশে বাবু কৰিব, আলাদাৰ কৈম আবজা আশা কৰিব,

বাতে কখনও জোকসান হবে না। (৩০) পরিপালে জামদারকে আলাহু তাদের সওদাব
পুরোপুরি দেবেন। এবং নিজ অশুগ্রহে আয়ত কেবী দেখেন। নিষ্ঠার তিনি জুন্নাফি,
উপরাহী। (৩১) আমি আসন্নার প্রতি বে কিটাব প্রত্যাদেশ করেছি, তা সত্ত—
পূর্ববর্তী কিটাবের জড়াইনকারী। নিষ্ঠার আলাহু তাঁর বাসাদের ব্যাপারে সব জানেন,
দেখেন। (৩২) অন্তর, আমি কিটাবের অধিকারী করেছি তাদেরকে বাসাদের
আমি আসন্ন বাসাদের মধ্য থেকে অনুভূত করেছি। তাদের কেউ কেউ নিজেন
প্রতি আত্মারী, কেউ অথগাতী অসমবিদকারী এবং তাদের সব্যে কেউ কেউ আত্মার
নির্দেশকরে কর্তাগের পথে এগিয়ে দেছে। এইই আহা অনুগ্রহ। (৩৩) তাঁরা প্রবেশ
করবে বসবাসের আরামতে। তাঁরা তাঁরা অর্পণার্থী, যোত্তি ধর্মিত কংকন দ্বারা আরং-
হৃত হবে। দেখানে তাদের পোশক হবে রেশের। (৩৪) আয় তাঁরা ব্যাবে—সমস্ত
প্রস্তো আলাহু, যিনি আসন্নের দুই দুই করেছেন। নিষ্ঠার আসন্নের পালনকর্তা
কর্মাণী, উপরাহী। (৩৫) যিনি তীর অনুগ্রহে আসন্নের পৃষ্ঠ হাত
দিয়েছেন, তাঁর কঠট আসন্নেরকে পর্য করে না এবং স্বর্ণ করে না কাটি। (৩৬)
আর দ্বারা কর্তৃর হয়েছে, তাদের জন্য তরুণে জাহাজাসের আকৃতি। তাদেরকে শুভায়
আসেশও দেয়া হবে না বে, তাঁরা আর বাবে এবং তাদের থেকে তাঁর শান্তিও বৈঘনিক
করা হবে না। আমি প্রত্যক অকৃতকৃতকে এ তাবেই পাতি দিয়ে থাকি। (৩৭) দেখানে
তাঁরা আর্দ্ধটীকার করে রহবে, যে আসন্নের পালনকর্তা, যের কর্তৃন আসন্নেরকে,
আমরা সহকার করব, পূর্ব বা কর্তৃ না। (আলাহু ব্যক্তিন) আমি কি
তোসন্নেরকে এতটী বরস দেইবি, বাতে বা ছিটা করার বিষয় তিনি করতে পারতে?
অবশ্য তাদের কাছে সতর্ককারীও প্রাপ্তব্য করেছিজ। অক্তব্র আসন্নের কর। আমি আ-
সের অব্য কোন সাহায্যকারী নেই।

তৎসৌরের সার-সংকেত

যারা' আলাহুর কিটাব (অর্থাৎ কোরআন কার্যকর্তাবে) পাঠ করে এবং
(বৈশিষ্ট্য ও নিয়মের সাথে) নামায কারোয় করে এবং আমি যা দিয়েছি, তা থেকে
পোসনে শু প্রকাশে (ব্যাসঙ্গে) বাব করে, তাঁরা (আলাহুর ওয়াসার কারণে)
এখন (চির জাতজনক) ব্যবসার আশা করে, বাতে কখনও মন্দ দেখা দেবে না।
(কেননা, এ ব্যবসারের জেতা কোন সৃষ্টজীব নয়, যারা এক সময় সওদার শুল্য দেয়
এবং এক সময় দেয় না, বরং এর অরিদার অয়ৎ আলাহু তাঁজান। তিনি অবশ্যই
ওয়াদা অনুবারী আন্তর্জাত্মের প্রেক্ষিতে নয়, বরং তাদের উপকারাধৈই এর শুল্য দেবেন।)
পরিপালে তাদেরকে তাদের (কর্মের) সওদাবও পুরোপুরি দেবেন (যা অক্তব্র
১৩৩—জনাত—আসন্নে বালিশ হবে) এবং (সওদাব ধাতীত) তীর অনুগ্রহে
আরও কেবী দেহেন। (উদাহরণত এক পুণ্যের সংশঙ্গ কেবলী সওদাব জানবেন। যেহেন

(مَنْ جَاءَ بِالْحُكْمِ فَلَهُ عِزَّةٌ مُّنْتَدِي) নিষ্ঠয়তিনি ক্ষমানীয় উপরাহী।

(অবলে ভাইদের কর্ম শুনি থারলেও প্রতিদানের অভিনিত পুরকারও দেবেন। কেবলজ্ঞান পাকের জন্মসময়ে তার করণে জ্ঞান। এই সওরাব ও অনুগ্রহ পাবে। কেবল-না।) আমি আপনার প্রতি মেকিতাব (কোরআন) প্রভাদেশ করেছি। তা সম্পূর্ণ সত্তা (এবং এর অর্থে) পূর্ববর্তী কিতাবের সত্ত্বানকারী, (যে, সেগুলো মূলত আলাহুর পক্ষ থেকেই অবতীর্ণ, যদিও পরে বিকল্প হবে গেছে। হোটকথা, কেবলজ্ঞান সর্বজ্ঞতারে পূর্ণ। যেহেতু) আলাহু তা'আলা তাঁর বাস্তবের (অবস্থা) পূর্ণ ধর্মের রাখেন (ও তাদের কল্যাণের প্রতি) নষ্ট রাখেন। (তাই এ সময়ে এরপ কিতাব নাহিল করাই প্রভাব পরিচালক ছিল। পূর্ণ কিতাব পালনকারী পূর্ণ প্রতিদানেরই ঘোষ্য। আসল সওরাব ও অভিনিত অনুগ্রহ হচ্ছে এই পূর্ণ প্রতিদান। সুতরাং এই সওরাব ও অনুগ্রহ পৌরাণোর জন্য আমি এ কিতাব প্রথমে আপনার প্রতি অবতীর্ণ করেছি) অতপর সে কিতাব এখন সব মোকের হাতে পৌছে দিলে থাদেরকে আমি আমার (সারা আহানের) বাস্তব-দের যথ্য থেকে (ইয়ানের দিক দিয়ে) যন্মনীত করেছি। (এর অর্থ মুসলিম সম্পূর্ণায়। তারা ইয়ানের দিক দিয়ে সারা বিষে আলাহু তা'আলা'র পছন্দনীয় যদিও তাদের কেউ কেউ কুকর্মের কারণে তিনিকারণেও বটে। অর্থাৎ আমি মুসলিমান-দেরকে কিতাবের অধিকারী করেছি।) অতপর (এই মনোনীত বাস্তিবর্গ তিনিডাপে বিভক্ত—) তাদের কেউ তো (গোনাহ করে) নিজের প্রতি জুনুব করেছে, কেউ (গোনাহ করে না এবং প্রয়োজনের অভিনিত ইবাদতও করে না) যথাপরী এবং কেউ আলাহুর শুণ্কীকৈ কল্যাণকর কাজে এগিয়ে যায়। (অর্থাৎ গোনাহ থেকেও যেটে থাকে এবং ক্ষমাদের মাঝেও জোয়ল-কর্য হিস্ত করে। হোটকথা, আমি এই তিনি রকম মুসলিমানকে কিতাবের অধিকারী করেছি।) এটা (অর্থাৎ এখন পূর্ণ কিতাবের অধিকারী কর্তৃত্ব আলাহুর) যথা অনুগ্রহ। (কোরআন, এই কিতাব আবজ করার পৌরাণে তারা অত্যধিক পুরকার ও সওরাবের মোগা হবে। অতপর এই পুরকার ও সওরাব বিষ্ণত হচ্ছে যে,) তা (অর্থাৎ পুরকার ও সওরাব) বস্তবাদের আলান্ত, বাতে তারা প্রবেশ করবে। তথায় তারা অর্থ নিখিল ও মুক্তা খচিত কর্তৃক দারা জলংকৃত হবে। সেখানে তাদের পোশাক হবে রেশমের। তারা (সেখানে প্রবেশ করে) বলবে, আলাহুর জাত লাখ লোকের, যিনি (চিরতরে) আবাদের দৃঢ়-সুর্যী দূর করেছেন। নিষ্ঠয় আবাদের পালনকর্তা অভাব ক্ষমানীয়, উপরাহী, যিনি তাঁর অনুগ্রহে আবাদেরকে চিরকাল বিস্বাসের প্রথে ছান দিয়েছেন, তথার আবাদেরকে কোন কষ্ট স্পর্শ করবে না এবং কাণ্ডিত স্পর্শ করবে না। (এ হচ্ছে তাদের অবস্থা, যারা কিতাব মেনে চলে।) আর আরা (এর হিসেবে) কাকিত, তাদের জন্ম হবেছে জাহাজায়ের আঙ্কন। না তাদেরকে সুস্থুর করসাকল দেওয়া হবে যান্ত তারা মরে যাবে (এবং যের শুক্র পেয়ে যাবে) আমি প্রচোক ক্ষমিত্বকে এয়নি

শান্তি দিয়ে থাকি। তারা সেখানে (অর্থাৎ আহাবায়ে পতিত অবস্থায়) আর্ত চিন্কার করে, বলবে, হে আমাদের পাইলকর্তা আমাদেরকে (এখানে থেকে) বের করুন। (এখন) আমরাভাল (ভাল) কাজ করব, পূর্বে যা করলাম, তা করব না। (ইরশাদ হবে,) আমি কিংভোমদেরকে এমন বরস দেইছি, যাইতে যার বোকার, সে বোকাটে পাগড়তো? ('কৈবল্য বরস দিলেই শেষ করিবি, বরৎ') ভোমদের কথে (আমার পক্ষ থেকে) সতর্ক কর্তৃ (পরমপুর) ও পৌরোহিত (কিন্তু কিংবো পরোক্ষভাবে, কিন্তু ভোমদা কোর্তু কথা শুনিব) অভিষেব (এখন সেই যা শোনার) দাস আঙ্গদন কর, (এমন) আজিমদের (এখানে) কোন সাহায্যকারী নেই। (আমি তো অস্তুপিতুর কারণে সাহায্য করব না।)

আমুমাতিক ভাস্তব্য বিষয়

পূর্ববর্তী এক আয়তে আজ্ঞাহ তুর-আনী হজানী আলিমগণের একটি বৈশিষ্ট্য—আজ্ঞাহ প্রতি তর সম্পর্কে উল্লেখ করা হয়েছিল। বিহুটির সম্পর্ক অভিবের সাথে। আজ্ঞায প্রথম আয়তে তাদেরই এমন কতিপয় উপ-বৈশিষ্ট্য বলিত হচ্ছে, বেঙ্গলোর সম্পর্ক দেইক অব-অভ্যন্তরের সাথে। অর্থাৎ এগুলো অব-অভ্যন্তরের মাধ্যমে আদায় করা হয়। তাত্ত্বিক প্রথম শুণ হচ্ছে তিমাওয়াতে-কোরআন। আয়তে এমন স্থানক্ষেত্রকে সোনালো হিসেবে, যারা বিহুটিভাবে সর্বসা কোরআন তিমাওয়াত করে।

পদবাটে তুর তিমাওয়াত এলিকেই ইঙিত করে। কেউ কেউ এর আভিধানিক অর্থও নিয়েছেন। অর্থাৎ আরা তিমাকের্মে কোরআনের অনুববপ করেন। কিন্তু প্রথম অর্থই অপ্রযোগ্য। অবে পূর্বপুর উদ্দেশ্য সুলভ এটা ও নিমিত্তল যে, সে তিমাওয়াত ধর্তন্য, যা কোরআন অনুসারে কর্ত সহকারে হয়। কিন্তু তিমাওয়াতে পদ্ধতি প্রতিক্রিয়া অর্থেই ধর্তন্য হয়েছে। হফজত মুস্তাফারিক হয়েমে আনন্দজ্ঞাহ (প্রাচীনে, —) এবং আজ্ঞাহ এ আজ্ঞাতুর্তি কফরীগণের অন্য যারা কোরআন তেমাওয়াতকে জীবনের দ্বিতীয় হিসেবে প্রতিষ্ঠ করে।

বিভায় উগ নামায কার্য করা এবং তৃতীয় শুধু আজ্ঞাহ পথে আর্ত করা। এর সাথে 'গেপনে ও প্রকাশে' বলে ইঙিত করা হয়েছে, যিন্তা থেকে আজ্ঞারজ্ঞার অন্য অধিকাংশ ইবাদত শোগনে করাই উচ্চ। কিন্তু ধর্মীয় উপযোগিতার কারণে যাকে নামা প্রকাশে করাও জরুরী হবে নামা। অবশ্য, যিনারে নামান দিয়ে অধিকতর জীবক সমাপনের ব্যবস্থা করে অব্যাধিত নামাক-জানায় করার বিধান রয়েছে। অমিনজানের অপ্তুরকে উৎসাহিত করার জন্য আরো আজ্ঞাহ পথে ব্যরের ক্ষেত্রে তিমাহবিলগথ বলেন; করব, উজ্জ-বিল ও সুরাটে মুরাজাহ হলে প্রকাশে করা উচ্চ। এছাড়া নকল নামায ও মকান ব্যায় গেপনে করাই বাঞ্ছনীয়।

আরা উপরোক্ত তিনটি উপরের অধিকারী, তাদের সম্মক্ষে অঙ্গগর বলা হয়েছে :
 لِنْ تَبُو رَ—بِرْ جُونْ تَبَعَارَةَ لِنْ تَبُورَ
 লেন্টবুর-বিরজুন তেবুারে লেন্টবুর

আরাতে অর্থ হচ্ছে যে, তারা এমন এক ব্যবসায়ের প্রাথী, যাতে জোকসানের আশৎকা নেই। প্রাথী বলে ইমিত করা হয়েছে মুনিয়াতে যুয়িনের জন্য কোন সংকাতে সওজান সম্মক্ষে নিশ্চিত হওয়ার অবকাশ নেই। কেবল, পূর্ণ কুমা ও বৰ্ষপিল কেবল মানুষের কর্মের বিনিয়োগেই সত্ত্বপুর নয়। যানুষ বলত কর্মই করুক আরাহত যথিয়া ও প্রাপ্তি ইবাদতের পক্ষে তা যথেষ্ট হচ্ছে পারে না। কাজেই আরাহত কুপা ও অনুপ্রাহ আলতিরেকে কারণ আগফিলাত হবে না। এক হাদীসে তাই বলা হয়েছে। এছাড়া অনেক সংকর্মে পোগন সরজামী অধিবা রিপুগত চক্রান্তও শাখিল হয়ে থাকে। ফজে সে সংকর্ম কবুল হয়ে না। যাকে যাকে সংকর্মের পাশাপাশি কোন অন্য কর্মও হবে না যা সংকর্ম কবুল হওয়ার পথে প্রতিক্রিক হবে দাঁড়াত। তাই আরাতে **لِنْ تَبُو رَ** বলে ইমিত করুক হয়েছে যে, যাবতৌর সংকর্ম সম্মান করার পরও যুক্তি ও উচ্চ মর্যাদা লাভে বিবাসী হওয়ার অধিকার কারণ নেই—বেশীর তেরেবেশী আশাই করতে পারে।—(যাজকাম্যাঙ্গনী)

সংকর্মের তৃতীয়া ব্যবসায়ের সাথে : এ আরাতে বিনিত সংকর্মসমূহকে রাপক অর্থে ও উদাহরণশৈলীর ব্যবসা বলে ব্যক্ত করা হয়েছে। যেমন, অন্য এক আরাতে ইবান ও আরাহত পথে জিহাদকে ব্যবসা বলা হয়েছে। আরাতাতি এইটি :

هُلْ أَدْلَكْمَ عَلَى تَبَعَارَةِ تَفْجِيْكِمْ مِنْ هَذَا بِالْيَمِ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ

وَرَسُولِهِ وَتَبَعَا هَذِهِنَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِاَمْوَالِكُمْ وَأَنْفُسِكُمْ

সংকর্মের তৃতীয়া ব্যবসায়ের সাথে এ অর্থে যে, ব্যবসায়ী এ-আশায় পুঁজি বিনিয়োগ করে যে, এতে তার পুঁজি বৃক্ষি পাবে এবং যুনাফা অঙ্গিত হবে। কিন্তু মুনিয়ার প্রতিটি ব্যবসায়ে যুনাফাৰ সাথে জোকসানেরও আশৎকা থাকে। আলোচ্য আরাতে ব্যবসায়ের সাথে **لِنْ تَبُورَ** শব্দ যোগ করে ইশারা করা হয়েছে যে, পুরুকাজের এই ব্যবসায়ে জোকসান ও কতির কোন আশৎকা নেই। আরাহত সংকর্মপ্রাপ্তের বাস্তুপথে সংকর্মে কলট ও অম দৌকার করে মুনিয়ার সাধারণ ব্যবসায়ের মুত কোন কলটা করে না, বরং তারা এমন এক ব্যবসায়ের প্রাথী, যাতে কখনও জোকসান হবে না। ‘আরা প্রাথী’—একথা বলে সুজি ইমিত করা হয়েছে, আরাহত তা ‘আরা সর্বজ্ঞত সাজা’। তিনি প্রাথীসমূহকে দিয়াল করবেন না; বরং তাদের প্রাথী পূর্ণ করবেন। প্রতিবৃত্তি ব্যবস্থা আরাও বলা হয়েছে যে, তাদের আশা তো কেবল কর্মের পূর্ণপ্রতিসান পাওয়া নাৰ্ত্ত

গীরিষ্ট। কিন্তু আজাহ্ তা'আজার স্বীকৃত পাদের আপো অসেকাও বেশি দান করবেন। যদো হয়েছে :

لَوْفِتُهُمْ أَجُورُهُمْ وَلَيْزِدُهُمْ مِنْ فَضْلِهِ—এখানে لَوْفِتُهُمْ—একটি শব্দের সাথে সম্পর্কমূলক। অর্থাৎ তাদের ব্যবসায়ে জোকসান তো হবেই না, উপরত আজাহ্ তাদের প্রতিদান ও সওমাব পুরোপুরি দেওয়ার পরেও ত্বীর অনুপ্রহে তাদের খারপাতীত অনেক বেশি দেবেন।

এই বেশির মধ্যে আজাহ্ তা'আজার সে ওরাদাও অন্তর্ভুক্ত, যাতে বলা হয়েছে, মু'মিনের পুরুষকার আজাহ্ তা'আজার বহুগ বেশি দান করেন, যা কমপক্ষে ক্ষতকর্তৃর দরকার এবং বেশির পক্ষে স্বাত্মক শুণ বরং যা তার চেতেও বেশি। অন্যান্য পাপীর জন্য মু'মিনের সুপারিশ ক্ষমতা করাও এ অতিরিক্ত অনুপ্রহের শাখিল। এ অনুপ্রহের তফসীর প্রসঙ্গে হয়রত আব্দুজ্জাহ্ ইবনে মসউদ (রা) রসুলুজ্জাহ্ (সা) থেকে বর্ণনা করেন যে, মু'মিনের প্রশ্ন মুনিমাতে যে ব্যক্তি অনুপ্রহ করেছিল, পরিকাজে মু'মিন তার জন্য সুপারিশ করবে। কল জাহাজায়ের যোগ হওয়া সম্ভেদ মু'মিনের সুপারিশে সে মুক্তি পাবে।—(যামহারী)

অবশ্য কলজাহাজালা, সুপারিশ কেবল ইমানদারের জন্য ছিল পারবে, কাফিদের জন্য সুপারিশ করার অনুরূপি কাউকে দেওয়া হবে না। এমনিষাবে আরাতে আজাহ্ তা'আজার দীদারাও এ অতিরিক্ত অনুপ্রহের প্রধান অংশ।

ثُمَّ أَوْرَثْنَا إِلَيْنَا الْكِتَابَ أَمْطَفَيْنَا مِنْ عَبَادَنَا—অব্যাপ্তি পূর্ব-
পর সংযোগ স্থাপনের জন্য ব্যবহৃত হচ্ছে। কলে বোকা যাই পূর্বগর উক্তর বাক্য অভিন্ন-
শুণ বিশিষ্ট হওয়া সম্ভেদ ধারাবাহিকতা রক্তা করে। পূর্ববর্তী বাকের বিবরণবলত আগে
এবং পরবর্তী বাকের বিবরণবলত পরে বোকার। অতপর এই আগপাছ কথনও কালের
দিক দিয়ে এবং কথনও ঘর্ষণাও জ্ঞানের দিক দিয়েও হচ্ছে থাকে। এ আয়াতে ^م অব্যাপ্ত
কারা পূর্বের আরাতে বিভিন্ন ^م বাকের উপর মুক্ত করা হয়েছে। অর্থ এই
যে, আমি এই সভা ও পূর্ববর্তী খণ্ড কিঠাবসমূহের সমর্থক কোরআন প্রথমে জাগনাম
কাহে প্রত্যাদেশ করেছি। এরপর আমি আমার মনোনীত বাস্তবদেরকেও এর অধিকারী
করেছি। এখন এটা সুস্পষ্ট যে, কোরআন ওইর মাধ্যমে রসুলুজ্জাহ্ (সা)-র কাহে
প্রেরণ করা ঘর্ষণাও করের দিক দিয়ে আপ্ত এবং উচ্চতে মুহাম্মদীকে দান করা
গণ্ঠাতে হচ্ছে। উচ্চতাকে কোরআনের অধিকারী করার অর্থ এও হচ্ছে যে, রসুলু-
জ্জাহ্ (সা) উচ্চতার জন্য অর্থ-কণ্ঠি ও বিবর-সম্পত্তির “উত্তরাধিকার” রেখে শাওয়ার
সরিবর্তে আজাহ্-র কিঠাব রেখে সেছেন। এক হাদীসেও সাক্ষ পাওয়া যায় যে, পরগবর-

পথ দিরহাম ও দীনার উত্তরাধিকার রেখে থান না। তাঁরা উত্তরাধিকার অরপ ইসম বা জান রেখে থান। অন্য এক হাদীসে আজিয় ও জানীগণের গঠনসমগ্রের উত্তরাধিকারী বলে আখ্যায়িত করা হয়েছে। এরপ অর্থ মেওয়া ইতে উপরোক্ত অপ-গঠাত কালের দিক দিয়েও হতে পারে। অর্থাৎ আমি এ কিছাব আপনাকে সান করেছি। অতপর আপনি তা উত্তরের অন্য উত্তরাধিকার অরপ রেখেছেন। আরাতে উত্তরাধিকারী করার অর্থ সান করা বোবানো হয়েছে। একে উত্তরাধিকার শব্দের যাখ্যমে ব্যক্ত করার মধ্যে ইঙ্গিত রয়েছে যে, উত্তরাধিকারী ব্যক্তি বেশন কোন কর্ম ও চেষ্টা ব্যতিরেকেই উত্তরাধিকার অক্ষ জাঞ্জ করে তেমনি কোরআন পাকের এই ধনও মনোনৌত বাসাদেরকে কোন কর্ম ও চেষ্টা ব্যতিরেকেই সাম করা হয়েছে।

اللَّهُمَّ إِنِّي مُسْتَأْنِدٌ عَلَىٰ مُطْفِئِنِ النَّارِ إِنِّي أَعْلَمُ بِمَا أَعْصَيْتَنِي

أَصْطَفَيْنَا مِنْ صَنَاعَاتِ । অর্থাৎ আমার বাসাদের যথা থেকে সাদেরকে আমি মনোনৌত করেছি। অধিকাংশ তফসীরকিস এর অর্থ নিয়েছেন উত্তরে মুহাম্মদী। এতে আলিমগণ প্রত্যক্ষভাবে এবং অন্যান্য মুসলমান আলিমগণের অধ্যয়তায় এর অভূত হয়ে আসে। হয়রত ইবনে আবুআস (رض) থেকে বধিত আছে কালে উত্তরে মুহাম্মদীকে বোবানো হয়েছে। আরাহতুআলা তাদেরকে তাঁর প্রভোকৃতি অবর্তীণ কিছাবের উত্তরাধিকারী করেছেন। (অর্থাৎ কোরআন পূর্ববর্তী সমস্ত কিছাবের সমর্থক ও সংরক্ষক বিধায় সমস্ত ঐশীয়ত্বের বিষয়বস্তুর সমষ্টি। এর উত্তরাধিকারী হওয়া বেশ সমস্ত আসলানী কিছাবেরই উত্তরাধিকারী হওয়া।) অতপর হয়রত ইবনে আবুআস বলেন :

نَفَّالَهُمْ يُخْفِرُ لَكُمْ وَمَقْتَصِدُهُمْ يَعْتَدُ حَسَا بَا يَسِيرًا وَسَا بَقْهُمْ يَدْ خَلَقَهُنَّ بِغَيْرِ حَسَابٍ

অর্থাৎ এ উত্তরের আলিমদেরকেও শেষ পর্যন্ত ক্ষমা করা হবে যথাপর্যাদের হিসাব সহজভাবে মেওয়া হবে, আর বারা, সৎকর্মে অপগায়ী তাদেরকে বিনা হিসাবে আরাতে প্রবেশ করানো হবে।—(ইবনে কাসীর)

أَصْطَفَيْنَا مِنْ । এস বারা উত্তরে মুহাম্মদীর সর্ববৃহৎ ঝেটুর পরিসরট হয়েছে। কেননা এ শব্দটি কোরআন পাকে গঠনসমগ্রের কেবল বেশির ভাগ ব্যবহৃত হয়েছে। এক আরাতে আছে :—

অন্য এক আর্থিতে আছে :

إِنَّ اللَّهَ أَصْطَفَى أَدَمَ وَنُوحًا وَأَلَّا بِرَا هُمْ دَالُّ عِمَرَانَ مَلَكَ الْعَالَمِينَ

আজোট আয়াতে আলাহ্ তা'আলা উচ্চতে মুহাম্মদীকে অন্তর্ভুক্ত অর্থাৎ মনোনয়নে পরমগতির পথের সাথে সরীক করে দিলেছেন। তবে মনোনয়নের বিভিন্ন ক্ষেত্র রয়েছে। সংস্কৃত ও ফেরেশতাগণের মনোনয়ন উচ্চতে মুহাম্মদীর মনোনয়ন এর পরের ক্ষেত্রে হয়েছে।

فِيهِمْ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ وَمِنْهُمْ مُقْتَدُونَ وَمُقْتَدٌ

উচ্চতে মুহাম্মদী তিন প্রকার :
سَابِقُ بَنْ بِالْخَيْرَاتِ এই বাকাটি প্রথমোক্ত বাকোর ব্যাখ্যা। অর্থাৎ আমি যাদেরকে মনোনীত করে কোরআনের অধিকারী করেছি, তারা তিন প্রকার। জালিয়, অধ্যাপকী ও সৎকর্মে অগ্রগামী।

ইবনে কাসীর এই প্রকারভাবের তফসীর এভাবে করেছেন : জালিয় সে বাতিল দ্বারা কোন করম ও উরাজিব কাজে ঝুঁটি করে এবং কোন কোন নিষিক কাজেও জড়িত হয়ে পড়ে। অধ্যাপকী সে বাতি যে সমস্ত করম ও উরাজিব কর্ম সম্পাদন করে এবং যাবতীয় নিষিক কার্য থেকে বেঁচে থাকে, কিন্তু যারে মাঝে কোন কোন যৌক্তিকাব কাজ হচ্ছে দেয় এবং কোন কোন মকরাই কাজে জড়িত হয়ে পড়ে। সৎকর্মে অগ্রগামী সে বাতি, যে যাবতীয় করম ও যৌক্তিকাব কর্ম সম্পাদন করে এবং যাবতীয় হারাম ও মকরাই কর্ম থেকে বেঁচে থাকে, কিন্তু কোন কোন যৌক্তিক বিষয় ইবাদতে বাপ্ত থাকার কারণে অথবা হারায় সন্দেহে হচ্ছে দেয়।—(ইবনে কাসীর)

অন্যাম্য তফসীরবিদ এ প্রসঙ্গে বিভিন্ন উভিত বর্ণনা করেছেন। রাহজ মা'আনোতে ডেক্সারিপ্ট উক্তি উল্লিখিত রয়েছে। কিন্তু চিঠা করলে দেখা যাব, অধিকাংশ উক্তির সামর্য তাই, যা উপরে ইবনে কাসীর থেকে বলিত হয়েছে।

একটি সন্দেহ ও তার জওয়াব : উল্লিখিত তফসীর থেকে প্রতীয়মান হয়ে গেল যে, জালিয় ও আলাহ্ তা'আলাৰ মনোনীত যাদাদের অন্তর্ভুক্ত। একে বাহাত অবাকৃত মনে করে কেউ কেউ বলেছেন যে, জালিয় উচ্চতে মুহাম্মদী ও মনোনীতদের অন্তর্ভুক্ত নয়। অথচ অনেক সহীহ হাদীস ধারা প্রয়াণিত হয় যে, এ তিন প্রকার মোকাবৈ উচ্চতে মুহাম্মদীর অন্তর্ভুক্ত এবং **بِلِلَّهِ**। শুনের বাইরে নয়। এটি হল উচ্চতে মুহাম্মদীর মু'মিন যাদাদের চূড়ান্ত বৈশিষ্ট্য ও প্রেরিত। তাদের মধ্যে যে বাতি কার্যত ঝুঁটিযুক্ত, সেও এই যাদাদার অন্তর্ভুক্ত। ইবনে কাসীর এ প্রসঙ্গে সম্পর্কিত সমুদয় হাদীস সম্বোধন করেছেন। তথ্যে কয়েকটি নিম্নে উক্ত করা হল।

হয়েছে আবু সাইদ খুদরী (রা) বর্ণনা করেন যে, রসুলুল্লাহ (সা) এআমাতের
لِيَنْ لِيَنْ أَصْفَيْنَا—তে বিশিষ্ট তিনটি প্রকার সম্পর্কে বলেছেন যে, তাৰা সমষ্টি একই
কৰণত এবং আমাতো।—(ইমাম আহমদ, ইবনে কাসীফ)

অর্থাৎ আপক্ষিকভাবে স্বাক্ষর কৰে এবং স্বাক্ষর আমাতে প্রবেশ কৰবে। অথবা
এবং অর্থ এই নয় যে, মৰ্যাদার দিক দিয়ে একজন অপরাজিত থেকে প্রেত হবে না।

ইবনে আবীর আবু সাইদ খুদরী (রা) বলেন যে, তিনি ছিল (আবু সাইদ)
মসজিদে দৌহে হয়ে হয়রাত আবু দুর্দারাদকে পূর্ব থেকে সেখানে অবস্থানকৃত দেখতে পান।
স্মিন্ত তাঁর ব্যবহারে গিয়ে বসে আন এবং এই দোয়া করতে থাকেন : **اَللّٰهُمَّ اَنْسِنِي**
وَحْشَتِي وَارْجِعْنِي فِرْدَوْسِي وَبِسْرَانِي مিল্লাহ
আত্মিক পেরেশানী : সুরা কুক্সান, আমাতে অন্তর্ভুক্ত প্রতি স্বাক্ষর কৰতে এবং আমাতে
কুক্সান সহকর্ষণীয় সহচর দান কৰতে। (এখনে তাঙ্গীয় যে, পূর্ববর্তী বৃহৎ-
সপ্তের মধ্যে সৎসন্ধির অক্ষেষণ খুবই দুরকারী বিবর বলে গণ্য হচ্ছে। তাৰা সৎসন্ধিৰে
ক্ষণিক লক্ষ্য ও বাস্তোৱ পেরেশানীৰ প্রতিকার ঘনে কৰে আমাতে তাৰাতোৱ কৰছে এবং
জন্য দোয়া কৰাতেন।) আবু দুর্দারাদ (রা) এই দোয়া শুনে বলেছেন, আপনি রসুলুল্লাহ ও
অবেবেগে সাক্ষা হলে আমি এ ব্যাপারে আপনার চেয়ে অধিক তাগবান। (অর্থাৎ
আমাতে তাৰাতোৱ আমাতে আপনার মত সৎসন্ধি ঠাওৱা ছাড়াই দান কৰাতেন।)
তিনি আবু তুলেন, আমি আপনাকে একটি হাদীস উন্মাদি। যা আমি রসুলুল্লাহ (সা)-ৰ
মুখ থেকে উন্মাদি। এ পর্যন্ত কোরও কাছে বৰ্ণনা কৰার সুযোগ ইয়ানি। হাদীসটি
এই : **رَسُولُكَمْ كَرِيمٌ** (সা) **أَكْتَابِ الَّذِي أَنْهَى مِنَ الْعَزْنِ** **أَكْتَابِ** আমাতুখানি

শিলাওয়াত কৰে বলেছেন, এই তিনি রক্ষ জোকের মধ্যে সহকর্ষে আমাতুখানী ছিল
হিসাবে আমাতে প্রয়োগ কৰবে, যথাপূর্বের কাছ থেকে দাঙুক হিসাবে জোকের হিসাবে এবং
আমিয়ে এছেকে খুব ক্ষুধিষ্ঠ ও বিবেচ হচ্ছে। অবলেৰ সে-ও আমাতে প্রক্রিয়াৰ পেরে
ক্ষণিক লক্ষ্য আৰু সুপ্রকল্প দূৰ হজে থাবে। তাই পূর্ববর্তী আমাতে বৰা হয়েছে :

الْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِي أَنْهَى مِنَ الْعَزْنِ —অর্থাৎ তাৰা বলবে, আমাতু পোকুৰ,
যিবি আমাদেৱ প্ৰতি দুঃখ সুয় কৰিব দিবেছেন।

তিব্বতী বিশিষ্ট হয়েছে আবু দুর্দার ইবনে মস্তোদ (রা)-এৰ রেওয়াতে রসুলুল্লাহ
(সা) বলেন, **وَكُلُّهُمْ مِنْ أَكْتَابِ** অর্থাৎ এই তিনি প্রকার জোকৈ কৰব-কৰাতে
বুহাতুখানী পুৱে।

আবু সাইদ উক্তকা ইবনে আবু দুর্দার কৰক অৰ্থাৎ বলেন তিনি হয়েছে
আমেলা (রা)-কে এই আমাতেৱ উক্তসৌৱ জিজেস কৰাতে ভিন্ন ব্যাপ্তি—বাবে। এ

তিন অকার লোকই আমাতী। তাদের কথো আশ্চর্যী তারা, যারা রসুলুলাহ (সা)-র শয়ানার প্রভাত ঘরে গেছেন। তাদের জ্ঞাতী হওয়ার সাক্ষ যমই রসুলুলাহ (সা) দিয়েছেন। যিন্তাতী বা যথ্যপক্ষী তারা, যারা তাদের পদাঙ্ক অনুসরণ করে পূর্ববর্তী-দের অনুসরণ করতে থাকবেন ও তাদের সাথে যিনিত হয়েছেন। অতপর আমাদের ও তোমাদের মত জোকেরা আজিয়দের পর্যায়ে রাখে সেহি।

বিনোবশত হস্তরত আমেশা সিদ্ধীকা (রা) নিজেকে তৃণীয় শুর অর্থাৎ আজিয়ের পর্যায়ে স্থান করেছেন। নষ্টুবা'সহীত হাস্তীসম্মুহের বর্ণনা অনুসারী যিনি অগ্নিমোদের প্রথম সাম্রাজ্য একজন।

ইবানে অরীর যুহুল্মদ ইবানে হামিকিয়া (রা) থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বাসেন ও উচ্চত প্রহরণক্ষমতা উচ্চত। এই আজিয়ত ক্ষমতাপূর্ণ। যিন্তাতী আমাতী এবং সৎ কাজে আশ্চর্যী-দল আজাহার কাছে উচ্চবর্ণীয়ার অধিকারী।

مُهَاجِّمَةٍ إِلَيْهِمْ أَجْوَى بَاكِرُ (رَأَى) أَجْিয়ের তফসীরে বলেন : — مَعَ مَالِكًا وَ أَخْرِسِينَا سِيَّدَ الْمُؤْمِنِينَ

উচ্চতে যুহুল্মদীর আজিয় সম্মানের জেটক : আজোচ আজাতে আজাহ আজাজা বলেছেন, আমি আমার মনোনীত রাজাদেরকে আমার কিতাবের উত্তরাধিকারী করেছি। বজাহাহত্য, আজাহর কিতাব ও রসুল (সা)-এর পিকার প্রভাক উত্তরাধিকারী হচ্ছেন ওজামায়ে কিরায়। হাসীসেও বৃক্ষ হয়েছে । لَعْلَمَا وَرَثَةً لَا نَبِيَّمْ — এর সারামৰ্ম এই যে, যারা কোরআন ও হাসীসের পিকা প্রচারকে জীবনের ব্রহ্ম হিসাবে প্রাপ্ত করেছেন এবং নিষ্ঠাসহকারে এ কর্তব্য পালন করে আছেন, তারা আজাহ মনোনীত বাসা ও ওজী। হস্তরত সামাদা ইথেম হাফায় (রা) বলিত রেওয়ায়েতে রসুলুলাহ (সা) বলেন, কিন্তু আজিয়ের দিন আজাহ তা'আজা আজিয়গুপকে সজোখন করে বলবেন, আমি তোমাদের একে আমার কর্তৃক প্রত্ন প্রত্ন এজন্য রেখেছিয়া যে, তোমরা যে কর্তৃই করুন কেন তোমাদেরকে কুয়া করাই ছিল আমার উদ্দেশ্য। উপরে ব্যক্তি হয়েছে যে, যার মধ্যে আজাতের ভয় নেই, সে আজিয়গুপের তাজিকাত্তুল নয়, তাই আজাহ তৌতির রঙে রজিত আজিয়গুপকেই এই সজোখন করা হবে। তাদের পক্ষে নিশ্চিত হয়ে পাপ কর্ত্ত্ব জোগে থাকা কিন্তুই সত্ত্বপুর নয়। তবে মানুষ হিসাবে তারাও যাবে-যাবে তুলুতি করেন। হাসীসে তাই বলা হয়েছে যে, তোমাদের কর্ত্ত্ব যেখনই হোক, যাগফিরাত তোমাদের অন্য অবধারিত। — (ইবনে বাসীর)

হস্তরত আবু মুসা আশ'আরী (রা) বলিত রেওয়ায়েতে রসুলুলাহ (সা) বলেন, হাসের আজাহ তা'আজা সবাইকে একজ করবেন, অঙ্গের আজিয়গুপক এক বিসেয় আয়গার সংস্করণ করে থাকবেন।

أَنِّي لَمْ أَصْعَدْ مَلْمِي فَهُكُمْ أَلَا لَعْلَى بَكُمْ وَلَمْ أَصْعَدْ مَلْمِي فَهُكُمْ أَنْطَلَقْوَا
قَدْ غَفَرْتْ لَكُمْ

আর্থাত্ আমি তোমাদের অভিয়ন আমার ইচ্ছা এ অব্য ক্রেতেছিলাম হে, আমি
জানতাম (ও যে, প্রয়োগ এই আমানভের হক আদান করবে ।) তোমাদেরকে আমার
সেওয়ার জন্য তোমাদের বকে আমি আমার ইচ্ছা রাখিনি । আও, আমি তোমাদেরকে
কথা করে দিলাম ।—(আয়হারী)

আর্থাত্ আমাতে সর্বপ্রথম আলিয়, অঙ্গর মিতাচারী বা অধ্যাপকী ও সর্বশেষে
সৎকর্মে অপ্রাপ্যী উপরিভিত্তি হরেছে । এই ধারাবাহিকভাবে কারণ সম্ভবত এই হে,
আজিয়ের সংখ্যা সর্বাধিক, তাদের কেরে কথ মিতাচারী-অধ্যাপকী এবং আরও কথ
সৎকর্মে অপ্রাপ্যী । তাদের সংখ্যা হেশি, তাদেরকে প্রথমে উপর করা হরেছে ।

ذَلِكَ هُوَ الْفَضْلُ الْكَبِيرُ جَنَّاتُ عِدَّنِ يَدْ خَلُونَهَا يَخْلُونَ فِيهَا مِنْ أَسَا
وَرَمِّنْ ذَهَبٍ وَلَوْلَوْا وَلِبَا سَهُومٌ فِيهَا حَرَيرٌ

আর্থাত্ কর্তৃতে আঁকাহ তাঁকা হাঁকা অনোনীত বাসাগণের মধ্যে তিন প্রকারের
কথা উপর করেছেন । তারপর বলেছেন । **ذَلِكَ هُوَ الْفَضْلُ الْكَبِيرُ** আর্থাত্
এদেরকে অনোনীতদের মধ্যে গণ্য করা আঁকাহ তাঁকার মত অনুপ্রবহ । প্রতিদান
কারণ তাঁরা আঁকাতে যাবে, তাদেরকে বর্ণের কংকন এবং মুক্তার অবৎকার পরামো
হবে । তাদের পোশাক হবে বেশমের ।

সুনিয়াতে পুরুষদের অব্য বর্তের অবৎকার ও বেশমী পোশাক উত্তরণ পরিধান
করা হারায় । এর বিবিধের আঁকাতে তাদেরকে এসব বক্ত সেওয়া হবে । এরাগ বলা
টিক হবে না বে, অবৎকার নামীর কৃষ্ণ, পুরুষদের জন্য সোজনীর নয় । কেননা
সুনিয়ার আবহার সাথে আঁকাত ও পরকারের অবহার তুজনা করা একাত নিবুঁজিত ।

হয়রাত আবু সাঈদ খুদরী (ر)-র বর্ণিত রেওয়ায়েতে আছে যে, রসুলুল্লাহ
(ص) বলেছেন, আঁকাতীদের ঘনকে মুক্তা প্রচিত মুক্ত থাকবে । এর নিষ্পন্নতরের মুক্তার
আঁকাতে সম্পূর্ণ ও প্রশংসন দিগন্ত উত্তোলিত হবে ।—(আয়হারী)

তফসীরবিদগণ বলেন, প্রত্যেক আঁকাতীর হাতে একটি অর্পণিষিত ও একটি
রৌপ্যনির্ষিত কংকন থাকবে । এরই পরিপ্রেক্ষিতে কোরআনের এক আঁকাতে অর্প
ণিষিত কংক এক আঁকাতে রৌপ্য নির্ষিত কংকনের কথা উপর রয়েছে । এ তফসীর
মূলত উত্তর আঁকাতে কোন বৈগ্রাহ্য নেই ।—(কুরডুবী)

দুনিয়াতে ষে হাতিন সোনা-জ্বাপার পাই ও রেশমী পোশাক আবহাল করবে, সে আরাতে এগুলো থেকে বক্ষিত থাকবে। হযরত দ্বারকা (রা)-র রেওয়ায়েতে রসূলুল্লাহ্ (সা) বলেন, রেশমী পোশাক পরিধান করো না; সোনা-জ্বাপার পাই পানি পান করো না এবং এসবের আরো তৈরি বস্তনে আহার করো না। কারণ, এগুলো দুনিয়াতে কাহিনীদের অন্য এবং তোষাদের অন্য গরুকালে।—(বুধারী, মুসলিম)

হযরত উমর (রা)-এর রেওয়ায়েতে রসূলুল্লাহ্ (সা) বলেন, ষে পুরুষ দুনিয়াতে রেশমী পোশাক পরিধান করবে, সে পরকালে তা পরিধান করতে পারবে না।—(বুধারী, মুসলিম)

হযরত আবু সাঈদ খুদরীর এক রেওয়ায়েতে আছে যে, দুনিয়াতে রেশমী পোশাক পরিধানকারী পুরুষ পরকালে তা থেকে বক্ষিত থাকবে এবিশ সে আরাতে ফ্রেশ করে।—(আবহারী)

وَقَالُوا إِنَّمَا تَعْلَمُ الَّذِي أَنْتَ هَبَّ مَنَا الْعَزَّزَ—আর্বাং জামাতীরা

আরাতে প্রবেশ করায় সময় ব্যবহৈ, আল্লাহর শোকর, যিনি আমাদের দুঃখ দূর করেছেন। এই দুঃখ কি? এ সম্পর্কে তৎসীরবিদগণের বিভিন্ন উভিঃ আছে। প্রকৃত পকে সকল প্রকার দুঃখই এর অন্তর্ভুক্ত। দুনিয়াতে যানুষ যাতে রাজাধিরাজ অথবা বৰী ও ওজী হোক না কেন, দুঃখকল্পের কবল থেকে বারও নিছুতি নেই।

دُرِّيْنِ دُنْيَا كَسَّ بِـ غَمِ نَبَّا شَدَ
وَكَرْبَـا شَدَ بَنَى ادَمْ نَبَّا شَدَ

এ দুনিয়াতে দুঃখ-সূর্যশা ও চিছা-ভাবনা থেকে কোন সহ ও অসৎ হাতিনেই নিষ্ঠার নেই। একাগ্রণেই সুধীবর্গ দুনিয়াকে 'দ্বারকা-আহমান' দুঃখ-কল্পের আলোচনা করেন। আরাতে উল্লিখিত দুঃখের মধ্যে শুধুমত দুনিয়ার জাবতীয় দুঃখ, ছিলোরণ কিম্বামত ও হালৱ-নশরের দুঃখ-কল্প, তুভীয়ত হিসাব-মিকাশের দুঃখ-কল্প এবং চতুর্থত আহমানের শাস্তি ও দুঃখ-কল্প অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। আল্লাহ তা'আলা আজ্ঞাতীদের এসব দুঃখ-কল্পেই দূর করে দেবেন।

হযরত আবসুল্লাহ ইবনে উমর (রা)-এর রেওয়ায়েতে রসূলুল্লাহ্ (সা) বলেন, আরো জা-ইলাহা ইলাহাহু কংজেয়ার বিদ্যাসী, তারা মৃত্যুর সময়, করবে ও হালের কোথাও উৎকৃষ্ট বোধ করে না। আর যেমন দেখলে পাচ্ছি তারা করব থেকে ওঠার সময় **الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَنْهَبَ هَبَّ مَنَا الْعَزَّزَ** বলতে বলতে উঠেছে।—(ভিবরামী, আবহারী)

উপরে বলিত আবুল্ফারদার হাদীয়ে বলা হচ্ছে যে, উত্তিরিত জালিয়ম শ্রেণী-
ভূক্ত কাপ্টিন এ উত্তি করবে। কেননা, হালের সে প্রথমে দৃঢ়খ-কষ্ট ও উৎসের
সম্মুখীন হবে। অবশ্যে আয়তে প্রবেশের আদেশ পাওয়ার কারণে তার এসব দৃঢ়খ-
কষ্ট দূর হয়ে যাবে। এ হাদীসটি ইবনে ওমরের হাদীসের পরিপন্থী নয়। কেননা,
জালিয়ম কাপ্টিন অন্যদের তুষ্ণমায় হালেরও একটি অভিযর্জন দৃঢ়খের সম্মুখীন হবে, যা
আয়তে প্রবেশ করার সময় দূর হয়ে যাবে। সারকথা, সৎকর্মে অপগামী, যিন্তাচারী
ও জালিয়ম সকল প্রেরীর জাগাতই এ উত্তি করবে, কিন্তু অত্যোকের দৃঢ়খের ভালিকা
আলাদা আলাদ হওয়া অবাকর নয়।

ইয়াখ জাস্সাম বলেন, পার্থিব জীবনে চিন্তা-ভাবনা ও দৃঢ়খ-কষ্ট থেকে মুক্ত
না থাকাই মুশ্যমনের খান। রসুলুল্লাহ (সা) বলেন, দুনিয়া মুশ্যমনের জন্য কয়েদখানা।
একারণেই রসুলুল্লাহ (সা) ও প্রধান প্রধান সাহায়গণের জীবনাতেও দেখা যায়, পাঁদের-
কে প্রান্তী প্রতিষ্ঠিত ও বিমৰ্শ দেখা যেত।

الذى أحلنا دار المقامع من فضله لا يمسنا فيها نصب ولا يمسنا فيها الغرب

আয়তে আয়তের কতিপয় বৈশিষ্ট্য বিবৃত হচ্ছে। এক, আয়তে বসবাসের
জাগস্থা। এর বিলুপ্তি অথবা সেখান থেকে বহিকৃত হওয়ার কোমও আলংকা নেই।
দুই, সেখানে কেউ কোম দৃঢ়খের সম্মুখীন হবে না। তিনি, সেখান কেউ জাপ্তিও
বোধ করবে না। দুনিয়াতে যানুষ কোট হয় এবং কাজকর্ম পরিহার করে নিপার
প্রয়োজন অনুভব করে। আয়ত এ থেকে পরির হবে। কোম কোম হাদীসও এ
বিবরণত বলিত রয়েছে। —(মাঝহারী)

أَوْ لَمْ نُعْرِكْمَ مَا يَتَذَكَّرُ فِيهِ مَنْ تَذَكَّرُ جَاءَ كَمَ الَّذِي
—অর্থাৎ আহারায়ে
যখন কাফিররা ফরিয়াদ করবে যে, হে আমাদের পাঞ্জনকর্তা! আমাদেরকে এ আয়ত
থেকে মুক্ত করুন, আমরা সৎকর্ম করব এবং অতীত কুকর্ম ছেড়ে দেব, তখন জওয়াব
দেওয়া হবে যে, আমি কি তোমাদেরকে এখন বরস দেইমি হাতে চিন্তানৌল র্ধাক্তি চিন্তা
করে বিশুল পথে আসতে পারে? হয়রত আলী ইবনে হসাইন ইবনে জয়নুল আবেদীন
(রা) বলেন, এর অর্থ সতের বছর বয়স। হয়রত কাতাদাহ আঠার বছর বয়স বলেছেন।
আসল অর্থ সাবাজক হওয়ার বয়স। এতে সতের বা আঠারোর পার্থক্য হতে পারে।
কৃষ্ট সচেতন বছরে এবং কেউ আঠার বছরে সাবাজক হতে পারে। শরীয়তে এ বয়সটি
প্রথম সীমা, যাতে প্রবেশ করার পর যানুষকে নিজের ভালম্ভ বোবার তান আলাহুর
পক্ষ থেকে সার করা হত। তাই সাধারণ কাফিরদেরকে উপরোক্ত কথাটি বলা হবে
তারা যন্মাবৃক হোক অথবা অল্পবৃক। তবে যে বাকি সুদীর্ঘকাল রয়েছে থাকার প্রয়ো

সতর্ক হয়নি এবং প্রকৃতির প্রয়াগাদি দেখে ও পরিষ্কারগথের কথাবার্তা শনে সত্যের পরিচয় প্রাপ্ত করেনি সে অধিক বিজ্ঞানোগ্য হবে।

সারকথা এই যে, যে ব্যক্তি কেবল সাধারণ হওয়ার বয়স পায়, তাকেও আজ্ঞাহ তা'আমা সত্য ও বিধ্যার পার্থক্য বোঝার ক্ষমতা নাই করেন। সে তা' না বুঝলে তিরকার ও আবাবের বোগ্য হবে। কিন্তু যে ব্যক্তি দীর্ঘ বয়স পায়, তার সামনে আজ্ঞাহ প্রয়াগাদি আরও পূর্ণ হয়ে থাই। সে কুকুর ও গোমাহ থেকে বিরুদ্ধ না হলে অধিকচতুর সাজি ও তিরকারের যোগ্য হবে।

হস্তরত আজী মুর্তবা (রা) বলেন, আজ্ঞাহ তা'আজ্ঞা যে বয়সে গোমাহ গার বাস্তা-দেরকে জাজা দেন, তা হচ্ছে শাট বছর। হস্তরত ইবনে আবুসাও এক রেওয়ায়েতে চালিশ ও অন্য রেওয়ায়েতে শাট বছর বলেছেন। এ বয়সে মানুষের উপর আজ্ঞাহ প্রয়াগ পূর্ণ হয়ে থাই এবং মানুষের জন্য কোন উহর-আগতি পেশ করার অবকাশ থাকে না। ইবনে কাসীর হস্তরত ইবনে আবুসের বিভীষণ রেওয়ায়েতকে অপ্রাধিকার দিয়েছেন।

উপরোক্ত বর্ণনা থেকে স্পষ্ট হয়ে পেছে যে, সত্যের আঠার বছর সংজ্ঞাত রেও-য়ায়েতও শাট বছরের রেওয়ায়েতের মধ্যে কোন বিবোধ নেই। সত্যের আঠার বছর বয়সে মানুষ চিন্তা-তাৎসুর যাধ্যমে সত্য ও বিধ্যার পার্থক্য বুঝতে পারে। এ কারণেই এ বয়স থেকে সে প্রয়োগের বিধানবলী পাইলে আদিষ্ট হয়। কিন্তু শাট বছর এখন সুদীর্ঘ বয়স যে, এতেও কেউ সত্যের পরিচয় জান না করলে তাত্ত্ব ও উহর আগতি করার কোন অবকাশ থাকে না। এ কারণেই উচ্চতে মুহাম্মদীর বয়সের পাত শাট থেকে সত্যের বছর পর্যন্ত নির্ধারিত রয়েছে। এক হাদীসে আছে :

أَمَّا رَأَيْتِي مَا بَيْنِ السَّبْعِينَ إِلَى السَّبْعِينِ وَأَقْلَاهُمْ مِنْ يَجْرِي زَلْكَ

—অর্থাৎ আমার উচ্চতের বয়সজীবাট থেকে সত্যের পর্যন্ত হবে। ধূৰ কম জোকাই এই সৌজা অভিজ্ঞতা করবে।—(ইবনে কাসীর)

আজ্ঞাতের শেষে বলা হয়েছে,—^{وَجَاءَكُمْ الَّذِينَ}—এতে ইশাৱা কৰা হয়েছে যে, মানুষকে সাধারণবছর বয়স থেকে কথগতে তার প্রলটা ও সাজিককে চিমা ও তাঁর সন্তুষ্টি অর্জনকে জীবনের লক্ষ্য হিসেবে করার মত আনন্দজি প্রদান করা হব। এ কাজের জন্য মানুষের ভান-সুজ্ঞাই যথেষ্ট হিল, কিন্তু আজ্ঞাহ তা'আজ্ঞা শুধু তা দিয়েই কাজ থাকেননি, বরং তার বৃক্ষিকে সাহায্য করার জন্য ভৌতি-প্রদর্শনকারীও প্রেরণ করেছেন। ‘মৰীয়’ শব্দের অর্থ ভৌতি-প্রদর্শনকারী। প্রকৃতগতে সে ব্যক্তিগত নয়ীর শুধু ভৌতি প্রদর্শনকারী যে সৌর কৃপাশে আগন পোকদেরকে খৎসাকৃত ও কড়িকর বিবর্যাদি থেকে বৈচিত্র থাকার নির্দেশ দেয়। কোরআন পাকে এ শব্দের আরো পরিগঠনগুলি

ও হাঁদের মাঝের আলিয়গপকে দেখানো হচ্ছে। আবাবতের সারথর্য এই যে, সত্ত্ব মিথ্যার পুরিদের লাভ-করার জন্য আমি জানমুক্তি দিচ্ছু, পরগতরও প্রেরণ করেছি।

হবরত ইবনে আববাস, হবরত ইকবিয়া ও ইয়াম আকর থাকের থেকে বলিত আছে যে, আবাবতে উল্লিখিত ف (সর্করকারীর) অর্থ বার্ধক্যের সামা দূজ। এটা প্রকাশ হওয়ার পর যানুষকে নির্দেশ করে যে, বিদায়ের দিন ঘৃবিয়ে গ্রেছে। বলা-বাহলা, পরগতর ও আলিয়গপের সাথে সামাদুলও সর্করকারী হতে পারে। এতে কোন প্রিয়াধ নেই।

সত্ত্ব এই যে, বাজেগ হওয়ার পর থেকে যানুষ যত অবস্থার সম্মুখীন হয়, তার নিজ সত্ত্বার ও চীরগালে যত পরিবর্তন ও বিপ্লব দেখা দেয়, সবই আজ্ঞাহ তা'আজ্ঞার গক থেকে সর্করকারীর ভূমিকা পালন করে।

إِنَّ اللَّهَ عَلِمُ غَيْبِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ فَإِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الْحَدَادِ
هُوَ الَّذِي جَعَلَكُمْ خَلِيفَةً فِي الْأَرْضِ فَمَنْ كَفَرَ فَعَلَيْهِ كُفْرُهُ وَلَا
يَرْبِيْدُ الْكُفَّارُ إِنَّ كُفُّرَهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ لَا مَقْتَنَاءٌ وَلَا يَرْبِيْدُ الْكُفَّارُ
كُفُّرُهُمْ أَكْسَارًا ۝ قُلْ أَرَأَيْتُمْ شَرْكًا لِّلَّهِ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُولَتِي
اللَّهُ أَرْوَنِي مَا ذَا حَلَّكُمْ مِّنَ الْأَرْضِ أَمْ لَهُمْ شَرَكٌ فِي السَّمَاوَاتِ
أَمْ أَتَيْنَاهُمْ كِتَابًا فَهُمْ عَلَىٰ بَيِّنَاتِ مِنْهُ بَلْ إِنْ يَعْلَمُ الظَّالِمُونَ بِعِصَمِهِمْ
بَعْضًا لَا يُغْرِيْدُ ۝ إِنَّ اللَّهَ يَمْسِكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ أَنْ تَنْزُلَا
وَلَمَّا زَأْتُمْ إِنْ أَمْسَكُهُمَا مِّنْ أَحَدٍ عَسْنَ بَعْدِهِ ۝ إِنَّهُ كَانَ حَلِيلًا غَفُورًا

(৫7) আজ্ঞাহ আববাস ও বাজের আনুষ বিদ্য সম্পর্ক ভাব। তিনি আভায়ের পিছের সম্পর্কও সরিয়ে আবহিত। (৫৮) তিনিই তোমাদেরকে পৃথিবীতে কীর প্রতিমিথি করেছেন। অন্তএব যে কুকুরী করবে তার কুকুরী তার উপরই বর্তাবে। কাকিদের কুকুর কেবলম। তাদের পালনকর্তার জোখই কুকুর করে এবং কাকিদের কুকুর কেবল তাদের কর্তৃতই কুকুর করে। (৫৯) বজুল, তোমার কি তোমাদের সে শরীরদের কথা কেবল সহজেই আসে। আভায়ের প্রতিমিথি তোমার ভাবক? তারা পৃথিবীতে কিছু সুলিষ্ঠ করে আভায়ের আভায়ের দেশাবধি না আসতাম সুলিষ্ঠ তাদের জ্ঞান অংশ আছে, মা'আজ্ঞি

তাদেরকে কোন কিডাব দিয়েছি না, তারা তার মৌলিক উপর কাছের করেছে, এবং আলিমরা একে অপরকে কেবল প্রভারপ্লামুক শুল্ক দিয়ে থাকে। (৪১) বিচ্ছেদ আলাহ্ আসমান ও হয়ীনকে ছির রাখেন, যাতে উজে না থাক। কিনি এগুলো উজে থাক তবে তিনি ব্যাপীত কে এগুলোকে ছির রাখবে? তিনি সহশীল, ক্ষমাশালী।

তকসীরের সার-সংজ্ঞেপ

বিচ্ছেদ আলাহ্, আসমান ও হয়ীনের অদৃশ্য বিষয় সম্পর্কে পরিজ্ঞান। বিচ্ছেদ তিনি অন্তরের বিষয় সম্পর্কে সবিশেষ অবহিত। (এ হচ্ছে তাঁর আনন্দ পরাকাঠা। কুদরত ও নিরামত উভয় বিষয় জাগরকারী কর্যগত পরাকাঠা এই যে,) তিনিই তোমাদেরকে পৃথিবীতে আবাস করেছেন। (এসব অনুধাবের প্রেক্ষিতে তোমাদের উচিত হিল তওহীদ ও আনুগত্য স্বীকার করা। কিন্তু কেউ কেউ এর বিপরীতে কুফর ও শুভ তার মেতে উঠেছে।) অন্তএব (এজে অনোর কি জড়ি হচ্ছে, বরং) যে কুফর করবে, তার কুফরের শান্তি তার উপরই সৃষ্টি হবে। (শান্তি এই যে,) কাফিরদের কুফর কেবল তাদের পাইনকর্তার ক্ষেত্রেই রুক্ষ করে (যা দুনিয়াতেই বাস্তবকল্প জাত করে), এবং কাফিরদের কুফর (পরকারে) ভাস্তুর জড়িই বৃক্ষ করে। (এ জড়ি হচ্ছে আমাত থেকে বাকিত হওয়া এবং আহারায়ের ইজনে পরিষ্কৃত হওয়া।) তারা যে কুফর ও শিরক করে থাকে, তাদেরকে আলাহ্ পরিবর্তে তোমরা পূজা কর। তারা পৃথিবীর কোন অংশ সৃষ্টি করেছে আমাকে দেখাও; না আকাশ স্থিতিতে তাদের কোন অংশীদারিত্ব আছে। (যাতে শুভিল বিস্তীর্থে তাদের পূজার ঘোষণা প্রযোগিত হয়) না আমি কাফিরদেরকে কোন কিডাব দিয়েছি। (যাতে শিরক বৈধ বলে স্বিকৃত আছে) যে, তারা তার মৌলিক উপর কাছের আছে। (সুতরাং সুজিষ্ঠ ও বর্ণনাগত কোন মৌলিক নেই,) এবং আলিমরা একে অপরকে কেবল প্রভারপ্লামুক প্রতিশুভি দিয়ে আসছে। (অর্থাৎ তাদের বড়রা, তিতিহীন যিন্যা বলেছে

الْمُنْفَعُ لَا يَعْلَمُ

অর্থ বাস্তবে তারা ক্ষমতাহীন। সুতরাং পূজার ঘোষ হচ্ছে পারে না।

তবে আলাহ্ তা'আরা সর্বশয় ক্ষমতার অধিকারী বিধাত তিনিই ইবাদতের বোগ্য। আলাহ্ যে সর্বশয় ক্ষমতার অধিকারী, তার প্রস্তাবিত কথা থেকে একটি শব্দক্ষিণ্য বিষয় এই যে, বিচ্ছেদ আলাহ্ তা'আরা আসমান ও হয়ীনকে (যৌবন কুদরতের ধারা) ছির রাখেন, যাতে উজে না থাক। যদি (খরে দেশার পর্যায়ে) এগুলো উজে থাক, তবে আলাহ্ ব্যাপীত কেউ এগুলোকে ছির রাখতে পারে না। (সুজিষ্ঠ বিশ্বের হেকোয়তও যথম তাদের ধারা হয় না, শুধু বিশ্বকে সৃষ্টি করার আশা বিজ্ঞাপে করা থাক এবং ইবাদতের ঘোষণা বা তারা কেবল করে হচ্ছে নারে।) এগুলোকে শিরক করার কানাপে এ মুহূর্তেই শান্তি দেওয়া উচিত হিল, কিন্তু ঘোষণা

(তাই অবকাশ দিবে রেখেছেন। এই সুযোগে যদি তারা সংগঠে এসে আস, তবে যেহেতু তিনি) ক্যালোজ (তাই অভিষ্ঠ সব গোলাহ মাঝ করে দেওয়া হবে)।

आवासिक लाभ विषय

خليفة خلاف - هو الذي جعلكم مختلفين في الأرض -
বিবরণ। অর্থ ইস্লামিক। উদ্দেশ্য এই যে, আমি মানুষকে একের পর এক ভূমি,
বাসস্থ ইত্যাদির আলিঙ্ক করেছি। একজন চলে গেলে অন্যজন তার ইস্লামিক হয়।
এতে আলাহ তা'আলার সিকে কল্প করার জন্য শিক্ষা রয়েছে। আফাতে উচ্চতে মহা-
সমুক্তে যাও হতে পারে যে, আমি বিগত আলিসমূহের পদে তাদের ইস্লামিকজনগে
তোমাদেরকে আলিঙ্ক ও ক্ষমতাবানী করেছিম। সুতরাং পূর্ববর্তীদের অবস্থা হেফে তোমা-
দের শিক্ষা প্রাপ্ত করার অবস্থা কর্তব্য। জীবনের সুরক্ষ সুরোগকে হেতুম হারিও না।

—**أَنَّ اللَّهَ يُمْسِكُ السَّمَاوَاتِ**—আকাশসমূহকে হিরণ্যনাথের অর্থ এসাম দ্বাৰা
বে, তাসের পঞ্চিলীজন্ম রহিত কৰে দেওয়া হয়েছে, বৰং এৰ অর্থ বহান থেকে বিচ্ছুত
হওয়া ও উলো বাঞ্ছনা।—**أَنْ تَرْزُقُ** এৰ পক্ষে জাঙ্গা দেওয়া। সুভৰাণ এ
আৱাজে আকাশ ছিডিলীল অধ্বা গডিলীল—এ বিষয়ের কোন প্ৰশ়াপ নেই।

وَاقْسُمُوا بِاللَّهِ جَهَنَّمَ أَيْمَانَهُمْ لَئِنْ جَاءَهُمْ نَذِيرٌ لَيَكُونُنَّ أَهْدَى مِنْ أَخْدَى
الْأَمْمَهُ فَلَمَّا جَاءَهُمْ نَذِيرٌ مَا زَادُهُمْ إِلَّا نُفُورًا^{١٦} اسْتَكْبَرُوا فِي
الْأَرْضِ وَمَكَرُ السَّيِّدِ^{١٧} وَلَا يَجِدُونَ الْكُوْنَ السَّيِّدُ إِلَّا بِأَهْلِهِ بِغَمَّلِ
يَنْظُرُونَ إِلَى سُنَّتِ الْأَوَّلِينَ فَلَمَّا تَجَدَنَ لِسْنَتَ اللَّهِ تَبَدِّلُ يَلْجَأُونَ
تَجَدَ لِسْنَتَ اللَّهِ تَخْوِيلًا^{١٨} أَوْ لَغْرِيَبِرْوَا فِي الْأَرْضِ فَيَنْظَرُوا كَيْفَ
كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَكَانُوا أَشَدَّ مِنْهُمْ قُوَّةً وَمَا كَانَ
اللَّهُ لِيُعْجِزَهُ مِنْ شَيْءٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ إِنَّهُ كَانَ عَلَيْهَا
قَدِيرًا^{١٩} وَلَوْ يُوَاجِهُنَا اللَّهُ النَّاسُ بِمَا كَسَبُوا مَا تَرَكُوا عَلَى ظَهِيرَهَا

مَنْ دَأَبَتْتُهُ وَلِكُنْ يُوَجِّرُهُمْ إِلَيْهِ أَجَلٌ مُسْتَقِيٌّ فَإِذَا جَاءُهُمْ أَجَلُهُمْ فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِعِبَادِهِ بَصِيرًا

(৪২) তারা জোর শপথ করে অবস্থা, তাদের কাছে কোন সতর্ককারী আগমন করছে, তারা আন্দোলন করে কোন সম্মুদ্দার অপেক্ষা অধিকতর সংগঠনে প্রতিবেদ। অতপর অবস্থা তাদের কাছে, সতর্ককারী আগমন করল, তখন তাদের মৃগাই কেবল হেতু দেখিল। (৪৩) সুবিবৰ্ণতে উজ্জ্বলের কারণে এবং কুচকুচের কারণে। কুচকু কুচকুদেরকেই যিনি ধরে। তারা কেবল পূর্ববর্তীদের মৃগাই অপেক্ষা করছে। অতএব আপনি আজ্ঞাহুর বিধানে পরিবর্তন পাবেন না এবং আজ্ঞাহুর সীতি-বীজিতে কোন কুকু বিলুচিতও পাবেন না। (৪৪) তারা কি সুবিবৰ্ণতে জয়ল করে না? করলেও দেখিত তাদের পূর্ববর্তীদের কি পরিণাম হয়েছে। অথচ তারা তাদের অপেক্ষা অধিকতর পটিলশালী হিল। আকাশ ও পৃথিবীতে বোন কিন্তুই আজ্ঞাহুকে অপারুক করতে পারে না। বিন্দু তিনি সর্বক সর্ব-শক্তিশান। (৪৫) যদি আজ্ঞাহু যানুবর্কে তাদের কুচকুর্মের কারণে গুরুত্বাও করতেন, তবে কুপুষ্ট চলমান কাউকে ছেড়ে দিতেন না। কিন্তু তিনি এক নিদিষ্ট মেরাদ পর্যন্ত তাদেরকে অবকাশ দেন। অতপর যখন সে নিদিষ্ট মেরাদ এসে আবে তখন আজ্ঞাহুর সব বাস্তা তাঁর দুলিটতে থাকবে।

তফসীরে সার-সংক্ষেপ

তারা [অর্থাৎ, কোরালে কাফিররা ইসলামাহ (সা)-র আবির্ভাবের পূর্বে] জোর শপথ করে বলত যে, তাদের কাছে কোন সতর্ককারী (পরাপর) আগমন করলে তারাম্যে কোন সম্মুদ্দার অপেক্ষা অধিকতর হিদায়ত করুণ করবে (অর্থাৎ ইহুদী, মুস্তান ইহুদি সম্মুদ্দারের ম্যাত্র তারা মিথ্যা প্রতিপন্থ করবে না)। অতপর যখন তাদের কাছে একজন সতর্ককারী [অর্থাৎ ইসলামাহ (সা)] আগমন করলেন, তখন তাদের মৃগাই কেবল হেতু গেজ, পৃথিবীতে উজ্জ্বলের কারণে এবং (মৃগাই শুধু হেতু যাইনি, বরং তাদের) কুচকুও (হেতু গেজ)। অর্থাৎ উজ্জ্বলের কারণে তাঁর অমুসুরাখে আজ্ঞা-বোধ তো করলাই ; উপরবর্ত তাঁকে উৎসাহদের চেষ্টার জেগে গেজ। তারা আজ্ঞার ইসলামের বিরুদ্ধে কুচকু করে নিহেদেরই ক্ষতি সাধন করেছে। কেন না), কুচকুর (আসুন) শাস্তি কুচকুদেরকেই যিনে থারে। (বাহ্যিক প্রতিপক্ষেরও ক্ষতি হয়ে গেজে সে ক্ষতিহ্য পাইবে। কিন্তু ক্ষতি সাধনকারী পারলোকিক শাস্তি অবশ্যাই জেগে করবে। পারলোকিক শাস্তির সামনে পাধিব ক্ষতি কৃত বিষয়। সুতরাং, এদিক দিয়ে 'কুচকু-দেরকেই যিনে থারে' কথাটি সম্পূর্ণ ব্যক্তিগত সত্তা)। তারা (আপনার শাস্তা ও উৎসাহের দেশে থেকে) কেবল পূর্ববর্তী (কাফির)-দের সীতিগুরুই অপেক্ষা করছে (অর্থাৎ আজ্ঞাহু

ও খৎসের অপেক্ষার হয়েছে। ।) আজগব (তাদের জন্মও ভাই হবে । কেননা), আগমি আজাহ্‌র সীতিতে পরিবর্তন পাবেন না । (যে, তারা আবাবের পরিবর্তে কৃপা লাভ করতে থাকবে ।) এবং—(এখনিভাবে) আজাহ্‌র সীতিতে কেবল মাত্রকভাবে পাবেন না (যে, তাদের পরিবর্তে অম্যাকাল জোকলের আবাব হতে থাকবে ।) অর্থাৎ এটা আজাহ্‌র ওয়াদা যে, কাফিরদের আবাব হবে—সুনিয়াতে অথবা কেবল আধিয়াতে । আজাহ্‌র ওয়াদা সর্বদা সৃষ্টি হয়ে থাকে । সুতরাং আবাব না হওয়ার কিংবা তাদের কুলে অন্য নিরপরাধের আবাব হওয়ার আশংকা নেই । কুফর আবাবকে অনিয়াব করে না—তাদের এ ধারণা ছাড় ।) তারা কি পৃথিবীতে (অর্থাৎ শায় ও ইরামেনের সুরে আস, সামুদ ও কওয়ে শুভের জনপদসমূহে) ইহস করেনি ? করলে দেষল, তাদের পূর্ববর্তী কাফিরদের (সর্বশেষ পরিণাম এই যিখ্যারোপের কারণে) কি হয়েছে । (তারা শাস্তিপ্রাপ্ত হয়েছে) অথচ তারা তাদের অপেক্ষা অধিক শক্তিশালী ছিল । (যে এত শক্তিশালীই হোক না কেন, কিন্তু) আকাশ ও পৃথিবীতে কোন (শক্তিশালী) বস্তই আজাহ্‌কে সরাজিত করতে পারে না । (কেননা,) তিনি সর্বজ (ও) সর্বশক্তি-মান-ৰ (সুতরাং ইহাকে কিভাবে কার্যকর করতে হবে, তানের মাধ্যমে তা তিনি জানেন ; অঙ্গের শক্তির মাধ্যমে তা কার্যকর করতে পারেন । অন্য কেউ এমন নয় । সুতরাং তাঁকে কে পরাজিত করতে পারে ? আবাব আসে না দেখে ঘাসি তারা তাদের নিয়ন্ত্রক ও কুফরকে সাতির বলে থানে করে, তবে এটাও তাদের কুল । কেননা, বিশেষ রহস্যবশত তাদের জন্য সাংকলিক আবাব থার্ব করা হয়নি (নড়ুবা) যদি আজাহ্‌ আনুষুকে তাদের কৃত (কুফরী) কর্মের কারণে (কুহকণাৎ) পারিষ্ঠাত করতেন তবে কৃ-পৃষ্ঠে একটি প্রাণীকেও ছাড়তেন না । (কারণ কাফিরদের কুফরের কারণে খৎস হয়ে হৈত এবং বৃক্ষতার কারণে মু'মিনগণকে দুনিয়া থেকে প্রভাহার করে নেওয়া হত । কারণ বিশ্ববহু বিশেষ তাঁগর্মের ক্ষিতিতে সবচিহ্নের সাথে জড়িত । অন্যান্য সৃষ্টি বস্তকে সৃষ্টি করার উদ্দেশ্যে মানব জাতির উপকার লাভ । মানবজাতি না থাকলে তারাও থাকত না ।) কিন্তু আজাহ্ তা'আজা তাদেরকে এক নিমিষিত মেয়াদ (অর্থাৎ কিম্বায়ত) পর্যন্ত অবকাশ দেন । অঙ্গের বখন তাদের সে মেয়াদ এসে যাবে তখন আজাহ্ তা'আজা তাঁর বাসাদেরকে মিজেই দেখে নেবেন । (অর্থাৎ তাদের মধ্যে যারা কাফির, তাদেরকে শাস্তি দেবেন ।)

আনুমানিক তাত্ত্ব বিষয়

لَا يُبَدِّلُونَ الْكُرْسِيَّ ۚ وَلَا يَعْلَمُونَ ۝ أَرْبَعَةِ كِنْجَاتِ ۝ بَلْ يُصْبِبُونَ ۝

—অর্থাৎ কুচকের শাস্তি অন্য কারও উপর পতিত হয় না—কুচকীর উপরই পতিত হয় । যে বাকি অপরের অনিষ্ট কারণ করে, সে নিজেই অনিষ্টের শিকার হয়ে থাক ।

একে—শ্রবণে দেখা দিলে পারে যে, দুনিয়াতে আবেক সবর কৃতজ্ঞদের চক্রান্ত সভাতে হচ্ছে দেখা যাবু এবং যার কাটি করার উদ্দেশ্য থাকে, তার কাটি হয়ে যাব। তুক্ষসৌরের সাৱ-সংজ্ঞেগে, এবং অওয়াব দেওয়া হয়েছে যে, এটা ধরীর কাটি। আৱ কৃতজ্ঞীৰ কাটি হচ্ছে প্ৰাণীকৰণ আৱাৰ, যা দেখন কুকুৰ, তেমনি চিৰহায়ী। এয় বিশ্বাতে পৰিষ্য কাটি কৃত ব্যাপৰ।

কেউ কেউ এৱ অওয়াবে বলেন, কোন নিরপৰাধ বাতিৰ বিৰক্তে চক্রান্ত কৰা ও তাৰ উপৰ জুলুম কৰাৰ প্ৰতিকল আভিয়েৰ উপৰ প্ৰায়ই দুনিয়াতেও গতিব হৈ। যুক্তিমাদ ইয়নে কাৰো বোৱায়ী বলেন : তিনটি কাজ যাবা কৰ, তাৰা দুনিয়াতেও প্ৰতিকল ও বাতিৰ কৰল থেকে রেহাই পাৰে না। এক—কোন নিরপৰাধ বাতিৰ বিৰক্তে চক্রান্ত কৰে তাকে কল্প দেওয়া, দুই—জুলুম কৰা এবং তিন—অসীকাৰ তল কৰা।—(ইয়নে কাসীৰ)

বিশেষত যে বাতি অসহায় এবং প্ৰতিশোধ কৰলেৰ পতি রাখে না অথবা পতিশোধ প্ৰহণেৰ পতি থাকা সত্ত্বে কৰুৰ কৰে, তাৰ উপৰ জুলুমেৰ কাটি থেকে দুনিয়াতেও কাউকে বাঁচাতে দেখা যাবানি।

لَمْ تَجِرْ بَةٌ كُرْدِ لِمْ دِرِينْ دِيرِ مَكَا فَاتْ
بَادِرْ دِكْشَابِ هَرِكَةٌ دِرَا فَتَادِ بِرَا فَتَادِ

সুতকান্দ আৱাতে সামৰিক মৌডি বৰনা কৰা হয়নি, বৱং অধিকাংশ ঘটনার লিকে জৰু কৰে মনা হয়েছে।

سورة يس

সুরা ইলাসীন

মকাব অবতীর্ণ, ৮৩ আংশ, ৮ জন্ম

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

يٰسُوْ وَالْقَرْنَى الْكَبِيرٍ إِنَّكَ لَوْلَى الرَّسُولِينَ عَلٰى صِرٰطٍ مُسْتَقِيمٍ
 تَرْزِيلُ الْعَزِيزِ الرَّجِيْمِ لِتُنذِرَ قَوْمًا مَا أَنذَرَ أَبَاؤُهُمْ فَهُمْ غَفَلُونَ
 لَقَدْ حَنَّ الْقَوْلُ عَلَى أَكْثَرِهِمْ فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ إِنَّا جَعَلْنَا فِي أَعْنَاقِهِمْ
 أَغْلَالًا فِي أَلْأَذْقَانِ فَهُمْ مَقْبُحُونَ وَجَعَلْنَا مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ
 سَدًا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًا فَأَعْشَبْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُصْرَفُونَ وَسَوْاءٌ عَلَيْهِمْ
 مَا أَنذَرَنَا فَهُمْ أَمْلَمُ شَذِيرَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ إِنَّمَا تُنذِرُ مَنْ أَتَبَعَ النُّورَ وَنَجَّيَ
 الرَّحْمَنَ يَالْغَيْبِ كَبِيرٌ هُوَ مَغْفِرَةٌ وَآخِرُ كَرْبَلَاهُ
 وَكَثِيرٌ مَا قَدِمُوا وَأَكَارُهُمْ وَكُلُّ شَيْءٍ وَآخْسَبَنَاهُ فِي أَمَامِ مُبَيِّنٍ

সরাম করণাময় ও অসীম দয়ালু আজ্ঞাহীর মাঝে শুক্র

- (১) ইলা-সীন, (২) প্রজায়ার কোরআনের কসর (৩) নিষ্ঠর আগনি প্রেরিত
সুস্থলগদের একজম, (৪) সুরাম পথে প্রতিষ্ঠিত। (৫) কোরআন পরাক্রমশালী সরাম
দয়ালু আজ্ঞাহীর উরুক থেকে অবতীর্ণ, (৬) ঘাটে আগনি প্রমন এক জাতিকে সন্তুষ্ট
করেন, আদের পূর্ব পুরুষগণকেও সন্তুষ্ট করা হচ্ছনি। কলে তারা পাকিস। (৭)
তাদের অধিকারিশের জন্য আভিয়ন বিমুক্ত অবস্থারিত হয়েছে। সুতরাং তারা বিচাস দ্বাপর
করবে মো। (৮) আমি তাদের পর্মানে চিকুক সর্বত্ত যেড়ি পরিয়েছি কলে তাদের অক্ষক
উক্তমূলী হয়ে গেছে। (৯) আমি তাদের সামনে ও পিছনে প্রাচীর দ্বাপর করেছি, জাতগুর
শাসনেরকে আকৃত করে দিয়েছি, কলে তারা মেঝে মা। (১০) আগনি তাদেরকে সর্বক

কল্পন বা মা কল্পন, তাদের পক্ষে সুস্থিতি সমাচ ; তারা বিশ্বাস স্থাপন করবে না। (১১) আপনি কেবল তাদেরকেই সত্ত্ব করতে পারেন, যারা উপরের অনুসরণ করে এবং সরায়ের আলাহকে না দেখে ভয় করে। অষ্টওৰ আপনি তাদেরকে সুস্বরূপ দিয়ে দিন রাত্রি ও সম্মানজনক পুরাকালের। (১২) আমি মৃতদেরকে জীবিত করি এবং তাদের কর্য ও কৌতুকসমূহ লিপিবদ্ধ করি। আমি প্রত্যেক বস্তু স্বচ্ছ বিভাবে সংরক্ষিত রেখবো।

ভারতীয় সাহ-সংস্কৃত

ইমাসীন—(এর উদ্দেশ্য আজ্ঞাহ তা'আজাই-ফানেম।) কসম প্রভামর কোর-
আমের, নিশ্চল আপনি পরমাত্মার গথের একজন (এবং) স্বরামগথে প্রতিষ্ঠিত। [এ পথে
যে আপনাকে অনুসরণ করে, সে আজ্ঞাহ পর্বত রে হৈ আজ। কাফিলুর্রা' বলে,
دُلْ أَفْسُرْ رَأْيْ (আপনি রসৃত নম।) অথবা বলতে **لَهْبَتْ مَرْسَى** (আর্দ্ধ আপনি
যনসত্তা করা বলেন)—এটা সত্ত্ব নয়। এর অন্য পথপ্রস্ত হওয়া অগ্রিহাৰ। কোরআন
পরিমূর্ত্ত হিমারেভক্তারী হওয়ার সাথে সাথে আপনার হিসালতের সজীবত রচে। (কেননা)
এ বেদেরআন গৱাক্ষযাজী গৱয় দয়ালু আজ্ঞাহৰ পক্ষ থেকে অবলোৰ্ণ (এবং আপনাকে
এজন পরমাত্মা করা হচ্ছে,) যাতে আপনি (পথে) ঔপন সব জোরদেরকে (আবাহ
সহ্যক) সতর্ক করেন, যাদের শিখুগুরুদেরকেও (নিকটব্যতী কোন রাজন্মের শাখায়)
সতর্ক করা হ্যানি। কলে তাৰা বেধবৰ রামে শেষ। (পূর্ববর্তী পরমাত্মার গথের শৰীরস্তের
কিছু নিয়ম কোরবে বলিত হিল। বেধব, **مَا لِمْ يَأْتِيْ أَيَّامَ هَمْ لَا وَلَيْنَ**

— आराते बला हवेहे । अर्थात् कोरालम कि डांसर काहे एमन विवर निरै आपणन
करेहे, द्या भाद्रे पुर्व गुरुवदेव शुभिसोचत इडनी ? अर्थात् उत्तरादेव दाओवात
अडिनव समर । एटो सर्वदा भाद्रे गिरुगुरुवदेव आधोउ अठालित हिज । किम् एतद-
मस्तुते तोन परमवरेव आगवाने यत्कु साडा आगे, शुधु तोन तोन संवाद
विशित हवेहे उत्कु साडा आगे ना, विशेषत से संवाद वानि असम्पूर्ण व विकृत
हव । ब्रह्मज्ञान (सा) प्रथमे कोरालम गोळाके सर्वक बरेहिजेन । ताई एधाने
भाद्रे बधाई बला हवेहे । अत्पर समष्ट मानव ज्ञातिके दाओवात दिरेहेन । कारण,
जिति सकवेत जनाई ग्रेवित यज्ञहिजेन । आग्नात् विशुद्ध विसालत व कोरालानेर
जाताता सम्भव हे आपनाके यावे ना, तेजवा आगनि योउतो मृःवित हवेन ना ।
केनना,) भाद्रे अधिकांशेव जन्य शातिर वागी अवधारित हवेहे । (से वागी
एही ये, भाडा संगप्ते आसवे ना ।) सुत्तरां भाडा कथनउ विश्वास घापन करवेद ना ।
(भाद्रे अधिकांशेव जन्यहाई हिज एमन । अबल्य कारो कारो भागे ज्ञानानु
हिज । अस्ते भाडा ज्ञान छह बरेहिज । ज्ञान थेके माले धोकार ब्यापारे भाद्रेव

অধিকাংশের অবস্থা যেন এরূপ যে,) আমি তাদের পর্মানেটিবুক পর্মত (ডারী-ডারী) বেড়ি পরিয়ে দিলেছি । কলে তাদের সমস্ত উর্ধ্মসূর্যী হয়ে গেছে । (কাজেই অন্তক নিচে নামিয়ে পথ দেখতে পারে না । তাদের অবস্থা আরও যেন এরূপ যে,) আমি তাদের সামাজিক এক প্রাচীর এবং সেছেন এক প্রাচীর স্থাপন করেছি, অঙ্গপর (ঢুকিক থেকে) তাদেরকে (পর্মার) আহত করে দিলেছি । কলে ডারা (কেনে কিছু) দেখতে পারেন না । (উভয় উপরায় সার্বভূষণ এই যে,) আপনি তাদেরকে সজূর্খ করুন ক্ষমা করুন, তাদের পক্ষে সমন । ডারা (কোন অবস্থাতেই) বিশ্বাস স্থাপন করবে না । (তাই আপনি তাদের পক্ষ থেকে বিশ্বাস হয়ে উঠি গাতে বরুন ।) আপনি তেওঁ কেবল তাদেরকেই (কল্যাণকরণাত্মে) সজূর্খ করতে পারেন, যারা উপদেশ দেনে তবে এবং আরাহতকে না দেবে তব করে । (তার থেকেই সভ্যাদেশীয়ার সৃষ্টি হব এবং সভ্যাদেশগের সাধ্যায়ে আরাহত পর্মত পৌছা যাব । অথচ ডারা তব করে না ।) অন্তঃব্রহ্ম (এখন বোককে) আপনি ক্ষমা ও (আনুগত্যে) যথা পুরুষাদের সুসংবোধ দিন । (এ থেকেই আপনি সেজ যে, পথপ্লট ও বিশ্ব বাস্তি ক্ষমা ও পুরুষাদের থেকে বক্ষিষ্ণ ও আয়াবের বৈগ্য হবে । অবশ্য দুনিয়াতে এই শাস্তি ও প্রতিদানের প্রকাশ জরুরী নয়, কিন্তু) আপনি (একদিন) সৃষ্টদেরকে জীবিত করব । (তখন সব প্রকাশ হবে পরবে ।) এবং (যেসব কর্মের কারণে শাস্তি ও প্রতিদান হবে ।) আমি (সেভলো সর্বসা) ত্রিপিবজ্ঞ করি—সেকর্মও যা ডারা সামনে প্রেরণ করে এবং সে কর্মও যা ডারা প্রেরন করে যাব । (**مَوْلَى** ৫০ বলে সে কাজেই বোবানো হয়েছে, যা ডারা নিজেরা করে এবং **أَنْتَ** ৫১ বলে প্রতিক্রিয়া বোবানো হয়েছে, যা সে করিবের কানাপে সৃষ্টি হব এবং যুক্তুন্ন পরও অব্যাহত থাকে । উগাহরণত এক বাস্তি একটি সহকার করুন, যা অপরের হিসামেতেরও কারণ হয়ে পেল অবস্থা কেউ কোন মন-ক্রান্ত করুন, যা অপরেরও পথ প্লটিটার কারণ হয়ে পেল । যোটিকথা, একজো সব ত্রিপিবজ্ঞ করে এবং সৃষ্টদাতে এসবের শাস্তি ও প্রতিদান দেওয়া হবে ।) আর (আবার তাম এত বিস্তৃত যে, এসবের ত্রিপিবজ্ঞ করারও প্রয়োজন নেই, যা কাজটি সমৃত্তি হওয়ার পর করা হব । কেননা) আমি প্রত্যেক বন্ধু (যা কিমানত পর্মত হবে ডারাহুর আগেই) এক স্বপ্নটি কিভাবে (অর্থাৎ জওহে আহক্ষয়ে) সংরক্ষিত রেখেছি । তবে কেনে কেনে বিশ্বের রহস্যবৰ্ণত সংবাটিত ত্রিপিবজ্ঞ করা হব । তাই কোন কার্য আবাসীকরণ করার অধিকার গোপন কোর্তাৰ অন্বকাল নেই । শাস্তি অবশেষই হবে । ত্রিপিবজ্ঞ বিশ্বপ্রের দিব ত্রিপ্তি জওহে আহক্ষয়কে ‘স্বপ্নটি’ বলা হয়েছে ।

আমুমানিক জীবন্ত বিষয়

সুরা ইয়াসীনের কর্মসূলি : হরিরত যাঁকাল ইবনে ইয়াসীন (যা)-এর রেওয়াদাতে রসুলুল্লাহ (সা) বলেন, **بِسْ قَلْبِ الْقَرْبَاتِ** অর্থাৎ সুরা ইয়াসীন কোরাজানের

হার্ষপিণ্ড। এ হাদীসে আরও আছে যে, যে বাতি সুরা ইয়াসীন আজ্ঞাহ ও পরকালের কলাপ ছাতের নিরাটে পাঠ করে, তার বাগিচারাত হয়ে যায়। (তোমরা তোমদের অভিদের উপর এ সুরা পাঠ কর।—(রাহল মা'আনী, মাঝহারী))

ইয়াম পায়ায়ী (ৱ) বলেন, সুরা ইয়াসীনকে কেজেআনের হার্ষপিণ্ড বলার বাবুল এমনও হচ্ছে পারে যে, এ সুরার কিয়াবত ও হাশর-নশরের বিষয় বিশদ ব্যাখ্যা ও অলংকার সহকারে বর্ণিত হয়েছে। পরকাল বিষাস ইয়ানের এমন একটি মুলবৌতি, যাৰ উপর মানুষের সকল আবল ও আচরণের বিষয়তা নির্ভরশীল। পরকালতীতি ইয়ানুকূকে সৎকর্মে উন্মুক্ত করে এবং অবেদ্য বাসনা ও হারায় কাজ থেকে বিরুদ্ধ রাখে। অতএব দেহের সুস্থতা বেজন অন্তরের সুস্থতার উপর নির্ভরশীল। তেওঁমি ইয়ানের সুস্থতা পরকাল চিন্তার উপর নির্ভরশীল। (রাহল মা'আনী) এ সুরার নাথ বেদন সুরা-ইয়াসীন প্রসিদ্ধ, তেওঁমি এক হাদীসে এর নাম 'আবীজা'-ও বর্ণিত আছে। অপর এক হাদীসে বর্ণিত রয়েছে যে, শুওয়াতে এ সুরার নাম 'মুরিম্মাহ'- বাবে উল্লিখিত আছে। অর্থাৎ এ সুরা তার পাঠকের জন্য ইহকাল ও পরকালের কলাপ ও বৰ্তমান বাপেক কাবে সেন্ট। এ সুরার পাঠকের নাম 'শৰীফ'- বর্ণিত আছে। আরও বলা যায়কৈ যে, কিছু-মতের দিন এর সুগারিশ 'রবীয়া' থেকে অপোকা, অধিকসংখ্যাক জোকের জন্য কল্পনা হবে। কল্পক রেওয়ায়েতে এর নাম 'মুদাফিয়াও'- বর্ণিত আছে; অর্থাৎ এ সুরা তার পাঠকদের থেকে বালা-মুসিবত দূর করে। কল্পক রেওয়ায়েতে এর নাম 'কায়িয়া'-ও উল্লিখিত হয়েছে। অর্থাৎ এ সুরা পাঠকের প্রোজেন হিটোয়—(রাহল মা'আনী)

হয়রত আবু ষর (ৱা) বর্ণনা করেন, মরণোপুর বাতির কাছে সুরা ইয়াসীন পাঠ করলে তার মৃত্যু সহজ হয়।—(আফহারী)

হয়রত আবদুল্লাহ ইবনে শুবারোর (ৱা) বলেন, যদি কোন বাতি সুরা ইয়াসীন করে অক্ষয়-অন্তিমের বেজায়ে পাঠ করে তবে তার অজ্ঞাত পুরুষ হয়ে যাব।—(আফহারী)

ইয়াহ-ইয়া ইবনে কাসীর বলেন, যে বাতি সুকোলে সুরা ইয়াসীন পাঠ করবে, সে সজ্ঞা পর্যন্ত সুধে পর্যন্তে ধোকবে এবং যে বাতি সজ্ঞার পাঠ করবে, সে সকল পর্যন্ত ধোকিতে ধোকবে। তিনি আরও বলেন, আমাকে এ বিষয়টি জেন এক বাতি বলেছেন, যিনি এর বাবে অভিজ্ঞতা জাত করেছেন।—(আফহারী)

—। ১৫৩ —
—শব্দ-সম্পর্কে প্রসিদ্ধ উত্তি পেটোয়ে, এটা থণ্ড যাকু। এর অর্থ আজ্ঞাহ-ব্যাগীত কেউ আনে না। তৎসীরের সাথে-সংকেপে এ কথাই বলা হয়েছে। আহকা-মুল-কোরআনে বর্ণিত ইয়াম যাজিকের উত্তি পেটোয়ে, এটা আজ্ঞাহ-তামাজার অম্বুজ নাথ। হয়রত ইবনে আবুআস (ৱা) থেকেও এক রেওয়ায়েতে তাই বর্ণিত রয়েছে। অপর এক রেওয়ায়েতে আছে যে, এটা আবিসিনোর শব্দ। এর অর্থ 'কুমানুরাঁ' কুরু কুরুনে যানুব বলে নবী করীম (সা)-কে হোক্যানো হয়েছে। হয়রত ইবনে জুবায়ের (ৱা)-এর বজ্য থেকে জানা যায় যে, 'ইয়াসীন' রসুলুল্লাহ (সা)-র নাম। কুহল

মা'আনৌতে আছে, ঈল্লা ও সীন—এ সু'টি অকর্ম রাখা বৰী করীম (আ)—এর নাম রাখার
যথে বিরাট রহস্য রিহিত।

ইলাসীন কারণ নাম রাখা কিম্বপ ? ইমান আলিক এটা শব্দ করেন নি। কারণ,
তাঁর মতে এটা আলাহ তা'আলাৰ অন্যতম নাম এবং এর সঠিক অর্থ আনা নেই।
কাজেই এর অর্থ رازق و خالق . এর মাঝে আলাহ তা'আলাৰ বৈশিষ্ট্যামূলীক
কোন নাম ইওয়াও সত্য। তবে শব্দটি لِي سَنْتَ بِي বৰ্ণমালার মাধ্যমে জেখা হলে তা
কারণ নাম রাখা জানেব। কারণ, কোরআন অন্তর্মুলে مُعْلِمٌ عَلَى أَلِبِي سَنْتَ بِي উল্লিখিত
আছে।—(ইবনে আরাবী) এর প্রসিদ্ধ কিরাওতِ

- أَلِبِي سَنْتَ بِي -

—لَئِنَّدِرَ قَوْمًا مَا أُنْذِرَ إِلَيْهِمْ—আরবদের পূর্বপুরুষদের
যথে দীর্ঘকাল রাখত কোন সতর্ককারী পর্যবেক্ষণ আগমন করেন নি। শিশুপুরুষ আর
নিকটবর্তী পিতৃপুরুষ। আরবদের উর্ধ্বতম পূরুষ হস্তৱত ইবনাহীম (আ) ও তাঁর সাথে
হস্তৱত ইসমাইল (আ)-এর গৃহ বাহ প্রভাবী এবং আরবদের যথে কোন পর্যবেক্ষণ আবিষ্ট কৰেন
নি। তবে দীনের প্রচারকার্য সব সময়ই আব্দাহত ছিল, বাবু উজ্জেব কোরআন পাকের
এক আলাতেও আছে। এছাড়া ۱۵ من أَمَّةٍ إِلَّا كُلُّهَا نَذَرْ بِيْهَا نَذْرٌ আলাত সৃষ্টিও
আনা আছে, আলাক্ষ্য রহস্য কোন জাতিকে কোন সময়ই দাওয়াতও সতর্কীকরণ থেকে
কঢ়িত রাখেনি। এসস্বেও প্রতিনিধিদের মাধ্যমে দাওয়াত তত্ত্ববুদ্ধ কার্যকর হয়
না, যত্তেবু চৰং পর্যবেক্ষণ দাওয়াত ও শিক্ষার মাধ্যমে হয়। তাই আলাতে আরবদের
সমকে বজা হয়েছে যে, তাদের যথে কোন সতর্ককারী আগমন করেননি। একই ফজ-
কুলপ তাদের যথে সাধারণত্বাবে শিক্ষা-দীক্ষার কোন সুস্থ ব্যবস্থা ছিল না। আর
একাত্তরেই তাদের উপাধি ছিল 'উজ্বা' আরব নিরক্ষুর। لَذِكْرُ الْقَوْلِ عَلَى أَكْثَرِهِمْ

—أَلِبِي سَنْتَ بِي مُنْتَوْنَ—أَنْ جَعَلْنَا فِي أَعْلَانِهِمْ أَفَلَمْ يَرْجِعُوا— আলাহ তা'আলা কৃকর্ম কু
স্যান এবং জাগ্রত ও আহামায়ের উভয় রাস্তা মানুষের সামনে হৃজে ধরেছেন।
ইয়ানের দাওয়াতের জন্য পর্যবেক্ষণ ও কিলাব প্রেরণ করেছেন। মানুষকে ডাল-মন্দ
বিবেচনা করে যে কোন রাস্তা অবলম্বন কুরীর কুমড়াও দখন করেছেন। কিন্তু যে
কুকুলগু, কুসুরের নিদর্শনবলীতে চিকা-ভাবনা করেন, পর্যবেক্ষণের সাওয়াতের প্রতি
কর্পোর করে না, এবং আলাহুর কিলাব সম্পর্কও চিকা-ভাবনা করে না। কুকুলগু

যে পথ অবলম্বন করে দেন, আল্লাহ তা'আলা তাঁর জন্য সে পথেরই উপকরণ সংগ্ৰহ করে দেন। যে কুকুর অবলম্বন করে, তাঁর জন্য কুকুরে উজ্জিত জাতেরই ব্যবহাৰ হল্টে থাকে।” এ বিষয়টিই **لَقَدْ هُنَّ الْقَوْلُ مَلِيٌّ أَكْثَرُهُمْ لَمْ يُؤْمِنُونَ**

বলে ব্যক্ত কৰা হয়েছে। অর্থাৎ তাদের অধিকাংশ মোকের জন্য তাদের জ্ঞানিপূর্ণ নির্বাচনের কারণে এ উজ্জিত অবধারণ হয়ে গেছে যে, ভারী বিশ্বাস হাপন কৰবে না।

অতপৰ তাদের অবস্থার একটি উদাহৰণ বলিত হয়েছে। অর্থাৎ তাদের অবস্থা এখন থাকা গলদেশে বেড়ি পরিয়ে দেওয়া হয়েছে। কলে মুখমণ্ডল ও চকুতির উর্ধ্বমুখী হয়ে গেছে—বিচের দিকে তাকাতেই পারে না। অতএব তারা বিজেদেরকে কোন গর্জে পাইত হওয়া থেকে বাঁচাতে আরে না।

বিভীষণ উদাহৰণ এমন—যেন কারও চারদিকে দেয়াল দাঢ় করিয়ে দেওয়া হয়েছে। তারা এই চার দেয়ালের অভ্যন্তরে আবক্ষ হল্টে বাইরের বিবরাদি সম্পর্কে বেথৰ হয়ে গেছে। কলে এভাবে বাইরের সে কাকিনদের চারদিকেও যেন তাদের বিবের ও হঠকা-বিজয় লাভেরেখ সৃষ্টি করে দিয়েছে। সেই সত্তা বিবরাদি যেন তাদের কামে পৌছতেই পারে না।

ইয়াথ রাখী বলেন, সুলিল্ট বাধা দুঃস্ময় হয়ে থাকে। একটি বাধা এমন বাধা কারণে সংঠিল্ট বাড়ি আপন সত্ত্ব দেখতে সক্ষম হয় না। বিভীষণ বাধা এমন বাধা কলে নিজের আশেপাশে কিছুই দেখে না। কাকিনদের জন্য সত্ত্ব সর্বনের পথে উজ্জর প্রকার বাধাই বিদ্যমান ছিল। তাই প্রথম উদাহৰণে প্রথমোক্ত বাধা বলিত হয়েছে। বার পজা নিকৃত দিকে নোরাতে পারে না, যে নিজের অভিষ্ঠও দেখতে পারে না। বিভীষণ উদাহৰণে দেখোক বাধা বিধৃত হয়েছে। এতে সংঠিল্ট বাড়ি আশেপাশের কোন কিছুই দেখতে পারে না।—(মাহফ মাঝানী)

অধিকাংশ তফসীরবিদ আলোচ্য আলাভকে তাদের কুকুর ও হঠকা-বিন্দুর উদাহৰণ বলেই সাব্যস্ত করেছেন। কিন্তু কোন কোন তফসীরবিদ একে কোন কোন রেওয়ায়েতের উপর ভিত্তি করে একটি বাস্তব ঘটনার বিবরণ বলে সাব্যস্ত করেছেন। আবু জহান এবং আরও কতিগুলি কাকির রসুলুল্লাহ (সা)-কে হত্যা অথবা উৎসীভূন করার দৃঢ় সংকেত নিয়ে তাঁর দিকে এগুতে থাকলে আল্লাহ তা'আলা তাদের তোধে আবৃত্ত ফেলে দেন। কলে তারা বার্ষ হয়ে তিয়ে থাই। এমনি ধরনের একাধিক ঘটনা তফসীরের কিন্তু বলিত আছে। কিন্তু এসব রেওয়ায়েতের অধিকাংশই অল্পাহা বিধায় তফসীরের ভিত্তি হতে পারে না।

وَنَكْتَبْ مَا قَدْ مَوَعِدْ مَا فِي رَأْيِ—অর্থাৎ আমি তাদের সেসব কর্ম লিপিবদ্ধ করব, যা তারা পূর্বাহে প্রেরণ করব। কর্ম সম্পাদনকে “পূর্বাহে প্রেরণ করা” বলে বাঢ়ি করে ইলিত কৰা হয়েছে যে, তোমরা সেসব তাজ-মন্দ কর্ম মুনিয়াতে কর, সেগুলো

এখনেই অভ্য হবে আর না, বরং একজো তোমাদের ক্ষিয়ৎ জীবনের সময় হবে তোমাদের মৃত্যুর পূর্বেই পৌছে আর, আর সাথে পর-জীবনে সাক্ষাৎ ঘটবে। তা সহকর্য হলে আমাদের কুসুমালীর্প উদ্যানে পরিষ্ঠ হবে এবং অসংকর্য হলে আহামামের অমারের আকাশ ধারণ করবে। জিপিবজ্জ করার আসল উদ্দেশ্য সংরক্ষিত করা। জিপিবজ্জ করাও এর এক উপায়, আচে মুসলিমাতির ও কমবেশি হওয়ার আশকা না থাকে।

অর্থের অভ তার ক্লিয়া-প্রতিক্লিয়াও জোরা হয় : ৩৫।—অর্থ তাদের সম্পাদিত কর্মসমূহের ন্যায়, কর্মসমূহের ক্লিয়া-প্রতিক্লিয়াও জিপিবজ্জ করা হয়। ৩৬।
এর অর্থ কর্মের ক্লিয়া তথ্য ক্লাক্স, আ গ্রন্থতীকাজে খ্রাচ পার ও টিকে থাকে উদাহরণভ কেউ যানুষকে দৌনী শিক্ষা দিল, বিধি-বিধান বর্ণনা করল অথবা কোন পৃষ্ঠক রচনা করল, হল্লারা যানুষের দৌনী ক্ষারদা হয় অথবা ওয়াকফ ইত্যাদি ধরনের কোন জনহিতকর কাজ করল—তার এই সহকর্মের ক্লিয়া-প্রতিক্লিয়া বলদূর পৌছে এবং ঘড়দিন পর্যন্ত পৌছতে থাকবে, সবই তার আমরণায়ার জিধিত হতে থাকবে।
অনুরূপভাবে কোন রকম যদিকর্য হার যদি ক্লাক্স ও ক্লিয়া পৃথিবীতে থাকে আর—
কেউ যদি নিগীড়নযুক্ত আইন-কানুন প্রবর্তন করে কিংবা এমন কোন প্রতিটান ছাগন করে যা যানুষের আমরণায়াককে ধৰৎস করে দেয় কিংবা যানুষকে কোন যদি পৃথে পরিচালিত করে, তবে তার ও যদিকর্মের ক্লাক্স ও প্রভাব যে পর্যন্ত থাকবে
এবং ঘড়দিন পর্যন্ত তা দুবিরাতে কামোদ থাকবে, ততদিন তার আমরণায়ার সব জিধিত হতে থাকবে। বেদন, এ আমাদের ভক্তীর প্রসঙ্গে বরং রসুমুহুর্ম (সা) বলেন :

مَنْ سِنْ سِنْ حَسْنَةً فَلَكَ أَجْرٌ هَا وَاجْرٌ مِنْ مَحْلٍ بَعْدَهُ مِنْ فَتْرَانِ
يُنْقَصُ مِنْ أَجْرٍ هُمْ شَيْءٌ - وَمَنْ سِنْ سِنْ سِنْ كَانْ مَلِكٌ وَزُوْهَا وَوَزْرٌ مِنْ
مَحْلٍ بَعْدَهُ لَا يُنْقَصُ مِنْ أَوْرَاهُمْ شَيْئًا ثُمَّ تَكْتَبُ مَا قَدِمُوا وَأَتَاهُمْ -

অর্থাৎ যে বাতি কোন উত্তর প্রধা প্রবর্তন করে, তার আন্ত রয়েছে এর সওয়াব এবং হত যানুৰ এই প্রধার উপর আমরণ করবে, তাদের সওয়াব—অথচ পালনকারীদের সওয়াব মোটেও ছাস করা হবে না। পক্ষাত্তরে যে বাতি কোন কুপ্রধা প্রবর্তন করে, সে তার হোনাহ-কেগ করবে এবং হত যানুৰ এই কুপ্রধা পালন করতে থাকবে, তাদের হোনাহও আর আমরণায়ার জিধিত হবে—অথচ পালনকারীদের পোনাহ ছাস করা হবে না।—(ইবনে কাসীর)

৩৭। তাদের অর্থ মানবকে ব্যক্ত করতে। হাসীদে আছে, কেউ যানুষের অন্য মসজিদে মায়ম করতে তার প্রতি পদক্ষেপে সওয়াব দেখা হয়। কোন কোন

রেওয়ারেত থেকে আবিষ্ট হোল আবাতে । ১৬। এজে এই পদাঙ্কই বোকামো হচ্ছে । নৌয়ারের সওয়াব যেখন জেখা হয়, তেমনি নামাখে যাওয়ার সময় শুভ পদক্ষেপ হচ্ছে থাকে তাও প্রতি পদক্ষেপে একটি করে পুণ্য জিখিত হচ্ছে । যদীনা তাইয়েবাব যাদের বাসগৃহ যসজিদে নববী থেকে দূরে অবস্থিত হিন, তাঁরা যসজিদের কাছাকাছি বাসগৃহ নির্মাণ করার ইচ্ছা প্রকাশ করলে রসুলুল্লাহ (সা) তাঁদেরকে তা থেকে বারণ করে বললেন, তোমরা যেখানে আছ, সেখানেই থাক । দূর থেকে হেঁটে যসজিদে এমন সময় বিনষ্ট হচ্ছে না । পদক্ষেপ শুভ বেশি হবে, তোমাদের সওয়াবেত শুভ হবে । ইবনে কাসীর এ সম্পর্কিত রেওয়ারেতসমূহ একজুড়ে করে দিয়েছেন ।

এতে এমন প্রথম দেখা দেয় যে, স্বাক্ষি যত্নের অবস্থার্থ । আর হাদীসসমূহে উল্লিখিত ঘটনা যদীনা তাইয়েবাব, এটা কিরণে সঙ্গবসন ? রেওয়াব এই যে, আবাতের অর্থ এই যের বাপক যে, প্রত্যেক কর্মের ক্ষম্যক্ষণও জেখা হয় । এ আবাতটি যত্নেই অবস্থার্থ হচ্ছে থাকবে । কিন্তু পরবর্তীকালে যদীনায় উপরোক্ত ঘটনা সংঘটিত হলে রসুলুল্লাহ (সা) প্রযাগ হিসাবে আবাতটি উমের করেন এবং পদাঙ্ককেও কর্মের ক্ষম্যক্ষণ হিসাবে গণ্য করেন, যেভেগে লিখিত হওয়ার কথা আবাতে উমের করা হচ্ছে । এভাবে বিশিষ্ট উত্তর তফসীরের বাধ্যক বৈপরীত্যও দূর হয়ে আস । —(ইবনে কাসীর)

وَاصْبِرْ بِكُلِّهِ مَثْلًا كَمَا تَحْبَبُ الْفَرِيَةَ إِذْ جَاءَهَا الرُّسُلُونَ ۝ إِذْ أَرْسَلْنَا إِلَيْهِمَا شَتَّىْنِ فَلَمْ يُبْهِمُهُمْ قَعْدَنَا بِشَالِثٍ فَقَالُوا إِنَّا إِنَّا
مُرْسَلُونَ ۝ قَالُوا إِنَّا أَنْتُمْ إِلَّا بَشَرٌ مُّقْتُلُنَا وَمَا أَنْزَلَ الرَّحْمَنُ مِنْ
شَيْءٍ وَلَنْ أَنْتُمْ إِلَّا أَنْكُنْ بُوْنٌ ۝ قَالُوا رَبُّنَا يَعْلَمُ إِنَّا إِلَيْكُمْ لَمْ يُرْسَلُونَ ۝
وَمَا عَلِيَّنَا إِلَّا بِلَدُّ الْمُبْيِنِ ۝ قَالُوا إِنَّا نَطَّيْرُنَا بِكُفْرِكُنْ لَئِنْ تُنْهِنُّهُمَا
كَفَرْجِنَّكُمْ وَ لَيَمْسِكُمْ قَنْعَانَ دَبَابَ أَلَيْمِ ۝ قَالُوا طَائِرُكُفْرِ مَعَكُمْ
أَيْنِ دُخْرَقْتُمْ بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ مُّرْسَلُونَ ۝ وَجَاءَ مِنْ أَقْصَا الْمَرْيَنْتِ
رَجْلٌ يَسْتَغْفِرُ قَلْ يَعْوَمُ أَتَيْعُوا الرُّسُلَيْنَ ۝ أَتَيْعُوا مَنْ لَا يَسْلَمُكُمْ أَجْرًا
وَهُمْ مُهْتَدُونَ ۝

وَأَنْفَذُونَ دُونَةَ إِنْ يُرِدُونَ الرَّحْمَنُ بِضْيَنَ لَا تُغْنِ عَرْقَى

شَفَاعَتْهُمْ شَيْئًا وَلَا يُنْقَذُونَ ۝ إِنَّ أَدْلَى الْفَضْلَيْنِ مُبْيَنٌ ۝ إِنَّمَا أَمْنَتْ
بِرَبِّكُمْ فَأَسْعَوْنَ ۝ قَيْلَ ادْخُلُ الْجَنَّةَ تَقَالَ لِلَّيْلَتِ قَوْمٌ يَعْلَمُونَ ۝
يَهُمَا غَفَرَ لِي رَبِّي وَجَعَلَنِي مِنَ الْمُكْرَمِينَ ۝ وَمَا آتَنَا نَا عَلَى قَوْمِهِ
مِنْ بَعْدِهِ مِنْ جُنُلٍ قِنَ السَّمَاءِ وَمَا كُنَّا مُنْزَلِينَ ۝ إِنْ كَانَتِ إِلَّا
صِيَغَةً قَوْدَةً فَإِذَا هُمْ خَمَدُونَ ۝ يَحْسَرُهُمْ عَلَى الْعِبَادَةِ مَا
يَأْتِيهِمْ قِنْ رَسُولُ إِلَّا كَانُوا يَهُمْ يَسْتَهْزِئُونَ ۝ أَلَّا يَرَوُا كُمْ أَهْلَكْنَا
كُبَرَهُمْ قِنْ الْقَرْدَنِ أَتَهُمْ إِلَيْهِمْ لَا يَرْجِعُونَ ۝ وَإِنْ كُلُّ لَيْلَاجِيْمُ

لَدَنِيَا مُخْضِرُونَ ۝

- (১৩) আগমি তাদের কাছে সে অবগতিসহ অধিবাসীদের দৃষ্টান্ত, কর্মনী বজায়, বছন সেখানে রাসুলপথ আগমন করেছিলেন। (১৪) আমি তাদের নিকট দু'জন রাসুল হেজেশ করেছিলাম, অতপর ওরা তাদেরকে মিথ্যা প্রতিপদ করল। তখন আমি তাদেরকে প্রতিশ্রান্তি কর্মসূচির কৃতীর একজনের আধিক্যে। তারা সবাই বজায়, আমরা তোমাদের প্রতি প্রেরিত হয়েছি। (১৫) তারা বজায়, তোমরা তো আমাদের অভিযানে আসুন, অহমান আজাহ বিকুই নাশিত করবেন নি। তোমরা কেবল মিথ্যাই বলে আছ। (১৬) রাসুলপথ বজায়, আমাদের পরওয়ারণিগুর আনন, আমরা অবশ্যই তোমাদের প্রতি প্রেরিত হয়েছি। (১৭) পরিষ্কারতাবে আজাহুর বালী দেশে দেওয়াই আমাদের সাহিত্য। (১৮) তারা বজায়, আমরা তোমাদেরকে অগুত-অবকাশের দেখাই। যদি তোমরা বিকৃত নাহিঃ, তবে অবশ্যই তোমাদেরকে প্রতি বর্ষণে হত্যা করব এবং আমাদের পক্ষ থেকে তোমাদেরকে ব্যক্তিগোষ্ঠীক পাতি স্পর্শ করবে। (১৯) রাসুলপথ বজায়, তোমাদের অবকাশে তোমাদের সাথেই। এটা কি একবা যে, আমরা তোমাদেরকে সম্পদেশ দিয়েছি? ব্যুত তোমরা সৌজন্যবৈধব্যকারী সম্পূর্ণ হৈ নও। (২০) অতপর শহরের প্রাতঃকাল থেকে এক ব্যক্তি দৌড়ে ওঁ। সে বজায়, হে আমার সম্মুদ্রের তোমরা রাসুলপথের অনুসরণ কর। (২১) অনুসরণ কর তাদের, আরা তোমাদের কাছে জৈবন বিবিধের কামনা করে না, অথচ তারা সুস্থ প্রাপ্ত। (২২) আমার কি হল যে, যিনি আমাকে সুলিট করেছেন এবং যার কাছে তোমরা প্রাত্যাবিত্ত হবে, আরি তাঁর ইবাদত করব না? (২৩) আমি কি তাঁর পরিবর্তে অন্যদেরকে উপরিকল্পনা প্রদল করব?

କରୁଥାଯାଇ ବଦି ଆମାକେ କଲେଟ ବିଗଡ଼ିତ କରାତେ ତାମ, ତବେ ତାମେର ସୁପାରିଥ ଆମାର କୋରୁଜୁ କୋରେ ଆସିବେ ନା ଏବଂ ତାରୀ ଆମାକେ ରଙ୍ଗାଓ କରାତେ ପାରିବେ ନା । (୨୪) ଅରପ କରିଲେ ଆସି ହକାଳ ପଥାଳଟତାର ପତିତ ହବ । (୨୫) ଆସି ମିଶିତତାରେ ତୋମାମେର ପାଞ୍ଚମକୁରୀର ଶତି ବିବାସ କୁଥିନ କରିଲାମ । ଅତଏବ ଆମାର କାହିଁ ଥେବେ ତମେ ନାହିଁ । (୨୬) ତାକେ ବଳା ହଲ, ଆମାତେ ପ୍ରବେଶ କର । ମେ ବଳ ହାର, ଆମାର ସମ୍ପୁଦ୍ଧାର ବଦି କୋମରାମେ ଆମାତେ ପାରନ୍ତି—(୨୭) ସେ ଆମାର ପରତୋରାମଦିବୀର ଆମାକେ କଳା କରାଇଛେ ଏବଂ ଆମାକେ ସମ୍ମାନିତମେର ଅନ୍ତର୍ଭୁତ କରାଇଛେ ! (୨୮) ତାରପରେ ଆସି ତାର ସମ୍ପୁଦ୍ଧାରେ ଉପର ଆକାଶ ଥେବେ କୋନ ବାହିନୀ ଅବତୀର୍ଣ୍ଣ କରିବି ଏବଂ ଆସି (ବାହିନୀ) ଅବତରଣକାରୀଙ୍କ ମା । (୨୯) ସନ୍ତୁତ ଏ ହିଁ ଏକ ଯହାନାମ । ଅତପର ସରେ ସରେ ସବାଇ କୁଥ ହସେ ଗେଲ । (୩୦) ବାକ୍ଷାମେର ଅନ୍ୟ ଆକ୍ରମଣୀୟ, ତାମେର କାହିଁ ଏଥିନ କୋନ ରସୁଲଙ୍କ ଆଜିବନ କରେଇଜେଇ । (ଅର୍ଥାତ୍) ଆସି (ପଥରେ) ତାମେର କାହିଁ ଦୁ'ଜନ ରସୁଲ ପ୍ରେରଣ କରେଇଜୀବ । ଅତପର ତୁମ ଉତ୍ତରକେ ବିଦ୍ୟା ପ୍ରତିପଦ କରଇ । ତଥବ ଆସି ତାମେର-ଉତ୍ତରକେ ପତିଲାଳୀ କରିଲାମ ତୁମୀର ଏକଜନ (ରସୁଲେର) ଯାଥୀମେ । ଅତପର ତୋରା ଡିବଜନଈ (ଜନପଦବାସୀମେରକେ) ବଜାଇ ଆସିବା ତୋମାମେର କାହିଁ—(ଆମାହୀର ପକ୍ଷ ଥେବେ) ହେବିଲ ହେବି (ପାତେ ତୋମାମେରକେ ଆଜାହିଁର ଏକଜମାଦେ ବିବାସ ଏବଂ ମୁତ୍ତିପୁରୀ ପରିହାର କରାର ଜମା ହିମାଜାତ କରି । ବଜା ବାହଜା, ତୋରା ହିଁ ମୁତ୍ତିପୁରୀ, ସେମନ ହେବି ହେବି ହେବି—ଆମାତ ଥେବେ ତୋ ଜାନା ବାବ ।) ତୋରା (ଅର୍ଥାତ୍ ଜନପଦବାସୀରା) ବଳଜ, ତୋମରା ତୋ ଆମାମେର ମହିଁ ଯାଥାରଥ ମାନୁକ । (ରସୁଲ ହତ୍ତାର ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ତୋମାମେର ମେହି ।) ଆର (ତୋମାମେର ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟରେ ବା କି ଧାରବେ, ରିମାଜତ ବିହରାଟି ଡିଭିହାନ ।) ରହମାନ ଆଜାହ (ତୋ କିନ୍ତାବ ବା ଜିଲ୍ଲାନ ଆଜିର) କୋନ କିଛି ଅବତୀର୍ଣ୍ଣଇ କରେଇ । ତୋମରା କେବଳ ବିଧାଇ ବଜେ ଯାହିଁ । ରସୁଲଗଣ ବଜାନେ, ଆମାମେର ପାଞ୍ଜନକର୍ତ୍ତା ଜାନେନ, ଆମରା ଅବଶ୍ୟାଇ ତୋମାମେର କାହିଁ (ରସୁଲରପେ) ପ୍ରେରିତ ହେବାନ୍ତି । (ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରମାଣ ବର୍ଣ୍ଣା କରାର ପରାତ୍) ତଥବ ତୋରା ମାନେନି ତଥବ ଦେବ ତୁମ୍ଭୀରାବରାପେ ବାଧ୍ୟ ହସେ ତୋରା କସମ ଥେବାଇନେ । ସେମନ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅର୍ଥାତ୍ ତୋମେର ଅନ୍ତର୍ଭୁତ ଥେବେ ପ୍ରତୀକ୍ଷାରାନ ହସେ ଯେ, (ଖୋଜାଖୁଲି ବିଧାନ) ପ୍ରଚାର କରାଇ ଆମ୍ବୁଦ୍ଧେର ଏକମାତ୍ର ଦାଖିଲ ହିଁ । (ପ୍ରମାଣି ତୋରା ଦାସି ଆସି ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ କରା ଛାଡ଼ା ସେହେତୁ

কোন বিষয় খোজাস্ব হব না তাই কোনো পেজ যে, প্রথমে তারা প্রাণগাদি পৈশ করে-
ছিলেন এবং সবপৈরে কসম করেছিল। টোটকথা, আমরা আমাদের কাজ করেছি।
এখন তোমরা না শীনলে আমরা কি করব।) তারই বলতে তামাজ, আমরা তোমা-
দেরকে অজ্ঞাতে মনে করি। (হর তারা দৃষ্টিকে পতিত হিল বিধায় না হল নতুন বিধয়
চাচারের কলে তাদের মধ্যে কলাহ-বিবাদ ও মতান্বেক যাথাতভী দিয়ে উঠার কারণে
একথা বলেছিল। তোমরা জনসাধারণের মধ্যে বিবাদ সৃষ্টি করেছ। আর কলে
অকল্যাপ হচ্ছে এবং গ্রাই অজ্ঞাত। আর এর কারণ (তোমরা) যদি এ দাবি ও
আহবান থেকে বিরুদ্ধ না হও, তবে (মনে হো) আমরা তোমাদেরকে জ্ঞান বর্তনে
ইত্যা করব। এবং (এর আগেও) আমাদের পক্ষ থেকে তোমাদেরকে অনুগামীক
শাস্তি স্পর্শ করবে। রসূলগণ বললেন, তোমাদের অবংগজ তোমাদের সাথেই লেগে
আছে। (অর্থাৎ অবংগজের কারণ হল সত্তা প্রহপ না করা। আর তা হল তোমাদেরই
কাজ।) আমরা তোমাদেরকে সন্মুগদেশ দিয়েছি; তোমরা কি তাকে অবজ্ঞ করে
মনে কর? কিন্তু প্রকৃতগুরে তা অবজ্ঞ নয়,) এবং তোমরা (অবং) সৌভাগ্যবন-
কান্তি সম্পূর্ণ। (সুতরাং শরীরতের হিলকাটরণের কারণে তোমাদের অবজ্ঞ
হয়েছে এ বৃক্ষ-বৃক্ষের বিলকাটরণের মধ্যে তোমরা এর কারণ বুঝেছ। এই সংবাধের
ধৰন প্রচারিত হচ্ছে) শহরের প্রান্ত থেকে এক (মুসলিম) বাড়ি (আগন সম্পূ-
র্ণারের হিলকাটকার কারণে অথবা রসূলগণের হিলকাটকার কারণে) ছুটে আসল
(এবং তাদেরকে) বলল, হে আমার সম্পূর্ণ, তোমরা রসূলগণের অনুসরণ কর।
অনুসরণ কর তাদের, শীরা তোমাদের কাছে কোন বিনিয়ন কাঢ়ান না এবং
তাঁরা অবং সুপ্রসংস্কৃত বটে (অর্থাৎ জার্থপরতা যা অনুসরণের পথে অতিরায়বিশেষ
তাঁও তাঁদের মাঝে অবর্জনান এবং সুপথে থাকা যা অনুসরণে উদ্বৃক্ষ করে তা তাঁদের মাঝে
বিদ্যমান। সুতরাং এদের অনুসরণ করা হবে না কেন? এছাড়া (আমার এখন কি
ওহর-আপতি রয়েছে যিনি আমাকে সৃষ্টি করেছিন, কেন। (যা ইবাদতের ঘোগ হও-
য়ার প্রাপ্তি) তাঁর ইবাদত করব না (আর বিষয়টি নিজের উপর আরোপ করে
আগন্তুক হয়েছে এজন্য যাতে উদ্বিদ্বো উত্তেজিত হয়ে চিঙ্গ-ভাবনা ভ্যাগ না করে।
আসল উদ্বেশ্য এই যে, এক আজ্ঞাহৃত ইবাদত করতে তোমাদের কি ওহর আছে?)
তোমাদের সবাইকে তাঁরই দিকে ফিরে দেতে হবে। (কাজেই তাঁর রসূলগণের অনু-
সরণ করাই বুঝিমত্তার কাজ। অতপর বলা হয়েছে যে, যিন্তা উপাস্যারা ইবাদত
পাওয়ার ঘোগ নয়।) আমি কি আজ্ঞাহৃতে ছেড়ে অন্য দেবদেবীকে উপাস্যকাপে প্রহপ
করব? (অথচ তারা এখন অসহায় যে,) করুণাময় (আজ্ঞাহৃত) আমাকে ক্ষতিপ্রতি
করতে চাইলে সে উপাস্যদের সুপারিশ আমার কোন কাজেই আসবে না। এবং তাঁরা
আমাকে (শক্তির জোরে এই কষ্ট থেকে) রক্ষাও করতে পারবে না। অর্থাৎ তা তাঁর
নিজেরা ক্ষমতার অধিকারী এবং না ক্ষমতার অধিকারীর কাছে সুপারিশের মাধ্যমও
হতে পারে। কারণ প্রথমত জড় পদার্থের মধ্যে সুপারিশের ঘোগাড়াই নেই, বিভীষিত
আজ্ঞাহৃত অনুমতি ছাড়া কেউ সুপারিশ করতে পারে না।) এমন করলে আমি প্রকাশ
সংস্কৃতত্ত্ব নিপতিত হব। (এতেও বিষয়টি নিজের উপর আরোপ করে অপরকে

শুনানো হয়েছে)। আমি তোমাদের পাইনকর্তার প্রতি বিশাস জ্ঞাপন করবাম। অতএব তোমরা (ও) আমার কথা তুম। (এবং বিশাস জ্ঞাপন কর)। কিন্তু ক্ষয় করার তারা কর্ণপাত করব না।) করৎ প্রতির কর্ণপ করে অথবা অলিলুজে নিকেপ করে অথবা প্রজা চিপ তাকে শহীদ করল। শহীদ হওয়ার সাথে সাথে তাকে (আজ্ঞাহৃত পক্ষ থেকে) বলা হল, আমাটে প্রবেশ কর। (তখনও সে জ্ঞাপন সম্মুদ্দায়ের কথা চিপ্তা করল—) বললে জাগল, হাত আমার সম্মুদ্দায় হলি আবত আমার পাইনকর্তা (ইমান ও রসুজের অনুসরণের ব্যবকলে)। আমাকে কৈমা করেছেন। (এ অবস্থা আমরে তারাও বিশাস জ্ঞাপন করত এবং ক্ষমাখণ্ড ও সভ্যানিত হৃষ্ট পারত)। আর (অন-পদবাসীরা) যখন রসুজগণের সাথে এবং তাদের অনুসারীর সাথে এ আচরণ করল, তখন আমি তাদের কাছ থেকে প্রতিশোধ নিজায়। বৃক্ষত) এ অন্য আমি তার (শহীদ অভিন্ন) বৃক্ষত পর তার সম্মুদ্দায়ের উপর আকাশ থেকে (কেরেলতাদের) কেন্দ্র করিনো অবজীর্ণ করিনি এবং এর প্রয়োজনও ছিল না। (কারণ তাদেরকে নিপাত করা এবং উপর নির্ভরুলীল ছিল না, যে অন্য কোন বিবাট বাহিনীর প্রয়োজন হতো নহ)। সে শাস্তি ছিল এক বিকট আগ্রাজ। [যা বিবরাইল (আ) করেছিলেন অথবা অন্য কোন ফোরেলতা।] এখনও যদে অন্য বেকোন আবাবও বুঝানো হয়ে থাকবে। যেখন, সুরা মু'মিনে উল্লেখ। **فَأَخْذَنَّهُمْ مِثْلَ مَا كَرِهُوا** আজ্ঞারে তুক্ষসৌরে বলা হয়েছে।] কলে তারা তৎক্ষণাত তথ্য হয়ে গেল। (অর্থাৎ যের গেল)। অৃতপর কুবিনীর পরিণতি বলা র অন্য যিখ্যারোগকারীদের নিম্না করা হয়েছে যে,) আকেপ (এমন) বাসাদের অন্য, তাদের কাছে যখনই কোন রসুজ আগমন করেছেন, তখনই তারা তাঁকে ঠাট্টা-বিপ্রুপ করেছে। তারা কি দেখেন যে, আমি তাদের গুরু অনেক সম্মুদ্দায়কে (এই যিখ্যারোগ ও ঠাট্টা-বিপ্রুপের কারণে) ধ্বনে করে দিয়েছি তারা তাদের মধ্যে (মুনিয়াতে আর) হিম আসে না। (এ বিষয়ে চিপ্তা করলে তারা যিখ্যারোগ ও ঠাট্টা-বিপ্রুপ থেকে বিপ্রত থাকত। এ শাস্তি তো মুনিয়াত সেওরা হয়েছে আর পরবারে) তাদের সবাইকে সববেত্তাবে অবশাই আমার দরবারে উপস্থিত করা হবে। (সেখানে আবাব শাস্তি হবে এবং সে শাস্তি হবে চিরস্থানী।)

অনুবাদিক জাতীয় বিষয়

وَأَفْرِبْ لَهُمْ مِثْلًا أَمْحَابَ الْقَرْبَى— কোন বিষয় প্রমাণ করার জন্য অনুমতি যাইবার সূচিতা কর্তব্য করাকে মুক্তি দেলে কোরআন পাক মুক্তি দেলে করার জন্য অনুমতি করিবারেরকে হ'লিয়ার করার উদ্দেশ্যে কোরআন পাক মুক্তি দেলে যাতীনকাজের একটি কাহিনী কর্তব্য করেছেন যা এক অনপদে সংশ্লিষ্ট হয়েছিল।

কাহিনীতে উল্লিখিত অনগ্রহ কোনুটি? কোরআন পাক এই অনগ্রহের নাম উল্লেখ করেনি। ঐতিহাসিক বর্ণনার মুহাম্মদ ইবনে ইসহাক হস্তৃত ইবনে আকবাস, কাবে

আহবার ও উপাহাব ইবনে মুন্বের প্রয়োগের উক্ততিক্রমে অনগদের নাম ইত্তাকিয়া উচ্চে করেছেন। আবু হাইজীন ও ইবনে কাসীর বলেন, তৃকসীরবিদগণ থেকে এর বিগ্রীতে কোন উক্তি বণিত নেই। মুজাফ্ফুল-বুজদানের বর্ণনা অনুযায়ী ইত্তাকিয়া শামদেশের একটি প্রধান ও বিপ্লাটি নপরী। যা তার সমৃদ্ধি ও স্থাপত্যের জন্য প্রসিদ্ধ ছিল। এ নপরীর দুর্গ ও নগর-প্রাচীর দর্শনীয় বল্ড ছিল। এতে খুটোনদের বড় বড় ঝর্ণ-নেপের কাছের অটিল সুন্দোভিত গির্জা অবস্থিত রয়েছে। এটি একটি উপরূপীয় নপরী। ইসলামী আমলে শামবিজয়ী হবজত আবু উবায়দা ইবনুজাবুরাহ (রা) এ প্রতিষ্ঠিত আরও বলেছিলেন। মুজাফ্ফুল-বুজদানে আরও উচ্চে অবস্থে অবস্থিত। এ কাহিনীতে বণিত হাবীব মাজারের সম্মতি এ প্রতিষ্ঠানেই অবস্থিত। দুর-সুরান্ত থেকে মানুষ এর দ্বিতীয় করতে আসে। আর বিবরণ পরে বর্ণনা করা হবে। এই বর্ণনা থেকে আরও জানা যাব যে, আরাতে উলিবিত অনগদ হচ্ছে এই ইত্তাকিয়া নপরী।

ইবনে কাসীর জেখেম, ইত্তাকিয়া ছিল দৃঢ় ধর্ম ও খুটোনদের কেজন্নামে পরিগণিত চারাটি শহরের অন্যতম। এ চারাটি শহর হচ্ছে কুদ্স, রোমীয়া, আধেকজাতিয়া ও ইত্তাকিয়া। তিনি আরও জিবেছেন, দৃঢ় ধর্ম প্রাহ্লাদকারী প্রথম শহর হচ্ছে ইত্তাকিয়া। এর ভিত্তিতেই, আরাতে উলিবিত অনগদটি ইত্তাকিয়া কি না সে বাপারে ইবনে কাসীর (র) উলিবিত হয়ে পড়েছেন। কেননা কোরিজানের বর্ণনা অনুযায়ী এ অনগদটি ছিল রিসালত অঙ্গীকারকারীদের বসতি। প্রতিহাসিক বর্ণনা মতে তারা ছিল মুর্তিগুরুরী মুশরিক। অতএব দৃঢ় ধর্ম প্রাহ্লে অপ্রামাণী ইত্তাকিয়া কেবল করে এই অনগদ হতে পারে।

এ রাত্ন কোরিজানে উলিবিত আল্লাতসমূহ থেকে একধাও প্রতীরয়ান হয় যে, এই ঘটনার সমস্ত অনগদের উপর সর্বনাশ আয়াব নেয়ে আসে, যার ফলে সেখানকার কেউ মরা পারনি। অন্ত ইত্তাকিয়া সম্পর্কে ইতিহাসে একাপ কোন ঘটনা বিদ্য নেই। তাই ইবনে কাসীরের অতে হয় আরাতে উলিবিত অনগদ ইত্তাকিয়া নয়, অনা কেবল বরষতি, মা হয় ইত্তাকিয়া মামেই জানা কেবল বসতি হবে যা প্রসিদ্ধ ইত্তাকিয়া শহর নয়।

ক্ষতিহস্ত যায়ানের প্রস্তুতির ইথনে কাসীরের এসব প্রয়োগ ক্ষতিহস্ত দিয়েছেন। কিন্তু এ সম্পর্ক যত্নান্বয় আশরাফ আলী থানভী (র) বরানুল কোরিজানে যে বড়ব্য রেখেছেন, তাই নির্ভেজাজ বলে মনে হল। তিনি বলেন, আরাতের বিষয় বৈবায় অন্য এই অনগদ মিদিল্ট করা জরুরী নয়। কোরিজান পাক যথন একে অল্পল্ট রেখেছে, তবে অবরুদ্ধি একে মিদিল্ট করার প্রয়োজনই বা কি? পূর্ববর্তী মনীয়গণও বলেন, **মালী ৪০০২ মালী ৩০০২!** অর্থাৎ আল্লাহ যে বিষয় অল্পল্ট রেখেছেন, তোমারাও তাকে অল্পল্ট আকর্তে সাঙ্গ।

أَنْ جَاءَهَا الْمُرْسَلُونَ أَذْ أَرْسَلْنَا إِلَيْهِمَا أَثْنَيْنِ فَكُلْ بُو هَمَا فَعَزَّزَنَا بِشَالِتْ
— قَالُوا إِنَّا لِلّٰهِ مِنْ سُلَوْنٍ —

ଏ ଆଜାତେ ତୌରାଇ ବିବରଣ ଦିରେ କଲା ହୁଅଛେ ସେ, ଏଥାମେ ମୁ'ଜମ ରସୂଲ ପ୍ରେରିତ ହୁଅ ଅନପଦେଶ ଅଧିବାସୀଙ୍କା ତୁମ୍ଭେରକେ ଶିଖ୍ୟାକ୍ଷାଦୀ ବଳେ ଆଖାରିତ କରାନ୍ତେ କୁଳ କରେ ଏବଂ ଅଯାନ୍ୟ କରେ । ଅନ୍ତପର ଆଜାହ ତା'ଆଜା ତୁମ୍ଭେର ବଢ଼ି ବୁଝିର ଉଦ୍‌ଦେଶ୍ୟ ତୁମ୍ଭେର ଏକଜନ ରସୂଲ ପ୍ରେରଣ କରାଗେନ । ଅନ୍ତପର ରସୂଲଙ୍କର ସମ୍ମିଳିତତାବେ ଅନପଦ୍ବାସୀଦେଶରକେ ବଜାନେ, ତୁ ଲା'ଲିକମ୍ ମୁ'ରୁସ୍ଲାନ । ଆମରା ଅବଶ୍ୟାଇ ତୋମାଦେଶର ହିଲାମ୍ବତେର ଜନ୍ୟ ପ୍ରେରିତ ହୁଅଛି ।

ଏଥାମେ ରସୂଲଙ୍କ ଅର୍ଥ କି ଏବଂ ଏ ରସୂଲ କାରା ହିଲେନ ? ରସୂଲ ଓ ମୁ'ରୁସ୍ଲାନ ମଧ୍ୟ ମୁ'ହିତ କୋରାନ ପାକେ ସାଧାରଣତ ନବୀ ଓ ପରମାଦର ଅର୍ଥ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଛନ । ଏ ଆଜାତେ ଆଜାହ ପ୍ରେରଣ କରାକେ ନିଜେର ସାଥେ ସଞ୍ଚାର କରାଯାଇଛନ । ଏଠାଓ ଏ ବିବରଣ ଇଲିତ ଯେ, ଏଥାମେ ରସୂଲ ଅର୍ଥ ନବୀ ଓ ପରମାଦର । ଇବନେ ଇସହାକ, ଇହରତ ଇବନେ ଆବାସ, କା'ବେ ଆହବାର ଓ ଓଜାହାବ ଇବନେ ମୁନାବେଦ (ରା). ଥେବେ ସର୍ଵମା କରାଯାଇଛନ ଯେ, ଏଇ ଅନପଦେ ପ୍ରେରିତ ତିନଙ୍କମ୍ବେ ଆଜାହ ତା'ଆଜାରୁ ପରମାଦର ହିଲେନ । ତୁମ୍ଭେର ନାମ ଜାଦେବ, ସମୁକ ଓ ଶାଶ୍ୱତ ବଳେ ବନ୍ଦିତ ରାଗେହେ । ଏକ ରେଣ୍ଡାରେତେ ଡୁଟୀର ଅନେର ନାମ ଶାମଟିନାନ୍ତ ଉରେଥ କରା ହୁଅଛେ ।—(ଇବନେ-କାସୀର)

ହସରତ କାତାଦାହ ବଜେନ, ଏଥାମେ ମୁ'ରୁସ୍ଲାନ ଲକ୍ଷି ପାରିଭାବିକ ଅର୍ଥ ମର, ବର୍ବ ଆଭିଧାନିକ 'ମୃତ' ଅର୍ଥେ ବ୍ୟବହାର ହୁଅଛେ । ପ୍ରେରିତ ତିନଙ୍କମ୍ବେ ବର୍ବ ପରମାଦର ହିଲେନ ନା, ବର୍ବ ହସରତ ଇସା (ଆ)-ର ସହଚରଗପେର ଯଥ୍ୟ ଥେବେ ତୌରାଇ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଅନପଦେ ପ୍ରେରିତ ହିଲେନ ।—(ଇବନେ କାସୀର) ପ୍ରେରକ ଇସା (ଆ) ଆଜାହ ର ରସୂଲ ହିଲେମ ବିଧାରୀ ତୁମ୍ଭାର ପ୍ରେରଣ ଓ ପରୋକ୍ତାବେ ଆଜାହ ତା'ଆଜାରୀରୀ ପ୍ରେରଣ ହିଲ । ତୌରା ଆଜାତେ 'ଆଜାହ ପ୍ରେରଣ କରାଯାଇନ' ବଜା ହୁଅଛେ । ଇବନେ କାସୀର ପ୍ରେରଣ ଉତ୍ତି ଏବଂ କୁରାତ୍ତୁବୀ ପରୁଥ ବିତୋର ଉତ୍ତି ପ୍ରହଳ କରାଯାଇନ । ଆଜାତେର ବାହିକ ତାତୀ ଥେବେତ ଦୋଷ ଥାଇ ଯେ, ତୌରା ଆଜାହର ନବୀ ଓ ପରମାଦର ହିଲେନ ।

— قَلْبِي — قَلْبُوا نَأْ نَطَّيْرَنَا بِكُمْ — ଶମେର ଅର୍ଥ ଅନ୍ତର୍ତ୍ତ ଓ ଅଳକୁଶେ ଆନ କରା ।

ଉଦ୍‌ଦେଶ୍ୟ ଏହି ଯେ, ଶହରବାସୀଙ୍କା ପ୍ରେରିତ ଲୋକଦେର କଥା ଅଯାନ୍ କରିବ ଏବଂ ବଜାନ୍ତେ ଲାଗନ୍, ତୌମରା ଅଳକୁଶେ । କୋନ କେବଳ ରେଣ୍ଡାରେତେ ବନ୍ଦିତ ଆହେ ଯେ, ତୁମ୍ଭେର ଅବଧ୍ୟାତ୍ମା ଏବଂ ରସୂଲଗପେର କଥା ଅଯାନ୍ କରାଯାଇ କାରିପେ ଅନପଦେ ଦୁଃଖିତ କୁଳ ହୁଏ ଥାଏ । ଫଳେ ତାରା ତୁମ୍ଭେରକେ ଅଳକୁଶେ ବଜାନ୍ । ଅଥବା ଅନା କୋନ କଷ୍ଟ-ମୁର୍ଦ୍ଦୋଗ ହୁଏ ଥାକାବେ । କାହିଁରୁଦେଶ ସାଧାରଣ ଅଭ୍ୟାସ ଏହି ଯେ, କୋନ ବିପଦୀପଦ ଦେଖିଲେ ତାର କାରିପ ହିଲାମ୍ବତକାରୀ କ୍ରାତି ବର୍ମକେ ସାବ୍ୟାତ କରେ । ସେମନ ମୁ'ସା (ଆ)-ର ସମ୍ପୁଦ୍ବାସ ସମ୍ପର୍କେ କୋରାନାମେ ଆହେ ।

فَإِذَا جَاءَتْهُمُ الْحَسَنَةُ قَالُوا لَنَا هَذِهِ وَإِنْ تُصْبِحُ سَيِّئَةً يُطَهِّرُ وَابْعُو شَيْءًا

— پرمنیڈاہے ساؤہہ (آ)۔ اور سانسکاریں تائکے ہوئے ہیں : وہ میں ملے

— وَبِمَنْ مُكَلَّفٌ — جামাতِ ائمَّةِ شافعیہ

—**قُلُّوا طَهْ قِرْبَمْ مَعْكُمْ**— অর্থাৎ তোমাদের অবসর তোমাদের সাথেই। অর্থাৎ এ অবসর তোমাদেরই কুরবন্যের কল। **فَإِنَّمَا** সবচি অক্ষতগতে অবসর অর্থে বলা হয়। কিন্তু কখনও অবসরের প্রতিলিপি অর্থেও ব্যবহৃত হয়। এখানে পিতৃদের অর্থেই উদ্দেশ্য।—(ইবনে কাসীর, বুকাফুলী)

শহরের পাঁক দেখে আসতেক বাতিল ঘটনা : কেলিরাম পাঁক প্রায় নবজীব আবেদ্ধ
উদ্যোগ করেনি। ইন্দু ইস্থাক হয়ে রাত ইন্দু আবাস, কাব্য আবাস ও উচ্চাবাস
ইন্দু যুনানের থেকে বর্ণনা করেন যে, পাঁক মাঝ ছিল হাতীৰ। পাঁক মেলে কোনোক্ষণ
বিভিন্ন উৎকি প্রয়োজন। অসিক উৎকি এই বেং তিনি ‘নাজার’ অর্থাৎ পুরুষের হিজাব।
উচ্চাবাসিক বর্ণনা থেকে জানা যায় যে, তিনিও প্রধান শৃঙ্খল পুরুষের হিজাব। পুরুষ
প্রেরিত রস জড়িয়ের সাথে সাক্ষীজ্ঞের পর তাঁদের পিকার অপর তাঁদের সুপিলা দেখে
তিনি সুসভ্যীন হয়ে যান এবং কোন এক কাহার ইন্দুরে সমাগুল হন। তিনি ব্যথ

সৎবাদ পেজেন বৈ, শহীদবাসীরা রসূলগকে মিথ্যাবাদী বলে তাঁদেরকে হত্যা করার অভিষ্ঠি বিলেক্ষণ কথন তিনি আগন সম্মানের জন্মস্থান ও সম্মানগ্রহের প্রতি সম্মানুত্তির ঘনোভাব নিয়ে প্রত সম্মানের মধ্যে উপর্যুক্ত হজেন এবং তাঁদেরকে রসূলগণের অনুসরণ করার উপদেশ দিলেন। অবশেষে তিনি নিজের জীবন ঘোষণা করে বললেন:

فَمَنْتَ بِرِبِّكُمْ فَا سَمِعُونِ

যাগন করাম—তোমরা তাঁন রাখ। এ ঘোষণাটি সম্মানের উদ্দেশ্যেও হতে পারে এবং এটে “তোমাদের পাইনকর্তা” বলে বাস্তব হট্টনা বর্ণনা করা হয়েছে, যদিও তাঁরা তা ছীকার করত না। ঘোষণাটি রসূলগণের উদ্দেশ্যেও হতে পারে এবং

বারার উদ্দেশ্য এই যে, আগনারা তুমন এবং আরাহতুসামনে আমার জীবনের সাক্ষা দিন।

فَنِيلَ أَدْخُلُ الْجَنَّةَ قَالَ يَا لَيْلَتْ قَوْمِيْ يَعْلَمُونِ

উচ্চল্প ধরের প্রত থেকে অঙ্গুষ্ঠ বাছিকে রসী হল, আগামত প্রবেশ কর। বাহ্যত কোন ক্ষেত্রেও যাধ্যামে তা বলা হয়েছে। আগামত প্রবেশ করার অর্থ এ সৎবাদ দেশগ্রাম বৈ, অর্মান তৈর্যার জন্ম অব্যোর্ধিত হয়ে গেছে। সময় এমে অর্হাঁ হার্পর-নশেরের অন্ত দুর্দান্ত পাত কর্তৃত।—(বুরুজুরী)

তাঁর আহাড়া এমন ইত্তেবাত অস্তব্দ সর বৈ, তাঁকে তাঁর জাজাতের হান তখন দেখিয়ে দেন্তভাব হয়েছে। আহাড়া বরবাহ-অর্হাঁ ক্ষেত্র অস্তেও আজাতীদেরকে জামাতের কল-কুল ও অর্মান-অস্তুসের উপকূল পৌছানো ইয়ে। কাই তাঁর বরবাহে গৌরাম একদিক দিয়ে জামাতেই প্রবেশ করার প্রাপ্তি।

তাঁর কোম্পান পানের উপরাক ক্ষেত্রের আর এইসিঙ্ক কর। হয়েছে বৈ, মোকাতিকে স্বীক করে দেওয়া হয়েছিল। ক্ষেত্রনা ক্ষেবল আগামত প্রবেশ অথবা আগামতের বিষয়াদি দেখা মুজুরি পরই সত্ত্বস্তর।

এতিহাসিক বর্ণনায় হযরত ইবনে-আবাস, মুকাতিল, মুজাহিদ ফাযুথ থেকে প্রশিষ্ট জাহাজ হে, হালিহ ইবনে-ইসমাইল নামকার কানক ও বাসিন্দার স্বাতিত্বের অন্য-স্তুতি বীরের রসূলুল্লাহ (সা)-র আবির্ভাবের মক্কা ক্ষেত্র কুর্বে তাঁর প্রতি বিজ্ঞাস ক্ষেত্র অবস্থিতেছে। পৰ্তীর কাতি কুর্ব আবক্ষে সম্পর্ক বর্তিত আছে বৈ, তিনি পূর্ববর্তী কিভাবসমূহে ইবনুল্লাহ (সা) ও আসমনের স্বৰূপ পৰ্তি করে তাঁর প্রতি বিজ্ঞাস ক্ষেত্র অবস্থিতেছে। পৰ্তীর কাতি কুর্বারাক ইবনে নওজেলও রসূলুল্লাহ (সা)-র নবুত্ত আপ্তির পূর্ববর্তী তাঁর প্রতি বিজ্ঞাস হয়েছিলেন।—(বুরুজী)

ঝঁঁ একবার তুরাই বৈশিষ্ট্য বৈ, অর্হ ও মুস্তিম প্রাপ্তির পূর্বেই তিনি কাতি তাঁর প্রতি বিজ্ঞাস হাগন করেন। অন্য কোন পরগনারের বেলায় এমন হয়নি।

তুরাহার ইবনে সুলাইমান কর্তৃত, হাবীব নাজারে কুরআনের নিয়ে আর্দ্ধ তাঁর বাস্তুয়ে শহরের সর্বশেষ প্রাচী অভিযান হিসেব। আর্দ্ধনিক উপরাজ্যসভার সময়ে কুরআনের প্রাচী নাজারে দোষা করতে করতে তাঁর সতর বছর অভিযান হইত হয়ে থাক। বেরিত রসূলগণ ঘটনাক্ষেত্রে সে প্রাচীবলী থার দিয়ে ইস্লামিক শহরে প্রবেশ করার সুব্রহ্মণ্য তাঁর সাথেই তাঁদের দেখা হয়। তাঁরা তাকে মৃণিমুজা পরিভ্রাগ করার এবং এক আজাহর উপাসনা করার দাওয়াত দিজেন। তিনি বলেন, আপনাদের দাবি যে সত্তা, তার কোন উদ্বোধনী নির্দেশ আছে কি? তাঁরা হ্যাঁ বললে তিনি থীর কুরআনের কথা উচ্চে করে জিজেন করলেন, আসন্নারা এ ব্যাধি দূর করতে পারেম কি? রসূলগণ বজাজেন, হ্যাঁ। আসন্ন আমাদের প্রয়োগারদিগাতের কাছে দোষা করব। তিনি মাঝেমধ্যে রেস্টেড করবেন। তিনি বলেন, আশচরীর কথা, আমি সতর বছর ধরে দেবাদেবীদের কাছে দোষা করছি। কিন্তু কোনই উপকার পাইনি। আপনাদের প্রয়োগারদিগার একদিনে বিজ্ঞাপে আমার অবস্থা পাস্টে দেবেন? রসূলগণ বলেন, হ্যাঁ আমাদের ব্যব সর্বশক্তিশান্ত। তুমি বাদেরকে উপাস ছির করেছ, তাদের কোম উচ্চেই মেই। তাঁরা কারও উপকার বা অপকার করতে পারে না। একথা তুমে হাবীব আজাহর প্রতি বিজ্ঞাপনসম্ম করাজেন। রসূলগণ তাঁর জন্য দোষা করাখে আজাহ তাঁজে সম্পূর্ণরূপে নিরাময় করে দিজেন। কলে তাঁর দৈমান আরও সুচিতর হয়ে গেল। তিনি প্রতিভা করলেন, সারাদিন থা উপার্জন করব, তাঁর অর্ধেক আজাহ পথে বাস করে দেব। সুতরাং যখন রসূলগণের বিকাশে প্রয়োগসীদের বিকোন্তের সংবাদ পেজেন, তখন তিনি ছুটে একান জহাঁ সম্মুদ্দারকে বুঝিয়ে থীর ইমান যোবগা করে দিজেন। কলে গোটা সম্মুদ্দার তাঁর পাশ হয়ে গেল এবং সজাই তাঁর উপর বাধিয়ে পড়ল। যহুদী ইবনে মস্তুদ (রা) কর্মনা করলেন, তাঁর মেরে সবাই তাঁকে শহীদ করে দিল। কন্তু রেওয়াজেতে প্রতির বর্ষণের কথা আছে। বেদম প্রাহারের সময়ও তিনি (بِأَنْفُسِهِ) (হে আমার পালনকর্তা, আমার সম্মুদ্দারকে হিদায়ত দান করুন) কুরু মাজিজেন।

কোন কোন রেওয়াজেতে আছে যে, তাঁরা রসূলগণকেও শহীদ করে দিবে। কিন্তু কোন সময়ে রেওয়াজেতে তাঁদের পরবলী অবস্থা প্রদিত হয়নি। সুশক্র মনে হবে যে, তাঁরা নিহত হননি। —(কুরআন)

يَعْلَمُونَ بِمَا يَحْرُمُونَ رَبِّي وَجْهَنِي مِنَ الْكَرِيمِ

—হাবীব নাজার থীরকের সাথে আজাহ পথে শহীদ হয়েছিলেন। তাই আজাহ তাঁজার তাঁর সাথে বিশেষ সম্মান ও অনুগ্রহমূলক ব্যবহার করে জামাতে প্রবেশের আদেশ দেন। তিনি ইখন এই সম্মান, অনুগ্রহ ও জামাতের নিয়ামতসম্বৃহ প্রতীক করাজেন। তখন সম্মুদ্দারের কথা উপর করে ক্ষমন কর্মস করলেন যে, ক্ষম আমার সম্মুদ্দার অনি আমার অবস্থা সম্পর্কে অবসর হত যে, রসূলগণের প্রতি বিদ্রোহ করেন, প্রতিক্রিয়া

অর্থাৎ আমাদের আমাকে কেবল অনুগ্রহ, সচ্চান ও তিবজ্ঞানী বিজ্ঞানী সাম করেছেন, তবে উপর্যুক্ত ভাবাত বিবাস হাপন করত। আমোটা আমাতে এই বাসনাই ব্যক্ত হয়েছে।

পরামর্শদ্বারা সাধুতা ও সংকোচ : প্রেরিত রসূলুর মুশ্রিক ও কাফিরদের সাথে বেভাবে কথা বলেছেন, তাদের কর্তৃতা ও তিত কথার বেভাবে অওয়াব দিলে-
ছেন, অনুরূপভাবে তাদের সাধুতাতে ইসলাম প্রাপ্তকারী হাবীব নাম্বার কীর সম্পূর্ণযোগের
স্থানে বেভাবে বক্তব্য রেখেছেন, যেখাবে বিষয় পর্যাপ্তেন্তে করলে দেখা যাবে যে, এতে
কৰ্ম প্রয়োজন ও সংকোচকার্য কভো জোকদের জন্ম চাইকার স্থানিদেশ রয়েছে।

**রসূলুর উপদেশমূলক প্রচার ও শিক্ষার জওয়াবে মুশ্রিকরা ভিনটি কথা
হচ্ছে :**

- (১) তোমরা তো আমাদের মতই আনুষ, আমরা তোমাদের কথা যানু কেন?
- (২) করুণাময় আল্লাহ কারও প্রতি কোন পৃষ্ঠায় ও কিভাব নামিজ করেন বি।
- (৩) তোমরা নিজেজাত খিদ্বা কথা বলছ।

চিহ্ন করল, নিচৰার্থ উপদেশমূলক আজাপ-আমোটনার জওয়াবে একপ উত্তেজনা-
পূর্ণ কথাবার্তায় কি জওয়াব হতে পারত? কিন্তু রসূলগণ কি জওয়াব দিলেন। তাঁরা
কথু কলামে অর্থাৎ আমাদের পালনকর্তা আনেন,

وَمَا عَلِيَّنَا لَا هُلَّاغُ الْمُبِينٌ
আমরা তোমাদের প্রতি প্রেরিত হয়েছি। আরও বললেন; আরও বললেন; তোমাদের কারণেই আমরা
অর্থাৎ আমাদের কর্তৃত্ব আমরা পালন করেছি এবং আল্লাহর পূর্ণাম সুস্পষ্টভাবে
তৈরিদের কাছে পৌঁছে দিয়েছি। এখন যানা না যানা তোমাদের ইচ্ছা। তত্ত্ব করল,
তাদের ভাবাত প্রতিপক্ষের উকানিযুগ্মক কথাবার্তার কোন প্রতিক্রিয়া আছে কি? কেবল
অহঙ্গু জওয়াব দিলেছেন।

এরপর মুশ্রিকরা আরও বলল, তোমরা অলঙ্কুণে, তোমাদের কারণেই আমরা
বিপদাপদে পড়েছি। এর বিদ্যিষ্ট জওয়াব ছিল এইঁ: অলঙ্কুণে তোমরা নিজেরাই।
তোমাদের কুকৰ্মের কুকৰ্ম তোমাদের পমার হার হয়েছে। কিন্তু রসূলগণ এ
বিদ্যুটি অল্পস্থিতিতে বায়ু করেছেন, যাতে তারাই বে অলঙ্কুণে, তা পরিকার হয়নি।

তাঁরা বললেন, **طَغْرِيْمٌ مَعْكُمْ**— অর্থাৎ তোমাদের অবলম্বন তোমাদের সাথেই রয়েছে।

অতপর আল্লাহর প্রেছের ক্ষমিতে বললেন, **أَفَنِ ذَكْرِنِمْ**— অর্থাৎ তোমরা
চিহ্ন করুন আমরা তোমাদের কি কষ্টি করলাম। আমরা তো কেবল তোমাদেরকে
কভেরীমূলক উপদেশই দিয়েছি। হ্যা, তাঁদের সবীগেকা কর্তৃত্ব আছে ছিল এইঁ:

এ হচ্ছে সম্মুগ্ধের সংক্ষেপ। এখন তোমার দাওয়াতে সামুদানবানী বড়-বৃক্ষজীবের সংক্ষেপের প্রতিও কথা করুন। তিনি প্রথমে দুটি কথা বলে সম্মুদায়কে সম্মুগ্ধের কথা যেনে নেওয়ার আহবান জানাবেন। প্রথম এই দু, চিন্তা কর, এবং দুটুরাত্ থেকে তোমাদেরকে উপস্থিত দেওয়ার অব্য এসেছেন। সকারের কল্প সহ্য করেছেন, কনুপরি তোমাদের কাছে কোনো কষ বিনিয়োগ করিনা করেন না। এরপে মিঃভার্থ তোকদের কথা চিন্তা-ভাবনার দাবি রাখে। বিভীষণ এই দু, তোরা যা বলেছেন, তা একাত, তান-বৃক্ষ, মাঝ-বীভুতি ও হিমায়িতের কথা। এব্রগুরু সম্মুদায়কে তাদের আতি ও পথবর্তুতা সম্পর্কে সতর্ক কর্তৃত উদ্দেশ্যে বলাবেন, তোমরা তোমাদের সৃষ্টিটি কর্তা ও সর্বশক্তি মান আঢ়াহর ইরাদত পরিণ্যাপ করে বহু-বিভিন্ন সৃষ্টিকে ঝালকর্তা মনে করে বলো। অথচ তারা তোমাদের এতটুকু উপকার করার পাতি রাখে না এবং আঢ়াহর কাছেও তাদের কোন মর্যাদা নেই। সুপারিশ করে তোমাদেরকে বিগমন্ত করবে।

କିନ୍ତୁ ଶାଶ୍ଵତ ନାନ୍ଦାର କଥାଗୁଡ଼ୀ ଡାଦେରକେ ସର୍ବାସର୍ବ ମା ବଜେ ନିଜେର ଜାତେ ଅନୁଭୂତି କରାଯାଇ ଥିଲା ଅବଳମ୍ବନ କରାଯାଇଲା ।

— وَمَا لِي لَا مَهْدَى الْذِي فَطَرَنِي — অর্থাৎ এভাবে তিনি প্রতিপক্ষের জন্য উজ্জিত না হয়ে ঠাণ্ডা আধার চিন্তা করার সুযোগ সুলিল করেছেন। বিশ্ব ভৌম সম্মুদ্দার যখন তাঁর নয়াজ্ঞা ও সৌজন্যবোধের প্রতি ঝুকেগুড় করল না এবং তাঁকে হত্যা করার জন্য বাঁপিয়ে গড়ে, তখনও তিনি বসদোয়ার পরিবর্তে (بِأَنْ قُومٍ) জ্ঞাত বলতে আজাহীর কাছে প্রাণ সঁপে দিলেন। অর্থাৎ হে আমার পালনকর্তা, আমার সম্মুদ্দারকে সুযোগ দান করুন। আরও ফ্লাইচরের বিষয় হে, সম্মুদ্দারের নির্বাচনে পর্যাপ্ত স্থান স্থানের নামার যখন আজাহীর অনুপ্রাহ, সম্মান ও জাগ্রাতের নিরামত প্রভাব করাজেন হে, হার। আমার সম্মুদ্দার আমার এই সম্মান সম্পর্কে উভাবিকাহাল হলে তাড়াত এতে আমার প্রাপ্ত নিরামতসম্বৰের অঙ্গীকার হয়ে যেত। সোব্যন্নাহ, মানুষের অভাবের টেব পীড়িয়ে সহেও হাস্যের হিতাকাশকা এ ধরনের মহাপুরুষদের নিরা-উপশিদার কিন্তাকে প্রতিষ্ঠ হয়ে থাকে। প্রেরণকারের এই সহান প্রেরণার কালেই জাতিসম্বৰের কাহা পালিত আর এবং তারা এমন অর্ধাদ্বার আসন আক করে, যা কেবলশতাদের অন্যাও দীর্ঘ কালপ হয়ে নাওয়ার।

વર્તમાન શુદેર પ્રચારક ઓ સંક્ષારકપણ સાધારણભાવે એહી પરંપરાનુસારત આર્દ્ધ પરિભૂતિય કૃત્તાનેનું। કરે માનુષેનું માટે તાદેર માત્રાનું ઓ પ્રચારક નિર્ણય હસ્તાક્ષર। વજ્ઞાન-વિદ્યાની મનેર ખાળ મેટાનો એવું પ્રદિપક્રોલ પ્રતિ વિદ્યાપ્રાચારક વાક્ય વર્ષન બારાકે આજકાળ બાહારૂરી ડાન કરી હય, યા પ્રદિપક્રોલ આર્યાં બેલિ જેદ ઓ હસ્ત-લાલિકાનું આર્વતે નિર્જોગ કરેલું।

وَمَا أَنْزَلْنَا مِنْ قُوَّةٍ مِّنْ جِنْدِهِ مِنِ السَّمَاءِ وَمَا كُنَّا مِنْ ذُلْلٍ إِنَّ
كَانَتْ أَنْتَ أَفْرَقْتَ وَاحِدَةً فَإِذَا هُمْ خَامِدُونَ

એટે નિખારોપકારી ઓ હારીએ નોજારાકે સંપૂર્ણારે ઉપર આસમાની આઘાતેર વિશ્વન વિશ્વિત હયેછે। એર ભૌતિકાર બલ હયેછે યે, એ સંપૂર્ણારે આયાબ દેશેનાર જન્ય આયાકે આકાશ થેકે ફેરેશટાદેર કોન બાહિની પાઠાતે હયાનિ એવું એરાપ બાહિની પાઠાનો આયાર ગોંડિતું નથી। કારણ આજાહ એકજન ફેરેશટાઈ બઢ બઢ શક્તિલાલી બીર સંપૂર્ણાયકે શૃદ્ધાર્થે અથે ધર્મસ કરેલ દેશેનાર જન્ય વાધેણ્ટ। કારેહે ભૌત જન્ય ફેરેશટાર બાહિની પ્રેરણ કરીએ કિ ખોયોજન! એરસર તાદેર ઉપર આગભ આઘાતેર વિશ્વન વર્ગમા કરેલ બલ હયેછે, એકજન ફેરેશટાર વિકટ ચીંકારેલ કરે તો઱ા સર્વાઇ નિખર-નિષ્ઠા હયું સ્થાન!

બણિત આહે યે, જિવરાઈન આગીન ફેરેશટા શહરેર સરજાર મુંઝ વાહ થરે એયન કઠોર ઓ વિકટ આવોયા દિલેન, યાર કરે સર્વાઇ આગવાયુ બેરિયો ગેલા। તાદેર શુદ્ધારે કોરજાન ખાંડું નન્દ વારીં કાંત કરેલેન, ખાંડ એર અર્થ આજનેર નિયત કરોયા। પ્રાચેક આખીએ આખ સહજાત તાપેર ઉપર વિર્જનશીલ। એહી અનુભૂતમ હંગારોં નાયાં શુદ્ધા। કારેહે ખાંડ અર્થ હય સહજાત તાસ અટમ હંગારોં કાંતપે તારા હિસ નીચા તુ નિખરા.

وَإِيَّاهُ لَهُمُ الْأَرْضُ الْبَيْتُهُمْ أَحْيَيْنَاهُمْ وَآخِرَجْنَاهُمْ مِّنْهَا حَبَّا
قَيْنَعَهُ يَا كُلُونَ وَجَعَلْنَا فِيهَا جَنِيْتَ قَنْ تَغْيِيلٌ وَأَعْنَابٌ وَقَصْرَنَا
فِيهَا مِنَ الْعَيْنِوْنَ لَيْكُلُوا مِنْ ثُمَرَهُ وَمَا عَلِمْنَا لَهُمْ يَوْمَ الْحِجَّةِ مَا فَلَادَ
يَشْكُرُونَ سَبْعَنَ الْذِيْنِ خَلَقَ الْأَرْضَ وَجْ كُلُّهَا مَعَانِي شَيْنَتِ الْأَرْضُ وَمِنْ
أَنْفُسِهِمْ وَمِنَ الْأَيْلَمُونَ وَإِيَّاهُ لَهُمُ الْيَئُلُ مَنْكُلٌ مِّنْهُ النَّهَارُ فَإِذَا

هُمُ الظَّاهِرُونَ لَقَوْلَشُنْ تَجْرِي لِمُسْتَعِزٍ لَهَاءَ ذَلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ
الْعَلِيُّوْفَ وَالْقَمَرُ قَدَرَنَهُ مَنَازِلَ حَتَّى عَادَ كَالْعَرْجُونِ الْقَدِيمِ@
لَا الشَّفْسُ يَنْجِعُ لَمَّا أَنْ تُدْرِكَ اللَّقَمَ وَلَا الْيَلْ مَلَأَ النَّهَارَ وَكُلَّ
فِي الْفَلَقِ يَسْبِحُونَ@ وَإِيَّاهُ لَهُمْ أَنَا حَبَّلْنَا ذَرَّتْهُمْ فِي الْفَلَقِ
الْمَشْحُونَ@ وَخَلَقْنَا لَهُمْ قُنْ قُغْلَهُ مَا يَرْكَبُونَ@ وَإِنْ شَاءَ لَعْرَقْهُمْ
فَلَا هُمْ بِهِمْ بُرَّا لَكَ هُمْ يَقْذِنُونَ@ إِلَّا رَحْمَةً تَقْتَلُ وَمَنْتَاعًا إِلَّا حَسْنَ

(৩৩) তামের জন্য একটি নিষ্ঠার প্রত পুরিবী। আমি একে সংক্ষিপ্ত করি এবং তা থেকে উৎপন্ন করি না, তারা তা থেকে উৎপন্ন করে। (৩৪) আমি তাঁর সুষ্ঠিট করি থেছুন ও আগুনের বাসন এবং ফ্লাহিদ করি স্থান নিষ্ঠারিবী। (৩৫) তাঁর তার ক্ষমা আজ। তামের হাত এক সুষ্ঠিট করে না। উৎপন্ন তারা কৃতকৰ্ত্তা উৎপন্ন করে না কেবলই। (৩৬) পরিচিতিমি, খিনি বায়ীন থেকে উৎপন্ন উৎপন্নকে তামেরই আবশ্যক। এবং তা স্থানে কানেক করে আবশ্যক করে। (৩৭) তামের জন্য একটি নিষ্ঠার আবশ্যক আবশ্যক করি, তবুও তার আবশ্যক আবশ্যক করে। (৩৮) সুর্খ তার নিষ্ঠিট অবস্থানে আবশ্যক করে। এটা প্রয়োগের জন্য সুরক্ষ আবশ্যক নিষ্ঠারণ। (৩৯) উজ্জ্বল জন্য আমি বিভিন্ন অবস্থার নিষ্ঠিট করেছি। প্রথমের সে পুরাতন ঘর্ষুর শাশীর অনুপগ হয়ে আছ। (৪০) সুর্খ নামাক থেকে গারে না উজ্জ্বল এবং আমি আমে উজ্জ্বল না দিবের। এভাবেই আপনি আবশ্যক করেন্তব্যে সংক্ষরণ করে। (৪১) তামের জন্য একটি নিষ্ঠার এই যে, আমি তামের সহায়-সহায়তাকে নৌকার আরোহণ করিবোহি। (৪২) এবং তামের জন্য নৌকার উন্নতপ বাসনার সুষ্ঠিট করেছি, যাকে তারা আরোহণ করে। (৪৩) আমি ইহাক করুন তামেরকে নিষ্ঠারিত করাতে পারি, তখন তামের জন্য কেবল "সাহায্যকারী নিহ" এবং তারা পরিচাপত পাবে না। (৪৪) কিন্তু আবশ্যক প্রত থেকে কৃপা এবং তামেরকে নিষ্ঠারণ আবশ্যিকতাপ করার সুযোগ দেওয়ার কারণে তা করিবো।

আবশ্যিকের সহ-কর্তৃপক্ষ

(কৃতিহাসের নিষ্ঠারণবাসীজন-স্থা থেকে) কৃতিহাসের জন্য একটি নিষ্ঠার প্রত পুরিবী (এভে নিষ্ঠারণবাসী নিষ্ঠারণ এই যে,) আমি একে (কৃতির প্রার্থ) সংক্ষিপ্ত করি এবং তা আবশ্যক (বিভিন্ন) সহ উৎপন্ন করি। আবশ্যক থেকে উৎপন্ন করে। আমি আবশ্য

সুলিট করি খেজুর ও আচুরের বাগান এবং (বাগানে ছল সেতের জন্য) তাতে প্রবাহিত করি। তিক্কারিলী, শাহজুল (শলের চাকু) ভারা ভার (অর্ধাং বাগানের) কলমুর ভার। একে (অর্ধাং, কল ও শস্যক) তাদের হাত সুলিট করে না। (বৌজ বপন উভয় সেতে অবস্থান তাদের হাতে ক্ষমত দীর্ঘ থেকে সুক এবং সুক থেকে কল উৎপত্ত করার স্বত্ত্ব তাদের কোন হাত নেই। এটা আজাহ তা'আজাহই কাজ।) অঙ্গপর (এসন জ্যাপাদি সেব্বে) তারা বৃক্ষজাতী প্রকাশ করে না কেন? (বৃক্ষজাতীর প্রথম থাপ হচ্ছে আজাহর অঙ্গিহ ও একজ বৌকার করে নেওয়া।) পরিয়া তিনি, যিনি অবৈন থেকে কুপ্রতিষিদ্ধক, যামুখকে এবং যা ভারা জানে না, তার প্রত্যক্ষকে জোড়া জোড়া করে সুলিট করেছেন; (উভয়ের মধ্যে পরম্পরাধিয়োদী জোড়া যেমন পদ্ম-বৃক্ষ, মিষ্টি কল ও উক কল, মানুষের মধ্যে হেৰক মর ও মারী এবং আজানু অনুসমূহের মধ্যেও কোন বৃক্ষ বিগ়োত্ত জোড়া থেকে সুক নয়। এ থেকে আমা সেজ যে, আজাহ তা'আজাহ কোন বিগ়োত্ত জোড়া থেকে সুক নয়।) তাদের জন্য এক নিম্নলিঙ্গ রাহি। (আজাহকার আসল বিবাহ রাহি আজাহ আসল সময় হিসেব। সুর্বের আজো এসে একে অবৃত্ত করে নিয়েছিল; বেমন হাসগোর গোশ্চতকে তার চাহাড়া আবৃত্ত করে নেবো।) অঙ্গপর আধি (সুর্বের আজো দূর করে দেবেন) তা থেকে (অর্ধাং রাহি থেকে) দিবকে অগমানিত করি। তথনই (আবার রাহি এসে যাই এবং) তারা অজ্ঞাতের থেকে যাব। (আরও একটি নিম্নলিঙ্গ) সুর্ব (সে) তার অবস্থানের দিকে আবর্তন করে। (এখনে অবস্থানের এক অর্ধ সেই কেজিবিলু দেশান থেকে রাতুরানা হয়ে বারিক পতি পূর্ণ করে আবার দেশানে পৌছে যাব। বিড়াল অথ সেই দিগন্ডিত বিলু, দেশিক পতি পূর্ণ করে বেশানে পৌছে অত যাব।) এটা সেই আজাহ কলুক সুনিদিষ্ট, যিনি পরাক্রমশালী (অর্ধাং, পাতিশাল) সর্বজ্ঞ (এসব আবহাগনের ইহসু ও উপরোগিতা জানেন এবং সতি বলে একজো প্রয়োগ করেছে। আরও এক নিম্নলিঙ্গ) চজ, তার (চার) অন্য আধি বিভিন্ন মনবিজ্ঞ নির্বানিত করেছি। (সে প্রত্যহ এক অনবিজ্ঞ অঙ্গিক্রম করে) অবশেষে (চিকিৎস হতে হতে) সুরাজন পুরুর শায়ার কলুকপ হয়ে যাব, (যা সুক ও বৌকা হয়ে যাবে। দিকেজ অবস্থার ক্ষয়ে হলুদ রূপের সাথেও তুলনা হতে পারে। সুর্ব ও চজের আবর্তন এবং রাহি ও নিম্নের আগমন নির্ময়ন এখন সুশুলভতাবে রাখা হয়েছে যে,) সুর্বের সীধা নেই যে চজের (আজোদানের সময় অর্ধাং রাহিতে তার) মাপাজ পাই। (অর্ধাং সুর্ব সময়ের অবশেষ উদিষ্ট হবে চজকে এবং তাতে সময় অর্ধাং, রাহিকে সরিয়ে দিন করতে পারে না। এখনিকালে ইহ উসুর্বের আজো সানের সময় তার মাপাজ পাই না। এমনি-ক্ষেবে) রাহি দিনের অংশে চজকে পারে না। (অর্ধাং দিনের নির্দিষ্ট সময় দিন হতুরার পূর্বে রাহি আসতে পারে না, বেদ্য দিনও তা পারে না।) প্রত্যেকেই (অর্ধাং, সুর্ব ও চজ) আগন আগন কক্ষ পথে (এমনকাবে চজহে দেব) সজরণ করেণ ক্ষমতা হিসাবের বাইরে হেতে পারে না, দেখে দিবা-রাতির হিসাব কুটিশুভ হয়ে দেত।) তাদের জন্য এক নিম্নলিঙ্গ এই যে, আধি তাদের সানান-সজাতিকে বোজাই বৌকার আরেকব্র করিয়েছি। (অবিকাম্প যানুব তাদের সানান-সজাতিকে বাপিজ্জ কাগজের সকরে ফেরণ করাত।)

সুতরাং এতে তিনটি নিয়ামতের দিকে ইরিত হয়েছে—এক, বোকাই নৌকাকে পানির উপর ঢেক্সন করা, অর্থ তারী হওয়ার কারণে এর ডুবে যাওয়া উচিত হিজ। দুই, তাদেরকে সন্তান-সঙ্গতি দান করা। তিন, রিয়িক ও তার উপকরণ দেওয়া। ফলে তারা মিজেজা খুঁহে বসে থাকে এবং সন্তানসজ্ঞতিকে রিয়িক সংগ্রহে প্রেরণ করে।) এবং (হৃদভাগে সফরের জন্য) আমি তাদের জন্য নৌকার অনুরূপ যানবাহন সৃষ্টি করেছি, যেখানে তারা আরোহণ করে। (অর্থাৎ, উচ্চ ইত্যাদি। নৌকার সাথে তুলনা এদিক দিয়ে যে, এগুলোতেও আরোহণ ও যান পরিবহন করা যায় এবং দুরুত্ব অতিক্রম করা যায়।) আরবদেশে উচ্চকে سفينة البر অর্থাৎ স্থলের আহাজ বলা হত। এর ফলে তুলনাটি আরও অবৎকারণপূর্ণ হয়েছে। অতপর নৌকার সাথে মিল রেখে কান্তিমদের জন্য একটি শাস্তিবাণী উন্নেধ করা হয়েছে;) আমি ইচ্ছা করলে তাদেরকে নিয়মিত করতে পারি। কৃত্তন (তাদের উপাসনের অধ্য থেকে) তাদের জন্য কোন পাহাড়কারী হবেনা। (যে তাদেরকে নিয়মিত হওয়া থেকে বাঁচিবে রাখে) এবং তারা (নিয়মিত হওয়ার পর মৃত্যু থেকে) পরিষ্কারণও পাবে না। কিন্তু আমারই কৃপা এবং তাদেরকে কিছুকাল (পাখির জীবন) তোপ করার সুযোগ দান করার কারণে (অবকাশ দিয়ে রেখেছি)।

আনুবাদিক ভাষার বিষয়

সুরা ইয়াসীনের অধিকতর বিষয়বস্তু হচ্ছে কুসরতের মিদশনাবলী এবং আলাহ্ তা'আলার নিয়ামত ও অনুগ্রহরাজি বর্ণনা করে পরুকাল সপ্রয়াপ করা এবং হাশর-মশরের বিষ্ঠাসে মানুষকে পাকাপোড় করা। উল্লিখিত আয়াতসমূহে কুসরতের এমনি ধরনের নির্দেশাবলী বর্ণিত হয়েছে। এগুলো একদিকে আলাহ্ তা'আলার পূর্ণ শক্তির প্রকল্প প্রযাগ এবং অপরদিকে মানুষ ও সাধারণ সৃষ্টির প্রতি আলাহ্ তা'আলার বিশেষ নিয়ামত ও অনুগ্রহরাজি এবং সেগুলোর অভাবনীয় রংহস্যের সাক্ষী।

প্রথম আয়াতে ধরিজীর দৃষ্টিক বর্ণিত হয়েছে, যা সব সময় সব মানুষের সামনে রয়েছে। কুকুলরিজীর উপর আকাশ থেকে বৃষ্টি বর্ষিত হয়। ফলে তাতে এক শুকার জীবন সঞ্চারিত হয় এবং উত্তি, বৃক্ষ ও ফলমূল প্রকাশ পায়। অতপর এসব বৃক্ষকে বৃক্ষ করা ও অব্যাহত রাখার জন্য কৃপ্তে ও ত্পৃষ্ঠে প্রস্তুত প্রবাহিত করার কথা উল্লেখ করা হয়েছে। **لَيْلَةً كُلُّوْمِنْ لَيْلَةً**—অর্থাৎ বায়ু, মেঘমালা এবং ধরিজীর সমস্ত শক্তিকে কাজে জাগানোর উদ্দেশ্যে মানুষ শাতে সেসব বৃক্ষের ফলমূল সংকলণ করে। এগুলো তো প্রভাব বিষয়, অতপর মানুষকে এমন এক বিষয়ে হুশিয়ার করা হয়েছে, যার জন্য সর্বশেষ কারখানা প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে।

উভিস উৎপন্ন করার কাজে মানুষের কোন হাত নেই : যদা হয়েছে ।
অধিকাংশ তৎক্ষণাতে এবং অনুবাদ করেছেন, তাদের হাত এসব কল
তৈরি করেনি । এ বাক্তা অনবধান মানুষকে আহবান আনিয়েছে যে, একটু চিন্তা
কর এই শস্য-শাখা ধরিবাতে এ ছাড়া তোমার কাজ কি যে তুমি মাটিতে বীজ বপন
করেছ, তাকে সিঞ্চ করেছ, নরম করেছ যাতে অঁকুরেদাসমে অসুবিধা না হয় । কিন্তু
বীজ থেকে হৃষ উৎপন্ন করা, হৃষকে পঞ্চ-পঞ্চবে সজ্জিত করা এবং তাকে ফরে ও
ফুলে সমৃদ্ধ করা—এসব কাজে তোমার কি হাত আছে? এগুলো তো একান্তভাবে
সর্বশক্তিমান ও প্রভাবয় আলাদ তাঁ'আলাই কাজ । তাই এসব বস্তু আরা উপকার
মাত্র করায় সেই ছল্টা ও মালিককে হিস্তু না হওয়া তোমার অবশ্য কর্তব্য ।

সুরা উরাবের এ আরাতাতি এবং অনুবাগ, **أَفَرَبِّيْسْ مَالْكُرْتُوْنِ** । নতুন
অর্থাৎ তোমরা যা বপন কর, তাকে সমৃদ্ধ
করে বৃক্ষে পরিণত করার কাজটি তোমরা কর, না আমি করি? সারকথা এই যে,
এসব ফলমূল তৈরিতে মানুষের কোন হাত না থাকলেও আমি এগুলো সৃষ্টি করে
মানুষকে মালিক বানিয়ে দিয়েছি । তৎসঙ্গে এগুলো উচ্চণ করার ও কাজে লাগিবার
নেপুণাও শিক্ষা দিয়েছি ।

মানুষের খাদ্য ও জীবজন্য খাদ্যে বিশেষ পার্শ্বক রয়েছে : ইবনে জরীর
প্রযুক্ত তৎক্ষণাতে **مَصْوِل**-কে বাক্যের **مَصْوِل**-এর অর্থে ধরে অনুবাদ
করেছেন এসব বস্তু সৃষ্টি করেছি, যাতে মানুষ এগুলোর ফলমূল উচ্চণ করে এবং
সেই বস্তু উচ্চণ করে, যা এসব উভিস ও ফলমূল দিয়ে মানুষ বহন তৈরি করে ।
উদাহরণত ফলমূল দিয়ে মানুরক্ষ হালুসা, আচার, চাটনী ইত্যাদি তৈরি করা হয় ।
কলক ফল থেকে তৈজ হের করা হয় । সারকথা এই যে, ফলমূল মানুষের কর্ম ছাড়াও
খাওয়ার দ্বারা করে সুজিত হয়েছে এবং এক এক ফল দিয়ে বিভিন্ন জন্মার সুস্থান ও
উপাদের বস্তু তৈরি করার নেপুণাও আলাদ তাঁ'আলা মানুষকে শিক্ষা দিয়েছেন ।

এমতাবস্থায় ফল সৃষ্টি করা যেমন একটি নিয়ামত, তেমনি ফল দিয়ে হয়েক
জীবনের সুস্থান ও উপাদের খাদ্য তৈরিতে নেপুণ শিক্ষা দেওয়াও একটি নিয়ামত । এই
তৎক্ষণাতে উচ্ছৃত করে ইবনে কাসীর বজেন, ইবনে মসউদের এক কেরাত আরাও
এই তৎক্ষণাতি সমর্থিত হয় । তাঁর কেবাতে **مَصْوِل** শব্দের পরিবর্তে **مَصْلِك** ।

এর বিশদ বর্ণনা এই যে, দুনিয়ার সকল জীব-জগৎ, উত্তিস ও কল উক্তগ করে। কলক জানোয়ার যাংস এবং কলক জানোয়ার যাঁচি উক্তগ করে। কিন্তু তাদের খোরাক একক বস্তুই হয়ে থাকে। তৃণভোজী জন্তু ধাঁচি তৃণ এবং যাংসভোজী জন্তু ধাঁচি মাংস উক্তগ করে। কয়েক প্রকারের বস্তুকে একত্রে যিলিয়ে নানারকম ধাদ্য প্রস্তুত করা শব্দ, মরিচ, চিমি, টেক ইত্যাদি যিত্তিত করে একই খাদ্যের দশ প্রকার তৈরি করা—এক প্রকার যিত্ত খোরাক একমাত্র মানুষেরই বৈশিষ্ট্য। চর্বি-মুষ্ঠ-জেহ-পেয় খাদ্য তৈরি করার নৈপুণ্য মানুষকেই শিক্ষা দেওয়া হয়েছে। আজাহ, তা'আজার এসব নিয়ায়ত উভেধ করার পর উপসংহারে বলা হয়েছে ۱۳—**بِشَكْرٍ وَنَ**—মুক্তিমানরা এসব অন্ত দেখার পরও ক্রতৃতা প্রকাশ করেনা কেন? অতগত মানুষ ও জীবজগতকে পাখিল করে সর্বময় ক্ষমতার আরও একটি বিদ্যমান প্রকাশ করা হয়েছে ۱۴—**سَبَقَانَ**

الَّذِي خَلَقَ الْأَرْضَ كُلَّهَا مِمَّا تُنْبَتُ أَلْأَرْضُ وَمِنْ أَنْفُسِهِمْ وَمِمَّا لَا يَعْلَمُونَ

এতে **أَرْجُز** শব্দটি ۱۵—এর বহুবচন। অর্থ জোড়া। জোড়ার অধ্যে পরম্পরা-বিয়োথী দুই বস্তু থাকে, যেমন নর ও নারীর অধ্যে নরকে নারীর এবং নারীকে নরের জোড়া বলা হয়। এমনিভাবে জীবজগত মর ও মাদা পরম্পরে জোড়া। অনেক উত্তি-দের মধ্যেও নর ও মাদার অস্তিত্ব আবিষ্কৃত হয়েছে। খেতুর ও পেঁপে গাছের মধ্যে জো এটা সুবিদিষ্ট। অন্যান্য বস্তুর মধ্যেও এটা অবাস্তুর নয়। আধুনিক বৈজ্ঞানিক পরেবলায় জানা গেছে যে, সমস্ত কলবিশিষ্ট ও ফুলবিশিষ্ট বৃক্ষের অধ্যে নর ও মাদা হয়ে থাকে এবং এতদ্বাতে প্রজনন প্রক্রিয়াও চালু আছে। এমনি ধরনের গোপন প্রক্রিয়া যদি জড়গদার্থ ও অন্যান্য সৃষ্টিবস্তুর মধ্যেও থেকে থাকে, তবে তাকে আশচর্য হওয়ার কিছু নেই। **أَرْجُز** বাক্যে এদিকেই ইতিত পাওয়া যায়। সাধারণভাবে তক্ষসীরবিদ্যমণ্ড **أَرْجُز** শব্দের অর্থ নিম্নেছেন প্রকার ও ত্রৈণী। কেমনো, দু'টি বিপরীত বস্তুকেও জোড়া বলা হয়; যেমন শৈত্য—উত্তাপ, জল-হাত, মুঁখ-আনন্দ, রৌপ্য-সুস্থিতা ইত্যাদি। এগুলোর প্রত্যেকটির মধ্যে সর্বাঙ্গ, সর্বনিম্ন ও সামাজি হওয়ার দিক দিয়ে অনেক কর ক্ষ. ত্রৈণী হয়ে থায়। অনুরূপভাবে মানুষ ও জুন্ড-অ্যালুমিনিয়ামের অধ্যে বর্ণ, আকার, তাপা ও চাউচালনের দিক দিয়ে অনেক ত্রৈণী ও প্রকার রয়েছে। **أَرْجُز** শব্দের মধ্যে এগুলো সব দাখিল আছে। আরাতের প্রথমে **مِمَّا تُنْبَتُ أَلْأَرْضُ** মধ্যে মানুষের

অধে উত্তিদের যিত্তিম প্রকার বর্ণনা করা হয়েছে। অতগত **مِمَّا أَنْفُسُهُمْ** অধে মানুষের

ত্রেণী ও প্রকার উজ্জেব করা হয়েছে। সর্বশেষে **وَمَا لَا يَعْلَمُونَ** বলে অনাদিত্ব
হাজারো সৃষ্টিগুলি দিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে। ভু-গড়ে, সমুদ্রে এবং পর্বতসমূহে জীবজন,
উক্তিগুলি জড় পদার্থের কি পরিমাণ প্রকার রয়েছে; তা একমাত্র আলাহ তা'আলাই আনেন।

وَإِذَا نَهَاراً سَلَّمَ—এখানে আকাশে ও দিগন্তে বিস্তৃত সৃষ্টি
বন্ধসমূহের মধ্যে কুদরতের নির্দশনাবলী সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে।
এর শাস্ত্রিক অর্থ চামড়া বের করা। কোন অস্তর দেহ থেকে চামড়া অথবা অন্য কোন
বস্তুর উপর থেকে আবরণ সরিয়ে দিলে তিতেরের বন্ধ জাহির হয়ে যায়। এ দৃষ্টিক্ষেত্রে
ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, মুসিলাতে অঙ্ককারী আসল, আলোক বৈপত্তিক বিষয়। এটা
প্রথম ও তারকার মাধ্যমে পৃথিবীকে আচ্ছন্ন করে দেয়। আলাহ তা'আলার ব্যবহার্থীনে
নির্দিষ্ট স্থানে আলোকে উপর থেকে সরিয়ে নিয়ে অঙ্ককারী থেকে যায়। একেই
রায়ি খলা হয়।

وَالشَّمْسُ تَجْرِي لِمَسْتَقِرٍ لَهَا ذَلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ بِرَبِّ الْعَالَمِ
অর্থাৎ সূর্য
তার অবস্থানস্থলের দিকে চলতে থাকে। এই অবস্থানস্থল স্থানগত ও কালগত উভয়
প্রকার ছাতে পারে। একটি কখনও ক্রমপথের দেশ সীমাবর্ত অর্থেও ব্যবহৃত হয়
যদিও সাথে সাথে বিরতি না দিয়ে কিসৌর ক্রমপথ কর হয়ে যায়।—(ইবনে-কাসীর)

কোন কোন তফসীরবিদ এখানে কালগত অবস্থানস্থল অর্থ নিয়েছেন; অর্থাৎ,
সেই সবস্থল, যখন সূর্য তার মিসিলট লক্ষ্য সম্পাদ করবে। সে সময়টি কিয়ামতের দিন।
এ তফসীর অনুযায়ী আয়তের অর্থ এই যে, সূর্য তার কক্ষপথে যজবৃত্ত ও অটো
ব্যবহার্থীনে পরিস্রমণ করছে। এতে কখনও এক মিনিট ও এক সেকেন্ডের পার্থক্য হবে
না। সূর্যের এই গতি চিরস্থায়ী নয়। তার একটি বিলের অবস্থানস্থল আছে, যেখানে
পৌঁছে তার পতি স্থান হয়ে যাবে। সেটা হচ্ছে কিয়ামতের দিন। এই তফসীর হ্যাতে
কালাদাহ থেকে বিগত আছে।—(ইবনে কাসীর)

সূরা: ফুয়ারের এক আয়তেও এর সমর্থন পাওয়া যায় যে, **مَسْتَقِرٌ**—এর অর্থ
কিয়ামতের দিন। আলাভটি এই :

خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِيقَيْكُورِ التَّلَهُ عَلَى النَّهَارِ وَيَكُورِ

النَّهَارَ عَلَى التَّلَهِ وَسَخَرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ كُلَّ يَجْرِي لِأَجْلٍ مُسْمَىٰ -

এতেও সুরা ইসলামীনের আজোট আজোটের অনুবাপ বিষয়বস্তু বিলিত হয়েছে। দিবা-রাত্রির পরিবর্তনকে সাধারণের দৃষ্টি অনুযায়ী কপক আকারে বর্ণনা করে বলা হয়েছে যে, আজাহ ডাঃআলা রাতি ধারা দিবসকে এবং দিবস আজা রাত্রিকে আচম্ভ করে দেন। রাত্রিও দিবস যেন, দু'টি আবরণ। রাত্রির আবরণ দিনের উপর ফেলে দিজে দিনে রাতি ঘূরে যায় এবং দিনের আবরণ রাত্রির উপর ফেলে দিজে দিন হয়ে যায়। এরপর বলা হয়েছে সূর্য ও চন্দ্র উভয়ই আজাহ ডাঃআলাৰ আজাহ। প্রত্যেকেই বিশেষ যেয়াদের দিকে ধাবিত হচ্ছে। এখানে **جَلِيل** ! শব্দের অর্থ নির্দিষ্ট মেঝাদ। অর্থাৎ সূর্য ও চন্দ্র উভয়ের গতি নির্দিষ্ট যেয়াদে অর্থাৎ কিয়ামতে পৌছে খত্য হয়ে যাবে। আজোট আজোটেও বাহাত **مسْتَقْرٍ** শব্দ ধারা এই নির্দিষ্ট যেয়াদই বোানো হয়েছে। এ তফসীরের অর্থেও কোন খটকা নেই এবং সোৱ বিজ্ঞানের আজোকেও কোন আপত্তি নেই।

কলক তকসীরবিদ কহেকজন সাহাবী থেকে বর্ণিত বুধাবী ও মুসলিমের একটি হাদীসের তিতিতে আয়তে স্থানগত অবস্থানহজ অর্থ নিয়েছেন।

আবু যর সিফারী (রা) একদিন রসুলুল্লাহ (সা)-র সাথে সুর্যাস্তের সময় মসজিদে উপস্থিত হিলেন। রসুলুল্লাহ (সা) বললেন, আবু যর, সূর্য কোথায় অত যায় জান? আবু যর বললেন, আজাহ ও তাঁর রসুলই তাজ জানেন। তখন রসুলুল্লাহ (সা) বললেন, **وَالشَّهُسْ مَسْتَقْرٍ تَجْرِي لِمُسْتَقْرِلِهَا** আজাতে চলতে আরশের নিচে পৌছে সিজদা করে। অতপর বললেন, **الْعَرْشُ** ইমাম বুধাবী একাধিক আরগায় রেওয়ায়েড়ি উল্লেখ করেছেন।

হয়রত আবু হুরুরই এক রেওয়ায়েতে আরও আছে, আমি রসুলুল্লাহ (সা)-কে উপরের আজাতের তকসীর জিজাস করলে তিনি বললেন, **مَسْتَقْرٍ تَجْرِي** ইমাম বুধাবী একাধিক আরগায় রেওয়ায়েড়ি উল্লেখ করেছেন।

হয়রত আবদুল্লাহ ইবনে ওয়ার থেকেও ঈই বিষয়বস্তুর হাদীস বিলিত আছে। এতে অভিপ্রিত আরও আছে যে, প্রত্যহ সূর্য আরশের নিচে পৌছে সিজদা করে এবং নতুন পরিবর্তনের অনুমতি প্রার্থনা করে। অনুমতি লাভ করে নতুন পরিবর্তন তুক করে। অবশেষে এমন একদিন আসবে, যখন তাকে নতুন পরিষ্ঠিপের অনুমতি দেওয়া হবে না, ঈশ্বর পরিচয়ে অসু যেরে পরিচয় থেকে উদ্বিদ্ধ হওয়ার আদেশ দেওয়া হবে। এটা হবে কিয়ামত সঞ্চিকটবর্তী হওয়ার একটি আজায়ত। তখন তওবা ও ঈমানের সরজা বজ হয়ে যাবে এবং কোন গোমাহ্যগায়, কাফির ও মুশর্রিকের তওবা করুণ করা হবে না।

—(ইবনে কফীর)

আরশের নিচে সূর্যের জিজলা : এসব হাদীস থেকে জানা যায় যে, আজাতে স্থানগত অবস্থানহজ অর্থাৎ সেই আরগা বোানো হয়েছে; যেখানে সূর্যের গতি দেখ

হয়ে আস। আরও জানা গেছ যে, এই গতি আরশের নিচে দৌহার পর শেষ হয়। অন্তএব আজ্ঞাতের অর্থ এই যে, সুর্ব প্রত্যাহ বিলেষ অবস্থামৃতের সিকে খাবিত হয় এবং সেখানে পৌছে আজ্ঞাহ তাঁজামার সামনে সিজদা পরিষ্কামগের অনুমতি প্রাপ্তনা করে। অনুমতি পাওয়ার পর বিভীষণ পরিষ্কাম গুরু করে।

কিন্তু ঘটনাবলী, চাকুৰ প্রয়াণ এবং সৌভাগ্যবিজ্ঞানের বিভিত্তি নীতির ভিত্তিতে এতে একাধিক শক্তিশালী ঘটকা দেখা দেয়।

অথবা, কোরআন ও হাদীস থেকে আরশের অবস্থা এই জানা যায় যে, আরশ
‘সহশ্র তু-যথুল ও নড়োযথুলকে যিরে রেখেছে। তুমগুল এবং ফহ-নকুলসহ সমস্ত
নড়োযথুল আরশের অভাবের আবক্ষ রয়েছে। কাজেই সুর্ব তো সর্বদা ও সর্বাবস্থার
আরশের নিচেই রয়েছে। অতি যাওয়ার পর আরশের নিচে যাওয়ার মানে কি?’

বিড়িক, সাধারণতাবে ঝন্টক করা হয় যে, সুর্ব বছন এক আরগাম অতি যায়,
তথনই অন্য আরগাম উদ্বিধ হয়। তাই তার উদয় ও অতি সর্বদা ও সর্বাবস্থার অব্যাহত
রয়েছে। সুতরাং অন্তের পর আরশের নিচে যাওয়া ও সিজদা করার অর্থ কি?

তৃতীয়, উপরোক্ত হাদীস থেকে বাহ্যত জানা যায় যে, সুর্ব তার অবস্থানয়ে
পৌছে বিরতি করে এবং এতে সে আজ্ঞাহ তাঁজামার সামনে সিজদা করত পরিষ্কাম
পরিষ্কামগের অনুমতি প্রাপ্ত করে। অথচ চাকুৰ দেখা যায় যে, সুর্বের পতিতে কোন
বিরতি নেই। অতপর সুর্বের উদয় ও অতি বিভিন্ন আরগাম দিয়ে বেহেতু
সর্বদাই অব্যাহত থাকে, তাই তার বিরতিও সর্বদা ও সর্বকল হওয়া চাই, যার ফলে
সুর্ব কোন সময় গতিশীলই হবে না।

এভাবে কেবল সৌর বিজ্ঞানেই ঘটকা নয়, ঘটনাবলী এবং চাকুৰ অভিভাবক
আজ্ঞাকেও এসব ঘটকা দেখা দেয় যা উপেক্ষণীয় নয়। দার্শনিক বাহ্যীমুসের যত্নাদ
হিল এই যে, সুর্ব সর্বেষ আকাশের অনুগামী হয়ে দীর্ঘ কক্ষপথে প্রাতিহিক বিতরণ
করে এবং সুর্ব চতুর্থ আকাশে কেজীভূত রয়েছে। কিন্তু দার্শনিক পিথাগোরাস এই
মত্বাদের বিরোধিতা করেন। আধুনিক বৈজ্ঞানিক পরেবগা এটা প্রায় নিশ্চিত করে
দিয়েছে যে, বাহ্যীমুসের যত্নাদ প্রাপ্ত এবং পিথাগোরাসের যত্নাদ নির্ভুল। সামুত্তি-
কালের যথাগুণ তথ্য এবং চক্রপৃষ্ঠে যানুষের পদচারণার ঘটনাবলী প্রয়াণ করেছে
যে, সহস্র ফহ-উপশম আকাশের নিচে শূন্য পরিষ্কামে অবস্থিত, আকাশ পাত্র প্রোথিত
নয়। কোরআন পাকের ^{১১১} আজ্ঞাত আরও এ যত্নাদ
সম্বিত হয়। এতে আরও আছে যে, দৈনন্দিন উদয় ও অতি সুর্বের পতির কারণে
নয়, বরং পৃথিবীর পতির কারণে হয়ে থাকে। এ যত্নাদের দিক দিয়ে উপরোক্ত
হাদীসে আরও একটি ঘটকা দেখা দেয়।

এর জওয়াব অনুধাবন করার পূর্বে আমে রাখা দরকার হয়, উল্লিখিত আরাতের পরিপ্রেক্ষিতে পূর্বোত্ত কোরআনের বিষয়ে কোন ঘট্টকাই দেখা দেয় না। আরো আরাত থেকে কেবল এতটুকু আমা যাই যে, সুর্বের আলাহ্ তা'আলা এক সুপ্রিয়জ ও অটল সত্তি দান করেছেন। ফলে সে সর্বদাই তার অবস্থানস্থলের সিকে বিচরণ করতে থাকে। এখন এই অবস্থানস্থলের অর্থ বাণাদাহির শক্তসীর অনুবালী ‘কিয়ায়তের দিন’ নেওয়া হলে আরাতের অর্থ হবে এই যে, সুর্বের পতি কিয়ায়তের পর্বত সব সময় একই অবস্থায় অব্যাহত থাকবে এবং কিয়ায়তের দিন তা অন্ত হবে যাবে। গুরুতরে ছানগত অবস্থানস্থল অর্থ নেওয়া হলেও সৌরকলের সেই বিস্মুকে সুর্বের অবস্থানস্থল বলা যাবে, যেখান থেকে ক্ষয়ক্ষণ থেকে সুর্ব তার প্রথগ শুরু করেছিল, এখানে পৌছেই তার দিবা-রাত্তির এক পরিপ্রয়গ পূর্ণতা পাও করে। কেননা এই বিস্মুকেই তার পরিপ্রয়গের চূড়ান্ত সীমা। এই বিস্মুকে পৌছে তার নতুন পরিপ্রয়গ শুরু হয়। এখন এই মহাসোনকের বিস্মু কোথায় এবং কোনটি, যেখান থেকে সৃষ্টির শুরুতে তার পরিপ্রয়গের সূচনা হয়েছিল, কোরআন পাক এ ধরনের অনর্থক আলোচনার সাথে মানুষকে অভিন্ন করে না, যা তার ইহলৌকিক অথবা পারলৌকিক মজলামস্তুলের সাথে সমর্প রাখে না। এটিও এমনি ধরনের আলোচনা। তাই এক বাদ দিয়ে কোরআন পাক আসল উদ্দেশ্যের পতি সৃষ্টি আকর্ষণ করেছে এবং তা হচ্ছে আলাহ্ তা'আলার পূর্ণ শক্তি ও প্রভাব বহিঃপ্রকাশ বর্ণনা করা। অর্থাৎ, পৃথিবীর সর্ববৃহৎ ও সর্বাধিক উজ্জ্বল গোলক সুর্বও আগন্ত আগনি অভিষ্ঠ জাত করেনি এবং তার কোন পতিবিধি আগনা আগনি হতে পারে না কিন্তু অব্যাহত থাকতে পারে না। বরং সে তার দিবা-রাত্তির বিচরণে সর্বকল আলাহ্ তা'আলার অনুভূতি ও ঈচ্ছার অধীন হবে চলে।

উপরে ঘটগুলো ঘট্টকা বলিত হয়েছে, তার কোনটিই আরাতের বর্ণনার দেখা দেয় না। তবে যে হাদীসে আরাতের নিচে পৌছে সিজদা করা ও পরিপ্রয়গের অনুভূতি নেওয়ার কথা হয়েছে, সবগুলো ঘট্টকা সে হাদীসের সাথেই সম্পৃক্ত। হাদীসে দেখেছু আরো আরাতের বরাতও দেওয়া হয়েছিল, তাই আরাত প্রসঙ্গে এখানে এ আলোচনার অব্যাহত করা হল। হাদীসবিদ ও তক্ষসীরবিদগণ এর বিভিন্ন জওয়াব দিচ্ছেন। বাহিক তারা থেকে বোধা যাবে যে, সুর্বের সিজদা দিবা-রাত্তির মধ্যে মাঝ একবার অন্ত শাওয়ার পর হবে থাকে। যারা হাদীসের এই বাহিক অর্থ নিয়েছেন, তারা অন্ত শাওয়ার সম্পর্কে তিনটি সত্ত্বাবন্ন উল্লেখ করেছেন। এক, যে হানে সুর্ব অন্ত সেগুলো সুবিহার অধিকাংশ জমবসতিতে অন্ত হয়ে যাব, সে ছানের অন্ত বোবানো হয়েছে। দুই, যিন্হুব রেখার অন্ত বোবানো হয়েছে এবং তিন, মদীনার দিগন্তে অন্ত বোবানো হয়েছে। এতাবে এ ঘট্টকা থাকে না যে, সুর্বের উদয় ও অন্ত সর্বদা ও সর্বকল হতেই থাকে। হাদীসে একটি বিশেষ দিগন্তে অন্ত শাওয়ার সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। কিন্তু আলোচনা শাবিত্র আহমদ খুসমানী (য়া)-র জওয়াবই পরিজ্ঞান ও মিশ্রণ। করেকজন তক্ষসীর-বিদের উপর আরাও তা সমাধিত হব।

‘সুজুমুল্ শায়স’ নামক এক প্রবলে প্রদত্ত তাঁর এই অওয়াব ছান্দগীয় করার পূর্বে পরমারগণের শিক্ষা ও বর্ণনা সম্পর্কে এ মৌলিক বিষয়টি বুঝে দেওয়া অসম্ভব যে, আসমানী কিন্তু ও পরমারগণ আনুষ্ঠানিক আকাশ ও পৃথিবী সম্বলে চিঠ্ঠা-ভাবনা করার অবিবৃত সাধারণ দেন এবং এভাবে আজ্ঞাহ্র অঙ্গিহ, তওহীদ, সর্বব্যাপী জ্ঞান ও কুসরতের প্রয়াপজরাপ পেশ করেন। কিন্তু প্রথম বিষয়ে চিঠ্ঠা-ভাবনা ততটুকুই কাম্য, অন্তটুকু মানুষের পারিষ্ঠ ও সামাজিক প্রয়োজনের সাথে অথবা ইহলোকিক ও পারলোকিক প্রয়োজনের সাথে সম্পর্ক রাখে। এর অভিভিত্তি নিরেট সার্বনিক সুস্থিত চূলচেরা বিজেবল ও বিবেবলতর ব্যাপ নিয়ে ঘাঁটাঘাঁটিতে সাধারণ মানুষকে অভিত করা হয় না। কেননা এভাবের পরিপূর্ণ ও যথার্থ জ্ঞান সার্বনিকরীও সারা জীবন ব্যাপ করা সম্ভব অর্জন করতে সক্ষম হননি—সাধারণ মানুষ কি অর্জন করতে পারে? আর বাদি তা অভিত হয়ে বাব, তবে এর মাধ্যমে তাদের কোন ধর্মীয় প্রয়োজন পূর্ণ হয় না এবং কোন বিশুল পারিষ্ঠ গঠক্যও হাসিল হয় না। এমতোব্যাপ এই অনৰ্থক ও বাজে আজোচনায় প্রত্য হওয়া জীবন ও অর্থের অপচয় বৈ নয়।

আকাশ, পৃথিবী ও এন্দুভের পরিবর্তন ও ছানাক্তরের ততটুকু অংশই কোরআন ও পরমারগণ প্রয়াপজরাপ পেশ করেন, যতটুকু মানুষ চাকুৰ প্রত্যক্ষ করে এবং সামান্য চিঠ্ঠা-ভাবনার মাধ্যমে অর্জন করতে পারে। সার্বনিক ও আলিমতিক চূলচেরা বিজেবল একমাত্র সার্বনিক ও আলিমসপুর প্রয়োজন উৎসাহ দেওয়া হয় না। কেননা তাঁনী হোক কিংবা মৃত্যু, নন্ম হোক কিংবা নামী, শহরবাসী হোক কিংবা আবাসী, পাহাড় ও ঘোপে বাস করুক অথবা উঁচুত শহরে বাস করুক প্রত্যেকের জন্য আজ্ঞাহ্র প্রতি বিজ্ঞাস কাপন করা ও তাঁর আদেশ-বিবেখ পালন করা করুণ। তাই, পরমারগণের শিক্ষা অবসাধারণের চিঠ্ঠা ও বিবেকবুজির সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ হয়ে থাকে। এসব শিক্ষা বোঝার জন্য কোনোপ কারিগরি পারদশিতার প্রয়োজন হয় না।

মায়াবের উরাত্তসমূহের পরিচয়, কিছুলার দিক নির্ধারণ, বাহু, বাস ও দিম-ভারিশের সংক্ষিক ধারণা, অভ্যন্ত বিবরণের জ্ঞান অক্ষণাজ্ঞের হিসাবাদির মাধ্যমেও অর্জন করা যাব। কিন্তু পরীক্ষিত এভাবের ভিত্তি অক্ষণাজ্ঞের খুচিনাটি বিজেবণের উপর রাখার পরিবর্তে সাধারণের প্রত্যক্ষকরণের উপর রেখেছে। ঠাঁদের হিসাবে বাহু, বাস ও দিম-ভারিশ নির্ধারিত হয়, কিন্তু ঠাঁদ হল কি হল না, তাঁর ভিত্তি কেবল ঠাঁদ মেধা ও প্রত্যক্ষ করার উপর রাখা হয়েছে। এর ভিত্তিতেই হজ্র ও রোধার তারিখ নির্ধারিত হয়। ঠাঁদের ঝুঁমবুঁজি, আলগোপন ও উদয়ের রহস্য সম্পর্কে কণ্ঠগম্ভী সাহাবী রসুলুল্লাহ (সা)-কে প্রশ্ন করলে কোরআন তাঁর অওয়াবে বলে *قُلْ هُنَّ مَوَفِّقُونَ لِلنَّاسِ وَالْجَنَّ*

অর্থাৎ আপনি উক্তরে বলুন, ঠাঁদের এসব পরিবর্তনের উদ্দেশ্য আসের কুর্সিলের ও দিম-ভারিশ জেনে হজ্রয় দিন নিশিট করা। এ অওয়াব ব্যাপ করেছে যে, তোমদের প্রয় অনৰ্থক। এ রহস্য আন্মার উপর তোমাদের কোন ইহলোকিক ও পারলোকিক কাজ

বিচরণীজন্ম। তাই জ্ঞানদের ধর্মীয় ও পারিষৎপ্রয়োজনের সাথে সমর্পণ করে, এখন
প্রথম করাই দরকার।

এ ভূমিকার পর আসব বাপারের প্রতি লক্ষ্য করুন। আলোচ্য আজাহ্
তাজাজা দীর্ঘ কুমুদতে ও প্রভাব কতিপয় বহিঃপ্রকাশ বর্ণনা করার পর মানুষকে
ভওঁহাত ও সর্বব্যাপী কুমুদতে বিবাস ছাপনের দাওয়াত দিয়েছেন। এ প্রসঙ্গে সুর্খ
প্রথম পৃথিবীর কথা উল্লেখ করেছেন, যা জ্ঞানদের সৃষ্টিতে সামনে রাখে। বলেছেন,
أَرْضٌ لِّمَنْ يُكْبِطُ وَمَنْ يُلْهِي অতপর পানি বর্ষণ করে বৃক্ষ ও উড়িস উৎপন্ন করার কথা
বলেছেন **أَرْضٌ لِّمَنْ يُكْبِطُ وَمَنْ يُلْهِي** এ বিবরণটি সব মানুষই দেখে ও জানে। এরপর
আকাশ ও আকাশ সম্পর্কিত বিবরণে আলোচনা করে প্রথমে দিবা ও রাত্রির দৈনন্দিন
পরিবর্তনের উল্লেখ করেছেন। বলেছেন, **وَأَرْضٌ لِّمَنْ يُلْهِي** এরপর সর্ববৃহৎ প্রথ,
সূর্য ও চন্দের আলোচনা প্রসঙ্গে প্রথমে সূর্য সম্পর্কে বলেছেন, **وَالشَّمْسُ تَجْرِي**

لِمَنْ تَقْدِيرُ لَهَا ذَلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ চিন্তা করুন, এর উদ্দেশ্য ও কথা
বাজ করা যে, সূর্য আগনা-আপনি, বিজ ইচ্ছায় ও শক্তি বলে বিচরণ করে না।
সে একজন পরাক্রমশালী ও বিচক্ষণ সত্ত্বার নির্ধারিত নিয়ম-সূত্রগুলি অনুসরণ করে
যাচ্ছে। রসূলুল্লাহ (সা) সুর্যাত্তের সময় এক প্রদের জওয়াবে হবরত আবু মুর গিফ্ফারীকে
এ সত্যাত্তি জ্ঞেনে মেনওয়ারুই নির্দেশ দেন। এতে তিনি বলেন, সূর্য অন্ত যাওয়ার পর
আরুলের নিচে আজাহ্ কে সিজদা করে এবং পরবর্তী পরিষ্কারণ কর করার অনুমতি
প্রার্থনা করে। অনুমতি পাওয়ার পর যাহারীতি সামনের দিকে এগিয়ে যাব এবং
প্রভূর পূর্ব গগনে উদ্দিত হয়। এর সারামর্ম এর বেশি নয় যে, সূর্যোদয় ও সূর্যাত্তের
সময় বিষ চরাচরে এক নতুন বিষয় দেখা দেয়। সূর্যকে কেজু করেই এটা হয়।
রসূলুল্লাহ (সা) মানুষকে হৃশিয়ার করার জন্য এই বৈশ্঵িক সমরাটিকে উপরুক্ত
বিবেচনা করে শিক্ষা দিয়েছেন যে সূর্যকে, কাশীন ও দীর্ঘ পর্জি বলে বিচরণকারী
মনে করো না। সে কেবল আজাহ্ অনুমতি ও ইচ্ছার অনুসারী হয়ে বিচরণ করে।
তার প্রত্যেক উদ্দত্ত ও অন্ত আজাহ্ তাজাজার অনুমতিক্রমে হয়। আদেশ অনুসারে
বিচরণ করাকেই সিজদা বলে জড়িত করা হয়েছে। কারণ, প্রত্যেক বন্ধুর সিজদা
তার অবস্থার সাথে সামঝস্যশীল হয়ে থাকে। কোরআন বলে, **كُلُّ قَدْ عَلَمْ صَلَوَاتُهُ**

تَسْبِيْحُ অর্থাৎ প্রত্যেক সৃষ্টি আজাহ্ র ইবাদত ও তসবীহ করে এবং প্রত্যেককে
তার ইবাদত ও তসবীহের পক্ষতি পিছিয়ে দেওয়া হয়েছে, যেখন যান্মুক্তে তার নামায

ও উসবীহুর পদ্ধতি শিক্ষা দেওয়া হয়েছে। কাজেই সুর্যের সিঙ্গারি করার অর্থ একগু বুঝে নেওয়া আস্ত যে, সে আনন্দের নাম যাইতে সম্ভক রেখে সিঙ্গারি করে।

কোরআন ও হাদীসের বর্ণনা অনুমানী আরশ সম্ভ আকাশ, ফাহ-উপনিষৎ ও পৃথিবীটক উপর দিক থেকে বেচ্টন করে রাখেছে। অন্তর্ভুব সূর্য সর্বস্ত ও সর্বস্ত আরশের নিচেই থাকে। অভিজ্ঞতা সাক্ষ দের যে, সূর্য বর্ণন এক জাগুগায় অস্ত যেতে থাকে, তখনই অন্য জাগুগায় উদিত হতে থাকে। তাই সূর্য প্রতিমিয়ান্তই উদিত হচ্ছে ও অস্ত হচ্ছে। সূত্রাং সূর্য সর্বজগ ও সর্বাবস্থার আরশেরও নিচেই থাকে এবং উদিত ও অস্তিত্ব হতে থাকে। তাই হাদীসের সামর্য এই যে, সূর্য তার সমগ্র পরিভ্রমণে আরশের নিচে আলাহুর সামনে সিঙ্গারি থাকে। অর্থাৎ, তাঁর অনুমতি ও আদেশ অনুসারে পরিভ্রমণ করে। কিন্তু মিটের নিকটবর্তী সমগ্র পর্যট তা এবিনিষ্ঠারে অব্যাহত থাকবে। অতপর যখন কিয়ামত আসব হওয়ার আজ্ঞামত প্রকাশ করার সময় হবে, তখন সূর্যকে তাঁর কক্ষপথে পরবর্তী পরিভ্রমণ করে করার পরিষ্কার পেছনে ফিরে আওয়ার আদেশ দেওয়া হবে এবং তখন সে পশ্চিম দিক থেকে উচ্চিত হবে। এ সময় তওয়ার মুরজা বজায় হবে যাবে এবং কারও ঈয়ান ও তওয়া কবৃত করা হবে না।

শ্রোটকথা, বিশেষভাবে সূর্যাস্ত, অতপর আরশের নিচে আওয়া ও সিঙ্গারি করা এবং পরবর্তী পরিভ্রমণের অনুমতি চাওয়ার হেসেব ঘটনা উপরোক্ত হাদীসে বর্ণিত হয়েছে, সেগুলো পরগন্তরসূলত কার্যকর শিক্ষার একাত্ত উপযোগী এবং অনসাধারণের দৃষ্টিতে পৌছে পুরোপুরি একটি উপযায় যাই; এতে জরুরী হব না বৈ, সূর্য আনন্দের মত মাঝিতে মাধা রেখে সিঙ্গারি করার সময় সুর্যের গতিতে বিরতি হওয়াও অনিবার্য হব না। এটাও উদ্দেশ্য নয় যে, সূর্য দিবারাত্রিতে মাঝ একবার কোন বিশেষ আরপার পেঁচে সিঙ্গারি করে এবং ক্ষেত্র অস্তিত্ব হওয়ার পর আরশের নিচে থাক। কিন্তু এই বৈঘাণিক সহরে সমস্ত মানুষই প্রত্যক্ষ করে যে, সূর্য তাদের মুক্তি থেকে উধৃত হয়ে থাকে, তখন উপযায়কারণ ভাদেরকে অবহিত করা হয়েছে যে, এসব প্রকৃতগতে আরশের নিচে সুর্যের আজাধীন হয়ে চলার কারণেই হচ্ছে। সূর্য ব্যবহার কোন শক্তি ও কর্মশক্তি নয় যে যে জাগুগায় অস্ত হতে থাকবে, সকলের জন্যই একই শিক্ষা হয়ে থাকবে। আসল কথা এই জানা গেল যে, সূর্য তার কক্ষপথে বিচরণকালে প্রতি শুক্র তাঁকে সিঙ্গারি করে এবং সামনের দিক এগিয়ে আওয়ারও প্রার্থনা করে। এর অন্য তাঁর কোন বিরতির প্রয়োজন হব না।

এই ব্যাখ্যার পর পুরোপুরি হাদীসের বিশেষবস্তুতে চাকুহ অভিজ্ঞতা সৌর ও অক্ষ বিজ্ঞানের মৌলিক বাণীমূলীয় অথবা পিথাগোরাসীয় গন্তব্যাদ ইত্যাদি কোন দিক দিয়েই কোন আপত্তি ও হটকা অবসিষ্ট থাকে না।

তথাপি আরও একটি প্রয় থেকে যাব। তা এই যে, পুরোপুরি হাদীসে সুর্যের সিঙ্গারি করা এবং পরবর্তী পরিভ্রমণের অনুমতি প্রার্থনা করার কথা বলা হয়েছে। এটা ব্যক্তি ও

আনবুঝিলীজের কাজ। সূর্য ও চন্দ্র নির্জীব ও চেতনাহীন। তারা এ কাজ কিন্তু সেই
সম্মান করতে পারে ? কেরান পাকের ৪ প্রক্রিয়া ! **وَإِنْ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا يُسْبَحُ**
আয়াতটি এ প্রেরণ অওয়াব। অর্থাৎ আমরা যেসব বস্তুকে নির্জীব, নির্বাধ ও চেতনাহীন
মনে করি, তারাও প্রকৃতপক্ষে এক বিশেষ প্রকৰণ প্রাণ, তানবুঝি ও চেতনার অধিকারী।
তবে তাদের প্রাণ, তান ও চেতনা যানুষ ও জীবজগতের তুলনায় এত কম যে, সাধারণত-
তাবে অনুভূত হতে পারে না। কিন্তু তাদের যে এগুলো নেই, এর পক্ষে কোন শরীরত্বসত
অপরা বিবেকপ্রসূত দলীল নেই। কেরান পাক এ আয়াতে প্রমাণ করছে যে,
তারাও প্রাণী এবং বোধ ও চেতনাসম্পন্ন। আধুনিক গবেষণাত এটা স্বীকৃত করেছে।
وَاللهُ سَبَّابًا ذَلِكَ أَعْلَمُ

مرجونٌ—وَالْقُمْرَقْدَرَنَا هُمَّا مَنَازِلَ حَتَّىٰ هَادَكَأَلْعَرْجُونَ الْقَدِيمُ

ତତ୍ତ୍ଵର ଅନ୍ୟାନ୍ୟତଃ : ଚତୁର ଏକ କାମେ ତାର ପରିଭ୍ରମଣ ସମାପ୍ତ କରେ । ତାଇ ତାର ମନ୍ୟିଳ କ୍ରିଷ ଅଥବା ଉନ୍ନିଶାତି ହରେ ଥାକେ । ପ୍ରତ୍ୟେକ ମାସେ ଚତୁର କମପକ୍ଷେ ଏକଦିନ ଉଧାତୁ ହରେ ଥାକେ । କଲେ ସାଧାରଣଭାବେ ତାର ମନ୍ୟିଳ ଆଟୋଶାତିଇ ବଜା ହର । ଶୌଭାଗ୍ୟବିଜ୍ଞାନୀରୀ ଏସବ ମନ୍ୟିଲେର ବିଗରୀତେ ଅବହିତ ନକ୍ଷତ୍ରମୁହେର ସାଥେ ଯିନି ରେଖେ ଏକଜୋର ବିଶେଷ ବିଶେଷ ନାମ ରେଖେଛେ । ଜାହିଲିଆତ ସୁପେର ଆରବେଡ ଏସବ ନାମେଇ ମନ୍ୟିଲସମୂହ ଚିହ୍ନିତ ହଏ । କୋରାଅନ ପାଇଁ ଏସବ ପାରିଜାତିକ ନାମେର ଉର୍ଫେ । ଚତୁର ବିଶେଷ ବିଶେଷ ଦିନେ ଯେ ଦରକ୍ଷ ଅଭିଭୂତ କରେ, କୋରାଅନ ମନ୍ୟିଲ ବକେ ଶୁଦ୍ଧ ମେ ଦୂରହକେଇ ବାଧିଲେ ଥାକେ ।

হয়েছে। ঠাঁব যোগ কলায় পরিপূর্ণ হওয়ার পর হ্যাস পেতে পেতে মাসের শেষে খনুকের আকাশ ধারণ করে। আরবদের পরিবেশ উপরোগী 'শুক খজু'র শাখার মত' বলে এর দৃষ্টিকোণ দেওয়া হয়েছে।

—وَكُلْ فِي فَلَكِ يُسْبِلْكُون—অর্থাৎ সূর্য ও চন্দ্র উভয়ই আপন আপন কক্ষপথে ফ্লক।

ফ্লক। এর শাস্তির অর্থ আকাশ নয়, বরং সেই বৃক্ষ যাতে কোন প্রহ বিচরণ করে। সূর্য আবিস্তার এ আয়াত সম্ভক্তে বরা হয়েছে যে, এর বাবু বোকা যায়, চন্দ্র আকাশ প্রাণে প্রোথিত নয়। বাহ্যিক সূস্থ মতবাদ প্রয়াপ করে যে, চন্দ্র আকাশ গাছে প্রোথিত। কোরআনের আয়াত থেকে জানা যায় যে, চন্দ্র আকাশের নিচে এক বিশেষ কক্ষ পথে বিচরণ করে। আধুনিক গবেষণা এবং চন্দ্রপৃষ্ঠ মানুষের অবতরণের ঘটনাবলী এ বিষয়টিকে নিশ্চিত সত্ত্বে পরিষ্কৃত করেছে।

وَإِيَّاهُ لَهُمْ أَنَا حَمَلْنَا ذُرِّيَّتَهُمْ فِي الْفَلَكِ الْمَشْعُونِ وَخَلَقْنَا لَهُمْ مِنْ

—مِثْلَهُ مَا يَرَكِبُون—এতে সমূদ্র ও তৎসংলিপ্ত বন্দসমূহের মধ্যে কুদরতের বহিঃ-

প্রকাশ আলোচিত হয়েছে। আরাহ তা'আলা নৌকাসমূহকে দ্বারা তারী বশ বোকা হওয়াই হওয়া সত্ত্বেও পানির উপর ঢাকার যোগ্য করে দিয়েছেন। পানি এগুলোকে নিয়ন্ত্রিত করার পরিবর্তে দুর্দ-দুরাক্তের দেশে পৌছে দেয়। আরাহে, আমি তাদের সত্তানসত্ততিকে নৌকার আরোহণ করিয়েছি। এখানে সত্তানসত্ততির কক্ষ বলায় কারণ সত্ত্বত এই যে, সত্তানসত্ততি মানুষের বড় বোকা। বিশেষত যখন তারা ঢাকেরার যোগ্য মা থাকে। আরাহের উদ্দেশ্য এই যে, তোমরাই কেবল নৌকাসমূহে আরোহণ কর না, বরং সত্তান-সত্ততি ও তাদের সমস্ত আসরাবপত্তি এসব যৌকা বহন করে। তাই আরবরা উক্তকে خَلَقْنَا لَهُمْ مِنْ مِثْلَهُ مَا يَرَكِبُون বাবের অর্থ এই যে, মানুষের আরোহণ

ও বোকা বহনের জন্য কেবল নৌকাই নয়, নৌকার অনুরূপ আরও শানবহন সূচিত করেছি। আরবরা তাদের প্রথা অনুযায়ী এর অর্থ নিয়ে উটের সওয়ারী। কারণ, বোকা বহন উট সমস্ত জন্মের সেরা। বড় বড় বোকায় সুপ নিয়ে দেশ-বিদেশ সফর করে। তাই আরবরা উটকে سفينة الْبَرْ অর্থাৎ স্থলের জাহাজ বলে থাকে।

কোরআনে উড়োজাহাজের উল্লেখ : কিন্তু কোরআন এখানে উট অথবা অন্য কোন বিশেষ শানবাহনের উল্লেখ করেনি, বরং অস্পষ্ট রেখে দিয়েছে। ফলে এতে এমন সব শানবাহন অঙ্গুজ রয়েছে, যা অধিকতর মানুষ ও তাদের আসরাবপত্তি বহন করে অনিয়ন্ত্রিত অক্ষয়ে পৌছে দেয়। এটা সুস্পষ্ট যে, কর্তব্য মুগে যেসব শানবাহন প্রচলিত আছে তন্মধ্যে আয়াতে প্রধানত উড়োজাহাজই বোকামো হয়েছে। নৌকার

সাথে এব় উপর্যাত এব় সমর্থক। পান্তির আহাজ যেমন পানীর উপর সত্ত্বরণ করে পানি তাকে নিয়ন্ত্রিত করে না, তেমনি উজ্জোজ্জাহাজ বাতাসে সত্ত্বরণ করে। বাতাস তাকে নিয়ে ফেলে দেয় না। কোরআনে পাক আজাচা বাক্যটি অস্পষ্ট রেখেছে, যাতে কিসামত পর্যন্ত বাত ঘীনবাহন আবিষ্কৃত হবে, সবই এতে অন্তর্ভুক্ত হবে যাব।

وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ أَتَقْوَامَا مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَكُمْ لَعَلَّكُمْ تُرَحَّمُونَ^①
 وَمَا تَأْتِيهِمْ مِنْ أَيْلَامٍ إِنَّمَا يَتَبَيَّنُ لَأَكَانُوا عَنْهَا مُعْرِجِينَ^② وَإِذَا
 قِيلَ لَهُمْ أَنْفَقُوا مِنْ أَرْزاقِكُمُ اللَّهُ أَعْلَمُ بِالَّذِينَ أَنْفَقُوا أَنْظَعُمُ
 مَنْ لَوْيَشَاءِ اللَّهُ أَطْعَمَهُ إِنْ أَنْتُمْ إِلَّا فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ^③

(৪৫) যখন তাদেরকে বলা হয়, তোমরা সামনের আয়াব ও পেছনের আয়াবকে করা কর, যাতে তোমাদের প্রতি অনুশৰ করা হয়, তখন তারা তা আপ্তাহ করে। (৪৬) যখনই তাদের পাঞ্জক্তার নির্দেশাবলীর অধ্য থেকে কোন নির্দেশ তাদের কাছে আসে, তখনই তারা তা থেকে সুব ক্রিয়িয়ে নেয়। (৪৭) যখন তাদেরকে বলা হয়, আজাহ তোমাদেরকে যা দিয়েছেন, তা থেকে যাব কর। তখন কাফিরগুলি সুমিমপথকে বলে, ইচ্ছা করলাই আজাহ যাকে আওয়াজে পারতেন, আমরা তাকে কেব আওয়াব? তোমরা তৈ সংষ্ট বিজ্ঞাতিতে সত্তি রয়েছ।

তকসীরের সার-সংক্ষেপ

যখন তাদেরকে (তওহাদের প্রমাণাদি এবং তা অমান্য করার কারণে শান্তিদাতার সতর্ক কাণী শব্দিয়ে) বলা হয়, তোমরা সে আয়াবকে ক্ষয় কর, যা তোমাদের সামনে রয়েছে (অর্থাৎ দুনিয়াতে। যেমন, উপরে **وَإِنْ فَشَا نَفْرِقْتُمْ** আজ্ঞাতে ইচ্ছা করলে নৌকা নিয়ন্ত্রিত করার কথা বলা হয়েছে।) এবং যা তোমাদের (মৃত্যুর) পেছনে (অর্থাৎ পরকালে) রয়েছে, (উদ্দেশ্য এই যে, তওহাদ অমান্য করার কারণে কেবল দুনিয়াতে অথবা পরকালে যে আয়াব তোমাদেরকে স্পর্শ করবে, তাকে তর এবং বিশ্বাস স্থাপন কর) যাতে তোমাদের প্রতি অনুকূল্য করা হয়, তখন তারা (এই ভৌতি প্রদর্শনের) গরুওয়া করে না। (তারা তো এমন কর্তৃতরপ্রাপ্ত হৈ, যখনই তাদের পাঞ্জক্তার আজাহ-সম্মুহের অধ্য থেকে কোন আফাত তাদের কাছে আসে, তখনই তারা সুব ক্রিয়িয়ে নেয়। (ভৌতি প্রদর্শন হৈয়েন তাদের জন্য উপকারী নহ, তেমনি সওয়াব ও আজ্ঞাতের সুসংবাদও তাদের জন্য উপকারী হব না। সেমতে) যখন তাদেরকে আজাহের নিয়ন্ত্রণ সমরণ

করিবে) বলা হয়, আজাহ্ তোমাদেরকে যা দিয়েছেন, তা থেকে (আজাহ্ র পথে কফির-মিসকীনদের জন্য) ব্যব কর, তথ্ব (হঠকারিতা ও উগ্রহাস করলে কাফিররা) মুসল-মানদেরকে (যারা ব্যব করতে বলেছিল) বলে, আমরা কি এখন তোমদের ধার্তাব্য, যাদেরকে আজাহ্ ইচ্ছা করলে (অনেক কিছু) ধাওয়াতে পারতেন? তোমরা প্রকাশ আভিষ্ঠে (পঞ্চিত) রয়েছে।

আনুষঙ্গিক আত্ম বিবর

পূর্ববর্তী আয়াতসমূহে প্রধিবী, আকাশ ইত্যাদিতে আজাহ্ তাঁআলার শক্তি ও প্রভাব বহিঃপ্রকাশ বর্ণনা করে আজাহ্'র পরিচয় জাত ও তওহীদের দাওয়াত দেওয়া হয়েছিল। এছাড়া এ দাওয়াত কবুলের ফলস্বরূপ আজাতের চিরস্মানী নিয়ামত ও সুধের ওয়াদা এবং কবুল না করার কর্তৃত শাস্তির সতর্কবাণীও বিশিষ্ট হয়েছিল। আলোচ্য আয়াতসমূহে ও পরবর্তী আয়াতসমূহে যক্তার কাফিরদের বক্তৃতা বিবৃত হয়েছে যে, তাদের উপর সওয়াবের ওয়াদা শাস্তির ভৌতি প্রদর্শন কোন প্রভাবই বিস্তার করতে পারে না।

এ শাস্তি কাফিরদের সাথে মুসলমানদের দুটি সংজ্ঞাপ উল্লেখ করা হয়েছে। মুসলমানরা মখন তাদেরকে বলে, তোমরা আজাহ্'র শাস্তিকে তর কর, যা দুনিয়াতেই তোমাদের সামনেও আসতে পাবে এবং পরকালে আসা তো নিশ্চিতই তোমেরা শাস্তিকে কর করে বিশ্বাস ছাপন করলে তা তোমাদের জন্য যজেজনক হবে। কিন্তু তারা একথা শনেও মুখ করিবে নেয়। আজাতে তাদের মুখ কিন্তিয়ে নেওয়ার বিষয়টি পরিষ্কার উল্লেখ করা হয়নি। কাঙ্গ, পরবর্তী আয়াতে মুখ কিন্তিয়ে নেওয়ার উল্লেখ থেকে এখানকাহ মুখ কিন্তিয়ে নেওয়া প্রয়োগিত হয়। এছাড়া ব্যাকরণিক নিয়মে **دِيْنِ قَبْلِ** ! শর্ত। এর **مُعْرِفَةٍ** .
হিসাবে **مُرْفِعًا** ! শব্দটি উহু রয়েছে। এর প্রমাণ পরবর্তী আয়াতের **مُعْرِفَةٍ** .
শব্দটি। এতে বলা হয়েছে, তাদের কাছে তাদের পালনকর্তা বে কোন আয়াত আসে, তারা তা থেকে কেবল মুখই কিন্তিয়ে নেব।

পরোক্ষতাবে নিষিক প্রাপ্তির রহস্য : বিশীর সংজ্ঞাপ এই যে, মুসলমানরা গৌৰু-মিসকীনকে সাহায্য করার জন্য এবং কুধার্তকে খাদ দানের জন্য কাফিরদেরকে বজান্ত, আজাহ্ তোমাদেরকে যা দিয়েছেন, তা থেকে কিছু অভ্যৱস্থাদেরকে দান কর। এর ফলওয়াবে তাঁরা ঠাণ্ডা করে বলত, তোবরাই বল যে, সকলের রিষিকদান্তা আজাহ্। তিনিই তাদেরকে দেননি; অতএব আমরা কেন দেব? তোমাদের এই উপদেশ প্রকাশ্য পথেরপ্রটো। কেননা তোমরা আমাদেরকে রিষিকদান্তা বানাতে চাও। বলো বাছলা, কাফিরদ্বাণি আজাহ্ তাঁআলাকে রিষিকদান্তা বলে ছৌকার করত। এ সম্পর্কে কোনজ্ঞানে অলা হয়েছে।

وَلَئِنْ سَأَلْتُمُوهُمْ مِنْ نَزْلَ مِنَ السَّمَاءِ مَا عَلِمْ فَإِنَّهَا بِعِظَمٍ لَرْفَ مِنْ بَعْدِ

— অর্থাৎ আপনি অলি তাদেরকে জিজেস করেন, কে জাকাল থেকে
বৃষ্টি বর্ষণ করেছে, অতগর পুথিবীতে উদ্ভিদের জীবন সঞ্চালিত হয়েছে এবং নানা রূপ
কলমূল উদ্গত হয়েছে, তবে তারা চৌকার করবে, আলাহ্ তা'আলাই বর্ষণ করেছেন।

এ থেকে জানা গেল যে, তারাঃ আলাহ্ তা'আলাকেই রিযিকদাতা বলে বিশ্বাস
করত। কিন্তু মুসলমানদের জওয়াবে ঠাট্টার হজে উপরোক্ত কথা বলেছে। এ বোকারা
বেন আলাহুর পথে বাস এবং পরীবের সাহায্য করাকে আলাহুর রিযিকদাতা হওয়ার
পরিষেবা মনে করত। রিযিকদাতা আলাহুর প্রভায়ে আইন এই যে, তিনি একজনকে
দখে করে অন্য জনকে দেওয়ার মাধ্যম করেন এবং এই মাধ্যমে পরোক্তাবে অবাদেরকে
সেব। তিনি সবাইকে নিজে প্রভাকৃতাবে রিযিক সিদ্ধেও সক্ষম। জীবজন্ম, কৌট-পতন
ও পতন-পক্ষীকে তিনি এমনিভাবে রিযিক দান করেন। তাদের অধ্যে কেউ দরিদ্র ও
কেউ খনী নেই এবং কেউ কাউকে কিছু দেবাও না। সবাই ইকুতির পক্ষবন্ধী থেকে
আহার করে। কিন্তু মানুষের মধ্যে পারস্পরিক সাহায্য ও সহযোগিতার প্রাপ্তিকার
করার জন্য রিযিকের ব্যাপারে একজনকে অপরজনের মাধ্যম করা হয়েছে, যাতে প্রাণ
সত্ত্বার সাথ এবং প্রাণীতা তার অনুভব চৌকার করে। কেননা পারস্পরিক সহযোগিতা
ও সহযোগিতার উপরই সমস্ত বিশ্ব ধ্যুরার জিতি রাখিত হয়েছে। এই তিতি তখনই
প্রতিষ্ঠিত থাকতে পারে, যখন মানুষ একে অপরের মুখাপেক্ষী হয়, দরিদ্র খনীর পরসার
মুখাপেক্ষী হয় এবং খনী দরিদ্রের প্রবের আয়োজনীয়তা অনুভব করে এবং তাদের
কেউ কারও প্রতি অমুখাপেক্ষী না হয়। চিঠা করলে দেখা যায়, কণ্ঠাও প্রতি কারও
কেবল কথ বলেই। একজন অপরজনকে বিছু দিলে নিজের আর্থেই দান করে।

এখন আর থেকে যাব যে, কাফিররা তো আলাহুর প্রতি বিশ্বাসই ঝাঁকে না এবং
কিকায়বিদের বর্ণনা অনুমানী তোরা বুঁচিনাটি বিধানাবলী পালন আদিষ্টও নয়।
এমতাবধার মুসলমানরা বিদেশ তিজিতে কাফিরদেরকে আলাহুর পথে বাস করার
আদেশ দিত? এর উত্তর এই যে, মুসলমানদের এই আদেশ কোম পরীক্ষণগত বিধান
পালন করাসূচি উচ্চবোন নয় বরং মানবিক সহযোগিতা ও কম্পতার প্রক্রিয়া নৈমিত্তিক
তিজিতে হিল।

وَيَقُولُونَ مَتَّهُ هَذَا الْوَعْدُ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ۝ مَا يَنْظَرُونَ لَا
صَيْخَةٌ وَاحِدَةٌ تَأْخُذُهُمْ وَهُمْ يَرْجُونَ ۝ فَلَا يَكُنْتُمْ يُؤْمِنُونَ

وَلَا إِلَّا أَهْلُهُمْ يَرْجِعُونَ ۝ وَنُفَخَ فِي الصُّورِ فَإِذَا هُمْ قَنَ الْجَدَاثِ
 إِلَّا رَتِيمٌ يَنْسِلُونَ ۝ قَالُوا يُوَبِّئُنَا مَنْ بَعَثَنَا وَمِنْ مَرْقُدِنَا تَوْهٌ
 هَذَا مَا وَعَدَ الرَّحْمَنُ وَصَدِيقُ الْمُرْسَلِونَ ۝ إِنْ كَانَتِ الْأَصْيَحَةُ
 وَاحِدَةً فَإِذَا هُمْ جَمِيعٌ لَدَيْنَا مُحْضَرُونَ ۝ فَالْيَوْمَ لَا نُظْلِمُ نَفْسَ
 شَيْئًا وَلَا تُجْزَوْنَ إِلَامًا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ۝ إِنَّ أَصْحَابَ الْجَنَّةِ الْيَوْمَ
 فِي سُعْلٍ غَرَبُهُونَ ۝ هُمْ وَآزْوَاجُهُمْ فِي ظَلَلٍ عَلَى الْأَرَأِيكِ مُشْكُونُونَ ۝
 لَهُمْ فِيهَا فَارِكَةٌ وَلَهُمْ مَا يَدْعُونَ ۝ سَلَامٌ قَوْلًا مِنْ رَبِّ
 رَحْمَيْهِ ۝ وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيْمَانًا النُّجْرُمُونَ ۝ إِنَّمَا أَغْمَدَ إِلَيْكُمْ
 يَبْيَنِيَّ ادْمَرَانَ لَا تَعْبُدُوا الشَّيْطَنَ ۝ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ ۝ وَلَا
 اعْبُدُونِي ۝ هَذَا صَرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ ۝ وَلَقَدْ أَضَلَّ مِنْكُمْ جِبِلًا كَثِيرًا
 أَفَلَمْ تَكُونُوا تَعْقِلُونَ ۝ هَذِهِ جَهَنَّمُ الَّتِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ ۝
 إِذَا حَلَّلَتِ الْيَوْمُ بِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ ۝ إِلَيْهِمْ نَخْرُجُ عَلَى أَفْوَاهِهِمْ وَ
 تُكَلِّمُنَا أَيْدِيهِمْ وَتَشْهِدُ أَذْجَلُهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ ۝ وَلَوْنَشَاءُ
 لَطَمَسَنَا عَلَى آعِيَّهُمْ فَاسْتَبَقُوا الْقَرَاطَ فَأَتَتْ بِبُصُورِهِنَّ ۝ وَلَا
 شَاءُ لَمْ يَخْتَنِهِمْ عَلَى هَكَانَتِهِمْ فَمَا اسْتَطَاعُوا مُضِيًّا وَلَا
 يَرْجِعُونَ ۝ وَمَنْ نُعَمِّرُهُ نُنْكِسُهُ فِي الْخَلْقِ ۝ أَفَلَا يَعْقُلُونَ ۝

(٤٨) তারা কে, তোমরা সভাবালী কেন এই ওসমা করে পৃষ্ঠা হবে?

(৪৯) তারা কেবল একটা ভয়াবহ পদ্ধতি অঙ্গের করছে, যা তাদেরকে আবাদ করবে তাদের পারম্পরিক বাস্তিষ্ঠাকারী। (৫০) তখন তারা উচ্ছ্রেষ্ট করতেও

সকল হবে আ। এবং তাদের পরিবার-পরিজনের কাছেও কিন্তু মেতে পাইবে আ। (৫১) শিংগার কুক দেওয়া হবে, তখনই তারা কবর থেকে তাদের পালনকর্তার সিকে ঝুঁট করবে। (৫২) তারা অবৈবে, হায় আমাদের সুর্দোমি ! কে আমাদেরকে নিয়াজুল দেশক উপরিত করব ? রহমান আরাহ তো এইই তোমাদা সিয়েছিমেন এবং রসূলগুলি সন্ত মুহাম্মদেন। (৫৩) এটা তো হবে কেবল এর রহমানাম। সে সুবুর্জেই তাদের আবাহীকে আমার জানে উপরিত করা হবে। (৫৪) আজকের দিনেও কারণও প্রতি সুলুম করা হবে না এবং তোমরা এই করবে কেবল তারই প্রতিমান পাবে। (৫৫) প্রদিন জামা-তৌরা আবশে অশকল থাকবে। (৫৬) তারা এবং কানেক প্রীরা উপরিষ্ঠ ধানকে হারামুর পরিবেশে জ্ঞানে হেজান দিয়ে। (৫৭) সেখানে তাদের অন্য থাকবে করমুল এবং যা চাহিবে। (৫৮) করমামুর পালনকর্তার গুরু থেকে তাদেরকে বলা হবে ‘সালাম’। (৫৯) হে কৃপরাখীরা, আজ তোমরা আমজন হবে আও। (৬০) হে ইন্দী-আদম ! আমি কি তোমাদেরকে বলে রাখিনি যে, নয়তানের ইবাদত করো না, সে তোমাদের প্রকাশ শতু ? (৬১) এবং আমার ইবাদত কর। এটাই সরল পথ। (৬২) পচতাম তোমাদের আবেক দশকে পৰ্যন্ত করোহে। তবুও কি তোমরা বুঝনি ? (৬৩) এই সে আহামার, ধার ওয়াদা তোমাদেরকে দেওয়া হতো। (৬৪) তোমাদের কুকরের কানপে আজ এতে প্রবেশ কর। (৬৫) আজ আমি তাদের সুবে যোহর এটে দেব তাদের হাত আমার সাথে করা বলবে এবং তাদের পা তাদের কৃতকর্মের সাক্ষ দেবে। (৬৬) আমি ইচ্ছা করুনে তাদের স্তুপিশকি বিস্তৃত করে মিতে পারভাম, তখন তারা পরের সিকে পৌত্রাতে তাইজে কেমন করে দেখতে পেত ! (৬৭) আমি ইচ্ছা করুনে তাদেরকে আজ স্থানে আকার বিস্তৃত করতে পারভাম, কলে তারা আবেও চলতে পারত না এবং পেছনেও কিন্তু ঘেতে পারত না। (৬৮) আমি শাকে দীর্ঘ জীবন দান করি, তাকে সৃষ্টিপূর্ণ পূর্বাব-স্থার ক্রিয়ে নেই। তবুও কি তারা বুঝে না ?

তকসীরের সার-সংক্ষেপ

তারা, (অর্থাৎ কংকীরণী পরাগহর ও তাঁর অনুসারীদেরকে অঙ্গীকারের হলে) বলে, তোমরা (তোমাদের দাবিত) সত্ত্বাদী হলে, (বল), এই ওয়াদা (অর্থাৎ কিনা-মতের ওয়াদা, যা উপরের আয়তে উল্লেখ করা হয়েছে এবং তোমরাও প্রায়ই এর কথী কলে থাক—) কবে পূর্ণ হবে ? (আরাহ বলেন, এরা যে বারবার জিজেন করে, এতে করে অনে হয় যেন,) তারা এক যাহানাদের (অর্থাৎ প্রথম কুর্বকারের) অপেক্ষা করছে, যা তাদেরকে আবশ্য হানবে (সাধারণ অভ্যাস অনুযায়ী নিজেদের বাপোরায়িতে পারস্পরিক বাকবিতাকালে)। (এই যাহানাদের সাথে সাথে তারা এখনভাবে খৎস হয়ে থাবে যে,) তখন তাদ্বা ওসিয়ত করতে সকল হয়ে না এবং তাদের পরিবার-পরিজনের কাছেও কেবল ঘেতে পারবে না (করৎ যে যে অবস্থার থাক্কুব, মরে কাঠ হওয়ে থাবে।) এবং (কৃতপূর্ণ পুরুষ) শিংগার কুকুর দেওয়া হবে, তখনই তারা কবর থেকে (জ্ঞান

হবে) তাদের পাইনকর্তার নিকে (অর্থাৎ হিসাবের জারিমার) ক্ষুণ্ট চালতে থাকবে। (মেখানকোর করাবাব সূশ্য দেবে): তারা বলবে, হাচু আয়াসের দুর্ভোগ, আয়াসেরকে আয়াসের করার থেকে কে উত্তোল? (আয়াস তো সেখানেই আয়াসে হিসাব): কেবেলতই গণ আয়াস দেবেন,) কুহুম আয়াহ তো এরই (অর্থাৎ এ কিছামতেরই) তুমদ্দো পিসেছিজন এবং ক্ষমতাসম এ সভাই কাজেছিজন। (কিন্তু উভয়রা ক্ষুণ্ট যাবনি। অত্যন্ত আজ্ঞাহ করেন, এটা (অর্থাৎ বিড়োর কুণ্ট) তো হবে এক অহানাদ (মেখন প্রথম কুণ্ট কও এক অহানাদ হিল) ফলে যে মুহূর্তই তাদের সবাইকে আয়াস সামনে উপস্থিত করা হবে। পূর্বে চোর কথা হয়েছিল, এখাবে উপস্থিত করার কথা বলা হয়েছে। উত্তোলিই বাধাভাস্মুক ও জোরপূর্বক হবে। কোরআনের আবা ۱۳۴ ॥ এবং ۱۳۵ ॥
جَاءَ كُلُّ فَقْسٍ مَعْهَا مِنْ قُلْ
থেকে জানা যাব।) আজকের সিনে করাও প্রতি জুন্য করা হবে না এবং তোমরা (সুনিয়াতে কুফর ইত্যাদি), যা করতে, কেবল তারই প্রতিক্রিয়া পাবে। (এখন আজ্ঞাতোদের অবস্থা বিশ্লেষণে,) নিচেরই আজ্ঞাতোর এদিনে তাদের জানন্দেশ অনঙ্গ থাকবে। তারা এবং তাদের স্তোর্য উপরিষ্ঠ ধরেবে জায়ামত পরিবেশে আসন্ন হয়েছান দিয়ে। সেখানে তাদের জন্য থাকবে (সর্বজ্ঞতা) ক্ষমতা এবং প্রাপ্তিষ্ঠিত সব কিছু। বস্তুপামর পাইনকর্তার পক্ষ থেকে তাদেরকে সাজাম বলা হবে। [অর্থাৎ আজ্ঞাহ বলবেন, আসসাজাম, আজ্ঞাইকুম ইয়া আহজাজ-আজ্ঞাত—(ইবনে মাজা)। অতপর আবার আজ্ঞামাদের অবস্থার পরিশিষ্ট বর্ণনা করা হয়েছে। হালের তাদেরকে আহমদ করা হবে] হে অপ্রাপ্যীয়া (যারা কুকুরী করেছিল), আজ তোমরা (সুনিদের থেকে) পৃথক হয়ে যাও। (কারণ তাদেরকে জাজ্ঞাতে এবং তোমাদেরকে জাহাজামে প্রেরণ করা হবে। ক্ষুণ্ট তাদেরকে তিরকারছলে বলা হবে,) হে বনী আদম। (এমনি তাবে জিনদেরকেও সংবোধন করা হবে, যেখন অন্য আয়াতে আছে, ۱۳۶ ॥
وَ لَا تَنْبَهُوا

وَ لَا تُأْنِسْ) আমি কি তোমাদেরকে জোর দিয়ে বাজেট্রাখিনি যে, প্রয়ত্নের ইবাদত করো না সে তোমাদের প্রকাশ থাকু; বরং আয়ারই ইবাদত কর? এটাই সরল গথ। [ইবাদতের অর্থ এখাবে আনুগত্য করা। যেখন, এক আয়াতে আছে : ۱۳۷ ॥
وَ لَا يَغْتَنِمُنَّ الشَّيْطَانُ

خطوات الشيطان ॥ অন্য আয়াতে আছে : ۱۳۸ ॥
শয়তান সঙ্গে তোমাদের আরও জনান হয়েছিল যে, সে তোমাদের (বনী-আদমের) জনকে দণ্ডকে পথচারু করবে। তোমাদের পথচারুতার শাস্তি ও অভিত সম্পূর্ণভাবে কাহিনী বর্ণনা প্রসঙ্গে বলে দেওয়া হয়েছিল। অতএব তোমরা কি বুবি (যে, তার প্রাণ-চনায় আয়াস পথচারু হয়ে পোনে আয়াস শাস্তির ঘোপ্য হয়ে যাব? অতএব) এই সে

আহারাম, (কুফর করার হজে) যার ওপাসা তোমদেরকে দেওয়া হচ্ছে। আস তোমদের কুফরের করার পথে এতে ঝুলেশ কর। আর আমি তাদের মুখে মোহর এটি দেব (ফজে তারা যিখ্য ওহর পেশ করতে পারবে না। যেমন, উভয়ে বলবে **وَأَنَّ مَا كُنْتُ تُنْهِي**

তাদের হচ্ছে আবার সাথে কথা বলবে এবং তাদের পা তাদের কৃতকর্মের সাথে দেব। (এশান্তি তো হবে পরিকালে) আমি ইছ্বা করলে (মুনিমাতেই তাদের কুফরের পাতিষ্ঠানগ) তাদের দৃষ্টিটি বিজুল্প্ত করতে পারতাম (দৃষ্টিশক্তি বিজুল্প্ত করে অথবা চক্ষুই লোপ করে) তখন তারা পথের দিকে (চোর অন্য দৌড়াতে) চাইলে কি করে দেখতে পেত? (চূত রসাদায়ের উপর ক্রমনি আবাব এসেছিল) আবাহ বলেন, **لَمْ يَرْأُوا** (তাদুপরি) আমি ইছ্বা করলে (কুফরের পাতিষ্ঠানগ) তাদের আকৃতি বললে দিতে পারতাম (হেবল, পুরা-কালে কতক জোক বানর ও শুকরে পরিপন্থ হয়েছিল)। এছতাবছার তারা যে বেধানে ছিল, সেখানেই থেকে যেত। (অর্থাৎ বসলে দেওয়ার সাথে সাথে তাদেরকে বিকলার আসোকার বালিয়ে দিতাম, যে অব্যান তার করতে পারে না) করে তারা অপ্রেও চলতে পারত না এবং পিছনেও ফিরে থেতে পারত না। (এই চক্ষুলোপ করা ও আকার বিকৃত করার কাগারে আশ্চর্যাবিত হয়ে না যে, এটা কিরাপে হতে পারত)। এরই অনু-ক্রম আবাব একটি কাজ দেখ) আমি সাকে সৌর্য জীবন দান করি, (অর্থাৎ শুব হয়েবুকি করি,) তাকে বাণাধিক অবস্থার উপুত্ত করে দেই। (বাণাধিক অবস্থা বলে তান-বুকি, চেতনা, প্রবলশক্তি, দৃষ্টিশক্তি, পরিপাকশক্তি ইত্যাদি এবং রঙ-রূপ ও সৌন্দর্য বোঝানো হয়েছে) উপুত্ত করার অর্থ তার অবস্থা উপর থেকে নিচের দিকে এবং তাম থেকে নিচের দিকে ধারণ করে দেওয়া। সুলতান সোপ করা এবং বিরুদ্ধ করাও এক প্রকার পূর্ণস্ব থেকে অপূর্ণস্বের দিকে ধারণ করা।) অন্তর্ব (এ অবস্থা দেখেও) তারা কি বুঝেন? (আবাহ যখন এক পরিবর্তন করতে সক্ষম, তখন অন্য পরিবর্তনও করতে পারবেন, বরং আবাহ সত্ত্বা সরকিছু করতে সমান সক্ষম। অন্তর্ব এ বিবরণটির প্রতি জ্ঞান করে তাদের সত্ত্ব হওয়া ও কুফর বর্জন করা উচিত)।

আনুবাদিক জাতৰা বিমু

مَنْ هَذَا إِلَوْهٌ مَّا يَنْظَرُونَ! لَا يُحِلُّ لَهُمْ وَلَا

ঠাট্টা ও পরিহসজালে মুসলিমদেরকে প্রিয়েজ করত, তোমরা যে কিম্বামতের প্রবক্তা, তা কোন বাহর ও কেন্দ্ৰ তাৰিখে সংঘটিত হবে? বিপিক তামাতে তারই জগতোব দেওয়া হবেছে। তামদের প্রথম বিমু আজনার প্রান্ত নহ, বরং নিছক ঠাট্টা ও পরিহাসের হজে ছিল। জাবার জন্য হজেও কিম্বামতের সব-তাৰিখের নিশ্চিত তান কাউকে না দেজুৰাই আঞ্চলিক যতসের পাখি ছিল। তাই আবাহ তা'আলা ও তান জাঁৱ নবী-কুরুকেও মান কৰেন নি। নির্বাখদের এই প্রথম অনৰ্থক ও বাজে ছিল বিধার এবং অপুরণে

କିମ୍ବାମତେ ତୁରିଥ ବର୍ଷମା କରାଯାଇ ପରିବାରେ ତାଦେରକେ ହେଲିଗାଇ କରା ହେବେ ଯେ, ସେ ବିବାହର ଆଗମନ ଅଳ୍ପାଳ୍ପାବୀ ତାର ଜନ୍ମ ପ୍ରକଟି ଶଥ କରା ଏବଂ ସମ-ଭାଷ୍ୟର ଦୌଆଧୁ ଲିଖି ମାର ନଷ୍ଟ ନା କରାଇ ବୁଝିଯାନେର କାଜ । କିମ୍ବାମତେ ଥବର ତୁମେ ବିଶ୍ୱାସ ଛାପନ କରା ଏବଂ ସଂକଷ୍ଟ ସମ୍ପାଦନ କରାଇ ହିଲ ହିବେକେର ଦାବି, କିମ୍ବ ତାରା ଏମନି ଗାଫିଲ ଯେ, କିମ୍ବାମତେ ଆଗମନେର ପର ତାରା ବେଳ ଚିତ୍ତ କରାଯା ଅଗେକାର ଆହେ । ତାଇ ସଜା ହେବେ, ତାରା କିମ୍ବାମତେ ଆଗେକା କରାହେ । ଅଥବା କିମ୍ବାମତ ହବେ ଏକଟି ଯାତ୍ରା ଯହୁନାମ ଯା ତାଦେରକେ ତଥା ଆଶ୍ରମିତେ ଆୟାତ ହାନିବେ, ସୁଧାନ୍ତ ତାରା ନିଜେଦେର କାଜ-କାରବାର ଓ ପାତ୍ରବାନିକ ଲାନଦେନେର ବାକିବିଲ୍ଲଭାବୀ ଗୁଣ ଥାକିବେ । ସବ୍ୟାଇ ତମାବସ୍ଥାର ମରେ କାଠ ହେବେ ପଢି ଥାକିବେ ।

ହାମୀସେ ଆହେ, ମୁହଁ ବାଜି ବଜ୍ର କ୍ଲାନ୍-ବିକ୍ରିଯେ ମଣ୍ଡ ଥାକବେ, ସାମନେ ବଜ୍ର ଥୋଳା ଥାକବେ ଆର ଏଯତ୍ତାବଦ୍ୟାଙ୍ଗ ହଠାତ୍ କିମ୍ବା ଯତେର ଆପମନ ହବେ ଏବଂ ତାଙ୍କା ବୈକ୍ରି ଭୌଜ କନ୍ଦାରାଓ ଅବଶ୍ୟକ ପାଇଁ ମା । କୋବ ବାଜି ହଜାରେ ତାଙ୍କେ ଟୌରୋଟାଟିଲେ ଥାଟି ତାଙ୍କା ଲେଖ ନିଷେଳ ଥାକବେ ଏବଂ କୁମ୍ଭାବଦ୍ୟାଙ୍ଗେ ଥରେ ଥାବେ ।—(କୃପାକୁମାରୀ)

— لَا يُسْتَطِعُونَ تَوْصِيَةً وَلَا إِلَى أَهْلِهِمْ يُرْجَعُونَ — আর্থিক জৰুরি দার্শন
একজিত হবে, তারা একজন অপৰাধকে কোন কাছের উসিত্ত করারও সুযোগ পাবে
না এবং ধারা ঘৰেন বাইরে থাকবে, তারা ঘৰে প্রত্যাবৰ্তন করারও সুযোগ পাবে না।
আগন আপন জালগায় মরে গড়ে থাকবে। প্রথম ফু'কের এই ঘটনায় সময় বিচ্ছ আক্ষে
ও পৃথিবী খৎসনাপে পরিপূর্ণ হবে।

ଯତୀ ହରାଇ : —**فَإِنَّمَا** يُنْظَرُونَ — ଅର୍ଥକୁ ହାଶରେର ସମର ମାନୁଷ କବର ଥେବେ
ଉଠି ଦେଖିଲେ ଥାବବେ । ଏ ବଜୁବ୍ୟ ପୂର୍ବବିଭାଗ ଧରିପଛି ନର । କୋରାନ୍, ପ୍ରଥମାବଦୀର
ବିଳିମତ ହର ମନ୍ଦୀରମାନ ଅବଶ୍ୟାର ଦେଖିଲେ ଥାବବେ ଏବଂ ପରେ ମୁଣ୍ଡ ପାତିଲେ ହାଶରେର ଦିକେ
ଦୌଢ଼ାଇଲେ ଥାବବେ । କୋରାନ୍ମାନେ ଅରାତ ଧେଇକିଛି ପ୍ରମାଣିତ ହାତେ, କେବେଳାଗାନ୍ଧିଶ ସବୁଟିକେ
ଡେକେ ହାଶରେ ଯହାନେ ଆନବେ । ଏତେ ବୌଦ୍ଧ ଶାରୀ ଯେ, ମାନୁଷ ସେହାର ହାଶରେ ଅରାମନେ
ଉପରୁଷିତ ହବେ ନା, ସର୍ବ କେବେଳାଗାନ୍ଧିଶ ଡାକାର କାହାଣେ ବାଧ୍ୟାତ୍ମିକତାରେ ଦୌଢ଼ାଇଲେ
ଉପରୁଷିତ ହବେ ।

ମା, କରଇ କିମ୍ବାର ଆଶାବେ ପତିତ ହିଲ । କିନ୍ତୁ କିମ୍ବାମତେର ଆଶାବେର କୃତନାମ୍ବ ମେ ଆଶା-
ବକେ ଆଶାମ୍ବ ବରେଇ ଯାଇ ହାବ । ତାହିଁ ତାଙ୍ଗା ଘରୀବେ, କେ ଆଶାଦେଇକେ କବର ଥେକେ ବେଳ
ବୁଲା ? ସେଥାନେ ଥାକଲେଇ ତୋ ଭାଲ ହତ । କେରେପାତାଗ ଅଥବା ମୁଖିନଗ ଏଇ ଜୁଗାବେ
ବୁଜାବେ :

—هذا ما وصلنا له من وصف المترسلون

যে কিম্বাগতের উঙ্গীসা দিয়েছিলেন, এই ইল সে কিম্বাগত। রসুলপথ তোমাদেরকে সে সত্ত্ব সংবাদাই পুনিরেখিলেন, কিন্তু ত্বৰণাত্মকভাবে করানি। এখানে আল্লাহর 'ব্রহ্মান' উপর্যুক্ত উল্লেখ করার চাবে ইঙ্গিত রয়েছে যে, তিনি তো আরু রহমতে তোমাদের জন্য এ আশাব থেকে বেঁচে থাকার ব্যবস্থা করেছিলেন। পুরীতে এর উঙ্গীসা দেওয়া এবং কিটাব ও পয়সজরগণের মধ্যমে এর খবর তোমাদের কাছে পৌছানো আল্লাহর 'ব্রহ্মান' উপরেরই বাহিঃপ্রকাশ ছিল।

-۱- اَمْحَابُ الْجَنَّةِ الْهُوَمُ فِي شَفْلٍ فَأَكْهُونَ

বর্ণনা করার পর বিস্ময়েতে জাহানীদের অবস্থা ঘটিত হয়েছে যে, তারা জাদের চিন্তিয়েমানে স্বপ্নের থাকবে। **نکوں**—এর অর্থ আনন্দিত, আহস্যাশীল ; **شغف**—এর এক অর্থ এমনও হতে পারে যে, তারা জাহানীদের দুরবস্থা থেকে সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ থাকবে।

‘**ଶ୍ରୀ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧି**’ ସଂବ୍ଲୟ କରାର କାରଣ ଏ ଧାରଣା ନିରାଜନ କରାଓ ହାତ ପାରେ
ଯେ, ଜୀବାତେ କରନ୍ତୁ-ଉଦ୍‌ଦ୍ଦିନ୍ତୁ କୋନ ଇରାଦାଟି ଥାକବେ ନା ଏବଂ ଜୀବିକା ଉପାର୍ଜନେରେ କୋନ
ପ୍ରମାଣିତ ଥାକରେନା । ଏମୟ ସେକାର ଅବଳମ୍ବନ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଅନୁଭିତ ବୋଧ କରେ ।
ତାଇ ବଳା ହରେହ ଯେ, ଜୀବାତୀରା ବିବୋଦନଯୁଗକ କାଜକରେ ବ୍ୟକ୍ତ ଥାକବେ । କାଜେଇ
ଅନୁଭିତବୋଧ କରାର ପ୍ରକଟ ଦେଖା ଦେଇ ନା ।

از راج-تم و آز راج-تم
پریور اور جو کوئی آنکھ نہیں دیکھ سکتا۔

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ । কেননা, চেরে জাত করাও এক প্রকার প্রয় ও কষ্ট, যা থেকে আমাতে পরিষ্কৃত। সেখানে প্রতিটি প্রয়োজনীয় উপস্থিত থাকবে।

وَمَا تَرَوْا الْيَوْمَ أَيْمَانَ الْمُجْرِمِونَ —**وَإِذَا**

كানهم جراً د مقتشر—**وَإِذَا** অবস্থার সমবেত হবে। অন্য এক আমাতে বলা হয়েছে :— কিন্তু গরে কর্মের প্রতিষ্ঠিত তাদের পৃথক পৃথক দলে বিভক্ত করা হবে। কাকিন, মুমিন, সৎকর্মী ও অসৎকর্মী জোকগুলি পৃথক পৃথক জাহাজের অবস্থান করবে। অন্য এক আমাতে বলা হয়েছে :—

الْفَوْسَ زَوْجَتْ —**وَإِذَا** অর্থাৎ ইরান মানুষকে জোড়া জোড়া করা হবে। আজোট আমাতেও এই পৃথকীকরণ ব্যতী হয়েছে।

أَمْ أَفْهَدَ اللَّهُمَّ يَا بَنِي آدَمَ أَنْ لَا تَعْبُدُوا الشَّيْطَانَ —**وَإِذَا** অর্থাৎ সমস্ত

মানুষ এমনকি, খিন্দেরকেও কিন্নামতের দিন বলা হবে, আমি কি তোখাদেরকে পুনিরাতে শরতানের ঈবাদত না করার আদেশ দেইনি ? — এখানে প্রয় হইয়ে, কাকিনরা সাধারণত শরতানের ঈবাদত করত না, এবং মুবাদেবী অথবা অন্য কোন বজ্র পূজা করত। কাজেই তাদেরকে শরতানের ঈবাদত করার অভিযোগে কেবল করে অভিযুক্ত করা যাব ? অগুরাব এই যে, প্রত্যেক কাজে ও প্রত্যেক অবস্থার বাস্তুত্বানুগত করার নামই ঈবাদত। তারাও চিরকাল শরতানী শিক্ষার অনুসরণ করেছিল বিধার তাদেরকে শরতানের ঈবাদতকারী বলা হয়েছে। যে বাস্তু অর্থের যত্নবরতে প্রতিটি এমন কাজ করে, যত্নার অর্থ বৃক্ষ পাতা এবং পুরুর যত্নবরতে প্রতিটি এমন কাজ করে যত্নার পুরুর সত্ত্ব হয়, তাদীসে তাদেরকে অর্থের পুরু ও পুরুর দাস বলে আখ্যায়িত করা হয়েছে।

কোন কোন সুকী বৃহুর্সের তাবখে নকশের অনুসরণকে মুত্তি পূজা বলা হয়েছে। এবং অর্থও নকশের কামনা-বাসনা যেনে চৰা, চৰকৰ ও শিরক অর্থ মন। অনেক সাধক কথি বলেছেন :

سُوْدَةَ كَشْتَنَ أَزْ سَجَدَ رَاهَ بَنَانَ بِيَشَا نَهِم
چند پیر خود قه مبتدا دین مسلمانی ذنم

অর্থাৎ তাদের জিহুজ সাক্ষ দেবে। ডেটা অংকোড়া আলতের অর্থাৎ সুধা মোহুর একটি দেশগুরু পরিপন্থী নয়। কেবলমা, মোহুর করার উদ্দেশ্য এই যে, তারা বিজ্ঞানীরা কিছু বলতে পারবে না। তাদের জিহুজ তাদের ইচ্ছার বিকল্পেই সাক্ষ দেবে।

এসব অস-গুলজ বাক্সডি কোথা থেকে আসবে, এ প্রেরণ অনুমতি কোরআনেই
বলিত হবে। **فَنَطَقُنَا اللَّهُ أَنْطَقَ كُلَّ شَيْءٍ** অর্থাৎ অস-গুলজ বলবে যে,
আসাই প্রত্যেক বাক্সডি সম্পর্কে বাক্সডি নির্মাণ। ফিলি আকসেসরিজেও বাক্সডি
নির্মাণ।

وَمِنْ نَعْمَرَةٍ نَكْسَةٌ فِي الْخَلْقِ إِذَا يَعْقُلُونَ

تَعْمَلُهُنَّ نَعْمَرٌ - وَمِنْ نَعْمَرَةٍ نَكْسَةٌ فِي الْخَلْقِ إِذَا يَعْقُلُونَ

উকুলিম অর্থ দীর্ঘায় সাব করা। তৎক্ষণ সবচি নক্ষস। অর্থ উপর
করা। এ আরাতে আলাহ তা'আলা তাঁর পূর্ণ শক্তি ও প্রভাব আরও একটি বহিঃ-
প্রকাশ বর্ণনা করেছেন। তা এই যে, প্রত্যেক মানুষ ও প্রাণী সর্বদা আলাহর কর্মের
অবিজ্ঞ থাকে এবং তাঁক কর্তৃত্বাদের মধ্যে অবিবাদ অব্যাহত থাকে। একটি নোঁরা ও
নিচ্ছাল কৌটো থেকে জ্ঞানের অভিজ্ঞ সূচনা হয়েছে। জননীর গর্ভাশয়ের ঠিন অবস্থাকে
এই ক্ষমতা আপনার সৃষ্টি সম্মত হচ্ছে। অবেক সূচনা অভিজ্ঞ এই অভিজ্ঞের মধ্যে
স্থাপন করা হচ্ছে। অতপর অবিজ্ঞ অবস্থার ক্ষেত্রে তাঁকে অবিজ্ঞ করা হচ্ছে। যেহেতু
যাই অবস্থা-শর্ত জালিত-পালিত হচ্ছে সে একটি পূর্ণায় অনুভূত আবক্ষ থারণ করেছে
এবং পুরিবিলেখ পদাৰ্থক করেছে। পূর্ণায় ইতোৱা সম্বৰ্ধ তাঁর অভিজ্ঞ অবস্থা প্রকৃতি

(১) অন্তর্গত আলাদা যুদ্ধের ইচ্ছা করাজেন, তথ্য তার সর্বস্ত বল ও শক্তি হ্লাস পেতে
শুরু করেছে। এই হ্যায়প্রাচ্ছিতি অনেক স্থল অতিক্রম করে অবশেষে বার্ধক্যের দ্বেষ
সীমাবান উগনীত হয়েছে। চিঠি করার দেখা আর, এখানে পৌছে সে আবার সে করেই
পৌছে পৌছে যে ভরত শৈশবের অতিক্রম করেছিল। তার সকল অভ্যাস ও ত্রিয়াকর্ম
বস্তুতে গেছে। যেসব বস্তু এক সময় তার সর্বাধিক প্রিয় হিজ, সেগুলোই এখন সর্বাধিক
ঘূণিত হয়ে গেছে। পূর্বে আ হিজ সুবের বিষয়, এখন তাই হয়ে গেছে কল্পন বিষয়।
আরোটা আরাতে একেই উগুড় করা বলা হয়েছে। অনেক কবি চমৎকার বলেছেন :

من عاش أخلفت لا يدم جد نه
و خانة بُقْيَا الْمَعْ وَالبَصَر

অর্থাৎ রে ব্যক্তি জীবিত ধাক্কার কামের আবর্তন তার বন্ধুমত্ত ও শক্তিশালকে
জীৰ্ণ করে করে দেবে। এবং তার সর্বপ্রাপ্ত দুই অঙ্গ অর্থাৎ প্রক্ষেপণি ও দৃষ্টিশক্তি
তার সাথে বিশ্বাসযোগ্য করা করে পূর্বৰাহয়ে যাবে।

আনুষ দুনিয়াতে তোবে দেখা অথবা করনে শোনা বিবরণের প্রতি সর্বাধিক আহা
পোয়গ করে। বার্ধক্যে পৌছে এগুলোও আহাতাজম থাকে না। প্রবণশক্তির দুর্বলতার
কারণে কথাবার্তা পূর্ণরূপে বোনা কঠিন হয় এবং দৃষ্টিশক্তির বৈকল্যের কারণে সঠিক-
তাবে দেখা দুর্বল হয়ে পড়ে। অল্পব্যাকরণ তাই বলেছেন :

و من محب الدنها طويلاً تقلبت

فلى مجهنة حتى يرى صد قها كذ با

অর্থাৎ রে ব্যক্তি দুনিয়াতে দৌর্য জীবন লাভ করে, আর তাদের সামনেই দুমিয়া
পাল্লে থায়। কুলে পূর্ব যে বিষয়কে সত্তা মন করত, তা যিন্হা প্রতীরমান হতে
থাকে।

যানুবের অভিজ্ঞে এসব পরিবর্তন হলেন আলাদা, তা'আলার বিস্ময়কর দুসরাতের
প্রতিক্রিয়া, একজনের অন্তে যানুবের প্রতি এক তিনাটি অনুভূতি বিদ্যমান। অল্প যানুভব
অভিজ্ঞে যেসব শক্তি পরিষ্কৃত হয়েছেন, সেগুলো প্রকৃতপক্ষে সরকারী সত্ত্বসামৃতি। এগুলো
গুরুক দাম করে দেয়া হয়েছে যে, এগুলোর মাধ্যিক কৃমি নও। এবং এগুলো চির-
কালীণ নয়। “অবস্থার তোমার কোন থেকে কেবল মেঝেয়াছথে।” এর পরিপ্রেক্ষিতে মির্য-
পিট্ট সময়ে সবগুলো শক্তি একসাথে কেবল মেঝের বাহ্যিক সর্বস্ত হিজ। “কিন্তু বন্ধুপায়ে

আজ্ঞাহ এতেও কেবল দেশার জনাও দীর্ঘ যোগাদাৰি কিছি নির্ধারিত কৰে দিবেছেন এবং
মুক্তিৰ কেবল নির্মাণ থাতে মানুষ সাক্ষান কৰে পৰকালোৱ সকলৰ শাওয়াৰ গতি
প্ৰহৃত কৰতে পাৰে ।

وَمَا عَلِمْنَا السِّعْرَ وَمَا يُلْتَغِي لَهُ مِنْ هُوَ الْأَكْذَرُ وَقُرْآنٌ مُبِينٌ ۝

لَيَسْنَدُ رَبُّ مَنْ كَانَ حَيَا وَيَحْقِقُ الْعَوْلُ عَلَى الْكُفَّارِينَ ۝ أَوْلَئِمْ يَرَوْا
أَنَّا خَلَقْنَا لَهُمْ قِيمَاتٍ أَيْدِيهِنَّ أَنْعَامًا فَهُمْ لَهَا مُلِكُونَ ۝
وَذَلِكَنَّهَا لَهُمْ فِيمَنْهَا رَكُوبُهُمْ وَمِنْهَا يَأْكُلُونَ ۝ وَلَهُمْ فِيهَا مُتَفَلِّفُونَ
وَمَشَارِبُ ۝ أَفَلَا يَشْكُرُونَ ۝ وَاتَّخَذُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ الرَّهْنَ
لَعَلَّهُمْ يُنْصَرُونَ ۝ لَا يَسْتَطِعُونَ نَصْرَهُمْ وَهُمْ لَا يَرْجِعُونَ
مُحَضِّرُونَ ۝

(৬১) আমি রসূলকে বিবিড়া শিক্ষা দিইনি এবং তা তাৰ জন্য খোজনীৰও
নহ। এটোতো কেবল এক উপদেশ ও প্রকাশ কোৱাজান। (৬২) থাতে তিনি সতৰ্ক
কৰেন অধিবিদকে এবং থাতে কাফিরদেশ বিকলে অভিযোগ প্রতিপিস্তত হয়। (৬৩)
তাৰা কি মেখে মা, তাদেৱ অন্য আমি আমাৰ নিজ হাতেৰ তৈরী বস্তুৱ আৱা চতুৰ্পাদ
জন্য সুলিষ্ট কৰেছি, আতপৰ তাৰাই এতেৱ আমিক। (৬৪) আমি এভোকে তাদেৱ
থাতে আসহাত কৰে দিবেছি। কলে এদেৱ কড়ক তাদেৱ বাহন এবং কড়ক তাৰা
কৰকথ কৰে। (৬৫) তাদেৱ অন্য চতুৰ্পাদ জন্যৰ মধ্যে অনেক উপকারিয়তা ও পানীয়ৰ
জন্মজন্ম কলুণ তাৰা উকৰিয়া আসাৰ কৰে না? (৬৬) তাৰা আজ্ঞাহৰ পৰিবার্তে
অনেক উপায়া মহৎ কৰেছে থাতে তাৰা সাহাজাপ্রাপ্ত হতে পাৰে। (৬৭) অথবা
উপায়া তাদেৱক সাহায্য কৰতে সকল্য হবে না এবং এভো তাদেৱ বাহিনীৰাপে
ধূত হয় জাসবে।

তৎসীলজন আৱ-সংকেত

[কাফিরৰা মনুষ্যত অৰ্থীকাৰ কৰার অন্য রসূল (সা)-কে কৰি কলে। এটা নিৰ্জলা
বিষয়।] কেবলো, [আমি-রসূল (সা)-কে বিবিড়া (অৰ্থাৎ কাজনিক কৰিব আজৰো কৰতে)

શિક્ષા દેખેની એવી તા (કામા રાચના) તાર જન્ય પોતાનીરાતુ નરા । તા (અર્થાં રસૂલને અનુભૂત તાન) તા કેવળ એક ઉપરાશ વિશ્વાસ વિશ્વાસ પ્રસ્તુત હોય, યા વિદ્યારીબીજી પ્રકાશ કરાય, આતે (વિદ્યારીબીજી વર્ષનાની પ્રસ્તાવે) તીવ્નિ એમન વાતિકે (કળાગનનાં) તારું પ્રસરણ કરેલા, યે (આધીક જીવને દિક દિવે) જીવિત એવી (આતે) કાન્દિરાદેર વિરાજમે જીવાબેર અઠિથોથે પ્રાર્થિતીંટ હોય । તારા (અર્થાં સુલ્હ-વિકરાર) કિ દાખે ના યે, આધિ તાદેર (કળાગને) જન્ય વિજ હાતેરું તૈની વિરુદ્ધ હારા ચલુલું અનુભૂત કર્યોછિ, અનુભૂત (આધાર માલિક કરાર કારણે) તારાને એજાનાર માલિક । (અનુભૂત કળાગને વિજુ વર્ણન દેઓરા હયોછ,) આધિ એજાનેકે તાદેરે હાતે અસહાતુ કર્યોછિમાંચિ । અનુભૂત એટેજે કાન્ક તાદેર વાહન એવી કાન્ક તારા ઉક્કથ કરે । એજાનોટે તાદેર જન્ય આરાં અનેકે ઉથકોરિતા રયોછે (બેયન, જોય, ચાયણ વિષાણ વિષાણ ઉપાદાન વાદાની કરા હોય ।), એવી (એજાનોટે તાદેર) પારોસ વણું (અર્થાં સુખ) આછે । તુંબું કેવી તારા ઉકરિતા આદીની કરેલ ના ? (ઉકરિતાની સર્વત્રાધ્ય વિશ્વાસ કરાર તુંબુંદીને વિશ્વાસ હાગન કરા । કિંતુ) તારા (તુંબુંદીને વિશ્વાસ કરાર પરિવર્ત્ત કર્યેનું વિશ્વાસ વિરુક કરેલ વાચે । સેમાને) આજાહાર પરિવર્ત્તે અન્ય ઉપાસના પ્રશ્ન કરેલે એ આધાર હોય, તારા (એ ઉપાસનાને પ્રશ્ન થેકે) સાહારાધ્રાસ્ત હાબે । કિંતુ તારા તાદેરને કેળે સાહારા કરતે સક્ષમ હયે ના । (સાહારા તો સુરેર કરા) ઉક્કા તારા તાદેર એક પ્રાણીપક હાબે (એવી હિસાબેર જીજગાર જોરપૂર્વક) ધૂન હયે આસબે (સેખાને હાચિર હયો, તારા ઉપાસનાકારોદેર વિરોધિતા પ્રકાશ કરાવે । હેયન, આજાહાર સુરા મરિમટે વજેન : **وَيُكَوِّنُونَ عَلَيْهِمْ ضَدًا** એવી સુરા ઇઉનુસે વજેન :

قَالَ شَرِيكٌ لَهُمْ مَا كُفِّتَمْ أَيْمَانَ تَعْبُدُونَ

આધુનિક જ્ઞાત્વ વિવર

وَمَا مَلِمَنَةُ النَّعْرِ - મનુષું જ્ઞાનાનુભૂતી, કાન્દિરારા ગાનુષેર મને કોરાન-

આનેર વિનિમયકરણ અભાવેર કરાય અધોકાર કરતે પારાણ ના । કારણ એટો હિજ સાથીનું પ્રાણીક વિશ્વાસ । તોહે તારા કાન્કનું કોરાનાનુભૂત હાદુ એવી રસૂલજાહ (સા)-ને હાદુકર વજાત એવી કથનું કોરાનાનુભૂત કરિતા એવી રસૂલજાહ (સા)-ને કરવિ વજે આધી દિને । એકાને તારા હિસાબ કરતે તાઈત હૈ, એહે અનન્ય સાધીરણ પ્રાણી આજાહાર કાળાય હંગાર કારાથે નર, વરું હસ એટો હાદુ, યા ગાનુષેર મને એડાર વિજાહ અજ્જના હય કરિતા, યા સાધીરણેર મને સાડો જાગોતે પાર્યો ।

આજોઝ : આજાહાર આજાહાર તા'જાહાર વજેન, આધિ જીવીને કરિતા ઓ કારા શિક્ષા દેખેની એવી તા તોંર જન્ય પોતાનીરાતુ નરા । સુતરાં તોંરને કરવિ વજા આત ।

এবং একসময়ে আর দেখা দেয় যে, কাব্য রচনার আহতির যজ্ঞাপিতা বিষ্঵র। তাদের নামী ও শাস্ত্র-বাচি কারোও অনুর্ধব কবিতা থামে। কবিতার স্বাক্ষরে তারোগম্যক আছে। সুজুরাই তারা কিসের ডিজিতে কেৱলআমকে কবিতা এবং রসুজুরাই (সা)-কে কবি বলেই— রসুজুরাই, কোৱাল কবিতার ছবি ও শেষ অক্ষরের বিজ যেনে চলেন। একে কোন মূর্খ এবং কাব্য চৰ্তা সম্পর্কে অনিষ্ট বাঢ়িতে কবিতা বলতে পারেন।

এর অওয়াব এই যে, কবিতা আসলে কাব্যনিক ব্যৱচিত্ত বিষয়কে বলা হল, তা পদেই হোক অথবা পদে। কেৱলআমকে কবিতা এবং রসুজুরাই (সা)-কে কবি বলার পেছনে কাফিরদের উদ্দেশ্য হিল এই যে, তাঁর আমীত কাব্য নিষ্ক কাব্যনিক প্ৰক-
শণৰ অথবা তারা হোকাতে চৰেছিল যে, পদ ও কবিতা ধৈৰ্য বিলেক প্ৰভাৱ রাখে,
এৰ অভাবও ঠিক ভেজনি।

ইয়ায় আসসাম রেওয়ারেত কৰেন যে, ইবৰত আমেলা (রা)-কে কেউ জিজাসা কৰল, রসুজুরাই (সা), কখনও কোন কবিতা আহতি কৰলেন কি? তিনি উভয়ে
বললেন, না, তবে ইন্মে তুলকার এক পঞ্জি কবিতা তিনি আহতি কৰেছিলেন।
পঞ্জিটি এই:

شَبَدِي لَكَ أَلَا يَامْ مَا كَنْتَ جاَهَ
وَيَا تَيْفَ بَا لَا خَبَارْ مِنْ لَمْ تَزُورْ

—মি লম ত্বৰ্দ বালাখাৰ আহতি কৰলে
ইবৰত আবুবকৰ (রা) আৱশ্য কৰলৈন, ইয়া রসুজুরাই। কবিতাটি এজাহে নহ। তথন
তিনি বললেন, আমি কবি নহৈ এবং কাব্য চৰ্তা আমাৰ জন্য শোভনীৱাও নহ।

তিনিয়ো, নামাই ও ইয়ায় আহবাস এই রেওয়ারেতটি বৰ্ণনা কৰেছেন এবং
ইবনে কাজীৱাও তাঁৰ ভক্তীৱারে এই উক্তি দিয়েছেন। এই থেকে প্রতীকীয় হল যে,
কেবল কোন কবিতা রচনা কৰা তো দুরেৰ কথা, তিনি অমোৰ কবিতা আহতি কৰোৱ
মিষ্টেৰ জন্য শোভনীৱাও ঘনে কৰলেন না। কোন কোন রেওয়ারেতটি তৈরি কিন্তু কাব্য
কবিতার ছবি অনুযায়ী বৰ্ণিত হোৱে। এভোৱা কবিতার উদ্দেশ্য মত, অটোচক্ষে মূৰ্খ
দিয়ে বেৰ হোৱে গোৱে। অটোচক্ষে দু'চাহিটি ইন্দ্ৰুজ কাব্য কাৰণ মূৰ্খ দিয়ে বেৰ হোৱে
গোৱেই তাকে কবি বলা যাব না। রসুজুরাই (সা)-ৰ এই রহস্যাভিক বাক্তব্যিক অবস্থা কেবল
এটা অনুযায়ী হোৱা না যে, কাব্যচৰ্তা সৰ্ববিহুৱাই নিষ্পন্নীয়। কবিতা ও কাব্যচৰ্তা সম্পর্কত
বিভাগিত বিধানাবলী সুৰা লোকালাভ সৰ্বশেষ ক্রম্ভূতে বৰ্ণিত হোৱে। বিবৰণ দেখানে
নেওয়া বাক্তব্যীয়।

أَوْلَمْ يَرَوْا إِنَّا خَلَقْنَا لَهُمْ مَا عَمِلُوا أَئِذْ يَعْلَمُنَا أَنَّمَا مَا نَهُمْ لَهُ مَا لَكُونَ

আরাহতে চতুর্পদ অন্ত স্থজনে মানুষের উপকারিতা এবং শুভতির অসাধারণ কারি-
গরি উজ্জ্বল করার সাথে সাথে আলাহ তা'আলা'র আরও একটি অহ অনুগ্রহ বিধৃত
হয়েছে। তা'আলাই যে, চতুর্পদ অন্ত স্থজনে মানুষের কোনই হাত নেই। এতেও একান্ত-
তাবে প্রকৃতির ব্যবস্থা বিদ্যুত। আলাহ তা'আলা' মু'মিনকে কেবল চতুর্পদ অন্ত বারা
উপকার লাভের সুযোগ ও অনুভূতিই দেননি, বরং তাদেরকে এগুলোর মালিকত্ব করে
দিয়েছেন। ফলে তারা এগুলোতে সর্বশ্রদ্ধারে মালিকসূন্দর অধিকার প্রাপ্তি করতে
পারে। বিজে এগুলোকে কাজে আগাতে পারে অথবা এগুলো বিক্রি করে সে মুল্য বারা
উপকৃত হতে পারে।

মালিকানার মূল কারণ আলাহ'র দান পুঁজি ও ত্রয় নয়। আজকাম নতুন
নতুন অধিমেতিক অভিবাদের ঘৰ্য্যে জোয়েলোরে আজোচনা চৰাই যে, বন্ধনিচয়ের
মালিকানার পুঁজি মূল কারণ, না ত্রয়? পুঁজিবাদি অর্থনীতির প্রভুত্বারা পুঁজিকেই মূল
কারণ সাৰ্বাঙ্গ কৰে। পক্ষান্তরে সোশ্যালিজম ও কম্যুনিজমের প্রভুত্বারা প্রমকে মালি-
কানার আসল কারণ আখ্যা দেয়। আগোচা আরাহত ব্যক্তি করেছে যে, বন্ধনিচয়ের
মালিকানার এতদুভয়ের কোনই প্রভাব নেই। কোন ব্যক্তির শৃঙ্খলার মানুষের কর্মান্ত
নয়। এটা সরাসরি আলাহ'র কাজ। বুঝি ও বিবেকের দাবি এই যে, যে যে ব্যক্তি শৃঙ্খল
করে, তার মালিকত্ব সেই হবে। এতাবে মুঠ সত্ত্বাগ্রহ মালিকানা জগতের বন্ধনিচয়ের
যথে আলাহ তা'আলা'রই। যেকোন ব্যক্তির যথে মানুষের মালিকানা একমাত্র আলাহ'র
দানের কারণে হতে পারে। বন্ধনিচয়ের মালিকানার প্রমাণ ও তা হস্তান্তরের আইন
আলাহ তা'আলা' তাঁর পরমপূর্বসন্মত মাধ্যমে পৃথিবীতে জারি করেছেন। এই আইনের
বিকলে কেউকেবল ব্যক্তি মালিক হতে পারে না।

وَنَّ لِلَّهِ هَا لِمْ

— এতে আরও একটি অনুগ্রহ ও নিয়ামতের দিকে ইলিত করা
হয়েছে যে, উট, ঘোড়া, ছাড়ী, বেলম ইত্যাদি অধিকাংশ জীব-জীব অপেক্ষা
অধিক শক্তিশালী। তাদের সামনে মানুষ একান্তই দুর্বল। ফলে এসব অন্ত মানুষের
বশীকৃত না হওয়াই হিসেব শুক্তিশূক্ত। কিন্তু আলাহ তা'আলা' এগুলো সৃষ্টি করে দেখন
মানুষের প্রতি অনুগ্রহ করেছেন, তেমনি এসব অন্তকে স্বত্ত্বাবগতভাবে মানুষের বশীকৃতও
করে দিয়েছেন। ফলে একজন বাজকও একটি শক্তিশালী ঘোড়ার মুখে অন্যায়ে আগাম
পরিয়ে দিতে পারে। ওরপর তার পিঠে চেপে বৰে ঘষ্টতর নিয়ে যেতে পারে। এটাও
মানুষের কোন বাহাসূরী নয়, একমাত্র আলাহ তা'আলা'র দান।

وَقُمْ لِهِمْ جِنْدِ مُكْثِرٍ وَ

— এখানে ফঁড়— এর অর্থ প্রতিপক্ষ দুর্ভয় মুক্তি
আরাহতের উদ্দেশ্য হবে এই যে, তারা দুনিয়াতে যাদেরকে উপাস্য ছির করেছে, তা'আলাই
কিম্বামতের দিন তাদের প্রতিপক্ষ হয়ে তাদের বিকলে সাক্ষাৎ দেবে। তফসীরে সার-
সংক্ষেপে এ অর্থই বর্ণিত হয়েছে।

હવેરાત હાસાન ઓ કાઢાદાહ (રા) થેકે બિંદ એ આમાચર પ્રકાશીન એટે યે, કંફિરરા સાહાય ગોંગાર આશાન મુર્તિદેવકે ઉપાસ્ય હિન્દ કરેહિલ, કિંતુ અન્યાં હાજે એટે યે, અથડે તારાએ મુર્તિદેવ સેવાદાસ ઓ સિપાહી હુંને જોખે। તારા મુર્તિદેવ હિકાયત કરેલે, કેટું વિનાને ગેળે તારા ઓદેર પણ હરે બુક કરેલે। અથડે તાદેવકે સાહાય કરાની બોગાડા મુર્તિદેવને નેઇ।

فَلَا يَخْزُنُكَ حُولُمٌ مِّنْتَأْنَا نَعْلَمُ مَا يُسْتُرُونَ وَمَا يُعْلَمُونَ ①
أَوْ لَمْ يَرَ إِلَّا سَانُ أَنَّا خَلَقْنَاهُ مِنْ نُطْفَةٍ فَإِذَا هُوَ خَوِيفٌ مُّبَيِّنٌ ②
وَضَرَبَ كَنَامَشْلَا وَنَبِيَّ خَلْقَهُ، قَالَ مَنْ يَتَّبِعُ الْوَظَامَ وَهُوَ رَصِيمٌ ③
يُحِينُهَا الَّذِي تَأْشِمُهَا أَوَّلَ مَرَّةٍ، وَهُوَ بِكُلِّ خَلْقٍ عَلِيمٌ ④ الَّذِي جَعَلَ
لَكُمْ مِنَ الشَّجَرِ الْأَخْضَرِ نَارًا فَإِذَا أَنْتُمْ مِنْهُ تُوقِدُونَ ⑤ أَوْ لَيْسَ الَّذِي
**خَلَقَ النَّعْمَاتِ وَالْأَرْضَنِ يَقُولُ عَلَىٰ أَنْ يَخْلُقَ مِثْلَهُمْ بِإِلَهٍ وَهُوَ الْخَلُقُ
 لَعَلِيهِمْ لَئِنْهَا أَمْرَةٌ إِذَا أَرَادَ شَيْئاً أَنْ يَقُولَ لَهُ كُنْ فَكَيْفُونُ ⑥** فَسَيَعْلَمُ
الَّذِي يَبِدِي مَلْكُوتَ كُلِّ شَيْءٍ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ⑦

(૭૬) અન્યે તાદેવ કથા દેને આપમાંકે સુધૃદિત ના કરેલે। આદિ જાનિ શા તારા દોગને કરેલે એથે વા તારા પ્રાણોને કરેલે। (૭૭) આનુભુ કિ દેખેના યે, આદિ તારાક સુંદિત કરેલે હીરે હેઠે ? અન્યાં તથનઈ સે હાર દેખ પ્રકાશ આવબિન્દતા-કારીની। (૭૮), તે આદાર સંસકરે એક અસૂદ કથા વર્ણન કરેલે, અથડે સે મિલેર સુંદિત કૂદે આરીની। તે બદલે, કે જીવિત કરાવે અનિસાનુંનુંક વધન સેનુંનો સાઠેસાથે આવે ? (૭૯) બદ્લું, તિનિ પ્રથમાં સેનુંનોને સુંદિત કરેલું, તિનીએ જીવિત કરાવેની। તિનિ સર્વજ્ઞાન સુંદિત સંસકરે સંશોધન કરાવણી અનુભુ હાજ હેઠે હેઠે આઓન ઉંગલ કરેનેની। તથબ તોષરા તા હેઠે આઓન હાંગાઓ। (૮૦) તિનિ મધોમણું ઓ કંઘણમ સુંદિત કરેલું, તિનિ કિ તાદેવ અનુભુનું સુંદિત કરીને ગંગાનું નમ ? હ્યાં, તિનિ મહાભાગી, સર્વત્ત। (૮૧) તિનિ બધન કોન કિંતુ અનુભુ હેઠી કરેને, તથન તાકે કેવલ દેને, 'હઉ' તથનઈ તા હાજે આરીની। (૮૨) અન્યે ગવિદ તિનિ, મીન હાજે સાબકિનું રાખેની એથે તોષરા પ્રતિબિંદિત હેઠે।

ভক্তীরের অর্থ-সংজ্ঞেশ

(কাফিররা সুস্পষ্ট ও ঘোষণার ব্যাপারেও বিজ্ঞাচরণই করে) অঙ্গের (তত্ত্ব-
হীন ও বিস্মালত অর্থীকার সম্পর্কিত) ভাদের কথা যেন আপনাকে দৃঢ়বিত না করে। [কেননা, দৃঢ়ব হয় আশার কারণে, আর আশা হয় প্রতিপক্ষের বিবেক ও ইনসাফ থেকে।
বিষ কাফিরদের মধ্যে বিবেক ও ইনসাফ বলতে কিছু নেই। সুতরাং ভাদের থেকে
আশাও হাতে পারে না। অঙ্গের দৃঢ়ব কিসের? অঙ্গের রসুলুল্লাহ্ (সা)-কে অন্য-
সাম্রাজ্যে সংকুচন-দেওয়া হচ্ছে,] নিষ্ঠচর আমি জানি যা ভারা পেগনে এবং যা ভারা
প্রকাশে করে। (ভাই নির্দিষ্ট সময়ে ভারা ভাদের কর্মের ধার্তা পাবে। কিন্তু অত
অর্থীকারুন্নারী) আনুম কি জানে মা'ম, আমি (মিহল্লত) বীর্য থেকে ভাকে-হস্তি করেছি
(কলে ভার উচিত হিল নিজের প্রাথমিক অবস্থার কথা স্মরণ করে এবং নিজের
মিহল্লত ও কল্পটার প্রাচীনত্ব সেখে লাভ করা করা, ধূলিতা প্রদর্শন না করা। এছাড়া
আরও চিঠি করা উচিত হিল যে, মৃত্যুর পর পুনর্বার জীবিত করা আল্লাহর কুদরতের
গতে আসো অসম্ভব নয়।) অঙ্গের (সে একাগ চিঠি করার না, এবং এর বিগরীতে)
সে প্রকাশে ব্যক্তিগত করতে জাগে। (ভার ব্যক্তিগত এই যে,) সে আশার সম্পর্কে
এক অসূচ বিবর বর্ণনা করছে। (অসূচ একাগেও যে, এতে কুদরতের অর্থীকার
জন্মী হবে পড়ে।) এবং সে ভার নিজের মৃত্যু জুলে পেছে। (তা এই যে, আমি তাকে
মিহল্লত প্রতিক্রিয়কে পূর্ণাঙ্গ আনুম করেছি।) সে বলে, আছিকে কে জীবিত করবে, যখন
তা পচেসবে থাবে? আগনি বলে দিন, ভাবে তিনিই জীবিত করবেন, যিনি প্রথমবার
হস্তি করেছেন। (প্রথম হস্তির সময় জীবনের সাথে এসব আছির কোন সম্পর্কই হিল
না এখন তো একবার একাগের মধ্যে প্রাপ সকারিত হয়ে জীবনের সাথে এক প্রকার
সম্পর্ক হাসিত হচ্ছে; কাজেই শুধুমাত্র একাগেতে প্রাপ সকার করা কঠিন কাজ নয়।)
তিনি সর্বশক্তির সুষ্ঠি সম্পর্কে সম্মত অবস্থা। (অর্থাৎ প্রথমত কোন ব্যক্তিকে সুষ্ঠি
করা অথবা সুষ্ঠি ব্যক্তে খৎস করে পুনর্বার সুষ্ঠি করা ইত্যাদি সর্ব ব্যক্তি সুষ্ঠি কৌশ-
লই তাঁর আনন্দ।) তিনি (এমন সর্বশক্তিমান যে, কঠক) সবুজ ঝুক থেকে তোমাদের
জন্য আশন উৎপাদন করেন। অঙ্গের তোমরা তা থেকে আশন করাও। (আরবে
যাকুথ ও ঈকার নামক মুরুক্ষ ঝুক হিল। একাগের সবুজ শারা পরম্পরে সংস্কৃত
করলে আশন উৎপাদন হত। হোকেরা একাগেকে আশন উৎপাদনের কালে ব্যক্তির
করত। অঙ্গের যিনি সবুজ ঝুকের পানিতে আশন উৎপাদন করেন, অন্যান্য প্রত্যেক
যাকে সকার করা যাবে অন্য কঠিন হবে কেন?) যিনি নকোমেংল ও তুমঙ্গ সুষ্ঠি
করেছেন, তিনি কি ভাদের মত আনুমকে পুনর্বার সুষ্ঠি করতে সক্ষম নন? অবশ্যই
সক্ষম। তিনি যথাপ্রত্যোগী, সর্বজ্ঞ। (তাঁর কুদরত এমন যে,) তিনি বখন কোন কিন্তু
(সুষ্ঠি) করতে ইচ্ছা করেন, তখন ভাকে কেবল বলে দেবে, 'হচ্ছে যা' তখনই তা হয়ে
যাব। (এই আশোচনা থেকে প্রাপিত হয় যে,) তিনি পথিয়া, বীর হাতে সর্বকিলুর
একত্বের প্রয়োজন এবং (একথা ব্যক্তিগত যে,) তাঁরই সিকে তোমরা (কিন্তু মতের
দিন) প্রজ্ঞাবর্ত্তিত হবে।

আমুহলিক ভাষ্যক পিছনা

—أَوْلَمْ يَرَ أَنَّا خَلَقْنَا مِنْ نُطْفَةٍ—**সুরা ইলালিম** আলোচনা
সর্বশেষ পৌঠৰি আলাত একটি বিশেষ ঘটনার প্রেক্ষাগতে অবগৃহ হয়েছে, যা কোন কোন রেওয়ারেতে উভাই ইবনে অলকের ঘটনা বলে এবং কোন কোন রেওয়ারেতে আস ইবনে ওয়ারেজের ঘটনা বলে উল্লেখ করা হয়েছে। তবে উভয়ের তরফ থেকে ঘটনাটি সংঘটিত হওয়াও অসম্ভব নয়। প্রথম রেওয়ারেতে আলাকী সোজানুজ-ইবাব এবং পিটীর রেওয়ারেতে ইবনে আলী হাতের হৃদয়ত ইবনে আলাস থেকে বর্ণনা করেছেন। ঘটনাটি এই যে, আস ইবনে ওয়ারেল যত্ন উপত্যকা থেকে একটি পুরাতন হাত খুলিয়ে তাকে রহণ করে দুর্ঘ-বিদ্রু করে রসুলুজাহ (সা)কে বলল, এই যে হাতটি দুর্ঘ-বিদ্রু অবস্থার সেখানে, আলাহ তা'আলা এবেও জীবিত করবেন কি? রসুলুজাহ (সা) করমে, হাঁ, আলাহ তা'আলা মুক্তিযোক যত্ন সরবেন, পুনরাবৃত্তি করবেন এবং আবাসায়ে প্রাপ্তি করবেন।—(ইবনে কাসিফ)

—فَرِي لَنَا مِنْ

প্রাপ্তি— অর্থাৎ নিম্নলিখিত বীর থেকে হস্ত এ মানুষ আলাহুর কুন্তত

অবীকার করে কেবল খোজাখুজি ধাকবিত্তোর জন্য হয়েছে :

—فَرِي لَنَا مِنْ

আস ইবনে ওয়ারেল পুরাতন হাতকে রহণ দুর্ঘ-বিদ্রু করে এর পুনরাবৃত্তি অসম্ভব মন করেছিল। এখানে মুক্তি (সুস্থিত বর্ণনা) বলে এ ঘটনাই পুরাতন হয়েছে। এইগুলি যত্ন হয়েছে :

—وَنِسْيٍ خَلْقَ

অর্থাৎ এ সুস্থিত বর্ণনা করার সময় সে নিজের হাস্তিত্ব হুজে পেল যে, নিম্নলিখিত, মাপাক ও নিষ্পুণ একটি শুল্ক বিস্তৃতে প্রাপ্তস্থান করে তাকে সৃষ্টি করা হয়েছে। যদি সে এই যুজ তত্ত্ব বিস্মিত না হত, তবে এরপ সুস্থিত উপরিত করে আলাহুর কুন্ততকে অবীকার করার ধৃষ্টতা প্রদর্শন করতে পারত না।

—جَعَلَ لَكُمْ مِنَ الشَّجَرِ أَخْضَرَ رَا

আলবে আরব ও ইকার নামক দুই ধরনের বৃক্ষ হিল। আরবরা এই দুই প্রকারের দুটি শাখা হিসওয়াকের পরিমাণে কেটে নিল। অঙ্গর সম্পূর্ণ তাজা ও রস ভর্তি শাখাসহকে পরম্পর ঘরে আনে আলাত। আলাতে এসিকেই ইলিত করা হয়েছে।—(কুরআনী)

এ হাত্তা আলাতের বর্ষ এও হতে পারে যে, প্রক্ষেপক বৃক্ষ কুন্ততে সবুজ ও সতেজ ধাকার পর পরিশেষে শুরিয়ে আঙ্গের ইচ্ছন হয়ে আস। কোরআন ধাকের

নিষ্ঠাক আরাতের অর্থও তাই :

أَفَرَا يَهْمُ الدَّارِ الَّتِي تُورُونَهُ أَنْتُمْ أَنْهَا تُمْ شَجَرَ كَهَّا أَمْ نَعْنَى الْمُنْشَكُونَ

অর্থাৎ তোমরা কি মে আগনের প্রতি লুক্য কর না, যাকে তোমরা প্রস্তুত করে কাজে লাগাও ? বে হ্যাক এই আগনের স্ফুলিল হয়, সোটি কি তোমরা সৃষ্টি করেছ, না আবি ?

তিনি আরোচা আরাতে **شَجَر** (স্ফুল) দিলেখপ উরেখ ধাকাক বাণিক অর্থ দে বিশেষ ব্রহ্মই হবে যা থেকে স্ফুলতা সরেও আগন বির্গত হব।

— **أَنْهَا أَمْرَةٌ إِذَا رَأَدْ شَهِنَّا أَنْ يَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ** — আরাতের

উদ্দেশ্য এই যে, আনুব কোম কিন্তু তৈরি করতে চাইলে প্রথমে উপকরণ সংগ্ৰহ করে, অঙ্গসর কারিগৰ তাকে, অঙ্গসর দেল বিশুকাল কাজ কৰ্ত্তাৰ পৰি বাস্তিত ইতিতি তৈরি হয়। কিন্তু আলাহ, তা'আলা বধন কোন কিন্তু সৃষ্টি করতে ইচ্ছা কৰেন, তখন অঙ্গসর সাত-গাঁচের প্রয়োজন হয় না। তিনি বধন হে বৃক্ষ সৃষ্টি করতে চান, তখন সে বৃক্ষকে কেবল আদেশ দেওয়াই যাবেন্ট হয়। তিনি হে বৃক্ষকে 'হয়ে যা' বলেন, তা' ভাঙ্কণ্ড হয়ে আস। এতে জুড়ী হয় না বৈ, প্রত্যোক বৃক্ষই ভাঙ্কণ্ডিকভাবে সৃজিত হব, বৰং প্রত্যোক রহস্যের অধীনে যে বৃক্ষ ভাঙ্কণ্ডিকভাবে সৃজিত হয়, তা ভাঙ্কণ্ডিকভাবেই সৃজিত হয়। পক্ষান্তরে বৈ, বৃক্ষ পর্যায়ক্রমিক সৃষ্টি কোন রহস্যের তিতিতে উপস্থুত বিবেচিত হয়, তাকে পর্যায়ক্রমেই সৃষ্টি কৰা হয়। এমতোবৃক্ষ প্রথমেই পর্যায়ক্রমিক সৃষ্টির আদেশ আবি কৰা হয় অথবা প্রত্যক্ষ পর্যায়ে আলাদাভাবে **কুন** (যুক্ত যা) আদেশ আবি কৰা হয়।

وَإِنَّ اللَّهَ سَبَعَانَةٌ وَتَعَالَى أَعْلَمُ

سُورَةُ الْمُصْفَّةِ

সূরা আকাশ

মঙ্গল অবগুর্ব, ৩৮২ আয়ত, ৫ কৃত্ৰি

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

وَالْعَصْفَتْ صَفَا ۝ قَالَثُجُرُّتْ رَجْرَا ۝ فَالشَّلِيلَتْ ذَكْرًا ۝ إِنَّ الْوَكْمَ
 لَوَأِيدَّ ۝ رَبُّ التَّمَوُتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُما وَرَبُّ الْمَسَارِقِ ۝ إِنَّا زَيْنَاهَا
 السَّمَاءَ الدُّنْيَا ۝ يَرْبِيْنَاهَا الْكَوَافِرَ ۝ وَجَفَّطَاهَا مِنْ كُلِّ شَيْطَنٍ مَّا كَرِبَ ۝
 لَا يَسْمَعُونَ إِلَى الْهَلَاكَ الأَغْلَى وَيَقْدَنَفُونَ مِنْ كُلِّ جَانِبٍ ۝ دَحْوَرَا ۝
 وَلَهُمْ عَذَابٌ قَوْاصِبَ ۝ لَا مَنْ خَطَّفَهُمْ فَاتَّبَعَهُ شَهَابَ ۝ تَنَاقِبَ ۝

পূর্ব পাতাগুড়ের ও দক্ষীণ দ্বারা আজাহ জালান নামে শুন।

(১) অগুর তোমের যারো সারিবক হৱে দীড়ানো, (২) অগুর দ্বিক্রিয়ে ভৌতি প্রদর্শনকারীদের, (৩) অগুর সুখস্থ আবৃত্তিকারীদের—(৪) বিশ্চর তোমের যাঁবুদ এক। (৫) তিনি আসমানসমূহ, বহুন ও এতদুভয়ের অধ্যবতী সবকিছুর পালনকর্তা এবং পালনকর্তা উদয়াচালসমূহের। (৬) বিশ্চর আবি বিকটবতী আকাশকে আজাহ-জাতিয় রাখা সুবেদীত করেছি (৭) এবং তাকে সুবেদীত করেছি প্রত্যেক অবাধ প্রত্যাম দেখে। (৮) কারা উৎস' কর্তৃতে কেন্দ্রিক্ত প্রথম কর্তৃতে পারে আ এবং তার সিদ্ধান্তক কাদের প্রতি উৎস' লিঙ্গের করা হব। (৯) তামেরকে বিভাজনের উদ্দেশ্য। আসেরা জন্ম করেছে বিভাজনীন সাম্পত্তি। (১০) তবে কেউ হৈ যেরে কিছু অনে ফেজেনে দলত পুরুষপিণ্ড কার গঠাকাবন করে।

তৃতীয়ের সার-সংজ্ঞেগ

(মগধ সে ফেরেশতাদের, যারা) ইরামত (অথবা আজাহের আদেশ প্রথম করার সময়) সারিবক হৱে দীড়াক, (এ সুরায় সরে উলিপিত

আঘাতখানি এ ব্যাখ্যার প্রয়োগ।) অঙ্গর (পথ) সে কেরেশভাদের, আরা (কলত উক্তকাপিশের যাধ্যমে আকাশ থেকে সংবাদ সংপ্রদকারী শয়তানদের পথে) প্রতিরোধ সৃষ্টি করে। (এ ব্যাখ্যার প্রয়োগও এ সুরাতেই সচর উল্লিখিত হবে।) অঙ্গর (পথ) সে কেরেশভাদের, আরা ধিকর (অর্থাৎ আঘাতের অবিজ্ঞতা ও মহিমা) তেলাওয়াত করে। যেমন, এ সুরারই বলা হবে **وَأَنَا لِنَفْسِي مُسْبِطُون** মোটকথা এসব পথের পর বলা হয়েছে— তাদের (সত্ত্বকার) মানুদ এক। (তাঁর একান্তের প্রয়োগ এই যে) তিনি আসবানসমূহ ও বয়োসুর পাতনকর্তা (অর্থাৎ একান্তের যাজিক ও অধিকর্তা) এবং পাতনকর্তা (নক্ষত্রাজির) উদয়াচরসমূহের। আমিই সুপোত্তি করেছি নিকটশুম আকাশকে এক (অভিনব শোভায় অর্থাৎ) তারকারাজির যাধ্যমে এবং (এসব ভাসকা আরাই আকাশের অর্থাৎ তার সংবাদাদির) সংরক্ষণ করেছি প্রত্যক্ষ অবাধ্য শক্তান্ব থেকে। (এত প্রত্যক্ষ পরে বিপিত হয়েছে। হিকায়তের এ ব্যক্তিকের কারণে) শক্তান্বরা উৎস অগতের (অর্থাৎ কেরেশভাদের) কোন কথা স্ফুরণে পারে না। (অর্থাৎ যার খাওয়ার করে অধিকাংশ সবুজ আরা দূরে দুরেই থাকে। দৈবাং কখনও কোন সময় সংবাদ শোভার চেল্টা করলেও) তাদেরকে চারদিক থেকে (অর্থাৎ যেদিকেই সে শয়তান হাত, যার দিকে ঠেজে দেওয়া হচ্ছে।) তাদের এই শক্তি ও কাঙ্গালা হল ভাস্কুলিক।) আর (পরবর্তে) তাদের অন্য রয়েছে (আহামায়ের) বিদ্রামহীন আঘাত। (সারকথা, আকাশের কোন সংবাদ শোনার পূর্বেই তাদের পিঠিয়ে তাড়িয়ে দেওয়া হচ্ছে। আরা শোনার বিলক্ষণ প্রচেল্টা চাকার মাঝে।) তবে যে শয়তান কিছু সংবাদ হোঁ সেরে নিজে পালাই, একটি কলত উক্তকাপিশ তার পশ্চাক্ষরে করে। সে ক্ষেত্রে—পৃষ্ঠে ছাই হয়ে যাব। কফে সে সংবাদ অপেরের কাছে দৌড়াতে পারে না। এসব ব্যবহারগত ও কর্মকাণ্ডেই তওধীদের মলীল।

আনুমানিক আঘাত বিবরণ

সুরার বিবরণত্ব : এ^৩সুরাটি যত্নায় অবগুর্ণ। যত্নায় অবগুর্ণ অন্যান্য সুরার অন্ত এর যৌগিক বিবরণত্বও ইচ্ছান্ত। এতে তওধীদ, রিসালত ও আধিবাস্তব বিশ্বাসসমূহ বিভিন্ন পদ্ধতির প্রয়োগ করা হয়েছে। প্রসঙ্গস্থিতে শুল্করিকদের প্রাত অবস্থান-সমূহেরও ধ্বনি করা হয়েছে। এতে আঘাত ও আহামায়ের অবস্থাসমূহের চিহ্নসমূহ হয়েছে। পরগতব্রহ্মগের সাঁওয়াতের অতর্জু তৎ বিশ্বাসসমূহ প্রয়োগ করা এবং কান্দকুরদের সঙ্গে ও আপত্তি নিরসনের পর অনুভূত আরা এসব বিশ্বাসকে সত্ত্ব বলে ধীকার করেছে, তাদের সাথে আঘাত তা'আরা কি আচরণ করেছেন এবং আরা অবীকার ও শিয়রকের পথ অবগতন করেছে, তাদের পরিণতি কি হয়েছে সেসব বিবর বিবৃত করা হয়েছে। এ প্রসঙ্গে ইষরত নৃহ (আ), ইষরত ইব্রাহীম (আ) ও তাঁদের পুত্রগণ, ইষরত মুসা (আ) ও হারুন(আ), ইষরত ইগিরাস (আ), ইষরত লুত (আ) ও ইষরত ইউনুস (আ)-এর ঘটনাবলী কোথাও সংকেতে এবং কোথাও বিভাগিত উল্লেখ করা হয়েছে।

মহার শুশ্রিকরা ফেরেশতাগপেকে ‘আলাহ’র কন্যা’ বলে অভিহিত করত। কাজেই, এ সুরার উপরবর্তীরে বিলাসভাবে এ বিশ্বাসের অনুন করা হয়েছে। সুরার সামাজিক বর্ণনাভূমি থেকে বোধা দার যে, এটে বিশ্বেরভাবে ফেরেশতাগপেকে আলাহ’র কন্যা’ সংবিধি করা সংজ্ঞাপ্ত বিশেষ বিষয়ের অনুন করাই গুরু। এ কাজাপেই সুরাটি ফেরেশতাগপের শপথ এবং তাদের আনুগত্যার উপাদানী উল্লেখ করে করু করা হয়েছে।

প্রথম অনুভাব : সুরাটি ভওহীদ শথা একচ্ছবাদ সংজ্ঞাপ্ত বিশ্বাসের বর্ণনার আধীনে করু করা হয়েছে এবং প্রথম চার আলাতে সৃষ্টি উদ্দেশ্য হল একধা বর্ণনা করায়ে। **أَنِّي لِلْهُمَّ لِوَاحِدٍ** (অর্থাৎ নিশ্চিন্তাই তোমাদের ঘৰুদ একজন।) কিন্তু বর্ণনার আগে তিনটি বিষয়ের শপথ করা হয়েছে। এসব শপথের নির্ভেজাজ ধার্মিক অনুভাব এই : শপথ সারিবক হয়ে দৌড়ানোদের, অঙ্গপত্র শপথ প্রতিরোধকারীদের, অঙ্গপত্র শপথ কোরআন তিলাওয়াতকারীদের। কিন্তু এ তিনি শক্তার জোক কোরা ? কোরআনে ভার সুল্পাট কোন বর্ণনা নেই। কজে এবং শক্তীরে বিডিয় রূক্য উকি করব হয়েছে। **কেউ কেউ বুঝেন :** এখনে আলাহ’র পথে লিহাদকারী পাঞ্জীদেরকে বোধানো হয়েছে, বারা যিখ্যা শক্তির বিকল্প বাধার আঠীর সীড়ি করায় অন্য সারিবক হয়ে দৌড়াব এবং সারিবক হওয়ার সময় বিকর শথা ভসবীহ ও কোরআন তিলাওয়াতে অশঙ্খ থাকে।

কেউ কেউ বুঝেন : আলাতে সেসব মাঝারীকে বোধানো হয়েছে, যারা মসজিদে সারিবক হয়ে পরতানো চিহ্ন-ভাবনা ও কাছকর্মের প্রতি বাধা আন্দোগ করে এবং নিজেদের সমষ্টি খ্যান-ধ্যানপাকে বিকর ও তিলাওয়াতে বিবক করে দেয়।—(শক্তীরে কবীর ও কুরুক্ষুবী) একজ্যাতীয় কোরআনের ভাবান্ন সাথে তেমন সামঞ্জস্যীয় নয়, এ ধরনের আরও কিছু শক্তীর বণিত রয়েছে।

কিন্তু অধিকাংশ শক্তীরবিদের মতে বীকৃত শক্তীর এই যে, আলাতে ফেরেশতাগপের বোধানো হয়েছে এবং তাদের তিনটি বিশেষণ উল্লেখ করা হয়েছে।

প্রথম বিশেষণ হচ্ছে **أَلْسَانٌ تَصْفِي—এটি ফ্লু শব্দ থেকে উত্তৃত।** এর অর্থ কোন অনসম্ভিটকে এক রেখার সমিত্বাপিত করা।—(কুরুক্ষুবী) কাজেই আলাতের অর্থ হবে সারিবক হয়ে দৌড়ানো ব্যক্তিবর্গ।

এ সুরারই একগ্রেও ফেরেশতাগপের সারিবক হওয়ার বিষয় উল্লিখিত হয়েছে। ফেরেশতাগপের উকি বর্ণনা করে বলা হয়েছে—**وَإِنِّي لِنَعْنَعُ الصَّانِونَ**—অর্থাৎ নিঃসন্দেহে আমরা সারিবক হয়ে দাঢ়িয়ে থাকি। এটা কথন হল ? এ অবের জওহারী শক্তীরবিদ হ্যুগ্রাম ইবনে আবুস (রা), হাসান বসরো (র) ও কাউন্দুসার (রা) অনুব-

বলেন যে, কেরেশ্বরাগণ সদাসর্বজ্ঞ শুন্যমার্পে সাত্ত্বিক হয়ে আজ্ঞাহৃত আদেশের অন্তর্ভুক্ত উৎকর্ষ থাকে। যখনই কোন আদেশ হয়, তখনই তা কার্য পরিপন্থ করে।—(মাঝহারী) কারণও কারণ যতে এটা কেবল ইবাদতের সময়ই হয়। অর্থাৎ কেরেশ্বরাগণ যখন ইবাদত, হিকর ও তসবীহে যথগত হয়, তখনই সারিবক হয়।—(তৎসীরে কর্মীর)

শুন্যমা নিরূপ : আরোচা আরোচ থেকে জানা গেল যে, এর্যে প্রভোক কাজে নিরূপ ও শুণ্যমা ও উত্তম রৌপ্তি-নৌতির প্রতি বক্ষ্য রাখা কাম্য এবং আজ্ঞাহৃত তা'আজান পছন্দনীয়। বলা বাহ্য, আজ্ঞাহৃত তা'আজার ইবাদত হোক কিংবা তাঁর আদেশ পালন হোক, উত্তর কর্ত আরিবক ইওয়ার পরিবর্তে এজামেজোভাবে একান্ত হৈরেত কেরেশ্বরাগণ সম্মান করতে পারিত, কিন্ত এহেন বিশুণ্যমার পরিবর্তে তাদেরকে সারিবক ইওয়ার তওফীক দেওয়া হয়েছে। আজ্ঞাতে তাদের উত্তম শুণ্যমার মধ্যে সর্বাধো এ প্রতি উত্তোল করে থাক করা হয়েছে যে, আদেশ এ অবস্থা আজ্ঞাহৃত তা'আজার দ্বারই পছন্দনীয়।

যাতাবে সারিবক ইওয়ার কাজ : ক্ষতি মানবজাতিকেও ইবাদতের সময় স্থানিক ইওয়ার প্রতি উৎসাহিত করা হয়েছে এবং উৎসাহিত জোর দেওয়া হয়েছে। হয়রত আবের ইবনে সামুয়াহ বর্ণনা করেন যে, একদিন রুসুলুজাহ (সা) আবাদেরকে বলেন : তোমরা (নামাযে) সারিবক ইও নাকেন, যেখন কেরেশ্বরাগণ তাদের পালন-কর্তার সামনে সারিবক হয়? সাহাবারে কিয়াম জিজেস করলেন ; কেরেশ্বরাগণ তাদের পালনকর্তার সামনে বিজ্ঞাবে সারিবক হয়? তিনি ইওয়াব দিলেন : তারা কাতার পূর্ণ করে এবং কাতারে পা দেবে দাঁড়ার (অর্থাৎ মাঝাবে আহসা আরি রাখে না)।—(তৎসীরে মাঝহারী)

নামাযের কাতার পূর্ণ করা ও সোজা রাখার উপর হোর দিয়ে এক অতিরিক্ত হালীম বশিত হয়েছে যে, সেগুলো একে সংগ্রহ করলে একটি পূর্ণ পুত্তিকা বৃচ্ছিত হতে পারে। হয়রত আবু মসউদ বদরী (রা) বলেন : রুসুমে করীয় (সা) নামাযে আবাদের কাঁধে হাত জাগিয়ে বলতেন : সোজা হয়ে থাক, আসেপিহে থেকো না। নতুবা তোমাদের অভরে অনেকবা আধাচাড়া দিয়ে উঠবে।—(মুসলিম, মাঝহারী।)

কেরেশ্বরাগণের বিজ্ঞাবে জ্ঞান কর্তৃত হয়েছে। এটা প্রতি থেকে উৎগম। অর্থ প্রতিরোধ করা, ধর্মক দেওয়া, অভিলাপ দেওয়া। হয়রত বান্ডী (র) এর অনুবাদ করেছেন ৩১৫ (প্রতিরোধকারী)। কলে এ প্রতিবেদনে সবগুলো সংজ্ঞা অর্থ এর অভিজ্ঞতা হয়ে পেছে। কেরেশ্বরাগণ কিসের প্রতি-রোধ করে? কেরজান পাকের পূর্বাপর বর্ণনার প্রেক্ষিতে প্রাচিকাঁধ তৎসীরবিদ এর ইওয়াবে বলেন যে, এখানে কেরেশ্বরাগণের সে কর্মকাণ্ড বোকানো হয়েছে, যার মাধ্যমে

তারা শরতানন্দেরকে উৎব জগতে পৌছতে আশা দিন করে। কোরআন পাকে এ সম্বিলিত বিশদ আলোচনা পরে উল্লিখিত হবে।

৩৩: **سُورَةُ الْمُنْذِرِ**—আর্থ কেরেশতাগণ “বিকর”—এর তিলাওয়াত করে। বিকরের মর্মার্থ উপদেশ বাক্তব্য হচ্ছে এবং আলাহুর স্মরণও হচ্ছে। প্রথমোক্ত অর্থ অনুমানী উদ্দেশ্য এই যে, আলাহু তা'আলা এশী প্রস্তুত্যুহের অধৃতে যেসব উপদেশ বাক্য মালিল করেছেন, তাৰা সেগুলো তিলাওয়াত করো। এ তিলাওয়াত পুরুষ অর্জন ও ইবাদত হিসাবেও হচ্ছে পারে অথবা তাহী বহনকারী কেরেশতাগণের প্রত্যন্তবৃন্দপের সামনে উপস্থেপূর্ণ আলাহু অদত ইহ তিলাওয়াতের মাধ্যমে যে প্রত্যন্ত পৌছান, তাতো রোবানো হোতে পারে। পক্ষারে “বিকর”—এর অর্থ আলাহুর স্মরণসেতুর হচ্ছে উদ্দেশ্য হবে এই যে, তাৰা বেসব বাক্য পাঠে রূপ ধাকে, সেগুলো আলাহুর পরিষেবা ও অধিয়া তাপন করে।

কোরআন পাক এখানে কেরেশতাগণের উল্লিখিত তিনটি বিশেষণ বর্ণনা করে আনুসত্ত্ব ও সামগ্রের সব কঠি ও গুণই সজিবেশিত করে দিয়েছে। অর্থাৎ ইবাদতের অন্য সারিবদ্ধ হয়ে থাকা, আলাহুর অবাধ্যতা থেকে শরতাননী শক্তিসমূহকে প্রতিভাব করা এবং আলাহুর বিধানাবলী ও উপদেশাবলী নিজে পাঠ করা ও অপরের কাছে পৌছানো। বক্তা আহলা, দাসবৃন্দ কোন কর্তব্য ও তিনটি শাখার বাইরে থাকতে পারে না: অতএব উল্লিখিত তা'আলা—আলাতের মর্মার্থ নোড়াও এই যে, যে সব কেরেশতা সামগ্রের শাব্দীর অধৃত অধিকারী ভাসের শপথ—একজনই জোরাদের সত্ত্ব মাঝেন্দু।

কেরেশতাগণের অন্য কর্মার কর্মণ : এ সুরার বিশেষভাবে কেরেশতাগণের শপথ করার কারণ এই যে, পূর্বেও বলা হয়েছে এ সুরার মূল আলোচ্য বিষয় হচ্ছে বিশেষ এক প্রকার শিরক ধর্ম করা। সে বিশেষ শিরক এই যে, মকার কাফিররা কেরেশতাগণকে আলাহুর কন্যা বলে অভিহিত করত। সেয়েতে সুরার শুরুতেই কেরেশতাগণের শপথ করে তাদের এমন উপাদানী উৎসেখ করা হয়েছে, যা থেকে তাদের পরিপূর্ণ দাসবৃন্দ প্রকাশ পায়। উদেলা এই যে, কেরেশতাগণের এসব দাসবৃন্দ পুরুষী সামৰ্কে চিন্তা করলে তোমরা ঘড়স্কৃত্যাবে বোবাতে সক্ষম হবে যে, আলাহু তা'আলার সামে তাদের সম্মর্জন পিত্তা ও কন্যার নয়, বরং তাদের স্থৰ্য দাস ও শত্রুর সম্পর্ক বিদ্যমান রয়েছে।

আলাহু তা'আলার নামে শপথ : কোরআন পাকে আলাহু তা'আলা ঈস্তন ও বিলাস সম্বিলিত মৌলিক বিবরের উপর ঝোর দেওয়ার অন্য বিভিন্ন ধরনের শপথ কর্মেছেন। কথনও আগন সত্ত্বার এবং কথনও বিশেষ বিশেষ সৃষ্টি বস্তুর শপথ করা হয়েছে। এ সম্পর্কে যেহে প্রথম দেখা দিতে পারে বিধায় কোরআন পাকের তফসীলে এটি একটি অন্তর্বৰ্ত ও মৌলিক আলোচ্য বিষয়ে পরিপন্থ হচ্ছে। হচ্ছে ইবাদে বাইজোম (র) এ সম্পর্কে “আতিবইয়ান কী আকসামিজ কোরআন” নামে একটি

ক্ষতি প্রাপ্ত হচ্ছেন। আজারা সুবৃত্তি (র) উস্তুর তৃকসৌর সম্বিত ইত্কান' প্রবেশের ৬৭তম অধ্যায়ে এ বিষয়বস্তু সম্পর্কে বিজ্ঞারিত আজারানা করেছেন। এখানে তার কিছু অক্ষরী অংশ উন্নত করা হচ্ছে।

প্রথম প্রয় : আজাহ তাঁআজার শপথ করার ফলে প্রথ আগে যে, তিনি তো পরম অবকাঠ ও অনুভাগেকী। কাউকে আবশ্য করার জন্য শপথ করার তীব্র ক্ষমতাজন্ম।

‘ইত্কামিন্ন আবুল কাসেম কুশারবী (র) থেকে এ প্রবেশ অওয়াবে বাস্তিত রয়েছে যে, বিজ্ঞানেহে আজাহ তাঁআজার জন্য শপথ করার কোনই প্রয়োজন ছিল না, কিন্তু মানুষের প্রতি তাঁর অগ্রাহ্য হৈব ও কর্তৃপক্ষ তাঁকে শপথ করতে উদ্ধৃত করেছে, যাতে তারা কোন মা কোন উপার্য সত্ত্ব বিষয় ক্ষমতা করে নেব এবং আজাহ থেকে অবাবতি পার। অনেক অন্ধবাসী رَزِقْكُمْ وَمَا تُوْدُونَ - فَوَرَبِ الْحَمَاءِ وَلِيَ وَرَبِّي أَنَّ لَكُمْ

— وَلَأُرْثُكُمْ أَنَّ لَكُمْ — আবশ্য শব্দে বজাতে আসল ; আজাহৰ মত অহান সভাকে কে অস্তুল্পন্ত করল এবং কে তাঁকে শপথ করতে বাধ্য করল ?

সারুক্ষা, মানুষের প্রতি হৈব ও কর্তৃপক্ষ শপথ করার কারণ। সাংসারিক বিজ্ঞান-বিজ্ঞান মীমাংসা করার সুবিদিত পক্ষ বেশন মাদ্বিল উপরে সাক্ষাৎ প্রমাণ দেশ করা এবং সাক্ষাৎ প্রমাণ না থাকলে শপথ করা, তেমনি আজাহ তাঁআজা মানুষের এই পরিচিত পক্ষাই বিজেও অবশ্যন করেছেন। তিনি কোথাও তু শহীদ শব্দের মাধ্যমে বিষয়বস্তুকে জোরাদার করেছেন—বেশন, وَلَأُرْثُكُمْ أَنَّ لَكُمْ شَهَدَ اللَّهُ أَنْ شَهَدَ شَهَدَ এবং কোথাও

শপথ মাকের আরা এ কাজ করেছেন। বেশন، قُلْ إِنَّمَا

বিভীর প্রয় : সাধারণত শপথ করা হয় নিজের চেয়ে উচ্চম সভার। কিন্তু আজাহ তাঁআজা আপন সৃষ্টি বলুর শপথ করেছেন, যা আজাহ অপেক্ষা উচ্চম তো নহই, বরং সর্বপুরুষ দিয়েই অধ্যে।

উচ্চর এই যে, আজাহ তাঁআজা অপেক্ষা বড় কোন সত্তা যথন নেই এবং হতেও পারে না, তখন আজাহ তাঁআজার শপথ যে সাধারণ সৃষ্টির শপথের অত হতে পারে না, তা বলাই বাবল্য। তাই আজাহ তাঁআজা কোথাও আপন সভার শপথ করেছেন বেশন، أَنِّي وَرَبِّي أَنَّ এ ধরনের শপথ কোরআন পাকে সাড়ে জাহাঙ্গীর বণিত হচ্ছে—

وَالْمَاءُ—
কোন্তাকে আপন কর্ম, পানবলী এবং কৌশলভাবের শগথ করেছেন, যেনন—
—وَمَا بَنَاهَا وَأَلْرَضَ وَمَا طَعَاهَا وَنَفَسٍ وَمَا سَوَّاهَا—
এবং অধিকাখণ করে
সৃষ্টিদুর্গের শগথ কর্তৃ হয়েছে। কারণ, সৃষ্টিদুর্গ অধ্যাত্মজানের মাধ্যম বিধায় পরিপূর্ণ
আলাহুর সত্তা থেকে পৃথক নহ।—(ইবনে কাইয়োব)

শাব্দে আবে কল্যাণবহুমূল হওয়ার কারণে কোন কোন বক্তৃর শপথ করা হয়—
বেহন, وَالْتَّيْنِ وَالرِّبْعَتِينِ, কোন কোন ক্ষেত্রে কোন সৃষ্টি বক্তৃর শপথ করা হয়।
এভন্য বে, সে বক্তৃর সৃষ্টি আছাই, তা'আজার মহান কুসরতের পরিচারক এবং বিদ্য-
চল্লিটার পরিচয় জাতের উরুহপূর্ণ উপায় হবে থাকে। তবে সাধারণত যে বক্তৃর শপথ
করা হয়, তা'র কিছু না কিছু প্রত্যাব সে বিবরণিত প্রামাণে অবশাই থাকে, যার জন্য
শপথ করা হয়। প্রত্যিটি শপথের ক্ষেত্রে চিহ্ন করলে এই প্রত্যাব সম্পর্কে অবগত
হওয়া যাব।

তৃতীয় অংশ : সাধীরণ মানবের জন্য পরীক্ষারের প্রসিদ্ধ বিধান এই যে, আজাহ
বাচ্চীট কারও পথ করা বৈধ নয়। আজাহ, তা'আজা ষে সুষ্টুপদের পথ করেছেন,
তা' কি ও বিবরের প্রমাণ নয় যে, আন্দের জন্যও পাইকাজাহুর পথ করা বৈধ ? এ
গ্রন্থের উওয়াবে হয়রত হাসান বসরী বলেন :—

۱۰۷- ان الله يقسم بما شاء من خلقه وليس لاحد ان يقسم الا بالله
আজ্ঞাক আজ্ঞাক সৃষ্টি বেকোন হতের পথখ করার অধিকার দাখেন, কিন্তু
অন্য কাহও জন্য আজ্ঞাদ বাস্তোচ্ছুব বিহুর পথখ করা দেখে মন।—(আমজানো)

উদ্দেশ্য এই যে, মানুষ হিসি নিজেকে আরাহু তা'আলার অনুরূপ মনে করে, তবে তা'রিতাস্তাই শাহ ও বাতিল হবে। শরীরত মাধ্যমের অন্য পারমাণবিক
শপথ নিষিদ্ধ করেছে। সুতরাং আরাহু তা'আলার বাতিলত কাজকে এর বিপক্ষে
প্রয়োগস্থানে উপরিত করা বাতিল।

এখন উল্লিখিত আস্তাসমূহের তৎসৌর অঙ্গ করুন।

প্রথম ঠার আয়াতে কেরেলভাগণের শপথ করে বলা হয়েছে যে, তোমাদের
সত্য আবৃত এক আরাহু। শপথের সাথে সাথে উল্লিখিত কেরেলভাগণের শুণাবজী
সম্বর্কে সামান্য চিন্তা করলে ঘনিষ্ঠ এন্ডো শুওহাইসেরাই দলীয় বলে মনে হব, কিন্তু
পরবর্তী ছবি আয়াতে আলামোকাবি শুওহাইসের দলীয় বর্ণনা করা হয়েছে। ইরশাদ
হয়েছে।

رَبُّ الْمَسَادَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بِنَفْهُمَا وَرَبُّ الْمَهَارَاتِ— তিনি
পারমাণবিক আস্তাসমূহের, অবসরের ব্যবহার অধিকারী, আবতীর প্রস্তরবন্দন
এবং তিনি পারমাণবিক উদয়াচলসমূহের। অভিযবহ হে সত্তা আলতে মহাসুন্দিতের দলাও
পারমাণবিক, ইবাদতের মেলাও প্রতিনিধি হচ্ছেন। সর্বশ সৃষ্টিকে তাঁর অভিক ও একাত্মে
দলীয়। এখানে শব্দটি **مَهَارَات**-শব্দটি-শব্দটি-শব্দটি-এর বহুবচন। সুর বহুবচন অভিসিন এক
নতুন জারপা থেকে উদ্বিদ হবে। তাই উদয়াচল অনেক। এ কারণেই এখানে বহুবচন
পদবাচ্য হয়েছে।

إِنَّا زَبَّنَا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِزَبَّنَةِ الْكَوَاكِبِ— এখানে অর্থ
পৃথিবীর বিকল্পতম আকাশ। উদ্দেশ্য এই যে, আমি পৃথিবীর বিকল্পতম আকাশকে
তারকারাজি বায়া সুশোভিত করেছি। এখন এটা অবস্থা নয় যে, তারকারাজি আকাশ-
পাত্রেই অবস্থিত হবে, বরং আকাশ থেকে পৃথিবী হচ্ছে পৃথিবী থেকে দেখছে আকাশেই
অবস্থিত মনে হবে। তারকারাজির কারণে গোটা আকাশ বায়াজি করতে থাকে। এখানে
কেবল এন্ট্রুক বলাই উদ্দেশ্য যে, এই তারকা প্রোভিত আকাশ এ বিশ্বের সাক্ষা দেয়ে
যে, এন্ডো আগনা-আগনি অবিহ শাত করেনি, বরং একজন দল্লা এন্ডোকে সৃষ্টি
করেছেন। যে সত্তা এসব মহান দ্বন্দ্বে অভিক দান করতে সক্ষম তাঁর কোন শরীরক
বা অংশীদারের প্রয়োজন নেই। এ ছাড়া মুশরিকদের কাছেও একধা শীক্ষণ যে,
সমগ্র সৌরজগতের দলটাই আরাহু তা'আলা। অভিযবহ আরাহুকে দলটা ও যাদিক
জনেও অনের ইবাদত করা সত্য সত্যই মহা অবিতার ও ঝুঁতু।

কোরআন পাকের দৃষ্টিকোণে তারকারাজি আকাশপাত্রে পীথা, মা আকাশ থেকে
আলাদা; তাহাতা সৌর বিভানের সাথে কোরআনের সম্বর্ক কি?—এই কালোচ্য বিষয়ে
সম্পর্কে 'কৃষ্ণ-হিজরে' বিভাগিত আলোচনা হবে সেহে।

شہاب ثاقب کے حفظاً میں کل پھٹانی مارڈ
آڑاڈس میں ہے شہاب و سارے آڑاڈاں
کوئی نہیں کہا جاتا اور کوئی نہیں میں
کہا جاتا اور کوئی نہیں میں

ଉଲ୍କାଳିତେ କିମ୍ବା ବିବରଣ୍ୟ ଶୂନ୍ୟ ହିଁଲେ ଉପାଦିତ ହରେହୀ ଉତ୍ସୁତ ଏଥାନେ ଏତ-
କୁଟୁଁ ଥିଲେ ମେତୋର ଜଗାଜାନ ହେ, ଆଚୀନ ପ୍ରାକ୍ ମାର୍ଗନିବିବଦେର ଯାତ୍ରେ ଉଲ୍କାଳିତ ପ୍ରକୃତପକ୍ଷେ
କୁ-ଡାଖେ ଉଥପର ଏକ ବ୍ରକାର ଉପାଦାନ, ଯା ବାସେର ସାଥେ ଉପରେ ଉପାଦିତ ହେ ଏବଂ ଅଞ୍ଚି-
ତପକ୍ଷରେ ବିବତେ ଦୈତ୍ୟ ବିଲ୍ଲକାରିତ ହରେ ଯାଇବ କିମ୍ବା କୋରାଜାନ ପାକରି ବାଧୀକ ଭାବୀ
ଥିଲେ କୁଟୁଁରାନ ହେ ଯେ, ଉଲ୍କାଳିତ କୁ-ଡାଖେ ଉଥପର କୋମ ଉପାଦାନ ମର୍ଯ୍ୟାଦାକୁଟିର୍-
ଅନ୍ତରେ ଏହାଙ୍କୁଟିଲେ ହେବ ଏଥାମେ ଆଚୀନ କୁଟୁଁରାବିଦିନପଥେର ବକ୍ତବ୍ୟ ହିଁଲେ ଏହି କେବୁଲ୍କା-
ଶିଥୁ ଅନ୍ତରେ ଘ୍ରାଵ ମାର୍ଗନିବଦେର ଧୀରପା ନିହବ ଅନୁମାନ ଓ ଆପାଜେର ଉପର ନିର୍ଭରୀଳ ।
କାହେହି ଏହି ଡିଜିଟ୍ କୋରାଜାନେର ବିବତେ କୋମ ଆପଣି ଉପାଗମି କରି ଥାରୀ ନାହିଁ
ଏହାଠା କୁ-ଡାଖେ ଉଥପର କୋନ ଉପାଦାନ ଉପରେ ଦୈତ୍ୟ ବିଲ୍ଲକାରିତ ହେବ ପେରେ ତା
କୋରାଜାନେର ପରିପାତୀ ନାହିଁ ।

ଆଧୁନିକ ବିଜ୍ଞାନେର ଏହି ଗବେଷଣା କୋରାଞ୍ଚିନ ପାକେର ବର୍ଣ୍ଣନାର ସାଥେ ଅଧିକ ଜାମଜ ହେଲିଛି । ଯାହା ଉଚ୍ଚବାଣିକରେ ସାହୁରେ ଶମତାମ ଖର୍ବ କରାକେ ଅଛିକି କରେ, ତାଦେର ମନ୍ଦରେ ତାବାତୀ ଯରହି ଆଜ-ଆଓଇହିର ତହେ ଚମଦକାର ଯତବ୍ୟ କରେହୁନ । ତିନି ହେଲେମେ ?

କୋରାଞ୍ଚିନ ପାକେ ସାମାଜିକ-ଶୌର-ବିଜ୍ଞାନେର ନିଗରୀତେ ହୋଇ ରଖି ବଜୁକ, ଏହା ଆମରେ ପୂର୍ବଗୁରୁଦେର ଯଥାପିତ୍ତ ଏକବେଳୀର ଜାନୀ ଓ ସାର୍ଵଜିତର କାମର ଜମାହନୀରେ ହିଲ । କିମ୍ବା, ଡକ୍ଟର ଶ୍ରୀ ମାତ୍ରାମ-କୋରାଞ୍ଚିନ ପାକେର ପରିଭାଷା କରେ କୋରାଞ୍ଚିନେର ସାଥେ ଏକବ୍ରତ ଯୋଗଣ କରେହୁନ । କିମ୍ବାଦିନ ପର ଆପନୀ-ଆପନିଇ ଏବଂଶୀ ପ୍ରମାଣିତ ହେଲେ ଯାଏ ସେ, ପ୍ରାଚୀନ ମୌକ ମାର୍ଶନିକଦେର ଯତ୍କାମ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରାଷ୍ଟ୍ର ଓ ବାତିଳ ହିଲ । ଏଥି ବ୍ୟାନ, ଯଦି ଆମରା ଦୀକାର କରେ ନେଇ ଯେ, ଏହି ତାରକାରୀଙ୍କ ଶରତାନନ୍ଦରକେ ହାତାର-ପୋତାର ଏହି କୃଷ୍ଣ ଦେଇ, ତାର ଏହି ଯାଥା କିମ୍ବା ? ଆମରା କୋରାଞ୍ଚିନ ପାକେର ଏହି ବର୍ଣ୍ଣନା ଦୀକାର କରେ ନିରେ ଅବିଭାତର ପତ୍ରକର୍ମ ଆହି ସବୁ କିମ୍ବାତୁ ? ଅବୁକ୍ତିତ୍ରିତ ଏ ସତ୍ୟ ଦୀକାର କରେ ଦେବେ ।—(ଆଜ-ଆଓଇହିର ୧୫ ମୃତ୍ୟୁ କଟିମ ପାତା)

ଅନ୍ତରେ ଉଦ୍‌ଦେଶ୍ୟ : ୧. ଏଥାନେ ଆକାଶଫଳଜୀ, ତାରକାରୀଙ୍କ ଓ ଉଚ୍ଚବାଣିକରେ ଆମୋଦନରେ ଏକ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଉତ୍ତରାହ୍ୟ ଏକଶବ୍ଦାମ ପ୍ରମାଣ କରିବା । ଅର୍ଥାତ୍ ସେ କିମ୍ବା ତାରକକଟାରେ ଏହି କୁଦିଗତ ଲୌର ପାବନାଗରୀ ପ୍ରତିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କରେହେଲେ ତିନିଇ ଇବ୍ସାନଙ୍କ ଓ ଉତ୍ସବନାର ବୋଯା । ମିଳିମିଳି କରି ତାଦେର ପ୍ରକାଶତ ଅନ୍ତର କରି ହେଲେ ଯାହା ଶରତାନନ୍ଦରଙ୍ଗେ ଦେବତା ଅଭ୍ୟାସ ଉତ୍ସବ ସାମାଜିକ କରିବା । କାହାରେ, କୋରାଞ୍ଚିନ ଏକ ବିଭାଗିତ ଓ ପରାମ୍ରଦ ସୁନ୍ଦରୀର । ତୁମୋଦୀରେ ଯାଥେ ଆମୁଶର ନିଃସମ୍ମର୍ଣ୍ଣ ପାରେ ?

ଏହାଜା ଏହି ବିବରବତର ତେତେ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ଥିଲନ ରହେ ଥେବେ ଯାହା ରଜ୍ୟମୁହଁତ୍ (୨୦)-ର ପ୍ରତିକାଳତୀର୍ଥ କୋରାଞ୍ଚିନ ମୌକା ଓହିକେ ମିଳିମିଳି କରିବା । ଯାହାକୁ ଆମ୍ବାତୁମ୍ଭୁତୁମ୍ଭୁତ ହେଲିବ କରିବା ହେଲେ ଯେ, କୋରାଞ୍ଚିନ ପାକେ ଆଜୀଜିନିମାଦୀଦେର ବିଭାଗିତ କରେ । ତାଦେର ଆମା ବିଶ୍ଵମନ୍ଦିରର ସରକାର୍ଯ୍ୟ ଉଠିଯେ ଯାଏ । ଏହାରେ ଆମୋଦ ଆମ୍ବାତୁମ୍ଭୁତୁମ୍ଭୁତ ତୁମ୍ଭୁତୁମ୍ଭୁତ ଓ ଦିଶାଗତ ଉତ୍ତର ବିଶ୍ଵମନ୍ଦିର ସତ୍ୟକାର ପ୍ରତି ଇଂଗିତ ବହନ କରେ । ଅଭ୍ୟାସ ଏକବ ନନ୍ଦାମହିନୀର ସୃଷ୍ଟି ବରତ ଯଥାମେହ ପରକାରୀର ମିଳାସ କୁର୍ମାଗ କରା ହେବାରେ ।

فَاسْتَعِنُهُمْ أَهْلَدَ حَلْقًا أَمْرِكُنْ حَلَقْنَا مِنْ كَانَ حَلَقْنُهُمْ مِنْ طَيْبٍ لَّا زَبْرٌ
بَلْ عَجَيْبٌ وَيُسْخِرُونَ ⑥ فَإِذَا ذُكِرُوا لَا يَدْكُرُونَ ⑦ وَإِذَا رَأُوا أَيْمَنَ

يَسْتَعْزِزُونَ تَوْقَلُوا إِنْ هَذَا إِلَّا بَخْرٌ مُّبِينٌ فَإِذَا وَكَثَرُوا
وَعَظَمَ مِلَادُهُمْ وَتُؤْكَلُوا الْأَوْتُونَ قُلْ لَعْنَمْ وَأَنْهُمْ أَخْرُونَ

- (১১) আপনি তাসেরক জিঞ্চেস করুন, তাসেরকে সৃষ্টি করা কঠিনতর, না আপি অল্য বা সৃষ্টি করেছি? আপিই তাসেরকে সৃষ্টি করেছি এটো মাত্র থেকে। (১২) বরং আপনি কিম্বা বৌধ করেন আর তারা বিষ্ণু করে। (১৩) যখন তাসেরক বৌধানো হয়, তখন তারা দুবে না। (১৪) তারা যখন কোম নিম্নের সেই উভয় বিষ্ণু করে (১৫) এবং কর, কিন্তুই এব, এব সৃষ্টি করুন। (১৬) আবরা যখন আবু বৈশ্ব যাতি ও হাতে পরিষেত হয়ে থাব, তখনকে আবরা পুনরুৎপত্তি হবে? (১৭) আবাসের পিতৃসূর্য বাসেও কি? (১৮) বলুন, হ্যা এবং তাসের হযব জানিছুন।

তক্ষণীয়ের জাহ-অংকেস

(তওহীদের প্রয়োগি থেকে যখন আরা সেজ হবে, আবু হাতী-আলা এসব মহাসৃষ্টির অধো এমন সব কর্ম সম্ভাসনে সক্ষম এবং এসব অহাসৃষ্টি তৈরী আয়োজনীয়, তখন) আপনি (আরা-পরকাল অঙ্গীকার করে,) তাসেরকে জিঞ্চেস করুন, তাসেরকে সৃষ্টি করা কঠিনতর, না আপি অনান্য (এসব) বা সৃষ্টি করেছি? (যা এইয়ার উভয় করা হল) সত্ত্ব এই হে, এতো সৃষ্টি করাই কঠিনতর। কেমন? আপি তাসেরকে (আবাস সৃষ্টির সময় এক মাঝুলী) এটো মাত্র থেকে সৃষ্টি করেছি। (যাত্তে না পড়ি আছে, না আয়ৰ্থ) সুতরাং এ মাত্র থেকে সৃষ্টি মুনুরুও তেমন পতিশালী ও শক্ত নহ। এখন চিন্তা করার বিষয় এই যে, যখন আপি এমন পতিশর ও শক্ত সৃষ্টিকে নাপি থেকে অস্তিত্বে আনতেন করতে সক্ষম, তখন যানুমূর অঙ্গ সুরজ সৃষ্টিকে একবার যানু দিয়ে পুনরায় জীবিত করতে সক্ষম হবো না কেন? কিন্তু এমন সুস্পষ্ট প্রয়োগ সঙ্গেও কাফিকরা পরকালের সজ্ঞাব্যাপোর বিহাসী নহ, বরং (তদুপরি) আপনি তো (তাসের অঙ্গীকৃতির কারণে) বিচ্ছয় বোধ করেন, আর তারা (আরও এগোর পিয়ে পরকাল বিবাসের প্রতি) বিষ্ণু করে। যখন তাসেরকে (বুর্জি-প্রাণ আরা) বোবানো হল, তখন তারা হোবে না এবং যখন তারা কোম মুজিবা দেখে (যা পরকাল সংকোচ বিবাস প্রয়োগ করার উদ্দেশ্যে আপনার নবুমতের ক্ষণকে তাসেরকে লুপ্তান্ব হল), তখন তার প্রতিই উপহাস করে এবং বলে, এটো তো সৃষ্টিক আসু। (কৃত্তি, এই মুজিবা হলে আপনার নবুমত প্রয়াপিত হয়ে থাবে। অথচ আমরা তা আনতে পাবি না) কেননা আমরা যখন মাত্র যাতি ও হাতে পরিষেত হয়ে থাব, তখনও কিন্তু আমরা পুনরুৎপত্তি কর এবং আবাসের পূর্বপুরুষগণও কি? আপনি বলুন, হ্যা, করলেই জীবিত হবে এবং তোমরা জানিছুনও হবে।

আনুবাদিক জাতীয় বিবাহ

তৎক্ষণীনের বিবাহ সপ্তমখণ্ডে করার পর আলেচা আটটি আয়তে পরিকল্পিত বিবাহ বর্ণিত হয়েছে। এ সপ্তমের মুশরিকদের উভাগত সদেহের জওয়াবও দেওয়া হয়েছে। সপ্তমখণ্ডে আলেচা আনুবো শুনক্ষেত্রীয়ের জে সত্ত্বগর, তার পক্ষে জোয়ালো সৃষ্টি পেশ করা হচ্ছে। এই সৃষ্টির সারাংশ এই যে, পূর্ববর্তী আয়তসমূহে উল্লিখিত যথাম সৃষ্টিদ্বয়গ্রহের মুক্তান্তিকার মানুষ নেহারেত সুর্যে সৃষ্টিজীব। তোমরা যখন একাথা জীবনের করুণে, আলাহ, তা'আলা ফেরেপাঠা, এবং, তারকারাজি, সূর্য ও উল্লক্ষণ-পিণ্ডের নম্র, রক্তসূসুমক জীব কুসুর ধারা সৃষ্টি করেছেন, তখন তার জন্য মানুষের মত সুর্যজ্ঞানেরকে সৃষ্টি করে পুনরাবৃত্তি করিব করে নেন? একাথে যেমন তিনিঃজ্ঞানাদেরকে একেবারে মাটি ধারা, সৃষ্টি করে তোমাদের সেহে আছা। সপ্তমখণ্ড করেছিলেন, তোমনিজ্ঞানে পুনরাবৃত্তি যখন তোমরা শুনুন যাইতে পরিপন্থ হবে যাৰে, তখনও আলাহ, তা'আলা তোমাদেরকে শুনুনো জীবন স্থান করবেন।

“আমি তাদেরকে এটো মাটি ধারা সৃষ্টি করেছি”—একথার এক অর্থ এই যে, তাদের শিখামহ হস্তুত আদম (সা) মাটি ধারা সৃজিত হয়েছিলেন। তিতোর অর্থ আলেচা মানুষেই মাটি ধারা সৃজিত হয়েছে। কারণ, চিন্তা করলে দেখা যায় যে, এতোক মানুষের মুস উপাদান পানি মিলিয়ে মাটি। কেবল এতোক মানুষের জন্য বৌর্ধ থেকে এবং ঝোঁক করে ধারা গণিত হব। তজ প্রাদোর নিয়মস। খাদ্য যে কোন আকারেই থাকুক নয় কেন, উত্তিস ধার মুক্ত পদার্থ আর উত্তিস মাটি ও পানি থেকে উৎপন্ন হব।

“যৌটিকিয়া, প্রথম আলেচা পরিকাল বিবাহের সৃতিভিত্তিক সমীক্ষ পেশ করা হয়েছে এবং এটা অতী করে তাদের কাছেই এ প্রশ্ন তৈরি করে করা হয়েছে যে, তোমরা কঠিনতর সৃষ্টিজীব, না আমি তাদের উজ্জ্বল করেছি তারা কঠিনতর? জওয়াব বর্ণনা সামেক ছিল না। অর্থাৎ উল্লিখিতদের সৃষ্টিই কঠিনতর। তাই জওয়াব উজ্জ্বল করার পরিবর্তে একথা বলে সেপিক ইঙিত করা হয়েছে যে, “আমি তাদেরকে এটো মাটি ধারা সৃষ্টি করেছি।”

(১) পরিকালের সৃতিভিত্তিক স্থানে মুশরিকরা যে অভিজ্ঞতা প্রকালে করত, পরিকালী সৰ্বত্র আলেচা তাই বিখ্যুত হয়েছে। মুশরিকদের সাথে পরিকালের সৃতিভিত্তিক অব্যাখ বর্ণনা করা ইচ্ছা। (২) সৃতিভিত্তিক বিবাহ। অর্থাৎ তাদেরকে সৃজিতা দেখিয়ে রসুলুল্লাহ (সা)-র নবৃত্তি অর্থাৎ করে ধারা হল, তিনি আলাহের মর্দী। মর্দী কর্মসূল শিখী বলতে পারেন না। উল্লিখিত আলেচা প্রসং সংবাদাদি আলোচন করে। তিনি যখন বাসেছেন যে, বিজ্ঞানে আসেন, হাস্ত-শিশু হিসেবে এবং মানুষের হিসাব-বিকাশ-বেওয়া হবে, তখন তাঁর এসব সংবাদ বিনিয়োগ করে। এসব যেনে নেওয়া উচিত। সৃতিভিত্তিক অব্যাখাদি করে মুশরিকদের অভিজ্ঞতা সম্বর্ক করা হয়েছে;

— بل حجابت و يسطرون و اذا ذكر لا يذكرون آیه ۱۰ آپنی

ডে. ভাদের প্রতি বিশ্বব প্রকাশ করেন যে, এমন সুপ্রস্তুত প্রয়াণাদি থাকা সত্ত্বেও তারা পথে আসছে না। কিন্তু তারা প্রস্তুত আপনার প্রয়াণাদির প্রতি বিষ্ণু পূর্বাগ বর্ণণ করে। ভাদেরকে যতই বোঝানো হোক, তারা বোঝে না। ইতিহাসভিত্তিক প্রয়াণাদির বেলোর ভাদের অভিজ্ঞা সম্পর্কে বুজা যাবারে;

— وَإِذَا رَأَوْا أَيْمَانَهُ يُسْتَخْرِجُونَ

पर्यंत परवकाले विज्ञास डाग्न करते गारे—एमन खोन शुद्धिघा देखाळा आकेओ विज्ञु प्रज्ञु उड्डिये दिये बलते थाके, एटा अकाल्य थादू। तामेर काहे एई उग्हास ओ ठाट्टार एकटि याज्ञ संजील आहे। असे इति हे।

١٠١ ذا متنا وكنا تراباً و عظاً ما ء انا لمبعوثون او اباءنا الاولون

ମୁଣ୍ଡ ଏଠା ଏକଟା ଶାସକଗୁଡ଼ିକ ହାତରୀନ୍, ଯା ହଠକାରୀଦେଇକେ ଦେଉଥା ହେବ। କିନ୍ତୁ ଜୀବନମ୍ୟ ଚିତ୍ତ କରିଲେ ବୋବା ଯାଇ ଥେ, ଏଠା ଏକଟା ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରମାଣିତ କଟି। ଇମାମ ରାଜୀ 'ତୁଳକ୍ଷେତ୍ର କୁରୀରେ' ଏଇ କାହାର କରେ ବନ୍ଦେହେମ । ଉପରେ ପୁନରଜୀବିତ ହତୋର ଅସତ୍ତ୍ଵ ବାପାର ନମ୍ବ । ନିରାମ ଏହି ଥେ, ଯା ଶୁଭିଗ୍ରହତାବେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟଗର, ବାତାବେ ତାର ଅତିକ୍ରମ ଜୀବ କୋନ ହେବୁ ଯରବାଜାରାର ସଂଖ୍ୟା ଦାରୀ କରିଲିପିତ ହାତେ ପାରେ । ପୁନରଜୀବିନେର ଅନ୍ଧାଳୀତା ଛିରୀ-ଛିରୀ ହତୋର ପର କେବଳ ଜଣ୍ମବାଦୀ ପରିପରାର ସମ୍ବନ୍ଧେ ଥିଲା ଥିଲାନ୍ତିର ଅନ୍ଧାଳୀତାକୁ ବିବିଧ ହେବ, ତଥେ ଏଠାଇ ଧ୍ୟାନିବ, ଏଠାଇ ବାତାବେକେବାଟମୀ ହତୋର ଜଳାଟ ପରିମାଳ ।

এই আধিকারিক সর্ব নিম্নলিখিত পদে রাখা হবে।

আমোচ চতুর্থ আমাটে আমাহ্ ভা'জা পরিকার কলেছেন : دا رکو ای

(**মুস্টাফা** (খবর তারী কোন মুজিবা দেবে কখন ঠাণ্ডা-বিচুপ করে।) কোন
কোন মুজিবা অধীকারকারী বলে যে, এখানে **টি**-এর অর্থ মুজিবা নয়; বরং
মুক্তিপ্রিয় সঙ্গী। কিন্তু এটা সুন। কাহার পক্ষে, পক্ষে আরাপ্তে আছে—
নেতৃত্ব ! অর্থাৎ তারা বলে, এটা ডো সুস্লক্ষ্য হাদু। বলা বাধা।
কোন মুক্তি-প্রয়াণকে 'প্রকাশ হাদু' বলা সংগত নয়। একথা কেবল মুজিবা দেখেই
বলা যাব।

କେତେ କେତେ ଆରାତ କଲେ ହୁଏ—ଏହି ଅର୍ଥ କୋରଜାନ ପାକେର ଆରାତ । କାହିରାଜା
କୋରଜାମେର ଆରାତକୁମୋକେ ଶାଦୁ ଆଖ୍ୟା ମିଳି । କିନ୍ତୁ କୋରଜାନ ପାକେର (୧୫ ମେଥେ)
ଶମ୍ଭାଟ ଏହି ପାରିକାରି ବିକଳରେ । କେବଳ କୋରଜାମେର ଆରାତକେ ଦେଖା ହସ୍ତ ନା—ଶୋଭା
ଯତ୍ନ—କୋରଜାମେର ଦେଖାମେହି ଆରାତର ଟିକ୍କେଥ କରା ହସ୍ତେ, ଦେଖାମେହି ଶୋଭାର କଥା ବଳା
ହସ୍ତେ—ଦେଖାର କଥା ନାହିଁ । କୋରଜାନ ପାକେ ଯତ୍ନର ହୁଏ ଶମ୍ଭାଟ ମୁଦ୍ରିତ ଅର୍ଥେ ବ୍ୟବହରି
ହସ୍ତେ । ଉଦାହରଣତ ହସ୍ତର ମୂସା (ଆ)—ର କାହିଁ କେରାଉନେର ଦାବି ବର୍ଣ୍ଣନା ପ୍ରସଂଗେ ବଳା
ହସ୍ତେ । ୫ । **କୁନ୍ତ ଜନ୍ମିତ ବା ଯେ ତ ବ୍ୟାଳିନ କୁନ୍ତ ମିଳିଲା** । ସମିତ୍ୱମି

ଏ କଥାର ଅତ୍ୟାବେ ମୁଖୀ (ଆ) ତୀର ଜାତିକେ ସମେ ପରିପଦ କରେ ଦେଖିଲେହିଲେନ ।

ବେଳାମାନ ପାଇଁର କେବଳ କୋନ ଆଜ୍ଞାତେ ଉତ୍ତିଷ୍ଠିତ ଥାଏ ସେ, ଅନୁଭାବ, (ଯା) କରୁଥିଲେବେର ମୁଦ୍ରିତା ପ୍ରଦର୍ଶନ କରାର ମାଧ୍ୟମ ଦେଖିଲେ ନେବାନି । ଅନ୍ତରୀବ ଏହି ସେ, ଏଠା ସେକେତେ ସେଥାନେ ବାହାରୀର ମୁଦ୍ରିତା ପ୍ରଦର୍ଶନ କରା ହରେଇଲା, କିନ୍ତୁ ଡାକ୍ତାରୀ ପ୍ରତାହ ଇଚ୍ଛାବତ୍ତ ନତୁନ ନକ୍ତନ ମୁଦ୍ରିତା ମାଧ୍ୟମ କରାନ୍ତି । ଏହି ପ୍ରତାହରେ ମୁଦ୍ରିତା ପ୍ରଦର୍ଶନ କରାତେ ଅଛୀକାର କରା ହରେଇଲା । କାରଣ, ଆପଣଙ୍କ ନବୀ ଆଜ୍ଞାକୁ ଆନନ୍ଦକାରୀ ମୁଦ୍ରିତା ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଲେ । ସମ୍ଭବ ଏହିପରିବାଦ କେଉଁ ଡାକ୍ତାର କଥା ନା ଯାଏ, ତୁବେ ପ୍ରତାହ ନତୁନ ମୁଦ୍ରିତା ପ୍ରକାଶ କରା ନବୀର ଡାକ୍ତାରଙ୍କର ପାଇଁଗଲୀ ଏବଂ ଏଠା ଆଜ୍ଞାହ ଡାକ୍ତାରଙ୍କ ଇଚ୍ଛାରୁ ବିପରୀତ ।

କହୁଣ୍ଟିଲେଖାନେ ଆମାର ବୈଷ୍ଣବ ଏହିରେ, ଯେବେ ଜାତି ଭାବେର ପ୍ରଥିତ ମୁଦ୍ରିତ ମେଖାନୋର ଶେରର ହିମାନ ନା ଆଲୋର କୁଳେ ମୁଖର ପକ୍ଷ ଆମାର କାନ୍ଦା ଭାସେରକେ ଥାଏ କରେ ଦେଖିବା ହୁଏ । ଯେହେତୁ ଉତ୍ସତ୍ତ୍ଵମାତ୍ରରେ କିମ୍ବାମତ ପରତ ଅବ୍ୟାହତ ରାଖୁଣ୍ଡ ଏବଂ ବ୍ୟାପକ ଆମାର ଥେବେ କୁଳା କମା ଆମାରମ୍ଭ ହୁଅଛି ହିଁ, ତାଇ ଭାସେରକେ ପାଇତ ମୁଦ୍ରିତ ମେଖାନୋ ହେବାନି ।

**فَلَمَّا هِيَ نَجَرَةٌ وَاحِدَةٌ فَإِذَا هُمْ يُنْظَرُونَ ① وَقَالُوا يُوَيْلَكُنَا هَذَا يَوْمُ
 الْتَّيْنِ ② هَذَا يَوْمُ الْفَصْلِ الَّذِي كُنْتُمْ بِهِ تُكَذَّبُونَ ③ أَخْشُوُ الَّذِينَ
 ظَلَمُوا أَوْ أَرْوَاجُهُمْ وَمَا كَانُوا يَعْبُدُونَ ④ مِنْ دُونِ اللَّهِ قَادِهِ وَهُمْ
 إِلَى صِرَاطِ الْجَحِيمِ ⑤ وَقِفُوْهُمْ لِنَهْمَمَ سَوْلُونَ ⑥ مَا الْكُفْرُ لَا تَنَاصِرُنَ ⑦
 بَلْ هُمُ الْيَوْمَ مُسْتَسِلُونَ ⑧**

(୧୯) କରନ୍ତ ମେ ଉପାନ ହେବେ ଏକଟି ବିକଟ ଶବ୍ଦ ମାତ୍ର—ବ୍ୟବନ ତାରା ପ୍ରତାଙ୍କ କରନ୍ତ ଥାକିବେ । (୨୦) ଏବଂ ବଳରେ, ମୁର୍ତ୍ତାନ ଆମାଦେର । ଏହାଇ ତୋ ପ୍ରତିକଳା ଦିବରୀ । (୨୧) ବଳ ହେବେ, ଏହାଇ କରିଗାନାର ଦିନ, ଯାକେ ତୋମରା ମିଥ୍ୟା ବଲାତେ । (୨୨) ଏକର ବଳ ଲୋନାହାନାରମେରକେ ଭାସେର ମୋସରମେରକେ ଏବଂ ଯାଦେର ଇଲାମତ ତାରା କରନ୍ତ (୨୩) ଆମାହ ବ୍ୟାତିତ । ଅଟିଗର ଭାସେରକେ ପରିଚାଲିତ କରି ଆମାଦେର ପଥେ, (୨୪) ଏବଂ ଭାସେରକେ ଆମାତେ, ତାରା କିମ୍ବାମତ ହେବେ, (୨୫) ତୋମରକେ କି ହେ ଯେ, ତୋମରା ଏକ ଅଧିକର ଜୀବନ୍ୟା କରଇ ନାହିଁ । (୨୬) ଏବଂ ତାରା ଆମାକର ଦିନ ଆମ ପରିଚାଲନାରୀ ।

ଭାଗ୍ୟକୀୟର ମାର୍ଗ-ସଂକ୍ଷିପ୍ତ

ବସନ୍ତ କିମ୍ବାମତ ହେବେ ଏକ ବିକଟ ଆଓରାଜ (ଅର୍ଥାଏ ବିଭୀର କୁକେ) ଭାବନ (ଏହି କାରାପେ) ଯଦ୍ବାଇ ଆକପିଶକତାରେ (ଆକପିଶ ହେବେ) ଅତୀକ କରନ୍ତେ ଧାରାକ୍ଷେତ୍ର ଏବଂ (ପରିତ୍ରାପ କରେ) ବଲାବେ, ହାଥ ଆମାଦେର ମୁର୍ତ୍ତାଗାଁ ଏହି ତୋ ମେହି ପ୍ରତିକଳା ମିଥ୍ୟା (ବଳେ ମନେ ହେବେ ଇରାଦ ହେବେ, ହୀଁ) ଏହାଇ କରିଗାନାର ଦିନ, ଯାକେ ତୋମରା ମିଥ୍ୟା ବଲାତେ । (ପରବର୍ତ୍ତୀତେ କିମ୍ବାମତରେ ଏହି କିମ୍ବାମତ ଘଟନା ବାଣିତ ହେବେହ ଯେ, କେବଳମାତ୍ରରେ ଆମାର କାନ୍ଦା ହେବେ) ଏକାକ କରି ଆଲିମଦେରକେ (ଆର୍ଥାଏ ଆମା କୁକୁର ଓ ଶିରକେର ପ୍ରତିକଳା ଓ ନେଟା ହିଁ) ଭାସେର ସଭୀର୍ଧଦେରକେ (ଆର୍ଥାଏ ଆମା ଭାସେର ମୋସର ହିଁ) ଏବଂ ମେହି ଉପାନକେ, ଆମାହିକେ ଯେହି ତାରା ଯାଦେର ଇଲାମତାକାଳୀନ (ଆର୍ଥାଏ ମୁର୍ତ୍ତାନ ହେବେ)

প্রতিয়া)। অঙ্গর ভাদেরকে জাহানামের পথে পরিচালিত করা (অর্থাৎ সেদিকে মিয়ে থাকি) এবং ত্রিপল আদেশ হবে, আচ্ছা—এ ভাদেরকে (একটি) ধীমত, তারা জিজিমিত হবে। (সেবতে ভাদেরকে জিজেস করা হবে)। এখন তেমনদের ক্ষেত্র যে, (আয়তের হৃষি কল) তেমরা একে অপরের সাহায্য করছ না। (অর্থাৎ কাকিরদের বড় বড় নেতৃ ভাদের অনুসারীদের সাহায্য করছ না কেন, যেখন দুনিয়াতে তরা ভাদেরকে বিগ়বগায়ী করত?) কিন্তু এখন জিজাসার পরও তরা সাহায্য করতে পারব না)। অর্থাৎ তরা সেদিন বর্তনিরে (মাঝিরে) থাকবে।

আন্তরিক জাতৰা বিষয়

পুরোহিতের সভাবাটা ও বাস্তবতা শর্মণ করার পর আরাহ ভাইজালা আরোহ্য আকাশসমূহ হাশর-মশরের কিছু অংশ এবং পুনরুজ্জীবিত হওয়ার স্বর কাকির ও মুসলিমদের যে পরিপূর্ণতার সামুদ্রিক হবে, তার আলোচনা করেছেন।

যথে আরাহে মৃতদের জীবিত হওয়ার পক্ষতি পণ্ডিত হয়েছে যে,

জ্ঞান ও জীবনের ক্ষেত্রে কোনো কোনো অর্থ হয়ে থাকে। এক অর্থ পৃথগার্জিত পুত্রদেরকে প্রয়োগাদান করার অন্য এক অর্থ আওয়াজ করা, যা তানে তারা জাহান করতে থাকে। এখনে মৃতদেরকে জীবিত করার উদ্দেশ্যে ইসরাকীল (আ)-এর শিংগার বিজীর কুৎকার ব্যোবহার করছে। এবং কুৎকার বলে বাজ করার কারণ এই যে, মৃতদেরকে আরো করার আয়োহণ কিছু আওয়াজ করা হয়, তেমনি মৃতদেরকে জীবিত করার আয়োজন করার জন্য।—(কুরআন)

যদিও আরাহ ভাইজালা শিংগার কুৎক দেওয়া হাতাই মৃতদেরকে জীবিত করার সক্ষয়, কিন্তু হাশর ও মশরের দুলাকে জীতিপূর্ণ করার জন্য শিংগার কুৎক দেওয়া হবে।

(তৎসীরে-কবীর) কাকিরদের উপর কুৎকারের প্রভাব হবে এই যে, —
—সকলাতে তারা শর্মণ করছে থাকবে। অর্থাৎ দুনিয়াতে যেখন তারা প্রভাব করতে সক্ষয জিজেস তেমনি সেখানেও অভ্যন্ত করতে পারবে। কেউ কেউ এর অর্থ ব্যর্থ করেছেন যে, তারা অবস্থার একে অপরকে দেখতে পার করবে। —(কুরআন)

—أَخْشُرُوا أَلِّيْنَ قَلْمَوْا وَأَرْدَأْ جَهَنَّمَ—অর্থাৎ যারী শিরকের নাম উল্লেখ করেছে, তাদেরকে এবং তাদের অভীর্দেশকে একে কর। এখানে সভীরদের

অন্য শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে। এর শাব্দিক অর্থ ‘জোড়া’। এ শব্দটি আমীও জীব জীর্ণ অর্থেও ব্যবহৃত পরিমাণে ব্যবহৃত হয়। এ কারণেই কোন কোন উচ্চসীর-বিদ-জগৎ অর্থ মুশরিক পুরুষদের ‘মুশরিক জী’ বর্ণনা করেছেন। কিন্তু অধিকাংশ উচ্চসীরজগৎসমূহ মতে এখানে **جَوَادٌ** ।—এর অর্থ সঙ্গীর্থই। হযরত উমর (রা)-এর এক উচিত ধেকেও এর সমর্থন পাওয়া যায়। ইমাম বায়হাকী, আবদুর রাজ্জাক ইযুখ উচ্চসীরবিদ, এ আভাসের উচ্চসীরে হযরত উমরের এ উচিত উজ্জ্বল করেছেন যে, এখানে **جَوَادٌ** ।—এর অর্থ মুশরিকদের সময়না লোক। সেমতে সুদোরফে অন্য সুদোরদের সাথে, ব্যক্তিগতিকে অন্য ব্যক্তিগতিদের সাথে এবং মদপাপীদের অন্য মদপাপীদের সাথে একত্ব করা হবে।—(**আহম-আজানী, মুবাহুরী**)

এ হাফ্তা **جَوَادٌ** ।—বীকা আরা বলে দেওয়া হয়েছে যে, মুশরিকদের কাছে ভাদের মিথ্যা উপাসা প্রতিয়া ও প্রতিভানদেরকেও একত্ব করা হবে, দুনিয়াতে ভাড়া খাদেরকে আরাহত সাথে অংশীদার করুন। এভাবে হাতের ময়দানে মিথ্যা উপাসাদের অস্থায়ত সকলের দৃষ্টিতে সন্দেহাত্মকভাবে ঝুঁটি ওঠবে।

এরপর কেরেশতাম্পকে আদেশ করা হবে :

نَاهُدُ وَهُمْ إِلَى مِرَا طَالِبُونَ — অর্থাৎ এদেরকে জাহ্যারামের পথপ্রদর্শন করা। তখন কেরেশতাম্পকে নিরে পুজসিরাতের নিকটে সৌহামে পুনরায় আদেশ দিব। **قُفُو هُمُ الْمُسْرُلُونَ** — এদেরকে থামাও, এদেরকে প্রহ করা হবে। সেমতে সেখানে ভাদেরকে বিশাস ও কর্ম সম্পর্কে অনেক প্রহ করা হবে, যা কোরআন ও হাদীসের বহু স্থানে বিখ্যুত রয়েছে।

**وَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ يَتَسَاءَلُونَ قَالُوا إِنَّكُمْ لَنَتَّهُتُ تَأْتُونَنَا عِنْ
الْعِينِ قَالُوا بَلْ لَمْ تَكُونُوا مُؤْمِنِينَ وَمَا كَانَ لَنَا عَلَيْكُمْ مِنْ سُلْطَنٍ
بَلْ كُنْتُمْ قَوْمًا طَفِينَ فَقُلْ عَلَيْنَا قَوْلَ رَبِّنَا إِنَّا لِلَّهِ لَا إِلَهَ إِلَّا
لَهُغُو وَلَكُمْ رَبُّكُمْ كَعَافُونَ وَإِنَّهُمْ بِمُؤْمِنِينَ فِي الْعَدَا بِمُشْرِكِينَ
إِنَّمَا كَذَّلِكَ نَفْعَلُ فِي الْمُجْرِمِينَ إِنَّمَا كَثُوا إِذَا أَقْبَلُ لَهُمْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ**

يَسْتَكِبُونَ وَيَقُولُونَ لَيْسَ لَكُمْ كُوَافِدُ الْعِتَاقِ إِنَّمَا يَأْمُرُونَ بِالْمُحْسِنِ
وَيَنْهَا عَنِ الْمُنْكَرِ وَلَا يَأْمُرُونَ بِالْإِلْيُونَ وَمَا
يَعْلَمُونَ إِلَّا مَا كُنُّمْ تَعْلَمُونَ إِلَّا غَيْرَ اللَّهِ الْمُعْلَمُونَ

- (২৭) তারা একে অগ্রের দিকে সুখ করে পর্যন্তরে জিজাসবাদ করবে।
 (২৮) বলবে, তোমরা তো আমাদের কাছে তান দিক থেকে আসতে। (২৯) তারা বলবে, বরং তোমরা তো বিহাসীই হিলে না। (৩০) এবং তোমাদের উপর আমাদের কোন কর্তৃত ছিল না, বরং তোমরাই ছিলে সীমান্ধমকারী সম্মুদ্দায়। (৩১) আমাদের বিপক্ষে আমাদের পালনকর্তার উচ্চিই সত্ত্ব হয়েছে। আমাদেরকে অবশ্যই আদ আহাম করতে হবে। (৩২) আমরা তোমাদেরকে পথচার করেছিলাম। কারণ, আমরা নিজেরাই পথচার করেছিলাম। (৩৩) তারা সবাই সেদিন শান্তিতে শরীক হবে।
 (৩৪) অগ্রাধীনের সাথে আমি এমনি ব্যবহার করে থাকি। (৩৫) তাদেরকে ধৰন বলা হত, “আরাহ্ ব্যাঠাত কোন উপাস্য নেই,” তখন তাঁরা উক্তত্ব প্রদর্শন করত
 (৩৬) এবং বলত, আমরা কি এক উপাস করিব কথার আমাদের উপাসাদেরকে পরিত্যাগ করব? (৩৭) না, তিনি সত্তাসহ আপনান করেছেন এবং রসূলদের সত্ত্বাত্মীকার করেছেন। (৩৮) তোমরা অবশ্যই বেদনামারক শান্তি আবাসন করবে। (৩৯) তোমরা থা করতে, তাঁরই অভিকল থাবে। (৪০) তবে তাঁরা মর, যার আরাহুর বাহাই করা থাবো।

উক্তসীরের সার-সংক্ষেপ

(মুশ্রিকরা উধন একে অগ্রের সাহায্য তো করতে পারবেই না, উপরন্তু তাদের অধো বাসড়া বেঁধে থাবে) এবং একে অগ্রের দিকে সুখ করে জিজাসবাদ (অর্থাৎ যত্নবিদ্রোধ) করতে থাকবে। তারা (অর্থাৎ অনুসারীরা নেতৃত্বেরকে) বলবে, (আমাদেরকে তো তোমরাই বিহাস করেছ, কেননা) তোমরা এবল শক্তিশালী আমাদের নিকটে আগমন করতে (অর্থাৎ তোমরা বল প্রয়োগের আধাম আমাদেরকে বিহাস করার চেষ্টা কুরাতে)। তারা (অর্থাৎ নেতৃত্ব) বলবে, না, বরং তোমরা নিজেরাই বিহাসী হিলে না এবং (তোমরা আমাদের প্রতি অহেতুক সোবারোপ করছ, কেননা,) তোমাদের উপর আমাদের কোন কর্তৃত তো নিজেই না। বরং তোমরা নিজেরাই সীমান্ধম করতে। অতএব (আমরা সবাই উধন কাফির হিলাম, উধন আমি পেল যে,) আমাদের সবারাই বিপক্ষে আমাদের পালনকর্তা (আদি) উচ্চিই সত্ত্ব হিল যে, আমাদেরকে অবশ্যই (শান্তির) আদ আবাসন করতে হবে। (বন্তত এর বাবস্থা হব এই যে,) আমরা তোমাদেরকে পথচার করেছিলাম। (ফলে তোমরা

আমাদের জন্মরন্থি ছাড়াই বেছার পথচল্লষ্ট হয়েছিলে) এবং (এদিকে) আমরা নিজেরাও (বেছার) পথচল্লষ্ট হিজাম। সুতরাং উভয়ের পথচল্লষ্টার কারণ একটিভ হয়ে গেছে। এতে তোমাদের নিজেদের ইচ্ছাই তোমাদের পথচল্লষ্টার বড় কারণ। এমন্তা-ব্যাক নিজেদেরকে নির্দোষ বলতে চাও কেন ? অতপর আজাহ্ তা'আজা বলেন, যখন উভয় দলের কুফরে খরীকানা প্রয়াণিত হল, (তখন) তারা সবাই সে দিন শান্তিতে (-ও) শরীক হবে। আমি অপরাধীদের সাথে এমনি ব্যবহার করে থাকি। (অত-পর তাদের কুফরী ও অপরাধের বিষয় থাবিত হয়েছে যে,) তারা (তওহীদেও অবীকার করত এবং রিসাতেও) সুতরাং যখন তাদেরকে (যদুজ্ঞের মাধ্যমে) বলা হত, “আজাহ্ ছাড়া কোন সত্ত্ব উপাস্য নেই”, তখন (তা'আনত না এবং) উজ্জ্বল প্রসর্ণন করে বলত, আমরা কি এক উপ্যাদ কবিয় কথায় আমাদের উপাস্য-দেরকে পরিচ্ছাপ করব ? (এতে করে তওহীদ ও রিসাতে উজ্জ্বলটির প্রতি অবীকৃতি প্রদর্শন করা হল। আজাহ্ বলেন, এ পরগবর, না কবি, না উপ্যাদ) বরং (একজন পরগবর—) তিনি সত্ত্ব দীন বিয়ে আগমন করেছেন এবং (তওহীদের মূলনীতি প্রভৃতি বিষয়ে) অন্যান্য পরগবরগণের সত্ত্বারনও করেন। (অর্থাৎ তিনি যেসব মূলনীতি বর্ণনা করেন, তাতে সবচেয়ে পরগবরই একটু। সুতরাং এসব মূলনীতি অসংখ্য মুক্তি-গ্রহণের আজোকে সত্ত্ব—কর্মনাবিলাস নয়। আর সত্ত্ব কথা বলাও উপ্যাদনা নয়। অন্য উচ্চতরাও তাদের পরগবরগণের সাথে এমনি আচরণ করেছে। কিন্তু এখানে সরাসরি আরবের কাকির সম্মুদ্ধরকে সহোধন করা হয়েছে। তাই কেবল এ উচ্চতরের কাকিরদের কথাই উল্লেখ করা হয়েছে। অতপর বাবিত হয়েছে যে, তাদেরকে সরাসরি এ অভিভ শান্তির আদেশ শেনানো হবে।) তোমাদের সবাইকে (অর্থাৎ অনুশ্রান্তি ও অনুসৃত উভয়কেই) বেদনাদারক শান্তি আবাদন করতে হবে। (এ যৌগের তোমাদের প্রতি কোন অবিচার হয়নি, কেননা,) তোমরা যা (অর্থাৎ কুফরী ইত্তাদি) করতে, তারই প্রতিক্রিয়া প্রাপ্ত হবে। তবে তারা নয়, আরা আজাহ্ বাছাই করা বাস্তা। (অর্থাৎ সে মুক্তিনগণ, আরা সত্ত্বের অনুগামী হয়েছে এবং আজাহ্ তা'আজা তাদেরকে বিশেষভাবে মনোনীত করে নিয়েছেন—এমন বাস্তা আবাব প্রেকে নিরাপদ থাকবে।)

আনুবাদিক অভিভ্যন্তর

হাশের মহামে বড় বড় কাকির সর্বীর তাদের অনুগামীদের সাথে সম্বন্ধে হয়ে একে অগরের কোন সাহায্য করতে পারবে না, বরং তারা পরগবর কথা কাটাকাটি শুরু করে দেবে। আজোচ আরাবতসমূহে এ কথা কাটাকাটিরই কিছুটা চিঠিরে তুলে উভয় দলের অঙ্গ পরিপন্থি বর্ণনা করা হয়েছে। আরাবতসমূহের যর্দ তকসীরের সার-সংজ্ঞেই কুটে উঠেছে। এখানে সংজ্ঞে করেকষি কথা উল্লেখযোগ।

—إِنَّمَا كُفْتَمْ تَنْوِنًا مَّنِ الْبَرِيَّ

পারে। এক অর্থ শক্তি ও বল। উপরে এ অর্থের আলোকেই তকসীর করা হয়েছে। অর্থাৎ তোমরা দেশ প্রবলভাবে আমাদের নিকট আসতে এবং বল প্রয়োগের আধ্যাতে আমাদেরকে পথচার করতে। এ তকসীরই অধিক পরিচ্ছব ও প্রকৃষ্ট। এ ছাড়া প্রচেষ্টা—এর অর্থ শপথও হয়ে থাকে। তাই কেউ কেউ এর তকসীর করেছেন যে, তোমরা আমাদের নিকট শপথ নিয়ে আসতে। অর্থাৎ শপথ করে করে আমাদেরকে আবশ্য করতে যে, আমাদের ধর্ম সঠিক এবং রসূলের শিক্ষা (নাউয়ুবিল্লাহ) ঝুঁক। কোরআনের ভাষায় প্রতি জন্য করলে উপরোক্ত উভয় তকসীরই সত্যস্বীকৃতভাবে থাকে।

فَإِنْتُمْ يُوْمَ مَكْذُوبُونَ فِي الْعَذَابِ مُشْتَرِكُونَ — এ আরাত ভারা প্রতিফলন হল

যে, যদি কেউ অপরকে আবেদ কাজের দাতুরাত দের এবং তাকে পাপ কাজে উত্তুজ করার জন্য নিজের প্রভাব-প্রতিপত্তি প্রয়োগ করে, তবে পাপ কাজের প্রতি আহবান জানানোর একথা বলে আবাব অবশ্যই তাকেও ত্তোপ করতে হবে। কিন্তু যে বাস্তি বেছার তাক আবশ্যিক কবুল করে, সে-ও আপন কর্মের পাপ থেকে মুক্ত হতে পারবে না। ‘আবাকে অযুক বাস্তি পথচার করেছিল’ একথা বলে সে পরবর্তে আবাব থেকে বিছুটি পাবে না। তবে যদি সে পাপ কাজটি বেছার বা করে বরং জোর-জবরপ্রস্তিত গড়ে প্রাপ কর্তৃত্বে করে থাকে, তবে ঈল্লাআলাহ সে কথা পাবে বলে আশা করা যাব।

أَولَئِكَ هُمْ رِزْقٌ مَعْلُومٌ ۝ قَوَاكِهُ وَهُمْ مُكْرِمُونَ ۝ فِي جَنَّتِ النَّعِيْمِ ۝
عَلَى سُرِّ صَفَّيْلَيْنِ ۝ يُطَافُ عَلَيْهِمْ بِكَاسِيْنِ مَوْنِيْنِ ۝ بِيَضَّاءِ لَذَّةِ
اللَّيْلَيْنِ ۝ لَا فِيهَا غَوْلٌ وَلَا هُمْ عَنْهَا يُنَزَّفُونَ ۝ وَعِنْدَهُمْ قُصْرَتِ
الظَّرِيفُ عَيْنُ ۝ كَانُوا يَبْيَضُ مَكْنُونُ ۝ فَاقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضِ
بَيَّسَاءَ لَوْنَ ۝ قَالَ قَائِلٌ مِنْهُمْ رَأَيْ كَانَ لِي قَرِيبَيْنِ ۝ يَقُولُ
أَيْنَكَ لِيْنَ الْمُصَدِّقَيْنِ ۝ وَإِذَا مَيْشَنَا وَكَنَا ثَرَابِيَا قَرَعْتَمَا ۝ عَلَانِيَا
لَمَدِيْنُونَ ۝ قَالَ هَلْ أَنْتُمْ مَطْلِعُونَ ۝ فَأَطْلَمَ فَرَاهُ فِي سَوَاءِ
الْجَحِيْمِ ۝ قَالَ تَالِهِ لَانِ كِدْتَ لَثَرِيْدَيْنِ ۝ وَلَوْلَا نَعْمَهُ رَبِّيْ ۝ لَكُنْتَ

وَمِنَ الْمُحْضَرِينَ ۝ أَفَمَا نَعْنُ بِمُكْتَبَيْنَ ۝ إِلَّا مَوْتَنَا الْأُولَىٰ وَمَا
نَعْنُ بِمُعْتَدَلَيْنَ ۝ إِنَّ هَذَا كَهُوَ الْقَوْمُ الْعَظِيمُ ۝ يُرِيشُ هَذَا كَلِيلٌ
الْعَمَلُونَ ۝

- (৪৬) তাদের জন্য করেছে নির্বাচিত কার্যী (৪৭) কলামুন এবং তারা সম্মানিত,
 (৪৮) নিম্নাধতের উপালব্ধসমূহ (৪৯) কুশোমুখি হয়ে আসবে আসীম। (৫০) তাদেরকে
 সুযোগিতে পরিষেবন করা হবে এবং শর্কারগাছ, (৫১) সুওষ্ঠ, বা পানকারীদের জন্য সুবাদু।
 (৫২) তাত্ত্ব আধা ব্যাখ্যার উপালব্ধ নেই এবং তারা তা পান করে যাওতাও হবে না।
 (৫৩) তাদের কাছে থাকবে নত, আরত্তোচনা করণশিখ; (৫৪) বেশ তারা সুরক্ষিত
 তিম। (৫৫) অঙ্গর তারা একে অপরের দিকে সুখ করে জিজ্ঞাসোবাদ করবে। (৫৬)
 তাদের একজন বলবে, আধাৰ এক সঁজী হিল। (৫৭) সে বলত, কুমি কি বিবৃষণ
 কৰ বৈ, (৫৮) আমৰা ব্যবহৃত আৰ এবং মাটি ও হাতে পরিষেব হব, তথাও কি
 আমৰা প্রতিক্রিয় প্রাপ্ত হব? (৫৯) আলাদ্ থকোবেন, তোমৰা কি তাকে উকি দিয়ে
 দেখতে চাও? (৬০) অঙ্গর সে উকি দিয়ে দেখবে এবং তাকে আহাম্মানের যাবানানে
 দেখতে পাবে। (৬১) সে বলবে, আলাদ্ কসম, কুমি তো আধাকে প্রায় ধৰ্মসই করে
 দিয়েছিলে। (৬২) আধাৰ পানকার্তীৰ অনুপ্রাহ না হলে আবিষ্ঠ যে প্রেক্ষতাৰকৃতদেৱ
 সাথেই উপস্থিত হতাৰ। (৬৩) এখন আধাদেৱ আৱ মৃদৃ হবে না (৬৪) আধাদেৱ
 প্রথম মৃদৃ হাতা এবং আমৰা পাতি প্রাপ্তও হব না। (৬৫) নিষ্ঠৰ এই মহা সাক্ষাৎ।
 (৬৬) এখন সাক্ষাৎৰ জন্য পরিপ্রেক্ষাদেৱ পরিপ্রেক্ষ কৰা উচিত।

ବ୍ୟାକ୍‌ଶୀର୍ଷର ଜୀବ-ବିଜ୍ଞାନ

— وَقَوْكَبًا كَثِيرًا لَا مُنْظَرٌ وَلَا مُنْفَعٌ — आज्ञाते इतिहासी
सुरा उमाकेश्वर अवलीं हरहोहे । कारण, सुरा इश्वरीन ओ सुरा उमाकेश्वरा साक्षकात्तेर शूर्ण अवलीं
हरहोहे । एषुकाने ताई बधित आहे ।) तारा अल्पात सम्मानित अवश्यर सुखमर
प्रेसानगद्याह दुर्घेमुखि उपविष्ट थाकरे । तासेव वाहे एवन धनपति आवा हवे
(अर्धांचा जागाती खालकरा आवे,) या प्रवाहित शरावे पर्यं करी हवे, (एते करे

শরাবের প্রাপ্তি ও দুচ্ছতা বোবা গেল। এই শরাব দেখতে) হবে শুন্দ (আর তা পান করতে) পানকারীদের জন্য হবে সুসাদু। (মুনিয়ার শরাবের মত) এতে যথা-
যথা হবে না এবং এতে তাদের চৈতন্যও বিলুপ্ত হবে না। তাদের কাছে ধাকবে নত
আরাঞ্জলোচনা তরঙ্গী(হর)-গপ। তারা (এমন পৌরুষের হবে,) যেন (পাখার নিচে)
মুক্তারিত তিম (যা ধূমাবাসি, দাগ ইত্যাদি থেকে সংরক্ষিত থাকে; অর্থাৎ ডিমের
মত পরিচ্ছব্দ হবে)। অতপর (যখন সবাই বৈঠকে একত্বে হবে, তখন) তারা একে
অপরের দিকে মুখ করে জিভাসাবাদ করবে। (এ কথাবার্তায় যথে জামাতীদের)
একজন বজালু, (মুনিয়াতে) আয়ার এক সঙ্গী হিজ। সে (বিশ্ববর্গে) আয়াকে বলত,
তুমি কি বিশ্বাস কর যে, আয়ার যখন যারে হাক এবং মাটি ও হাতে পরিণত হয়ে যাব,
তার পরেও আয়ার (পুনরুজ্জীবিত হব এবং পুনরুজ্জীবিত হবে) প্রতিক্রিয়াপ্ত হব ?
(অর্থাৎ সে পরকাল অৰ্জীকার করত। তাই অবশ্যই সে আহামামে পৌছে ধাকবে।)
তিনি (অর্থাৎ আজ্ঞাহ তা'আলা) বলবেন, (হে আয়াতিগণ,) তোমরা কি (তাকে)
উ'কি দিয়ে দেখতে চাও ? (চাইলে অনুমতি দিয়েছে।) অতপর সে (অর্থাৎ কাহিনী
বর্ণনাকারী) উ'কি দিয়ে দেখবে এবং তাকে (পুরিবার আলোচ্য সঙ্গীকে) আহামামের
যাবধানে (গভীর) দেখতে পাবে। (তাকে সেখানে দেখে) সে বলবে, আজ্ঞাহ'র কসম
তুমি যে আয়াকে প্রায় ধূসই করে দিয়েছিলে। (অর্থাৎ আয়াকেও পরকালে অবিজ্ঞাসী
বানাতে চেষ্টা করেছিলে।) আয়ার পালনকর্তার অনুগ্রহ না হলে, (কানুন, তিনি
আয়াকে বিশ্ব বিশ্বাসের উপর কারোম রেখেছেন,) আবিষ্ঠ (তোয়ার মত) প্রেক্ষতা-
কৃতদের যথে ধাকতাম। (এরপর আয়াতী বাজি বৈঠকের মোকদ্দের বলবে,)
(মুনিয়ার) প্রথম মৃত্যু ছাড়া আয়াদের এখন আর মৃত্যু হবে না এবং আয়ার আয়াবও
জোগ করব না। (এসব কথাবার্তা এই আনন্দের অভিশয়ে বজা হবে যে, আজ্ঞাহ
তা'আলা তাদেরকে শাবতীয় বিপদ-আপদ ও দুঃখ-কষ্ট থেকে রক্তা করেছেন এবং
চিরভয়ে সুর্যী করেছেন। অতপর আজ্ঞাহ তা'আলা বলেন যে, উপরে বলিত আয়াতের
সকল দৈহিক ও আধিক নিয়ামণ জাত করা) নিশ্চয়ই এটা বিরাট সাফল্য। এমন
সাফল্যের জন্যই পরিজ্ঞাদের পরিপ্রম করা উচিত। (অর্থাৎ ঝোন ও আনুগত্য
অবলম্বন করা উচিত।)

আনুবাদিক কাতব বিষয়

আহামামীদের অবস্থা বর্ণনা করার পর আলোচ্য আয়াতসমূহে জামাতীদের
অবস্থা আলোচনা করা হয়েছে। এই আলোচনা দু'ভাগে বিভক্ত। প্রথম দশ আয়াতে
সাথের জামাতীদের আয়াব-আয়েল বিবরণ হয়েছে এবং পরবর্তী আয়াতসমূহে একজন
বিশেষ জামাতীর শিক্ষাপ্রদ ঘটনা উল্লেখ করা হয়েছে। প্রথম দশ আয়াতে বলিত
করেকষ্ট বিবরণ বিশেষভাবে উল্লেখযোগ।

أَوْ لِكَ لِهِمْ رِزْقٌ مَعْلُومٌ — এ আয়াতের শাবিক অর্থ এই যে, তাদের জন্য

—**ପ୍ରତ୍ୟେକି**— ଶବ୍ଦର ଶାଖାଯ କୌଣସିନ ମିଳିବି ଜାଗାତେର ରିଧିକେର ଲକ୍ଷ୍ମୀର କରି
ମିଳିବି ବେ, ତେ ରିଧିକ ହବ କଣ୍ଠମୂଳ । ଏ ଶବ୍ଦଟି —**ଫାଟୁଫାଟୁ**—ଏହ ବଦଳଚନ (ବେ ବର
କୁଥାର ଆମୋଜନ ଯେଠୋନୋର ଜନ୍ୟ ନନ୍ଦ, ବରେ ଆମ ହାସିଲ କରାର ଜନ୍ୟ ଥାଉଛା ହଜ,
ତାବେଇ ଆମରେ ଡାକାର ଫାଟୁଫାଟୁ ବଳା ହଜ । କଳମୂଳ ଓ ଆମ ହାସିଲ କରାର ଜନ୍ୟ ଥାଉଛା
ହଜ । ତାହିଁ ଏହ ଅନୁଯାଦ କରା ହଜ ‘କଳମୂଳ’ । ଅନ୍ୟଥାର ଏହ ଅର୍ଥ କଳମୂଳର ଆର୍ଥର
ଠେରେ ବାପକ । ଐମାର ଝାଁବି ଫାଟୁଫାଟୁ ବର ଥିକେ ଏ ସୂଚ ଉପର କରିବିହିଁ ବେ, ଜାଗାତେ
କେବେ ଥାନ୍ୟ-ଜୀବତ୍ୱ ଦେଉଛା ହବେ, ତା ସବହେ ଆମ ଡୋଗ କରାର ଜନ୍ୟ ଦେଉଛା ହବେ—କୁଥା
ଯେଠୋନୋର ଜନ୍ୟ ନନ୍ଦ । କାହାରଙ୍କ, ଜାଗାତେ ବାନୁଷେଶ କୋନ କିଛିବାକେ ଆମୋଜନ ହବେ ନା । ତେଥାନେ
ଜୀବନ ଥାରଙ୍ଗ ଅଥବା ଆହ୍ଵାନକାର ଜନ୍ୟ କୋନ କିଛିବା ଆମୋଜନ ହବେ ନା । ତବେ ଆକାଶକୁ
ହବେ ତ୍ରୈୟ ଆକାଶକୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହଜେଇ ଆନନ୍ଦ ଲାଭ ହବେ । ଜାଗାତେ ଜୀବତ୍ୱର ମିଳାଯତେର
ଲକ୍ଷ୍ମୀର ହଜ ଆନନ୍ଦ ଲାନ କରା ।

— وَقْتِ مُكْرَمٍ — بَلْجِيَّا كَرْدَا هَرَبَهُ يَهُ، جَاهَدَ لِلْمُسْلِمِينَ كَمَا إِنْجَاحَهُ الْمُنْكَرُ

তাজা সহন পুরোগুণি হয়ে থাবে। কারও মিকে কারও পিঠি ধোকায় না। এর অর্থ তিনি কি হবে তা সম্পর্কে আজাদ ভাজাই সংক্ষিপ্ত জানেন। কেউ কেউ বলেন, মালিনীসের গভীরি এত সুন্দর বিশুল হবে বৈ, একে অপরের নিকে পিঠি করার পদ্মোচন হবে না। মুকুটকে আজাদ ভা'আজা' আজাতীদেরকে এখন মুক্তিপত্রি, অবগতি ও বাবস্তি দায় করবেন, আর কোরা দুরে উপরিলক্ষের সাথে জাহাজে কথাবার্তা বলতে পারবে।

কেউ কেউ বলেন, "আজাতীদের রাজাসম মুর্দায়মান হবে, আর সাথে কথা বলতে হবে, তার মিকেই দূরে থাবে।

— لَذْنَةِ لَذْنَةِ رَبِّنَ —
— لَذْنَةِ لَذْنَةِ رَبِّنَ —
শব্দটি আসবে ধাতু। অর্থ সুবাদু হওয়া। তাই
কেউ কেউ বলেন, এখানে আসবে হিল ট নামের অর্থ বাদবিলিস্ট। কিন্তু এসব
অব্যাখ্যাত আসো প্রয়োজন নেই। অথবত এটা ধাতু হলো ধাতু কর্তৃর অর্থে বহু
গুরিমাণে ব্যবহার অর্থ হবে, সেই শরাব পানকারীদের হিল 'সাজাদ
বাদ' হবে। এছাড়া এটা ন্দ বিশেষণ পদের রীতিনি ট ন্দ হতে পারে। অব্যাখ্যার
অর্থ হবে পানকারীদের অন্য সুবাদু।—(কুরতুবী)

— لَفْلَفْ—غُول—لَا نَهْلَفَأْ غَوْل—
— لَفْلَفْ—غُول—لَا نَهْلَفَأْ غَوْل—
এর অর্থ কেউ 'আধা বাধা' এবং কেউ 'পেট বাধা' বর্ণনা
করেছেন। আবার কেউ সুরক্ষা ও আবর্জনা, কেউ 'বিজয় হওয়া' উভয়ে করেছেন।
প্রকৃতপক্ষে শব্দটি উল্লিখিত সব অর্থেই ব্যবহৃত হতে পারে। হাকেয় ইবনে আয়োর
বলেন, এখানে ফুল—এর অর্থ আপদ। অর্থাৎ আজাতের দুর্বাবে দুমিয়ার শরাবের
মত কোন আপদ হবে না। আধা বাধা, পেট বাধা, সুরক্ষা, আবর্জনা ইত্যাদি কিছুই
হবে না।

— قَاصِرَاتُ الْطَرِفِ —
— قَاصِرَاتُ الْطَرِفِ —
অর্থাৎ আজাতের দুর্দের বৈশিষ্ট্য হবে এই
বে, তারা হবে 'আন্তনুর্বনা'। যেসব আয়োর সাথে আজাদ ভাজাই তাদের দালঙ্কা
সম্পর্ক ছাপন করে দেবেন, তারা তাদের হাড়া কোন তিম পুরুষের পাতি মৃত্যুগত
করবে না। আজায়া ইবনে জওয়া বর্ণনা করেন বে, তারা তাদের আয়োদেরকে বলবে,
—আজাতে পানকার্তাৰ ইব্রাহিমের কসম, আজাতে তোমার চেয়ে উক্ত ও সুন্দী পুরুষ
আয়োর মুক্তিসোচন হবে না। বে আজাদ আমাকে তোমার ভী এবং তোমাকে আজার
আয়ো করেছেন, সমস্ত প্রথমো তীরই।

আজায়া ইবনে জওয়া এর আয়ত একটি অর্থ এই
বর্ণনা করেছেন বে, তারা তাদের আয়োদের মৃত্যি নত রাখবে। অর্থাৎ তারা নিজেদের

এখন “আবিষ্টো সুস্মরী ও আধীর প্রতি নিয়েছিলা” হবে যে, আধীদের করে আমা কোন নীতীর প্রতি সৃষ্টিশাল করার বাসনাই হবে না।—(তুকসীরে আলুজ আসীর)

کا نہیں پھر منکرون

এখানে জাগাতের ইরসণকে তুকানো ডিমের সাথে তুলনা করা হয়েছে। আরবদের কাছে এই তুলনা প্রসিদ্ধ ও সুবিধিত হিল। বে ডিম পাখার নিতে তুকানো থাকে, তার উপর বাইরের ধূলিকগার কোন প্রভাব পড়ে না। হলে তা শুরু হব ও পরিষ্কার থাকে। এছাড়া এর রঙ সাদা হলুদাত হয়ে থাকে, বা আরবদের কাছে রমপৌরের সর্বাধিক চিঠাকর্ষক রঙ হিসাবে গণ্য হত। তাই এর সাথে তুলনা করা হয়েছে। কোন কোন তুকসীরবিদ বলেন, এখানে ডিমের সাথে তুলনা করা হয়নি, বরং ডিমের বাকলের অভ্যরহিত বিজীর সাথে তুলনা করা হয়েছে। উদ্দেশ্য এই যে, এই ইরসণকে ডিমের বিজীর নাম নথ ও কোমল হবে।— (আহল আজারী)

এক আজারী ও তার কাফির সঙ্গী : প্রথম দশ আজাতের আজাতীদের ব্যাপক অবহু বর্ণনা করার পর কোন এক আজাতীর বিশের আজাতীনা প্রসঙ্গে বলা হয়েছে যে, সে আজাতের যজলিসে প্রৌহন পর তার এক কাফির বজুর কথা স্মরণ করবে। কজুবে তুবিজাতে থাকাকালে প্রকা঳ অচৌকার করত। অতপর আজাহ ভাস্ত্বালার কল্পনিক্রমে সে আজাতামের আজাতের উকি দিয়ে বজুর সাথে কথা বলার সুযোগ পাবে। কোরআন পাকে এই আজাতী বাতিল নাম-ঠিকানা উক্ত হয়নি। তাই নিচিত-ক্লাপে বলা যাই না যে, সেকে ? এন্দসবেও কোন কোন তুকসীরবিদ ধারণা করেছেন যে, সে শু'বিন বাতিলির নাম ‘ইহাবদাহ’ বৰং তার কাফির সঙ্গীর নাম ‘মান্দাস’।
وَضَرَبَ لَهُم مَّثَلًا رَجُلٌ

আজাতে কর্তৃ হয়েছে।— (আবহারী)

আজাতে সুরুজী কলিপর তাবেহী থেকে এ প্রসঙ্গে আরও একটি ঘটনা উল্লেখ করেছেন। সের সীরবর্ম এই যে, দুই বাতি একজন কারবার করে আট হাজার দীনার মুনাফা অর্জন করল এবং উক্তের তার হাজার করে বৃটন করে দিল। একজন তার সীর থেকে এক হাজার দীনার দিয়ে কিছু অবি ধরিদ করল। অপরজন হিল শুবই সহ ও সাথু ব্যক্তি। সে দোরা করল ; ইমা আজাহ, অনুক ব্যক্তি এক হাজার দীনার দিয়ে অবি ধরিদ করেছে। আমি আপনার কাছ থেকে এক হাজার দীনারের বিনিয়নে আজাতে অবি ধরিদ করতে চাই। অতপর সে এক হাজার দীনার গ্রন্তি-সুচৰ্চাকে দান করে দিল। এরপর তার সঙ্গী-ব্যক্তি হাজার দীনার স্বয়ং করে একটি শুব নির্মাণ করলে সে হাত তুলে বলল। ইমা আজাহ, অনুক ব্যক্তি এক হাজার দীনার আজাতের পুরুষের একটি শুব নির্মাণ করেছে। আমি এক হাজার দীনার দিয়ে আপনার নাম

থেকে আজাতের একটি গৃহ করে করতে চাই। অঙ্গর সে আরও এক হাজার দীনার দান করে দিল। এরপর আর সঙ্গী এক যাইলাকে বিয়ে করল এবং সে আঙ্গরে এক হাজার দীনার বায় করল। তখন সে হাত করে দোয়া করল : ইয়া আলাহ, অবুক বাত্তি কিরে করে এক হাজার দীনার বায় করোছে। আমি আজাতের রাজপুদের অধ্য থেকে একজনকে বিয়ের প্রয়োগ দিচ্ছি এবং তার জন্য এক হাজার দীনার উৎসর্গ করছি। একথা বলে সে এক হাজার দীনার দাব করে দিল। অঙ্গর তার সঙ্গী এক হাজার দীনার দিয়ে কিছু পোকায় ও আসবাবপত্র করে করলে সে আবার এক হাজার দীনার দান করে আলাহর কাছে এর বিনিয়ে আজাতের পোকায় ও আজাতের আসবাবপত্র প্রার্থনা করল।

এরপর ঘটনাক্ষেত্রে মুঁয়িন লোকটি দারুল আকাব-অন্টেনের সম্মুখীন হয়ে বিছু সাহায্য পাওয়ার আশার বকুল কাছে উপস্থিত হল। শৌনিখের আকাব-অন্টেনের প্রধা ব্যক্তি করলে বকু বলল : তোমার ধনসম্পদ কি হল ? উত্তরে সে তার দান-বরকাতকে সম্মুখ ঘটনা বর্ণনা করল। এতে বকুর বিস্মিত হয়ে বলল : তুমি কি বাস্তবিকই বিয়স কর যে, আমরা মৃত্যুর পর মাটিতে পরিণত হয়ে পেরেও পুনরায় জীবন জাড় করব এবং সেখানে আমাদের কাজকর্মের হিসাব-বিকাশ হবে ? যাও, আমি তোমাকে কিছুই দেব না। এরপর তারা উভয়েই মৃত্যুমুখে পতিত হল। আজোচা আজাত-সমুহে জামাতী বলে সে সহ বাত্তিকে বোবানো হয়েছে, যে পরকালের জন্য তার সম্মুখ ধনসম্পদ দান করে ফেলেছিল এবং তার আহারামী সঙ্গী বলে সে বাত্তিকে বোবানো হয়েছে, যে পরকালকে সত্য আনার অঙ্গাতে তাকে বিপ্রুপ করে তাড়িয়ে দিয়েছিল।

—(দুরার মনসুর)

কুসংসর্গ থেকে আপরকার শিক্ষা : যৌটকথা, জামাতী বাত্তি যে-ই হোক না কেন, এখানে এ ঘটনা উরেখ করার আসল উদ্দেশ্যকানুসৰে শিক্ষা দেশুক্ষা যে, গ্রামোকারী হানুমের উচিত তার বকু মহলকে যাচাই করে দেশ্য যে, তাদের অধ্যে কেউ তাকে আহাজামের পরিপতির দিকে নিয়ে যাচ্ছে কি না। কুসংসর্গের সত্ত্বা ধরস্কারিতার সত্ত্বক অনুভান পরিকল্পনাই হবে। তখন এ ধরস্কারিতা থেকে আপরকার কোন পথই খোজা থাকবে না। তাই দুনিয়াতেই যথেষ্ট চিন্তা-ভাবনা করে বকু ও জুকাম-তার সম্পর্ক স্থাপন করা উচিত। প্রায়ই কোন কাফির অথবা আলাহিদ্বাহী বাত্তিক সাথে সম্পর্ক স্থাপন করার পর মানুষ আজাতেই তার চিন্তাধারা, মতবাদ ও জীবন পক্ষতি বাঢ়া প্রভাবিত হতে থাকে। এতো পরকালীন পুরিপতির জন্য চরম বিপর্জনক অমলিত হব।

কুসংসর্গ বিস্ময় প্রকাশ : এখনে-জামাতী বাত্তি সম্পর্ক-উরেখ করা হয়েছে যে, ঐসে আজাতের নিরায়তসমূহ জাত করে আমলের আপিলযো বলবে : আমাদের আর কখনও যুদ্ধ হবে না কি। এ বাকের উরেখ এই যে, সে আজাতের কখনও জীবনে বিহাস করবে না, অবং চরম পর্যায়ের আনন্দ অঙ্গিত হওয়ার পর অনুষ প্রায়ই

এমন কথা বলে ফেলে, যেন তার আনন্দ অঙ্গিত হয়েছে বলে বিশ্বাস হচ্ছে মা। আরজী
বাণিজ্য বাকাতিও এমনি ধরনের।

অবশেষে কোরআন পাক এ ঘটনার আসল শিকায় দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করে
বলে : **لَمْثُلْ هَذَا فَلَيَعْمَلَ الْفَاسِدُون** অর্থাৎ এমনি ধরনের সমস্যার জন্য
আমরকারীদের আমজ করা উচিত।

أَذْلِكَ حَيْرٌ نَّزَّلَهُ أَمْ شَجَرَةُ الرِّزْقُومِ ۝ إِنَّا جَعَلْنَاهُ لَفْتَنَةً لِّلظَّالِمِينَ ۝
إِنَّهَا شَجَرَةٌ تَخْرُجُ فِي أَصْبَلِ الْجَحِيْمِ ۝ طَلْعُهَا كَأَنَّهُ رُؤُسُ
الشَّيْطِينِ ۝ فَإِنَّهُمْ لَا يَكُونُونَ مِنْهَا قَمَالُوْنَ مِنْهَا الْبُطُونَ ۝
ثُمَّ إِنَّ كُلَّمُ عَلَيْهَا كَشْوَبًا وَنَحْيَيْنِ ۝ ثُمَّ إِنَّ مَرْجِعَهُمْ لَذَلِكَ
الْجَحِيْمِ ۝ لَأَنَّهُمْ أَفْوَأُبَاءُهُمْ ضَالِّيْنَ ۝ فَهُمْ عَلَىٰ أَشْرِهِمْ
يُهَرَّعُوْنَ ۝ وَلَقَدْ ضَلَّ كَيْبَلَهُمْ أَكْثَرُ الْأَقْلَيْنَ ۝ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا
فِيهِمْ مُنْذِرِيْنَ ۝ فَانْظُرْ ۝ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُنْذَرِيْنَ ۝ لَا
عِبَادَ اللَّهِ الْمُخَلِّصِيْنَ ۝

(৬২) এই কি উভয় আপাতেন, না শাক্ত্য বৃক্ষ? (৬৩) আমি আগিমদের
জন্য একে বিষয় করেছি। (৬৪) এটি একটি বৃক্ষ, যা উৎসত হয় আহারামের মধ্যে।
(৬৫) এর কাছে প্রাত়ানের ঘৃতকের যত। (৬৬) কাফিলা একে কাটগ করেন
এবং এর আরা উদর পূর্ণ করবে। (৬৭) তদুপরি তাদেরকে দেওয়া হবে কুটিত পানিক
মিঠাপ, (৬৮) অতপর তাদের প্রত্যাবর্তন হবে আহারামের দিকে। (৬৯) তারা তাদের
পূর্বপুরুষদেরকে পেরেছিল বিপদ্ধামী। (৭০) অতপর তারা তাদের পদার্থক অনুসরণে
তৎপর হিজ। (৭১) তাদের পূর্বেও আবত্তাদের অধিকার্থ বিপদ্ধামী হয়েছিল।
(৭২) আমি তাদের মধ্যে ভৌতিকদর্শনকারী প্রেরণ করেছিলাম। (৭৩) অতএব জাহা
করুন, আদেরকে ভৌতি প্রদর্শন করা হয়েছিল, তাদের পরিপতি কি হয়েছে। (৭৪)
তবে আরাহুর বাছাই করা আদেরকে কথা তিন।

জাগীরের আজ-সংজ্ঞে

(আবাব ও সওয়াবের মূল্যায়ন করার পর এখন শু'মিনদেরকে উৎসাহ সাম
এবং কাফিরদেরকে ভৌতিকদর্শন করা হচ্ছে । মূল হচ্ছে ১) বলো তো, এটাই (অর্থাৎ
জাগীরের এ নিরামত, যা শু'মিনদের জন্য রয়েছে) উত্তম আপ্যায়ন, না যাকুম বৃক্ষ
(যা কাফিরদের জন্য মির্দানিত রয়েছে) ? আবি এ বৃক্ষকে (পরকালের সান্তি সাম্যত
করা ছাড়াও সুনিরামতে) জাগীরদের জন্য পরীক্ষার বিষয় করেছি । (আবি দেখতে চাই,
তারা এর কথা শুনে সত্য বলে বিশ্বাস করে, না যিখ্যারোপ ও ঠাট্টা-বিপ্রিং করে ?
ব্যক্ত কাফিররা এর প্রতি যিখ্যারোপ ও বিপ্রিং পছনে বলে, যাকুম তো আখন ও
ধোরাবাকে বলা হয়, যা শুবহই সুবাস বষ্ট । তারা আরো বলে, যাকুম যদি বৃক্ষই হবে
তবে তা জাহানারামের আশনে কেমন করে থাকতে পারে ? আজ্ঞাহু তা'জাল এর জওয়াবে
বলেন ১) , এটা এখন এক বৃক্ষ যা জাহানারামের গভীরদেশ থেকে উৎপন্ন হয় । (অর্থাৎ
যাখন আর ধোরণা নয় । যেহেতু আশনেই এর জন্য, তাই তাতে তিকে থাকা এর
পক্ষে অবাকর নয় । বেশব, "সমস্ত" নামক এক প্রকার কৌট আশনে জন্মগত
করে এবং আশনেই থাকে । অঙ্গের যাকুমের একটি অবস্থা উৎপন্ন করা হয়েছে
যে,) এর শুষ্ক সাপের কথার অন্ত (কলাকার) এ বৃক্ষের ঘারা জাগীরদেরকে
আপ্যায়ন করা হবে ।) কাফিররা কুধার তাঢ়নার (যখন আর বিছুই পাবে না, তখন)
এটি কুকুর করাবে এবং (কুধার অহিন থাকার দরকার) এর ঘারাই উদ্দর পূর্ণ করবে ।
তদুপরি (পিঙাসার) ছাঁকাট করে যখন পানি টাইবে, তখন তাদেরকে পানি (পুঁজের
সাথে) যিন্নিয়ে দেওয়া হবে । (ত্রাসেই বিপদের শেষ নয়, বরং) তাদের শেষ তিকানা
হবে জাহানারাম । (অর্থাৎ এরপরও সেখানে চিরকাল থাকতে হবে । তাদের এই সান্তি
ও জন্য যে,) তারা (আজ্ঞাহু হিসাবেতের অনুসরণ করেনি, বরং) তাদের পূর্বপূরুষ-
দেরকে পেরেছিল বিপথসামী, অঙ্গের তারাও তাদের পানের সাথে পা যিন্নিয়ে প্রস্ত
চাহিল । (অর্থাৎ একান্ত আগ্রহকরে তাদেরই বিপথসামিতার অনুসরণ করেছিল ।)
তাদের (অর্থাৎ বর্তমান কাফিরদের) পূর্বেও অপ্রত্যাদের জাহিকাশেই বিপথসামী হয়েছে ।
(আবি তাদের মধ্যেও সতর্ককারী প্রেরণ করেছিলাম ।) অঙ্গের লক্ষ্য করুন, যাদেরকে
সতর্ক করা হচ্ছিল, তাদের কেমন (অঙ্গ) পরিপন্থ হয়েছে । (তারা সতর্ককারী
গবেষণার পথকে মানেনি । কলে সুনিরামতেই আবাবে পতিষ্ঠ হয়েছে ।) তবে আজ্ঞাহু থাহ
বীকাদের (অর্থাৎ শু'মিনদের) কথা অভিত । (তারা পার্থিব আবাব থেকে মুক্ত হয়েছে ।)

আমুসাদিক জাতুর বিষয়

জাহানারাম ও জাহাত উত্তরে বিছু বিছু আবাব বর্ণনা করার পর আজ্ঞাহু তা'জাল
প্রত্যোক্তি জোরকে এ বিষয়স্থির মূল্যায়ন করার পাওয়াত দিয়েছেন যে, উত্তরের মধ্যে
কোনুটি উত্তম তা চিহ্ন করে দেখ । সেমতে বলা হয়েছে :

أَذْلَكَ خِيرٌ نَّزَّلَ أَمْ شَجَرَةُ الْرُّقُومِ
করা হয়েছে, সেক্ষেত্রে উত্তম, না জাহানামীদের খাদ্য যাকুম বৃক্ষ উত্তম ?

आकृत्य कि? आकृत्य नामेर एक रुक्ष वृक्ष आरब उपजीपेर डाहाया नामक
अक्षले पीछो थाय। आजाया आकृत्याजिधेन। एठा अन्याया अनुरूप्य मङ्ग लाकायाओ
उत्तेपर हस्य। केउ केउ बजेन, एठा से वृक्ष थाके उद्दृते 'धेहृष्ट' बला हस्य। एराई
काहाकाहि आरओ एकति वृक्ष डारतवार्हे 'मागङ्गम' (क्षिमसमा) नामे थायत। केउ
केउ एकेई आकृत्य बजे सावात्त करतेहेन एवं एठाई अधिक शुभिसम्मत। ए सम्बर्के
उक्कीरविसदेर वित्तिर वत्त रात्रेहे ये, दुनियार ए आकृत्यहै आहायायोदेर आस्य हवेह, ना
सेठो अन्य कोन वृक्ष? केउ केउ बजेन। आहात्त दुनियार आकृत्यहै लाखानो हस्यहे।
आवाह एकेउ केउ बजेन, आहायायेर आकृत्य हवे तित्व वत्त, दुनियार याकृत्येर साथे
एव कोन सम्बर्क मेहि। बाह्यत यने हस्य, पुढिवीते वेहन साप-विळू प्राण्यति रात्रेहे,
तेथनि आहायायेओ आहे। कितू लाहायायेर साप-विळू दुनियार साप-विळू अपेक्षा
वड्हुणे उत्तराव करत हवे। एमनिकावे आहायायेर आकृत्य इच्छाति हिसावे दुनियार आकृत्येर
मत्त हस्येओ दुनियार याकृत्य आपेक्षा अनेक वेहन कासाकाय ओ कष्टात्तक हवे।

—اُنّا جعلنا هَا فتنة لِلظَّالِمِينَ—अर्थात् जामि शोषण वस्त्रके जालियनद्वारा जन्म

কেতনা বানিয়েছি। একেজ কোন কোন লক্ষ্মীরবিদ কেতনা'র অর্থ করেছেন আবাব। অর্থাৎ এ বৃক্ষকে আবাবের ছাতিজার বানিয়েছি। কিন্তু অধিকাংশ লক্ষ্মীরবিদের বক্তব্য এই যে, কেতনা'র অর্থ 'পরীক্ষা' করা অধিক উপযুক্ত। উদ্দেশ্য এই যে, এ বৃক্ষের আলোচনা করে আমি পরীক্ষা করতে চাই যে, কে এর প্রতি বিশ্বাস করে, আর কে বিষ্ণুগ করে? সেমতে আবাবের কাফিজরো এ পরীক্ষার উত্তীর্ণ হতে বার্ষ হয়েছে। তাড়া এ আবাবকে কৃত করে বিশ্বাস স্থাপন করার পরিবর্তে উপহাস ও ঠাট্টার পথ বেছে নিয়েছে। ধৰ্মিত আছে যে, কাফিজরোকে যাকুম ধৰ্মজ্ঞানের আলোচনা-সভাজিত আলোচনসমূহ অবশীর্ণ হয়ে আবু জাহল তার সহচরদেরকে বলেন: তোমাদের বক্তু (বৃহাতশব্দ) বলে যে, আগন্তন তেতুরে নাকি একটি বৃক্ষ আছে, অথবা আগন্তন বৃক্ষকে হজর করে কেলে। খোদাই কসম, আহরা জানি যে, খেজুর ও মাখনকে যাকুম বলা হয়। অক্ষরে এসো এই খেজুর ও মাখন থেরে নাও!—(খেজুরের গুলুবু)। আসের বর্বরীর ভাবাম খেজুর ও মাখনকে যাকুম বলা হয়। তাই আবু জাহল বিষ্ণুগের এই পুরা অবসরণ করেছে। আবাব তা'আলা একটি যাত্র হাতে উক্ত বিশ্বের গুওয়াব দিয়ে পিয়েছেন: **أَنْهَا شَجَرَةٌ تَخْرُجُ فِي أَمْلِ الْجَنَّاتِ** অর্থাৎ যাকুম তো জাহা-জামের গাঁজের উদ্গত একটি বৃক্ষ। কাজেই এর অর্থ খেজুর ও মাখন নয় অবৰ আগন্তনের তেতুরে বৃক্ষ ধাকার অপত্তি ও শুভিজ্ঞত নয়। বৃক্ষটি যখন আগন্তনেই জন্ম লাভ করে, সুখন আজাহ তা'আলা এতে এমন বৈশিষ্ট্য দিয়ে রেখেছেন যে, তা'আগন্তনে পুষ্ট যাওয়ার পরিবর্তে আগন্তনের সাহায্যে বিকল্পিত হয়। সুষ্টোভজ্ঞাপ আগন্তনের যথে জীবিত ধাকতে পারে, এমন অনেক ছাণী পুরুষাঙ্গে বিদ্যমান রয়েছে। আগন্তন আলোচনাকে সহজ কর্মার পরিবর্তে আবৰ্ত বিকল্পিত করে।

— طَلَعُهَا كَانَةٌ (وَوْسَ الشَّهَا طَبِيعُنْ) — এতে যাকুব ফলকে শয়তানের মাথার
সাথে তুলনা করা হয়েছে। কেউ কেউ এখানে শিয়া তীক্ষ্ণ—এর অনুবাদ করেছেন
সাধ। অর্থাৎ যাকুব ফল সাগের ফলার মত হয়ে থাকে। উদ্দৃশ্যে একে 'নাসকন'
(ফলিমনসা) এ কথাপেই বলা হয়। কিন্তু অধিকাংশ তৎসৌরবিদ বলেন যে, এখানে
শিয়া তীক্ষ্ণ বলে তার সাধারণ অর্থই বোবানো হয়েছে। উদ্দেশ্য এই যে, যাকুব ফল
শয়তানের মাথার ন্যায় কুৎসিত। এখানে এরাপ আর করা উচিত নয় যে, পয়তামিকে
তো কেউ দেখেনি, সুতরাং তার সাথে তুলনা করার মানে কি? জওয়াব এই যে, এটি
একটি কর্মনাভিত্তিক তুলনা। সাধারণ বাকপজিতে বিপ্রী ও কুৎসিত বন্দুকে শয়তান ও
ভূতপ্রেতের সাথে তুলনা করার রীতি প্রচলিত রয়েছে। এর উদ্দেশ্য কেবল তুলনা
পর্যায়ে কসরতা বর্ণনা করাই হয়ে থাকে। এখানে বাস্তবত তুলনাও এমনি ধরনের।—
(জাহান মা'আনী)

وَلَقَدْ نَادَنَا نُوحٌ فَلِنَعِمُ الْمُحِبِّيْبُونَ ۝ وَنَجِيْبِيْنَ وَأَهْلَكَ مِنَ الْكَرْبَلَةِ
الْعَظِيْمِ ۝ وَجَعَلَنَا ذُرَيْتَهُ هُمُ الْبَقِيْنَ ۝ وَتَرَكَنَا عَلَيْهِ فِي الْاَخْرِيْنَ ۝
سَلَمٌ عَلَى نُوحٍ فِي الْعَلَمِيْنَ ۝ إِنَّا كَذَلِكَ بَعْرِيْمُ الْمُحْسِنِيْنَ ۝ إِنَّهُ مِنْ عَبَادِنَا
الْمُؤْمِنِيْنَ ۝ ثُمَّ أَغْرَقْنَا الْاَخْرِيْنَ ۝

(৭৫) আর নৃহ আবাকে ডেকেছিল। আর কি চমৎকারভাবে আবি তার
তাকে সাক্ষা দিচ্ছিলাম। (৭৬) আবি তাকে ও তার পরিবারবর্গকে এক মহা সংকট
থেকে রক্ষা করেছিলাম (৭৭) এবং তার ব্যবসায়দেরকেই আবি অবনিষ্ঠ রেখেছিলাম।
(৭৮) আবি তার জন্য সরবর্তীদের মধ্যে এ বিষয়ে দিচ্ছি যে, (৭৯) বিশ্বাসীর
অব্যে নৃহের প্রতি ধার্তি অবিষ্ট হোক। (৮০) আবি প্রাপ্তবেই সংকর্মপরায়ণদেরকে পুরুষত
করে থাকি। (৮১) সে ছিল আবাক ঈমানদার বাসামের অনাত্ম। (৮২) অতপর
আবি অপরাগম স্বাক্ষরে মিথিলিত করেছিলাম।

তৎসৌর সার-সংক্ষেপ

আর নৃহ (আবি আবাকের সাহায্যের জন্য) ডেকেছিল (অর্থাৎ প্রার্থনা করেছিল।)
আবি (আবি তাকে সাহায্য করেছিলাম এবং) আবি প্রার্থনার চমৎকার সাক্ষাত্কারী।
আবি তাকে ও তার অনুগ্রহকারীদেরকে এক মহা সংকট থেকে (যা কাফিরদের

খিয়ারোগ ও উৎপীড়নের কারণ দেখি দিলেছিল)। ইকান করেছিলম (অর্থাৎ জনোচ্ছাসের মাঝে কাফিরদেরকে নিয়মিত করেছিলম এবং তার অনুসারীদেরকে উচ্চান্ত করেছিলাম।) এবং আমি তার বশধরদেরকেই অবশিষ্ট রেখেছিলাম। (পরবর্তীতে অন্য কাহুট বৈশসেরনার প্রচলিত থাকেনি।) আমি তার জন্য পরবর্তীদের মধ্যে এবিষয় (সুনীর্ব কাজের অন্য) প্রচলিত রেখেছি যে, দিয়বাসীর মধ্যে নৃহীর প্রতি ধাতি বৰ্বত হৈবিক। (অর্থাৎ আলাহ্ কর্তৃ, তার প্রতি সময় দিয়বাসী—জিন-ইসলাম ও জেরেশতা-কুজ সীলার হৈবিপ করক।) আমি ধাতি বৈশদেরকে এমনভাবে শুল্কত করে ধাকি। নিষ্ঠয় সে ছিল আমার ইমানদার বাসাদের অন্যত্ব। অতপর আমি অন্য (গরী) দেৱদেরকে (অর্থাৎ কাফিরদেরকে) বিয়ক্তি করেছিলাম।

আনুবাদিক আভ্যন্তর বিষয়

পূর্ববর্তী আভ্যন্তরে আজেকুন্না হিল বৈ. অর্থাৎ উচ্চান্তদের কাছেও সর্বকান্তী পৰম্পরার প্রেরিত হয়েছিলেন, অধিকাংশ জোকাই তাদের কথা মানেনি। কলে তাদের পরিপতি পুষ্ট অন্ত হয়েছে। এখানে এরই কিছু বিষয় বিবরণ পেশ করা হচ্ছে। এ অবস্থার করেকজন পৰগবরেন্ত ঘটনা বর্ণনা করা হয়েছে। আজেকু অবিভুতসমূহে সর্ব প্রথম হৃষেরত নৃহ (আ)-এর ঘটনা বিবৃত হয়েছে। অবশ্য তা বিভাবিতভাবে সুরা হনে বাধিত হয়েছে। এখানে বিশেষভাবে আর্বাতসমূহের সাথে সংযোগে কঢ়িগফলিয়ার উজ্জ্বল কল্পনা হচ্ছে।

وَلَقَدْ نَأَيْدَنَا نَأَيْدِيْ
— এতে বলা হয়েছে যে, হৃষেরত নৃহ (আ) আমাকে তাক প্রিয়জাহিলন। অধিকাংশ জাকসীরবিদের মত এখানেও 'তাকা' অর্থে সুরা নৃহে উচ্চান্তিত নৃহ (আ)-এর ঘটনা বিবৃত হয়েছে। (রَبِّنَا تَذَرْفَلِي أَلْأَرْضِ مِنَ الْعَاقِرِينَ رَبِّيْ
অর্থাৎ পরামর্শিত্বে পুরুষীকৃত কাফিরদের মধ্য থেকে একজন বাসিন্দাকেও অবশিষ্ট সেখনা।) সোজা বোকানো হয়েছে। অথবা সুরা কর্মের উচ্চান্তিত এই সোজা বোকানো হয়েছে। (আমি পরামৃত, আমাকে সাহায্য করু।) আভাতির উপর্যুক্ত অবাধ্যতায় পর হৃষেরত নৃহ (আ) এ সোজা তখন করেছিলেন, যখন তাঁর গোত্র তাঁর প্রতি খিয়ারোগ করেই জাত থাকেনি, উপর্যুক্ত তাঁকে হত্যা করার পাইকরণী তৈরি করেছিলেন।

وَجَعْلَنَا رَبِّيْ
— (আমি তার বশধরদেরকেই অবশিষ্ট রেখেছি।)
অধিকাংশ জাকসীরবিদের মত এই আভাতির উচ্চান্ত নৃহ (আ)-র সমরে আগত জনোচ্ছাসে পৃথিবীর অধিকাংশ অববসতি খৎস হয়ে পিসেছিল। এর

পর হৃষীয়ে তিনি পূর্ব থেকে সামান্যিতে আনব শোষ্টী বিভাগ লাভ করে। তাঁর এক পুত্রজন নাম ছিল 'সুহ' আরই সন্তান-সঙ্গতি থেকে আরব ও পারস্যবাসীদের মধ্যে দুর্বল হয়। বিড়িয়ে পুত্রজন নাম ছিল 'হাম'। আলিকান দেশসমূহের জনবসতি তাঁর বংশধর থেকে প্রসারিত হয়। কেউ কেউ তাঁর অভিযোগের অধিকারীদেরকেও এই বংশের অভিযোগ করেছেন। তৃতীয় পুর ছিল 'ইমামক'। হার সন্তানদের থেকে তুকী, যোকার এবং ঈশ্বরাজ-আলুজের বংশ নির্গত হয়। হয়রত নুহ (আ)-র নোকার আলুজের বন্দে প্রাণ-ব্যক্তি কর্তৃতে সাহা-সক্ষ হয়েছিল তাঁদের মধ্যে নুহ (আ)-র এই পুত্র হামা অন্য কারণে বংশ বিভাগ লাভ করেনি।

তবে অতি অবস্থাক আলিয় এ বিবরের অবঙ্গী যে, নুহ (আ)-র তৃতীয় বিভাগী ছিল না বরং কেবল আবুব জুমিয়েই সীমাবদ্ধ ছিল। তাঁদের মধ্যে আলাউদ্দের উদ্দেশ্য এই যে, আবুব জুমিয়ে কেবল নুহ (আ)-র সন্তানগণ অবসিষ্ট ছিল এবং তাঁদের থেকেই আরবদের বংশ বিচ্ছিন্ন লাভ করেন। সুনিয়ারি অন্যান্য তৃতীয়ের অনাদের বলে বিচ্ছিন্ন লাভ করেনি, একথা আলাউত থেকে বোঝা যায় না। —(বৰানুজ কেরাজান)

তৃতীয় একদল তৎসৌরিদিন বলেন, নুহের তৃতীয় বিভাগী ছিল এবং সুনিয়ার বংশধর দেশের নুহ (আ)-র পুত্রজন থেকে নয়, বরং যোকার যোকা আরোহণ করেছিল তাঁদের সন্তানবর্গ থেকেও বিভাগ লাভ করেছে। তাঁরা বলেন, আলাউদ্দের আসল উদ্দেশ্য একথা বর্ণনা করা যে, নিয়মিতভাবে বংশ বিভাগ লাভ করেনি। —(কুরতুবী)

কেরাজান পাকের পূর্বাগ্র বর্ণনাদৃষ্টে তৃতীয় উভি খুবই সুর্বজ, প্রথম উভি সকৌতুক। কারুল, কোন কোন হানীস থেকেও একটির সমর্থন পাওয়া যায়, এই বিষয়ে ক্রিয়াক্রিয়া প্রযুক্ত হয়েছে। আকরাম (সা) থেকে এ আলাউতের ব্যাখ্যা অসমে সন্নামি উচ্চত করেছেন। হয়রত সামুদ্রাহ ইবনে জুবুর বাণিজ রেওয়ারেতে ইস্তুজাহ (সা) বলেন: সাম আরববাসীদের আদি পিতা, হাব আবিসিমিয়াকসৌতের। এবং ইবাহেহ রোমেকদের আদি পুরুষ। —(কুরাজ আজানী)

وَتَرَكَنَا مَلِيئَةً فِي الْأَخْرَىٰ سَلَامٌ عَلَىٰ تُوحٍ فِي الْعَالَمِينَ (আমি

তাঁর জন্য পরবর্তীদের মধ্যে এ বিভাগী প্রচলিত রেখেছি যে, নুহের অতি সামান্য বৈচিত্র হোক বিবৰাসীদের মধ্যে।) এর মর্যাদা এই যে, আমি নুহ (আ)-র পরবর্তী যোক-দের পুষ্টিত তাঁকে সম্মানিত ও পরিচয়বিত করে দিয়েছি। ফলে তাঁরা কিয়ামত পর্বত তাঁর জন্য নিয়াগজ্ঞার দোষা কর্তৃত থাকবেন, বাস্তব ঘটনাক্ত তাঁই। সুতরাং বিবের সমস্ত আসমানী ধর্মশাস্ত্রে [হয়রত নুহ (আ)-র নবৃত্য ও পরিচয়তার বিবৰাসী পুস্তকানন্দের কথা তো বলাই যাবলায়, ইহানী ও পুনৰ্মুক্তিমুক্ত তীক্ষ্ণ অভিজ্ঞদের মেলা বলে আভ্যন্ত করে।]

وَمَا نَصِّ شَيْعَتِهِ لَكَبِرُ هُمْ مَا ذَجَاهَ رَبَّهُ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ ۝ إِذْ قَالَ
لِأَبْنِيهِ وَقَوْمِهِ مَا ذَلِكُ تَعْبُدُونَ ۝ أَرْفَعُ الْقَمَةَ دُونَ اللَّهِ شَرِيفُ دُونَ
قَعْدَتُكُمْ بِرَبِّ الْعَالَمِينَ ۝ فَنَظَرَ نَظَرَةً فِي الْجَوْمِ ۝ فَقَالَ إِنِّي سَقِيمٌ
فَتَوَلَّا عَنِّي هُدُورِيْنَ ۝ فَرَاغَ إِلَى الْمَهْرِيمْ فَقَالَ أَلَا تَأْكُلُونَ ۝ كَانُوكُمْ
لَا تَشْطِقُونَ ۝ فَرَاغَ عَلَيْهِمْ ضَرِبًا يَالِيْمِينَ ۝ فَاقْبَلُوا إِلَيْهِ بِزِفْونَ ۝ قَالَ
أَنْتُمْ تَعْبُدُونَ مَا تَخْتَنُونَ ۝ وَاللَّهُ خَلَقَكُمْ وَمَا تَعْمَلُونَ ۝ قَالُوا إِنَّوْالَهُ
مُنْتَهِيَا فَالْفَوْهُ فِي الْبَعْرِيمِ ۝ فَأَرَادُوا بِهِ كَيْدًا فَجَعَلْنَاهُ الْأَسْفَلِينَ ۝

- (୧୩) ଆର ମୁହମ୍ମଦଙ୍କାରେ ଏବନ୍ତମ ହିଲ ଇବରାହିମ । (୧୪) ସବନ ଦେ ଆର ମୁହମ୍ମଦ-
ଆରାର ନିକଟ ସୁଚାନ୍ତ ଡିକ୍ଷିତ ହୁଅଛି । (୧୫) ସବନ ଦେ ଆର ଶିକା ଓ ଜମ୍ବୁମାରକେ
ଅମ୍ବାଇ । ତୋମର କିମ୍ବାର ଉପାସନା କରାଇ ? (୧୬) ତୋମର କି ଆରାହ ଆମ୍ବାଇ ଯିବ୍ରା
ପ୍ରାଣକାରୀ କରାଇ ? (୧୭) ବିଷ୍ଣୁମାରକେ ପାନ୍ଦମନକାରୀ ଜମ୍ବୁରେ ତୋମାରେ ଧାର୍ମାଦା କି ?
(୧୮) ଆର ପାନ୍ଦମାର ଭାଗମାରେ ପ୍ରତି କାହାର କରାଇ । (୧୯) ଏବଂ ସବନ ଦେ ଆମ୍ବାଇ
ପ୍ରାଣିତ ହାତ ଥାଇ । (୨୦) ଅତପର ଆରା ଆର ପ୍ରତି ପିଣ୍ଡ କିମ୍ବାରେ ଠମେ ଥାଇ । (୨୧)
ଆର ପାନ୍ଦମାର କୁମାର ମେଳାକାରେ ମିଳେ ତୁ କାହା ? ଏବଂ ସବନ ଦେ ଆରା ପାନ୍ଦମାର କାହା କରାଇ ? (୨୨)
ତୋମାରେ କି ହୁଏ ଥେ, କଥା ବାହା ନା ? (୨୩) ଅତପର ଦେ ଆରା ଆମ୍ବାଇକେ ତୋମାର ଉପର
କୁଟୀରେ ଥାଇ । (୨୪) ତଥବ ଯୋକଜନ ଆର ମିଳେ ତୁ କେଣ୍ଟ ଏବଂ ଆମ୍ବାଇ-
ମେଳାକାରେ ଏବଂ ତୋମର ବା ନିର୍ମାଣ କରାଇ ସବାହିକେ ସୁଲିଷ୍ଟ କରାରେହି । (୨୫) ତାରି ବକଳା :
ଏହି ଜଳେ ଏକଟି ଡିକ୍ଷିତ ନିର୍ମାଣ କର ଏବଂ ଅତପର ଆରକେ ଆମ୍ବାର କୁମେ ନିକ୍ଷେପ କର ।
(୨୬) ଆରପର ତାରା ତାର ବିକଳେ ଅହା ବର୍ଷାର ଝାଟିଟେ ତାଇଲ, କିନ୍ତୁ ଆମି ତାମେରକେହି
ପରାପର କରେ ଦିଲାମା ।

ତକାମୀରେ ସାର-ସଂକେପ

ଆର ଇବରାହିମ୍ମାର ହିଲେମ ମୁହମ୍ମଦଙ୍କାରେ ଏବନ୍ତମ [ଆରାହ ଆଦେର ଉକାମୀ ହିଲେମ
ଆରା ହୋଲିକ ବିରାମେ ନୁହ (ଆ)-ଏର ସାଥେ ଏକାତ ହିଲ । ତୌର ଦେ ଆଟମା ସମ୍ମାନ-
ଯୋଗ,] ସବନ ଡିନି ସୁଠୁଟିତେ ତୌର ପରାମ୍ପରାରମିଗାରେ ପ୍ରତି ମନୋନିବେଶ କରାରେନ ।
(ସୁଠୁ ହିଲେ) —ଆର, ତୌର ଅତକ୍ରମ କୁବିଙ୍କାମ ଓ ଜୋକିକନ୍ତାର ପରାମ୍ପରା ଥେବେ ମୁହଁ ହିଲ ।)

ষথন তিনি (মুত্তিপুজাৰী) পিণ্ডা ও অপোষীয় জোকদেৱকে বলতেন : তোমৰা কি (চূল) বৰুৱ পুৱা কৰছ ? তোমৰা কি যিছেমিহি দেৱতাদেৱকে আঝাহন পুনৰ্বৰ্তে উপাস্য সাৰাংশ কৰতে চাও ? ভাবতে বিবৃজপত্রে পাইনকৰ্তা সমসকে ভোমদেৱ ধাৰণা কি ? [অৰ্থাৎ তোমৰা যে তোৱ ইবাদত বৰ্তন কৰে যেতেছ তাতে তাৰ উপাস্য হওৱাৰ বাপৰে ভোমদেৱ কি কোন সমেহ আছে ? প্ৰথমত একগ সমেহ থকা উচিত নহ। যদি থাকে, তবে তা মূল কৰা উচিত। মোটকধা ইবৰাহীম এবং তাদেৱ যাবে প্ৰাঞ্জলি এমনি ধৰনেৰ বাকবিশুণু চলত। এক দিনেৰ ঘটনা, সেই তাদেৱকৈন পৰ্বেৰ দিন হিল। ভাৱা ইবৰাহীম (আ)-কেও যোৱা নিয়ে যেতে চাইল।] কিন্তু ইবৰাহীম (আ) তাৰকাদেৱ প্ৰতি একবাৰ চাইলেন এবং বলতেন : আমি পীড়িত হতে যাই। (কাজেই মেলাৰ হেচে পাৱছি না।) ভাৱা (ভীষণ এই অভূতাত তনে তাকে ছেড়ে চলে গো। কাৰণ, পীড়িত হয়ে পড়তে তিনি নিয়ে এবং তাৰ কাৰণে অন্যৰাও কষ্ট কৰিব।) তথন তিনি তাদেৱ দেৱোজৰে যিৱে প্ৰবেশ কৰলেন এবং (উপাসনাজে প্ৰতিমাদেৱকে) বলতেন : তোমৰা (সামনে রাখা এসব নৈবেদ্য) ধৰছ না কেন ? (তাৰাভা ভোমদেৱ কি হল যে, কথাৰ ধৰছ না ? অস্তগত তিনি সহোতে প্ৰহাৰ কৰতে কৰতে তাদেৱ উপৰ বাঁপিয়ে পড়লেন (এবং কুড়াল যেৱে যেৱে সব দুৱামৰ কৰে গিলেন।) অস্তগত (সোজোৱ জোকেৱা) ষথন আনতে পাৱজ, শুধৰণ) ভাৱা ভাৱ কাহে অছিৰ হয়ে (জোখতৰে) ছুটি এল (এবং কথা কাটিকাটি উৱ হল)। তিনি বলতেন : তোমৰাৰ কি একম ধৰণৰ পুৱা কৰ, বী বিজেৱাই (অহতে) বিৰ্যাপ কৰ ? (যে বস্তু ভোমদেৱ সুখাপেক্ষী, সে উপাস্য হবে কৈমন কৰে ?) অহত ভৌগদেৱকে এবং ভোমদেৱ নিমিত্ত এসব বহুসাময়ীকে আঝাহ সৃষ্টি কৰেছেন। (সুভুলং তৰিনই ইবাদত কৰা উচিত।) ভাৱা (ষথন তাৰে হয়ে গো, কথৈন রাসান্বিত হয়ে গৱল্পৰ) বলতে লাগল : ইবৰাহীমেৰ জন্য একটি অভিকুণ্ঠ তৈৱি কৰ (এবং তাতে আগুন আলিয়ে) তাকে সে বস্তু আভনে নিকেপ কৰ। মোটকধা, ভাৱা তোৱ বিৱৰণে যন্মাচৰণ কৰতে চেয়েছিল (এবং মনে কৰেছিল, তিনি ধৰণে হয়ে যাবেন)। অস্তগত আমি তাদেৱকেই বিশ্বিত কৰে দিয়েছি। (বিজ্ঞানিত কাহিনী সুৱা আবিষ্যাক বাধিত হয়েছে।)

আনুষঙ্গিক জাতৰ বিবৰ

হহৰত নুহ (আ)-এৰ ঘটনাৰ পৱ কোৱআন পাক হহৱত ইবৰাহীম (আ)-এৰ পৃষ্ঠাপৰি জীবনেৰ দুটি ঘটনা উল্লেখ কৰেছে। উজৱ ঘটনাম হহৱত ইবৰাহীম (আ) আঝাহৰ জন্য অগ্ৰৰ ভ্যাপেৱ পৱাকাঠা প্ৰদৰ্শন কৰেছেন। আজোচ্য আঘাত-সমূহে তাকে অভিকুণ্ঠে নিকেপ কৰাৱ প্ৰথম ঘটনাটি বিহুত হয়েছে, বাৱ বিশ্বাস বিবৰণ সুৱা আবিষ্যাক বাধিত হয়েছে। তবে এখনে ঘটনাটি যে ভৱিতে বৰ্ণনা কৰা হয়েছে, তাতে কৱেকষি বিদ্যম ব্যাখ্যাসাপেক্ষ বটে।

مُتَّقِيٌ بِإِنْ مَنْ مُتَّقٌ لَا يَأْخُذُ
—মৌলিক অভূতাদ ও গহা-পৰাভুতে একমত

বাতিল্বর্তের সঙ্গে আরো ভাসাইয়ে ছৈবজা হয়। এখানে পঁচাশ শব্দের সর্বনাম আরা বাহাত নৃহ (আ)-কে বোঝানো হয়েছে। তাই আরাতের অর্থ এই সৌভাগ্য যে, হয়রত ইবরাহীম (আ) তাঁর পূর্বসূরি গুরুত্বের নৃহ (আ)-এর পশ্চাবলী হিলেন এবং ধর্মের মৌলিক নৌভিসমূহে উভয়ের পরিপূর্ণ ঐকমত্য হিল। উভয়ের শরীরত্ত্বে একই রকম অথবা কাহাকাহি হওরাও স্ফুর। উজ্জ্বল যে, কোন কোন ঝিল্লিহাসিক ব্রেওয়ারেত অনুবাদী হয়রত নৃহ ও হয়রত ইবরাহীম (আ)-এর মাঝখানে দু'হাজার ছৎ চারিশ বছরের ব্যবধান হিল। তাদের মাঝখানে হয়রত হৃদ ও সাজেহ (আ) ব্যাপ্তি কোন নবী আবিষ্ট হন নি।—(কাশক)

إِنْ جَاءَ رَبُّ بِقَلْبٍ سَلَطْهُمْ—এর নির্ভেজাল শালিক অনুবাদ এই যে,

বখন ভিন্ন আগমন করলেন তাঁর পাইলকর্তার নিকট পরিচয় অন্তরে। আজাহ্‌র নিকট আগমন করার অর্থ আজাহ্‌র দিকে রাজু করা, তাঁর প্রতি মনোমিবেশ করা এবং তাঁর ইবাদত করা। এর সাথে ‘পরিচয় মন বিলে’ কথাটি সুজ করে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, আজাহ্‌র কোন ইবাদত তত্ত্বগ পর্বত প্রাহণযোগ্য নয়, যতক্ষণ ইবাদত-কারীর মন প্রাত বিশ্বাস ও যদ্য প্রেরণা থেকে পবিত্র না হয়। প্রাত বিশ্বাসসহ কোন ইবাদত করলে ইবাদতকারী তাতে যত প্রয়োগ করে করুক নাকেন, তা প্রাহণযোগ্য নয়। এমনিভাবে ঈবাদত কারীর আসল লক্ষ্য আজাহ্‌র সন্তুষ্টির পরিবর্তে জোক দেখানো অথবা কোন দৈবাঙ্গিক লাভ হলে সে ইবাদত প্রথমার ঘোগ্য নয়। আজাহ্‌র দিকে হয়রত ইবরাহীম (আ)-এর রাজু হওয়া এসব সংমিশ্রণ থেকে পবিত্র হিল।

فَنَظَرَ نَظَرَةً فِي النَّجْوِ فَقَالَ إِنِّي سَقِيمٌ—এসব আরাতের

পটভূতিকা এই যে, হয়রত ইবরাহীম (আ)-এর সম্মুদায় এক বিশেষ দিনে উৎসব উদয়াগন করত। সে পর্বের দিনে তারা ইবরাহীম (আ)-কেও আহতণ জানাল যে, আপনিও আমাদের সাথে উৎসবে যোগদানের জন্য চলুন। উদ্দেশ্য, হয়রত ইবরাহীম (আ) উৎসবে যোগদান করলে হয়রত তাদের ধর্মের প্রতি প্রজাপাতিবিত হয়ে পড়বেন এবং মিজের ধর্মের দাওয়াত পরিজ্ঞাপ করবেন।—(দুরুরে মনসুর, ইবনে জরীর)। কিন্তু হয়রত ইবরাহীম (আ) মনে মনে এই সুযোগকে অন্যান্যের ব্যবহার করুর মন্তব্য আঁটছিলেন। তাঁর পরিকল্পনা হিল যে, যখন গোটা সম্মুদায় উৎসব উদয়াগন করলে চলে যাবে, শুধু আমি তাদের দেবব্যবস্থার প্রবেশ করে প্রতিমাসমুহকে ডেবে দুর্মার করে দেব। যাতে তারা কিনে খেসে যিথাং উপাসাদের অসহায়ত্বের বাস্তব দৃশ্য অচেত দেখে নিতে পারে। হয়রত এতে করে তাদের কারো কারো অন্তরে নিজেদের প্রতিমাসমুহকে অসহায় ও অক্ষয় দেখে ইয়ান জাপ্ত হবে এবং সে শিরক থেকে জওয়া করে যেবে। এ উদ্দেশ্যে হয়রত ইবরাহীম (আ) সম্মুদায়ের জোকদের সাথে উৎসবে যেতে অবীকার করলেন। আর অবীকারের পথ এই বেই মিজেন রে, প্রথমে তারকার

সিকে গভীর দৃষ্টিপাত করলেন এবং অতপর বললেন : আমি অসুস্থ। সম্মুদ্দেশের লোকেরা তাঁকে অপারপ মনে করে ছেড়ে দিল এবং উৎসব উদয়াপনে চলে গেল।

এ ঘটনার সাথে একাধিক তফসীর ও কিকাহ সংক্ষেপ আলোচনার সম্পর্ক রয়েছে। নিচের যেসব আলোচনার সারথর উরেখ করা হল।

তারকার সিকে দৃষ্টিপাত করার উদ্দেশ্য : সর্বপ্রথম আলোচনা এই যে, জওয়াব দীনের পুবেই ইবরাহীম (আ) বে তারকার প্রতি দৃষ্টিপাত করেন, তার উদ্দেশ্য কি ছিল? কেউ কেউ বলেন : এটা নিষ্ক একটা উদ্দেশ্যাদীন ও অনিষ্টাধীন কর্ম ছিল। কোন শুরুত্বপূর্ণ বিষয় চিন্তা করার সময় যানুষ যাবে যাবে অভ্যন্তে ও অনিষ্কাষ্ট আকাশের সিকে দেখতে থাকে। হয়রত ইবরাহীম (আ)-কে ঘৰন উৎসবে যোগদান করার দাওয়াত দেওয়া হল, তখন তিনি তারতে মাগলেন যে, এ দাওয়াত কিভাবে এতানো যাব। এই ভাবনার মধ্যেই তিনি অনিষ্টাধীন তারকারাজির সিকে দেখতে থাকেন এবং এরপর জওয়াব দেন। এ ব্যাখ্যাটি রাহত অংশিম মনে হলও কোরকান পাকের বর্ণনাক্তির আলোকে একে সঠিক বলে মনে নেওয়া কঢ়িন। কারণ, প্রথমত কোরআন পাকের বর্ণনাপজ্ঞতি এই যে, সে ঘটনাবলীর কেবল শুরুত্বপূর্ণ ও জরুরী অংশই বর্ণনা করে এবং অন্যাবশ্যক বিবরণ রাখ দেয়। যোদ আলোচ্য আয়াতসমূহেই ঘটনার ক্ষেত্রে কয়েকটি অংশ উহা রয়েছে। এমনকি, ঘটনার পূর্ণ পটভূমিও বর্ণনা করা হয়নি। এটা বিবাস করা সম্ভবপর নয় যে, কোরআন পাক ঘটনার পটভূমিকা তো দীর্ঘ হয়ে যাওয়ার আশংকার বাদ দিয়েই অথচ ঘটনার সময় দূরের সম্পর্কও রাখে না, এমন একটি নিশ্চিত অনিষ্টাধীন কর্ম পূর্ণ এক অংশাতে বাস্ত করেছে। বিভীষিত তারকা-রাজির দেখার মধ্যে বিশেষ কোন রহস্য না থাকলে এবং এটা নিষ্কাষ্ট অনিষ্টাধীন কর্ম হলে আরবী ব্যাকরণ দৃষ্টিপূর্ণ নির্দেশ করে উচিত ছিল—

مَنْ يُفْتَنُ فَلَا يَعْلَمُ

এ থেকে প্রতিজ্ঞান হচ্ছে যে, তারকারাজির দেখার মধ্যে ইবরাহীম (আ)-এর দৃষ্টিতে কোন বিশেষ উপযোগিতা বিদ্যমান ছিল। তাই কোরআন পাকও শুরুত্ব সহকারে এর উরেখ করেছে। এখন সে উপযোগিতা কি ছিল? এ প্রবেশে জওয়াবে অধিকাংশ তফসীরবিদ বলেন : প্রকৃতপক্ষে হয়রত ইবরাহীম (আ)-এর সম্মুদ্দায় জোতিশান্ত্র নিষ্কাষ্ট ভঙ্গ ছিল। তারা তারকারাজি দেখে দেখে নিজেদের কান-কর্ম নির্ধারণ করত। কাজেই হয়রত ইবরাহীম (আ) ও তারকারাজির সিকে দেখে জওয়াব দিলেন, যাতে সম্মুদ্দেশের ফ্লাকেরা মনে করে যে, তিনি নিজের অসুস্থতা সম্পর্কে যা বলেছেন, তা ভিত্তিহীন নয়, বরং তারকারাজির পতিবিধি নক্ষ করেই বলেছেন। ইবরাহীম (আ) নিজে যদিও জোতিশান্ত্র বিবাসী ছিলেন না, কিন্তু উৎসবে যোগদান থেকে নিষ্কৃতি পাওয়ার জন্য তিনি সে পছাই অবগতন করামন, যাত্তাদের দৃষ্টিতে অধিক-

ଭରନିଭରଯୋଗ୍ୟ ଛିଲ । ତିନି ମୁଖେ ଜ୍ୟୋତିଃଶାସ୍ତ୍ରର କୋନ ବରାତ୍ ଦେନ ନି ଏବଂ ଏ ବଥାଓ ବଜେନ ନି ସେ, ତାରକାରାଜିକେ ଦେଖାର ଉଦ୍‌ଦେଶ୍ୟ ଜ୍ୟୋତିଃଶାସ୍ତ୍ରର ସାହାଯ୍ୟ ନେଇଥା । ତାଇ ଏତେ ଯଥ୍ୟାର ନାମ-ଗଞ୍ଜର ଆବିକାର କରା ଯାଇ ନା ।

ଏଥାନେ ସମେହ ହତେ ପାରେ ସେ, ଈବରାହୀୟ (ଆ)-ଏକ ଏହି କର୍ମ ଘାରା ହେଲେ ତେ କାହିଁରରା ଉତ୍ସାହିତ ହରେ ଥାକବେ, ଯାହା କେବଳ ଜ୍ୟୋତିଃଶାସ୍ତ୍ରର ବିପ୍ରାସୀ ଛିଲ ନା, ବରଂ ଜ୍ୟୋତିଃଶାସ୍ତ୍ରର କାଙ୍ଗ-କାରାବାରେ ତାରକାରାଜିକ ସଂତ୍ତିକାର ପ୍ରତିବନ୍ଧାତ୍ମୀ ବରେଓ ଥିଲେ କରାତ । ଏର ଜ୍ୟୋତିଃଶାସ୍ତ୍ରର ଏହି ସେ କାହିଁରରା ଉତ୍ସାହିତ ତଥିନ ହତ, ସଥିନ ଈବରାହୀୟ (ଆ), ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟେ ପରିକାରତ ବେ ତାମେର ପଥକ୍ଳଷ୍ଟଟା ବର୍ଣ୍ଣନା ନା କରାନେମ । ଏଥାନେ ତୋ ଯାବତୀୟ-କଳାକୋଣଟାରେ ଅବଜନନ କରା ହେଲିବ, ତାମେର କେ ତୁମ୍ହେମର ଦୀଗ୍ୟାତ୍ମକ ଅଧିକତର କାର୍ଯ୍ୟକରନାପେ ଦେଉସାର ଉଦ୍‌ଦେଶ୍ୟ । କମାତେ ଏ ହୃଦୟର ଅବସହିତ ପରିବେଳେ ହେଲାର ଈବରାହୀୟ (ଆ) ସମ୍ପୂଦନେର ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ପଥକ୍ଳଷ୍ଟଟା ପୁଂଖାନୁପୁଂଖରାପେ ସର୍ବମା କରେଇଲେ । ତାଇ କେବଳ ଏହି ଅନ୍ତପଟ୍ଟ କର୍ମ ଘାରା କାହିଁରଦେର ଉତ୍ସାହିତ ହେଲାର ପରିବେଳେ ଉଠିଲେ ନା । ଏଥାନେ ଆଜ୍ଞା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଛିଲ ଉତ୍ସବେ ଘୋଷଦାନେର ଦୀଗ୍ୟାତ୍ମକ ଏଠିରେ ଘାଗ୍ରା, ଯାତେ ତୁମ୍ହେମର ଦୀଗ୍ୟାତ୍ମକ ଜନ୍ମ ଅଧିକ କାର୍ଯ୍ୟକରନ ପରିବେଳେ ଶୁଣିଟିକରା ଯାଇ । ଏ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ହସିମେର କର୍ମ ଅନ୍ତପଟ୍ଟଟାର ଏହି ପରା ସମୂର୍ଧ ମୁଦ୍ରିତିତିକ । ଏର ବିରାଜେ କୋନ ମୁଦ୍ରିତରତ ଆପଣି ଉତ୍ସାହନ କରା ଯାଇ ନା ।

ଉପରୋକ୍ତ ବ୍ୟାଧୀ ଅଧିକାଂଶ ଭକ୍ତ୍ସନର ଥିଲେ ବ୍ୟବିତ୍ତ ହେଲେ । ମରାନୁଳୋକୋର୍-ଆନେଓ ତାଇ ଅବଜନନ କରା ହେଲେ ।

ଜ୍ୟୋତିର୍ଲିଙ୍ଗାର ଶ୍ରୀରାତରତ ମର୍ବାଦୀ । ଏଥାନେ କିମ୍ବାର ଆମୋଚନା ଏହି ସେ, ଜ୍ୟୋତି-ର୍ଵିଦ୍ୟାର ଶ୍ରୀରାତରତ ମର୍ବାଦୀ କି ? ନିଜେ ସଂକ୍ଷିପେ ଏ ପରିମାର ଦୀଗ୍ୟାବ ଦେଉଥାବ ହେଲା ।

ଏହି ସର୍ବବାଦିସମ୍ପତ୍ତ ଅଛ୍ୟ ସେ, ଆହୁହ ତା'ଆଜୀବ ତତ୍, ସୁର୍ ଓ ତାରକାରାଜିର ଅଥେ ଏମନ କିମ୍ବୁ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ସମିହିତ ରେଖେଇଲ, ଯା ମାନୁମେ ଜୀବନେ ପଢାବ ବିଷ୍ଟାର କରେ । ତତ୍କଥ୍ୟେ କୋନ କୋନ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ପତ୍ରୋକେଇ ଦୁଷ୍ଟିପୋଚର ହୁଏ । ସେମନ, ସୁର୍ଦିନ କାହେ ଓ ଦୂରେ ଅବଜନନେର କାହାଥେ ଶୀଘ୍ର ଓ ପୈତ୍ୟ ଦେଖା ଦେଉଥା, ତଜେର ଉଦ୍‌ବାମ-ପତ୍ରନେର ଫଳେ ସମୁଦ୍ର ଜୋରୋ-ଝାଟୀ ସୁଷିଟ ହେଲା ଇତ୍ତାପି । ଏଥିନ କେଉ କେଉ ବଜେନ ସେ, ତାରକାରାଜିର ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ଉତ୍ସତ୍କୁରୁ ଉତ୍ସତ୍କୁରୁ ଆମୋଦେର ଦୁଷ୍ଟିପୋଚର ହୁଏ । ଆବାର କେଉ କେଉ ବଜେନ, ଏବେଳୋ ଛାଡ଼ାଓ ତାରକାରାଜିର ପରିବର୍ଯ୍ୟରେ କିମ୍ବୁ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ଆହେ, ଯା ମାନ୍ୟ ଜୀବନେର ଅଧିକାଂଶ ବ୍ୟାପାରେ ପଢାବ ବିଷ୍ଟାର କରେ । କୋନ ତାରକାର କୋନ ବିଶେଷ ରୀତିକୁ ତଳେ ହୀନ୍ଦୀ କାରାତ ଜନ୍ମ ସୁଧ ଓ ସାକ୍ଷମ୍ୟର କାରାଗ ହୁଏ ଏବଂ କାର୍ଯ୍ୟ ଅନା ମୁଖେ ଓ ବାର୍ଷତାର ବାର୍ତ୍ତା ବରେ ଆନେ । ଏହି ପର କେଉ କେଉ ତୋ ତାରକାରାଜିକେ ଆଜ୍ଞା ଓ ବାର୍ଷତାର ବ୍ୟାପାରେ ସଂତ୍ତିକାର ପ୍ରତାନ ପାଇଁ ଅନ କରେ ଏବଂ କେଉ କେଉ ଯଜେ ସେ, ସଂତ୍ତିକାର ପ୍ରତାନକାଳୀ ତୋ ଆଜ୍ଞାହୁ ତା'ଆଜୀବ ବାଟେ, ବିଷ୍ଟ ଭିନ୍ନ ତାରକାରାଜିକେ ଏମନ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ଦୀନ କରେଇଲେ । ତାଇ ଦୁନିଆର ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟରେ ନାହିଁ ତାରକାରାଜିକେ ସଂତ୍ତିକାର ଅକାଳକାଳୀ ଯାନ୍ କରେ ଏବଂ ବିବେର ବୈପ୍ରଦିକ

www.almodina.com

ষট্টনব্দীকে তারকান্নারিয়ির কান্নলজি বলে বিশ্বাস করে, তাদের ধীরগা নিঃসন্দেহে ভ্রাতৃ ও বাতিল। এ বিশ্বাস যানুষকে শিরকের সৌম্যের পৌরীতিরে দেয়। আরবরা বৃষ্টিটি সম্পর্কে একইসম বিশ্বাস পোষণ করত যে, 'নু' মাথিক এক বিশেষ তারকা বৃষ্টি নিরে আগমন করে এবং বৃষ্টির জন্য এটাই সভিকার প্রভাবশালী। রসুলুল্লাহ (সা) এ বিশ্বাসের ভীতি নিষ্ঠা করেছেন, যা বিভিন্ন ধার্মীয়ে অণিত আছে।

পক্ষান্তরে যারা মন করে যে, সভিকার প্রভাবশালী শক্তি তো আরাহ তা'আলাই বটে, কিন্তু তিনি তারকান্নারিকে এমন বৈশিষ্ট্য দান করেছেন, যা ষট্টনার কান্নপ পর্যায়ে যানব জীবনে প্রভাব বিস্তার করে। উদাহরণপ্রস্তুত সভিকার বৃষ্টি বর্ষণকারী তো আরাহ তা'আলা, কিন্তু এর বাণিক কান্নপ মেষমালা। এমনিভাবে বাহ্যিক সাক্ষাৎ ও বার্ষিকার শুভ উৎস আরাহ তা'আলার ইচ্ছা; কিন্তু তারকান্নারিয়ি এসব সাক্ষাৎ ও বার্ষিকার কান্নপ হচ্ছে যার। একইসম বিশ্বাস শিরক নয়। কোরআন ও হাদীস যারা এ বিশ্বাসের সভায়নও হচ্ছে না, অন্যনও হচ্ছে না। কাজেই এটা অবাকর নয় যে, আরাহ তা'আলা তারকান্নারিয়ির পরিচয়ে ও তাঁসের উন্নত ও অঙ্গের মধ্যে এসব প্রভাব নিরিষ্ট রয়েছেন। কিন্তু এসব প্রভাব র্যাজ কলার অম্য হোয়াভিরিদ্যা অধ্যাত্ম করা, এর অভি আছা যাব এবং এর ডিতিতে উভিষাত্ত সম্পর্ক করার সুবিধার নিষিক ও অবেথ। হাদীসে এ সম্পর্কে নিষেধাজ্ঞা অণিত আছে। হস্তরত আবদুল্লাহ ইবনে মসউদের রেওয়ার্ডে রসুলুল্লাহ (সা) বলেন :

أَذْكُرْ الْقُدُورْ فَا-مَسْكُوا وَأَذْكُرْ النَّجْوَمْ فَا-مَسْكُوا وَأَذْكُرْ أَصْحَابِيْ بِيْ ذَا مَسْكُوا
—
বছন তক্কনীরের আলোচনা উত্তে, বছন থেমে যাও (অর্থাৎ তাঁরে অধিক ডিঙ্গাবনা ও তর্ক-বিতর্ক করো না), বছন তারকান্নারিয়ির আলোচনা উচ্চ হয়, বছন থেমে যাও এবং বছন আয়ার সাহায্যের (অর্থাৎ তাদের পারল্সেরিক অভিযোগ ইত্তাদির) আলোচনা উত্তে, বছন থেকে যাও।—(এরাকী প্রৌল্প এহইরাউল উলুম)

হস্তরত উমর ফারাক (রা) বলেন :

تَعْلَمُوا مِنَ النَّجْوَمِ مَا تَهْتَدُونَ بَذَنِيْ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ ثُمَّ ا-مَسْكُوا
হোয়াভিরিদ্যা থেকে একটুকু তান অর্জন কর, একটুকু সাহায্য তোয়রা হচ্ছে ও সমুদ্র রাস্তা আনতে পার। এরপর থেমে যাও।—(গাহযাজী প্রৌল্প এহইরাউল উলুম)

এই নিষেধাজ্ঞার মাধ্যমে তারকান্নারিয়ির বৈশিষ্ট্য ও প্রভাব অধীক্ষণ করা হয়নি। কেবল এসব বৈশিষ্ট্যের পেছনে পড়তে, এতের সমানে সুলস্যান সবর নষ্ট করতে বারপ করা হচ্ছে যাব। ইবাব গাহযাজী (র) এহইরাউল উলুম থেকে এ সম্পর্কে বিস্তার আলোচনা করতে পিয়ে এ নিষেধাজ্ঞার একাধিক কান্নপ বর্ণনা করেছেন।

জ্যোতির্বিদ্যা নিষিক ও নিষিত হওয়ার প্রথম কান্নপ এই যে, যারা এ বিদ্যার অধিক মনোবিশেষ করে, অভিজ্ঞার আলোকে দেখা পেছে, তারা জ্ঞানবংশে তারকা-

বাজিকেই অক্ষিকুর নিরায়ক অবে করে রাখে। তা তাদেরকে ত্রাস্তকরে ভারকারাজি সত্ত্বকার প্রভাবশালী—এই মুগ্ধরিকসূত্র বিশ্বাসের দিকে বিশে যায়।

বিটীর কারণ এই যে, আজাহ ভাজালী ভারকারাজির অধো কিছু বৈদিষ্ট্য ও প্রভাব দেখে থাকলেও তার নিশ্চিন্ত ভাব দাঢ়ের কোন পথ ওহী বাণীত আমাদের কাছে নেই। হাসীসে বিগত আছে, হয়রত ইসলাম (আ)-কে আজাহ ভাজালী (ওহীর শাখায়) এ ধরনের কিছু বিদ্যা দান করেছিমেন। কিন্তু সে ওহীভিত্তিক বিদ্যা এখন মুনিয়া থেকে যিটে গেছে। এখন জ্যোতির্বিদ্যাবিদ্যারসদের কাছে যা আছে, তা নিছক অনুযান ও আল্মাজ। এসব অনুযান ও আল্মাজের সাহায্যে কোন নিশ্চিন্ত ভাব জাত করা যায় না। এ কারণেই জ্যোতির্বিদ্যের অনেক ভবিষ্যতবাণী প্রায়ই ঝাঁক প্রয়োগিত হচ্ছে দেখা যায়। অন্যেক গতিত এ বিদ্যা সমর্কে চরৎকার মতব্য করেছেন। তিনি বলেনঃ **دُقَيْلٌ مَفْرُغٌ مَعْلُومٌ وَمَغْرُفٌ** অর্থাৎ এ বিদ্যার যেইকু অল্পে উপকৃতী হচ্ছে পারে, তা কারণ আনা নেই এবং যেইকু অল্প যানুহোর জানা আছে, তা উপকৃতী নয়।

আজামা আলুসী জাহজ মাজানীতে একসংস্কে ঐতিহাসিক ঘটনাবলীর করেক্ট মূল্যায় দেন করেছেন। এসব মূল্যায়ে জ্যোতির্বিদ্যার সর্বজনীনকৃত নিরমানযাত্রী একটি অটো প্রেক্ষাকে সংযোগ হওয়া উচিত হিল, সাতব কেবল ভার সম্পূর্ণ, বিপরীত সংযোগ হচ্ছে। সেমতে অনেক বড় বড় গতিত, যারা এ বিদ্যার শেষ করে অনুযান ও আল্মাজের অধিক কিছুই নয়। ধারণায় জ্যোতির্বিদ্য কুশিয়ার দারবণী জ্যোতির্বিদ্যা সংশ্লিষ্ট তাঁর প্রথ ‘আল মুজবাল ফিল আহকাম’-এ জিখেনঃ জ্যোতি-বিদ্যা একটি প্রাপবিহীন বিদ্যা। এতে যানুহোর সমোগত অর্থা-কলানা ও ধীরণার জন্য অনেক ঝীক রয়েছে।—(জাহজ মাজানী)

আজামা আলুসী আরও করেকজন জ্যোতির্বিদের এ ধরনের উচিত উচ্ছ্বস করেছেন। যোটুকথা, এটা জীৱত সত্ত্ব যে, জ্যোতির্বিদ্যা কোন নিশ্চিন্ত বিদ্যা নয়। এতে সীমাবদী সুস্থিরাজির সত্ত্বাবলী থাকে। কিন্তু যারা এ বিদ্যা অর্জনে তুষ্টি হল, তারা একে সম্পূর্ণ অকাণ্ঠ ও নিশ্চিন্ত বিদ্যারাপে আহংকারিত করে, এর ডিডিতে ভবিষ্যতের অসম্ভাব্য করে এবং এর কারণেই অনাদের সমর্কে ভাস্তব্যস মতামত হির করে নেয়। সর্বোপরি এ বিদ্যার যিষ্যা অহংকার কোন কোন সময় যানুহোর ‘ইজয়ে পারেব’ তথা অনুযায়া জানের দাবি পছন্দ কৌছিয়ে দেয়। বলো বাহলা, এসব বিষয়ের প্রত্যেকটিই আসংখ্য অনিষ্ট সৃষ্টিতে সহায়ক হয়।

জ্যোতির্বিদ্যা নিষিদ্ধ হওয়ার দৃষ্টীর কারণ এই যে, এটা জীৱনকে এক নিষ্কা঳ করে, যার কর্তৃ নামাক্ষর। যখন এ বিদ্যা থেকে কোন ক্ষমাবল নিশ্চিন্তয়াপে অর্জন কুরা যায় না, তখন মুনিয়ার ক্ষমাক্ষয়ারে এ বিদ্যা যে স্থানক হচ্ছ পারে না, তা বলাই বাহলা। সুতরাং অনুর্ধ্বক এক নিষ্কা঳ বিষয়ের পেছনে পড়া ইসলামী শরীরতের

অর্থ ও অঙ্গোজের সম্মূহ পরিপন্থ। তাই এটিকে নিযিক করে দেওয়া হচ্ছে।

ইবরাহীম (আ)-এর অসুস্থতার কারণ : আগোট আরাত সময়ে উভয়ের আঙোচন হয়ে, হযরত ইবরাহীম (আ)-অঙ্গোজের আমন্ত্রণের জওয়াবে কাতরিলেন :
 ‘আমি অসুস্থ।’ আর অসুস্থ। এখানে শব্দ এই যে, তিনি কি বাত্তিকাই কখন অসুস্থ হিলেন ? কেবলাক পাকে এ সময়ে কোন সুস্থলষ্ট বর্ণনা মেই। কিন্তু সহীহ বুদ্ধিমূলের এক ধারণায় আমা-আর, তিনি কৃত্য কৃত্যে অসুস্থ হিলেন না যে, যেনের কারণে পাসেন না। তাই প্রথ উচ্চে তিনি একধা ক্ষেত্রে করে আলোচন ?

অধিকাংশ তুকসীরবিদের মতে এর জওয়াব এই যে, অনুভগে এ বাকের সীমাবেষ্য হয়ের প্রত ইবরাহীম (আ)-‘তওরিয়া’ করেছিলেন। তওরিয়ার অর্থ এমন কথা যে, যার বাহ্যিক অর্থ বাত্তিকের প্রতিকূলে এবং কৃতার উদ্বিদ্ধ অর্থ বাত্তিকের অনুকূলে। এখানে ইবরাহীম (আ)-এর বক্তুরের বাহ্যিক অর্থ তো এটাই যে, ‘আমি এখন অসুস্থ, কিন্তু তাঁর আসল উদ্বিদ্ধ অর্থ তা হিল না। আসল অর্থ কি হিল, সে সময়ে তুকসীরবিদিলয় ক্ষিতিজে সূক্ষ্ম প্রকাশ করেছেন। কেউ জেনে, একজনের উদ্বেশ্য হিল মানসিক সঙ্কোচন, যা অঙ্গোজের মুশরিকসূলত কাহে কবেতি সেখন লেখে তার অন্য সুলিট রাখিল। এখানে মুক্তি প্রদের বাবহার থেকেও এর সুর্যবন্ধ-গোওয়া যায়। কারণ, এটা ‘^{أَنِّي سُبْرٌ}’ প্রদের অপেক্ষা অর্থের দিকে দিয়ে অনেকটা হাজুকী। ‘আমির অন ধারাপ’ বলেও এ অর্থ অনেকটা বাজু করা যায়। যেনা বাহুদ্বা, এ বাকে ‘মানসিক সঙ্কোচন’ অর্থেরও পুরোপুরি অবকাশ রাখেছে।

কেউ কেউ বলেন, ‘^{أَنِّي سُبْرٌ}’ বাবে ইবরাহীম (আ)-এর উৎসুক্ষ হিল-এই যে, আমি অসুস্থ হয়ে পড়ে। কারণ, সাক্ষী ভাষায় ফাল নাম ফাল-এর পদবীতা বহুল পরিমাণে কালের অন্য বাবহার হয়। কেবলআন পাকে রসজুলাহ (সা)-কে সর্বোধিন করে বলা হয়েছে—‘^{أَنِّي مُهْتَوٌ وَأَنِّي مُهْتَوٌ}’-এর বাহ্যিক অর্থ এমনও হচ্ছে পালক—আগনিত শৃঙ্খল এবং তারাও শৃঙ্খল। কিন্তু এখানে একের অর্থ উদ্বেশ্য নয়, যেবাং অর্থ এই যে, আগনিত শৃঙ্খলের করারের এবং তারাও শৃঙ্খলের করারে। এমনি-তাবে হযরত ইবরাহীম (আ)-^{أَنِّي سُبْرٌ}-এর অর্থ মিহোহিলেন যে, ‘আমি অসুস্থ হয়ে পড়ব।’ এ কথা বলার কারণ এই যে, শৃঙ্খল পূর্বে প্রত্যেক মানুষের অসুস্থ হওয়া হিল নিশ্চিন্ত। কেউ বাহ্যিকভাবে অসুস্থ না হলেও শৃঙ্খল কিছুক্ষণ পূর্বে অন-যোগায়ে ছাঁড়ি সংঘাতিত হওয়া অবশ্যিকাবী।

যদি ‘কেউ’ প্রসব ব্যাখ্যাক সন্তুষ্ট না হয়, তবে ‘সর্বোক্তব্য’ ব্যাখ্যা এই যে, হযরত ইবরাহীম (আ) তখন বাত্তিকাই অভিজ্ঞ অসুস্থ হিলেন, তবে উৎসবে যোগায়ে প্রতিবন্ধক হতে পারে, এমন অসুস্থতা হিল না। তিনি তাঁর মাঝুলী অসুস্থতার কথাই

এবং স্বত্ত্বারে আরু কানকহেম, যাতে জ্ঞানারা মনে করে দের ক্ষেত্রে পিণি উভয়ের অসুস্থ হবে পড়েছেন। কাজেই বেলার শান্তির সত্ত্বের মধ্যে ইবরাহিম (আ)-এর উভয়বিধার এ ব্যাখ্যা সর্বাধিক সুচিপ্রস্তুত এবং সত্ত্বের মধ্যে সহীল বৃথাবীর এক হাদীসে ইবরাহিম হীর (আ)-এর উভয় পুত্র (মিথ্যা) সব বীরহার করা হয়েছে। উপরোক্ত ব্যাখ্যা সূচেট এটা পরিকার হবে আর যে, এর অর্থ উভয়বিধা, যা বাস্তুক আকার-আকৃতিতে মিথ্যা মনে হব, কিন্তু বেলার উভয়বিধা পিণি মাঝে লম্বাজে মিথ্যা হব না। এ হাদীসেরই কোন কোন রেওয়ারেতে আরও বেজা হয়েছে।

কাতুলিনেট মেরুর প্রস্তরে কিমাম ১. স্লাজোত্য আম্বালসমূহ পথে এ হিন্দুজগ আনা যাব যে, অন্তর্ভুক্ত করা শুভরিতা করা আবশ্যক। শুভরিতা সুই-করণ। এক উৎকিরণ। অর্থাৎ এখন কথা বলা, যাই বাদিক অর্থ সহজে ঘটনার প্রক্রিয়া, কিন্তু বজায় প্রদিষ্ট অর্থে বাস্তব ঘটনার অনুভূতি। সুই-করণগত। অর্থাৎ এখন কাজ করা, যাই একই উদ্দেশ্য সাধারণ দর্শকের বৃক্ষে মেওয়া উদ্দেশ্য থেকে কিম। একে ‘জহাম’-ও বলা হয়। কাতুকারাজির দিকে হয়রত ইবনুরাহিম (আ)-এর সুলিগুত করা অধিকাখে তক্ষণের বিন্দুর উপর অনুশাস্ত্র রাখায়ই ছিল এবং মিজেকে কাসুর বলা ছিল শুভরিতা।

এইনিজাবে হস্তরত কা'র ইবনে মালেক (রা) বলেন : রাসুলুল্লাহ (সা)-কে জিহাদের জন্য কোন পিকে হৈতে হলে মদ্দিনা থেকে বের হওয়ার সময় মেদিকে রাওয়ানা হওয়ার পরিস্থিতে অল্যাদিকে রাওয়ানা হওতেন, যাতে দর্শকরা সঠিক গভৰণের আনন্দে মাঝেরে এটা ছিল কর্তৃপক্ষ রাওয়ানা শুধু ইহাম।—(অসজিম)

— কৌশলগুলি ও হাসানতের ফেরাও রসূলুল্লাহ (সা) থেকে তৎসীরের প্রশ়াস্ত আছে। ক্ষমতার জন্য বিশিষ্ট আছে; রসূলুল্লাহ (সা) একবার এক বৃক্ষকে দেখে কৌশল করে ছিলেন : «কোম বৃক্ষ জাগাতে থাবে না। বৃক্ষ একবার তামে হাত আকসমে উচুকরে তিনি এর বাধ্য করে বললেন : «বৃক্ষদের জাগাতে না যাওয়ার অর্থ এই যে, তারা বৃক্ষহাত জাগাতে থাবে না—বোজুনী বৃক্ষগুলি হয়ে থাবে।

এটি এই ক্ষমতার আসানসূহের অর্থ তৎসীরের সাথে সংক্ষেপেই কুটে উঠেছে। ঘটনার বিবরণসূত্রে আবিষ্কার বিভিন্ন সময়।

**وَقَالَ رَبُّهُ لِلرَّقِيْقِ تَبَّعِيْلِيْنِ ۚ رَبِّيْ هَبْ رَبِّيْ مِنْ
الصَّلِّيْمِيْنَ ۚ فَبَشَّرَنَاهُ بِغُلَمَ حَطَّيْمِ ۚ فَلَمَّا بَلَّمْ مَعَهُ السَّفَقَ قَالَ
يَبْعَثُنَا إِلَيْكَ أَرْبَعَ فِي الْمَنَامِ كَيْفَ أَذْبَلُكَ فَأَنْظَرْمَاً دَاتِيَ ۚ قَالَ يَا بَتِ
أَفْعَلْ مَا تُؤْكِلُ ۚ سَجَدْنَا إِنْ شَاءَ اللَّهُ مِنَ الصَّلِّيْمِيْنَ ۚ فَلَمَّا
أَسْلَمَنَا وَكَلَّةَ لِلْجَيْمِيْنَ ۚ وَتَادَنَا إِنْ يَابِرْهِيْمَ قَدْ صَلَّى فَرَوْيَا
مَرَّاً كَذَلِكَ نَجَزَسَ الْمُحْمَسِيْنَ ۚ إِنَّ هَذَا هُوَ الْبَلَوْا السُّبِيْنَ ۚ
وَقَدَّيْنَاهُ بِذِبْيجَ عَظِيْمِ ۚ وَبَرَكَنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِيْنَ قَسَّلَمَ عَلَى
إِبْرِهِيْمَ ۚ كَذَلِكَ نَجَزَسَ الْمُحْمَسِيْنَ ۚ إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُعْمَدِيْنَ ۚ
وَبَشَّرَنَاهُ يَاسْعَقَ تَبَيَّنِيْا قِنَ الصَّلِّيْمِيْنَ ۚ وَبَرَكَنَا عَلَيْهِ وَعَلَّهُ لِسْعَقَ
وَمِنْ ذَرِيْتِهِمَا مُحْسِنٌ وَظَالِلٌ لِنَفْسِهِ مُبِيْنَ ۚ**

(১৯১) মে বললঃ আমি জানাই পীড়িকর্তার লিকে তজবাই, তিনি আমকে পথচারদৰ্শন করবেন। (১০০) হে আমার পরওয়ারিমান! আমাকে এক সহস্রত দান কর। (১০১) সুভূতি, আমি তাকে এক সহস্রীল সুজের সুসংবাদ দান করলাম। (১০২) অফগান দে যথেন পিতার সাথে চোকেরা করার ব্যবসে উপরীত হল, তখন ঈকান্তীয় তাকে বললঃ বৎস! আমি আমে মেঁধি বে, তোমাকে অবেহ করছি, এখন তোমার অভিযত কি দেখ। দে বললঃ পিতঃ! আগনীকে থা আদেশ করা হচ্ছে, তাই করুন। আরাহ তাহে তো আগনি আমাকে সবরকারী পাবেন। (১০৩) যথেন

সিতা-গৃহ উভয়ই অনুধত্য প্রকাশ করল এবং ইবরাহীম তাকে বলেন, আমি আর্য পাখিত করল, (১০৪) তখন আরি তাকে ডেকে আলায় : হে ইবরাহীম ! (১০৫) কুর্মি তো চুক্তি সঙ্গে পরিষ্কৃত করে দেবাণে। আরি একবারেই সৎকর্মীদেরকে প্রতিসাম্য দিতে আবশ্যিক। (১০৬) বিশ্বরূপটা এক সুস্পষ্ট স্মরণ। (১০৭) আরি তার অবিকৃত নিষ্ঠায় অবেহ করার জন্য এক অহান আছে। (১০৮) আরি তার জন্য এবিষয়ে সর্বাত্মাদের অধো দেখে দিবেছি যে, (১০৯) ইবরাহীমের প্রতি জালায় অবিকৃত হোক। (১১০) এখনিকালে আরি সৎকর্মীদেরকে প্রতিসাম্য দিতে আবশ্যিক। (১১১) যে হিল করানো নিষ্ঠাদের একজন। (১১২) আরি তাকে সুস্পষ্ট বিশ্বরূপের অধো দেখে একজন নবী। (১১৩) তাকে এবং ইবরাহীমকে আরি অবিকৃত সন্তুষ্ট করেছি। আমদের অন্যথাদের সাথে কতক সৎকর্মী এবং কতক নিষ্ঠাদের উপর স্পষ্ট কর্মসূচীরী।

তত্ত্বাবলীর সার-সংক্ষেপ

ইবরাহীম [(আ) বাসন তাদের বাপারে-সিন্ধুর জন্মে, দেশের, তথ্য] বলেছেন : আরি (তোমাদের কাছ থেকে হিজরত করে) আমাক সন্তুষ্ট করিপারের (পথে কোন) দিকে চলায়। তিনি আয়াকে (আজ জামান দিকে) পৃথু প্রস্তরে করবেন। (সেখনে তিনি সিরিয়ার পৌরজেন এবং দোরা করবেন;) হে আয়াক প্রজন্ম-কর্তা, আয়াকে এক সৎ পুত্র দান করুন। অন্তপর আরি তাকে এক সহনশীল পুরুর সুস্বাদ দিলাম। (সে পুত্র অবশ্যই করল এবং কৈলোরে ঘোরে।) অন্তপর সে যখন পিতার সাথে চলাকেরা করার ব্যবসে পৌরকে অবেহ করছেন। প্রীতা কর্তৃতও দেশেজন কি না তাক প্রয়োগ পাওয়া আর না। নিষ্ঠাজনের পর তিনি একে আজ্ঞাকৃত আমল কর্তৃ করবেন। কারণ পরমাত্মার স্বাত্ম ও জীব পর্যায়কৃত হয়ে থাকে। তিনি এই আসন পালনে গভী হজেন। অন্তপর এ ব্যাপারে পুরুর কি অষ্ট, তা জ্ঞানে দেওয়া জরুরী বিবেচনা করে পুরুকে] বলেছেন : বৎস, আরি অধে দেখেছি যে, তোমাকে (আজ্ঞাহীন আসেশে) অবেহ করছি। এখন তুমিও দেখ, তোমার অভিষ্ঠত কি ? সে বলে : পিতা, (এ ব্যাপারে আয়াকে জিজেস করার কি আছে। আপনি যখন আজ্ঞাহীন পক থেকে আদিষ্ট হয়েছেন, তখন) আপনাকে যা আসেশ করা হয়েছে, (নিষিধার) তাই করুন। ইনশাআজ্ঞাহ আপনি আয়াকে সবরকারীদের মধ্যে পাবেন। মোটকথা, যখন উভয়ই (আজ্ঞাহীন আসেশ) মেনে নিজেন এবং পিতা পুরুকে (অবেহ করার জন্য) কাট করে উইয়ে দিজেন, (অন্তপর গো কাটিতে উদ্যত হজেন,) তখন আরি তাকে ডেকে বলায় হে ইবরাহীম, (শাবান) কুর্মি বাটকে সঙ্গে পরিষ্কৃত করে দেবাণে। (অর্থাৎ আপ্তে যে আসেশ করা হয়েছিল, নিজের পক থেকে তা পুরোপুরি পাওয়া করোহ। এখন আরি আসেশ ইজ্ঞাহার করে নিজি।) অন্তর্ভুব তাকে ছেড়ে দাও। ইবরাহীম পুরুকে ছেড়ে দিজেন। এতাবে প্রাপ্ত রক্ত পেরি এবং সন্দুগ্ধির উচ্চ যত্নাও আর্ত হল।) আরি

সৎক্ষীণভূত এবং অবিভাবে প্রতিশোধ দিয়ে থাকি।) (মুক্তাহানের সুব তামেরকে দান করিব।) সিলিচেটে শোঁ হিল এবং কুহা পরীকা, [যা পাঁচি কামিজ পুরুষ ছাড়া কেউ ব্যবহার করিতে পারে না।] এই কথা পরীকার উত্তীর্ণ হওয়ার আমি পুরুষারও দিয়েছি। বিজ্ঞান জ্ঞানের ইবরাহীম (আ)-এর পরীকা হিল, তেজনি ইসমাইল (আ)-এরও হিলাতিস্তুরাং মেগাং পুরুষারে অবস্থার হচ্ছে। আরিঃ) এবং বিনিয়নে (করেই বস্তুর অবস্থা) প্রকৃষ্ট অবস্থা অন্ত দিয়েছি। [ইবরাহীম (আ) প্রের অবস্থা করেছে।] আমি সহকর্মীদের পরাগার্ত প্রথম বিষয় দেখে দিয়েছি কেবল ইবরাহীমের প্রতি সাজাম বিকল্প হচ্ছে।) (সেমাত্তির মাঝের সাথে জাজি সর্বত্ত আলাইহিস সাজাম বলা হচ্ছে।) আমি সহকর্মীদেরকে এখনি প্রতিশোধ দিয়ে থাকি। (তামেরকে মাধুরের সোয়া ও নিরাপত্তার সংবাদের ক্ষেত্র করে দেই।) নিচেরই সেই আয়ার ইয়াবানীর বাসাদের একজন। আবি- (তাঁর প্রতি এক অনুভব করেছি এই যে) তাঁকে ইবাহাকের সুসংবাদ দিয়েছি। সে নবী এবং সহকর্মীদের অন্যতম। আমি ইবরাহীম ও ইবাহাকের ব্যক্ত দান করেছি। (ত্রুট্যে এক ব্যক্ত এই যে, তামের বৎস শুব বিকৃতি লাভ করেছে এবং তাতে বহু সংক্ষেপ পরিপূর্ণ আবিষ্কৃত হয়েছে।) (অন্তর) তামের বৎসধরসপের যথে কল্পক সহকর্মী প্রথম কল্পক এবং (রয়েছে) শারী (অস্বীকৰ্ম করে) প্রকাশাভাবে নিজেদের কঠিন করে আছে।

আনুবাদিক উচ্চারণ বিষয়ে

পুরুষের বাসানীর বাটন: আলোচ্য আয়াতসমূহে দ্বিতীয় উক্তপূর্ণ ঘটনা উল্লেখ করা হচ্ছে। এতে দ্বিতীয় ইবরাহীম (আ) অঙ্গাঙ্গের জন্য তাঁর একমাত্র পুরুষ বোনাবানী পেল করেছিলেন। ঘটনার মৌলিক বিষয়বস্তু শুক্রসৌরের সাথে-সংকেতে কৃত উচ্চে। এখানে কল্পক প্রতিশাসিক বিবরণ আলোচনার উক্তসৌরে বর্ণনা করা হচ্ছে।

وَقَلْبٌ فِي قُلْبٍ وَّقَلْبٌ فِي قُلْبٍ—[ইবরাহীম (আ) বলেন : আমি তো আয়ার পর্যবেক্ষণারের দিকে চুক্তাম।] সেখানে সুরু করতে থেকে সম্পূর্ণ নিরাশ হচ্ছে। তিনি একথা বলেছিলেন। সেখানে তাঁর জাগিনের গৃহ (আ) বাস্তুত কেউ তাঁর কথার বিবাস আপনি করেনি। পরিওয়ারসিদ্ধান্তের দিকে চুক্ত আওয়ার অর্থ এই যে, সাক্ষৰ-সুক্ষৰ পরিওয়ার করে আয়ার পর্যবেক্ষণার বেশামে আদেশ করেন। সেখানে চুক্ত যাব। সেখানে আবি তাঁর ইবাহাত করতে পারব। সেখানে তিনি পরী সারা ও জাগিনের দ্বিতীয় স্তুতে সাথে নিয়ে সেজেন এবং ইবাহাকের প্রতির অক্ষম প্রতিক্রিয় করে অবশ্যে সিরিয়ার পৌঁছেন। এ পর্যবেক্ষণ ইবরাহীম (আ)-এর কোন সুষ্ঠু অবশ্যক নয়। তাই তিনি পরবর্তী আয়াতে পুঁজিত দোজা করেছেন।

ଶ୍ରୀମତୀ ପାତ୍ନୀ କଣ୍ଠାରୀ, ଆମରକେଟ୍ ମୁଦ୍ରଣ ସଂଗଠନ

দান কর।) তাঁর এ দোষা ক্ষমত হল এবং আরাধ পাঞ্জাব তাঁকে এক গুরুত্বপূর্ণ সম্মান দিল।

—**فہش ناہ بغلام حلیم** (পাতলা আষি স্বাকে এক সহনশীল পুরো সুসংযোগ

দিলোঁ।) ‘সহনশীল’ বলে ইজিট করা হচ্ছে যে, এ সবজাতি তার জীবনে সহজ, ধৈর্য
ও সহনশীলতার অধিক পরাকাঠা প্রদর্শন করবে, যার মৃষ্টাণ্ড পুনিষারণ কেটে দেশ করতে
পারবে না। তা পুরুষ জনগোষ্ঠীর ঘটনা এই। হয়রত সারা বৃক্ষ দেখছেন যে তাঁর
পক্ষে কোন সত্ত্ব হচ্ছে না তখন তিনি নিজেকে বক্ষ্য মনে করে নিজেন। এদিকে
মিসরের সংগঠ ক্রিয়াটি তার হাজেরা নাম্বী কর্ম্যাকে হয়রত সারার বিদ্যমানের জন্য
দান করেছিলেন। হয়রত সারা হাজেরাকে হয়রত ইবরাহীম (আ)-এর ধৈর্যতের জন্য
দিয়ে নিজেন। অঙ্গপত্র তিনি তাকে পরিণত সূজে আবক্ষ করে নিজেন। এ হাজেরাকে পক্ষেই
এ পূর্ব অস্ত্রাত্মক করে। হয়রত ইবরাহীম (আ) তার নাম রাখেন ইসমাইল।

ثُلَّهَا يَلْعَبُ مَعَ الْمَعْنَى قَالَ يَا بْنِي أَنِي أَرْوَى فِي الْمَنَامِ أَنِّي أَذْبَحُكَ

—[অসমৰ বখন পুৰ পিতাজিৰ সাথে চলাচেতা কৰাৰ মত বৰাসে উপনীত হৈল, তখন ইব্রাহীম (আ) বললৈন : বৎস, আমি আপো দেৱীয়ে, তোমাকে আবেষ্ট কৰিছি।] কেৱল কোন দ্বেতোৱেষ্ট থেকে আমা আৰ যে, এই বৎস ইব্রাহীম (আ)-কে উপনীত কৰি ভিন দিন দেখানো হৈল—(কুরআনৰ) একথা বৌকৃত সত্তা যে, গৱাঙৰাশগুপ্তেৰ বজত ও ওহীই হৰে থাকে। তাই এ আপোৰ অৰ্থ হিম এই যে, আজাহ তা'আলার পক্ষ থেকে ইব্রাহীম (আ)-এৰ পক্ষি একমাত্ৰ পুৰুকে অবৈহ কৰায় কৰুন কৰুন হৰেছে। এ হৰুয়াট অস্তু সুনি, কেৱল কেৱলেশণৰ মাধ্যমেও আধিক কৰা ইন্দু, কিন্তু আপো দেখানোৰ তা'হ পৰ্য ইব্রাহীম (আ)-এৰ আনুগত্য পূৰ্ণ আজাহ প্ৰকাল পাওয়া। কেৱল কেৱলেশণৰ পক্ষত আসলে মানব যনেৱ পক্ষে তিম অৰ্থ কৰায় অবেষ্ট অবকাল হিল। কিন্তু ইব্রাহীম (আ) হিম অৰ্থৰ পথ আনন্দত কুসুমৰ পৰিবৰ্ত্তে আজাহ পৰ্য আসিবেন্তু সামনে আধা নত কৰে দেন।—(ভক্ষীৱে কৰীৰ)

এছাড়া এখানে আরো তাঁরার প্রত্যন্ত লক্ষ্য হস্তরত ইস্যুজন (আ)-কে অবহেলা করা হিজ না এবং ইব্রাহীম (আ)-কেও এ আদেশ দেওয়া হিজ না স্বীকৃতিম প্রদানেই ব্যবহৃত করে ফেল। বরং উদ্দেশ্য হিজ এ আদেশ দেওয়া স্বীকৃতিতে পক্ষ থেকে ব্যবহৃত করার সমষ্টি আরোহণ সম্ভবত করে ব্যবহৃত করতে উদ্দিষ্ট হয়ে রাখ। ব্যতীত এ বির্দেশ সংস্কারি বৌধিক দেওয়া হয়ে তাতে গভীরতা হচ্ছে না। তাই তাঁকে বাধে দেখানো হয়েছে যে, তিনি প্রাকে ব্যবহৃত করেছেন। এতে হস্তরত ইব্রাহীম (আ)

বুঝে নিজেন যে, যথেষ্ট করার নির্দেশ হয়েছে এবং তিনি যথেষ্ট করতে পুরোপুরি প্রস্তুতি প্রদর্শন করেছেন। এভাবে পরীক্ষাও সৃষ্টি করল এবং বগও সত্ত্বে পরিপন্থ হল। অথচ প্রৌঢ়িক আদেশের মাধ্যমে হলে তাতে পরীক্ষা হত না। অথবা পরে রহিষ্ঠ করতে হত। এ বিবরণটি কল যে ভীমল পরীক্ষা সেদিকে ইমিত করার জন্য এখানে

بلغ مدة السعي — فلما بلغ مدة السعي

কথাঙ্গজো সংযুক্ত করা হয়েছে। অর্থাৎ অনেক কামনা-ধীসনা ও দোষা প্রার্থনার পর পাওয়া এই প্রাপ্তিষ্ঠিত পুরুকে কোরবানী করার নির্দেশ এবং সবর সেগুলো হয়েছিল, যখন পুরুক্তিকে সাথে চোকেরার প্রোগ্রাম হয়ে পিছেছিল এবং আরুণ পালনের সীর্প কল্প সহ্য করার পর এখন সবর এসেছিল যে, সে পিতৃর হয়েবন্ত হয়ে আগন্তু-বিপদে তাঁর পায়ে দাঁড়াবে। তৎসৌরবিদ্বেশ লিখেছেন যে, সে সবর হয়েরত ইসমাইল (আ)-এর বরস ছিল তের বছর। কেউ কেউ বলেন যে, তিনি সাবানক হয়ে পিছেছিলেন।—(মাঝহারী)

فِي نَظَرِ مَازَا تَرِي

(অতএব ভূমিত দেখ, তোমার অভিযন্ত কি?) হয়েরত ইবরাহীম (আ) একথা হয়েরত ইসমাইলকে এন্ন লিজেস করেন নি যে, তিনি আলাহুর নির্দেশ পালনে কোমরুপ সমিখ্য হিজেন। অর্থ প্রথমত তিনি পুরুর পরীক্ষাও নিষে দেয়েছিলেন যে, এ পরীক্ষার সে কল্পুর উভৌর্ধ হবে? বিভুত পরাপরাগবের চিরকল কর্তৃপক্ষে আইছে, তাঁরা আলাহুর আদেশ পালনের জন্য সর্বদা প্রস্তুত থাকেন, কিন্তু আনুগত্যের জন্য সর্বদা উপরোক্তি ও ব্যাসন্ত সহজ পথ অবলম্বন করেন। যদি ইবরাহীম (আ) পূর্বাহে কিছু না বলেই পুরুকে যথেষ্ট করতে উদ্যত হতেন, তবে বিবরণটি উভয়ের পক্ষেই কঠিন হবে স্বেচ্ছে প্রাপ্ত। তিনি পরামর্শের উপরে আগমানিত উজ্জ্বল করাজেন, যাতে পুরুর পূর্ব থেকেই আলাহুর নির্দেশের কথা জেনে যথেষ্ট হত্যার কল্প সহ্য করার জন্য প্রস্তুত হতে পারে। এছাড়া পুরুর ঘনে কোমরুপ হিথা-সম্বন্ধ সৃষ্টি হজাও জ্ঞাকে বুকিত-কনিষ্ঠে সম্প্রতি করা যাবে।—(জাহল মাঝহারী, বরানুর কোরানান)

৫—**কিন্তু সে পুরুও হিজেন তৃষ্ণীভূত্যাহুরাই পুরু** এবং **অর্থ তাবী পঞ্চমৰ**। তিনি অনুরূপ নিজেন।

بِمُؤْمِنِيْلِিস্ত পুরু—(পিতৃ আগমানিকে যে নির্দেশ দেগুলো হয়েছে। তা সেরে কেলুন।) এতে হয়েরত ইসমাইল (আ)-এর অঙ্গনীয় বিনয় ও আন্তরিক্ষেবনের পরিপূর্ণ তো পাওয়া গাইছে, তদুপরি একথাও প্রতীক্ষাবান হব যে, এহেন কঠি বরসেই আলাহুর তাজালী ভাকে কি পরিমাণ মেধা ও তাঁর দান করেছিলেন। হয়েরত ইবরাহীম (আ) তাঁর সামনে আলাহুর কোম নির্দেশের বরাত দেননি—বরং একটি রংপুর কথা হিজেনের যাই। কিন্তু ইসমাইল (আ) বুঝে নিজেন যে, পরাপরাগবের বগও ওহী হয়ে থাকে। কারেই এ বগও প্রকৃতপক্ষে আলাহুর একটি নির্দেশ। অতএব তিনি

ଅପରିତ ସହିତ ପରିଚୟ ପରିଚୟ କାର୍ଯ୍ୟ ବଳଜୀନମାତ୍ର

ଶ୍ରୀ ମହାତ୍ମା

ଅପରିତ ଓହୀର ପରାମାଣ : ଏହେଇ ହାସୀସ ଜୀବିକାରକାରୀଦେଇ ଥଫନ ହରେ ଥାର, ଥାରୀ ଡିଲାଓରୀତ କରା ହରେ ଏହନ ଓହୀର ଅଭିଷ ଥୀକାର କରେ ନା ଏବଂ ବଜେ ଯେ, ଓହୀ ଏକ ଯାତ ତାହିଁ ଯା ଆସ୍‌ଯାନୀ ଥାହେ ଅବତୀର୍ଣ୍ଣ ହରେ । ଏହାଜ୍ଞ ଓହୀର ଅନା କୋନ୍ କୁହାର ବିଦୀନାନ ମେହି । ଉପରୋକ୍ତ ଘଟନା ଥେକେ ଡାଦେର ଏ ବ୍ୟକ୍ତିରେ ଅସୀରତା ପ୍ରମାଣିତ ହେ । ଆପଣି ଛାତ୍ର କରେ ଥାକବେନ ଯେ, ଇବରାହୀମ (ଆ)-କେ ଗୁରୁ କୋରବାନୀର ପିର୍ମିଶ୍ କୁହେର ଯାଥୀଯେ ଦେଖେଥା ହେବିଲା । ହସରତ ଇସମାଈଜ (ଆ) ପରିକାର ତାବାର ଏକ ଆଜାହର ନିର୍ମିଶ କୁହେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ କରେଇଛନ । ଯଦି ଅପରିତ ଓହୀର ଅଭିଷାରେ ନା ଥାକବେ, ତବେ ଏ ନିର୍ବିଶ୍ଵତ୍ତ କୋନ୍ ଆସ୍‌ଯାନୀ ଥାହେ ଅବତୀର୍ଣ୍ଣ ହେବିଲା ?

ହସରତ ଇସମାଈଜ (ଆ) ନିଜେର ପଢ଼ ଥେକେ ପିତାକେ ଏ ଆସାନ୍ତ ମିଳେନ ଯେ— **سَتُّونَ مِنْ الْمُلْكِ لِمَنْ يَرِيدُ**—**ଇନ୍‌ଦ୍ରାଜାହୁଁ ଆପଣି ଆସାକେ ସବରକାରୀଦେଇ ଯଥେ ପାବେନ ।** ଏ ବାକେ ହସରତ ଇସମାଈଜ (ଆ)-ଏଇ ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ଭୀଦର ଓ ବିନର ଯତ୍ତ କରନ । ପ୍ରଥମତ ତିନି ଇନ୍‌ଦ୍ରାଜାହୁଁ ବଲେ ବାପାରାତି ଆଜାହର କାହେ ନମର୍ଗ କରେଇଛନ ଏବଂ ଏ ଡାଦାର ଦାବିର ଯେ, ବାହ୍ୟକ ଆକାର ହିଲ, ତା ଧର୍ମ କରେ ଦିଲେନ । ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ତିନି ଏକଥାଓ ବଜାତେ ପାରାଦେନ, ଇନ୍‌ଦ୍ରାଜାହୁଁ ଆପଣି ଆସାକେ ସବରକାରୀ ପାବେନ । କିନ୍ତୁ ଏଇ ପରିବର୍ତ୍ତ ତିନି ବଜାନେନ, ‘ସବରକାରୀଦେଇ ଯଥେ ପାବେନ ।’ ଏହେ ଇମିତ କରା ହେବେ ଯେ, ଏ ସବର ଓ ସହନଶୀଳତା ଏକ ଆମାରଇ କୁତ୍ତିର ନର, ବର୍ବ ମୁଲିରାତେ ଆମାର ଯଥ ସବରକାରୀ ହେବେ । ଇନ୍‌ଦ୍ରାଜାହୁଁ ଆଧିତ୍ୱ କାଦେଇ ଯଥେ ଆସିଲା ହେ ଯାଏ । ଏତାରେ ତିନି ଉପରୋକ୍ତ ବାକେ ଅହନ୍ତକାର, ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ କାର୍ଯ୍ୟକୁରିତ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଧର୍ମ କରେ ଦିଲେ ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିନର ଓ ବ୍ୟାଙ୍ଗ କୁହୋପ କରେଇଛନ । —(ରାହଜ ଯା‘ଆନୀ) ଏଇ ଥାରା ଏ ଶିକ୍ଷା ପାତାର ଥାର ଯେ, ଯାନୁହ କୋନ ବାପାରେ ନିଜେର ଉପର ଥାତ ଆଜାବିହାସିହ ପୋରଗ କରିବି ନାହିଁ, ପରି ଓ ଅହନ୍ତକାର ପ୍ରକାଶ ପେତେ ପରିବାରର କାହା-କାହା ଦାବି କରି ଥାଇଁ ଯୋଟେଇ ଉଠିଲା ଦେଖି । କୋଥାତ୍ ଏହନ କାହା କାହାର ପରାଇନ ହଜାରା ତାବା ଏହନ ହଜାରା ଚାହିଁ ଯେ, ନିଜେର ପରିବର୍ତ୍ତ ଆଜାହର ଉପରେ ଡାଦୀ କାହାର ଥାରା କାର୍ଯ୍ୟକୁ କରିବାକାରୀ ଏହନ କିମ୍ବରକର ତା ଆଜାବିତ ହିଲ, ଯା ଆଧିତ୍ୱ ପରିବର୍ତ୍ତକାରୀ ଥାର ନା ।

(ରାହଜ ଯା‘ଆନୀ ଉପରେଇ ନଚ ହେ ପେନେନ ।) **سାରେକାର୍ଯ୍ୟ ନଚ ହଜାରା, ଅନୁଗତ ହଜାରା କେ ବୀରୁତ ହଜାରା ।** ତିନେମିତି ହେ ଯେ, ତାହା ଯଥମ ଆଜାହର ମିର୍ଜବେର ଆମାର ନଚ ହେ ପିତା-ପୁରୁଷ କରିବି ଏବଂ ତାହା ଯଥମ ହଜାରା ନଚ ହଜାରା । ଏଥାର କି ହଜା, ତା ଏଥାର ଉତ୍ସାହ କରା ହେବି । ଅନ୍ତରେଇମିତି ଆଜାହର ଯେ, ପିତା-ପୁରୁଷ ଏଇ ଆଜାବିହାସିହ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଏହନ କିମ୍ବରକର ତା ଆଜାବିତ ହିଲ, ଯା ଆଧିତ୍ୱ ପରିବର୍ତ୍ତକାରୀ ଥାର ନା ।

ইতিহাস ও তৎসীরতত্ত্বিক কোম কোম রেওয়াজেন্ট থেকে আমি যাই যে, শর্কার তিনবার হ্রস্বত ইবরাহীম (আ) কে প্রতিরিদ করার চেষ্টা করে এবং ইবরাহীম (আ) অভ্যেক হারই ভাকে সাতটি কঁকর নিকেপের যাধ্যে ভাড়িয়ে দেন। অসামিধি এই প্রশ্নসমূহ কাজের স্মৃতি যীনার তিনবার কঁকর নিকেপের যাধ্যে উদ্যাপন করা হচ্ছে। অবশেষে পিণ্ড-গুর উত্তরেই হচ্ছে এই অভিনব ইবরাহীম উদ্যাপন করার উদ্দেশ্যে কোম্পানিগাই দৌর্যেন; তখন ইসমাইল (আ) পিণ্ডকে বলেন: পিণ্ড, আমকে দুর শক করে বৈধে নিন, আমে আমি বেশি হটকট করতে আ পারি। আগনীর পরিবেশের অন্তর্ভুক্ত সামগ্র নিন, আগ্নে আমার রক্তের ছিটা ভাঙ্গে না পড়ে। এতে আমার সওঘান্ধি ছাস পেতে পারে। ঝোঁঠা প্রতি দেখাই আমার মা অধিক ব্যাকুল হবেন। আগনীর দুরিত্বের খার দিয়ে নিন এবং তা আমার গোলার মৃত চালাবেন যাতে আমার প্রাণ সহজে দেন যেমন্তে। কারণ, যুক্ত কর্তৃ কঠিন ব্যাপীর। আগনি আমার যাম্বুর কাছে পৌছে আমার সামায় বলবেন। যদি আমার জামা ভার কাছে নিয়ে হেতো চান, তবে নিয়ে দিবেন। হ্রস্বতে এতে তিনি কিছুটা সাক্ষনা পাবেন। একমাত্র পুরুর শুধু এসব কথা তামে পিণ্ডের যানসিক অবস্থা যে কি হচ্ছে পারে, তা সহজেই অনুমেয়। কিন্তু হ্রস্বত ইবরাহীম (আ) দৃঢ়ভাব অঙ্গ পাছাড় হবে রেওয়াব দিয়েন: বৎস, আজাহুর নির্দেশ প্রাপ্ত করার জন্য কৃতি আমার চুম্বকুর সহায়ক হুয়েই। অতপুর তিনি পুরুকে দুর্দন করলেন এবং অশুগৰ্ব দেয়ে ভাকে বৈধে নিয়েন।

وَنَّا دِيْنَاهُ أَنْ يَأْبِرَأْ هُمْ قَدْ مَدَقْتَ الرُّؤْيَا—(এবং ভাকে উপুর করে আঠিতে তাইয়ে নিয়েন।)

হ্রস্বত ইবরাহীম আমায় (আ)—এবং এই অর্থ করেন কে: ভাকে কাত করে এখনভাবে শুইয়ে নিয়েন আঠে কঁপাদের একদিক আতি সর্ব করেছিল। (যামহারী) অভিধানিক শিক নিয়ে তে তৎসীরই অংশগুলি। কারণ আমরী ভাবার ত্রৈইটি কঁপাদের মুক্ত পার্শকে কুণ্ডা হুয়। কঁপাদের যথোচ্চতে কুণ্ডা হুয় ৪৫৬, এ কারণেই হৃষেজ-খানজী (র) এর অন্তর্বাস করেছেন বাজুর উপর তাইয়ে নিয়েন।” কিন্তু আন্তর্বাস কোম-কোম তৎসীরবিদ এর অর্থ করেছেন: “উপুর করে হাঁচিতে আঠিতে তাইয়ে নিয়েন।” যাই হোক, অভিধানিক রেওয়ারেতে এজনে সোজানীর কারণে এই বিজ্ঞ-হৃষেজে যে, ভুরুজ ইবরাহীম (আ) ভাকে সোজা করে তাইয়ে নিয়েন, কিন্তু বারবার দুর চালানো সত্ত্বেও গোলা কাটিছিল না। কেবলমাত্র আজাহ-ভালালা-বীর দুরবজে-পিণ্ডের একটি দুরবজা যাবধানে অক্রান্ত করে তাইয়ে নিয়েছিলেন। তখন পুর নিয়েই আমায় করে বললেন পিণ্ড, আমাদের একে করে তাইয়ে নিয়ে নিন। কারণে, আমার মুখ্যত সেখে আপমান মধ্যে পৈতৃক রেহ উপরে উঠে। করণ বলা পূর্ণকামে কাট করেন। আজাহ কুরু মেঝে আমিও যাবত্তে আই। সেমতে হ্রস্বত ইবরাহীম (আ) ভাকে একান্ত তাইয়ে নিয়েন ৪৫৮ কুরু চালাতে জাগজান।—(যামহারী)

وَنَّا دِيْنَاهُ أَنْ يَأْبِرَأْ هُمْ قَدْ مَدَقْتَ الرُّؤْيَا—(আমি ভাকে ভেকে

ব্যাখ্যা : এই ইবরাহীম ভূক্তি কথকে সত্ত্ব পরিষ্কৃত করে দেওয়া হচ্ছে। ১) অর্থাৎ আলাহুর আদেশ প্রাপ্তি ভোগীর যা কুরআন হিসেবে ভাবে সেটি নিজের পক্ষ থেকে কোন ভূক্তি রাখনি। (ভবেও সত্ত্ব প্রিয়রাতি দেখানো হচ্ছে যে, ইবরাহীম (আ) ঘৰে স্বীকৃত কৃত কুরআন সমাজ পুরুষ চোরাশেন) এখন এই পরীক্ষা পূর্ণ হচ্ছে গো পোহে। ভাই উপরে দেখে দাও।

أَنَا كُلُّ لِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ—(আমি খাড়ি বাসাদেরকে এমনি প্রতিদান দিবে থাকি।)

অর্থাৎ আলাহুর কোন বাসা ব্যবন আলাহুর আদেশের সামনে প্রতিদিন হচ্ছে নিজের সমস্ত ভাবাবেগকে কোরবান করতে উদ্দাত হচ্ছে যাব, তখন আমি পরিশেষে কুকে পারিব। কল্প থেকেও বাচিয়ে আমি এবং পরবর্তীর সওদাবাদ ভূক্তি আবেদন করে দেই।

وَفَدِيْنَا بِمَا بَدَىْ وَفَدِيْنَا بِمَا ظَبَىْ—(আমি ঘৰে করার জন্য এক মহান জীব ক্ষেত্র বিনিয়োগ দিলাম।)

বিশিষ্ট আছে যে, ইবরাহীম (আ) উপরের পার্যবেকি অভিযান করে উপরের সিকে ভাকালে ইবরাত জিবরাইলকে একটি ভেড়া নিয়ে দণ্ডাবান দেখাতে পেয়েছেন। কোন কোন রেওমানেতে আছে যে, এটা হিজ সে ভেড়া রাজু হয়ে রাত আদম (আ)—এর পুর হাবীব কোরবানী করেছিলেন।

মৌলিকধা, এ জাহাতী ভেড়া ইবরাহীম (আ)কে দেখার হজে তিনি আলাহুর মির্দেশক্রমে পুরো পরিবর্তে সেটি কোরবানী করালেন। একে **مَهَان** (মহান) বলার কারণ এই যে, এটি আলাহুর পক্ষ থেকে এসেছিল এবং এর কোরবানী কৃষ্ণ মুক্তির আপারে কোন সন্দেহ হিল না।—(মাহাবী)

কোরবানী ইসমাইল (আ) হচ্ছিলেন, না ইসাহাক (আ)? : একবার মেনে নিয়ে প্রাপ্তের আমালসমূহের তকসীর করা হচ্ছে যে, ইবরাহীম (আ) যে পুরুকে ঘৰে করার জন্য অভিষ্ঠ হয়েছিলেন, সে পুরু হিজেব ইসমাইল (আ)। হিজেব অক্তুবসনকে এ, ত্যাগার, ত্রুক্তীর বিস ও ইতিহাসবিদদের মধ্যে জীবন মঞ্চনিকা পরিবর্তিত হচ্ছে। ইবরাত ক্ষেত্র, আবী, আবনুল্লাহ ইবনে অব্রেট, আব্রাস, ইবনে আব্রাস, কাব'ব আহমেদ, সাঈদ ইবনে খুবাবের, কাসিম, কাসিম, ইকবিয়া, আলা, যুকাতিল, খুহুরী, সুনী প্রমুখ সাহাবী, আবেদী ও তকসীরবিস থেকে অভিষ্ঠ আছে যে, সে পুরু হিজেব ইসমাইলক (আ)। এর বিপরীতে ইবরাত আবী, ইবনে আব্রাস, আবনুল্লাহ ইবনে উমর, আবু হুরারা, আবু ভোকারেজ, সাঈদ ইবনে মুসাইলিয়া, সাঈদ ইবনে মুবারেজ, হাসান ব্যাবী, মুজাফিয়া, উমর ইবনে আবদুল আজীব, শা'বি মুহাম্মদ ইবনে কাব'ব এ অন্য বহু তাবেবী থেকে অভিষ্ঠ আছে যে, সে পুরু হিজেব ইবরাত ইসমাইল (আ)।

فَإِنَّمَا—(পুরু হিজেব ইবরাত ইসমাইল (আ))

গুরুবাবু উক্সোর বিলগপের ঘরে ইবনে জারীর প্রথম উত্তিরে অধিকার নিয়েছেন এবং ইবনে কাসীর গ্রন্থ বিভীষণ উত্তির অবলম্বন করে দ্বিতীয় উত্তির কর্তৃত্বাধীন প্রতিম করেছেন। এখনে উভয় পক্ষের প্রশাসন সম্পর্ক বিচারিত আজোতনৰ সম্ভব নাই। এন্দসম্বেদ কোরআন পাকের বর্ণনা প্রচুর এবং রেওয়ারেতসমূহের অঙ্গিতার ডিটিতে এটাই অফগণ বলে যান হব যে, হবরত ইবরাহীম (আ) পুরুষ ইসমাইলকে কোরআনী করার জন্য আদিষ্ট হয়েছিলেন। এর পক্ষে সুজি প্রয়োগ নিয়ন্ত্রণ করা হবে।

১. কোরআন পাক পুরুষ কোরআনীর আগামোড়া ঘটনা বর্ণনা করার পর হবে :
 وَبَشِّرْنَاهُ بِإِسْعَادٍ مِّنَ الْمَلَكِينَ — (আমি ইবরাহীমকে ইসহাকের সুসংবাদ দিয়ে, যিনি হবেন নবী ও সৎ জিকের অন্যত্ব।) এ থেকে পরিষ্কার বোবা যায় যে, যে পুরুষ কুরআনী করার আদেশ করা হয়েছিল, তিনি হবরত ইসহাক নন—অন্য কেউ। এছাড়া হবরত ইসহাকের সুসংবাদ কোরআনীর ঘটনার পরে দেওয়া হয়েছে।

২. হবরত ইসহাক (আ)—এর সুসংবাদে আরও উল্লিখিত আছে যে, তিনি নবী হবেন। অন্য আলাতে রঞ্জিত সুসংবাদে একান্ত ঠাকুর করা হয়েছে যে, ঠাকুরের সুসংবাদে হবরত ইবরাহীম (আ) অস্তিত্ব করবেন। আলাতটি এই : بَشِّرْنَاهُ بِإِسْعَادٍ مِّنَ الْمَلَكِينَ

—এর পরিষ্কার অর্থ এই যে, ইসহাক (আ) সুনীর্দিকাল জীবিত থাকবেন এবং সত্ত্বের পিতা হবেন। এমতাবস্থায় তাঁকেই শৈশবে যাবেহ করার আদেশ দেওয়া কিমাপে সত্ত্বপুর হিসেবে যাবুরত কাজের পূর্বে যাবেহ করার নির্দেশ দেওয়া হত, তবে ইবরাহীম (আ) বিজীবণ বুঝে নিষেন যে, তাকে তো এখনও নবুজ্ঞের দারিদ্র প্রাপ্ত করতে হবে এবং তার পুরসে প্রমাণিত ইবরাহীমের জন্ম অবধারিত। তাই যাবেহ করলে তার হাতু হতে পারবে না। যতো বাহ্যিক, এমতাবস্থায় এটা কোন পরীক্ষা হত না এবং এটা সম্মান করে হবরত ইবরাহীমও কোন প্রশংসন বোগ হতেন না। পরীক্ষা কেবল তখনই সত্ত্ব হিসেবে যাবে, যখন ইবরাহীম (আ) একধা পুরোপুরি বুজ্ঞেন যে, তাঁর পুরুষ যাবেহ করলে যাবো যাবে, এরপর তিনি যাবেহ অবস্থাতে উদ্দিত হয়েন। হবরত ইসমাইল (আ)—এর যাপনেই একধা পুরোপুরি প্রযোজ্য। কারণ, অঙ্গোধা আংজালা পূর্বে তাঁর জীবিত থাকার ও নবী হওয়ার ভবিষ্যতাপী করেননি।

৩. কোরআন পাকের বর্ণনা থেকে জানা যায় যে, যে প্রয়োক্ত হয়েছে করার ধর্ম দেওয়া হয়েছিল, তিনি হিসেবে হবরত ইবরাহীম (আ)—এর প্রথম সত্ত্ব। কারণ, তিনি দেশ থেকে হিজরত করার সময় এক পুঁজির দেওয়া করেছিলেন। এ দেওয়ায়ই অঙ্গোধা সুসংবাদ দেওয়া হয় যে, তাঁর পুরুষে, এক সহস্রাম পুরুষ জন্মপ্রাপ্ত করবে। অন্তপর এই পুরুষ সম্পর্কেই বলা হয়েছে যে, সে যখন পিতার সাথে চাকাফেরা করার বর্ণন

উপনীত হল, তখন তাকে ঘৰেছ করার নির্দেশ হচ্ছ। সুভদ্রাই ঘটনার থেকা রাজাহিকভাবে অঙ্গীয়মান হচ্ছে যে, সে পুর হিজেন হয়রত ইবরাহীম (আ)-এর প্রথম সন্তান। এদিকে এটা সর্বসম্মত যে, হয়রত ইবরাহীম (আ)-এর হয়রত ইসমাইলেই হিজেন প্রথম পুত্র এবং হয়রত ইসহাক হিজেন তাঁর ধিতৌর পুত্র। সুভদ্রাই সম্ভাষণভাবে প্রয়াপিত হচ্ছে যে, হয়রত ইসমাইলকেই ঘৰেছ করার হকুম হচ্ছেছিল।

৪. এটাও প্রাপ্ত নির্ধারিত যে, পুর-কোরবানীর এ স্টেলা যতো চোকাররামার বিকটেবলী এজাকার সংঘটিত হচ্ছে। এ কারণেই আবৃত্তিস্বরূপে সর্বদা হচ্ছের “সময় কোরবানী করার শক্তি অচলিত রয়েছে।” এছাড়া হয়রত ইবরাহীম (আ)-এর সুজের বিনিয়নে যে তেজো জ্বালাত থেকে প্রেরিত হয়েছিল, তাই শিৰ বহু শর্মত কা’বা পুরের অভ্যন্তরে বুলানো হিল। ইবনে কাসীর এর সম্বন্ধে একাধিক রেওয়ায়েত উচ্চত করেছেন এবং আমের কা’বীর এ উচ্চিত বর্ণনা করেছেন যে, ‘আগি কা’বা পুরে এই তেজোর শিৰ পাঠকে দেখেছি।’ হয়রত সুফিয়ান বলেন : এই তেজোর শিৰ অনবরত কা’বার বুলানো হিল। হৈজাজ ইবনে ইউসুফের জামাজ বখন কা’বা পুরে অধিকাও সংঘটিত হচ্ছে তখন এই শিৰ উচ্চোকৃত হচ্ছে বাস। একম যতোবাহু যে, গুরুত্ব হয়রত ইসমাইল (আ) বাস করেছিলেন—হয়রত ইসহাক (আ) বাস। তাই এটাপ্রস্তুত যে, যতোকৃত করার হকুম হয়রত ইসমাইলের সাথে জড়িত হিল—হয়রত ইসহাকের সাথে নয়।

এখন যেসব রেওয়ায়েতে আছে যে, বিডিম সাহাবী ও তাবেঙ্গী ঘৰেছ করার আদেশ হয়রত ইসহাকের সাথে সম্পর্ক করেছেন, সেগুলো সম্পর্কে ইবনে কাসীর জিজেন :

অবৈক তা’আলাই তাক জানেন, কিন্তু বাহাত মনে হয়, এসব উচ্চি কা’ব আহবার থেকে প্রাণীত হয়েছে।’ কারণ, তিমি হয়রত উমর (রা)-এর প্রিয়াকর্তাকামে ইবরাহীম প্রাণ করে হয়রত উমর (রা)-কে তার প্রাচীন প্রসাদির বিষয়বস্তু কুনাতে করে করেন। যাকে যাকে খুলীকা প্রার কধাৰ্বার্তা মনোযোগ দিয়ে কুনাতেন। এতে অনারাও সুযোগ পায় এবং তারীও তার রেওয়ায়েত কুনে তা বর্ণনা করাতে করে করে।’ এসব রেওয়ায়েতে সত্ত প্রিয়া সব বিষয়ই অভ্যন্তর জীবিত। মুসলিম উচ্চাতের এসব কধাৰ্বার্তাৰ ধৰ্ম থেকে একাতি অকরেরও প্রয়োজন নেই।

ইবনে কাসীরের উপরোক্ত বক্তব্য খুবই সুভিত্ত বাসে মনে হয়। রামেশ, হয়রত ইসহাককে ঘৰেছের আদেশের সাথে জড়িত করার বিষয়টি ইসমাইলের রেওয়ায়েতের উপরই ভিত্তিশীল। এ কারণেই ‘ইহসী’ ও শুল্টান সম্প্রদায় হয়রত ইসমাইলের পরিবর্তে হয়রত ইসহাককে ঘৰেছ করার আদেশের সাথে জড়িত করে। বর্তমান বাইবেলে ঘটনাটি একাবে ব্যক্ত হয়েছে :

এবং বিষয়ের পর প্রেসো আল্লাহমের পরীক্ষা নিজেন এবং তাকে বলেছেন : এ আল্লাহম, তিনি বলেছেন, আমি উপরিতে আছি। তখন জ্ঞান বলেছেন : আমি

ଶୋଭାର ଏକମାତ୍ର ଓ ଆମରେ ପ୍ରେସ ଇସହାକକେ ବାରଥେ ଖିଲେ ଶୁଣିବା ମେଲେ ଯାଏ ଏବଂ
ଦେଖାନେ ଆଧିକ୍ୟ ଦ୍ୱାରା କରାଯାଇଥିଲା କବା ବାରଥ, ଯେହି ପାହାଡ଼ ତାକେ କୋରବାନୀର ଜନ୍ମ ପାଇଲା ।
(ଅନ୍ତଃ ୨୨,୬ ଓ ୨)

ଏହେ ଯବେହ କରାର ଘଟିଲାକେ ହସରତ ଇସହାକର ସାଥେ ସଂଶ୍ଲ୍ଲଷ୍ଟ କରା ହେଲାହେ । କିନ୍ତୁ
ବିବେକେର ଦୁଲିଟିତେ ଦେଖିଲେ ଏବଂ ତଥାନୁସାରାନ କରିଲେ ଗରିକାର ବୋବା ଯାଏ ଯେ, ଏଥାନେ
ଇହନୀରା ତାମେର ଏତିହୃଦୟ ବିବେକକେ କାହିଁ ଜାଗିଲେ ପ୍ରତ୍ୟାତିରଥ ଥିଲା ଗରିବର୍ତ୍ତମ କରେ
ଦିଲେହେ । କାହିଁଥିଲା, ଅନ୍ତଃ ଅଧାରେର ଉପରୋକ୍ତ ଆକ୍ୟାନଙ୍କିତିରେ ତୋମାର ଏକମାତ୍ର ପୁରୁଷ
ହୁଏ କରାଇଛେ ଯେ, କୋରବାନୀର ହରମେର ପାଥେ ଆଧିକ୍ୟ ପୁରୁଷ ହସରତ ଇବରାହିମେର ଏକମାତ୍ର ପୁରୁଷ
ହିଲେ । ଏହି ଅଧାରରେ ଏତପର ଆମା ଲିଖିତ ଆହେ ।

“ତୁମ୍ଭେ ତୋମାର ଏକମାତ୍ର ପୁରୁଷକେ ଆମାର ଜନ୍ମ ଉତ୍ସର୍ଗ କରାତେ ବିଦ୍ୟ କରିଲି” (ଅନ୍ତଃ
୨୨, ୧୨)

ଏ ବାଟକ୍ୟାତ ନ୍ୟାଳ୍ପଟ ହବା ହେଲାହେ ଯେ, ଏସ ପୁରୁଷ ହସରତ ଇବରାହିମ (ଆ)–ଏର ଏକମାତ୍ର
ପୁରୁଷ । ଏଥିକେ ଏଠି ସର୍ବସମ୍ମତ ଯେ, ହସରତ ଇସହାକ ତାର ଏକମାତ୍ର ପୁରୁଷ ହିଲେଗି ମା ।
ଏକମାତ୍ର ପୁରୁଷଙ୍କାତେ ହସରତ ଇସହାଇଲାଇ ହିଲେନ । ଅନ୍ତଃ ଅଧାରେର ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଆକ୍ୟାନଙ୍କୀ
ଏର ପାଇଁ ପାଇଁ ବହମ ବନ୍ଦ ଥିଲେ, ହସରତ ଇସହାଇଲେର ଅନ୍ତଃ ହସରତ ଇସହାକରେ ପୁରୁଷ ହସରାହିଲା ।
ଦେଖନ୍ ।

“ଏହେ ଆନ୍ତରାହାମ୍ବର ତୁ ଶୋଭାର ଦ୍ଵାରା ସଜାନ ହାଲିମ । ତାର ହାତୋରେ ମାତ୍ରମେ ଏକ
ଯିଶରୀଯ ବୀଦୀ ହିଲି । ଆନ୍ତରାହାମ୍ବର କାହିଁ ଖେଳ ଏବଂ ଯେ ଗର୍ଭବତୀ ହଜାର, ଶୋଭା-
ଓରାଦେର କେବଳପାଇଁ ତାକେ ବଜାଇ : ତୁ ଯି ପର୍ବତୀ, ତୋମାର ପୁରୁଷ ହବେ । ତାର ନାମ ବାଥିବେ
ଇସହାଇଲା । ହସନ ହାଜରାର ଗତେ ଆନ୍ତରାହାମ୍ବର ପୁରୁଷ ଇସହାଇଲା ଅନ୍ତରାହାମ୍ବର କରଇ, ତଥାନ
ଆନ୍ତରାହାମ୍ବର ବନ୍ଦ ହିଲ ହିଲାପି ବହର ।” (ଅନ୍ତଃ-୧୬-୧ ୫, ୧୦, ୧୬)

ଏହୁ ପରବର୍ତ୍ତି ଅଧାରେ ଆହେ ।

“ଏବଂ ଶୋଭା ଆନ୍ତରାହାମ୍ବରକେ ବନ୍ଦ : ତୋମାର ତୁ ଶୋଭାର ପର୍ତ୍ତ ଥେବେବେ ତୋମାକେ ଏକ
ପୁରୁଷ ଦାନ କରିବ । ତଥାନ ଆନ୍ତରାହାମ୍ବର ନକଲିକ ହସରେ ହସରେ ମନେମୁଣ୍ଡ ବଜାଇ : ଶତ ବହନର ବୁଦ୍ଧର
ଭୁରସେଓ ସଜାନ ହେବେ । ଆର ନକଲି ବହନର ଶୋଭାର ଚର୍ଜେ ଓ ସଜାନ ହେବେ ? ଆନ୍ତରାହାମ୍ବର ଆନ୍ତରାହାମ୍ବରକେ
ବଜାଇ : ଆହା, ଇସହାଇଲା ତୋମାର ସକାଳେ ଜୀବିତ ଥାବୁକ । ତଥାନ ଆନ୍ତରାହାମ୍ବର ବଜାଇନ :
ମିଶରିହ ତୋମାର କୁରୁସେ ଶାରୀର ପୁରୁଷ ହବେ । ତାର ନାମ ବାଥିବେ ଇସହାକ ।” (ଅନ୍ତଃ ୧୭,
୧୫—୨୦) ଏକମାତ୍ର ହସରତ ଇସହାକର ବନ୍ଦର ଆଜୋଟନୀ କରେ ବଜା ହେଲାହେ ।

“ଏବଂ ହସନ ତାର ପୁରୁଷ ଇସହାକ ଅନ୍ତରାହାମ୍ବର କରଇ, ତଥାନ ଆନ୍ତରାହାମ୍ବର ବରସ ହିଲ
ଶତ ବହର ।” (ଅନ୍ତଃ ୨୧-୩)

ଉପରୋକ୍ତ ସତ୍ୟ ଥେବେ ଗରିକାର ବୋବା ଯାଏ ଯେ, ହସରତ ଇସହାକ ହସରତ ଇସହାଇଲା
ଅଥେବି ଚୌଦ୍ଦିବିବରେ ହେଲାଇ । ଏହି ଚୌଦ୍ଦିବି ବହର ଇସହାଇଲା ହସରତ ଇବରାହିମ (ଆ)-
ଏର ଏକମାତ୍ର ପୁରୁଷ ହିଲେନ । ଏହି ବିପରୀତେ ହସରତ ଇସହାକକୋଳ ଦିଲାଇ ଲିଙ୍ଗର ଏକମାତ୍ର

সঙ্গম হিসাব মাত্র। এরপর অবশেষে ২২তম অধ্যায়ে পুরু কোরবন্দীয়ের আলোচনার ‘একমাত্র’ শব্দটি পরিষ্কার সাঙ্গ দেয় যে, ইসমাইলই একমাত্র পুরু এবং কোর ইহুদী হয়তো এর সাথে ‘ইসহাক’ শব্দটি জুড়ে দিয়ে থাকবে আর এই জুড়ে দেওয়ার একমাত্র কারণ হচ্ছে ‘ইসমাইল’ বৎসের পরিবর্তে ‘ইসহাক’ বৎসের প্রেরণ প্রতিপন্থ করা।

এছাড়া বাইতেজের অবশেষের যে আলোচনা হয়েছে ইবরাহীম (আ)-কে ইসহাক সম্পর্কে সুসংবোধ দেওয়া হয়েছে সেখানে আরও বলা হয়েছে :

“নিশ্চিতই আমি তাকে (ইসহাককে) ব্যক্ত দেব—তার বৎসে আবেক সম্মানের আবির্ভাব হবে।” (ফল ১৭, ১৬)

বলা বাছলা, যে পুরু সম্পর্কে অবশেষ শুবেই সুসংবোধ দেওয়া হয়েছে যে, তার বৎসে আবেক সম্মানের আবির্ভাব হবে, তাকে কোরবানী করার অকুম কিন্তু দেওয়া যেতে পারে ? এ থেকেও আমা যাও যে, কোরবানীর অকুম হয়েরত ইসহাকের সাথে নয়—ইসমাইলের সাথেই সম্পৃক্ত হিল।

বাইবেলের উপরোক্ত উভ্যতিসমূহ পদ্ধতির পর ইবনে কাসীফের নিশ্চেনাত্ত অভিযন্ত যে কত নিষ্ঠু কর তা সহজেই অনুমান করা যায় :

“ইহুদীদের পরিষ্কার প্রসময়ে ঝোপিণ আছে যে, ইসমাইল (আ)-এর আবেক সম্মত হয়েরত ইবরাহীম (আ)-এর বয়স হিজ হিয়াপি বছর এবং হয়েরত ইসহাকের অবশেষ সম্মত তাঁর মুরস হিজ পূর্ণ একশ বছর। এসব ধারে আবেক বলা হয়েছে যে, আলাহুর তাঁরাজা হয়েরত ইবরাহীম (আ)-কে তাঁর একমাত্র পুরু যবেহ করার অকুম দিয়েছিলেন। কোন কোন ধারে ‘একমাত্র’ শব্দের পরিবর্তে ‘প্রথম’ শব্দও উল্লিখিত আছে। সুজ্ঞার ইহুদীরা এখানে বিজেতের ক্ষমতা থেকে দুর্ভিজিতমূলকভাবে ‘ইসহাক’ শব্দটি জুড়ে দিয়েছে। একে বিশ্বাস বলার কোন বৈধতা নেই। কেবলমা, এটা এবং আদের ইহুদীদের বর্ণনারও বিপক্ষে। এই জুড়ে দেওয়ার কারণ এই যে, হয়েরত ইসহাকের অসমর গিয়ে পুরুষ এবং হয়েরত ইসমাইল আবেকদের পিয়ে পুরুষ। সুজ্ঞার হিসাবে কল্পনা হয়ে তাঁরা শব্দটি জুড়ে দিয়েছে। এখন তাঁরা ‘একমাত্র’ শব্দের অর্থ এই কর্তব্য করে দে—‘আমদেশ দেওয়ার সময় তাঁয়ার নিকট উপরিষ্ঠ একমাত্র পুরুষ।’ কারণ, হয়েরত ইসহাকে তখন সেখানে পিতার সাথে ছিলেন না। (তাই হয়েরত ইসহাককে এই অর্থে একমাত্র বলা যায়।) কিন্তু তাঁরাম সম্পূর্ণ জীব এবং সঙ্গের অগলাপে যায়। কারণ, যে সঙ্গম বাস্তীত পিতার অন্য কোন সঙ্গ নেই, তাকেই ‘একমাত্র’ সঙ্গম বলা হয়।—(তৎসৌরে ইবনে কাসীর)

যাকেব ইবনে কাসীর আবেক বর্ণনা করেছেন যে, হয়েরত উমর ইবনে আবদুল্লাহ আবীযের পুস্তকারে আবেক ইহুদী আলিয় ইসলাম প্রাণ করবলে উমর ইবনে আবদুল্লাহ আবীয় তাকে জিতেস করেন ; ইবরাহীম (আ)-এর কোন পুরুকে যবেহ করার অকুম হয়েছিল ? সে কলম । আলাহুর কসম আমিরজ মু’মিনীন, সে পুরু হিলেন ইসমাইল (আ)। ইহুদীরা এটা তাজতাবেই জানে, কিন্তু প্রতিহিসৌক্ষেত্র তাঁরা অন্য রকম বলে।

টান্ডোক জ্যোগাদির আলোকে এটা সন্দেহাতীত ক্ষেত্র, ইহরুত ইসমাইলকেই যবেহ
করার ক্রুয় হয়েছিল।

سُوْمَنِ ذَرِيْقَهُمَا مَكْتَسِنْ وَ قَالَمْ لَبِيْقَسْتَهُ مَبْلَغْن
 (তাদের উভয়ের বৎসর-
 দের সাথে কিছু সৎকর্মী এবং কিছু নিজেদের প্রকাশ্য ক্ষতি সাধনে জিপ্ত ।) এ আরাতের
 মাধ্যমে ইহদৌদের এই বিধান ধারণা অন্তন করা হয়েছে যে, পরাগজরুগগের অংশধর হওয়াই
 মানুষের প্রেরণ ও মৃত্যির জন্য অধেষ্ট। আলোচ্য আরাত পরিকল্পনাকাবে বাত্ত করেছে
 যে, কোন সৎজোকের সাথে বৎসরত সম্পর্ক থাকা মৃত্যির জন্য অধেষ্ট নহ, করঁ এটা
 মানুষের নিজের বিশাস ও কর্মের উপর ভিত্তিশীল।

**وَلَقَدْ مَنَّا عَلَىٰ مُوْسَىٰ وَهَرُونَ ① وَجَيْنَهُمَا وَقَوْمَهُمَا مِنْ
 الْكَرْبِ الْعَظِيْمِ ② وَنَصَرَنُهُمْ فَكَانُوا هُمُ الْغَلِيْبِينَ ③ وَ اتَّبَعُهُمَا الْكِتَابُ
 الْمُتَّبِعِينَ ④ وَهَدَيْنَاهُمَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ ⑤ وَتَرَكْنَا عَلَيْهِمَا فِي
 الْآخِرِينَ ⑥ سَلَمَ عَلَىٰ مُوْسَىٰ وَهَرُونَ ⑦ إِنَّا كَذَلِكَ نَجِزِيُّ الْمُحْسِنِينَ ⑧
 إِنَّهُمَا مِنْ عِبَادِنَا الْمُؤْمِنِينَ ⑨**

(১১৪) আমি অনুগ্রহ করেছিলাম মূসা ও হারুনের প্রতি। (১১৫) তাদেরকে ও
 তাদের সন্তুষ্যাকে উচ্চার করেছি যেহা সৎকর্ম থেকে। (১১৬) আমি তাদেরকে
 সাহায্য করেছিলাম, কলে তারাই ছিল বিজেতা। (১১৭) আমি উচ্চরকে দিয়েছিলাম
 সুস্পন্দ কিলাব (১১৮) এবং তাদেরকে সরল পথ প্রদর্শন করেছিলাম। (১১৯) আমি
 তাদের জন্য পরাগজরুগের মাধ্য এ বিষয় দেখে দিয়েছি যে, (১২০) মূসা ও হারুনের
 প্রতি সালাম বর্ষিত হাতক। (১২১) একাবে আমি সৎকর্মাদেরকে প্রতিদান দিয়ে
 থাকি। (১২২) তারা উচ্চরেই ছিল আমার বিশাসী বাসাদের অন্তর্ভুক্ত।

তৎসীরের সার-সংক্ষেপ

আমি মূসা ও হারুন (আ)-এর প্রতি অনুগ্রহ করেছিলাম (তাদেরকে নবুয়াত ও
 অন্যান্য পরাকাঠা দানের মাধ্যমে) আমি তাদের উভয়কে ও তাদের সন্তুষ্যাম (বনী
 ইসরাইল)-কে যেহা সৎকর্ম থেকে উচ্চার করেছিলাম এবং তাদেরকে (ক্রিয়াউনের
 নির্বাচন থেকে) উচ্চার করেছিলাম এবং তাদেরকে (ক্রিয়াউনের বিন্দুজে) সাহায্য

କମଳହିତମା କଲେ (ଯେବେ ପରମ) ତାଙ୍କୁ ହିଲ ନିଜରୀ । (ଫେରାଉଣିଯାଙ୍କିତ ହେ ଏବଂ ଶୁଣାକେ ସରଜାରି ଓ ହାରନକେ ଅନୁସାରୀରୁମେ ।) ଆରି (ଫେରାଉଣି ନିଯାଙ୍କିତ ହେବାର ଗର୍ବ) ଉତ୍ତରକେ (ଅର୍ଥାଏ ଶୁଣାକେ ସରଜାରି ଓ ହାରନକେ ଅନୁସାରୀରୁମେ ।) ମୁଲ୍ଲଷ୍ଟ କିନ୍ତୁ (ଅର୍ଥାଏ ଶୁଣାକେ) ଦିଲେ-
ହିଜାମ (ଏଠେ କିମାନକୁଳୀ ମୁଲ୍ଲଷ୍ଟରୁଗେ ବଧିତ ହିଲ ।) ଏବଂ ତାଦେଇରେ ସରଳ ପଥେ
କଲାମ ଚାଲେହିଜାମ । (ଏଇ ସର୍ବୋଚ୍ଚତତ୍ତ୍ଵ ହିଜାମେ ତାଦେଇରେ ନିଜାପ ପରଗରର କରେହିଜାମ ।) ଆକିଲାକିଲେର ଜନ୍ୟ ପରିବାରୀର ମଧ୍ୟ ଶୁଣୁରୀରକଳ ପରମ) ଏ ବିଷୟ ଯେବେ ଦିଲେହି ଯେ,
ମୁସା ଏହି ହାରନେର ପ୍ରତି ସାଜାମ ବରିତ ହାରନ । (ଦେଖନ୍ତେ ଉତ୍ତରର ନାମେର ସାଥେ ଆଜ
ପରମ 'ଆମାହିମି' ସାକାମ' ହେବାର ହେ ।) ଆରି ବୀଟି ବାଦଦେଇରେ ଏମନି ପ୍ରତିଦାନ
ଦିଲେ ଥାକି । (ତାଦେଇରେ ପ୍ରଥିଂସା ଓ ଦୋରାର ଘୋଷ କରେ ଦେଇ ।) ନିଶ୍ଚର ଭାରା ଉତ୍ତରରେ
ହିଲ ଆମାର (ପୂର୍ବ) ବିବାସୀ ବାଲାଦେଇ ଅନ୍ୟତମ । (ଆହି ପ୍ରତିଦାନଓ ପୂର୍ବରାପେଇ ଆପଣ
ହରେହେ ।)

ଆମୁଦିନକ ପାତିକ ବିଷୟ

ଆମୋଡ଼ ଆମାତସମୁହେ ଡୁଟ୍ଟୀର ଘଟିବା ହସରତ ମୁସା ଓ ହାରନ (ଆ)-ଏଇ ବର୍ଣ୍ଣା
କରା ହରେହେ । ଏ ଟିଉନା ଇତିପୁର୍ବେ କରେକ ଆମଗାର ବିଜ୍ଞାରିଣ ବନ୍ଧିତ ହରେହେ । ଏଥାନେ
ବନ୍ଧିତ ସେବର ଘଟିନାର ଦିକେ ଇଲିତ କରା ହରେହେ ଯାଇ । ଏଥାନେ ଘଟିନାଟି ଉତ୍ତେଷ୍ଠ କରାଯା
ଆସିଲ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଏକଥା ବ୍ୟକ୍ତ କରା ଯେ, ଆଜାହ ତା'ଆମା ତୌର ବୀଟି ଓ ଅନୁଗତ ବାଦା-
ଦେଇରେ କିନ୍ତୁବେ ସାହାଯ୍ୟ କରେନ ଏବଂ ତାଦେଇରେ କି କି ନିଜାମତ ଦ୍ୱାରା କ୍ରିତ କରେନ ।
ଦେଖିଲେ ଏଥୋବେ ଆଜାହ ତା'ଆମା ମୁସା ଓ ହାରନ (ଆ)-ଏଇ ପ୍ରତି ତୀର ନିଜାମତମୁହେର
ଆମୋଡ଼ମୀ କରେହେନ । ଆଜାହର ନିଜାମତମୁହୁରୁ ମୁ'ଖରେର ହରେ ଥାକେ—ଏକ ଧରାକ
ନିଜାମତ, ଅର୍ଥାଏ ଉପକାରୀ —وَلَقَدْ مَنَّا عَلَىٰ مُوسَىٰ وَهُرُوبٍ—
ନିଜାମତେର ଦିକେ ଥିଲିଗିତ ରହେହେ । ଦୂଇ ଧରାକ ନିଜାମତ । ଅର୍ଥାଏ କତି ଥେକେ ବୀଟିରେ
ରାଧାର ନିଜାମତ । ପରବର୍ତ୍ତୀ ନିଜାମତମୁହୁରୁ ଏ ଧରାନେର ନିଜାମତେର ବିବରଣ ଦେଇଲା ହରେହେ ।

وَإِنَّ رَبَّكَ لِيَسَ لِمَنِ الْمُرْسَلُونَ ۝ إِذْ كَلَ لِقَوْمَهُ أَلَا تَتَقَعَّنَ ۝ أَتَدْعُونَ
يَعْلَمُ وَتَنَذِّرُونَ أَخْسَنَ الْحَمَالِقِينَ ۝ اللَّهُ رَبُّكُمْ وَرَبُّ أَبَائِكُمْ
الْأَوَّلِينَ ۝ فَكَذَّبُوهُ فَإِنَّهُمْ لَمْ يُحَضِّرُونَ ۝ إِلَّا عِبَادُ اللَّهِ الْمُخْلَصُونَ ۝ وَتَرَكُنَا
عَلَيْهِ فِي الْآخِرَةِ ۝ سَلَامٌ عَلَى إِلَيْسَانِ ۝ إِنَّا كَذَلِكَ نَجِزِي الْمُحْسِنِينَ ۝

إِنَّمَا مِنْ عِبَادِنَا الْمُؤْمِنُونَ ۝

(১২৩) মিশ্চর ইলিয়াস হিল রামুন। (১২৪) পুরুষ দেবতার সম্মানকে বলল তোমরা কি তুর বল মা? (১২৫) তোমরা কি বাঁচাই দেবতার ইয়াদত করল এবং সর্বোত্তম ছলটাকে পরিষ্ঠাপ করলে (১২৬) পিমিপ্রাণাহ্ব তোমাদের পালনকর্তা? (১২৭) উচ্চতম তুম তাকে যিথা প্রতিদান করল। অতএব তারা অবশেষ দ্রুততার হয়ে আসিবে। (১২৮) কিন্তু আজাহার বাঁচ বাসান্ত নয়। (১২৯) আমি তার জন্য পরবর্তীদের আশ্চে করেছি যে, (১৩০) ইলিয়াসের অঙ্গ আজাহ বাসিত হোক। (১৩১) আজাবেই আমি সৎক্ষমদেরকে প্রতিদান দিয়ে থাকি। (১৩২) সে হিল আজাহ প্রিয়াসী বাসাদের অবসরুক।

তক্ষণীরের সার-সংক্ষেপ

এবং ইলিয়াস (আ)-ও হিলেন (বনী ইসরাইলের) রাসূলগণের একজন। (তাঁর শুধুকার ঘটনা স্মরণ করুন,) যখন তিনি তাঁর (পৌত্রজীব বনী ইসরাইল) সম্মানকে বলেছিলেন : তেকরা কি আজাহকে জয় কর মা? তোমরা কি বাঁচাই (মা একটি দেবমূর্তির নাম) এবং পুরু করবে এবং সর্বোত্তম ছলটাকে (অর্থাৎ তাঁর ইয়াদতকে) পরিষ্ঠাপ করবে (আজাহ প্রের ছলটা ও জন্ম যে, অন্য বেশ কোন কোন স্বতর সংশ্লিষ্ট ও সংযোজনের ক্ষমতা রয়েছে, তাও সামরিকক্ষান্তে, কিন্তু আজাহ যাবতীয় ব্যক্তকে নাতি থেকে অভিজ্ঞ আননন্দ করার ক্ষমতা রয়েছেন। এছাড়া মন্ত্র কেউ প্রাপ করান্তে করতে পারে না, কিন্তু প্রাপ স্থান করেন্তে) বিমি আজাহ, তোমাদের পালনকর্তা এবং তোমাদের শুরু সুয়াহেরক্ষণ পালনকর্তা। অতপর তারা (অতীজের এই দাবির কারণে) তাঁকে যিথোবাদী বলল : সুতরাং (এই যিথোবাদী বলার কারণে) তারা (পরবর্তীর আবাবে) শ্রেষ্ঠতাৰ হয়ে আসিবে। কিন্তু তারা আজাহ বাঁচ বাসা (তারা সওয়াব ও পুরুকার জাত করবে)। আমি ইলিয়াসের জন্য পরবর্তীদের আশ্চে (সুস্মারকান পর্বত) এ বিশ্বর রেখে দিয়েছি যে, ইলিয়াসের অঙ্গ (ঝাঁড়ি ও তাঁর নাম) সাজায় বাসিত হোক। আমি এবনিজাবে বাঁচ বাসাদেরকে প্রতিদান দিয়ে থাকি। (ভাসেরকে প্রশংসা করে আপনার মৌগ করে দিই)। মিশ্চর তিনি হিলেন আহুর (পূর্ণ) প্রিয়াসী বাসাগণের অবসরুক।

আনুবাদিক ভাষ্টব্য বিষয়

ইব্রাহিম ইলিয়াস (আ) : আমোচ্য আরাতসমূহে চতুর্থ ঘটনা হৰতত ইলিয়াস (আ)-এর পর্ণা কুড়া হয়েছে। আরাতসমূহের তক্ষণীরের পূর্ব হস্তুত ইলিয়াস (আ) সম্মতে কলিগৱ ভাষ্টব্য বিষয় নিশ্চেন উল্লেখ করা হচ্ছে :

কোরআন পাকে আর সুজায়ধার হৰতত ইলিয়াস (আ)-এর আমোচনা দেখা যাবে—সুরা আন'আমে ও সুরা সাক্ষকাতের আমোচ্য আরাতসমূহে। সুরা আন'আমে

কেবল পরমপ্রয়ানের ভাবিকার্য তাঁর মাঝ উজ্জেব করা হয়েছে, কিন্তু কোন ঘটনা বর্ণনা করা হয়নি। তবে এখানে খুবই সংক্ষেপে তাঁর দাওয়াত ও প্রচারের ঘটনা ঘৰ্মনা করা হয়েছে।

যেহেতু কোরআন পাকে হ্যুরত ইলিয়াস (আ)-এর আবনামের বিজ্ঞাপিত উজ্জেব করা হচ্ছিল এবং নির্ভরশোগ্য হাদীসেও তা মনে হয়, তাই তাঁর সম্পর্কে তৎসৌরের কিতাবাদিতে বেগের বিভিন্ন উভি ও বিচ্ছিন্ন রেওয়ারেত পাত্রতা আছে, এক্ষেত্রে অধিকাধীশ ইসরাইলী রেওয়ারেত থেকে পুরীত।

আর্থিক ক্ষক্ষীরথিদের বক্তব্য এই যে, ইলিয়াস হ্যুরত ইলিয়াস (আ)-এরই অপর সাম্রাজ্য এই সুন্দরভিত্তিতে সংখে-কোম পার্থক্য নেই। কেউ কেউ আরও বলেন যে, হ্যুরত ইলিয়াস (আ) ও হ্যুরত খিলাফত (আ) অভিন্ন স্থান। (সুরার অনন্তর) কিন্তু অনুস্কান বিদ্যুৎ এসব উভয়ই খণ্ডন করেছেন। কোরআন পাকও হ্যুরত ইলিয়াস এবং হ্যুরত ইলিয়াস (আ)-এর আজোচের এমন পৃথক পৃথক তাঁবে করেছে যে, উভয়কে একই ব্যক্তি সাব্যস্ত করার কোন অবকাশ দেখা যাবে না। তাই ইবনে কাসীর তাঁর ইতিহাস প্রের করেন যে, তাঁরা যে আজাদা আজাদা রসূল, এটাই সহজ।—
(আজাদিয়া ও রাজিয়া)

অন্যুরূপ লাভের সময়কাল ও স্থান ও হ্যুরত ইলিয়াস (আ) কখন এবং কোথায় প্রেরিত হয়েছিলেন, কোরআন ও হাদীস পুরুক্তে তাঁর জানা যাবে না। কিন্তু প্রতিহাসিক ও ইসরাইলী রেওয়ারেত এ বিষয়ে প্রায় একমত যে, তিনি হ্যুরত হিম্বুজ (আ)-এর পূর্ব এবং হ্যুরত আজাদিয়া (আ)-র পূর্বে বলী ইসরাইলের প্রতি প্রেরিত হয়েছিলেন। এ সময়ে হ্যুরত সোলাফ্যান (আ)-এর ইস্রাইলিত ব্যক্তিদের অপরাধের কারণে তাঁর ইসরাইলের সাম্রাজ্য সুরক্ষাগ্রস্থ প্রতিষ্ঠিত হয়ে পড়েছিল। এক অংশকে ‘ইয়াহসাহ’ অথবা ‘ইয়াহসিয়াহ’ বলা হত। এর জ্ঞানধানী হিল বাসতুল যোকাদাম অবহিত। আর অপর অংশের নাম হিল ‘ইসরাইল’। এর জ্ঞানধানী শুরুকাতীন জায়েদাহ এবং বক্তুরান প্রাবল্যে অবহিত হিল। হ্যুরত ইলিয়াস (আ) জর্জানে ‘জলাজাদ’ নামক হানে অভিষ্ঠান করেছিলেন। তখনকার ইসরাইলের পাসবকল্তার নাম বাইবেলে ‘আবিলাহ’ এবং আরবী ইলিয়াসে ‘আভিল’ অথবা ‘আবিল’ কলে উল্লিখিত হয়েছে। তাঁর জী ইব্রাইল বা ‘আজ’ নামক এক দেবদৃষ্টির সূজা করাত। সে ইসরাইলে ‘বা’আজের নামে এক সুবিলাজ ব্যবহৃত নির্যাপ করে বলী ইসরাইলকে সৃষ্টি পূজার আক্ষণ্য করেছিল। হ্যুরত ইলিয়াস (আ) আজাদ তা ‘আজের পৈক’ থেকে এ ক্ষণে তওঁদীপ জ্ঞান করার এবং তাঁর ইসরাইলকে শুভিশুভা থেকে বিজিত কোথাও নির্মাণ কৰে করেন।—ৰ তত্ত্বাবে ইবনে আজোর, ইবনে কাসীর, যবহাবী, বাইবেলের কিতাবে আলসৌম)

অন্যুরূপ জাতে সরবর্তী: অন্যান্য পরম্পরাকেও নিজ নিজ সম্মানের জাতে উক্ততর সংবর্ধের সম্মুখীন হাত হয়েছে, হ্যুরত ইলিয়াস (আ)-এর বেগোও তাঁর ব্যক্তিগত

ଦିଲ୍ଲିନି । ତାଙ୍କ କୋରାଅନ ପ୍ରକାର ଇତିହାସ ପ୍ରଥମ ନମ, ଆଶୀର୍ବଦ ଏବଂ ସଂଘର୍ଷର ବିଭାଗିତ କିମ୍ବରିଗାନ୍ଧୀର ପ୍ରକାରରେ ଏତେ କେବଳ ଏହି ଶିକ୍ଷା ଓ ଉପଦେଶଗୁମାକ ଅଧ୍ୟାତ୍ମ ବିବାହ ହେଉଛେ । ଅର୍ଥାତ୍ କୋରାଅନ କେବଳ ଏତଟୁକୁ ଅଧ୍ୟାତ୍ମ ବର୍ଣନ କରେଛେ ଯେ, ତୀର ସମ୍ମଦ୍ୟାଯ ତୌକେ ମୁଖ୍ୟାବାଦୀ ସାମାଜିକ କରନ୍ତି ଏବଂ କାହେକଜନ ନିଷ୍ଠାବାନ ଜୋକ ଛାଡ଼ା କେତେ ତୀର ଦାଓଯାତ୍ମ ଥାହିଁ କରନ୍ତି ନା । କିମ୍ବରି ପରିବାରେ ତାଦେଇରେ ତକ୍ଷସୀର ପରିଷତିର ସମ୍ମୂଳୀନ ହାତେ ହେବେ ।

କୋନ କୋନ ତକ୍ଷସୀରବିଦ୍ୟ ଏଥାମେ ଏ ସଂଘର୍ଷର ବିଭାଗିତ ଅବହା ବର୍ଣନ କରେଛେ । ପ୍ରଚାରିତ ତକ୍ଷସୀରସମ୍ବହେର ମଧ୍ୟେ ତକ୍ଷସୀରେ ଯଥାରୀତେ ଆଶୀର୍ବଦ ବଗଭୀର ବରାତ ଦିଲ୍ଲି ହସରତ ଇତିହାସ (ଆ) ସରଜେ ସବିଜ୍ଞାନ ଆଜୋଚନ କରା ହେବେ । ଏତେ ଉପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଘଟନା-ବଳୀର ପ୍ରାଚୀ ସମ୍ବନ୍ଧିତ ବାହୀବେଳେ ହେବେ ଥିଲା । ଅନ୍ୟାମୀ ତକ୍ଷସୀରେ ଏବଂ ଘଟନାର କିମ୍ବରି ଅଧ୍ୟ ଉତ୍ସବର ଇତିହାସ ଦ୍ୱାରାବେଳେ, କାହିଁବେ ଜ୍ଞାନବାର ପ୍ରକାଶର ବରାତ ସହଜାନ୍ତି ବରିତ ହେବେ, ତାଦେଇ ଅଧିକାଳେ ଇତିହାସି ଦେଇବାଯେତେ କରନ୍ତି କରେଛେ ।

ଏ ସ୍ଵର୍ଗ ରେଓଯାମେତେର ଅଭିମ ସାତ୍ର-ସଂଜ୍ଞେପ ଏହି ସେ, ହସରତ ଇତିହାସ (ଆ) ଇତିହାସିଲ୍ଲିଦେଇ ଶାଶନକର୍ତ୍ତା ଆଧିକାର ଓ ତାର ପ୍ରଜାବୁଦ୍ଧକେ ବା'ଆଜ ଦେବମୁତିର ପୁଜା କରାନ୍ତେ ନିଷ୍ଠା କରାନେଇ ଅବହାନ କରାନେ ଏବଂ ତତ୍ତ୍ଵଦେଇ ମାଧ୍ୟମାତ୍ର ହେବେ । କିନ୍ତୁ ଦୁ'ଏକଜନ ସତ୍ତାପଣୀ ଛାଡ଼ା କେତେ ତୀର କଥାପଥ କରନ୍ତି କରନ୍ତି ନା, ସର୍ବ ତୀକେ ନାମାଜାବେ ଉତ୍ତାକ୍ଷ କରାନ୍ତି ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତି । ଏମନବି, ବାଦଶାହ ଆଧିକାର ଓ ରାଣୀ ଇତ୍ସବିଲ ତାକେ ହତ୍ୟା କରାନ୍ତି ପରିକଳନା କରନ୍ତି । କିମ୍ବରି ତିନି ମୁଦ୍ରା ଏକ ଉତ୍ତାପ ଆବର ନିଜେନ ଏବଂ ଦୀର୍ଘକାଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖାନେଇ ଅବହାନ କରାନେଇ । ଅନ୍ତଗର ତିନି ଦୋଷୀ କରାନେ ଯେଇ ଇତିହାସିରେ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ମୁଦ୍ରିକର ପିଲାର ହେବ । ତାତେ କାରେ ଦୁଇକ ମୁଦ୍ରା କରାନ୍ତି ଜାନ୍ଯ ଯାହିଁ ତିନି ତାଦେଇରେ ମୁଦ୍ରିତ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବାର । ତାହଜେ ହେବାରେ ତାରା ଆଶାହର ପ୍ରତି ବିହାସ ଛାପନ କରିବେ । ଏହି ଦୋଷୀର କିମ୍ବରି ଇତିହାସିରେ ତୀଥିଲ ଦୁଇକ ଦେଖା ଦିଲ ।

ଏତେବେଳେ ହସରତ ଇତିହାସ (ଆ) ଆଶାହର ଆମେନ୍ ଅମାଟ ଆଧିକାରର ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କରେ ବାଜାନେଇ ଏହି ଦୁଇକର କାରନ୍ତି ଆଶାହର କିମ୍ବରିଗାନ୍ଧୀନୀ । ତୋମରୀ ଏମନନ୍ତ ବିବାହ ହେବେ ଏ ଆଶାହ ମୁଦ୍ର ହାତେ ପାରେ । ଆମାଟ ସତ୍ତାପ ଗରୀବା କରାନ୍ତି ଏହା ମୁକର ମୁଦ୍ରାଗୁ । ତୁମି କାହିଁ ଥାକେ ସେ, ଇତିହାସି ସାମାଜିକ ତାମେର ଉପାଧ୍ୟ ବା'ଆଜ ଦେବଭାବ ସାତେ ଚାରିଶ ନବୀ ଆହେ । ତୁମି ଏକବିନ ତାଦେଇ ସବାହିକେ ଆମାର ସାମେନେ ଉପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କରନ୍ତି । ତାରା ବା'ଆଜ-ଏତୁ ନାମେ କାହାରଙ୍କାନୀ ପେଶ କରନ୍ତି ଆହି ଆମି ଆଶାହର ନାମେ କୁରିବାନୀ ପେଶ କରନ୍ତି । ତାର କୁରିବାନୀ ଆକାଶ ଥେକେ ଅଭିନିତ ଏବଂ କରନ୍ତେ ଦେବେ, ତାର ଧର୍ମଇ ସତ୍ୟ ବଳେ ସାଧ୍ୟତା ହେବ । ସବାହି ଏ ପ୍ରତାବ ସାନମେ ପ୍ରେମେ ନିଜ ।

ଏ ସେମତେ 'ଇକାହେ କରମଳ' ନାମକ ହାନେ ଡେବର ପାତର ସମାବେଶ ହାନେ । ବା'ଆଜ ଦେବଭାବ ଯଥ୍ୟ ନବୀରା ତାମେର କିମ୍ବରିଗାନ୍ଧୀ ପେଶ କରନ୍ତି । ସକାଳ ଥେକେ ମୁଲୁକ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବା'ଆଜର ଉଦ୍‌ଦେଶେ ଅନୁମତି-ବିନ୍ଦୁ ସହକାରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ କୋନ ସାତ୍ର ପାତର ଗେଲ ନା । ଅନ୍ତଗର ହସରତ ଇତିହାସ (ଆ) କୁରିବାନୀ ପେଶ କରନ୍ତେ ଆକାଶ ଥେକେ ଅଭିନିତ ଏବଂ ଏମୁକ୍ତ ଏବେ ତା ଭକ୍ତ କରେ ଦିଲ । ଏ ଦୃଢ଼ ଦେଖେ ଅମେକେଇ ନିଜମାମ ପଡ଼େ ଗେଲ । ତାଦେଇ

সামনে সত্ত্ব প্রক্ষুটিত হয়ে উঠল। কিন্তু বাংলাম দেবের যিথ্যা নবীরা এর পরেও সত্ত্ব প্রথম করল না, কালে হযরত ইলিয়াস (আ) ভাদেরকে কান্ততন উপত্যকার হত্যা করিয়ে দিজেন।

এই অট্টনার পর বুদ্ধিমত্তারে বৃলিট হজ এবং সম্পূর্ণ কৃত্তি খুরেয়েছে সামন হয়ে গেল। কিন্তু আবিয়াবের পরী দ্বিবিজের শুরুত্তেও তচ্ছ খুলজ মা। তে বিহাস করণের পরি-কৃষ্ণ উল্লিটা হযরত ইলিয়াস (আ)-এর শাশু হয়ে গেল এবং তাকে হত্যা করার প্রতিক্রিয়া করল। হযরত ইলিয়াস (আ) অবৰ পেয়ে পুনরায় সামেরাহ থেকে আবেগোপন করলেন এবং কিন্তু দিন গর বনী ইসরাইলের অপর রাষ্ট্র ইয়াহুদিয়াহ পৌছে দীনের তুলীগ আরত করলেন। কারণ, সেখানেও আগে আগে বাংলাম পুজাৰ আধিপত্য ছড়িয়ে পড়েছিল। সেখানকার সঞ্চাট ইহুমও হযরত ইলিয়াস (আ)-এর কথা কৃতজ্ঞ না। অবশেষে হযরত ইলিয়াস (আ)-এর ভবিষ্যাবাণী অনুযায়ী সেও ধরংসপ্রাপ্ত হজ। করেক বছোঁ-গর তিনি আবার ইসরাইলে কিন্তে এলেম এবং আবিয়াব ও তদীয় পুজা আবিষ্যিকে সত্ত্ব পথে আনার চেষ্টা করলেন। কিন্তু তারা পূর্ববৎ কুকুরেই তিঙ্ক রাইল। অবশেষে ভাদেরকে বৈদেশিক আক্রমণ ও যারাত্তক ব্যাধিৰ শিকার করে দেওয়া হজ। অভ্যরং প্রায়াহ বাংলাম তাঁৰ পত্নপঞ্চরকে তুলে নিজেম।

হযরত ইলিয়াস (আ) জীবিত আছেন কি? ইতিহাসবিদ ও শুক্রসীরবিদদের মত্ত্বা এখানে এ বিবরণিত আলোচিত হয়েছে যে, ইলিয়াস (আ) জীবিত আছেন, না প্রাণ্যবর্ণ করেছেন? তৎসীরে অবহাবীতে বগভীর বরাত দিয়ে বগিত দীর্ঘ রেও-রায়েতে বজা হয়েছে যে: ইলিয়াস (আ)-কে অগ্নিজ্ঞে সওদার করিয়ে আকাশে ডুজে নেওয়া হজ এবং তিনি হযরত ইসা (আ)-র মতই জীবিত রয়েছেন। আজামা সুরুত্তী ও ইবনে আসাফির হাকেম প্রযুক্তের বরাত দিয়ে একাধিক রেওয়ায়েত ধর্মনা করেছেন। সেসব রেওয়ায়েত থেকেও প্রতীক্ষান হয় যে, তিনি জীবিত আছেন। কাঁবে আবহার ধর্মনা করেন যে, ভাগজন পরমাত্মা এখনো পর্বত জীবিত আছেন। হযরত ধিদির ও হযরত ইলিয়াস—এ দুজন পৃথিবীতে এবং হযরত ইসা ও হযরত ইদরীস আকাশে জীবিত আছেন। (দুরুর মনসুর)। এখনকি, কেউ কেউ এমনও বলেছেন যে, হযরত ধিদির ও হযরত ইলিয়াস (আ) প্রতি বছৰ রামযান মাসে বাজতুল মোকাব্বাসে একটিষ্ঠ ইন এবং রোখা রাখেন।—(কুরআন)

কিন্তু হাকেম ও ইবনে কাসীরের যত অনুসন্ধানবিদ আলিমগণ এসব রেওয়ায়েত বিশুল মনে করেননি। তারা এ ধরনের রেওয়ায়েত সম্পর্কে বলেন:

وَهُوَ مِنَ الْأَسْرَارِ الْمُلْهِيَاتِ الَّتِي لَا تُصْدِقُ وَلَا تُنْدِبُ بِلَ الظَّاهِرُ مِنْهُ مُحْدِثٌ

এওনো ইসরাইলী রেওয়ায়েত, মেঙ্গলোকে সত্ত্ব বা যিথ্যা কিন্তুই বুজা যাব না। এওনোর সত্ত্বতা সুদুর পর্যাহত।—(আজবিদায়া ওয়ামিহায়া)

ଶ୍ରୀମା ଆମ୍ବଲ ବରେନ ।

ଇବନେ ଆସାକିର ଏଥିମ ଜୋକଦେଇରେ ଏକାଧିକ ରେଓଡାରେତ ଉଚ୍ଛବ କରେଇନ, ଯାମା ହସରତ ଇଲିଗ୍ରାସ (ଆ)-ଏର ସାଙ୍ଗାହ ପେରେଇନ । କିନ୍ତୁ ଏବେଳେ କୋନଟିଏ ସତୋଷଜମକ ନର, ମୁର୍ଖଜ ସନଦେଇ କାହିଁପାଇ ଅଧିକା ଅଟେନାର ସାଥେ ବାଦେରକେ ଜାତିଶ କରା ହସରତ, ତାଦେଇ ଅଗରିଲିଟିର କାଳିପେ ।—(ଆମ୍ବଲିଗାନ୍-ଉତ୍ତାପିହାନ୍)

ହସରତ ଇଲିଗ୍ରାସ (ଆ)-ଏର ଆକାଳେ ଉପିତ୍ତ ହତ୍ତରାର ମହିନାରେ ସେ ଇଲିଗ୍ରାସିଲୀ ରେଓଡାରେତ ଥେକେ ଶୁଦ୍ଧିତ ହସରତ ବାହାତ ତାଇ ଠିକ୍ ବାହିବେଳେ ଆହେ ।

“ଆମ ଶ୍ରୀମା ସୁଅନେଇ ଦିକେ ଏତିହିଜ ଏବଂ କଥା ବର୍ଣ୍ଣିତିଲା । ଦେଖ, ଏକାଟି ଆଧେର ରଥ ଓ ଆଧେର ଦୋଡ଼ା ତାଦେଇ ଦୁଇବକେ ପୃଥିକ କରେ ଦିଲ ଏବଂ ଇଲିଗ୍ରାସ ପୁଣି ହାତୁରାର ଆକାଶେ ଚଳେ ଗେଲା ।”—(ଆମାତୀନ—୨୩୧୧)

ଏ କାଳବେଳେ ଇଲିଗ୍ରାସର ଅଧୋ ଏ ବିଶ୍ଵାସ ଦାନା ଦେଖେ ଉଠେଇଲିଲା ସେ, ହସରତ ଇଲିଗ୍ରାସ (ଆ) ଶୁଦ୍ଧାର ପୁଣିବୀତେ ଆମ୍ବଲ କରାଯେନ । କାଳେଇ ହସରତ ଇଲିଗ୍ରାସ (ଆ)-ପରାମରଣ-କ୍ଳାପେ ପ୍ରେରିତ ହେଲା ତାରା ତାକେ ଇଲିଗ୍ରାସ ବରେ ସନ୍ଦେହ କରେ । ଇଲିଗ୍ରାସ ଇଲିଗ୍ରାସ ଆହେ ।

“ତାରା ତାକେ ଜିରିଲେ କରାନ୍ତି କୁଥି କେ ? କୁଥି ଇଲିଗ୍ରାସ ? ଦେ ବଳ କିମ୍ବା ଆମି ନାହିଁ ।”—(ଇଲିଗ୍ରାସ—୧୩୨୧)

ଅନେ ହେଉ, କାବ୍ୟ ଆମାର, ଶୁଦ୍ଧାର ଇଲିଗ୍ରାସ ମୁନାଦେହ ଏବଂ ଆମାନା ବିଭିନ୍ନ ଆଜିମ୍ ଯୀର୍ବା ଆମଜେ-କିଞ୍ଚାବଦେଇ ଧର୍ମପାତ୍ର ବିବରେ ପଣିତ ହିଲେନ ତାରାଇ ଏବଂ ରେଓଡାରେତ ଯୁଦ୍ଧ-ମାନଦେଇ କାହେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରେ ଥାକରେନ । କାଳେ ହସରତ ଇଲିଗ୍ରାସ (ଆ)-ଏର ଅଦ୍ୟାବଧି ଜୀବିତ ଥାକାର ମହିନା କିନ୍ତୁ ଅଧ୍ୟାକ୍ଷ ମୁସରମାନେର ଅଧୋତ୍ ପ୍ରାଚିର କାଣ କରେ । ନାହୁରା ଇଲିଗ୍ରାସ (ଆ)-ଏର ଜୀବିତ ଅଧିକା ଆକାଶେ ଉପିତ୍ତ ହତ୍ତରାର ପକେ କରିବାରାକାବ ହାଲୀସେ କୋନ ପ୍ରମାଣ ନାହିଁ । ଯୁଦ୍ଧମାରକ ହାବେଯେ ଏକଟିଯାତ୍ର ରେଓଡାରେତ ପ୍ରାତିଶ୍ରୀର ଯାତ୍ରକାରୀ ହସରତ ଏବଂ ତାର ପରମର ପଥେ ଇଲିଗ୍ରାସ (ଆ)-ଏର ସାଥେ ରାତ୍ରିଶାହ୍ (ସୋ)-ର ସାଙ୍ଗାହ ଘଟେଇଲା । କିନ୍ତୁ ହାମୀମବିଦେଇ ବର୍ଣ୍ଣନା ଅନୁଯାୟୀ ଏ ରେଓଡାରେତ ଥାନେଇଟା ହାବେଯ ବାହାରୀ କରେନ ।

بِلْ هُوَ مَوْقُوْعٌ تَبْعَدُ مِنْ وَضَعَةٍ وَمَا كَنْتَ أَحْسَبُ وَلَا جُوْزٌ
الْجَهَلُ يُبَلَّغُ بِالْكَامِ الَّيْ أَنْ يَصْحَحُ هَذَا

(“ବର୍ତ୍ତ ଏହି ହାମୀଟି ଯତ୍ତୁ । ସେ ବ୍ୟକ୍ତି ଏହି ହିନ୍ଦୁ ହାମୀର ତୈରି କରିବାକୁ ଆମାହ ତାର ମନ କରିବା । ଇତିପୂର୍ବେ ଆମାର କରମାନ୍ତି ହିଲ ମା ସେ, ଇମାର ହାକିମେର ଅଜଣ୍ଠା ଏତୁମୁର ପୌର୍ଣ୍ଣ ଶାବେ ଏବଂ ତିନି ଏହି ହାମୀକେ ସହାଇ ବଜେ ଦିବେନ ।”—(ଦୁରରେ ମନ୍ଦୁର)

“ସାରକଥା, ହସରତ ଇଲିଗ୍ରାସ (ଆ)-ଏର ଜୀବିତ ଥାକାର ବିଭିନ୍ନ କୋନ ନିର୍ଭର୍ଯୋଗ ଇଲିଗ୍ରାସି ରେଓଡାରେତ ଥାରା ଆମାନ୍ତା । ସୁଭର୍ମାର ଏ ବ୍ୟାପରେ ମୀରବ ଥାକାଇ ନିରାପଦାର

ଉତ୍ତମ ପଥ । ଇସରାଇମୀ ରୋଡ଼ମାରେଣ୍ଟ ସମ୍ପର୍କ ରମ୍ଭଲୁଜାହ୍ (ଆ)-ର ଶିକ୍ଷା ଏହି ବେ, “ଏଗ୍ରମୋକେ ସନ୍ତୋଷ ବଳାବେ ନା ଏବଂ ଧିର୍ଘାତ୍ମି ବଳାବେ ନା ।” ଇଲିଗାର୍ସ (ଆ)-ରେ ବାପାରେ ଏ ଶିକ୍ଷା ଅହଥ କରାଇ ବିପଦମତ୍ତ ପଥ । କେନନା କୋରାର୍ଜାନେର ଲକ୍ଷ୍ମୀର ଏବଂ ଶିକ୍ଷା ଓ ଉପଦେଶେର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଏଗ୍ରମୀ ଛାତ୍ରାତ୍ମ ପୁର୍ବରୀଣେ ଅରିତ୍ତ ହତେ ପାରେ ।

—**आसानीच्या विकल्पात उत्कृष्ट लकडीह—**

৪৫।—(কেন্দ্ৰ) কি বা'আজ দেবতাৰ পুজা কৰ ?) বা'আজ-এৰ
আতিথানিক অৰ্থ 'আায়ী, 'আলিক' ইত্যাদি। কিন্তু এটা হয়ৱল ইতিহাস (আ)-এৰ
সম্মুখীনৰ উপাজ্য দেবমূল্তিৰ নাম ছিল। বা'আজ পুজাৰ ইতিহাস খুবই প্রাচীন।
হয়ৱল আৰু (আ)-ক বহুবারৰ সিরিয়া অঞ্চলে এৱং পুজা হত এবং এটা ছিল তাদেৱ
সর্বাধিক অনপুৰ দেৱতা। সিরিয়াৰ প্রিসিক শহৰ বা'আজাৰাকাকেও এ দেবতাৰ নামেই
নামকৰণ কৰা হৱেছে। কাৰণও কাৰণও ধাৰণা এই যে, আৱবদেৱ প্রিসিক দেবমূল্তি
ধাৰণাত এই বা'আজেৱই অপৰ নাম।—(কাসাসল কোঠৰআন)

—وَتَذَوَّنَ أَحْسَنَ الْخَيْرَ لِقَهْنَ— (৬১) সর্বোজ্ঞ ছৃষ্টাকে পরিভ্রান্ত

କରେଇ ?) ଏଥାନେ ଉଦ୍‌ଦେଶ୍ୟ ଆଜ୍ଞାହୁତିଆମା । ‘ସର୍ବୋତ୍ତମ ପଣ୍ଡଟୀ’-ର ଅର୍ଥ ଏହାପରି ଯେ, ଅନ୍ୟ କୋନ ପଣ୍ଡଟୀ ହେଲେ ଥାଏଇ । ସର୍ବେ ଉଦ୍‌ଦେଶ୍ୟ ଏହି ଯେ, ସେ ସମ୍ମତ ଯିଥାରେ ଉପାସାକେ ଡୋକ୍ଟର ପଣ୍ଡଟୀ-ବଳେ ଜୀବାଜ୍ଞ କରେ ଯେଉଁଥି, ତିଥି ଓଦେର ସବ୍ୟାକ୍ଷମାନ ଅନ୍ୟଙ୍କ ଉଚ୍ଚ ମର୍ଯ୍ୟାଦାଶୀଳୀ ।—(ବୁଝିବାରୀ) କୋନ କୋନ ତତ୍କାଳୀନବିଦ୍ୟା ବଜେନ ? ଏଥାନେ ପ୍ରକାଶିତ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ (ହିନ୍ଦୀଭାଷା) ଅର୍ଥ ଜୀବାଜ୍ଞ କରିବାର । ଅର୍ଥାତ୍ ମହିମାନଙ୍କ ନିର୍ମାଣାର ସେବା ଓ ପ୍ରକାଶ ନିର୍ମାଣ । କେନ୍ତାନ୍ତା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ନିର୍ମାଣା କେବଳ ବିଭିନ୍ନ ଅଂଶକେ ସଂସ୍କରିତ କରେ କୋନ ବନ୍ଦ ଭେଦିବି କରେ । କେବଳ ସଂକଳନ ନାହିଁ ଥେବେ ଆପଣଙ୍କ ଆପଣଙ୍କ କରାର ଭାବତାର ଧ୍ୟାନର । ପରାମର୍ଶରେ ଆଜ୍ଞାହୁତିଆମା ଅଭିଭୂତ ବନ୍ଦକେ ଅଭିଭୂତ ଦାନ କରାର ନିଜଭାବେଇ କମଳା ରାଖେନ ।—(ସାମାଜିକ କୌରାଜୀବନ)

आशावाद् वाणीत अस्य कलाकारो आथे शुभित्वामुक्ते सम्पूर्ज अद्वा कलाकाराः प्रयः
अथानेऽन्तर्भवति एव, तु खलु भगवत् अर्थं शुभित्वामुक्ताः। अर्थात् एवमेव विषये इतेक
प्रियजनं कलाकारां अविद्येऽपाप्नयन् कर्त्ता। ताहाइ एठा आशावाद् लांआलाकार विषये उप।
अन्या काग्रात् जार्थे ए उल्लेखं संबुद्धिं आमेयं नवः। आमादेव शुभे प्रतिष्ठित द्वौषिठि
नमाह ये, जोधकदेव राठ्ना, कविदेव कविता एवं चित्तं पिक्कोदेव चित्तकर्त्त्वे के लादेव
शुभित्वामुक्ते मेवेष्ट्य हह्न। एठो योटेहै बैधं नवः। घन्ठा आशावाद् वाणीत केहु एह्ले
पारेना। ताहाइ जोधकदेव जोधाके चित्तान् फसलं अक्षवा राठ्ना इड्यामि त्वाहै-प्रतिष्ठित-
शुभित्वामुक्ते नवः।

فَلَذْ بِوْلَهَا نَهْمٌ لِمَاضِرٍ وَجْهٍ—(অঙ্গর ওয়া তাকে যিথ্যা প্রতিপন্থ করব।)

কলে ওদেরকে প্রেক্ষণার করা হবে।) উদেশ্য এই যে, আল্লাহর সত্তা রসূলের প্রতি যিথ্যারোপ করার যজা তাদেরকে আবাদন করতে হবে। এর অর্থ গরুকাজের আবাদ এবং দুনিয়ার অঙ্গ পরিপন্থি উভয়ই হতে পারে। পূর্বে বলিত হয়েছে যে, ইলিয়াস (আ)-কে যিথ্যা প্রতিপন্থ করার পরিপন্থিতে ইব্রাহিম ও ইসরাইল উভয় সান্তান বিপন্নের সংস্কৃতীন হয়েছিল। এর বিষয় বিবরণ তৎসীরে আবাদারীতে এবং বাইবেলে পাওয়া যাবে।

أَعَادَ اللَّهُ الْمُخْلَصِينَ—إِنَّمَا يَنْهَا مُسْكِنَاتُهُنَّ—এখাবে শহের আম-এর উপর ‘বন্ধন’

হয়েছে। এর অর্থ হচ্ছে এখন তোক যাদেরকে নিখাদ করা হয়েছে। অর্থাৎ আল্লাহ জল্দি যাদেরকে তার আনুগত্য এবং পুরুষার ও সওন্দৰের জন্য ঝুঁটি করে নিয়েছেন। সুতরাং এর অনুবাদ নিষ্ঠাবান অপেক্ষা ‘মনোনীত’ করা অধিক সংবোধন।

سَلَامٌ عَلَى الْمُبْشِرِينَ—‘ইলিয়াসীন’ ও ইলিয়াস (আ)-এর আর ‘এক’ নাম। আবুবরা আবুল আবাদ মাযের পেছে ‘ইয়া’ ও ‘নুম’ র্বে মুক্ত করে দেয়। অবশ্য, এখানেও জেরিনি মুক্তি বর্ণ সংস্কৃত করা হয়েছে।

وَلَقَنَ لُؤْطًا لَيْسَ الْمُرْسَلِينَ طَرَادَ بَيْتِنَا فَاهْلَكَ أَجْحَوْبَنَ لَا كَجْبُورًا
فِي الْغَيْرِينَ ثُمَّ دَمْرَنَا الْأَغْرَبِينَ وَإِنَّكُمْ لَمَرْوُونَ عَلَيْنَا
مُصْبِحِينَ وَبِالنَّيلِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ

(১৩৩) বিষ্টর জৃত হিয়েন কল্পনাধের একজোড়া। (১৩৪) বকম আবি তাকে ও তার পরিবারের অন্যান্যকে উভয়ের করেছিলাম; (১৩৫) কিন্তু এক বৃক্ষাক ছাঢ়া, সে অন্যদের সামনে থেকে পিয়েছিল। (১৩৬) অঙ্গর অবশিষ্টদেরকে আমি সম্মতে উৎপন্থিত করেছিলাম। (১৩৭) তোমরা তাদের অবসরুদের উপর দিয়ে পথে কর হোর বেলায়। (১৩৮) এবং সর্বার, তার পাশেও কি তোমরা কুব না?

তৎসীরের সোন-সংক্ষেপ

নিষ্টরই জৃত (আ)-ও পরগতরগণের একজন হিজেন। (তার তখনকার ঘটনা সমরণীয়—) যখন আবি তাকে ও তার পরিবারের সবাইকে উভয়ের করেছিলাম, কিন্তু

এক বৃক্ষকে ('অর্ধাৎ তীর ভৌকে') ছাড়া। এবং ('আয়াবে') বাড়া থেকে পিলেহিল, তীব্রের মধ্যে ঝরে গেল। অতশ্চ আমি জন্মন্ত্রেরকে খৎস করে নিলেছি। ('এ কাহিনী' কর্তৃক আমগার অপিত হচ্ছে)। এই মুক্তিবাণীরা,) তোমরা তো (সিরিজার সকলে) স্তুতিরা (খৎসজ্ঞের) উপর নিম্নে (কথনও) তোমে খবর (কথনও) সমাজ অভিজ্ঞ কর (এবং খৎসবিশেষ প্রভাব কর) উন্নত কি তোমরা বুঝ না? (কুফরের কি গবিগতি হচ্ছে এবং যে ভবিষ্যতে কুফর করবে, তার জন্মও কেবল আপনো হচ্ছে)।)

আনুবাদিক স্তুতির বিবর

আমরা আমাদের মুহাম্মদ পক্ষ ঘটনা হয়তু জুড় (আ)-এর উপর করা হচ্ছে। এ ঘটনা পুর্বে কর্তৃক আমগার অপিত হচ্ছে। তাই এখানে নিম্নলিখ বর্ণনার আমরা-র নেই। এখানে আমরা কর্তৃক কর্তৃক বিশেষভাবে হিসাব করত হচ্ছে যে, তোমরা সিজিমা বাণিজিক কর্তৃক আক্রমণ করে আসুন সে একটি নিম্নোক্ত অভিজ্ঞ করার মেধানে একটি কুফোরমূলক ঘটনা সংক্ষিপ্ত হচ্ছে। কিন্তু তোমরা এ থেকে কোন শিক্ষা নথি কর না। 'সকলে' ও 'সকলা' বিশেষভাবে উপর করার কারণ এই যে, আমরা আমাদের এ সরঞ্জাম এ একটি অভিজ্ঞ করত। কাহী আবু সাফিয়ানের, আবু সত্তর আবু যুব একাকাতি হাতাত এবং যমিয়ে অবস্থিত হিল, মেধান থেকে আমন-কানোনা-তেজের রঙান্বনা; মুড় এবং আশেসনকানোরা সমাজ আগমন করত।—(কুফরের আবু সত্তর)

وَإِنْ يُؤْسَ لِمِنَ الْمُرْسَلِينَ إِذَا أَتَى إِلَيْهِ الْفَلَقُ الْمُشْحُونُ فَأَهْمَمْ
فِيْكَانَ صِنِّ الْمُدْحَضِينَ فَالْقَنْقَبَةُ الْعَوْتُ وَهُوَ مُلِيمٌ فَلَوْلَا أَنَّهُ كَانَ
مِنَ الْمُسْتَحِينَ لَلَّا يَبْثَثُ فِي بَطْنِهِ إِلَى يَوْمِ يُبَعَثُونَ فَنَبْذَانَهُ إِلَى الْعَرَاءِ
وَهُوَ سَقِيرٌ وَأَثْبَتَنَا عَلَيْهِ شَجَرَةً قِنْ يَقْطِينُ وَأَرْسَلْنَاهُ إِلَى
مِائَةِ الْفِيْ أَوْ يَزِيدُونَ فَقَامَتْ فَتَعْنَمَهُمْ إِلَى حَيْنِ

(১৪১) আর ইউনিও হিলেন পেলেজরম্পের একটী। (১৪০) অখন তিনি নালিয়ে বোঝাই বৌকার পিলে পৌছেছিলেন। (১৪১) অতশ্চ মাটোজী (সুরভি) করানে তিনি দোষী আবস্থা হলেন। (১৪২) অতশ্চ অক্তু মাহ তাঁকে নিম্ন কৈলান, উচ্চ তিনি অগ্নিশাখা নিয়ে হৈলেন। (১৪৩) ধরি তিনি আলাহুর উম্মোহ পাঠ না করতেন, (১৪৪) তবে তীকে কিয়ামত দিবস পর্যন্ত আছের পেটেই বাঁচতে হত। (১৪৫)

অঙ্গপত্ৰ আমি তাকে এক বিজীৰ্ণ-বিজীৰ্ণ আভাৱে নিকেপ কৰিবাম, তখন তিনি হিমুন্নেকুল কৰিব। (১৪৫) আমি তাকে উপৰ এক অতিথিপিণ্ড বৃক্ষ উৎপত্ত কৰিবাম। (১৪৭) তখন কৈবল্য-সত্ত্ব বা তত্ত্বাদিক বৈকেৱ প্রতি প্ৰেৰণ কৰিবাম। (১৪৮) তারা নিম্নস্থ কৃত্ত্ব কৰিব; অঙ্গপত্ৰ আমি তাদেৱকে নিৰ্মাণিত সহযোগীতাৰ প্ৰেৰণ কীৰ্ত্তনাপত্ৰোপ কৰিবতে দিবাম।

তকসীরের সৌন্দৰ্য-সংজ্ঞেণ

নিশ্চল ইউনুস (আ)-ও পুনৰুত্তৰগথেৰ একজন হিমেন। (তার তথনকাৰ ঘটনা সহযোগ কৰিব,) স্বধন তিনি [তার সশুদ্ধায়কে ইয়াৰ না আনাৰ কাৰণে আজ্ঞাহৰ আদেশে আয়াৰেৰ ভবিষ্যতবাণী কৰিবে নিজে সেখান থেকে সৱে পোৰেন। বিনিষ্টু সৰ্বজনে প্ৰথমে আয়াৰেৰ জৰুৰ দেখা দিল, তখন সশুদ্ধায়েৰ জৈবিকেন্দ্ৰা ইৰাবি আনাৰ জন্য ইউনুস (আ)-কে বোজাবুজি কৰিবতে পেজ না। অগত্যা তাৰা আজ্ঞাহৰ উদ্দেশে খুব কলাকাটি কৰিব এবং সংজ্ঞেণ ইয়াৰ আনন্দ। কিন্তু আয়াৰ আপসারিত হয়ে পেজ। ইউনুস (আ) কৈবল্যাপে ও সংবাদ পেৱে আজ্ঞাহৰ কাৰণে সেখানে প্ৰজ্ঞাত্তম কৰিবলৈ না এবং আজ্ঞাহৰ তা'আজ্ঞাহৰ প্ৰকোশ অনুমতি ছাড়াই কোৰি সুৰুবণী হামে তজে বাগুৱার [ইছার তার অবস্থাম থেকে] গালিলো (রওৱালো) হজেন। (পথিকৰণে নদী হিল) তাতে হিল যাবো বোকাই একটি বৌকা, সে) বোকাই বৌকাৰ পৌছিবলৈ। (বৌকা রওৱালো হইতেই বাক দেখা দিল। যাত্ৰীয়া বললাট আমাদেৱ মাঝে বোৱা নন্তুন দৈবী কাহি আছে। তাকে বৌকা থেকে আপিৱে দেউলো সহকাৰণ সে বৈজ্ঞানিকে চিহ্নিত কৰাৰ জন্য যাত্ৰীয়া লাটায়ী তথা সুৱতি কৰিবতে একমত হল। অঙ্গপত্ৰ তিনি [অৰ্থাৎ ইউনুস (আ)] অটোৱী (সুৱতি)-ত অংশপ্ৰহণ কৰিবলৈ, (পৰীক্ষাম) তিনিই দোষী সোবাত হজেন। (অৰ্থাৎ অটোৱীত তার নামই উঠল। সুভুৱাৎ তিনি নিজেই নদীতে বাঁপ দিবেন। সত্ত্ববত্ত তার নিকটেই হিল। তাই কিনাৰাম পৌছাহাৰ আশাৰ বাঁপ দিবেহিমেন, আৰহত্যাৰ ইছাম নৰ।) অলুপুৰ (নদীতে বৌক দেওয়াৰ পৰু আমাৰ কুৰুৱে) একটি যাহু তাকে (আজ) গিজে কেৱলু। তিনি তাহাৰ নিজেকে (এই ইলত্তুহাদী কাহিৰ কাৰণে) ধিক্কাৰ দিবেহিমেন। (এটা হিল আৰুৰিক তওৰা। তিনি শুধুমাত্ৰ তসবীহ পাঠ কৰে কথা আৰম্ভা কৰেহিমেন। অন্য এক আৰম্ভত আছে যে, এই তসবীহ হিল—
।

أَنْتَ سُبْحَانِكَ أَنْتَ كَيْفَ كُنْتَ مِنَ الظَّالِمِينَ

বদি তিনি (তথম আজ্ঞাহৰ) তসবীহ (ও ইতেগকাৰ) পাঠ না কৰিবলৈ, কৰে বিজ্ঞামত পৰ্যবৃত্ত মাছুৱে পেটেই থেকে থেতেন। (উদ্দেশ্য এই যে, মাছুৱে পেট থেকে বৈৱ হওয়া সত্ত্ববপত্ৰ হত না এবং তিনি মাছুৱেই খোৱাক হয়ে যেতেন।) আত্মুৰ, (থেতেু তিনি তসবীহ ও তত্ত্বা কৰেহিমেন, তাই) আমি (তাকে নিৰাপদ কৰেছি এবং মাছুৱে প্ৰথম থেকে বৈৱ কৰে) তাকে এক প্ৰাণৰে নিকেপ কৰেছি। (অৰ্থাৎ আমি মাছুৱিক নিম্নস্থ কৃত্ত্বাম হৈ, তাকে নদীতীৰে উদ্গোপণ কৰি।) তিনি তথন কৃত্ত হিমেন। (কেননা মাছুৱে পেটে প্ৰৱাপত বাবু ও খাসা পৌছাত নু।) আমি (বৌপ থেকে

জ্ঞান দানের জন্য) তাঁর উপর এক ঝালিশিল্প বৃক্ষ উৎপন্ন করেছি। (এবং একটি পাহাড়ী ছাগল তাঁকে দুধ পান করিষ্যে যেত।) আমি তাঁকে এক জাক বা ভুজোধিক মোকের জড়ি (যুসেজের নিকটবর্তী নারুয়া শহরে) প্রেরণ করেছিলাম। অঙ্গর তাঁরা বিশাস ছাগল করেছিল। [অর্থাৎ আমাদের জাকখন দেখে তাঁরা সংজ্ঞে বিশাস ছাগল করেছিল এবং যাইহু ঘটনার পর ইউনুস (আ) পুনরায় সেখানে গেছে তাঁরা বিশাস ছাগল করেছিল।] অঙ্গর (ইমানের বরকতে) আমি তাঁদেরকে নির্বাচিত সময় পর্যন্ত (অর্থাৎ আমুকাজ পর্যন্ত বাজলোর জীবনোপকোগ করতে দিবে-ছিলাম।

অনুবাদিক জাতব্য বিষয়

আলোচ্য সুরার সর্বশেষ ঘটনা হয়েরত ইউনুস (আ)-এর বর্ণনা করা হয়েছে। ঘটনাটি সুরা ইউনুহের শেষেকাগে সবিজ্ঞারে বলিত হয়েছে। উপরে তৎসীরের সার-সংজ্ঞেগত এর সারকথা এসে গেছে। তাই এখানে পুনরাবৃত্তি নিষ্পত্তোজন। তবে বিশেষভাবে আয়তওমো সম্বর্কে কঠিপর্য জরুরী বিষয় নিম্নে উল্লেখ করা হল।

وَإِنْ يُوْ نِسْ لَفْلِي الْمَرْسَلِينَ ——কোন কোন তফসীর ও ইতিহাসবিদ বিষয়ে আলোকপাত করেছেন যে, হয়েরত ইউনুস (আ) যাইহু ঘটনার পূর্বেই রসুল পদে বরিত হয়েছিলেন, না পরে বরিত হয়েছেন? কেউ কেউ বলেন ক্ষেত্র নাছের ঘটনার পরে তিনি রসুল হন। কিন্তু কোরআন পাকের বাহ্যিক বর্ণনা এবং অনেক রেওয়ামেতসুল্ট এঁটাই প্রবল যে, তিনি পূর্বেই রসুলপদে অভিধিত হিলেন। যাইহু ঘটনা পরে সংযোগিত হয়।

أَبْقِيَ لَفْلِي الْمَدْعُونِ ——(ব্যবন তিনি গজাইন করেন আরী বোকাই লৌকার দিকে।) শব্দের অর্থ প্রত্যুর নিকট থেকে কোন গোলাবের পালিয়ে যাওয়া। হয়েরত ইউনুস (আ)-এর জন্য এ শব্দ ব্যবহার করার কাব্যণ এই যে, তিনি তাঁর পরওয়ারদিগারের ওহীর অপেক্ষা না করেই রওয়ানা হয়ে গিয়েছিলেন। পরমপরাগত আলাহুর নৈকট্যপ্রাপ্ত বাস্তা। তাঁদের সামান্য পদস্থলনও বিরাটাকারে ধরপাকড়ের কাব্যণ হয়ে আসে। এ কাব্যণেই এই কর্তৃত ভাষা ব্যবহার করা হয়েছে।

فَسَاهِم ——(অর্থাৎ তিনি খটারী তথা সুরতির সম্মুখীন হলেন। এই সুরতি তখন করা হয়, ব্যবন লৌকা নদীর যাবাখানে তুকানে পড়ে এবং অভিধিত বোকাই হওয়ার ক্ষেত্রে ক্ষেত্রে যাওয়ার আশঁকা দেখা দেয়।) এ সবচ সিজাত মেওয়া হচ্ছে, এক বাড়িকে মদীভূত কেজোঁজাগুরো হচ্ছে। কবকে কেজোঁজাগুরো, তা নির্ধারণকরে এই সুরতি গঢ়োকা করা হয়েছিল যে, সোকটি কে?

টাটোরী (সুরতি) বিধানঃ এখানে সমরথ রাখা দরকার যে, টাটোরী বা সুরতির মাধ্যমে কারও অধিকার প্রতিষ্ঠা করা যায় না এবং কাউকে অগ্রাহীও সাব্যস্ত করা যায় না। উদাহরণস্বরূপ টাটোরীয়োগে কাউকে ঢোর প্রক্রিয় করা যায় না। এমনিভাবে কোন বিবেচিতপূর্ণ সম্পত্তির মালিকানার ক্ষয়সামাজি টাটোরী তথা সুরতির মাধ্যমে করা যায় না। তবে টাটোরী এয়নকেন্দ্রে আসের বরং উভয়, মেজানে কোন কান্তি আইনগত করেকষি বৈধ উপায়ের মধ্য থেকে কোন একটিকে অবশিষ্ট করার ক্ষমতা প্রাপ্ত হব। সেখানে হিস বদি নিজের ক্ষমতা প্রয়োগ করার পরিবর্তে টাটোরীয় মাধ্যমে কোন একটি উপায় অবলম্বন করে, তবে তা বৈধ। উদাহরণস্বরূপ যদি কারও একাধিক স্তো থাকে, তবে সফরে শাওয়ার সময় যে কোন ঝৌকে সঙ্গে নিয়ে শাওয়ার বাপারে তার একটিভার রাখেছে। এখন আগন ক্ষমতার প্রয়োগ করার পরিবর্তে টাটোরীর মাধ্যমে একজনকে বেছে নিলে তা উভয় হবে। এলে কেউ মনঃকুশ হবে না। **রসূলুল্লাহ্ (সা)** তাই করতেন।

হ্যরত ইউনুস (আ)-এর ঘটনায়ও টাটোরীয়োগে কাউকে অগ্রাহী প্রয়াণিত করা উদ্দেশ্য ছিল না, বরং নৌকাকে বাঁচানোর জন্য যে কাউকে নদীতে কেলে দেওয়ার ক্ষমতা ছিল। টাটোরীর মাধ্যমে তাই নিদিষ্ট করা হয়েছে।

أَرْ حَافِنَ مِنَ الْمُدْكُفِينَ—(অন্তপর তিনি পরামুজিত হজেন।)

এর আভিধানিক অর্থ কাউকে অক্ষতকার্য করে দেওয়া। উদ্দেশ্য এই যে, টাটোরীতে তীরেই নাম বের হবে এম এবং তিনি নিজেকে নদীতে নিঙ্কেপ করলেন। এতে আর-হজীর সন্দেহ করা উচিত নয়। কারণ, নদীর কিনারা সন্তুষ্ট নিকটেই ছিল। তিনি সাঁতার কেটে কিনারার শৌকার ইচ্ছায় নদীতে বাঁপ দিয়েছিলেন।

فَلَوْلَا نَدِيَ كَانَ مِنَ الْمُسْبَطَّةِ—এ আক্ষত থেকে প্রকৃত্যা অনুশান করা

তিক নয় যে, ইউনুস (আ) তসবীহ পাঠ না করলে মাছটি কিয়ামত পর্যন্ত জীবিত থাকত। বরং উদ্দেশ্য এই যে, এ মাহের পেটেই ইউনুস (আ)-এর কবর হবে যেত।

তসবীহ ও ইতেক্ষণার কারা বিপদাগদ দূর হয়। এ আক্ষত থেকে আরও জানা পেল যে, বিপদাগদ দূর করার ক্ষেত্রে তসবীহ ও ইতেক্ষণার বিশেষ উচ্চত বহন করে। সুরা আছিমার বণিত হয়েছে যে, ইউনুস (আ) মাহের পেটে থাকা অবস্থায় বিশেষ-ভাবে এ করেয়া পাঠ করতেন।

لَا لَهُ لِلْأَنْتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُفَّتُ مِنَ الظَّالِمِينَ—এ করেয়ার

ব্যবক্ষেত্রে আছাহ্ তা'আজা তাঁকে এই পরীক্ষা থেকে উত্তোল করেন। তিনি আহের পেট থেকে নিরাপদে বেরিয়ে আসেন। এ জৰাই বৃহৎসমের চিরাচরিত রীতি এই যে, তাঁরা ব্যক্তিগত অথবা সুমিষ্টগত বিপদাগদের সময় উচ্ছিষ্ট করেয়া সোজা জাপ

হার পাঠ করেন। এর অরক্তে আলাহ তা'আলা বিপদ দূর করেন।

আবু মাউদে হযরত সাদ ইবনে আবী ওয়াজেরের এক রেওয়ায়েতে রসূলুল্লাহ (সা) বলেন : মাছের পেটে হযরত ইউনুস (আ)-এর পঠিত দোষা যে কোন যুসলিম যে কোন উদ্দেশ্যে পাঠ করবে, তার দোষা ক্ষুণ্ণ হবে।—(কুরআনী)।

فَنَبِذَنَا هُنَّا بِالْعَرَمِ وَهُوَ سَقِيَّهُمْ—(অতগর আমি-তাঁকে আন্তরে নিখেপ করবাব। তিনি তখন পৌঁছিত হিজেন।) কোন কোন রেওয়ায়েত থেকে আবা আব যে, মাছের পেটে থাকার কারণে ইউনুস (আ) তখন খুবই দুর্বল হিজেন। তাঁর শরীরে কোন মোগাও অবশিষ্ট হিজেন না।

وَأَنْهَتَنَا صَلَبَةً شَجَرَةٍ مِنْ يَقْطَنِينْ—(আমি তাঁর উপর এক জাতাবিলিষ্ট ঝুঁকও উৎপত্ত করে দিয়েছিলাম।) কান্ধবিহীন বৃক্ষকে ফাঁকাই বলা হয়। রেওয়ায়েতে জাউ মাছের কথা উল্লেখ আছে। ছায়ার জন্য এ ব্যবহা করা হয়েছিল। **شَجَرَةٍ** শব্দ থেকে দোষা আসে যে, হযরত আলাহ তা'আলা জাউ মাছকেই কান্ধবিলিষ্ট করে দিয়েছিলেন, মাছের অন্য কোন বৃক্ষ হিজে হার উপর জাতাপাতা অভিয়ে দেওয়া হয়েছিল, যাতে ছায়া অন হয়। অন্যান্য উধূ জাতার দ্বারা ছায়া পাওয়া ক্ষমিন।

وَأَرْسَلْنَاهُ أَلْيَ مَاءَ أَلْفِ أَوْيَزْ بِدِ—(আমি তাঁকে এক জাত অথবা তাতোধিক মোকের প্রতি পয়গমর কর্তৃ প্রেরণ করেছিলাম।) এখানে প্রতি অন্ত পারে যে, আলাহ তা'আলা তো সর্বত, সবকিছুর খবর রাখেন, তিনি এই অসেহ প্রকাশ করাবেন কেন? এর অওয়াব এই যে, এক জাত অথবা তাতোধিক—এ যাকুটি সাধারণ মানুষ সম্পর্কে বলা হয়েছে। অর্থাৎ একজন সাধারণ মানুষ তাঁসের কে সেখানে একথা বলত যে, তাঁদের সংখ্যা এক জাত অথবা তাঁর চেয়ে কিছু বেশী। হযরত ঘানভী (র) বলেনঃ এখানে সদেহ প্রকাশ উদ্দেশ্যই নয়। তাঁদেরকে এক জাতেও বলা যায়, তাতোধিকও বলা যায়। কারণ, উল্লাঙ্গের প্রতি জোড়া না করাজে তাঁদের সংখ্যা এক জাত হিজে এবং উল্লাঙ্গেও গণনা করা হচ্ছে একজাতের বিকৃত হিজে।—(বেয়ানুল কোরআন)

এ বীকাট হেহেতু মাছের ঘটনার পরে উল্লিখিত হয়েছে, তাই এর জিতিতে কোন কোন তুকসীরবিদ বলেন যে, ঈউনুস (আ) এ ঘটনার পরে নবুঃত জ্ঞাত করে-ছিলেন। আজানা বগজী এমনও বলেছেন যে, এ অংশটে তাঁকে নামনুমার দিকে প্রেরণ করা হয়ে আছে। বরং যদেহের ঘটনার পরে তাঁকে অন্য এক সম্পদাদোর করে প্রেরণ করা হয়েছিল। তাঁদের সংখ্যা হিজে এক জাত অথবা তাতোধিক। কিন্তু কোর-

আম পাক ও হাদীস থেকে এ উক্তির সর্বৰ্থন পাওয়া যাব না। এখানে মটভাবে শুরুমতই ইউনুস (আ)-এর বিসামৃত উল্লেখ করা হয়েছে। এতে বোবা যাব যে, আছের ঘটনা ব্যস্ত হওয়ার পরে সংঘটিত হয়েছে। অতপর এখানে বাকাটির পুনরাবৃত্তি করার কারণ এই যে, সুই হওয়ার পর তাঁকে পুনরায় সেখানেই প্রেরণ করা হয়েছিল। এতে যাত্র করা হয়েছে যে, তারা অঙ্গসংখ্যক লোক ছিল না, বরং তাদের সংখ্যা ছিল লাখেরও উপরে।

—**نَّا مِنْنَا فَمُتَعَذِّنَا هُمُ الْيَخْلَقُونَ**—(যথেত তারাম বিশ্বার স্বাগত করলে, কলে আমি তাদেরকে কিছুকাল পর্যন্ত জীবনোপভোগ করতে দিলাম।) ‘কিছুকাল পর্যন্ত’

-এর উদ্দেশ্য এই যে, যতদিন তারা পুনরায় কুকুর ও শিরকে লিপ্ত না হল, ততদিন তারা আবাব থেকেও বেঁচে রয়েছে।

বির্বী কাদিমানীর বিজ্ঞানির আওয়াব : হযরত ইউনুস (আ)-এর সম্মান বথাসময়ে ঈমান প্রাপ্ত করার কারণে তাদের উপর থেকে আবাব সরিয়ে নেওয়া হয়েছিল। এটা সুই ইউনুসের তফসীরেও বলিষ্ঠ হয়েছে এবং আলোচ্য আয়াত থেকেও ঝুঁটে উঠেছে। এরই ফজুলুন্নিস্তে পাজাবের বিধ্যা নবী বির্বী প্রোগ্রাম আহমদ কাদিমানীর বিজ্ঞানিক আবসাম হয়ে যাব। সে তার বিরোধীদেরকে চালেজ করেছিল, যদি তারা বিরোধিতা অব্যাহত রাখে, তবে অসুক সময়ে তাদের উপর আবাব এসে যাব। এটা আলাহুর ফরাসাজা। কিন্তু এই চালেজের পরেও বিরোধী পক্ষের তৎপরতা আরও বেড়ে যাব অথচ আবাব আসেনি। তখন এই ব্যর্থতার ধানি ভাকা দেওয়ার অন্য কাদিমানী বলতে শুরু করে যে, বিরোধীরা অনে অনে ভৌত হয়ে পড়েছে, তাই আবাব অপসারিত হয়ে গেছে। হেমন, ইউনুস (আ)-এর সম্মানের উপর থেকে সরে পিলেছিল। কোরআন পাকের আলোচ্য আয়াত এ অপব্যাখ্যা প্রত্যাখ্যান করে। কারণ, ইউনুস (আ)-এর সম্মান ঈমানের কারণে আবাব থেকে রক্ষা পেয়েছিল। এর বিপরীতে কাদিমানীর বিরোধীগুলি ঈমান আনা দুরের কথা তার বিকলে আরও কোমর বেঁধে লেগে পিলেছিলেন।

فَكَسْتَفِتْهُمْ أَرِبَّكَ الْبَنَاتِ وَلَهُمُ الْبُنُونَ ۝ أَمْ خَلَقْنَا الْمَلَائِكَةَ
إِنَّا ثَاوْهُمْ شَهِدُونَ ۝ أَلَا إِنَّهُمْ مِنْ إِفْكَيْهُمْ لَيَقُولُونَ ۝ وَلَدَ
اللَّهُ ۝ وَإِنَّهُمْ لَكَلِّابُونَ ۝ أَصْطَغَنَ الْبَنَاتِ عَلَى الْبَنِينَ ۝ مَا لَكُلِّابٍ كَيْفَ
يُخْلِمُونَ ۝ أَفَلَا يَدْكُرُونَ ۝ أَمْ لَكُمْ سُلْطَنٌ مُبِينٌ ۝ قَاتُوا بِكِتْبِكُمْ إِنْ كُنْتُمْ

صَدِقِينَ وَجَعَلُوا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْجَنَّةِ نَسْبَادَ وَلَقَدْ عَلِمَتِ الْجَنَّةُ لِأَنَّهُمْ

لَمْ يَعْضُرُوهُنَّ سُبْحَانَ اللَّهِ عَمَّا يَصِفُونَ فَإِلَّا عِبَادُ اللَّهِ الْمُفْلِصُونَ فَيَا أَكُفَّارُ

وَمَا تَعْبُدُونَ مَا أَنْتُمْ عَلَيْهِ بِهَقْتِنِينَ إِلَّا مَنْ هُوَ صَالِبُ الْجَحْدِ وَ

وَمَا أَنْتُمْ إِلَّا كُلُّكُمْ مَقَامٌ مَعْلُومٌ وَإِنَّا لَنَحْنُ الصَّافُونَ وَإِنَّا لَنَحْنُ

الْمُسْتَعْنُونَ

- (١٥٩) তোমার ভাসেরকে জিল্লাস করুন, তোমার পাইলকর্তার জন্য কি করার-সত্ত্বে রয়েছে এবং ভাসের জন্য কি পুরুষসভান? (১৬০) মাকি আবি ভাসের উপ-শিখিতে ফেরেশতাগ্রহকে নারীগণে সুষ্ঠি করেছি? (১৬১) জেনো, তারা যদিগুলি উত্তি করে থে, (১৬২) ‘আজ্ঞাহ সত্ত্বে জন্ম দিয়েছেন’ নিশ্চিয় তারা বিশ্বাসাদী। (১৬৩) তিনি কি পুরু-সভানের হজে কন্যা-সভান পছন্দ করেছেন? (১৬৪) তোমাদের কি অনুধাবন কর না? (১৬৫) না কি তোমাদের কাছে সুল্পট কোন দলীল রয়েছে? (১৬৬) তোমরা সভাবাদী হলে তোমাদের কিটাব আন। (১৬৭) তারা আজ্ঞাহ ও জিল্লদের অধো সম্পর্ক স্বার্থে করেছে, অথচ হিন্দেরা জানবে, তারা প্রেক্ষাত্মক হয়ে আসবে। (১৬৮) তারা যা কোন তা দেখে আজ্ঞাহ পরিবা। (১৬৯) তবে আরা আজ্ঞাহর নির্দিষ্টবান বাস্তু, তারা প্রেক্ষাত্মক হয়ে আসবে না। (১৭০) অতএব তোমরা এবং তোমরা হাসের উপাসনা কর, (১৭১) তাসের কাউকেই তাঁর হাত থেকে বিছান করতে পারবে না (১৭২) উধূমাত তাসের ছাঢ়া আরা আজ্ঞারামে পৌছব। (১৭৩) আসাদের প্রত্যেকের জন্য রয়েছে নিশ্চিয় হাজন। (১৭৪) এবং আমরাই সারিবজ্জ্বলে দণ্ডারামা থাকি (১৭৫) এবং আমরাই আজ্ঞাহর পরিষ্কার দোষণা করি।

তৎসীরের সার-সংক্ষেপ

(উপরে তৎসীরের প্রমাণাদি বর্ণিত হয়েছে।) অঙ্গপর [যারা ফেরেশতাগ্রহকে আজ্ঞাহর কন্যা এবং জিল্লাস করার ক্ষেত্রে জিল্লাস করে জন্ম দাতা স্বর্থে আজ্ঞাহর স্বরে—(মাউন্ডুবিজ্ঞাহ) থাপ্ত ফেরেশতাগ্রহের সাথে আজ্ঞাহ তা'আজ্ঞার বৎসর সম্পর্ক এবং জিল্লদের সাথে আমী-বাঁৰির সম্পর্ক অপরিহার্য হচ্ছে পড়ে—যারা আজ্ঞাহর সাথে ফেরেশতা ও জিল্ল আঙ্গিকে একাবে শরীক ছিল করে] তাসেরকে জিতোসা-ক্ষম, আজ্ঞাহর জন্য কি রয়েছে কন্যা-সভার আর তাসের জন্য কি পুরু-সভান। (অর্থাৎ তোমরা বর্ণন জিল্লদের জন্য পুরু-সভান পছন্দ কর, তখন উপরোক্ত বিশ্বাসে আজ্ঞাহর,

ଅନ୍ୟ କୂନ୍ୟା-ସନ୍ତାନ କୈମନ କରେ ସାବାଧ କର ? ଏହି ହଙ୍ଗେ ସେ ବିଶ୍ୱାସେର ପ୍ରଥମ ଛୁଟି । ଆବୁଦୁର ଶୋନ,) ନା କି ଆଖି ଜ୍ଞାନେର ଉପଚିତିତେ କେବଳେଶ୍ଵାଗଣକେ ଅନ୍ତରୀରାପେ ସ୍ଥିତ କରେଇ ? (ଅର୍ଥାତ୍ ବିଭୌତ ଛୁଟି ଏହି ଯେ, ତାରା ବିନା ପ୍ରମାଣେ କେବଳେଶ୍ଵାଗଣକେ ପ୍ରତି ନାହାଇ-ଦୂର-ଅପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆରୋପ କରେ ।) ଜେଣେ ରାଖ, (ତାମନ୍ତକୋନ ପ୍ରମାଣ ନେହୁଁ, ଥର୍ବଂ ମିଛକ) ତାରା ଅନ୍ତରୀତ ଉପି କରେ ଯେ, ଆଜ୍ଞାହ ସନ୍ତାନ ଜନ୍ମ ଦିଲେହେମ । ନିଶ୍ଚଯିତେ ତାରା ଯିଥ୍ୟାବାଦୀ । (ସୁତରାଂ ଏ ବିଶ୍ୱାସେର ତୃତୀୟ ଛୁଟି ଏହି ଯେ, ଏତେ ଆଜ୍ଞାହର ସନ୍ତାନ ହତ୍ୟା ଅପରିହାର୍ଯ୍ୟ ହରେ ପଡ଼େ । ପ୍ରଥମ ଛୁଟି ଯେ ଯଦୁ ତା ସାଧାରଣ ପ୍ରତମ ତାରା, ବିଭୌତ ଛୁଟି ଯେ ଯଦୁ ତା ଇତି-ହୃଦୟ-ଭିତ୍ତିକ ପ୍ରମାଣ ତାରା ଏହି ଦ୍ରୁତୀୟ ଛୁଟି ଯେ ଯଦୁ, ତା ଯୁଦ୍ଧ-ଭିତ୍ତିକ ଦଜୀଲ ତାରା ପ୍ରାପିତ । ମୁହଁଦେର ଅନ୍ୟ କୋନ ହିବର ସାଧାରଣେର ମଧ୍ୟେ ଯଦୁ ପ୍ରାପିତ କରା ହେଁ ତା ଅଧିକ କାର୍ଯ୍ୟକର ହେଁ ଥାକେ । ତାହିଁ ପ୍ରଥମ ଛୁଟି ତିର ଡିଜିତେ ପୁନରାୟ ବର୍ଣନା କରା ହେଁ—) ଆଜ୍ଞାହ କି ପୁରୁ ସନ୍ତାନେର ପରିବର୍ତ୍ତେ କମ୍ବାସନ୍ତାନ ପରିଚ୍ଛ କରେହେ ? ତୋମାଦେର କି ହେ ? ତୋମାଦେର ଏବେଥିନ ସିଙ୍ଗାତ, (ଯା ସାଧାରଣେର ମଧ୍ୟେ ହୋଇଯାଉ ଯକ୍ଷ ଘନେ କର ।) ତୋମରା କି ଅନୁଭବନ କରୁ ନା (ଯେ, ଏହି ବିଶ୍ୱାସ ବୁଝି-ପ୍ରମାଣରେ ପରିପରୀ ? ଯାଦି ଯୁଦ୍ଧ-ପ୍ରମାଣମା ଥାକେ, କୁବି) ତୋମାଦେର କାହେ ଏହି ଏକ ସୁଲକ୍ଷଣ କୋନ (ଇତିହାସ-ଭିତ୍ତିକ), ମନୀଳ ଆହେ କି ? ତୋମରା (ଏହି) ସନ୍ତାନାଦୀ ହଲେ ତୋମାଦେର କିନ୍ତୁ ଉପରୁତ୍ତ କରି (ଉପରୋକ୍ତ ବିଶ୍ୱାସେ କେବଳେଶ୍ଵାଗଣକେ ସନ୍ତାନ ହିର କରା ଛାଡ଼ାଓ) ତାରା ଆଜ୍ଞାହର ମଧ୍ୟେ ଓ ହିବଦେର ମଧ୍ୟେ ସମ୍ପର୍କ ହିର କରେହେ, (ଯା ଆରା ପ୍ରକଟରାପେ ବାତିଲ । କେନନା, ଯେ କାଜେର ଅନ୍ତିମ ଦୂରକାର, ଆଜ୍ଞାହ ତା ଥିବେ ପରିବି । ସୁତରାଂ ଦାନ୍ତତା ସମ୍ପର୍କ ଅସବ୍ରଦ୍ଧ ହଲେ ତାରଇ ଶାଶ୍ଵା—ଶକ୍ତି ସମ୍ପର୍କ ଓ ଅମ୍ବର ହବେ ।) ଅଥଚ ଜିଲ୍ଲେରୀ ଜାନେ ଯେ, ତାରା (ଅର୍ଥାତ୍ ତାମେର କାନ୍ତିରା ଆଯାବେ) ପ୍ରେକ୍ଷତାର ହରେ । (କାରଣ ତାରା ଆଜ୍ଞାହ ସମ୍ପର୍କେ ମଦ୍ଦ ବିଶ୍ୱାସି ବର୍ଣନା କରେ । ଅଥଚ) ଆଜ୍ଞାହ ଦେଶବ ବିଷୟ ଥିବେ ପରିବି, ଯା ତାରା ବର୍ଣନା କରେ । (ସୁତରାଂ ଏହି ବର୍ଣନାର କାହିଁଥିରେ ତାରା ଆଯାବେ ପ୍ରେକ୍ଷତାର ହବେ ।) କିନ୍ତୁ ଯାରା ଆଜ୍ଞାହର ପାତି (ଅର୍ଥାତ୍ ମୁଖିନ) ବାଲ୍ମୀ, (ତାରା ଆଯାବେ ଥୁଥିବେ ଥାବହେ ।) ଅତ୍ୟନ୍ତ ତୋମରା ଏହି ତୋମରା ଦେଶବ ଉପାସୋର ପଜା କରୁ, ତାରା (ସବାଇ ମିଳେଓ) ଆଜ୍ଞାହ ଥେବେ କାଟିକେ ବିଦ୍ୟାତ କରିବେ ପାରିବେ ନା, (ସବୁତ ତୋମରା ହେଉ ଏ ଚଳଟାଇ କର ।) କିନ୍ତୁ ତାକେଇ (ବିଦ୍ୟାତ କରିବେ ପାରିବେ) ଯେ (ଆଜ୍ଞାହର ଭାନେ) ଜୀହାଜାମେ ଦୌଛବ । (ଅତପର ଯାରା ହେଁ ଯେ, ତାମେର ମଧ୍ୟେ ଯାରା କେବଳେ ତାରା ବିନା କେବଳ ଦାସ । ଆମାଦେରକେ ଯେ ଦାରିଦ୍ର ଅର୍ପନ କରା ହେଁବେ, ତାହେ) ଆମାଦେର ପ୍ରତୋକେର ଜନ୍ୟ ଏକ ନିର୍ଦିଷ୍ଟ ତର ରହେଇଛେ (ଆମରା ତାହିଁ ପାଇଲେ ରତ ଥାବି । ନିଜେର ଖୟାଳ-ଶୁଶ୍ରୀମତ କିଛୁଇ କରିବେ ଥାବି ନା ।) ଆମରା (ଆଜ୍ଞାହର ସାମନେ ତୀର ହକୁମ ଖୋଲିର ସମୟ ଅଧିକା ତୀର ଇଲାମକୁ ଜାରାର ସମୟ ଅନ୍ୟଦୟ ସହକାରେ) ସାରିବଳଭାବେ ଦଶାରହାନ, ଥାବି ଏହି ଆଜ୍ଞାହର ପ୍ରବିଜ୍ଞାଓ ବର୍ଣନା କରି । (କେବଳେଶ୍ଵାଗଣ ନିଜେରାଇ ସଥିନ ଦାସତ ବୀକାର କରିବେ, ତଥିନ ତାମେରକେ ଉପାସ୍ୟ ବଜେ ମୁଦ୍ରାର କରା ନିରେଟ ବୋକାଯି । ସୁତରାଂ ଜିମ ଓ କେବଳେଶ୍ଵାଗଣକେ ଆଜ୍ଞାହର ମଧ୍ୟେ ବିଶ୍ୱାସ କରା ଉପରୁମଧ୍ୟେ ବାତିଲ ପ୍ରାପିତ ହର ।)

आन्ध्रप्रदेश विद्यालय

পদ্মগহৰপথের ঘটনাবলী উপরে ও শিক্ষার উদ্দেশ্যে বৃগত হয়েছিল। এখন
আবার তওঁদীন সংগ্রাম করা ও শিরক আতিক করার আসল বিষয়বস্তু বর্ণনা করা
হচ্ছে। এখনে এক বিশেষ ধরনের শিরক খণ্ডন করা হয়েছে। শিক্ষার কান্তিমদের
বিষাস ছিল যে, কেরেলভাগ আজ্ঞাহৃত কর্ত্ত্ব প্রথম সর্বসাধার-পুর্হিতায়া কেরেলভা-
গণের জনমী। আজ্ঞায় উত্থাহেসী বজেন। এ বিষাস কোরাইল গোর ছাঢ়াও জুহাইনা,
অম্ব সালমা, বন-ধোকাঙ্গা ও বন সালীহদের অধ্যো বক্তব্য ছিল।—(অক্ষয়ীন-কুমাৰ)

—فَإِنْ كُنْتُمْ مَا فِي قُبْلَةٍ

বিবাস অঙ্গনের দলীল পেশ করা হয়েছে। এসব দলীলের সামর্য এই যে, প্রথমত
তোমাদের এ বিবাস অবৎ তোমাদের প্রচলিত প্রথা-পক্ষভিত্তির দিক দিয়ে সম্পূর্ণ প্রাপ্ত।
কারণ, তোমরা কন্যা-সত্ত্বনকে জাহার কারণ মনে কর। যে বস্তু তোমাদের জন্য
জাহাজনক, তা আঞ্চাইর জন্য কেন জাহাজনক হবে না? এরপর তোমরা ফেরেশতা-
গণকে আঞ্চাইর কন্যা বলে সাব্বাস্ত করেছ। তোমাদের কাছে এর কোন দলীল আছে
কি? কোন দাবি প্রতিষ্ঠিত করার জন্য তিনি রকম দলীল হতে পারে—(১) চাকুয়
দলীল, (২) ইতিহাসত্ত্বিক দলীল অর্থাৎ এমন ব্যক্তির উকি, যার সততা সর্বজন-
পীকৃত অবৎ (৩) শুভিত্তিক দলীল। প্রথমোক্ত দলীল নিশ্চিত অনুপযুক্ত। কারণ
আঞ্চাই তাজালা যখন ফেরেশতাগণকে সুষ্টিত করেন, তখন তোমরা উপরিত হিলে না।
কাজেই ফেরেশতাগণ যে নাহী, তা জানা সত্য নয়।

— آم خلقتنا الملاکئۃ انساً و هُنْ شاہدُونَ — آওয়াتেৱ. যতজনক আই।

ইতিহাসভিত্তিক দলীলও তোমাদের কাছে নেই। কারণ, সর্বজনস্বীকৃত সত্যবাদী ব্যক্তির
উক্তিই ধর্তব্য হয়ে থাকে। অথচ শারা এই বিষয়ের প্রবক্তা, তারা যিথ্যাবাদী, সুন্তরাং
তাদের উক্তি দর্শিত হচ্ছে পারে না।

—اَلَا ذُمِّمَ مِنْ اَفْكَمْ لِيَقُولُونَ—আবাত্তের অর্থ আট। প্রচারণে অস্তি-

গত দলীলও ত্রৈমাসের সমর্থন করে না। কারণ, অর্থ ত্রৈমাসের ধারণা অনুষ্ঠানী
পুস্ত-সন্তানের মুকাবিলায় কন্যা-সন্তান হৈন। এখন যে সন্তা সমষ্টি সৃষ্টিগতের সেরা
লিনি নিজের জন্য হৈন বল কেবল করে পছন্দ করতে পারেন? **أَصْطَفَى الْهُدَى**

— عَلَى الْبَيْنَيْنِ —
আমাতের উদ্দেশ্য তাই। এখন একটিমাত্র পথ অবশিষ্ট থাকে। তা
এই যে, কোন আসরানো কিভাব উভয়ের মাধ্যমে তোমাদেরকে এই বিজ্ঞাস শিকা

دِيْرَهُ । এমনটি হয়ে থাকলে সে ওহী ও কিভাব এনে দেখাও ۱۰۰—
فَإِنْ تَوْبَ يَكْتَبْ ۚ ۗ — আরাতের অর্থ তাই ।

‘হঠকারীসের জন্য আবশ্যিক উভয়ই অধিক উপযুক্ত : আস্তা আরাত-সময় থেকে আবা গেল যে, যারা হঠকারিতার বৃক্ষগ্রিকর, তাদেরকে আবশ্যিক অঙ্গুষ্ঠার দেওয়াই অধিক উপযুক্ত । আবশ্যিক অঙ্গুষ্ঠার বলা হয় প্রতিপক্ষের দায়িত্ব তাই অন্য কোন শীকৃত নীতি দ্বারা অঙ্গুন করা । এতে এটা অকরী হয় না যে, সেই অম্য নীতি আবরাও ছীকার করি, বরং প্রাপ্তই সে নীতিও তাঙ্ক হচ্ছে থাকে । কিন্তু প্রতিপক্ষকে বোঝানোর জন্য একে কাজে দাগানো হয় । এখানে আলাহ্ তা'আলা তাদের বিশ্বাস অঙ্গুন করার জন্য অবৈ তাদেরই এই নীতি ব্যবহার করেছেন যে, কন্যা-স্তৰান লজ্জা ও দোষের বিষয় । কলা বাহন, এর অর্থ এই নয় যে, আলাহ্ তা'আলা'র অভিও কন্যা-স্তৰান লজ্জার বিষয় । এছাড়া এর অর্থ এমনও নয় যে, কাফিররা কেরেশ্টানগুকে আলাহ্ কন্যা-স্তৰান না বলে পৃষ্ঠ-স্তৰান বললে সঠিক হত । বরং এটা ইব্রায়ী অঙ্গুষ্ঠার, যার লক্ষ্য অবৈ তাদেরই শীকৃত ধীরণ দিয়ে তাদের বিশ্বাসকে অঙ্গুন করা । অতুরা এ-আভীয় বিশ্বাসের নীতিকার অঙ্গুষ্ঠার তাই, যা কোর-আন পাকের কয়েক আবশ্যিক উপর্যুক্ত করা হয়েছে । অর্থাৎ আলাহ্ অভিব্যুক্ত, তাঁর কোন সকানের প্রয়োজন নেই এবং স্তৰান ধাকা তাঁর অবশ্য অর্ধাদার বোগাও নাই ।

وَ جَعَلُوا بَيْنَهُ وَ بَيْنَ الْجِنَّةِ نَسْبًا (তাৰা আলাহ্ তা'আলা ও জিনদের মধ্যে বৎস সম্পর্ক হিৱ কৰেছে) ।

এটা মুশার্রিকদের ত্বাস বিশ্বাসের বর্ণনা যে, জিন সরাসার-মুহিতারা কেরেশ্টানগুলের অনন্তি । কাজেই (নাউয়ুবিজ্ঞান) আলাহ্ তা'আলা ও জিন সরাসার-মুহিতাদের মধ্যে সাম্পত্তি সম্পর্ক হচ্ছে । এই সম্পর্কের কাজেই কেরেশ্টান-গুল অন্তর্ভুক্ত কৰেছে । এক রেওয়ায়েতে আছে, মুশার্রিকদ্বাৰা অঙ্গুন কেরেশ্টানগুলকে আলাহ্ কন্যা সাবাস্ত কৰল, তখন হয়েরত আবু বকর (রা) জিজেস কৰলেন : তবে তাদের অনন্তি কে ? তাৰা অঙ্গুষ্ঠাবে বলল : জিনসরাসার-মুহিতারা ।—(ইবনে-কাসীর) । কিন্তু এই তফসৌরে খট্টক থেকে যাই যে, আরাতে আলাহ্ তা'আলা ও জিনদের মধ্যে বৎস সম্পর্ক উপর্যুক্ত রয়েছে । কিন্তু এ সম্পর্ক তো বৎস সম্পর্ক নয় ।

সুতরাং অপৰ একটি তফসৌর এখানে অধ্যগ্রন্থ ঘনে হয়, যা হয়েরত ইবনে-আবশ্যাস, হালোম বসরী ও শাহুমুক থেকে বলিত রয়েছে । তাৰা বলেন : কোন কোন আবববাসীর বিশ্বাস হিল যে, ইবনোস আলাহ্ তাতা (নাউয়ুবিজ্ঞান) । আলাহ্ মুলের অল্পটা আৱ সে অবস্থার অল্পটা । এখানে এই বাজিল বিশ্বাস অঙ্গুন কৰা হয়েছে ।

وَ لَقَدْ عَلِمْتَ الْجِنَّةَ إِنَّهُمْ لَا يَحْضُرُونَ (জিনদের বিশ্বাস এই যে,

তারা প্রকাশ করে।) উক্তের এই যে, বেসর শরতান ও জিনকে তোমরা আশাহর সাথে শরীর ছির করে রেখেছ, তারা সবুজ আলোগেই আনে যে, গরুকালে তাদেরকেও অস্ত পরিপতির সম্মুখীন হতে যাবে। প্রস্তরপুত ইবলীয় জাত অবক পরিপতি সম্পর্কে সম্মান প্রদর্শন করেছে। এখন বেনিলেই আমাদের প্রকাশ হওয়ার সূচ বিশ্বাস হাতে, তাকে আশাহর সমরক ছির করা কৃত হয় মুক্তি।

وَلَمْ يَأْتِيْكُمْ مِنْهُمْ مَنْ يَنْهَا عَنِ الْمُحْكَمِ
الْمُخْلَصِيْنَ ۝ إِنَّهُمْ وَإِبْرَاهِيمَ فَسُوفَ يَعْلَمُونَ ۝ وَلَقَدْ سَبَقَتْ كَلِمَتَنَا
لِيَبْرَاهِيمَ كَانُوا مُنْصُرُوْنَ ۝ وَإِنَّهُمْ جَهْدَنَا لَهُمْ
الشَّفِيْعُوْنَ ۝ فَتُولَّ خَذْنُمْ حَتَّىٰ حَيْنِيْنَ ۝ وَآتَهُمْ فَسُوفَ يُبَصِّرُوْنَ ۝
أَفَعَدَ ابْنَاً يَسْتَعْجِلُوْنَ ۝ فَإِذَا نَزَّلَ سَاحِرُوْنَ فَشَاءَ صَبَارُ الْمُنْذَرِيْنَ ۝
وَتَوَلَّ عَنْهُمْ حَتَّىٰ حَيْنِيْنَ ۝ وَآبَصِرْ قَسْوَفَ يُبَصِّرُوْنَ ۝

(১৬৭) তারা ইতো অন্ত (১৬৮) যদি আমাদের কাছে পূর্ববর্তীদের কোন উপদেশ আকৃত, (১৬৯) তবে আবর্ত করলাই আশাহর অমৌলীত কালো হাতীর। (১৭০) বন্ধুত তারা এই কেন্দ্রজাতকে অভীকরণ করেছে। এবং পীতুই তারা জেনে নিতে পারবে, (১৭১) আমার রসুজ বাস্তাগণের ব্যাপারে আমার এই বাক্য সত্য হয়েছে যে, (১৭২) অবলাই তারা সাহায্যাপ্রাপ্ত হয়, (১৭৩) আর আশাহ বাহিনীই এক ক্ষিণী। (১৭৪) অতএব আগনি কিছুকালের জন্য তাদেরকে উপেক্ষা করুন (১৭৫) এবং তাদেরকে দেখতে থাকুন। পীতুই তারাও এর গভীরায় দেখে নেবে। (১৭৬) আমার অব্যাখ্য কি তারা ইতো কারবা করে? (১৭৭) অতএব যদিন তাদের কাফিনার আশাহ নাবিল হবে তখন কাদেরকে সতর্ক করা হয়েছিল, তাদের সকালকেবাটি হবে ধূলই সহ্য। (১৭৮) আগনি কিছুকালের জন্য তাদেরকে উপেক্ষা করুন (১৭৯) এবং দেখতে থাকুন, পীতুই তারাও এক পরিপন্থ দেখে নেবে।

কর্তৃপক্ষের আর-অঙ্গেগ

তারা [অব্যাখ্য আবেদে 'কাফিনার পুর্ণপূর্ণ' (সা)-র নবুরত জাতের পুর্বে] বললে, যদি আমাদের কাছে পূর্ববর্তীদের (পাহের ঘট্ট) ক্ষেত্রে উপদেশ আকৃত, (অব্যাখ্য ইহুদী ও খ্রিস্টানদের কাছে যেমন রসুজ ও বিভাব এসেছে, আমাদের জন্যও যদি ক্ষেত্রে

ହଣ୍ଡି) ତବେ ଆମରା ଆମାଦ୍ର ଧୀତି ବାକୀ ହଣ୍ଡାମ । (ଆମ୍ବାର୍ ସେଇ କିନ୍ତୁବିକେ ସତ୍ୟ ହିଁ କରନ୍ତାମ ଏବଂ ତା ମେମେ ଉତ୍ତରାମ—ତାଦେର ଯତ୍ନ ମିଥ୍ୟାରୋଗ ଓ ବିଜୋଧିତା କରନ୍ତାମ ନା ।) ଅନ୍ତପର (ସଥିନ ସେ ଉପରେଶ୍ଵର କୋରାଜାନ ରୁଗୁଳେର ବାଖିରେ ତାଦେର କାହେ ପୈଛାଳ, ତଥିଲ) ତାରା ଏକେ ଧୀତି କରାନ୍ତି କରାଇ ହାବେ । ତାରା ତାଦେର ଧୀତିକାର ଭଲ କରାଇ । କାହେଇ ଶୀଘ୍ରରେ ତାରା (ଏଇ ପରିପାତ) ହେଲେ ନିଷେ । [ଜେ କାହେ ଶୁଭାର ସାଥେ ଯାଇଇ କୁକରେର ପରିପାତ ସାଥିନେ ଏବେ ଗେହେ ଏବର କୋନ କୋନ ଧୀତି ଶୁଭାର ପୂର୍ବତ ହୋଗ କରାଇ । ଶୁଭତ ଶୁଭାରାମ (ମେହିକର ସାମ୍ବନ୍ଧରେ ଦେଉଥାର ହେଲେ ଯେ, ଶୁଭ ହେତୁ ବର୍ତ୍ତିତ ଶାନ୍ତିରେ କାହିଁ କାହିଁ ହେଲାଯାଇ । ରେଳନ୍ତି,] ଆମରା ରୁଗୁଳ ବାକୀପଥରେ ଜନ୍ମ ଆମାର ଏଇ ବାକୀ ପୂର୍ବ ଥେବେଇ (ଆମ୍ବାର୍ ଜାଗର୍ତ୍ତ-ଯାହାନ୍ତିମେଇ) ଅବଳାକିତ ଆହେ ଯେ, ମିଟକ ତାରାଇ ହୁବେ ହବନ ଏବଂ (ଆମାର ସାଥାରାମ ନିରମ ହେଲେ ଯେ,) ଆମାର ବାହିନୀଇ ବିଜୋଧି ହେଲେ ଥାବେ । (ଏତେ କୁକରେର ଶୁଭତ ଶୁଭାରାମ ଏବଂ ତଥାର୍) ଅନ୍ତର୍ଭେ, ଆମ୍ବାନ (ଆମର ହୋନ ଏବୁ), କିନ୍ତୁକାଳେର ଜେତା (ଜେତର କରନ୍ତି—ଏବଂ ତାମର ବିଜୋଧିତା ଓ ଉତ୍ସୌଭାଗ୍ୟରେ) ଯୁଧକିରେ ରାଖୁନ ହେଲୁ, ତୁମରକେ ଦେଖାଇ ଥାବୁନ । ଶୀଘ୍ରରେ ତାରାଓ ଦେଖେ ହେବେ । (ଆମ୍ବାର୍ ଶୁଭତ ଗଲେବେ ଏବଂ ଶୁଭାର ପୂର୍ବତ ଆମରକେ ଧୀତିର ଶଶ୍ୟଧୀନ ହାତେ ହବେ । ତୌତି ପ୍ରଦର୍ଶନେର ହମକିଳ ପାଇଁ ତାରା କ୍ଷାତ୍ର, ଶାନ୍ତି ଏବଂ ବଳତ ଯେ, ଏକଥି କୁବୁର ହାତୁ । ଏଇ କୁବୁରାବେ ବିଜୋଧି ହେବେ । ତାରା—କି—ଆମାର ଆମାର ପ୍ରତ କାମନା କରେ ? ଅନ୍ତପର ସଥିନ ତାଦେର ଆତିନ୍ଦ୍ର ଆମାର ନ୍ୟାୟିତ୍ୱ ଏବଂ ତଥିନ ବାଦେରକେ ଉତ୍ତରକ କରା ହେବାନି, ତାଦେର ଦିନ ଏବଂ ରାତ୍ରି ଯାଏ ହେବେ (ଆମାର ସତରେ ନା ।) ଅନ୍ତର୍ଭେ ଆଗନି (ଆମର ହୋନ ଏବଂ) କିନ୍ତୁକାଳ ମଧ୍ୟରେ (କୁକରେ ରେଳନ୍ତି) ଆମେର (ବିଜୋଧିତା ଓ ଉତ୍ସୌଭାଗ୍ୟର ତଥି) ଧୀତି କରିବେନ ନା (ଏବଂ (କୁକରେର) ଦେଖାଇ ଥିଲୁନ, (ଆମ୍ବାର ଅମେର କୁକରେନ) । ଶୀଘ୍ରରେ ତାରାରୁ ଦେଖେ ନିଷେ । ତାରାର୍ ଆମ୍ବାନି କେବେ କମିଶ ବିଜୋଧି କରିବାର ତାରାରୁ ଦେଖେ ନାହିଁ ।

ପରିପାତ କରି ଏହି ପରିପାତ ହେଲାମ । ଏହିପରିପାତ କରିବାରେ କିମ୍ବାରୁ କିମ୍ବାରୁ

ଶିଖିବାରେ ଆମେରଟି ବିଜୋଧି କରିବାରେ କିମ୍ବାରୁ କିମ୍ବାରୁ

(ଇମ୍ବାରେର ବୈଜିକ ବିଜୋଧିରେ ଶୁଭାର ସମ୍ପର୍କ କରାର ପାଇଁ ଆମ୍ବାର୍) ଆମାରତମ୍ଭୁରେ କାକିନ୍ତିରେ ଘଟିବାରତା ବିଗିତ ହେବେହେ । ବାଲା ହେବେହେ, ତାରା ରୁଗୁଳାର୍ (ସା)-ର ନେବୁତ ଆମମନେର ପୂର୍ବ ବାସନ୍ତ ପ୍ରକାଶ କରେ ବଳତ ଯେ, କୋନ ପରମାପର । ଆମମନ କରିଲେ ଆମରା ତାର ଅନ୍ତରଗ କରାନ୍ତିମ । କିନ୍ତୁ ସଥିନ ଯହାନବୀ (ସା)-ର ଆଗମନ ମୁହଁତ, ତୁମନ ତାରା ଜେତ ଓ ହଟକାରିତାର ପଥ ଅବଳନ କରଇ । ଅନ୍ତପର ରୁଗୁଳ କରାନ୍ତିମ (ସା)-କେ ସାମ୍ବନ୍ଧ ଦେଉଥାର ହେଲେ, ଆଗନି ତାଦେର ଉତ୍ସୌଭାଗ୍ୟ ମନ୍ଦକୁଳ ହେବେନ ନା । ଦେଇନ ଦୂରେ ଯତ, ସଥିନ ଆଗନି ବିଜୋଧି ଓ କିନ୍ତୁକାର ହେବେନ ଏବଂ ତାରା ହେବେ ପରାତ୍ମତ ଓ ଆମାରେ ଲଙ୍ଘାବତ । ପରକାଳେ ତୋ ତା ପରିପର୍ବତାବେଇ ଦେଖ ଯାଏ, କୁକରେ କୁମିଳା-ତେବେ ଆମାର ଦେଖିବାରେ ଏବଂ ତାମର ଶୁଭ ଥେବେ ମନ୍ଦବିଜ୍ଞାନ ପରାତ୍ମ ଅତିତି ଜିହାଦେ ଆମାର ତୀର ରୁଗୁଳକେ ସାମ୍ବନ୍ଧ ମୁନ୍ତର କରେହେନ ଏବଂ ତା ପରାତ୍ମକ ଆକିମତ ଓ ଅପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପରାତ୍ମହେନ ।

وَأَنْ سَبَقَتْ كُلُّهَا - - - وَإِنْ جَنَدْ

—**আজ্ঞাহ তোমাদের বিজয়ের রাম :** —**لَهُمْ الْمَلَائِكَةُ** —**এসমি আজ্ঞাতের রাম** এই বে, আজ্ঞার বিশেষ অনুগ্রহপ্রাপ্ত বাস্তা পরমপূর্ণগতি বিজয়ী হয়েন। এতে প্রথ হতে পারে যে, কোন কোন পরমপূর্ণ তো সুনিরাতে বিজয়ী হননি। আওয়াব এই বে, আমা পরমপূর্ণগণের ঘৰ্য্যে আধিকালে পরমপূর্ণের সম্মানের বিখ্যাতেরপের অপরাধে আজ্ঞাবে প্রতিষ্ঠ হয়েছে, কিন্তু পরমপূর্ণকে আজ্ঞাব থেকে সুরে রাখা হচ্ছে। আর করোক্তজন পরমপূর্ণ দুনিয়াতে সেমি পর্যন্ত বৈষম্যিক বিজয়ী লাভ করতে সক্ষম নি; কিন্তু অভিযোগকে তাঁরাই সর্বদা উৎকৃষ্ট করেছেন এবং আদর্শগত বিজয়ী লাভ করেছেন। তবে এই বিজয়ের বৈষম্যিক আলোচন পরীক্ষা ইত্যাদির মত বিশেষ বেশেন উপরেসিঙ্গার কারণে পরমকাল পর্যন্ত পিছিয়ে দেওয়া হয়েছে। ইব্রাহিম আমতী (র) - র ভাষ্যায় এর মৃষ্টান্ত জান্ম থে, কোন অশিষ্ট দস্যু কোন উচ্চপদে তুরকানী কর্মকর্তার সাথে সকলৱ্যত অবস্থায় পর্যায়ে দস্যুবৃত্তিতে তিষ্ঠত হলে সরকারী কর্মকর্তা আজ্ঞাহ - প্রদত্ত অসাধারণ বুদ্ধিমত্তার কারণে হজুত দস্যুকে তোষায়োদ করবেন, কিন্তু রাজধানীতে পৌছে দস্যুকে প্রেরণার করে শাস্তি দেবে। সুতরাং এই সামাজিক প্রতিপত্তির কারণে দস্যুকে শাসক এবং কর্মকর্তাকে শাসিত বলা থায় না। বরং আসল অবস্থার দিক দিয়ে দস্যু প্রতিপত্তির অবস্থাও সামিত এবং তুরকানী কর্মকর্তা পরাত্মত অবস্থাও পারিক। এ বিষয়টি ই হয়রত ইবনে আব্বাস (রা) সংক্ষিপ্ত ও সাবলীল তরীকে কর্তৃত করেছেন। তিনি বলেন, **لَمْ يَفْرَ وَافِي الدِّفْنِ بِعْصَرَادِ فِي إِلَّا خَرْ** (ব্যান্ডুল তুরকান)

কিন্তু সর্বদা যানে রাখা দরকার বে, সাধিক বিজয় হোক কিংবা পার্যাতেকিক বিজয়, কোন জাতি কেবল বৎসেগত বৈশিষ্ট্য অথবা ধর্মের সাথে মাঝেমাঝে সম্পর্কের জারা তা অর্জন করতে পারে না। বরং মানুষ প্রথম নিজেকে আজ্ঞাহর বাহিনীর প্রক্রিয়ান সেমিকরানে গড়ে তোলে, তখনই তা আজিত হতে পারে। এর অপরিহার্য যোগ্য হচ্ছে এই বে, ঔরবন্য প্রতিটি কেজে আজ্ঞাহর আনুগত্যকে জঙ্গী হিসাবে প্রহ্ল করতে হবে। এখানে **جَنَدْ فِي** (আজ্ঞার বাহিনী) শব্দটি ব্যক্ত করাহে যে, যে বাতি ইসলাম প্রহ্ল করে সে নিজের সকল কর্মসূক্ষ শক্তির বিরক্তে আব করাব অন্য আজ্ঞাহর সাথে পুত্রি করে। এই শর্তের উপরই বৈষম্যিক অথবা আদর্শগত, পারিষ্ঠিক অথবা পার-গোকীক বিজয় নির্ভরশীল।

إِنَّمَا نَزَّلَ بِهَا حَكْمٌ فَسَاءَ صَبَّاحَ الْمَنْدَرِ (বর্ষম মে আজ্ঞাব আমের অভিনন্দনে আসবে, পুরুষ আমেরকে অকৃত করবে অভিহিত তামার দেশ সরাসে মেজাজ হবে শুবর্য যান।) অবৰো যাক-প্রজাতিজে আভিজ্ঞান মন্ত্রে আজ্ঞাব অর্থ আম

বিশ্বে একবারে আমনে এসে উগছিত ইওয়া বোৱাৰ। 'সকাল' বেলাৰ কাৰণে এই যে, আৱাবে শুৰু সাধাৰণত এ সময়েই আকৃমণ পৱিত্ৰলোক কৰত। রসুলুল্লাহ্ (সা)-ও ভাই কৰতেন। তিনি কোন শুৰুৰ জুখতে রাতি বেলাৰ গৌহাজোও আকৃমণেৰ অন্য জোকাম সমৰ্থ অগোকা কৰতেন।—(ৰায়হানী)। হাতীদেৱ বণিত আছে, রসুলুল্লাহ্ (সা) বধন সকাল বেলাৰ ধন্মনৰ দুৰ্গ আকৃমণ কৰেন, তখন এই বাকাবলী উচ্চাৰণ কৰেন।

الله أكْبَرْ خَيْرٌ بَنْ خَيْرٍ إِنَّا إِذَا فَزَّلْنَا بِسَاحَةَ قَوْمٍ فَسَاءَ مِبَاحٍ
الْمُمْدُرُونَ (৮৫) (ৰায়হানী আছাই যাহাৰ। ধন্মনৰ বিষয়ত হয়ে আছে। আমোৰ যখন কোন অনুমতিৰ আভিনাৰ অবজৰণ কৰিছি, তখন হাতেৱকে গুৰু-সতৰ্ক কৰা হৈছিল, তাদেৱ সজীবতাৰ বাই যন্ম হৈছিল)

سَبَحَنَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّةِ عَنِّي بِصَفَوْنَ ⑥ وَسَلَّمَ عَلَى السَّلَّيْنَ ⑦

وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ⑧

(১৮০) পথিৰ কাগজৰ পৱিত্ৰলোকদিলোৱেৰ সতা, তিনি সম্মানিত ও পথিৰ, আজাহ-বৰ্ধনা কৰে দ্বা থেকে। (১৮১) পৱিত্ৰলোকদিলোৱেৰ প্রতি সামান্য বিধিত হোক। (১৮২) কুমুদ-পশ্চিম বিষয়ালক আজাহ-বৰ্ধন মিথিত।

তফসীরেৰ সামৰণ্যতাৰ্থ

আমোৰে অহনি পৱিত্ৰলোকদিলোৱে তিনি বিৰাট আহিমাৰ অধিকাৰী সেসব কিছুৰ থেকে পৰিত হাৰ তাৰা (কাকিলুৱা) বৰ্ণনা কৰে। (অতএব আজাহকে এসব বিষয় থেকে পজিতই সাধাৰণ কৰতে এবং পৱিত্ৰলোককে অনুলো অনুসন্ধানীয় মনে কৰতেন। কেবলু আমি তাঁদেৱ ধানে বলি ৳) সামান্য বিধিত হোক পৱিত্ৰলোকদিলোৱেৰ প্রতি (এবং আজাহকে পিৱাৰ ইত্যাদি থেকে পৰিত মনে কৃতুৱাৰ সাথে সাথে তাঁকে সৰ্বত্ত্বে উপাৰ্থিতও হৈন কৰিব। কেবলু), সমষ্ট পশ্চিম বিষয়গোক (ও আলিক) আজাহ-তা'জাহ-ৱাই মিথিত।

বৰ্ণনা কৰে আজাহ-তা'জাহ-ৱাই

বিষয়ালিক ভাবতাৰ বিষয়

উগৱোৰ আজাহতোৱে মাধ্যমে সুৱা সুক্ষ্মত সম্মত কৰা হৈলৈছে। সতা বলতে কি, এই সুৰুৰ সমাপ্তিৰ বাধাৰ অন্য বিৱাট পুনৰ দৱকাৰ। সংজেসে কুমাৰ হৈ, আজাহ-তা'জাহা এই সংক্ষিপ্ত তিনটি আজাহতেৰ অধ্যে সুৱাৰ সম্মত বিষয়ত তাৰে দিয়েছেন। তওঁহীদেৱ বৰ্ণনা হাৱা সুৱাৰ সুচনা হৈছিল, হাৱ সামৰ-বৰ্ধ হিল এই যে, মুশৰিকুৱা আজাহ-সমকে বিষয় বৰ্ণনা কৰে, আজাহ-তা'জাহাৰী সেভলো থেকে পৰিষ্কাৰ। সেমতে আজোচ প্ৰথম আজাহতে সে সীৰ্ঘ বিষয়বস্তুৰ

ଦିକେଇ ଇଲିଙ୍କ ରହେଛେ । ଏହାପରି ସୁରାଜୀ, ମୁମ୍ବିନଗପାଳେର ଶଟବାବୀ ବିଶିଷ୍ଟ ହରୋହିଲା । ସେମତେ ବିତୋମ ଆଶାତେ ଦେଖିଲୋର ଦିକେ ଇଶ୍ଵରା କରା ହମେଛେ । ଅଙ୍ଗପର ପୁଂଧାନୁପୁଂଧାରେ କାକିରଦେର ବିଜ୍ଞାନ, ସମ୍ବେଦ ଓ ଆଗଣ୍ଡିସମୁଦ୍ର ବୁଝି ଉତ୍ତିର ଜ୍ଞାନମେ ଥକନ କରେ ବଳା ହରୋହିଲା ଯେ, ଶେବ ବିଜ୍ଞାନ ସଂଗଚ୍ଛାରୀରାଇ ଅର୍ଜନ କରିବେ । ଏମର ବିବରଣ୍ୟ ଯେ ବ୍ୟକ୍ତିହି ଜ୍ଞାନ ଓ ଅନୁଭୂତି ସହକାରେ ପାଠ କରିବେ, ତେ ଅବଶେଷେ ଆଜାଧ୍ୟ ଲା'ଆଜାର ପ୍ରଶଂସା ଓ ତୁତି ପାଠ କରାତେ ବାଧା ହେବେ । ସେମତେ ଏହି ପ୍ରଶଂସା ଓ ତୁତିର ଉପରେ ସୁରାଜ ସମାପ୍ତି ଟାନା ହରେଛେ ।

سبحان رب العزة مما يهعون وسلام على المرسلين والحمد

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

صَوْرَةٌ عَنْ
الْقُرْآنِ ذِي الْذِكْرِ بِلِ الْذِينَ كَفَرُوا فِيْ عَزَّةٍ وَشَعَاعِيْنِ
كَوْا لَكُنَّا مِنْ قَبْلِهِمْ مِنْ قَبْلِهِمْ فَتَادُوا أَوْلَادَ سَعْدِيْنَ مَدَاوِيْنَ
وَجَعَبُوا أَنْ جَاءَهُمْ مُنْذِرٌ مِنْهُمْ وَقَالَ الْكُفَّارُ هَذَا سِحْرٌ كِتَابٌ
أَبْجَعَ الْأَلْهَمَ إِلَيْهَا وَأَجْدَاهُمْ هَذَا الشَّفَّى حِسَابٌ وَانْطَلَقَ الْمَلَائِكَةُ مِنْهُمْ
أَنْ امْشُوا وَاصْبِرُو وَاعْلَمُ الْمُهْتَكِمْ إِنَّ هَذَا أَكْثَرُهُمْ يَرَادُهُ مَا سَعَنَّا بِهِنَا
فِي الْأَسْلَمِ الْأَخْرَقَةِ إِنَّ هَذَا إِلَآ أَغْتَلَاقٌ فَعَانِزَلَ عَلَيْهِمُ الْكُفُورُ مِنْ
بَيْنَنَا دَبَّلَ فِلْمَ فِي شَكَّ مِنْ ذُكْرِنِيْ ، بِلِ لَنَا يَلْدُو قُوَّا عَذَابَ قَادِمِ
عِنْدَهُمْ خَرَابُنْ رَحْمَتُو سَرَاتِكَ العَزِيزُ الْوَهَابٌ أَمْ لَهُمْ مُلْكُ التَّمَوُتِ
وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا فَلَيَرْجِعُو فِي الْأَسْبَابِ جِنْدُكُمَا فَكَلَّاكَ
مَهْرُوْرِقَنَ الْأَحْزَابِ كَذَبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوحٍ وَعَلَادٍ وَكَفَرُوْنُ ذُو
الْأَوْتَادِ وَنَبُودٌ وَقَوْمُ لُوطٍ وَاصْبَحُ لَعِنَكُلُّهُ أَوْلَيَّكَ الْكُنْزَابِ
إِنْ كُلُّهُ لَا كَذَبَ الرَّسُولُ فَعَلَقَ عِقَابٌ وَمَا يَنْظَرُ هُؤُلَاءِ الْأَصْيَحَةُ
وَاحِدَةٌ مَمَالِهَا مِنْ قَوْاقِيْ وَقَالُوا رَبُّنَا عَقِيلُ لَنَا قِطْنَا قَبْلَ يَوْمِ

الْحِسَابِ

(১) হোমাস—শর্পের উপদেশগুলি কোরাওসের, (২) বরৎ আরও অবক্ষেত্রে, তারা জহুকার ও বিশেষিতার মিল। (৩) তাদের আপে আবি কল অবস্থাটীকে একজন করেছে, অঙ্গসর তারা আর্তনাদ করতে চুক করেছে, যিন্তু তামের মিল্লতি লাভের সময় ছিল না। (৪) তারা বিস্ময়বেষ্য করে যে, তাদেরই কাছে তাদের অধি থেকে একজন সতর্ককারী জীবন করেছেন। আর কাহিনিরা বলে এ-ভো এক মিজাতোরী যাসুকর। (৫) সে কি বহ উপাসীর পরিষ্কর্ত এক উপাসনার উপাসনা সম্বন্ধ করে মিলেছে। মিলে এটা এক বিস্ময়কর বাপোর। (৬) তাদের কলিপনা হিন্দিল্লোচন এ কথা করে প্রস্তুত করে যে, তোমরা তবে আত এবং তোমাদের উপাসনের পুরুষ সৃষ্টি থেকে। মিলেছে এ অন্তর্ব্য কোন বিশেষ উদ্দেশ্যগোষিত। (৭) ইতিবর্তীসময়ের ধর্ম এবং ধর্মনের কথা উচিতি। এটা কমপক্ষে বাস্তব বৈ নয়। (৮) আজীবনের অধি থেকে উন্ম কি তারিই প্রাণি উপদেশবাণী অবরী হল ? অস্ত তরা আমার উপদেশ সম্বন্ধ সমিদ্ধিমূল বরই তরা এখনও আমার শাস্তি আবাসন করেনি। (৯) মাকি তাদের কাছে আগমনের পরামুক্ত সময়ের পাশবন্ধন্তাৰ রহস্যের কোন ভাগোর কলাই ? (১০) বাকি মাজোখকল, কুর্মগুলি ও একবৃত্তের অধ্যবণ্ঠী তরকিলুর উপর তাদের সাম্রাজ্য পড়েছে। প্রাচীনতা তাদের আকাশে আরোহণ করা উত্তিত রূপি কৃতিত্ব। (১১) একের কাছে বাহিনীর পথে উদেরণও এক বাহিনী আছে, যা পদার্থিত হঁয়। (১২) তাদের পূর্বেও মিথ্যামৌগ করেছিল মুছুর জন্মসূরী, আদ, বৌজকমিল্লত কেজাউ। (১৩) লামুস, লাদের সন্তোষার ও আইকার লামেরে, এরাই ছিল বহ বাহিনী। (১৪) একের প্রত্যেকেই আগমনের পথের প্রতি বিশ্বাসোপ করেছে। কলে আমার আবাস প্রতিপিণ্ডিত হয়েছে। (১৫) কেবল একটি অধ্যানদের অপেক্ষা কোরে, যাতে দয় কেজাউ তরকিলু পোকের না। (১৬) তারা বাজে বেহ আবাসের পরামুক্ত দিয়ে মাও।

ତଥା ସୀମାର ଶାଖା-କଣ୍ଟେପ

ছেনাদ (এর অর্থ আশাহ তো আমাই জানেন।) —কসম উপদেশগুরু কোরে—
আমের, (কাকিমুরা আপনার বিসালত অবৃকার করে যা কিছু বলছে তা ধৰার্থ নহৈ)।
বৰু (বৰু) এ কাকিমুরাই বিদেব ও (সতোর) বিলোভিতাৰ লিপ্ত রাখেছে। এ
বিদেব ও বিলোভিতাৰ শাপি একদিন তামেৰকেই জোগ কৰিবলৈ হৈছে। (যোগী) তামেৰ
পূৰ্বে আনেক উশমাতকে আপি (আশাহ ভাবাৰা) ধৰৎস কৰেছি। (আত্মক ভাবে ব্যবহৃত
হওৱাৰ সময়) বড়ই হা-হত্তাপ কৰে ডেকেছে (এবং আত্মান কৰেছে)। কিন্তু (তাৰ
কলমা কি হৈব,) তথন নিষ্কৃতি লাভেৰ সময় হিল নো। (বৰোপ আপৰি এসে সেৱাত
তত্ত্বাবৃত্ত কৰুন ফল নো।) তাৱা (যোকালীল কালিমুরা) এ ব্যাপৰে বিশ্বাসজ্ঞান কৰু-
লে, তামেৰ কাছে তামেৰই মধ্য থোক (অর্থাৎ বিলি তামেৰ সতী আনন্দ), প্ৰকৃতি-
সত্ত্বক কাৰ্য (প্ৰকৃতিৰ) আশুমন কৰেছেন। (বিশ্বাসজ্ঞ কালীল হিল এই বেশীৱাৰা,

নিজেদের সুর্খতার সরুম আমরবকে নবুঘূতের পরিপন্থী বলে মনে করত)। আর [এতে অধীনস্থিতে তারা-এটো, এগিয়ে পিছেছিল যে, রমজানাহ (স)-র নবুঘূত ও নবুঘূতের স্মৃতি-সম্পর্কে] বলতে বাস্তু, (অঙ্গোকিক ঘটনাবলীর ব্যাপার) এবং তাঁর বাস্তুকর এবং (নবুঘূত দাখিল ব্যাপারে) মিথ্যাবাসী। সে ব্যথন বহু উপাসনার জাহান-পর্যন্ত এক উপাস্য করে দিবেছে (কাজেই সে কি সংক্ষেপে হতে পারে?)। নিচের এটা একটো বিশ্বাসযোগ্য ব্যাপার। (তঙ্গসৌর বিষয়বেশ করে) কঠিপর কাকিত শোভার (ব্যক্তিক ইচ্ছকে উচ্চ মাধ্যমের কাছে) এ কথা বলা প্রয়োন্ত করলে যে, তোমরা চলে যাওয়া প্রথম প্রিয়মাদের উপাস্যদের পূজার ছিল থাক। (কেননা: প্রথমত তওহাদুনুর এ দাওয়াত তৈরেশ্বরেশ্বরের প্রস্তুতি বলে মনে হয়। অর্থাৎ এই বাহনার সে রাজা হতে চাই। বিশ্বাসে তওহাদুরের সামিত করতের ও অভূতপূর্ণ। কেননা) আমরা পূর্ববর্তী খণ্ড একম কথা উনিমি। এটা (এ ব্যক্তিক) বনমত্তা ব্যাপার করে নয়। (পূর্ববর্তী খণ্ডের অর্থ কাইবৰ, দুনিয়াতে অনেক ধর্মাবলী এসেছে। সবার পেছে আমরা এসেছি এবং আমরা সত্ত্বাপনী। এই প্রাচীবলী বড়দের কাছে আমরা কখনও একাপ কথা উনিমি। এ কাঁকি যে নবুঘূত মাবি করে এবং তওহাদুকে আজাহ র নিকা বলে আশ্বা দের প্রথমত, তো নবুঘূত মামবকের পরিপন্থী, পিছীবীত, এসিকে জন্ম না করলেও) আমাদের সবার মধ্যে তারাই (কেউকে ছিল যে, সে-ই নবুঘূত পেমাহে (খণ্ড তারাই) প্রতি কি কোরআন-অবলোম হল? (বর্ত তা যদি কোন সরদারের প্রতি অবলোম হত তাহলে কোন আপত্তিশোকক্ত নয়। অতপর আজাহ বাসেন, তুলিত এই বক্তব্যের কাঁকিং এই নয় যে, এমনটি হল তারা অনুসরণ করত—) বর্ত (আসল কথা এই যে,) তারা আমাক কোরআনের প্রতি সন্দেহে পতিষ্ঠ, (অর্থাৎ তারা কোন মানুষকে পরমাত্মা আন্দোলন প্রস্তুত নয়। এটাও সমাজের ভিত্তিতে অর্থ) বর্ত (কারণ এই যে,) তারা একমতু আশ্বা আবাবের স্বাম আজাদন করেনিয়। (আজাদন করলে বুজি-বিবেক তিক গথে এসে যেত। অতপর অনাভাবে জওয়াব দেওয়া হচ্ছে যে,) মাকিন তুলেরকাছে আমরা-পরমাত্ম মহ দম্ভাবান প্রতিপাতকের রহস্যের কোন তাওয়ার রয়েছে (যাতে নবুঘূতও দাখিল আছে। অর্থাৎ নবুঘূতসহ রহস্যের সকল তাওয়ার যদি তাদের কর্তৃত থাকত তবেই তাদের একথা বজার অবকাশ থাকত যে, আমরা মানুষকে নবুঘূত মেইনি, সুতরাং যে কেমন করে মরী হয়ে পেজ?) নাকি নড়োমঙ্গল, তুমঙ্গল ও এতদ্বয়ের যথাবৃত্তি সরকিলুর উপর তাদের সার্বভৌমত্ব আছে? (এরাপ সার্বভৌমত্ব থাকলেও তাদের একথা বজার অবকাশ ছিল যে, তারা নড়োমঙ্গল ও তুমঙ্গলের উপরেওগুলো সম্পর্ক অবগত। কাজেই তারা যাকে চায়, তারাই নবুঘূত পাওয়া উচিত। অতপর অক্ষয়া-ক্ষয়ক্ষণার্থে বলা হচ্ছে যে, তাদের এরাপ সার্বভৌমত্ব) থাকলে তারা পিছি জাগিয়ে (আকসে) আরোহণ করবে। (বলা যাইলা, তাদের এরাপ কর্তৃত নেই। সুতরাং নড়োমঙ্গল ও তুমঙ্গলের উপর তাদের কি সার্বভৌমত্ব থাকতে পারে? এমন্তব্যার এরাপ ভিত্তিহীন কথাবার্তা বজারও তাদের কোন অধিকার নেই। কিন্তু এই মসুলী আপনি তাদের বিরোধিতার কারণে চিঠাযুক্ত হবেন না। কেননা) এখানে

(অর্থাৎ অস্তায় পরমপূর্ব যিখারোধীদের)। কথা বাহিনীর মধ্যে তাদেরকে একটি বাহিনী রয়েছে, তারা (শীগুই) পরাজিত হবে। (বলু যাবে এই ভবিষ্যাবাণী বাস্তবে পরিপন্থ হয়েছে।), তাদের পূর্বে যিখারোপ করেছিল নুহের সম্মান, আস, কিলাউন শার (সান্তাজোর) খুঁটি আমুজ বিজ ছিল, সামুদ, তুজুর সম্মান এবং আইকার জোকেরা। (তাদের বাহিনী পূর্বে করেক জারপার বিজিত হয়েছে।) এরাই হিজ বিগুল বাহিনী (উপরে প্ৰক্ৰিয়া কৰে) বলো শাদের উৱেষ কৰা হয়েছে।) এরা সবাই পৰগ-
মুৰগলেৰ প্রতি যিখারোপ কৰেছিল (যেহেন কোৱাৰূপ কাফিৰৰা আপনাৰ প্রতি যিখা-
রোপ কৰেছে।) কলে আমাৰ আষাৰ (তাদেৰ উপৰ) পতিত হয়েছে। (সুতৰাং অপ-
ৱাধ বখন অভিয, তখন আৰাবও অভিযই হবে। এ বাপারে তাৰা নিশ্চিন্ত কেন?) তাৰা (অর্থাৎ যিখারোপ কৰতে বছপৰিকৰ কাফিৰৰা) কেবল একটি যাহানাদেৰ
(অর্থাৎ কিভোৰ কুকেৱ) অপেক্ষা কৰেছে, যাতে দম কেলাৰ অবকাশও থাকবে না
(অর্থাৎ কিয়ামত)। তাৰা (কিয়ামতেৰ কথা শনে যিখারোপ ও সান্তাৰ ছলে) বলে,
হে আমাদেৰ পালনকৰ্তা, (পৰকাজে কাফিৰদেৰ বে আষাৰ হবে, তা ঘোকে) আমাদেৰ
প্ৰাপ্তি অথ আমাদেৱকে হিসাৰ দিবদেৱ পূৰ্বেই দিয়ে দিন। (উদ্দেশ্য এই যে, কিয়ামত
আসবে না। হলে আমৰা এখনই আষাৰ ঢাই। আষাৰ বখন হৱ না, তখন কিয়ামতও
আসবে না। (নাউমুবিলা।)

আনুষ্ঠানিক জাতৰা বিবৰণ

শানে নৃথুল : এই সুৱাৰ প্ৰাথমিক আৱাতওলোৱ পটভূমিকা এই যে, রসূলে
কৰীম (সা)-এৰ পিতৃবা আবু তালিব ইসলাম প্ৰহণ না কৰা সহেও ছান্নুজুৱেৰ পূৰ্ণ
দেৰা-শোনা ও হিকায়ত কৰে শান্তিৰেন। তিনি বখন রোপাঙ্গাত হয়ে পড়লেন, তখন
কোৱায়ল সৱাদারো এক পৱাৰ্মসভায় যিজিত হল। এতে আবু জহু, আ'স ইবনে ওৱায়েল,
আসওয়াদ ইবনে মুতালিব, আসওয়াদ ইবনে এয়াওস ও অন্যান্য সৱাদার বোগদান কৰলো।
তাৰা পৱাৰ্মস কৰলো যে, আবু তালিব রোপন্তুন্ত। যদি তিনি পৱাৰোকস্থন কৰেন এবং তাৰ
অবৰ্ত্তমানে আমৰা মুহাম্মদ (সা)-এৰ বিকলে কোন কঠোৱ ব্যবস্থা প্ৰহণ কৰি, তবে আৱবেৰ
মৌকেজা আমাদেৱকে দোধারোপ কৰার সুযোগ পাৰে। তাৰী বলবে, আবু তালিবেৰ
জীৱদশায় তো তাৰা মুহাম্মদ (সা)-এৰ কেশাঞ্চও সৰ্প কৰাতে পাৱজ না, এক্ষন তাৰ মৃত্যুৰ
পৰ তাকে উৎসীড়িমৰে জৰুৰ্যবন্ধনতে পৱিষ্ঠ কৰেছে। তাই আমৰা আবু তালিব জীৱিত
থাকতেই তাৰ সাথে মুহাম্মদ (সা)-এৰ বাপারে একটা শীমান্তসাৰ উপনীত হচ্ছে তাই
যাতে সে আমাদেৱ দেবদেৱীৰ বিস্মায়াদ পৱিত্যাগ কৰে।

সেয়তে তাৰা আবু তালিবেৰ নিকট উপস্থিত হয়ে বলল : আপনাৰ ছান্নুজুৱ
আমাদেৱ উপাসা দেবদেৱীৰ বিজা কৰে। অথবা রসূলজাহ (সা) তাদেৱ দেবদেৱী
সম্পর্কে এছাড়া কিছুই বলতেন না যে, একজো চেতনাহীন বিজ্ঞাপ খুঁতি যাবজ, তোমাদেৱ
ক্ষেত্ৰাও নহ, অয়দাতাও নহ। তোমাদেৱ কোন জাত-জাতকসাম-তাদেৱ কৰারক নহ।

আবু তালিব রসূলুল্লাহ (সা)-কে যজ্ঞসিসে ডেকে এবে বললেন : আল্লাহুর, এ কোরালশ সরদাররা তোমার বিকলে অভিযোগ করছে যে, তুমি নাকি তাদের উপাসা দেবদেবীর মিথ্যা কর। তাদেরকে তাদের ধর্মে ছেড়ে দাও এবং তুমি আল্লাহর ইবাদত করে যাও। এ সম্পর্কে কোরালশের মোকেরাও বলাবলি করে।

অবশ্যেই রসূলুল্লাহ (সা) বললেন : তাচাজান, “আমি কি তাদেরকে এমন বিষয়ের প্রতি দাওয়াত দেবো না, যাতে তাদের মহল ছাইছে?” আবু তালিব বললেন : সে বিষয়টা কি? তিনি বললেন : আমি তাদেরকে এখন একটি কলেমা বলাতে চাই, যার মৌলতে সমগ্র আরব তাদের সামনে মাথা নত করবে এবং তারা সমগ্র অনারবের অধীনের হয়ে যাবে। একথা শনে আবু জহান বলে উঠল : বল, সেই কলেমা কি? তোমার পিতার কসম আবরা এক কলেমা নয়, সব কলেমা বলতে প্রতৃত। রসূলুল্লাহ (সা) বললেন : যাস “লা ইলাহা ইলাজাহ” বলে দাও। একথা শনে সবাই পরিধেয় বজ বেড়ে উঠে দাঁড়ান এবং বলল : আমরা কি সমস্ত দেবদেবীকে পরিণ্যাপ করে যাব একজনকে অবসরণ করব? এ যে বড়ই বিষয়ের ব্যাপার! এ ঘটনার প্রেক্ষণেই সুরা ছোড়াদের আঙোচা আঢ়াতগুমা অবতীর্ণ হয়।—(ইবনে কাসীর)

وَأَنْطَلِقُ الْمَلَائِكَةُ مِنْهُمْ—(তাদের সরদাররা একথা বলে প্রস্তাব করল)—এতে

উল্লিখিত ঘটনার দিকেই ইলিত করা হয়েছে। তওহীদের দাওয়াত শনে তারা যজ্ঞস ত্যাগ করেছিল।

وَدُرْهُونْ ذَوْلَّا وَتَارِ—এর শাবিক অর্থ “কীলকত্তালা ফিরাউন”। এর তফসীরে তফসীরবিদসের উজ্জি বিভিন্নরূপ। কেউ কেউ বলেন : এতে তার সাম্রাজ্যের দৃঢ়তার প্রতি ইলিত করা হয়েছে। এ কারণেই হৃষরত থানভী (র) এর তরজমা করেছেন —“যার ধূঁটি আবু বিজ হিল!” কেউ কেউ বলেন : সে মানুষকে টিং করে তাইরে তার চার হাত-পায়ে কীলক এঁটে সিত এবং তার উপরে সাপ-বিচ্ছু ছেড়ে সিত। এটাই হিল তার থান্তি দানের পক্ষত। কেউ কেউ বলেন : সে গুণ ও কীলক দ্বারা বিশেষ এক প্রকার ধেনা ঘেজত। কেউ কেউ আরও বলেন : এখনে কীলক বলে অঞ্চলিকা ধোঁআনো হয়েছে। সে সুদৃঢ় অঞ্চলিকা নির্মাণ করেছিল। —(কুরতুবী)

وَدِمْ مِنْ لَا حَزَابٍ এটা ওَلَيْكَ لَا حَزَابُ বাকের বর্ণনা। অর্থাৎ এ আঢ়াতে বেসব সনের দিকে ইলিত করা হয়েছিল, তারা এরাই। হৃষরত থানভী (র) এ অর্থ অনুযায়ীই তফসীর করেছেন। কিন্তু অন্য তফসীরবিদগণ এর অর্থ করেছেন, এরাই হিল সে সম অর্থাৎ প্রকৃত শৈর্ষবীরের অধিকারী সম্মুদ্দরী হিল আস, সামুদ্র প্রমুখ। তাদের মুকাবিলায় যাকার মুশর্রিকদ্বা তো পুছ ও নগপা।

তাৰাই বখন খোদায়ী আয়াৰ থেকে আস্তৱক্তা কৰতে পাৰেনি, তখন এই মুশত্তিকৰণা কি আস্তৱক্তা কৰবে ?—(কুরতুবী)

—مَا لَهَا مِنْ فَوَاقٍ—فَوَاقٍ—আৱৰীতে এৰ একাধিক অৰ্থ হয়। এক একবাৰ দুঃখ দোহনেৰ পৰি পুনৰায় সনে দুঃখ আসাৰ মধ্যবৰ্তী সময়কে ফোচ বলা হয়। দুই সুখ-শান্তি। উদ্দেশ্য এই যে, ইসলামিজেৱ শিখাৰ কূক অনুবৱত চলতে থাকবে এতে কোন বিৱৰণ হবে না।—(কুরতুবী)

—عَصَلَ لَنَا قَطْنَا—আসলে কাউকে পুৱকাৰ দানেৰ প্ৰতিশুভি সহিত সজীল দস্তাবেজকে ফৰ্ত বলা হয়। কিন্তু গৱে শব্দটি ‘অংশ’ অৰ্থে ব্যবহৃত হতে কৰা কৰেছে। এখানে তা-ই বোৱানো হয়েছে। অৰ্থাৎ গৱেকালেৰ শান্তি ও প্ৰতিদানে আবাদেৰ বা অংশ কৰেছে, তা এখাৰেই আবাদেৰকে দিয়ে দিন।

إِنَّمَا يَقُولُونَ وَأَذْكُرْ عَبْدَنَا دَأْدَنَا الْأَيْنِيْ رَبَّنَا أَوَابْنَا
سَغَرَنَا الْجَبَالَ مَعَنَ بِالْعَشِيقِ وَالْأَشْرَاقِ ۝ وَالظَّيْرَ كَحْشُورَ ۝
كُلَّ لَهُ أَوَابْ ۝ وَشَدَدَنَا مُلْكَهُ وَاتَّئِنْهُ أَنْجَكَهُ وَفَصَلَ الْخَطَابَ ۝

(১৭) তাৰা বা বলে তাতে আপনি সবৱ কৰন এবং আয়াৰ শক্তিশালী বাল্দা দাউদকে স্মৰণ কৰন। সে হিম আয়াৰ প্রতি প্ৰত্যাবৰ্তনশীল। (১৮) আমি পৰ্বত-মালাকে তাৰ অনুগামী কৰে দিয়েছিলাম, তাৰা সকাল-সজ্ঞায় তাৰ সাথে পৰিষ্কাৰ ঘোষণা কৰত; (১৯) আৱ পক্ষীকূলকেও, মাৰা তাৰ কাছে সমবেত হত। সবাই হিম ঠোক প্রতি প্ৰত্যাবৰ্তনশীল। (২০) আমি তাৰ সাম্রাজ্যকে সুদৃঢ় কৰেছিলাম এবং তাকে দিয়েছিলাম প্ৰজা ও কল্যাণকাৰী বাসীৰা।

ষষ্ঠি সৌন্দৱৰ সার-সংজ্ঞেণ

আপনি তাদেৱ বিধাৰ্বার্তায় সবৱ কৰন এবং আয়াৰ বাল্দা দাউদকে স্মৰণ কৰন, সে (সবৱসূচক ইবাদতে খুব) শক্তি (ও সাহসিকতা) সম্পৰ্ক হিম। সে (আজাহুৱ সিকে) খুব প্ৰত্যাবৰ্তনশীল হিম। (আমি তাকে অনেক নিয়ামত দান কৰেছিলাম। এক—) আমি পৰ্বতমালাকে হকুম কৰেছিলাম যে, তাৰ সাথে (শৱীক হয়ে) সজ্ঞায় ও সকালে [এটাই হিম দাউদ (আ)-এৰ প্ৰিণ্টতা ঘোষণাৰ সময়] পৰিষ্কাৰ ঘোষণা কৰ। আৱ (এমনিভাৱে) পক্ষীকূলকেও (হকুম কৰেছিলাম) মাৰা

(পবিত্রতা ঘোষণা করার সময়) তার কাছে সমবেত হত। এই পর্বতমালা ও পক্ষীরূপ সবাই তার (পবিত্রতা ঘোষণার) কারণে যিকিরে মশক্ত থাকত। (তৃতীয় নিম্নাম্বত ছিল এই ষে,) আমি তার সান্নাজাকে সুদৃঢ় করেছিলাম। (তৃতীয় নিম্নাম্বত ছিল ষে,) আমি তাকে প্রজ্ঞা (অর্থাৎ নবুম্ভত) ও কফসাজাকারী (সুস্পষ্ট ও সারগত) বাসীতা দান করেছিলাম।

আমুমানিক জাতব্য বিবর

কাফিলদের ঠাণ্টা-বিদ্রুপের কারণে রসুলুজ্জাহ (সা) মর্মবেদনা অনুভব করতেন। এই মর্মবেদনা দূরীকরণের উদ্দেশ্যে সাম্ভাব্য জন্য আজাহ তাঁরাও এখানে অতীত গঠনসম্ভবের ঘটনাবলী বর্ণনা করেছেন। সেমতে আলোচ্য আজ্ঞাতসম্মতেও রসুলুজ্জাহ (সা)-কে সবর শিক্ষা দিয়ে কয়েকজন গঠনসম্ভবের ঘটনাবলী বলিত হয়েছে। সর্বপ্রথম হয়রত সাউদ (আ)-এর ঘটনা বর্ণনা করা হয়েছে।

وَأَذْكُرْ عَبْدَنَا نَاؤْدَنَّ زَيْلَانِ—(স্মরণ করুন, আমার বাস্তা সাউদকে
যে ছিল শত্রুগ্নী।) আর সম্ভত তফসীরবিদই এর একই ধন্তবের অর্থ বর্ণনা করেছেন
যে, সাউদ (আ)- খুবই প্রতি ও সাহসিকতার পরিচয় দিতেন। **أَوْ!**
(মিস্তর তিনি আজাহের দিকে প্রত্যাবর্তনশীল ছিলেন।) বুধাবলী ও মুসলিমের এক
হাস্টেলে-রসুলুজ্জাহ (সা) বলেনঃ আজাহ তা আজার কাছে সর্বাধিক পছন্দনীয় নামায
ছিল সাউদ (আ)-এর নামায এবং সর্বাধিক পছন্দনীয় রোয়া ছিল সাউদ (আ)-এর
রোয়া। তিনি অর্ধরাত্রি নিম্ন ঘেড়েন, এক তৃতীয়াংশ ইবাদত করতেন এবং পুনরায়
রাত্রির অষ্টাংশে নিম্ন ঘেড়েন এবং তিনি একদিন পর পর রোয়া রাখতেন। শুরু
যুক্তবিজ্ঞান অবরী হয়ে তিনি কখনও পশ্চাদপসরণ করতেন না। নিম্নস্মেহে সাউদ
(আ) আজাহের দিকে খুব প্রত্যাবর্তনশীল ছিলেনঃ—(ইবনে কাসীর)

ইবাদতের উপরোক্ত পজতি সর্বাধিক পছন্দনীয় হওয়ার কারণ এই যে, এতে
কল্প বেশি হয়। সারা জীবন রোয়া রাখলে মানুষ রোয়ায় অভ্যন্ত হয়ে থায়। কিন্তু
কিছুদিন পর রোয়ায় কোন কল্পই অনুভূত হয় না। কিন্তু এক দিন পর পর রোয়া
রাখলে কল্প অব্যাহত থাকে। এছাড়া এই পজতিতে মানুষ ইবাদতের সাথে সাথে
নিজের পরিবার-পরিজনের এবং আরীয়-জনের অধিকারণ পুরোপুরি আদায় করতে
পারে।

أَنَّا سَخْرَنَّا الْجَبَالَ مَعَ
—এ আয়তে সাউদ (আ)-এর সাথে পর্বত-
মালা ও পক্ষীরূপের ইবাদতে ও তসবীহে সরীক হওয়ার কথা উল্লেখ করা হয়েছে।
ইতিপূর্বে এর ব্যাখ্যা সুরা আলিমা ও সুরা সাবায় বলিত হয়েছে। এখানে উল্লেখযোগ্য

বিষয় এই যে, পর্বতমালা ও পক্ষীকূলের তসবীহ পাঠকে আলাহ তা'আলা এখানে দাউদ (আ)-এর প্রতি নিয়ামিত হিসাবে উল্লেখ করেছেন। শুরু উত্তরে পারে যে, এটা দাউদ (আ)-এর প্রতি নিয়ামিত হজ কেমন করে? পর্বতমালা ও পক্ষীকূলের তসবীহ পাঠে তাঁর বিশেষ কি উপকার হত?

এর এক উত্তর এই যে, এতে দাউদ (আ)-এর একটি মু'জিয়া প্রকাশ পেয়েছে। বলা বাছলা, মু'জিয়া এক বড় নিয়ামিত। এছাড়া হৃষরত খানতো (র) এর এক সুরূ জগতোব্দে বলেনঃ পর্বতমালা ও পক্ষীকূলের তসবীহের ক্ষেত্রে বিকিরণের এক বিশেষ আনন্দহীন পরিস্থিতে সুশ্চিন্ত হত। কর্তৃ ইবাদতে স্ফুর্তি, সজীবতা ও সাহসিকতা অনুভূত হত। সঙ্গবন্ধ বিকিরণের আরও একটি উপকারিতা এই যে, এতে বিকিরণের বরুণত পরম্পরের উপর প্রতিক্রিয়া হতে থাকে। সুকী বুয়ুর্গপদের মধ্যে বিকিরণের একটি বিশেষ পৃষ্ঠাতি প্রচলিত রয়েছে। এতে বিকিরণের অবস্থার ধ্যান করা হয় যে, সমগ্র সৃষ্টিজগৎ বিকিরণ করে যাচ্ছে। আবশ্যিকি ও ইবাদত সুহারার এ পৃষ্ঠাতির প্রভাব বিস্ময়কর। আলোচ্য আয়তে এই বিশেষ পৃষ্ঠাতির ভিত্তিও পাওয়া যায়।

—(আসামের সুজুক)

টাপ্তের নামাব : قُلْ لِعَشِيْ وَالاَشْرَافِ عَشِيْ شَرِيْفِ — হোহরের পর থেকে পরামিতি সকাল পর্যন্ত সময়কে বলা হয়। আর আর সকাল, যখন সূর্যের আলো সুরাদিকে ছড়িয়ে পড়ে। হৃষরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস এই আলাউতকে চাপ্তের নামাব সুরীন্তসিক হওয়ার পক্ষে সংবলীল হিসাবে পেশ করেছেন। চাপ্তের নামাবকে সাজাতে আওয়াবীন এবং কেউ কেউ সালাতে ইশরাকও বলেন। পরবর্তীতে “সাজাতে আওয়াবীন” নাম মাঝেরিবের পরে ছবি রাক‘আতের জন্য এবং ‘সাজাতে ইশরাক’ নাম সুরোদয় সংক্ষেপ দুই অথবা চারি রাক‘আত নকল নামাবের জন্য অধিক ঘোত হয়ে পেছে।

চাপ্তের নামাব দুই রাক‘আত থেকে বারি রাক‘আত পর্যন্ত যত রাক‘আত ইচ্ছা পড়া বাবিল হাসানে “ক্ষেত্র জনেক উপকারিতা বলিত হয়েছে। তিরমিয়োতে হৃষরত আবু হোরাবুরা রেওয়াজেত করেছেন যে, রসুলুল্লাহ (সা)-বলেনঃ যে ব্যক্তি চাপ্তের দুই রাক‘আত নামাব নিয়মিত পড়ে, আর গোনাহ মাঝ করা হয় যদিও তা সংস্কৰণের কেবা সমান হয়। হযরত আবাসের রেওয়াজেতে রসুলুল্লাহ (সা)-বলেনঃ যে ব্যক্তি চাপ্তের বারি রাক‘আত মায়াব পড়বে, আলাহ তা'আলা তার জন্য আজাতে জর্শের প্রাসাদ তৈরি করে দেবেন।—(কুরতুবী)

আলিমবগ বলেন : চাপ্তের নামাবে দুই থেকে বারি পর্যন্ত যত রাক‘আত ইচ্ছা পড়া যাব। কিন্তু এর জন্য কোন সংখ্যা নিয়সিত করে নিয়মিত পড়াই উচিত। এই নিয়মিত রাখ্যা চারি রাক‘আত হওয়াই জোর। কেবলমা দ্বারা রাক‘আত পড়াই রসুলুল্লাহ (সা)-রও নিয়ম ছিল।

— وَأَتَهُنَّا الْحِكْمَةَ وَفَصْلَ الْخَطَابِ (আমি তাকে হিকমত ও ফরসাল-কারী বাচ্চিয়তা দান করেছি।) হিকমত অর্থ প্রজ্ঞা। অর্থাৎ আমি তাকে অসাধারণ বিবেকবৃদ্ধিরাগী ধন দান করেছিলাম। কেউ কেউ হিকমতের অর্থ নিম্নোচ্চে নবুয়ত। ফচ্ল খ্তাব— এর বিভিন্ন তফসীর করা হয়েছে। কেউ বলেছেন, এর ভাবার্থ অসাধারণ বাচ্চিয়তা। ইহরত সাউদ (আ) উচ্চস্থরের বঙ্গা ছিলেন। বজ্রায় হামদ ও আলাতের পর মা'বুদ শব্দ সর্বপ্রথম তিনিই বলেছিলেন। কেউ কেউ বলেন, এর ভাবার্থ সর্বোচ্চ বিচারশক্তি। অর্থাৎ আলাহ্ তা'আলা তাকে ঝগড়া-বিবাদ ঘোষণা ও বাদানুবাদ মৌমাঙ্সা করার শক্তি দান করেছিলেন। প্রকৃতপক্ষে শব্দস্তোর মধ্যে একই সময়ে উভয় অর্থের পুরোপুরি অবকাশ রয়েছে। ইহরত থানভী বৈ তরজমা করেছেন, তাতেও উভয় অর্থই একত্রিত থাকতে পারে।

وَهَلْ أَشْكَنْتُمْ نَبْعَثُ الْخَضْمَ إِذْ تَسْقُرُوا الْمُحَرَّابَ ۝ إِذَا دَخَلُوا عَلَىٰ دَاؤَدَ فَفِرَغُ
 مِنْهُمْ قَالُوا لَا تَخْفِيْ خَضْمِنْ بَعْثِيْ بَعْضُنَا عَلَىٰ بَعْضٍ فَإِحْكَمْ بَيْنَنَا بِالْحَقِّ
 وَلَا تُشْطِطْ وَاهْدِنَا إِلَيْ سَوَاءِ الْقِرَاطِ ۝ إِنَّ هَذَا أَنْجَى دَلَهُ تِسْعَ وَتِسْعُونَ
 نَجْهَهُ فَلِي نَعْجَهُ وَاجْدَاهُ ۝ فَقَالَ الْفَلَانِيْهَا وَعَزَّتِي فِي الْخَطَابِ ۝ قَالَ
 كُلُّ ذَلِكَ يُسْوَالُ نَعْجَتِكَ إِلَى نَعْاجِمَهُ وَإِنْ كَثِيرًا قِنَ الْخَلْطَاهُ لَيَبْيَغِي
 بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضِ الْأَذْيَنِ امْتَنَأُو وَعَلَوَ الصِّلْبُتِ وَقَلِيلٌ مَا هُمْ مُوْظَنَ
 دَاؤَدَ أَنَّهَا فَتَنَهُ فَاسْتَغْفِرَ رَبَّهُ وَخَرَارِعَهُ وَأَنَابَ ۝ فَغَفَرَنَا لَهُ ذَلِكَ
 وَلَقَ لَهُ عِنْدَ تَالِرِ لَفَّ وَخُسْنَ مَاءِ ۝

(২১) আগনার কাছে দাবিদারদের মৃত্যু দেন বলে অবস্থন তারা প্রাচীর তিতিয়ে ইব্রামত্বান্বয় প্রবেশ করেছিল। (২২) যখন তারা সাউদের কাছে অনুগ্রহের কর্তৃ, অবস্থন সে সন্তুষ্ট হয়ে পড়ল। তারা বলল: তুম করবেন না; আমরা বিবদয়ান মূল্য পক্ষ একে অপরের প্রতি বাঢ়াবাঢ়ি করেছি। অন্তএব আবাদের মধ্যে ন্যায়বিচার করুন, অবিচার করবেন না। আমাদেরকে সরল পথ প্রদর্শন করুন। (২৩) সে আবার

কাই, সে নিরানকইটি দুর্বার আধি আধিক আর আধি আধিক একটি আলী দুর্জয়। এরপরও সে বলে : এটিও আমাকে দিয়ে দাও। সে শাহাবার্তার আমার উপর অবজ্ঞাপ করে। (২৪) সাউদ অবল : সে তোমার দুর্বালিকে মিলের দুর্বাললোর সাথে সংযুক্ত করার সাথি করে তোমার প্রতি অবিচার করেছে। শরীকদের আনকেই একে অপরের প্রতি দুর্দুল করে থাকে। তবে তারা করে যা আরা আচাহ্য প্রতি বিজয়ী ও সৎকর্ম সম্পাদনকারী। অবশ্য এমন কোনের সংযোগ থাক। সাউদের খেলাত হল বে, আমি তাকে গরীবো করছি। অতপর সে তার পাশনকর্তার কাছে তথা প্রার্থনা করল, সিজলার শুভের পক্ষে এবং তাঁর দিকে প্রত্যাবর্তন করল। (২৫) আধি তার সে অপরাধ করা করার্জে। নিষ্ঠর আমার কাছে তার জন্য করেছে উচ্চ পর্যবেক্ষণ ও সুস্মর আবাসন্তু।

তৎসীমের সাম-সংজ্ঞেগ

আগনীর কাছে সাবিদাতদের বৃত্তান্ত পৌছেছে [যারা সাউদ (আ)-এর কাছে যোকৃদ্বারা পেশ করেছিল]। ইখন তারা [সাউদ (আ)-এর] ইবাদতশানার প্রাচীর ডিতিমে (তাঁর কাছে) পৌছেছিল। (কেননা, সে সময়টি ছিল ইবাদতের। যোকৃদ্বার বিচারের সময় ছিল না বিধায় পাহাড়দাররা তাদেরকে দরজা দিয়ে প্রবেশ করতে দেয়নি।) তিনি (তাদের এই নিরাম বিকল আগন্তবের কারণে) সন্তুষ্ট হয়ে গড়েন। (কে আনে এরা হলোর অভিপ্রায়ে এভাবে নির্জন করে প্রবেশ করল কি না?) তারা (তাঁকে) বলে : আগনি তীক্ষ্ণ হবেন না। আমরা বিদ্যুতের সূচি পক্ষ। একে অপরের প্রতি (কিন্তু) রাজ্যাবাসি রয়েছি। (এর মীমাংসাৰ কৰ্মই আমরা এসেছি। পাহাড়দাররা দরজা দিয়ে আসতে দেয়নি বলে আমরা এভাবে আসতে বাধা হয়েছি।) অতএব আগনি আমাদের মধ্যে ন্যায়সংগত বীমাংসা করুন, অবিচার করবেন না। আমাদেরকে (এ বিষয়ে) সরল পথ প্রদর্শন করুন। অতপর এক ব্যক্তি বলেন : (অভিযোগ এই যে,) এ তোকাটি আমার তাই (অর্থাৎ ধৰ্মীর তাই)। দুর্বলে মনসুরে হহরত ইবনে মাসউদ থেকে তাই বণিত রয়েছে। তার নিরানকইটি দুর্ঘাত আছে আর আমার আছে (সর্বমোট) একটি শারী আলী দুর্ঘা। তবুও সে বলে : এটিও আমাকে দিয়ে দাও। শাহাবার্তার সে আমার প্রতি দল প্রয়োগ করে (এবং মুখের জোরে আমার কথা অপ্রাপ্য করে।) সাউদ বলেন : সে তোমার দুর্ঘাকে আর দুর্ঘাশোর সাথে সংযুক্ত করার সাথি করে তোমার প্রতি বাস্তবিকই অন্যান্য রয়েছে। শরীকদের আনকেই একে অপরের প্রতি (এমনি) অন্যান্য করে থাকে, তবে যারা ঈশ্বানদার এবং সৎকর্ম সম্পাদন করে (তাদের কথা অন্তর)। অবশ্য তাদের সংখ্যা বৃক্ষই। (একথাটি তিনি যুবালুরের সাম্রাজ্যীর জন্য বলেন।) সাউদ (আ) যনে করাজেন, (এ যোকৃদ্বারি এভাবে উৎপাদন করে) আধি তাঁকে গরীবো করছি। অতপর তার পাশনকর্তার সামনে তওবা করাজেন এবং সিজলার শুভের পক্ষেন এবং (আচাহ্য দিকে) কল্পু হজেন। আধি তাঁকে ক্ষমা করে দিলাম সে বিষয়ে আমার কাছে তাঁর জন্য রয়েছে মৈক্ষণ্য ও উক্ত পরিপন্থি (অর্থাৎ জীবাত)।

আনুমতিক কার্য বিষয়

আলোচ্য আরাভস্যুহে আরাহু তা'আলা হস্তরত দাউদ (আ)-এর অটনা উরেখ করেছেন। কোরআন পাকে এ অটনা হেতোবে বণ্ণিত হয়েই, তাতে কেবল এন্টেকু বোধ করে যে, আরাহু তা'আলা তাঁর ইবাদতখানার বিস্তুরান দুটি পক্ষ পাঠিয়ে কোম এক বিষয়ে অটনকে পরীক্ষা করেছিলেন। দাউদ (আ) এ পরীক্ষার ফলে সতর্ক হয়ে যান এবং আরাহু তা'আলার কাছে কয়া প্রার্থনা করে সিজার দুটিয়ে পথে। আরাহু তা'আলাও তাঁকে কয়া করে দেন। কেবলআর পাকের আমল জাকা এখানে এ বিষয়টি কুটীর তাজা যে, হস্তরত দাউদ (আ) সব ব্যাপারেই আরাহু তা'আলার দিকে কুল করতেন এবং কোন সময় সামান্য মুক্তি-বিচুম্প প্রটোকল করে সত্য কয়া প্রার্থনার রচ হয়ে যেতেন। তাই এখানে এসব বিষয়ের বিবরণ দেওয়া হয়নি যে, সে পরীক্ষা কি হিল, দাউদ (আ) কি কুল করেছিলেন, যে কারণে তিনি কয়াপ্রার্থী হয়েছিলেন এবং যা আরাহু তা'আলা কয়া করে দিয়েছিলেন?

তাই কোন কোন অনুসরানী ও সাধারণী তফসীরবিদ এসব আরাতের ব্যাখ্যা করেন: 'আরাহু তা'আলা কিসের রহস্য ও উপরোগিতার কারণে তাঁর প্রধিক্ষেপণ পরিগম-রের এসব মুক্তি-বিচুম্প ও পরীক্ষার বিশেষ বিবরণ দেন নি। তাই আরাদেরও এর পেছনে পড়া উচিষ্ট নয়। বেশটুকু বিষয় কোরআন পাকে উল্লিখিত হয়েছে, তাত্পুরতেই দিয়ান রাখা দরকার। হাকের ইবাদে কাসীরের মত অনুসরানী তফসীরবিদও এ নীতিই অনুসরণ করে অটনার বিষয়ে দাপ্ত বিরত করেছেন।' বিঃসবেহে এটা সর্বাধিক সাধারণী ও সিদ্ধস্বৃত গথ। এ কারণেই পূর্ববর্তী মূরীয়ীগুলি থেকে বণ্ণিত আছে—

মা'লুম! মা'লুম!— অর্থাৎ আরাহু যে বিষয়কে অস্পষ্ট করেছেন, তৈমিরীতি তাকে অস্পষ্ট কোকতে দাও। বলা বাইছে, এতে এমনসব বিষয়কে অস্পষ্ট রাখতে বলা হয়েছে, যেওয়ার সাথে আমাদের কর্ম এবং হাজার ও হাজারের সমর্ক নেই। পক্ষান্তরে মুসলিমদের কর্ম স্বল্পকিঞ্চ বিষয়সম্বুদ্ধের অস্পষ্টতা বলং রসুলুল্লাহ (সা) নিজের উত্তি ও কর্মের ব্যাখ্যে দূর করে দিয়েছেন।

তবে কোন কুকোন তফসীরবিদ রেওয়ারেত ও পূর্ববর্তীদের উত্তির আঙোকে এ পরীক্ষা ও সাচাইর বিষয়টি মিথ্যাক্রিত করতে চেষ্টা করেছেন। এ সম্পর্কে সাধারণের অধ্যে খাত একটি রেওয়ারেত এই যে, হস্তরত দাউদ (আ)-এর দুটি একোর তাঁর সেনাধারক উল্লিখণ পরীর উপর গঠে সেজে তাঁর মধ্যে তাকে বিশেষ করার স্থূল আচল হয়। তিনি উল্লিখণকে হত্যা করানোর উদ্দেশ্যে তাকে এক তত্ত্বান্বক বিপক্ষনক অভিযানে রেখে করেন। কল সে শহীদ হয়ে যাব। পূর্ববর্তী সময়ে দাউদ (আ) তার পরীক্ষা কিন্তু করে নেন। এ কর্মের ব্যাপারে সতর্ক করার জন্য উপরোক্ত সেনাধারকের মানবাকৃতিতে বাসী-বিবাদীরূপে প্রেরণ করা হয়।

কিন্তু এ সেওয়ারেতটি বিঃসবেহে একটি বাবে প্রতিচন, যা ইহনীদের ভাতুবাধীন সাধারণ মুসলিমদের যথ্যেও কঢ়িয়ে পড়েছিল। প্রকৃতপক্ষে এ রেওয়ারেতটি বাবেরের

ନାମୁମେଳ କିତାବରେ ଏକଦଶ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ସେବକ ଏତ୍ତୁକୁ ବେ, ବାହୀନେ ଥୋଳାଖୁଲି ହସରତ ମାଟ୍ରମ (ଆ)-ଏକ ଅନ୍ତି ଉତ୍ସିରାର ପରୀକ୍ଷାଜୀବାଦେ ନିର୍ମଳ ପୂର୍ବରେ ବାଜିଚାରେର ଅପରାଦ ଆରୋଗ କରୁ ହସାଇ । ପରାମରଶ ଏ ତଥାଶୀଳୀ ରେଣ୍ଡରାଜେତୁମହୁରେ ମାନ୍ଦିଚାରେର ଅପେକ୍ଷା ରାମ-ଦେଓରୀ ହସାଇ । ଯବେ ହର, କେଟ ଏହି ଇସରାଇଲୀ ରେଣ୍ଡରାଜେତୁମହୁରେ ଏ ଥେବେ ବାଜିଚାରେର କାହିଁବେ ଆମ ନିର୍ମଳ ଏକେ ଉତ୍ସିରିତ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଉତ୍ସିରାର ପୂର୍ବରେ ଛାଇ ହସାଇ । ଅଧିତ ନାମୁମେଳ କିତାବାଟିର ବୃଳାତ ଜିତିହିନୀ । କୁଠରୀ । ରେଣ୍ଡରାଜେତୁମହୁରେ ମିଳିତ-କାମପେଇ ଯିଥା ଅପରାଦ ବୈ କିନ୍ତୁ ନର । ଏ କାମପେଇ କରୁଳାନୀ ତଥାଶୀଳନିମନ୍ତ୍ର ଏକେ ଦୁଃଖ ତରେ ପ୍ରତ୍ୟାଧାନ କରାଇନ ।

ହାତ୍କର୍ମ ଇବାନେ କାହିଁବେ ନର, ଆଧ୍ୟାତ୍ମା ଇବାନେ ଜଗନ୍ନାଥ, କାବୀ ଆଶୁରୁ, କାବୀ ଆଶୁରୁତୀ, କାବୀ ଆଶ୍ରମ, ଇବାନେ ଜଗନ୍ନାଥ, ଆଧ୍ୟାତ୍ମା ଆଶୁରୁ ହୈମାନ ଆଶୁରୁନୀ, ଧାର୍ମନ, ବ୍ୟବସାୟ, ଇବାନେ ଧାର୍ମ, ଆଧ୍ୟାତ୍ମା ଧାର୍ମକାଳୀ, ଆହୁମଦ ଇବାନୁ ନମର, ଆଶୁର ଧାର୍ମୀ, ଆଧ୍ୟାତ୍ମା ଆଶୁରୁନୀ (ର) ଅମୁଖ ଆଧ୍ୟାତ୍ମା ତଥାଶୀଳନିମନ୍ତ୍ର ରେଣ୍ଡରାଜେତୁମହୁରେ ମିଳିତ-କାମପେଇ କରାଇନ । ଯାକେବେ ଇବାନେ କାମିନ ଲିଖେନ ।

କୋମ କୋନ ଉତ୍ସିରବିଳ ଏ ମନେ ଏକାଟ କାହିଁବେ ଉତ୍ସିର କରାଇନ, ଯାର ବେଳିର ଜାଗି ଇସରାଇଲୀ ରେଣ୍ଡରାଜେତ ଥେବେ ସମ୍ମିଳିତ । କେତେ କର୍ମୀ (ଜୀ) ଥେବେ ଏ ଜମାଟିକ ଅମୁସରଥୀଙ୍କ କୌନ କିନ୍ତୁ ପ୍ରମାଣିତ ନେଇ । କେବଳ ଇବାନେ ଆବୀ ହାତ୍କର୍ମ ଇବାନେ ଏକାଟ ହାତୀମ ଉତ୍ସିର କରାଇନ । କିନ୍ତୁ ଏହି ଜମାଟି ବିଭିନ୍ନ ନର ।

ଶୋକକଥା, ଅମେର ବୁଡି-ପ୍ରମାଣେର ଆମୋକେ ଆମୋଚ ଆମୋତେ ଉତ୍ସିର ଥେବେ ଉତ୍ସିରାଜ୍ଞ ଉତ୍ସିରାବେତୁମି ଜମାଟିରେ ଥାରିବ ହରେ ଯାର । ଏଥି ବୁଡି-ପ୍ରମାଣେର ବିଭିନ୍ନ ବିବରଣ୍ୟ ଇମାର ରାବୀର ଉତ୍ସିର କବାର ଏବଂ ଅଭ୍ୟାର ଶାଦୁଜ ଯାସୀର ହୃତ୍ୟାଦି ହରେ ଉତ୍ସିରିତ ହସାଇ ।

ହାକୀମୁଖ ଉତ୍ସିର ହସରତ ଥାନଭୀ (ର) ଏହି ଥାଟାଇ ଓ ବାଧ୍ୟା ଏକାବେ କରାଇନ : ଯୋକରମାତ୍ର ଦୁ'ପକ୍ଷ ପ୍ରାଚୀର ଡିତିରେ ପ୍ରବେଶ କରେ ଏବଂ ଧୂଷ୍ଟତାପୂର୍ବ ଉତ୍ସିର କଥାବାର୍ତ୍ତ ଉତ୍ସ କରେ । ଶୋକକଥା ଗେଲ କରାର ଆମେହି ତାରା ହସରତ ମାଟ୍ରମ (ଆ)-କେ ନ୍ୟାଯ ବିଚାର କରାର ଏବଂ ଅଧିକାର ନା କରାର ଉପରେ ମିଳିତ ଥାକେ । କୋମ ସାଧାରଣ କାହିଁ ହଜେ ଏ ଧରାବେଳ ଧୂଷ୍ଟତାର କାରାଗେ ତାମେବ ଅଭ୍ୟାର ଦେଓରୀର ପରିବର୍ତ୍ତ ଉତ୍ସିର ଶାନ୍ତି ଦିଲ । ଆଶାର ଭା'ଆମୀ ହସରତ ମାଟ୍ରମ (ଆ)-କେ ପରୀକ୍ଷା କରାଇବ ବେ, ଡିତିରେ ରୋଧାତିବିଷ ହରେ ତାମେବକେ ଶାନ୍ତି ଦେଲ, ନା ପରମାର୍ଥମୁକ୍ତ କମାନ୍ଦର ମୂଳିତି ଦେଖେ ତାମେର କଥାବାର୍ତ୍ତ ଉତ୍ସିନ ।

ହସରତ ମାଟ୍ରମ (ଆ) ଏ ପରୀକ୍ଷା ଉତ୍ସିର ହଜେବ, କିନ୍ତୁ ଏକାଟ କୁଳ ରାହେ ଦେଲ । ତା ଏହି ବେ, କରାମାଜ ଦେଓରାର ସରମ ଅଧିକାର ଆଧ୍ୟାତ୍ମି ନା କରେ ତିନି ଅଜାନୁକେ ସାରେଧନ କରାଇବ । ଏ ଥେବେ ଏକ ଅକାର ପରମାତିତ ବୋଧ ମାନିବା । କିନ୍ତୁ ତିନି ଅବିକାର ମର୍ଦକ ହରେ ଦେଇନ ଏବଂ ମିଳାମାଜ ମୁକ୍ତିର ପରାମରଶ । ଆଶାର ଭା'ଆମୀ ଓ ତୀକେ କର୍ମ କରି ଦିଲେ ।—(ବାଧୁମୁଖ କୋମାରି)

কোন কোন ভক্তীরবিদ সুন্নের এ ব্যাখ্যা করেছেন যে, হ্যন্ত দাউদ (আ) বিবাদীকে পুণ ধোকাতে জেখে তার বিহুতি শোনা বাড়িয়েরেই কেবল বাদীর কথা তানে এবন উপদেশ দেন বা তাকে মোটামুটি বাদীর সমর্থন হচ্ছিল। অথচ আগে বিবাদীকে তার বক্তব্য পেশ করতে বলা উচিত হিল। দাউদ (আ) বাদিও কেবল উপদেশের উপরিতে কথাবলো বাজাইলেন এবং তোকন্দব্যার অঙ্গসাজো দেননি, তবুও এটা তাঁর যত সম্মানিত পরম্পরারের পক্ষে অবীচীন হিল না, এ কারণেই তিনি পরে ইশ্বরার হয়ে সিঙ্গার জুটিয়ে পড়েন।—(আহম মা'আনী)

কেউ কেউ বলেন : হ্যন্ত দাউদ (আ) তাঁর সমরসূচী ঘোষণে বিশ্বাসুণ করে-হিলেন, তাতে চরিত্য দাটার মধ্যে অন্তি যুদ্ধেই তাঁর শুহৈর কোনে বা কোন বাতি ইবাদত, যিকির ও তসবীহে মশুশ থাকত। একদিন তিনি আজ্ঞাহ্ তা'আলার সরবারে নিয়েদেন করলেন : হে আমার গাজুলকর্তা, দিন ও রাতের মধ্যে এবন কোন মুহূর্ত থাই না, বলব দাউদের সরিবারের কেউ না কেউ আগন্তুর ইবাদত, যিকির ও তসবীহে নিয়েজিত থাকে না। আজ্ঞাহ্ বলেন : দাউদ, এটা আমাদ্বা'দেওয়া তঙ্কুকী-কের কারণেই হচ্ছ। আমার সাহায্য ন্য থাকবে তোম্হার একাগ্র কর্তৃত সাধ্য নাই। আমি একদিন তোমাকে তাঁমার অবস্থার উপর হেতু দেব। সেমতে আজ্ঞাহ্ তা'আলার এই উত্তিন পর উপরোক্ত ঘটনা সংঘটিত হচ্ছ। দাউদ (আ)-এর ইবাদতে বিস্তোমিত থাকার সময় এই অপ্রত্যাশিত ঘটনায় তাঁর সমরসূচী বিহুত হয়ে পড়ে। তিনি বিবাদ পীয়াসো কর্তৃর কাজে মশুশ হয়ে পড়েন এবং তাঁর পরিবারের অন্য কেউ তুখন ইবাদত ও যিকিরে মশুশ হিল না। এতে দাউদ (আ) বুকাতে পারেন নে, আজ্ঞাহ্ কাছে ইবাদতের সর্ব প্রকাশ করা ভুল হিল। তাই তিনি ক্ষয় প্রীর্বনা বলেন ও সিঙ্গার জুটিয়ে পড়েন। মুত্তাদরাক হাকেমে সহীহ সনদ সহকারে বলিত হ্যন্ত ইবনে আকাসের একটি উত্তি বারাও এ ব্যাখ্যার সমর্থন হয়। —(আহমানু কোরানান)।

উপরোক্ত সবগুলো ব্যাখ্যার অভিমু বীকৃত বিবর এই যে, মোকাদ্বাটি কারণিক নহ—সত্ত্বার ঘটনার উপর প্রতিষ্ঠিত হিল এবং দাউদ (আ)-এর যাচাই ও পরীকার সাথে এর কোন সমর্থ হিল না। এর বিপরীতে অনেক ভক্তসৌরবিদের ব্যাখ্যার সারমৰ্ম এই যে, মোকন্দব্যার পক্ষবর মানুষ নহ—কেরেশ্বত্তা হিল এবং আজ্ঞাহ্ তা'আলা দাউদ (আ)-এর সামনে একটি কারণিক মোকদ্দমা পেল করার জন্য কাজেরকে পাতিয়ে হিলেন যাতে দাউদ (আ) নিজের ভুল বুকাতে পারেন।

সেমতে তাঁদের ক্ষত্য এই যে, উত্তিয়াকে হত্যা করানো এবং তাঁর পক্ষীকে বিয়ে সক্রিয় কাহিনী সম্পূর্ণ বানোয়াট। তবে বাস্তব সত্য এই যে, বলী ইসরাইলের মধ্যে তুখন কাউকে “তুমি তোমার জীকে তাঁমাক দিসো আমার বিবাহে দিসো সাও” — এ কথাটি বলা মু থলীয় হিল না। বরং তুখন এ ধরনের কর্মান্বলের ব্যাপক প্রচলনও হিল। এর ডিতিতেই দাউদ (আ) উরিয়ার কাছে কর্মান্বল করেছিলেন। কলে আজ্ঞাহ্ তা'আলা

দু'জন কেরেশভা প্রেরণ করে তাকে সতর্ক করেন। কেউ কেউ বলেনঃ বাগানটি
এই যে, উরিয়া কোম এক যহিলাকে বিষের পরসাথ দিয়েছিল। দাউদ (আ)-ও সে
যহিলাকে বিষের পরসাথ দেন। এতে উরিয়া শুধুই দুঃখিত হয়। বিষয়টি বোকানোর
অন্য আর্জান তাঁ'জান দু'জন কেরেশভা প্রেরণ করেন এবং সুর ভদ্রিতে দাউদ (আ)-এর
ভূজের ব্যাপারে সতর্ক করেন। কামী আবু-ইয়াজ্জা এ বাধ্যার অর্থাপরামপ কৌরআন
পাকের **وَزْفٌ فِي النُّطَابِ** বাকাটি পেশ করেছেন। তিনি বলেন, এ বাকাটি
প্রমাণ করে যে, বাগানটি নিছক বিষের পরসাথের ক্ষেত্রেই সংঘটিত হয়েছিল এবং
দাউদ (আ)-তখনও তাকে বিষের করেন নি।—(শাদুল যাসীর)

অধিকাংশ ভক্তসৌন্দর্যদ প্রয়োগ ব্যাখ্যাকে অপ্রাধিকার দিয়েছেন। সাহারামে কিন্তু কোন কোন উচ্চি থেকেও এ সৃষ্টি ব্যাখ্যার সমর্থন পাওয়া যায়। (জাহল ধার্মানী, ভক্তসৌন্দর্য আবু সউদ, শানুজ ধাসীর, ভক্তসৌন্দর্য কবীর ইত্যাদি।) কিন্তু বাস্তব ঘটনা এই যে, এ গুরোরা ও তুলের বিবরণ কোরআন ও সহীহ হামাস ধারা প্রাপ্তি নয়। তাই একটুকু বিষয় তো অৰোপিত যে, উরিয়াকে ছত্য করাবার বে কাহিনী প্রচলিত রয়েছে, তা প্রাপ্ত। কিন্তু অসম ঘটনার ব্যাপারে উল্লিখিত সবগুলো সন্তানমাটি বিদ্যমান রয়েছে কিন্তু এগুলোক কোন একটিকেও অঙ্কটি ও বিলিত ব্যঙ্গ থাকে না। সুভরাং হাকের ঈবনে কাসীরের অবলম্বিত পথই নির্বক্ষণাট। তা এই যে, আরাহ তা'আলা যে বিষয় অস্পষ্ট রেখেছেন, আরয়া বেন মিজেদের আনুমান ও ধারণার ব্যাখ্যার ভাব বিবরণ দেওয়ার চল্লিনা করি, যেহেতু এর সাথে আবাদের কোন কর্মের সম্পর্ক নেই। এ অস্পষ্টতার স্থোও অবশ্যই কোন রহস্য বিহিত রয়েছে। সুভরাং কেবল কোরআন পাকে উল্লিখিত ঘটনার উপরই দীর্ঘ রাখা ও এই বিশেষ বিবরণ আরাহ তা'আলার উপর সমর্পণ করা উচিত। তবে এ ঘটনা থেকে কতিপয় কর্মসূত উপকারিতা অঙ্গিত হয়। এগুলোর প্রতি অধিক অবোধ্যেস দেওয়া দরকার। এখন আয়োডসময়ের ভক্তসৌন্দর্য দেখুন, ইন্সাফারাহ প্রয়োজনীয় বিবরণগুলো এসে থাকে।

—! ذَسْوُرُوا الْمَهْرَابَ (যথম তারা ইবাদতখানার প্রাচীর দিকের দ্বিতীয় প্রবেশ করল)। — مَهْرَابِ آسَلِيَّةِ بَاتِিِّরِ عَلَىِّ تَعْلِيَّةِ طَهْرَانِيِّيِّ (আসলে বাতির উপর তা অথবা কোন পৃষ্ঠার সম্মুখভাগকে অভা হয়)। কিন্তু পরবর্তীতে বিশেষভাবে মসজিদ অথবা ইবাদতখানার সামনের অংশকে বৌজানোর জন্য সমষ্টি ব্যবহৃত হতে পারে করেছে। কোরআনে এটি ইবাদতখানার অর্থেই ব্যবহৃত হয়েছে। আরো সুন্নতী লিখেন, আজকাল মসজিদসমূহে যে বৃক্ষ করের মেছরাব নির্যাপ করা হয়, তা রসুজুলাহ (সা)-র আমন্ত্রণ ছিল না।—(রাজেশ শাস্ত্রানী)

فَرِزْعُ مَنْهُمْ—[হস্তরত দাউদ (আ) তাদেরকে দেখে শাবতে সেজেন।]

আমজনের কারণ সুলভ। অসমের দু'বাটির পাহাড়া ডিভিজ তেজের প্রবেশ করা আপুনাগত যদি অভিযানেই হয়ে থাকে।

আভিযিক ভৌতি মনুষের পরিপন্থী নয়। এথেকে আমা পেজ যে, কোন ক্ষয়াবহ জিনিস দেখে আভিযিকতাবে ভৌতি হয়ে যাওয়া নবুন্নত ও উচীয়ের পরিপন্থী নয়। তবে এই ভৌতিক মন-অভিযক্ত বছুল করে কর্তব্য কাজ ছেড়ে দেওয়া অবশ্যই যদি। কোরআন পাকে পরগবুন্দের পাবে বলা হয়েছে—
 ﴿إِنَّمَا يُحَرِّكُهُمْ مَا يَرَوْنَ﴾ (তারা আলাহ্ বাতৌত কাউকে তর করেন না।) অঙ্গর প্রয় হতে পারে যে, এখানে হবরত সাউদ (আ) ভৌতি হজেন কেন? জওয়াব এই যে, তর দু'রকম হয়ে থাকে। এক তর ইতর প্রাণীদের কষ্ট দেওয়ার আশঁকার হয়ে থাকে। আরবীতে একে **فَسُرْ** বলা হয়। ধিতোর তর কোর মহান ব্যক্তির মাহাত্ম্য, প্রভাপ ও জ্ঞানের কারণে হয়ে থাকে। আরবীতে একে **فَتَمْ** বলা হয়। (মুক্রানাতে রাসিব) শেরোভি তর আলাহ্ বাতৌত কারণ জন্য হওয়া উচিত নয়। তাই পরমাত্মার পক্ষ আলাহ্ বাতৌত কারণ ঝুঁতি এ ধরনের তরে ভৌতি হজেন না। তবে আভিযিক পর্যায়ে ইতর বন্দর তর তাদের বধোও হিল।

আভিযক্ত সেখনে ঝুঁত করত্ব কামা পর্যবেক্ষণ করা উচিত।

—(তারা বলেঃ আপনি ভৌতি হয়েন না।) আগন্তুকরা একথা বলে তাদের বক্তব্য করে দেয় এবং সাউদ (আ) কুপটাপ তাদের কথা শুনতে থাকেন। এথেকে আমা পেজ যে, কোন ব্যক্তি হঠাত জিজ্ঞের ব্যক্তিক্ষম করে ক্ষেত্রে সাথে সাথেই তাকে ডিলাকার করা উচিত। যেব, যবৎ প্রথমে তাৰ কথা ক্ষেত্রে মেওয়া সৱৰকাৰ, যাতে জীৱৰ জীৱ যে, এবং ব্যক্তিক্ষম করার জৈবতা হিল কিনা। অব্য ক্ষেত্রে অগন্তুকদের উচ্চল্পে তৎক্ষণাত বক্তব্যকি উক করে দিল, কিন্তু সাউদ (আ) আসল ব্যাপার জানোৱা জন্য অপেক্ষা বৰেছেন। তিনি ঘনে করেছেন যে, সত্ত্বত এৱা অসুবিধাপূর্ণ।

(এবৎ অবিচার কৰবেন না।) আগন্তুকদের কথা বলোৱা এ ভাবি বাহ্যত খুল্লেতাপূর্ণ হিল। অধিযত প্রাচীর ডিভিজে অসমের আসা, অঙ্গর এসেই সাউদ (আ)—এৰ যত মহান পরমাত্মাকে সুবিদ্যাক কৰার এবৎ অবিচার থেকে বৈচিত্র ধাকাক আসেপ দেওয়া—এউজোৱা সহই হিল কাণ্ডানবীনতা। কিন্তু সাউদ (আ) সবৰ কৰেন এবৎ তাদেরকে পাখন্ত কৰেন বি।

আভাবপ্রদলের কুম্ভাভিতে বাঢ়দের যথাসংক্ষ দৈর্ঘ্য ধৰা উচিত। এথেকে আমা পেজ যে, আলাহ্ তা'আলা থাকে উক পদব্যৰ্থাদা দাব কৰেন এবৎ সাধারণ যানুবৰ ফলোজনাদি তাৰ সাথে সম্পর্কসূজ থাকে, তাৰ উচিত অভাবপ্রদলের অনিয়ন্ত্রণ ও কথাৰার্তাৰ।

কুলজ্ঞাতিতে স্থানসংকর হৈব ধৰা। এটাই কুল পদমর্যাদার মাবি। বিশেষভাবে শাসক, বিচারক ও মুক্তিগণের এসিকে জন্ম জাখা দরকার।—(জাহজ মাজানী)

قَالَ لَقَدْ ظَلَمَكَ بِسُوَالٍ نَعْجَتِكَ إِلَى نِعَاجِكَ { সাউদ (আ) }

বললেন : সে তোমার দুইকে তাঁর দুয়োগজোর সাথে সংযুক্ত করার মাবি করে তোমার প্রতি অন্যায় করেছে। এখানে দুটি বিষয় প্রশিখানযোগ্য—(১) হৃষের সাউদ (আ) এ কথাটি কেবল বিবাদীর বর্ণনা কৰেনই বলে দিয়েছেন—বিবাদীর বিহুতি কৰেন নি। কোন কোন মুক্তীরবিদ বলেন, এটাই হিজ তাঁর কুল, যে কারণে তিনি আরোহ্য কাছে কসা প্রার্থনা করেছেন। বিজ্ঞ অন্য তৎক্ষণাত্বিদগণ বলেন, অঙ্গুতপকে এখানে দেবকুলার পূর্ণ বিবরণ করিত কৰে না। কেবল শর্মেজনোক বিষয়গুলো পর্যন্ত করা হয়েছে। সাউদ (আ) নিষ্ঠভাবে বিবাদীর কথাও কৰে থাকবেন। কয়সামার এটাই সুবিদিত পথ।

এছাড়া এখনও হতে পারে যে, আগন্তুকরা বিদিও তাঁর কাছে আসাগতী মৌমাঙ্গো কামনা করেছিল, বিজ্ঞ কুলের আসাগত অথবা কাহারিয়ের সময় হিজ মা এবং সেখানে রাতে কার্যকর করার প্রয়োজনীয় উপায়ও হিজ না। তাই সাউদ (আ) বিচারকের পদমর্যাদার মুক্তীর সদমর্যাদার কাতোরা দেন। মুক্তীর কাজ অট্টমার কুলত করা নয় বরং, প্রথ মৃত্যুবিক ইওয়াব দেওয়া।

চাপ প্রয়োগে টীকা বা সাম-হৱলাত চাওরা কুলনের নামকর : এখানে বিভীর প্রলিখানযোগ্য বিষয় এই যে, হৃষের সাউদ (আ) কেবল এক বাতিল দুয়া মাবি করাকে স্বামু বলে জাখা দিয়েছেন। অধিক বাহাত করাও কাছে কোন অঙ্গ প্রার্থনা করা অপরাধ নয়। কারণ এই যে, এখানে দুয়োগ প্রার্থনা হজেও সে কথা ও কর্মের চাপ সহকারে প্রার্থনা করা হচ্ছিল তাঁর বর্তমানে তা কুলনের পর্যায়ে তাঁর দিয়েছিল।

এ থেকে জানা পেত যে, যদি কোন বাতি করাও কাছে একাবে কোন কিছু তাঁর যে, প্রতিপক্ষ সম্মত হোক বা না হোক, প্রার্থিত ব্যত দেওয়া ছাড়া গত্যতের থাকে না, তবে একাবে উপচৌকন চাওরা কুলনের নামিল। সুতরাং যে চাপ, সে ক্ষমতাসীম অথবা প্রত্যাবলী বাতি হজে এবং প্রতিপক্ষ তাঁর বাতিলের চাপের দরকন দিতে জাহী-কার করতে সক্ষয না হজে তা স্বয়ংক্র উপচৌকন চাওরা হজেও অঙ্গুতপকে ঝুঁক দহয়ে থাকে। যে চাপ, তাঁর পকে একাবে অবিত ব্যত ব্যক্তার কসা বৈধ নয়। এ বিষয়টির প্রতি অনোয়োগ দেওয়া বিশেষভাবে তাদের অন্য পুবেই জরুরী, আরো অক্ষয়-শাস্ত্রসা, অসঙ্গিস, সমিতি ও সদের অন্য টীকা আসার করে। একমাত্র সে টীকাই হাজার, যা দাঢ়া পূর্ণ কাষ্টা সহকারে, অবের পুর্ণিষ্ঠ সাম করে। যদি টীকা আসারকারীরা তাদের প্রতিপক্ষের চাপে অথবা একমোটে আটিশে বাতি কাউকে উপজ্ঞ করে টীকা আসাক করে নেয়, তবে এটা অকাল্য অবেদ কার্য করে পর্য হয়। রসুল খৰীদ

(সা) - لا يَعْدِل مال أَمْرِيْع مُسْلِمٍ إِلَّا بِطَهْبِ نَفْسِهِ - (মান মুসলমান ব্যক্তির মাল তার অন্তর শুধি হাতা হাতাল নয়।

كَوْنَكَارবারে শ্রীক ইওয়ার আগমে সাবধানতা রচোভয় : وَإِنْ كَثِيرًا

مِنَ الْخُلَطَاءِ لَيَهْبِي بَعْثُومٍ عَلَى بَعْضٍ - (শ্রীকদের অনেকেই একে অন্যের প্রতি বাধাবাঢ়ি করে থাকে।) এতে কল দেওয়া হয়েছে যে, দু'বাঢ়ি কোন কাজ-কারবারে শ্রীক হলে আয়ই একের কাজে অপরের অধিকার ক্ষম হয়ে যায়। কোন সময় এক ব্যক্তি একটি কাজকে আয়ুলী করে করে কেলে, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তা সোমা-হর কারূণ হয়ে থার। তাই কাজ-কারবারে শুবই সাবধানতা আবশ্যিক।

وَظَنَ دَأُودَ أَنَّهَا قَنْتَةً - (সাউদের ধীরণা হজ যে, আমি তাকে পরীক্ষা করেছি।) যোকদমার বিবরণকে বিদি হস্তপত সাউদ (আ)-এর কুমোর দৃষ্টান্ত স্বীকৃত করা হল তবে এখন অনে ইওয়াই স্বাক্ষরিক। পক্ষান্তরে কুমোর সাথে এর কোন সমর্ক না থাকলেও উভয়পক্ষের মোটামুটি অবস্থা এ বিবরণটি কুটিরে তোজার পক্ষে ব্যবহৃত হিল যে, এরা পরীক্ষার্থে প্রেরিত হয়েছে। একদিকে তারা যোকদমার করসোলা ছুটানিব্বত করার জন্য বিভিন্ন সহ্য করেনি এবং সাহসিকতার সাথে প্রাচীর ডিঙিয়ে কেড়েরে প্রবেশ করেছে। অগ্রদিকে মোকদমা গেল করার সময় বিবাদী চুপচাপ বসে রয়েছে এবং কথার ও কাজে বাসীর কথা নিখিলায় থেনে নিয়েছে।

إِنَّمَا يَرْجِعُ الْمُؤْمِنُونَ مُحْرِمَةً كَمَا يَرْجِعُ الْمُؤْمِنَاتُ مُحْرِمَةً - (অতপর তিনি তাঁর পরওয়ারদিগারের সময় মাউদ (আ)-এর কাছে আসার কোন প্রয়োজনই হিল না। সাউদ (আ)-এর করসোলা যে বাসীর পক্ষে হবে, এটা সামান্য বিবেক-বৃদ্ধি সমষ্টি ব্যক্তিও বোঝাতে পারত। পক্ষ-বিরের এই রহস্যগূর্ণ তৎপরতা ব্যক্ত করছিল যে, এটি একটি অনন্য সাধারণ ঘটনা। সাউদ (আ)-ও টের পেরে সেজেন যে, এরা আর্জান্ত প্রেরিত এবং এতে আসার পরীক্ষা করার উদ্দেশ্য। কোন কোন যোগায়োগে আছে যে, করসোলা খোনার পর তারা একে অপরের প্রতি তাকিয়ে যুচকি হাসল এবং যুক্তরের মধ্যে আকাশে চোল থার।

وَأَنَّ رَأِيَّا وَرَأِيَّا وَأَنَّ رَأِيَّا - (অতপর তিনি তাঁর পরওয়ারদিগারের সময় মাউদের প্রার্থনা করারেন এবং সিজদা কর্তৃত পক্ষে ক্ষম হজেন।) এখানে 'ক্ষম' শব্দ শ্বাসক্ষম হয়েছে। এর আতিথানিক অর্থ নষ্ট হওয়া। অধিকাংশ কুরআনীরবিদের মতে এতে শব্দানন্দে সিজদা স্বৈরাচার হয়েছে। হাবাকু আলিমপথের মতে এ আত্মান্ত ক্ষিণ-ওয়াক করারে সিজদা ওয়াজিব হয়।

কর্তৃত আধ্যাত্মিক তিজাওয়াতের সিজদা আদায় হয় : ইহায় আবু হানীকা এ আয়াতটিকে এ বিষয়ের প্রমাণ মনে করেন যে, নামায়ে সিজদার আরাত তিজাওয়াত করলে যদি কর্তৃতেই সিজদার নিয়ত করা হয়, তবে সিজদা আদায় হয়ে থাকে। কারণ, এ আরাতে আরাহত তা'আতা সিজদার জন্য 'কর্তৃ' শব্দ ব্যবহার করেছেন। যা এ বিষয়েই ইহায় যে, কর্তৃও সিজদার হালাতিখিত হতে পারে। কিন্তু এ ক্ষেত্রে কঠিনে অক্ষমীয়া আস'আতা সমরণ করার দরকার :

(১) নামায়ের ফরাত কর্তৃর মাধ্যমে সিজদা উৎসন্ন আদায় হতে পারে, অথবা সিজদার আয়াত নামায়ে পাঠ করা হয়। নামায়ের বাইরে তিজাওয়াত করলে কর্তৃর মাধ্যমে সিজদা আদায় হবে না। কারণ, কর্তৃ কেবল নামায়েই ইবাদত—নামায়ের বাইরে সিঙ্গ নয়। (২) কর্তৃর মধ্যে সিজদা উৎসন্ন আদায় হবে, যখন সিজদার আরাত তিজাওয়াত করার সাথে সাথে অথবা বেশির চেয়ে বেশি দু'টিন আয়াত তিজাওয়াত করার পরে কর্তৃ করে নেবে। সুনৌর্দ সময় তিজাওয়াত করার পরে কর্তৃতে পেলে সিজদা আদায় হবে না। (৩) তিজাওয়াতের সিজদা কর্তৃতে আদায় করার ইচ্ছা থাকলে কর্তৃতে হাওয়ার সময় সিজদার নিয়ত করতে হবে। নতুনা সিজদা আদায় হবে না। অবশ্য সিজদার হাওয়ার সময় নিয়ত ছাড়াই সিজদা আদায় হয়ে থাবে। (৪) তিজাওয়াতের সিজদা নামায়ের ফরাত কর্তৃতে আদায় করার পরিবর্তে নামায়ে আজাদা সিজদা করাই সর্বোত্তম। সিজদা থেকে উত্তে সু'এক আয়াত তিজাওয়াত করার পর কর্তৃতে হেতে হবে।—(বাদামে)

وَإِنْ لَهُ مِنْ نَا لَزُلْفَىٰ وَخَسْنَ مَا بِـ (নিষ্ঠর দাউদের জন্য আধ্যাত্মিক বিশেষ নৈকট্য ও কৃত পরিণতি রয়েছে।) এ আয়াতের মাধ্যমে ঘটনার সমাপ্তি টেনে ইঁজিত করা হয়েছে যে, হযরত দাউদ (আ) যে ভূমই করে থাকুন, তাঁর ক্ষমা প্রার্থনা ও কর্তৃর পর আরাহত তাঁর সমর্ক আরও বৃদ্ধি পেয়েছে।

কুল জাতির অন্ত সর্তক হলে অঙ্গার প্রয়োজন : এ ঘটনা সম্বিত আরেকটি উল্লেখযোগ্য বিষয় এই যে, দাউদ (আ)-এর বিচ্যুতি থাই হোক না কেম, আরাহত তা'আতা সরাসরি ওহীর মাধ্যমেও তাঁকে এ বিষয়ে হ'শিয়ার করতে পারতেন। কিন্তু এর পরিবর্তে একটি যোকন্দমা পাঠিয়ে হ'শিয়ার করার এই বিশেষ গহ্বা কেন অবজাহন করা হল? প্রকৃতপক্ষে এখানে যারা “সৎকাজে আদেশ ও অসৎকাজে বিমেধের” কর্তব্য গাজন করে, তাদেরকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে যে, কোন জাতিকে তাঁর কৃজ-জ্ঞানি সমর্কে হ'শিয়ার করতে হলে তা প্রজা সহকারে করতে হবে। একাজে এমন গহ্বা অবজাহন করা উচিত, যাতে সংশ্লিষ্ট যাত্রি নিজেই নিজের কুর উপন্যাসিধ করতে পারে এবং যৌথিক-ভাবে হ'শিয়ার করার প্রয়োজনই দেখা না দেয়। এর জন্য এমন দৃষ্টিকোণে আধ্যাত্মিক, অধিক কর্মকর, আত্ম কারণ মনে কৃষ্ট না থাকে এবং প্রয়োজনীয় নিষেকও কৃষ্ট উঠে।

**يَلَا وَدِرَكًا جَعَلْنَاكَ عَيْنَيْكَ فِي الْأَرْضِ فَأَخْمُمْ بَيْنَ النَّاسِ يَالْجِنِّيْ وَلَا
تَتَبَعُ الْهَوَى فَيُخْلِفَ عَنْ سَبِيلِ الشُّورَى إِلَّا مَنْ يَضْلُلُونَ عَنْ سَبِيلِيْ
إِنَّهُ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ بِمَا نَسُوا يَوْمَ الْحِسَابِ**

(২৬). হে সাউদি! আমি তোমাকে পৃথিবীতে প্রতিনিধি করেছি অতএব তুমি আনুষের মধ্যে ন্যায়সংরক্ষকে রাখতে কর এবং দেয়াল-মুশীর অনুসরণ করো না। এটা তোমাকে আজ্ঞাহ্র পথ থেকে বিচ্ছিন্ন করে দেবে। নিম্নর দ্বারা আজ্ঞাহ্র পথ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়, তাদের জন্য রাখে বটের শাস্তি, একান্তে হে, তারা হিসাবদিবসকে তুলে দাও।

তৎসীরের সামাজিকগতি

হে সাউদি! আমি তোমাকে পৃথিবীতে শাসক করেছি। অতএব (এ পর্যন্ত দেশের করেছ, তেমনি উভিসাতেও) আনুষের মধ্যে ইনসাফ সহকারে কফসালা করতে থেকে এবং (এ পর্যন্ত দেশের রিপুর কামনা-বাসনার অনুসরণ করনি, তেমনি উভিসাতেও) রিপুর ভাড়নার ভাড়িত হয়ে না। (এরাপ করলে) এটা তোমাকে আজ্ঞাহ্র পথ থেকে বিচ্ছিন্ন করে দেবে। দ্বারা আজ্ঞাহ্র পথ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে থাও, তাদের জন্য রাখে বটের শাস্তি, এ কান্তে হে তারা হিসাব দিবসকে তুলে দোর।

আনুষহিত জাতীয় বিষয়

হযরত দাউদ (আ)-কে আরাহ তাঁরা নবুয়াতের সাথে শাসনকর্ত্তা এবং মামাহও দান করেছিলেন। সুতরাং আজোচ আজাতে শাসনকর্ত্তার জন্য তাঁকে একটি বুমিয়াদী পথ নির্দেশ দান করা হয়েছে। এ নির্দেশমায়ার—তিনটি মৌলিক বিষয় ব্যক্ত করা হয়েছে।

১. আমি আপনাকে পৃথিবীতে নিজের প্রতিনিধি করেছি, ২. সেবতে আপনার মূল কর্তৃত্ব হচ্ছে ন্যায়বুদ্ধ কফসালা করা, ৩. এ কর্তৃত্ব পালনের জন্য নকশানী দেয়াল-মুশীর অনুসরণ থেকে বেঁচে থাকা একটি অপরিহার্য শর্ত।

পৃথিবীতে প্রতিনিধি করার অর্থ সুজ্ঞা থাকারায় বিপ্লিত হয়েছে। এ থেকেই ইসলামী ধার্মের এ মূলনীতি ফুটে উঠে যে, সাধারণে আজ্ঞাহ্র তাঁরাই আইনের ব্যাক্তি। পৃথিবীর সাসকহর্ষ তারই নির্দেশন্যবুদ্ধী চলার জন্য আদিষ্ট। কেউ এর বাইরে থাবে না সুতরাং মুসলিমদের শাসনকর্তা, উপদেষ্টা-পরিদাদ অথবা আইনসভা ইসলামী আইনের ব্যাক্তি অথবা সঙ্গসনা করতে পারলেও আইন রচনা করতে পারে না। তারা আজ্ঞাহ্র আইনসমূহের উপরাগক মান।

ন্যায় প্রতিষ্ঠাই ইসলামী রাষ্ট্রের সৌন্দর্য কর্তব্য। এখানে একথাণে পরিষ্কার করে দেওয়া হয়েছে যে, ইসলামী রাষ্ট্রের বুনিয়াদী কাজ সুবিচার প্রতিষ্ঠাকরণ। রাষ্ট্রের অবশ্য কর্তব্য হচ্ছে প্রশাসনিক বাসগারাদিতে ও কলাহ-বিবাদ মীমাংসার ক্ষেত্রে সুবিচার ও ইমসাক কালোয়ে করা।

ইসলাম একটি চিরস্থন ধর্ম। তাই সে শাসমকার্বের জন্য সে সব প্রশাসনিক পুঁটিনাটি নির্দিষ্ট করেনি, যেকোনো সময় ও পরিস্থিতির পরিবর্তনে পরিবর্তিত হয়ে যাব, বরং সে কতগোলো মৌজুক নির্দেশ দান করেছে, যার আলোকে সর্বসুন্দরের উপযোগী প্রশাসনিক পুঁটিনাটি নিজে থেকেই যীমায়ে করা যাব। এ কারণেই এখানে বলে দেওয়া হয়েছে কে, রাষ্ট্রের আসল কাজ ন্যায় ও সুবিচার প্রতিষ্ঠা করা। কিন্তু এর প্রশাসনিক বিবেচন সর্বসুন্দরের সুধী মুসলিমদের উপর ন্যায় করা হয়েছে।

বিচার বিভাগ ও শাসন বিভাগের সম্পর্ক। সেমতে বিচার বিভাগ শাসন বিভাগ থেকে পৃথক থাকবে, ন্যায় একীভূত থাকবে—এ ব্যাপারে অপরিবর্তনীয় কোন নির্দিষ্ট বিধান দেওয়া হয়নি যা কোন কালোই পরিবর্তিত হতে পারবে না। যদি কোন সুন্মে শাসক-বর্ষের বিষয়তা ও সততায় পুরোপুরি আস্থা স্থাপন করা যাব, তবে বিচার বিভাগ ও শাসন বিভাগের পৃথক সত্তা বিজোপ করা সত্ত্ব। কোন সুন্মে শাসকবর্ষ এরাপ আস্থাভাজন না হলে বিচার বিভাগকে শাসন বিভাগ থেকে পৃথকও রাখা যাব।

হয়রত মাউন্দ (আ) আলাহুর মনোনীত পরম্পরার হিলেন। তাঁর ক্ষেত্রে অধিক বিষয়তা ও সততার দাবি কে করতে পারত? তাই তাঁকে একই সময়ে শাসন বিভাগ ও বিচার বিভাগের প্রধান নিযুক্ত করে বাগড়া-বিবাদ মীমাংসার দায়িত্বও অর্পণ করা হয়েছিল। খোজকারী-রাশেদীনের যথেও এই পক্ষতি প্রচলিত ছিল। আবিরুল-মুফিনান নিজেই বিচারকার্য পরিচালন করতেন। পরবর্তী ইসলামী রাষ্ট্রসমূহে এ পক্ষতির পরিবর্তন করা হয় এবং আবিরুল-মুফিনানকে শাসন বিভাগের এবং প্রধান বিচারপতিকে বিচার বিভাগের প্রধান নিযুক্ত করা হয়।

তৃতীয় যে নির্দেশের উপর আলোচ্য আস্থাতে সর্বাধিক জোর দেওয়া হয়েছে, তা হচ্ছে 'খেয়াল-খুশির' অনুসরণ করো না এবং হিসাব দিবসের কথা সর্বদা অনেকের মধ্যে হচ্ছে। যেহেতু এটা সুবিচার প্রতিষ্ঠার মূলভিত্তি, তাই এর উপর সর্বাধিক জোর দেওয়া হয়েছে। যে শাসক অথবা বিচারকের অন্তরে আলাহুর তর এবং পরকালের চিন্তা থাকবে, সে-ই সত্ত্বকার অর্থে ন্যায় ও সুবিচার কালোয়ে করতে পারে। তা না হলে আপনি যত উৎকৃষ্ট থেকে উৎকৃষ্টতর আইনই রচনা করুন না কেন, খেয়াল-খুশির দুরুত্পন্ন সর্বর নতুন হিন্দ-পথ বের করে নেবে। খেয়াল-খুশির উপরিভিত্তিতে কোন উৎকৃষ্টতর আইন-ব্যবস্থাই ন্যায় ও সুবিচার কালোয়ে করতে পারে না। পৃথিবীর ইতিহাস এবং বর্তমান যুগের পরিস্থিতিই এর সাক্ষা বহন করে।

দাক্কিল্লোজ পদে বিলোপের অন্য সর্বজনীন দেশান্তর বিবর্য চরিত : এখন থেকে আরও জানা গেল যে, কোন বাতিলকে, শাসক, বিচারক অথবা কোন বিভাগের প্রধান কর্মকর্তা নিম্নুক্ত করার জন্য সর্বপ্রথম দেখতে হবে, তার অধো আল্লাহভৌতি ও পরাকাল চিঠা আছে কিনা এবং তার চরিত্র ও কর্ম কিরাপ ? যদি বোবা যাব, তার অভাবে আল্লাহভৌতির পরিবর্তে খেয়াল-খুশির রাজস্ব প্রতিষ্ঠিত রয়েছে, তবে সে যত উচ্চ তিপ্রীয়ারীই হোক না কেন, নিজ বিষয়ে যত বিশেষজ্ঞ ও কর্মসূচী হোক না কেন, ইসলামের সুলিটতে সে কোন উচ্চ পদের হোগ্য নহ।

وَمَا لَكُنْتَ نَسِيَّاً وَلَا كَرْضَ وَمَا يَدْعُهُمَا بِأَطْلَادٍ ذَلِكَ ظُنُونُ الَّذِينَ كَفَرُوا
 فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ كَفَرُوا مِنَ النَّارِ ⑥ أَمْ تَجْعَلُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَيْلُوا الصَّلِيبَ
 كَالْمُقْسِيِّينَ فِي الْأَرْضِ أَمْ تَجْعَلُ الشَّقِيقَينَ كَالْفَجَارِ ⑦ كَتَبَ اللَّهُ رَبُّكَ
 مُبْرَكٌ لِيَدِكَبِرُوا بِإِيمَانِهِ وَلَيَتَذَكَّرُ أُولُوا الْأَلْبَابِ ⑧

(২৭) আমি আসমান-হয়ীন ও এতদৃঢ়মের মধ্যবর্তী কোন কিছু অথবা সৃষ্টি করিনি। এটা কাফিরদের ধোয়াপো। অতএব কাফিরদের জন্য করেছে দুর্ভোগ অর্থাৎ, জাহাজায়। (২৮) আমি কি বিশ্বাসী ও সৎকর্মীদেরকে পৃথিবীতে বিপর্যয় সৃষ্টিকারী কাফিরদের সমতুল্য করে দেব ? , না আল্লাহভৌতির প্রাপাতারীদের সহান করে দেব। (২৯) এটি একটি বরকতময় কিছাব যা আমি আপনার প্রতি বরকত হিসাবে আবজোপ করেছি, যাতে যানুব এবং আরাতসমূহ জাহাজ করে এবং বুক্রিয়ানগল ঘেন তা অনুধাবন করে।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

আমি আসমান, জয়ীন ও এতদৃঢ়মের মধ্যবর্তী কোন কিছুই অথবা সৃষ্টি করিনি, (বরং এ সৃষ্টির ভেতরে অনেক তাঁৎপর্য রয়েছে। তথাক্ষে সর্ববৃহৎ তাঁৎপর্য হল এভালোর মাধ্যমে তওহাদ ও পরাকাল প্রয়োগিত হওয়া।) এটা (অর্থাৎ সৃষ্টিকে তাঁৎপর্যহীন মনে করা) তাদেরই ধারণা, যারা কাফির। (কেননা, তারা তওহাদ ও পরাকাল অব্যৌকার করার মাধ্যমে অপেক্ষ সৃষ্টির সর্ববৃহৎ তাঁৎপর্যকেও অব্যৌকার করে।) অতএব কাফিরদের জন্য রয়েছে (পরাকালে) দুর্ভোগ অর্থাৎ জাহাজায়। (কেননা, তারা তওহাদ অব্যৌকার করাত। তারা কিয়ামত অব্যৌকার করে, অথচ কিয়ামতের তাঁৎপর্য হল সৎকর্মীদেরকে পুরকার এবং দুর্ভুতকারীদেরকে শাস্তি দান। এখন তাদের কিয়ামত অব্যৌকারের কামনে জরুরী হয়ে পড়ে যে, রহস্য বাস্তবান্তি না হোক, বরং সব সমান হয়ে থাক।) অতএব আমি কি বিশ্বাসী ও সৎকর্মীদেরকে তাদের সমতুল্য করে দেব,

যারা (কুকুর ইত্যাদি করে) পৃথিবীতে বিগর্হ সৃষ্টি করে? না (শব্দাত্মক) আমি আবাহনীকরণকে পাপাচারীদের সমান করে দেব? (অর্থাৎ এরাগ হতে পারে না। সুতরাং কিমানত অবশ্যাবী, যাতে সৎকর্মীরা পুরুক্ষ এবং দুর্কর্মীরা শান্তি পাবে। এমনিভাবে তওহীদ ও পরাকাশের সাথে ইসলামে ইমান রাখাও অসম্ভব। কেননা,) এটা (অর্থাৎ কোরআন) এক কল্যাণগ্রহ কিতাব, যা আমি আপনার প্রতি অবজ্ঞার করেছি, যাতে মানুষ এর আবাতসমূহ অনুধাবন করে (অর্থাৎ এর অঙ্গীকৃতিতা ও অহংকারী বিবরণত অনুবাধন করে।) এবং বৃক্ষিমানগণ উপদেশ প্রাপ্ত করে (অর্থাৎ তদনুযায়ী আহম করে)।

আনুবাদিক ভাষ্য বিষয়

আবাতসমূহের সূজন ধারাবাহিকতা : আলোচ্য আবাতসমূহে ইসলামের মৌলিক বিশ্বাস, বিশেষত পরাকাশের বিশ্বাস সপ্রমাণ করা হয়েছে। এ আবাতগুলো হয়তু দাউদ ও সোলামীয়ান (আ)-এর ঘটনাবলীর মাঝখানে খুব সূজন ধারাবাহিকতা সহকারে উল্লিখিত হয়েছে। ইমাম রাবী বলেন : যদি কোন বাত্সি হস্তকারিতাবশত কোন বিষয় বোঝতে না চান, তবে তার সাথে বিভজনোচিত সহ্য এই যে, আলোচ্য বিষয়-বশ হেতু দিয়ে কোন অসংলগ্ন কথা শুন করতে হবে। এখন তার চিন্তাধারা প্রথম বিষয় থেকে সরে যাবে, তখন কথা প্রস্তুত তাকে প্রথম বিষয়টি থেবে নিষ্ঠে বাধ্য করতে হবে। এখনে পরাকাশ সপ্রমাণ করার জন্য ও পছাই অবজ্ঞান করা হয়েছে। হস্তকারিতা দাউদ (আ)-এর ঘটনার পূর্বে কাকিনাসের হস্তকারিতার আলোচনা চলছিল, যা

— وَقَالُوا رَبُّنَا مُصْلِيلُ لَنَا نَطْلًا قَبْلَ يَوْمِ الْقِسْمَةِ —

আবাতে এসে শেষ হয়েছিল। এর সারাংশ এসে শেষ হয়েছিল। এর পুরুষ হিসেবে এই যে, তারা পরাকাশ অঙ্গীকার করে এবং পরাকাশের প্রতি বিশ্বাস করে। এরই সাথে সাথে পরে বলা হয়েছে যে, **أَصْبَرُ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ وَأَذْكُرْ عِبْدِنَا نَاؤُونَ**

(তাদের কথাবার্তার সবর করুন এবং আমার বাস্তা দাউদকে স্মরণ করুন।), এভাবে একাতি নতুন বিষয় করে করে দেওয়া হয়েছে। কিন্তু দাউদ (আ)-এর ঘটনা এ কথা রাখে শেষ করা হয়েছে যে, হে দাউদ! আমি তোমাকে পৃথিবীতে প্রতিনিধি করেছি। সুতরাং তুমি মানুষের অধ্যে ইনসাফ সহকারে করসামান করবে। এখন আলোচ্য আবাত থেকে এক অননুভূত পছাড় পরাকাশ সপ্রমাণ করা হয়েছে। কারণ, যে সত্তা তার প্রতিনিধিকে পৃথিবীতে সুবিচার প্রতিষ্ঠা করার আদেশ দেয় এবং কুকুরীদেরকে শান্তি ও সৎকর্মীদেরকে শান্তি দিতে বলে, তে কি নিছে এই সৃষ্টিগতে সুবিচার ও ইনসাফ প্রতিষ্ঠিত করবে না? অবশ্যই সে তাদের সবাইকে এক জাতি দিয়ে হাঁকাবার পরিবর্তে পাপাচারী-দেরকে শান্তি দেবে এবং সৎকর্মপরাকারদেরকে পুরুষ্ট করবে। এটাই তার জ্ঞানী মানি এবং এটাই অগ্র সৃষ্টির সক্ষাৎ। এই কাকা বাস্তবাল্লভের জন্য কিমানত ও পরাকাশ অবশ্যাবী। যারা পরাকাশ অঙ্গীকার করে, তারা থেবে পরোক্তাবে এ সাবিহ করে যে,

এ অসৎ এমনি উদ্দেশ্যাবলীন ও অহঙ্কাৰ সৃষ্টি কৰা হয়েছে। এতে ভাইমুল সব মানুষ
জীবন-বাধাৰ কৰে থাবে এবং এৱমৰ তাদেৱ জিভাসাকাৰী কেউ থাকবে না। কিন্তু
আজাহ তা'আমাৰ প্রত্যাৰ থারা বিবাসী তাৰা একথা কিছুভেই যেনে নিষে থাবে না।

مَنْ نَجَّعَلُ لِذِلْلَةً أَمْنِيَاً - - - - - كَالْفَجَارِ— (আমি কি বিবাসী ও সৎকৰ্মী-
দেৱকে পৃথিবীতে ফ্যাশান সৃষ্টিকাৰীদেৱ সমান পৰা কৰে দেৱ, মা পৰাহিবজাবদেৱকে
পাপাচারীদেৱ সমান কৰে দেৱ?) অৰ্থাৎ এখন কখনও হতে পাৰে না। বৰং উভয় দেৱকে
পৰিষণতি হবে সম্পূৰ্ণ কিম কিম। এ থেকেই জানা পেল যে, পৰকালীন বিহানাবীজীৰ
কেৱল মুমিন ও কাফিৰেৰ অধে পাৰ্থক্য হবে। এ পৃথিবীতে হয়তো এমনটি সন্তুষ্পৰ
হৈ, কাফিৰৱা মুমিন অপেক্ষা বৃক্ষবিন্দি সুখ-গুণতি প্ৰাপ্ত হবে। এ থেকে একথাও বলা
যাব না যে, ইসলামী রাষ্ট্ৰ কাফিৰেৰ পার্থিব অধিকাৰ মুমিনেৰ সমান হতে পাৰে না,
বৰং কাফিৰকে মুসলিমানেৰ সমান আনবিক অধিকাৰ দেওয়া হেতো পাৰে। দেৱতে
ইসলামী রাষ্ট্ৰ বেসব অমুসলিম সংখ্যালভ্য সম্মুদাম চৃতিবৰ্জন হয়ে বসবাস কৰে, তাদেৱকে
বাবতীৰ মানবিক অধিকাৰ মুসলিমানদেৱ সমানই দেওয়া হবে।

**وَوَهْبَنَاللَّهُ أَوْدَ سَلَيْمَنْ نَعَمُ الْعَبْدُ دَائِنَةٌ أَوَابُ لِإِذْ عَرِضَ عَلَيْهِ
بِالْعَشِيقِ الْصَّرْفَتُ الْحَيَادُ تَهَالَ لِي أَحَبَّتُ حُبَّ الْخَيْرِ عَنْ ذِكْرِ رَبِّيِّ
حَتَّىٰ تَوَرَّتْ بِالْجَهَابِ تَرْدُدَهَا عَلَىٰ فَطَقَقَ مُسَمِّاً بِالسُّوقِ وَالْأَعْنَاقِ**

(৩০) আমি দাউদকে সোলামান মান কৰেছি। সে একজন উত্তম আল্লা।
সে হিজ অভাবন্তীজ। (৩১) বখন তাৰ সামনে জন্মাবেহ উৎকৃষ্ট-জন্মাবেহ দেশ
কৰা হল, (৩২) তখন সে বলে : আমি তো আমীৰ পৰওয়াৰ দিলারেৰ স্মৰণ বিস্মৃত
হোৱ সম্মেৰ অহৰতে মুৰ্দ হোৱ গড়েহি—এমনকি সুৰ্য কুৰে পেছে। (৩৩) এজোকে
আমীৰ কাহে কিলিয়ে আল। অতপৰ সে তাদেৱ পী ও পৰমদেশ হৈমন কৰতে তাৰ
কৰাব।

তাফসীরে সাই-সংজ্ঞণ

আৰ আমি সাউদ (আ)-কে পৃথ সুলামান (আ) মান কৰেছি। সে হিজ উত্তম
আল্লা, (আজাহৰ দেকে) ধূৰ প্ৰভাৱতৰ্নশৌজ ছিল। (কাজেই তাৰ সে কাহিনী
সমৰূপীজ), যখন (কোম এক) অপৰাহ্নে তাৰ সামনে উৎকৃষ্ট (জাতেৱ) অশৰাজি
(আ বিহাদেৱ উচ্ছেদ্য ঝোখা হল) উপহিত কৰা হল, (আৰ সেওজো পৰিসৰনে এত
বিজৰ হোৱ পেল যে, দিন পেৰ হোৱ এবং নামাৰ আভীজ কোন একটি নিষ্পত্তি

ইবাদত ব্যাহত হয়ে পেছ। তাঁর ভৌতি ও প্রতাসের কারণে কোন কর্মচারীও তাঁকে এ বিষয়ে অবহিত করতে সাহস পেজ না। অবশেষে যখন মিজেই টের সেবেন,) তখন তিনি বলেন : আমি আমার পরগুরুপিশারের সমর্থ (অর্ধাং নামাব) বিল্কুল হয়ে ছাই কালদের অবস্থাতে যাই হয়ে পড়েছি, এখনকি সুর্য আঢ়ানে (অর্ধাং অভাচ্ছে) অন্তিম হয়ে পেছে। (অন্তপর কর্মচারীদেরকে আদেশ দিলেন :) অস্তরাজিকে আবার আমার সামনে আন। (আদেশ মত আনা হলে) তিনি (তুরবাজি বারা) সেওয়ের-পা ও পজদেশ হেসন করতে উৎসুক হয়েন। (অর্ধাং অবেদ্ধ করে দেশেন।)

আমুসাইক-কাত্য বিষয়

আমোটা আরাতসমূহে হয়রত সুলায়মান (আ)-এর একটি অটলা উরেখ করা হয়েছে। এ অটলার প্রসিদ্ধ বিবরণ তাই, যা উপরে তফসীরের সার-সংজ্ঞেপে অর্থিত হয়েছে। এর সারথর্ম এই যে, হয়রত সুলায়মান (আ) অস্তরাজি পরিদর্শনে এখনভাবে যাই হয়ে পড়েন যে, নামাব পড়ার নিয়মিত সময় আসর অভিবাহিত হয়ে আছে। গরে অধিব কিরে পেরে তিনি সমস্ত আর অবেদ্ধ করে দেন। কেবল, এগুলোর কারণেই আরাত্তুর সমর্থ বিগ্রিত হয়েছিল।

এ নামাব নকল হয়েও কোন আপত্তির কারণ নেই। কেবল, পরগুরুপে এত-টুকু কাত্তি পূরণ করার চেষ্টা করে থাকেন। পজদাতরে তা কর্তব্য নামাব হজে কুলে যাওয়ার কারণে তা কাবা হতে পারে এতে কোন গোনাহ হয় না। কিন্তু সুলায়মান (আ) কীর উত্ত মর্যাদার পরিপ্রেক্ষিতে এরও প্রতিকার করেছেন।

এ তফসীরাটি কয়েকজন তফসীরবিদ থেকে বিলিত হয়েছে। হাফেজ ইবনে-কাসীরের নাম অনুসঙ্গানী আলিমও এই তফসীরকে অপ্রাধিকার দিয়েছেন। আরামা সুন্নতী বিলিত রম্জুলে করীয় (সা)-এর এক উকি থেকেও এই তফসীরের সমর্থন পাওয়া আছে। উকিটি নিচ্ছন্নপ :

مَنْ أَبِي بْنِ كَعْبٍ مِنَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي قَوْلَةِ نَطْفَقِ مَسْعَاهَا
بِالْبَحْرِ وَالْأَنْهَارِ قَالَ قَطْعَ سُونَّتِهَا وَأَعْنَى تَهَا بِالسَّيْفِ -

আলায়া সুন্নতীর মতে এ হাদীসের সমস্ত বির্তরযোগ্য। আলায়া হসানুয়া (র) মজাহাউয় সাওয়ারেদ থেছে এ হাদীস উকৃত করে দেখেন।

“তিবরানী এ হাদীসটি আওসাতে বর্ণনা করেছেন। এতে একজন বর্ণনাকারী সাইদ ইবনে বশীর-বরেহেন বাকে দো'বা প্রযুক্ত নির্জরযোগ্য বলেছেন এবং ইবনে মুইন প্রযুক্ত দুর্বল বলেছেন। অবিলিষ্ট সকল বর্ণনাকারী নির্জরযোগ্য।”

এ হাদীসের কারণে বিলিত তফসীরটি খুব যত্নবৃত্ত। কিন্তু এতে সদেহ হয় যে, অস্তরাজি আরাত্ প্রস্তু একটি পূরকর ছিল। নিজের সম্মানকে একাবে বিনষ্ট করা একজন পরমপরার পক্ষে শোভা প্রদান। কিন্তু তফসীরবিদগণ এর আওয়াবে বলেন

যে, এ অঞ্চলাজি সুজারামান (আ)-এর ব্যক্তিগত মালিকানাধীন ছিল। তার শরীরতে গুরু, ছাগল ও উটের ন্যায় অহ কোরুবানী করাও বৈধ ছিল।^১ তাই তিনি অবরাজি বিনলট করেননি, বরং আজাহ্‌র নামে কোরুবানী করেছেন। গুরু, ছাগল ও উট কোরুবানী করে যেমন তা বিনলট করা হয় না, অঞ্চলাজির বেগাখণ্ড তাই হয়েছে। (রহল মা'আলী)।

কিন্তু আজোচ আজাহতসমূহের আবাবড় একটি তফসীর ইবনে আব্দুল্লাহ ইবনে আব্দুস (রা) থেকে বর্ণিত আছে। তাতে ঘটনাটি সম্পূর্ণ তিনি পথে বর্ণনা করা হয়েছে। এই তফসীরের সামর্থ এই যে, হয়রত সোজারামান (আ)-এর সামনে জিহাদের অন্য তৈরি অঞ্চলাজি পরিদর্শনের নিমিত্তে পেছ করা হলে সেওভো দেখে তিনি পুরু আমলিত হন। সাথে সাথে তিনি বলেন: এই অঞ্চলাজির প্রতি আমার যে মহস্ত ও মনের ঠাম, তা আধিক যদ্যব্যতের কারণে মরা, বরং আমার পালনকর্তার সমরণের কারণেই। কারণ এগুলো জিহাদের উদ্দেশ্যে তৈরি করা হয়েছে। জিহাদ একটি উচ্চস্তরের ইবাদত। ইতিমধ্যে অঞ্চলাজির দল তাঁর দৃষ্টিতে থেকে উঠাও হয়ে দেখ। তিনি আসলে দিলেন: এগুলোকে আবাব আমার সামনে উপরিত্ব কর। সেমতে পুনরাবৃ উপরিত্ব করা হলে তিনি অঞ্চলাজির গলদেশে ও পাসে আসর করে হাত বুলাজেন।

এই তফসীর অনুবাদী ^{نَكْرِ رَبِّيْ} নক্রি রবী বাক্য দ্রুত কারণার্থে বাবহাত হয়েছে এবং

তোরত—এর সর্বনাম ঘারা অঞ্চলাজির বোঝানো হয়েছে। এখানে তোরত—এর অর্থ কর্তন করা নয়। বরং আদর করে হাত বুলানো।

প্রাচীন তফসীরবিদগণের মধ্যে হাফেজ ইবনে-অবীর, তাবারী, ইবাম রাবী প্রযুক্ত এ তফসীরকেই অদ্বাদিকার দিয়েছেন। কেননা, এই তফসীর অনুবাদী অল্পসম মন্ত করার সম্ভব হয় না।

কোরআন পাকের ডাবাদুল্টে উভয় তফসীরের অবকাশ আছে। কিন্তু প্রথম তফসীরের পক্ষে একটি ছাদীস ধাকায় তার পাত্র বৃক্ষ পরাহে।

সুর্ব ক্রিয়ের আনার কাহিনী: কেউ কেউ প্রথম তফসীর অবলম্বন করে আবাব বলেছেন যে, আসরের মামায কাহা হয়ে মাওয়ার পর সোজারামান (আ) আজাহ্ তা'আলার কাছে অধ্যো ক্রেতেপাগণের কাছে সুর্বকে পুনরাবৃ ক্রিয়ের আনার নিবেদন জানান। সেমতে সুর্বকে ক্রিয়ের আনা হলে তিনি নিরামিত ইবাদত পূর্ণ করেন। এরপর পুনরাবৃ সুর্ব অস্তমিত হয়। তাসের মতে ^{دُو} দু বাকের সর্বনাম ঘারা সুর্ব বোঝানো হয়েছে।

কিন্তু আজাহা আলুসী প্রযুক্ত অনুসরানী তফসীরবিদগণ এই কাহিনী অঙ্গ করে বলেছেন: ^{دُو} দু বাকের সর্বনাম ঘারা অঞ্চলাজির বোঝানো হয়েছে—সর্ব নয়।

এর কারণ এটা নয় যে, সুর্যকে পুনরায় কিরিয়ে আনার ক্ষমতা আছাই তা'জার নাই, বরং কারণ এই যে, এ কাহিনী কোরআন ও হাদীসের কোন সঙ্গীল ধারা প্রামাণ্য নয়।—(রহম মাজানী)

আজাহৰ স্বরাপে শৈধিলা হজে নিজের উপর শান্তি নির্ধারণ করা ধর্মীয় পর্যামান-বোধের সাথি ; সর্বাবস্থায় এ আবাস্ত থেকে প্রাপ্তি হয়, কোন সময় আজাহৰ স্বরাপে শৈধিলা হয়ে গেলে নিজেকে শান্তি দেওয়ার জন্য কোন মুবাহ (অনুমোদিত) কাজ থেকে বিক্রিত করে দেওয়া আরেব। 'সুকী বৃষ্টগপের পরিভাষার একে 'গায়রত' বলা হয়।—(ব্যানুজ কোরআন)

কোন সৎকাজের অভ্যাস গড়ে তোলার জন্য নিজের উপর এধরনের শান্তি নির্ধারণ করা আবশ্যিক একটি ব্যবস্থা। এ ঘটনা থেকে এর বৈধতা বরং পছন্দনীয়তা জানা যায়। ইহুরে আকরায় (সা) থেকে বলিত আছে যে, একবার আবু জুহায় (রা) তাঁকে একটি শামী চাদর উপহার দেন। চাদরটি ছিল কারুকার্যবিচিত্র। তিনি চাদর পরিধান করে নামায় পড়লেন এবং কিরে এসে হয়রত আরেবাকে বললেন, চাদরটি আবু জুহায়ের কাছে কেবল পাঠিতে সাও। কেননা নামায়ে আমার দৃষ্টি এর কারুকার্যের উপর পড়ে গিয়েছিল এবং আমার মনোনিবেশে বিপর্যয় সৃষ্টি হওয়ার উপকৰণ হয়েছিল।—(আহকামুজ কোরআন)

এয়নিষাবে হয়রত আবু তালহা (রা) একবার তাঁর বাগানে নামাবরাত অবস্থার একটি পার্শ্বকে দেখার মশুল হয়ে যান। ফলে নামায়ের নিবিষ্টতা নষ্ট হয়ে যায়। পরে তিনি বাগানটি সদকা করে দেন।

কিন্তু স্মরণ গ্রাহ্য দরকার যে, এই উদ্দেশ্যের জন্য বৈধ শান্তি নির্ধারণ করা উচিত। কারণ, অহেতুক কোন সম্পদ বিনষ্ট করা আবেদ নয়। সুতরাং সম্পদ বিনষ্ট হয়, এরপ কোন কাজ করা বৈধ নয়। সুকীগপের অধ্যে হয়রত শিবলী (র) একবার এ ধরনের শান্তি হিসাবে তাঁর বজ আলিয়ে দিয়েছিলেন, কিন্তু শান্তি আবদুজ ওয়াহ্হাব প্রেরানী (র)-র মত অনুসরানী সুকী বৃষ্টগণ তাঁর এই কর্মকে সাতিক বলে আখ্যা দেন নি।—(রহম মাজানী)

ব্যক্তিগতভাবে গ্রাজোর কাজকর্ম দেখাশোনা করা শাসমকর্তার উচিত ; এ ঘটনা থেকে আরও জানা যাব যে, রাষ্ট্রের দাতিফুলীজ উচ্চপদস্থ কর্মকর্তার অধীনস্থ বিভাগ-সম্মহের কাজকর্ম বরং দেখাশোনা করা উচিত, কাজকর্ম অধীনস্থদের উপর জেডে নিশ্চিত হ্যসে থাকা উচিত নয়। এ কারণেই হয়রত সোলামুল্লাহ (আ) অধীনস্থদের প্রাতুর্য সজ্জে অবং অবস্থাজি পরিদর্শন করেন। খলিফা হয়রত উমর (রা)-এর কর্ম থেকেও তাই প্রাপ্তি আছে।

এক ইবাদতের সময় অন্য ইবাদতে অশ্বল থাকা কূল ; এ ঘটনা থেকে আরও প্রাপ্তি হয় যে, এক ইবাদতের নিমিষটি সহয় অন্য ইবাদতে থাকা অনুচিত। বলা যাবল্য, জিহাদের অংশ পরিদর্শন করা একটি বৃহত্তম ইবাদত, কিন্তু সময়টি ছিল এ

ইবাদতের পরিবর্তে নামাবের জন্য মিদিল্ট। তাই হৃষির সোলারমান (আ) একে ঝুল শণ করে তার প্রতিকার করেছেন। এ কারণেই আবাদের ক্রিকাহ্বিদগ্ধপ জিধেন : ঝুম'আর আবাদের পর যেমন ক্রমবিক্রয়ে মশওল থাকা আবের নয়, তেমনি ঝুম'আর নামাবের প্রতিক ছাড়া অন্য কোন কাজে মশওল হওয়াও বৈধ নয়, যদিও তা তিমা-ওয়াতে-কোরআন অথবা নকজ পড়ার ইবাদত হয়।

وَلَقَدْ فَتَنَّا سُلَيْمَانَ وَالْقِبْلَةَ عَلَىٰ كُرْسِيِّهِ جَسَدًا ثُمَّ أَنْجَبَ

(৩৪). আবি সোলারমানকে পরীক্ষা করলাম এবং রেখে দিলাম তার সিংহাসনের উপর একটি নিষ্পাখ দেহ। অতপর সে কল্প হল।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

আবি সোলারমান (আ)-কে (অন্য এক উপারেও) পরীক্ষা করলাম এবং তার সিংহাসনের উপর রেখে দিলাম একটি নিষ্পাখ দেহ। অতপর তিনি (আলাহ্র দিকে) কল্প হজেন।

আনুমতিক কাচার বিষয়

আলোচ্য আয়াতে আলাহ্ তা'আজা হৃষির সোলারমান (আ)-এর আরও একটি পরীক্ষা সম্পর্কে আলোচনা করেছেন। একেবল এতটুকু বলা হয়েছে যে, এই পরীক্ষার সময় একটি নিষ্পাখ দেহ সোলারমান (আ)-এর সিংহাসনে রেখে দেওয়া হয়েছিল। এখন সে নিষ্পাখ দেহটি কি ছিল, একে সিংহাসনে রাখার অর্থ কি এবং এর আধ্যাত্মিক পরীক্ষা কিভাবে হল, এসব বিবরণ কোরআন পাক যে বিবরণ মেই এবং কোন সহীহ হাদীস দ্বারাও প্রমাণিত নেই। তাই হাকেব ইবনে কাসীরের সে মনোভাব এখানেও তাই দেখা যাবে যে, কোরআন পাক যে বিবরণকে অস্পষ্ট রেখে দিয়েছে, তার বিশেষ বিবরণ দেওয়ার কোন প্রয়োজন নেই। কেবল এ বিবরণের উপর ইমান রাখা, উচিত যে, আলাহ্ তা'আজা সোলারমান (আ)-কে কোন কাবে পরীক্ষা করেছিলেন, যার ক্ষেত্রে তিনি আলাহ্র দিকে আরও বেশি ঝুক হয়েছিলেন। এতেই কোরআন পাকের আসল উচ্চ অঙ্গত হয়ে আস।

তবে কোন কোন তফসীরবিদ এ পরীক্ষার বিবরণ থেকে করারও প্রয়োগ পেয়েছেন। তাঁরা এ ক্ষেত্রে একাধিক সংজ্ঞাবনার কথা উল্লেখ করেছেন। তন্মধ্যে কোন কোনটি নির্ভৰজাল ইসরাইলী রেওয়ারেত থেকে গৃহীত। উদাহরণত হৃষির সোলারমান (আ)-এর রাজহের রহস্য তাঁর আংটির মধ্যে নিহিত ছিল। একদিম এক শরতান এই আংটি কর্মাবত করে নেয় এবং এর কারণে সে সোলারমান (আ)-এর সিংহাসনে তাঁরই আংটি থারণ করে বাদশাহ রাগে জেকে থাসে। চারিশ দিন পর সোলারমান (আ) সে আংটি

একটি আহের পেট থেকে উদ্ভার করেন এবং পুনরায় সিংহাসন গাত অবস্থার সমর্থ হন। এই রেওয়ায়েতটি আরও কতিপয় কাহিনীসহ কয়েকটি তৎক্ষণাত্মকভাবে উল্লিখিত হয়েছে। কিন্তু হাতের ইবনে কাসীর ও ধরনের সমস্ত রেওয়ায়েতই ইসরাইলীয় করার পর তিনের :

“আহমে-কিতাবের একটি দল হস্তরত সোলায়মান (আ)-কে পরমপূজা বলেই ঘৰেন না। বাহ্যিক এসব যিথ্যা কাহিনী তাদেরই অসম্ভৱিত।” সুতরাং এ ধরনের রেওয়ায়েতকে আলোচ্য আভাসের তৎক্ষণাত্মক বলা কিন্তু তাই আবেষ নয়।

হস্তরত সোলায়মান (আ)-এর আরও একটি ঘটনা সহীহ বৃথাবী ইত্যাদি কিতাবে বর্ণিত আছে। আলোচ্য আভাসের সাথে এ ঘটনার কিছু সামগ্ৰ্য দেখে বৈড়কেউ একে আলোচ্য আভাসের তৎক্ষণাত্মক বলে সাব্যস্ত করেছেন। ঘটনার সারার্থ হলৈ : একবার হস্তরত সোলায়মান (আ) ঝৌঁ মনোভাব ব্যক্ত করলেন যে, এ রাতিতে আমি সকল বিদ্বির সমে সহবাস করব এবং তাদের প্রত্যেকের পর্তি থেকে এক একটি গৃহ সহান অস্থায়োগ্য করবে। তারা আভাসের পথে জিহাদ করবে। কিন্তু এ মনোভাব ব্যক্ত করার সময় তিনি ‘ইন্দোআভাস’ বলতে ভুলে পেলেন। একজন যাহানান পরমপূজৰের এ শুনি আভাস তাঁর আলোচ্য পছন্দ করলেন না এবং তিনি তার দাবি ভ্রাত প্রতিপাদ করে দিলেন। ফলে সকল বিদ্বির মধ্যে মাত্র একজনের পর্তি থেকে একটি গৃহ সহ পাঞ্চবিহীন সভান ভূমিষ্ঠ হয়।

কোন কোন তৎক্ষণাত্মক এ ঘটনার ভিত্তিতে বলেন : সিংহাসনে নিষ্পুণ দেহ মাথার অর্থ এই যে, সোলায়মান (আ)-এর জনেক ঢাকক এ মৃত সীতানকে এনে তাঁর সিংহাসনে রেখে দেয়। এতে সোলায়মান (আ) বুবে দেন যে, এটা তাঁর ইন্দোআভাস নী বলার ফল। সেমত্তে তিনি আভাসের দিকে ঝুঁক হলেন এবং কয়া প্রার্থনা করলেন।

কাহী আবুস সাউদ, আলোচ্য আলুজী ইয়াবের একটি কতিপয় বিভুত তৎক্ষণাত্মিতি এ তৎক্ষণাত্মক অবলম্বন করেছেন। হাকীমুল উল্লিখ হস্তরত ধানভী (আ) বয়ানুল বোরবানেও তদনুসৰণ তৎক্ষণাত্মক করেছেন। কিন্তু গ্রন্থসংকেত এ ঘটনাকেও আভাসের অবলম্বন তৎক্ষণাত্মক বলে আবাস না। কারণ, এ ঘটনার সবগুলো রেওয়ায়েতের মধ্যে কোথাও একেপ নিসর্পন পাওয়া আৰ না যে, ইসলামুজাহ (সা) ঘটনাটি আলোচ্য আভাসের তৎক্ষণাত্মক করেছেন। ইয়াম বৃথাবীর হাদীসটি কিতাবুল জিহাদ, কিতাবুল আমিয়া, কিতাবুল আইমান প্রভৃতি অধ্যায়ে একাধিক তরীকত উল্লেখ করেছেন, কিন্তু কিতাবুল তৎক্ষণাত্মক সুরা হোমাদের তৎক্ষণাত্মক সংস্করণে কোথাও এর উল্লেখ নেই। বরং

আভাসের অধীনে অন্য একটি রেওয়ায়েত উল্লিখ করেছেন। অথচ এই হাদীসের কোন ব্রহ্মাত পর্যবেক্ষণ দেখননি। এ থেকে বোধ্য আৰ যে, ইয়াম বৃথাবীর অভেও হাদীসটি আলোচ্য আভাসের তৎক্ষণাত্মক নহ। বরং ইসলামুজাহ (সা) অবান পরমপূজৰ দ্বেষেন অবান্ত আবির্ত্ত

অনেক ঘটনা বর্ণনা করেছেন, তেমনিভাবে এটাও একটা বিশিষ্ট ঘটনা। এটা কোন আরাহতের প্রক্রিয়া হওয়া জরুরী নহ।

তৃতীয় এক তৎসৌর ইমাম রাখী প্রমুখ বর্ণনা করেছেন। তা এই যে, সোলাই-মান (আ) একবার শুরুতর অসুস্থ হয়ে পড়েন। কলে এত দুর্বল হয়ে পড়েন যে, হৃষি ঝাঁকে সিংহাসনে বসান্তে হত, তখন মনে হত কেন একটি নিষ্পাল দেহ সিংহাসনে রেখে দেওয়া যায়। এরপর আরাহত তাঁরা তাঁকে সুস্থ দান করেন। তখন তিনি আরাহতের দিকে রঞ্জ হয়ে উকরিয়া আদায় করেন এবং কয়া প্রার্থনা করেন। এছাড়া তিনি তবিয়াতের জন্য নজিরবিহীন রাজস্বের জন্মও দোষা করেন।

বিচ্ছেদ তৎসৌরও অনুযানতিতিক। কোরআন পাকের ভাষার সাথে এর তেমন পিল নেই এবং কোন রেওয়ার্ডেও এর প্রমাণ পাওয়া যায় না।

বাস্তব সত্য এই যে, আগোত্য আরাহতে বেঁটনার দিকে ইলিত করা হয়েছে, তার নিশ্চিত বিবরণ আনার কোন উপায় আয়াদের কাছে নেই। আয়া এ অন্য আদিল্লতও নই। সত্তরাঁ এতটুকু ইমান রাখাই মথেষ্ট যে, আরাহত তাঁরা সোলাইমান (আ)-কে কোন পরীক্ষা করেছিলেন, যার কলে তিনি আরাহত দিকে অধিকতর রঞ্জ হয়েছেন।

জনাবআল পাকে এই ঘটনা ঈর্ষণ করার আসল উদ্দেশ্য মানুষকে দাওয়াত দেওয়া যে, তারা কোন বিপদাগদ অথবা পরীক্ষার পতিত হলে তাদের পক্ষেও সোলাইমান (আ)-এর মত আরাহত দিকে পূর্বপেক্ষ অধিক রঞ্জ হওয়া উচিত। বলত সোলাইমান (আ)-এর পরীক্ষার বিষয়টির বিবরণ আরাহত তাঁরা উপর সহর্ষণ করাই বাস্তুবীয়।

قَالَ رَبِّيْ أَغْفِلْنِيْ وَهَبْ لِيْ مُلْكًا لَا يَنْكُو الْأَحْمَالَ فَرَدِعْتُ اذْنَكَ أَنْتَ الْوَهَابُ
 فَسَخَرْتُ لَهُ الرَّبِيعَ تَبَرِّقَ بِأَيْمَمِ رُخَادِ تَجْهِيْثِ أَهْمَابَ وَالشَّرِطِينَ كُلَّ جَهَادٍ
 وَغَوَّاصَ وَآخِرِينَ مُغَرَّنِينَ فِي الْأَصْفَادِ هَذَا عَطَاؤُنَا فَانْسَنْ
 أَوْ أَمْسِكْ بِغَيْرِ حِسَابٍ وَلَأَنَّ رَبَّهُ عِنْدَنَا لِزْلَفِيْ وَحَسَنَ مَابِ

(৩৫) সোলাইমান বলে : এই আরাহত পাকের ভাষা করেন এবং আরাহতে এমন সাজাজ দান করুন যা আয়ার পরে আর কেউ পেতে পারবে না। নিশ্চিত আপনি অহাদাত। (৩৬) তখন আয়ি বাতাসকে তার অনুগত করে দিলাম, যা তার হৃষিয়ে আবাধে প্রবাহিত হত দেখানে সে পৌছাতে চাইত। (৩৭) আর সকল শরতানকে তার অধীন করে দিলাম আবাঁ আরা ছিল প্রাসাদ মিমালকানী ও চুবুলী (৩৮) এবং অন্য আরও অনেককে অধীন করে দিলাম, আরা আবাঁ থাকত শুঁখে। (৩৯)

এগলো আমার অনুগ্রহ, অতএব এগলো কাটকে দাও অথবা মিজে রেখে দাও—এর কোন হিসাব দিতে হবে না। (৪০) মিশ্চর তার অন্য আমার কাছে রয়েছে অর্ধাদা ও উভ পরিষ্ঠি।

তৎসীরের সার-সংক্ষেপ

[হস্তরত সোমারমান (আ) আরাহ্ত কাছে] দোষা করলেন, হে আমার পালন-কর্তা, আমার (বিগত) ঝুটি কয়া করুন এবং (ভবিষ্যতের অন্য) আমাকে ক্রমন সাঙ্গাজ্য দান করুন, যা আমাকে ছাড়া (আমার আমলে) কেউ পেতে পারবে না (কোন অনুশ্য সাজসরঞ্জাম দান করুন, অথবা আমার সমসীমত্বিক রাজন্যবর্গকে এমনিতেই পরাভূত করে দিন, যাতে কেউ আমার মুকাবিলা করতে সমর্থ না হয়)। আগনি মহাদাতা (এ দোষা করুন করা আপনার জন্য কঠিন নয়)। তখন (আমি তার দোষা করুন করুন এবং তার ঝুটি কয়া করে দিলাম। এছাড়া) আমি বাতাসকে তার অনুগত করে দিলাম, যা তার হৃদয়ে অবাধে প্রবাহিত হত যেখানে সে যেতে চাইত (করে অব্রহামিয় প্রমোজন থাকেনি)। জিনদেরকেও তার অধীন করে দিলাম অর্থাৎ প্রাসাদ নির্মাণকারীদেরকে এবং (মণিশুক্঳ আহরণের জন্য) ডুবুরীদেরকে এবং অন্য আরও অনেক জিনকে যারা শৃঙ্খলে আবক্ষ থাকত। (সম্ভবত অগিত দায়িত্ব পালন না করা অথবা তাতে ঝুটি করার কারণে তাদেরকে শাস্তিরাপ শৃঙ্খলিত করা হত)। এসব সাজসরঞ্জাম দান করে আমি বললামঃ) এগলো আমার দান। অতএব এগলো কাটকে দাও অথবা না দাও, এজন্য তোমাকে হিসাব দিতে হবে না। (অর্ধাত্ আমি তোমাকে যেসব সাজসরঞ্জাম দিলাম, এতে অন্যান্য রাজা-বাদশাহুর নাম্বু তোমাকে কেবল কোষাধকে ও ব্যবস্থাগকই নিয়ন্ত করিমি, বরং তোমাকে মালিকও করে দিলাম। দুনিয়াতে প্রদত্ত এসব সাজসরঞ্জাম ছাড়াও) তাঁর জন্য আমার কাছে রয়েছে (বিশেষ) নেকট্য ও (উচ্চ পর্যায়ের) উভ পরিষ্ঠি (যার ফলাফল পূর্ণরূপে পরকাশ পাবে)।

আনুষঙ্গিক জাতব্য বিষয়

لِمَلْكًا لَا يَنْبَغِي لَا كَدْ مِنْ بَعْدِي—(আমাকে এমন সাঙ্গাজ্য দিয়ে

যা আমার পরে কেউ পেতে পারবে না।) কেউ কেউ এ দোষার অর্থ বর্ণনা করেছেন যে, আমার অন্যজনে আমার যত বিশাল সাঙ্গাজ্যের অধিকারী অন্য কেউ যেন না হয়। ত'দের যতে 'আমার পরে' শব্দটির অর্থ 'আমাকে ছাড়া'। হস্তরত ধানভোও এবং অনুবাদই করেছেন। কিন্তু অধিকাংশ তৎসীরবিদের যতে এ দোষার অর্থ এই যে, আমার পরেও কেউ যেন এরাপ সাঙ্গাজ্যের অধিকারী না হয়। সুতরাং 'বাস্তুবুও' তাই দেখা যাবে। হস্তরত সুজারমান (আ)-কে যেরূপ সাঙ্গাজ্য দান করা হয়েছিল, তেমন রাজস্বের অধিকারী পরবর্তীকালেও কেউ হতে পারেনি। কেমন বাতাস অধীনস্থ হওয়া, জিন জাতির বশীভূত হওয়া এগলো পরবর্তীকালে কেউ জাত করতে পারেনি।

কেউ কেউ বিভিন্ন আভাজ ও সাধনার যাথায়ে কোন কোন জিনকে বশীভৃত করে নেয়। এটা জ্ঞান পরিপন্থী নয়। কেবল হৃষিরত সোলায়মান (আ)-এর জিন বশীভৃত করার সাথে এর কোন তুলনাই হয় না। আমর বিশেষজ্ঞ দু'একজন অথবা করেকজন জিনকে বশীভৃত করে নেয়, কিন্তু সোলায়মান (আ) জিনদের উপর বেরাপ সর্বব্যাপী রাজস কারোম করেছিলেন, তবু প কেউ কারোম করতে পারেন।

রাজক ও শাসন কর্তা জাতের দোষাৎ এখানে স্মরণ রাখা দরকার যে, পরগবর-গথের কোন দোষা আরাহু তা'আলার অনুমতি ব্যতিরেকে হয় না। হৃষিরত সোলায়মান (আ) এ দোষাটিও আরাহুর অনুমতিভূমিতেই করেছিলেন। কুমতা জাতই এর উদ্দেশ্য ছিল না, বরং এর পেছনে আরাহু তা'আলার বিধানাবলী প্রয়োগ করা ও সতাকে সমুজ্জত করার অনুপ্রেরণাই কার্যকর ছিল। আরাহু তা'আলা জানতেন যে, রাজক জাতের পর সোলায়মান (আ) এসব মহৎ উদ্দেশ্য বাস্তবায়নের জন্যই কাজ করবেন এবং প্রতিপত্তি জাতের বাসনা তাঁর অতরে ছান পাবে না। তাই তাঁকে একাপ দোষার অনুমতি দেওয়া হয়। এবং তা'কর্মণ্ড করা হয়। কিন্তু সাধারণ মানুষের জন্য নিজের পক্ষ থেকে শাসনকর্তা শ্রাবণী করা হাস্তিসে নিষেধ করা হয়েছে। কারণ, এতে প্রকাব-প্রতিপত্তি ও ধর্মসম্পদ জাতের কামনা-বাসনা শামিজ হচ্ছে যাব। সেমতে কেউ মাদি একাপ বাসনা থেকে মুক্ত থাকবে, বলে দৃঢ় বিশ্বাসী হয় এবং সত্যকে সমুজ্জত করা ছাড়া অন্য কোন উদ্দেশ্যে কুমতা জাত করার প্রয়ালী না হয়, তবে তাঁর জন্য রাজক জাতের দোষা করা বৈধ।—(জাহান মা'আনী)

مَقْرِنُنَانِ فِي الْأَصْفَادِ—(শুঁখাগিত অবহার)— জিন জাতিকে বশীকরণ এবং

তারা থে থে কাজ করত, তার বিবরণ সুরা সাবান বিলিত হয়েছে। এখানে বলা হয়েছে যে, অবাধ জিনদেরকে সোলায়মান (আ) শিকলে আবজ করে রেখেছিলেন। এখন এটা জন্মের নয় যে, এগুলো পুষ্টিশাহী জোহার শিকলাই হবে। বরং জিনদেরকে আবজ করার জন্য অন্য কোন গহ্বাও অবজাহন করা সত্য, যা সহজে বোঝাবার জন্য এখানে শিকল বলে ব্যক্ত করা হয়েছে।

وَإِذْ كُرْعَبَ نَاسِيْبَ مَرْدَنَادِيْرَبَةَ أَتَيْ مَسْتَقِيْ الشَّيْطَنُ بِعَصِيبَ وَعَلَابَ
أَزْكُضْ بِرْجِيلَكَ هَذَا مَعْتَشَلَ بَارَدَ وَشَرَابَ ④ وَهَبْنَالَهَ أَفْلَهَ
وَمَلَلَهُمْ قَعْمَ رَحْمَهُ قَنَادَ ذَكَرَ لَأَوْلَى الْأَلْبَابِ ⑤ وَخَذْبِيلَكَ ضِنْفَنَكَا
فَاضْرِبْ بِهِ وَلَا تَحْدَثْ مِنْأَوْجَدَنَهُ صَمَارِرَادَ نَعْمَ الصَّبَدُ دِلَانَهَ

أَقَابُ ⑥

(৪১) স্মরণ করলে আমার বাল্লা আইটুবের কথা, যখন সে তার পাইনকর্তাকে আহবান করে বলে : শরতান আমাকে বাল্লা ও কল্পে পৌছিয়েছে। (৪২) তুমি তোমার গা দিয়ে তুমিতে আবাত কর। বরমা মিষ্টি হল পোসজ করার জন্য পুরীতল ও পান করার জল। (৪৩) আমি তাকে সিজাম তার পরিষ্কৃতবর্গ ও তাদের অত আরও অনেক আমার গজ থেকে রহমতবর্গ এবং বুজিমানদের জন্য উপদেশবর্গ। (৪৪) তুমি তোমার হাতে এক মুঠো হৃৎ-শলা নাও, তা আরো মুরুভাত অন্ত অবহেলার জন্য করো না। আমি তাকে পেলাম সবরকারী। তয়ৎকাম বাল্লা সে। মিষ্টি সে ছিল প্রতিবর্তনশীল।

তত্ত্বসীমার সার-সংক্ষেপ

আগনি আমার বাল্লা আইব্যুব (আ)-কে স্মরণ করলে, যখন সে তার পাইন-কর্তাকে আহবান করে বলে : শরতান আমাকে বাল্লা ও কল্পে কেনেছে। [এই বাল্লা ও কল্পে কি ছিল, এ সম্পর্কে ইয়াব আহমদ হস্তান ইবনে আব্দুস (ব্রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, হস্তান আইব্যুব (আ)-এর অসুস্থতার সময় শরতান চিকিৎসকের বেলে আইটুব (আ)-এর পর্যায় সাথে সাজাই করেছিল। তিনি তাকে চিকিৎসাক অনে করে চিকিৎসা করতে অনুরোধ করেছেন। সে বলে : এই শর্তে চিকিৎসা করতু গারি সে, আরোগ্য লাভ করলে এ কথা বলতে হবে : “তুমি তাকে আরোগ্য দান করেছো!”] তৈ অঙ্গ ছাড়া আমি অন্য বিজ্ঞ নজরালী ঢাই না। গচ্ছী আইব্যুব (আ)-কে বুল্লা জানলে তিনি বলেছেন, হারারে তোমার সরলতা, সে তো শরতান ছিল। আমি প্রতিজ্ঞা করছি, হনি আজাহ তাঁরাগা আমাকে আরোগ্য দান করেন, তবে তোমাকে ‘একশ’ দেবোবাত করব। এ ঘটনা থেকে আইব্যুব (আ) ভীষণ কষ্ট পেলেন। তাঁর অসুস্থতার সুযোগে শরতানের গ্রন্থ দুঃসাহস হয়েছে যে, বিশেষ করে তাঁর গচ্ছীর মুখ দিয়ে ঝুঁয়ন বাল্ল উচ্চারণ করতে চেয়েছে, যা বাহ্যত শিরকের কারণ। হস্তান আইব্যুব (আ) রোগ দূরীকরণের জন্য পূর্বেও দোষা করেছিলেন, কিন্তু এ ঘটনার পর তিনি আরও বেলি কাবুলিভিন্নতি সহকারে দোষা করলেন। সুতরাং আমি তার দেশে কবুল করেনাম-এবং আদেশ দিলাম:] তুমি তোমার গা দিয়ে তুমিতে আমাত কর। (বৃক্ষ-আবাত করার পর) সেখানে একটি বারনা সৃষ্টি হয়ে গেল। (অতপর আমি তাকে বললাম :) প্রত্যঙ্গ (তোমার জন্য) পোসেরে ও পান করার পীড়ু পানি। (অর্থাৎ এ থেকে পোসল কর এবং পান কর। পোসজ ও পান করার পর সে সম্পূর্ণ সুস্থ হয়ে গেল) আমি তাকে দান করলাম তাঁর পরিবারবর্গ এবং তাদের যত্ন (প্রেমায়) আরও অনেক (দিলাম) আমার বিশেষ রহস্যতের কারণে এবং বুজিমানদের জন্য স্মরণীয় হয়ে থাকার কারণে। [অর্থাৎ বুজিমানদ্বা স্মরণ রাখবে যে, আজাহ তাঁরাগা সবরকারীদেরকে কিন্তু প্রতিদান দেন। অতপর আইব্যুব (আ) প্রতিজ্ঞা পূর্ণ করার ইচ্ছা করেছেন। যেহেতু তাঁর গচ্ছী অসুস্থ অবস্থার তাঁর অসাধারণ সেবা-ক্ষমতা করেছিলেন এবং কেবল পোন্যাহেও অভিত তিলেন না, তাই আজাহ তাঁরাগা আমি রহস্যতে তাঁর সাক্ষি হালুকা করে দিলেন এবং বললেন :

হে আইউব,] তুমি তোমন্তর হাতে একমুঠো চিকন শজা নাও (শাতে একশ' শজা থাকবে) : অতগত তা বাবা আছাত কর এবং প্রতিজ্ঞা কর বলো না। [সেমতে তাই করা হল। প্রতিশেষ আইমুব (আ)-এর প্রথংসা করা হচ্ছে—] নিষ্ঠর আমি তাকে (খুব) সবচেয়েকারী দেখেছি। সে হিল বড়ই তার, (আরাহত দিকে) বড়ই প্রভাবর্তনশীল।

অনুবাদিক অন্তর্ভুক্ত নিবন্ধ

রসূলে কর্মীর (সা)-কে ঐবার শিক্ষাদানের উদ্দেশ্যে এখানে আইমুব (আ)-এর কাহিনী উল্লেখ করা হয়েছে। এ কাহিনীর বিজ্ঞানিত বিবরণ সুরা আরিয়ার বিপিত হয়েছে। এখানে কয়েকটি উল্লেখযোগ্য বিষয় বর্ণিত হচ্ছে :

مسنی الشیطان بنصب و عذاب— (শয়তান আমাকে শত্রু ও কষ্ট দিয়েছে।)

এ শত্রু ও কষ্টের বিবরণ দিতে গিয়ে কোন কোন তফসীরবিদ বলেন, ইব্রাহিম আইউব (আ) বেঁরোগে আক্রান্ত হয়েছিলেন, তা শয়তানের প্রবলতার কারণে দেখা দিয়েছিল। ঘটনা এই যে, একবার ফেরেলভাগণ আইমুব (আ)-এর খুব প্রথংসা করলে শয়তান আতিহিসার অধিবাস হয়ে গেল। তে আরাহত দরবারে হাত তুলে প্রার্থনা করল ; আমাকে তার দেহ, ধনসম্পদ ও সজ্ঞান-সংস্কৃতির উপর এমন প্রবলতা দেওয়া হোক, যদ্বারা আমি তার সাথে শীঘ্ৰ তাই করতে পারি। আরাহত তা'আলারও উদ্দেশ্য ছিল আইউব (আ)-কে সরীকা করা। তাই শয়তানকে তার প্রার্থিত অধিকার দেওয়া হল। অতগত তা'কে রোগাক্ত করে দিল।

কিন্তু বিত্ত তফসীরবিদগণ এ কাহিনী খণ্ডন করে বলেন : কোরআন পাকের বখনা অনুযায়ী শয়তান পরমপ্রবলগণের উপর প্রবলতা অর্জন করতে পারে না। তাই এটা সত্ত্ব নয় যে, শয়তান আইউব (আ)-কে রোগাক্ত করে দেবে।

বল কেন্দ্র কেন্দ্র বলেন, রূপাবহায় শয়তান হয়েছত আইমুব (আ)-এর অন্তরে কুম্ভণা আপ্ত করত। এতে তিনি আরও অধিক কষ্ট অনুভব করতেন। আরোচা আরাহত আই উল্লেখ করেছেন। কিন্তু এর সর্বোৎকৃষ্ট ব্যাখ্যা তাই যা উপরে তফসীরের সার অংশগে রয়েছে।

ইব্রাহিম আইমুব (আ)-এর রোগ কি ছিল ? কোরআন পাকে কেবল বলা হয়েছে যে, আইউব (আ) কোন শুরুতর রোগে আক্রান্ত হয়ে পড়েছিলেন। কিন্তু রোগটি কি হিল তা উল্লেখ করা হয়নি ! হাদীসেও রসূলুল্লাহ (সা) থেকে এর কোন বিবরণ বর্ণিত নেই। তবে কোন কোন সাহীবীর উজ্জি থেকে জানা যায় যে, তাঁর সর্বাঙ্গে ক্রোড় হয়ে গিয়েছিল। কলে শুগাতের লোকেরা তাঁকে একটি আবর্জনার জুপে রেখে দিয়েছিল। কিন্তু গবেষক তফসীরবিদগণ এ রেওয়ারেতের সত্ত্বাত দীক্ষার করেন নি। তাঁরা বলেন, মানুষের দ্রুত উদ্বেক করার মত কোন রোগে পরমপ্রবলগণকে আক্রান্ত করা হয় না। সুতরাং ইব্রাহিম আইমুব (আ)-এর রোগও এমন হতে পারে না, বরং এটা কোন

সাধারণ রোগই ছিল। কাজেই উপরোক্ত রেওয়ারেত নির্ভরযোগ্য নয়।—(জহজ মাস্যানী, আহকাশে কোরআন থেকে সংক্ষেপিত)।

খড়ুড় ক ফুন্ডা—(তুমি তোমাকে হাতে এক মুঠো তৃপ্তিমা কর।) এ অটোর
পটভূমিকা উক্সীরের সাম-সংক্ষেপে এসে দেহে। এখানে এসমূকে করেকষি মাস্যানী
বর্ণনা করা হচ্ছে।

প্রথম এই যে, এ অটো থেকে জানা গেল, যদি কোন বাতি কাউকে একশ' বেছায়াত করার অভিজ্ঞ করে এবং পরে পৃথক পৃথক একশ' বেছায়াত করার পরিবর্তে সবঙ্গে বেতের একটি আঁচি তৈরি করে নিয়ে তুম্হারা একবার আয়াত করে, তবে তাঁর অভিজ্ঞ পূর্ণ হয়ে যাব। তাই হস্তরত আইন্দ্ৰিয় (আ)-কে এবাগ রেওয়ার পৃথক্য করা হয়েছিল। ইমাম আবু হানীকার মারহাব তাই। কিন্তু আলাম ইবনে হামায হিসেবেন যে, এর অন্য দুটি পর্য রয়েছে—১. সংকলিষ্ট বাতিশ্চ প্রাতে অভিজ্ঞ বেত দোহো-
ঁরহে জাপত হবে এবং ২. এর করিষে কিছু না কিছু কল্প অবশ্যই পেতে হবে।
যদি স্ট্রুচ্চ কল্প না পাব, তবে প্রতিজ্ঞা পূর্ণ হবে না। হস্তরত ধূমুকী পুরুল পিলো-
আনে অভিজ্ঞ পূর্ণ হওয়ার বে উত্তি করেছেন, তার অর্থে সত্ত্বত তাই। নৃত্বা মুনাফী
কক্ষীযুগ্ম পরিষ্কার উদ্দেশ করেছেন যে, উপরোক্ত শর্তব্যসহ আয়াত করা হলে অভিজ্ঞ
পূর্ণ হয়ে যাব।—(ফুন্ডা কানীর)

প্রৌঢ়তের পুটিলা, কৌশল : খিলীক মাস্যানী এই যে, কোরি অসুরীচিম আববা
মুক্তুহ বিষয় থেকে অধিবক্তার জন্য প্রৌঢ়তসম্মত কোন কৌশল অবস্থান করা
জারোয়। রাজা বাহু, হস্তরত আইন্দ্ৰিয় (আ)-এর অভিজ্ঞের আবব সার্বি এই যে, তিনি
তাঁর জীকে পূর্ণ একশ' বেছায়াত করবেন। কিন্তু তাঁর পরী যেহেতু নিরপেক্ষাধ হিসেবে
এবং স্থামীয় নজিক্রিবিহীন সেবাক্ষুর্ব্ব করেছিলেন, তাই আলাহ্ তা'আলা স্বামী আইন্দ্ৰিয়
(আ)-কে একটি বেশেল পিকা দিলেন এবং বলে দিলেন যে, এভাবে তাঁর অভিজ্ঞ তজ
হবে না। তাই অটোচি কৌশলের দৈখণ্ডা জাপন করে।

কিন্তু উপরোক্ত রাখা সুরক্ষার যে, এ অন্তরের কৌশল অবস্থান করা অস্তিত্ব জাপন,
যখন একে প্রৌঢ়তসম্মত উদ্দেশ্য বাস্তবাত্ম করার উপায় না করা হব। পক্ষাত্মে-হসি
কৌশলের উদ্দেশ্য কোন হক দারের হক বাতিজ করা হব অথবা প্রকাশ্য হাতোম কাজকে
তার মূল প্রাপ বজার রেখে নিজের জন্য হাতোম করা হব, তবে এবাগ কৌশল সম্পূর্ণ
না-হাবেয়। উদাহরণত শাকাত থেকে গা খাওনোর জন্য কেউ কেউ বহুর পূর্ণ হওয়ার
সামান্য আগেই নিজের ধৰনসম্পদ তাঁর প্রাতিক্রিয়া সম্পর্ক করে কিছুলিন পর তী
শামীর প্রাতিক্রিয়া ফিরিয়ে দেয়। যখন প্রয়োগী বহুর কাজক্ষম হব, তাহলে শামী
আবার জীকে সান করে দেয়। এভাবে আমী-শুরীর অথবা কান্দণ উপর শাকাত ও রাশিয়ে হব
না। এবাগ কৌশল প্রৌঢ়তের উদ্দেশ্যকে বাস্তাল করারই অগভেজ্বাস তাই হাতোম। এম
শাকি-বক্ষতা শাকাত আদার না করার শাকির চেয়েও উক্ততর হবে।—(জহজ মাস্যানী)

অসমীয়া কাজের প্রতিক্রিয়া : ভূতীয় বাস্তুজীব এই বে, কোন বাস্তি কোন অসমীয়ান, ভাব অথবা অবৈধ করের প্রতিক্রিয়া করলে প্রতিক্রিয়া হবে যাৰে এবং তা তল কৰলে কাষ্টকারা দিতে হবে। যদি কাষ্টকারা উপায়ীব না হত, তবে আইন্যুব (আ) -কে কৌশল বিবৰণী হত না। অতদস্যে স্বৰূপ গাথা উচিত বে, কোন অসমীয়ান কাজের প্রতিক্রিয়া কুৰাই আবেদন কৰক কারা আসার কৰাই পৰীক্ষণৰ বিধান। এক ছাদীসে রসুনুজাহ (সা) বলেন : যে বাস্তি কোন প্রতিক্রিয়া কৰে, অতগুল দেখে যে, এ প্রতিক্রিয়া বিপৰীত কাজ কৰাই উচিত, তবে তাৰ উচিত উচিত কাজটি কৰা এবং প্রতিক্রিয়া কাষ্টকারা আসার কৰা।

তুলনা কৰলে

وَذَكْرُ عِبْدَنَا إِبْرَاهِيمَ وَإِسْعَقَ وَيَعْقُوبَ أُولَئِي الْأَيْمَنِيِّ وَلَا يَبْصِرُهُ إِلَّا
أَخْفَضْنَاهُمْ بِمَا كَسَبُوا خَلَقْنَا مِنَ الدَّارِيَّةِ وَإِنَّهُمْ حَذَّلَنَا لِيَسِ الْبَصَرَفِينَ
الْأَخْيَارِ ۖ وَذَكْرُ إِسْحَاقَ وَالْيَسِّرِ وَذَا الْكِفْلِ وَكُلُّ قَنَ الْأَخْيَارِ ۖ هَذِهِ
رِذْكُرٌ وَإِنَّ لِلْمُتَّقِينَ لِحُسْنِ مَآبٍ ۖ جَنَّتٌ عَذَنِ مُغْتَمَّةٌ لِلَّهِمَ
الْأَبْوَابُ ۚ مُشَكِّنَ فِيهَا يَدْعُونَ فِيهَا يُغَاكِهُ كَثِيرٌ قَوْشَرَابٌ وَعَنْدَهُ
هُمْ قُصْرٌ الظَّرِيفُ لِتَوَابٌ ۖ هَذَا مَا تَوَصَّلُونَ لِيُؤْمِنُ الْوَسَابُ ۖ إِنَّ
هَذَا الْمَرْزَقُ نَاصِلَهُ مِنْ نَفْأَادِهِ ۖ هَذَا دَاءُ وَانَّ لِلظُّفَرِينَ لَشَرْمَانِيَّ جَهَنَّمُ
يَضْلُّونَهَا فِي نَسِ الْمَهَادِ ۖ هَذَا غَلَبَنِيَّ وَقُوَّةُ حَمِيمٍ وَعَسَاقٌ ۖ وَآخَرُونَ
شَكَلَهُ أَرْوَاجٌ ۖ هَذَا فَوْجٌ مُفْتَحَمٌ مَعْكُرٌ لَا مَرْعَبٌ بَيْنَهُمْ لَأَنَّهُمْ صَلَافُ
الْتَّارِ ۖ قَالُوا إِنَّا بَلَ أَنْتُمْ لَا مَرْجَبٌ بَيْنَهُمْ ۖ يَكُمْ ۖ أَنْتُمْ قَدْ مَنْمُوذُ لَنَا فِي نَسِ
الْقَرَارِ ۖ قَالُوا رَبَّنَا مَنْ قَدَّرَ لَنَا هَذَا فِرْزَدَهُ عَدَابًا ضَغْفَانًا فِي الشَّارِ
وَقَالُوا مَا لَنَا لَكَ شَرَكَ ۖ إِنَّا لَكَنَا نَعْذَمُ مِنَ الْأَشْرَارِ ۖ أَتَعْذَمُ
بِسَعْرَتِيَّ أَمْ رَاغَتْ عَنْهُمُ الْأَبْصَارُ ۖ إِنَّ ذَلِكَ لَعْنُ تَحَاجُمِ أَهْلِ النَّارِ

(୮୩) ସମ୍ରଥ କରନ୍ତ ହୃଦ ଓ ତାମେର ଅଧିକାରୀ ଆତତ ବାବା ଇଲାହୀମ, ଇସହାର ଓ ଇଲାହୁଆମା ଅଥା । (୮୪) ଆମି ତାମେ ଏକ ବିଶେଷ ଶ୍ରେ ବାବା ଆତତ ଦାନ କରିଛିଲାମ । (୮୫) ଆମ ତାର ଆମାର କାହେ ଅନୋନୀତ ଓ ସଂଖେ ଦେଖିଲାମ ଅତରୁକୁ । (୮୬) ସମ୍ରଥ କରନ୍ତ ଇଲାହୀମ, ଆଜି ଇଲାହୀମ' ଓ ଶୁଣିକି ତାମେ ଅଥା । ତାର ପାତ୍ରକାଳୀ ଉପୀକମ । (୮୭) ଏ ଏକ ଯହି ଆମୋଳା । ଆମାର ତୀରମୁଖ ଅନ୍ତରେ ତାମେର ତାମେ ଉପର ତିକାମ—(୮୮) ତଥା ହାତୀ ବଗବାଜାର ଆମାତ ; ତାମେର ଅନ୍ତରେ ତାମେ ଉପରୁକୁ ଆମେହ । (୮୯) ମେଘାନେ ତାର ହେଲାନ ଦିଲେ ବାଜାବେ । ତାର ମେଘାନେ ତାହିରେ ଆମାର ଆମୁଖ ଓ ପାଲୀର । (୧୦) ତାମେର ଆମାତ ଆମାରେ ଆମାରମୁଖ ଅବଦରୁତ୍ତ ହୁଏଇଲାମ । (୧୧) ତାମୋଳମରକେ ଏହାଇ ଅଟିଶୁଭତି ଦେଖିଲାମ ହେଲେ ନିଚୋ ଦିଲାମର ଅନ୍ତରେ । (୧୨) ଏହା ଆମାର ମେଳା ବିଶିଷ୍ଟ ବା ମେଳ ହୋଇଲା । (୧୩) ଏହା ତୋ କୁମର, ଏଥିନ ମୁଣ୍ଡିଦେର ଅନ୍ତରେ ପିଲାହାଟି ତିକାମ । (୧୪) ତଥା ଆହାରାମ । ତାରା ମେଳମେ ଆମେଲ କରାବେ । ଅତରେ କହୁ ନିଶିଷ୍ଟ ହେଇ ଆମୁଖରୁତ୍ତ । (୧୫) ଏହା ଉତ୍ସଂଗ ନାମି ଓ ପୁଞ୍ଜ, ଅତରେ ତାରୀ ଏକ ଅନୁଭବ କରାକା । (୧୬) ଏ ଥରଳର ଆମାତ କିମ୍ବୁ ଆମି ଆମୁଖ । (୧୭) ଏହିତୋ କେବଳ ତାମୋଳମର ଆମାର ଅବଦରୁତ୍ତ କରାଇ । ଆମେର ଅନ୍ତରେ ତୋମାର ଅଭିଭାବନ ନେଇ । ତାର ତୋ ଆହାରାମ ପ୍ରବେଶ କରାଇ । (୧୮) ତାର ଅନ୍ତରେ, ତୋମାରର ଅନ୍ୟାତ୍ ତୋ ଅଭିଭାବନ ନେଇ । ତୋମାରାଇ ଆମୋଳମରକେ ଏ ବିଶେଷମୁଖୀନ କରାଇ । ଅତରେ ଏହି କହିଛିମା : ମୁଣ୍ଡ ଆମୁଖରୁତ୍ତ । (୧୯) ତାର ଅନ୍ତରେ, ହେ ଆମୋଳର ପାଳନକାରୀ, ହେ ଆମୋଳମରକେ ଏହା ଅନୁଭୂତି କରାଇ, ଆମୋଳର ଆମାରି ଆହାରାମରତାରୁକୁଠାପିଲ ହିଲାମ । (୨୦) ତାର ଅନ୍ତରେ, ଆମୋଳର କି ହାତ ଦେଇ ଆମାର ବାଦେରକେ ମନ ଦେବେ ଏବେ ପଶ୍ଚ କରାଇ, ତାମୋଳମରକେ ଏଥାମୋଳମରାହି ନାହିଁ । (୨୧) ଆମାର କି ଅନୁଭୂତି ତାମୋଳକେ ଠାଟ୍ଟାର ପାତ କରି ନିରହିଲାମ, ନା ଆମୋଳର ମୁଣ୍ଡ କରାଇ ? । (୨୨) ଏହାଟୋ ଆମୀଏ ଆହାରାମୀଦେର ପାରାମ୍ପରୀକ ବାକିବିଷିତର ଅବଶ୍ୟକାନ୍ତି ।

ତକ୍ଷସୀରର ସାର-ସଂକେତ

ଆମାର ବାବା ଇବରାହୀମ, ଇସହାର ଓ ଇଲାହୁକୁବ (ଆ)-କେ ସମ୍ରଥ କରନ୍ତ, ବାବା ହୃତ ବିଶିଷ୍ଟ, (ଅର୍ଥାତ ହାତେ କାଙ୍ଗ କରାନ୍ତେ ଓ) ଚୋଥ ବିଶିଷ୍ଟ ହିଲେନ । (ଅର୍ଥାତ ତୁମେର ଅଧ୍ୟେ କରମାଙ୍ଗ ଓ ଭାନଲକ୍ଷ ଉତ୍ସଂଗ ହିଲ ।) ଆମି ତାମେରକେ ଏକ ବିଶେ ଶ୍ରେ ତଥା ପରକାଳେର ସମ୍ରଥ ବାବା ଆତତ ଦାନ କରୁଛିଲାମ । (ବଜା ବାହଜା, ପରମହରମଗନ ଅଧ୍ୟେ ଏ ଶ୍ରେ ପୂର୍ଣ୍ଣମାତ୍ର ବିଦ୍ୟମାନ ଥାକେ । ଏ ବାକାଟି ସଂଶୁଦ୍ଧ କରାର କାରଣ ସଂଭବତ ଏହିଦେ, ପାଞ୍ଚଭାରା ବୁଝୁକ, ପରମହରମଗନ ସଥନ ଏ ଚିହ୍ନ ଥେବେ ମୁହଁ ହିଲେନ ନା, ତଥବ ଆମାର କୋନ କାତାରେ ଆହି ?) ଆର ତାର ଆମାର କାହେ ଅନୋନୀତ ଓ ସଂଖୋକ୍ତୁଦର ଅତରୁକୁ । (ଅର୍ଥାତ ଅନୋନୀତଦେର ଅଧ୍ୟେ ଓ ସର୍ବୋତ୍ତମ । ମେଘାନେ ପରମହରମଗନ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଓଜୀ ଓ ସଂକରୀ-ପଶ୍ଚ ଅପେକ୍ଷା ହେଲେ ଥାକେନ ।) ଇସମାଇଲ, ଆଜି ଇଲାହୀମ, ଶୁଣିକିଫଳକେତୁ ସମ୍ରଥ କରନ୍ତ । ତାମେର ସବୀଏ ସଜନମେର ଅତରୁକୁ ହିଲେନ । (ଅତପର ତୁମାନ୍ଦ, ପରକାଳ ଓ ରିତ୍ସାତେର କିମ୍ବୁଟା ବିଜ୍ଞାରିତ ବର୍ଣ୍ଣନା ରମେହ ।) ଏକ ଉପଦେଶ ତୋ ଏହି ହଜ । (ଅର୍ଥାତ

ପରିମଳଗଥେର ଅଟେଲାର ଯଥେ କାକିରଦେର ଉକ୍ତକେଣେ ହିସାକାରେ ପଚାର ଏବଂ ମୁଖିରଦେର ଅନ୍ତରେ ଉତ୍ତର ଓ ଉତ୍ତର କରେଇ ଶିକ୍ଷା । ପରକମେର ଅଭିନାନ୍ତ ଶାତି ପାଞ୍ଚଶିତ ହିତୀର୍ବିଦ୍ୱାରା ଏହି ସେ ।) ଆଜାହାରୀରଦେର ଅନ୍ୟ (ପରକାଳେ) ଗ୍ରାମେରେ ଉତ୍ତର ଠିକମାନ ତଥା ଆମୀର ବନ୍ଦରାଳେର ଅନ୍ତରେ, ତାର ପାରର ତାମେ ଉତ୍ତର କାରବେ । (ଅର୍ଥାତ୍ ପୂର୍ବ ଦେବତାର ଉତ୍ସୁକ୍ତ ଧାରକରେ ।) ତାରା ଲେଖାନେ ହେଲାନ ଦିନେ ବସାବ । ତାରା (ଆମାଦେର କାହାରେ) ତାହିବେ ଅନେକ କଲାମୂଳ ଓ ପାନୀଯ । ତାମେର କାହାର ଧାରବେ ଆନନ୍ଦନରମା ଜୟବରକା ପରମୀଳନ ମଧ୍ୟ (ଅର୍ଥାତ୍ ବରପଦ । ହେ ମୁସଲମାନପଥ ।) ଏହି (ଅର୍ଥାତ୍ ଉତ୍ତରିତ ବିରାଜତ ମୁହଁରେଇ) ପାଞ୍ଚଶିତ ଦେବତା ହେଉ ତୋରାଦେବରକେ ହିସାବ ଦିବେଶେର ଜନ୍ୟ । ମିଶର ଏହା ଆମାର ଦଳ, ଆମ କୋନ ଦେବ ନେଇ । (ଅର୍ଥାତ୍ ତିରକମ ମିଶାଯାଇ ।) ଏ ହେଉଛି, ଯେ ଏ ପରାହିଦାରଙ୍କର ବିଦ୍ୱାର । (ଅତପର କାକିରଦେର ସମ୍ବନ୍ଧରେ କଥା ଏହି ସେ ।) ଅମାଧାରେର ଅନ୍ୟ (ଅର୍ଥାତ୍ ଆରା ମୁକ୍ତକୀତ ଅମାଦେର ପଥପରମର୍ଶକ ହିସାବ, ତାମେର ଅନ୍ୟ) ଗ୍ରାମେ ମଧ୍ୟ ଠିକମାନ ତଥା ଆହାରାମ, ଅନ୍ତରେ ତାରା ଝବେଶ କରବେ । ଅତ୍ୟବ କତ୍ତ ନିରୁଷ୍ଟ ମେ ଆବାସରକ । ଏହାର ପୁଣି ପାଞ୍ଚଶିତ ପୁଣି, ଅତ୍ୟବ ତାରା ତା ଆମାଦାନ କରିବ । ଏ ହେବା ଆରା ଏ ଧରନେର (ଅଭିନାନ୍ତ କଳାକାରଙ୍କ) ଶାତି ଗ୍ରାମେଇ । (ତାଙ୍କ ଆମାଦାନ କରିବ ।) ଅମାଧାର ଅନୁସାରୀରେ ଅମାଧାର ଅନୁସାରୀରେ ଅନ୍ୟ ଏବଂ ଶତ ଓ ଶତତର ତତ୍କାଳ ଆହେ । (ଅର୍ଥାତ୍ ଆମାର ଓ ଆମାର ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଶାତିକ ଆକାଶର ଅନ୍ତର୍ଗତର ଏବଂ ଶତ ଓ ଶତତର ତତ୍କାଳ ଆହେ ।) ଅତପର କାକିରଦେର ପଥପରମର୍ଶକ ପରାହିଦାରଙ୍କର ଏବେଳେ କରବେ, ଅତପର ତାମେର ଅନୁସାରୀରେ ଆମାଦାନ କରିବେ । (ତଥାର ପଥପରମର୍ଶକରା ବନ୍ଦବେ ।) ଏହି ଏକ ଦଳ (ତୋରାଦେର ସାଥେ ଆମାର ଶାତିକ ଇତ୍ତାରାଜାମ୍ବା ଜ୍ଞାନାମ୍ବାମ୍ବ) ଝବେଶ କରିବ । ତାମେର ଉତ୍ତର ଆଜାହାର ଗ୍ରହ—ତାରାଟେ ଆହାରାମେଇ ରାମେଶ କରିବ । (ଅର୍ଥାତ୍ ଆମାଦେର ବୋଲା ଅନ୍ତରେ ଏଥିନ କେଉଁ ଏହେ ତାର ଆମାଦାନ ଆମାଦାନର କରିବାକୁ ଏବଂ ତାରେ ଅଭିର୍ଭବା କରିବାକୁ । ଏହା ତୋ ନିରେରାଇ ଆହାରାମ୍ବା, ତାମେର କାହାର କି ଅନ୍ତା କରିବା ହାର ଏବଂ ତାମେର ଆମାଦାନ ଆମାଦାନ କି ଓ ଅଭିର୍ଭବାଇ କି—) ତାରା (ଅର୍ଥାତ୍ ଅନୁସାରୀରେ ତାମେର ପଥପରମର୍ଶକରଙ୍କରେ) ବନ୍ଦବେ, ତୋରାଦେର ଉତ୍ତର ଆଜାହାର ଗ୍ରହ କେନନ୍ତା, ତୋରାଟେ ଆହାରାମ୍ବା ଆମାଦେରଙ୍କେ ଏ ବିପଦେର ସମ୍ମୁଖୀନ କରିବେ, ଆହାରାମ୍ବା ତାର ଶାତି ହିନ୍ଦୁପ କରେ ଦିନ । ତାରା (ଅର୍ଥାତ୍ ଅନୁସାରୀରେ ଅଥବା ଆହାରାମ୍ବାର ସବାଇ) ବନ୍ଦବେ । ବ୍ୟାପାର କି, ଆୟରା ତାମେରଙ୍କେ (ଆହାରାମ୍ବା) ଦେଖିବି ନା, ଯାଦେରଙ୍କେ ଆମାର ମଧ୍ୟ ବଳେ ପଥ୍ୟ କରିବାକୁ । (ଅର୍ଥାତ୍ ମୁସଲମାନଦେଇରଙ୍କେ ବିପଥିପାରୀ ଓ ନିରୁଷ୍ଟ ଅନେ କରିବାକୁ, ତାରା ଦୁଃଖିଗୋଚର ହଜେ ନା କେନ ?) ଆମାରା କି (ଅହେତୁକ) ତାମେରଙ୍କେ ଠାଟ୍ଟାର ପାଇଁ କରେ ନିରେହିଜାମ୍ବ, (କରେ ତାରା ଆହାରାମ୍ବା ଆସେନି—) ନା କି (ଆହାରାମ୍ବା ବିଦ୍ୟାମାନ ରାମେଇ, କିନ୍ତୁ) ଆମାଦେର ଦୁଃଖି ତୁମ କରିବେ ? (ଉଦେଶ୍ୟ ଏହି ସେ, ଶାତିର ସାଥେ ସାଥେ ଏ ପରିଭାଗରେ କରିବେ ସେ, ଯାଦେରଙ୍କେ ତାରା ମଧ୍ୟ ବରତ, ତାରା ଆମାର ଥେବେ ବୈତେ ଗେହେ ।) ଏହା (ଅର୍ଥାତ୍ ଆହାରାମ୍ବାର ପାରିଲ୍ପରିକ ବାକବିଭିତନ୍ତା) ଅବଳାକୀୟ ସତ୍ୟ ।

আনুবাদিক ভাষণের বিষয়

وَلِي الْبُدْئِ وَالْأَبْمَارِ — এর শাস্তির অর্থ তাঁরা হত ও দৃশ্টি বিশিষ্ট

হিসেব। উদ্দল্প এইবে, তাঁরা তাঁদের ভানপত ও কর্মপত শক্তি আরাহ্ত তা-আলার আনুগত্যে নিজেজিত করতেন। এতে ইচ্ছিত করা হয়েছে যে, মানুষের অস-প্রত্যাজ প্রকৃতপক্ষে আরাহ্তের আনুগত্যেই বাস্তিত হওয়া উচিত। যে সব অস-প্রত্যাজ এতে বাস্তিত হয় না, সেগুলোর থাকা না থাকা উচ্চতাই সমান।

سِنْ كَرِي الدَّارِ শাস্তির অর্থ

পুরের স্মরণ। শুভ বলে এখানে পত্রকাল বোঝানো হয়েছে। পত্রকালের পরিবর্ত্তে শুভ বলে ঈশ্বরার কর্ম হয়েছে যে, পত্রকালই মানুষের আসল শুভ। অতএব পত্রকাল চিকিৎসার ভাষণে যাবতীয় চিকিৎসা ও কর্মের চিকিৎসা করা উচিত। এ থেকে আমা গেল যে, পত্রকাল হিস্তি মানুষের চিকিৎসা ও কর্মপত শক্তিকে অধিকতর উজ্জ্বল দান করে। কেবল কৌশিং-আরাহ্তের ও ধারণা সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন যে, পত্রকাল চিকিৎসা মানুষের শক্তি-সমূহকে ডেঙ্গা করে দেবে।

الْمَسْعُ [আল ইয়াসা (আ)-কে স্মরণ করুন।]

হস্তরত আল ইয়াসা (আ) বনী ইসরাইলের অন্যতম পরমপূর্ব। কোরআন পাকে আর মুজাহিদ তাঁর উরেখ দেখা থাকে এখানেও সুরা আন-আয়ে। কিন্তু কৌশিং তাঁর বিজ্ঞানিত অবস্থা উরেখ করা হয়নি, বরং প্রয়োগসম্পর্কের ভালিকার তাঁর নাম রূপ্সনা করা হয়েছে যাত্র।

প্রতিহাসিক প্রস্তরসমূহে বলিত আছে যে, তিনি হস্তরত ইয়াসা (আ)-এর চাচাত তাই অবৎ তাঁর নামের বা প্রতিমিথি হিসেব। ইয়াসা (আ)-এর পর তাঁকেই নবুরত দান করা হয়। যাইবেসে তাঁর বিজ্ঞানিত অবস্থা বলিত হয়েছে। তাতে তাঁর নাম ‘ইলিশা ইবনে সাকেত’ উল্লিখিত হয়েছে।

وَصَدَّهُمْ قَاصِرَاتُ الْطَّرِفِ أَثْرَابِ (তাঁদের কাছে আনতন্ত্রনা সম-

বরক্ষা রাখণীস্থ থাকবে।) অর্থাৎ তাঁরাঠের ইরগল ধ্বনিবে। ‘সমবরক্ষা’—এর এক অর্থ তাঁরা পরম্পর সমবরক্ষা হবে এবং অপর অর্থ আমীদের সমবরক্ষা হবে। প্রথম অর্থে সমবরক্ষা হওয়ার উপকারিতা এই যে, তাঁদের পরম্পর তালিবাসা, সম্মুতি ও রক্ষণের সম্পর্ক হবে—সপরীসুরুষ হিসো-বিদ্যুত, পুরুষ আবক্ষেবে না। রুজু বাহজা, এটা আমীদের অন্য পরম সুখের ব্যাপোর।

શાસ્ત્રી-શ્વીર મથે વસ્તુસર ચિલ થાકા ફેલ્યા : હિઠોર અર્થે શાસ્ત્રીય સંવિષ્ટકા હજુઝાર ઉગ્રકારિયા એઈ યે, એ કારણે મનેર ઓ માટેઝુ ચિલ અધિક હશે। ફલે એકે જંગદારે સુધે ઓ કોણું હશે અથી અધિકતર લક્ષ્ય રાખેબે। એ થેકે અણીરમાન હશે યે, શાસ્ત્રી-શ્વીર વસ્તુસર તાત્ત્વયોર પ્રિક લક્ષ્ય રાખા વાણ્ણનીઝુ કારબ, એ થેકેએ પારલાન્નિક જાતકાદા જન્માસ એવું બૈવાહિક જાલબ યથુમજુ ઓ શાસ્ત્રી-શ્વીર

**قُلْ إِنَّمَا أَنَا مُنذِّرٌ وَمَا مِنْ إِلَهٌ إِلَّا اللَّهُ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ ⑥ رَبُّ
السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا يَرَيُونَ مَا عَزِيزٌ بِغَفَارٍ ⑦ قُلْ هُوَ نَبِيٌّ أَعْظَمُ ⑧**

أَنْتُمْ عَنْهُمْ مُعْرِضُونَ ⑨ إِنَّمَا كَانَ لِي مِنْ عِلْمٍ بِالنَّاسِ الْأَعْلَى إِذْ يَعْتَصِمُونَ ⑩
إِنْ يَوْمَئِي إِلَيَّ إِلَّا أَنَّمَا أَنَا نَذِيرٌ مُبِينٌ ⑪ إِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي
خَالِقٌ بِشَكْلٍ مِنْ طِينٍ ⑫ فَإِذَا أَسْوَيْتَهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي فَقَعُوا
لِهِ سُجَّدِينَ ⑬ فَسَجَدَ الْمَلَائِكَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ ⑭ إِلَّا إِنِّي إِنِّي لَكُلُّ
وَكَانَ مِنَ الْكُفَّارِينَ ⑮ قَالَ يَأَيُّلِيْسُ مَا مَنَعَكَ أَنْ تَسْجُدَ لِيَا خَافَتِ
بِيَدِي أَسْكَبْرُوتَ أَفَكُنْتَ مِنَ الْعَالَيْنَ ⑯ قَالَ أَنَا خَيْرٌ مِنْهُ خَلَقْتَنِي مِنْ
تُرْبَةٍ وَخَلَقْتَهُ مِنْ طِينٍ ⑰ قَالَ فَأَخْرُجْهُ مِنْهَا فَإِنَّكَ رَجِيمٌ ⑱ وَإِنَّ
عَلَيْكَ لَعْنَتِي إِلَيْ يَوْمِ الدِّيَنِ ⑲ قَالَ رَبِّي فَأَنْظُرْنِي إِلَيْ يَوْمِ يُبَعَّثُونَ ⑳
قَالَ إِنَّكَ مِنَ الْمُنْظَرِينَ ㉑ إِلَيْ يَوْمِ الْوِكْتِ الْمَعْلُومِ ㉒ قَالَ فَبِعِزْرِي
لَا غُوَيْبُهُمْ أَجْمَعِينَ ㉓ إِلَّا عِبَادُكَ مِنْهُمُ الْمُخَلَّصِينَ ㉔ قَالَ فَالْحَقُّ
وَالْحَقُّ أَقْتُلُ ㉕ لَا مُلْكِنِي جَهَنَّمُ مِنْكَ وَمَنْ تَبَعَكَ مِنْهُمْ أَجْمَعِينَ ㉖
قَالَ مَنْ أَنْكِلَحْرَ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ وَمَا فَامَنَ السَّكَلَفِينَ ㉗ إِنْ هُوَ إِلَّا
ذُكْرٌ لِلْعَابِيْنَ ㉘ وَلِتَعْمَلَ نِيَاهَ بَعْدَ حِينِ ㉙

(৫৫) আগুন, আবিরিতো একজন অত্যর্ককারী আগুন করছে এবং প্রয়োজনশীলী আগুন ব্যাপীত কোন উপায় দেখিই নেই। (৫৬) তিনি আসমান-বয়ীন ও অত্যন্তভুক্ত অধিবক্তৃ আর বিশুদ্ধ পাতলকর্তা, পুরুষশাশ্বতী, আর্দ্ধাকারী। (৫৭) বলুন, তাঁট ছাক অহ সংকোচ, (৫৮) আথবে তোমরা শুধু কিনিয়ে নিজেই। (৫৯) উর্বর অবস্থা অন্তর্বর্তী আবার কোন কান ছিল না বরব কেবলশতাব্দী কথাবাচ্চী কহিছো। (৬০) আবার কাহো এ গুহীই আমে হে, আবি একজন লক্ষণ অত্যর্ককারী। (৬১) বরব আগুনীর সামনকর্তা কেবলশতাব্দীকে বলাবে, আবি যাত্রি যানুম সৃষ্টি করব ক? (৬২) বরব আবি তাকে সুবৃহৎ করব কৈবল তাতে আবার রাজ্যকূলে দেব, তবুন তোমরা তার সময়ে সিদ্ধান্ত নত হয়ে আসো। (৬৩) অত্যন্ত সমস্ত কেবলশতাব্দী একবোধে সিদ্ধান্ত নত হল। (৬৪) কিন্তু ইবৰীস, সে বাহুবলীর কুল এবং অবীকুলকর্তাদের রাজ্যকূল হয়ে দেব। (৬৫) আগুন বলাবে, এই ইবৰীস। আবি বলতে আকে সৃষ্টি করেছি, তার সম্মুখে সিদ্ধান্ত করতে তোমাকে কিসে কীধা দিব? তুমি আহবের বস্তু, না তুমি আর তেরে উচ্চ অর্ধাসাম্বল? (৬৬) সে বলাবে: আবি তার তেরে উচ্চম? আপনি আবাবে আগুনের ধারা সৃষ্টি করেছোন, আর তাকে সৃষ্টি করেছুন, আত্মি আগুন। (৬৭) আগুন বলাবে: বের হয়ে থা এখান থেকে। করিশ, তুই আত্মিন্দিত। (৬৮) তোকে কৃতি আবার এ আত্মিগ বিচার দিবস পর্বত ধ্বংসী হব?—(৬৯) সে বলাবে, হে আবার পাতলকর্তা! আবি: আবাকে পুনরুত্থান দিবস পর্বত অবকাশ দিব। (৭০) আগুন বলাবে: তোকে অবকাশ দেওয়া হল (৭১) সে সহজের দিন পর্বত ধ্বংস আনা। (৭২) সে বলাবে, আগুনীর ইশ্বরত্বের কসম, আবি অবশ্যই তাদের সবাইকে বিগঘনণী করে দেব। (৭৩) তবে তাদের আকে ধারা আগুনীর অঙ্গি আসো, তাদেরকে ছাপাও। (৭৪) আগুন বলাবে: তাই তিক, আর আবি সত্য কলছি—(৭৫) তোর ধারা আবার তাদের অধ্যে ধারা তোর অমুসূখ করবে তাদের ধারা আবি আহিমার পূর্ণ করব। (৭৬) বলুন, আবি তোমাদের কাহো কোন আত্মান তাই মী আবি আবি তোকিকতাকারীতামাই। (৭৭) এটা তো বিবৰাসীর জন্য এক উসাদল আছ। (৭৮) তোমরা বিশুবাল গবে এর সংবোধ অবশ্যই আনতে পারবে।

তৃক্ষীরের সুস্থ-সংরেণ

আপনি বলে দিন, (তোমরা যে রিসালত ও তওহীজ অবীকুল করছ, এতে কৃতি তোমাদেরই, আবার বয়। কেননা,) আবি তো (আবাবে খেড়ক তোমাদেরজনক) সত্যরক্তকারী (প্রস্তুতির) আত। (আবাব রসুল ও সত্যরক্তকারী ইগুরা বেমন বাজুব, তেমনি তওহীদও সত্ত্ব। অর্থাৎ) এক প্রয়োজনশাশ্বতী আগুন ব্যাপীত কেউ ইবৰাদতের মৌল্য নয়। তিনি আসমান-বয়ীন ও অত্যন্তভুক্ত অধিবক্তৃ সবকিছু, পরমনকর্তা, প্রয়োজনশাশ্বতী, (এবং সাপ) মার্জনাকারী। (যেহেতু তারা কোন নাবোৰ পর্যায়ে তওহীদ আনন্দও রিসালতকে সম্পূর্ণরূপে অবীকুল করত, তাই রিসালত সপ্রযোগ করার জন্য) বুরা হচ্ছে, (হে প্রয়োজন!) আপনি বলে দিন, এটা (অর্থাৎ, তওহীদ ও শৰীরাঙ্গন করুন-আবাবের পিলা) দেওয়ার জন্য আমাকে কসুল নিয়ুক্ত কৰিছু এক বিবৰাসী বিজার

মা (অর্থাৎ আর প্রতি শুব ব্যবহার হওয়া তোমাদের উচিত ছিল।) কিন্তু পরিভাষের লিমিটেড, এ), যেকে তোমরা (সম্পূর্ণভাবে) বিমুছ হয়ে আছ। (এতে বিজাসী ইত্তো ব্যক্তিগত সত্ত্বকের স্টেটগো অর্জন অসম্ভব বিধাক) এটা বিলাউ বিকলা (অতপর লিমিটেড: সম্পূর্ণ করার একটি সম্ভীল বর্ণনা করা হচ্ছে। তা এই যে,) উর্ধ্ব অগৎ সম্পর্ক (অর্থাৎ সেখানকার সে আলাপ-আলোচনা সম্পর্ক) আমার (কোন উপরে) দেশে তোলেই হিল না, যখন ফেরেণ্টারা (আদম সুল্টের বাপারে আজাহ্ তাজাতাৰ সাথে) চুক্রাবার্তা বলছিল। (অস্ত আমি এ ঘটনা সম্পর্কে তোমাদেরকে অবহিত কৰেছি। এখন তিনি কৃতার বিবরণ এই যে, আমি এ ঘটনা কোথা থেকে আসলাম, যেকে তো দেখিনি? আহলে-কিতাব ইহসী শুল্টানদের সাথেও আমার হতমন মেজা-বেলা নেই যে, তাদের কাছ জেনে নেব। নিশ্চিতই এ তান ওহীয় কাখামেই আমি পেয়েছি। সুতরাং প্রমাণিত হল যে,) আমার কাছে (যে) ওহী (আসে, কল্পারা উর্ধ্ব অগতের অবহাও কোন আয়, তা) তখু এ কারণেই আসে যে, আমি (আজাহ্ পক্ষ থেকে) সুল্টে সভর্কুরী। (অর্থাৎ আমি পত্নুছরী পেয়েছি বিধায় আমার কাছে ওহী আসে। অতএব আমার লিসাগত মেনে নেওয়া ওষাঞ্চিত। আন্ত উর্ধ্ব অগতের উর্জিত আলাপ-আলোচনা তথ্ব হয়েছিল,) যখন আগবার পাইনকুর্তা ফেরেণ্টারে কলানকে বললেন : 'আমি আচির মজা আরা এক মামল (অর্থাৎ তার পুতুল) সুল্ট কল্পন হচ্ছি। যখন আমি তাকে (অর্থাৎ তার প্রেরিত অস-প্রতিমাকে) পরিপূর্ণভাবে তৈরি করে দেবো এবং তাতে নিজের (পক্ষ থেকে) জীব সঞ্চাল কৰব, তখম তোমরা কলাই তার সামনে সিজদার নত হয়ে দেবো। যত্নত (যখন আজাহ্ তাকে তৈরি কৰলেন, তখন) সমস্ত ফেরেণ্টা (আদমকে) সিজদা কৰল, কিন্তু ইবলৌস—সে অহংকারী হয়ে পেল এবং কাকিকে পরিপন্থ হল। আজাহ্ বললেন : 'হে ইবলৌস, আমি নিজ হাতে যা সুল্ট কৰেছি (অর্থাৎ যে বক্তকে অঙ্গিহ দান কৃত্বার জন্য আজাহ্ র বিশেষ সুল্ট বাস্তিত হয়েছে, অতপর তাকে সিজদা কৰবার আদেশ করা হয়েছে) তাকে সিজদা করতে তোমাকে বিসে রাখি দিব? তুমি কি অহংকারী হয়ে দেবো, মা (বাস্তবে) তুমি উচ্চ মর্বাদাশীজ (যে, তোমাকে সিজদার আদেশ করা শোভনীয় নয়)? সে বলল : (ধিতীয় কথাটিই ঠিক। অর্থাৎ) আমি আদম থেকে উত্তম। কারণ, আপনি আমাকে আগুন দারা সুল্ট কৰেছেন আর তাকে সুল্ট কৰেছেন মাটি দারা। (সুতরাং তাকে সিজদা কৰার নির্দেশ দেওয়াটাই প্রত্যা বিলক্ষ।) আজাহ্ বললেন : (তা হলে) তুই বেরিয়ে যা আকাশ থেকে। নিশ্চিতই তুই (এ কাজ করে) অভিশপ্ত। তোম প্রতি আমার অভিশাপ বিচার দিবস পর্যন্ত বলবৎ থাকবে। (এরপরে অনুপ্রব লাতের সম্ভাবনা মেই।) সে বলল : (আমাকে বলি আদমের কারণে অভিশপ্ত করে থাকেন, তবে আমাকে বিজ্ঞান দিবস পর্যন্ত (মৃত্যু থেকে) অবকাশ দিন (যাতে তার কাছ থেকে এবং তার সন্তান-সন্তানির কাছ থেকে স্বেচ্ছিত প্রতিশোধ নিতে পারি)। আজাহ্ বললেন : (তুই যখন অবকাশ চাস, তখন) তাকে বিসিল্ট সময় পর্যন্ত অবকাশ দেওয়া হল। সে বলল : (অবকাশ যখন পেলায়, তখন) আপনাকেই ইচ্ছাতের কসম, আমি সবাইকে বিপ্লবী করে ছাঢ়ি, আপনার অন্মোহিত আলাপণ ছাঢ়ি। (অর্থাৎ আপনি আদেরকে

আমার প্রতিব থেকে মুক্ত হোথবেন।) আজাহ বলবেনঃ আমি সত্তা যজি আর আমি তো (সর্বসা) সজাহ যদি, আমি তোর দারা এবং তোর অমুসন্ধীরের দাতা জাহারাম পূর্ণ করব।

[সুরার প্রতি তুমের আজাহেই সুপ্রচৃষ্ট ছিল যে, এ সুরার মৌল উদ্দেশ্য রসুলুলাহ (সা)-র রিসাখত সপ্রযোগ করা। এর প্রয়োগাদি সমাপ্ত হয়েছে। এখন উপরের দান প্রসঙ্গে ঈসানের দাওয়াত দেওয়া হচ্ছে ।] আপনি (লেব প্রজাগ হিসাবে) বরে দিন, আমি তোমাদের কাছে এবং (অর্থাৎ কোরআন প্রচারের) জন্য কোন প্রতিমান চাই না এবং আমি কৃতিমতোহরীত নই (যে, কৃতিমতাবে নবুরূত দাবি করব এবং যা কোরআন নয়, তাকে কোরআন বলে দেব। অর্থাৎ মিথ্যা বলামে তার কারণ হবে কোন বন্ধনিত উপকার হত, যেমন অভিমান, না হত কেবল বড়াবগত অঙ্গোস হত, যেমন কৃতিমত। উত্তরটি নাই, বরং বাস্তবে) এটা (অর্থাৎ কোরআন আজাহুর কালাম এবং) বিষবাসীর জন্য এক উপদেশ আছ। (এর প্রচারের জন্য আমি নবুরূত পেয়েছি। এতে তোমাদেরই ঝুঁতু। কাজেই সত্তা সুন্ত উঠার প্রতি যদি তোমরা না যান, তবে) কিছুকাল পরে দাওয়ারা এর অবস্থা অবশ্যই জানতে প্রয়োবে। (অর্থাৎ মৃত্যুর পরেই দুঃখে প্রাণবে যে, এটা সত্তা ছিল এবং একে না যানা অন্যায় ছিল। কিন্তু তখন জানতেও কোন ক্ষেত্রস্থ হবে না।)

আমুসন্ধির ভাষ্য বিষয়

সুরার সাথে সংযোগ :—এ সুরার আসল সংক্ষেপ রসুলুলাহ (সা)-র রিসাখত শব্দগ এবং কাফিরদের দাবি ধন্যবদ্ধ করার। সুরার প্রতিটোই এটা স্পষ্ট ছিল। এ প্রসঙ্গে পরমপূর্বপুরো ঘটনাবলী দ্বিধাত্ব কারণে উল্লেখ করা হয়েছে— এক. রসুলুলাহ (সা)-কে সাম্মান দেওয়া যে, পূর্ববর্তী পরমপূর্বপুরো যত আগনিত কাফিরদের অবহত্তক কাৰ্যকলাপে সবৰ কৰন। দুই. এসব ঘটনা থেকে তাৰাও শিক্ষাত্মক কৰক, যারা একজন সত্তা পরাগয়ারের রিসালত অঙ্গীকাৰ কৰে আছে। এর পর প্রতিমানদের পুত পরিণতি ও কাফিরদের তীব্র শাস্তিৰ চিহ্ন অংকন কৰে কাফিরদেরকে ইসলামের দাওয়াত দেওয়া হয়েছে এবং হিন্দুৱ কৰা হয়েছে যে, বাদের অনুকূলত কৰে আজ তোমরা রসুলে কৰীব (সা)-এর প্রতি মিথ্যারোপ কৰার কিঞ্চাহতের দিন তাৰাই তোমাদের সাহায্য-সহায়তা থেকে হাত উঠিবে নেবে। তাৰা তোমাদেরকে পাইমান কৰবে এবং তোমরা তাদের প্রতি অতিসম্পাদ বৰ্ষণ কৰবে।

এসব বিষয়বস্তুর পর উপসংহারে আমার আসল সামৰ্জ্যাত্মক রিসালতের শুধুমাত্র উপরিত কৰা হয়েছে। প্রয়োগাদি পেল কৰার সাথে সুধু উপদেশ প্রসঙ্গে দাওয়াতও দেওয়া হয়েছে।

—مَا كَانَ لِي مِنْ عُلُمٍ بِالْمُلْكِ إِلَّا مَلِيٌّ أَنْ يُعْلَمُ مَعْلُومٌ—(উর্ফ জনতের)

কোন জানই আমার হিল না বখন তারা কথাবার্তা বলছিল।) অর্থাৎ আমার যিসানতের উচ্চজ্ঞ প্রয়োগ এই যে, আমি তোবাদেরকে উর্ফ জনতের বিষয়াদি সম্পর্কে অবহিত করে থাকি যা তুই হাজা অন্য কোন উপরেই আমার জানার কষ্ট নহ। এসব বিষয়াদির এক অর্থ সেসব আলোচনা, যা আমি সৃষ্টির সময় আরাহত তাজাতা ও কেরেশতাগণের মধ্যে অনুষ্ঠিত হয়েছিল। সূরা বাকারার এ সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা হয়েছে। কেরেশতা-গথ বলেছিল, **أَتَجِعَلُ فِيهَا مِنْ يُفْسِدُ فِيهَا وَيُسْفِغُ الدَّمَاءَ**—আগনি কি পৃথিবীতে এখন কিছু সৃষ্টি করবেন, যারা সেখানে অবর্ধ সৃষ্টি করবে এবং বজ্রগুল বহাবে? এসব কথাবার্তাকে এখানে **أَخْصَاصَم**—যাজে বাস্তু করা হয়েছে, যার শাখিক অর্থ ‘বাগড়া করা’ অথবা ‘বাকবিতও করা’। অর্থ বাস্তব ঘটনা এই যে, কেরেশতা-গণের এই প্রথ কোন আগতি অথবা বাকবিতওর উদ্দেশ্যে হিল না, বরং তারা কেবল আদর্শ সৃষ্টির রাহস্য আন্তরে চেরেছিল। কিন্তু প্রথ ও উর্ফের বাধিক আকার বাক-বিতওর অনুরূপ হয়ে সিয়েছিল বিধায় একে **أَخْصَاصَم**। শব্দ দারা ব্যক্ত করা হয়েছে। যাবে যাবে কোন ছোট বড়কে কোন প্রথ করলে বড় তার আলোচনা প্রসঙ্গে কৌতুকবশত ও প্রোত্তৃতরকে বাগড়া বলে ব্যক্ত করে দেব।

—أَذْ قَالَ رَبُّ الْمُلَائِكَةِ—(বখন আগনার প্রকল্পকারী কেরেশতাগণকে বলেন—)

এখানে আরাহত তাজাতা ও কেরেশতাগণের উপরোক্ত কথাবার্তার প্রতি ইজিত করার সাথে সাথে এমিকেও সৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়েছে যে, ইবলীল নিজেক প্রতিহিংসা ও অহংকারবশত আদর্শ (আ)-ক সিজদা করতে অঙ্গীকৃত করেছিল। তেমনিভাবে আবেদন প্রশংসিকরাও প্রতিহিংসা ও অহংকারের কারণে রসুজাহাত (সা)-র নববাত অঙ্গীকার করে যাচ্ছে। কলে ইবলীসের যে পরিপতি হয়েছে, তাদেরও তাই হবে।—(তফসীরে কর্মীর)

—لَمَّا خَلَقْتَ بَنِي إِدَى—এখানে আদর্শ (আ)-কের আরাহত বরেছেন যে,

আমি নিজ হাতে তাকে সৃষ্টি করেছি। সকল তফসীরবিদই এ ব্যাপারে একমত যে, যানুষের ন্যায় আরাহত তাজাতাৰও হাত আছে, এখানে তা বোকানো হয়েছে। কেবল আরাহত তাজাতা অস-প্রত্যজের মুখাপেক্ষিতা থেকে মুক্ত ও পবিত্র। কাজেই এর অর্থ হল আরাহত কুদরত। আজৰুটি কানার প্রতি সমষ্টি কুদরত অবৈষ বহুজ আবহাস। উদাহরণত এক আয়তে আছে **أَنْتَ مَعْذُولٌ**—অতএব আয়তের মর্যাদ এই যে, আমি

आपके निज कूसरत बारा सुन्दरि करते हैं। ऐमनिते सुन्दर अगलेर सबकिछूहै आजाह्व
कूसरत बारा सुन्दरि हमेहै। किंतु आजाह्व ताँआला शखन कोम बहुत विशेष यर्माना
प्रकाश करते चान, शखन ताके विशेषताबे निजेर साथे समझूत करे देन।
देवन काँवाके बाग्धाह्व (आजाह्वर थर), साजेह (आ)-ऐर उन्नीके 'नाकात्ताह्व'
(आजाह्वर उन्नी), भैरा (आ)-के बरजात्ताह्व (आजाह्वर बाक) अथवा 'झहाह्व'
(आजाह्वर झाह) बला हमेहै। एथानेओ हवरत आपम (आ)-ऐर सत्त्वान प्रकाश करान
उद्देश्ये ऐसे सचक करा हमेहै।—(कृत्तव्य)

لِوْكِيْكَتَّا وَ حَدِّيْمَاتَّا رَبِّيْلَهْ :—(आभि हृषिमता-
तरी नहै।) उदेश्य ऐसे ये, आभि लोकिकता ओ हृषिमतार आपरे नवरत, विसालत
ओ तान-श्रिया प्रकाश करते हैं ना, बरह आजहित्र विधि-विशानहै वथावथताबे प्रधार
करते हैं। ए थेके जना गेज ये, लोकिकता ओ हृषिमता शरीरतेर सुन्दरिते निपनीह।
सेपते ऐर विपात्र दुखाली ओ शुगलिये हवरत आवस्ताह्व ईवये वसुत्तर एकडि
उप्रितु वसित रहते हैं। तिनि बजेनः

“जोकसकत। तोआपके अथे ये वाति कोन विवर जप्तार्के जानें—ऐ ता
अन्नोत्तर काह वर्षन बक्कर, किंतु ये विवर जप्तार्के जान नहै, जान त्तरये
(आजाह्व ताज जानेन) बले काढ थाकूक। केनना, आजाह्व ताँआला तीरि दूसरा जप्तार्के
بَلَهْ مَا أَسْتَلَكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْزَءٍ وَ مَا أَنْتُ مِنَ الْمُتَكَلِّفِينَ :—**قُلْ مَا أَسْتَلَكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْزَءٍ وَ مَا أَنْتُ مِنَ الْمُتَكَلِّفِينَ** (हृष-
माज्जाना)

سورة الزمر

नवरात्रि यज्ञ

ବାକୀର ବନ୍ଦିରେ, ୧୮ ବାଜାର, ଚାନ୍ଦ୍ର

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

تَنْزِيلُ الْكَبِيرِ مِنَ اللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ ۝ إِنَّمَا أَنْزَلَنَا مَا أَنْزَلَ لَنَا
يَا تَحْقِيقَ قَاعِدَةِ اللَّهِ مُخْلِصَةِ الْمُؤْمِنِينَ ۝ إِنَّمَا أَنْزَلَنَا مَا أَنْزَلَ لَنَا
وَالَّذِينَ أَنْهَنَا حِلْمَ دُرْفَمَ أَوْلَى بَأْمَرِ مَا نَهَنَاهُمُ الْأَنْيَقُونُ ۝ إِنَّمَا أَنْزَلَنَا
رُّكْنِي ۝ إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ بِمَا فِيهِمُ فَمَا هُمْ بِغَافِلٍ عَنْ يَخْتَلِفُونَ ۝ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي
مَنْ هُوَ كُفَّارٌ ۝ لَوْ أَرَادَ اللَّهُ أَنْ يَتَشَعَّبَ لَدَّ الْأَضْطَفَىٰ وَمَنْ
يُغْلِقُ عَنْهُ شَاءَ مِنْ سَبِّحَةِ هُوَ أَنَّهُ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ ۝ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ
وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ ۝ يَكُوْرُ النَّيْلَ عَلَى النَّهَارِ وَيُكَوْرُ النَّهَارَ عَلَى الْأَيَّلِ
وَسَعَرَ الشَّمْسَ وَالقَمَرَ ۝ كُلُّ يَعْبُرُ إِلَيْهِ مُسَهَّلٌ إِلَّا هُوَ الْعَزِيزُ
الْفَقَادُوكُلُّكُمْ وَمَنْ نَقَصَ وَاجْدَةً ثُمَّ جَعَلَ مِنْهَا رُوجَهًا وَأَنْزَلَ
لَكُمْ مِنَ الْأَنْعَامِ ثَمَنَيَّةً أَنْوَاجًٰ يَكُلُّكُمْ فِي بُطُونِ أَمْهَاتِكُمْ خَلَقَنَا
مِنْ بَعْدِ خَلْقِنَا فِي ظُلْمَتِ شَلَّثٍ مَذِلَّكُمْ اللَّهُ رَبُّكُمْ لَهُ الْمُلْكُ لَا إِلَهَ
إِلَّا هُوَ فَأَنَّهُ تَصْرُفُونَ ۝

পরম কর্তৃপক্ষ ও অসীম সামাজিক আজ্ঞাহর নামে তথ্য—

(১) কিতাব অবগীর্ণ হয়েছে পরাক্রমশালী, প্রভায় আজ্ঞাহর পক্ষ থেকে। (২) আমি আপনার প্রতি এ কিতাব ব্যবহারকালে বিবিজ করেছি। অতএব আপনি নিচ্ছার সাথে আজ্ঞাহর ইবাদত করো। (৩) জেনে রাখুন, নিচাপূর্ণ ইবাদত আজ্ঞাহরই নিয়ম। আরা আজ্ঞাহ ব্যক্তিত অপরকে উপাস্যারাগে প্রচণ্ড করে রেখেছে এবং কোন যে, আবরা তাদের ইবাদত এ জনাই করি, তখন তারা আমাদেরকে আজ্ঞাহর নিকটবর্তী করে দেয়। নিশ্চয় আজ্ঞাহ তাদের অধ্যে তাদের পারম্পরিক বিরোধপূর্ণ বিষয়ের ক্ষয়সজ্জা করে দেবেন। আজ্ঞাহ যিন্দ্যাবাদী কাকিয়াকে সহপথে পরিচালিত করেন না। (৪) আজ্ঞাহ যদি সভান প্রচণ্ড করার ইচ্ছা করতেন তবে তাঁর সৃষ্টির অধ্য থেকে বা বিষ্ণু ইচ্ছা মনোনীত করতেন, তিনি পরিষ্ঠি। (৫) তিনি আজ্ঞাহ, এক, পরাক্রমশালী ও যদীন সৃষ্টি করেছেন ব্যাবস্থাবাবে। তিনি রাখিকে দিবস ধারা আজ্ঞাদিত করেন এবং দিবসকে রাখি ধারা আজ্ঞাদিত করেন এবং তিনি সূর্য ও চন্দ্রকে কাজে নিষ্পুত্ত করেছেন। অতএকেই বিচারণ করে নিশ্চিপ্ত সমর্কাল সর্বত। জেনে রাখুন, তিনি পরাক্রমশালী, ক্ষমাশীল। (৬) তিনি সৃষ্টি করেছেন তোমাদেরকে একই প্রতি থেকে। অতস্র তা থেকে তার মুগল সৃষ্টি করেছেন এবং তিনি তোমাদের অন্য আউ প্রকাল চতুর্পদ সম্পূর্ণ অবগীর্ণ করেছেন। তিনি তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছেন তোমাদের মাতৃসর্ব পর্যায়কল্যানে একের পর এক বিবিধ আজ্ঞাকারে। তিনি আজ্ঞাহ, তোমাদের পাইকালক্ষ্মী, সাক্ষাৎকার তোরাই। তিনি ব্যক্তিত কোন উপাস্য নেই। অতএব তোমরা কেবলায় বিছান হচ্ছ?

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

কিতাব অবগীর্ণ হয়েছে পরাক্রমশালী, প্রভায় আজ্ঞাহর পক্ষ থেকে। (পরাক্রমশালী হওয়ার মাবিছিল এই যে, কেউ এর প্রতি রিখায়ারোগ করলে, তাকে অনতিবিজয়ে প্রাপ্তি দেবেন; কিন্তু যেহেতু তিনি প্রভায়ক্ষণ বাটে এবং অবকাল সামনের আক্রমে কর্মাদ করেছে, তাই কাকিয়ার ব্যাপারে অবকাল দিয়ে রেখেছেন।) আমি ব্যাবস্থাবাবে একিত্বের আপনার প্রতি নামিল করেছি। অতএব আপনি (কোরআনের শিক্ষা অনুবাদী) নিচাপূর্ণ বিচাসমহ আজ্ঞাহর ইবাদত করতে থাকুন (মেয়ন, এ পর্যন্ত করে এসেছেন। আপনার উপরও এখন তা ওয়াজিব, তখন অন্যদের উপর ওয়াজিব হবে না কেন? জহানবুরুল,) জেনে রাখ, (সিরক ও রিস্তা থেকে) ধাঁচি ইবাদত আজ্ঞাহর আপ্য। ধারা (ধাঁচি ইবাদত হচ্ছে) আজ্ঞাহ ব্যক্তিত অনাকে উপাস্যারাগে প্রচণ্ড করে (এবং কোন,) আমরা তো তাদের পুজা শুধু এ জনাই করি, আতে তারা আমাদেরকে আজ্ঞাহর নিকটবর্তী করে দেয় (অর্থাৎ অন্যদের প্রয়োজনাদি অথবা ইবাদত আজ্ঞাহর সামিখ্যে মেল করে দেয়। যেহেন, মুনিম্বাতে মঙ্গী ও পারিবদ্বৰ্গ করে থাকে।) নিশ্চয় আজ্ঞাহ তাদের (এবং মুনিম্বাদের) অধ্যে পারম্পরিক বিরোধপূর্ণ বিষয়ের (কার্যক্ষম) ক্ষয়সজ্জা (কিম্বামতের দিম), করে দেবেন। (ক্ষতিহীনপক্ষীকে জানাতে এবং শিরকপক্ষীকে জাহানামতে স্থাপিত করবেন। অর্থাৎ তারা না আমলে আপনি চিহ্নাঙ্ক হবেন না, তাদের ক্ষয়সজ্জা সেখানে হবে। আর্থাৎ অতেও

আশ্চর্যস্বিকৃত হবেন না যে, প্রাণদি সঙ্গে তারা সৎপথে আসছে না! (কেননা) আজাহ্ তাকে সৎপথে আনেন না, ক্ষে (কথার) বিধাবাদী এবং (বিবরে) কালিক। (অর্থাৎ মুঠে কৃষ্ণের কথারাটা এবং অন্তরে কৃষ্ণের বিধাবাদ কথগুলি বক্ষপরিকর ও সভায়বেষণে অনিষ্টক)। তার এ হটকারিতার কারণে আজাহ্ তা'আলাও তাকে সৎপথের-তওকীক দেন না। যেহেতু কোন মুশ্রিক ক্ষেত্রে স্থানকে আজাহ্ করা বলে আধা সিত, সুতরাং প্রবর্তীতে তদন্তের উচিৎ ধর্ম করা হয়েছে যে,) যদি আজাহ্ তা'আলা (কাউকে স্থান বানাতেন, তবে ইচ্ছা ব্যক্তিত যেহেতু কোন কিছু হয় না, তাই পথে সঞ্চান করতে ইচ্ছা করতেন এবং যদি) কাউকে স্থানকে শহুর করার ইচ্ছা করতেন, অব (আজাহ্ ব্যক্তিত সবই যেহেতু সৃষ্টি, তাই) অবশেষই সৃষ্টির মধ্য থেকেই যাকে ইচ্ছা (এজন) মনোনীত করতেন। (এটা বাতিল। কেননা) তিনি (দোষবৃত্তি থেকে) পবিত্র। (সৃষ্টির মধ্য থেকে স্থান হওয়া দোষ। কাজেই সৃষ্টিকে সঞ্চান করা অসম্ভব। অসম্ভব কাজের ইচ্ছা করাও অসম্ভব। এতাবে প্রয়োগিত হচ্ছে,) তিনিই একক আজাহ্, (কার্যকের তাঁর কোন শৈলীক নেই এবং) পরাক্রমশালী। (সংসারনার ক্ষেত্রেও তার কোন শৈলীক নেই। কেননা তাঁর অভিই পরাক্রমশালী, কেউ থাকলে সংসারনা থাকতে প্রয়োগ, কিন্তু তা নেই। অতপর তওহীদের মুসলিম বণিত হয়েছে—) তিনি (আসমান ও অবৈকল্পক) অথাবাস্তুতে সৃষ্টি করেছেন। তিনি গ্রাহিকে (অর্থাৎ তাঁর অক্ষয়করণে) দিবসের উপর (অর্থাৎ তাঁর আলোর উপর) আচ্ছাদিত করেন। (কলে দিবস আসুণ এবং কাঞ্চি দৃশ্য হয়ে থাক) এবং দিবসকে (অর্থাৎ তাঁর আলোকে) প্লানিং উপর (অর্থাৎ তাঁর অক্ষয়করণের উপর) তিনি আচ্ছাদিত করেন। (কলে গ্রাহিত অদৃশ্য এবং দিবস দৃশ্য হয়।) তিনি সূর্য ও চন্দ্রকে কাজে নিরোজিত রেখেছেন। প্রত্যক্ষেই নির্দিষ্ট সময়কাল পর্যন্ত বিচরণ করবে। জেনে রাখ, (এসব প্রয়াণের পর তওহীদ অবৈকার করলে শাস্তির আশ্বক রয়েছে। আজাহ্ তা'আলা শাস্তি দিতে সক্ষমও বটে। কেননা) তিনি পরাক্রমশালী, (কিন্তু অবৈকারের পরেও অবৈকার করে নিজে অভিই অবৈকারের কারণে শাস্তি হবে না। কেননা তিনি) ক্ষয়শীলতা বটে। (এ বিবরণের শীর্ঘ্যে তওহীদের প্রতি উৎসাহন করা হল। উৎসরের ঝোঁপড়লো ছিল প্রকৃতিগত। অতপর আবশ্যিত প্রয়াণাদি বর্ণনা করা ছিল। এতে প্রসঙ্গমে কিছু কিছু প্রাকৃতিক প্রয়াণও এসে পেছে।) তিনি তোমাদেরকে এক ব্যাতি থেকে (অর্থাৎ আদম থেকে) সৃষ্টি করেছেন। অতপর তা থেকেই তাঁর সুগন্ধ (অর্থাৎ বিষি হাওয়াকে) সৃষ্টি করেছেন। অতপর তাঁদের থেকে (সমস্ত মানুষ হত্তিয়ে দিয়েছেন।) তিনি তোমাদের (কলাপের) জন্য আট অক্তার (নর ও মাদী) চতুর্পদ জন্ত সৃষ্টি করেছেন। (অষ্টম দীর্ঘায় এসম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। এগুলো অধিক উপকারী বিধায় এখানে বিশেষভাবে এগুলোর উজ্জ্বল করা হয়েছে। এটাই দিগন্তহৃত প্রয়াণ যা প্রসঙ্গমে উল্লিখিত হয়েছে। কেননা বাতিলসভার ছান্নিষ বর্ণনা প্রসঙ্গে এর কথা উজ্জ্বল করা হয়েছে। অতপর মানবসৌষ্ঠীর সৃষ্টি প্রসঙ্গে বলা হয়েছে;) তিনি তোমাদেরকে মাত্রভেতে পর্যাপ্তভাবে একের পর এক অবস্থার মধ্য দিয়ে সৃষ্টি করেন। (পথে বীর, অতপর অমাট রুক্ষ, অতপর মাংসগিণ এভাবে সৃষ্টিকার্য অব্যাহত থাকে। এই সৃষ্টি) তিনি

অজ্ঞানের সম্মত হয়। (এক পেটের অজ্ঞানার। সুই. গৰ্ভালৱের অজ্ঞানার এবং তিনি প্রগতে অজ্ঞানে বিজ্ঞান অজ্ঞানার। এসব সর্বার্থান্ধিক অবস্থা এবং একাধিক অজ্ঞানের সৃষ্টি করা পরিপূর্ণ সম্ভবত ও পরিপূর্ণ ক্ষানের ঘটনা।) তিনিই আজ্ঞাহৃত তোমাদের পালনকর্তা। সাম্রাজ্য তীরেই। তিনি ব্যাটোড় কেউ ইবাদতের বোগ মঞ্চ। (অসব প্রসাগের পর সত্ত থেকে) তোমরা কোথায় বিপ্রাণ হচ্ছ? (তওহীদ কর্ম করা এবং শিরক পরিভ্যাগ করা-তোমাদের প্রবলা কর্তব্য।)

আনন্দান্ধিক জ্ঞানের বিষয়

১০— ﴿فَمَدِّدَ اللَّهُ مَخْلُصًا لِهِ الدِّينِ أَلَاَلَّهُ الدِّينُ الْخَالِصُ﴾—শব্দের অর্থ এখানে ইবাদত অর্থাৎ আনন্দত। অর্থাৎ খর্মের ব্যবতীয় বিধি-বিধান মেনে ঢোকা। এর পূর্ববর্তী বাক্যে রসূলুল্লাহ (সা)-কে সজোধন করে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে যে, আজ্ঞাহৃত ইবাদত ও আনন্দত আনন্দতকে তীরেই জন্ম ধার্তি করুন, যাতে শিরক, রিয়া ও নাম-শপের নামগঙ্গাও না থাকে। এরই তাকীদার্থে বিজ্ঞানের বাক্যে বলা হয়েছে যে, ধার্তি ইবাদত একমাত্র আজ্ঞাহৃত জন্মই সোভিনীয়। তিনি ব্যাটোড় জন্ম কেউ এর বোগ নয়।

হস্তরত আবু ইবায়রা (রা)-থেকে বর্ণিত আছে যে, এক ব্যক্তি রসূলুল্লাহ (সা)-র কাছে আরম্ভ করলে; ইস্যা রসূলুল্লাহ, আমি আবে যাবে দান-খয়রাত করিয়ে অর্থাৎ কান্দণ প্রতি অনুপ্রাপ্তি করি। এতে আমার নির্মত আজ্ঞাহৃত তাজ্জামের সুস্থিতিশুল্ক থাকে এবং এটাও থাকে যে, যানুম আমার জ্ঞানসা করবে। রসূলুল্লাহ (সা) বলেন; সে সভার কসর, কান হাতে খুছাত্তমদের জ্ঞান, আজ্ঞাহৃত তাজ্জাম একম কোম বন্ধ কর্মসূল করেন। যে, যাতে অন্যকে শরীক করা হব। অতপর তিনি প্রমাণসহজে

وَنَصَعَ الْمَوْأِزُونَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ

—**১১—** ﴿وَنَصَعَ الْمَوْأِزُونَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ﴾—(কুরআন)

নিষ্ঠা অনুপাতে আজ্ঞাহৃত নিষ্ঠাট আমল পুরীত হয়; কোরআন পাকের অনেক আজ্ঞাত সাজ্জাদের যে, আজ্ঞাহৃত কাছে আমাদের হিন্দুর পথের পথে আরো নয়—ওজন বারা হয়ে থাকে। **১২—** ﴿وَنَصَعَ الْمَوْأِزُونَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ এবং উল্লিখিত আজ্ঞাত-সমূহের বক্তব্যঝোঁড়ই যে, আজ্ঞাহৃত কাছে আমাদের মুজ্যায়ন ও ওজন নিষ্ঠাপূর্ণ নির্মাতের অনুপাতে হয়ে থাকে। বলা বাহ্য, পূর্ণ ঈমান ব্যক্তিরেকে নিষ্ঠাট পূর্ণরূপে ধার্তি হতে পারে না। কেননা, পূর্ণ ধার্তি নির্মত এই যে, আজ্ঞাহৃত ব্যাটোড় কাউকে জাত-লোকসমের মালিক গল্প করা আবে না, নিজের কাজকর্মে কাউকে ক্ষয়তাপালী আনে করা আবে না, এবং কেন ইবাদত ও আনন্দতে অপরের কর্মনা ও খ্যান করা আবে না। অনিচ্ছাধীন আজ্ঞাহৃত-কর্মনা আজ্ঞাহৃত তাজ্জাম কর্ম করে দেন।

যে সাহাবারে কিরায় মুসলিমান সম্মানের প্রথম সাহিতে অবহিত, তাঁদের আমল ও সাধনার পরিমাণ ক্ষেত্রে একটো বেশি দেখা থাবে না, কিন্তু এতদস্বত্ত্বেও তাঁদের সাজান্য আমল ও সাধনা অবশিষ্ট উচ্চতরের বড় বড় আমল ও সাধনার ক্ষেত্রে উচ্চতর ও অর্থ তো তাঁদের পূর্ণ দৈহান ও পূর্ণ নির্ভাব কারণেই হিল।

وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِهِ أَوْلِيَاءَ مَا نَعْبُدُ هُمْ إِلَّا لِيَقِيرُ بِوْنَى إِلَى اللَّهِ زَلْفَى

এ হজ আবাবের মুশার্রিকদের অবস্থা। তখনকার দিনে সাধারণ মুশার্রিকরাও ছাব এ বিবাসই রাখত যে, আল্লাহ্ তা'আলাই সুল্টানর্দ, শালিক এবং সব কিছুতে ক্ষমতাপালী। শর্তান তাদেরকে বিজ্ঞাপ করলে তারা নিজেদের কলনা অনুযায়ী ফেরেশতাগ্রের আকার-আকৃতিতে শুভি-বিশ্বাস কৈরি করল। অতগত এই বিবাস পোষণ করে নিজ ঘর, এসব মুত্তি-বিশ্বাস প্রতি সম্মান ও উক্তি প্রদর্শন করলে সে ফেরেশতাপথ সন্তুষ্ট হবে, তাদের আকৃতিতে শুভি-বিশ্বাস নিমিত হয়েছে। ফেরেশতাপথ আল্লাহ্ নৈকট্যশীল। অথচ তারা আনন্দ যে, এসব শুভি তাদেরই হাতের তৈরি। এদের কোন বুক্সি-ভান, চেতনা-চেতনা ও শক্তি-বল কিছুই নেই। তারা আল্লাহ্ তা'আলার সরবারকে দুনিয়ার রাজা-বাদশাহদের সরবারের যতই ধারণা করে নিয়েছিল। রাজসদবাবের নৈকট্যশীল বাড়ি কারও প্রতি প্রসর হলে রাজায় কাছে সুপারিশ করে তাকেও রাজাৰ নৈকট্যশীল করে দিতে পারে। তারা যদে করত, ফেরেশতাপথের রাজকীয় স্কার্সদর্কর্তৱ্য ন্যায় যে কোরণ জন্য সুপারিশ করলে পারে। কিন্তু তাদের এসব ধারণা শয়তানী, বিপ্রাদি ও ডিডিহীন কলনা ছাড়া আর কিছুই নয়। প্রথমত এসব শুভি বিশ্বাস ফেরেশতাপথের অঙ্গুলির অনুকরণ নয়। হঠোও আল্লাহ্ সুল্টানীর ফেরেশতাপথ নিজেদের পূজা-অর্চনায় কিছুতেই সন্তুষ্ট হতে পারে না। আল্লাহ্ কাছে অপহৃতনীয় এমন হে কোন বিষয়কে তারা রক্তাক্ষত্বাবে দুপ্ত করে। এতব্যাপীত তারা আল্লাহ্ সরবারে যত্প্রণেদিত হয়ে কোন সুপারিশ করতে পারে না যে পর্যন্ত না তাদেরকে আল্লাহ্ তা'আলা কোন বিশেষ বাড়িয়া ক্ষাণের সুপারিশ করার অনুমতি দেন। নিম্নোক্ত কোরআনী আয়াতের অর্থ তাই:

كُمْ مِنْ مَلِكٍ فِي السَّمَا وَأَنْ لَا تَغْنِي شَفَاعَةُ مَنْ هُمْ شَيْئًا لَا مِنْ بَعْدِ أَنْ يَأْذِنَ اللَّهُ لِمَنِ يُشَاهِدُ وَلَا يُرْضِي -

তৎকালীন মুশার্রিকরাও বর্তমান কাফিরদের চেয়ে উক্ত খ ছিল। বর্তমান মুশের বন্ধবাদী কাফিররা আল্লাহ্ তা'আলার অতিক্ষ তো দ্বীকার করেই না, উপরন্তু আল্লাহ্ তা'আলার প্রতি সরাসরি ধৃষ্টিতা প্রদর্শন করে। ইউরোপ থেকে আয়দানীকৃত কমিউনিজম ও ক্যাপিটালিজমের পারম্পরিক রঙ শত তিমি তিমই হোক না কেন, উত্তম বুকরের মৌদ্রাকধা এই যে, নাউরুবিলাহ 'খোদা' বলতে কিছুই নেই, আবরাই আয়দের ইচ্ছাক

ମାତ୍ରିକ । ଆଜାମେର କର୍ମକାଳେ ସମ୍ପର୍କେ ଜିନ୍ଦାସାଧ କରାର କେଉଁ ନେଇ । ଏଣୁ ଅଧିନାୟମ ବୁଝିବା ଓ ଅଭିଭିତ୍ତାର ଫଳଗୁଡ଼ିତିହେତୀ ଯଜାତ ଯିବା ଥେବେ ଶାତି, ଶାତି, ଶିତିଲୀଙ୍ଗା ଓ ମୁଖ-ଆହ୍ଵାନ ବିନୋଧ ନିଷେହ । ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଖ ଓ ଆଜାମେର ଯତ୍ନମ ନତ୍ତମ ସାଜମରଜାମ ରହେଛ, କିନ୍ତୁ ମୁଖ ନେଇ । ତିକିହିସାର୍ତ୍ତଅଧ୍ୟମିକ ଅନ୍ତପାତି ଏହିପ୍ରେବେଶପାତା ଶ୍ରୀର୍ଥ ରହେଛ, କିନ୍ତୁ ମୋହ-ବାଧିରିଓ ଏତ ଆଧିକ୍ୟ, ଯା ପୂର୍ବ କୋନକାଳେ ଖୋଲା ଆଯାନି । ପାହରା ଚୌକି, ପୁଲିଶ ଓ ଉପ୍ତ ପୁଲିଶ ସହିତ ହିଁଯେ ଥାକା ସମ୍ବେଦନ ଅପରାଧରେ ଯାଇବା ନିଯାଦିନିଇ ଥେବେ ଚଲେଛ । ଯିବା କରିବେ ମେଘା ଥାର, ନତ୍ତମ ନତ୍ତମ ଅନ୍ତପାତି ଏବଂ ମୁଖ ଓ ଆଜାମେର ମୁଖ ପାହିତିଇ ଯାନିବ ଆଧିକ ବିଗନ୍ଦ ଡେକେ ଆନାହେ । ବୁଝରେ ଥାତି ତୋ ପରକାଳେ ସକଳ କାହିଁରେର ଅନ୍ତିର ଚିରହାତୀ ଆହାରାୟ । କିନ୍ତୁ ଏ ଅଜାଭିଭିତ୍ତାର କିନ୍ତୁ ଶାତି ଦୁନିଆତେଓ ଡୋଗ କଲୁଣେ ହବେ ବୈ କି । ସେ ଆଜାହାର ଦେଉଠାଟୁଗୋଦାନମୁହଁ ବ୍ୟବହାର କରେ ତାରା ଆକାଶେ ଆଜେହେ କରାତେ ଗୋହଣୀ ହିଁଯେ, ମେ ଆଜାହାରକେ ଜିନ୍ଦାକାର କରା ଅଜାଭିଭିତ୍ତା ନର କି ?
ଦରମା ରଖାନ୍ତିକମ୍ କରି ଦିନ ମା ହୁବ ଖାନ୍ତିରା
(ଆମାଟା ପୁରୁଷଙ୍କରେ ଶୁଦ୍ଧ ଆସିକେ ହାରିବେ କେବେହି ।)

କୁରି—يَكُوْرُ اللَّهِلَّ عَلَى النَّهَاٰ ر—
ଅର୍ଥ ଏକ ସମ୍ପଦକେ ଅଗ୍ରାନ୍ତ ବନ୍ଦର ଉପର ରେଖେ
ତାକେ ଆହାମିତ କରିଲେବୋ । କୋରାମ ଶାକ ଦିବାରାତିର ପାଇଁ ବେଳେକେ ଏଥାମେ ଜୀଧାରିଦେଇ
ଜନ୍ମ ଥିଲା ଯାହାର ବ୍ୟାକ କରିଲେ । ଯାରି ଆଶବ୍ଦ କରିଲେ ବେମ ଦିନେର ଆମୋର ଉପର
ପର୍ବ୍ର ରେଖେ ଦେଖେ ହସ୍ତ ଏବଂ ଦିନେର ଆଶବ୍ଦରେ ରାତିର ଅଜକାର ସେବ ସବାନିକାର ଅଭିରାଜେ
ଚଳେ ଯାଏ ।

চতুর্থ ও সূর্য উক্তভাবে নথিমৌল :—**গুরু পঞ্চম অন্তর্ভুক্ত**
যার দে, সূর্য ও চন্দ্ৰ উক্তভাবে বিচৰণ কৰে। জোৱা বিকাল ও শুক্ল-অক্ষয় গুৰুবিনষ্ট শব্দেবপা
কোৱায়ান শৈক অধিকাৰ যে কোন আস্থানীয় প্ৰদেহে আলোট বিচৰণ নহ। কিন্তু এ দিনভৰে
প্ৰদেহৰ কোথাও কোথা বিশুদ্ধ বৈধিক হৃদয় ভাবৰ ফৈলত মৈশ্যন রাখা ফলমুখ। বৈকানিকসন্দৰ

আচীন ও অধিক গবেষণা তো নিতো পরিবর্তনশীল বিষয়, কিন্তু কোরআন পাকিস্তান
অধ্যাবলী অপরিবর্তনীয়। আজোচ্চ আয়াত একটুই বাত করেছে যে, চৰ্তা ও সুর্য উভয়ই
সতিশীল। এর উপর বিজ্ঞাস রাখা ক্ষেত্র। এখন আয়াতের সামনে সূর্যের উল্লেখ ও অসূর্যের
পুরুষের মূর্খের
বর্ণনি। অভিভাবক আজোকে যা জানা আর, তা মেম নিতে আগতি মেই।

أَنْزَلْنَا مِنَ السُّمْكِ فَلِلَّهِ الْحَمْدُ——আয়াতে তত্ত্বদ হতে সৃষ্টিকে **فَلِلَّهِ الْحَمْدُ**—সবে হাতু করা
হয়েছে, যার অর্থ আকাশ থেকে নামিল করা। এতে ইঙ্গিত করা হয়েছে, যে, এগুলোর
সৃষ্টিতে আকাশ থেকে অবগৌর্ব পানিকে ছড়াব অভিধিক। তাই এগুলোও যেন আকাশ থেকেই
অবগৌর্ব হয়েছে, কৰা যাব। যানুভূতির পেশাকের ক্ষেত্রেও কোরআন পাক ও পদ রচিতার
করেছে। যেন হয়েছে—**وَأَنْزَلْنَا عَلَيْكُمْ لِبَاسًا**—ধরিত পদাৰ্থ মোহার ক্ষেত্রেও তাই
বলা হয়েছে—**وَأَنْزَلْنَا الْجَدِيدَ**—সবগুলোর আবিষ্যক্তি এই যে, আজোচ্চ তু'আমা দীর
কুমুকতে এতো সৃষ্টি করে মানুষকে দান করেছেন। —(কুরআনী)

خَلَقَ مِنْ بَعْدِ خَلْقِيْ فِي ظُلْمَاتِ الظُّلْمَاتِ—এতে মানব সৃষ্টির স্বাভাবিক
আজোচ্চ কুমুকতের কিছু ফাইসা উল্লেচন করা হয়েছে। প্রথমত আজোচ্চ কুমুকতে এটোও
হিল যে, তিনি মাঝের পেটে সঠানকে একই সময়ে পূর্ণাঙ্গাপে সৃষ্টি করতে পারতেন, কিন্তু
উপরোক্তভাবে তাপিদে একগ করেন নি, বরং **خَلَقَ مِنْ بَعْدِ خَلْقِيْ** কৃত্য পর্যবেক্ষণে
সৃষ্টি করার সংক্ষি অবলম্বন করেছেন। কলে যে নারীর গর্ভে এই কুমুক অবস্থা সৃষ্টি হতে
থাকে, সে ধীরে ধীরে এই বোকা বহনে অভ্যন্ত হতে পারে। ধিতীর্ণত এই অনুগম সুন্দর
সৃষ্টির মধ্যে শত শত শুভ বজ্পাতি এবং সুস্থির প্রাপ সকলেন্নের জন্য দুর্দের অভি
সূচাতিসূচু পিরো-উপরিলো আপন করা হয়। কিন্তু সাধারণ দিলোর মত একাজ কোন
ধোঁজা জামিসায় বৈদ্যুতিক আলোর সাহায্যে করা হয় না বরং তিনটি অঙ্গকারের মধ্যে
সম্পর্ক করা হয়, যেখানে কোন মানুষের গৱে কিছু সৃষ্টি করা তো দুর্বল কথা চিহ্ন-
করনাও সেখানে পৌছাব পথ পাই না।

فَقَبَّلَ رَبُّهُ أَحْسَنَ النَّخَالَقِينَ

لَئِنْ كَفَرُوا فَإِنَّ اللَّهَ عَنِّيْ عَنْ كُمْ——**وَلَا يَنْهَا لِمَيْدَانَ وَالْكَفَرَ وَلَمَّا**
كَشَكَرَوْ وَأَرْضَهُ لَكُمْ دُولَةٌ شَرُّ وَازِمَةٌ قَوْزَرَ أَخْرَىٰ——**ثُمَّ إِلَيْكُمْ**

تَرْجِحُكُمْ فَيُبَيِّنُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ إِنَّهُ عَلَيْهِ رِءُوفٌ رِءُودٌ
 وَإِذَا مَسَ الْأَنْسَانَ ضُرٌّ دَعَا رَبَّهُ مُنِيبًا إِلَيْهِ ثُمَّ
 إِذَا خَوَلَهُ نِعْمَةٌ مِنْهُ نَسِيَ مَا كَانَ يَدْعُوا إِلَيْهِ وَمِنْ قَبْلِهِ وَجَعَلَ
 يُقْرَئُهُ أَنْدَادَ الْيَعْشَنِ عَنْ سَبِيلِهِ قُلْ تَسْعَمْ بِكُفْرِكَ قُلْ لَا إِنْكَ
 مِنْ أَصْحَابِ النَّارِ أَئُنْ هُوَ قَاتِلُ أَنَّهُ اللَّيْلُ سَاهِدًا وَقَاتِلًا يَعْلَمُ
 الْآخِرَةَ وَيَرْجُوا رَحْمَةَ رَبِّهِ قُلْ هَلْ يَسْتَوِيَ الظَّبْنُ يَعْلَمُونَ
 وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ إِنَّمَا يَتَذَكَّرُ أُولُو الْأَلْبَابِ قُلْ يَعْبُدُوا الَّذِينَ
 أَنْبَأُوا أَنَّهُ رَبُّكُمْ وَالَّذِينَ أَخْسَسُوا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا حُسْنَةً
 وَأَرْضُ اللَّهِ وَإِيمَانُهُمْ يُزَكِّيُ جَنَابَاتِ

(۷) ہندی ڈیامڑا جسمیکار کر، تبے آجڑاہ ڈیامڈے رہے کے ہے پر اوہا۔ ٹینیں اُنار ڈیامڈے کا فیکر ہے رہے سڈا پھنس کر رہے ہیں۔ پسکھا رہے ہندی ڈیامڑا کھلتے ہو، تبے ٹینیں ڈیامڈے جنما ڈا پھنس کر رہے ہیں۔ اُنکے پا گپتا رہے جنہے بھن م کر رہے ہیں۔ ڈینی ڈیامڈے رہے ڈیامڈے کو کرم ساختے اور بھیت کر رہے ہیں۔ میں تکریں ٹینیں اُنکے رہے جیسا کہ اُنکے سامنے کوئی نہیں۔ (۸) ہندی ڈیامڈے کے ڈیامڈے کوئی سارے کر رہے، ڈیامڈے سے اکاراٹھیتے تاکہ گامنکرتا کے جا کے، اُنکے ڈینیں جا کے نیڑا یا داں کر رہے، تھن سے کامٹر کرنا کیسی میں ہے شار، ڈیامڈے جنما پُرے ڈیکھیں اور اُن آجڑاہ کے سامنے کھیڑ کر رہے، ڈیامڈے کا جو ڈیامڈے آجڑاہ کے آجڑاہ کے سامنے کھیڑ کر رہے۔ ہندی، ڈیامڈے کوئی ساختے کر رہے، ڈیامڈے کیسی میں ہے اور اُن آجڑاہ کے سامنے کھیڑ کر رہے۔ (۹) ہے ڈیامڈے ڈیامڈے سیامڈے رہے جسے اُنکے دُنیا یا ڈیامڈے کے سامنے کھیڑ کر رہے، اُنکے تاکہ سامان، ہے اُنکے کر رہے ہیں؟ ہندی، ڈیامڈے جانے اور اُنکے جانے ہیں، ڈیامڈے کی سامنے ہاتھ پا رہے؟ ڈیامڈے کے سامنے ڈیامڈے کر رہے، ڈیامڈے بُرکھیاں۔ (۱۰) ہندی، ہے ڈیامڈے بیڈھاں جسے اُن آجڑاہ کے سامنے کھیڑ کر رہے، ڈیامڈے اسی میں کھاتے

সৎকাজ করে, তাদের অন্য রহমতে পুন্য। আজ্ঞাহুর পথিকী প্রশ়্ন। আরা সবজরকারী, তারাই তাদের পুরষার পায় অগ্রগতি।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

(হে আমবকুল ! তোমরা কুফর ও শিরকের অসারতা কেননা, এরপর) যদি তোমরা কুফর কর, (শিরকও এর অন্তর্ভুক্ত) তবে (তাতে) আজ্ঞাহুর আলাত (কেনন রূপ জড়িগ্রস্ত হবেন না)। কেননা, তিনি (তোমাদের এবং তোমাদের ইবাদতের) মুখ্যগেক্ষী নন। (তোমরা ত্রিউইল, ও ইবাদত অবলম্বন, না করতে তাঁর কোন জড়ি নেই। আর একথা অতি নিশ্চিত যে,) তিনি তাঁর বাসাদের কুফর পছন্দ করেন না। (কেননা এতে বাসাদের জড়ি হয়।) যদি তোমরা কৃতজ্ঞ হও, (যাহু প্রধাম লক্ষণ হচ্ছে ঈমান) তবে (তাতে) তাঁর কোন লাভ নেই, কিন্তু যেহেতু এতে তোমাদের লাভ হয়, (তাই) তিনি তোমাদের জন্য তা পছন্দ করেন। (যেহেতু আবার শান্তি এই যে,) একের পৃষ্ঠার অন্য বইন করবে না, (তাই কুফর করে এরপর অনে করো না যে, তোমার কুফর অপরের আবলম্বনায় কোম কারাগে নিষিদ্ধ হয়ে আছে এবং তুমি নিষিদ্ধ হয়ে আবে। যেহেন, অপরের অনুসারী হওয়ার কারণে অথবা অপরে তা বহন করার ওয়াদা করার কারণে। কোন কোন লোক বলত : **وَالنَّجْمُ حَطَّا يَا كُم**—মোটকথা, এরপর হবে না বরং তোমার কুফর তোমার আবলম্বনায়ই মেখা হবে।) অতপর তোমরা তোমাদের পালনকর্তার কাছে ফিরে আবে। তিনি তোমাদেরকে তোমাদের কর্ম সহজে অবহিত করবেন। (এবং শান্তি দিবেন। সুতরাং কিয়ামত হবে না বলে তোমাদের ধারণাও ভ্রান্ত।) তিনি অতরের বিদ্যালি সম্পর্কে অবগত। (সুতরাং এরপর ধারণাও বিখ্যায়ে, তিনি হয়তো তোমাদের কুফর সম্পর্কে অবগত নন। হাদীসে আছে কোন কোন লোকের মধ্যে এরপর আলোচনা হয়ে যে, তানি না আজ্ঞাহুর আমাদের কথাবার্তা শনেন কিনা। অতপর এ সম্পর্কে নানা জনে নানা মত জড়িত করে। এরইপ্রেক্ষিতে **وَمَا كُلِّتْ تِسْتَرُونَ أَنْ**—**دَهْشُكْ**

—আরাত নায়িল হয়।) যখন (মুশর্রিক) লোকদেরকে সুঃখ-কল্প সর্প করে, তখন তারা তাঁর (সত্ত্বিকার) পালনকর্তাকে একনিষ্ঠতাবে তাঁকে (এবং অন্য সব উপাস্যাকে ভূলে যায়।) অতপর যখন তিনি তাঁকে নিজের গুরু থেকে নিয়ামত (শান্তি ও সুখ) দান করেন, তখন সে কল্টের বিষয় ভূলে যায়, যার (অর্থাৎ যা অপসৌরিত করার) জন্যই পূর্বে (আজ্ঞাহুকে) ডেকেছিল এবং আজ্ঞাহুর অংশীদার ছির করে, যাতে (নিজে তো বিদ্রোহ আছেই, এছাড়া) অপরকেও আজ্ঞাহুর পথ থেকে বিদ্রোহ করে। (সৈয়দি পূর্বের সুঃখকল্প বিক্ষ্যুত না হত, তবে ধাঁচি-ত্রিউইলপুর্ণ হয়ে দেখে) এ হচ্ছে মুশর্রিকের নিষ্কা। অতপর শান্তি সম্পর্কে সতর্ক করা হয়েছে।) আপনি (এ ধরনের লোকদেরকে) বলে দিন, তুমি তোমার কুফরের আদ কিছুকাল জোপ করে নাও। (অতপর নিশ্চয় তুমি আহামামীদের অন্তর্ভুক্ত হবে। অতপর তওহীদ পছন্দদের প্রশ়্সনা করে

মুন্দহাম দেওয়া হয়েছে;) যে আতি (উপরোক্ত মুশরিকের বিপরীতে) কানিকালে (আসাধারণত পাইলাস্তির সময়) দিসজনা ও সজাহান (অর্থাৎ আমাকরণ) অবস্থায় ইবাদত করে (এবং অন্তরে) পরকালের আশঁকা রাখে এবং তার পাইনকর্তার রহস্যত প্রভাস্যা করে, (এমন বাতিলও উপরোক্ত মুশরিকদের সমান হতে পারে কি?) কখনও নয়। বরং 'কানেত' তথা নিরমিত ইবাদতকারী এবং আল্লাহকে যে জন্ম করে এবং তার কাছ থেকেই রহস্যত প্রভাস্যা করে সে প্রশংসার যোগ। পক্ষান্তরে যে মুশরিক আর্থ উচ্চারের পর নির্ণয় পরিহার করে সে নিম্নার যোগ। আর যেহেতু এভাবে ইবাদত পরিহার করাকে কানিকরা নিম্ননীর বলে অনে করত না, তাই এ পার্থক্যের কারণে প্রশংসা ও নিম্নার হৃতুম সম্পর্কে তাদের সন্দেহ হতে পারত। কাজেই পরবর্তীতে অধিকতর প্রকৃষ্টভাবে প্রমাণ করা হচ্ছে যে, হে পরগন্তু! আপনি (তাদেরকে এভাবে) বলে দিন যে, জানী ও মৃত্যু কি সমান হতে পারে? (মৃত্যাকে বেহেতু সবাই নিম্ননীর অনে করে, তাই এর উত্তরে তারা বলবে, যে জানে না, সে নিম্নার্থ। যদিও এ বর্ণনা থেকে কুকুর ও কানিকের নিম্নার যোগ হওয়া এবং ঈমান ও মুমিনের প্রশংসার যোগ হওয়া প্রায়শিত হয়ে গেছে, তথাপি) উপরে তারাই প্রাপ্ত করে, যারা (সুস্থ) মুক্তির অধিকারী। (অতএব, আপনি আনুগত্যের প্রতি উৎসাহিত করার জন্য মুমিনদেরকে আমার পক্ষ থেকে) বলে দিন, হে আমার বিজাসী বাসাগণ, তোমরা তোমাদের পাইনকর্তাকে কর কর (অর্থাৎ সদাসর্বদা তাঁর আনুগত্য কর এবং নাকুলমানী থেকে বেঁচে থাক। এগুলো আল্লাহ তীক্ষ্ণের দীপ্তি। অতপর এর অকাকজ বর্ণিত হয়েছে;) যারা মুনিয়াতে সৎকাজ করে, তাদের জন্য রয়েছে প্রতিদান। (পরকালে তো অবশাই, আত্মরিক সুখ অনিবার্য এবং কখনও বাহ্যিক সুখও।) নিজ দেশে সৎকাজ করার পথে বাধা থাকলে হিজরত করে অন্যের তলে যাও। (কেননা,) আল্লাহর পুরিয়ী সুবিজ্ঞে। (যদি দেশ 'ভ্যাগে কষ্ট অনুভব কর, তবুও অন্তরে মৃত্যু পোত্তু কর। কেননা, ধর্মের কাজে) মৃত্যু পোষকারীরা তাদের পুরকার পাবে অগতিত। (এর মাধ্যমে আনুগত্যের প্রতি উৎসাহিত করা হল।)

আনুমতিক কান্ত্য ধিতে

أَنْ تَكْفِرُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنْكُمْ—অর্থাৎ তোমাদের ঈমান যারা আল্লাহর

কোন উপকার হয় না এবং কুকুর হারাও কোন ক্ষতি হত না। সহীহ মুসলিমের হাস্তানে আছে, আল্লাহ তাঁরাঁ আল্লা বলেন, হে আমার বাসারা, যদি তোমাদের পূর্ববর্তী ও পরবর্তী জোকাগণ এবং জিন ও আবব সবাই চূড়ান্ত পাপাচারে জিষ্ঠ হয়ে আস, তবুও আমার রাজ্যে হিন্দু পরিমাণত ছাঁত পাব না—(ইবনে কাসীর)

وَلَا يُرْضِي لِعْبَادَةُ الْكُفَّارِ—অর্থাৎ আল্লাহ তাঁরাঁ তাঁর বাসাদের কুকুর

পছল করেন না। এখানে শব্দের অর্থ মহকৃত করা অথবা আপত্তি ব্যাপিরকে

কোন কাজের ইচ্ছা করাও এবং বিপরীতে শুধু অন্য ব্যবহার কর, আর অর্থ কোথা
কিছুকে অপছন্দ করা অথবা আপত্তিকর সাধারণ করা হণিৎ তার সাথে ইচ্ছাত জড়িত
হাবে।

আহমে সুন্নত ওয়াজ জয়া'আতের বিষয়স এই যে, দুনিয়াতে কোন ডাল অথবা
অন্য কাজ, ঈমান অথবা কৃকৃত্য আলাহ তা'আলার ইচ্ছা বাতিলেক অঙ্গিষ্ঠ লাভ করতে
পারে না। তাই প্রত্যেকটি কাজের অঙ্গিষ্ঠ লাভের জন্য আলাহ তা'আলার ইচ্ছা পত।
তবে আলাহ তা'আলার সন্তুষ্টি ও পছন্দ কেবল ঈমান ও ডাল কাজের সাথেই সম্পৃক্ষ।
কৃকৃত, শিখক ও পাপাচার তিনি গাছে করেন না। শোয়াল ইসলাম নভৌ উসুল ও
যাওয়াবেত প্রয়ে লিখেছেন :

مذہب اہل الحق الایمان بالقدر و اثباته و ان جمیع الكائنات خیرها
و شرها بقضاء الله وقدره و هو مربى لها كلها و يکرہ المعاشری مع انة تعالى
مرید لها لحكمة يعلمهما - جل و علا -

সত্যপর্যামের মুহাব তক্কীরে বিষয়স করা। আরও এই যে, কার-মজ্জ সমস্ত
সুষ্ঠু বশ আলাহ-র আদেশ ও তক্কীরের মারা অঙ্গিষ্ঠ লাভ করে এবং আলাহ তা'আলা
এভেনো সুপ্রিয় ইচ্ছাও করেন। কিন্তু তিনি পাপাচারকে অপছন্দ করেন হণিৎ, কোন
উপরোগিতার কারণে এবং পাপাচার সৃষ্টির ইচ্ছা করেন। এই উপরোগিতা কি, তা
তিনিই জানেন। —(কুরআন মাইমান)

أَنْتَ أَنْتَ الْمُحْكَمُ فِي الْأَفْوَىٰ

— এই বাকের পূর্বে কাফিরদেরকে আলাহ-র
শক থেকে বেঁচা হয়েছে, দুনিয়ার কল্পবনী জীবনে কৃকৃত ও পাপাচারের ঘাস উপজোগ
করে নাও। অবশেষে তোমরা জাহাজীবের ইচ্ছা হবে। এর পর এ বাকে অনুগত
যুগ্মনের কথা বর্ণনা করা হয়েছে এবং একে **أَنْ** প্রবোধক শব্দ দ্বারা গুরু করা
হচ্ছে।— তফসীরবিদগণ বলেন, এর পূর্বে একটি বাকি উহু রয়েছে, অর্থাৎ কাফিরকে
বেঁচা হবে—জুমি উত্তম, না সে অনুগত যুগ্মন বাস্তা উত্তম, যার কথা এখন উল্লেখ
করা হবে? — ত শব্দের কারণে রক্ষণ তরঙ্গয়া করা হয়েছে। হরিত ইবনে ফাতেম
(রা) বলেন, এর অর্থ আনুগত্যাশীল। শব্দটি বর্ধন বিশেষভাবে নামাযের ক্ষেত্রে বলা
হয়, বেয়ন **فَوْسِي اللَّهُ قَاتِلُ**—তখন এর অর্থ হবে সে বাঁকি, যে নামাযে
দৃষ্টিটি নয়, যাখে এবং ঐমিক-সেমিক দেখে না, নিজের কোন অন্য অথবা কাপড় নিয়ে
খেজা করে না এবং দুনিয়ার কোন বিষয় ইচ্ছাকৃতভাবে নামাযে স্থানগ করে না। জুল
ও অনিচ্ছাকৃত করিবা এর পরিপর্যী ঘর।—(কুরআন)

— إِنَّا مُلَيْلٌ ——এর অর্থ আতির মুহূরসময়ে। অর্থাৎ আতির সময়ের পাশ্চাত্য, অধ্যবতী ও দেশাবল। হযরত ইবনে আবুআস (সা) বলেনঃ এই দিন হাস্পেজে অবস্থানে সহজ হিসাব করুন। তার উচিত হবে আরাহ বেন তাকে আতির অক্ষয়ের সিদ্ধান্তে ও দৈনন্দিনে অবস্থায় পান। তার মধ্যে পরকালের চিঠা এবং রহমতের প্রত্যাপাও থাকা দরকার। কেউ কেউ মাখরিব ও এসাক অধ্যবতী সময়কেও আরাহেন।—(রহমতী)

— وَأَرْضُ اللَّهِ وَإِسْرَاعُ
——এর পূর্বের বাক্যে সৎকাজের নির্দেশ হয়েছে। এতে

কেউ আগতি করতে পারত নে, আমি যে শহরে অথবা গ্রামে বাস করাই কিংবা যে পরিবেশে আটকে আছি তা সৎকাজের প্রতিবন্ধক। এর অওরাব ও বাক্যে দেওয়া হয়েছে যে, কোন বিশেষ স্থান কিংবা শহর অথবা বিশেষ পরিবেশ থেকে এবিদি শরীরতের হকুম-আহকাম পাইন করা দুর্কর হয়, তবে তা ত্যাগ কর উচিত, আরাহের পৃথিবী সুস্থিত ও সুতরাং আরাহের আদেশ-মিহের পাইনের উপরোগী কোন হানে ও পরিবেশে গিয়ে বস্ত্রযুস করা দরকার। এতে অনুগ্রহীত পরিবেশে থেকে হিজরত করতে উৎসাহিত করাম্বর্হেছে। হিজরতের বিভাগিত বিধি-বিধান সূরা নিম্ন বর্ণিত হয়েছেঃ

— بَغْيَرْ حَسَابٍ—إِنَّمَا يُوَفَّ فِي الصَّابِرُونَ أَجْرٌ لِّبَغْيَرْ حَسَابٍ—অর্থ

সবরকারীয়ের সওরাব কোন নির্বাচিত পরিদানে নহ—অপরিসীম ও অপরিহিত দেওয়া হবে। হাসীলে তাই বর্ণিত হয়েছে। কেউ কেউ কারও কাছে কারও কোন প্রাপ্তি থাকলে তাকে নিজের প্রাপ্তি দাবি করে আদার করতে হয়। কিন্তু আরাহের কাছে দাবি আতিরেকেই। সবরকারীর তাদের সঙ্গীর পাবে।

— هَذِهِ الْأَنْوَافُ رِزْقُ رَبِّ الْعَالَمِينَ—(সা) বলেন, কিয়ামতের দিন ইন্দোকের পাতিপাতা ঘূঁপন করা হবে। সাতাশখ আবশ্যন করলে তাদের স্বতন অবরুদ্ধ ও উন্নত করে সে হিসাবে পূর্ণ সওরাব দান করা হবে। এমনিতাবে নামায, হজ ইত্যাদি ইবাদতকারীদের ইবাদত যেগে তাদেরকে প্রতিদান দেওয়া হবে। অতগর বাস্তা-বুনিয়তে সবরকারীরা আগমন করলে তাদের জন্য কোন উন্নত ও মাপ হবে না, বরং তাদেরকে অপরিহিত ও অপরিহিত সওরাব দেওয়া যাবে। কেননা আরাহ তা'আলা বলেছেনঃ

— أَنَّمَا يُوَفَّ فِي الصَّابِرُونَ أَجْرٌ لِّبَغْيَرْ حَسَابٍ —কজে শাস্তির পার্থিব জীবন সুখ-আহলে আতিবাহিত হয়েছে, তারা বাসনা প্রকাশ করবে—হাজ, দুনিয়াতে আয়াদের দেহ কাটির সাহচর্য বিডিত হবে আর আবরাত সবরের এমনি প্রতিদান পেতাম।

ইয়াম আলিক (য়) এ আবাদে না বুরুন—সা বুরুন—এর অর্থ নিম্নোহেন আরা দুনিয়াতে বিগদাগদ ও সুঃখ-কষ্টে সবর করে। কেউ কেউ বলেন, আরা পাপকাজ থেকে সৎসম অবসরন করে, আরাতে তাসেরকে সা বুরুন সা বুরুন করে। কুরজুবী বলেন, শক্তকে অন্য কোন শক্তের সাথে সংযুক্ত না করে ব্যবহার করলে তার অর্থ হয় পাপকাজ থেকে নিজেকে বিরত ছাঁধার কষ্ট সহ্যকারী। পক্ষাত্তরে বিগদাগদে সবরকারীর অর্থে ব্যবহার করা হলে তার সাথে সে বিগদও সংযুক্ত হয়ে উঠেছিল হয়। যেমন বজা হয়—সা বুরুন অর্থাৎ অযুক বিগদে সবরকারী।

قُلْ يَرَى نَّفِيْتُ أَمْرُتُ أَنْ أَعْبُدَ اللَّهَ مُخْلِصًا لَّهُ التَّائِنَ ⑩ وَأُمْرُتُ
كَانَ أَكُونَ أَكْلَ الْسُّلَيْمَيْنَ ⑪ قُلْ إِنِّي أَخَافُ إِنْ عَصَيْتُ رَبِّيْ
عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيْمٍ ⑫ قُلْ اللَّهُ أَعْبُدُ مُخْلِصًا لَّهُ دِيْنِيْ ⑬
فَلَغَبَدُوا مَا شَتَّهُ قَنْ دُونِيْهِ ⑭ قُلْ إِنَّ الْحَسِيرِيْنَ الَّذِيْنَ حَسِرُوا
أَنْفُسُهُمْ وَأَهْلِيْهُمْ يَوْمَ الْقِيَمَةِ ⑮ الْأَذْلَالُ هُوَ النَّسْرَانُ الْمُبِيْنُ ⑯
كُوْنُمْ قَنْ فَوْقَهُمْ ظَلَلَ قَنْ النَّارِ وَمَنْ تَحْتَهُمْ ظَلَلَ ⑰ ذَلِكَ يُعَوِّقُ
اللَّهُ بِهِ عِبَادَةً ⑱ يُعَبِّادُ قَانِقُونَ ⑲ وَالَّذِيْنَ بَخْتَبُوا الطَّاغِيْتَ
أَنْ يَعْبُدُوْهَا وَأَنَا بُوْلَأَ لَهُ كُوْنُمُ الْبَشَرِيْ ⑳ فَبَشِّرُ عِبَادَ ⑳
الَّذِيْنَ كَسَّمُوْنَ الْقَوْلَ فَيَتَبَعُوْنَ أَحْسَنَهُ ⑳ أَوْلَيْكَ الَّذِيْنَ
كُوْنُمُ اللَّهُ وَأَوْلَيْكَ هُمْ أَوْلُ الْأَلْبَابِ ㉑ أَفَمَنْ حَقَّ عَلَيْهِ كَلِمَةُ
الْعَذَابِ ㉒ أَفَإِنَّ تُنْقِذُ مَنْ فِي النَّارِ ㉓ فَلِكِنَ الَّذِيْنَ اتَّقَوْ رَهْمَمْ
كُوْنُمْ عَرْفَ قَنْ قَوْقَهَا غَرْفَ مَبِيْنَيَةَ ㉔ تَجْرِي مَنْ تَحْتَهَا الْأَنْهَرُ ㉕ وَعَدَ
اللَّهُ مَكَانِيْخِلْفُ اللَّهُ الْمَيْعَادَ ㉖

(৩১) বলুন, আমি নিষ্ঠার সাথে আজ্ঞাহ্র ইবাদত করতে আদিষ্ট হয়েছি। (৩২) আজ্ঞাও আদিষ্ট হয়েছি, সর্ব প্রথম নির্দেশ পালনকারী হওয়ার জন্য। (৩৩) বলুন, আমি আমার পালনকর্তার অবাধ হলে এক মহা দিবসের শান্তির কর করি। (৩৪) বলুন, আমি নিষ্ঠার সাথে আজ্ঞাহ্র তা'আজ্ঞারই ইবাদত করি। (৩৫) অতএব তোমরা আজ্ঞাহ্র পরিবর্তে যার ঈচ্ছা তার ইবাদত কর। বলুন, কিয়ামতের দিন তারাই যেনী ক্ষতিগ্রস্ত হবে; যারা মিজেদের ও পরিবারবর্গের তরফ থেকে ক্ষতিগ্রস্ত হবে। জেনে রাখ, এটাই সুস্পষ্ট ক্ষতি। (৩৬) তাদের জন্য উপর দিক থেকে এবং নিচের দিক থেকে আভেরের মেষযোগী থাকবে। এ পাণ্ডি যারা আজ্ঞাহ্র তার বাসাদেরকে সতর্ক করেন যে, হে আমার বাসাগণ, আমাকে ভুলিকর। (৩৭) যারা প্রয়ত্নাবী পতিকে পুজা-জ্বর্ণনা থেকে দূরে থাকে এবং আজ্ঞাহ্র অভিশুভী হয়, তাদের জন্য রয়েছে সুসংবাদ। অতএব সুসংবাদ দিন আমার বাসাদেরকে, (৩৮) যারা মনোনিবেশ সহকারে কথা করে, অতপর যা উভয় তার অনুসরণ করে। তাদেরকেই আজ্ঞাহ্র সংগঠ প্রদর্শন করেন এবং তারাই বৃক্ষিযান। (৩৯) কার জন্য পাণ্ডির হস্তয অবক্ষেপিত হয়ে গেছে আগমি কি সে আজ্ঞাযোগীকে স্বত্ত্ব করতে পারবেন? (৪০) কিন্তু যারা তাদের পালন-কর্তারে তর করে, তাদের জন্য নিয়মিত রয়েছে প্রাসাদের উপর প্রাসাদ। এগুলোর তদন্তে নদী প্রবাহিত। আজ্ঞাহ্র প্রতিশুভ্র দিয়েছেন। আজ্ঞাহ্র প্রতিশুভ্র বৈচাক করেন না।

তকসীরের সার-সংক্ষেপ

আপনি বলে দিন, আমি (আজ্ঞাহ্র পক্ষ থেকে) আদিষ্ট হয়েছি যেন ধৌটিভাবে আজ্ঞাহ্র ইবাদত করি (অর্থাৎ তাতে যেন শিরকের নামগ্রন্থ না থাকে)। আমি (আরও) আদিষ্ট হয়েছি, (এ উত্তরের সমস্ত জোকের যাবে বুন). আমিই হই, সর্ব প্রথম মুসলমান (ইসলামকে সত্তা জানকারী)। (বলাবাহলা, বিধি-বিধান কবুল করার বাপারে পঞ্চবর্তী হওয়া জরুরী)। আপনি (আরও) বলে দিন, যদি আমি আমার পালনকর্তার অবাধ হই, তবে আমি এক মহা দিবসের (অর্থাৎ কিয়ামতের) পাণ্ডির আশকা করি। আপনি (আরও) বলে দিন, (আমাকে যা আদেশ করা হয়েছে, আমি তাই পালন করছি, সেমতে) আমি নিষ্ঠার সাথে আজ্ঞাহ্র তা'আজ্ঞারই ইবাদত করি (এতে শিরকের নামগ্রন্থ নেই)। অতএব (এর দাবি এই যে, তোমরাও এরূপ ধৌটি ইবাদত কর)। কিন্তু তোমরা যদি তা না যান, তবে) তোমরা আজ্ঞাহ্র পরিবর্তে যার ঈচ্ছা তার ইবাদত করতে পার। (কিয়ামতের দিন এর যাদ বুঝতে পাবে)। আপনি (আরও) বলে দিন, সে বাণিজ্যাই ক্ষতিগ্রস্ত যারা মিজের ও পরিবারবর্গের তরফ থেকে কিয়ামতের দিন ক্ষতিগ্রস্ত হবে। (অর্থাৎ নিজের পক্ষ থেকেও কোন উপকার পাবে না এবং পরিবারবর্গের তরফ থেকেও না। কেননা পরিবারবর্গ তাদেরই অত পঞ্চঙ্গট হলে তারাও আয়াবে থাকবে। এমতাব্দীয় অপরের কি উপকার করতে পারবে? যদি তারা ধৌটি যুমিন হয়ে আসাতে থাকে, তাহলেও তারা কাফিরদের জন্য সুপারিশ করে উপকার করতে পারবে না।) অনে রেখে, এটাই

সুস্পষ্ট কৃতি। তাদের জন্য উপর দিক থেকে এবং নিচের দিক থেকে প্রগ্রাহিতনকারী অল্পশিখা থাকবে। এখানি ধারা আজাহ্ তাঁর বাসাদেরকে সতর্ক করেন (এবং এ থেকে আবরকার উপর বর্ণনা করেন)। অতএব হে আমার বাসারা, আয়তক (অর্থাৎ আমার শাস্তিকে) তর কর। (এছে কানিকুল-মুশরিকদের অবস্থা।) যারা শয়তানী শক্তির পূজা থেকে দূরে থাকে, (শয়তানের পূজা অর্থ শয়তানের অনুগত করা।) এবং সর্বতোভাবে আজাহ্ অভিযুক্ত হয়, তাদের জন্য রয়েছে সুসংবাদ। অতএব আপনি আমার বাসাদেরকে সুসংবাদ দিয়, ধারা মনোযোগ দিয়ে (আজাহ্) কথা করে, অতগর যা উত্তর (আজাহ্ কথা সবই উত্তর।) তার অনুসরণ করে, তাদেরকেই আজাহ্ সৎপথ প্রদর্শন করেন এবং তদ্বাই বৃক্ষিমান। (তাদেরকে কিসের সুসংবাদ দিতে হবে, তার বর্ণনা **لَكُنِ الَّذِينَ أَتَقْوَى** আয়াতে রয়েছে যথাস্থলে রসূলুল্লাহ্ (সা)-কে সাল্লানা দানের জন্য বলা হয়েছে :) যার জন্য (জকদীর-গতভাবে) শাস্তির আদেশ অবধারিত হয়ে রয়েছে, আপনি কি (আজাহ্ জানা)-সেই জাহাজামীকে (জাহাজামের কারণাদি থেকে) রক্ত করতে পারেন? (অর্থাৎ যে জাহাজামে যাবে, তাকে চেষ্টা করেও কিন্তু যাবে না। অতএব তাদের জন্য দৃশ্য করা অর্থহীন। কিন্তু ধারা এমন হৈ, তাদের জন্য শাস্তির আদেশ অবধারিত হয়নি। ফলে আগনার কাছে আদেশ নিষেধ কুনে তারা) তাদের পাইনকর্তাকে তর করে, তাদের জন্য রয়েছে (জাহাজের) প্রাসাদ, ধার উপরে আরও প্রাসাদ নিমিত্ত রয়েছে। এগুলোর পাসদেশে নদী প্রবাহিত। আজাহ্ এই প্রতিশুভ্রি দিয়েছেন। আজাহ্ ওরাদার খিলাফ করেন না। (উপরে **فَبَشِّرْ عِبَادَ الَّذِينَ يَسْتَمِعُونَ** বলে যে সুসংবাদ দানের আদেশ দেওয়া হয়েছিল, এটাও সে একই বিষয়বস্তু।)

আনুবাদিক অন্তর্ভুক্ত বিষয়

فَبَشِّرْ عِبَادَ الَّذِينَ يَسْتَمِعُونَ **الْقَوْلَ فَيَتَبَعِّدُونَ** أَخْسَنَهَا وَلَا يَنْ

الَّذِينَ هُدُوا **هُمْ أَوْلَئِكَ** **هُمْ أَوْلَاءُ لَهَا** **بِ**

এ আয়াতের তফসীরে তফসীরখিদগপের উকি বিভিন্নরূপ। ইবনে কাসীর কঙ্ক শুহীত উকি তফসীরের সারসংকেতে বর্ণিত হয়েছে। তা এই যে, এখানে অর্থ আজাহ্ কালাম কোরআন অথবা তৎসহ রসূলের শিক্ষাসমূহ। এগুলো সবই উত্তর। তাই মানোযোগী বাহ্যিক বাক্য এসাগ হিজ। **يَسْتَمِعُونَ** **الْقَوْلَ** **فَيَتَبَعِّدُونَ**

କିନ୍ତୁ ଏ ହାଲେ ତୁ ଯାଏ । ଶକ୍ତି ଦୋଷ କରେ କିମିତ କରା ହସ୍ତେ ଥେ, ତାରା କୋଣାର୍କାନ ଓ
ରଜୁଗେର ଶିକ୍ଷାସଂଘର ଅନୁସରଣ ଚକ୍ର ଧରି କରେ କରେନି । ମୁଖରୀ ଭାଇ କରେ । ତାରା କାରଣ
କଥା ତଥା ହିତମହିତ ବିବେଚନା ନା କରେଇ ତାର ଅନୁସରଣ ଚକ୍ର କରେ ଦେବ । ବର୍ତ୍ତମାନ
ଆଜାହ ଓ ରଜୁଗେର କଥାକେ ସତ୍ୟ ଓ ଉତ୍ତମ ଦେଖାର ପର ତାର ଅନୁସରଣ କରେହେ । ଏହି
କଳ୍ପନାତିତି ଆଶାତେର ଶେଷାର୍ଥେ ଭାଦେଇକେ **او لِو الْبَاب** ଉତ୍ସା ବୋଧପତି ଜମାନ
ଶେତାବ ଦେଉଛା ହସ୍ତେହେ । ଏହି ମୁଣ୍ଡାତ କୋଣାର୍କାନର ମଧ୍ୟେଇ ତୁଗୁରାତ ଜମାକେ ହସ୍ତରତ ମୁସା
(ଫ୍ରା)କେ ପ୍ରଦତ୍ତ ଆଦେଶେର ତେତେରେ ରହେହେ । ସବା ହସ୍ତେହେ ।

—অনেক বাগারে আধীনতা দিয়েছে, কিন্তু বাধ্যবাধকতার উপর
আস্ত কর্তৃক প্রত্যয় অঙ্গ হয়েছে। অতএব আরাটের মর্মার্থ সৌভাগ্যে এই বে, এসব
লোক কেবলজ্ঞানের সমর্থনতার বিধানত তনে বাধ্যবাধকতাও তনে, কিন্তু অনুসরণ
করে বাধ্যবাধকতার উপর এবং প্ৰশংসন কেবলজ্ঞানের মধ্য থেকে
—কে জন্মাইতে পাবে।

ଅନେକ ଉତ୍କଳୀଶ୍ୱରିମ ଏକଜୀବ । ଯୁଦ୍ଧ-ପର୍ବତ ନିମାହନ ଜାଧାରଥ ମାନୁଷର କଥା-
ବାର୍ଷା । ଏଣେ ଉତ୍କଳୀଶ୍ୱର, ପିଲାକ, କୁକର, ଦୈତ୍ୟାମ, ଜଡ଼, ଶିଥା ମେତାଦି ସବ ଉତ୍କଳ
କଥାତାର୍ଥୀ ପର୍ବତ କଥା । ଏ ଉତ୍କଳୀଶ୍ୱର ଅନ୍ତର୍ଜାତୀ ଆଶାତେବେ ପର୍ବତ ଏହି ସେ, ବାଡା କାକିର,
ପୁରୀନ, ଜଡ଼-ଶିଥା ଓ ଭାବ-ମନ୍ଦ ନିବିଶେଷ ସବ କଥାଏ ଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଅନୁମତିରେ
କାହାରେ ଉତ୍କଳୀଶ୍ୱର କଥା ଥିଲା ଉତ୍କଳୀଶ୍ୱର ଅମୁଖରଥ କରେ ଏବଂ ଜଡ଼ ଓ ଶିଥା

কথা করে সত্ত্বের অনুসরণ করে। সঙ্গেরও বিভিন্ন কর থাকলে সর্বাঙ্গম স্বরের অনুসরণ করে। এ কারণেই তাদেরকে দৃঢ়ি বিশেষণে বিশেষিত করা হয়েছে। এক
—**أَوْلَىٰ لِبَابٍ**— অর্থাৎ তাদেরকে আজাহ হিসারেত মান করেছেন, কালে বিভিন্ন প্রকার
কথা করে বিপ্রাণ হয় না। সুই—**أَوْلَىٰ لِبَابٍ**— অর্থাৎ তারাই
বুদ্ধিমান। বন্ধুত জাল-অস্ত ও সত্য-বিধ্যার অধ্যে পার্থক্য করাই বুদ্ধির কাজ।

তাই বলা হয়েছে, আলোচ্য আয়াত আমর ইবনে নুফারেল, আবু উর গিফারী
ও সালমান ফারসী (রা) প্রযুক্ত সম্পর্কে অবগুর্ণ হয়েছে। আমর ইবনে নুফারেল
জাহেলিয়াত শুণেও ধিরক ও শৃঙ্খ পুজাকে শৃণা করাতেন। আবু উর গিফারী ও সালমান
ফারসী মুশরিক, ইবনী, খ্ষটান ইত্যাদি ধর্মাবলম্বীদের কথাবার্তা করে ও তাদের গীতি-
নীতি আচার-আচরণ পরিষ করার পর ইসলামকেই শ্রদ্ধ করেছেন!—(কুরআন)

الْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّّٰهُ أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاً فَسَكَّهُ يَنْتَسِيْهُ فِي الْأَرْضِ ثُمَّ
يُخْرِجُ بِهِ رَزْعًا خَتِيلًا أَنْوَانًا ثُمَّ يَهْبِيْهُ قَتْرَنًا مُصْفَرًا ثُمَّ يَجْعَلُهُ حُطَامًا
إِنَّ فِي ذَلِكَ لَذِكْرًا لَا وُلْيَ لِلْأَنْبَابِ ۝ أَفَمَنْ سَرَّهُ اللّٰهُ صَدَرَهُ
لِلْإِسْلَامِ فَهُوَ عَلَى نُورٍ مِّنْ رَبِّهِ ۝ فَوَيْلٌ لِلْفَاسِيْخِ قُلُوبُهُمْ قَنْ
ذِكْرُ اللّٰهِ أُولَئِكَ فِي صَلَلٍ مُّبِينٍ ۝ اللّٰهُ نَزَّلَ أَخْسَنَ الْحَدِيْثِ كَتِبًا
مُتَشَابِهًا مَثَانِيْ تَقْشِعُ مِنْهُ جُلُودُ الظِّيْنِ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ تَحْمِلُّهُ
جُلُودُهُمْ وَقُلُوبُهُمْ إِلَى ذِكْرِ اللّٰهِ ذَلِكَ هُدَى اللّٰهُ يَهْدِيْنِي بِهِ مَنْ
يَشَاءُ ۝ وَمَنْ يُضْلِلِ اللّٰهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادِ ۝

(২১) তুমি কি দেখনি বে, আজাহ আকাশ থেকে পানি হর্ষণ করেছেন, অতগুর
সে পানি বর্ষীনের আর্দ্ধসমূহে প্রবাহিত করেছেন। এরপর তম্বীরা বিভিন্ন রংগের কাঞ্চন
উৎপন্ন করেন, অতগুর তা উকিলে থাক, কালে তোমরা তা পীড়িবর্ণ দেখতে পাও।
এরপর আজাহ তা কে ধৃত-কৃতার পরিষেত করে দেন। বিশ্টয় এতে বুদ্ধিমানদের অন্য
উপদেশ রয়েছে। (২২) আজাহ আর শক ইসলামের জন্য উৎসুক করে দিয়েছেন,
অতগুর সে তার পালনকর্তার পক থেকে আগত আলোর আবে রয়েছে, সে কি তাক

সমাজ, যে এইগ নয়। শাদের অন্তর আজাহ্ উপরিলের ঘোপারে কঠোরি, তামের অন্ত দুর্ভোগ। তারা সুস্পষ্ট ঘোরাইতে রয়েছে। (২৩) আজাহ্ উভয় বাচি তথা কিছীব মাখিল বলেরহেন, বা সামঞ্জস্যপূর্ণ, পুনঃ পুনঃ পঞ্চিত। এতে শাদের জোম কীভাবে দিয়ে উঠে চামকার উপর, আরা শাদের পালমক্তাৰে তরু করে, এইগুল শাদের চামকা ও অন্তর আজাহ্ সময়ে বিনয় হয়। এটাই আজাহ্'র পথমিলেন, এর মাধ্যমে আজাহ্ আকে ইচ্ছা পদচারণাৰ কৰেন। আৱ আজাহ্ আকে ঘোরাই কৰেন, তাৰ কোন পথমিলেন নৈই।

তৎসীরের সার-সংক্ষেপ

(হে সমৌধিত ব্যক্তি,) তুমি কি এ বিবরণি কৰ্য কৰনি যে, আজাহ্ তা'আজা আকাশ থেকে পানি বৰ্ষণ কৰেছেন, অতপুর তাকে শৰীনের রংকু (অর্থাৎ সেসব অংশে) পৌছিয়ে দেন (বেখান থেকে পানি নিৰ্গত হয়ে কুপ ও অৰ্পণ আকাশে বেৱ হৈৱ আসে।) তাৰপুর (মধুন তা নিৰ্গত হয়, তখন) উন্ধুৱাৰা শস্য উৎপন্ন কৰেন হ্যা বিভিন্ন রকম হৈৱ থাকে। তাৰপুর সে শস্যসমূহ সংশৃঙ্খ শুকিলৈ হায়। কলৈ তোমৰা সেগুলোকে ধীৰ বৰ্পেৰ দেখতে পাও। অতপুর (আজাহ্ তা'আজা) সেগুলোকে চূৰ্ণ-বিচূৰ্ণ কৰেন দেন। এ (বিবৰণওলোতে) বুজিমানদেৱ জনা বিৱাট শিক্ষা রয়েছে (যে, হৰহ এমনি অবহু মানুষেৱ পাধিব জীবনেৱ। অর্থাৎ নিঃশেষ হৈৱ হাওয়া।) কাজেই এতে নিৰিষ্ট হৈৱ দিয়ে অনন্ত সুখ-শুভি থেকে বিকিত থাকা এবং সীমাহীন বিগদ মাখার চাপিয়ে নেওয়া নিতান্তই বোকাবীৰ কাজ। হণিও আমাদেৱ বৰ্ণনা অথেষ্ট অলকারপূর্ণ, কিন্তু তবুও প্ৰোতাদেৱ যথো পারম্পাৰিক বিপুল পাৰ্শক রয়েছে।) কাজেই আই বুক ইসজামেৱ জন্য (অর্থাৎ ইসজাম কৰুল কৰাৰ জন্য) আজাহ্ তা'আজা শুলে দিয়েছেন (অর্থাৎ ইসজামেৱ ঘৃণ বিবৰে তাৰ নিশ্চিত বিছাস হয়ে গৈছে)। এবং সে ধীৰ পৱনওয়ারদিগুৱারেৱ (দেওয়া) মূৰ (অর্থাৎ হিদায়েতেৱ দাবিৰ) উপুৱ (চলতে) রয়েছে (অর্থাৎ বিষ্ণাস ছাপন কৰাৰ পৰ দেখতে কাজ কৰতে শুল কৰেছে)। সে এবং সংকীর্ণহীন ব্যক্তিগতা কি সমান (শাদেৱ কথা পৱে বলা হচ্ছে)। সুতৰাৎ হে অমৃত তোকেৱ অন্তৰ আজাহ্ যিকৰ ব্রাহ্মা (যাতে হৃত্ম-জ্ঞাহকাম ও জীতি প্ৰদৰ্শন প্ৰতীতি সবই অভুতুক) প্ৰভাৱিত হৱ না (অর্থাৎ যাবা জীবন আনে না) তাৰেৱ জন্য (ক্ৰিয়াতে) রয়েছে বড়ই অল পাইণতি। (আৱ দুনিয়াতেও) এৱা প্ৰকল্প পথঝল্টতাৰ (বলী) রয়েছে। (প্ৰৱৰ্তীতে উলিখিত 'মূৰ' ও 'হিক্ৰ'-এৱ বৰ্ণনা দেওয়া হয়েছে। অর্থাৎ) আজাহ্ তা'আজা বড়ই উভয় কালাম (অর্থাৎ কোৱ-আন) অৰ্থতীগ কৰেছেন হ্যা এমন এক কিংভাৰ যে, (গঠনেৱ অনন্যতা এবং অৰ্থেৱ অৰ্থাৰ্থতাৰ দিক দিয়ে) পারম্পাৰিক সামঞ্জস্যপূর্ণ (এবং যাব ভেতৱে মানুষেৱ বৰাবাৰ জন্য এমন প্ৰয়োজনীয় কিছু বিবৰ রয়েছে যা) বাৱবাৰ শুনৱাৰুজ হয়েছে। (যেহেন,

আজাহ্ বলেছেন : - **وَلَقَدْ صَرَفْنَا** - ধাতে উপকাৰিতা, তাৰীদ এবং দাবি প্ৰতিষ্ঠাৰ সাথে সাথে প্ৰতিটি কেৱল উদ্বিষ্ট ব্যক্তিগত হৃদয়েৱ বিশেষ অনুৱাগেৱ প্ৰতিষ্ঠা

সেখানে হজার, তখন পুনরাবৃত্তির উদ্দেশ্য নয়। আর এর 'মাসানী' হওয়া অর্থাৎ বার বার পুনরাবৃত্ত হওয়াই এর প্রাণ যে, এটি পথপ্রদর্শকও বটে।) বন্ধারা সেবন লোকের স্বরূপে কেবলে উক্তে বাসা নিজেদের পাইনকর্তাকে তর করে। (এটি ইহিতে হজ করের, যদিও তা অস্তরে হয়, শরীরে তার কেন্দ্র প্রতিক্রিয়া হয় না এবং সে কম তান ও ঝোঁঝনগত হয়, ঝুঁকতি ও দড়াবগত হয় না।) তারপর তাদের দেহ ও অঙ্গ বিনষ্ট হয়ে আলাহুর যিক্রের (অর্থাৎ আলাহুর কিলাবের উপর আমল করার) প্রতি আকৃষ্ট হয়ে যাব। (অর্থাৎ তৌত হয়ে দৈহিক ও আত্মিক আমলসমূহ আনুগত্য ও বিনষ্টভাবে সাথে সম্পাদন করে। এবং) এটি (কোরআন) হল আলাহুর হিদায়েত। যাকে তিনি ইচ্ছা করেন তার জন্য একে হিদায়েত জাতের উপায় করে দেন। (যেমন, এই মার তৌত লোকদের অবস্থা শৈনানো হল।) আর আলাহুর যাকে পথপ্রদর্শক করতে চান কেউ তার পথপ্রদর্শক নেই।

আনুবাদিক তাত্ত্ব বিষয়

يَلَّا بَيْعٌ فَسَلَكَةٌ يُنَاهِي عَنِ الْأَرْضِ^۱—এর অর্থ। অর্থ কৃতি থেকে নির্মত কর্ণ। উদ্দেশ্য এই যে, আকাশ থেকে পানি বর্ষণ করাই এক কৃতি নিরায়ত, কিন্তু একে কৃতির সংরক্ষিত করার ব্যবস্থা না করা হলে মানুষ ক্ষম্বাসা কেবল বৃষ্টির দিমে অবস্থা এর অব্যবহিত পারে করেকদিন উপরুক্ত হতে পারত। অথচ পানিকে অপর নাম জীবন। পানি ব্যাতীত মামুৰ ওকদিনও বাঁচতে পারে না। তাই আলাহুর তাঁ'আলা কেবল এ নিরায়ত নাভিল করেই কান্ত হন নি, একে সংরক্ষিত করার জন্যও বিস্মরকর ব্যবস্থা গ্রহণ করেছেন। কিন্তু পানি তো শুরুর গর্তে, তীব্রাত্মার ও শুক্ররসমূহে সংরক্ষিত হয়ে থার এবং অনেক বড় ভাষাস্তুকে বরাকে পরিপন্থ করে পর্বতের চূড়ায় ভুলে রাখা হয়। কলে পানি পেঁচে যাওয়ার ও দুর্বিল হওয়ার সত্ত্বাবন্ধ থাকে না। অতপর সে বরক আসে আসে গলে পর্বতের দিলো-উপগিরিয়ার গথে কৃমিতে নেমে আসে এবং ছানে, ছানে কর্ণার আকাশে আগমা-আগমি নির্মত হয়। এরপর নদীনীলোর আকাশ ধীরণ করে সমতল কৃমিতে প্রবাহিত হতে থাকে।

এই পানি নিকাশন ব্যবস্থার পূর্ণ বিবরণ কোরআনে পাকে সুজ্ঞাক মুসিলিমের
فَإِنْ سَكَنَاهُ فِي أَرْضٍ وَأَنَا مَلِيْلُ ذَهَابِ لَقَادِ رُونَ
আলাহের তফসীরে বর্ণনা করা হয়েছে।

مُخْتَلِفًا أَلْوَانَ^۲ ক্ষসল উৎপন্ন হওয়ার সময় এবং পাকার সময় তার উপর বিভিন্ন রঙ বিবরিত হতে থাকে। যেহেতু সব রঙই বিবর্তনশীল ও নিয়ন্ত্রণ ক্ষম তাই

مختلغا شہریکے شاکرگنیک نیزمیے **ھال** (ورجیانکاں واقع) پر امداد کرنے اور دیکھ کر
ایڈیٹ کرنا ہے ।

— اَنْ ذِي قِلَّتْ لَذِكْرِي لَا وُلِّي اَلْجَمَانِ — অর্থাৎ গানি বৰ্ষণ, তাকে
সংরক্ষিত করে মানুষের কাজে দাগাবো, তমছারা নামা রকমের উত্তিস ও শুচ উপর
করা, শুকের উপর দিয়ে বিডিম রঙের বিষ্঵র্তনের পর তা উকিলে খাদ্যশস্য আলাদা
করে আবার আলাদা হওয়া এসব বিষয়ের মধ্যে বুজি আনন্দের জন্য অনেক উপদেশ রয়েছে।
এগুলো আলাহুর মহান কুদরত ও প্রভাব দলীল। এগুলো দেখে মানুষ নিজের স্পষ্টতর
রহস্যও অবগত হতে পারে, আ প্রফ্টাকে চিনার ও জানার উপায় হতে পারে।

الاذبقة الى دار الخلود والتجانفي من دار الغرور والقاهب للهوى قبل نزوله

এই বাক্যে হচ্ছে, চিরহাসী বাসস্থানের প্রতি জনুরাও হওয়া, ধোকার বাসস্থান
(অর্থাৎ মুনিলাল আমল-কোম্পানি) থেকে দূরে সরে থাকা। এবং মৃত্ত আসার পূর্বেই
মুক্তির প্রতিক্রিয়া করা—(জীবন মাত্রানি)

আমাতে আবাতটি **فَمَنْ أَنْجَوْهُكَ شَدِّ دِسْرَ كَرَّا হয়েছে।** এর অর্থ এই যে, বে ব্যক্তির অন্তর ইসলামের জন্য খুলে দেওয়া হয়েছে এবং সে তার পালনকর্তার তত্ত্বক থেকে আগত নুরের আমোকে কৃষ্ণ সম্পাদন করে, সে কি সে ব্যক্তির সমান, যে সংকীর্ণ অন্তর ও কর্তৃরপ্তাগ? এর বিপরীতে কর্তৃরপ্তাগ ব্যক্তির উরেখ পরবর্তী আবাতে থাকা হয়েই।

وَقَسَّا وَتَبَعَّدُوا وَبِلَ لِلْقَاتِلَةِ قَلُوْبَهُمْ শব্দের অর্থ কর্তৃরপ্তাগ হওয়া, কারণ প্রতি দস্তা঵েজ না হওয়া। অর্থাৎ যে কাহি আলাহুর যিকির ও বিধানারজী থেকে কোন প্রভাব কুল করে না।

أَلَّا اللَّهُ نَزَّلَ لَخْسَنَ أَنْعَدَ يَثِّيْثَ كَتَّا بِإِمْتَنَانِ—এর পূর্ববর্তী আবাতে

আলাহ তা'আলার প্রির বাদামের অবস্থা বর্ণনা প্রসঙ্গে বলা হয়েছিল **بِسْتِعْدِونَ**

الْقَوْلَ قَيْتَبِعُونَ احْسَنَهُ—এ আবাতে বলে দেওয়া হয়েছে যে, সমগ্র কোরআনই তথ্যউচ্চ বাণী। এর শাব্দিক অর্থ এমন কথা অথবা কাহিমো, যা বর্ণনা করা হয়। কোরআনকে ‘উচ্চ বাণী’ বলে আখ্যায়িত করার মর্ম এই যে, যানুস যা কিছু বলে, তদ্বার্যে উচ্চ বাণী হচ্ছে কোরআন। অতপর কোরআনের কঠিনত বিশেষণ উরেখ করা হয়েছে—১. এর অর্থ কোরআনের বিষয়বস্তু প্রাঞ্চস্মরিক সম্পর্কযুক্ত ও সামগ্র্যপূর্ণ। এর এক আবাতের ব্যাখ্যা ও সত্যাপন অন্য আবাত দ্বারা হয়। এতে পরস্পর বিরোধিতা নেই। ২. এর মৈত্যানী এটা অর্থাৎ কোরআনে একই বিষয়বস্তু বাববাব ঘূরিয়ে-ফিরিয়ে বর্ণনা করা হয়েছে, যাতে তা অন্তরে প্রতিপিঠত হয়ে যায়। ৩.

تَقْدِيرُ مِنْهُ جَلُودُ الدِّينِ يَبْخَتُونَ

(৪২) অর্থাৎ যারা আলাহুর মাহাত্ম্যে ভীত, কোরআন পাঠ করে তাদের দেহের লোম শিউরে উঠে। ৪. **لَمْ تَلِيْنَ جَلُودَهُمْ وَقَلُوْبَهُمْ إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ** অর্থাৎ কোরআন-তিমাওয়াতের অভাবে কখনও আবাবের কথা তবে দেহের লোম শিউরে উঠে এবং কখনও রহমত ও মাগফিরাতের বর্ণনা তবে দেহ ও অন্তর সবই আলাহুর স্মরণে

কল্পয়, হতে, তার। যখনত আসমা বিনতে আবু বকর (রা) বলেন, সাহাবারে কিম্বামের সম্ভাবন করছো? তাই হিজ। তাঁদের আভাস কোরআন কপাঠ করা। হজে তাঁদের চক্ষ অশুগুর্থ যাও বেড় এবং দেহের জোয় লিউজে উত্তো—(কুরআনী)

সুরাত আবনুহাহ্ ইবনে আব্বাসের রেওয়ামেত রসুলুল্লাহ (সা) বলেনঃ, আল্লাহর তরে যে বাসার জোয় লিউজে উত্তে, আল্লাহ্ তার দেহকে আগনের জন্য ধারাব করে দেন।—(কুরআনী)

أَفَمِنْ يَتَّقِي بِوَجْهِهِ شَوَّءُ الْعَذَابِ يَنْهَا قِيمَةٌ وَقَيْلٌ لِلظَّلَمِينَ
 دُوقُوا مَا كَفَرُوا كَبِيسُونَ ④ كَذَبَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَإِنَّهُمْ عَذَابٌ
 مِنْ حَيْثُ لَا يَشْعُرُونَ ⑤ فَإِذَا هُمْ مُهُمْ لِلْغَرْزِيِّ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا
 وَلِعَذَابِ الْآخِرَةِ أَكْبَرُمْ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ ⑥ وَلَقَدْ صَرَبْنَا لِلْفَاسِدِينَ فِي
 هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثِيلٍ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ ⑦ فَزَانَا عَرَبِيًّا
 غَيْرَ ذِي عَوْجٍ لَعَلَّهُمْ يَتَبَعَّونَ ⑧

(২৪) যে বাতি কিম্বামের দিন তার শুধ ধারা অতক আবাব তেকাবে এবং এরপ আলিমদেরকে বলা হবে, তোমরা যা করতে, তার হাদ আবাদন কর,—যে কি তার সম্মান, যে এরপ নয়? (২৫) তাঁদের পূর্ববর্তীরা ও যিথারোগ করেছিল, করে, তাঁদের কাছে আবাব এমনভাবে আসল যা, তাঁরা কর্মান্ব করত না। (২৬) অতপর আল্লাহ্ তাঁদেরকে পাখিয়, জীবনে মাল্লামের হাদ আবাদন করাবেন, তাঁর পরকালের আবাব হবে আরও উচ্চতর—যদি তাঁরা জানত! (২৭) আমি ও কোরআনে মানুষের জন্য সব দৃষ্টান্তই বর্ণনা করেছি, যাতে তাঁরা আবাববন করে: (২৮) আরবী তাঁদের ও কোরআন বর্তাইতু, যাতে তাঁরা সাবধান হয়ে চলে।

তৎসৌরের সন্তুষ্টিকণ্ঠ

যে বাতি নিজের শুধকে কিম্বামের দিম কর্তৃত আবাবের টাই কুরে দেবে, এরপ আলিমদেরকে বলা হবে যে, তোমরা যা করতে, (এখন) তার হাদ আবাদন করো সে কি তার সম্মান হতে পারে; সু, এরপ নয়? (কাহিনীর যেন এসব আবাব অঙ্গীকার না করে। কেননা,) তাঁদের পূর্ববর্তীরা ও (সভাকে প্রিয় করেছিল, কেননা তাঁদের আবাব আবাব এবং আবাব) যা কোন ক্ষেত্রে করত নাই, আল্লাহ্

তাদের পাহিল জীবনেও জান্মনার আদ আধাদন করিবেছেন। (কুরআন হওয়া, যুখ্যন্তি বিহৃত হওয়া, আকাশ থেকে প্রস্তর বর্ষণ ইত্যাদি আবাবের মাধ্যমে তারা মুনিয়াতে জাহিত হবে)। আর পরকালের আবাব (হব) আরও উচ্চতর—বলি তার্ক জাহিত! (উপরে ৪.৩০ খ্রীষ্টী শতাব্দী) — আজাতে বলা হয়েছিল যে, কোরআন তনে কেউ প্রভাবান্বিত হয় এবং কেউ হয় না। পরের আজাতে বলা হয়েছে যে, আরা প্রভাবান্বিত হয় না, তাদের মধ্যে ঘোগ্যতা ও প্রতিভাব অভাব রয়েছে। নতুন কোরআন সর্বার জন্যই সর্বান প্রভাবশালী। এতে কোন সুতি নেই। আর মানবের (হিসারেতের) জন্য এ কোরআনে সর্দপ্রকার (জরুরী) বিষয়বস্তু বর্ণন করেছি, যাতে তারা উৎসেশ প্রাপ্ত করে। (এর অবস্থা এই যে,) এটা আরবী তারার কোরআন, এতে সহজেন্ত বলত। রেই সাতে তারা (এসব সত্তা ও প্রতিভাব বিস্তৃত তনে) জয় করে। (হিসারেতনামা হওয়ার জন্য অভাবশালীসূর তথাবলী কোরআনে সংযোগিত রয়েছে। এর বিষয়বস্তু সহজ ও সুলভ। এর জাহাত, আরবী, যা মানবের জোনের অভিজ্ঞতাবে বুকুল-সজ্জন। এরপর তাদের মাধ্যমে অবসের পক্ষে বোবা সহজ। যোটকথা, এই হিসারেতকুর বোন সুতি নেই। কারও মধ্যে কুরুল করার যোগ্যতা না থাকলে তার কি প্রতিকার।)

আন্দুরিক জাহাত বিষয়

— তুম্হে আন্দুরিক জাহাত করিব বর্ণনা করা হয়েছে।
পুনিয়াতে মানবের অভাস এই যে, কোম কল্টসাম্রাজ্য বিশ্বের সম্মুখীন হজে মানুষ তার মুখ্যবস্তুকে বাঁচানোর জন্য হাত ও গা-কে ঢাকারাপে ব্যবহার করে। কিন্তু আহারামীরা হাত-গাঁথের বারা প্রতিরক্তা করতে সক্ষম হবে না। তাদের আবাব সরাসরি তাদের মুখ্যবস্তুর স্ফীত হবো সে প্রতিরক্তা করতে চাইলে মুখ্যবস্তুকেই ঢাক বাঁচান্তে পারবে। কেবল তাকে হাতেন্দা বাঁধা অবস্থার আহারামে নিকেল করা হবে। — (নৌজুবিলাহ)

তফসীরবিদ 'আতা ইবনে শামেদ বাগেন, আহারামীকে আহারাম হাত-গা বেঁধে হিসেক্ত নিজেপ করা হবে। — (কুরআনী)

ضَرِبَ اللَّهُ مَثَلًا رَجُلًا فِيهِ شُرْكًا مُتَشَكِّسُونَ وَرَجُلًا سَكِّمًا
 لِرَجُلٍ هَلْ يَسْتَوِنْ مَثَلًا الْحَمْدُ لِلَّهِ كُلَا كُثْرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ
 إِنَّكَ مَيِّتٌ وَإِنَّهُمْ مَيِّتُونَ لَكُمْ يَوْمُ الْقِيَامَةِ عِنْ دَارِ بَحْكَمٍ
 تَحْتَهُمُونَ

**جَاهَةُ الَّذِينَ فِي جَهَنَّمْ مُشَوَّى لِلْكُفَّارِينَ ۚ وَالَّذِي جَاءَهُ بِالصَّدْقِ
وَصَدِيقٍ يَهُمْ أُولَئِكَ هُمُ الْمُسْتَقُونَ ۚ لَهُمْ مَا يَشَاءُونَ إِنَّدَرِيْمُ ذَلِكَ
جَزْوُ الْحَسْنَيْنِ ۖ لِلَّذِي كَفَرَ اللَّهُ عَنْهُمْ أَسْوَى الَّذِي عَيْلُوا وَيُجْزِيْهُمْ أَجْرَهُمْ
بِأَخْسَى الَّذِي كَانُوا يَعْلَمُونَ ۚ**

(২৯) আলাহ্ এক দৃষ্টিত বর্ণনা করেছেন : একটি লোকের উপর পরম্পর-বিরোধী জনক কর্মজন আলিক রয়েছে, আরেক বাস্তিত অঙ্গু আর একজন—তাদের উভয়ের অবস্থা কি সমান ? সমস্ত প্রশংসা আলাহ্। কিন্তু তাদের অধিকাংশই জানে না। (৩০) নিচের তাত্ত্বিকও অঙ্গু হবে এবং তাদেরও অঙ্গু হবে। (৩১) অতপর কিছিয়াবত্তের দিন তোমরা সবাই তোমদের পালনকর্তার সামনে কথা কাঢ়াকাঢ়ি করবে। (৩২) যে বাস্তি আলাহ্ বিকলজে যিখ্যা আলে এবং তার কাছে সত্য আগমন করার পর তাকে যিখ্যা সংবাদ করে, তার চেয়ে অধিক আলিয় আর কে হবে ? কাফিরদের বাস্তুর আহারারে নয় কি ? (৩৩) আরা সত্য নিয়ে আগমন করেছে এবং সত্যকে সত্য মেনে নিয়েছে, তারাই তো আলাহ্ তৌর ! (৩৪) তাদের অন্য পালনকর্তার কাছে তাই রয়েছে, কোন তাত্ত্বিক পুরুষ। (৩৫) আগে আলাহ্ তাদের অন্য কর্মসূত আর্জন করেন এবং তাদের উভয় কর্মসূত পুরুষ তাদেরকে দান করেন।

তৎসীরের সার-সংক্ষেপ

আলাহ্ তা'আলা (তওহীদপক্ষী ও মুশ্রিক সম্পর্কে) একটি দৃষ্টিত বর্ণনা করেছেন ; এক (গোলাম) বাস্তিতে কল্পেকজন অংসীদার, যারা পরম্পর বিরুদ্ধ ডাবাপর, আরেক বাস্তি পুরোগুরি একজনেরই (গোলাম)—তাদের উভয়ের অবস্থা কি সমান ? (বজা-বাহসা), উভয়ে সমান নয় ; প্রথম বাস্তি বিপদগ্রস্ত। সে নুরে উঠতে পারে না যে, কোন প্রভুর আদেশ আনবে এবং কোন প্রভুর আদেশ আনবে না। দ্বিতীয় বাস্তি আলায়ে রয়েছে। তার সম্পর্ক এক প্রভুর সাথেই। সুতরাং প্রথমোক্ত বাস্তি মুশ্রিক। সে সর্বদা দোদুলায়ান অবস্থায় থাকে। কখনও আলাহ্ দিকে এবং কখনও মৃতি-বিদ্রহের দিকে ছুটাছুটি করে। মৃতিদের মধ্যেও এককে নিয়ে সন্তুষ্ট থাকে—না, কখনও এক মৃতির আবার কখনও অন্য মৃতির পুঁজা করে। কাফিররাও উপরোক্ত প্রেরণ উভয় এছোড়া দিতে পারবে না যে, অনেক প্রভুর বৈশ গোলামের শুধু বিপদই বিপদ। তাই তাদের অন্য দলীল পূর্ণ হয়ে গেছে। দলীলের এই পূর্ণতার কারণে বলা হয়েছে ‘আলহামদু লিল্লাহ্’ সত্য প্রয়োগিত হয়ে দেখে। কিন্তু এর পরও তারা ক্ষুণ্ণ করে না।

কেননা, তাদের অধিকাংশই বোবে না (এবং বোঝার ইচ্ছাও করে না। অতপর কিম্বা-
অত্তের সর্বশেষ ফরসালাৰ উপরে করা হয়েছে। এ ফরসালা থেকে কেউ গা বাঁচাতে
পারবে না। মৃত্যু হলো পরকালে পৌছার ভূমিকা ও পথ। তাই আগে মৃত্যুৰ প্রসঙ্গে
বলা হয়েছে, হে পঞ্চম, যদি তারা দুনিয়াতে কোন ফরসালা না মানে, তবে আপনি
চিহ্নিত হবেন না। দুনিয়া থেকে) আপনিও মৃত্যুৰপ করবেন এবং তারাও মৃত্যুৰপ
করবে। অতপর কিম্বাত্তের দিন তোমরা (উভয় পক্ষ) তোমাদের পালনকর্তার সামনে
(নিজ নিজ) ঘোকদ্দমা পেশ করবে। (তখন কার্যত ফরসালা হয়ে যাবে। পরবর্তী
১০৩। ظالم) আয়াতে এর বর্ণনা রয়েছে। ফরসালা হবে এই যে, মৃতি উপাসকরা
জাহাজামের শাস্তি তোগ করবে এবং সত্যপছীরা মহা পুরকারে পুরকৃত হবে। বলা
বাহ্য,) যে বাস্তি আলাহ্ বিকল্পে যিথ্যা বলে (অর্থাৎ আলাহ্ সাথে অন্যকেও শরীক
করে) এবং সত্য (অর্থাৎ কোরআন) তার কাছে (রসূলের মাধ্যমে) আসার পরও
তাকে যিথো সাবাস্ত করে, তারে ঢেয়ে অধিক জালিয় (ও অসত্তের পূজারী) আর কে
হবে? (সে যে জালিয় এবং আয়াবের যোগ্য, তা বলাই বাহ্য। বন্তত বড় আয়াব
হচ্ছে জাহাজামের আয়াব। অতএব) এহেন কাফিরদের আবাসস্থল (কিম্বাত্তের দিন)
জাহাজামে নয় কি? (পক্ষান্তরে) যারা সত্য নিয়ে (আলাহ্ পক্ষ থেকে অথবা রসূলের
পক্ষ থেকে মানুষের কাছে) আগমন করেছে এবং (নিজেরোও) সত্যকে সত্য হিসাবে যেনে
নিয়েছে, (অর্থাৎ যারা সত্যবাদী এবং সত্যালনকারী মেমুন প্রথমোক্তরা যিথ্যাবাদী এবং
যিথ্যা সাধ্যাত্তকারী ছিল) তারাই আলাহ্ ভীড়। (তাদের ফরসালা এই যে,) তাদের জন্য
তাদের পালনকর্তার কাছে তাই রয়েছে যা তারা চাইবে। এটা সৎকর্মীদের পুরকার,
(এজন), যাতে আলাহ্ তা'আলা তাদের মন্দকর্মসমূহ মার্জনা করেন এবং তাদের উত্তম
কর্মের বিনিয়য়ে তাদেরকে সওয়াব দান করেন।

আনুবাদিক ভাত্তবা বিবরণ

—إِنَّكُمْ مُبْتَدَأٌ وَأَنْهُمْ مُفْتَوَّثٌ—যে ভবিষ্যৎকালে মরবে, তাকে মৃত্যু এবং

যে অতীত কাজে মরে পেছে, তাকে বলা হয়। আমোচ আয়াতে রসূলে করীয় (সা)-কে উদ্দেশ করে বলা হয়েছে, আপনিও মৃত্যুৰপ করবেন এবং আপনার শত্রু যিন
সবাই মৃত্যুৰপ করবে। এরপ বলার উদ্দেশ্য সবাইকে পরকাল চিন্তায় অবোধোগী
করা এবং পরকালের কাজে আল্লানিয়োগে উৎসাহিত করা। প্রসঙ্গত একথাও বলে
দেওয়া উদ্দেশ্য যে, সৃষ্টির সেরা এবং পঞ্চমৰকুলের মধ্যমণি হওয়া সত্ত্বেও রসূলুলাহ্ (সা)
মৃত্যুর আওতাবহিজুর্ত নন, যাতে তাঁর ইক্তিকালের পর মানুষের মধ্যে এ বিষয়ে বিকল্পাধ
সুলিষ্ট না হয়।—(কুরুতুবী)

نِعْمَ اِنْكِمْ بِرُّوْم

হায়রের আদালতে মহলুমের হক কিরাপে আদায় করা হবে ?

انکم تختصموں — القیا مَعَ مَلْدُورِ بِکِمْ — ইবনে আকবাস (রা) বলেন, এখানে অন্ত শব্দের মধ্যে মু'মিন, কাফির, মুসলিম, জালিম ও মহলুম সবাই অন্তর্ভুক্ত। তারা সবাই নিজ নিজ যোকদ্বয়া আলাহ্ তা'আলার আদালতে দায়ের করবে এবং আলাহ্ তা'আলা জালিমকে মহলুমের হক দিতে বাধ্য করবেন। বুখারীতে বণিত ইবনত আবু ইরায়ার রেওয়ায়েতে রসুলুল্লাহ্ (সা)-র খরন বর্ণনা প্রসঙ্গে বলেন, কারণ ষিঞ্চায় কারণে কোন হক থাকলে তার উচিত দুনিয়াতেই তা আদায় করা অথবা ক্ষমা নিয়ে মুক্ত হয়ে আওয়া। কেবলমা, পরকালে সৌনার-দেরহাম থাকবে না বৈ, তা দিয়ে হক আদায় করা যাবে। সেখানে জালিম বাণিজ কিছু সৎকর্ম থাকলে তা ঝুলুমের পরিমাণে তার কাছ থেকে নিয়ে অবশ্যই বাণিজকে দিয়ে দেওয়া হবে। তার কাছে কোন সৎকর্ম না থাকলে মহলুমের পোনাহ্ তার ঘাড়ে চাপিয়ে দেওয়া হবে।

সহীহ মুসলিমে আবু ইরায়ার (রা) থেকে বণিত আছে যে, রসুলুল্লাহ্ (সা) এক দিন সাহাবারে কিরায়কে প্রশ্ন করলেন, তোমরা কি জান, নিঃব কে ? তাঁরা আশৰ করলেন, ইয়া রসুলুল্লাহ্, আমরা তো তাকেই নিঃব মনে করি, বাঁর কাছে নগদ অর্ধ-কড়ি এবং প্রয়োজনীয় আসবাবপত্র নেই। তিনি বললেন : আমার উচ্চাত্তরে মধ্যে সভি-কার নিঃব সে বাণি, যে কিমামতের দিন অনেক নামায, রোষা ও হজ্জ-যাকাত ইচ্ছাদি নিয়ে উপস্থিত হবে, কিন্তু দুনিয়াতে সে কাউকে পালি দিয়েছিল, কারণ বিরক্তে অগবাদ রাটনা করেছিল, কারণ অর্ধ-কড়ি অন্যায়ভাবে আস্তাসাথ করেছিল, কাউকে হত্তা করেছিল এবং কাউকে শ্রদ্ধার করে দুঃখ দিয়েছিল—এসব মহলুম সবাই আলাহ্ র সামনে তাদের মুলুমের অভিকার দাবি করবে।—ফলে তার সৎকর্মসমূহ তাদের মধ্যে বল্টন করে দেওয়া হবে। যদি তার সৎকর্ম নিঃবেষ হয়ে থাকে এবং অবশ্য মহলুমের হক অবলিঙ্গ থাকে তবে মহলুমের পোনাহ্ তার ঘাড়ে চাপিয়ে তাকে জাহাজামে নিঙ্কেপ করা হবে। অতএব এ বাণি সবকিছু থাকা সত্ত্বেও কিরায়তে নিঃব হয়ে থাবে। সেই প্রকৃত নিঃব।

তিবরানীতে বণিত আবু আইমাব আনসারীর রেওয়ায়েতে রসুলুল্লাহ্ (সা) বলেন, আলাহ্ তা'আলার আদালতে সর্বপ্রথম দ্বারী ও তৌর মোকদ্দমা পেশ হবে। সেখানে জিহবা কথা বলবে না, বরং তৌর হাত-পা সাক্ষা দেবে যে, সে তার দ্বারা প্রতি কি কি দোষ আরোপ করণ্ত। এমনিভাবে দ্বারীর হাত-পা সাক্ষা দেবে সে কিভাবে তার তৌর উপর নির্বাচন চালাত। অতপর প্রত্যেকের সামনে তার চাকচ-চাকচানী উপস্থিত হবে এবং তাদের অভিষ্ঠাপের ফলসমূহ করা হবে। এরপর বাজারের যে সব জোকের সাথে তার কাজ-কারবার ও জেনদেন ছিল, তারা উপস্থিত হবে। সে কারণ প্রতি মুলুম করে থাকলে তাকে তার হক দিতে বাধ্য করা হবে।

কুলুম ও হকের বিনিয়োগে সবরূপ আয়ত দেওয়া হবে কিন্তু ঈদান দেওয়া হবে না : তফসীরে যথহারীতে লিখিত আছে, যবজ্ঞের হকের বিনিয়োগে আলিমের আয়ত দেওয়ার অর্থ এই যে, ঈদান ব্যাতৌত অব্যান আয়ত দেওয়া হবে। কেবল, সব জুলুমই কর্মপত্র পোনাহ—কুফর নয়। কর্মপত্র পোনাহসমূহের শাস্তি হবে সৌভিত। কিন্তু ঈদান একটি অসীম আয়ত, এর পুরুষারণও অসীম। অর্থাৎ চিরকাল জাঘাতে বসবাস করা; যদিও তা পোনাহের শাস্তি ভোগ করা এবং কিছুকাল জাহানায়ে অবস্থান করার পরে হয়। এর সামর্য এই যে, আলিমের ঈদান ব্যাতৌত সব জুলুমই যথন নিঃশেষ হবে যাবে কেবল ঈদান বাকী থাকবে, তখন তার কাছ থেকে তা হিন্দে দেওয়া হবে না, বরং যবজ্ঞের পোনাহ তার উপর চাপিয়ে হক আদায় করা হবে। কলে সে হেনাহের শাস্তি ভোগ করার পর অবশেষে আরাতে প্রবেশ করবে এবং অন্তক্ষেত্র দেখানে থাকবে। যথহাতৌর কর্মনাট বাতে ঈদান বাস্তাকীও তাই কলেহেন।

— ৫-৫ —
এ হ'জারগায় এবং **الَّذِي جَاءَ بِالصِّدْقِ كَذَبَ بِالْفُسْقِ**

অর্থ হস্তুলাহ— (সা) আনৌত শিক্ষাসমূহ, তা কোরআনেই হোক অধ্যা হাসীজ হোক।

বাক্যে এর সত্যারনকালী সব মুমিন-মুসলিমানেই অনুরূপ।

أَلَيْسَ اللَّهُ بِكَافِعَبْدَهُ وَمَنْخُوفُونَكُ بِالَّذِينَ مِنْ دُونِهِ وَمَنْ يُضْلِلِ اللَّهُ
فَإِلَهُهُمْ هُنَّ هَادِئُو وَمَنْ يَهْلِكِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مُضِلٌّ أَلَيْسَ اللَّهُ بِعَزِيزٍ ذِي
إِنْتِقَالٍ وَلَيْسَ سَالِتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ يَقُولُونَ اللَّهُ قُلْ
أَفَغَوِيْتُمْ مَا تَدْعُونَ مَنْ دُونِ اللَّهِ أَرَادَ فِي اللَّهِ بِضَيْرٍ هُنَّ كُشِّفُتْ
صُنْتِرَةً أَوْ أَرَادَ فِي بِرَحْمَتِهِ هَلْ هُنَّ مُمْكِنُ رَحْمَتِهِ قُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ
عَلَيْهِ يَتَوَكَّلُ التَّوَكِّلُونَ قُلْ يَقُولُمْ أَعْمَلُوا عَلَى مَكَانِتِكُمْ إِنِّي عَامِلٌ
فَسُوفَ تَعْلَمُونَ مَنْ يَاتِيَهُ عَذَابٌ يُخَزِّنُهُ وَرَجُلٌ عَلَيْهِ عَذَابٌ مُّقِيمٌ
إِنِّي أَنْزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتْبَ لِتَأْتِيَ بِالْحَقِّ وَمَنْ اهْتَدَ مَهْلِكَةً فَلِنَفْرِيهِ وَمَنْ
ضَلَّ فَأَنْشَا يَضْلِلُ عَلَيْهَا وَمَمَا أَنْتَ عَلَيْهِمْ بِوَكِيلٌ

(৩৬) আলাহ্ কি তাঁর আমার পক্ষে অথেন্ট মন? অথেন্ট তাঁরা আগন্তকে আলাহ্-র পরিবর্তে অন্য উপায়দের তরফ দেখায়। আলাহ্ আকে সোহস্ত্র করেন, তাঁর কোন পথপদর্শক নেই। (৩৭) আর আলাহ্ আকে পথপদর্শন করেন, তাকে পথচার্টকারী কেউ নেই। আলাহ্ কি পয়ত্তমশালী, প্রতিশেখ প্রশংসকারী মন? (৩৮) অদি আপনি তাঁদেরকে জিজেস করেন, আমারাও ও বয়োন কে সৃষ্টি করেছে? তাঁরা অবশ্যই বলবে—আলাহ্। বলুন, তোমরা কেমন মেধেছ কি, অদি আলাহ্ আমার অমিষ্ট করার ইচ্ছা করেন; তবে তোমরা আলাহ্-ব্যতীত আদেরকে তাক, তাঁরা কি সে অনিষ্ট দুর্বলতে পারবেই? অথবা তিনি আমার প্রতি রহমত করার ইচ্ছা করলে তাঁরা কি সে রহমত রোধ করতে পারবে? বলুন, আমার পক্ষে আলাহ্-ই অথেন্ট। নির্ভরকারীরা তাঁরই উপর নির্ভর করে। (৩৯) যত্নুন, হে আমার কওয়, তোমরাঁ তোমাদের আরম্ভের কাজ কর, আসিও কাজ করছি। সত্ত্বেই জাহতে পারবে (৪০) কার করেছে অবরুণনা-কর আবাব এবং চিরহ্যাতী পাতি নেমে আসে। (৪১) আমি আগন্তক প্রতি সত্ত্ব ধর্মসহ কিংবা নামিত করেছি মানুষের কলাপকরণ। জাতগন যে সৎপথে আসে, সে নিজের কলাপের অন্যাই আসে, আর যে অবস্থাট হয়, সে নিজেরই অনিষ্টের অন্য পথচার্ট হয়। আপনি তাঁদের অন্য সাহী মন।

তফসীরের সার-সংজ্ঞেপ

আলাহ্ তাঁরা কি তাঁর বাস্তার [আর্বাঁ বিশেষভাবে হোহাত্মন (সা)-এর হিকায়তের] অন্য যথেষ্ট মন? (অর্বাঁ তিনি তো সবার হিকায়তের জন্যাই যথেষ্ট। এমতাবস্থায় তাঁর প্রিয় বাস্তার হিকায়তের অন্য যথেষ্ট হবেন মা কেন?) বৃত্ত তাঁরা (এমন নির্বোধ যে, খোদায়ী ছিফায়তের ব্যাপারে অঙ্গ সেজে) আগন্তকে আলাহ্-ব্যতীত মিথ্যা উপায়দের তরফ দেখায়। (অথেন্ট তাঁরা মিল্লাখ ও অক্ষয়। সক্রম হৈমেও আলাহ্-র মুকাবিলায় অক্ষয়ই হত। আসল ব্যাপার এই যে,) আলাহ্ আকে পথচার্ট করেন, তাঁর কোনও পথ প্রদর্শক নেই; আর আলাহ্ আকে পথপদর্শন করেন তাকে পথচার্টকারী কেউ নেই। (অতগর্ত আলাহ্-র কুদরত বর্ণনা করে তাঁদের নির্বুজিতা প্রকাশ করা হয়েছে যে,) আলাহ্ কি (তাঁদের যতে) গৱাকুমশালী (৩) প্রতিশেখ প্রশংসকারী মন? (কাহেই আগন্তকে তরফ দেখানো নির্বুজিতা নয় তো কি? আল্টর্ভের বিশ্঵ে যে, আলাহ্-র কুদরত তাঁরাও ঝীকার করে। সেয়তে) আপনি অদি তাঁদেরকে জিজেস করেন যে, আসমান ও বয়োন কে সৃষ্টি করেছে? তাঁরা অবশ্যাই বলবে, আলাহ্। (তাই) আপনি (তাঁদেরকে) বলুন, (তোমরা যখন আলাহ্-কে একক প্রষ্ঠা ঝীকার কর, তখন) তোমরা কেবে মেধেছ কি, অদি আলাহ্ আমাকে কোন কল্প দেওয়ার ইচ্ছা করেন, তবে আলাহ্ ব্যতীত তোমরা আদের পুজা কর তাঁরা কি সে কল্প দুর্বলতে পারবে? অথবা তিনি শব্দি আমার প্রতি রহমত করার ইচ্ছা করেন, তবে তাঁরা কি সে রহমত রোধ করতে পারবে? (এতে আলাহ্-র কুদরত প্রমাণিত হয়ে গেল।) আপনি বলুন, (এতে প্রয়োগিত হল যে,) আমার অন্য আলাহ্-ই যথেষ্ট। নির্ভরকারীরা তাঁরই

উপর নির্ভর করে। (তাই আমিও তাঁরই উপর নির্ভর ও তরঙ্গ করি এবং তোমাদের বিশ্বাখিতা ও শর্ত তার আদৌ পরওয়া করি না। যেহেতু তারা এসব কথা শুনেও তাদের ভাল ধারণার অটল, তাই আগনাকে সর্বশেষ জওয়াব এই শেখানো হচ্ছে যে,) আপনি বলুন, (আমি এতেও তোমরা না যান, তবে তোমরাই আন,) তোমরা তোমাদের অবস্থার কাজ করে যাও, আমিও (নিজের মত) কাজ করছি। (অর্থাৎ তোমরা বছন বিষয়া পথ ত্যাগ করছ না, তখন আমি সত্ত্ব পথ ত্যাগ করব কেন? সহজই, তোমরা জানতে পারবে সে বাতিকে, যার কাছে (দুনিয়াতে) অবআনন্দাকর আবাব আসে এবং (সুজুর পর) চিরচারী শাস্তি নেবে আসবে। [সেবতে দুনিয়াতে বদর মুছে যুসলামানদের হাতে তারা শাস্তি পেবেছে। এরখর পরকালে আসবে চিরচারী আবাব। এর্গৰ্ব্ব রসুলুল্লাহ (সা)-কে পরুদের ভৌতি প্রদর্শন থেকে সামুদ্রনা দেওয়া হচ্ছে ১] আমি আগনার প্রতি সত্ত্বসহ এ কিভাব (যানুষের কল্যাণে) জন্য মানিব করছি। (আগনার কর্তব্য শুধু একে পৌছানো। এরপর) যে বাতি সংগ্ৰহে আসবে, সে নিজের কল্যাণের জন্যই আসবে, আর যে পথচৰ্চ্ছ হবে, সে নিজেরই অনিষ্টের জন্য পথচৰ্চ্ছ হবে। আপনি তাদের উপর (এমন) তত্ত্বাবধারক নন (যে, তাদের পথচৰ্চ্ছাতার কৈফিয়ত আগনার কাছে তলব করা হবে। সুতরাং আপনি তাদের পথচৰ্চ্ছাতা দেখে চিহ্নিত হবেন কেন?)

আনুবাদিক জাতীয় বিষয়

أَلِّيْسَ اللَّهُ بِكَافِ مُبْلِغٍ —কাফিররা একবার রসুলুল্লাহ (সা) ও সাহাবারে

কিরামকে একথা বলে তার দেখিয়েছিল যে, যদি আপনি আমাদের প্রতিমাদের প্রতি বে-আদবী প্রদর্শন করোন, তবে তাদের কোগানল থেকে আগনাকে কেউ বাঁচাতে পারবে না, তাদের প্রভাব শুব সাংঘাতিক। এ হটনার পরিপ্রেক্ষিতে আগোচ আয়াত অবতীর্ণ হয় এবং জওয়াবে বলা হয় যে, আল্লাহ, কি তাঁর বাস্তার পক্ষে হথেচ্ছ নন?

সেজন্যাই কোন কোন তফসীরবিদ এখানে বাস্তার অর্থ নিয়েছেন বিশেষ বাস্তা অর্থাৎ রসুলুল্লাহ (সা)। তফসীরের সার-সংজ্ঞেপে এ অর্থই অবলম্বন করা হয়েছে। অন্য তফসীরবিদগণ বলেন যে, এখানে যে-কোন বাস্তা বোঝানো হয়েছে। এ আয়াতের অপর এক কিরামাত ৪৫ বাণিত আছে। এ কিরামাত হিতীয় তফসীরের সমর্থক। বিষয়বস্তু সর্বাবস্থার ব্যাপক অর্থাৎ আল্লাহ তাঁর প্রত্যেক বাস্তার জন্যই হথেচ্ছ।

سِنِّيْلَةً وَتَغْدِيْسَهُ : بِالْذِيْنِ مِنْ دُوْلَتِ —অর্থাৎ কাফিররা

আগমাকে তাদের যিখ্যা উপাসনার কোণানলের ভয় দেখায়। এ আয়াত পাঠ করে পাঠকবর্গ সাধারণত অনে করে যে, এটা আর কি, এতে ইসলাম (সা)-র প্রতি কাফিরদের হয়েকি বর্ণনা করা হয়েছে সারা। তারা এ বিষয়টি আনুধাবন করতে চেষ্টা করে না যে, এতে আমাদের জন্য কি পথনির্দেশ রয়েছে। অথচ সুস্পষ্ট ব্যাপার এই যে, এই প্রতি কোন মুসলমানকে তার দেখিয়ে বলে, তুমি আরুক হাতার অথবা পাপকাজ না করতে তোমার উর্ধ্বতন কর্মকর্তা অথবা সাসক্ষেপে তোমার জন্তি রাখাল্লিত হবেন এবং তোমার জড়ি করবেন, এরাপ ভৌতি প্রদর্শনকারী ব্যক্তি ও এ আয়াতের অন্তর্ভুক্ত, যদিও সে মুসলমান হয়। আমাদের সমাজে এরাপ ঘটনার ব্যাপক প্রচলন রয়েছে। অধিকাংশ চাকরির ক্ষেত্রে আজ্ঞাহ্র বিধানাবলী অমান্য করবে, না অফিসার বর্গের কোণানলের শিকার হবে, এরাপ টানা-পড়েনের সম্মুখীন হত হয়। আলোচা আয়াত তাদের সবাইকে নির্দেশ দিলেও যে, আজ্ঞাহ্র তা'আলা কি তোমাদের হিফায়তের জন্য যথেষ্ট নন? তোমরা থাঁটিতাবে আজ্ঞাহ্র জন্য গোনাহ্ন না করার সংকেত করলে এবং আজ্ঞাহ্র বিধানাবলীর বিপক্ষে কোন শাসক ও কর্মকর্তার গ্রন্থচক্র পরাগয়া না করলে আজ্ঞাহ্র সাহায্য তোমাদের সাথে থাকবে। বেশির চেয়ে বেশি চাকরি নষ্ট হবে গেলেও আজ্ঞাহ্র তা'আলা তোমাদের জীবিকার অন্য ব্যবস্থা করে দেবেন। মিজেই এ ধরনের চাকরি হেতু দেওয়ার চেষ্টায় থাকা মুসলমানের কর্তব্য। কোন উপযুক্ত জায়গা পেয়ে গেলে অনভিবিলাসে এ ধরনের চাকুরী ত্যাগ করা উচিত।

اللَّهُ يَتَوَفَّ إِلَّا نُفْسَ حَيْنَ مَوْتِهَا وَالَّتِي لَمْ يَعْمَلْ فِي مَنَامِهَا فَإِمْسِكْ
 الَّتِي قُضِيَ عَلَيْهَا الْمَوْتُ وَلَا يُرِسِّلُ الْأُخْرَى إِلَيْهِ أَجَلٌ مُّسْعَىٰ مِنْ فِي ذَلِكَ
 لَذِيَتِ لِقَوْمٍ تَتَفَكَّرُونَ ⑥ أَمْ إِنْ تَحْدُثُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ شُفَاعَاءَ ۖ قُلْ أَكُنْ
 كَانُوا لَا يَمْلِكُونَ شَيْئًا وَلَا يَعْقِلُونَ ⑦ قُلْ إِنَّ اللَّهَ الشَّفَاعَةُ جَمِيعًا لَهُ مُلْكُ
 السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ ثُمَّ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ⑧ وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَحْدَهُ اشْتَأْرَثُ
 قُلُوبُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ ۖ وَإِذَا ذُكِرَ اللَّذِينَ مِنْ دُونِهِ إِذَا
 هُنْ يَسْتَبِرُونَ ⑨

(৪২) আজ্ঞাহ্র আনুষের প্রাণ ছাড়লে তার হাতুর সময়, আর যে অন্ত না, তার নিষ্ঠাকালে। অতপর যার মৃত্যু অব্যাহত করেন, তার প্রাণ ছাড়েন না। এবং অনাদের ছাড়ে দেন এক নিদিষ্ট সময়ের জন্য। নিষ্ঠার এক চিহ্নীল সোকদের জন্য

मिल्समार्की रहेह। (४६) तारा कि आराह् वाटीत् सुगारिनकारी उहल करेह? अनुम तादेव कोन ऐप्टियार ना थाकजेओ एवं तारा ना शुकजेओ? (४७) बडुन, सरक्त सुगारिय आराह् रहै ज्ञानाधीन, आसदान ओ बयोन तीरहै सान्नाज। अउपत्ति तीरहै काहै तोशका अताष्ठित्त हवे। (४८) अथव चेतिकावे आराह् नाम उच्चारण करा हर, तथन आरा परकामे विजाग करे ना, तादेव अतर अकुचित हरे आर, आर अष्म आराह् वाटीत् अनु उगासमर नाम उच्चारण करो हर, अथव तारा आनन्दे उत्सुकि हरे उठे।

ଭକ୍ତିବୀଜେତ ଶାର-ପଟ୍ଟନାୟକ

ଆଜ୍ଞାହୁ ତା'ଆଜ୍ଞାହି ହରଥ (ଅର୍ଥାଏ ନିଷିଦ୍ଧକର) କରେନ (ମେସବ) ପ୍ରାଣ, (ଯାଦେର ମୃତ୍ୟୁର ସମୟ ଏସେ ଗେହେ ।) ତାଦେର ମୃତ୍ୟୁର ସମୟ ପୁରୋପୁରୀଭାବେ ଜୀବନାବସାନ ଘଟିଲେ ଆର ଯାଦେର ମୃତ୍ୟୁ ଆସେନି ତାଦେର ପ୍ରାପ୍ତ ହରଥ କରେନ ତାଦେର ଯିବାର ସମୟ । (ଏହି ପ୍ରାପ୍ତ ମୃତ୍ୟୁ ନିଷିଦ୍ଧକର କରା ହେଲା ନା, ଏକ ଶକ୍ତିକାର ଜୀବନ ବାକି ଥାକେ, କିନ୍ତୁ ଉପରୀଚିତ୍ ଥାକେ ନା । ମୃତ୍ୟୁରେ ଜୀବନ ଓ ଉପରୀଚିତ୍ ଉତ୍ସମ୍ଭାବ ଥିଲେ ହେଁ ହେଁ ଆଜ୍ଞା ।) ଅତପର ଯାର ମୃତ୍ୟୁ ଅବଧାରିତ କରେନ, ତାର ପ୍ରାପ୍ତ ଆଟିକିଲେ ରାଖେନ । (ଅର୍ଥାଏ ଦେହେ କିରେ ଆସାନେ ଦେନ ନା) ଏବଂ ଅନ୍ୟ ପ୍ରାଣ (ଯା ନିଷାର କାରଣେ ନିଷିଦ୍ଧକର ହିଲ ଏବଂ ଯାର ମୃତ୍ୟୁର ସମୟ ଏଥବେ ଆସେନି, ତାକେ) ଏକ ନିର୍ଦିଷ୍ଟ ସମୟରେ ଜଳା ହେତେ ଦେନ । (କଲେ ଲେ ଦେହେ କିରେ ଏସେ ପୂର୍ବରେ ଯତ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟକର୍ମ କରାନ୍ତେ ପାରେ ।) ଏତେ (ଅର୍ଥାଏ ଆଜ୍ଞାହର ଏ କର୍ମକାଣ୍ଡ) ଠିକ୍‌କାଲୀନ ଜୋକଦେର ଜଳ୍ୟ (ଆଜ୍ଞାହର କୁଦରତ ଓ ଏକକତାବେ ସାମନ୍ତ ଜଗନ୍ତ ପଞ୍ଜିଚାରନାର) ନିର୍ଦ୍ଦର୍ଶନବଜୀ ଜାରିଛେ, (ସମ୍ବାଦାରୀ ତତ୍ତ୍ଵବୀନ ପ୍ରମାଣିତ ହରା ।) ତାରା କି (ଲକ୍ଷ୍ମୀଦେଵ ଏବଂ ମୁକ୍ତିବଜୀବି ଯମାଧାରୀ ଜଗନ୍ତ) ଆଜ୍ଞାହ ବ୍ୟାତିତ ଅଗରକେ (ଉପାସା) ଛିର କରିଛେ, ଯାରା (ତାଦେର) ସୁପାରିଶ କରିବେ ?
(ସମ୍ବାଦକାରୀ ତାଦେର ପ୍ରତିମା ସଞ୍ଚାରକ ବଳତ : ୫୩୧ ମିନ୍ଦ ପିନ୍ଡିଟ୍ ପିନ୍ଡିଟ୍) ଆପଣି ଜଳନ,

ହଦିଓ ତାରା (ଆଜ୍ଞାଏ ଡୋମାଦେର ସନ୍ତୋଷ ସୁପାରିଶକାରୀଙ୍କା) କିଛୁଇ କମଳା ଗାଥେ ନା ଏବଂ କିଛୁଇ ବୋବେ ନା ? (ତବୁও କି ଡୋମାରା ଅବେ କରତେ ଥାକବେ ଯେ, ତାରା ଡୋମାଦେର ସୁପାରିଶ କରବେ ? ଡୋମା କି ଏତାହୁତି ଓ ଜାନ ନା ଥିଲେ, ସୁପାରିଶ କରାର ଜନ୍ୟ ତାନ ଓ ଉଗ୍ରଭୂତ କମଳା ଥାକା ଅଗରିହାର୍ମ ବା ତାଦେର ଥଥେ ଅନୁପରିଚିତ ? ଏଥାମେ ମୁଖରିକରା ବଜାତେ ପାରନ୍ତ ଯେ, ପ୍ରତିର ନିଯିତ ଏବଂ ମୁତ୍ତି ଆମାଦେର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନାହିଁ, ବରଂ ଏହିଲୋ ଯେବେଳତା ଅଧିକାରୀ ଜିନିମେର ପ୍ରତିକୃତି । ତାରା ଡୋ ପ୍ରାଣ୍ମୌଳ ଏବଂ କମଳା ଓ ତାନେର ଅଧିକାରୀ । ତାଇ ଏହି ଅନୁରାବ ଲେଖାନୋ ହେଲେହେ ଯେ,) ଆପଣି (ଆରାତ୍) ବଲୁନ, ସମ୍ମ ସୁପାରିଶ ଆଶାହ୍ ତା'ଆଜାହାଇ କମଳାଧୀନ (ତୋର ଅନୁମତି ଛାଡ଼ି କୋନ କେବେଳତା ଅଧିକାରୀ ମାନୁଷେର ପକ୍ଷେ କାରାତ ଅନ୍ୟ ସୁପାରିଶ କରାର ସାଧ୍ୟ ନେଇ । ଆଜାହ୍ ତା'ଆଜାହ ଅନୁମତିର ଜନ୍ୟ ଦୁଃଖ ଶ୍ରଦ୍ଧାରେ ହେଲେହେ । ଏକ—ଯେ ସୁପାରିଶ କରବେ ତେ ଆଜାହ ପ୍ରିୟଜନ ହବେ । ମୁହଁ—ଯାର ଜନ୍ୟ ସୁପାରିଶ କରବେ, ତାର କମାହୋଗ୍ଯ ହତେ ହବେ । ମୁଖରିକଦେର ପ୍ରତିଯା ହଦି ଜିନ ଓ ଧରଭାମେର ପ୍ରତିକୃତି ହୁଏ, ତବେ ଅନୁମତି ତାତେର ଉତ୍ତର ଶ୍ରଦ୍ଧା ଅନୁପରିଚିତ ।

সুশাস্ত্রিকানী ছিন ও শতান আজাহ্ প্রিমজন নর এবং শুশাস্ত্রিকরাও ক্ষমাবোগ যৰ। গৃহাতরে যদি তাদের শুভি ফেরেশতা অথবা পরম্পরাকল্পের প্রতিকৃতি হয়, তবে প্রথম শর্ত উপরিত ধাকলেও তিতৌয় শর্ত অনুগ্রহিত। কারণ, শুশাস্ত্রিকদের যথে ক্ষমা গোঙাই হোগতা নেই। অতপর বলা হয়েছে, আজাহ্ শান এই বে,) আসমান ও ক্ষমানের রাজক তাঁরই; অতপর তাঁরই কাছে তোমরা প্রভাবিতি হবে। (তাই সবকিছু হচ্ছে তাঁকেই ভৱ কর, তাঁরই ইবাদত কর। কাফির ও শুশাস্ত্রিকদের অবহা এই বে,) যখন এককভাবে শধুমাঝ আজাহ্ আলোচনা করা হয়, (বলা হয় যে, তিনি এককভাবে সম্প্র বিরের ভাবনদের সর্ববর মালিক) তখন বারা পরকালে বিবাস করে না, তাদের অভর সৎকৃতি হয়ে যায়, আর যখন আজাহ্ ব্যাণ্ডি অন্য উপাসাদের আলোচনা করা হয় (এককভাবে অথবা আজাহ্ আলোচনার সাথে সংযুক্ত করে) তখন তারা আনন্দে উঠাসিত হয়ে উঠে।

আনুষাঙ্গিক কাউন্ট্য বিষয়

الله يُقْوِيْ اَلْفَسْ حَتَّىْ

হস্ত্য ও নিষ্ঠাকালীন প্রাপ হরণের পর্যবেক্ষণ :

—**ত্বু মুত্তু** — এর শাস্ত্রিক অর্থ দেওয়া ও কর্তৃত করা। আলোচ আলাতে আজাহ্ কলেন, প্রাণদের প্রাপ সর্বাবহার ও সর্ব-কৃপাই আজাহ্ প্রাপ্তাদার আমাদাখীন। তিনি যখন ইচ্ছা তা হরণ করতে ও ক্ষিতিজে নিতে পারেন। আজাহ্ তা'আলার এ কৃপরত প্রতোক প্রাণীই প্রতাহ দেবে ও অনুভব করে। নিষ্ঠার সময় তা'আলার এ প্রকার কর্তৃত তলে যায় এবং জাপত হওয়ার পর ক্ষিতে পার। অবশ্যে এমন এক সময় আসবে, যখন তা সম্পূর্ণ কর্তৃত হয়ে যাবে এবং ক্ষিতে পাওয়া যাবে না।

তুলসীরে যবছারীতে আছে, প্রাপ হরণ করার অর্থ তা'র সম্পর্ক দেহ থেকে বিচ্ছিন্ন করে দেওয়া। কখনও বাহ্যিক ও অভ্যন্তরীণ সব দিক দিয়ে বিচ্ছিন্ন করে দেওয়া হয়, এরই নাম শুল্ক। আবার কখনও শধু বাহ্যিকভাবে বিচ্ছিন্ন করা হয়। অভ্যন্তরীণভাবে যোগাযোগ থাকে। এর ফলে ক্ষেবজ বাহ্যিকভাবে জীবনের অক্ষণ, তেজনা ও ইচ্ছাতিতি নড়াচড়ার শক্তি বিচ্ছিন্ন করে দেওয়া হয় এবং অভ্যন্তরীণ দিক দিয়ে দেহের সাথে প্রাপের সম্পর্ক থাকী থাকে। কলে সে যাস প্রহণ করে ও জীবিত থাকে। এটা এভাবে করা হয় যে, মানুষের প্রাপকে 'আলয়ে যিছাম' অধ্যনের দিকে নিরিষ্ট করে এ জগত থেকে বিমুখ ও নিষ্ঠিত করে দেওয়া হয়, যাতে মানুষ পরিপূর্ণ আয়াম লাভ করতে পারে। যখন অভ্যন্তরীণ সম্পর্কও বিচ্ছিন্ন করে দেওয়া হয়, তখন দেহের জীবন সম্পূর্ণরূপে ধূম হয়ে যায়।

আলোচ্য আবাবতে শব্দটি উপরোক্ত উভয় প্রকার প্রাণ হয়েগের অর্থকেই অভিহ্ন করে। মৃত্য ও নির্ধারিত উপরোক্ত পার্থক্যের সমর্থন হয়রত আলী (রা)-এর এক উক্তি থেকেও পাওয়া যায়। তিনি বলেন, “নিম্নার্থ সময় মানুষের প্রাণ তার দেহে থেকে বের হয়ে যায়, কিন্তু প্রাণের একটি রেশ দেহে বাকী থাকে। কলে মানুষ জীবিত থাকে। এ রেশের মাধ্যমেই সে অপ্য দেহে। এ অপ্য আলয়ে যিচানের দিকে প্রাণের নিবিল্ট থাকা অবস্থায় দেখা হলে তা সৃত অপ্য হয় এবং সেদিক থেকে দেহের দিকে ফিরে আসার সময় দেখলে তাতে শরতান্ত্রের কারসাজি শামিল হয়ে যাব। কলে সেটা সত্য অপ্য থাকে না।” তিনি আরও বলেন, “নিম্নাবস্থায় ঝাপ দেহ থেকে বেরিয়ে যায়, কিন্তু জাগরণের সময় এক নিম্নের চেয়েও কম সময় দেহে ফিরে আসে।”

قُلْ اللَّهُمَّ فَأَطِرْ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ عِلْمَ الْغَيْبِ وَ الشَّهَادَةِ أَنْتَ تَحْكُمُ
 بَيْنَ عِبَادِكَ فِي مَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ ۝ وَلَوْ أَنَّ لِلنَّاسِينَ ظَلْمًا مَا فِي
 الْأَرْضِ جَمِيعًا وَ مِثْلَهُمْ لَا فَتَدَافَعُوهُ ۝ مَنْ سُورَ الْعَذَابَ يَوْمَ الْقِيَمَةِ
 وَ بَدَ الْهُمْ قِنَّ اللَّهُ مَا لَكُمْ يَكُونُوا يَحْسِبُونَ ۝ وَ بَدَ الْهُمْ سِيَّاسَتَ مَا
 كَسَبُوا وَ حَاقَ بِهِمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ ۝ فَإِذَا مَسَ الْإِنْسَانَ ضُرُّدُ عَانَى
 ثُمَّ إِذَا خَوْلَنَهُ نُعَمَّهُ قَنَّا ۝ قَالَ إِنَّمَا أُوتِيتُهُ عَلَى عِلْمٍ بَلْ هِيَ فِتْنَةٌ
 وَ لَكُنَّ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ۝ قَدْ قَالَهَا الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَمَا أَعْنَى
 عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ ۝ فَمَاصَابَهُمْ سِيَّاسَتُ مَا كَسَبُوا وَ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْ
 هُوَ لَا يُسْبِحُونَ ۝ مَا كَسَبُوا وَ مَا هُمْ بِعَاجِزِينَ ۝ أَوْ لَمْ يَعْلَمُوا أَنَّ
 اللَّهَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ وَ يَقْدِرُ ۝ أَنَّ فِي ذَلِكَ لَا يَتَ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ ۝

(৪৬) বলুন, যে আলাহ্, আসমান ও অদ্যাদের ছক্টা, মৃত্য ও অদ্যাদের জীবনী, আপনিই আপনার অদ্যাদের যথে কয়সালা করবেন বে বিসর্জন তারা যতধিকেও করত। (৪৭) এদি লোনাহ-গারদের কাছে পৃথিবীর সরকিলু থাকে এবং তার সাথে সমগ্রিমাত্র আরও থাকে, তবে অবশাই তারা কিয়ামতের দিন সে সরকিলুই নিষ্কৃতি পাওয়ার জন্য সুভিগদ হিসেবে দিয়ে দেবে। অথব তারা দেখতে পাবে, আলাহ্র পক্ষ

থেকে এমন শান্তি, যা তারা করনাও করত না। (৪৮) আর দেখলে, তাদের মুক্তি-সমূহ এবং যে বিষয়ে তারা ঠাণ্ডা-বিষ্টুপ করত, তা তাদেরকে দিয়ে নেবে। (৪৯) মানুষকে শখন সুঃখ-কষ্ট স্বর্গ করে, তখন সে অস্থাকে ডেকতে শুরু করে, এরপর আমি শখন তাকে আমার পক্ষ থেকে নিয়ামত দান করি তখন সে অবৈ এটা তো আমি পূর্বের জানা মতই প্রাপ্ত হয়েছি। অথচ এটা এক গৌরীকা কিন্তু তাদের অধিকাংশই বোবে না। (৫০) তাদের পূর্ববর্তীরাও তাই বলত অতগ্রহ তাদের কৃতকর্ম তাদের কোন উপকারে আসেনি। (৫১) তাদের মুক্তি তাদেরকে দিয়ে দেবেন, এদের মধ্যেও আরো পাপী, তাদেরকেও অতিসংজ্ঞ তাদের মুক্তি দিয়ে দেবে। তারা তা প্রতিহত করতে সক্ষম হবে না। (৫২) তারা কি জানেনি যে, আজ্ঞাহৃ যার জন্য ইচ্ছা নিষিক বৃক্ষ করেন এবং পরিয়িত দেন। বিশ্চর এতে বিশাসী সম্মানের জন্য নিদর্শনাবলী রয়েছে।

তৎসীলের সার-সংক্ষেপ

আপনি (তাদের শরুতার চিহ্নিত হবেন না এবং আজ্ঞাহৃ কাছে দোয়ার) বহুন হে আজ্ঞাহৃ, আসমান ও শয়নের ছল্টো, অদৃশ্য ও দৃশ্যের জানী, আপনিই (কিয়ামতের দিন) আপনার বাস্তোদের মধ্যে ক্ষয়সামা করবেন যে বিষয়ে তারা যত্নেরূপ করত। (অর্থাৎ আপনি তাদের ব্যাপার আজ্ঞাহৃ তা'আমার কাছে সমর্পণ করুন। তিনি নিজে কার্যত ক্ষয়সামা করে দেবেন। এই ক্ষয়সামার সময় ও অবস্থা এই হবে যে,) অদি-মুক্তি (অর্থাৎ শিরক ও কুকুর)-কারীদের কাছে পুঁথিবীর বাবতীয় বস্ত-সামগ্রী থাকে এবং তার সাথে সমগ্রিমাণ আরও থাকে, তবে অবশ্যই তারা তা কিয়ামতের দিন লোচনীয় আভাব থেকে নিষ্কৃতি লাভের জন্য (নিষিধার) দিয়ে দেবে, (যদিও তা কবৃত করা হবে না, যেহেন সুরা মারেদার আছে—^{۱۰۰}) আজ্ঞাহৃ

পক্ষ থেকে তারা এমন ব্যাপারের সম্মুখীন হবে, যা তারা করনাও করত না। (কেননা, প্রথমত তারা পরকাল অঙ্গীকার করত, এরপরও দাবি করত যে, সেখানেও তারা সত্যান ও প্রতিপত্তি লাভ করবে। তখন) তারা দেখতে পাবে তাদের বাবতীয় মুক্তি এবং যে (শান্তির) বিষয়ে তারা ঠাণ্ডা-বিষ্টুপ করত, তা তাদেরকে পরিবেশ্টন করে নেবে। (মুশ্রিক তো যিখ্যা উপাসনের আলোচনায় সন্তুষ্ট এবং কেবল আজ্ঞাহৃ আলোচনায় অসন্তুষ্ট থাকে, কিন্তু) শখন (যুশ্রিক) লোককে কোন সুঃখকষ্ট স্বর্গ করে, তখন (হাদের আলোচনায় সন্তুষ্ট থাকত, তাদের সবাইকে ছেড়ে) আমাকেই তাকতে শুরু করে। অতগ্রহ আমি শখন তাকে আমার পক্ষ থেকে কোন নিয়ামত দান করি, তখন (সে তওঁদীনে কারোম থাকে না, যার সত্যতা তার নিজের স্বীকৃত-রোক্তি দ্বারাই প্রমাণিত হয়েছিল। সেবতে সে এই নিয়ামতকে আজ্ঞাহৃ নিয়ামত বলে না, বরং) বলে, এটা তো আমি (আমার) পূর্ব জানায়তেই প্রাপ্ত হয়েছি। (এতাবে সে পূর্বের ন্যায় শিরকে কিন্তু আর এবং যিখ্যা উপাসনের পূর্জায় জেলে

বাবা ।) অঙ্গপর আজাহ্ তার উত্তি থেকে করে বলেন যে, এটা তার নিজের তখিনের কল্পনাতি নয়,) বরং এটা (অর্থাৎ মানুষের জন্য আজাহ্ প্রদত্ত নিয়ামত) একটা পরীক্ষা। (আজাহ্ দেখতে চান যে, নিয়ামত পেরে আলুয় তাকে কুজে পিলে কুকুরীতে খিশ্ত হরে পড়ে, নাকি তাকে স্মরণ করে কৃতগুরুতা প্রকাশ করে।) কিন্তু অধিকাংশ মানুষই তা বোঝে না। (তাই একে নিজের তখিনের কল্পনাতি বলে এবং নিয়ামক খিশ্ত হয়।) তাদের (কোন কোন) পূর্ববর্তীরাও একথা বলত (বেয়ন, কারুন কলাহিল, ۱-۵۴-۸۷—**إِنَّمَا أُوْتِنَّ عَلَىٰ مُلْكٍ مُنْدَقِيٍّ**—নম্রাজ, কেরাউনও কোন নিয়ামতকে আজাহ্ র নিয়ামত বলত না। উপরিত ও ইচ্ছাধীন নয়, এমন নিয়ামতকে তারা ঘটনাচক্রের সিকে এবং উপারিত ও ইচ্ছাধীন নিয়ামতকে কৌশল ও ভানগরিমার সাথে সম্পৃক্ত করত।) অঙ্গপর তাদের কর্মতৎপরতা তাদের কোনই কাজে আসেনি (এবং আবাব থেকে রক্ষা করতে পারেনি)। তাদের দুর্কর্ম তাদেরকে বিপদেই কেজেহে (এবং তারা শাস্তিপ্রাপ্ত হয়েছে)। বর্তমান সুপের জোকেরাও যেন অনে না করে যে, যা হওয়ার হিল পূর্ববর্তীদের সাথেই হয়ে পেছে, বরং) তাদের মধ্যেও বাবা বাণিয়, তাদেরকেও অতিসহজে তাদের দুর্কর্ম বিপদে কেজাবে। তারা (আজাহ্ তা'আজাহকে) প্রতিহত করতে পারবে না। (সেমতে বলে সুজে তাদের ঘৰ্খেষ্ট শাস্তি হয়েছে। যারা আজাহ্ র নিয়ামতকে নিজেদের তখিনের কল্পনাতি মডে করে, অঙ্গপর তাদের সম্পর্কে বলা হয়েছে: তারা কি (অবস্থাদি দেখে) জানেন যে, আজাহ্ তা'আজাহ শার জন্য ইচ্ছা রিয়িক বৃক্ষ করেন এবং তিনিই (যার জন্য ইচ্ছা) তা ছাস করেন। এতে (চিঠা করলে) বিশাসী জোকদের জন্য (এ বিবরের) নিদর্শনাবলী রয়েছে (যে, তিনিই রিয়িক বৃক্ষ করেন এবং ছাস করেন—তখিন সভ্যকার কর্তা নয়। সুতরাং এসব নিদর্শন নিয়ে যারা চিঠা-বাবদা করবে, সে তখিনকে সবকিছু মনে করবে না, তওয়ীনে বিশাসী হবে এবং সুখে ও দুঃখে তার বধা ও কাজ পরম্পরাবিদোধী হবে না।)

আবুলমিকে আত্মক বিবর

قُلْ أَللّٰهُمَّ فَا طِّرْ السَّمَاوَاتِ وَأَرْضَ—সহীহ মুসলিমের রেওয়ায়েতে

হ্যবরত আবদুর রহমান ইবনে আওফ (রা) বলেন, আমি হ্যবরত আমেলা (রা)-কে তিজেস করলাম, রসুলুল্লাহ-সা' তাহাঙ্গুদের নামাব কিসের বাবা তরু করতেন? তিনি বলেন, তিনি বখন তাহাঙ্গুদের জন্য উত্তেব, তখন এ সোজা পাঠ করতেন।

اللّٰهُمَّ رَبِّ جِبْرِيلَ وَمِيقَاتِهِ وَأَسْرَافِهِ لَا طِرْ السَّمَاوَاتِ وَأَرْضَ

مَلِئَ الْغَيْبَ وَالشَّهَادَةِ أَنْتَ تَحْكُمُ بَيْنَ عِبَادِي فِيمَا كَانُوا فِيهَا يَخْتَلِفُونَ
أَهْدَى فِي لَهَا أَخْتَلَفَ ذِيَّهُ مِنَ الْحَقِّ بِاَذْنِكَ أَنْكَ تَهْدِي مَنْ تَشَاءُ إِلَى
صِرَاطِ مُسْتَقِيمٍ -

হস্তরত সাহীদ ইবনে জুবারের (র) বলেন, আমি কোরআন পাকের এখন
এক আয়াত জানি, যা পাঠ করে দোষো করলে সে দোষো ক্রয় হয়। অতগত তিনি
এ আয়াত পাঠ করলেন : —**اللَّهُمَّ فَاطِرُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ**—(কুরআন)

—**وَبِدِلْهِمْ مِنْ أَنْهُ مَالِمْ يَكُونُوا بِعَتَّابِهِنَّ**— হস্তরত সুফিরাব সওরী (র)
এ আয়াত পাঠ করে বললেন, খৎস হোক মোক দেখানো ইবাদতকারীরা, খৎস হোক
মোক দেখানো ইবাদতকারীরা, এ আয়াত তাদের সম্মকেই, যারা দুনিয়াতে মানুষকে
দেখানোর জন্য সৎকর্ম করত এবং মোকেরাও তাদেরকে সৎ অবে করত। তারা
ধৈর্য্যাত্মক ছিল যে, এসব সৎকর্ম পরকালে তাদের মৃত্যুর উপায় হবে। কিন্তু এভাবেতে
যেহেতু নিষ্ঠা ছিল না, তাই আজাহ্র কাছে এরপ সৎকর্মের কোন পুরুষার ও সওরাব
নেই। ফলে পরকালে তাদের ধারণার বিপরীতে শাস্তি হতে থাকবে। —(কুরআন)

সাহাবারে কিম্বারের পারস্পরিক বাদামুবাদ সম্পর্কে একটি কল্পনাপূর্ব সংবন্ধিতেবং
হস্তরত রবী ইবনে ধাইসমকে কেউ হস্তরত হোসাইন (রা)-এর শাহাদত সম্পর্কে
قُلْ اللَّهُمَّ فَاطِرُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ

শ্রম করলে তিনি এক দীর্ঘজ্বাস ছেড়ে আরাত্মাবি তিজাওয়াত করলেন, অতগত বলেন :
সাহাবারে কিম্বারের পারস্পরিক যতবিবেচন সম্পর্কে যখন তোমার মনে খটকা দেখা
দেয়, তখন এ আয়াত পাঠ করেনিও। কলজ মাঝানী এই ঘটনা বর্ণনা করে বলেন :
এটি একটি বিরাট আদব ও ধিক্কা। এটা সহসর্বেদা মনে রাখা উচিত।

قُلْ يَعْبَادُ الَّذِينَ أَسْرَقُوا عَلَيْهِ أَفْسِهِمْ لَا يَقْنُطُوا إِنْ رَحْمَةً لِلْمُنْكَرِ إِنَّ اللَّهَ يَعْفُرُ الدُّنْوَبَ جَنِيْعًا مَرَاثَةً هُوَ الْعَفْوُ الرَّجِيمُ وَإِنَّبِيْوَالِي

رَبِّكُمْ وَأَسْلِمُوا إِلَهُ مِنْ قَبْلٍ أَنْ يَأْتِيَكُمُ الْعَذَابُ ثُمَّ لَا تُنَصِّرُونَ ⑥
 وَاتَّبِعُوا أَحْسَنَ مَا أُنْزِلَ إِلَيْكُمْ فَنِ رَبِّكُمْ قَبْلٍ أَنْ يَأْتِيَكُمُ الْعَذَابُ
 بِغَيْرَةٍ وَإِنَّكُمْ لَا شَعُورٌ ⑦ أَنْ تَقُولُ لَفْسٌ يُحَسِّرُ عَلَى مَا فَرَطْتُ
 فِي جَيْبِ اللَّهِ وَلَنْ كُنْتُ لِمَنِ الشَّغَرِينَ ⑧ أَوْ تَقُولَ لَوْا نَ اللَّهُ هَدَيْنِي
 لَكُنْتُ مِنَ الْمُسْتَقِرِينَ ⑨ أَوْ تَقُولَ حِينَ تَرَى الْعَذَابَ لَوْا نَ لِي
 كُنْتُ فَآكُونَ مِنَ الْمُخْسِنِينَ ⑩ يَلِ قَدْ جَاءَكَ أَيْتِيَ فَلَذَّبَتْ بِهَا
 وَاسْتَكْبَرْتَ وَكُنْتَ مِنَ الْكُفَّارِ ⑪ وَلَيْلَمَ الْقِيمَةَ تَرَى الَّذِينَ كَذَبُوا
 عَلَى اللَّهِ وَجْهُهُمْ مَسْوَدَةُ الْيَسَرِ فِي جَهَنَّمَ مَشْوَى الْمُكَبَّرِينَ ⑫ وَلَيُنَجِّيَ
 اللَّهُ الَّذِينَ اتَّقَوْا عَفَافَتِ ⑬ لَا يَمْسِمُ السُّوءَ وَلَا هُمْ يَخْزَنُونَ ⑭

(৫৩) বলুন, হে আমার বান্দাগণ আরা নিজেদের উপর শুমুর করেছ তোমরা আজাহ সহজত থেকে নিরাশ হয়ো না। নিশ্চয় আজাহ সহজ পোনাহ আঝ করেন। তিনি কালাশীল, পরম দক্ষালু। (৫৪) তোমরা তোমাদের পালনকর্তার অভিধূৰী হও এবং তাঁর আজাহ হও তোমাদের কাছে আবাব আসার পূর্বে। এরপর তোমরা সাহায্যাল্প হবে না, (৫৫) তোমাদের প্রতি অবগতির্গ উভয় বিষয়ের অনুসরণ কর তোমাদের কাছে অতক্তিতে ও অজ্ঞাতসারে আবাব আসার পূর্বে, (৫৬) থাকে কেউ না বলে, হার, হার, আজাহ, সকাশে আমি কর্তব্যে অবহেলা করেছি এবং আমি ঠাট্টা-বিন্দু পর্কারীদের অভূত ছিলাম। (৫৭) অথবা না বলে, আজাহ যদি আবাবে পথপ্রদর্শন করতেন, তবে অবশ্যই আমি পরহেষসারদের একজন হতাহ। (৫৮) অথবা আবাব প্রতাক করার সহয় না বলে, যদি কোনরকমে একবার কিয়ে হেতে পারি, তবে আমি সংকর্য-পরায়ণ হয়ে আব। (৫৯) হাঁ, তোমার কাছে আমার নির্মেশ এসেছিল; অতগর তুমি তাকে যিথ্যাবলেছিল, অহংকারীদের আবাসস্থল আবাসস্থল নয় কি? (৬০) আর আরা শিরক থেকে বেঁচে থাকত, আজাহ তাদেরকে সাথে যুক্তি দেবেন, তাদেরকে অনিষ্ট স্বর্গ করবে না এবং তারা চিকিৎস হবে না।

তৎসীরের সার-সংক্ষেপ

আগনি (প্রাক্কারীদের জওয়াবে আমার একথা) বলে দিন, হে আমার বাস্তাপথ, মারা (কুকর ও শিরক করে) নিজেদের উপর শুলুম করেছ, তোমরা আল্লাহ'র রহস্য থেকে মিলাশ হয়ে না (এবং এরাপ অবে করো না যে, ঈমান আনার পর অতীত কুকর ও শিরকের হিসাব নেওয়া হবে। এমন নয়, বরং) মিলত আল্লাহ্ তা-আল্লা (ইসলামের বরকতে) সমস্ত (অতীত) গোনাই (কুকর ও শিরক হয়েও), মাঝ করে দেবেন। বাস্তবিক তিনি ক্ষমালী, পরম দয়ালু। (ক্ষমার এ শর্ত কুকর থেকে তওবা করা ও ইসলাম প্রাপ্ত করা। তাই) তোমরা (তওবা করার জন্য) তোমাদের পালন-কর্তার অভিষূচী হও এবং (ইসলাম প্রাপ্ত করার ব্যাপারে) তাঁর আজ্ঞাবল হও (ইসলাম প্রাপ্ত না করা অবহায়) তোমাদের কাছে আমার আসার পূর্বে। তখন (ক্ষেত্রেও পক্ষ থেকে) তোমরা সাহায্যপ্রাপ্ত হবেন। (অর্থাৎ ইসলাম প্রাপ্ত করলে কুকর ও শিরক সবই মাঝ হয়ে থাবে এবং ইসলাম প্রাপ্ত না করলে কুকর ও শিরকের কারণে আমাব আসবে, আ প্রতিষ্ঠত করা থাবে না। অতএব তোমাদের উত্তিত যে, তোমাদের পালনকর্তার পক্ষ থেকে আগত উভয় বিধানাবলী মেনে চল, তোমাদের কাছে অতক্ষিতে ও অভিভাবকের পর-কালের আমাব আসার পূর্বে। ('অতক্ষিতে' বলার এক কারণ এই যে, প্রথম ক্ষেত্রে পর সব প্রাপ্ত অভিজ্ঞ হয়ে থাবে, অতপর বিভৌয় ক্ষেত্রের পর হঠাতে আমাব অনুভূত হতে থাকবে। বিভৌয় কারণ এই যে, আমাব আসার পূর্বে আমাবের স্বরাপ সংক্ষিপ্ত কোন ধারণাই থাকবে না। কাজেই ধারণার বিপরীতে আমাব আসাকেই 'অতক্ষিতে' মাজে প্রকাশ করা হয়েছে। উপরোক্ত আদেশ দেওয়ার কারণ) হাজে (কাজ-কিয়ামতে) কেউ (একথা) না বলে যে, হার, আমি আল্লাহ্ সকালে আমার কর্তব্যে অবহেলা করেছি। আমি তো ঠাট্টা-বিষ্ণু পুকারীদেরই অন্তর্ভুক্ত ছিলাম অথবা (এমন) না বলে যে, আল্লাহ্ মাদি (দুনিয়াতে) আমাকে পথপ্রদর্শন করতেন, তবে আমিও পরহেষগারদের একজন হত্যাক। (কিন্তু আমি পথপ্রদর্শন থেকেই বক্ষিত ছিলাম, তাই এ হৃষি ও অবহেলা হয়েছে। অতএব আমি ক্ষমার রোগ।) অথবা কেউ আমাব প্রত্যক্ষ করে (যেব) না বলে যে, যদি কোনরাগে একবার পৃথিবীতে কিয়ে যেতে পারি, তবে আমি সংকর্মপরায়নদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে থাব। (বিভৌয় উত্তির জওয়াবে বলা হয়েছেঃ) হ্যা, তোমার কাছে আমার আমাতসমূহ পেঁচেছিল, কিন্তু তুমি সেগুলোকে যিথ্যা বর্ণেছিলে, (এবং সে যিথ্যা বলা কোন সম্বেদন্ত ছিল না; বরং) তুমি অহংকার করেছিলে এবং (পরেও ঠিক হওনি; বরং) কাফিরদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে গিয়েছিলে। (কাজেই এখন একথা বলা ঠিক নয় যে, তোমাকে পথপ্রদর্শন করা হয়নি। অতপর কাফির এবং কুকর থেকে তওবাকারী উভয়ের শাস্তি ও প্রতিদান সংক্ষেপে উল্লেখ করা হয়েছে।) আগনি কিয়ামতের দিন ভাদের মুখ কাল দেখবেন মারা আল্লাহ'র প্রতি যিথ্যা আরোপ করে (অর্থাৎ আল্লাহ্ যা করতে বলেননি, যেমন কুকর ও শিরক—তা আল্লাহ্ করতে থাকেন বলে এবং আল্লাহ্ যা করতে বলেননি, যেমন, কোরআনের আদেশ-নিয়েশ, তা আল্লাহ্ করতে বলেননি বলে।) এসব অহকারীর আবাসস্থল কি আহমাম নয়?

আর শারা (কৃকুল ও শিরক থেকে) বেঁচে থাকত, আল্লাহ্ তা'আলা তাদেরকে সাকলোর সাথে জাহাজাম থেকে রাখা করবেন। তাদেরকে (সামান্য অনিষ্টও) প্রশ্ন করবে না এবং তারা চিডিতও হবে না। (কেননা আমাতে চিঢ়া নেই।)

জামালুল্লিল কাউন্দা বিজ্ঞাপন

قُلْ يَا مَبَارِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا—হ্যন্ত ইবনে আব্বাস (রা) বলেন, কিন্তু

গোক হিল, শারা অন্যান্য হিল্যা করেছিল এবং অনেক করেছিল। আরও কিন্তু গোক হিল, শারা ব্যাডিচার করেছিল এবং অনেক করেছিল। তারা এসে রসুলুল্লাহ্ (সা)-র কাছে আবাস করল ; আপনি যে ধর্মের সাওয়াত দেন, তা তো পুরুষ উত্তম, কিন্তু চিন্দান্ন বিষয়ে হল এই যে, আমরা অনেক অধ্যন পোনাহ্ করে কেঁজেছি। আবরা হণি ইসলাম প্রাহ্ল করি, তবে আমাদের তওবা করুন হবে কি ? এর পরিপ্রেক্ষিতেই আগোত্ত্ব আস্তি অবঙ্গীর্ণ হয়।—(কুরআনী)

তাই আবাসুল্লাহ্ ইবনে উহুর (রা) বলেন, এই শৃঙ্খলার পূর্বে গ্রাহক বড় পোনাহ্ এমনকি শিরক ও কৃকুল থেকে তওবা করলেও তওবা করুন হয়। সত্যিকার তওবা শারা সবচেয়ে পোনাহ্ মাঝ হতে পারে। তাই আবাসুল্লাহ্ রহমত থেকে কারও নিরাশ হওয়া উচিত নয়।

হ্যন্ত আবাসুল্লাহ্ ইবনে উহুর (রা) বলেন, এই আগোত্ত্ব পোনাহ্ প্রারদের জন্ম কোরআনের সর্বাধিক আশাবাজক আস্তি। কিন্তু হ্যন্ত ইবনে আব্বাস (রা) বলেন :

إِنْ رَبَّ لَدُوْنَغْفِرَةً لِّلنَّاسِ مَلَى فُلْمِهِمْ—আবাস হল সর্বাধিক আশার আস্তি।

وَأَتَبْعَوْا أَحْسَنَ مَا أُنْزِلَ إِلَيْكُمْ—এখানে উভয় অবঙ্গীর্ণ বিষয় বলে কোরআনকে বোঝানো হয়েছে। সমস্ত কোরআনই উভয়। একে এদিক দিয়েও উভয় বলা যাব যে, আবাসুল্লাহ্ পক্ষ থেকে তওবাত, ইঞ্জীল, মবুর ইত্যাদি যত কিংবা অবঙ্গীর্ণ হয়েছে, তথাক্ষে উভয় ও পূর্ণত্ব কিংবা হচ্ছে কোরআন।—(কুরআনী)

أَنْ تَقُولَ نَفْسٌ يَا حَسْرَتِي - - - - - مِنَ الْمُحْسِلِينَ—এই ভিন্ন আবাসে সে বিষয়বস্তুয়েই ব্যাখ্যা ও তাকীদ করা হয়েছে, যা পূর্বেকার তিন আবাসে বিলিত হয়েছে। তা এই যে, কোন হৃষ্টম অপরাধী, কাফির, পাপাচারীরও আবাসুল্লাহ্ রহমত থেকে নিরাশ হওয়া উচিত নয়। তওবা করলে আবাসুল্লাহ্ তাৰ সমস্ত অতীত পোনাহ্ কাঁক করে দেন। কিন্তু একথা কুলে সেলে চলবে না যে, তওবার সময় হল শৃঙ্খল

পূর্বে। মৃত্যুর পরে কিয়ামতের দিন কেউ তওবা করলে অথবা অনুভূত হলে তাতে কোন উপকার হবে না।

কোন কোন কাহিনি ও পাশাচারী কিয়ামতের দিন বিভিন্ন বাসনা প্রকাল করবে। কেউ আনুভাগ করে বলবে, হাত, আমি আরাহুর আনুগত্যে কেন উদ্বিজ্ঞ করেছিলাম! কেউ, সেখানেও তক্ষণান্তের উপর দোষ চাপিয়ে আবরঞ্জ করতে চাইবে। সে বলবে, যদি আরাহুর তা'আলা আমাকে সহশর্পণ করতেন, তবে আমি মৃত্যুকীনের অবস্থা খুঁত খুঁত করবাম। কিন্তু আরাহুর সহশর্পণ মা করলে আমি কি করব? কেউ বাসনা করবে যে, আমাকে পুনরায় মুনিয়াতে পাঠিব দিয়ে আমি পাকাপোত মুসলিম হবে শাব এবং আরাহুর বিধানাবলী পুরোপুরি যেনে চলব। কিন্তু তখনকার এসব অনুভাগ ও বাসনা কোন কাজেই আসবে না।

উপরোক্ত তিনি রূপে বাসনা তিনি ধরনের সোকদেরও হচ্ছে পারে এবং একই দলের পক্ষ থেকেও হতে পারে। তারা একের পর এক করে তিনি রূপ বাসনাই আন্ত করবে। কেননা সর্বশেষ বাসনা, যাতে পুনরায় মুনিয়াতে কিন্তু আসার আশা প্রকাশ করা হবেছে, এটা আয়াব প্রত্যক্ষ করার পরেই হবে। এতে বাহাত আলা রাজ তা, পূর্বোক্ত মুক্তি বাসনা আয়াব প্রত্যক্ষ করার পূর্বেকার। কিয়ামতের দিন তরুণতই তারা নিজেদের কর্তৃত ই-বিদ্যুতি স্মরণ করে বলবে: **يَا حَسْرَتِي عَلَى مَا فَرَطْتُ فِي**

جَنْبِ اللَّهِ—এরপর ওবর ও বাহানা করে বলবে, আরাহুর হিদায়েত করলে আমরাও অনুগত মৃত্যুকী হবে হেতোম। কাজেই আমাদের কি দোষ! এরপর আয়াব প্রত্যক্ষ করে বাসনা করবে, আমাদেরকে যদি পুনরায় মুনিয়াতে পাঠিব দেওয়া হত! আরাহুর তা'আলা আলোচ্য আয়াতে বলে দিয়েছেন, আরাহুর আগফিরাত ও রহমত ধূম বিস্তৃত, কিন্তু তা জাড় করতে হলে মৃত্যুর পূর্বে তওবা করতে হবে। আমি এখনই কলে সিদ্ধি—মৃত্যুর পরে যেনে তোমরা পরিভাপ না কর এবং এ ধরনের ক্ষমতাক বাসনা প্রকাশ না কর।

بِلِيْ قَدْ جَاءَكِ أَيْتَنِي نَكْذِبْتَ بِهَا—আরাহুর তা'আলা হিদায়েত করলে আমরা পরহিয়ার হবে বেতাম—এখানে কাহিনদের এ উচিত অঙ্গীয়ার দেওয়া হয়েছে। এর সারকথা এই যে, আরাহুর পুরোপুরি হিদায়েত করেছিলেন এবং কিন্তু আরাহুর পর কাউকে আনুগত্য বাধ্য করেন নি, বরং সত্তা ও মিথ্যা যে কোন পথ অবলম্বন করার ক্ষমতা দিয়েছিলেন। এটাই হিল বাস্তার পরীক্ষা। এর ক্ষেপণাই হিল তার আকস্মা ও বার্ষতা নির্বচনীল। সে বেতাম পোমরাহীর পথ অবলম্বন করেছে, তৎস্থ মন নিয়েছে নাকি।

اللَّهُ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ وَهُوَ عَلَىٰ بِطْلَ شَيْءٍ قَوِيلٌ ۝ لَهُ مَقَالِيدُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ
 وَالَّذِينَ كَفَرُوا بِإِيمَانِ اللَّهِ أُولَئِكَ هُمُ الْخَسِيرُونَ ۝ قُلْ أَفَغَيْرُ اللَّهِ تَأْمُرُونَ
 أَعْبُدُ أَيْمَانًا الْجَهَلُونَ ۝ وَلَقَدْ أُرْسِيَ إِلَيْكَ فَلَلَّا الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ هُنَّ
 أَشْرَكُوكُتْ كَيْجِبْطَنْ عَبْلَكَ وَكَتْكَوْنَنْ مِنَ الْخَسِيرِينَ ۝ بَلِ اللَّهُ فَاعْبُدْ وَكُنْ مِنْ
 الشَّاكِرِينَ ۝ وَمَا قَدَرُوا اللَّهُ حَقَّ قَدْرِهِ ۝ وَالْأَرْضُ جَيِيعًا قَبْصَتُهُ يَوْمَ
 الْقِيَمَنَ ۝ وَالْتَّهُوَتْ مَطْرُوبِيتْ بِيَمِينِهِ سُبْحَنَهُ وَتَعَلَّ عَنْهَا يُشْرِكُونَ

(৬২) আজাহ্ সবকিছুর অল্টা এবং তিনি সবকিছুর দারিদ্র্য প্রহপ করেন। (৬৩) আগমান ও ধর্মীয়ের চাবি তাঁরই নিকট। আরা আজাহ্র আজাতসমূহকে অঙ্গীকার করে, তাঁরই ক্ষতিপূর্ণ। (৬৪) বলুন, দেহ ঘূর্ষণা, তোষণা কি আরাকে আজাহ্ বাতীত অন্তের ইবাদত করতে আদেশ করছ? (৬৫) আগমান প্রাপ্ত এবং আগমান পূর্ববর্তীমের প্রতি ইবাদেশ হয়েছে, যদি আজাহ্র শরীক হিসেব করেন, তবে আগমান কর্য নিষ্কলম হবে এবং আগমন ক্ষতিপূর্ণদের একজন হবেন। (৬৬) বরং আজাহ্রই ইবাদত করুন এবং ইবাদেশ অবরুদ্ধ আকৃম। (৬৭) তাঁরা আজাহ্কে অধাৰ্থজীবে বুঝেনি। নিজাতের দিন পোষ্টা পৃথিবী থাকবে তাঁর হাতের মুক্তাতে এবং আগমানসমূহ তাঁর কর্তৃ অবস্থার থাকবে তাঁর ডান হাতে। তিনি প্রতি। আর এসা থাকে শরীক করে, তা থেকে তিনি অনেক ফোর্মে।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

আজাহ্ই সবকিছুর অল্টা এবং তিনিই সবকিছুর রক্ষক। আকাশ ও প্রথিবীর চাবি তাঁরই আয়তে। (অর্থাৎ এভাবের অল্টাও তিনি এবং রক্ষকও তিনি।) **لَهُ مَقَابِلُ السَّمَا وَأَنْ** পদের ভাবার্থ তাই। সবকিছুর নিষ্পত্তি তাঁরই কাজ। এটা ক্ষেত্রে পুরুষ আৰামদান এবং ক্ষেত্রে পুরুষ আৰামদান। কেননা আর হাতে তাঁভাবের চাবি থাকবে, আভাবত সেই তাঁর নিষ্পত্তির মালিক হয়ে থাকে। সমস্ত সৃষ্টি অগতের অল্টাও অখন তিনিই, উখন ইবাদতও তথ্য তাঁরই হওয়া উচিত এবং প্রতিমানের মালিকও তাঁরই হওয়া উচিত। এটাই তওহীদের সামৰণ্য। আজাহ্ এসব ক্ষেত্রে আশ্রিতকরণও অঙ্গীকার করত। সুতরাং তাদের কর্তব্য হিজ তওহীদকে জৈন নেওয়া। তাই যাঁ হয়েছে।) যারা (ক্ষেত্রগত) আজাহ্র (তওহীদ, প্রতিমান ও শাস্তির বিষয়বস্তু সম্বন্ধিত) আজাতসমূহ মানে না,

তারা খুব কঠিপ্রস্ত হবে। (তারা নিজেরা তো কুফর ও শিরকে জড়িত ছিলই, এখন তাদের সাহস এত বেড়েছে যে, আপনাকেও তাদের ধর্মে নেওয়ার জন্য বলে। অতএব) আগমি বলে দিন, হে যুর্দের দল, (তওহীদ সপ্রযাগ ও শিরক বাড়িজ হওয়ার পরও) তোমরা কি আমাকে আলাহ্ বাড়ীত আন্দের ইবাদত করতে আদেশ কর? (আগমি কুফর ও শিরক কিমাপে করতে পারেন, এখন) আগমার প্রতি ও আগমার পূর্ববর্তীদের প্রতি প্রেরণ করা হয়েছে যে, (শ্রদ্ধেক উচ্চতাকে বলে দিন,) যদি তুমি আলাহ্'র সাথে শরীক হিসেবে কর, তবে তোমার কর্ম নিষ্কৃত হবে এবং তুমি কঠিপ্রস্ত হবে। (কাজেই কখনও শিরক করো না) এবং আলাহ্'রই ইবাদত কর এবং তাঁরই কৃতভ্য থাক। (অতএব যুশরিকরা যে আগমার কাছে শিরক আশা করে: এটা বোকারি নয় তো কি? পরিণামের বিষয়) তারা আলাহ্'র মাহাত্ম্য ও সময়সূক্ষ্মান যেমন বোঝা উচিত ছিল। সমগ্র পৃথিবী তাঁরই যুগ্মিতে থাকবে কিমামজের দিন এবং সমগ্র আকাশ ঝাঁজ করা অবস্থায় তাঁর ভান হাতে থাকবে। তিনি তাদের শিরক থেকে পৰিষ্ট ও উর্ধ্বে।

আনুষঙ্গিক জাতৰ্য বিষয়

مَقْلُوبٌ مَقْلُوبٌ لَّهُ مَقَابِلٌ لَّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضُ

এর বহুবচন। অথ তালুর চাবি। কেউ কেউ বলেন, শব্দটি আসলে ফারসী থেকে আরবীতে আপাঞ্চলিত করা হয়েছে। ফারসীতে চাবিকে **كَلْبَلَة** বলা হয়। আরবী রূপকরণ করে প্রথমে একে **كَلْبَلَة** করা হয়েছে। এরপর এর বহুবচন **مَقْلُوبٌ** বাবহাত হয়েছে।—(আহল মা'আনী) চাবি কান্তি হাতে থাকা তার আলিক ও নিয়ন্তক হওয়ার লক্ষণ। তাই আরবের মর্মান্ত দোকান এই যে, আকাশে ও পৃথিবীতে মুক্তারিত সকল জাতীয়ের চাবি আলাহ্'র হাতে। তিনিই একমৌর রক্তক, তিনিই শিরাজক, কখন ইচ্ছা হাতে ইচ্ছা, যে পরিযাপ্ত ইচ্ছা সাম করেন এবং হাতে ইচ্ছা সাম করেন না। হাস্তে শর্করাকে

سَبِّعَانَ اللَّهُ وَالْحَمْدُ لَهُ وَلَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاللَّهُ أَكْبَرُ وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةٌ

إِلَّا بِاللَّهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيمِ—এই কলেজকে আকাশ ও পৃথিবীর চাবি বলা হয়েছে। এর সার্বর্য এই যে, যে বাস্তি সকল-বিকাল এ বলেয় পাঠ করে; তাকে আলাহ্ তা'আলা আকাশ ও পৃথিবীর তাড়ারসম্মত নিয়মান্ত দান করেন। ইবনে অওয়া এ ধরনের বেগুনায়েতকে ঘনপত্তা বলে উল্লেখ করেছেন। কিন্তু অনাসিন হাদীসবিদ দুর্বল আধ্যা নিয়েছেন, যা আমলের ফর্মালতে ধর্তব্য হতে পারে।—(আহল মা'আনী)

وَالْأَرْضَ جِبِيعاً مَهْفِتَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَالسَّمَا وَاتْ سَطُوْبَاتِ بِهِ

કિરાતેર મિન પૃથ્વીએ આજાદી સુટોણે ધાકવે એવે આકાશ ડોજ કરા અવસ્થાની તોન હાઠે ધાકવે। પૂર્વબટ્ટે આલિયાનેની માટે આકર્ષિક અર્થેહી એમણ્ણી હવેને। કિરાતેર વિષરવણ માટે એટાન્હાનાં એર અન્નું હતું; યાર રસાગ આજાદી વાતોની અના કેટું જાને ના। એર અન્નાગ જાનાર ચેઢ્ટા કરાની સાથીનું મોકેર જન્મ નિધિની। વિસ્તાર કરાડે હવે હે, આજાદીની યા ઊંદેશ્ય તો સત્તા ઓ વિશ્વાસ। એ આજાતેર વાહિયિક ડાઢા થેણે જોના હાસ હે, આજાદી તો જાના મેહે ઓ દેહણ થેણે ગવિજ ઓ મુજ્જ। તાંકો દૈહિક અર-જાતાન, અખચ આજાદી તો જાના મેહે ઓ દેહણ થેણે ગવિજ ઓ મુજ્જ। તાંકો આજાતેર ઉપસંહારે ઇરિત કરા હળોહેને, એન્નોકે વિજેતેર અલ-જાતાનેર જાનોકેર બુનાટે ચેઢ્ટા કરોના। આજાદી એન્નો થેણે ગવિજ।

પરબર્તી આલિયાનું આજાતેર આજાતેરને સૂલ્ટાન ઓ રંગક સાંબાનું કરે એ અર્થ કરોહેન હે, ‘એ બણ આયાર મુણીણે ઓ ડાન હાઠે’ એન્ના બળે રંગક ડાંજિતે બોજાનો હર હે, અણું પૂર્ણરાગે આયાર કરાયાનું ઓ નિરાજનાધીનીન। આજાતેર તાંકો બોજાનો હર હે!

وَنَفَخْتُ فِي الصُّورِ فَصَوَقَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَنْ شَاءَ
اللَّهُ أَنْتَمْ نَفَخْتُ فِيهِ أَخْرَى هُنْ قَيَامُ لِنَظَرِنَّ@ وَأَشْرَقَتِ الْأَرْضُ
بِنُورِ رِبِّهِ تَوَجَّهُوا كَمْبُو جَاهِلُهُ بِالنَّبِيِّنَ وَالشَّهِدَاءِ وَفِي ضَيْقٍ بَيْنَهُمْ
بِالْحَقِّ وَهُنْ لَا يُظْلَمُونَ@ وَوَقَيَّتْ كُلُّ نَفْسٍ مَا حَمَلَتْ وَهُوَ أَعْلَمُ بِمَا
يَفْعَلُونَ@ وَسَيَقِنُ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنَّ لَهُمْ زُمْرًا حَتَّىٰ إِذَا جَاءَهُمْ
فِيَحْكَمُتْ أَبْوَابُهَا وَقَالَ كُلُّهُمْ حَزَنَتْهَا الْغَرِيَّابُ كُمْ رُسُلٌ قَاتَلُوكُمْ يَتَّلُونَ
عَلَيْكُمْ أَيْتُ رَبِّكُمْ وَيُنَزِّلُكُمْ لِقَاءَ يَوْمَ كُمْ هَذَا، قَالُوا بَلٌ وَلَكُنْ
حَقَّتْ كُلَّهُتَهُ الْعَذَابُ عَلَى الْكُفَّارِ@ قَيْلَ ادْخُلُوا أَبْوَابَ جَهَنَّمَ

**خَلِيلِينَ فِيهَا، فَيُئْسِنَ مَهْوَى الْمُتَكَبِّرِينَ ۚ وَرَسِيقَ الظَّفَنَ اتَّقُوا رَبَّهُمْ
إِنَّ الْجَنَّةَ زَعْراً حَتَّىٰ إِذَا جَاءَهُوَهَا وَفَتَّاهَا وَقَالَ لَهُمْ خَزِنَتُهَا
سَلَوْعَ عَلَيْكُمْ طَبَقَتُهُ قَادِخُلُوهَا خَلِيلِينَ ۚ وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي صَدَّ
قَنَا وَعْدَهُ وَأَوْرَثَنَا الْأَرْضَ نَتَبَوَّءُ مِنَ الْجَنَّةِ حِينَئِذٍ نَّظَاهَهُ مَفَرِّغَهُ
أَجْهَلُ الْعَمَلِينَ ۚ وَتَرَكَ الْمَلَكَةَ حَافِقَينَ مِنْ حَوْلِ الْعَرْشِ
لَيَسْتُهُنَّ بِعِلْمٍ بِهِمْ وَقُضِيَ بِهِمْ بِالْحَقِّ وَقِيلَ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ**

(৬) শিংগার ঘূঁক দেওয়া হবে, অল্লাহস্তান ও বন্দীদে আরা আরহ ইবনুই
মোহাম্মদ হয়ে আবে, তবে আরাহ থাকে ইছা করেন। অঙ্গার আবার শিংগার ঘূঁক
দেওয়া হবে, তৎক্ষণাত তারা সভাজানাম হয়ে দেখতে আববে। (৭) পৃথিবী ভার
পালনকর্তার চুরে উচাসিত হবে, আবাসাবা ছাপন করা হবে, পরমার্থনাম ও সামুদ্র-
পথকে আমা হবে এবং সকলের মধ্যে নামাখিতার করা হবে—তাদের জাতি স্মৃত করা
হবে মা। (৮) প্রজাকে ধা করেছে, তার পূর্ণ প্রতিকর্ষ দেওয়া হবে। তারা ধা বিন্দু
করে, যে সম্বর্ক আরাহ সমাক অবসর। (৯) কাফিলসেরকে আহামাদের সিকে
সেজে সজে ইহিলের মেড়া হবে। তারা যখন সেখানে দৈ হৈবে, তখন তার সভাজানস্মৃত
সুন্দর সেজাত হবে; এবং আহামাদের ঝোঁটা তাদেরকে করবে, তোমাদের কাছে তোমাদের পালনকর্তার
আরাহস্মৃত আরাহতি করত এবং সর্তর করত এ সিনের সাক্ষাতের বাধারে? তারা
হবে, ঝোঁট করিলসের ঝোঁট পাতির ইতুমই কর্তব্যালিত হবেহ। (১০) বল হল,
তোমরা আহামাদের সরজা দিয়ে প্রবেশ কর, সেখানে চিরকাল বসবাসের আন। এত
মিহুল্ট আহকারীদের আবাসহুল। (১১) শারী তাদের পালনকর্তাকে তার বন্দুহ, আদেরকে
সজে সজে আহামাদের সিকে নিয়ে ধোওয়া হবে। যখন তারা উপ্পুক সরজা দিয়ে কাঁচাতে
হৃঁচাবে এবং আহামাদের ঝোঁটা তাদেরকে করবে, তোমাদের পাতি সামায়, তোমরা সুন্দে
প্রাক, এক পর সদাসর্বসা বসবাসের অন্ত তোমরা আহামাদে প্রবেশ কর। (১২) তারা আবে,
সমস্ত প্রথম আরাহুর, যিনি আহামাদের পাতি তাঁর ওপর পূর্ণ করেছেন এবং আহামাদেরকে
এ কৃমির উভয়বিকাশ করেছেন। আবরা আহামাদের বেধানে ইছা বসবাস করব।
যেহেনত কারীদের পুরকার করই তথ্যকার। (১৩) আগমি জেরোপ্টাপুরকে দেখিবেন,
তারা আহামাদের তাত্ত্ব পাপ দিয়ে তাদের পালনকর্তার পরিষেবা মোহুন করছে। তাদের স্বার
মাবে ন্যায় বিচার করা হবে। বলা হবে, সমস্ত প্রথম যিঙ্গপালক আরাহুর।

তকসীরের সার-সংক্ষেপ

(উলিবিত কিন্দামতের দিন) পিংগোর ক্ষুক দেওয়া হবে, করে আসমান ও অমীনের সবাই বেহ'শ হয়ে থাবে। (অতপর জৌবিতরী মরে থাবে এবং শৃতদের কাছে বেহ'শ হয়ে থাবে।) কিন্তু আরাহ্ মাকে ঈছা করবেন (মে বেহ'শ হওয়া ও মরে থাওয়া থেকে শৃত থাকবে)। অতপর আরাহ্ পিংগোর ক্ষুক দেওয়া হবে—তৎক্ষণাত্ সবাই (ভানশ্রাপ্ত হতে দেহের সাথে আসার সংযোগ হয়ে কবর থেকে) সন্তানাম হয়ে (চতুর্দিকে) দেখতে থাকবে। (অত্যাশ্চর্য ঘটনা ঘটিলে স্বত্ত্বাবত হেরাপ হয়। অতপর আরাহ্ ভাজাবা হিসাবের জন্য তাঁর উপরুক্ত শান অনুমোদী বিহাজমান হবেন এবং) অমীন তার পাঞ্জনকর্তার নুরে উত্তীর্ণ হবে, (সবার) আমলনামা (প্রত্যক্ষের সামনে) ছাপন করা হবে এবং পরমপ্রয়োগ ও সাক্ষিগণকে উপরিত করা হবে (সাক্ষীর অর্থ ব্যাপক)। এতে পরমস্বর, কেরেলতা, উচ্চতে-মৌহাল্লসী এবং অর-প্রত্যাজ প্রতৃতি সবাই অন্তর্ভুক্ত।) এবং সবাক যাবে (আমলজনুমোদী) ন্যায়বিচার করা হবে; তাদের উপর ঝূলুম করা হবে না। (অর্থাৎ কোন সহকর্ম গোপন করা হবে না এবং কোন পাপকর্ম বাঢ়িয়ে দেখানো হবে না।) প্রত্যেককে তাঁর কৃতকর্মের পূর্ণ প্রতিক্রিয়া দেওয়া হবে। (সহকর্মের প্রতিক্রিয়া পূর্ণ হওয়ার উদ্দেশ্য হল প্রতিক্রিয়া হ্রাস না করা এবং পাপকর্মের প্রতিক্রিয়া পূর্ণ হওয়ার মানে তাঁতে বৃক্ষ না করা।) তিনি সমত্তের কান্তকর্ম সম্পর্কে সম্মান অবগত। (সুতরাং প্রত্যেককে তদনুমোদী প্রতিক্রিয়া দেওয়া তাঁর পক্ষে কঠিন নয়। প্রতিক্রিয়া এইস্থে,) মারা কাকিয়া, তাদেরকে দলে দলে আহারামের দিকে ঝাঁকিয়ে (ধোকা দেয়ে দেয়ে জাগ্জনার সাথে)- দিয়ে থাওয়া হবে। (কুকরের ধোকার ও কর বিভিন্ন হওয়ার কারণে দলে দলে ডাগ করে বেগুনা হবে। এক এক ধোকার কাকিয়াদের এক একটি মজ হবে।) বর্তন ভারা জাহাজামের কাছে পৌছাবে, তখন দরজাসমূহ খুলে দেওয়া হবে এবং তাদেরকে জাহাজামের রক্ষী (কেরেলতা)-গুল (ভর্সনা করে) বলবে, তোমাদের কাছে কি তোমাদেরই রখ থেকে (যাতে তোমাদের জন্য উপকার জাত কঠিন না হয়) পরমপ্রয়োগ আলেমি, আরো তোমাদেরকে তোমাদের পাঞ্জনকর্তার আবাতসমূহ পাঠ করে শোনাত এবং তোমাদেরকে এ দিনের সাক্ষাতের বাপারে সতর্ক করাত? কাকিয়ার বলবে, 'হ্যাঁ' (পরমপ্রয়োগে দিবেছিলেন এবং সতর্কতা করেছিলেন,) কিন্তু আয়াবের শুয়াদা কাকিয়াদের প্রতি পূর্ণ হয়ে পেছে (এটা উষ্ণবাহী নয়; বরং ধীকারোভি যে, সতর্ক করা সঙ্গেও আয়া কুকর করেছি। কলে আয়া কাকিয়াদের জন্য প্রতিশুভ্র শান্তির সম্মুখীন হয়েছি। বাস্তবিকই আয়া অগ্রাধী। অতপর) বলা হবে, (অর্থাৎ কেরেলতাগুল বলবে—) জাহাজামের দরজা দিয়ে প্রবেশ কর এবং চিরকাল এখানে থাক। (আরাহ্ বিধানবাজীর ব্যাপারে) অহংকারীদের আবাসস্থল কত নিঙ্কল্ট! (এরপর তাদেরকে জাহাজামে ঝুকিয়ে দরজা বল করে দেওয়া হবে। অন্য এক আয়াতে আছে **مَنْ مُوْلِيْمُ فَإِنْ**) আর মারা তাদের পাঞ্জনকর্তাকে কর করাত (এর প্রথম কর ঈয়ান এবং পরবর্তীতে আরও বহ

त्तर रायेहे—) तादेवके (आज्ञाहृ तीतिर त्तर अनुवायी) दले सरे जाग्रातेर दिके (उंसाहतरे प्रूत) निम्ने शांखा हवे। यथन तारा जाग्रातेर (पूर्व थेके) उच्चुक दरजार काहे लिमे पौहाबे (शाते शब्दे विजाह ना हवे) संशानित रेहवानदेव अन्य पूर्व थेके इ सरजा खोला राखा हवे—अना आग्राते आहे—**بُوْ بُوْ جِيْ مُهْمَمْ**) एवं जाग्रातेर रक्की (क्रेरेश्ता)—रा तादेवके (अज्ञार्णना जाग्राते लिरे) वावे, आस्सालायु आजाईकूम, तोमरा सुधे थाक। अड्डेव एते (जाग्राते) चिरळकाज वसवासेर अन्य शब्दे करा। तारी (तथन शब्दे करावे) वज्र, आज्ञाहृ जांझा तुकरिया खिमि आवादेव ग्रति तौर ओरादा पूर्ण कराहेन एवं आवादेवके एই भूमिर अधिवासी कराहेन। आमरा जाग्राते यथा इच्छा वास करवा। (अर्धां प्रत्येकै प्रस्तु जाग्राते गेयेहि) खुब अच्छादे चलाकेर करा शावे। वसवास तो निजेर जाग्रातेरहे हवे, अथव इत्यादि अना आग्रातीर जाग्राताओ हवे। घोटकथा,) संकर्म परावर्णनदेव पूरकार कलै चमङ्कार ! (ए वाका जाग्रातीदेवतु इते पारे, आज्ञाहृ तांजालारु हते पारे।) आपनि क्रेरेश्तागणके देखवेन ये, (हिसाबेर एजासे अवतरणेर सरव) आवलेर ठारपाश यिरे तादेव पाजनकर्ताूर मविज्ञाता शोषधा कराहे। समृद्ध वालार मध्ये नायाबिचार करा हवे। (एই सुविचारेर काऱ्हपे चतुर्दिक थेके प्रश्नसाधनि उद्दिष्ट हवे एवं) वजा हवे, समृद्ध प्रश्नसा आज्ञाहृरै प्रापा, खिमि विश्वस्तेव शोलनकर्ता। (तिनिइ चमङ्कार ए क्रमाला कराहेहे। अतपर ए धनवादस्तुक धनिर मध्ये सरवार समाप्त हवे शावे।)

आनुवादिक जाग्राते विवर

مَعْلَمٌ لِّفِعْلَمِ مَنْ فِي الصَّمَادَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ إِذَا مَنَّ

एवं शासिक अर्थ वेहै ल-हुवाहा। झेदेणा एই ये, अथवे वेहै श हवे, अतपर शारा शावे। शारा पूर्वेहै शुक्त, तादेव आज्ञा वेहै श हवे शावे।—(वयानुज द्वाराजान)

إِنَّمَا مَنَّا مَنْ هَاهُوَ مَنْ هَاهُوَ!—सूरारे वनसुरेर रेवोराहेत अनुवायी एই वातिक्षयेर मध्ये चार क्रेरेश्ता—जिवराईल, शिफाईल, इस्राकील ओ आहराईल एवं कोन रेवोराहेत अनुवायी आरप वहनकारी क्रेरेश्तागणु अस्तूक्त। तादेव वातिक्षयेर अर्थ एই ये, शिंगा-कुंकेव अकाबे तादेव शुक्त हवे ना। किंतु नरे ताराओ शारा शावे। आज्ञाहृ वातीत तथन केउ जीवित थाकवे ना। इव्वने कासीर ए वाध्याई अवसरम कराहेहे। तिनि वजेव, तादेव मध्योउ सवलेवे आवराईलेर शुक्त हवे। सूरा नमानेउ ए धरनेर एक आज्ञाहृ वालित रायेहे। सेवाने प्रूत—एवं परिवर्ते द्रुग नम वावहात हवाहेहे। सेवानेउ एवं किंतु विवरण उरोथ करा हवाहेहे।

وَجِئْنَى بِالْتَّهِيْنِ وَالشَّهِدَاءِ—অর্থাৎ হাশের ক্ষমানে হিসাব-নিকালের অসম সময় পরম্পরাগত ধারণেন এবং আল্যান্ত সাক্ষীও উপরিত ধারণে। সাক্ষীগুলির এ তালিকার কাছে পরম্পরাগত ধারণেন। যেমন, এক আরাতে আছে—
 وَجِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ—কেবলমাত্র ধারণে। যেমন, কোরআনে আছে—
 مَعْهَا سَاهِقٌ وَشَهِيدٌ—উভয়ে হোহাল্যান্ত ধারণে। যেমন, এক আরাতে বলা হয়েছে، وَكُلُّوْنَا شَهِيْدَاءَ عَلَى النَّاسِ এবং কর্তৃ মানুষের অস-গ্রাহণ ধারণে।

وَكَلِمَاتِ أَيْدِيْهِمْ وَلَهُدَاءُ أَرْجُلُهُمْ—যেমন, কোরআনে বলা হচ্ছে :

قَتَّبُوا مِنَ الْبَعْنَ حَتَّىْ نَهَمَ—উদ্দেশ্য এই যে, আলাতীদের নিজেদের কাছে সাক্ষাৎ ও বেঢ়ান্তের জন্য পরম করার অনুমতি দেওয়া হবে।—(তিবরানী) অনু-নয়ীম ও জিয়ার এক রেওয়াজেতে হস্তান্ত আরেলা (যা) বলেন : এক বাতি তসুলে করীম (সা)-এর কাছে উপস্থিত হবে আরব করল, ইয়া রসুলুল্লাহ্। আগন্তর প্রতি আমার জাজবাসা এত সুগভীর যে, বাড়িতে গেলেও আগন্তেই স্মরণ করি এবং পুনরায় আগন্তর কাছে ফিরে না আসা পর্যন্ত আমি ধৈর্য ধরতে পারি না। কিন্তু যখন আমি আবাস মৃদ্যু ও আগন্তর ওকাতের কথা স্মরণ করি, তখন বিহীন হয়ে পড়ি। কারণ মৃদ্যুর পর আপনি তো আমাতে পরম্পরাগতের সাথে উচ্চাসনে আসীন ধারণেন, আর আমি আমাতে গেলেও নিম্নস্থরেই ছান পাব। কাজেই আমার চিন্তা এই যে, আগন্তকে কিরাসে দেবে ? রসুলুল্লাহ্ (স) তার কথা করে কোন জওয়াব দিলেন না। অবশেষে হিব্রাইল নিম্নলিখ আরাত নিয়ে আগমন করলেন :

وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَئِكَ مَعَ الدِّيْنِ إِنَّمَا اللَّهُ مُلِئْهُمْ مِنَ
 الشَّهِيْنِ وَالْمَدِيْقَنِ وَالثَّوَادِ وَالْمَالِعَيْنِ وَحَسْنٍ أَوْ لَكِنَّ وَفِيْقًا—

এই আরাতে ব্যক্ত করা হচ্ছে যে, আলাহ্ ও রসুলের আনুগত্য ক্ষমতে ধারণে মুসলমানগণ পরম্পরাগত ও সিদ্ধীক অনুধৰে সমেই ধারণে। আর আলোচা আমাতের ব্যাখ্যা করা হচ্ছে যে, তারা উচ্চস্থরে পরমাপন্নেরও অনুমতি লাভ করবে।
 أَسْقَنَا اللَّهُ بِهِمْ بِمَنْهُ وَكَرْمًا—

سورة المكحون

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ٨٥. سُورَةُ الْمَكْحُونَ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

أَسْمَهُ تَذْرِيلُ الْكِتَابِ وَمِنَ اللَّوْلَوِ الْعَزِيزِ الْعَزِيزِ الْعَزِيزِ
 فَلَا يَرِدُ الظَّالِمُ
 وَقَلِيلُ التَّوْبَ شَدِيدُ الْوَعَابِ فِي الظُّولِ لِكَلْلَةِ الْأَهْوَاءِ
 الْمُؤْمِنُ مَا يُجَاهَدُ فِي أَيْتِ اللَّهِ إِلَّا الَّذِينَ كَفَرُوا فَلَا يَغْرِيَهُ
 أَقْلَبُهُمْ فِي الْيَلَادِ لَكَذَبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوحَ وَالْأَخْزَابُ مِنْ بَعْدِهِمْ
 وَهُمْ كُلُّ أُمَّةٍ يَرْسُو لَهُمْ حِلَّا خَدْوَةُ دَجَدَلُوا بِالْبَاطِلِ لَيُنَوْضُوا
 يَوْمُ الْحَقِّ فَلَدُّهُمْ فَكِيفَ كَانَ عَقَابُهُمْ وَلَكَذَلِكَ حَتَّى تَكُونَ مُتَرَدِّيَةً
 عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا أَكْثُرُهُمْ أَصْبَحُ الْثَالِثُ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ عَرْشَهُ وَمِنْ
 حَوْلِهِ يَسْتَهِونَ بِعَمَلِهِمْ وَيُوْمُنُونَ بِهِ وَلَيَسْغِفُونَ لِلَّذِينَ أَصْنَعُوا
 رَبُّنَا وَرَبُّكُمْ كُلُّ شَيْءٍ رَحْمَةٌ فَوْلَمَّا قَاعِدُوا لِلَّذِينَ تَابُوا وَاتَّبَعُوا
 سَيِّئَاتِكُمْ وَقِيمُهُمْ صَدَابَ الْجَحِينِ رَبُّنَا وَأَدْخُلُهُمْ جَنَّتِكَ عَذَابَ الْقِنِ
 وَعَذَابَهُمْ وَعَنْ صَلَمَهُ مِنْ أَبَارِيَهُمْ وَأَكَلَوْا جَهَنَّمَ وَدَرَبُّتُهُمْ إِنَّكَ أَنْتَ
 الْعَزِيزُ الْمُكْرِيمُ وَقِيمُ الْكِتَابِاتِ وَمِنْ ثَقَلِ السَّيَّاتِ يَوْمَئِلُ فَقَدْ
 رَحْمَتَهُ وَذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ

পরম করুণায় ও আসীম পরামান আজাহ্‌র নামে গুরু :

(১) হা-যীম—(২) কিডাব অবতীর্ণ হয়েছে আজাহ্‌র গুরু থেকে, যিনি পরাক্রমশালী, সর্বজ, (৩) পাপ ক্ষমাকারী, তওবা ক্ষুণ্কারী, কর্তৃর শাস্তিদাতা ও সামর্থ্যবান। তিনি ব্যতীত কোন উপাস্য নেই। তাঁরই দিকে হবে প্রত্যাবর্তন। (৪) কাফিররাই কেবল আজাহ্‌র আগ্রাত সম্বর্কে বিতর্ক করে। কাজেই নগরীসমূহে তাদের বিচরণ ঘেন আগন্তকে বিজ্ঞানিতে না কোন্তে। (৫) তাদের পূর্বে নৃহরে সম্মুদ্রে মিথ্যারোগ বরেছিল; আর তাদের পরে অন্য অনেক দলও। প্রত্যেক সম্মুদ্রের বিজ নিজ পরম্পরাকে আক্রমণ করার ইচ্ছা করেছিল এবং তারা মিথ্যা বিতর্কে প্রভৃতি হয়েছিল, ঘেন সত্যধর্মকে ব্যর্থ করে দিতে পারে। অতপর আমি তাদেরকে পাকড়াও করলাম। কেবল ছিল আমার শাস্তি! (৬) একাবে কাফিরদের বেলায় আগন্তক পাসবনকর্তার এ অবস্থা সত্ত্ব হল যে, তারা আহামারী। (৭) আর আরশ অবন করে এবং আরা তাঁর চারপাশে আছে, তারা তাদের পাসবনকর্তার সন্তুষ্ট পৰিষ্কার বর্ণনা করে, তাঁর প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করে এবং মুঘিমদের জন্য কয়া ক্ষার্দ্দন করে বলে, হে আমদের পাসবনকর্তা, আগন্তক মহায়ত ও আন সবকিছুতে পরিষ্কার্প্ত। অতএব আরা তওবা করে এবং আগন্তক পথে চলে, তাদেরকে কয়া করুন এবং তাঁরামের আরাব থেকে রাখা করুন। (৮) হে আমদের পাসবনকর্তা, আর তাদেরকে সাধিত করুন চিহ্নকাল বস্তুসমূহ আজাতে, আর ওয়ালা আগমি তাদেরকে দিলেছিল এবং তাদের আগ-সালা, পতি-সঙ্গী ও সঙ্গমুদ্রে যথে আরা সংকর্ম করে তাদেরকে। বিশ্বাস আগমি পরাক্রম-শালী, প্রকাশ্য। (৯) এবং আগমি তাদেরকে অবরুদ্ধ থেকে রাখা করুন। আগমি আকে সেদিন অবরুদ্ধ থেকে রাখা করবেন, তাঁর প্রতি অনুগ্রহই করবেন। এটাই যথা সামর্থ্য।

তৎসীরের সূর্য-সংকেত

হা-যীম—(এর অর্থ আজাহ্‌র তাঁ'আজাহ্‌র আনেন।) এ কিডাব অবতীর্ণ হয়েছে আজাহ্‌র গুরু থেকে, যিনি পরাক্রমশালী, সর্বজ, পাপ ক্ষমাকারী, তওবা ক্ষুণ্কারী, কর্তৃর শাস্তিদাতা, সামর্থ্যবান, তিনি ব্যতীত উপাস্য নেই। তাঁরই (দিকে সরবাইকে) প্রত্যাবর্তন করতে হবে। (সুতরাং কোরআন পাক ও তওহীদের ব্যাপারে বিতর্ক করা উচিত নয়। কিন্তু এর পরেও) আজাহ্‌র আগ্রাত (অর্থাৎ তওহীদসম্বলিত কোরআন) সম্বর্কে কেবল-তাঁরাই বিতর্ক করে, আরা (এতে) অবিশ্বাসী। (তাদের এই অবিশ্বাসের কারণে তাদেরকে শাস্তি দেওয়াই উচিত হিসে কিন্তু প্ররিত শাস্তি না দেওয়ায় উদ্দেশ্য তাদেরকে কিছুদিন অবকাল দেওয়া।) অতএব তাঁর নগরীসমূহে (অবাধে সাংসারিক কাজ-কারিবারের জন্য) বিচরণ ঘেন আগন্তকে ধৌকী না দের। (এতে আগমি ঘেন ব্যবহৈব না বে, তারা এমনিষাবে শাস্তি ও আঘাত থেকে বৈচে আকবে এবং আরামে দিন কাটাবে। তাদের ধরপাকড় অবশ্যই হবে দুনিয়া ও

পরকালে উভয় আরগারই, কিংবা শুধু পরকালে। সেখতে) তাদের পূর্বে নৃহের সল্লুদার এবং পরবর্তী অন্যান্য সজ্ঞও (যেখন আস, সাথুদ ইত্যাদি সত্যবর্তের প্রতি) মিথ্যারোপ করেছিল। প্রত্যেক সল্লুদার (অর্থাৎ তাদের মধ্যে যারা মু'মিন হিল না, তারা) নিজ নিজ পরগতিকে আকৃষণ করার সংকল করেছিল (আকৃষণ করে হত্যা করতে চেরেছিল।) এবং তারা যিথাং বিতর্কে প্রতৃত হয়েছিল, যেন সত্যকে বানচাল করে দিতে পারে। অতপর আর্য তাদেরকে পাকড়াও করায়। দেশুন আঘার শাস্তি কেবল হয়েছে। (সুনিরাতে রেখন তাদের শাস্তি হয়েছে) এমনিত্বাবে কাফিজনদের বেজায় আগনার পালনকর্তার এ বাক্য সত্য হল যে, তারা (পরকালে) আহামাঙ্গী হবে। (অর্থাৎ ইহকালেও শাস্তি হয়েছে, পরকালেও হবে। এমনিত্বাবে কুফরের কারণে বর্ণনান শুণের কাফিজনদেরও ধরণাকৃত হবে উভয় জাহানে অথবা পরকালে। পক্ষাক্টে উগুহুদগুরী ও মু'মিন সল্লুদার এত সভাবানিত যে, কৈকট্যপীজী ক্ষেরেশতাগণ তাদের জন্য দোষা ও ক্ষমা প্রার্থনার অশুশ্র ধাকে। এটা এ বিষয়ের আগমত যে, তারা একাজের জন্য আজাহুর পক্ষ থেকে আদিষ্ট। কারণ, তাদের নিয়ম এই যে, **مَنْ مُرْسِلٌ فَلَوْلَوْنَ** তারা কেবল আদিষ্ট কাজই করে। এতে করে প্রয়াণিত হয় যে, মু'মিনদেশ আজাহুর প্রিপগাত। ইঙ্গী হয়েছে।) আরুল বহুনকারী ক্ষেরেশতাগণ এবং আরলের চারপাশে অবস্থানকারী ক্ষেরেশতাগণ তাদের পালনকর্তার প্রশংসা ও পবিষ্ঠাতা বর্ণনা করে, তাঁর প্রতি বিস্তাস হাপন করে এবং মু'মিনদের জন্য (এভাবে) দোষা ও ক্ষমা প্রার্থনা করে যে, যে আমাদের পালনকর্তা, আগনার (ব্যাপক) রহমত ও জান সবকিছুতেই পরিক্রান্ত (সুতরাং মু'মিনদের প্রতি যে অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে রহমত হবে—তাদের এ ঈমান আগনার জানও আছে।) সুতরাং যারা (কুফর ও শিরক থেকে) তত্ত্ব করে এবং আগনার পথে চলে, তাদেরকে ক্ষমা করুন এবং তাদেরকে জাহাজামের আঘাত থেকে রক্ত করুন—হে আমাদের পালনকর্তা, এবং (জাহাজাম থেকে রক্ত করে) তাদেরকে চিরকাল বস-বাসের জাহাতে দাখিল করুন, যার উয়াদা আগনি তাদেরকে দিয়েছেন। তাদের শিতা-মাত্তা, পঞ্চ-গংগী ও সকানদের মধ্যে যারা (জাহাতের) উপসূক্ত (অর্থাৎ মু'মিন তারা এসব মু'মিনের সমপর্যায়ের না হলেও) তাদেরকেও দাখিল করুন। নিষ্ঠজ আগনি পরাক্রমশালী, প্রভায়ী। (তাদের জন্য আরও দোষা এই যে,) তাদেরকে (কিছুতের দিন সর্বপ্রকার) অবিষ্ট থেকে রক্ত করুন (বেহন, হালয়ের মরসানের অহিন্দতা)। আগনি হাকে সেদিন অবিষ্ট থেকে রক্ত করুন, তার প্রতি (বিক্রাটি) অনুচ্ছ করবেন। এটাই (অর্থাৎ যাপক্রিয়াত, সর্বপ্রকার আঘাত থেকে হিকায়ত ও আঘাতে প্রবেশ) যথো সোকলা। (সুতরাং আগনার মু'মিন বাসাদেরকে এ থেকে বিক্ষিত রাখবেন না)।

আবুলালিক জাতুল্য বিবর

সুরার বৈশিষ্ট্য ও ক্ষেত্রজ্ঞতা: এখান থেকে সুরা আহকাত পর্বত সাড়টি সুরা ‘হা-মীম’ বর্ণনাগে শুরু হয়েছে। এগুলোকে ‘আজ-হা-মীম’ অথবা ‘হাওরামীম’ বলা

হয়। হস্তান্ত ইবনে মসউদ (রা) বলেন, আজ-হা-মীর কোরআনের রেশমী দ্বাৰা, অর্থাৎ সৌন্দর্য। মুসইর ইবনে কেনাম বলেন, এভোকে **مُصَيْرٌ** অর্থাৎ নববধূ দ্বাৰা হয়। হস্তান্ত ইবনে আব্রাহাম বলেন, প্রত্যোক বক্তৃর একটি নির্বাস ধাকে, কোরআনের নির্বাস হল আজ-হা-মীর অথবা হাওরামীর।—(কাষাণেমুল কোরআন)

হস্তান্ত আসুলাহ (রা) কোরআনের একটি সুচিপ্রসূত বর্ণনা প্রসঙ্গে বলেন, এক ব্যক্তি পরিবার-পরিজনের বসবাসের জন্য আবশ্যিক হোতে বের হয়। সে এক প্রসা-শ্যামল প্রাচীর দেখে খুব আনন্দিত হয়। সামনের দিকে এগিয়ে গিয়ে সে হঠাৎ উর্বর বাস-বাসিচ্ছাত্র দেখতে পেল। এভোক দেখে সে বক্তৃত আগম, আমি তো সৃষ্টির প্রত্যয় শ্যামলা দেখেই বিলম্ব করছিলাম, এটা তো আরও বিলম্বকর। এখন বুনু, প্রথম শ্যামলের উদাহরণ হল সাধাৰণ কোরআন। আর উর্বর বাসবাসিচ্ছা হল আজ-হা-মীর। হস্তান্ত ইবনে মসউদ (রা) ও কারণেই বলেন, আমি যখন কোরআন তিনি-ওড়াত করতে আজ-হা-মীরে পৌছি, তখন এতে আবার চিন্ত হৈন বিমোচিত হয়ে উঠে।

বিসাগদ থেকে হিকায়ত ৩ : মসনদে বাববারে আবু হৱারয়া (রা)-র রেওয়ায়েতে রসুলুল্লাহ (সা) বলেন, বে বাতিল দিনের ক্রতৃতে আজাতুল কুরসী এবং সুরা মুমিনের প্রথম তিনি আরাত **يَنْصُرُ اللَّهُ**। পর্যন্ত পাঠ করবে সে সেদিন বে কোন কষ্ট ও অনিষ্ট থেকে নিরাগদ ধাকবে।—(ইবনে কাসীর)

শুন, থেকে হিকায়ত : আবু দাউদ ও তিরমিসীতে হস্তান্ত মুহাম্মাদ ইবনে আবু সকরাহ (রা)-এর সনদে রসুলুল্লাহ (সা) কোন এক জিহাদে রাষ্ট্রিকাজীন হিকায়তের জন্য বলেছিলেন, রাষ্ট্রিতে তোমরা আরাত হলে **يَنْصُرُ اللَّهُ** পড়ে নিন। অর্থাৎ হা-মীর শব্দ আৱৰ্দ্দন দোকা করতে হবে যে, সুরা সকল মা হোক। কোন কোন রেওয়ায়েতে **يَنْصُرُ اللَّهُ** (নুন বাতিলেক) বলিত আছে। এর অর্থ এই যে, তোমরা হা-মীর বজায়ে সুরা সকল হবে না। এ থেকে জানা গেল যে, হা-মীর শব্দ থেকে হিকায়তের সুর্গ।—(ইবনে কাসীর)

একটি বিলম্বকর ঘটনা : হস্তান্ত স্বাবেত বেনানী-(র) বলেন, সুরাকাজ্যাত নামায পড়ার জন্য আমি একটি বাগানে গেমায় এবং নামাযের পূর্বে সুরা মুমিনের **يَنْصُرُ اللَّهُ**। পর্যন্ত তিনি আরাত পাঠ করলাম। হঠাৎ দেখি এক ব্যক্তি আঘাত পেছনে আসা একটি ধক্কাৰে সওয়াৰ হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। তার দেহে ছিল এয়ামনী

গোশালা লোকটি আমাকে বলল, যখন তুমি **غَافِرُ الذُّنُوب** নঃ তখন তার সাথে

—يَا فَارِالذُّنُوبِ اغْفِرْ لِي—অর্থাৎ হে পাত কলাকারী

আমাকে কয়া বলুন, যখন قَبْلَ الْقُوبَ গড়, তখন এর সাথে এই মোজা পাঠ করো

—يَا قَابِلَ التُّوبِ اقْبِلْ تَوْبَتِي —^{۱۷} سَرْفَ۲۰۰۶ هـ چوہانگ بھولکشناجی، آسامیں چوہان

বন্দুল করানু যখন **العقاب** হৃদয়ে পড়, তখন এর সাথে এই দোষা পাঠ করো

— يَا هَدِ الْمُقْرَبُ لَا تَعْلَمُنِي — আর্থ. হে কর্তৃর শান্তিমত্তা, আর্থকে শান্তি

সেবন না এবং ঘৰন **ذى الطول** গঢ়, তখন এর সাথে এ দোষা গাঠ করো

जर्बीं देखनुपर्याप्त होती हैं, जिनमें शामिल होने वाले अनुकूल व्यक्ति।

সাবেত বেনানী হজেম, এ উপরের শোলায় পর আবি রেদিকে তাকিয়ে তাকে
হেঁকিয়ে পেজায় আ। আবি তার ঘোঁষে আগমের সরাজার এমে সোকজনকে ডিঙেস
করায়, কোন এয়াফ্লী গোপাক পরিহিত বাতি এ পথে শিয়েছে কি? সবাই ঘোঁজা,
আমরা এখন কোন সেকে দেশিয়ি। সাবেত বেনানীর অন্য এক রোওয়ারেতে আরও
আছে, সোকজনের ধারণা যে, তিনি হৃষ্টক ইলিয়াস (আ) হিসেন। অবশ্য, অন্য রোওয়া-
রেত এর প্রিয়ের মেই।— (ইবনে কার্বুর)

অঙ্গর খলীফা তার সচিবকে ডেকে বললেন, তার কাছে এ চিঠি লিখ—

مَنْ صَرَّبِنَ الْخُطَابَ إِلَى فَلَانَ بْنَ فَلَانَ سَلَمَ عَلَيْكَ ذَافِنَ أَحْمَدَ الْيَكَ
الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ غَافِرُ الذَّنْبِ وَقَابِلُ التَّوْبَ شَدِيدُ الْعَقَابِ زَالْطَّوْلِ
أَلَّا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْمُصْطَهَرُ

অর্থাৎ উমর ইবনে আবাবের পক্ষ থেকে অমুকের পুর অমুকের নামে—তোমার প্রতি সাজাম। অঙ্গর আবি তোমার জন্ম সে আল্লাহর প্রসংসা করি, যিনি ব্যাতীত কোন উপাস্য নেই। তিনি পাপ ক্ষমাকারী, তওবা ক্ষমাকারী, কর্তৃর শাস্তিদাতা এবং বড় সামর্থ্যবান। তিনি ব্যাতীত কোন উপাস্য নেই। তাঁরই দিকে প্রত্যাবর্তন করতে হবে।

অঙ্গর তিনি মজলিসে উপস্থিত গোকদেরকে বললেন, সবাই যিলে তার জন্য দোয়া কর, যেন আল্লাহু তাওয়ালু তার মন কিন্তু মেন এবং তার তওয়া করুন হুর। তিনি দুটোর হাতে চিঠি দিয়ে মির্দশ দিলেন যে, গোকটির মেশার ঘোর মা কাটা পর্যন্ত তার হাতে চিঠি দিও মা এবং অন্য কাটো কাছেও দিও মা। গোকটি খলীফার চিঠি পেরে তা পাঠ করল এবং চিঠা করতে জাগল, এতে আবাকে শাস্তির ক্ষণও দেখানো হয়েছে এবং ক্ষয়া করারও প্রতিশুভ্রি দেওয়া হয়েছে। অঙ্গর সে কাছা কাছ করল এবং এমন তওয়া করল যে, জীবনে কখনও আর আদের কাছেও গেল না।

হবরত উমর ফাত্তাক (য়া) এই প্রতিক্রিয়ার সংবাদ পেরে বললেন, এ খরনের বাপারে তোমাদের এমনি করা উচিত। যখন কোন মুসলমান ঢাই ঝাঁঁকিতে পড়িত হব, তখন তাকে ঠিক পথে আনার চিঠা করো না, তাকে আল্লাহর রহমতের কর্তৃসা দাও এবং আল্লাহর কাছে তওয়ার জন্য দোয়া কর। তোমরা তার বিপক্ষে শরতা-নের সাহায্যকারী হয়ো না। অর্থাৎ তাকে পারম্পর করে আধ্যক্ষ স্থাপনিক করে বাদি দীন থেকে আরও দূরে সরিয়ে দাও, তবে তাই হবে শরতানের সাধারণ। —(ইবনে কাসীর)

যারা সম্মান সংকোচ তথা তুকলীল ও মাওয়াতের কাজ করে, তাদের জন্য এ কাহিনীর মধ্যে যুক্ত্যবান নির্দেশ এই যে, যে ব্যক্তিকে সংশোধন করা উচ্ছেষ্য থাকে, তার জন্য নিজেও দোয়া কর, এরপর কৌশলে তাকে ঠিক পথে আন। তাকে উপস্থিত করলে কোন ক্ষান্তি তে হবেই না, বরং শরতানকে সাহায্য করা হবে। শরতান তাকে আরও পথচল্লিত্তার বিষ্ট করে দেবে। এখন আল্লাতস রূহের তফসীর দেখুন।

— ।

— কোন কোন তফসীরবিদ বলেন, এটা আল্লাহর নাম। কিন্তু পূর্ববর্তী ইমামগুলের যতে এসব খণ্ড শব্দগুলোই **مَلَئِشَا** হার অর্থ একমাত্র আল্লাহ তাওয়ালু জানেন অথবা একলো আল্লাহ ও রসূলের অধ্যক্ষ কোন সোপন সংকেত।

قَاتِلُ الْتَّوْبِ —**فَانِي الذَّنْبِ** —**গাপ ক্ষমাকারী ও তওবা ক্ষমাকারী**—এ

মুসলিম সম্বর্ধের সিক দিয়ে এক হজার আলামা আলামা আলাম হয়েছে। কারণ, গ্রন্থমোক্ষ সম্ব আরা ইমিত করা উদ্দেশ্য যে, আলাহু ল্লাহ আলা তওবা বাতিলেরেকেও বাস্তুর গাপ ক্ষমা করতে সক্ষম এবং তওবাক্ষমাদেরকে ক্ষমা করা শীর একটি কথ।

رِزْقُ الطُّولِ —**—**—**এর শান্তির অর্থ প্রস্তুতি ও ধনাড়াতা কিন্তু সামর্থ্য এবং কৃপা ও অনুগ্রহের অর্থেও ব্যবহৃত হয়।—(মাঝহারী)**

مَا يُعَادُ لِفِي أَيَّاتِ اللَّهِ إِلَّا كَفَرًا —**—**—**এই আরাত কোরআন সম্বর্কে বিভক্তকে সুকর সামাজিক করেছে। রসুলুল্লাহ (সা) বলেন :**

إِنْ جَدَّا لِفِي الْقُرْآنِ كُفَّارٌ —**—**—**অর্থাৎ কোরআন সম্বর্কে কোন কোন বিভক্ত কুফর।—(মাঝহারী)**

এক হাদীসে আছে, একদিন রসুলুল্লাহ (সা) মুসলিমকে কোরআনের কোন এক আরাত সম্বর্কে ব্যক্তিগত করতে করে ক্ষোধাত্মিত হয়ে বাইরে চলে আসেন। তখন তাঁর মুখমণ্ডলে ক্ষেত্রের ঠিক পরিস্থিত ছিল। তিনি বলেন, তোমাদের পূর্ববর্তী উচ্চারণে এ ক্ষেত্রেই খৎস হবে পেছে। তারা আলাহুর কিলাব সম্বর্কে ব্যক্তিগত কুফর করে দিয়েছিল।—(মাঝহারী)

উপরোক্ত বিভক্তের অর্থ কোরআনের আরাতে খৃত বের করা, আমর্থক সম্বেদ সংলিপ্ত করে তাতে ব্যক্তিগত করা অথবা কোন আরাতের একটি অর্থ করা, যা অন্য আরাত ও সুঘাতের পরিপন্থী। এটা কোরআন বিকৃত করার নামাত্তর। নকুবা কোন অস্তিত্ব অথবা সংক্ষিপ্ত বাকের অর্থ হোজা, দুর্বোধ্য বাকের, সমাধান অন্তর্বিধ করা অথবা কোন আরাত হেকে বিধামাবলী চরন করার কাহে পরিস্থিতিক আলোচনা-পরবেশণ করা উপরোক্ত বিভক্তের অন্তর্ভুক্ত নয়, তবুও এটা পুরুষকর। ——(বায়হাতী, কুরকুবা, মাঝহারী)

فَلَا يُغَرِّرُهُ تَقْلِيْمُهُ مَنِ اتَّهَى —**—**—**কোরআনের শীতোষ্ণে এবং প্রীতকালে সিরিয়ার বাণিজ্যিক সকরে হেত। রায়হুল্লাহুর সেবক হওয়ার সুবাদে সমগ্র আরবে তাদের সম্মান ও সুখ্যাতি ছিল। ফলে তারা নিরাপদে সকর করত এবং অসাধ বাণিজ্যিক সুবাকা অর্জন করত। এর মাধ্যমেই তাদের ধনাড়াতা ও রাজনৈতিক প্রতিপক্ষ প্রতিষ্ঠিত ছিল। ইসলাম ছ. রসুলুল্লাহ (সা) তা প্রতি বিরোধিতা**

সবুত তাদের এই সুখ্যাতি ও প্রভাব কারণে থাকা তাদের জন্য গর্ব ও অহংকারের বিষয় হিল। তারা বলেন, আমরা আজাহ্ কাছে অপরাধী হলে এসব বিস্ময়ত ও ধনের হিন্দিরে নেওয়া হত। এই পরিপুর্ণতির কারণে কিসুসৎখাক মুসলমানের মাঝেও সর্বে সৃষ্টি হওয়ার আশঁকা হিল। তাই আমেরা আরাতে বলা হচ্ছে, আজাহ্ তা'আজা বিশেষ তাঁহ গর্ব ও কলাদের জিতিতে তাদেরকে সামরিক অবকাশ দিয়ে দেখেছেন। এতে আগনি অপরী মুসলমানরা হেম ঘোকার না পড়েন। সামরিক অবকাশের পর তারা আমারে পতিত হবে এবং বর্তমান প্রভাব-প্রতিপাতি খৎস হয়ে যাবে। বর্তত বদর শুক্র এর সূচনা হবে যাকা বিষ্ঠার গর্ব হয় বহরে কোরাইশদের প্রভাব-প্রতিপাতি ও রাজনৈতিক কাঠামো সম্পূর্ণস্থ বিখ্যাত হয়ে যাব।

وَمِنْ مُّصْلِحٍ وَمِنْ حَوْلَةٍ । —আজল বহনকারী কেরেশতা

বর্তমানে চারজন এবং কিসামতের দিন আউজন হয়ে যাবে। আরশের চারপাশে কাউ কেরেশতা আছে, তার সংখ্যা আজাহ্ তা'আজাই আমেন। কোন কোন রেওয়ারেতে তাদের সামৰি সংখ্যা লাবো বিদিত আছে। তাদেরকে 'কারুজবী' বলা হয়। তারা সবাই আজাহ্ তা'আজাৰ নৈকট্যশীল কেরেশতা। তাই আমেরা আরাতে বলা হচ্ছে যে, এ কেরেশতাগুপ মু'মিনদের জন্য বিশেষুত আরা সৌনাহ্ থেকে শুওয়া করে এবং শরীরতের পথে চো, তাদের জন্য বিডিম দোয়া করেন। এটা হয় আজাহ্ তা'আজার আমেশের কারণে, যা হয় তাদের অভাব ও অভাসই আজাহ্ করেন, আজাহ্ বাল্মীদের যথে মু'মিনদের সর্বাধিক হিতোকাশকী আজাহ্ কেরেশতাগুপ। মু'মিনদের জন্য তারা দোয়া করেন যে, তাদেরকে কয়া করা হোক, আহারায় থেকে রক্ত করা হোক এবং ক্ষেত্রবাহী আরাতে সাধিত করা হোক। এতদসমে তারা এ দোয়াও করেন—

وَمِنْ فَلَامَعَ مِنْ أَبْلَغِيْمِ وَأَدْرَجِيْمِ وَزَرْقِيْمِ । —অর্থাৎ তাদের বাপ-দামা, পতি-পত্নী ও সঙ্গাদ-সঙ্গতির অধো আরা আগক্রিমাতের বেগ্য অর্থাৎ আরা ঈশ্বান সহকারে মু'মিনগুল করেছে, তাদেরকেও এসেই সাথে আরাতে সাধিত করুন।

এ থেকে আরা দেখ যে, মু'মিন জন্য ঈশ্বান পর্ত। ঈশ্বানের পর অন্যান্য সৎকর্মে মুসলমানদের বাপ-দামা, পতি-পত্নী ও সঙ্গাদগুল বিশ্ব কারের হলেও আজাহ্ তা'আজাৰ তাদের প্রতি সত্যাব প্রদর্শনাৰ্থ তাদের পূর্বপুরুষগুলকেও আরাতে তাদের করেই হান দেবেন, যাতে তাদের আনন্দ ও সত্ত্বপুর্ণ সূর্য হব। বেগুরআন পাকের অন্য আরাতে বলা হচ্ছেঃ

وَأَلْعَفَنَّ بِعِمَّ زَرْقِيْمِ

হ্যবরাত সাইদ ঈবানে কুবাতুর (রা) বলেন, 'মু'মিন আরাতে 'গৌহে' তার পিতা, পুরুষ তাই প্রমুখ সম্মকে দিকেস করবে যে, তারা কোথাকো তাকে বলা হবে, তারা

তোমার শক্ত আসল করেনি (তাই তারা এখানে পৌছতে পারবে না)। মুমিন বলবে, আমি বেং আসল করেছি, তা কেবল নিজের জন্যই করিনি—তাদের জন্মাও করেছি। এরপর তাদেরকেও জানিতে সাধিল করার আদেশ হবে।—(ইবনে-কাসীফ)

এ রেওয়ারেত উচ্চত করে তৎসীরে যাবাহারীতে বলা হয়েছে, এটা সাহাবীর উত্তি হক্কও রসুলুল্লাহ (সা)-র উত্তির পর্যবর্তুজ। এ থেকে পরিষ্কার বোধ যাব যে, আরাতে যে **حَمْرَة** তথা শ্রোগাতার শক্ত আয়োগ করা হয়েছে, তাৰ অর্থ শুধু ইয়ান—আমাসহ ইয়ান নহ।

إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا يُنَادِونَ لِمَقْتَلِهِ أَكْبَرُ مِنْ مُفْتَكِرٍ أَنْفُسَكُمْ
 لَا ذِيْدُونَ إِلَّا إِيمَانٌ فَتَكْفِرُونَ ۝ قَالُوا رَبُّنَا أَمْنَىٰ أَنْتُمْ
 وَأَخْيَتُنَا أَنْتُمْ قَاعْتَرْفَنَا بِإِلَّا نُؤْتِنَا فَهُلْ إِلَّا خُرُوجٌ مِنْ
 سَبِيلٍ ۝ ذَلِكُمْ يَأْتِه إِذَا دُعَىٰ اللَّهُوَحَمْدُهُ كَفَرُتُمْ وَلَنْ يُشْرِكُ بِهِ تُؤْمِنُوا
فَالْحَمْدُ لِلَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

(১০) আরা কাফির, তাদেরকে উচ্চতারে বলা হবে, তোমাদের নিজেদের অতি তোমাদের জাজকের এ ক্ষেত্র অপেক্ষা আজাহ্ কোট অধিক হিজ, যখন তোমাদেরকে ইয়ান জানতে বলা হয়েছিল, অতসর তোমরা কুকুরী করেছিলে। (১১) তারা অবস্থা হে আমাদের পালনকর্তা! আপনি আমাদেরকে দু'বার মৃত্যু দিয়েছেন এবং দু'বার জীবন দিয়েছেন। এখন আমাদের অস্তরাখ কীকার করছি। অতপর এখনও মিঙ্গুতির কোন উপর ছাই কি? (১২) তোমাদের এ বিশ্ব এ কারণে যে, যখন এক আমাজুরে তাকা হত, তখন তোমরা কাফির হয়ে দেখত, আর যখন তাঁর যাথে শুরোককে তাকা হত, তখন তোমরা দিয়েস ছাপন করতে। এখন, আদেশ তাই, বা আজাহ্ মন্ত্রে, যিনি সর্বোচ্চ, অবান।

তৎসীরের সার-সংক্ষেপ

যারা কাফির, [তারা আহারায়ে সিলে যখন তাদের শিরক ও কুকুরের জন্য পরিষ্কার করবে এবং নিজেদের প্রতি তীব্র শুণ্ড জগতে এয়নকি, কোভের আভিশয়ে তাদের হাতের আসুল কামডাতে থাকবে, (মুরারে-মনকুর) তখন] তাদেরকে উচ্চতারে

বজা হবে, তোমদের নিজেদের প্রতি তোমদের ক্ষেত্র অপেক্ষা আলাহ'র ক্ষেত্র অধিক হিল, যখন (মুনিয়াতে) তোমদেরকে দৈবান আনন্দে কজা হয়েছিল, অন্তগত (বামুর পর) তোমরা তা আমতে নাই (একাল বজাৰ উদ্দেশ্য আদের পরিষ্কার ও অনুশোচনা আৱাগ বাঢ়িয়ে তোঁৰা।) তারা বলবে, হে আমদের পালনকৰ্তা, (আমরা পুনরুজ্জীবন অঙ্গীকার কৰতাম) এখন আমরা আমদের ভূমি বুঝতে পেৱোহি। সেমতে দেখে নিয়েছি যে,) আপনি আমদেরকে দু'বার মৃত অবস্থায় রেখেছেন (অপের পূর্বে আমরা প্রাপ্তীয়ন বন্ধুর আকারে ছিলাম এবং এই পরজগতে আসার পূর্বে বিজীবনীয়ার মৃত হয়েছিলাম) এবং দু'বার জীবন দিয়েছেন। (এক—ইহকামের জীবন, বিজীবন পরকামের বর্তমান জীবন। এই চার অবস্থার মধ্যে কাফিররা কেবল পরকামের জীবন অঙ্গীকৰণ কৰতে, কিন্তু অস্থিষ্ঠ তিন অবস্থা নিশ্চিত হিল বিধায় সেওবে উল্লেখ কৰা হচ্ছে। এই শীকারেজিতের উদ্দেশ্য হিল এই যে, এখন টটুর অবস্থাও পূর্বের তিন অবস্থার মাঝ নিশ্চিত হয়ে গেছে,) কাজেই আমরা আমদের অপরাধ শীকার কৰছি, (যাক মধ্যে মুঠ অপরাধ হিল পুনরুজ্জীবন অঙ্গীকার কৰা। বাকীগুলো হিল এই শাশা-প্রশাশা।) এখন (এখান থেকে) বের হওয়ার কোন উপায় আছে কি (যাতে মুনিয়াতে কিরে গিয়ে প্রসব-ভূমির ক্ষতিপূরণ করে নিতে পারি?) অওয়াবে শো হবে, তোমদের বেই হওয়ার কোন পথ নেই। চিরকাল এখানেই থাকতে হবে।) এটা এ কাহাণে যে, যখন এক আলাহ'কে তাৰী হত, (অর্থাৎ তুতীয়দের আলোচনা হত,) তখন তোমরা তা অঙ্গীকার কৰতে, আৱ যখন তাৰী সাথে শৰীক কৰা হত, তখন তোমরা যেনে নিতে। তাই এটা আলাহ'র ক্ষেত্রস্থান (হয়েছে) যিনি সর্বোচ্চ, মহান। (অর্থাৎ আলাহ'র সমৃচ্ছা ও যত্নের দিক দিয়ে যেহেতু এটা যথা অপরাধ হিল, তাই পরিণামে শাস্তি ও তেমনি হয়েছে অর্থাৎ চিরহয়ী জাহানার্থ।)

هُوَ الَّذِي يُرِيكُمْ أَيْتَهُمْ وَيُنَزِّلُ لَكُمْ مِّنَ السَّمَاءِ رِزْقًا وَمَا يَنْهَا كُو
الْأَمْنَ مِنْ يَنْهِيْبٍ فَادْعُوا اللَّهَ مُخْلِصِيْنَ لِهِ الَّذِيْنَ فَلَوْ كُوْنَ كُفَّارُونَ
رَفِيقُ الْدَّارِجَاتِ دُوْلَقِيْرِيْسٌ يُلْقَى الرُّوْحُ مِنْ أَمْرِهِ عَلَى مَنْ يَشَاءُ
مِنْ عِبَادِهِ لِيُنَذِّرَ يَوْمَ التَّلَاقِ ۝ يَوْمُ هُمْ بِإِيمَانِهِ لَا يَغْفِلُ عَنْ
الْحُكْمِ مَعْهُمْ شَئِيْعَدِلِيْمِ الْمُلْكِ الْيَوْمَ دِيْشُوا وَاحِدِ الْقَهْكَارِ ۝ الْيَوْمَ
تُجْزَى مَعْلُوْقِيْسِ بِمَا كَسْبَتْ لَا ظُلْمَ الْيَوْمَ لَمَّاَ اللَّهُ سَرِيْرِ الْحَسَابِ
وَأَنْذِرْهُمْ يَوْمَ الْأَزْفَةِ إِذَا الْقُلُوبُ لَدَّتْ مَعْنَاجِرِ لَظَفَمِيْنَ هُ

**مَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ حَيْثُمْ وَلَا شَفِيعٌ يُطْهَأُ ۝ يَعْلَمُ خَارِقَةُ الْأَعْيُنِ
وَمَا تَحْكُمُ الصَّدُوقُونَ ۝ كَذَلِكَ يَعْلَمُ بِالْحَقِّ وَالَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ
دُوْنِهِ لَا يَعْلَمُونَ ۝ إِنَّ اللَّهَ هُوَ التَّعَزِّيزُ ۝ أَوْلَمْ يَرَيْفُ
فِي الْأَرْضِ كَيْنَتْ رُؤْيَا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ كَانُوا مِنْ قَبْلِهِمْ ۝ كَمَا
شَوَّاهُمْ أَسْدَ دِينِهِمْ قُوَّةً وَّ اثْمَارًا فِي الْأَرْضِ فَأَخْذَهُمُ اللَّهُ يَدْنُو بِهِمْ
وَمَا كَانَ لَهُمْ مِنَ اللَّهِ مِنْ وَاقٍِ ۝ ذَلِكَ يَأْتِيهِمْ كَانَتْ تَأْتِيهِمْ
رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ فَكَفَرُوا فَأَخْذَهُمُ اللَّهُ دِرَانَهُ قَوْنَى شَدِيدُ الْعِقَابِ ۝**

- (১৩) তিনিই তাওয়াদেরকে তার নিদর্শনাবলী দেখান এবং তোয়াদের জন্য আকাশ থেকে নাখিল বহরেন করবো। তিনাড়াবলা তাওয়াই করে, যারা আজাহুর দিকে কাছে আসে। (১৪) কাতরুর তোয়াবলা আজাহুর থেকি বিষাস সহকরে তাক বাদিত কাফিরদ্বাৰা তা অগৃহ্য কৰে। (১৫) তিনিই সুউচ্চ মর্যাদার অধিকারী, আরপের মালিক, তাঁর বাস্তুদের অধো যাব গতি ইছা তত্পূর্ব বিষ্ণুবাদি নাখিল কৰেন, যাতে সে সাক্ষাতের দিন সম্পর্কে সকলকে সতর্ক কৰে। (১৬) যেদিন তারা বের হবে পড়বে, আজাহুর কাছে তাদের কিছুই গোপন আৰবে না। আজ রাজু কৰাব? এক প্ৰথম গৱাক্ষাৰ আজাহুর। (১৭) আজ প্ৰত্যেকেই তার কৃতকৰ্মের প্রতিদান পাবে। আজ খুন্ম নেই। নিষ্ঠৱ আজাহুর উচ্চ হিসাব গ্ৰহণকাৰী। (১৮) আগমনি তাদেরকে আগৈ দিন সম্পর্কে সতর্ক কৰাব, যথম পোল কঢ়াসত হবে, দম বজ হওয়াৰ উপকৰণ হবে। পাপিটদেৱ জন্য কোন ব্যৱ নেই এবং সুগোপনকাৰীও নেই। যার সুগোপন প্ৰাপ্ত হবে। (১৯) তোখের পুলি এবং অভোৱের পোশন বিষয় তিথি আবেদ। (২০) আজাহুর কুসুমালা কৰেন সতৰ্ক-কোষে, আজাহুর পৰিবৰ্তে তারা বাদেৱক তাঙ্কে, তারা কিছুই কুসুমালা কৰে না। নিষ্ঠৱ আজাহুর অবিকুল কুনেন, সবকিছু দেখেন। (২১) তারা কি দেখ-বিদ্য কৰবে, আজ প্ৰত্যেক তাজেৰ গুৰুমুলিমেৰ কি পৱিত্ৰতা হবেহে? আজেৱ পতি কৈ কৃতি পুনৰুৱীতে ওদেৱ অপেক্ষা কৰিবকৰা ছিল। অভগৱ আজাহুর আসদেৱকে তাজেৱ পোৱাহেৰ কৰাবলে শুভ কৰেহিলেন এবং আজাহুর থেকে তাদেৱক রক্ষাকাৰী হৈলো হৈলো। (২২) এৰ বাবে এই বে, তাদেৱ কাছে তাদেৱ বুসুলখন নিদর্শনাবলী নিয়ে আগমন কৰত, অভগৱ তারা কাফিৰ বৰু, কথৰে, আজাহুর আসদেৱ শুভ কৰাবলো। নিষ্ঠৱ তিনি পুজিখৰ, অভোৱ পৰিসাতা।

তফসীরের সার-জংজেগ

তিনিই তোমদেরকে (তীর কুমুড়তে) নিষর্ণয়ী দেখান, (আতে অস্বারা তোমরা উত্থান সহজে কর।) আর (তিনিই) আকাশ থেকে তোমদের জন্য রিহিক-শ্রেণি
করেন (প্রভুর বৃষ্টি শ্রেণি বৃক্ষে এবং সে বৃন্তি থেকে রিহিক উৎপন্ন হয়) এটাও
উচ্চিষ্ঠ-বিদ্যমানবীরই অঙ্গুল। এসব নিষর্ণয় থেকে) তথ্য সেই উপদেশ প্রাপ্ত
হবে যে (আল্লাহর দিকে) রক্ত (করার ইচ্ছা) কর। (কেননা, রক্তের ইচ্ছা থেকে
চিহ্নাতীবন্ধন ডালা হয়, অস্বারা আল্লাহ পর্যন্ত পৌছা যায়) অধন তওহাদের মর্যাদাপি
প্রতিষ্ঠিত রয়েছে—) অঙ্গের তোমরা আল্লাহকে ঝাঁক বিহাস (অর্থাৎ উত্থান) সহ-
কারে তাক (এবং সুস্থান হরে সাও) যদিও কাফিররা তা অসহ্য করে। (তাদের
প্রাপ্তিয়া করো না) (কেননা,) তিনি উচ্চ মর্যাদাজন্মের এবং আরপের যাজিক, তীর
বাল্পদের মধ্যে আর প্রতি ইচ্ছা ওই অর্থাৎ তীর প্রভাদেশ প্রেরণ করেন, আতে সে
(উত্থানপূর্ব ব্যক্তি মানুষকে) সমবেত হওয়ার দিন (অর্থাৎ কিয়ামতের দিন) সম্ভর্তা
সতর্ক করে, যেদিন সবাই (আল্লাহ'র) সামনে এবং উপর্যুক্ত হবে। সেদিন আল্লাহ'র
কাছে তাদের কিছুই খোপম থাকবে না। আজকের দিনে কার সামাজিক (সামাজিক
হবে) আল্লাহ'র ধৈনি একান্ত পরামর্শ। আজ তত্ত্বকেই তার হৃতকর্মের প্রতিমান
পাবে। আজ (কারও প্রতি) ঝুঁকুয় হবে না। আল্লাহ খুত হিসাব প্রণয়কারী।
(তাই) আপনি তাদেরকে এক অসম বিগদের দিন (অর্থাৎ কিয়ামতের দিন)
সম্ভর্তা সতর্ক করুন, অধন করিজা ওঠাগত হবে, (দুঃখের আতিশয়ে) সব বক্ত হওয়ার
উপর্যুক্ত হবে। (সেদিন) আবিষ (অর্থাৎ কাফির)-দের এখন কোন রক্ত হবে না
এবং সুপারিশকারীও হবে না, আর কথা পাহ হবে। তিনি দৃঢ়িত দূরি এবং অতরের
লোগন বিহুর জাবেন (যা অন্য কেউ জানে না)। উক্তেন্দ্য এই বে, তিনি বাস্তুর সমস্ত
প্রকাশ-অপ্রকাশ্য কাজকর্ম আবেন, যেসব কাজকর্মের উপর শাস্তি ও প্রতিমান নির্ভর-
শীল। স্মরণত্বে ক্ষমতাজা করবেন, আর আল্লাহ'র পরিবর্তে তারা যাদেরকে তাকে,
তারা কিছুই ক্ষমতাজা করতে পারে না। (কেননা) আল্লাহ সম্মিলন করেন, করবিলু
সেবেন। (এমনিভাবে আল্লাহ তা'আলা পূর্বতার স্বাতীন্য ও খণ্ডিত, আর তাদের
বিখ্যা উপস্থাদের কোন খণ্ডই নেই) তাই আল্লাহ বাতীত কেউ ক্ষমতাজাৎ করতে
সক্ষমও নন। তারা সুস্পষ্ট প্রয়াগদি সহেও স্বীকৃত করে, আর আলিম
হয়েছে। তারা পাতি-সারবৰ্ণ এবং পুরুষীতে হচ্ছে আগুরা (সামাজিকবৰ্তী, আধ-বালিম
ইত্যাদি) ক্ষিক্ষামাদির দিক দিয়ে তাদের (বর্তমানদের) অপেক্ষা অধিক হিল, অতপর
তাদের সেবার ক্ষমতে আল্লাহ তাদেরকে খুত করবেন (অর্থাৎ তাদের উপর
আহাব নাবিল করবেন) এবং আল্লাহ'র (আবাবের) করণ থেকে উপরেরকে রক্ত-
কারী কেউ হবনি। এর (অর্থাৎ এ পাক্ষিকৃতি করার) কারণ এই বে, তাদের কাছে
তাদের রসূলসপ সুস্পষ্ট নিষর্ণয়ীবী নিরে আসতেম কিন্তু তারা তা আনন্দ না, তখন
আল্লাহ তাদেরকে খুত করেন। নিশ্চয় তিনি 'মহাশক্তিশালী, কঠোর শাস্তিদাতা'

(বর্তমান কাফিলাদের অধ্যো আলাবের সে সব কারণ বিদ্যমান রয়েছে। অতএব
তারা আবাহি থেকে কেবল করে বাঁচাও পারবে) ?

অনুমতি আজ্ঞা বিষয়

رَفِيعُ الدُّرْجَاتِ—কেউ কেউ **دُرْجَاتِ**—এর অর্থ রয়েছেন কথাবাবী। অতএব
তাঁর একে বাহিক আলিমে রয়ে বালোছেন, যে, এর অর্থ ‘তাঁর মহান আরশ সমৃদ্ধ’।
আলাহুর আরশ সমৃদ্ধ পুরিবী ও আকাশগঙ্গার পরিবারাঙ্গ এবং সরার ছাদ কর্তৃপক্ষ
তাঁক। সুন্না যা ‘আলিমে বলা রয়েছে’ :

**مَنْ أَلْهَى ذِي الْمَعَارِفِ تَرْجُعُ الْمَلَائِكَةُ وَالرُّوحُ ۖ إِلَهُنَّ فِي يَوْمٍ كَانَ
مَقْدَارُهُ خِمْسِينَ أَلْفَ سَلَةً ۖ**

এ আজ্ঞাত সম্মতে ইবনে-কাসীরের পরের প্রস্তুত অভিযন্ত এই যে, আরাতে উলিমিত
গকাল হাজার বাইরের পরিমাণ হল সে দুর্বলের বিভেদে যা মাত্র সম্ভব তর থেকে
আরশ পর্যন্ত রয়েছে। তাঁর মতে এ ব্যাখ্যা বহসংখ্যক পূর্ববর্তী ও পরবর্তী তক্ষণীয়-
বিদের কাহাই অভিযন্ত। তিনি আরও বর্ণনা করেন যে, অনেক আলিমের মতে আলাহুর
পুরিশ কুকুট জাল ইকোকুট প্রতির দারা রিমিল, আর ব্যাস গকাল হাজার বাইরের
দুর্বলের সমান। এমনভাবে তাঁর উচ্চতা মাত্র সম্ভব তর থেকে গকাল হাজার বাইরের
দুর্বলের সমান। কোন কোন তক্ষণীয়বিদ বলেন : **رَفِيعُ الدُّرْجَاتِ**—এর অর্থ আলাহু
তা-আলা মুমিন মুক্তাকীদের মর্যাদা বৃক্ষিকাঙ্গী। বেদন, কোরআনের অন্যান্য আলাতও
এর সাথে অন্তর করে। এক আরাতে আছে : **رَفِيعُ الدُّرْجَاتِ مِنْ نَهَا** : অন্য এক

رَفِيعُ الدُّرْجَاتِ عِنْدَ اللَّهِ

بِارْزَوْن—بِوْمَهْ بِارْزَوْن لِيَشْفِي مَلِيَّ اللَّهِ مِنْهُمْ

হাশেলের মহানামকে যেহেতু একটি সহাতজ কুরিতে পরিপন্থ করে দেওয়া হবে, আরে
কোন পাহাড়, গর্ভ অধ্যো দালান-কোঠা ও বৃক্ষের আকৃত আকৰ্ষণ না, তাই একই
উচ্চত মহানামে পুষ্টির সামনে থাকবে।

لِمَنِ الْمَلْكُ الْيَوْمُ—উলিখিত আয়াতসমূহে এ বাক্যটি **لِمَنِ الْمَلْكُ الْيَوْمُ**

৩-**لِمَنِ الْمَلْكُ الْيَوْمُ**—এর পরে এসেছে। বলা বাহলা **لِمَنِ الْمَلْكُ الْيَوْمُ** তখন সাক্ষাত্ ও সমাবেশের দিন বিভৌর কুকের পরে হবে। জমিনভাবে **لِمَنِ الْمَلْكُ الْيَوْمُ** এর ঘটনাও অন্ধে হবে, যখন বিভৌর কুকারের পরে নতুন ভূগূঢ় স্বতন্ত্র করে দেওয়া হবে যাতে কোন আঢ়াজ থাকবে না। এর পরে **لِمَنِ الْمَلْكُ** বাক্যটি আবার ক্রান্তে বাক্যাত ক্ষেত্রে আয় যে, আজাহ তা'আলা এ বাণী বিভৌর কুকের যান্ধুরে সর্ব-ক্ষেত্র পুনরুজ্জীবিত হওয়ার পরে বাস্তবায়িত হবে। ক্ষেত্রভূমি এর সমর্থনে হ্যবরত আবদুজ্জাহ ইবনে অসউদের একটি হাসীস পেশ করেছেন। হাসীসটি এই: সমস্ত মানুষ এমন এক পরিকার জুখাতে একত্রিত হবে, যাতে কেউ কেোন পোনাহ করেনি। তখন আজাহের আদেশে এক ঘোষক ঘোষণা করবে: **لِمَنِ الْمَلْكُ الْيَوْمُ** (আজকের দিনে রাজত্ব কার?) মুমিন-কাফির নিবিশের স্বাই এর জওয়াবে বলবে

الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ
মুমিনরা তো তাদের বিশ্বাস ও আকৰ্ম্মা অনুবাদী আবিষ্ট ও হাস্তিচিত্তে একথা বলবে। কিন্তু কাফিররা বাধা হয়ে দৃঢ় সহকারে একথা বীকার করবে।

কিন্তু অন্য কোন ক্ষেত্রে হেওয়ারেত থেকে জাহা থার যে, আজাহ তা'আলা এ উভি তখন করবেন, যখন প্রথম কুরুক্ষের পর সমস্ত সুল্টান খেংস হয়ে এবং জিবরাইল, মাকারীল, ইস্মাইল ও আজরাইল প্রদুর্ব নেকটাপীল ফেরেণতাও মৃত্যু-বৃত্য করবেন এবং এক আজাহের সত্তা ব্যাপ্তি ক্ষেত্রে কিছুই অবশিষ্ট থাকবে না। এই পরিস্থিতে আজাহ বলবেন, “আজকের দিনে রাজত্ব কার?” তখন যেহেতু কেনি জওয়াবদাত্ত থাকবে না, তাই আজাহ নিজেই জওয়াব দেবেন: “প্রবল পরাক্রান্ত এক আজাহুর!” হ্যবরত হাসান বসুরী (র.) বলেন, “এক আজাহ তা'আলাই প্রাক্তুরী এবং জওয়াবদাত্ত তিনিই। মুহাম্মদ ইবনে কাবুর কুরুয়ীও তাই বলেন। হ্যবরত আবু হৱারুরা (রা) ও ইবনে উমর (রা)-এর এ হাসীস থেকে এর সমর্থন পাওয়া যায়—কিয়ামতের দিন আজাহ তা'আলা সমস্ত পৃথিবীকে বায় হাতে এবং সমস্ত আস্থানসমূহকে তান হাতে উঠিয়ে বলবেন:

أَنَّ الْمَلْكَ أَيْنَ الْجِبَارُونَ

أَنَّ الْمَكْبِرُونَ! অর্থাৎ আমিই বাদশাহ ও গ্রন্তি, আজ প্রতাপশালী ও অহংকারীরা কোথার? তফসীর সুরার ঈমসুরে উলিখিত দুটি হেওয়ারেত উভয় ক্ষেত্র পর বলা হয়েছে—এ প্রথম উপরোক্ত একবার প্রথম ক্ষেত্রের সময় এবং আর একবার বিভৌর ক্ষেত্রের সময় দু'বারই হয়তো উচ্চায়িত হবে। বয়ানুল কেরিওআনে বলা

ଇହେବେ, ଦୁ'ବାର ମେମେ ନେତ୍ରଯାର ଉପରାଇ କୋରାଅନ ପାକେର ତମ୍ଭୀର ନିର୍ଭର୍ଯ୍ୟାଳ ନମ୍ବ, ସର୍ବଃ ଏଠା ସମ୍ଭବପରିସେ, ଉଲ୍ଲିଖିତ ଆରାତେ ପ୍ରଥମ ଫୁଲିର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଛାଟିଲା ଔରେଖ କରାଯାଇବେ । ତଥାନ ସବ୍ବାଟିକେ ଉପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଧରେ ନିର୍ବେ ଏହି କଣେମା ବଜା ଥିଲେ ।

ଅପରେ ଅଜ୍ଞେ ପର-ନାରୀର ଏହି କୋମ୍ପିଲିଟିତେ ଡାକିନୋ
ଏବଂ କାଉଠକେ ଯେଥେ ଦୁଲିଟ କିନିଯେ ଯେଉଁ ଅର୍ଥବା ଅନ୍ୟ ଅନୁଭବ କରାନ୍ତେ ଶାରୀ ନା ଏବଂ-
କୁବେ ଡାକନୋ ଓ ଉତ୍ତରାହି ଛୁଟିଟର ଦୂରି । ଆଜାହ ଡାକାନାର କାହେ ଅଗ୍ରଜୋ ସୋଗଳ ମର,
ଫେରେଥାମାନ ।

وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِإِنْذِنِنَا وَسَلَطْنِنَا مُوسَىٰ فَإِنَّ فَرْعَوْنَ وَهَامَانَ
وَقَارُونَ كَفَرُوا لَوْلَا سِجْرُكُلَّتْ ۝ فَلَمَّا جَاءَهُمْ بِالْحَقِّ مِنْ عِنْدِنَا قَاتَلُوا
أَشْتَوَّا إِنْهَاءَ الَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ وَأَشْتَوَّا إِنْسَانًا أَطْهُمْ هُوَ مَا كَيْنَ الْكُفَّارُ
الَّذِي ضَلَّلْ ۝ وَكَانَ فَرْعَوْنَ كَذُوفِنِي أَفْتَلْ مُوسَىٰ وَلَيَدْعُ رَبَّهُ
لَأَنِّي أَخَافُ أَنْ يَهْبِلَ دِينِكُمْ أَوْ أَنْ يَظْهَرَ فِي الْأَكْوَافِ الْفَسَادُ ۝
وَقَالَ مُوسَىٰ لَقِيْ عَذَّتْ بِرَبِّي وَرَبِّكُمْ قَنْ كُلَّ مُخْلَقَيْ لَا يَرْوِمْ بِعَيْرِم
الْمَسَابِ ۝ وَقَالَ رَجُلٌ مُؤْمِنٌ ۝ قَنْ إِنِّي فَرْعَوْنَ يَكْلُمُ إِيْتَانَكَمْ
أَنْكُنْتُوْنَ رَجُلًا أَنِّي يَقُولُ رَبِّيَ اللَّهُ وَقَدْ جَاءَكُمْ مِنِّيَّتِنِتْ مِنْ
رَبِّكُمْ وَإِنِّي لَكَ كَادِبًا فَعَلَيْهِ سَكَنِيَهُ هَلَانَ يَكَ صَادِقًا يُبَصِّبُكُمْ
بِعَضُ الَّذِي يَعْدُكُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي مَنْ هُوَ مُسِيرٌ ۝ كَذَانِتْ ۝
يَعْوِمُ لَكُمْ أَنْتُكُمُ الْيَوْمَ ظَاهِرِيَنَ فِي الْأَرْضِ وَقَمِقِيْ يَبْصُرُنَا
مِنْ يَمِسِ اللَّهُ إِنِّي جَاءَنَا هَلَكَ فَرْعَوْنَ مَا أَرِيْكُمْ إِنَّمَا أَرَىَتْهُ وَمَا
أَفْرِيْكُمْ إِلَّا سَبِيلَ الرَّشِيدِ ۝ وَقَالَ الَّذِي أَمَنَ يَقُولُهُ إِنِّي لَغَافٌ عَلَيْكُمْ
فَتَلَقَّ يَعْمَرُ الْأَهْزَابِ ۝ مَثَلَ رَابِّيْ قَنْهُرُ نُورِيْ وَعَادَ وَقَصْوَدَ وَالَّذِيْنَ

مِنْ يَعْلَمُهُمْ بِوَمَا لَهُمْ يُرِيدُ ظُلْمًا لِّلْعِبَادِ ۚ وَلَيَقُولُ رَبِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ
 يَوْمَ النَّشَادِ ۚ يَوْمَ تُوَلَّنَ مُدْبِرِينَ ۗ مَا لَكُمْ قَنَ اللَّهُ مِنْ عَاصِمٍ ۚ
 وَمَنْ يُضْلِلِ اللَّهُ فَإِلَهُ هَاهُدَ ۚ وَلَقَدْ جَاءَكُمْ نُوسُفٌ مِّنْ
 قَبْلٍ بِالْبَيْتِ ۗ فَمَا زَلْتُمْ فِي شَكٍّ مِّنْ جَاءَكُمْ ۗ حَتَّىٰ إِذَا هَلَكَ
 قُلْتُمْ لَنْ ۗ يَنْعَثِرَ اللَّهُ مِنْ بَعْدِهِ رَسُولٌ ۗ كَذَلِكَ يُضْلِلُ اللَّهُ مِنْ
 هُوَ مُصِرٌّ فِي مَرْتَابٍ ۗ قَاتِلُ الظِّنَّ يُجَادِلُونَ فِي أَيْتِ اللَّهِ يَعْلَمُ سُلْطَنٍ
 أَنَّهُمْ كُبَرُ مُغْتَلَّاً عِنْدَ اللَّهِ وَعِنْدَ الَّذِينَ امْتَوَادُوكُذَلِكَ يَطْبِعُ اللَّهُ عَلَيْهِ
 كُلَّ قَلْبٍ مُّثْكِنٍ جَبَارٍ ۚ وَقَالَ فِرْعَوْنُ يَاهُمْ أَنِّي أَنْ
 صَرَحَ أَعْلَمُ أَبْلَغُ الْأَسْبَابَ ۚ أَسْبَابَ السَّمَوَاتِ قَاطِلُهُمْ إِلَى الرَّوْ
 مُوْلَهِ وَإِلَى الْأَطْنَةِ كَذَبَابًا وَكَذَلِكَ زُرْتُنِي لِفِرْعَوْنَ سُوْرَةِ عَلِيهِ وَصَدَّ
 عَنِ السَّبِيلِ وَمَا كَيْدُ فِرْعَوْنَ إِلَّا فِي تَبَابٍ ۚ وَقَالَ الَّذِي
 أَمْكَنَ لِيَقُولُ أَتَيْتُنَّ أَهْدِكُمْ سَبِيلَ الرَّشادِ ۚ لَيَقُولُ رَانِتَهُوا بِالنَّجْوِ
 الَّذِيَا مَتَاعٍ ۚ وَإِنَّ الْأَخْرِيَةَ هِيَ دَارُ الْقُرْبَانِ ۗ مَنْ عَمِلَ سَيِّئَةً كَلَّا
 يُغْرِي إِلَّا مُثْلَهَا وَمَنْ عَمِلَ صَالِحًا فَنِّي ذَكَرْ أَوْ أَثْنَى وَهُوَ
 مَتَهِيٌّ ۗ قَلَوْلِيَّكَ يَدْعُلُونَ الْجَحَّةَ يُزَرْقُونَ فِيهَا يَعْنِي
 جَسَابَ ۚ وَلَيَقُولُ مَا لِي أَدْعُوكُمْ إِلَى النَّجْوِيَّةِ وَتَذَعُورُتِي لِيَ
 النَّارِ ۗ تَذَعُورُتِي لِكَلْفِرِيَا شَوَّ وَأَشْوَكِيَّهُمْ مَا كَيْسَ لِيَهُ عَلِمْزَ
 وَأَنَا أَدْعُوكُمْ إِلَى النَّعْنَزِيَّةِ لَا جَرَمَ أَنِّي تَذَعُورُتِي

إِنَّمَا كُلُّنَا لَهُ دُغْوَةٌ فِي الدُّنْيَا وَلَا فِي الْآخِرَةِ وَأَنَّ مَرْدِعَنَا
إِلَى اللَّهِ وَأَنَّ الْمُسْرِفِينَ هُمُ الظَّاهِرُونَ^۱ فَتَعَذَّلُكُمْ وَكَانُوكُمْ أَقْوَلُونَ
لَكُمْ وَأَقْبَضُنَا أَمْرُنِي إِلَيْكُمْ إِنَّ اللَّهَ بِعِصْمَيْرٍ بِالْعِبَادِ^۲ فَقُوَّتْهُمْ
اللَّهُ سَيِّدُنَا مَا مَكَرُوا وَحَاقَ بِهِمْ فَرْعَوْنَ سُوءُ الْعِدَابِ^۳
أَنَّبَارٌ يُعَرَّضُونَ عَلَيْهَا عَذَابًا وَعَرْشَنَا وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ^۴

أَذْخَلُوا أَهْلَ فَرْعَوْنَ أَشَدَّ الْعِدَابِ^۵

- (۲۶) آرمی آندرےর মিল্কমার্টী ও স্লট প্রয়াপ্তি সুসাকে প্রেরণ করেছে।
(۲۷) ফেরাউন, হামান ও আলোমের কাছে, অতশ্চর তারা বলে, যে তোমাদের প্রেরণ পৌরীজ, মিল্কমার্টী। (۲۸) অতশ্চর সুসা এখন আমার কাছ থেকে সালাসহ তাদের কাছে পৌরীজ, কখন তারা বলে, যারা তার সঙ্গী হয়ে বিশ্বাস কুপুর, কালোজ, তাদের পুরু-সালামদেরকে হত্যা করে যার ফালের নামীদেরকে জীবিত রাখ। কাফিলদের চুক্তি ব্যবহী হচ্ছে।
(۲۹) ফেরাউন বলে, তোমরা আমাকে হাত, সুসাকে হত্যা করবে সোও, তাকে সে তার পালনকর্তাকে। আরি আপকো করি বে, যে তোমাদের ধর্ম প্রবিবৃত্ত করে দেবে অথবা সে দেশমূল বিগৰ্হ সৃষ্টি করবে। (۳۰) সুসা বলে, যারা হিসাব মিলন বিশ্বাস করে না এবন প্রত্যেক অহংকারী থেকে আরি আমার ও তোমাদের পালনকর্তার আশ্রয় নিরে নিরেছি। (۳۱) ফেরাউন সোজের এক সুয়িন বাত্তি, যে তার হামান লোগন রাখত, সে বলে, তোমরা কি একজনকে এজনে হত্যা করবে বে সে বলে, আমার পালনকর্তা আল্লাহ, অথবা সে তোমাদের পালনকর্তার নিকট থেকে স্লট প্রয়াপ্তি করে তোমাদের নিকট আগমন করেছে? আরি সে ধিক্কারাণী হয়, তবে তার ধিক্কারাণিতা তার উপরই তাপমে, আর বলি সে সংক্ষেপী হয়, তবে সে সে পাত্রে কোথা বলাহে তার কিন্তু না কিন্তু তোমাদের উপর গুড়বেই। মিল্কমার্ট আল্লাহ শীয়াজৈহিম-কার্তী, ধিক্কারাণীকে পথ প্রস্তুন করেন না। (۳۲) হে আমার কওয়, আর এদেশে তোমাদেরই রাজস্ব, দেশমূল তোমরাই নিচের করাহ; কিন্তু আমাদের আল্লাহকে প্রতি এসে দেশে কে আমাদেরকে সাহায্য করবে? ফেরাউন বলে, আরি যা বুঝি, রাজাদেরকে তাই বোকাই, আর আরি তোমাদেরকে আলসের গুরই দেশাই। (۳۳) যেস সুয়িন কাত্তি করাহ; হে আমার কওয়, আরি আলোমের জল সুর্বৰণী সম্ভাল-সম্ভুলুর অক্তাই বিগৰ্হজ্ঞান দিনমূল আবধন করি। (۳۴) দেশব, কওয়ে নৃহ, আল, সামুদ, ও তাদের পদবক্তীদের আবহা স্মৃতিম। আলাম্ব বালাদের প্রতি বেশে জাম্ব

কলার ইচ্ছা করেন না। (৩২) হে আমার কওম, আমি তোমদের অন্য প্রচল হৈক-
ভাবের দিনের আশৰব্দী কৰি, (৩৩) প্রদিন তোমরা পেছনে কিরে প্রচলন করবে, বিচ্ছু আজাহ ত্বকে তোমাদেরক রাজকারী কেউ থাকবে না। আজাহ পাক পথচালট
করেন, তার কোন পথচালক নেই। (৩৪) ইতিশূর্ব তোমদের কাছে ইটসুক সুলভ
প্রয়োগাধিক আমন করেছিল, উচ্চপর তোমরা তার আবীত বিষয়ে জানেছো পোষণ
করতে। অন্যথে যখন মে আরো গো, তখন তোমরা বলতে ওর করো, আজাহ
ইটসুকের পরে আর কাউকে রসুলরপে পাঠাবেন না। এমনিভাবে আজাহ সীমাবং-
ঘনকারী, সংখ্যারী বাতিকে পথচালট করেন। (৩৫) আর মিজেদের কাছে আসত
কোন সঙ্গীল ছাড়াই আজাহের আভাত সম্পর্ক করে, তাদের এ বাজ আজাহ ও
শুভিমদের কাছে শুধৃ জসবোজনক। এমনিভাবে আজাহ প্রত্যেক অহকরী-
বৈরাগ্যারী বাতিক করেন যোহুর একটি দেন। (৩৬) ফেনাউম বলল, হে হায়ান,
চুমি আয়ার জন্য একটি সুটিত প্রাসাদ নির্মাণ কর, হরতো আমি পথে দ্বৈতে
পারব (৩৭) আবশ্যক: পথ, অভিমুক উকি হেরে অভিয সুলাম আজাহকে। ব্যুত
আমি তো তাকে মিহাবালীই জানে করি। একাবেই কেনাউমের কাছে সুলাভিত
কলা হয়েছিল তার যদি কর্মকে এবং সোজা পথ হেকে তাকে খিরাত ঝাঁক হয়েছিল।
কেনাউমের চক্রান্ত ব্যার্থ ইওয়ারই ছিল। (৩৮) শুভিন তোকাতি বললঃ হে আমার
কওম, তোমরা আমার অনুসরণ কর। আমি তোমদেরক সংস্কৃত প্রদর্শন করুণ।
(৩৯) হে আমার কওম, পাখিব এ জীবন তো কেবল উপকোদের যষ্ট, আর পরকাল
হচ্ছে হাতী বসবাসের শুহ। (৪০) যে যন্ত কর্ম করে, সে কেবল তার অনুরাগ
প্রতিক্রিয় পাবে, আর যে পুরুষ অথবা নারী শুভিন অবস্থার সংকর্ম করে তারাই
আজাতে প্রবেশ করবে। তথার তাদেরকে বে-হিসাব ব্রিবিক দেওয়া হবে। (৪১) হে
আমার কওম, আপোর কি, আমি তোমদেরক সাওত্ত্বাত দেই শুভিল দিকে, আর
তোমরা আমাকে সাওত্ত্বাত দাও আহামামের দিকে। (৪২) তোমরা আমাকে সাওত্ত্বাত
দাও, বাতে আমি আজাহকে অভিকার করি এবং তাঁর সম্বুদ্ধ শরীক করি এমন ব্যুতে,
আর কোন প্রয়োগ আভার কাছে নেই। আমি তোমদেরক সাওত্ত্বাত দেই পরকাল-
শালী, কলাপীল, আজাহক দিকে; (৪৩) এতে সাবেহ নেই যে তোমরা আজাহকে আর
দিকে সাওত্ত্বাত দাও, ইছকাজে ও পরকালে তার কেবল সাওত্ত্বাত নেই। আমাদের
ক্ষেত্রবর্তী আজাহক দিকে, এবং সীমাবংশবন্ধবালীই আহামারী। (৪৪) আমি তোম-
দেরকে বা ব্যাহি, তোমরা একদিন তা স্মরণ করবে। আমি আজাহ যাপার আজাহক
কাছে সমর্পণ করছি। নিষ্ঠৱ বাসনাম আজাহক দৃশ্যিতে রয়েছে। (৪৫) অভদ্র
আজাহ তাকে তাদের চক্রান্তের অনিষ্ট থেকে রক্ত কলমে এবং কেনাউম পোতাকে
পোতনীর আধার দাও করল। (৪৬) শকালে ও সাজার তৌকেশকে আভনের সামনে
পেষ করো হত এবং বেদিন বিশ্বাস সংস্কৃত হবে, সেদিন আদেশ করা হবে কেনাউম
পোতকে, কতিনতর আহারে পাখিজ কর।

১৯৭৫

কালীয়ের জন্ম-সংক্ষেপ

আমি আমার বিশ্বাসীয়ের ও স্পষ্ট প্রয়াল (অর্থাৎ মুঠিন), দিয়ে মুসা (আ)-কে কেরাউন-হামাম ও কালানের জন্ম হয়ে গাঠিবেছি। অতপর তারা (অথবা তাদের কেউ কেউ) বলত: [সে তো যাদুকর (ও) কৃত]। [মুঠিনের ক্ষেত্রে যাদুকর এবং মুরুত সাধি ও বিধিবিশ্বানের ক্ষেত্রে কৃত বলত। কালান হিল বনী ইসরাইলের একজন এবং ব্রাহ্মণ মৈমানী। কিন্তু সন্তুষ্ট সে মুনাফিক হিল—গুরুত মুঠিন হিল না। তাই সে মুসা (আ)-কে যাদুকর ও কৃত বলত।] অতপর মুসা (আ) বর্ষন আশার পক্ষ থেকে জাত ধর্মসহ সাধারণের প্রতি আগ্রহ করল, (এবং তাতে কেউ কেউ মুসলিমানও হয়ে গেল); তখন তারা (পরামর্শ হিসাবে) বলল: বাড়ী তারা সঙ্গী হয়ে বিশ্বস ছাপন করেছে, তাদের পুরুষসন্তানদেরকে হত্যা করে দাও। (যাতে তাদের দল ও পক্ষিকুলী না হয়। কারণ তাতে করে সাঙ্গাজোর পতনের আশঁকা রয়েছে, কিন্তু মাঝে সেই দলক থেকে এমন আশঁকা নেই। এ হাড়া পৃথকর্মের জন্য তাদের প্রয়োজন আছে, তাই) তাদের নারীদেরকে জীবিত রাখ। (যোটিকথা, তারা মুসা (আ)-র জন্ম হয়ে যাবার আশঁকার তাকে প্রতিহত করার জন্য এ রীতটা প্রযুক্ত করল।) কাফিরদের এই চুরুক্ত ব্যক্তি হয়েছে। [সেভতে অবশেষে মুসা (আ)-বিজয়ী হন। বনী ইসরাইল দের অবজাত পুরুষসন্তানদের হত্যার নির্মেশনি মুসা (আ)-র জন্মের পূর্ব দেওয়া হয়েছিল; যার কাজে তাকে সরিয়ায় নিয়ে করার প্রয়োজন দেখা দিয়েছিল এবং অর্থাৎ তাঁরাও এই নিয়ন্ত্রণ কালান-পাজুন আয়ঁ কেরাউনের পুরুষ সম্পর্ক করেন। আরাতে বধিত এ পুরুষ হত্যার বিভৌর নির্মেশ মুসা (আ)-র অপ্য ও মুরুত জাতের সব তখন আরি করার হয়েছিল; অথবা তাঁর মুঠিনা সেখে কেরাউনের বংশধরেরা তাঁর দল ও পক্ষিকুলীর আশঁকার সাঙ্গাজোর উদ্বিগ্ন বিস্ময় দেখতে পাই। অথবা একথা কোন দেওয়ারাতে পাওয়া যায়নি যে, তখন এই হত্যার আদেশ কর্মকর হয়েছিল কি না। এরপর আয়ঁ মুসা (আ)-কে হত্যা করার ব্যাপারে আলোগ-জাজোচনা হল।] কেরাউন (সভাসদদেরকে) বলল, আমাকে অনুমতি দাও, আমি মুসা (আ)-কে হত্যা করব। সে যাদুকর তার পাঞ্চকুণ্ডাকে (সাহায্যের জন্য)। আমি আশঁকা করছি যে, সে তোয়াদের ধর্ম পরিবর্তন করে দেবে অথবা দেশময় বিপর্যয় সৃষ্টি করবে। (একটি ধর্মীয় ক্ষতি, অগ্রসরতি পাখির ক্ষতি। সভাসদরা হয়তো দেশের আর্থের পরিপন্থী মনে করে মুসা (আ)-কে হত্যা করার অনুমতি দিতে ইত্তত করছিল, তাই কেরাউন “আমাকে অনুমতি দাও” বলেছিল। অথবা অন্যথকে একথা বোঝাবার জন্য বলেছিল যে, এ পর্যন্ত মুসা (আ)-কে হত্যা না করার কারণ তুপসেল্টাদের বাধা দান। অথবা বাজ্রবে হত্যা করার সুসাইল আয়ঁ কেরাউনেরও হিল না। কেবল, বিভিন্ন মুঠিনা দেখে সে-ও আগ্রহিকাণ্ডাবে বিবাসী হয়ে গিয়েছিল। তাই সে হত্যা করলে কোন আস্থানী পথবে পতিত হওয়ার আশঁকা করছিল। কিন্তু নিজের শুনের পাশ সভাসদদের আগ্রে চাপ্পানোর জন্য)

উপরোক্ত কথাটি বলেছিল। এখনিভাবে 'সে ডাকুক তার পাইনকর্তাকে' কথাটিও অনগ্রে কাছে আস্ফালন প্রকাশ্য বলেছিল, যদিও সে কেতুরে তেতুরে ক্ষাপছিল।) মুসা [আ] একধা মূর্খমূর্খি অথবা পর্যোক্তভাবে উচ্চে বলেছেন, আমি আমার ও তোমাদের (অর্থাৎ সকলের), পাইনকর্তার স্মরণপ্র হচ্ছি এমন প্রতেক অহংকারীর অনিষ্ট থেকে, যে হিসাব দিবসে বিশ্বাস করে মা। (তাই সত্ত্বেও মুকাবিলা করে। যজমানে) ফেরাউন পরিবারের এক মুক্তি বাস্তি ছিল। সে (এ দর্শক) তার ঈমান সোপন রূপত্বে, (পর্যোক্ত তুকে) সে বলল, তোমরা কি একজনকে (বেলজ) এ কর্মসূল হত্যা করবে বো, সে হজে, 'আমার পাইনকর্তা আজাহ্।' অথচ সে তোমাদের পাইনকর্তার নিকট থেকে (আগন সাকিস রূপক্তে) সল্ট প্রায়পঞ্চ আগমন করেছেই (অর্থাৎ সে বনুহত সমবিল সত্ত্বাতা প্রতিপন্থকারী মুক্তিয়া প্রদর্শন করে)। এমতাবধার তার বিজোবিতা করে তাকে হত্যাক করার পরিকল্পনা করা খুবই অসোজন।) আর ধরে নাও যাই সে যিখ্যাবাদী হবে, তবে তার যিখ্যাবাদিতার জন্য সেই সময়ী হবে, (এবং আজাহ্ পক্ষ থেকে সে নিজেই আছিল হবে—হত্যা করার প্রয়োজন নেই।) আর যদি সে সত্ত্বাদী হবে, তবে হেসব ভবিষ্যতাদী করাহে, (অর্থাৎ ঈমান মা আসলে আবাব হবে) তার কিছু না কিছু তোমাদের উপর (অবশ্যই) প্রতিত হবে। (এমতাবধার তাকে হত্যা করলে আগ্রহ বেলি বিগন ডেকে আনা হবে। সারুকথা, তার যিখ্যাবাদিতার ক্ষেত্রে তাকে হত্যা করা স্থূল। আগ্রহ যিখ্যাবাদীর অঙ্গীকৃত পূর্ণ করেন না। [কর্থাত ক্ষণকালের জন্য তার প্রভাব বিজ্ঞান সত্ত্ব হলেও সামগ্র্যে তার ব্যর্থতা সুনির্বিচ্ছিন্ন। সুতরাং মুসা (আ) যিখ্যাবাদী হলে তাকে খৎস না করা যানুকূলে সন্দেহে ও বিজ্ঞানিতে প্রতিত করার নায়াকর হবে। 'আজাহ্ তা'আজা এমন করতে পারেন না।] তাই আজাহ্ কাছে তার প্ররূপত্ব ও আছিল হওয়া অসমূলী। সুতরাং তাকে হত্যা করার প্রয়োজন কি? পক্ষাত্তরে ডিলি সত্ত্বাদী হলে তোমরা নিশ্চিন্তই যিখ্যাবাদী এবং যিখ্যাবাদিতার সৌয়ালঘনকারী। প্রয়োক্ত বাস্তি সকলজনকাম হজে পারে না।.. সুতরাং তোমরা তাকে হত্যা করতে সক্ষম হবে না। সর্বাবধার তাকে হত্যা না করাই প্রতিপর হয়। এখানে এম হতে পারে বো, আহলে কি কোন দুর্ভুজকারীকেই হত্যা করা যাবে না? জওয়াব এই যে, যেখানে সত্ত্বাদী হওয়া আধবা যিখ্যাবাদী হওয়া সন্দেহাত্মক নহ, সেখানেই একধা প্রয়োজন। যেকেজে অকাটা প্রয়োগ দাবু যিখ্যাবাদিতা প্রয়োগিত, সেখানে প্রয়োজন নহ। তবে মুসা (আ) যে সত্ত্বাদী, এ বিষয়ে মুক্তিমন জোকচির পূর্ণ বিবাস ছিল, কিন্তু অনসাধারণকে তিজা-তাবনায় উন্মুক্ত করার জন্য সে এডাবে কথা বলেছিল। এরপরও এই হত্যা থেকে নিহত রাখার বিবয়ই বণিত হয়েছে।] হে আমার ডাইরেরা, আজ তো তোমাদেরই আজাহ্, এদেশে তোমরাই শাসক, কিন্তু আজাহ্ শাস্তি এসে গেলে কে আমাদেরকে সাহায্য করবে? ফেরাউন (একধা তানে) বলল, আমি মা বুঝি, তোমাদেরকে তাই বোকাব (যে, তার হত্যাই সমীচীন।) আর আমি তোমাদেরকে কল্যাণের পথই দেখাই। মুক্তি বাস্তি (নরম উপনিষে কাজ হবে না দেখে হয়কি ও ভৌতি প্রদর্শনের পথ অবলম্বন করে) বলল,

আইসব, আরি তোমাদের জন্য পূর্ববর্তী সম্মানসমূহের অবৃক্ষণ মুদ্দিনের আশঁকা করছি। হেমন, কঙ্গে নৃষ্ট, আস, সামুদ্র ও তাদের প্রবর্তীদের অবগ্রহ হয়েছিল। আজাহ্ তা'আজা বাস্তাসের প্রতি কোম কৃত্য করার ইচ্ছা করেন না। (কিন্তু তোমরা অল্প কাউক করলে তার বাতি অবগ্রহ তোম করবে। এটা ইহজোকিক আবাবের কর প্রদর্শনি, অঙ্গসর পার্সোকিক আবাবের উভ প্রদর্শন করা হয়েছে—) তাইসব, তোমাদের জন্য প্রচল হীক-তাকের সিনের আশঁকা করি (অর্থাৎ সেদিন বিরাট বিগ্রাম ঘটিব ঘটিযে। একে অপরাকে বেশি পরিচাপে তাকাতাকি করা বিরাট ঘটনার ঘট্য থাকে। সেদিন সর্বশক্তি নিংগা জুকার আওয়াজ হবে। এতে সব মৃত্যু জীবিত হবে। আজাহ্ বলেন : **يَوْمَ يُنَادِ الْعِنَادِ مِنْ مَكَانٍ قَرِيبٌ يَوْمٌ**

يَصْعُونَ الْمِيقَةَ بِالْعَيْنِ

আরেক তাক হবে হিসাবের অন্য। আজাহ্ বলেন :

يَوْمَ نَدْعُ مَا كُلَّ أُكَلَ مِنْ بَيْنِ أَمْمَهُمْ — (আরেক তাকাতাকি হবে জাতীয় ও জাহাজ-বাদের অধ্যে। আজাহ্ বলেন : **وَنَادَى أَمْعَانِ الْأَغْرَافِ—وَنَادَى أَمْعَانِ الْجَنَّةِ**

وَنَادَى أَمْعَانِ النَّارِ — অবশেষে মৃত্যুকে দুর্ধার আকৃতিতে অবেহ করার সময় হচ্ছে এক তাক। হাস্তে আছে : **أَهْلُ الْبَيْتِ خَطُو دَّمْوَتْ وَهُوَ أَهْلُ الدَّارِ** (যেদিন তোমরা (হিসাবের আয়া থেকে) পেছে ফিরে (জাহাজের স্থিকে) প্রত্যাবর্তন করবে, (তখন) আজাহ্ (অর্থাৎ তার আবাব) থেকে তোমাদেরকে রক্ষাকারী কেউ থাকবে না। (কাজেই এখনই তোমাদের হেদারেত কবুল করা উচিত হিজ, কিন্তু) আজাহ্ থাকে পথপ্রস্ত করেন, তার কোন পথপ্রদর্শক নেই। ইতিপূর্বে তোমাদের কাছে ইউসুক (আ) তওহাদ ও নবুয়াতের) স্পষ্ট প্রয়োগে সহ আগমন করেছিলেন (অর্থাৎ তোমাদের পূর্বপুরুষ কিবর্তী সম্প্রদারের কাছে এসে-হিলেন, আদের অবর বাতি প্রয়োগের তোমাদের কাছে পৌঁছেছে।) অঙ্গসর তোমরা তাক আনীত নিয়ে সদেছুই করেছিলেন। অবশেষে অধ্যন তিনি গোকারিত হলেন, তখন তোমরা বকলতে তুক করলে, আজাহ্ ইউসুকের পর আর কাউকে রসূল জন্মে প্রেরণ করাক্ষম না। (সুল্টানির হাতে একধা বলা হয়েছিল। অর্থাৎ প্রথমত ইউসুক তুসুল হিলেন না। থাকলেও আমরা একজনকে বকল আমিনি তখন আজাহ্ বলবেন, আরেক অবকে পাঠিয়ে কি জাত। কজে ব্যাপার চিরতরে তুকে পেছে। এর আজাহ্ উদ্দেশ্য হিসাবে আবীকার্ক করা। এব্যাপারে তোমরা হেমন জাত) এমনিভাবে আজাহ্

ତା'ଆଜ୍ୟ ସୀମାରୁଥିନକାରୀ ଓ ସଂଖ୍ୟାଦେଶରକେ ପ୍ରାଚିତ୍ତ କେବେ ରାଖେନା । ଆଜ୍ୟ ମିହେନ୍ତେ କାହେ ଆଗତ କ୍ଲୋନ ମଣୀଜ କ୍ଲାନିଙ୍କେ ଆଜାହ୍ର ଆଜାହ୍ର ସମ୍ବନ୍ଧରେ ବିଭିନ୍ନ କରି, ତାମେର ଏ କାହେ ଆଜାହ୍ର ଓ ମୁଖ୍ୟମଦେଶର କାହେ ପୁରୁଷ ଅସଂଗ୍ରେଷଣକେ (ତୋମାଦେଶର ଆଜାହ୍ର ବେଳେମ ମୋହର ଏଟେ ଦିଲେହେନ) । ଏମନିତାବେ ଆଜାହ୍ର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅହିକୋରୀ, କୈରାତୋରୀ ବାତିର ଅଛରେ ଯୋହର ଏଟେ ଦେମ । (କୁଳେ ତାମେର ଯଥେ ମୁତ୍ତାକେ ଅନୁଧାବନ କରିବି ଅବକାଶ ଥାକେ ନା । କେରାଉନ ପରିବାରେର ମୁଖ୍ୟମ ବାତିର ଏହି ବିବୃତିର ଫଳେ ତାର ଈଯାନ ଆର ହୋପନ ଥାକେନି) କେରାଉନ (ଏହି ଅକାଟ୍ଟ ବିବୃତିର ଅନ୍ତର୍ବାବ ଦାନେ ଆଜମ ହେବ ପୂର୍ବବ୍ୟାପ୍ତତା ଅନୁଧାବୀ ମୁଲୀଜ କାହେଯ କୁଳର ଜଳା ହାତାଲକେ) ବଜଳ, ହେ ହୋଯନ । ମୁଖ୍ୟ ଆମାର ଜଳା ଏକଟି ସୁଉତ୍ତର ପ୍ରାସାଦ ନିର୍ମାଣ କର । (ଆୟି ତାତେ ଆରୋହଣ କରେ ଦେଖବ) ହୁମତୋ (ଏତମର) ଆୟି ଆକଟ୍ଟି ମାତ୍ରାର ପଥେ ପୌଛି ଯେତେ ପାରିବ, ଅଭଗର (ଦେଖାମେ ପିଲେ) ମୁସାର ଆଜାହ୍ରକେ ଦେଖବ । ଆର ଆୟି ତୋ ତାକେ (ତାର ଦାଖିତେ) ମିଖାବାଦୀଇ ମନେ କରି । ଏମନିତାବେ କେରାଉନର କାହେ ସୁଶୋଭିତ କରେ ଦେଖା ହୋଇଲି, ତାର (ଅନ୍ୟାନ୍ୟ) ମନ କରିବିତେ ଏବଂ ସୋଜା ପଥ ଥେକେ ଦେ ବିରତ ହେବିଲ । [ତେ ମୁସା (ଆୟି)ର ମୁକାବିଜ୍ଞାଯ ଅନେକ ଚକ୍ରାତ କରେଲି, କିନ୍ତୁ] କେରାଉନର ସମ୍ଭ୍ଵ ଚକ୍ରାତୀ ବ୍ୟର୍ଥ ହେବେ । (କୋନାଟିଇ ସଫଳ ହରନି) । ମୁଖ୍ୟମ ଲୋକଟି (ସିଦୁତର ଦାନେ କେରାଉନକେ ଆଜମ ଦେଖେ ପୁରୁଷ) ବଜଳ, ଡାଇସବ, ତୋମରା ଆମାର ଅନୁରାଗ କର । ଆୟି ତୋମାଦେଶରକେ ସଂଗ୍ରହ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବ । (ଅର୍ଥାତ୍ କେରାଉନ ପ୍ରଦଲିତ ପଥ ସଂଗ୍ରହ ଓ ହେଦାରେତ ନର, ବରଂ ଆୟି ଯେ ପରେର ସକଳ ଦିଲ୍ଲି, ଡାଇସ ସଂଗ୍ରହ) । ଡାଇସବ, ଏହି ପାଖିବ ଝାଇବନ କଟପ୍ରକାରୀ । ଆର ପରିକାଳ ଘାସୀ ବସବାଦେର ଆଜଗା । (ଦେଖାମେ ପ୍ରତିକଳ ଦେଖାର ବୀତି ଏହି ସେ) ସେ ମନ କର୍ମ କରେ, ସେ କେବଳ ତାର ଅନୁରାଗ ପ୍ରତିକଳ ପାଇ, ଆର ସେ ପୁରୁଷ ଅପାଦ୍ଯା ନାହିଁ ମୁଖ୍ୟମ ଅବସ୍ଥାର ସଂକର୍ମ କରିବ ତାରାଇ ଜାରାତେ ପ୍ରବେଶ କରିବେ । ଆର ଦେଖାନେ ତାମେରକେ ବୈରିସାର, ପ୍ରିୟିକ ଦେଖାର ହେବ । (ଏହି ବିବୃତିଦାନେ ସମ୍ଭ୍ଵ ମୁଖ୍ୟମ ବାତି ଅନୁଭବ କରିବ, ଅତିଗ୍ରହିତ ତାର କଥାରୁ ବିଲମ୍ବବୋଧ କରିବେ ଏବଂ ତାର କଥା ମେନେ ନେହାର ପରିବର୍ତ୍ତେ ତାକେଇ କୁକରେର ଦିଲ୍ଲି ନିର୍ମିତ ଯେତେ ଚାର । ତାଇ ତେ ଆରଓ ବଜଳ) । ଡାଇସବ, ବ୍ୟାପାର କି, ଆୟି ତୋ ତୋମାଦେଶରକେ ମାତ୍ରାକୁ ଦେଇ ବୁଝିର ଦିଲ୍ଲି, ଆର ତୋମରା ଆମାକେ ମାତ୍ରାକୁ ମାତ୍ରାକୁ ଦେଇ ଆହାରୀଯେର ଦିଲ୍ଲି । ତୋମରା ଆମାକେ ମାତ୍ରାକୁ ଆମାକୁ ଦେଇ ପରାକ୍ରମଶାଳୀ, କମାଶୀଳ ଆଜାହ୍ର ଦିଲ୍ଲି । ଅନୁଭବିତ ସେ, ତୋମରା ଆମାକେ ଆର ଦିଲ୍ଲି ମାତ୍ରାକୁ ଦେଇ ପରାକ୍ରମଶାଳୀ, ଏବଂ (କୋନ ଆଗତିକ ଅଭାବ ପୁରାପେ ଅନା) କୁରିଯାତେଓ ତାକାର ଘୋଷ ନର ଏବଂ (ଆହାବ ଦୂର କରାର ଜଳା) ପରକାଳେଓ (ତାକାର ଘୋଷ ନର) । (ମିଶ୍ରିତ ସେ) ଆମାଦେଶର ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ଣ୍ଣ ଆଜାହ୍ର ଦିଲ୍ଲି, ଆର ଯାହାର (ମାତ୍ରାକୁ) ସୀମାରୁଥିନ କଥେ, (ଯେମନ ମୁଖ୍ୟିକ) ତାରୀ ସବାଇ ଆହାରୀବି । (ଏଥମ ତୋ ଆମାର କଥା ତୋମାଦେଶର ମନେ ଭାଙ୍ଗ ଲାଗେ ନାହିଁକିନ୍ତୁ) କବିଧ୍ୟାତେ ଏକଦିନ ତୋକରା ଆମାର କଥା ସମରଳ କରିବେ । (ମୁଖ୍ୟମ କାହିଁତ ପୂର୍ବ ଥେକେଇ ଆଶ୍ରମ କରିବିଲ । ଏହି ଏତପଦେଶର କାଳପଥେ ତାରକ ତାର ବିରୋଧୀ ହେବ ଆମେ ଏବଂ ମିର୍ହାତନ କରିବେ । ତାଇ ତେ ଆରଓ ବଜଳ) । ଆୟି ଆମାର ବ୍ୟାପାର

আরাহত কাছে সোপর্স করছি। আরাহত তাজালা সব বাস্তার (নিজেই) রাকক। (আমি তোমাদেরকে মোটেই ভয় করি না)। অতশ্চ আরাহত তাজালা তাকে (মুমিন বাড়িকে) তাদের চক্রান্তের অনিষ্ট থেকে রক্ষা করলেন (সেবাতে সে তাদের নির্মাতান থেকে রক্ষা পেল)। ইহরাত কাতাসূচী বলেন, তাকেও মুসা (আ)-র সাথে নির্বাচিত হওয়া থেকে রক্ষা করা হয়।—(দুরুরে যনসুর) এবং ফেরাউন গোরাকে (ফেরাউন সহ) সাতচনীয় আরাব প্রাস করলাম। (তা এই যে,) সকাল-সকালীর তাদেরকে আগনের সামনে পেল করা হচ্ছে (এবং করা হয়, তোমাদেরকে কিমামদের দিন এতে মধিজ করা হবে) এবং যেদিন কিমামত সংঘটিত হবে, সেদিন আমরাও করা হবে, ফেরাউন গোরাকে (ফেরাউনসহ) কঠিনতর আহাবে মারিব কর।

আনুবাদিক কাব্য পিছন

ফেরাউন বৎসীর শু'মিন : উপরে বাবে বাবে লঙ্ঘণীদ ও নিসাজত অবীকার-কারীদের প্রতি শান্তিবালী উচ্চায়ণ প্রসঙ্গে কাফিরদের বিরোধিতা ও হঠকারিত উচ্চিত হয়েছে। এর ফলে ইত্তাবগত কারপে রসুমুরাহ (সা) দৃঢ়িত ও চিন্তাশ্বিত হড়েন। তাঁর সাঞ্চল্যার জন্য উপরোক্ত প্রাপ্ত দুর্ভুলতে ইহরাত মুসা (আ) ও ফেরাউনের কাছিনী বলিত হয়েছে। এতে ফেরাউন ও ফেরাউন পোরের সাথে একজন যথেষ্ট বাস্তিজির দীর্ঘ ক্ষেপকথন উভ হয়েছে, যিনি ফেরাউন পোরের একজন হওয়া সহেও মুসা (আ)-র সুজিতা সেখে দৈয়ান প্রবেশিলেন। কিন্তু উপরোক্তার পরি-প্রক্রিয়ে, নিজের ইয়ার, তখন পর্যন্ত প্রোগ্রাম প্রয়োগিতেন। ক্ষেপকথনের সময় তাঁর দৈয়ানও জনসম্মতে প্রকাশিত হয়ে পড়ে।

মুক্তিপুর্ণ সুনৌ, সমান বসনী প্রযুক্তি করকান্তীরবিদ যোগে, ইনি ফেরাউনের চাতাত তাঁক হিলেন। কিন্তু হত্তার ঘটনার অন্ত ফেরাউনের দরবারে মুসা (আ)-কে পাল্টা হত্তা করার পরায়ন দূরহিল, তখন ছিমিট, শহরের এক প্রাক্ত ধূতে দোষে মুসা (আ)-ক অবহিত করেহিলেন এবং যিসরের বাবুর চলে আওয়ার প্রা-মৰ্ম দিয়েছিলেন। স্মা কাসাসে এ ঘটনা বর্ণনা করে বলা হয়েছে।

وَجَادَ مِنْ أَقْصى الْمَدِينَةِ رَجُلٌ يَسْعِي

এই মুমিন বাড়ির বাই কেউ কেউ "হাবীব" বলেছেন। অক্ষতপক্ষে হাবীব সেই বার্তার নাম, অর্থাৎকাছিনী সুনা ইয়াসীনে বাস্ত হয়েছে। সোহাবীয় অতি এই মুমিন বাড়ির নাম "শাবজান"। ফেরাউনকে তাঁর নাম "হিবকীল" বলেছেন। ইহরাত ইয়েনে আরাবাস থেকে তাঁই বর্ণিত আছে।

এক হাদীসে রসুমুরাহ (সা) যোগে, সুসিদ্ধীক করেকজন মাঝ। একজন মুসা ইয়েলায়ে, অবিজ্ঞ হাবীব নামকান্ত প্রেরাউন বলের মুমিন বাড়ি এবং কৃতীয় ইহরাত আবু বকর(রা)। ইনি সবার প্রের্ত।—(কুরাতুবী)

نَذَرٌ مُّكْبِرٌ —এথেকে জানা পেজ বৈ, কেউ অনসবকে তার ইয়াব প্রকাশ
না করলে এবং আত্মে পাকাপ্রেত বিষ্ণুস পোষণ করলে সে মু'মিন বলে গথ্য হবে।
কিন্তু কোরআন—হালীস থেকে প্রমাণিত আছে যে, ইয়াব অক্ষুণ্ণ হওয়ার জন্ম কেবল
অত্যেক বিভাগই ঘটেন্ট নহ, বরং মুখে ধীকার করা শৰ্ত। ধীকার ধীকারেভি না
করা পর্যন্ত কেউ মু'মিন হবে না। তবে অনসবকে ঘোষণা করা অসমী নহ। এর
প্রোজেক কেবল প্রেরণ বৈ, মানুষ বে পর্যন্ত তার ইয়াব সহজে জানতে না পারবে,
সে পর্যন্ত তার সাথে মুসলিমানসুন্নত ব্যবহার করতে পারবে না।—(কুরআনী)

কেরাউন সোজের মু'মিন বাস্তি তার কথোপকথনে কেরাউন ও কেরাউন পদ্ধি-
থাকে বিভিন্ন ভঙ্গিত সত্ত্ব ও ইয়াবের সিকে দাওয়াত দেয় এবং তাদেরকে মুস-
লিমান প্রচেষ্টা থেকেও বিরত রাখেন।

تَنَادِيَ تَنَادِيَ إِلَى قَوْمٍ أَنِّي أَهَاوُ عَلَيْكُمْ يَوْمَ الْتَّنَادِ—এর
সংক্ষিপ্ত ঝাপ। ঝাপ এবে অপরকে ডাক দেয়া। কিছামতের দিন প্রচণ্ড আকাশকি
হলে বলে একে **تَنَادِي** বলা হবে। হয়রত আবসুলাহ ইবনে উমরের রেওয়া-
মেতে ইসলামাহ (সা) বলেন, কিছামতের দিন জনেক ঘোষণা করবে, আরা আলাহ
বিরোধী, তারা দণ্ডযান হোক। এতে তক্তীর অরীকার্কারীদেরকে বোকানো হবে।
অঙ্গর আমাতীরা আহামামদেরকে প্রবৎ আহামামীরা আজীতী ও আ'রাকবাসীদেরকে
ঢেকে কথাবার্জন করবে। তবে প্রত্যেক ভাগবান ও হতভাগীর নাম পিতার নামসহ
জেকে কলাকল ঘোষণা করা হবে বৈ, অমুকের পুত্র অমুক ভাগবান ও সকলকাম
হবে। এইগুল সে কথানো ভাগবান হবে না এবং অমুকের পুত্র অমুক হতভাগী
হবেকে, অঙ্গর সে কথানো ভাগবান হবে না। (মাবহারী) যসনদে বায়বার ও
বায়বাকীতে বণিত হয়রত আবসের রেওয়ামেত থেকে জানা আছে যে, সৌভাগ্য ও
দুর্ভাগ্যের এই ঘোষণা আমল শুনিবে—পর হবে।

হয়রত আবু হাসেম আ'রাজ (ব্রা) নিজেকে সংজ্ঞান করে বলতেন, যে আ'রাজ,
কিছামতের দিন ঘোষণা হবে অমুক প্রকার পাপী দণ্ডযান হোক—তৃতীয় তাদের
সাথে দণ্ডযান হবে। আবার ঘোষণা হবে অমুক প্রকার পাপী দণ্ডযান হোক—
তৃতীয় তাদের সাথেও দণ্ডযান হবে। আরও ঘোষণা হবে অমুক প্রকার পাপী দণ্ডয-
ান হোক—তৃতীয় তথবত দণ্ডযান হবে। আবার অবৈ করি প্রত্যেক সোনাহের
ঘোষণাক সময় তোমাকে দণ্ডযান হতে হবে। কারণ, তৃতীয় সর্বপ্রকার সোনাহই সকল
করে রেখেছে।—(মাবহারী)

John C. H. Stagg

—**بوم تولون**—আর্দ্ধ তোমরা বখন পেছনে কিরে অভাবত্তন

করবে। তৎসীরের সারসংক্ষেপে বলা হয়েছে যে, অপরাধীদেরকে হিসাবের জাহাজ
থেকে মধ্যন আহারামের দিকে নিরে আওয়া হবে, এটা তৎনকার অবস্থার বর্ণনা।
এর সামুদ্র্য এইসে, উপরে **النيل**—এর তৎসীরে উল্লিখিত ঘোষণাবলী সমাপ্ত
হওয়ার পর তাদেরকে হিসাবের জাহাজ থেকে আহারামের দিকে নিরে আওয়া হবে।

কোন কোন উক্তসীরবিদের মতে- এটা মুমিয়াতে শাখম ঝুকের সমরকার অবস্থা।
যখন প্রথম ঝুক দেওয়া হচ্ছে এবং পৃথিবী বিদ্যুরিত হবে, তখন মানুষ একিক-ওপিক
দৌড়ে গোলাতে চাইবে, কিন্তু চতুর্ভিকে ফেরেশতাদের পাহাড়া থাকবে, গোলানের কোন
গহ থাকবে না। তাদের মতে **يَوْمُ الْقِيَامَةِ** বলতে শাখম ঝুকের সমর বোঝানো
হয়েছে। উক্তম চতুর্ভিক থেকে আর ঢীঁকার পোর্ন থাবে। ইহরত ইবনে আবুআস
ও আমুহাক থেকে বর্ণিত আভাতের অসম কিরাত থেকে এর সমর্থন
পাওয়া যাব। এটা **نَفَرٌ** থেকে উদ্বৃত্ত, যার অর্থ পরামর্শ করাব। এ উক্তসীর
অনুবাদী **تَوْلُونٌ**-এর অর্থও গোলানের ধিন এবং **نَفَرٌ**-এরই

জাতীয়ে মানবাদীতে উন্নত স্বরূপ আবু হলালো (রা)-র এক মৌর্য হাস্তীস
কিয়াক্ষতের পিতৃ তিনি ঝুঁকের উদ্দেশ আছে। প্রথম ঝুঁকের ক্ষেত্রে সমস্ত সমিতির মাঝে
বাকুতা, অব্রহাম ও বাকুলতা দেখা দেবে। একে 'নকখারে কালা' বলা হবে। দ্বিতীয়
ঝুঁকের ক্ষেত্রে স্বাই বৈষণ হয়ে আসা থাবে। একে 'নকখারে ছাঁক' বলা হবে।
তৃতীয় ঝুঁকের ক্ষেত্রে স্বাই পুনরুৎসুকিত হবে। একে 'নকখারে মশর' বলা হবে।
প্রথম ঝুঁকেই দৌর্যাস্তি হয়ে যাবীর ঝুঁকে পরিষ্কত হবে। কাজেই উভয়ের সমিতি-
বেই সুমারপুরাবে প্রথম ঝুঁক বলা হবে থাকে। এ দাদীসেও নকখারে কালা'র সময়
মোকাবেনের এলিক-ওলিক প্রচারনের কথা উল্লেখ করে বলা হচ্ছে।

এমনিভাবে আজ্ঞাহ্ তা'আজ্ঞা প্রত্যেক উচ্ছব, বৈরাচারীর অভরে থেছের এঁটে দেন। করে তাতে ইমানের নূর প্রবেশ করে না এবং দে তাজ-মস্দের প্রাপ্তি করতে পারবে না। **আহাতে جبار و متکبر تلب**—এর বিশেষণ করা হয়েছে। কান্দণ, সকুল নৈতিকতা ও ক্রিয়াকর্মের উৎস হচ্ছে অভর। অভর থেকেই ফারমদ কর্ম অস্ত করে। এ কারণেই হালীসে বলা হয়েছে, আনন্দের দেহে একটি যাসগিণ্ড (অর্থাৎ অভর) এখন আছে, যা ঠিক ধাককে সংযোগ দেহ ঠিক ধাকে এবং যা নষ্ট হলে সংযোগ দেহ নষ্ট হয়ে থাক। (কুরুতুবী)

وَقَالَ فِرْمَوْنٌ يَا هَامَانُ إِنِّي مَرْحَا—এর বাণিজ অর্থ এই যে,

কেরাউন তার মঙ্গী হামানকে আদেশ দিল যে, একটি মসন্দুরী সুউচ্চ প্রাসাদ নির্মাণ কর। আরি এতে আরেছে করে আজ্ঞাহ্কে সেখে নিতে চাই। বলা বাহ্য, এরপ বোকাসুজত পরিকল্পনা কোন ক্ষম বিবেকসম্পন্ন বাজিও করতে পারে না। যিসুর সাঙ্গের অধিগতি কেরাউন যদি বাস্তবিকই এলাপ পরিকল্পনা করে থাকে, তবে এটা তার চেম বোকায়ি ও নির্বুক্তিতের পরিচারক। অঙ্গীবর যদি এই আদেশ পালন করে থাকে, তবে এটা 'হবু রাজাৰ গবুজ্জীৱই' বাস্তব প্রতিষ্ঠিতি। কিন্তু কোন রাজা-ধিপতির তরফ থেকে এলাপ বোকাসুজত পরিকল্পনা আপা করা যায় না। তাই কোন কোন তৃষ্ণসীরবিদ বলেন, এটা কেরাউনও জানত যে, হত উচ্চ প্রাসাদই নির্মাণ করা হোক না কেন, তা আকাশ পর্যন্ত পৌঁছতে পারে না। কিন্তু সে জোকজনকে বোকা বানানো ও দেখানোর জন্য এ কাণ্ড করেছিল। কোন সহৃদ ও শক্তিশালী রেওয়ায়েত থেকে প্রাপ্ত পীড়া বায় না দে, এলাপ কোন আকাশসুরী প্রাসাদ নির্মিত প্রয়েছিল। কুরুতুবী বর্ণনা করেন যে, এই সুউচ্চ নির্মাণ কাজ করা করা হয়েছিল, বাস্তুচতুর পৌঁছা যাই বিষমত হয়ে পিয়েছিল।

আমার অজ্ঞের পিতা যাওলানা মোহাম্মদ ইমামীন সাহেব তাঁর উক্তাদ সাহেব উকুম দেওবন্দের প্রথম প্রধান শিক্ষক যাওলানা এয়াকুব সাহেব (রা)-এর এই উচ্চি বর্ণনা করেছেন যে, এ উচ্চ প্রাসাদ বিষমত হওয়ার জন্য কোন আসমীনীয়াবৰ্ব আসা অক্ষরী নয়। বৈরং প্রত্যেক নির্বাগের উচ্চতা তাঁর ভিত্তির সহিত ক্ষমতার উপর নির্ভরশীল। তাই যত সঙ্গীর ভিত্তি ই রাখা হোক না কেন, তা এক সীমা পর্যন্তই সঙ্গীর হবে। নির্মাণ কাজের উচ্চতা যদি এই সীমা ছাড়িয়ে থাক, তবে তা বিষমত হওয়া অপরিহৰ্ত্ব। এতে কর্তৃ কেরাউন ও হামানের আরও একটি নির্বুক্তিতা প্রয়োগিত হয়েছে।

فَسَتَدَ كَرْوَنَ مَا قَوَلَ لَكُمْ وَأَفْوَهُ أَمْرِي أَلَّا تَكُونُوا مُبَشِّرَ بِالْجَنَانِ

এটা ঘোষকে সত্ত্বের দিকে আহবান করার উদ্দেশ্যে মুঢিন বাজির সর্বশেষ বাক্য। এতে ব্যক্ত করা হয়েছে যে, আজ তোমরা আমার কথার কর্মপাত করছ না, কিন্তু

আঘাব যখন তোমাদেরক প্রাস করবে, তখন আঘার কথা স্মরণ করবে। তবে সে স্মরণ নিষ্কর্ষ হবে। এই দৌর্ঘ কথোপকথন, উপদেশ ও দাওয়াতের ফলে যখন মুমিন বাণিজ ইমান অনসহকে প্রকাশ হবে গড়ে, তখন তিনি ভাবনার পড়েম হবে, তার তার প্রতি নির্বাতন চালানোর চেষ্টা করবে। তাই বলেন, আমি আঘার ব্যাপার আঘাত্য কাছে সোগৰ্দ করছি। তিনি তাঁর বাসাদের রক্ক। মুক্তিতে বলেন, তাঁর ধারণা অনুযায়ী ফেরাউন গোত্রের তাঁর প্রতি নির্বাতনে তৎপর হলে তিনি পাহাড়ের দিকে পাখিয়ে তাদের নাগামের বাইরে চলে আন। পরবর্তী আঘাতে তা এভাবে বর্ণনা করা হয়েছে :

فَوَقَاهُ اللَّهُ سَيِّئَاتٍ مَا مَكْرُوا وَ حَاقَ بِالْفَرْمَوْنَ سُوءُ الْعَذَابِ

অর্থাৎ আঘাত্য তাঁকে ফেরাউন গোত্রের যত্নস্ত্রের অবিষ্ট থেকে রক্ষা করলেন এবং খোদ ফেরাউন গোত্রকে কঠোর আঘাব প্রাস করে নিল। মুমিন বাণিজকে রক্ষা করার বিষয় কোরআন পাকে উল্লিখিত হয়েছি। কিন্তু আবদুল্লাহ জানা ষাট যে, ফেরাউন গোত্র তাঁকে হত্যা করার ও কঢ়ে দেয়ার জন্য অনেক যত্নস্ত্র করেছিল। ফেরাউন গোত্র যখন সমিজ সমাধি জাত করল, তখন এই মুমিন বাণিজকে শুসা (আ)-র সাথে রক্ষা করা হয়। এরপর পরকালের মুক্তি তো বলাই বাছল্য।

النَّارَ يَعْرِضُونَ عَلَيْهَا غَدَرًا وَ مِشَاهًا وَ يَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ أَنْ خُلُوا أَلْ فِرْعَوْنُ

—**أَشْدَدُ العَذَابِ**—এ আঘাতের তফসীরে হয়রত আবদুল্লাহ ইবনে মসউদ (রা) বলেন, ফেরাউন গোত্রের আঘাসমূহকে কাল পাথীর আকৃতিতে প্রত্যহ সকা঳-সন্ধ্যা মুঘার আঘাত্যামের সামনে হাজির করা হয় এবং আঘাত্যামকে দেখিয়ে বলা হয়, এটা তোমাদের আবাসস্থল।—(মাহবারী)

বুধাবী ও মুসামিলে বর্ণিত হয়রত আবদুল্লাহ ইবনে ওয়র (রা)-এর রেওয়ায়েতে রহন্তুরায় (সা) বলেন, তোমাদের অধ্যে কেউ আরো গেলে তাঁকে কবর জগতে সকা঳-সন্ধ্যা সে স্থান দেখানো হব, যেখানে কিয়ামতের হিসাব-নিকাশের পর সে পৌছবে। সে স্থান দেখিয়ে প্রত্যহ তাঁকে বলা হয়, তুমি অবশ্যে এখানে পৌছবে। কেউ আঘাতী হলে তাঁকে আঘাতের স্থান এবং আঘাত্যামী হলে আঘাত্যামের স্থান দেখানো হব।

কবরের আঘাব : কবরের আঘাব যে সত্তা, উপরোক্ত আঘাত তাঁর প্রশ়াস। এছাড়া অনেক মুতাওয়াতির হাদীস এবং ‘উল্লাতের ইজমা’ এর পক্ষে সাক্ষা দেয়।

وَ إِذْ يَعْكَبُونَ فِي النَّارِ فَيَقُولُ الظَّفَّارُ كَفُوا لِلَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا إِنَّ

**كُنَّا لَهُمْ تَبِعًا فَهُلْ أَنْثُرُ مُفْنِونَ عَنِّا كَوْيِبًا مِنَ النَّارِ ۝ قَالَ الَّذِينَ
أَسْتَكْبَرُوا لَانَّهَا كُلُّ فِتْنَةٍ إِنَّ اللَّهَ قَدْ حَكِيمٌ بَيْنَ الْعِبَادِ ۝ وَقَالَ
الَّذِينَ فِي النَّارِ لِخَزَنَةِ جَهَنَّمِ اذْعُوا رَبِّكُمْ يُحَقِّفُ عَنِّا يَوْمًا مِنَ
الْعَذَابِ ۝ قَالُوا أَوْلَئِكُمْ تَأْتِيَكُمْ رُسُلُكُمْ بِالْبَيِّنَاتِ ۝ قَالُوا بَلْ
قَالُوا فَإِذْعُوا ۝ وَمَا دُعَوْنَا الْكُفَّارُ إِلَّا فِي ضَلَالٍ ۝**

(৪৭) এখন তারা জাহানামে গৱাঞ্চার বিতরক করবে, অতপর দুর্বলরা অহংকারী-দেরকে বলবে, আমরা তোমাদের অনুসারী হিলাম। তোমরা এখন জাহানামের জীবনের কিছু অংশ আমাদের থেকে নিহত করবে কি ? (৪৮) অহংকারীরা বলবে, আমরা সবাই তো জাহানামে আছি। আজাহান ঝোর বাসাদের ফরাসালা করে দিয়েছেন। (৪৯) যারা জাহানামে আছে, তারা জাহানামের রক্ষিতদেরকে বলবে, তোমরা তোমাদের পালনকর্তাকে বল, তিমি যেম আমাদের থেকে একদিনের জীবন জীবন করে দেন। (৫০) রক্ষীরা বলবে, তোমাদের কাছে কি সুস্পষ্ট প্রয়াণদিস্ত তোমাদের রক্ষণ আসেননি ? তারা বলবে, হ্যাঁ। রক্ষীরা বলবে, তবে তোমরাই দোষী কর। বন্ধুক কাফিলদের দোষা নিষ্কলাই হয়।

তফসীরের জোর-সংক্ষেপ

(সে সময়টিও মক্ষপৌর,) এখন কাফিলরা জাহানামে গৱাঞ্চার বিতরক করবে এবং হৈম লোকেরা (অর্থাৎ অনুসারীরা) উচ্চত্বের লোকদের (অর্থাৎ অনুহত-দেরকে) বলবে, আমরা (দুমিরাতে) তোমাদের অনুসারী হিলাম। তোমরা কি এখন আমাদের থেকে জাহানামের কোন অংশ নিহত করতে পার ? (অর্থাৎ দুমিরাতে যথন তোমরা আমাদেরকে অনুসারী করে রেখেছিল, তৃতীয় জাত আমাদেরকে কিছু সাহায্য করা উচিত নয় কি ?) উচ্চত্বের লোকেরা বৈজ্ঞানিক, আমরা সকলেই জাহানামে আছি। (অর্থাৎ আমরা আমাদের আধাবই হ্রাস করতে পারিনা, তোমাদের আধাব কিন্তু প্রমিলাত করাব ?) আজাহান আমরা তার বাসাদের স্থানে (চূড়ান্ত) কাফিলদের করে দিয়েছেন। (এখন এই বিপরীত করার সাধা কার ?)

(অতপর ছোট বড়, অনুসারী ও অনুসৃত) যত লোক জাহানামে পাকবে, তারা (সবাই, যিন্ন) জাহানামহর রক্ষে ফেরেওতাপ্রতি (অন্নোধূরু সুর) বলবে, তোমরাই তোমাদের পালনকর্তার কাছে দোষা কর, তিমি যেম কোন দিম-আমাদের থেকে আধাব

লাভব করেন। (অর্থাৎ আয়ার সম্পূর্ণ রহিত হবে অথবা চিরতরে ক্রম হয়ে থাবে— এরাগ আশা তো নেই, ক্রমগতে একদিনের ছুটি পেলেও তো চলে।) কেরেপতারা বলবে, (বল তো) তোমাদের কাহে কি তোমাদের পরগতিরগত স্পষ্ট প্রয়োগাদিসহ আসেননি (এবং জাহাজীয় হৃকে আস্তরজ্ঞার উপায় বলেননি) ? জাহাজামীয়া বলবে, হ্যা (এসে-
 হিলেন, কিন্তু আমরা তাদের কথা বানিবি) **بَلٌّ قَدْ جَاءَ نَا فَنِّيْلَ بِرْ كَذَّبَ فِي**
 —কেরেপতারা বলবে, তবে (আঘরা তোমাদের জন্য দোষ করতে পারি না।
 বললে, আতাদেরকে কাফিরদের জন্য দোরা করার অনুমতি দেয়া হয়নি।) তোমরাই
 (বলে চাইলে) দোরা কর। (অবশ্য তোমাদের দোরাও ক্ষমদাতক হবে না।
 কেননা,) কাফিরদের দোরা (পরকালে) নিষ্ক্রিয় হবে। (কারণ, পরকালে ঈমান
 বাস্তীত কেবি দোরা করুন হতে পারে না। ঈমানের জন্য দুনিয়াভেত ছিল, শী তোমরা
 হারিয়ে ছেলেছ। ‘পরকালে’ বলার ক্ষমতা এই বৈ, দুনিয়াতে কাফিরদের দোরাও কর্তৃত
 ইচ্ছা পারে, বেমন সর্ববৃহৎ কাফির ইবলীসের কিয়ামত পর্যন্ত জীবিত থাকার সর্ববৃহৎ
 দোরা করুন হয়েছে।)

**إِنَّا لَنَخْصُرُ مُرْسَلَنَا وَالَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ يَعْوِزُ
 الْكَشَادُونَ ۝ يَوْمَ كَلَّا يَنْفَعُ الظَّالِمِينَ مَعْذِلَتِهِمْ وَلَهُمُ الْعَذَابُ وَلَهُمْ
 سُوءُ النَّعَارِ ۝ وَلَقَدْ أَتَيْنَا مُؤْمِنَهُ الْهُدَى وَأَوْرَثْنَا بَرْفَى إِسْرَائِيلَينَ
 الْكِتَابَ ۝ هُدًى يَعْلَمُ بِهِ الْأَلْيَابُ ۝ فَاضْطَرَبَ إِنْ وَعَدَ
 الشَّوَّحَقَ وَاسْتَغْفَرَ لِذَنْبِكَ وَسَقَمْ بِحَمْدِ رَبِّكَ بِالْعَشَقِ وَالْأَبْكَرِ
 إِنَّ الَّذِينَ يُجَادِلُونَ فِي آيَتِ اللَّهِ يُغَيِّرُ سُلْطَنِ أَئِمَّهُمْ لَانْ فِي
 صُدُورِهِمْ إِلَّا كَبُرُّ مَا هُمْ بِالْغَيْبِ عَامِلُونَ ۝ يَا أَيُّوبُ مَنْهُ هُوَ السَّيِّئُمُ
 الْبَوَسِيُّ ۝ لَهُ خَلْقُ الْمَمَوتِ وَالْأَرْضِ أَكْبَرُ مِنْ خَلْقِ النَّاسِ وَلَكِنْ
 الْكُفَّارُ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ۝ وَمَا يَسْتَوِي الْأَعْنَى وَالْمَبْصِيرَهُ وَالَّذِينَ
 آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَتِ ۝ فَلَا الْمُسْكِنُ مُدْقَلِيَّا مَلِكَتْهُنَّ كَرْوَنَ ۝ إِنَّ**

السَّاعَةُ لَا تَبْيَأُ لَأَرْبَيْبِ فِيهَا وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يُؤْمِنُونَ ⑥
وَقَالَ رَبُّكُمْ ادْعُونِي أَسْتَهِبْ لَكُمْ إِنَّ الَّذِينَ يَسْكُنُونَ عَنْ
عِبَادَتِي سَيِّدُ الْخَلْقِ جَهَنَّمَ دُخُورُنِ

(৫১) আমি সাহায্য করব রসূলগণকে ও মু'মিনগণকে পার্থিব জীবনে ও সাক্ষী-দের দণ্ডায়মান হওয়ার দিবসে। (৫২) সেদিন আজিমদের ওয়ার-আপত্তি কোন উপকারে আসবে না, তাদের জন্য ধাককে অভিশাগ এবং তাদের জন্য ধাককে যদ্য পৃথ। (৫৩) নিশ্চয় আমি মুসাকে হেদায়েত দায় করেছিলাম এবং বনী ইসরাইলকে কিংবালের উত্তরাধিকারী করেছিলাম। (৫৪) বুক্রিয়ানদের জন্য উপদেশ ও হেদায়েতকরাম। (৫৫) অতএব আপনি সবর করুন। বিশ্বে আলাহুর ওয়াদা সত্য। আপনি আপনার গোবাহের জন্য তারা প্রার্থনা করুন এবং সকাল-সকালের আপনার পাতনকর্তার প্রশংসাসহ পরিষ্কৃতা পর্ণন। করুন। (৫৬) নিশ্চয় যারা আলাহুর আরাত সম্পর্কে বিতর্ক করে তাদের কাছে আগত কোন দলীল বাতিলেক, তাদের অন্তরে আঢ়ে কেবল আবক্ষিতা, যা অর্জনে তারা সম্ভব হবে না। অতএব আপনি আলাহুর আরাত প্রার্থনা করুন। নিশ্চয় তিনি সর্বকিছু বলেন, সর্বকিছু দেবেন। (৫৭) মানুষের সুলিল আপেক্ষা মতোমনুষ ও কৃ-বন্ধনের সুলিল কঠিনতর। কিন্তু অধিকাংশ মানুষ বোঝে না। (৫৮) অৰ্থ ও চক্রবৃত্ত সম্বান নয়, আর যারা বিশ্বাস স্থাপন করে ও সহকর্ম করে এবং কুকুরী। তোমরা অবশ্যই অনুধাবন করে থাক। (৫৯) কিন্তু অস্তিত্ব অবশ্যই আসবে, এতে সন্দেহ নেই; কিন্তু অধিকাংশ মৌক বিশ্বাস স্থাপন করে না। (৬০) তোমাদের পাতনকর্তা বলেন, তোমরা আমাকে তাক, আমি সাত্তা দেব। যারা আমার ইচ্ছাদ্বারা করে, তারা সহজেই আবীরামে সাধিত হবে জাহিজত হবে।

তকসীরের সার-অংকেন

আমি আমার পরমপ্রয়গকে ও মু'মিনগণকে পার্থিব জীবনেও সাহায্য করিব [বেমন, উপরে মুসা (আ)-র ঘটনা থেকে আমা জেব।] এবং সের্দিনও, (সেদিন (আয়তনামা জেখক) সাক্ষ্যদাতা ক্ষেরেশতাগপ (সাক্ষ্যদাতারের জন্য) দণ্ডায়মান হবে। (তারা সেদিন সাক্ষ্য দেবে থে, রসূলগণ প্রচারকার্য সমাখ্য করেছেন এবং কাঞ্চিতক্রা বিশ্বারোপ করেছে। এখানে কিস্তামতের দিন আবানো হয়েছে। অর্থাৎ) সেদিন আজিমদের (অর্থাৎ কাঞ্চিতক্রমের) ওয়ার-আপত্তি কোথা উপকার দেবে না। (অর্থাৎ প্রথমত কোন ওয়ার-আপত্তি ধর্তব্য হবে না, আর যদি হয়ও, তবে তা উপকারী হবে না।) তাদের জন্য ধাককে অভিশাগ এবং তাদের জন্য ধাককে দুর্ভোগ। (এভাবে আপনি ও আপনার অনুসারীরা সাহায্যপ্রাপ্ত হবে এবং শকুরা জাহিজত ও পরাজুত হবে।

কাজেই আগনি জ্বাস্ত হোন। আগনার পূর্বে) আমি শুসা (আ)-কে হেদারেভনাহা (অর্থাৎ উত্তরাঞ্চল) দান করেছিমাম এবং বনী ইসরাইলকে (সেই) কিতাবের উত্তরাধিকারী করেছিলাম, তা ছিল (সুষ্ঠু) বিবেকবানদের জন্য হেদারেভ ও উপদেশ। [বিবেকবীনরা তা দ্বারা উপরুক্ত হয়নি। এমনিভাবে আপনিও শুসা (আ)-র ন্যায় রিসালত ও উহীর অধিকারী এবং আগনার অনুসারীরাও বনী ইসরাইলদের হস্ত আগনার কিতাবের ধারক ও বাহক। বনী ইসরাইলের মধ্যে বিবেকবানরা হেস্ত অনুসারী ছিল এবং বিবেকবীনরা অঙ্গীকারকারী ও বিরোধী ছিল, তেমনি আগনার উচ্চতের মধ্যেও উত্তর প্রকার তোক আছে।] অতএব (এখেকেও) আগনি (সালত্বনা লাভ করুন এবং

২৯৮

কাফিরদের উৎপীড়নে) সবর করুন। নিশ্চয় (উপরে **النَّصْر** আজ্ঞাতে বাধিত) আজ্ঞাহীর উচ্চতা সত্ত্ব। (যদি পূর্ণ সবারে ঝুঁটি হয়ে থাক, যা পরীক্ষার আইনে পোমাহু না হজেও আগনার উচ্চ অর্থাদার সিক দিলে ঝতিপূরণ জরুরী হওয়ার ব্যাপারে পোমাহেরই অনুরূপ, তবে তা পূরণ করে দিন। পূরণ এই যে,) আগনি আগনার (সেই) পোমাহের জন্য, (যাকে রাগক অর্থে পোমাহ বলে দেওয়া হয়েছে) কথ্যা প্রার্থনা করুন এবং (এখন) কাজে ব্যাপৃত থাকুন, যা দুঃখজনক বিষয়াদি খেকে মনকে ফিরিবে রাখে। সেই কাজ এই যে,) সকাল সকাল (অর্থাৎ সুর্বিদা) আগনার পালনকর্তার ঝুঁসো ও পবিষ্ঠতা বর্ণনা করুন। (এ পর্যন্ত সালত্বনা সংকে বলা হল। অতপর বিতর্ককারী কাফিরদের জওয়াব দেওয়া হচ্ছে,) নিশ্চয় দ্বারা আজ্ঞাহীর আজ্ঞাত স্বত্বকে বিতর্ক করে তাদের কাজে আগত কোন সমীক্ষা বাতিলেরেকে (তাদের কাজে বিতর্কের কারণ হতে পারে, এরপ কোন সন্দেহমুক্ত বিষয় নেই, বরং) তাদের অন্তরে আছে কেবল আস্ত্রণিতা, যা অর্জনে তারা কখনও সফল হবে না। (তারা নিজেদেরকে বড় মন করে, একে অনেকের অনুসরণ করতে লজ্জাবোধ করে। তারা অন্যদেরকে তাদের অনুসারী করার দুরাকার্তা পোষণ করে, কিন্তু তাদের এই বাসনা পূর্ণ হবে না, বরং সহজেই আগনানিত ও লাশ্বৃত হবে। সে যাতে বদর ইত্যাদি শুকে তারা শুসাজবানদের হাতে পরাজিত হয়েছে।) অতএব (তারা স্বধন বড়ছের অভিজ্ঞারী, তখন আগনার প্রতি হিংসা ও শাহুতা সবকিছুই করবে, কিন্তু) আগনি (শক্তি হবেন না বরং তাদের অনিষ্ট খেকে) আজ্ঞাহীর আশ্রম প্রার্থনা করুন। নিশ্চয় তিনি সর্বকিছু ত্যন্তেন, সবকিছু দেখেন। (এসব খণ্ডে শুধুমতি হওয়ার কারণে তিনি আব্রিতদেরকে নিরাগদ রাখবেন। এটা ছিল আগনাকে রসূল মেনে নেওয়ার ব্যাপারে তাদের বিতর্ক। অত পর কিমামত স্বত্বকে তাদের বিতর্ক উঁচু করে থাকে। অর্থাৎ আনুষের পুনরুজ্জীবন অঙ্গীকারকারীরা শুবই মিরোধ, কেননা,) নিশ্চয়ই মানুষকে (পুনরাবৃত্ত) সৃষ্টি করা অক্ষেত্র মেড়ামগল ও জুগলকে (নতুনভাবে) সৃষ্টি করা কঠিনতর কাজ। (যেমন কঠিন কাজের সামর্থ্য প্রমাণিত, তখন সহজ কাজের তো কথাই নেই। সপ্তমাশের জন্য এ সমীক্ষা অধেষ্ট।) কিন্তু অধিকাংশ মানুষ (গুরুটুর বিষয়া) বোঝে না। (কেননা, তারা চিন্তাই করে না। কেউ কেউ চিন্তা করে, বোঝে না বরং আনেও। এমনিভাবে তারা কৌরআল শুনে, তারাও দু'দলে বিভক্ত—একদল বোঝে এবং মানে। তারা চক্ষুশ্যাম ও শুভিন। অপর দল বোঝে না

এবং মানে না। তারা অকের নাম এবং কুকমী। এই উভয় প্রকার মোক, অর্থাৎ (এক) চক্ষুজান ও (দুই) অজ এবং (এক) যারা বিশ্বাস হাপন করেছে ও সংকর্ম করেছে ও (দুই) যারা কুকমী—তারা পরম্পর সমান মূল। [এতে সব রকম আনুষ আছে বলে সন্তুষ্টাদ (সা)-কে সম্ভাবা দেওয়া হচ্ছে এবং সবাইকে সমান রূপে হবে না বলে কাফিরদের প্রতি কিয়ামতের ধার্তিবাণীতে উচ্চারণ করা হচ্ছে। অতপর যারা অকের নাম ও কুকমী, তাদেরকে খাসিনো হচ্ছে বে,) তোমরা অর্থ কুবে ধার্ক। (বুঝলে অজ ও কুকমী ধার্কতে না। কিয়ামত সম্বর্কে বিভিন্নের ধরণ দিয়ে অতপর কিয়ামত সংঘটিত হওয়ার ধরণ দেওয়া হচ্ছে বে,] কিয়ামত অবশ্যই আসবে, এতে কোন সন্দেহ নেই। কিন্তু অধিকাংশ মোক (এর প্রমাণাদিতে ঠিক-তাবনা না করার কারণে একে) মানে না। (তঙ্গীদ সম্বর্কেও তাদের বিভিন্ন হিজ। কলে আলোহুর সাথে শরীক করাত। অতপর এ সম্বর্কে বগা হচ্ছে,) তোমাদের পাশবকর্তা থালেন, (অভিব-অনউন যেটামোর জন্য অপরকে তেকো না, বরই), আমাকে ডাক। আবি (অসমীচীন প্রার্থনা ব্যাখ্যা) তোমাদের (প্রত্যেক) প্রার্থনা কবৃজ করব। (মোরা সম্বর্কে কোরআনের **فَيُكْثِفُ مَا تَدْعُونَ إِنَّ شَاءَ اللَّهُ أَنْ شَاءَ** আরাতের অর্থ তাই বে, অসমীচীন দৌরা কবৃজ করা হবে না।) যারা (একমাত্র) আমার ইবাদত থেকে (দৈবাসহ) অহংকার তরে অপরকে ডাকে (ও তার ইবাদত করে অর্থাৎ শিরক করে,) তারা সহজেই লাঞ্ছিত হয়ে জাহানামে দাখিল হবে।

আনুযায়ীক তাত্ত্ব বিষয়

أَنَا لِنَفْسِي وَلِمَا وَاللَّذِينَ أَنْتَ مِنْهُمْ فِي الْعِبَوَةِ الدُّفْنِيَةِ— আরাতে আরাহ তাজালার ওয়াদা হচ্ছে বে, তিনি তাঁর জন্ম ও মৃত্যুগুণকে সাহায্য করেন ইহকাজ্জও এবং পরকালেও। বলা বীহুলা, এ সাহায্য কেবল শরুদের বিকলেই সীমিত। অধিকাংশ প্রয়গস্থরের জেতে এর বাস্তবতা বর্ণনাসাপেক্ষ নয়। কিন্তু কোন কেবল প্রয়গস্থর বেমন, ইয়াহইয়া, বাকারিয়া ও শোয়ারেব (সা)-কে লাহুরা শহীদ করেছে এবং কতক্ষণে দেশাস্ত্রিত করেছে বেমন, ইবরাহীম ও খালালু আবিস্তা মুহাম্মদ (সা)। তাদের জেতে আরাতে বর্ণিত সাহায্যের ব্যাপারে সন্দেহ হতে পারে।

ইবনে কালীর ইবনে জরীরের বিরোত পিলে জের জওয়াব মুল বে, আরাতে বর্ণিত সাহায্যের অর্থ জ্ঞান কাহ থেকে প্রতিশ্রোত্ব প্রাপ্ত তা প্রয়গস্থরসাগের বর্তমানে তাঁরাদেরই হাতে হোক, কিন্তু তাঁদের উকাতের পরে হোক। এর অর্থ কেবলকল বাতিক্রয় ছাড়াই সমস্ত প্রয়গস্থ ও মৃত্যুনের জেতে প্রয়োজন। প্রয়গস্থ-জ্ঞানাবীনের আবাব ও দুর্দশার বর্ণনা যারা ইতিহাসের পাঠা পরিপূর্ণ। হস্তরত ইয়াহইয়া, বাকারিয়া ও শোয়ারেব (সা)-এর হত্যাকারীদের উপর বাহিনী দেওয়া হচ্ছে, যারা তাদেরকে অগুরনিষ্ঠ ও জাঞ্ছিত করে হত্যা করেছে। নবরাদকে আবাব দেওয়া হচ্ছে। জেলা (সা)-র

শত্রুদের উপর আঢ়াহ্ তাঁআলা রোক্তদের চাপিয়ে দেন। তাঁরা তাঁদেরকে লাপিত্ত করেছে। কিয়ামতের প্রাঞ্জলে আঢ়াহ্ তাঁকে শত্রুদের উপর প্রবল করেন। রসুলুল্লাহ (সা)-র শত্রুদেরকে আঢ়াহ্ তাঁআলা মুসলিমদের কাতেই পরাজিত করেছেন। তাঁদের বড় বড় সরদার নিহত হয়েছে, কিছু বন্দী হয়েছে এবং অবশিষ্টেরা যরা বিজয়ের দিন প্রেক্ষণার হয়েছে। অবশ্য রসুলুল্লাহ (সা) তাঁদেরকে যুক্ত করে দিয়েছেন। তাঁর ধর্মই জগতের সমস্ত ধর্মের উপর প্রাধান্য বিস্তার করেছে এবং তাঁর পৌরুষেরাই সম্পূর্ণ আবুল উপরোক্ষে ঈসলামী যান্ত্র প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।

وَهُمْ لَا يَرْهِمُونَ مَنْ دَرَأَ مِنْ قَوْمٍ—যেদিন সাক্ষীরা দণ্ডায়মান হবে অর্থাৎ কিয়ামতের দিন। সেখানে পরমপুর ও মুমিনগণের জন্য আঢ়াহ্ সাহান্য বিশেষভাবে প্রকাশ পাও করবে।

إِنَّ فِي مَذْدُورِهِمْ أَكْبَرُ مَا هُمْ بِيَالغَيْبِ—অর্থাৎ তাঁরা আঢ়াহ্ আঢ়াত সম্পর্কে কোন দজীব-প্রয়াগ ব্যাপিয়েকে বিতর্ক করে। উদ্দেশ্য, ও ধর্মকে অঙ্গীকার করা। এর কারণ এছাড়া কিছুই নয় বৈ, তাঁদের অন্তরে অহংকার রয়েচে। তাঁরা বড়ু চায় এবং নিবুঝিতাবশত মনে করে বৈ, তাঁদের ধর্ম কান্দেয় ধীকলোভ ও বড়ু অর্জিত হতে পারে। এ ধর্ম ত্যাগ করে ইসলাম প্রাপ্ত করালে তাঁদের রাজানৈতিক ক্ষমতা ক্ষুণ্ণ হবে। কোরআন পাক বলে দিয়েছে বৈ, ঈসলাম প্রাপ্ত করা বাতীত তাঁরা তাঁদের করিত বড়ু ও নেতৃত্ব পাও করতে পারবে না!—(কুরআন)

وَقَالَ رَبُّكُمْ إِنَّ مَوْنِي أَسْتَحِبُّ لَكُمْ إِنَّ اللَّهَ يُنَزِّلُ مِنْ
عَمَانَ تِيْمِيْلَدَ خَلْوَنَ جَهَنَّمَ دَاهِرِيْنَ

দোরায় অকুণঃ দোরায় শাস্তির অর্থ তাকা, অধিকাখে কেবল বিশেষ কোন প্রয়োজনে তাকায় অর্থে ব্যবহৃত হয়। কথবও মিক্রিমকেও দোরা বলা হয়। উল্লিখে মুহাম্মদীরায় বিশেষ সংযোগের কারণে এই আঢ়াতে তাঁদেরকে দোরা করায় আসল করা হয়েছে এবং তা করুন করার উক্তাবা করা হয়েছে। যারা দোরা করে না, তাঁদের জন্য শাস্তিবাণী উচ্চারণ করা হয়েছে।

ক্ষেত্রে আহবার থেকে বর্ণিত আছে, পূর্ব সুন্ম কেবল পরমপুরগণকেই বলা হত, দোরা করুন, অধিক করুন করব। এখন এই আদেশ সকলের জন্য রাখক করে দেওয়া হয়েছে এবং এটা উল্লিখে মুহাম্মদীরই বৈবিষ্ট।—(বৈবনে কাসীর)

এ আরাফাতের তফসীরে 'মো'মান ইবনে বশীর বর্ণিত রেওয়ায়েতে রসুলুল্লাহ্ (সা) বলেন, ﴿الدعا إله ما هو العهاد﴾ অর্থাৎ দোষাই ইবাদত। অতপর তিনি আরোচ্চ আয়াত তিজাওয়াত করেন।—(ইবনে কাসীর)

তফসীরে আয়াতুল্লাতে বলা হচ্ছে, আরবী ব্যাকরণিক নিয়মে ﴿الدعا إله ما هو العهاد﴾। বাকোর এক অর্থ এরাপ হতে পারে যে, ইবাদতেরই নাম দোষ। অর্থাৎ প্রত্যোক দোষাই ইবাদত। বিভীষণ অর্থ এরাপও হতে পারে যে, প্রত্যোক ইবাদতই দোষ। এখানে অর্থ এই যে, শালিক অর্থের দিকে দোষ ও ইবাদত মদিও গৃথক কিন্তু উভয়ের জাবার্থ এক। অর্থাৎ প্রত্যোক দোষাই ইবাদত এবং প্রত্যোক ইবাদতই দোষ। কারণ এই যে, ইবাদত বলা হয় কারও সামনে চূড়ান্ত দীনতা অবলম্বন করাকে। বলা বাহ্য, নিজেকে কারও মুখ্যপক্ষী মনে করে তার সামনে সওয়ালের হস্ত প্রসারিত করা বড় দীনতা যা ইবাদতের অর্থ। এমনিভাবে প্রত্যেক ইবাদতের সামর্থ্যও আজ্ঞাহ্য কাছে মাগফিরাত ও আয়াত তুলব করা এবং ইহকার্ত্ত ও পর্যকালের নিরাপত্তা প্রার্থনা করা। এ কারণেই এক হাদীসে কুদৌতে আল্লাহ্ বলেন, যে বাত্তি আমার হায়দ ও গ্রন্থসায় এমন মন্ত্রম হয় যে, নিজের প্রয়োজন চাওয়ারও অবসর পায় না, আরি তাকে যারা চায়, তাদের চেয়ে বেশি দেব। (অর্থাৎ তার অজ্ঞাব পূরণ করে দেব।) তিভিয়ো ও মুসলিমের রেওয়ায়েতে আছে :

مِنْ شَفَاعَةِ الْقَرَانِ مِنْ ذَكْرِي وَ مُسْلِمَتِي أَطْعِنُكَ أَنْفُلَ مَا أَعْطَنِي
السَّائِلِينَ

অর্থাৎ যে বাত্তি কোরআন তেজাওয়াতে এমনিভাবে মশুশ হয় যে, আমার কাছে প্রয়োজন চাওয়ারও সময় পায় না, আরি তাকে যারা চায়, তাদের চেয়ে বেশি দেব। এ থেকে বোঝা গেল যে, প্রত্যোক ইবাদতই দোষার মত কায়দা দেয়।

আরাফাতের হাদীসে রসুলুল্লাহ্ (সা) বলেন, আরাফাতে আমার দোষাও পূর্ববর্তী গমগঢ়রগণের দোষ। এই কথেরা :

إِنَّ اللَّهَ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَلَهُ قُلْبٌ
كُلُّ شَفَاعَىٰ قَدْ يُرِيكُ
—এতে ইবাদত ও বিকিরকে দোষাবলী হচ্ছে। আরোচ্চ আয়াতে দোষা অর্থে ইবাদত বর্জনকারীকে জাহাজামের শাস্তিবাণী দোনানো হচ্ছে যদি সে অহংকারবশত বর্জন করে। কেননা অহংকারবশত দোষা বর্জন করলে কুফরের লক্ষণ। তাই সে জাহাজামের হোল্য হয়ে যাব। নতুনী সাধারণ দোষা কর্তব্য বা ওয়াজিব নয়। দোষা না করলে গোলাহ হয় না। শুধে দোষা করলে প্রযুক্তি আলিমের অতে চৰান্তিছাৰ ও উৎস এবং হাদীস অনুযায়ী বৱকত জাতের কারণ।—(মাঝারী)

দোষার ক্ষেত্র : রসূলুল্লাহ (সা) বলেন, আল্লাহ'র কাছে দোষা অপেক্ষা অধিক সম্মানিত কোন বিষয় নেই।—(তিরিয়াবী)

তিনি আরও বলেন, **الدَّمْ مُحَمَّدُ الْعَبَادَةِ** দোষা ইবাদতের অপেক্ষা।—(তিরিয়াবী)

অন্য এক হাদীসে আছে, আল্লাহ'র আল্লাহ'র কাছে অনুশৃঙ্খ প্রার্থনা কর। কেননা আল্লাহ'র আল্লাহ'র মাঝে ও প্রার্থনা পছন্দ করেন। অভাব-অন্টনের সময় সচ্ছলতার জন্য দোষা করে রহমত প্রাপ্তির জন্য অপেক্ষা করা সর্ববহুৎ ইবাদত।—(তিরিয়াবী)

অন্য এক হাদীসে রসূলুল্লাহ (সা) বলেন, যে বাতিল আল্লাহ'র কাছে তার প্রয়োজন প্রার্থনা করে না, আল্লাহ'র প্রতি রহমত হয়।—(তিরিয়াবী)

তফসীরে যাবহারীতে এসব রেওয়ারেত উক্ত করে বলা হয়েছে যে, দোষা না করার ক্ষয়ক্ষেত্রে আল্লাহ'র গবেষণের হয়কি তখন প্রযোজন অন্ত কেউ নিজেকে বড় ও বেগরঙ্গা মনে করে দোষা ত্যাগ করে। **إِنَّ الْأَذْنَافَ مُسْكِبُرُونَ** আরাত থেকে তাই প্রার্থনিত হয়।

রসূলুল্লাহ (সা) বলেন, তোমরা দোষা করতে অপার ক হয়ো না, কেননা দোষা-সহ কেউ ধৰ্মস্থাপ্ত হয় না।—(ইবনে হাকাম)

এক হাদীসে আছে, দোষা মু'মিনের হাতিয়ার, ধর্মের চুক্তি এবং আকাশ ও পৃথিবীর নুর।—(হাকিম)

অন্য এক হাদীসে রসূলুল্লাহ (সা) বলেন, যার জন্য দোষার ধার উন্মুক্ত করে দেওয়া হয়, তার জন্য রহমতের ধার উন্মুক্ত করা হয়। নিরাগন্ত প্রার্থনা করা অপেক্ষা কোন পছন্দনীয় দোষা আল্লাহ'র কাছে করা হয়নি।—(তিরিয়াবী) **لَتَرَفِعُ مَا نِنْجَا مَغْتَنِي** তথা 'নিন্জামগ্তা' শব্দটি অত্যন্ত ব্যাপক অর্থবহ। এতে অনিষ্ট থেকে হিকায়ত ও প্রত্নক অভাব-অন্টন পূরণই অন্তর্ভুক্ত।

কোম পোনাহ অথবা সম্পর্কজ্ঞের মোয়া করা হারায়। এরাপ দোষা ক্ষয়ক্ষেত্রে হয় না।

দোষা ক্ষয়ক্ষেত্রে উল্লেখ : উপরোক্ত আলাতে উওয়াদা রাখে যে, বাস্তা আল্লাহ'র কাছে যে দোষা করে, তা ক্ষয় হয়। কিন্তু মানুষ যাবে যাকে দোষা ক্ষয় না হওয়াও প্রত্যক্ষ করে। এর জওয়াবে আবু সলেম খুলুরী (রা) বার্থিত হাদীসে রসূলুল্লাহ (সা) বলেন, মুসলিম আল্লাহ'র কাছে যে দোষাই করে, আল্লাহ'র তা সান করেন, যদি তা কোন পোনাহ অপো সম্পর্কজ্ঞের দোষা না হয়। দোষা ক্ষয় হওয়ার উপায় তিনটি— ত্রিখণ্ডে কোন না কোম উপায়ে দোষা ক্ষয় হয়। এক: যা জাওয়া হয়, তাই পাওয়া। দুই: প্রার্থিত বিষয়ের পরিবর্তে পরিকাশের কোন সান্ত্বনা ও পুরকার দান করা এবং

ক্লিন. প্রার্থিত বিষয়ে না পাওয়া। কিন্তু কোন সম্ভাব্য আপদ-বিগ্ন সরে শাওয়া।
—(মাঝহারী)

ମୋହା କବୁଲେର ଶର୍ତ୍ତ ୧ ଉପରୋକ୍ତ ଆଜ୍ଞାତେ ବାହୀନ କୋନ ଶର୍ତ୍ତ ଉଠେଥି ନେଇ । ଏମନ୍ କି ମୁହମ୍ମଦମାନ ହତ୍ୟାତ୍ ଦୋହା କବୁଲେର ଶର୍ତ୍ତ ନୟ । କାହିର ଯାତ୍ରିର ମୋହାଓ ଆଜ୍ଞାହ୍ ତାଆଜା କବୁଲ କରେନ । ଇହଜୀବ କିମ୍ବାଅତ ପରିଷତ୍ ଜୀବିତ ଥାକାର ଦୋହା କରାଇଛନ । ଆଜ୍ଞାହ୍ ତାଆଜା ତା କବୁଲ କରେଇନ । ଦୋହାର ଜନ୍ୟ କୋନ ସମୟ ଏବଂ ଗୁଣ ଶର୍ତ୍ତ ନୟ । ତବେ ନିର୍ଜର୍ଯ୍ୟୋଗ ହାଦୀସମ୍ବ୍ୟାହେ କୋନ କୋନ ବିଷୟକେ ଦୋହା କବୁଲେର ପଥେ ବାଧା ବଲେ ଆଖ୍ୟାଯିତ କରା ହରେହ । ଏସବ ବିଷୟ ଥେକେ ବୈଚି ଥାକା ଜନକୀ । ହସରତ ଆବୁ ହରାରରୀ (ରା)-ର ରେଣ୍ଡାମେତେ ରୁସୁଲୁହାହ୍ (ସା) ବଳେନ, କୋନ କୋନ ଗୋକ ଖୁ ସଫର୍ଯ୍ୟ କରିଛି ଏବଂ ଆକାଶରେ ଦିକେ ହାତ ଡୁଲେ 'ଇହା ରବ' ଇହା ରବ' ବଲେ ଦୋହା କରେ, କିନ୍ତୁ ତାଦେର ଶାକାହାର ଓ ମୋହାକ-ପଲିଙ୍ଗଦ ହାରାଇ ଗଛାଇ ଅର୍ଜିଶ । ଏମତାବନ୍ଧାର ତାଦେର ଦୋହା କିମ୍ବାପେ କବୁଲ ହବେ ?—(ମୁସିମି)

এয়মিতাবে অসাবধান, বেপরওয়া ও অনোমনক্ষত্রাবে দোষার বাক্যাবলী উচ্চারণ
করলে ভাও কবল হয় না বলেও হাসৌসে বর্ণিত আছে—(তিরঘিয়ো)।

اللهُ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَيَّلَ لِتَسْكُنُوا فِيهِ وَالنَّهَارَ مُبَصِّرًا إِنَّ اللَّهَ
كُلُّ وَقْدَنٍ عَلَى النَّاسِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَشْكُرُونَ ۝ ذَلِكُمُ اللَّهُ
رَبُّكُمْ كُلُّ شَيْءٍ وَلَا هُوَ إِلَهٌ لِلآمُوْرِ قَلِيلٌ تُؤْمِنُونَ ۝ كَذَلِكَ
يُؤْفِكُ الَّذِينَ كَانُوا بِأَيْمَانِ اللَّهِ يَعْجَدُونَ ۝ أَللَّهُ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ
الْأَرْضَ قَرَارًا وَالسَّمَاءَ بَنَاءً وَ صَوَرَ كُلُّ فَاحِشَّ صُورَكُمْ وَرِزْقَكُمْ
مِّنَ الظَّيِّبَاتِ ۝ ذَلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمْ ۝ فَتَبَارَكَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ ۝ هُوَ
الْحَقُّ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ ۝ فَادْعُوهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الَّذِينَ أَلْهَمْدُ لِتَبَرُّعِ الْعَالَمِينَ ۝
قُلْ إِنِّي نُهِيَّتُ أَنْ أَعْبُدَ الَّذِينَ تَدْعُونَ وَمِنْ دُونِ اللَّهِ لَا يَحْلُّ لَنِّي
الْبَيْتُ ۝ مِنْ رَبِّي ۝ وَأُهْرَبُ أَنْ أُسْلِمَ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ ۝ هُوَ الَّذِي
خَلَقَكُمْ ۝ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ مِنْ نُطْفَةٍ ثُمَّ مِنْ عَلَقَةٍ ثُمَّ يُخْرِجُكُمْ طَفْلًا

**لَمْ يَأْتُنُوكُمْ أَكْثَرُ كُفَّارٍ فَلَا يُؤْمِنُوْا بِشِرْكِهِمْ وَرَبِّكُمْ مَنْ يُتَوَقَّعُ مِنْ
كُلِّهِمْ وَلَا يَنْبَغِيْوْا أَجَدًا مُسْئِلٌ وَلَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ هُوَ الَّذِي يُنْهِيْ
وَيُنْهِيْنُ فَإِذَا قُضِيَ أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَكُمْ كُنْ فَيَكُونُ**

- (٦٥) তিনিই আরাহু, যিনি রাত সুপ্তি করেছেন তোমাদের বিপ্রায়ের জন্য এবং দিবসকে অবরুদ্ধ দেখাই আন্তে। বিষয় আরাহু অনুবোধ প্রতি অনুগ্রহশীল, কিন্তু অধিকাংশ অনুবোধ কৃতজ্ঞতা দ্বারাকার করে না। (৬২) তিনি আরাহু, তোমাদের পালনকর্তা, সহকারুর ছলটা। তিনি আতীত কোন উপাস্য নেই। অতএব তোমরা কোথায় বিজ্ঞাপ হচ্ছ? (৬৩) এমনিভাবে তাদেরকে বিজ্ঞাপ করা হয়, যারা আরাহুর আধীনসমূহকে অবৈকার করে। (৬৪) আরাহু পৃথিবীকে অবরুদ্ধ তোমাদের জন্য বাসস্থান, আকাশকে অবরুদ্ধ হাঁস এবং তিনি তোমাদেরকে আকৃতি দান করেছেন, অতপর তোমাদের আকৃতি সুন্দর করেছেন এবং তিনি তোমাদেরকে দাম করেছেন পরিষ্কৃত নিষিদ্ধ। তিনি আরাহু, তোমাদের পালনকর্তা। বিজ্ঞাপনের পালনকর্তা, আরাহু: বরকতময়। (৬৫) তিনি চিরকীরী, তিনি আতীত কোন উপাস্য নেই। অতএব তাঁকে তাক—তাঁর ধোঁটি ইবাদতকর আবশ্যক। সবচেয়ে প্রথমে বিজ্ঞাপনের পালনকর্তা আরাহুর। (৬৬) বলুন, অথবা আমার কাজে, আমার পালনকর্তার পক্ষ থেকে স্পষ্ট অবিশ্বাসি এসে দেহ, তাহান আরাহু আতীত তোমরা ধার গুজা কর, অন্ত ইবাদত করতে আমাকে নিয়ন্ত্রণ করা দুর্ঘেছে। আমাকে আদেশ করা হচ্ছে যিন্ত পালনকর্তার অনুগত থাকতে। (৬৭) তিনিই তো তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছেন আরির আরা, অতপর অনুবোধ আরা, অতপর জন্মাই রক্ত আরা, অতপর তোমাদেরকে বের করেন শিখরাপে, অতপর তোমরা যৌবনে পদার্পণ কর, অতপর বার্ষিক উপনীত হও। তোমাদের কারও কারও ওর পুরুষ পৃষ্ঠা ঘটে এবং তোমরা বিদ্যালিতকাজে দৌহিৎ এবং তোমরা ধাতে অনুধাবন কর। (৬৮) তিনিই জীবিত করেন এবং মৃত্যু দেন। অথবা তিনি কোন কাজের আদেশ করেন, তাহান একবাই অভেন, ‘হাজে বা’—তা হবে আরা।

তৃকসীরের সার-সংক্ষেপ

আরাহু যিনি তোমাদের (উপকারের) জন্য রাতি সৃষ্টিকরেছেন, যেহেন তোমরা আত্ম বিশ্বায় কর, তিনিই দিবসকে (দেবস্তুর অন্ত) উজ্জ্বল করেছেন (যাতে তোমরা অবাধে জীবিকা অর্জন কর)। বিষয় আরাহু তা’আরা অনুবোধ প্রতি শুব অনুগ্রহশীল (তিনি তাদের উপরোক্তিগতার প্রতি লক্ষ্য রেখেছেন), কিন্তু অধিকাংশ মানুষ (এসব নিয়মামৃতের) কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে না (বরং উপর্যুক্তিরকু) করেন। তিনি আরাহু, তোমাদের পালনকর্তা, (তারা নয়, যাদেরকে তোমরা অনগঢ়া তৈরি করে রেখেছে।)

তিনি সবকিছুর উচ্চটা। তিনি যাতোত অনা কোন উপাসা নেই। (তওহীদ প্রমাণিত হওয়ার পর) তোমরা কোথায় (শিরক করে) উচ্চটা দিকে আছ? (তোমাদেরই কথা কি, তোমরা যেহেতু বিদেশ ও ইর্তকারিতাবর্ণত উচ্চটা দিকে গালে), এমনিভাবে (পূর্ববর্তী) তারাও উচ্চটা চলত, যারা আজ্ঞাহ্র (সুপ্তিশত ও আইনগত) নিদর্শন-বলীকে অধীক্ষণ করত। আজ্ঞাহ্র পৃথিবীকে তোমাদের জন্য বাসস্থান করেছেন এবং আকাশকে (উপরে) ছাদ (সদৃশ) করেছেন। (সেমতে মানবের অঙ্গ-প্রত্যাজের স্বাম কোন প্রাণীর অঙ্গ-প্রত্যাজ সুসমঝস নয়। এটা প্রভাব ও দীর্ঘত।) তিনি তোমাদেরকে উৎকৃষ্ট বস্ত আজ্ঞাহ্রের জন্য সন্তোষেন। (সুতরাং) তিনি আজ্ঞাহ্র তোমাদের পালনকর্তা, অঙ্গপর উচ্চ যর্দানবান আজ্ঞাহ্র, যিনি সারাবিশ্বের পালনকর্তা। তিনি চিরজীব। তিনি যাতোত, কোন উপাসা নেই। অতএব তোমরা (সবলেই) ধৰ্ম বিদ্যাস সহকারে তাকে তাক (এবং শিরক করো না)। সমস্ত প্রবংসা আজ্ঞাহ্র, যিনি বিশ্ব পালনকর্তা। আপনি (মুশ্রিকদের উদ্দেশ্যে) বশুন, বশন আমার কাছে আমার পালনকর্তার পক্ষ থেকে (যুক্তিভিত্তিক ও ইতিহাসভিত্তিক) স্পষ্ট প্রমাণাদি এসে গেছে, তখন আজ্ঞাহ্র যাতোত তোমরা যার পূজা কর, তার ইবাদত করতে আমাকে নিবেদ করা হয়েছে। (উদ্দেশ্য এই যে, আমাকে শিরক করতে নিবেদ করা হয়েছে) আমাকে আদেশ করা হয়েছে (একমাত্র) বিশ্ব পালনকর্তার সামনে (ইবাদতে) যাথা নড় রাখতে। (উদ্দেশ্য এই যে, আমি তওহীদ বেনে নিতে আদিষ্ট হয়েছি।) তিনিই তোমাদেরকে (অর্জীহ তোমাদের আদি পুরুষদেরকে) যাতি যারা সুপ্তি করেছেন, অঙ্গপর (তার বংশধরকে) বীর্য যারা, অঙ্গপর অঘাত করে যারা, অঙ্গপর তোমাদেরকে শিশুরূপে (মাদের পর্ত থেকে) বের করেন, অঙ্গপর (তোমাদেরকে জীবিত রাখেন,) যাতে তোমরা যৌবনে পদার্পণ কর, অঙ্গপর (তোমাদেরকে আরও জীবিত রাখেন) যাতে তোমরা বার্ধক্যে উপনীত হও। তোমাদের কেউ কেউ (যৌবনে ও বার্ধক্যে পৌছার) পুরোহিত যারা এবং (তোমাদের প্রত্যেককেই এক বিশেষ বয়স দেন,) যাতে তোমরা সবাই (নিজ নিজ) নির্ধারিত কালে পৌঁছ এবং (এসব কাজ এজন্য করেছেন,) যাতে তোমরা (এসব বিশেষ চিজা-ভাবনা করে আজ্ঞাহ্রের তওহীদকে) অনুধাবন কর। তিনি জীবন দান করেন এবং মৃত্যু ঘটান। তিনি বশন কোন কাজ (অকস্মাত) পূর্ণ করতে পান, তখন অত্যুক্ত বলে দেন, ‘হরে যা’, তা হবে যার।

আমুল্যিক জাতুল বিজ্ঞ

উরিষিল আজ্ঞাতসমূহে আজ্ঞাহ্র নিয়ামত ও পরিপূর্ণ পাত্তি-সাম্রাজ্যের বাতিপর নিদর্শন পেশ করে তওহীদের দাতুরাত দেওয়া হয়েছে।

جَعْلَ لِكُمُ الْأَهْلَ لِتَعْكُنُوا فِيهِ وَاللهُ أَكْبَرُ مَهْسِرٌ —— চিজা করুন, নিষ্ঠা

କୃତ ବଡ଼ ନିସ୍ତାମତ । ଆଜ୍ଞାହୁ ତା'ଆଜୀବ ସକଳ ଶ୍ରେଣୀର ଆନୁଷ୍ଠ ବରେ ଜ୍ଞାନ-ଜାନୋଯାରକେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶ୍ଵର୍ଗପଦତ୍ଥାବେ ନିଷ୍ଠାର ଏକଟି ସମୟ ନିର୍ଦିଷ୍ଟ କରେ ଦିଯେଛେ । ମେ ସମସ୍ତାଟିକେ ଅଜ୍ଞାନାଳ୍ପଦ କରେ ନିଷ୍ଠାର ଉପରୋକ୍ତ କରେ ଦିଯେଛେ । ଏଥିମ ଜ୍ଞାନବୈଦ୍ୟ ନିଷ୍ଠା ଆଜୀବ ସକଳରେଇ ଅଭାବ ଓ ଯଜ୍ଞାଯ ପରିପତ କରେ ଦେଖିଲା ହେବେ । ଲକ୍ଷ୍ମୀ ମନୁଷ କାଜ-କାନ୍ଦବାରେର ଜ୍ଞାନ ଦେଇଲା ନିଷ୍ଠା ନିଷ୍ଠା ଶକ୍ତିର ଓ ସୁମୋଗ-ସୁବିଧା ଅନୁବାସୀ ସମୟ ନିର୍ଦିଷ୍ଟ କରେ, ନିଷ୍ଠାଓ ସଦି ତେବେନି ଈଶ୍ଵାରୀନ ବାପାର ହତ ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକେଇ ବିଭିନ୍ନ ସମୟ ନିଷ୍ଠାର ପରିକଳନା କରନ୍ତ, ତବେ ନିଷ୍ଠିତରାତି ନିଷ୍ଠାର ସୁଧ ପେତ ନା ଏବଂ ଜ୍ଞାନଦେଇରେ କାଜ କାନ୍ଦବାରେର ଶ୍ରଦ୍ଧଳା ବଜାୟ ଥାକନ୍ତ ନା । କାରଥ, ଯାନୁଷ୍ଠେର ପ୍ରାମୋଜନ ପାରିଷଦ୍ଧିକ ଅଭିତ ଥାକେ । ବିଭିନ୍ନ ସମୟ ନିଷ୍ଠା ଗେଲେ ଜ୍ଞାନଦେଇ ସେଇ କାଜ, ଯା ନିଷ୍ଠିତଦେଇ ସାଥେ ଅଭିତ, ବିଭିନ୍ନ ହେଲେ ଯେତ ଏବଂ ନିଷ୍ଠିତଦେଇ ସେଇ କାଜଙ୍କ ପଣ ହେଲେ ଯେତ, ଯା ଜ୍ଞାନଦେଇ ସାଥେ ଅଭିତ । ସଦି କେବଳ ଯାନୁଷ୍ଠେର ନିଷ୍ଠାର ସମୟ ନିର୍ଦିଷ୍ଟ ଥାକନ୍ତ ଏବଂ ଜ୍ଞାନ-ଜାନୋଯାରେର ନିଷ୍ଠାର ସମୟ ଡିଗ୍ରୀ ହତ କୁବନ୍ତ ଯାନୁଷ୍ଠେର କାଜେର ଶ୍ରଦ୍ଧଳା ବିଭିନ୍ନ ହତ ।

—যানুহের আক্তিকে আলাদ তা'জাজ সকল
থেকে ব্যতীত উৎকৃষ্ট করে গঠন করেছেন। তাকে চিত্তা ও হস্তরসৈম করার প্রতি
দিয়েছেন। সে হস্ত-পদ দ্বারা বিভিন্ন প্রকার বস্ত ও শিলসামলী তৈরি করে নিজের সুবেদর
বাবস্থা করে নেয়। তার পানাচারণ সাধারণ জন-জানোয়ার থেকে ব্যতীত। জন-
জানোয়াররা মুশে ঘাস খায় ও পান করে আর মানুষ হাতের সাহায্যে করে। সাধারণ
জন-জানোয়ারের আদা এক আতীয়, কেউ শুধু মাংস খাই, কেউ প্রাস ও জগৎ-প্রাণ
খায়। কিন্তু যানুহ তার আদাকে বিভিন্ন প্রকার বস্ত ফল-মূল, তরিন্তুরকারি, গোশস্ত ও
মসলা দ্বারা শুধুরোচক ও স্বাদহৃত করে থায়। এক এক ফল ছাড়া রক্তয়ারি আদা—আচার,
সুরক্ষা ও চাহীনী তৈরী করে থায়।

الْمُرْتَلَى الَّذِينَ يُعَادُونَ فِي أَيْتِ اللَّهِ أَنْ يُصَرَّفُونَ ۝
الْأَنْذِيرَ كَذَبُوا بِالْكِتَابِ وَهَا أَوْسَلْنَاهُمْ رُسُلَنَا فَسُوفَ يَعْلَمُونَ ۝
إِذَا الْكُفَّارُ كُذَبُوا فِي أَغْنَانِهِمْ وَالسَّلِيلُ لِيُسْجِبُونَ ۝ فِي الرَّجِيمِ هُمْ فِي
الْكَارِشِيرُونَ ۝ ثُرَقِيَّلَ لَهُمْ أَيْنَ مَا كَنْتُمْ تُشْرِكُونَ ۝ مِنْ
دُونِ اللَّهِ مَا قَالُوا صَلَوةٌ عَلَىٰ بَلْ لَمْ يَكُنْ نَدْعَوْا مَنْ قَبْلُ شَيْلَكَذَلِكَ
يُحَضِّلُ اللَّهُ الْكُفَّارُ ۝ ذَلِكُمْ زَمَانًا كَثِيرًا تَعْرُجُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ
الْحَقِّ وَمَا كَنْتُمْ تَعْمَلُونَ ۝ ادْخُلُوا أَيْوَابَ جَهَنَّمَ خَلِيلَيْنِ

فِيهَا، فَيُشَكُّ مَثْوَى الْمُكَبِّرِينَ ۝ فَاضْبِرْ رَأْنَ وَقَدَّ الْتَّوْحِيدُ
 فَامْسَأْ نُورَتَكَ بِعَصْمَ الْذِي تَنْعُودُهُمْ أَوْ نَكُونُ فِي نَافَقَةِ الْيَنْيَرِجَمُونَ ۝
 وَ لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا قَبْلَكَ مِنْهُمْ مَنْ قَصَضَ أَعْلَيَكَ وَمِنْهُمْ
 مَنْ لَمْ يُكْفِضْ عَلَيْكَ ۝ وَمَا كَانَ لِرَسُولٍ أَنْ يَأْتِيَ بِآكِلَّا بِإِذْنِ
 اللَّهِ ۝ فَإِذَا جَاءَهُ أَمْرٌ أَفْلَهَ قُضَىٰ بِالْحَقِّ وَخَسَرَ هُنَالِكَ الْمُبْطَلُونَ ۝

(৬৯) আগমি কি তাদেরকে দেখেননি, যারা আলাহুর আজ্ঞাত সম্পর্কে বিতর্ক করে, তারা কোথায় কিরাহে? (৭০) যারা কিউবের প্রতি এবং বে বিষয়ে নিয়ে আমি পরামর্শদাতকে প্রেরণ করেছি, সে বিষয়ের প্রতি মিথ্যাবোপ করে। অতএব সহজই তারা জানতে পারবে, (৭১) যখন বেড়ি ও দুখল তাদের পরামর্শে পড়বে। তাদেরকে তেমন নিয়ে আওয়া হবে (৭২) ঝুঁটিগ পানিতে, অতশ্চ তাদেরকে জীবনে খালান্তা হবে (৭৩) অতশ্চ তাদেরকে বলা হবে, কোথায় দেখ আদেরকে তোমরা শরীক করাতে (৭৪) আলাহ ব্যাপীত! তারা বলবে, তারা আলাদের কাছ থেকে উখাও হয়ে দেই; এবং আমরা তো ইতিপূর্বে কোম কিছুর পুরাই করতাম না। এখনিকাবে আলাহ কাফির-দেরকে বিজাত করেন। (৭৫) এটা এ কারণে যে, তোমরা মুনিয়াতে অব্যাকৃতাবে আনন্দ উৎস করতে এবং এ কারণেই, তোমরা উচ্ছত্ব করতে। (৭৬) প্রবেশ কর তোমরা আহারামের দরজা নিয়ে সেখানে চিন্মুক বসবাসের জন্ম। কল বিকল্প সামগ্রিকদের আবাসস্থল। (৭৭) অতএব আগমি সবর করুন। নিষ্ঠয় আলাহুর ওয়াদা সত্ত। অতশ্চ আমি কাফিরদেরকে বে পাতির ওয়াদা দেই, তার কিমানে ধরি আগমিরকে প্রবর্তনে দেই অথবা আগন্তুর প্রাপ হয়ে করে নেই, সর্বাঙ্গহৃষি তারা তো আমাকৃষ্ট কাছে দিতে আসবে। (৭৮) আমি আগন্তুর পুর্বে অন্তরে কসুজ প্রেরণ করেছি, তামুর কারও কারও পাটুয়া আগন্তুর কাছে বিতৃষ্ণ করেছি এবং কারও কারও ঘটনা আগন্তুর কাছে দিয়ে আনিমি। আলাহের অনুমতি ব্যাপীত হোল নিষ্ঠব্য নিয়ে আসা কোম প্রক্ষেপণের কাজ নয়। যখন আলাহুর আদেশ আসবে, তখন ন্যায়সংস্থ কর্মসূচ্য হয়ে যাবে। সেইসবে মিথ্যাপূর্ণীয়া কাহিনি হবে।

তফসীরের সামগ্র্যে

আগমি কি তাদেরকে দেখেননি, যারা আলাহুর আজ্ঞাত সম্পর্কে বিতর্ক করে, তারা (সত্ত থেকে), কোথায় কিরাহে? যারা কিউবের প্রতি এবং বে বিষয়ে নিয়ে আমি পরামর্শদাতকে প্রেরণ করেছি, সে বিষয়ের প্রতি মিথ্যাবোপ করে। (অতে

কিতাব, বিখ্যানাবলী ও মুঁজিয়া সব অঙ্গরূপ রয়েছে। কেবল, আরবের মুশর্রিকরা অন্য কোন পরাগারকেও আনতো না।) অতএব সহরাই (অর্থাৎ কিয়ামতে) তারা জানতে পারবে, যখন বেঠি তাদের গজদেশে থাকবে এবং (বেঠি) শৃংখল (শুভ) হবে, শৃংখলের অপর প্রাণ কেরেণ্টাদের হাতে থাকবে। এসব শৃংখল ভারা) তাদেরকে টেনে নিয়ে যাওয়া হবে ফুট্ট পানিতে, অতপর তাদেরকে আঙুলে পোড়ানো হবে। অতপর তাদেরকে জিজ্ঞাসা করা হবে, কোথায় গেল আলাহ্ ব্যক্তিত সেই উপাসা-শুলো, আদেরকে তোমরা শরীর করতে ? (অর্থাৎ তারা তোমদের সাহায্য করে না কেন ?) তারা বলবে, তারা তো আমদের কাছ থেকে উধাও হয়ে গেছে, বরং (সত্ত্ব কথা এই যে,) আমরা ইতিপূর্বে (দুনিয়াতে যে প্রতিমা পূজা করুতাম, এখন জানা গেল যে,) আমরা কোন কিছুর পূজা করতাম না। (অর্থাৎ বোবা গেল যে, তারা কোন বন্ধুসভা হিল না। তুল ফুটে উঠলে এ ধরনের কথা বলা হব। অর্থাৎ যখন কোন কাজের ফলাই অজিত হয় না, তখন মনে করা উচিত যে, সবই কাজই হয়নি) আলাহ্ এমনিভাবে কাফিরদেরকে বিড়াত করবেন। (যে বিষয়ের কোন বন্ধুসভা না হওয়া এবং অনুগকানী হওয়ার কথা তারা নিজেরাই পরকালে স্বীকার করবে, আজ ইহকালে তারা তারাই পূজার মশশুল রয়েছে। যদো হবে,) এটা (অর্থাৎ এই শাস্তি) এ কারণে যে, তোমরা দুনিয়াতে অন্যান্যতাবে আনন্দ-উন্নাস করতে এবং এ কারণে যে, তোমরা ঔজ্জ্বল্য করতে। (এর আগে তাদেরকে আদেশ করা হবে,) প্রবেশ কর জাহাজামের পরজা দিয়ে (এবং) চিরকাজ এখানে থাক। কত নিকুঠি সার্কিকদের আবাসস্থল। (তাদের কাছ থেকে যখন এভাবে প্রতিশোধ নেয়া হবে, তখন) আগমি সবর করুন (কিলুদিন)। নিশ্চয় আলাহ্ ওয়াদা দেই (যে, ঝুকে করলে আসা হবে) তার কিয়দংশ হাদি আপনাকে দেখিয়ে দেই (অর্থাৎ আপনার জীবদ্ধলায় তাদের উপর কিছু আসা নাইল হব।) অথবা (নাইল হওয়ার পূর্বেই) আমি আপনার প্রাপ হরণ করি (পরবর্তীতে আসা নাইল হোক বা না হোক)—সর্বাবহুল তারা তো আসারাই কাছ ফিরে আসবে। (তখন নিশ্চিতভাবেই তাদের উপর আসা নাইল হবে। একথা স্মরণ করেও সাম্ভূত জাত করুন যে,) আমি আপনার পূর্বে অনেক রসূল প্রেরণ করেছি, তাদের কারও কারও কাহিনী আপনার কাছে (সংজ্ঞে অথবা বিস্তারিত) বিহৃত করেছি এবং কারও কারও কাহিনী বিহৃত করিনি। (এতটুকু বিষয় সকলের মধ্যেই অভিম যে,) কোন রসূল দ্বারা এটা হতে পারেনি যে, আলাহ্ অনুমতি ছাড়া কোন মুঁজিয়া নিয়ে আসনে (এবং উচ্চতের প্রত্যেক আবদার পূর্ব করবে। কেউ কেউ এ কারণেও তাদের প্রতি যিথাকোপ করেছে। এমনিভাবে মুশর্রিকরা আপনার প্রতিও যিথাকোপ করে; কাজেই আগমি সাম্ভূত রাত্বন এবং সবর করুন।) অতপর যখন (আসা নাইল হওয়া সম্ভাব্য) আলাহ্ আদেশ আসবে, (ইহকালে হোক কিম্বা পরকালে) তখন ন্যায়সন্তত (কার্যগত) ফরসালা হবে যাবে। তখন যিথাপট্টারা ক্ষতিগ্রস্ত হবে।

আনুযায়ীক জাতৰ্য বিষয়

وَسَخْنُونَ فِي الْكَهْلِمِ ثُمَّ فِي النَّارِ يُسْجَرُونَ—এ আয়াত থেকে জানা যায় যে, জাহানামীদেরকে প্রথমে ৫৩০ অর্থাৎ সুট্ট পানিতে ও পরে ৫৩১ অর্থাৎ জাহানামে নিক্ষেপ করা হবে। এ থেকে আরও জানা যায় যে, ৫৩১ জাহানামের বাইরের কোন স্থান, যার সুট্ট পানি পান করানোর জন্য জাহানামীদেরকে সেখানে নিয়ে যাওয়া হবে। সুরা সাক্ষাতের আয়াত **لَئِنْ مَرِجَّعُهُمْ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ**—তাই জানা যায়। কোন কোন আয়াত থেকে জানা যায় যে, ৫৩১ একই স্থান এবং ৫৩০ এর মধ্যেই ৫৩১ অবস্থিত। আয়াতটি এই—

هَذِهِ جَهَنَّمُ الَّتِي يُكَذِّبُ بَهَا الْمُجْرِمُونَ يَطْوِفُونَ بِهَا وَلَا يَحْمِلُونَ أُبُورًا
এতে পরিষ্কার বলা হয়েছে যে, হার্মামও জাহানামের অঙ্গাভূতে অবস্থিত।

চিন্তা করলে জানা যায় যে, এভদ্রের মধ্যে কোন বৈপরীত্য নেই। জাহানামেরই অনেক স্তরে বিভিন্ন প্রকার আয়াত থাকবে। এর মধ্যে এক স্তর হার্মাম অর্থাৎ সুট্ট পানিরও থাকবে। সুট্ট ও আলাদা হওয়ার কারণে একে জাহানামের বাইরেও বলা যায় এবং জাহানামেরই এক স্তর হওয়ার কারণে একে জাহানামও বলা যায়। ইবনে-কাসীর বলেন, জাহানামীদেরকে শুধুমাত্র অবস্থায় কখনও তৈনে হার্মামে এবং কখনও জাহানে নিক্ষেপ করা হবে।

إِلَوْلَا فَلَوْلَا عَنْ—অর্থাৎ জাহানামে পেঁচৈ মুশরিকরা বলবে—**سُلَامাদের উপাস্য** প্রতিমা ও প্রতিতান আজ উধাও হয়ে গেছে। অর্থাৎ জাহানামের সুষ্ঠিতোচক হচ্ছে মা যদিও তারা জাহানামের কোন কোথে পড়ে আছে। তারাও যে জাহানামেই থাকবে; এ সম্পর্কে অন্য এক আয়াতে বলা হয়েছে :

الْقَمْ وَمَا تَعْدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ حَصْبٌ جَهَنَّمُ

فَرَح—بِمَا كُنْتُمْ تَفْرَحُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَبِمَا كُنْتُمْ تَهْرَحُونَ

এর অর্থ আনন্দিত ও উন্নতিত হওয়া এবং **مَرْح** এর অর্থ সুজ করা, অর্থ সম্পদের অহংকারী হয়ে অপরের অধিকার খর্ব করা। **مَرْح** সর্ববিহুর নিষ্ঠনীয় ও হারাম। পক্ষাভূতে অর্থাৎ আনন্দ যদি ধনসম্পদের নেপাল আঞ্চলিক ভূমি পোনাহুর কাজ

বারা হয়, তবে হারায ও নাজারেব। আগোচা আগাতে এই আনন্দই বোকানো হয়েছে।
কালুনের কালুনেত্তু—**فَرِحَ**—এ আথেই বাবহত হয়েছে। বলা হয়েছে—

لَا تَفْرَحْ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْفَرِحِينَ—অর্থাৎ আনন্দ-উদ্বাস করো না।

আলাহ্ তা'আলা আনন্দ-উদ্বাসকারীদেরকে পছন্দ করোন না। আনন্দ-উদ্বাসের আরেক
ক্ষেত্র হল পাঞ্চিব নিরামত ও সুখকে আলাহ্ তা'আলার অনুপ্রাহ ও দীন মনে করে
তাকেন্দে আনন্দ প্রকাশ করা। এটা জারেব, মুক্তাহাব বরং আদিষ্ট কর্তব্য। এ
আনন্দ সম্পর্কে কোরআন বলে, **فَيَمْدَدِ إِلَىَّ فَلَيَهُنَّ حُسْنًا**—অর্থাৎ এ কর্তব্যে তাদের
আনন্দিত হওয়া উচিত। আগোচা আগাতে **فَرِحَ**-কে সর্বাবহাব আবাবের কারণ বলা
হয়েছে এবং এর সাথে **أَنْتُمْ**—কথাটি শুভ করে বাজ করা হয়েছে যে,
অন্যায় ও অবেধ জোগের আধারে আনন্দ করা হারায এবং ন্যায় ও বৈধ জোগের
কারণে কৃতকৃতীরূপ আনন্দিত হওয়া ইবাদত ও সওজাবের কাজ।

فَاصْبِرْ أَنْ وَعَدَ اللَّهُ حُقْقَانًا مَا فِرِينَكَ—আগাতে থেকে জানা যায় যে,

ব্রহ্মুজাহ্ (সা) সামনে কাফিরদের আবাবের অপেক্ষা করছিলেন। তাই তাঁর সামুদ্রমার
অন্য আগাতে বলা হয়েছে, আপনি সবর করুন। আলাহ্ তা'আলা কাফিরদের আবাবের
যাপ্তির বে ওরাদা করেছেন, তা অবশ্যই পূর্ণ হবে—আপনার জীবনেশ্বর অধিকা
ওক্ষাতের পরে। কাফিরদের আবাবের অপেক্ষা করা বাহাত 'রহমাতুল্লাহ আলামীন'
(বিজয়গতের অন্য রহস্য) খণ্ডের পরিপন্থী। কিন্তু অপরাধীদেরকে পাস্তি দেওয়ার
জন্য বদি নির্বাতিত-নিরাপত্তাধ মুমিনদেরকে সামুদ্রনা দেওয়া হয়, তবে অপরাধীদেরকে
সোজা দেওয়া দয়া ও অনুকল্পনার পরিপন্থী নয়। কেন অপরাধীকে পাস্তি দেওয়া কারণ
বলেই সরার পরিপন্থীরূপে গণ্য হয় না।

أَللَّهُ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَنْعَامَ لِتُرْكِبُوا مِنْهَا وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ ⑥
وَلَكُمْ فِيهَا مَنَافِعٌ وَلَتَبْلُغُوا عَلَيْهَا حَاجَةً فِي صُدُورِكُمْ وَعَلَيْهَا
قَعَدَ الْفَلَكُ تَحْصَلُونَ ⑦ وَرَبِّكُمْ أَيْتَهُمْ ۝ فَإِنَّمَا أَيْتَ اللَّهَ
شُكْرُونَ ⑧ أَفَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَيَنْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ
الِّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ ۝ كَانُوا أَكْثَرُهُمْ وَأَشَدُهُمْ قُرْبَةً ۝ وَأَثْرَاهُمْ أَكْرَبَهُمْ

فَمَا أَغْنَى عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ ۝ فَلَمَّا جَاءَهُ تَهْمُرَ رُسْلَهُمْ
بِالْبَيْتِنَتِ فِرَحُوا بِمَا عِنْدَهُمْ قَنَ الْعِلْمُ وَ حَاقَ بِهِمْ مَا كَانُوا يَهْ
يَسْتَهِنُونَ ۝ فَلَمَّا رَأَوْا يَأْسَنَا قَالُوا أَمْنًا يَا لَنُوكَ وَ خَدَةَ وَ كَفَرَنَا
يَعْمَأْكُنَا يَهْمُشِرِكُنَ ۝ فَلَمَّا يَكُنْ يَقْعُدُهُمْ إِيمَانُهُمْ لَنَارًا وَ يَأْسَنَادَ
سُنْتَ اللَّهِ الَّتِي قَدْ خَلَتْ فِي عَبَادَةٍ ۝ وَ حَسِرَ هُنَالِكَ الْكُفَرُونَ ۝

(৭৯) আজাহ্ তোমাদের জন্য চতুর্পদ জন্ম সৃষ্টি করেছেন, যাতে কোন কোনটিকে
বাহন হিসাবে ব্যবহার কর এবং কোন কোনটিকে উৎপন্ন কর। (৮০) তাতে তোমাদের
জন্য জনেক উপকারিতা রয়েছে। আর এজন্য সৃষ্টি করেছেন; যাতে সেগুলোতে আরোহণ
করে তোমরা তোমাদের অভীষ্ট প্রয়োজন পূর্ণ করতে পার। এগুলোর উপর এবং
নৌকার উপর তোমরা বাহিত হও। (৮১) তিনি তোমাদেরকে তাঁর নির্দশনাবলী
দেখান। অতএব তোমরা আজাহ্ কোন্ কোন্ নির্দশনকে অবৈকার করবে? (৮২)
তারা কি পুরুষীকে ইয়েল করেনি? করলে দেখত, তাদের পূর্ববর্তীদের কি পরিপাল
হয়েছে। তারা তাদের চেরে সংযোগ বেশি এবং শক্তি ও কৌতুকে অধিক প্রদত্ত হিসে,
অতপর তাদের কর্ম তাদেরকে কোন উপকার দেয়নি। (৮৩) তাদের কাছে যথন তাদের
যুসুক্ষণ স্পষ্ট, প্রয়াপাদিসহ আগমন করেছিল, তথন তারা নিজেদের আনন্দরিতার সত্ত
প্রকাশ করেছিল। তারা হে বিশ্ব নিয়ে ঠাট্টা-বিজ্ঞুগ করেছিল, তাই তাদেরকে প্রাস করে
নিয়েছিল। (৮৪) তারা যথন আবার শাপি প্রচাক করল, তথন বলল, আয়তা এক
আজাহ্ প্রতি বিশ্বাস করলাম এবং ধাদেরকে শরীর করতাম, তাদেরকে পরিপাল
করলাম। (৮৫) অতপর তাদের এ ইমান তাদের কোন উপকারে আসল না যথন
তারা শাপি প্রচাক করল। আজাহ্ এ নিয়রই পূর্ব থেকে তাঁর বাসাদের অধ্য
প্রচারিত রয়েছে। সেকের কাফিররা প্রতিষ্ঠিত হয়।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

আজাহ্ তোমাদের জন্য চতুর্পদ জন্ম সৃষ্টি করেছেন, যাতে এর কোন কোনটিতে
আরোহণ কর এবং কোন কোনটি আহরণ কর। এগুলোতে তোমাদের আবাগ
জনেক উপকারিতা রয়েছে (যেমন এদের মৌম ও পশম কাজে জালে;) আর এজন্য
সৃষ্টি করেছেন, যাতে সেগুলোতে সঙ্গীর হয়ে তোমরা তোমাদের অভীষ্ট প্রয়োজন পূর্ণ
করতে পার (যেমন, কারও-সাথে সংক্ষাতের জন্য বাওয়া, ব্যবসায়ের জন্য বাওয়া
ইত্যাদি। যতোবার হওয়ার জন্য এগুলোরই বিশেষজ্ঞ কি, কর) এগুলোর উপর এবং

নৌকার উপরও তোমরা বাহিত হও। তিনি তোমাদেরকে (এঙ্গো ছাড়া আরও কুদ-
রতের) নিদর্শনাব্যবী দেখান। (সেমতে প্রত্যেক স্পষ্ট বন্ধুই তাঁর সৃষ্টির এক
নিদর্শন।) অতএব তোমরা আজ্ঞাহৰ কোন্ কোন্ নিদর্শনকে অবীকার করবে? (তারা যে
প্রয়োগাদি সর্বেও তওহাদ অবীকার করে, তারা কি শিরকের শাস্তি সম্ভর্কে
জাত নয়?) তারা কি পৃথিবীতে প্রথম করেনি? করলে দেখত, তাদের পূর্ববর্তী
(যুশুরিক)-দের কি পরিপায় হয়েছে, অথচ তারা তাদের চেয়ে সংখ্যারও বেশি হিল এবং
শক্তিতেও বৈত্তিতেও (যেমন, দালানকোঠা ইত্যাদি) অধিক প্রবল ছিল। অতপর
তাদের কোন কর্ম তাদেরকে কোন উপকার দেয়নি (এবং তারা আবাব থেকে বীচতে
পারেনি) তাদের কাছে অধন তাদের কসুগণ স্পষ্ট প্রয়োগিসহ আগমন করেছিল,
তখন তারা নিজেদের (জীবিকা উপার্জন সম্পর্কিত) ভান-গন্তব্যার উজ্জ্য প্রদর্শন
করেছিল। (অর্থাৎ জীবিকাকে জজ্য মনে করে তৎসম্পর্কিত ভান-গন্তব্য নিম্নেই
মন্তব্য হিল এবং পরকাল অবীকার করেছিল। যারা পরকাল অবেহণ করত, তাদেরকে
তারা উদ্বাদ বলত এবং শাস্তির কথা শনে ঠাট্টা-বিস্তু করত) তারা যে (শাস্তির)
বিষয় নিয়ে ঠাট্টা-বিস্তু করত, তাই (অর্থাৎ সে শাস্তি) তাদেরকে প্রাস করে নিল।
তারা অধন আমার শাস্তি প্রভাস্ত করল, তখন বলল, (এখন) আমরা এক আজ্ঞাহৰ প্রতি
যিগ্নাস স্থাপন করলাম এবং যাদেরকে শরীক করতাম, তাদের সবাইকে অবীকার
করলাম। অতপর তাদের এ ইমান তাদের কোন উপকারে আসল না, অধন তারা
আমার আবাব প্রভাস্ত করল। (কারণ, এটা ছিল নিরূপায় অবস্থার ইয়ান। বালা
ইচ্ছাধীন ইয়ানে আনিষ্ট।) আজ্ঞাহৰ এ নিরূপায় বালাদের অধ্যে পূর্ব থেকে প্রতিশিত
রয়েছে। সেক্ষেত্রে (অর্থাৎ সেখানে ইয়ান উপকারী হয় না,) কাফিররা ক্ষতিশূন্ত হয়।
(সুতরাং যকার মুল্লিকদেরও এটা বুঝে ভীত হওয়া উচিত। তাদের বেজায়ও তাই
হবে। তখন ক্ষতিপূরণের কোন পথ থাকবে না।)

আনুমালিক জাতব্য বিষয়

فِرَحُوا بِمَا عَنِّيْدَهُمْ مِنَ الْعِلْمِ—অর্থাৎ এই অপরিপামদশী কাফিরদের কাছে

যখন আজ্ঞাহৰ পরমপূরণগণ তওহাদ ও ইয়ানের স্পষ্ট প্রয়োগাদি নিয়ে আগমন করলেন
তখন তারা নিজেদের ভান-গন্তব্যাকে পরমপূরণগণের ভান অপেক্ষা উৎকৃষ্টতর ও সত্য
মনে করে পরমপূরণগণের উচ্চি ধন্দে প্রহৃত হল। কাফিররা যে ভান নিয়ে গবিত
ছিল, সেটা হয়ে তাদের নিরেট মূর্খতা ছিল, অর্থাৎ তারা সত্যকে যিথ্যা এবং যিথ্যাকে
সত্য মনে করে একেই ভান-গন্তব্যারপে আখ্যায়িত করেছিল, না হয় এর অর্থ ছিল
পাথিব ব্যবসা-বাণিজ্য ও শিরকর্মের ভান। এতে বাস্তবিকই তারা পারদশী ছিল।
গ্রীক দার্শনিকদের ‘ইলাহিয়াত’ সম্পর্কিত অধিকাংশ ভাব ও পরেবতা প্রথমেরক
নিরেট মূর্খ শ্রেণীর ভান-গন্তব্যার দৃষ্টান্ত। তাদের হেসব তাদের কোন দর্জী নেই।
এঙ্গোকে ভান বলা ভাবের অবয়বনাব বৈ নয়। কাফিরদের পাথিব জানের উজ্জে

يَعْلَمُونَ ظَاهِرًا مِّنَ الظَّاهِرَاتِ الْأَنْتِهَا—^{۱۰۸} وَهُمْ مِنَ الْآخِرَةِ هُمْ غَا فَلْوَنَ^{۱۰۹}

কোরআন পাক সূরা রায়ে এভাবে করেছে : —^{۱۰۸} وَهُمْ مِنَ الْآخِرَةِ هُمْ غَا فَلْوَنَ —অর্থাৎ তারা পারিষ জীবন ও তার উপকার অর্জনের বিবরে তো কিছু আবে-বোবে ; কিন্তু পরকাল সম্পর্কে সম্পূর্ণ অত ও উদাসীন, যেখানে অনন্তকাল থাকতে হবে এবং যেখানকার সুখ ও মুখ চিরস্থায়ী। আজোটা আয়াতেও হাদি দুনিয়ার বাহ্যিকভাবে অর্থ নেওয়া হয়, তবে উদ্দেশ্য এই যে, তারা শেষেতু বিশ্বাসিত ও পরাকাল অঙ্গীকার করে এবং পরাকালের সুখ ও কল্প সম্পর্কে অত উদাসীন, তাই নিজেদের বাহ্যিক ভাবে আনন্দিত ও বিজোর হয়ে পরপরাপরের ভাবের প্রতি ঝুকেপ করে না।—(যামহারী)

فَلِمْ يُكَيِّنُونَ^{۱۱۰}—^{۱۱۱}—অর্থাৎ আবাব সম্মুখে আসার পর তারা ঈশান আনছে। এসময়কার ঈশান আঞ্চাহ্র কাছে অগোষ ও ধর্তব্য নয়। হাদীসে আছে : —অর্থাৎ মুমুক্ষু অবস্থা ও মৃত্যু কল্প কর হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত আঞ্চাহ তা'আজা বাস্তার তওবা কবুল করেন। মৃত্যু কল্প কর হলে পর তওবা করলে কবুল হয় না। এমনিভাবে আসমানী আবাব সামনে এসে বাওয়ার পর কারও তওবা ও ঈশান কবুল হয় না।

اللهم أنا نسألك العفو والعافية والغفرة قبل الموت واليسر
والمعافاة عند الموت والغفرة والرحمة بعد الموت ببركة إل حم
وملى الله تعالى على النبي الكريم -

سورة حم السجدة

সুরা হম—মৌল জিজ্ঞাসা

মঙ্গল অবঙ্গ, ৫৪ আঞ্চলিক, ৬ রুপো

لِشَّرِيكِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

حَمٌ ۝ تَبَرِّيئُ مِنَ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ۝ كِتَابٌ فُصِّلَتْ آيَاتُهُ
 قُرْآنًا عَرَبِيًّا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ ۝ بَشِّيرًا وَنَذِيرًا، فَاعْرَضْ أَثْرَهُمْ
 فَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ ۝ وَقَالُوا قُلُوبُنَا فِي أَكْثَرِهِ مَدَانَةٌ دَعَوْنَا إِلَيْهِ
 وَفِي أَذَانِنَا وَقُرُونٌ مِنْ بَيْنِنَا وَبَيْنِكَ حِجَابٌ فَاغْمَلْ رَأْنَا
 عِلْمُونَ ۝ قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ فِتْلُكُمْ يُوحَى لَكَ أَنَّمَا الْهُكْمُ إِلَّهٌ
 وَإِنِّي لَعَلَّكُمْ تَقْبِلُونَ إِلَيْهِ وَاسْتَغْفِرُوهُ ۝ وَوَيْلٌ لِلْمُشْرِكِينَ ۝
 الَّذِينَ لَا يُؤْتُونَ الرِّزْكَوْهُ وَهُمْ بِالْأُخْرَةِ هُمْ كَفَرُونَ ۝
 الَّذِينَ أَمْنَوْا وَعَمِلُوا الصَّلِحَاتِ لَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونٍ ۝

সরয় কর্মান্ধের ও অসীম দাতা আলাহ'র নামে শুন—

- (১) হম—ধীর, (২) এটা অবঙ্গ সরয় কর্মান্ধের, দরামুর পক্ষ থেকে।
 (৩) এটা কিভাব, এর আলাতসমূহ বিশদভাবে বিবৃত আরবী কোরআনবাবে জানী
 জোরদরে আসা, (৪) সুসংবাদমাতা ও সতর্ককারীবাবে, অতশ্রে তাদের আবেকালেই শুন
 কিয়িরে নিয়েছে, তারা শুনে না। (৫) আরা বলে, আগমি বে বিদ্যের দিকে আমা-
 দেরকে দাওয়াত দেন, তে বিদ্যের আবাদের অভয় আবরণে আবৃত, আবাদের কর্মে
 আছে বোবা এবং আবাদের ও আপনার আবাদানে আছে আভরণ। অতএব আগমি
 আগমান কাজ করুন এবং আয়োজ আবাদের কাজ করি। (৬) যমুন, আগিও তোষদেশ
 ঘটই শান্ত, আয়োজ প্রতি ওহী আসে বে, তোষদেশ আবুস একমাত্র আবুস, অতএব

তাঁর দিকেই সোজা হয়ে থাক এবং তাঁর কাছে কয়া প্রার্থনা কর। আর মুশ্রিকদের জন্য রয়েছে সৃষ্টিগ, (৭) শারা আকাত দেয় না এবং পরাকাতকে অস্তিকার করে। (৮) বিশ্ব শারা বিশ্বাস স্থাপন করে ও সৎকর্ম করে, তাদের জন্য রয়েছে অকুরাত পুরস্কার।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

হা—ঐম (এর অর্থ আজাহ্ তাঁআলা জানেন।) এই কালায় পরম কর্তৃপাত্রের দয়ালুর পক্ষ থেকে অবতৌর। এটা এমন এক কিতাব, যার আয়াতসমূহ পরিকার বিবৃত অর্থাৎ এমন কোরআন, যা আরবী (ভাষায়) লিপিবদ্ধ (যাতে প্রত্যক্ষভাবে আরবের মোকেয়া সহজে বোঝে নেয়), এমন জোকদের জন্য (উপকারী) শারা বিজ্ঞ। (অর্থাৎ যদিও সবাই এর সম্মুখনের পাত্র, কিন্তু উপরুক্ত তারাই হয়, শারা বুঝি ও তানের অধিকারী। কোরআন এমন জোকদের জন্য) সুসংবিদমাত্তা এবং (অমান্যকারীদের জন্য) সতর্ককারী। অতপর (সকলেরই এর প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করা উচিত ছিল; কিন্তু) অধিকাংশ মোক হৃষি কিয়িয়ে নিয়েছে, তারা শুনেই না। (যদ্যে আপনি তাদেরকে শোনান, তখন) তারা বলে, আপনি যে বিষয়ের দিকে আমাদেরকে দাওয়াত দেন, সে বিষয়ে আমাদের অন্তর আবরণে আহত (অর্থাৎ আপনার কথা আমাদের বুঝে আসে না), আমাদের কানে হিসি আঁটা রয়েছে এবং আমাদের ও আপনার যাবস্থানে আছে অকর্ম। অতএব আপনি আপনার কাজ করুন এবং আমরা আমাদের কাজ করি। (অর্থাৎ আমরা কবৃত করব—এরপ আশা করবেন না। আবরা আমাদের কর্মসূচা ত্যাগ করব না।) আপনি বলে দিন, (তোমাদেরকে ঈমান আনতে বাধ্য করার শক্তি আমার নেই, কেন্ত্বা,) আমিও তোমাদেরই মত মানুষ, (আজাহ্ নই যে, তোমাদের অন্তর পাল্টে দেব। তবে আজাহ্ তাঁআলা আমাকে এই আতঙ্ক দান করেছেন যে,) আমার প্রতি ওহী আসে যে, তোমাদের মানুদ একমাত্র মানুদ। (চিন্তা করলে প্রতোকেই ওহীর সত্ত্বা ও ঘোষিতক্তা বুঝতে পারে। মু'জিজ্বর যাধ্যত্বে আমার নবুত্ত ও ওহী প্রমাণিত হওয়ার পর তা মনে নেওয়া প্রয়োকের উপর করব। তোমাদের না যানার কোন কারণ নেই। অবশ্যই মনে নাও।) অতএব তাঁর (সত্য মানুদের) দিকেই সোজা হয়ে থাক (অর্থাৎ জন্য কারণে ইবাদতের দিকে অনোন্ধিৎ দিত না) এবং তাঁর কাছে কয়া প্রার্থনা কর। (অর্থাৎ অভীত শিরক থেকে তত্ত্বা কর এবং জুনের জন্য কয়া ঠাও) আর মুশ্রিকদের জন্য রয়েছে সৃষ্টিগ, শারা (মনুষ্টত্তের প্রমাণাদি দেখা এবং তওহীদের প্রমাণাদি শোনা সত্ত্বেও বিজেদের যিথাং ধর্মমত পরিভ্যাপ করে না) এবং শাকাত প্রদান করে না এবং শারা পরাকাতকে অস্তিকার করে। (তাদের বিগ়্রহিতে) শারা বিশ্বাস স্থাপন করে এবং সৎকর্ম করে তাদের জন্য (পরাকাজে) অকুরাত পুনর্কার রয়েছে।

আশুব্দিক জাতো বিষয়

পারল্পরিক জাতজোর জন্যে ‘আজ-হা-মীচ’ অথবা ‘হাওয়ামীচ’ নামক জাতটি সুরার নামের সাথে আরও কিছু শব্দ সংযোজন করা হয়। উদাহরণত সুরা মু’বিনের হায়াতকে ‘হা-মীচ আল মু’বিন’ এবং আলোচনা সুরার হা-মীচকে ‘হা—মীচ আস-সিলামাহ’ অথবা হা-মীচ ‘কুসসিলাত’ও বলা হয়। এ সুরার এ মু’বিন নাম সুবিদিষ্ট।

এ সুরার প্রথম সংরোধনের পাঠ আরবের কোরাইশ গোষ্ঠী, তাদের সাথনে কোরআন নাহিল হয়েছে এবং তাদের জ্ঞানের নাহিল হয়েছে। তারা কোরআনের অলৌকিকতা প্রভাব করেছে এবং রসুলুল্লাহ (সা)-র অসৎ মু’জিবা দেখেছে। এতদসঙ্গেও তারা কোরআন থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়েছে এবং হাদিসম করা দূরের কথা প্রবণ করাও পছন্দ করেন। রসুলুল্লাহ (সা)-র শুভেচ্ছায়ুক্ত উপদেশের জওয়াবে অবস্থায়ে তারা বলে দিয়েছে, আপনার কথাবার্তা আমাদের বুকে আসে না, আমাদের অন্তর এগুলো কবুল করে না এবং আমাদের কানও এগুলো শুনতে প্রস্তুত নন। আপনার ও আমাদের মাঝখানে জাতোক আছে। সুতরাং এখন আপনি আপনার কাজ করুন এবং আমাদেরকে আমাদের অবস্থার উপর হেঢ়ে দিন।

সুরার প্রথম পাঠ আজাতের জ্ঞান তাই। এসব আজাতে আজাত তা’আজা বিশেষভাবে কোরাইশকে উদ্দেশ করে বলেছেন, কোরআন আরবী জ্ঞানের তোমাদের জন্য অবতীর্ণ হয়েছে, যাতে এর বিষয়বস্তু বুঝতে তোমাদের বেগ পেতে না হয়। এতদসঙ্গে কোরআনের ডিনটি বিশেষণ উরেখ করা হয়েছে। **تَنْصِيلٌ—فَصِلْتُ أَبِي تَمْ**

এর আসল অর্থ বিশেষণ বর্ণনা করে পরিসেবে প্রথম মুক্তি দেওয়া, এখানে উক্তের খুলে স্পষ্টভাবে বর্ণনা করা—পৃথকভাবে হোক বিবৰণ একরে। কোরআন পাকের আজাত-সমূহে বিধানাবজী, কাহিনী, বিচাস, মিথ্যাপক্ষদের খণ্ডন ইত্যাদি বিভিন্ন বিষয়বস্তু আজাদা আজাদাও বিধিত হয়েছে এবং গ্রাতেক বিষয়বস্তুকে উদাহরণ দ্বারা ঝুঁটিয়ে তোলা হয়েছে। কোরআন পাকের বিভৌর ও জুড়োর বিশেষণ সুসংবাদদাতা ও সতর্ককারী। অর্থাৎ মারা যেনে চলে, তাদেরকে তিরবায়ী সুধের সুসংবাদ এবং মারা যেনে চলে না, তাদেরকে অন্ত আবাব সম্বর্ক করে।

— ۱۹۴۵ —

এসব বিশেষণ বর্ণনা করে পরিসেবে **لِقَوْمٍ يَعْلَمُون** বলা হয়েছে। অর্থাৎ কোরআন পাকের আরবী জ্ঞানের নাহিল জওয়া, স্পষ্ট ও পৃথকার হওয়া। এবং সুসংবাদদাতা ও সতর্ককারী হওয়া এসব বিষয় তাদের জন্য উপকারী হতে পারে, যারা চিন্তা-জ্ঞান ও হাদিসম করার ইচ্ছা করে। কিন্তু আজাত কোরাইশের এসব সঙ্গেও কোরআন থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়েছে—হাদিসম করা দূরের কথা, শোনাও পছন্দ করেন। **فَإِنْ فِي أَكْثَرِهِمْ** —আজাতে তাই উলিখিত হয়েছে।

রসূলুল্লাহ্ (সা)-র সামনে কাফিলদের একটি প্রভাবঃ আলোচ্য সুরায় কোরাইশ কাফিলদেরকে প্রত্যক্ষভাবে সংবোধন করা হয়েছে। তারা কোরআন অবতোর্ণ হওয়ার পর প্রাথমিক ভুগে বলপূর্বক ইসলামী আলোচনকে নস্যাই করার এবং রসূলুল্লাহ্ (সা) ও তাঁর প্রতি বিশ্বাসীদেরকে নানাভাবে নির্বাচনের মাধ্যমে ভৌত-সন্তুষ্ট করার প্রচেষ্টা চালিয়েছিল। কিন্তু ইসলাম তাদের মজিজ নিগরীজে দিন দিন সমৃজ ও প্রতিশ্রূতীই হয়েছে। প্রথমে উগর ইবনে বাতাবের নাম অসমসাহস্রী বীর পুরুষ ইসলামে দাখিল হন। অতপর সর্বজন শ্বেতু কোরাইশ সরদার হাবিবা মুসলমান হন্তে ছান। এজনে বেসরাইশ কাফিলরা ভৌতি প্রদর্শনের পথ পরিষ্কার করে প্লোডন ও প্লোচনার মাধ্যমে ইসলামের অপ্রাপ্তি ব্যাহত করার কৈশীরণ চিন্তা করতে শুরু করে। এমনি ধরনের এক ঘটনা হাসেব ইবনে কাসীর মসনদে বাবুর, ‘আবু ইয়া’জা ও বগতীর রেওয়ায়েত থেকে উচ্চৃত করেছেন। এসব রেওয়ায়েতে কিছু কিছু পার্শ্বক্য থাকায় ইবনে কাসীর বগতীর রেওয়ায়েতকে সর্বাধিক সামাজিক সুর্পুর্ণ ও বাস্তবের নিকটবর্তী সামাজিকরেখেন। এ সবের পর মুহাম্মদ ষ্ঠানে ইসহাকের কিতাব ‘আসসীরত’ থেকে ঘটনাটি উচ্চৃত করে একে সব রেওয়ায়েতের উপর অপ্রাধিকার দিয়েছেন। তাই এ জনে ঘটনাটি ইবনে ইসহাকের বর্ণনা অনুমানী উচ্চৃত করা হচ্ছে।

ইবনে ইসহাকের বর্ণনামতে যৌবান্তদ ইবনে কাব কুরায়ী বলেন, আমার কাছে রেওয়ায়েত পেইছেছে যে, কোরাইশ সরদার ওতবা ইবনে কুবীরা একদিন একদল কোরাইশসহ মসজিদে হারাবে, উপবিষ্ট হিল। অপরদিনকে রসূলুল্লাহ্ (সা), মসজিদের এক কোণে একাকী বসেছিলেন। ওতবা তাঁর সঙ্গদেরকে বলল, তোমরা বাদি মত দাও, তবে আমি মুহাম্মদের সাথে কথাবার্তা বলি। আমি তাঁর সামনে কিছু লোড-নীর বন্ধ পেশ করব। বাদি সে কবুল করে, তবে আমরা সেসব বন্ধ তাঁকে দিয়ে দেব—বাতে সে আমাদের ধর্মের বিরুদ্ধে প্রচারাভিযান থেকে নিযুক্ত হয়। এটা উভয়কার ঘটনা, যখন হস্তরত হামরা (রা) মুসলমান হয়ে গিয়েছিলেন এবং ইসলামের শক্তি দিন দিন বেড়ে চলছিল। ওতবার সঙ্গীরা সমন্বয়ে বলে উঠল, হে আবুল খেলাল, (ওতবার তাঁর নাম) আপনি আবশ্যই তাঁর সাথে আলাপ করুন।

ওতবা সেখান থেকে উঠে, রসূলুল্লাহ্ (সা)-র কাছে গেল এবং কথাবার্তা শুরু করলঃ প্রিয় হাতুল্লুক। আপনি আনেন, কোরাইশ বংশে আপনার অসাধারণ মর্যাদা ও সম্মান রয়েছে। আপনার বৎস সুন্দর বিজ্ঞুত এবং আমরা সবাই আপনার কাছে সম্মানার্থ। কিন্তু আপনি জাতিকে এক উরুতর সংকটে জড়িত করে দিয়েছেন। আপনার আনীত দাওয়াত জাতিকে বিভক্ত করে দিয়েছে, তাদেরকে বোকা ঠাওরিয়েছে, তাদের উপাস্য দেবতা ও ধর্মের গায়ে কলঙ্ক আরোপ করেছে এবং তাদের পূর্বপুরুষ-দেরকে কাফিল আধ্যাত্মিক করেছে। এখন আপনি আমার কথা শুনুন। আমি কয়েকটি বিষয়ে আপনার সামনে পেশ করছি, বাতে আপনি কোন একটি প্রচন্দ করে নেন। রসূলুল্লাহ্ (সা) বলেন, আবুল খেলাল, বজুন আপনি কি বলতে চান। আমি প্রনয়।

আবুল উমীদ বলল : প্রাতুল্লাহ ! হনি আপনার পরিচালিত আস্মোজনের উদ্দেশ্য ধনসম্পদ অর্জন করুন হয়, তবে আমরা উয়াদা করছি, আপনাকে কোরাইশ পোরের সেরা বিভিন্ন করে দেব। আর হনি শাসনকর্তা অর্জন করা জন্য হয়, তবে আমরা আপনাকে কোরাইশের প্রধান সরদার মেনে নেব এবং আপনার আদেশ ব্যতীত কোন কাজ করব না। আপনি রাজত ঢাইলে আমরা আপনাকে রাজারপেও সৌভাগ্য দেব। পক্ষান্তরে হনি কোন জিন অথবা শয়তান আপনাকে দিয়ে এসে কাজ করার বলে আপনি মনে করেন এবং আপনি সেটাকে বিভাগিত করতে অক্ষম হয়ে থাকেন তবে আমরা আপনার অন্য টিকিংসক ডেকে আনব, সে আপনাকে এই কল্প থেকে উঞ্জার করবে। এর বাবতীর ব্যরতীর আমরাই বহন করব। কেননা, আমরা আমি, মাঝে মাঝে জিন অথবা শয়তান যানুষকে কাবু করে কেনে এবং টিকিংসার ফলে তা সেরে রাখি।

ওতবার এই দীর্ঘ বক্ত্বা শুনে রসুলুল্লাহ (সা) বললেন : আবুল উমীদ ! আপনার বক্তব্য কেবল হয়েছে কি ? সে বলল, হ্�য়। তিনি বললেন, এবার আমার কথা শনুন। সে বলল, অবলাই শনব।

রসুলুল্লাহ (সা) নিজের পক্ষ থেকে কোন জওয়াব দেয়ার পরিবর্তে আরোচা সুরা কুসিজাত তিলাওয়াত করতে শুরু করে দিলেন। বায়বার ও বগতীর রেওয়ায়েতে আছে যে, রসুলুল্লাহ (সা) তিলাওয়াত করতে করতে ইখন **فَإِنْ أَصْرَفُوكُمْ فَنَّلِ** —**أَفَذَرْ تَكُمْ مَا عَقَدَ مِثْلَ مَا صَقَّ فَلِي وَتَمُودَ** — পর্যন্ত পেঁচলেন, তখন ওতবা তাঁর মুখে হাত রেখে দিল এবং বৎস ও আকীলতার কসম দিয়ে বলল, আমার প্রতি ময়া করন, আর পাঠ করবেন না। ইবনে ইসহাকের রেওয়ায়েতে আছে, রসুলুল্লাহ (সা) তিলাওয়াত শুরু করলে ওতবা তৃপ্তাপ শব্দে থাকে এবং হাতের পিঠ শিখে জাগিয়ে গজীর মনোযোগ দিয়ে শুনে। রসুলুল্লাহ (সা) সিজদার আয়াতে পৌছে সিজদা করলেন এবং ওতবাকে বললেন : আবুল উমীদ ! আপনি যা শুনবার শুনলেন। এখন আপনি যা ইচ্ছা করতে পারেন। ওতবা সেখান থেকে উঠে তাঁর লোকজনের দিকে চলল। তাঁর দূর থেকে ওতবাকে দেখে পরস্পর বলতে আগত, আলাহ'র কসম, আবুল উমীদের মুখমণ্ডল বিকৃত দেখা আছে। সে যে মুখ নিয়ে এখান থেকে পিলেছিল, সে মুখ আর নেই। ওতবা মজলিসে পেঁচলে সবাই বলল, বলুন, কি থবর আনলেন। ওতবা বলল, থবর এই :

**أَنِّي سَمِعْتُ قَوْلًا وَاللهُ مَا سَمِعْتُ حَتَّى كَطَ وَاللهُ مَا هُوَ بِالسَّمِرِ وَلَا
بِالشَّعْرِ وَلَا بِالْكَهْنَةِ إِنَّمَا تَقْرِيبُنِي أَطْهَعُونِي وَأَجْعَلُونِي هَالِي خَلْوَةِ
الرَّجُلِ وَلِيَنِ ما هُوَ نَبِيٌّ فَاقْتَزَلَ لَوْلَا كَوْا اللَّهُ لَيْكُونَ فِي لَقْوَلِهِ الَّذِي سَمِعْتُ**

بِنَا هُنَّا نَصْبَةُ الْعَرَبِ فَقَدْ كَفَيْتُمُهُ بِغَيْرِكُمْ وَأَنْ يُظْهُرَ عَلَى الْعَرَبِ فَمُلْكُكُمْ وَمِزَانُكُمْ وَكُنْقُنُمْ أَسْعَدُ النَّاسِ بِهِ -

অর্থাৎ আজ্ঞাহ্র কসম! আমি এমন কালাম শুনেছি, যা জীবনে কখনও পুনিনি। আজ্ঞাহ্র কসম, সেটা আদু নম, কবিতা নয় এবং অতৌলিঙ্গবাসীদের শমাতন থেকে অঙ্গিত কথাও নয়। হে কোরাইশ সম্মান, তোমরা আমার কথা মেনে নাও এবং ব্যাপারটি আমার কাছে সোপন কর। আমার মতে তোমরা তার মুকাবিলা ও তাঁকে নির্বাচন করা থেকে সরে আস এবং তাঁকে তাঁর কাজ করতে দাও। কেবলমা, তাঁর এই কালামের এক বিশেষ পরিধিটি প্রকাশ পাবেই। তোমরা এখন অপেক্ষা কর। অবশিষ্টে আরবদের আচরণ দেখে যাও। যদি তারাই কোরাইশের সহবোগিতা বাতৌত তাঁকে পরাক্রৃত করে কেজে, তবে বিনা প্রমেই তোমাদের উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয়ে যাবে। আর সে যদি সবার উপর প্রবল হয়ে যায়, তবে তার রাজস্ব হবে তোমাদেরই রাজস্ব; তার ইম্বাত হবে তোমাদেরই ইম্বাত। তখন তোমরাই হবে তার সাকলের অংশীদার।

তার সঙ্গীরা তার একথা শনে বলল, আবুল উলৌস, তোমাকে তো মুহাম্মদ কথা দিয়ে আদু করেছে। উভয়া বলল, আমারুণ্ড অভিযোগ তাই। এখন তোমাদের যা যদি চার, তাই কর।

وَقَالُوا قُلُوْبُنَا فِي اِنْتِنَ — এ কেবল কাফিরদের শিখি উকি উচ্চৃত হয়েছে। এক আমাদের অন্তরে গর্দা পড়ে আছে, করে আমরা আপনার কথা বুবাতে পারি না। দুই আমাদের কান বধির, করে আপনার কথা আমাদের কর্ষকুহরে প্রবেশ করে না এবং তিনি আমাদের ও আপনার মাঝখানে অক্ষরাল রাখেছে। কোরআন এসব উকি নিখার ছলে উচ্চৃত করেছে। কলে এসব উকি আস্ত মনে হয়। কিন্তু অনেক কোরআন নিজেই তাদের এরপ অবহা বর্ণনা করেছে। সুরা আন-আমের আয়তে আছে : — **وَجَعَلْنَا عَلَى قُلُوبِهِمْ اِنْتِنَ اَنْ يَعْقِلُوْهُ وَفِي اِذْنِنِمْ وَقَرَا** — এমনি ধরনের আয়াত সুরা বনী-ইসরাইল ও সুরা কাহফেও রয়েছে।

এর জওয়াব এই যে, কাফিরদের এরপ বলার উদ্দেশ্য হিজ একথা বোবানো যে, আমরা অক্ষম ও অপারক, আমাদের অন্তরে আবরণ, কানে হিপি এবং আপনার ও আমাদের মধ্যে অক্ষরাল আছে। এবত্তাবস্থায় আমরা কিন্তু আপনার কথা শনব ও মানব ? কোরআন তাদের অবহা বর্ণনা করে তাদেরকে অক্ষম ও অপারক সাব্যস্ত করেনি, বরং এর সমরহর্য এই যে, তাদের মধ্যে আজ্ঞাহ্র আমাতসমূহ প্রবল করার ও বোবার পূর্ণ হোগেতা হিজ, কিন্তু তারা এখন সেদিকে কর্ণপাত করল না এবং বোবার দ্বিতীয়, করল না, তখন শাস্তিরূপ তাদের উপর অমনোযোগিতা ও ঘূর্ণতা চাপিয়ে

দেওয়া হয়েছে, তাও ইচ্ছা শক্তি ছিনিয়ে নিয়ে নয়, বরং এখনও তারা ইচ্ছা করতে পেরার ও বোঝার যোগ্যতা কিনে আসবে।—(বয়ানুজ কোরআন)

কাফিরদের শাকার ও ঠাণ্টা-বিচ্ছুপের পরগঢ়রসুলত জওয়াব ; কাফিররা তাদের অন্তরের উপর আবরণ ও কানে ছিপি থাকার কথা শাকার করে একথা বোঝায়নি যে, তারা বাস্তবকই বিরোধ ও বধির, বরং এটা ছিল এক প্রকার ঠাণ্টা। কিন্তু রসুলুল্লাহ (সা)-কে এই গাথবিক ঠাণ্টা-বিচ্ছুপের এ জওয়াব শিখা দেওয়া হয়েছে যে, আপনি তাদের মুকাবিলায় কোন কঠোর কথা বলবেন না, বরং বিনয়ের সাথে বলুন, আমি আল্লাহ নই যে, যা ইচ্ছা তাই করতে পারব, বরং আমি তোমাদের যতই একজন মানুষ। পার্থক্য এই যে, আল্লাহ তাঁর প্রেরণ করে আমাকে সৎপথ প্রদর্শন করেছেন এবং তাঁর সমর্থনে বিভিন্ন মুঝিয়া দান করেছেন। এর ফলে তোমাদের উচিত ছিল আমার প্রতি বিশাসী হওয়া। এখন আমি তোমাদেরকে উপদেশ দিচ্ছি তোমরা ইবাদত ও আনুগত্যে একমাত্র আল্লাহর অভিমুখী হয়ে থাও এবং অতীত গোনাহের কল্য তঙ্গো করে নাও।

শেষ বাক্যে সুসংবাদদান ও সতর্ককরণের উভয় দিক তাদের সামনে উপস্থাপন করে বলা হয়েছে, মুশরিকদের জন্য রয়েছে চরয মুর্জোগ এবং মুশিনদের জন্য রয়েছে চিরহারী জওয়াব। মুশরিকদের মুর্জোগের কারণ এই উল্লেখ করা হয়েছে যে,
وَمَنْ تُوْلِيَ الرِّزْكَ فَلَا يُؤْتَ إِلَيْهِ شَارِقَةً—অর্থাৎ তারা শাকাত প্রদান করে না। এতে করেকষি প্রয়োগ দেখা দেয়। শুধু এই যে, এই আশাতত মক্কাম অবতীর্ণ, আর যাকাত করয হওয়ার আদেশ মদীনায় অবতীর্ণ হয়েছে। অতএব করয হওয়ার পূর্বেই কাফিরদেরকে শাকাত প্রদান না করার অভিবাগে অভিষৃত করা কিম্বাপে সজ্ঞত হয়েছে?

ইবানে-কাসীর এর জওয়াবে বলেন যে, আসলে শাকাত শ্রাধ্মিক শুগেই মায়াহুর সাথে করয হয়ে গিয়েছিল। সুরা মুহাম্মদের আয়তে এর উল্লেখ আছে। কিন্তু বিলাবের বিবরণ এবং আদায় করার ব্যবস্থাপনা মদীনায় অবতীর্ণ হয়েছে। কাজেই একথা বলাপ্রিক নয় যে, যকায় শাকাত করয ছিল না।

কাফিররা ইসলামের শাখাগত কর্মসূহ পাশনে আদিষ্ট কি না ; বিলীয় প্রয় এই যে, অনেক ক্রিকাহবিদের মতে কাফিররা ইসলামের শাখাগত কর্মসূহ পাশনে আদিষ্ট নয়; অর্থাৎ নামায, রোষা, হজ ও শাকাতের বিধানাবলী তাদের প্রতি প্রযোজ্য হয় না। তাদের প্রতি আরোপিত আদেশ এই যে, তারা শুধু জৈমান প্রশ্ন করুক। ইমামের পরে করয কর্মসূহের বিধান আসবে। অতএব তাদের উপর প্রথম শাকাতের আদেশ আরোপিত নয়, তখন এটা না করার কারণে তারা শাস্তির পাই হবে কেন?

জওয়াব এই যে, অনেক ক্রিকাহবিদের মতে কাফিররাও শাখাগত কর্মসূহ পাশনে আদিষ্ট। তাদের মতে আয়তে কোন প্রয়োগ দেখা দেয় না। শারা কাফিরদেরকে

આદિલટ બજે ગળા કરેન ના, તારી બજાતે પારેન યે, આજાતે શાકાત ના દેખાર કારણે વિદ્ધા કરા હશ્યનિ; બરં તાદેર શાકાત ના દેખાર ડિડિ હિલ કુફર એવું શાકાત ના દેખાર કુફરને આજાયત હિલ। તાંત્ર તાદેરને શાસાનોર સર્વર્મર્ય એવું યે, તોમરા મુ'યિન હજે શાકાત પ્રદાન કરતે, તોમાદેર દોષ મુ'યિન ના હજોશા। —(વામાનુલ કોરાનાન)

તૃતીય પ્રવ એવી યે, ઈસ્લામી વિધાનાવલીની અધ્યે નાયાય સર્વાંત્રે। એવ ઉલ્લેખ ના કરે વિશેષજ્ઞાબે શાકાતેર ઉલ્લેખ કરાર રહસ્ય કિ? કુરાતુબી પ્રયુષ એવ જગત્થાબે બજેન યે, કોરાઈશ હિલ ધમાટા સંપૂર્ણાંશ। માન-ધર્મજાત ઓ ગરીબેર સાહાય કરા તાદેર વિશેષ શુદ્ધ હિલ। કંત શારી મુસ્લિમાન હજે હેઠે, કોરાઈશના તાદેરને પારિવારિક ઓ સામાજિક સાહાય થેકેણ બાંધિત કરતું। એવ નિદ્ધા કરાર જન્યેહું વિશેષજ્ઞાબે શાકાતેર ઉલ્લેખ કરા હજોછે।

٤٨٣ ٣٨٣ ٣٨٣ ٣٨٣
لَهُمْ أَجْرٌ غَيْرٌ مُّحْسَنٌ—مُّنْفَعٌ

શદેર અર્થ વિચિત્ર। ઉદ્દેશ એવી યે, મુ'યિન

ઓ સંક્રમીદેરને પરકાળે ખૂબી ઓ નિરબચિત્ર પુરસ્કાર દેખોશા હવે। કોન કોન ઉફસીરાયિદ એવ અર્થ એવી કરેછેન યે, મુ'યિન બાણીની અભિજ્ઞ આયા કોન સમજ કોન અસુષ્પત્તા, સંક્રમ કિંબા અન્ય કોન શુદ્ધરબશ્ટ તરફ હજે ગેલેઓ સે આમજને પુરસ્કાર બાંધત હજું ના; બરં જાણાં તા'આના ફેરેસ્તાગથ્યકે આદેશ કરેન, આયાર બાદી સુચ અબસ્થાન અથવા અબસર સમજે યે આમલ નિરાયિત કરત, તાર ઓથર અબસ્થાન સે આમલ ના કરા સ્થિતું તાર આમલનાયાર તા લિધે દાઓ। એ વિશેષબન્ધુર હાંડીસ સહીં બુધારીતે હશરત આબુ મુસ્લિમ આશ'આરી થેકે, શર ઇસ્સુશાર હશરત ઇબને ઓથર ઓ આનાસ (રા) થેકે એવું રાખોને આબદુલ્લાહ ઇબને મસઝોદ (રા) થેકે બનિંત આજે। —(માનદારી)

قُلْ أَيُّنَّكُمْ لَا تَكْفُرُونَ بِالِّذِي خَلَقَ الْأَرْضَ فِي يَوْمَيْنَ وَتَجْعَلُونَ
 لَهُ أَنْدَادًا ذَلِكَ رَبُّ الْعَالَمِينَ ۝ وَجَعَلَ فِيهَا رَوَابِيَّ مِنْ
 فَوْقَهَا وَبَرَكَ فِيهَا وَقَدَّارَ فِيهَا أَقْوَاتَهَا فِي أَرْبَعَةِ أَيَّامٍ،
 سَوَّاً لِلشَّاءِ بِرِيلِينَ ⑤ ثُرَّا سُتُّوَاتِيَّ إِلَيَّ السَّمَاءِ وَهِيَ دُخَانٌ فَقَالَ
 لَهَا وَلِلأَرْضِ ائْتِيَا طَوْعًا أَوْ كَرْهًا، فَالَّتَّى آتَيْنَا طَائِبَيْنَ
 فَقَضَيْنَ سَبْعَ سَمَوَاتٍ فِي يَوْمَيْنَ وَأَوْسَعَ فِي كُلِّ سَمَاءٍ

أَمْرَهَا وَ رَيْئَنَا السَّيَّدُ الدُّنْيَا بِمَصَابِيْرَهُ وَ حَفْظُهُ ذَلِكُ دِلْكُ

تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيِّ

- (٩) বনুন, তোমরা কি সে স্তোকে আঙীকার কর তিনি পৃথিবী সৃষ্টি করেছেন দু'দিনে এবং তোমরা কি তাঁর সমকক্ষ হির কর? তিনি তো সমগ্র বিশ্বের পালনকর্তা।
- (১০) তিনি পৃথিবীর উপরিভাগে অটো পর্বতসমূহ স্থাপন করেছেন, তাতে কলাগ নিহিত রয়েছেন এবং তাঁর দিনের মধ্যে তাতে তাঁর খাদ্যের ব্যবস্থা করেছেন—পূর্ণ হজ জিঙাসুদের জন্য। (১১) অতপর তিনি আকাশের দিকে অনোয়োগ দিতেন যা ছিল ধূমকুজ, অতপর তিনি তাঁকে ও পৃথিবীকে বলেন, তোমরা উভয়ে আস ইচ্ছায় আশীর্বাদ নিনিজান। তাঁরা বলেন, আমরা বেশ্টার আসলাম। (১২) অতপর তিনি আকাশ যাঞ্চৌকে দু'দিনে সপ্ত আকাশ করে দিতেন এবং প্রত্যেক আকাশে তাঁর আদেশ প্রেরণ করলেন। আমি নিকটবর্তী আকাশকে ঝুঁপযাদা দানা সুশোভিত ও সংরক্ষিত করেছি। এটা পরাক্রমশালী সর্বজ্ঞ আলাহুর ব্যবস্থাগুলি।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

আগনি (তাদেরকে) বনুন, তোমরা কি সে আলাহকে আঙীকার করছেন তিনি পৃথিবীকে (সুদূর বিস্তৃতি সঙ্গেও) দু'দিনে (অর্থাৎ দু'দিনের সমপরিমাণ সময়ে) সৃষ্টি করেছেন এবং তোমরা কি তাঁর সমকক্ষ হির কর? তিনিই তো (আলাহ হার কুদরত জানা গেল,) সমগ্র বিশ্বের পালনকর্তা। তিনি পৃথিবীর উপরিভাগে পর্বত-সমূহ সৃষ্টি করেছেন, তাতে (অর্থাৎ পৃথিবীতে) কলাগ নিহিত রয়েছেন (বেমন উডিস, জৌবজুত ইত্যাদি) এবং তাতে (বসবাসকারীদের) খাদ্যের ব্যবস্থা করেছেন। (বেমন দেখা যায়, প্রত্যেক ভূখণ্ডের অধিবাসীদের উপরুক্ত আমাদা আমাদা খাদ্য রয়েছে। অর্থাৎ পৃথিবীতে সর্বপ্রকার খাদ্য ও ফলমূল সৃষ্টি করেছেন—কোথাও এক প্রকার, কোথাও অন্য প্রকার। এর খাদ্য সর্বদা অব্যাহত রয়েছে। এসব কাজ) তাৰ দিনে (হয়েছে) দু'দিনে পৃথিবী এবং দু'দিনে পর্বত ইত্যাদি। এটা (গণনার) পৃথিবী হয়েছে জিঙাসুদের জন্য। (অর্থাৎ তাদের জন্য, সারা জগৎ সৃষ্টির অবস্থা ও দিনের পরিমাণ সম্পর্কে আগন্তুক যারা জিজ্ঞাসা করে। ইহদীরা ও জিজ্ঞাসা করেছিল।) অতপর তিনি (এগুলো সৃষ্টি করে) আকাশের দিকে (অর্থাৎ আকাশ নির্মাণের দিকে) অনোনিবেশ করলেন, যা ছিল ধূমকুজ (অর্থাৎ আকাশের উপকরণ ধূতের আকারে বিদ্যমান ছিল।) অতপর তিনি তাঁকে ও পৃথিবীকে বলেন, তোমরা উভয়ে (অর্থাৎ উভয়কে আমার অনুগত্যে অবশ্যই আসতে হবে, এখন তোমাদের ইচ্ছা,) পুনীতে আস অঞ্চল অধুনীতে। উদ্দেশ্য এই যে, আমার অবধারিত বিধিবিধান তোমাদের মধ্যে প্রয়োগ হবে। তোমরা চাও বা না চাও, তা হবেই হবে। বিষ্ণ

তোমদেরকে শব্দত চেতনা ও অনুভূতির দিক দিয়ে তোমরা আমার বিধানবজীকে আনন্দেও প্রথম করতে পার—সর্বাবস্থায় তা প্রয়োগ হবে। উদাহরণত মানুষের জন্য রোগ-ব্যাধি ও মৃত্যু একটি অবধারিত ব্যাপার। মানুষ একে এড়াতে পারে না। কিন্তু কোন কোন জন্মে ব্যক্তি একে হাসিখুশী করুল করে সবর ও শোকেরের উপকারিতা অর্জন করে এবং কেউ কেউ নারাজ ও অসম্ভট থাকে—তিনে তিনে মৃত্যুবরণ করে। এখন তোমরা দেখ আমার বিধানবজীতে সম্ভট থাকবে, না অসম্ভট? অবধারিত বিধানবজী বলে আকাশ ও পৃথিবীর সেসব পরিবর্তন বোঝানো হয়েছে, যা কিছাইত পর্যন্ত সংযোগিত হওয়ার ছিল। বেয়ন, ধূঢ়কুঠের আকারে বিদ্যমান আকাশের সম্ভ আকাশে পরিগত হওয়া একটি অবধারিত বিধান ছিল।) তারা বলল, আমরা সানন্দে (এ বিধানবজীর জন্য) হাতিন রয়েছি। অতপর তিনি আকাশকে দুদিনে সম্ভ আকাশে পরিগত করলেন। (সম্ভ আকাশকেই ফেরেশতাদের ধারা আবাদ ও পূর্ণ করে দেওয়া হয়েছিল। তাই) প্রত্যেক আকাশে তার উপর্যুক্ত আদেশ (ফেরেশতাদের কাছে) প্রেরণ করলেন। (অর্থাৎ ফেরেশতাকে তার কাজ বলে দিলেন।) আমি নিকটবর্তী আকাশকে তারকারাজি ধারা সুশোভিত করেছি এবং (শরতানকে আকাশের সংবাদ দূরি করা থেকে নিরুত্ত করার জন্য) তাকে সংরক্ষিত করেছি। এটা পরাক্রম-শালী, সর্বত আজ্ঞাহীন ব্যবহাগনা।

আনুবাদিক ভাষ্টব্য বিবর

আমোচ আজ্ঞাতসমূহে মুশ্যিকদেরকে তাদের শিরক ও কুকুরের কারপে এক সাবজীল ভঙিতে হুশিয়ার করা উদ্দেশ্য। এতে আজ্ঞাহ তা'আলার সৃষ্টিশুণ তথা বিরাটকার আকাশ ও পৃথিবীকে অসংখ্য রহস্যের উপর ভিত্তিল করে সৃষ্টি করার বিশদ বিবরণ দিয়ে তাদেরকে এই বলে শাসানো হয়েছে যে, তোমরা এমন নির্বাচ কো, এমন যহান ভল্টা ও সর্বশক্তিযানের সাথেও অপরকে শরীক সাব্যস্ত কর? এমনি ধরনের হুশিয়ারি ও বিবরণ সুন্না বাকারার তৃতীয় ঝক্তে এভাবে উল্লিখিত হয়েছে:

كَيْفَ تَكُنُونَ بِاللَّهِ وَكُنْتُمْ أَمْوَالًا فَاحْبَهَا كُمْ ثُمَّ يَوْمَ تُنْكِنُمْ ثُمَّ يَوْمَ تُنْكِنُمْ
ثُمَّ إِلَهٌ تُرْجَعُونَ هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا ثُمَّ أَسْتَوِي
إِلَى السَّمَاءِ فَسُوا هُنْ سَبْعُ سَمَاوَاتٍ وَهُوَ بِكُلِّ شَهْوَةٍ مَلِيمٌ

সুন্না বাকারার এসব আজ্ঞাতে সৃষ্টির দিন নিমিষট কলা হয়নি এবং বিবরণও দেখা হয়নি। আমোচ আজ্ঞাতসমূহে এগুজোও উল্লেখ করা হয়েছে।

ଆକାଶ ଓ ପୁରୁଷୀ କୋନ୍‌ଡିଟିଲ ପରେ କୋନ୍‌ଡିଟିଲ ଏବଂ କୋନ୍‌କୋନ୍ ଦିମେ ସୁରିତ ହରେବେ ;
ବୟାନୁଳ କୋରଜାମେ ହୃଦୟରେ ଯାଗାନା ଆଶରାକ୍ ଆଜୀବୀ ଥାନଙ୍ଗୀ (ର) ମରେ, ଆକାଶ ଓ
ପୁରୁଷୀ ସଂକଟର ବିଷୟ ଏମନିତେ କୋରଜାନ ପାଇଁ ସଂକେପେ ଓ ବିଭାଗିତଙ୍କାରେ ବହୁ ଆମାମ୍ବାମ୍
ବିବୃତ ହରେବେ, କିନ୍ତୁ କୋନ୍‌ଡିଟିଲ ପରେ କୋନ୍‌ଡିଟିଲ ସୁରିତ ହରେବେ, ଏବଂ ଉତ୍ତରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ମାତ୍ର ଡିଲ
ଆଗ୍ରାହେ କରା ହରେବେ—ଏକ ହା-ମୌଖ ସିଜଦାର ଆମୋଚ ଆମ୍ବାତ, ଦୁଇ ଦୁଇ ବାକାରାର
ଉତ୍ତରିଧିତ ଆମ୍ବାତ ଏବଂ ଡିଲ ସର୍ବା ନାମିଆଗେର ନିତ୍ରନାକ୍ ଆମ୍ବାତ :

وَالْجِبَالَ أَرْسَهَا - وَأَخْرَجَ مِنْهَا مَا هُنَّا
وَأَلْرَفَ بَعْدَ ذَلِكَ دَحْمَهَا أَخْرَجَ سَمَكَهَا فَسَوَّهَا
بَذَاهَرَهَا رَفَعَ سَمَكَهَا فَسَوَّهَا وَأَفْطَشَ لَيْلَهَا

ବାହ୍ୟ ଦୁଇତିନ୍ତଙ୍କ ଏଥିର ବିଷୟବନ୍ଧୁର ମଧ୍ୟ କିନ୍ତୁ ବିରୋଧି ଦେଖା ଯାଇ । କେବଳା, ସୁରା ବାକାରୀ ଓ ସୁରା ହା-ମୀମ ସିଜଦାର ଆୟାତ ଥେକେ ଜାନା ଯାଇ ଯେ, ଆକାଶେର ପୂର୍ବେ ପୃଥିବୀ ସୁଜିତ ହେଲେ ଏବଂ ସୁରା ନାବି-ଆଡ଼େର ଆୟାତ ଥେକେ ଏହି ବିପରୀତେ ଜାନା ଯାଇ ଯେ, ଆକାଶ ସୁଜିତ ହଓଇର ପରେ ପୃଥିବୀ ସୁଜିତ ହେଲେ । ସବତ୍ତମେ ଆୟାତ ନିଷେ ଚିନ୍ତା-ଜ୍ଞାନମ୍ବ କରିଲେ ଆମାର ମନେ ହସ୍ତ ଯେ, ପ୍ରଥମେ ପୃଥିବୀର ଉପକରଣ ସୁଜିତ ହେଲେ । ଏମତୀବସ୍ତାରେଇ ଶୁଭ-ବୁଝେଇ ଆକାରେ ଆକାଶେର ଉପକରଣ ମିମିତ ହେଲେ । ଏଥପର ପୃଥିବୀକେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆକାରେ ବିଶ୍ଵିତ କରା ହେଲେ ଏବଂ ଏତେ ପରିଭରାନା, ବୁଝ ଇତ୍ୟାଦି ସୁଚିତ କରା ହେଲେ । ଏଥପର ଆକାଶେର ତୁରଗ ଶୁଭ-ବୁଝେଇ ଉପକରଣକେ ସମ୍ପତ୍ତ ଆକାଶେ ପରିଣତ କରା ହେଲେ । ଆପା କାହିଁ ସବତ୍ତମେ ଆୟାତଇ ଏହି ବନ୍ଦବ୍ୟେର ସାଥେ ସାଂଘରସାପୂର୍ଣ୍ଣ ହବେ । ବାକି ପ୍ରକଟ ଜୀବଜୀ ଜାଲାଇ ତା'ଆଲାଇ ଜାନେନ ।—(ବନ୍ଦବ୍ୟ କୋରଙ୍ଗାନ—ସୁରା ବାକାରୀ)

সহীত দুর্বারীতে এ আমাতের অধীনে হস্তরত ইবনে আব্দাস থেকে কতিপয় প্রথ ও উত্তর বিশিষ্ট হয়েছে। তাতে হস্তরত ইবনে আব্দাস এ আমাতের যে ব্যাখ্যা করেছেন, তাই মাওলানা ফানতী (র) উপরে বর্ণনা করেছেন। ইবনে কাসীরে উক্ত এর জায়া নিম্নরূপ :

فشوافلن في يومين آخرين ثم دهى الأراضي ودحيها أن أخرج منها الماء والمرصى وخلق الجبال والرمال الجمامد والأماكن ما بينهما في يومين آخرين - فذلك قول الله تعالى بحاجة

ইবনে কাসীর ইবনে জরীরের বাস্ত দিনে হয়েরত ইবনে আবুস (রা) থেকে এ রেওয়ায়েতও উচ্ছৃত করেছেন :

মদীনার ইহুদীরা রসূলুল্লাহ (সা)-র মিকট উপরিত হয়ে আকাশ ও পৃথিবীর সৃষ্টি সম্পর্কে প্রশ্ন করলে তিনি বললেন, আজ্ঞাহ তৌ'আজ্ঞা পৃথিবীকে রোবার ও সোঁথার, পর্বতমালা ও অনিজ প্রবাদি যজলবার, উত্তিদ, বরবা, অন্যান্য বৃক্ষনিচর ও জনশূন্য প্রাক্তর বুধবার দিন সৃষ্টি করেন। এতে র্মাট চারদিন সময় লাগে। আজোচ্য **سوا ملسا تلبين** পর্বত জারাতে তাই বলা হয়েছে। অতপর বললেন, এবং

বৃহস্পতিবার আকাশ সৃষ্টি করেন। আর তুরুবার তারকারাজি, সূর্য, চন্দ্র ও ফেরেশতা সৃজিত হয়। তুরুবার দিনের ডিন প্রহর বাকি থাকতে এসব কাজ সমাপ্ত হয়। এই প্রহররাতের দিতীয় প্রহরে সভাবা বিপদাপদ সৃষ্টি করা হয় এবং তৃতীয় প্রহরে আদম (আ)-কে সৃষ্টি করা হয়। তাঁকে জারাতে ছান দেওয়া হয় এবং ইবলীসকে আদেশ করা ইয়ে আদমের উদ্দেশে সিজদা করতে। ইবলীস অঙ্গীকার করলে তাকে জারাত থেকে বহিকার করা হয়। এসব কাজ তৃতীয় প্রহরের শেষে পর্বত সমাপ্ত জাত করে।—(ইবনে কাসীর)

ইবনে কাসীরের মতে হাদীসটি **غريب** (অর্থাৎ তুরনামুলকভাবে সুর্খ সূর পরিচয়ের বলিত।)

সহীহ মুসলিমে বলিত হয়েরত আবু হুরায়ের বাচনিক এক রেওয়ায়েতে অথব সৃষ্টিতে শুভ শনিবার থেকে ব্যাপ্ত হয়েছে। এই হিসাব মতে আকাশ ও পৃথিবীর সৃষ্টি সাত দিনে হয়েছে বলে জানা যায়। কিন্তু কেবুলানের জারাত থেকে পরিকারভাবে জানা যায় যে, এই সৃষ্টি কাজ হয় দিনে হয়েছে। এক জারাতে আছে:

وَلَقَدْ خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا يَنْهَا فِي سَمَاءِ أَيَّامٍ وَمَا مَنَّا

مِنْ لَفْوَبِ—অর্থাৎ আমি আকাশ, পৃথিবী ও এতদুভয়ের মধ্যবর্তী স্বরক্ষিত হয় দিনে সৃষ্টি করেছি এবং আমাকে কোন ঝাপ্তি স্বর্গ করেনি। এ কানেক হাদীসবিদগ্ধস্থ উপরোক্ত রেওয়ায়েতিকে অপ্রাপ্য বলে সাব্যস্ত করেছেন। কেউ কেউ রেওয়ায়েতিকে কাবীর আহবানের উত্তি বলেও অভিহিত করেছেন।—(ইবনে কাসীর)

ইবনে আবুসের বাচনিক প্রথমোক্ত রেওয়ায়েতও ইবনে কাসীরের মতে অপ্রাপ্য। এর এক কারণ এই যে, এত আদম (আ)-এর সৃষ্টি আকাশ সৃষ্টির সাথে তুরুবারের শেষ প্রহরে এবং একই প্রহরেই সিজদাৱ আদেশ ও ইবলীসকে জারাত থেকে বহিকারের বিষয় উল্লিখিত হয়েছে।

অগ্রত কোরআনের একাধিক আমাতের পূর্বাপর বর্ণনা থেকে সুস্পষ্টরূপে জানা যায় যে, আদম সৃষ্টির ঘটনা আকাশ ও পৃথিবী সৃষ্টির অনেক পরে হয়েছে। তখন পৃথিবীতে প্রয়োজনীয় প্রয়াসামূলী পূর্ণমাত্রায় বিদ্যমান ছিল এবং জিন ও শ্রতানুরা সেখানে বসবাসকৃত ছিল। সে সময়েই বলা হয়েছিল —
أَنِّي جَاءُوكُمْ فِي الْأَرْضِ كُلِّيْفَةً —
—(মাঝহারী)

সারকথা এই যে, আকাশ ও পৃথিবী সৃষ্টির দিনকাল ও ক্ষম সম্পর্কিত বর্ণনা-সমূহের মধ্য থেকে কোরআনের ম্যায় আকাশ ও নিশ্চিত বলা যায় না। বরং এগুলো ইসরাইলী রেওয়ায়েত হওয়ার সম্ভাবনাই প্রবল। ইবনে কালীর মুলভিয়ে ও নাসাইর বর্ণনা সম্পর্কেও তাই বলেছেন। তাই কোরআনের আমাতেকেই মূল ভিত্তি সাব্যস্ত করে উদ্দেশ্য নির্দিষ্ট করা উচিত। আমাতসমূহকে একত্র করার ফলে নিশ্চিতরূপে জানা যায় যে, আকাশ, পৃথিবী ও এতদ্বয়ের মধ্যবর্তী সর্ববিকৃষ্ট হীন হল দিনে ইঙ্গিত হয়েছে। সুরা হা-মীয় সিজদার আমাত থেকে বিতীয়ত জানা যায় যে, পৃথিবী, পর্বতযালা, বৃক্ষরাজি ইত্যাদি সৃষ্টিতে পূর্ণ চারদিন লেগেছে। তৃতীয়ত জানা যায় যে, আকাশমণ্ডলী সুজনে দু'দিন ব্যাপিত হয়েছে। এতে দুর্বল দুর্লিখের বর্ণনা নাই, বরং পুরোপুরি দু'দিন মা আগামও কিন্তু ইঙ্গিত পাখিয়া যাই। সর্বশেষ দিন উল্লব্বারের ক্ষেত্রে অশে বেঠে গিয়েছিল। এসব আমাতের বাহ্যিক অর্থ এই বোকা যায় যে, ইয়ে দিনের মধ্য থেকে প্রথম চার দিন পৃথিবী সুজনে এবং অবশিষ্ট দু'দিন আকাশ সুজনে ব্যাপিত হয়েছে এবং পৃথিবী আকাশের পূর্বে সৃজিত হয়েছে। কিন্তু সুরা নামিয়াতের আমাতে পরিকার বলা হয়েছে যে, আকাশ সৃষ্টির পরে পৃথিবীকে বিজৃত ও অশূর্ণ করা হয়েছে। তাই ইয়ানুল কোরআনের বক্তব্য অব্যাক্ত নয় যে, পৃথিবী সৃষ্টির কাজ দু'ক্ষণে বিজৃত। প্রথম দু'দিন পৃথিবী ও তার উপরিভাগের পর্বতযালা ইত্যাদিয়ে উপকরণ সৃষ্টি করা হয়েছে। এরপর দু'দিনে সম্পূর্ণ আকাশ সৃজিত হয়েছে। এরপর দু'দিনে পৃথিবীর বিজৃতি ও তৎমধ্যবর্তী পর্বতযালা, বৃক্ষরাজি, নদনদী, ঘৰন্ত ইত্যাদিয়ে সৃষ্টি সম্পন্ন করা হয়েছে। এতাবে পৃথিবী সৃষ্টির চার দিন উপর্যুক্ত রাইত না। সুরা হা-মীয় সিজদার আমাতে প্রথমে **خَلَقَ الْأَرْضَ فِي**
ثَالِثَةِ تَوْتِيْفِيْ দু'দিনে পৃথিবী সৃষ্টির কথা বলে সুশ্রিতকরণকে দু'শিরায় করা হয়েছে।
وَجَعَلَ فِيهَا رَوَاسِيَّ مِنْ فَوْقَهَا

এতে অঙ্গসৌরবিদ্যপথ
 ও বার্ক দিয়ে ও দণ্ডনিয়ে ও তুর্নিয়ে ও রূপায় আঠ দিনে প্রথমোক্ত দু'দিনসমূহ, পৃথিবী চার দিন নয়। নতুনা সর্বশেষ
 আঠ দিন হয়ে যাবে, যা কোরআনের বর্ণনার বিপরীত।

এখন ঠিক করলে জন্ম আৰ যে, **خَلَقَ الْأَرْضَ فِي سِتِّينَ شَهْرًا** বলাৰ লৱ
যদি পৰ্বতমা঳া ইত্যাদিৰ সৃষ্টিও দুদিনে বলা হত, তবে মোট চারদিন আগন্তা আপনিই
আনা হত, কিন্তু কোৱাজান পাক পুথিবী সৃষ্টিৰ অবস্থিতাখণ্ডে উৱেষ কৰে বলেছে,
এ হল মোট চার দিন। এতে বাধাত ইতিজিৎ পাওয়া আৰ যে, এই চারদিন উপর্যুক্তি
হিল না, বৰং দুভাগে বিভক্ত হিল—দুদিন আকাশ সৃষ্টিৰ পূৰ্বে এবং দুদিন তাৰ
পৰে। আৱাতেৰ **خَلَقَ فِي رَوْسَىٰ مِنْ فُوقَهَا** বাবেৰ আকাশ সৃষ্টিৰ পৰবর্তী
অবস্থা বলিত হৈবে।

وَجَعَلَ فِيهَا رَوَاسِيَ مِنْ فُوقَهَا—তাৰসাম্য ঠিক রাখাৰ জন্ম পুথিবীতে
পৰ্বতমা঳া সৃজিত হৈবে। কোৱাজানেৰ একাধিক আৱাতে তাই রঞ্জিত হৈবে। এৱ
জন্ম পৰ্বতমা঳াকে পুথিবীৰ উপরিভাগে সৃষ্টি কৰে স্থাপন কৰা জন্মৰী হিল না;
বৰং তৃপ্তি ও স্থাপন কৰা হৈত। কিন্তু পৰ্বতমা঳াকে কৃষ্ণতেৰ উপরে স্থাপন কৰা
এবং যানুষ ও জীৱজনুৱ মাসকেৱ বাইৱে উচ্চ কৰাৰ অধো পুথিবীৰামীৰ জন্ম হাজারো
বৰং জন্মৰী উপকাৰিতা হিল। তাই আৱাতে **مِنْ فُوقَهَا** হৈলে এই নিয়ামতেৰ
মিকে ইলিত কৰা হৈবে।

أقوات—وَقَدْ رَفِيعَ أَقْوَاتَهَا فِي أَرْبَعَةِ آيَاتِ سَوَادِ لَسْتَكَفِينَ
—ৰ বহুচন। অৰ্থ রিধিক, কুলি, ধাদা। যানুবৰ অৱোজনীৰ অন্য সূতৰণ
অবস্থামৌলি এৰ অতুৰ্বৰ্ত। —(মাদুৰ মচীৱ)

ইহুৱত হাসান ও সুদী এ আৱাতেৰ তরঙ্গীৰে বলেন, আজাহ তাৰমা঳া পুথিবীৰ
প্রতি অংশে তাৰ অধিবাসীদেৱ উপস্থোপী রিধিক ও কুলি নিয়িষ্ট কৰে দিয়েছেন।
নিয়িষ্ট কৰাৰ অৰ্থ এই যে, অতোক তৃপ্তিতে নিৰ্দিষ্ট বৃত্তসমূহ নিয়িষ্ট পৱিমাণে উৎপন্ন
হওয়াৰ নিৰ্দেশ কৰিব কৰেছেন। এই অংশে অতোক তৃপ্তিৰ কিছু কিছু বৈশিষ্ট্য হৈয়ে
গৈছে। অতোক তৃপ্তিতে তাৰ অধিবাসীদেৱ যেজোজ ও কুচি মোতাবিক বিভিন্ন প্ৰকাৰ
অনিষ্ট প্ৰয়োজন বিভিন্ন প্ৰকাৰ উভিদ, বৃক্ষ ও জন্ম-জনোৱাৰ সৃষ্টি কৰে দেওয়া হৈবে।

এতে অতোক তৃপ্তিতে পিঙাজাত প্ৰয়োজন ও গোপন-পৱিমাণপে হৈবে।
কোন তৃপ্তিতে গম, কোন তৃপ্তিতে চাউল ও অন্যান্য ধাদাপদ্ম রয়েছে। কোথাও তুলা
কোথাও পাট, কোথাও সেৰ, আচুল এবং কেৱাও জায় এবং কজা উৎপন্ন হাতে দেখা
যাব। ইকৰিয়া ও যাইছাকেৱ উভি অনুবাদী এতে এ উপকাৰণও আছে যে, বিৱেৰ সব

দেশের অধীনে পারম্পরিক বাণিজ্য ও সহযোগিতার পথ উত্থৃত হয়েছে। কোন কৃতিত্বই অন্য কৃতিত্বের প্রতি অনুমতিপেক্ষ নয়। পারম্পরিক বার্চের উপরই পারম্পরিক সহযোগিতার যজবৃত্ত প্রাচীর নির্ভিত হতে পারে। ইকৰিয়া বলেন, কোন কৃতিত্ব কৃতিত্বের ন্যায় ওজন করেও বিক্রয় করা হয়।

আজাহ্ তা'আজা পুরিবীকে বেন তার অধিবাসীদের খাদ্য, বাসভান, পোশাক ইত্যাদি প্রয়োজনের একটি মহাভদ্রায়ে পরিষিত করে দিয়েছেন। এতে কিম্বা এই পর্যবেক্ষণের আগমনকারী ও বসবাসকারী কোটি কোটি খানুম ও অসংখ্য জীবজনকে প্রয়োজনীয় সব প্রয়োজনীয় রেখে দিয়েছেন। পুরিবীর গর্ভে এভাজো বৃক্ষ পাবে এবং প্রয়োজন অনুযায়ী কিম্বামত পর্যবেক্ষণে নির্ভিত হতে থাকবে। মানুষের কাজ এই যে, সে এভাজো ভূগর্ভ থেকে বের করে প্রয়োজন অনুযায়ী ব্যবহার করবে।

سَوْمَه لِسَا—**لِكْلِيْن** বাকাটি অধিকাংশ তক্ষসীরবিদের মতে **أَبُو مُعْمَدْ**—এর সাথে সম্মত।

অর্থ এই যে, এসব যত্নেন সৃষ্টি তিক চারদিনে সহাপ্ত হয়েছে। সাধারণের পরিভাষায় হাকে চার বলে দেওয়া হয়, তা কোন সময় চার থেকে কম ও কোন সময় চার থেকে কিছু বেশি হয়ে থাকে। কিন্তু তক্ষাংশ বাদ দিয়ে তাকে চারই বলে দেওয়া হয়।

আমাতে **سَوْمَه** শব্দ ব্যোগ করে এই সত্ত্ববন্ধনকৃত হয়ে বলা হয়েছে যে, এ বাক পূর্ব চার দিনেই হয়েছে। **لِسَا** **لِكْلِيْন**—এর অর্থ এই যে, যারা আকাশ ও পুরিবীর সৃষ্টি সম্পর্কে আগন্তুকে জিজেস করে, তাদের জন্য এই পথযো। ইখনে জরীয়া ও দূরের অবস্থার বর্ণিত আছে যে, ইছুদীরা এই জিজোসা করেছিল। তাদেরকে বলে দেওয়া হয়েছে যে, এসব সৃষ্টি তিক চারদিনে হয়েছে।—(*ইখনে কামীর, কুরতুবী, কাহজ-মাঝানী*)

فَلَرِنْهَا أَقْرَأْتَهَا لِسَا **لِكْلِيْن**—**ইখনে যারেদ প্রযুক্ত কোন কোন তক্ষসীরবিদ**

—এর সাথে সম্পর্কযুক্ত করেছেন। তাৰা **لِكْلِيْন**—এর অর্থ নিয়েছেন প্রত্যাশী ও অভাবী। এমতাবস্থায় আমাতের অর্থ এই যে, পুরিবীতে বিডিয় প্রকার খাদ্য ও প্রয়োজনীয় প্রয়োজনীয় তাদের উপকৰণার্থ সৃষ্টি করা হয়েছে, যারা একেবারে জ্ঞানী ও অভাবী। প্রত্যাশী ও অভাবী ব্যক্তি অভ্যাসগতভাবে অপরের কাছে সত্ত্ববন্ধের হাত ফোঁড়া। তাই তাকে **لِكْلِيْন** বলে ব্যক্তি করা হয়েছে।—(*বাহরে মুহীত*)

—**ইখনে কামীর এ তক্ষসীর উত্থৃত করে বলেন,** এটা, বেঁজাইনে—**এ আমাতের অনুরূপ**—**وَالْكِمْ مِنْ كُلِّ مَا سَا** **لِتَمْوَة**—অর্থাৎ ভূমরা বা চেরেছ, তা কুলবৈ

আজ্ঞাহু তা'আলা তোমাদেরকে দিয়েছেন। এখানেও চাওয়ার অর্থ অভাবী হওয়া। চাওয়াই শর্ত নয়। কেবল, আজ্ঞাহু তা'আলা এসব বল্ট শব্দেরকেও দিয়েছেন, যা তা'আলা কর্তৃত।

—فَقَالَ لَهَا وَلِلْأَرْضِ ائْتِنَا طَوْحًا وَكَرْهًا قَاتَلَتَا أَتَهُنَا طَاغِيْنَ—কোন

কোন তফসীরবিদের মতে আকাশ ও পৃথিবীকে এই অবস্থ দেওয়া এবং প্রভৃতির তাদের আনুগত্য প্রকাশ করা আকরিক অর্থে নয়, বরং রাগক অর্থে বোবানো হয়েছে যে, আকাশ ও পৃথিবীকে আজ্ঞাহু তা'আলার প্রত্যেক অবদেশ পালনের জন্য প্রস্তুত দেখা গেছে। কিন্তু ইবনে আতিয়া ও অব্যানা অনুসঙ্গানী তফসীরবিদ বলেন যে, এখানে কোন রাগক অর্থ নাই, বরং আকরিক অর্থেই বলা হয়েছে। আজ্ঞাহু তা'আলা আকাশ ও পৃথিবীর মধ্যে সম্মুখন বোবার চেতনা ও অনুভূতিও সৃষ্টি করে দিয়েছিলেন এবং জওয়াব দেওয়ার জন্য তাদেরকে বাকশাঙ্গিও দান করা হয়েছিল। তফসীরে বাহরে যুক্তি এ তফসীরকেই উত্তম বলা হয়েছে।

ইবনে কাসীর এ তফসীর উচ্ছৃত করে কারও কারও এ উজ্জিল বর্ণনা করেছেন যে, পৃথিবীর পক্ষ থেকে এই জওয়াব সেই খৃষ্ণ দিয়েছিল, যার ফ্রেগ্র বায়তুল্লাহ মিহিত হয়েছে এবং আকাশের সেই অংশ জওয়াব দিয়েছিল, যা বায়তুল্লাহর বরাবরে অবস্থিত এবং আকে 'বায়তুল মাসুর' বলা হয়।

يَقَنْ أَعْرَضُوا فَقُلْ أَنْذِرْنِكُمْ صِعْقَةً مِثْلَ صِعْقَةِ عَلَدٍ
وَشَمُودٍ لَذِجَاءَ نَبْعَثُ لِرَسُولٍ مِنْ بَيْنِ أَنْفُسِهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ
إِلَّا تَعْبُدُونَا إِلَّا اللَّهُ قَالُوا لَوْ شَاءَ رَبُّنَا لَا كَنزَ مَلِكَكَهُ فَإِنَّا
بِمَا أُرْسِلْتُمْ بِهِ كُفَّارُونَ قَاتَلَنَا عَادٌ فَاسْتَكْبَرُفَا فِي الْأَرْضِ
بِغَيْرِ الْحِقْقَةِ وَقَالُوا مَنْ أَشَدُ مِنْنَا قُوَّةً أَوْ لَهُ يَرَوْا أَنَّ اللَّهَ الَّذِي
خَلَقَهُمْ هُوَ أَشَدُ مِنْهُمْ قُوَّةً وَكَانُوا يَأْتِنَا يَعْجَلُونَ
فَارْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا صَرِصَارًا فِي أَيَّامِ حِسَابٍ لِتُذَاقُهُمْ مَا
الْغَزْرَى فِي الْعِيْوَةِ الدُّنْيَا وَلَعْدَابُ الْآخِرَةِ أَخْرَجْنَاهُمْ وَهُمْ

لَا يُنْصَرُونَ ۝ وَأَتَانَا شَوُدْ فَهَدَيْنَاهُمْ فَإِذَا سَتَّعُوا عَلَى الْهُدَى
 كَفَأْخَذُوهُمْ صُوقَةً الْعَذَابُ الْهُونُ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ ۝ وَ
 تَجْعَلُنَا الَّذِينَ أَمْتَوْا وَكَانُوا يَتَّقُونَ ۝ وَيَوْمَ يُحَشَّرُ أَعْدَادُ
 الَّتِي لَمْ يَأْتِ إِلَيْنَا إِنَّمَا جَاءُهُمْ بِمَا شَهَدُوا
 عَلَيْهِمْ سَمْعُهُمْ وَأَبْصَارُهُمْ وَجُلُودُهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ۝ وَقَالُوا
 لِرَجُلٍ وَدِهِمْ لِمَ شَهَدْتُمْ عَلَيْنَا ۝ قَالُوا أَنْطَقَنَا اللَّهُ الَّذِي أَنْطَقَ كُلَّ
 شَيْءٍ ۝ وَهُوَ خَلَقُكُمْ أَوْلَ مَرْتَقٍ وَالَّذِي تُرْجَعُونَ ۝ وَمَا كُنْتُمْ
 تَسْتَرُونَ أَنْ يَشَهَدَ عَلَيْكُمْ سَمْعُكُمْ وَلَا أَبْصَارُكُمْ وَلَا جُلُودُكُمْ
 وَلَكِنَّ اللَّهَ أَعْلَمُ بِمَا فِي الْأَرْضِ ۝ فَلَمَنْ يَرَوْنَ ۝ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَرَى
 أَنَّكُمْ ظَنَنتُمْ بِرَبِّكُمْ أَرْذَلُكُمْ فَأَضْبَحْنَاهُمْ مِنَ الْخَسِيرِينَ ۝ فَإِنَّ
 يَسْتَعْرُضاً فَالشَّكُورُ مُنْثَرٌ لَهُمْ ۝ وَإِنْ يَسْتَعْتَبُوا فَمَا هُنْ بِهِ
 أَمْعَنِينَ ۝ وَقَبَضْنَا أَهُمْ قُرَنَاءَ فَرَيَيْنَا أَهُمْ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ
 وَمَا خَلْفَهُمْ وَحْقٌ عَلَيْهِمُ الْقَوْلُ ۝ فِي أَمْمٍ قَدْ خَلَقْنَا مِنْ قَبْلِهِمْ
 مِنَ الْجِنِّ وَالْأَنْسِ ۝ إِنَّهُمْ كَانُوا حُسْرِينَ ۝

(١٤) অতপর যদি তারা মুখ কিন্নিয়ে নেয়, তবে বলুন, আমি তোমাদেরকে
 সতর্ক করালাম। এক কঠোর আহাব সম্পর্কে আদ ও সামাদের আবাবের অত (১৫)
 অবশ্য তাদের কাছে রাসুলগণ এসেছিলেন সভ্যুষ দিক থেকে এবং পেছন দিক থেকে এ
 কথা বলতে যে, তোমরা আজাহ বাতীত করাও পূজা করো না। তারা বলেছিল, আমাদের
 পালনকর্তা ইচ্ছা করেছে আবশাই কেরেবতা জ্ঞেরণ করাতেন, অতএব আমরা তোমাদের
 আবীভ বিষয়ে আবান্দ করালাম। (১৫) শারা হিজ জাদ, তারা পুরুষীতে অবস্থা

অহংকার করল এবং বলল, আমাদের অপেক্ষা জাধিক পতিখর কে? তারা কি জন্য করেনি যে, যে আজাহ তাদেরকে সৃষ্টি করেছেন, তিনি তাদের অপেক্ষা জাধিক পতিখর? বলত তারা আমার ক্ষিমৰ্ণবাবলী অবীকার করত। (১৬) অতপর আমি তাদেরকে পার্থিব জীবনে লালভনার আবাব আদান করানোর জন্য তাদের উপর ফেরণ করলুম অবশ্যিক যে, তারা সাহায্যপ্রাপ্ত হবে না। (১৭) আর আরা সামুদ, আমি তাদেরকে পথপ্রদর্শন করেছিলুম, অতপর তারা সৎপথের পরিপর্বতে আর আরাই পছন্দ করলু। অতপর তাদের হৃতকর্মের কারণে তাদেরকে অবয়ননাকর আবাবের বিপদ গ্রে পৃষ্ঠ করলু। (১৮) আরা বিশ্বাস দ্বাগন করেছিল ও সাথধানে চোত, আমি তাদেরকে উজার করলাম। (১৯) যে দিন আজাহৰ শত্রুদেরকে একত্র করা হবে। (২০) তারা বখন আহারামের বৰীছে পেইছে, তখন তাদের কাম, চক্র ও চৰক তাদের কর্ম-সম্পর্কে সাজ্জ দেবে। (২১) তারা তাদের চৰককে বলবে, তোমরায় আমাদের বিপক্ষে আজ্জ দিনে কেন? তারা বলবে, যে আজাহ সবকিছুকে বাকশতি দিয়েছেন, তিনি আমাদেরকেও বাকশতি দিয়েছেন। তিনিই তোমাদেরকে প্রথমবার সৃষ্টি করেছেন এবং তোমরায় তাঁরই দ্বিকে প্রত্যক্ষত হবে। (২২) তোমাদের কান, তোমাদের চক্র এবং তোমাদের চৰক তোমাদের বিপক্ষে সাজ্জ দেবে না—এ ধীরগাহ বশবতী হয়ে তোমরা আদের কাছে কিছু খেগন করতে না। তবে তোমাদের ধারণা হিল যে, তোমরা যা কর তার অনেক কিছুই আজাহ জানেন না। (২৩) তোমাদের পালবক্ষটা সরকে, তোমাদের এ ধীরগাহ তোমাদের ধৰণে হয়েছে। কলা তোমর ক্ষতিগ্রসের অবস্থুত হয়ে গেছ। (২৪) অতপর যদি তারা সবর করে, তবুও আহারামই তাদের আবাসন্তু। আর যদি তার উধরখাহী বদর, উহু তাদের উধর কল্পন করা হবে না। (২৫) আমি তাদের পেছনে সঙ্গী লাপিয়ে দিয়েছিলাম, অতপর সঙ্গীরা তাদের অস্তপাতচর আসল তাদের সৃষ্টিতে স্বেচ্ছনীয় করে দিয়েছিল। তাদের ব্যক্তিনামও প্রতির আদেশ বাস্তবায়িত হল, যা বাস্তবায়িত হয়েছিল তাদের পূর্ববতী জিন ও সান্তুর আগামো বিশ্বে তারা জড়িত।

তক্ষসীরের সামুদ-বাংকেপ

অতপর (তওহাদের প্রয়াণাদি উনেও) যদি তারা মুখ ক্ষিয়ে বের, তবে আপনি বসুন, আমি তোমাদেরকে এমন এক বিপদ সম্পর্কে সন্তুর করি, যেমন আস ও সমুদের উপর (দ্বিরক ও কুফরের কারণে) বিপদ গ্রেছিল। ('বিপদ' বলে ধৰণ করা বোঝানো হয়েছে। যেমন, কোরায়েশ সরদাররা বদর থুকে ধৰণ ও বচ্ছী হয়েছিল। আদ ও সামুদের এ বিপদ তখন ঘটেছিল,) মধ্যে তাদের কাছে তাদের সম্মুখ দিক থেকে ও পশ্চাদিক থেকেও রসূলগণ আগমন করেছিলেন। (অর্থাৎ পঞ্চাশুরগণ তাদেরকে বোঝানোর জন্য আগ্রাগ চেষ্টা করেছিলেন। যেমন, কেষ্ট তার পিলাজনকে বিপদ ও ধৰণের দিকে এগিয়ে যেতে দেখে কখনও সম্মুখ দিক দেখে এসে

তাকে শাখা দের এবং কখনও পশ্চাদ্বিক থেকে এসে তাকে ধরে। কোরআনে ইবলীদের
 এ উচ্চির মৃষ্টাত : ﴿مَنْ خَلَقَهُ مِنْ تُلْبِرٍ—অর্থাৎ আমি
 আদম সান্নানকে পথভ্রষ্ট করার জন্য তাদের সম্মুখ দিকে থেকেও আসব এবং পশ্চাদ্বিক
 থেকেও। পরমপুরুষ তাদেরকে এ কথাই বলেছেন।) তোমরা আল্লাহ্ কালীত কামত
 ইবলীত করো না। তারা বলেছিল, (তোমরা বেতওহীদের দিকে সাওয়াত দেওয়ার
 দাবি কর, এটাই ভাস।) কেবলম, যদি আমাদের পালনকর্তা (এটা) ইব্রাহিম করতেন,
 (যে, কাউকে পথভ্রষ্ট করে পাঠাবেন,) তবে কেরেশ্বতাগনকে প্রেরণ করতেন। অতএব
 আমরা তোমাদের আনীত (তওহীদের) বিষয়ে অমান্য করবার দ্বা দিনে (তেমার
 দাবি অনুসারে) তোমাকে (পরমপুরুষ বানিয়ে) পাঠানো হবে। অতপর (এ উচ্চির
 উচ্চির, পর, প্রত্যেক সম্মানের বিশেষ অবস্থা এই যে,) যারা ছিল আম, তারা
 পৃথিবীতে অবধা অহংকার করতে লাগল এবং (অথব পাতিবাণী শুনল, তখন)
 বলতে লাগল, আমাদের চেয়ে অধিক শক্তিশয় কে আছে (যে আমাদেরকে আবাবে
 কেজৰে আর আমরা তা প্রতিহত করতে পারব না)। তারা কি মুক্ত করেনি যে, যে
 আল্লাহ্ তাদেরকে সুপিট করেছেন, তিনি তাদের অপেক্ষা অধিকতর শক্তিশয় ? (কিন্তু
 এতদসম্বেত তারা বিশ্বাস ছাপন করল না।) বৃক্ষত তারা আমার আরাতসমূহ
 অঙ্গীকার করতে থাকে। অতপর আমি তাদেরকে পারিষ জীবনে লাশহনার আবাব
 আমাদান করানোর জন্য তাদের উপর বাস্তাবাসু এমন দিনগুলোতে প্রেরণ করবার্য,
 যা (আবাব অবতরণের কারণে তাদের জন্য) অঙ্গত ছিল। আর পরকালের আবাব
 তো আরও লাশহনাকর। তখন (কারণ পক্ষ থেকে) তারা সাহারাপ্রাপ্ত হবে না।
 আর যারা ছিল সামুদ, (তাদের অবস্থা এই যে,) আমি তাদেরকে (পরমপুরুষের
 মাধ্যমে) পথ প্রদর্শন করেছিলাম, তারা হেদায়েতের মোকাবিজার পথভ্রষ্টতাকেই প্রচল
 করল। অতপর তাদের কুকর্মের কারণে তাদেরকে অবমাননাকর আবাবের বিশ্বন
 পাকিয়াও করল। যারা বিশ্বাস ছাপন করেছিল ও সাবধানে চলত, আমি তাদেরকে
 (এ আবাব থেকে) রক্ত করবার্য। (এখন পরকালের আবাব প্রর্ণনা, করা হচ্ছে, তাদেরকে
 সে দিনটি প্রমরণ করিয়ে দিন, ষেদিন আল্লাহ্ শর্দেরকে অর্থাৎ
 কাফিরদেরকে) আহামায়ের দিকে একব করার জন্য (হিন্দুদের আকৃপণ), আনা
 হবে। অতপর (রাজ্ঞায় বিজিত হওয়া থেকে বাঁচানোর জন্য এবং একব রাখার জন্য)
 তাদেরকে ধীমনো হবে [যাতে হেজনের মোক্ত অপেক্ষ জারী হয়ে যাব।
 সুলাইমান (আ)-এর ঘটনায় সমস্ত সৈমানকে একব করার জন্য ৩০০০০০০
 বলী হয়েছে অর্থাৎ তাদেরকে ধীমনো হবে।] এখন তারা (সবাই একত্বে হচ্ছে)
 আহামায়ের দিকে দৈর্ঘ্যে (অর্থাৎ হিসাবের আঝগাঁথ—সেখান থেকে আহামায় নিবাটেই
 সুপিটগোচর হচ্ছে। হাস্তে বলা হয়েছে, আহামায়ক হিসাবের আঝগাঁথ উপরিষ্ঠ করা

হবে এবং কাফিরদ্বা চতুরিকে আঙুনই আঙুন দেখবে। হোটকথা হিসাবের জালগায় আমার পর যখন হিসাব শুরু হবে,) তখন তাদের কর্ষ, চক্ষ ও হক তাদের বিরুদ্ধে তাদের কর্ষ সঙ্গেকে সাঙ্গ দেবে। তারা (অবাক হলে) তাদের হককে বলবে, তোমরা আমাদের বিপুক্ষ, সাঙ্গ নিজে কেনই আমরা তো দুনিয়াতে সবকিছু তোমাদের সুবেক জমাই করতাম। (হাদৌস আমাদের রেওয়ায়েতে তাদের এ উত্তি বলিত আছে।) তারা (অংগসমূহ) বলবে, যে (সর্বশিল্পান) আজাহ যিনি সবকিছুকেই বাকশতি দিয়েছেন, তিনিই আমাদেরকে বাকশতি দিয়েছেন (কলে আমরা নিজেদের অধ্যে তার কুদরত প্রত্যক্ষ করিছি।) তিনি তোমাদেরকে প্রথমবার সৃষ্টি করেছিলেন এবং তারই কাছে (আবীর জীবিত হবে) তোমরা প্রত্যাবত্তি হয়েছ। (সূতরাং এখন সর্বশিল্পানের প্রিভাসির জওয়াবে আমরা সত্যকথা কিনাপে সোপন করতে পারি? তাই সাঙ্গ দিয়েছি। অতপর আজাহ কাফিরদেরকে বলবেন,) তোমাদের কর্ষ, তোমাদের চক্ষ এবং তোমাদের হক তোমাদের বিপক্ষে সাঙ্গ দেবে না—ও খারপার বশবতী হয়ে তোমরা তাদের কাছে কিছু সোপন করতে না, কিন্তু তোমাদের বিশ্বাস ছিল যে, তোমরা যা কিছু কর, তাৰ অনেক কিছু আজাহ জানেন না। তোমাদের পালনকৰ্তা সঞ্জে তোমাদের এ বিশ্বাসই তোমাদেরকে খৎস করেছে। কেননা, এ বিশ্বাসের কলে কুকরের কাজ-কর্ম করেছ এবং সে কাজকর্মই খৎসের কারণ হয়েছে, কলে তোমরা (চিরভবে) ক্ষতিপ্রতি হয়েছ। অতপর (এমতোবহুবির) যদি তারা সবর করে (এবং উহুরখাহী না করে,) তবুও আহমায়েই তাদের আবাসস্থল। (তাদের সবর দয়াৰ কুরিণ্দণ হবে না, যেমন দুনিয়াতে প্রাপ্ত হত।) আৱ যদি তারা উহুরখাহী করে, তবে তাদের উহুর কুৰুজ হবে না। আমি (দুনিয়াতে) তাদের পেছনে কিছু সরী (শয়তান) জাপিয়ে দিয়েছিলাম, অতপর সরীরা তাদের অপ্ত-পচাতের আমল তাদের দুল্টিতে পোড়োবীর করে রেখেছিল। (তাই তারা কুকরকে আৰক্ষিয়ে রেখেছিল। কুকরকে আৰক্ষিয়ে থাকার কারণে) তাদের বাপারেও শাস্তি আদেশ বাস্তবাবিত হল, যা বাস্তবাবিত হয়েছিল তাদের পূর্ববতী কিন ও মানুষ (কাফির)দের বাপারে। নিচয় তোরাও হিম ক্ষতিপ্রতি।

আধুনিক ভাষ্য খিলাফ

فَإِنْ رَأَيْتُمْ مُّلْكًا مُّصْرِفًا صَرِصِرًا

এটা অংশটি এবং আল্লাহ যা সুর্যের আঢ়াতে আদ ও সামুদ্রের অংশে কলে বলিত হয়েছে। অংশটি শব্দের আকৃত অর্থ অচেতন ও বেহুস্বাক্ষৰী বুঝ। এ কারণেই বজ্রকেও অংশটি মেলা হয়। আধুনিক বিপদ অর্থেও অস্তি ব্যক্তিত্ব হয়। আদ সম্মুদ্রের উপর চাপানো অস্তি একটি অংশটি হিম। একেই সুর্যের হিম মহে বর্ণনা করা হয়েছে এবং অর্থ আল্লাহ, আতে বিকাট আওয়াব থাকে।—(কুরাতুবী)

যাহাক বলেন, আজাহ তা'আলা তাদের উপর তিনি বছর পর্যন্ত বৃষ্টিগাত্র সম্পূর্ণ বজ রাখেন। কেবল প্রবল শুক বাতাস প্রবাহিত হত। অবশেষে আট দিন ও সাত রাতি পর্যন্ত উপর্যুক্তি ভূক্তান চলতে থাকে। কোন কোন রেওয়ায়েতে অস্ত, এ ঘটমা শাওয়ানের শেষদিকে এক বুধবার থেকে শুরু হয়ে পরবর্তী বুধবার পর্যন্ত অবাহত থাকে। বৃষ্টি যে কোন সম্মুদ্রায়ের উপর আয়া এসেছে, তা বুধবারই এসেছে।—(কুরতুবী, মাযহারী)

হযরত জাবের ইবনে আবদুজ্জাহ (রা) বলেন, আজাহ তা'আলা কোন সংশ্লিষ্টায়ের মজল চাইলে তাদের উপর বৃষ্টি বর্ষণ করেন এবং প্রবল বাতাসকে তাদের থেকে নিহত রাখেন। পক্ষান্তরে আজাহ কোন জাতিকে বিপদ্ধাত্ত করতে চাইলে তাদের উপর বৃষ্টিগাত্র বজ করে দেন এবং প্রবল বাতাস প্রবাহিত হতে থাকে।

فِي أَيَامِ فَتْحَ سَبَأٍ—ইসলামের মীমি এবং রসুলজ্জাহ (সা)-র হাসিস আরা প্রয়াণিত আছে যে, কোন দিন ও রাতি আগন সভার দিক দিয়ে অন্ত নয়। আদ সম্মুদ্রায়ের বাস্তুবায়ুর দিনগুলোকে অন্ত বলার তাৎপর্য এই যে, এই দিনগুলো তাদের পক্ষে তাদের কুর্বায় ক্র্যাগে অন্ত হয়ে গিয়েছিল। এতে সবার জন্য অন্ত হওয়া জরুরী হ্যান না।—(মাযহারী, বয়ানুল কোরআন)

وَمُؤْزِفٌ مُّهْجَفٌ—এটা উৎস থেকে উচ্চুত। অর্থ বাধা দেওয়া, নিষেধ করা। তফসীরের সার সংক্ষেপে এ অনুবাদই করা হয়েছে। অধিকাংশ তফসীরবিদ এ অর্থই মিছেছেন যে, প্রিপুল সংখ্যক জাহানামীকে হাশেরের মহাদান ও হিসাবের জাহানার দিকে নিয়ে যাওয়ার সময় বিচ্ছিন্তা এভানোর উজ্জ্বল অপ্রবর্তী অংশকে প্রায়ে দেখেন্নো হবে, যাতে যারা পেছনে পড়ে, তারাও তাদের সাথে এসে মিলিত হতে পারে। কেউ কেউ এর অনুবাদ করেছেন, তাদেরকে হিসাবের জাহানার দিকে ঝাঁকিয়ে, থাকা দিয়ে নিয়ে যাওয়া হবে।—(কুরতুবী)

وَمَا كُفِّرْتُمْ تَعْتَرُونَ أَنْ دَهْشَتُكُمُ الْعَلِيُّوكُمْ—অবাদের অর্থ এইরূপে, মানুষ গোপনে কোন গোমাহ ও অপরাধ করতে চাইলে অপরের কাছে গোপন করতে পারে, কিন্তু মিজের অঙ্গ-প্রত্যাগের কাছে গোপন করতে পারে না। যথম একথা জানা যায় যে, আবাদের বর্ষ, চতুর্থ, হাতু-পা ও দেহের ছাক আসলে আবাদের নয়; যের রাজসাঙ্গী, তাদেরকে আবাদের কর্ম সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হুলে তারা সত্য সাজ্জ দেবে; তবে তবে গোপনে কোন অপরাধ ও কোমাহ করার কোন পথই উচ্চুত থাকে না। সুতরাং এই অগমান থেকে আভ্যন্তরীন একমাত্র উপায় হচ্ছে অপরাধই না করা। কিন্তু তাদের যারা তুষ্ণীয় ও রিসাত ঝীকার করা মা, তোমাদের চিন্তাই এসবিল ধারিণ হয় না যে, তোমাদের অঙ্গ-প্রত্যাগও কথা বলতে কুকু করবে। কুকু তোমাদের কিন্তু

আজাহ্‌র সামনে সাক্ষ দেবে। তবে এতটুকু বিষয় প্রত্যাক বৃক্ষিয়ান ব্যক্তিই বুক্তে সংক্ষিপ্ত হে, যিনি আমাদেরকে একটি নিকৃষ্ট বন্ধ থেকে সৃষ্টি করে ত্রোতা ও চক্ষুর অনুশ করেছেন, জালন-পালন করে পরিগত বস্তে উপনীত করেছেন তাঁর কান কি আমাদের আবত্তীয় কর্ম ও অবস্থাকে বেল্টনকারী হবে না? কিন্তু তোমরা এই জীবন্ধুরামান বিষয়ের বিপরীতে ঝুঁপ বিশ্বাস পোষণ করতে হে, আজাহ্ তাঁজালা তোমাদের অনেক কাঞ্জকর্মের খবর রাখেন না। কাজেই তোমরা কুকুর ও শিরক করতে সাহসী হয়েছিজো! বলা বাছলা, তোমাদের এই বিশ্বাসই তোমাদেরকে বরবাদ করেছে।

হাশরে মানুষের অর-প্রত্যাজের সাক্ষাদান ৩ সহীহ মুসলিমে হষরত আনাস (রা) থেকে বলিত আছে যে, একদিন আমরা রসুলুল্লাহ্ (সা)-র সঙ্গে হিলায়। অকস্যাহ তিনি হেসে উঠলেন, অতপর বললেন, তোমরা জান, আমি কি কারণে হেসেছি? আমরা আর করলাম, আজাহ্ ও তাঁর রসুলাই আমেন। তিনি বললেন, আমি সে কথা স্মরণ করে হেসেছি বা হাশরে হিসাবের জারিয়া বাল্দা তাঁর পাইনকর্তাকে বলবে। সে বলবে, হে প্রতিদ্বন্দ্বিগুর, আপনি কি আমাকে জুলুম থেকে আগ্রহ দেবননি? আজাহ্ বলবেন, অবশ্যই দিলেছি। তখন বাল্দা বলবে, তাহলে আমি আমার হিসাব-মিকালের বাপারে অন্য কারও সাক্ষ সন্তুষ্ট নই। আমার অস্তিত্বের মধ্য থেকেই কোন সাক্ষী না দাঢ়ালে আমি সন্তুষ্ট হব না। আজাহ্ তাঁজালা বলবেন,

كَفَى بِنَفْسِكَ الْيَوْمَ عَلَيْكَ حُسْنِيَا

অর্থাৎ তাঁর কথা, তুমি নিজেই তোমার হিসাব করে নাও। এরপর তাঁর মুখে যোহর এটো দেওয়া হবে এবং তাঁর অর-প্রত্যাজকে বলা হবে, তোমরা তাঁর ক্রিয়াকর্ম বর্ণনা কর। এতে প্রত্যেক অর কথা বলতে শুরু করবে এবং সেভ্য সাক্ষ দেবে। এরপর তাঁর মুখ খুলে দেওয়া হবে। তখন সে তাঁর অর-প্রত্যাজের প্রতি অসন্তুষ্ট হয়ে বলবে, তুমি কথা বল এবং তাঁর ক্রিয়াকর্ম বর্ণনা কর। তখন তোমরা অবস হও, আমি তো দুবিয়াতে বা কিছু করেছি, তোমাদেরই সুবের জন্য করেছি। এখন তোমরাই আমার বিকলে সাক্ষ দিতে শুরু করলে।

হষরত: আবু ইলাইয়াস (রা)-র রেওয়াজেতে আছে, এ বক্তির মুখ যেহেতু এটো দেওয়া হবে এবং উল্লকে বলা হবে, তুমি কথা বল এবং তাঁর ক্রিয়াকর্ম বর্ণনা কর। তখন মানুষের উল্ল, মাস, অব্দি সকলেই তাঁর কর্মের সাক্ষ দেবে।—(মাঝারী)

হষরত ম'কাল ইবনে ইবনাসারের রেওয়াজেতে রসুলুল্লাহ্ (সা) বলেন, অবগত দিন যানুষকে ডেকে কল, আমি ন্যূন দিন। তুমি বা কিছু আমার অধ্যে করবে, কিম্বান্তের দিন আমি সে সম্বর্কে সাক্ষ দেব। তাই তোমার উচিত আমি শেষ হয়ে যাওয়ার আগেই কোন পুরুক্ষ করে নেওয়া, বাস্তে আমি এ সম্বর্কে সাক্ষ দিতে পারি। যদি আমি চলে যাই, তবে আমাকে কষ্টব্যও পাবে না। এবামিভাবে অঙ্গীক রাখি যানুষকে ডেকে একথা বলে।—(কুরআনী)

**وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَا تَسْمَعُوا لِهَذَا الْقُرْآنِ وَالْغَوَا فِيهِ
كَعْلَكُمْ تَعْلِبُونَ، فَلَئِنْدِيْقَنَ الَّذِينَ كَفَرُوا عَذَابًا شَدِيدًا
وَلَنْ يَجِدُنَّ يَمْأُوسًا الَّذِي كَانُوا يَعْمَلُونَ بِذَلِكَ جَزَاءٌ أَعْدَاهُ اللَّهُ
الشَّارِءُ لَهُمْ فِيهَا دَارُ الْخُلُبِ، جَرَاءٌ بِمَا كَانُوا يَأْتِيْنَا
يَجْعَلُونَ ⑥ وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا رَبَّنَا أَرْتَ الَّذِينَ أَضْلَلْنَا مِنْ
الْجِنِّ وَالْإِنْسَنِ بِمَا كَفَرُوا أَفَدَارْمَنَا لِيَكُونُنَا مِنَ الْأَسْفَلِيْنَ ⑦**

(২৬) আর কাফিররা বলে, তোমরা এ কোরআন প্রবপ করো না এবং এর আবাসিতে হট্টোল সৃষ্টি কর, যাতে তোমরা জয়ী হও। (২৭) আমি অবশ্যই কাফির-তাদেরকে কঠিন আবাব আবাদন করাব এবং আমি অবশ্যই তাদেরকে তাদের যদি ও ইন কাজের প্রতিক্রিয়া দেব। (২৮) এটা আজাহর শহুদের শাস্তি—আহাম। যাতে তাদের জন্য রয়েছে ছাড়ী আবাস, আমার আজোতসমূহ অবৈকার করার প্রতিক্রিয়া-ব্রহ্মণ। (২৯) কাফিররা বলবে, হে আবাদের পাইনকর্তা, যে সব দিন ও মানুষ আবাদেরকে পথচার্জ করেছিল, তাদেরকে দেখিয়ে দাও, আমরা তাদেরকে গদালিত করব, যাতে তারা বারেষ্ট অপমানিত হয়।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

কাফিররা (পরম্পর) বলে, তোমরা এ কোরআন প্রবপই করো না এবং (আমি পরম্পরার ক্ষণাতে আরও করে তবে) যাতে হট্টোল সৃষ্টি কর, যাতে (এভাবে) তোমরাই জয়ী হও। (পরম্পরার হার মেনে চুপ হয়ে আস) এই নামাক ইহু ও মুরতি-সজ্জির কারণে) আমি অবশ্যই কাফিরদেরকে কঠিন আবাব আবাদন করাব এবং তাদেরকে তাদের যদি কর্মের শাস্তি দেব। শাস্তি আজাহর শহুদের এই অর্থাং আহাম। যাতে তাদের জন্য থাকবে ছাড়ী আবাস আমার আজোতসমূহ অবৈকার করার প্রতিক্রিয়া-ব্রহ্মণ। (আবাবে প্রতিত হয়ে) কাফিররা বলবে হে আবাদের পাইনকর্তা, আবাদেরকে সে দুশ্যরাতন ও মজুরেরকে দেখিয়ে দিন, যারা আবাদেরকে পথচার্জ করেছিল, আমরা তাদেরকে গদালিত করব, যাতে তারা বারেষ্ট অপমানিত হয়।

(অর্থাং দুমিরাতে আরা, তাদেরকে পথচার্জ করেছিল, তখন তাদের প্রতি কাফিরদের ক্ষেত্র হবে। এই পথচার্জকারীরা হবে আনুষ ও শমাজান—এক একজন

করে হোক কিংবা বেশী করে। পথচার্টকারীরাও জাহাজায়েই থাকবে, কিন্তু এসব কালোবার্ডার সময় তারা সামনে থাকবে না। তাই সামনে আনার আবেদন আনবে। তাদের এ আবেদন অজুর হবে কি না, তা কোন আভাস অথবা রেওয়াজেতে পাওয়া যায়নি।

অনুবাদিক আত্ম বিষয়

لَا تَسْمِعُوهُذَا الْقُرْآنِ وَالْغُواصِ — কাফিররা কোরআনের শোকাবিজ্ঞান

অক্ষয় হবে এবং সমস্ত চেষ্টার ব্যর্থ হবে এ দুর্ভৰ্মের আশ্রম নিম্নেছিল। ইমরত ইবনে আবুস (রা) বলেন, আবু জহর অন্যদেরকে প্রতোচিত করল যে, মুহাম্মদ মৃত্যন কোরআন তিলাওয়াত করে, তখন তোমরা তার সামনে গিয়ে হৈ-হজোত করতে থাকবে, যাতে সে কি-বলছ তা কেউ বুঝতে না পারে। কেউ কেউ বলেন, কাফিররা শিস দিয়ে, তারি খ্যাতিয়ে এবং মানান্মগ শব্দ করে কোরআন শ্রবণ থেকে মানুষকে বিরত রাখার প্রস্তুতি নিম্নেছিল। — (কুরআনী)

নৌবরত্নার সাথে কোরআন অবগ করা ওয়াজিব ; হৈ-হজোত করা কাফিরদের আজ্ঞাস ; আনেক আজ্ঞাত থেকে জানা গেল, তিলাওয়াতে বিপ্র সৃষ্টির উদ্দেশ্যে গঙ্গাগোল করা কুঁফরের আজ্ঞামত। আরও জানা গেল যে, নৌবরত্নার সাথে শ্রবণ করা ওয়াজিব এবং ইমানের আজ্ঞামত। আজ্ঞাকার প্রতিওতে কোরআন তিলাওয়াত করা যম শুধু প্রচলিত হোটেল ও জনসমাবেশে রেডিও শুনে দেওয়া হয়। হোটেলের কর্ম-চালীর তাদের কাজকর্মে এবং প্রাক্কর্তা ধানা-সিনায় মণ্ডল থাকে। কলে দৃশ্যত এমন পরিবেশ সৃষ্টি হয়ে থায়। যা কাফিরদের আজ্ঞামত ছিল। আজ্ঞাহ তা আজ্ঞা মুসলিমদেরকে হেদায়েত করল। এরাপ পরিবেশে কোরআন তিলাওয়াতের জন্য নেওড়িও খোজা উচিত নয়। যদি বরকত হাসিলের জন্য খোলাই হয়, তবে কয়েক মিনিট সব কাজকর্ম বন্ধ রেখে নিজেরাও মনোযোগ সহকারে শোনা উচিত। এবং জীবনকে শৈনানির সুযোগ দিবেরা বাস্তুনীয়।

**إِنَّ الَّذِينَ قَاتَلُوا رَبِّنَا اللَّهُ ثُمَّ أَسْتَقَامُوا تَنَزَّلُ عَلَيْنِهِمْ
الْكَلِمَاتُ كَهْ: أَلَا تَخَافُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنْتُمْ
تُوعَدُونَ ⑥ نَحْنُ أَوْلَئِكُمْ كُفَّرٌ فِي الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ
وَلَكُمْ فِيهَا مَا لَشَتَهَى أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَعُونَ ⑦ نَزَّلَ
رِبْنُ عَفْوٍ رَّحِيمٌ ⑧ وَمَنْ أَخْسَنْ قَوْلًا قَمِئَ دَعَاهُ لَكَ اللَّهُ وَعَلَى**

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّمَاٰ مِنَ الْمُسْلِمِينَ ۝ وَلَا تَشْتَهِيَ الْحَسَنَةَ وَلَا
 السَّيِّئَةَ ۝ إِذْ قَمْ بِالْقَنِ هِيَ أَحْسَنُ ۝ فَإِذَا الَّذِي يَتَبَرَّكَ وَبَيْنَهُ
 عَدَاوَةٌ كَانَتْ ۝ وَلَا حَيْثُمْ ۝ وَمَا يُلْقِي شَهَادَةُ الَّذِينَ صَبَرُوا ۝
 وَمَا يُلْقِي شَهَادَةً لَا ذُو حَظٍ عَظِيمٌ ۝ وَأَمَّا يَنْزَفُكَ مِنَ الشَّيْطَنِ
 نَزْغٌ فَإِنْ تَوَدْ بِالشَّوْرَاتِ هُوَ التَّحْبِيبُ الْعَلِيمُ ۝

(৩০) নিশ্চয় আরা বলে, আমাদের পালনকর্তা আরাই, অতপর তাতেই অবিচল থাকে, তাদের কাছে ফেরেশতা অবতীর্ণ হয় এবং বলে, তোমিরা তর করো না, চিষ্ঠ করো না এবং তোমাদের প্রতিশুভ্রত আরাতের সুসংবাদ শোন। (৩১) ইহকালে এ পরাকালে আরা তোমাদের বছু। সেখানে তোমাদের জন্য আছে আ তোমাদের ঈম ঢায় এবং সেখানে তোমাদের জন্য আছে আ তোমরা সাবী কর (৩২) এটা ক্ষমাশীল কর্তৃপায়রের পক্ষ থেকে সাদর আপ্যায়ন। (৩৩) যে আজাহর দিকে দাওয়াত দেয়, সৎকর্ম করে এবং বলে, আমি একজন আজাহর, তার কথা আপেক্ষা উত্তম কথা আর কার? (৩৪) সমান নয় তাল ও অল্প। অওয়াবে তাই অলুন থা উৎকৃষ্ট। তখন দেখবেন আপনার সাথে যে অভিন্ন শহুতা রয়েছে, সে যেন ভাস্তুর বছু। (৩৫) এ চরিত আরাই লাভ করে, আরা সবর করে এবং এ চরিতের অধিকারী আরাই হয়, যারা অভ্যন্ত তাগাদান। (৩৬) যদি শহুতাবের পক্ষ থেকে আগনি কিছু ক্রমজগ্ন অনুভব করেন, তারে অব্যাহত পরামর্শ হোন। নিশ্চয় তিনি সর্বজ্ঞাতা, সর্বজ্ঞ।

উক্তসীরের সির-সংক্ষেপ মেটেড় স্টেডিয়ুম অফিস একচে চলচ্চিত্
 র শারা (আক্তরিকভাবে) বলে, আমাদের (সত্তিকার) পালনকর্তা (একমাত্র) আরাই, (অর্থাৎ শিরক তাগ করে তওয়ীদ অবলম্বন করে—) অতপর (তাতে) অবিচলিত থাকে (অর্থাৎ তা ত্যাগ করে না), তাদের কাছে (আরাইর পক্ষ থেকে রহমত ও সুসংবাদের) ফেরেশতা অবতীর্ণ হয় (মৃত্যুর সময়, কবরে এবং কিয়ামতে) আর বলে, তোমরা (পরাকালের) তর করো না, (দুনিয়া তাগ করার কারণে) চিষ্ঠ করো না (কেবলা, সামনে তোমাদের জন্য এর উত্তম বিকল শান্তি) নিরামিত রয়েছে, এবং তোমরা প্রতিশুভ্রত আজাহর (অর্থাৎ আজাহ পাওয়ার) আরাগে আনন্দিত হও। আমরা তোমাদের সঙ্গে ছিলাম পাখিদ জীবনে এবং পরাকালেও থাকব। (পাখিদ জীবনে ফেরেশতাদের সঙ্গ এই যে, আরা অনুমতি প্রতিশুভ্রতের কাজের প্রেরণ আপ্ত করে।

কল্প ও বিগদাগদে কেরেশতাদের সঙ্গীছের প্রভাবেই সবর ও হিরতা অঙ্গিত হয়। পর-
কাজে তারা সামনাসামনি সঙ্গী হবে। কোরআনে বলা হয়েছে ﴿وَلِلْفُلْقِ وَالْمُكْرِمِ وَالْمُنْعَمِ﴾

আরেক আয়াতে আছে ﴿وَلِلْخَلْوَةِ مِنْ كُلِّ بَأْسٍ﴾ (অর্থাৎ
আয়াতে) তোষাদের অন্য আছে, যা তোষাদের অন চার এবং সেখানে তোষাদের অন্য
আছে, যা তোষারা দাবি করবে। (অর্থাৎ মুখে যা চাইবে তা পাবেই, যন যা চাইবে,
তাও পাবে।) এটা হবে ক্ষমাশীল, করণাময়ের পক্ষ থেকে সামন অপ্যায়ন। (অর্থাৎ
এসব নিরাকৃত হেহমানদের ন্যায় সমস্তমানে ও সামনে পাওয়া যাবে।) যে আজ্ঞাহৰ
দিকে (মানুষকে) দাওয়াত দেয়, (নির্জেও) সহকর্তৃত্বে এবং (আলগো প্রকাশের
অন্য) বলে, আমি একজন আজ্ঞাবৃত, তাঁর কথা অপেক্ষা উত্তম কথা আর কান? [যারা আজ্ঞাহৰ দিকে দাওয়াত দেয় এবং সংক্ষেপযুক্ত কাজ করে, তারা প্রায়ই
মূর্খদের পক্ষ থেকে ঝুঁক্ট ও নির্বাচনের সম্মুখীন হয়। তাই ছাতপুর তাদেরকে
জুলুমের বিপরীতে ইনসাফ এবং অনিল্লেচ্য বিনিময়ে ইষ্ট করার উপদেশ দেওয়া হয়েছে।
এছাড়া অভিভাবক আলোকে দেখা গেছে, যে শর্তপক্ষের নির্বাচনে সবর করে তাদের
সাথে সন্দর্ভ ব্যবহার করাই দাওয়াত কার্যকর ও সকল হওয়ার পথ। তাই রসূলুল্লাহ
(সা)-কে সংজ্ঞাদান করে বলা হয়েছে, এতে মুসলমানগণে প্রসঙ্গত্বে শামিল রয়েছে:]

তাঁর ও মন সমান হতে পারে না, (বরং প্রত্যোক্তির প্রভাব-প্রতিক্রিয়া ভিত্তি
অঙ্গে) আপনি (অনুসারিগণসহ) স্বাধীন দ্বারা (মন্দকে) প্রতিহত করুন। তখন
দেখবেন, যে ব্যক্তির মধ্যে ও আপনার মধ্যে শর্ত তা ছিল, সে যেন অন্তরে ব্যক্তি।
(অর্থাৎ মনের বিনিময়ে মন করলে শর্ত ব্যক্তি দ্বারা এবং তাঁর ব্যবহার করলে
শর্ত তা হ্রস্ব পাও। এমনকি প্রায়ই শর্ত তা সম্পূর্ণ জোগ পায় এবং শর্ত অন্তরে ব্যক্তির
মত হয়ে আয়।) এ চরিত্র তারাই জাত করে, যারা (চরিত্রের দিকে দেয়ে) শুধু সৃষ্টি
এবং ঝোপ চরিত্রের তারাই অধিকারী হয়, যারা (সওয়াধীন পদিক দিয়ে) অভ্যন্ত
তাপ্যাবান। যদি (এসময়ে) পঞ্চতান্ত্রের পক্ষ থেকে আপনি কিছু (জোধের) কুমুঙ্গা
অনুভব করেন, তবে (তৎক্ষণাত) আজ্ঞাহৰ শরণাপন্ন হোন। নিষ্ঠের তিনি সর্বজ্ঞতা
সর্বত। (মনের বিনিময়ে তাঁর ব্যবহার করার জন্য প্রতিপক্ষের সৃষ্টি ঘনের অধিকারী
হওয়া শর্ত। কেননা, যাবে, যাবে মুক্তিমতি মোকের সাথে তাঁর ব্যবহারের উল্টা ফল
হতে দেখা যাব। ঘনের সৃষ্টি যারা হায়িরে কেবলে তাদের ক্ষেত্রেই এ ধনের বিকল্প
প্রতিক্রিয়া দেখা যাব। এমন মোকের সংখ্যা শুবই নথগ্য।)

আনুমতিক কান্তব্য বিষয় :

সুরার পুঁজি থেকে এ পর্যন্ত কোরআন, প্রিসাজত ও তওহীদ অর্থীকারকারীদেরকে
সংজ্ঞাদান করা হয়েছে। আজ্ঞাহৰ কুদরতের বিদর্শনাবলী তাদের ছাপিটির সামনে উপস্থিত
করে তওহীদের দাওয়াত ও অর্থীকারকারীদের পরিপায় এবং পরকাজের আবাব তথা

আবহাওয়ের বিজ্ঞানিত বর্ণনা দেওয়া হয়েছে। এখান থেকে যুগিন ও কমিলদের অবহা, ইহকাল ও পরকালে তাদের সম্মান এবং তাদের জন্য বিশেষ পদক্ষিণৰ্ম্ম উপরিখিত হয়েছে। যুগিন ও কামিল তাড়াই, শারা কর্মে ও চরিত্রে অবিচল পুরোপুরিভাবে শরীরভের অনুসারী এবং শারা অপরকেও আজ্ঞাহ্র দিকে দাওয়াত দেয় এবং তাদের সংশোধনের চেষ্টা করে। এ প্রসঙ্গেই শারা ইসলামের দাওয়াত দেয়, তাদের জন্য সবচ এবং মনের জওয়াবে তাদের কল্পনার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

إِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَا اللَّهُ ثُمَّ أَسْتَقْنَاهُ مُؤْمِنِينَ—এর অর্থ : বলা হয়েছে :

অর্থাৎ শারা খাঁটি মনে আজ্ঞাহ্রকে পাইনকর্ত্তারাপে বিবাস করে ও তা ধীকারও করে (এটা হল মূল ইমান) অতপর তাতে অবিচলও থাকে (এটা হল সৎকর্ম)। এভাবে তাড়া ইমান ও সৎকর্ম উভয় উপরে উপরিখিত হয়ে থাকে। তফসীরের সার্ক-সংজ্ঞে স্টেচার্স। অন্দের অর্থ বিখিত হয়েছে ইয়ান ও তওহীদে কারেয থাকা, তাড়া তা পরিত্যাগ করে না। এ তফসীর হস্তরত আবু বকর সিদ্দীক (রা) থেকে বিখিত আছে। হস্তরত উসমান (রা) থেকেও থাই তাই বিখিত হয়েছে। তিনি ۳۴۰—এর অর্থ করেছেন খাঁটি আমল করা। হস্তরত উমর (রা) কলেন, ۱۵۰—**أَسْتَقْنَاهُ مُؤْمِنِينَ**।—আজ্ঞাহ্র তা'আজ্ঞার বাবতীর বিধি তথা আদেশ ও নিষেধের উপর অবিচলিত থাকা এবং তা থেকে শুসামের ন্যায় এদিক-ওদিক গুরারনের পথ বের না করার ন্যায় ۳۴۰—**أَسْتَقْنَاهُ مُؤْمِنِينَ**—(মাহবাহী)

তাই আলিয়মণ্ড বলেন, ۱۵۰—**أَسْتَقْنَاهُ مُؤْمِنِينَ**। সংক্ষিপ্ত হয়েও এতে শরীরভের বাবতীর বিধি-বিধান পাইন এবং হারাম ও মকরাহ বিবরণাদি থেকে সার্বকাণিক বৈতে থাকা শায়িল রয়েছে। তফসীরে-কালাপাকে আছে, আবাদের পাইনকর্ত্তা আজ্ঞাহ্র—একখাঁটি বলা শুননই শুক হতে পারে, বখন অতরে বিবাস করা হবে বৈ, আমি প্রত্যেক অবহাওর প্রত্যেক পদক্ষেপেই আজ্ঞাহ্র তা'আজ্ঞার প্রশিক্ষণাধীন, তাঁর জহরত বাতিলেরকে আমি একটি বাসও ছাড়তে পারি না। এর সাবি এই বৈ, মানুষ ইবাদতে অটো-অবিচল থাকবে এবং তার আকা ও সেব কেলাপ পরিমাণও আজ্ঞাহ্র সামঞ্জ থেকে বিচুল্প হবে না।

হস্তরত সুকিরান ইবনে আবদুল্লাহ্ ছাকাকী (রা) একবার রসূলুল্লাহ্ (সা)-র কাছে আরব করাজেন, ইরো রসূলুল্লাহ্ (সা)। আবাকে এমন এক পুর্ণাঙ্গ বিশেষ বলে দিন, বা পোনার পর অন্য কারও কাছে কিছু জিজেস করার প্রয়োজন থাকবে না। রসূলুল্লাহ্ (সা) বলাজেন, ۱۵۰—**أَسْتَقْنَاهُ مُؤْمِنِينَ**।—অর্থাৎ তৃতীয় আজ্ঞাহ্র প্রতি বিবাস হাপনের ধীকারোত্তি কর, অতপর তাতে অবিচল থাক।—(মুসরিম) এর বাবিলুক অর্থ এই বৈ, ইয়াম ও ভূক সাবি অনুসারী সৎকর্মেও অবিচলিত থাক।

এ কাগানেই হয়রত আলী ও ইবনে আকবাস (রা) ৩০ সেক্ষাম এর সংজ্ঞা দিয়েছেন। কর্ম কর্মসমূহ আদায় করা। হয়রত হাসান বসরী (র) বলেন, স্টেক্স এই যে, শাবতীর কাজে আলাহুর আনুগত্য কর এবং সোনাহ থেকে বেঁচে থাক। এ থেকে জানা গেল যে, ৩০ সেক্ষাম—এর পূর্ণাঙ্গ সংজ্ঞা তাই, যা উপরে হয়রত উমর (রা) থেকে উচ্ছৃত করা হয়েছে। জাসসাস ও ইবনে-জরীর এই তফসীর আবুল আজিজু থেকে উচ্ছৃত করে তাই প্রাপ্ত করেছেন।

تَنْزِيلٌ عَلَيْهِمُ الْمَلَكُون—কেরেশতাগথের এই অবতরণ ও সহোধন হয়রত ইবনে-জাবাসের উচিৎ অনুবাদী মুভ্যুর সময় হবে। কাতাদাহ বলেন—হাসের কবর থেকে বের হওয়ার সময় হবে এবং তার' ইবনে জাবাসাহ বলেন, তিনি সময়ে হবে—প্রথম মুভ্যুর সময়, অতপর কবরের অভ্যন্তরে, অতপর হাশের কবর থেকে উদ্ধিত হওয়ার সময়। বাহরে-মুহাতে আবু হাইয়ান বলেন—আবি তো বাজি যে, মু'মিনদের কাছে কেরেশতাগথের অবতরণ প্রভাব হয় এবং এর প্রতিক্রিয়া ও বরুকত তাদের কাজকর্মে পাওয়া যাবে। তবে চাচ্ছুস দেখা ও তাদের কথা সোনা উপরোক্ত সময়েই হবে।

হয়রত সাবেত বানানী (র) থেকে বলিত আছে, তিনি সুরা হা-মীর সিজদা তিলাওয়াত করত আরোটা আয়াত পর্যন্ত পৌছে বলেছেন, আবি এই হালীস প্রাপ্ত হয়েছি যে, মু'মিন যখন কবর থেকে উদ্ধিত হবে, তখন দুনিয়াতে বেসর কেরেশতা তার সাথে থাকত, তারা এসে বজাবে ভূমি ভীত ও চিত্তিত হয়ে না, বরং প্রতিশুত জাজাতের সুসংবাদ শোন। তাদের কথা কলে মু'মিন বাক্তি আবস্ত হয়ে যাবে।—(মাঝহারী)

لَكُمْ فِيهَا مَا تَشَاءُ مِنْ أَنفُسِكُمْ وَلَكُمْ نِيهَا مَا تَدْعُونَ نَزَّلْنَا—কেরেশতাগথ মু'মিনদেরকে বলবে, তোমরা জাজাতে হবে যা চাইবে তাই পাবে এবং যা দাবি করবে তাই সরবরাহ করা হবে। এর সারমর্য এই যে, তোমাদের প্রতিটি বাসনা পূর্ণ করা হবে—তোমরা চাও বা না চাও। অতপর নেজে তথা আগামনের কথা বলে ইদিত করা হয়েছে যে, এমন অনেক নিয়ামতও পাবে, যার আকাশকাও শোষাদের অভ্যন্তরে স্থিত হবে না। হেমন যেহেমানের সামনে এমন অনেক বন্ধুও আসে যার কজনাও পূর্বে করা হয় না, বিশেষত বখন কোন বড় লোকের মেহমান হব।—(মাঝহারী)

হাদীসে রসূলুল্লাহ् (সা) বলেন, জাহানে কোন পাখী উড়তে দেখে তোমাদের মন ভার আংস ধাওয়ার বাসনা স্পষ্ট হবে। তৎপুরাণ তা ভাজ করা অবহার সামনে আনীত হবে। কতক রেওয়াজেতে আছে, তাকে আগুন ও ধোঁয়া কোন কিছুই স্মর্ণ করবে না। আপনা আপনি রাখা হলে সামনে এসে থাবে।—(মাঝহারী)

অন্য এক হাদীসে রসূলুল্লাহ্ (সা) বলেন, যদি জাহানী বাতি নিজ পুরে সভান জন্মের বাসনা করে, তবে গর্ভধারণ, প্রসব, শিশুর দুধ ছাড়ানো এবং যৌবনে পদার্পণ এক মৃহূর্তের মধ্যে হলে থাবে।—(মাঝহারী)

وَمِنْ أَحْسَنِ قَوْلَاتِي مَا لِي إِلَّا اللَّهُ—এটা মুঁয়িনদের বিভীর অবহা।

অর্থাৎ তারা কেবল নিজেদের ইমান ও আমল নিয়েই সন্তুষ্ট থাকে না বরং অপরকেও দাওয়াত দেয়। বলা হয়েছে, যে বাতি মানুষকে আল্লাহর সিকে তাকে তার জন্মে উত্তম কথা আর কার হতে পারে? এথেকে বৈরোচি গেজ যে, মানুষের সেই কথাই সার্বান্তকুণ্ড সর্বান্তকুণ্ড বাতে অপরকে সভার দাওয়াত দেওয়া হয়। এতে মুখে, কানে, অন্য কোনভাবে ইত্তাদি সর্বপ্রকার দাওয়াতই শাখিল রয়েছে। আশানদাতাও এতে নাখিল আছে। কেবলো, সে মানুষকে নাবহারের সিকে আহ্বান করে। একান্তেই হৃদয়ত আরেশা (রা) বলেন, আরোচা আল্লাত সুরামাদিন সম্পর্কে অবজীর্ণ হয়েছে এবং **إِلَّا اللَّهُ**—**بِالْفَرِجِ** বাকেয়ের গর **صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ** বলে আশান-একান্তের অধ্যাবলে দুর্বাকজ্ঞাত নাশয বৈরোচি রয়েছে।

রসূলুল্লাহ্ (সা) বলেন, আশান ও একান্তের মাবহানে এই দোষা করা হয়, তা প্রভ্যাধ্যাত হয় না।—(মাঝহারী)

হাদীসে আশান ও আশানের জওয়াব দেওয়ার অনেক ক্ষমিতা ও ব্যবকণ বলিত রয়েছে। যদি বেতন ও পারিপ্রয়োগের সিকে জন্ম না করে শাউতিকাবে আল্লাহর ওয়াজে আশান দেওয়া হয়।—(মাঝহারী)

وَلَا تَسْتَوِي الْكَعْدَةُ وَلَا السَّلْكَةُ—এখান থেকে আল্লাহর পথে দাওয়াতকরী-দেরকে বিশেষ পথবির্দেশ দেওয়া হয়েছে। অর্থাৎ তারা অন্দের জওয়াবে তাজ বাবহার করবে এবং সবর ও অনুগ্রহ করবে। **أَدْفَعْ بِالْقَيْهِيْ**—অর্থাৎ দাওয়াতকরীরা অতি উত্তম পছাব মন্দকে প্রতিহত করবে। এটাই তাদের অভ্যন্ত শুণ হওয়া উচিত যে, যদের জওয়াবে মন না করে বরং কয়া করা উত্তম কাজ। অতি উত্তম কাজ এই যে, যে বাতি তোমাদের সাথে মন ব্যবহার করে তুঁয়ি তাকে কয়াও করবে, অধিকত তার সাথে স্বাবহার করবে। হৃদয়ত ইবনে আবুস

બળે—એই આખાતેર વિર્ણિશ એই રે, યે બાંધિ તોવાર હતી કોથ પ્રકાશ કરે, તોર ચૂકાવિલાય તૂંધિ સવર કરું, યે તોવાર હતી મૂર્ખતા પ્રકાશ કરે, તૂંધિ તોર હતી સહલીજાતો પ્રદર્શન કરું એવં યે તોવાકે જાગાતું કરું, તૂંધિ તોકે કર્મા કરું।—(માઝારી)

રેણુલાલેતે આહે, હશરત આબુ બકર સિદ્દીક (રા)ને જૈનેક બાંધિ ગાળિ દિલ અથવા મન બલાડ। તિંનિ રેણુલાલે બળેન, હદિ તૂંધિ સભ્યવાદી હું એવં આખિ અપરાધી ઓ મન હસ્તે, તવે આલ્હા તો'જાલી વેન આવાકે કર્મા કરેન। પછાંદર હદિ તૂંધિ વિદ્યા વળે થાક, તવે આલ્હા તો'જાલી વેન તોવાકે કર્મા કરેન।—(કુરુષી)

وَمِنْ أَيْتَهُ الْبَلَىٰ وَالنَّهَارُ وَالشَّمْسُ وَالقَمَرُ لَا تَسْجُدُ فَوْاللَّهِ
 وَكَلَّا لِلْقَمَرِ وَأَسْجُدُ لِإِلَهٍ أَذْنِي حَلَفْتُمْ إِنْ كُنْتُمْ إِيمَانًا لَتَعْبُدُونَ
 قَلِيلٌ أَسْتَكْبِرُ وَفَالَّذِينَ عِنْدَ رَبِّكَ يُسْتَحْوِنُونَ لَهُ بِالْبَلَىٰ
 وَالنَّهَارُ وَهُنْمَ لَا يَسْكُونُ
 وَمِنْ أَيْتَهُمْ أَنَّكُ تَرَسِّ الْأَرْضَ حَاسِعَةً
 فَإِذَا أَنْزَلْنَا عَلَيْهَا الرِّزْقَ أَهْتَرَتْ وَرَبَّتْ مِنْكَ الَّذِي أَجْبَاهَا
 لَكُمْ يَوْمُ الْحُقُوقُ مَا نَعْلَمُ كُلُّ شَيْءٍ وَقَدْ يُرِئُ

(૪૭) ટોર નિર્મલાલનુહેર અથે રાજીલે વિદસ, રાજલી, સૂર્ય ઓ ચંદ્ર। તોવાર સૂર્યને વિદસ કરો ના, તરજુકે ના, આલ્હાને વિજલા કરું, વિનિ એન્ફલો આંગિટ કરેનુહેન, હદિ તોવાર નિંઠાર સાથે ઉદ્ઘારાય ટોરાઈ ઇન્સાન કરું। (૪૮) અંગર તારા હદિ રાહ્યકર કરું, તવે સારા આગનાર પાલનકર્તાર કાહે આહે, તારા દિવારાન્તિ તાર નાંદિયારો વોલા કરું એવં તારા જીવત હરની। (૪૯) ટોર એક નિર્મણ એই રે, તૂંધિ કુલિકે દેખબે અનુર્બન ગઢે આહે। અંગર આખિ હથન તાર ઉસન આંગિટ વર્ષન કરું, તથન સે સાંસ્કૃતિક ઓ સ્ક્રીટ હરની। નિષ્ઠા વિનિ એકે જીવિત કરેને, તિંનિ જીવિત કરેને મૃત્યુનુહેનું કરુંને હશે।

દક્ષસીરે સાર-સંક્ષેપ

બાંધિ, વિદસ, સૂર્ય ઓ ચંદ્ર તોરા (કુદરત ઓ તરજુદેને) અન્યાન્ય નિર્મણ (અંગર). તોવાર સૂર્યને વિજલા કરો ના, ચંદ્રનું ના, [સાબેરી સંપૂર્ણ] નજરરાખિની

ইবাদত করত। (কাশ্পাত)] আজাহকে সিজদা কর, যিনি এগুজো স্থিতি করেছেন, যদি তোমরা আজাহ্রই ইবাদত কর। (অর্থাৎ আজাহ্র ইবাদত করতে হলে তা একাবেই হচ্ছে পারে যে, তাঁর সাথে অন্য কাটিকে শরীর করবে না। যুগ্মরিকদের অতি আজাহ্র ইবাদতের সাথে অন্যকে ইবাদতে শরীর করবে তা আজাহ্র ইবাদত থাকে না।) অতি-পর যদি তারা (তওহীদের ইবাদত অবজ্ঞন করতে এবং প্রেত বস্ত্যাগ পিরুক পরি-ত্যাগ করতে চাহতো ও) অহংকার করে, তবে (সেটা তাদের নির্বুকিতা। কেবলমা) বেসব (ফেরেশতা) আপনার পারানকর্তার নৈকট্যশীল, তারা সিদ্ধারাতি তাঁর পবিত্রতা বর্ণন করে এবং তারা (এ থেকে সামান্যও) ঝাপ্ট হয় না। (তাদের দেহে বহুগুণে সম্মানিত ও প্রেত ফেরেশতাগুণ হথম আজাহ্র ইবাদতে অবজ্ঞাবোধ করে না, তখন এ বেকামদের লজ্জাবোধ করার কি আছে?) তাঁর (কুদরত ও তওহীদের) এক নিদর্শন এই যে, কৃমি কৃমিকে দেখবে অনুরূপ পড়ে আছে। অতপর আমি হখন তার উপর বারিবৰ্ষ করি, তখন সে আন্দোলিত ও স্কোত হয়। (এটা তওহীদ ও পুনরুদ্ধান উভয়েষষ্ঠী দরবীজ। কেবলমা) যিনি কৃমিকে (তার উপরুক্ত) জীবন মান করছেন, তিনিই কৃতদেরকে (আমর উপরুক্ত) জীবন মান করবেন। নিশ্চরই তিনি সর্ববিশ্বে ক্ষমতাবান।

আনুমতিক বাত্তব্য বিষয়

لَسْجَدُوا لِلشَّمْسِ
আজাহ্ বাত্তীত কাটিকে সিজদা করা আরম্ভ করঃ

وَ لَا لِقَمَرٍ وَ سَجَدُوا لِلَّهِ الَّذِي خَلَقُونَ
—এ আজাহ থেকে ক্ষমতিত হবে যে,
সিজদা একজাত জগত্পত্তি আজাহ্রই আগ। তিনি বাত্তীত কোম নাকত অথবা মানব ইত্তাদিকে সিজদা করা হারায়। এই সিজদা ইবাদতের নিয়তে হোক অথবা নিয়ক সম্মান প্রদর্শনের উদ্দেশ্যে হোক, সর্ববিশ্ব উন্নতের ইকবাবলে এটি হারায়। পার্থক্য এই যে, কেউ ইবাদতের নিয়তে সিজদা করলে সে কাফির হবে যাবে এবং কেউ নিয়ক সম্মান প্রদর্শনের উদ্দেশ্যে সিজদা করলে তাকে কাফির বলা হবে না, কিন্তু হারাবকারী ও কাসিক বলা হবে।

ইবাদতের উদ্দেশ্যে আজাহ্ বাত্তীত অপরকে সিজদা করা কোম উচ্চত ও শরীরত হালাল হিল ন্য। কেবলমা এটা পিরুক এবং প্রত্যেক প্রত্যক্ষের প্রত্যক্ষতেই পিরুক হিল হারায়। তবে সম্মান প্রদর্শনের উদ্দেশ্যে সিজদা করা পূর্ববর্তী শরীরত-সমূহে বৈধ হিল। পৃথিবীতে আগমনের পূর্বে হয়তো আদম (আ)-কে সিজদা করার আদেশ সমূহ ফেরেশতাকে দেওয়া হয়েছিল। ইউসুক (আ)-কে তাঁর পিতা ও ঝাড়ালপ সিজদা করেছিল। কোরআনে এর উদ্দেশ্য আছে। কিন্তু কিকাহবিমলধ এ বিষয়ে একাধিত যে, ইসলামে এই আদেশ রহিছে করা হ্যাতে এবং আজাহ্ বাত্তীত অপরকে সিজদা করা সর্ববিশ্ব হারায় করা হয়েছে।

—এ বিষয়ে কিকার্ভবিদসম একমত যে, এ সুরাতে তিনা-
ওয়াতের সিজনা উপাধিব, কিন্তু কোন আংশাতে উপাধিব এতে মতভেদ রয়েছে। কাবী
আবুবকর আহকামুজ কোরআনে লিখেন, ইবরাত আলী ও ইবনে মসউদ (আ)
প্রথম আংশাত অর্থাৎ ৫৩-৫৪ অনুকূলে এই শেবে সিজনা করতেন।
ইমাম মাজেক তাই অবলম্বন করেছেন। ইবরাত ইবনে আকবাস বিলৌর আংশাত অর্থাৎ
—এ শেবে সিজনা করতেন। ইবরাত ইবনে উমরও তাই করেছেন।
একান্তে মজলিক, আবু আবদুর রহমান, ইবরাহীম নবী, ইবনে গিরীন, কাতুসাহ্
শবুথ কিকার্ভবিদ বিলৌর আংশাত শেবেই সিজনা করতেন। আহকামুজ কোরআনে
আরও বলা হচ্ছে, হানাফী মধ্যাবের আলিমগণও তাই বলেন। এ মতভেদের
কারণ বিলৌর আংশাত শেবে সিজনা করাই সাধারণতাৰ প্রতীক। কেবল, আগেলো
প্রথম আংশাতে সিজনা উপাধিব হলে উহুন তাও আসোক হবে যাবে এবং বিলৌরটিত
ওয়াতিব হলেও আসোক হবে যাবে।

إِنَّ الَّذِينَ يُلْعَدُونَ فِي أَيَّتِنَا لَا يَخْفَوْنَ عَلَيْنَا دَأْفَنْ
يَأْلَقِي فِي النَّارِ خَيْرٌ أَمْ مَنْ يَأْلِقَ إِمْرَأَ إِمْرَأَ يَوْمَ الْقِيَمَةِ إِغْمَلُوا مَا
شَعَّتْ رِزْقَهُ بِمَا تَعْمَلُونَ يَوْمَئِرِيْهِ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِاللَّهِ كُرْكَتْنَا
جَاءُهُمْ وَإِنَّهُ لَكَثِيرٌ عَزِيزٌ لَا يَأْتِيهِ الْبَاطِلُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ
وَلَا مِنْ خَلْفِهِ تَنْزِيلٌ مِنْ حَرَكَتِهِ حَمِيمٌ مَا يُقْتَلُ لَكَ
إِلَّا مَا قَدْ قَبِيلَ لِلرَّسُولِ مِنْ قَبْلِكَ لَكَ لَذُومَ مَغْفِرَةٍ كَوْذُو عَقَابٍ
إِلَيْهِ وَكَوْجَعَلَنَّهُ قُرْآنًا أَعْجَمِيَّا لَقَالُوا أَنُوكَلَفْصَلَكَتْ أَيْشَهُ ءَأَعْسَى فِي
وَعَرَبِيْهِ دَعْلُ هُوَ الَّذِينَ امْتَواهُدَ سَوْشَفَأَهُوَ الَّذِينَ لَدَيْنَمُونَ
يَقْيَأَهُمْ وَقَرْوَهُو عَلَيْهِمْ عَمَّيِّ دَأَوْلَكَ يُنَادِونَ مِنْ مَكَانِهِ

يَعْبُدُهُ وَلَقَدْ أَتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ فَأَخْتَلَفَ فِيهِ وَلَنُؤَلِّمَ كُلَّهُ
سَبَقْتُ مِنْ رَبِّكَ لَقْطًا بَيْنَهُمْ وَلَا تَهُمْ لِي قِبَلَةٌ مِنْهُ
وَمَنْ يُرِيدُ مِنْ عَمَلِ صَدَّاقَةٍ فَلِنَفْسِهِ وَمَنْ أَسَاءَ فَعَلَيْهِمَا وَمَا
رَبُّكَ بِظَلَامٍ لِلْعَبْدِينَ

(80) ନିଶ୍ଚତ୍ର ସାରା ଆସାର ଆରାତସମୁଦ୍ରର ବ୍ୟାପାରେ ଅକ୍ଷତୀ ଅବସରନ କରେ, ତାରା ଆସାର କାହେ ଖୋଗେ ନାହିଁ । ସେ ଯାହିଁ ଆହାମ୍ଭାୟେ ନିଶ୍ଚିପ୍ତ ହବେ ମେ ପ୍ରେଟ୍, ନା ବେ କିଲା-ଅତେର ଦିନ ବିଲାପଦେ ଆସିବେ ? ତୋଯରୀ ଥା ଈଛା କର, ନିଶ୍ଚତ୍ର ତିବି ଦେବେର ଥା ତୋଯରୀ କର । (81) ନିଶ୍ଚତ୍ର ସାରା କୋରଜାନ ଆସାର ଗର ତା ଅର୍ଧୀକାର କରେ, ତାଦେର ଅଧ୍ୟେ ତିକ୍ତା-କାବ୍ୟର ଅଭାବ ରହେଛେ । ଏହା ଅବଳାଇ ଏକ ସମ୍ମାନିତ ଫର (82) ଏହେ ବିଭାଗ ପ୍ରଭାବ ବେଇ ସାବନେର ଦିକ ଥେବେତେ ନେଇ ଏବଂ ପେହୁନ ଦିକ ଥେବେତେ ନେଇ । ଏହା ଅକ୍ଷତାମ, ପ୍ରେସିତ ଆଜୀହ୍ର ପକ୍ଷ ଥେବେ ଅବତୀର୍ଣ୍ଣ । (83) ଆପନାକେତୋ ତାଇ ଯାତା ହେ, ବା ଅକ୍ଷତ ପୂର୍ବବତୀ ରଙ୍ଗୁମପକେ । ନିଶ୍ଚତ୍ର ଆପନାର ପାଇନକଟ୍ଟାର କାହେ ରହେଛେ ତାଙ୍କ ଏବଂ ରହେଛେ ଅଭାଦ୍ୟକ ଧାର୍ତ୍ତି । (84) ଆସି ସାଦି ଏକେ ଅନାହର ଡାରାର କୋରଜାନ କରାତାମ, ତବେ ଅବଲାଇ ତାରା ବଳତ, ଏର ଆରାତସମୁହ ପରିକାର ତାଥାର ବିରୁତ ହଜାନି କେନ ? କି ଆଶ୍ରମ୍ ଯେ, କିତାବ ଅନାହର ଡାରାର ରଙ୍ଗୁ ଆରବୀଡାରୀ ! ଅଜୁନ, ଏହା ବିଦ୍ୟାଶୀଲେର ଅନ୍ୟ ହେଦାରେତ ଓ ଝୋଲେର ପ୍ରତିକାର । ସାରା ମୁଖିନ ନାହିଁ, ତାଦେର କାମେ ଆହେ ହିପି, ଆର କୋରଜାନ ତାଦେର ଅନ୍ୟ ଅଜ୍ଞତ । ତାଦେରକେ ସେଇ ସୁରବତୀ ହାତ ଥେବେ ଆହାମ କଲା ହୁଏ । (85) ଆସି ଶୁଭାକେ କିତାବ ଦିଲୋହିରୀମ, ଅକପର ତାତେ ଅକ୍ଷତମ ଶୁଣିଥିଲା ହୁଏ । ଆପନାର ପାଇନକଟ୍ଟାର ପକ୍ଷ ଥେବେ ପୂର୍ବ ଶିଳ୍ପାତ ନା ଥାକଲେ ତାଦେର ଅଧ୍ୟେ କାରୁଜାଳୀ ହେଲେ ଥେବେ । ତାରା କୋରଜାନ ସହରେ ଏକ ଅର୍ଦ୍ଧିକର ସନ୍ଦେହେ ଶିଶ୍ତ (86) ସେ ଜନ୍ମକର୍ମ କରେ, ମେ ନିଜେର ଉପକାରୀର ଅନ୍ବୋଇ କରେ, ଆର ସେ ଜନ୍ମକର୍ମ କରେ, ବା ତାର ଉପରାଇ ବର୍ତ୍ତାବେ । ଆପନାର ପାଇନକଟ୍ଟ ବାଲାଦେର ପ୍ରତି ଯୋଟେଇ ଜଳ କରେନ ବା ।

ডক্টর সুজা-সংক্ষেপ

ନିଶ୍ଚର ହାତା ଆମାର ଆଶ୍ରାତସମୁହେର ବ୍ୟାପାରେ ସକଳା ଅବଲମ୍ବନ କରେ, (ଅର୍ଥାତ୍) ଆମାର ଆଶ୍ରାତସମୁହେର ଦାବି ହଜ ଈମାନ ଆମୀ ଏବଂ ତାତେ ଅବିଜ୍ଞାନିକା, ତାମୀ ଏ ଦାବି 'ଉପେକ୍ଷା କରେ ଆଶ୍ରାତସମୁହକେ ଖିଥ୍ୟା ବଲେ)।—(ମୁରାରେ-ମନ୍ଦ୍ରମ) ତାମୀ ଆମାର କାହେ ଗୋପନ ନର । (ଆମି ତାଦେଇରକେ ଜାହାଜାମେର ଶାସି ଦେବ ।) ସେ ବ୍ୟାକି ଜାହାଜାମେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତା ହବେ ତେ କେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ, ନା ସେ କିମ୍ବାମତେର ଦିନ ନିରାପଦେ (ଜାଗାତେ) ଆସିବେ ତେ ? (ଅତପର କାହିଁରାଦେଇରକେ ସତର୍କ କରାର ଜନ୍ମ ବଲା ହେଲେ,) ତୋଯରା ହା ଇଚ୍ଛା,

(খুব) করে নাও। তিনি তোমাদের সমস্ত কর্মই দেখেন। (একবারই শান্তি দেবেন।) যারা কোরআন পৌছার পর তাকে অবীকার করে, (তাদের মধ্যে চিন্তা-ভাবনারে অঙ্গীব রয়েছে। কোরআনে কোন অঙ্গীব নেই। কেননা,) এটা (কোরআন) এক সজ্ঞানিত পৃষ্ঠ। এতে অবস্থার কথা সামনের দিক থেকেও আসে না এবং পেছনে দিক থেকেও না। (অর্থাৎ এতে কোন দিক থেকেই এরাগ সঞ্চাবনা নেই বৈ, এটা আলাহ'র পক্ষ থেকে অবঙ্গীর্ণ নয়।) কাফিররা এ সম্বেদই করত। আলাহ' তাদের কোরআনের সর্বজন ঝীর্ণত অভোকিকতা ধারা সঞ্চেহ দূর করে দিলেন। তাই প্রয়াণিত হল যে, এটা প্রভায়র ঝুসিত আলাহ'র পক্ষ থেকে অবঙ্গীর্ণ। (এতদসংবেদ তাদের যিন্ধারোগের জওয়াবে একথা জেনে সাম্ভুনা জাত করুন বৈ,) আপনাকে (যিন্ধারোগ ও নিপীড়ন প্রসঙ্গে) সে কথাই বলা হব, যা পূর্ববর্তী রসূলগণকে বলা হয়েছে। (তারা সবর করেছিল, আপনিও সবর করুন এবং এভাবেও সাম্ভুনা জাত করুন বৈ,) আপনার পালনকর্তা ইবালীল এবং শত্রুপাদায়ক পাঞ্জিমাতাও বটে। (সুতরাং কাফিররা 'কুফর থেকে বিরুদ্ধ হয়ে ইবালোগ্য না হলে) আমি তাদেরকে শান্তি দেব। (অতএব আপনি পেরেশান হবেন কেন? কাফিরদের এক আপত্তি এই যে, কোরআনের কিছু অংশ অনারব ভাষায়ও থাকা উচিত হিজ। দুয়োরে যরসূরে কাফিরদের এরাগ উভি সাইপ ইবনে মুবারের থেকে বর্ণিত রয়েছে। এর ফলে কোরআনের অধিকক্ষের অভোকিকতা ঝুঁটে উঠত। মানুষ মেখত যে, পরমগত অনারব ভাষা জানেন না তবুও সে ভাষার কথা বলেন। ব্যাপার এই যে,) যদি আমি একে (সম্পূর্ণ অথবা আংশিক) অনারব ভাষার কোরআন করলাম, (তবে কখনও তারা তাও জানত না, বরং এতে আরও একটি ঘুঁত বের করত। কারণ, জেনে নেয়ার ইচ্ছা না থাকলে কোন না কোন ঘুঁত বের করাই নিরয়। সেমতে এরাগ হলে) অবশ্যই তারা বলত, এর আরাতসমূহ পরিকার ভাষার বিরুদ্ধ হয়নি কেন? (অর্থাৎ আরবী ভাষার বিহুত ইহনি কেন, যাতে আরবী শুনতাম। আংশিক অনারব ভাষায় থাকলে বলত, সম্পূর্ণই আরবী ভাষা হল না কেম? তারা আরও বলত,) কি আল্লাহ' অনারব ভাষার কিটাব, অথচ রসূল হলেন আরবী। (সার কথা এই যে, তারা একই আরবী কোরআন দেখে বলে, অনারব ভাষার হল না কেন? অনারব ভাষার থাকলে বলত, আরবী হল না কেন? তারা কোন অবস্থাতেই আবশ্য নয়। সুতরাং অনারব ভাষায় হলে তাঁকে কি কারণ হত? অতপৰ জওয়াব দেওয়ার আদেশ করা হয়েছে,) আপনি বলুন, এটা (কোরআন) মু'মিনদের জন্য (সৎকাজের) পথ প্রদর্শক এবং (মস্কাজের ফলে অস্তরে যে রোগ সৃষ্টি হয়, কোরআন সে) রোদের প্রতিকরণ। (মু'মিনদের মধ্যে চিন্তা-ভাবনা ও সত্যাক্ষেত্রপের অঙ্গীব ছিল না। তাই কোরআন তাদের জন্য উপকারী হয়েছে।) যারা মু'মিন নয়, তাদের কানে আছে ছিপি। (ফলে ইনসাফ ও চিন্তা-ভাবনা সহকারে সত্তাকে পোনে না।) যার (এ কারণেই) কোরআন তাদের জন্য অক্ষয়। (সুর্খ বেয়ম অথবকে আভোকিত করে এবং বাসুরকে অক্ষ করে দেয়, তাদের সত্তা পোনেও উপকার থেকে বর্ণিত থাকা এয়নি, বেয়ম) তাদেরকে কোন দুরবর্তী ছান থেকে ভাকা হয়। [ফলে আওয়াব পোন, কিন্তু তুবে না।

ଆପନାର ଜାମ୍ବନାର ଜଳା ଉପରେ ସଂକେତେ ପରିପରାପରେର ଆଜୋଚନା ହୁଅଛେ । ଏହିନ ବିଶେଷଭାବେ ମୁସା (ଆ)–ର ଆଜୋଚନା ଫନ୍ଦନ,] ଆଯି ମୁସାକେ କିନ୍ତୁବ ଦିଲେହିଲାଭ, ଅଭଗର ଭାବେତେ ଯତ୍ନେଦ ଶୃଣ୍ଟ ହେ । (କେତେ ମେନେ ମିରେହେ ଆର କେଉ ମେନେ ନେବନି । କାହେଇ ଏଠା ନତୁନ ବିଷ୍ଵର ନନ୍ଦ । ଆପନି ଦୁଃଖିତ ହବେନ ନା । କାହିଁରା ଆହାବେଇ ହୋଗ୍ଯ । ଡାଇ) ହନି ଆପନାର ପାଇନକର୍ତ୍ତାର ପକ୍ଷ ଥିକେ ପୂର୍ବ ସିଙ୍କାଳ (ଅନୁଧାରୀ ପୂର୍ବ ଆହାବ ପରିକାଳେ ଦେଉଥାର ବାବଦ୍ଧା) ନା ଧ୍ୟାକତ, ତବେ ତାଦେର (ଚୃତ୍ତାଳ) କରସାଜୀ (ଦୁନିଆତେଇ) ହରେ ହେତ । ତାରୀ (ପ୍ରୟାଣାଦି କାରୋଯ ଧାରା ସଞ୍ଚେତ) ଓ (କରସାଜୀ ତଥା ପ୍ରତିଶ୍ରୁତ ଆହାବ) ସହଜେ ବିଧା-ବନ୍ଦପୂର୍ଣ୍ଣ ସମେହେ ପତିତ ରହେଛେ । (ତାରୀ ଆହାବ ବିଜ୍ଞାସାଇ କରେ, ଅର୍ଥାତ୍ କରସାଜୀ ଅବଶ୍ୟାଇ ହବେ । କରସାଜୀର ସାରମର୍ମ ଏଇ ଯେ,) ମେ ସଂକର୍ମ କରେନା, ମେ ନିଜେର ଉପକାରେର ଜଳାଇ କରେ (ଅର୍ଥାତ୍, ସେଥାନେ ତାର ଉପକରେ ଓ ସନ୍ଦାର ପାବେ) ଏବଂ ଯେ ଯନ୍ତ୍ରକର୍ମ କରେ, ତା (ଅର୍ଥାତ୍ ତାର କ୍ରତି ଓ ଶାନ୍ତି) ତାରଇ ଉପର ବର୍ତ୍ତାବେ । ଆପନାର ପାଇନକର୍ତ୍ତା ବାଲ୍ମୀଦେର ପ୍ରତି ସୁଲୁମକାରୀ ନନ୍ଦ (ଅର୍ଥାତ୍ ଶର୍ତ୍ତ ଅନୁଧାରୀ ସଂକର୍ମ କରା ହେବେ ତିନି ତା ପଥନା ଥିକେ ବାଦ ଦେନ ନା ଏବଂ କୋନ ଅସଂକର୍ମ ବାଡ଼ିରେ ପଥନା କରନ ନା ।)

सामूहिक सोचना विद्या

کوکنڑہ ایشیا کے کاؤنٹری 'آسٹریا'-جذبہ جرضا و تباہی ہے۔

এর পূর্বের আকাতে শারা সিসামত ও তওহাদাকে খোজাখুলি অঙ্গীকার করত, তাসেরকে শাসনো হয়েছিল এবং তাদের আবাব বর্ণনা করা হয়েছিল। এখান থেকে অঙ্গীকারের এক বিলেষ প্রকার এলাহাদ সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে।

لَعْلَى وَكَانَ-এর অভিধানিক অর্থ এক দিকে যুক্তে গড়া। এক পার্শ্বে ধনন করা কবরাকেও একাগ্রপেই (ع) বলা হয়। কোরআন ও হাদীসের পরিভাষায় কোরআনী আক্ষরিক থেকে পাশ কাটিয়ে বাঁওয়াকে এলাহাদ বলা হয়। খোজাখুলি পাশ কাটিয়ে বাঁওয়া, অভিধানিক অর্থের দিক দিয়ে উত্তরাঞ্চিকে এলাহাদ বলা হয়ে থাকে। কিন্তু সাধারণভাবে এলাহাদ হলেও কোরআন ও তার আয়াতসমূহের প্রতি বাহ্যিক ইমান দাবি করা, কিন্তু নিজের পক্ষ থেকে কোরআন, সুন্নাহ ও অধিকাংশ উল্লম্বের বিপরীত অর্থ বর্ণনা করা, বশ্বারা কোরআনের উদ্দেশ্যাত পড় হয়ে থাকে। আলোচা আকাতের তত্ত্বসীর প্রসঙ্গে ইবনে আব্দুস (রা) থেকেও এলাহাদের অর্থ তাই বলিত রয়েছে। তিনি

بَلَّوْنَ، لَعْلَى وَقْعُ الْكَلْمِ عَلَيْهِ مُوْصَعٌ
বাক্সিও এ অর্থের ইসিত বহন করে। এ থেকে বোকা বাব যে, এলাহাদ এমন একটি

কুফর, যাকে তারা পোগন করতে চাইত। তাই আল্লাহ্ বলেছেন যে, তারা আমার কাছে তাদের কুফর পোগন করতে পারে না।

আলোচ্য আয়াত স্পষ্ট ব্যক্তি করতে যে, কোরআনের আয়াতকে প্রকাশ ভাবায় অবীকার করা অথবা অসভ্য অর্থ বর্ণনা করে কোরআনের বিধানাবজৌকে বিকৃত করার চেষ্টা করা সবই কুফর ও পোমরাহী।

সারবিধি এই যে, এমহাদ এক প্রকার কপটতামূলক কুফর। অর্থাৎ মুখে কোরআন ও কোরআনের আয়াতসমূহ মেনে নেওয়ার দাবি ও দীক্ষারোচি করা, কিন্তু আয়াতসমূহের এমন মনগত অর্থ বর্ণনা করা, যা কোরআন ও সুন্নাহৰ অন্যান্য বর্ণনা ও ইসলামী মূলনীতির পরিপন্থী। ইয়াম আল-ইউসুফ (রহ) কিতাবুল খেরাজে বলেন; **كُنَّ الَّذِينَ يُلْهَدُونَ وَقَدْ كَانُوا يُظْهِرُونَ إِلَّا مَنْ لَمْ يُلْهَدْ** সে শিক্ষিকদ্বারা তেমনি, যারা এমহাদ করে এবং মুখে মুসলমানদের দাবি করে।

এ থেকে জানা যায় যে, মুলহিদ ও যিন্দীক সম অর্থে এমন কাফিরকে বলা হয়, যে মুখে ইসলাম দাবি করলেও প্রকৃতপক্ষে আয়াতসমূহের কোরআন, সুন্নাহ ও ইহমা বিরোধী মনগত অর্থ বর্ণনা করার অভ্যন্তরে ইসলামের বিধানাবজৌকে গাঢ় কাটিয়ে ছে।

একটি বিজ্ঞাপন অবসান : আকারেদের কিতাবসমূহে এ নিয়ম বাণিত হয়েছে যে, যে বাতিল কোন অর্থ উত্তোলনের মাধ্যমে ভাস্ত বিজ্ঞাস ও কুফরী বাক্য অবলম্বন করে, সে কাফির নয়। এখন এ নীতিটি যদি বাগক অর্থে নেওয়া হয় যে, যে কোন অকাট্য ও নিশ্চিত বিধানে অর্থ উত্তোলন করলেও এবং যে কোন ধরনের অসভ্য অর্থ উত্তোলন করলেও কাফির হবে না, তবে দুনিয়াতে মুশরিক, প্রতিমা পূজারী ও ইহমী ঘৃষ্টানদের অধৈ কাউকেই কাফির বলা যায় না। কেননা, প্রতিমা পূজারী মুশরিকদের অর্থ উত্তোলন তো কোরআনে উল্লিখিত আছে যে, **مَا نَعِبَدُ هُنَّا لِيَقْرَبُونَا إِلَى اللَّهِ زُلْفَى**

অর্থাৎ আমরা প্রকৃতপক্ষে প্রতিমাদের পূজা এজন করি যাতে তারা সুগারিল করে আমাদেরকে আল্লাহৰ নেকটান্তীল করে দেয়। অতএব প্রকৃতপক্ষে আমরা আল্লাহৰই ইবাদত করি। কিন্তু কোরআন তাদের উত্তোলিত এ অর্থ বর্ণনা সঙ্গেও তাদেরকে কাফিরই বলেছে। ইহমী ও ঘৃষ্টানদের অর্থ বর্ণনা প্রসিদ্ধ ও সুবিদিত কিন্তু কোরআন ও সুন্নাহৰ বর্ণনায় এতদসঙ্গেও তাদেরকে কাফির বলা হয়েছে। সুতরাং বোধ দেখ যে, অর্থ উত্তোলনকারীকে কাফির না বলার ক্ষেত্রে ব্যক্তি পরম্পরার প্রসিদ্ধ ও সুবিদিত বিষয়াদি, যেতে নো সম্পর্ক

এ কারণেই আরিয় ও ফিকাহবিদগণ বলেন যে, অর্থ উত্তোলনের কারণে কাউকে কাফির বলা যায় না, তার অন্য শর্ত এই যে, তা ধর্মের জন্মরী বিষয়াদিতে অকাট্য অর্থের বিগ্রহাতে না হওয়া চাই। ধর্মের জন্মরী বিষয়াদির শানে ইসলামী ও মুসলমানদের মধ্যে ব্যক্তি পরম্পরার প্রসিদ্ধ ও সুবিদিত বিষয়াদি, যেতে নো সম্পর্ক

অপিক্রিত সুর্ব অহঙ্কার শুলাকিফহাল, দেয়ন পাজেগামা আয়াব কুরব হওয়া, কুকুরের দুর্গাকআত ও ঘোহরের চার রাকআত কুরব হওয়া, রমজানের রোগা কুন্দুব হওয়া; সুদ, মদ ও শূকর হারাম হওয়া ইত্যাদি। অদি কোন ব্যক্তি এসব বিষয় সম্পর্কে কোনো-আনের আঝাতে এমন কোন অর্থ উভাবন করে, যশোরা মুসলমানদের মধ্যে বাতিল পরম্পরার প্রসিক ও সুবিদিত অর্থ পাল্টে থাই, তবে সে নিশ্চিতভাবে উ সর্বসম্ভাব-ভাবে কাক্ষিত হয়ে থাবে। কেননা, এটা প্রকৃত প্রভাবে রসুলুলাহ্ (সা)-র শিক্ষাকে অস্তীকার করার নামাঙ্কন। অধিকাংশ আলিমের মতে ঈমানের সংজ্ঞাই এই যে—**تَصْدِيقُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيمَا عَلِمَ مُحَمَّدٌ بِهِ مُرُورٌ**—অর্থাৎ এমন সব বিষয়ে নবী করীব (সা)-এর সত্যামূল করা, সেগুলোর বর্ণনা ও আসেশ জাহজ্যমানরাপে তাঁর কাছ থেকে প্রমাণিত রয়েছে, অর্থাৎ আগিমগথ তো আনেনই—সর্বসাধারণগত আনে।

কাজেই এর বিপরীতে কুকুরের সংজ্ঞা এই যে, রসুলুলাহ্ (সা) নিশ্চিত ও জাহজ্যমানরাপে যেসব বিষয় নিয়ে আগমন করেছেন, সেগুলোর মধ্য থেকে কোনটিকে অস্তীকার করা।

অতএব যে বাতিল ধর্মের অকর্মী বিষয়াদিতে অর্থ উভাবনের মাধ্যমে বিধান পরিবর্তন করে, সে রসুলুলাহ্ (সা)-র আনীত শিক্ষাকেই অস্তীকার করে।

অর্তমান দুলে শূকর ও এলাহাদের আগকাটা : বর্তমান দুলে একদিকে ইসলাম ও ইসলামের বিধানবর্তী সম্পর্কে সুর্খতা ও উদাসীনতা চরয়ে পেইছেছে। নব্যশিক্ষিত মুসলিমানগণ অনেক প্রয়োজনীয় বিষয় সংস্কর্ত্ত অভি। অপরদিকে আধুনিক আল্লাহ্ বিহীন, বহুনিষ্ঠ শিক্ষার প্রভাবে এবং ইউরোপের প্রাচ্য শিক্ষাবিদারদের পশ্চিমদের প্রচারিত ইসলামে বিরোধী সমেছ ও সংশয়ের প্রভাবে প্রত্যাবাসিত হবে অনেকেই ইসলাম ও ইসলামী মূলনীতি সম্পর্কে বিতর্ক ও আলোচনা করে দিচ্ছে। অথচ ইসলামের মূলনীতি ও শাখা এবং কোরআন ও হাদীস সম্পর্কে তাদের জান শূন্যের কোষ্টার। তারা ইসলাম সম্পর্কে কিছু অর্জন করে থাকলেও তা ইসলাম বিদেশী ইউরোপীয় লেখকদের লেখা পাঠ করেই অর্জন করেছে। তারা কোরআন ও হাদীসের অকাটা ও জাহজ্যমান বর্ণনায় নামাখিদ অসত্য অর্থ সংযোজন করে শরীরতের সর্বসম্ভাব ও চূড়ান্ত বিধানবর্তীর পরিবর্তন করাকে ইসলামের বিদ্যুত মনে করে নিয়েছে। যখন তাদেরকে বলা হয়, এটা প্রকাশ শূকর, তখন তারা উপরোক্ত প্রসিক নৌত্তর শরণাপন হয়ে বলে, আমরা বিধানটিকে অস্তীকার করি না, বরং এতে অর্থ সংযোজন করি যাই। কাজেই আবাসের প্রতি কুকুরের অভিযোগ আবোগিত হয় না।

হয়রত শাহ আবদুল আয়াব (রহ) বলেন, যে অসত্য অর্থ বিয়োজনকে কোরআনের আঝাতে এলাহাদ আমে অভিহিত করা হয়েছে, তা দুর্গুকার। এক, যে অর্থ কোরআন-হাদীসের অকাটা ও মুতাওমাতির বর্ণনা এবং অকাটা ইজ্বার পরিপন্থী, এটা

বিষয়সম্বেদে কৃষ্ণর এবং সুই. যা কোরআন ও হাদীসের ধারণাপ্রসূত কিন্তু নিশ্চলভাবে নিরক্টবৃত্তী বর্ণনার অথবা প্রচলিত ইজয়ার পরিপন্থ। এটা সোমব্রহ্মী ও গাপাচাক (কিঞ্চক)-কৃষ্ণর নয়। এ সু'জ্ঞকার অসভ্য অর্থ বিশোভন ছাড়া কোরআন ও হাদীসের ভাষায় বিভিন্ন সমাবনার তিউন্তে বেসব অর্থ বর্ণনা করা হয়, সেগুলো সাধারণ ক্রিকাত্তুবিদগ্ধের ইজতিহাসের অয়সান, যা হাদীসের বর্ণনা অনুসৰী সর্বাবস্থার পুরুষান্তর ও সওয়াবের কাজ।

إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِاللَّهِ كُلِّمَا جَاءَهُمْ وَأَنَّهُ لِكُتُبٍ مُّزِيفٍ—আধিকালে তফসীরবিদ বলেন, এ আয়াতে ন কর বলে কোরআনকে বোবানো হয়েছে। বাক্যাবলৈর দিক দিয়ে **إِنَّ الَّذِينَ يَلْعَدُونَ أَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا**—বাক্য থেকে **ل** হয়েছে। কাজেই উভয় বাক্যের একই বিধান হবে এবং সারমর্ম হবে এই যে, তারা যেহেতু আয়ার কাহে সোপন ধোকতে পারে না বিধান আয়ার থেকেও বাঁচতে পারবে না।

وَيَأْتِيهِ الْمُهَاجِلُ مِنْ كُلِّ نَبِيٍّ وَلَا مِنْ خَلْقٍ—এতে বলিত হয়েছে যে, কোরআন আজাহ্র পক্ষ থেকে সংরক্ষিত। কাতোদাহ ও সুন্দী বলেন, আয়াতে **مُهَاجِل** বলে শরতানকে বোবানো হয়েছে এবং সমুদ্র দিক ও পশ্চাদিক বলে সবচ দিক বোবানো হয়েছে। উদেশ্য এই যে, শরতান কোনদিক থেকেই ও কিন্তুতৰে হস্তক্ষেপ করতে পারে না এবং এতে কোনরূপ পরিবর্তন করতে সক্ষম হব না।

তফসীরে মাঝহারীতে বলা হয়েছে, তিনি অথবা আনব কোন প্রকার শরতানই কোরআনে পরিবর্তন ও পরিবর্ধন করতে সক্ষম নয়। রাকেজী সন্তুদানের কেউ কেউ কোরআনে দশটি পারা এবং কেউ কেউ বিশেষ আয়াত সংযোজন করতে চেরেছিল, কিন্তু তাদের সে প্রচেষ্টা বার্ষিক পর্ববসিত হয়েছে।

আবু-হাইজান বলেন, বাতিল শব্দটি কেবলমাত্র শরতানের অন্যাই প্রযোজ্য নয়, বরং শরতানের পক্ষ থেকে হোক অথবা অন্য কারণও পক্ষ থেকে হোক, যে কোন বাতিল কোরআনে প্রবিল্প হতে পারে না। অঙ্গগ্র তিনি তাবাহীর বরাবৰ দিয়ে আয়াতের অর্থ এই বর্ণনা করেছেন যে, কোন বাতিলপন্থীর সাথে নেই যে, সামনে এসে এ কিন্তুবে কোনরূপ পরিবর্তন বা পরিবর্ধন করে। এমনিভাবে সেহেম দিক থেকে সোগনে এসে এর অর্থ বিক্রিত করার ও এজহাদ করার সাথেও কারণও নেই।

তাবাহীর তফসীর এ ছানের সাথে খুবই সাজাজসূর্য। কেননা, কোরআনে এজহাদ ও পরিবর্তনের পক্ষ দুটীই। এক, হোলাপুরিভাবে কোরআনে কোন পরিবর্তন

করার চেষ্টা করা। একে **مُنْتَهٰى تِبْيَانٍ** বলে ব্যক্ত করা হচ্ছে। মুই. বাহত ইমান দাবি করা কিন্তু গাঠাকা দিবে অসভ্য অর্থ বিশ্বাসনের মাধ্যমে কোরআনের অর্থে পরিবর্তন সাধন করা। একে **خَلْفٌ مُنْتَهٰى** বলে বর্ণনা করা হচ্ছে। সাধারণত এই বে, এ কিভাব আলাহ'র কাছে সম্মানিত ও সন্তোষ। এর ভাবার পরিবর্তন বা পরিবর্ধন করার শক্তি হেমন কারও নেই, তেমনি এর অর্থ সন্তোষ বিকৃত করে বিশ্বাসবালীর পরিবর্তন করার সাধাও কারও নেই। অথবাই কোন হতভাগা একাগ করার ইচ্ছা করেছে, তখনই সে জানিত ও প্রত্যাখ্যাত হচ্ছে এবং কোরআন তার নাগাক কৌশল থেকে প্রাক-পরিষ রয়েছে। কোরআনের ভাবার বে পরিবর্তন করার উপায় নেই, তা জড়ত্বে দেখে এবং বোবে। কোরআন তৌজ শব্দের অবধি সারা বিশ্বে পঞ্চিত হচ্ছে এবং জাহো মানুহের বুকে সংরক্ষিত আছে। কেউ একটি বের ও বকরে ফুল করাতেও বৃক্ষ থেকে নিয়ে বাগক পর্যট এবং আগিয় থেকে জাহিজ পর্যট জাহো মুসলিমান তার তুরু ধরার জন্য সাড়িয়ে আর। **فَإِنْ كُلَّ خَلْفٍ مُنْتَهٰى** বলে ইমিত করা হচ্ছে বে, ।

বলে আলাহ্ তা'আলা কেবল কোরআনের ভাবা সংরক্ষণের দাবিই নেননি, বরং এর অর্থ সন্তোষের হিকাবত করাও আলাহ্ তা'আলা রাই দারিদ্র। তিনি আপন রসূল ও তাঁর প্রত্যক্ষ পাগলিস অর্থাৎ সাহাবারে কিছামের মাধ্যমে কোরআনের অর্থ সন্তোষ এমন সংরক্ষিত করে দিয়েছেন বে, কোন বেরীন-মুলাহিদ অসভ্য অর্থ বর্ণনার মাধ্যমে এতে পরিবর্তন সাধন করতে চাইলে সর্বত্ত সর্বসুস্থির হাজারো আগিয় তা অনেক প্রতি হয়ে আর। কাজে সে ব্যর্থ ও অগমানিত হয়। সত্ত্ব বলতে কি, ।

বাকে **مُر**-এর সর্বনাম আরা কোরআন বৌধানো হচ্ছে এবং কোরআন কেবল ভাবার নাম মৰ, বরং ভাবা ও অর্থসন্তান উভয়ের সমষ্টিকে কোরআন বলা হয়।

আলোচ্য আয়াতসমূহের মোটামুটি বিবরণ এই বে, আরা বাহত মুসলিমান তারা খোজাখুলিভাবে অর্থাকার করতে পারে না। কিন্তু আয়াতসমূহে অসভ্য অর্থ বর্ণনার মাধ্যমে কোরআন ও রসূলালাহ্ (সা)-র অকাট্য বর্ণনার বিপরীত উদ্দেশ্য ব্যক্ত করে। তাদের এ ধরনের পরিবর্তন থেকেও আলাহ্ তা'আলা তাঁর কিভাবের হিকাবত করেছেন। কাজে কারও ঘনত্বা অর্থ সন্তোষ জাত করতে পারে না। কোরআন ও হাদীসের অন্যান্য বর্ণনা এবং আলিয়গুপ তার মুখোয় উপোষ্টি করে দেন। সহিহ হাদীসসমূহের বর্ণনা অনুবাদী কিমানত প্রতি সুসমানসমের মধ্যে এমন সম থাকবে, আরা পরিবর্তনকারীদের পরিবর্তনের মুখোয় উপোষ্টি করে কোরআনের সঠিক অর্থ অনসমকে ঝুঁটিয়ে ফুলবে। আরা মানুহের কাছে নিজসেব কুকুর হতই

গোপন করুক, আজ্ঞাহৰ কাছে গোপন করতে পারবে না। আজ্ঞাহ তা'আজ্ঞা যখন তাদের চক্রান্ত সম্বর্কে সতর্ক, তখন তাদের এ অপকর্মের শাস্তি তোগ করাও অপরিহার্য।

٦٠٩٦ —আরব বাতৌত দুনিয়ার অপর জাতিসমূহকে ‘আজ্ঞা’ বলা হয়। যদি শক্তির প্রথমে আজিক যোগ করে **مُكْرِنٌ** বলা হয়, তবে এর অর্থ হচ্ছে অপ্রাপ্য বাক্য। তাই যে বাস্তি আরবী নয়, তাকে আজ্ঞাৰী বলা হবে যদিও সে প্রাপ্য ভাষা বলে। বৃত্তত **مُكْرِنٌ**। বলা হবে তাকেই যে বাস্তি প্রাপ্য ভাষা বলতে পারে না।—(কুরতুবী)

আয়াতের মর্মার্থ এই যে, আমি যদি আরবী ভাষা বাতৌত অপর কোন জাতিসমূহকে কোরআন নাখিল করতাম, তবে কোরআনের অভিযোগ করত যে, এ কিতাব আমরা বুঝি না। তারা আশচর্ষাবিত হয়ে বলত, রসূল তো আরবী আর কিতাব হল কিনা অন্যরে, অপ্রাপ্য ভাষায়।

٦٠٩٧ —**قُلْ هُوَ لِذِيْ يَنِّ اَمْنَوْهُدَى وَشَفَاعَةً** —এখানে কোরআনের দু'টি শুণ্য বাক্য হয়েছে—এক. কোরআন হিসায়ত, জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে মানুষকে কল্যাণের পথপ্রদর্শন করে—দুই. কোরআন আরোগ্যদানকারী। কুফর, শিরক, অধৃকার, হিংসা, মোড়-বাসজা ইত্যাদি আস্তিক রোগ যে কোরআনের শাখায়ে নিরাময় হয়, তা বলাই বাইচ্ছ। কোরআন বাহ্যিক ও দৈহিক রোগেরও প্রতিকার। অনেক দৈহিক রোগের প্রিক্রিয়া কোরআনী দোষা বারা হচ্ছে এবং সফল হচ্ছে।

٦٠٩٨ —**أُولَئِكَ يُنَادِونَ مِنْ مَكَانٍ بَعِيدٍ** —এটা একটা দৃষ্টিকোণ। যে বাস্তি কথা বোঝে, অন্যান্যবল্ল তাকে বলে **أَنْتَ تَسْمِعُ مِنْ قَرْبًا** অর্থাৎ জুধি নিকটবর্তী জান থেকে শুনেছে। আর যে কথা বোঝে না, তাকে বলে **أَنْتَ تَنَادِي مِنْ بَعِيدٍ** অর্থাৎ তোমাকে দূর থেকে ডাকা হচ্ছে।—(কুরতুবী)

উদ্দেশ্য এই যে, তারা যেহেতু কোরআনের নির্দেশাবলী শোনার ও বোঝার ইচ্ছা রাখে না, তাই তাদের কান মেন বধির এবং চক্ষু অঙ্গ। তাদেরকে হিসায়ত করা এমন, যেমন কাউকে অনেক দূর থেকে ডাক দেওয়া, কলে তার কানে আওয়ায় পৌছে না এবং সে সাড়া দিতে পারে না।

الْيَوْمَ يُدْعَى إِلَيِّ الْمَسْكِينُونَ كُلُّ أَخْرَجَ مِنْ تِبْيَانِهِ مِنْ أَكْبَارِهَا

وَمَا تَحْسِلُ مِنْ أُنْثَى وَلَا تَضُمُ إِلَّا بِعِلْمِهِ وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ أَئِنَّ

شَرِكَوْيٍّ هُنَّا أَذْنَاقٌ مَا مَنَّا مِنْ شَهِيدٍ وَصَلَّى عَنْهُمْ مَا
 كَانُوا يَدْعُونَ مِنْ قَبْلٍ وَظَلَّوْا مَا لَهُمْ مِنْ مَحِيصٍ ④
 لَا يَنْشُمُ الْإِنْسَانُ مِنْ دُعَاءِ الْخَيْرِ وَلَمْ يَمْسِهُ الشَّرُّ قَيْوَنُ
 قَنْوَطٌ ⑤ وَلَمْ يَنْ أَذْقَنْهُ رُحْمَةً مَنْ كَانَ بَعْدَ ضَرَّاءَ مَتَّهُ لَيَقُولَنَّ
 هَذَا لِيٌ وَمَا أَظْنَى السَّاعَةَ قَارِئَةً ⑥ وَلَمْ يَنْ تُجْعَتْ إِلَيْهِ لَيَقُولَنَّ
 لِيٌ عِنْدَ الْكَلْحُسْنِيِّ عَلَيْنِيَّتَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِإِيمَانِيْلَوَازَ وَكُنْدِيْقَنْهُمْ
 مِنْ حَدَابِ غَلِيلِيٌّ ⑦ وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى الْإِنْسَانِ أَعْرَضَ وَنَا
 يَبْجِلُنَّهُ وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ فَدَوْدُعَاهُ عَرِيَضٌ ⑧ قُلْ أَرَيْتَنَّ
 لَمْ كَانَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ ثُرَّكَفَرَثُمْ بِهِ مَنْ أَضَلَّ مِنْ
 هُوَ فِي شَقَاقٍ بِعَيْلِدٍ ⑨ سَرِيرُهُمْ أَيْتَنَا فِي الْأَفَاقِ وَفِي آنْفُسِهِمْ
 حَتَّىٰ يَبْيَنَ لَهُمْ أَنَّهُ الْحَقُّ وَأَذْهَرَ يَكْفُرُ بِرَبِّكَ أَنَّهُ عَلَىٰ كُلِّ
 شَيْءٍ شَهِيدٌ ⑩ أَلَا إِنَّهُمْ فِي ضَرِبَةٍ مِنْ لِقَاءِ رَبِّهِمْ أَلَا
 إِنَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ مُّهِيطٌ ⑪

(৪৭) কিম্বাগতের তাম একমাত্র তারাই আনা। তার আনের আইরে কেবল কর্তৃ আবহাগ্যত হয় না এবং কোন নারী গর্ভ ধারণ ও সজান প্রস্তুত করে না। মেদিন আজাহ আদেরকে ডেকে বলবেন, আমার শরীরকা কোথায়? মেদিন তারা করবে, আমরা আপনাকে বলে দিবেছি যে, আমদের কেউ এক শরীরকা করে না। (৪৮) পুরুষ তাম আদের পুজা করত, তারা উধাও হয়ে আবে এবং তারা বুবে আবে যে, তাদের কোন বিজৃতি নেই। (৪৯) আনুষ উপর্যুক্তি কামনার জাত হয় না; অদি তাকে আমরা স্মর্য করে, তবে সে সম্পূর্ণরূপে নিরাশ হয়ে পড়ে; (৫০) বিগদাপদ স্মর্য করার পর আবি দাকে আমার অসুস্থ আবাসন করাই, তখন সে বলতে থাকে, এটা যে আমার

যোগ্য প্রশ্ন ; আমি অনে করি না হে, কিন্তু অত সংগৃহীত হবে। আমি এদি আমার পালনকর্তার কাছে কিরে আই, তবে অবশ্যই তার কাছে আমার অন্য কলাপথ রাখেছে। অতএব আমি কাফিরদেরকে তাদের কর্ম সমর্কে অবস্থাই অবহিত করব এবং তাদেরকে অবস্থাই আবাসন করাব কঠিন শাস্তি । (৫১) আমি ধন আমুদের প্রতি অনুভব করি, তখন সে সুপ কিরিবে নেব এবং পার্য পরিবর্তন করে। আর যখন তাকে অবিলম্ব স্মর্ণ করে, তখন সুনীর্দ দোরা করবে থাকে । (৫২) বলুন, তোমরা কেবে দেশের কি, এবং এটা আজাহ্র পর থেকে হয়, অতপর তোমরা একে জয়ান্ত কর, তবে যে কাটি হোর কিরোবিতার মিষ্ট, তার চাইতে অধিক গুরুত্ব আর কে ? (৫৩) এখন আমি তাদেরকে আমার নিদর্শনাবলী প্রদর্শন করব পুরিবীর মিষ্টে এবং তাদের নিজেদের অথবা, করে তাদের কাছে ঝুটে উঠিবে নে, এ কেবলজান সত্য। আপনার পালনকর্তা সর্ববিদ্যের সাক্ষাত্কাৰ, এটা কি অবেষ্ট নহ ? (৫৪) তবে হাঁথ, তারা তাদের পালনকর্তার সাথে সাক্ষাত্কারে বাসারে জন্মেছে গতিত রয়েছে। তবে হাঁথ, তিনি সম্বিলুকে পরিবেষ্টন করে রয়েছেন ।

তক্ষণীরের সাব-সংজ্ঞেশ

(উপরে যে কিয়ামতে কাফিররা প্রতিক্রিয়া পাবে বলে উল্লেখ করা হয়েছে, নে) কিয়ামতের ভান আজাহ্র দিকেই কিরিবে দেওয়া যাব । (অর্থাৎ কাফিররা অচৌহাতি প্রকল্প প্রসংগে প্রথ করত, কিয়ামত কবে আসবে ? এর জওয়াবে একথাই বলা হবে বে, এর ভান আজাহ্র কাছে রয়েছে। যানুমের কাছে এর ভান নেই বলে এর অবাক-বতো জুনুনী হয় না । আর কিয়ামতেরই কি বিবেছনা, আজাহ্র ভান তো সবকিলুকেই পরিবেষ্টন করে রয়েছে। এমনকি,) কোন ফল আবরণযুক্ত হয় না এবং কোন নারী সর্তুধারণ ও সাতান প্রসব করে না, কিন্তু এসবই তাঁর ভাতসারে হয় । (কেননা, তাঁর ভান সঙ্গত, যা চূড়ান্ত ও পরিপূর্ণ হওয়ার কারণে তওহীদের ফুরাশ এবং কিয়ামত সম্পর্কিত ভাবেরও প্রমাণ । অতপর কিয়ামতের একটি ঘটনা বর্ণনা করা হয়েছে, যন্মারা তওহীদ প্রমাণিত ও শিরক মিথ্যা প্রতিপন্থ হয় ।) যে দিন আজাহ্র তা'আলা তাদেরকে (অর্থাৎ মুল্লিকদেরকে) ডেকে থাবেন, (হাদেজের তোমরা আমার শরীক হিঁর করেছিলে), আমার (সেই) শরীকরা (এখন) কোথায় ? (তাদেরকে তাঁক, তারা তোমাদেরকে বিগদ থেকে উজার করুক ।) তারা বলবে, (এখন তো) আমরা আপনার কাছে নিবেদন করাই হৈ, আবাদের কেউ এটা (অর্থাৎ শিরক) ছীকান করে না । (অর্থাৎ আসল সত্য ঝুটে উঠার পর তারা তাদের ভুল ছীকার করে নেবে । এটা হয় অপারক অবস্থার ছীকানোত্তি, না হয় কিছুটা মুক্তির আশায় এ ছীকানোত্তি করা হবে ।) পূর্বে (অর্থাৎ সুনিষ্ঠাতে) তারা তাদের পূজা করত, তারা সকলেই উথাও হয়ে থাবে এবং তারা (গ্রেব অবস্থা দেখে) বোকে নেবে বে, তাদের নিষ্ঠুতির কোন উপার নেই । (তখন মিথ্যা হোদাদের অসহায় এবং এক আজাহ্র সত্ত্বাতা আনা হাবে । অতপর যানব-সত্ত্বাবের উপর ঝুঁকুর ও শিরকের একটি বড়

প্রত্যাবৰ্তন করা হয়েছে। যে আনুষ তওহাদ ও ঈমান থেকে পুত্র, সে) মানুষ (চরিত, বিধাস ও কর্মের দিক দিলে এবং অস যে, প্রথমত আজ্ঞান্ত্রিক ও অভ্যন্তরীণ কোন অবস্থাতেই সে) উপরি কামনার ঝাঁক হয় না, (এটা চরম জোড়-জালসার আমামত।) আর (বিশেষ দৃঢ়-দেন্তে তার অবস্থা এই যে,) যদি তাকে কিছু অমরল স্মর্ষ করে, তবে সে সম্পূর্ণরূপে নিরাশ ও সন্তুষ্ট হয়ে গড়ে। (এটা চরম অকৃতজ্ঞতা ও আজ্ঞাহীন প্রতি কুখারণা পোষণ করার আমামত।) আর (দৃঢ়-দেন্ত দূর হয়ে গেলে তার অবস্থা এই দাঁড়ায় যে,) বিগদাপদ স্মর্ষ করার পর আমি যদি তাকে আমার অনুগ্রহ আবাসন করাই; তখন সে বলে, এটা তো আমার প্রাপ্তি ছিল। (কেননা, আমার কলাকৌশল, প্রতিভা ও প্রেরিত এরই সাবীদার ছিল। বরুত এটাও চরম অকৃতজ্ঞতা ও অহংকার।) এবং (এতে সে এতদুর স্ফীত ও বিশ্বৃত হয় যে, বলতে শুরু করে,) আমি মনে করি না যে, কিম্বামত সংঘাতিত হবে। যদি (অগত্যা সংঘাতিত হয়েই থার এবং) আমি আমার পাদনকর্তার কাছে প্রত্যাবর্তিত হয়ে, (বেহন, পরমপ্রিয় বাসে,) তবে অবশ্যই তাঁর কাছে আমার অন্য কল্যাপই হয়েছে। (কেননা, আমি সঙ্গের উপর প্রতিপিণ্ঠিত এবং এরই মোগ্য পাই। এটা আজ্ঞাহীন ব্যাপারে চরম ধৌকাল মিশ্র হওয়ার নামান্তর। যোটিকথা, কুকুর ও শিরক এমনি অনিষ্টকর ব্যাপার।) অতএব (তারা মত হেগেগ্যাতার সাবিই করুক, সফরই) আমি কাফিরদেরকে অবশ্যই তাদের সব কৃতকর্ম সম্পর্কে অবহিত করব এবং তাদেরকে অবশ্যই কঠিন শাস্তি আবাসন করাব। (কুকুর ও শিরকের আরও একটি প্রতিক্রিয়া এই যে,) আমি যখন (কাফির ও মুসলিম) মানুষের প্রতি অনুগ্রহ করি, তখন সে (আমার দিক থেকে ও আমার বিধানবাহী থেকে) শুধু কিন্তব্যে নেয় এবং পৌর্ণ পরিবর্তন করে (যা চরম অকৃতজ্ঞতার লক্ষণ বটে।) আর (দৃঢ়-দেন্তের ক্ষেত্রে কুকুর ও শিরকের এক প্রতিক্রিয়া এই যে,) তাকে যখন অবিলম্ব স্মর্ষ করে, তখন (নিরামত হারাবোর ফলে হা-হতাখের ছল—শা অনুনয়-বিনয়ের হয়ে হয়) শুধু জঙ্গা-তওহাদ দোকা করতে থাকে। (এটা চরম অধৈরতা ও দুর্নিয়াপ্রীতির আজ্ঞামত। অতপর রিসালত ও কোরআনের সত্যতার দিকে দাওয়াত দেওয়ার অন্য বলা হয়েছে; হে পরমপ্রিয়,) আপনি (কাফিরদেরকে) বরুম, (কেরাআনের সত্যতার পক্ষে মেসৰ প্রবাল বিশ্বৃত হয়েছে, বেহন, এর অন্যান্যা, অন্যের সাতিক থবর দান প্রত্যুত্তি, চিন্তা-ভাবনার অভাবে তোমরা এগুলোকে বিজ্ঞাস হাপনের কারণ মনে না করলে, কমপক্ষে তার সন্তানাতাকে তো অবীকার করতে পার না। কেননা, এর পক্ষে তোমাদের কাছে কোন প্রশংস নেই। অতএব) তোমরা কেবল দেবেছ কি, যদি এ কোরআন আজ্ঞাহীন পক্ষ থেকে এসে আকে, অতপর তোমরা একে অবীকার কর, তবে সে বাস্তির চাইতে অধিক ঝাঁক আর কে, যে (সত্ত্বে) হোর বিয়োধিতার মিশ্র? (তাই তড়িঘড়ি অবীকার করো না, বরং ক্ষেত্রে-ক্ষেত্রে দেখ, বেহন সত্য কুটে উঠে। অবশ্য তাদের কাছে একাগ চিন্তা-ভাবনার আশা করা সুখ। তাই) এখন আমি (নিজেই) তাদেরকে আমার (কুসরতের) নিদর্শনাবলী প্রদর্শন করব

(যা রয়েছে) পৃথিবীর সিগন্টে (যেমন, ভবিষ্যাদাণী অনুযায়ী সারা খিল্লি ইসলামের পক্ষে উজ্জ্বল হবে) এবং (যা রয়েছে) তাদের নিজেদের মধ্যে (যেমন, বলয়ে তারা নিহত হবে এবং তাদের বাসস্থান যাকা বিজিত হবে।) কলে (এসব ভবিষ্যাদাণী বাস্তবে পরিণত হওয়ার কারণে) তাদের কাছে স্পষ্ট হয়ে উঠবে যে, এ কোরআন সত্য। (এর ভবিষ্যাদাণী সত্যে পরিপত্ত হচ্ছে। এই অপারস অবস্থার জান যদিও প্রহপীয় নয়, কিন্তু এতে প্রয়াল আরও জ্ঞানদার হবে। তবে বর্তমানে তাদের অঙ্গীকারের দরকান আগনি দৃঃখ্যত হবেন না। কেবলমা, তারা যদি আগনার সত্যতার সাক্ষ্য না দেয়, তবে) আপনার পাশনকর্তার কথা (আগনার সত্যতার সাক্ষ্য ও সাক্ষনার জন্য) যথেষ্ট নয়কি? তিনি প্রত্যোক (বাস্তব) বিষয়ের সাক্ষাদাত্ত। (তিনি আগনার যিসালতের সাক্ষ্য দিয়েছেন। অতপর কাফিরদের অঙ্গীকৃতির প্রকৃত কারণ ব্যক্ত করা হয়েছে। এতে সাম্ভূতি অধিক হতে পারে।) জেনে রাখ, তারা তাদের পাশনকর্তার সাথে সাক্ষাতের বাপারে সন্দেহে পতিত রয়েছে। (ফলে তাদের অন্তরে এমন ভয়ও নেই যার কারণে সত্যাক্ষেপণ করবে, কিন্তু) জেনে রাখ, তিনি সবকিছুকে (জান দ্বারা) পরিবেশ্টন করে রেখেছেন (সুতরাং তাদের সন্দেহ সম্পর্কেও তিনি আনন্দ এবং এর শান্তি দেবেন।)

আনুবাদিক জাতৰ্য বিষয়

عَرْضٌ عَلَى الْمُرْسَلِ—অর্থাৎ কাফির জোকদের অভ্যাস এই যে, আজ্ঞাহু তা'আলা তাকে কোন নিরায়ত, ধনসংসদ, ইজ্জত ও নিরাপত্তা দিলে সে তাকে যাপ্ত ও বিজোয় হয়ে আজ্ঞাহু তা'আলার কাছ থেকে আরও দূরে চলে যাব এবং তার অহংকার ও উদাসীনতা আরও বেড়ে যাব। পক্ষান্তরে সে কোন বিপদের সত্ত্বাধীন হজে আজ্ঞাহুর কাছে সুদীর্ঘ দোয়া করতে থাকে। সুদীর্ঘ দোয়াকে এ স্থলে অর্থাৎ প্রশংসন দোয়া বলা হয়েছে। কেবলমা, যে বস্তু প্রশংসন ও বড়, তা যে দৈর্ঘ্যেও বড় হবে, তা আপনা আপনিই বোঝা যাব। ও কারণেই জামাতের বিজুতি বর্ণনা করার ক্ষেত্রেও আজ্ঞাহু তা'আলা عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرضُ وَالْأَفْرَضُ— বলেছেন; অর্থাৎ জামাত এত বিজুত যে, তার শস্ত্রের মধ্যে সমস্ত জাকাশ ও পৃথিবীর সংকুলান হয়ে যাব।

সহীহ হাদীস থেকে আনা যাব যে, দোয়ার মধ্যে কাকুতি-মিনতি, কায়াকাটি ও বার-বার বলা উচ্চয়—।—(বুধারী, মুসলিম) সেমতে দীর্ঘ দোয়া করা প্রশংসনীয় কাজ। কিন্তু এ স্থলে কাফিরদের নিষ্পা দীর্ঘ দোয়ার কারণে করা হয়নি, বরং তার এ সামাজিক অভ্যাসের কারণে করা হয়েছে যে, আজ্ঞাহুর নিরায়ত পেলেই সে অহংকারে যেতে

উঠে এবং বিপদের সম্মুখীন হলেই দুঃখ বর্ণনা করে ফিরে। এতে তার উদ্দেশ্য দোষা নয়; বরং হা-হতাপ করা ও মানুষের কাছে তা পেরে ফেরা।

سُرِّيْهُمْ أَبِيْنَافِيْ إِلَّا فَانِّيْ وَفِيْ أَنْفُسِهِمْ— অর্থাৎ আমি আমার কুসরত ও তওহীদের নিষর্পনাবলী তাদেরকে দেখাই বিশ্বজগতেও এবং তাদের নিজেদের সত্তার মধ্যেও। **أَفَتِّقْ** খন্দটি তুঃ—এর বহুবচন, অর্থ দিলেও। আমাতের উকল্য এই যে, বিশ-অগতের ছোট-বড় সুলিষ্ট তথা আকাশ, পৃথিবী ও এতদুভয়ের মধ্যবর্তী হে কোন বস্তুর প্রতি দৃষ্টিপাত করলে তা আঙ্গাহ অস্তিত্ব, তাঁর সর্বব্যাপী জ্ঞান ও কুসরত এবং তাঁর একজীব সাক্ষাৎ দেখ। এর চাইতে আরও নিকটবর্তী বস্তু দ্বারা মানুষের ঝাপ ও দেহ। তাঁর একন্ধেকাটি অব এবং তাতে কর্তৃত সূল্য ও নাজুক যত্নপাতির অধ্যে তাঁর আরাম ও সুখের বিস্ময়কর ব্যবস্থা রাখা হয়েছে। এসব যত্নপাতিকে এমন যত্নবৃত্ত করা হয়েছে যে, সকল-আশি বহুল পর্যটও করপ্রাপ্ত হয় না। মানুষের প্রাণিসমূহে যে স্মৃৎ জাগানো হয়েছে, তা মানুষের তৈরি হলে ইস্পাত নিয়িত স্মৃৎও করপ্রাপ্ত হয়ে থাম হয়ে যেত। মানুষের হাতের চামড়া এবং তাতে অক্ষিত রেখাও সামা জীবনে করপ্রাপ্ত হয় না। এসব বাগারে হদি সামান্য জ্ঞান-বুক্সিস্প্লাই ব্যক্তিগত টিপ্পানী করণা করে, তবে সে এ বিশ্বাসে উপনীত হতে বাধ্য হবে যে, তাঁর অবশেষই একজন জীব্তা ও প্রতিষ্ঠাতা আছেন, যাঁর জ্ঞান ও কুসরত জসীম এবং যাঁর কোন সমরক হতে পারে না। **فَتَبَارِكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ**

سورة الشورى

سورة الشورى

سورة الشورى، ٥٦ آيات، ٤ جزء

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

حَمْ ۝ عَسْكَرْ ۝ كَذِيلَةٌ يُوحَى إِلَيْكَ دَوَّلَةُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ ۝
اللَّهُ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ۝ كَمَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ ۝
وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ ۝ تَكَادُ السَّمَاوَاتُ يَتَفَطَّرُنَّ ۝ مِنْ
فَوْقِهِنَّ وَالْمَلَائِكَةُ يُسْتَحْوِنُونَ بِعَنْدِ رَبِّهِمْ وَيَسْتَغْفِرُونَ
لِمَنْ فِي الْأَرْضِ ۝ إِلَّا أَنَّ اللَّهَ هُوَ الْعَفُورُ الرَّحِيمُ ۝ وَالَّذِينَ
أَتَعْذَّبُوا مِنْ ذُنُوبِهِ أَوْ لِيَاءُ اللَّهِ حَقِيقَةٌ عَلَيْهِمْ ۝ وَمَا أَنْتَ
عَلَيْهِمْ بِوَكِيلٍ ۝ وَكَذِيلَةٌ أَوْ حِينَتَ إِلَيْكَ قُرَآنًا عَرَبِيًّا
لِشَذِّذَرَ أَمْرَ الْقُرْآنِ وَمَنْ حَوْلَهَا وَشَذِّذَرَ يَوْمَ الْجَمْعِ لَا رَبِّ
فِيهِ ۝ فَرِيقٌ فِي الْجَنَّةِ وَفَرِيقٌ فِي السَّعْيِرِ ۝ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَهُمْ
أُمَّةً وَاحِدَةً ۝ وَلَكِنْ يُدَخِّلُ مَنْ يَشَاءُ فِي رَحْمَتِهِ ۝ وَالظَّالِمُونَ
مَا لَهُمْ مِنْ وَلِيٍّ ۝ وَلَا نَصِيرٌ ۝ أَمْرَ أَتَعْذَّبُوا مِنْ ذُنُوبِهِ أَوْ لِيَاءُ
فَاللَّهُ هُوَ النَّوْلَىٰ ۝ وَهُوَ يُبَعِّي الْمُؤْمِنَةَ ۝ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ۝

ଶରୀର କରନ୍ତୁ କାହାର ପାଇଁ ଦାଢ଼ି ଆଜ୍ଞାହୁଣ୍ଡ ମାରେ ଉଠି—

- (६) छा-बीघ, (७) आईन, गीम, डो-क। (८) एमिनिटारे पर्याकृतप्रणाली प्रकाशन आजाह आगमारु प्रति ओ आगमारु पूर्ववर्तीमें अटि उमी ज्ञेय बनेन। (९) मर्डोमउले या किनू आहे एवं कृष्णउले या किनू आहे, सरकडे ठोर। तिनि समृद्ध, अहाम। (१०) आकाश उपर खेके केटे पडारु उपकृत इत आरु तक्कम तेजी-प्रतासी तादेव प्राज्ञवर्षातीर प्रसंगसाहि परिष्रिता वर्णना करे एवं पूर्ववाचीमेंसे अस्य तक्का व्याख्या वर्णना करे। तुने झाई, आजाही तमाशी, प्रयत्न बनवावामय। (११) दारा आजाह वाटीत अगरके अडितारक हिसेबे प्रह्ल बरे, आजाह तादेव अटि लाज्ज राखेन। आगमारु उपर नव तादेव दार-दारिह। (१२) एमिनिटारे आवि आगमारु प्रति आवाही तोरावान नाविल बरवाहि, याते आगवि अडा ओ तारु आवे-पाश्वेव तोरावानेर संकर करेन एवं संकर करेन समावेश्वरे दिन सम्पर्के, याते तोन समेह मेहि। एवढेन आवाते एवं एवढेन आवाहावाहे उव्वेळ बरवावे। (१३) आजाह इच्छा करेन समृद्ध तोरावके एक दले सरिशेत बराते पारेन। किनू तिनि आके इच्छा चीर राहमते दाविल बरवेन। आरु जागिमदेव तोम अडितारक ओ सामाजाकारी मेहि। (१४) तारा कि आजाह वाटीत अगरके अडितारक हिर बरवाहे? सराते आजाही तो एकदार अडितारक। तिनि अष्टदेवके औरित बरवेन। तिनि सर्वविकरे तज्ज्ञतावाहि।

ପ୍ରକାଶିତ ଦାତା-ମନୁଷ୍ୟ

हा-याय, आईन-जीन, ता-क—(एर अर्झ आजाह डांगालाई जानेन। खर्वेर मुळनीडि निरुपण ओ अन्याना याहा-उपकारेव जन्य देमन आपनार प्रति ए सूरा नाहिल होले.) अमनिडावे पराक्रमाचारी अडायव आजाह डांगाला आपनार प्रति ओ आपनार पूर्ववर्तीदेवेत प्रति (अन्याना सुरा ओ किंतावेव) ओही फ्रेप करेन। (तांत्र धान एही ये,) नक्तोऽप्तले वा किंतु आहे एवं तु-मध्यले वा किंतु आहे समजाई तांत्र, तिमिहि सम्भावत, महान। (मर्त्तवासीरा यदि तांत्र याहाच्या मा बुद्धे ओ मा याने, तरे आकाशे तांत्र याहाच्या सम्बर्ते तानी एत विपूल संख्याक क्षेत्रेशता यावेहे ये, तांदेव वोऽपार काऱगेव) आकाश उपर थेके क्षेत्रे पडाव उपराम हरव, (वेघन हातीले आहे;) اन तक्त मानवांचा योग्य अर्बुदा^३ اطत السماه وحق لها ان تكْتَ مَا نَفْعُها مَوْفَعْ اَرْبَعَةٍ ساجِدًا لِللهِ اَكْبَرْ—जांहां आकाशे एयन आओवाय हत्ते जागलो, वेघन कोन वत्तर उपर वेळे वेळा तर्गे आघाडाव काऱगेव हरव। आव एजप आओवाय होवाई समत। केन्द्रा, समाज आकाशे तांत्र आलुल परियाप जागलाव एयन नेही, वेथावे कोन क्षेत्रेशता यत्कृत टूके निरसावृत मा आहेव.) क्षेत्रेशतापास तांदेव पाणवकर्त्तार प्रशंसासह पवित्राता वर्धना करे एवं मर्त्तवासीदेव (मध्ये वारा तांत्र याहाच्या बुद्धे मा एवं बुद्धर ओ शिराके निष्पत आहे, फले आयावेव विश्वा हरव देहे, मेही क्षेत्रेशतापास तांदेव) जन्य (विश्वेर समर पर्हत) जया

প্রার্থনা করে। (অর্থাৎ এ সোরা করে যে, সুনিষ্ঠাতে তাদের উপর হেব কঠোর আহাব
নাখিল না হয়, যার ফলে সকলেই খৎস হয়ে যাব। সুনিষ্ঠার সামান্য শাখি ও
পরকালের প্রভৃতি আহাব এই ক্ষমাত্ব প্রার্থনার বাইরে। আরাহ্ তা'আলা ক্ষেত্রে তাদের
এই সোরা করুন করে কাফিরদেরকে সুনিষ্ঠার ব্যাপক আহাব থেকে বঁচিয়ে রাখেন।) হেবে,
রাখ, আরাহ্ তা'আলাই ক্ষমাত্ব, পরুষ করুণায়। যারা আরাহ্ পরিবর্তে
অগ্রসরক অভিভাবক প্রাপ্ত করেছে, আরাহ্ তা'আলা তাদের (অস কর্মের) প্রতি সৃষ্টি
করেন (উপবৃত্ত সময়ে এর পাতি দেবেন)। আপনি তাদের কার্যমুর্বাহী নন (যে
বখন ইচ্ছা, তাদের উপর আহাব নাখিল করবেন। তাদের উপর তৎক্ষণিক আহাব না
আসার কারণে আগনার দুঃখিত হওয়া উচিত নয়, কেবল, আগনার প্রচার কাজ আগনি
করেছেন। এর বেশী কোন বিচুর চিহ্ন করবে না। সেবাতে) আরি এফনিজাবে
(বেমন আগনি দেখছেন) আগনার প্রতি আরবী ভাষার কোরআন নাখিল করেছি,
যাতে আগনি (সর্বজগত) যথা ও তার আশেপাশের গোকদেরকে সতর্ক করেন এবং
সতর্ক করেন সববেত হওয়ার দিন (অর্থাৎ কিন্নামত) সম্পর্কে (যাতে পূর্ববর্তী ও
পরবর্তী সব মানুষ এক ময়দানে একত্তি হবে) —এতে মোটেই সন্দেহ নেই। (সেদিন
ক্ষেত্রসাম্রাজ্য হবে যে,) একদম আভাসাতে এবং একদম আভাসামে প্রবিল্প হবে। (সুতরাং
আগনার কাজ কেবল সেদিন সম্পর্কে সতর্ক করা। তাদের ঈমান আনা না আনা
আরাহ্ ইচ্ছার উপর বির্তুয়ালী।) আরাহ্ ইচ্ছা করলে তাদের সকলকে এক
সম্মুদ্ধারে পরিষ্কত করতে পারতেন (অর্থাৎ সকলেই মৃত্যুন হতে পারত)। হেবন আরাহ্
ক্ষেত্রে : وَلَوْ شِئْنَا لَنَهَا كُلْ نَفْسٍ هُدَى । অর্থাৎ আরি ইচ্ছা করলে প্রত্যোককে
হেসানেত দিতে পারতাম!) কিন্তু (অনেক ইহসুন কারণে তিনি তা চাননি, বরং)
তিনি যাকে ইচ্ছা (ঈমান দিয়ে) দীর্ঘ রাহতে দাখিল করেন (এবং যাকে ইচ্ছা,
কুকুর ও শিরকের মধ্যে ছেড়ে দেন। করে সে রাহতে দাখিল হয় না।) আর
জালিমদের (অর্থাৎ যারা কুকুর ও শিরকে লিঙ্গ কিন্নামতের দিন) কোন অভিভাবক
নেই ও সাহাবাকারী নেই। (অতপর শিরক বাড়িল করা হয়েছে,) তারা কি আরাহ্
বাতীত অপরকে অভিভাবক ছির করেছে। পরবর্তী (যদি অভিভাবক করাতে হয়, তবে)
আরাহ্ তা'আলাই তো অভিভাবক (হওয়ার সৌগ্য)। তিনি মৃত্যুদেরকে জীবিত করেন
এবং তিনিই সবকিছুর উপর সর্বসম্মান (অতএব অভিভাবক করার সৌগ্য তিনিই)।
তাঁর ক্ষমতার বৈশিষ্ট্য এই যে, অন্যান্য বিবরণের উপর নাহেয়ার কিছু ক্ষমতা অন্যদের
রয়েছে, কিন্তু মৃত্যুদেরকে জীবিত করার ক্ষমতার অন্য কেউ নাহেয়ারও পরীক নয়)।

আনুবাদিক অন্তর্ব্য বিবর

—
তত্ত্বাত্মক—এতে হাসীদের বরাত দিয়ে উপরে বাধিত হয়েছে যে, ক্ষেত্রে তাদের
বোকার চাপে আকাশে এখন আগনাম সৃষ্টি হয়, হেবন কোন বরুর উপর কারী বোকা

পতিত হোৰে সৃষ্টি হই। এতে বোৰা পেছ যে, কেৱলভাদেৱ ওজন আহে এবং তা ভারী, এটা-অব্যাক্তিৰও নহ। কেননা, এই বীকৃত ঘৰ, কেৱলভাগণও দেহবিশিষ্ট যদিও তা খুব সুজ। সুজ দেহও বৎসৎক একজিত হজে ভারী হওয়া অসম্ভব নহ। —(বয়ানুল কোরআন)।

لِتَنذِرَ أَمَّا الْقَرَىٰ—۝—

এই অর্থ সকল জনপদ ও শহৱের মূল ও ভিত্তি। এখানে যুক্ত যোকারুমা বোৰানো হয়েছে। এই মায়কুৰগেৱ হেতু এই ঘৰ, এ শহৱাটি সমগ্ৰ বিশ্বেৱ শহৱ-জনপদ এমনকি জু-পৃষ্ঠ অপেক্ষা আজ্ঞাহ্য কাছে অধিক সম্মানিত ও প্ৰেষ্ঠ। যসনদেৱ আহমদেৱ রেওয়াৰেতে আদী ইৰনে হামৰা মুছৱী বলেন, রসূলুজ্জাহ (সা) যখন যুক্ত ধোকা দেকে হিজৱত কৰিলৈন এবং হাফ্রা নামক চানে হিলেন তখন আমি শুনেছি তিনি যুক্তকে সহোধন কৰে বলেছিলৈন :

إِنَّ لِكُبِيرًا رَّحْمَةً إِلَىٰ اللَّهِ وَحْبًا وَإِنَّ أَخْرَجْتَ مِنْكَ

—لِمَا خَرْجْتَ—

তুমি আমাৰ কাছে আজ্ঞাহ্য সমগ্ৰ পুথিবী থেকে প্ৰেষ্ঠ এবং সমগ্ৰ পুথিবী অপেক্ষা অধিক প্ৰিয়। যদি আমাকে তোমাৰ থেকে বহিকাৰ কৰা না হত, তবে আমি কখনও যেছাক তোমাকে তাগ কৰিবাম না।

وَمَنْ حَوَّلَهَا—

অর্থাৎ যুক্ত যোকারুমাৰ আশপাশ। এই অর্থ আশেপাশেৱ আৱৰ দেশসমূহও হতে পাৰে এবং পূৰ্ব-পশ্চিম সমগ্ৰ বিশ্বও হতে পাৰে।

وَمَا اخْتَلَفْتُمْ فِيهِ وَمِنْ شَيْءٍ فَحَكِيمٌ إِلَيْهِ ذِلْكُمُ اللَّهُ رَبِّي
عَلَيْهِ تَوَكِّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ ۝ فَاطِرُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ،
جَعَلَ لَكُمْ مِنَ النَّفِيسِكُمْ أَزْوَاجًا وَمِنَ الْأَنْعَامِ أَزْوَاجًا،
يَدْرُو كُمْ فِيهِ دَلِيلٌ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِينُ الْبَصِيرُ ۝ لَهُ
مَقَالِيدُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ وَيَقْدِرُ،
إِنَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ۝

(১০) তোমোৰা যে বিশ্বেই যতকেদ কৰ, তাৰ কৰসালা আজ্ঞাহ্য কাছে সোপৰ্ম। ইনিই আজ্ঞাহ্য—আমাৰ পাজনকজ্ঞ। আমি তাৰই উপৰ নিৰ্ভৱ কৰি এবং তাৰই

অতিমূল্যী হই। (১১) তিনি নভামহল ও কুহুমহলের প্রচ্ছটা। তিনি তোমাদের অধ্য থেকে তোমাদের জন্ম মুগল সৃষ্টি করেছেন এবং চতুর্লাদ জন্মদের মধ্য থেকে জোড়া সৃষ্টি করেছেন। এভাবে তিনি তোমাদের অধ্য বিস্তার করেন। কোন কিছুই ঠাঁর অনুরূপ নয়। তিনি সব তনেন, সব দেখেন। (১২) আকাশ ও পৃথিবীর চাবি ঠাঁর কাছে। তিনি আর অন্য ইচ্ছা রিষিক বৃক্ষ করেন এবং পরিষিত করেন। তিনি সর্ব বিশ্বের জানী।

তুষসৌরের সার-সংজ্ঞেশ

(হারা তওহীদে আগনীর সাথে যত্নেদ করে, আপনি তাদেরকে বজুন,) যেসব বিশ্বের তোষরা (সত্তাগৃহীদের সাথে) যত্নেদ কর, তার করসালা আরাহ তা'আলার কাছে সোপর্ম রয়েছে। (তা এই যে, তিনি মুনিয়াতে প্রয়াপাদি ও মুজিয়ার আধ্যায়ে তওহীদের সত্যতা প্রকাশ করে দিয়েছেন এবং পরকামে মুমিনদেরকে জামাত দেবেন ও কাফিরদেরকে জাহাজাবে নিকেপ করবেন।) ইনিই আরাহ্ (শার এই শান) আরার পাইনকর্তা। (তোমাদের বিরোধিভার কারণে যে কল্প ও ক্ষতির আশৎকা রয়েছে, সে সম্পর্কে) আমি ঠাঁরই উপর নির্ভর করি এবং (সব কাজে) ঠাঁরই প্রতি প্রত্যাগমন করি। (এতে তওহীদের বিশ্বব্যবস্থ দৃঢ় তিতির উপর সাবান্ত হয়ে গেছে। অতপর আরও উপাদানী বর্ণনা করে একে অধিকতর জোরাদার করা হয়েছে।) তিনি আকাশ ও পৃথিবীর প্রচ্ছটা (এবং তোমাদেরও ছল্টা। সেহেতে) তিনি তোমাদের অন্য তোমাদের স্থানেগীর মুগল সৃষ্টি করেছেন এবং (এমনিভাবে) চতুর্লাদ জন্মদের জোড়া সৃষ্টি করেছেন। এভাবে (অর্থাৎ জোড়া সৃষ্টির মাধ্যমে) তিনি তোমাদের অধ্য বিস্তার করেন। (ঠাঁর সম্ভা ও উপ এবন পরিপূর্ণ যে,) কোন কিছুই ঠাঁর সদৃশ নয়। তিনি সর্বজ্ঞোতা, সর্বচক্ষোতা। (অনাসের শোনা ও দেখা খুবই সীমিত।) আকাশ ও পৃথিবীর চাবি ঠাঁরই ইখতিরারে। (অর্থাৎ এসবে কর্ম পরিচালনার অধিকার একমাত্র ঠাঁরই। আর ঠাঁর এক কর্ম পরিচালনা এই যে,) তিনি আর অন্য ইচ্ছা, অধিক রিষিক মেন এবং (আর অন্য ইচ্ছা) জীবিকা পরিষিত করে দেন। বিশ্বে তিনি সর্ববিশ্বের পূর্ণ জানী (প্রত্যেককে উপরোক্ষিতা অনুবাসী দেন)।

আনুবাদিক আভ্যন্তর বিবর

وَمَا أَخْلَقْتُمْ فِيهِ مِنْ شَيْءٍ ذَكَرْتُهُ إِلَيْيْ—অর্থাৎ যে ব্যাপারে ও যে কাজে তোমাদের পারস্পরিক যত্নেদ হয়, তার করসালা আরাহৰ কাছেই সম্পিত রয়েছে। কেননা, আরাহৰ করসালাই আসল করসালা। অন্য আরাতে বলা হয়েছে **إِنَّ الْحُكْمَ إِلَّا لِلّٰهِ—**অন্যান্য অধিকাংশ আরাতে রসূলের এবং কোন আরাতে শাসকবর্গের আনুস্তোর নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। যেসব আরাত এর পরিপূর্ণ নয়।

কেননা, সুজ ও সাসকবর্পের কর্মসূলী একদিক দিয়ে আলাহ তা'আলারই কর্মসূলী হয়ে থাক। তার ওহীর আধ্যমে অধ্যা কিন্তু সুজ অনুষ্ঠানী কর্মসূলী করেন তা'আলাহর কর্মসূলী হওয়া সুস্পষ্ট। আর যদি তার ইজতিহাদ দারা কর্মসূলী করেন, তবে ইজতেহাদের ডিজিত কোরআন ও সুজ হয়ে থাকে। তাই এ কর্মসূলীও প্রকারীভূতে আলাহ তা'আলারই কর্মসূলী। সুজভাবিসপ্পের ইজতিহাদও এ দিক দিয়ে আলাহর বিখ্যাতীর অভূত। এ কারণেই আলিমগণ বলেন, কোরআন ও সুজ বোধ করে মৌগল্য রাখে না, এমন সাধারণ বাতিল পক্ষ সুজভীর কর্তৃতাই শরীরতের বিধান।

شَرِعْ لَكُمْ مِنَ الدِّينِ مَا وَصَّلَهُ بِهِ شُوحاً وَالَّذِي أَوْحَيْنَا
 إِلَيْكُمْ وَمَا وَصَّلَنَا يَهْبِطُ هِيمَرْ وَمُوْسَى وَعِنْتَسِيْ أَنْ أَقِيمُوا
 الْدِّينَ وَلَا تَتَفَرَّقُوا فِيهِ بِئْبَرْ عَلَى الْمُشْرِكِينَ مَا كُنْدُ عَوْهُمْ
 إِلَيْهِ دَأَلَهُ بَجْتَبِيْ إِلَيْهِمْ مَنْ يَشَاءُ وَيَقْدِيْ إِلَيْهِمْ مَنْ يُنْتَبِيْ
 وَمَا تَفَرَّقُوا إِلَّا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ
 وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِنْ رَبِّكَ لَلَّا أَجَلَ مُسْهَمَ لَفْظَهُ بَيْنَهُمْ
 وَإِنَّ الَّذِينَ أُورثُوا الْكِتَابَ مِنْ بَعْدِهِمْ لَفِي شَكٍ قَنْهُ مُرِيبٌ^①
 قَلِيلٌ إِلَكَ قَادِعُ ، وَاسْتَقِمْ كَمَا أُمْرَتْ ، وَلَا تَتَبَعَ أَخْوَاهُمْ
 وَقُلْ أَمَدْتُ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ مِنْ كِتَابٍ ، وَأُمْرَتُ لِأَعْدِلَ بَيْنَكُمْ
 أَكْفَهُ رَبِّيَا وَرَبِّكُمْ مَكَنَا أَعْمَلَنَا وَلَكُمْ أَغْنَى الْعَمَرْ ، لَا جُنْحَنَّ بَيْنَنَا
 وَبَيْنَكُمْ دَأَلَهُ بَجْتَبِيْ بَيْنَنَا ، وَإِلَيْهِ الْمَصِيرُ^②

(۱) তিনি ভোজনের কলা মীনের কেজ দে পথেই নির্ধারিত করেছেন, আর আলেব দিনেহিসেন বৃহত্বে, যা আরি প্রজাদেশ করেছি আগমার প্রতি এবং আর আলেব দিনেহিসেন ইবরাহীম, সুজ ও ফিলাকে ওই সর্ব জ্যে প্রক্ষেপণ করে প্রতিচিন্তিত কর

এবং তাতে অবেক্ষণ সুষিটি করো না। আপনি মুশর্রিকদেরকে যে বিদ্রোহ প্রতি আগ্রহ আনান, তা তাদের কাছে সুস্থান্ধ হলে মনে হয়। আজাহ্ হাকে ইচ্ছা অনোন্নীত করেন এবং যে ঠাঁর অভিযুক্তি হয়, তাকে পথ প্রদর্শন করেন। (১৪) তাদের কাছে তাঁর আসার পরই তাঁরা পারস্পরিক বিভিন্নের কারণে মতভেদ করেছে। যদি আপনার পাশবন্দর্তার পক্ষ থেকে সিদ্ধিটি সময় পর্যন্ত অবকাশের পূর্ব সিদ্ধান্ত মা ধ্বনি, তবে তাদের কান্দালা হয়ে যাবে। তাদের পর আরা কিন্তু গ্রাহ্ণ হয়েছে, তাঁরা অবিচ্ছিন্ন সময়ে পাতিত রয়েছে। (১৫) সুতরাং আপনি এর প্রতিই দাওয়াত দিন এবং ইবুল অনুযায়ী অবিচ্ছ আকুন; আপনি তাদের বেরাতখুনীর অনুসরণ করবেন না। বজুন, আজাহ্ যে কিন্তু নাখিল করেছেন, আমি তাতে বিহাস স্থাপন করেছি। আবিজ তৈরীদের মধ্যে নারাবিচার কর্তৃতে আসিটি হচ্ছে। আজাহ্ আমাদের পাশবন্দর্তা ও তোয়াদের পাশবন্দর্তা। আমাদের অন্য ও তোয়াদের অন্য বিবাদ নেই। আজাহ্ আমাদেরকে সমবেক্ত করবেন এবং তাঁরই স্থিত উত্তীর্ণ হবে।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

আজাহ্ তা'আলা মৌনের ক্ষেত্রে তোয়াদের জন্য সে পথই বিধানিত করেছেন, যার আদেশ তিনি নৃহ (আ)-কে দিয়েছিলেন এবং যা আর্ম আপনার প্রতি প্রত্যাদেশ করেছি যার আর আদেশ ইবরাহীম, মুসা ও ইসা (আ)-কে দিয়েছিলাম এই অর্থে যে, তোয়াদা ও ধর্মকে প্রতিপিঠিত রাখ এবং এতে বিভেদ সৃষ্টি করো না। (এখানে ‘ধর্ম’ বলে সকল শরীরতের অভিজ্ঞ মুসলিমতি বোঝানো হয়েছে। বেয়ন, তওহীদ, রিসালত, পুনৰুদ্ধান ইত্যাদি। প্রতিপিঠিত রাখার অর্থ পরিবর্তন ও কর্জন না করা। বিভেদ সৃষ্টির অর্থ কোন বিষয়ে বিহাস স্থাপন করা ও কোন বিষয়ে বিহাস স্থাপন না করা অর্থব্যাকোন একজনের প্রতি বিহাস স্থাপন করা ও অন্যজনের প্রতি বিহাস স্থাপন না করা। সার কথা এই যে, তওহীদ ইত্যাদি বিষয়ে সন্তোষ ধর্ম এবং শুল থেকে এ পর্যন্ত সকল শরীরতে সর্বসম্মত। এ প্রসঙ্গেই রিসালতও সমর্থিত হয়ে গেছে। সুতরাং এটা করুণ করতে কারণও ইত্যন্ত করা উচিত হিল না, কিন্তু তবুও) মুশ-রিকদের কাছে সে বিষয় (অর্থাৎ তওহীদ) স্থানাধ্য মনে হয়, যার প্রতি আপনি তাদেরকে দাওয়াত দেন। (আর এটাও বাস্তব সত্য যে,) আজাহ্ নিজের দিকে যাকে ইচ্ছা আকৃষ্ট করেন (অর্থাৎ সত্ত্বার্থ করুণ করার তওহীদ দেন) এবং যে আজাহ্’র অভিযুক্তি হয় তাকে পথ প্রদর্শন করেন। ঘোটকজ্ঞ, মুশর্রিকদের পরিচয় হচ্ছে অস্তীকার করা এবং মুমিনদের খণ্ড হচ্ছে আজাহ্’র অনোন্নন কাজ করা ও সুপথ পাওয়া। ধর্মকে প্রতিপিঠিত রাখা ও বিভেদ সৃষ্টি না করার আদেশের উপর পূর্ববর্তী উচ্চমতদের অনেকেই কানেক থাকেনি এবং বিভক্ত হয়ে আর। এর কর্মসূল সম্মেহ ও সংশয় ছিল না, বরং) তাদের কাছে (অর্থাৎ তাদের অবধে সঠিক) তাঁর আসার পরই কেবল তাঁরা পারস্পরিক বিভিন্নের কারণে মতভেদ করেছে (প্রথমে ধন-সম্পদ, প্রত্যাব-

প্রতিপত্তি ও মেছুরু-কাননার কারণে তাদের আর্থ বিভিন্নরূপ হয়েছে, অঙ্গসর বিভিন্ন
দল সৃষ্টি হয়েছে। এছেল পরিষ্কারিতে ধর্মকেন্দ্র পারম্পরিক হিপ্পোথেরগ ও দোষারোগের
হাতিয়ার করা হত এবং আস্তে আস্তে ধর্মেও বিভিন্নভা দেখা দের। সভাকে বৌকার
পর বিভক্ত হওয়ার এই শুল্কতর অপরাখের কারণে তারা এখন কর্তৃত আহাবের
মোলা হয়ে পিলেহিল হে,) যদি আপনার লাজবকর্তাৰ পক্ষ থেকে এক নিশ্চিল সময়
গৰ্ভত অবকাশ দেৱাৰ পূৰ্ব সিজাত না থাকত (যে, তাদেৱ প্রতিশুচ্ছ আহাব গৰকালে
হৈবে), তবে (সুনিয়াতেই) তাদেৱ (মততেলেৱ) কল্পসাজা হয়ে যুত। (অৰ্থাৎ
আহাব কল্পা তাদেৱকে নিশ্চিল কৰে দেৱা হত। পূৰ্ববতী উচ্চতত্ত্বেৱ অধ্যে ঘাজা
মুণ্ডিন হিল না, তাদেৱ উপৰ আহাব এসেছে। মুণ্ডিনদেৱ অধ্যে ঘাজা বিকেন্দ্ৰ সৃষ্টি
হয়েছে, ইছানেৱ বৰকততে তাদেৱ উপৰ আহাব আসেনি। এৱ কাৰণ নিশ্চিল সময়
গৰ্ভত অবকাশ দানেৱ পূৰ্ব সিজাত !) তাদেৱ (অৰ্থাৎ পূৰ্ববতী উচ্চতত্ত্বেৱ) গৱে
হাদেৱকে কিভাৰ দেৱা হয়েছে, [অৰ্থাৎ আহাবেৱ মুশৰিক সম্মুদ্দাসকে রসুলুল্লাহ
(সা.)-ৰ যাধ্যমে কোৱাজান দেৱা হয়েছে।] তারা এ বাপোৱে অৱক্ষিকৰণ সন্দেহে
পাইত হয়েছে। সুতৰাং আপনি কাৰণ অৱক্ষিতিৰ দৱন মনঃকুৰ হবেন না, বৰং
পূৰ্ব থেকে যে তত্ত্বাদেৱ দিকে তাদেৱকে দাঙুয়াত দিছেন, তাৰই দিকে সন্তুষ্যাত
দিন এবং (فَلَدِ لَكَ فَارْدَعْ) আদেশ অনুবাদী (তাতেই) অধিতজ থাকুন। আপৰি
তাদেৱ (দুল্ট) দেৱাজ-ঘূৰীৰ অনুসৰণ কৱলবেন না। (অৰ্থাৎ তাদেৱ বিৰোধিতাৰ
উদ্দেশ্য এই যে, আপনি দাঙুয়াত পৱিত্যাগ কৱলুন। কাজেই আপনি দাঙুয়াত পৱি-
ত্যাগ কৱলবেন না।) আপনি বজুন, (যে বিশ্বেৱ দিকে আমি তোমাদেৱকে আহবান
কৱি, আমি নিজেও তা পালন কৱি। সেহেত) আজাহ্ যত কিভাৰ নাহিল কৱেছেন,
(কোৱাজানও তাৰ মধ্যে একটি) আমি সবজলোৱ প্রতি বিশাস গ্রাহি। আমি (আমাৰ
ও) তোমাদেৱ অধ্যে নায়বিচার কৱতে আদিষ্ট হয়েছি। (অৰ্থাৎ যে বিশ্বজলো
তোমাদেৱ উপৰ গুৱাঞ্জিব বলি, নিজেৰ জনাও তা গুৱাঞ্জিব বলেই মনে কৱি। এতেও
যদি তোমৱা নমনীয় না হও, তবে শেষ কথা এই যে,) আজাহ্ আমাদেৱও মালিক
তোমাদেৱও মালিক (এবং সবাৱ শাসক)। আমাদেৱ কৰ্ম আমাদেৱ জন এবং
তোমাদেৱ কৰ্ম তোমাদেৱ জন)। আমাদেৱ ও তোমাদেৱ কোন বিবাদ নেই। আজাহ্
(যিনি সবাৱ মালিক, কিম্বামতে) আমাদেৱ সবাইকে সমবেত কৱলবেন। (নিঃসন্দেহে)
তোষই কাছে আমাদেৱকে কিৱে যেতে হবে। (তিনি আজল অনুবাদী কল্পসাজা কল্পবেন।
এখন তোমাদেৱ সাথে বিতৰ্ক অৰ্থহীন। তবে আমি ইধাৰীতি প্রচারকাৰ্য চালিয়ে আৰ।)

আনুমানিক আচল্য বিবর

فَتَرَعَ لَكُم مِّنَ الْجِنِّ مَا وَصَى بِهِ نُوحاً—পূৰ্ববতী আজাহসমূহে আজাহ্
আমাজীৰ প্রস্ত বাহ্যিক ও সৈহিক নিয়ামত উল্লিখিত হয়েছিল। এখন থেকে আধ্যাত্মিক

ନେତ୍ରାବତ୍ସମୁହେର ବର୍ଣନ କରିବାକୁ ପାଇଁ ତା ଏହି ବେ, ଆଜ୍ଞାହୁ ତା'ଆଜା ତୋରାମେଲୁକେ ଏକ ଯଜ୍ଞଶୂନ୍ୟ ଓ ଶୁଦ୍ଧ ଧର୍ମ ଜୀବନ କରାଯାଇଲୁ, ଯା ଯେତେ ପରମାତ୍ମାରେଇ ଅଭିଷ ଓ ସର୍ବଜଗନ୍ମତ ଧର୍ମ । ଆଜ୍ଞାତେ ପାଇଁ ଜୀବନ ପରମାତ୍ମାରେଇ ଉତ୍ସେଧ କରାଯାଇଛି । ସର୍ବଜଗନ୍ମତ ନୂହ (ଆ) ଓ ସର୍ବପ୍ରେସ ଆମୀମେଲ ରମ୍ଭଳ (ସା) ଏବଂ ଯାକାମାନେ ପରମାତ୍ମାରେଇ ପିତା ହବରତ ଈବରାହୀମ (ଆ)–ଏର ନାଥ ଉତ୍ସେଧ କରାଯାଇଛି । କୃତର ଓ ଶିରକ ସମ୍ବେଦନାବେଳେ ଖୋଜେବା ହବରତ ଈବରାହୀମ (ଆ)–ଏର ନୟରତ ଚୌକାର କରାତ । ଫୋରାମାର ଅବତରନେର ଯେତେ ହବରତ ମୁସା ଓ ମୈସା (ଆ)–ର ଡକ୍ଟରାଇନ୍‌ମୀ ଓ ବୁଲ୍‌ଟୋମ ସମ୍ମୁଦ୍ରାର ବିଦ୍ୟାବାନ ହିତ । ଡାକ୍ଟର ହବରତ ଈବରାହୀମ (ଆ)–ଏର ପରେ ଏ ମୁଖ୍ୟ ପାରମାତ୍ମାର ମାଧ୍ୟ ଉତ୍ସେଧ କରା ହାଲେହ । ମୁରା ଆବଧାବେତ ପରମାତ୍ମାରେଇ ଅଚୀକାର ହିନ୍ଦ ହନ୍ତରେ ଏ ପାଇଁ ଜୀବନ ପରମାତ୍ମାରେଇ ନାମ ଉତ୍ସେଖିତ ହାଲେହ । ଯାତା କରାଯାଇଛି ।

وَإِذَا أَخْذُكُمْ مِّنَ النَّهْرِ مِثْلًا قَهْمٌ وَمِنْكُمْ وَمِنْ نَوْحٍ وَأَبْرَاهِيمَ

— ۱۸ —
میرزا موسی و میرزا موسی ابین مژدم
کوشا میرزا موسی و میرزا موسی ابین مژدم
کوشا میرزا موسی و میرزا موسی ابین مژدم
کوشا میرزا موسی و میرزا موسی ابین مژدم

এখন ক্ষেত্রে, হস্তান্ত আদম (আ) সর্বপ্রথম পরিচয়। তাঁর নামের উৎসেছের আরো পরিচয়রসগ্রহের আজোচনা কুকু করা হল না কেন? জওয়াব এই যে, দুরিক্ষাতে আজমনকারী সর্ব প্রথম পরিচয় ছিলেন আদম (আ.)। যৌবিক বিবাস ও শর্মের প্রধান প্রধান বিষয়াদিতে ডিমিও অভিযন্ত ছিলেন, কিন্তু তাঁর আমলে মানুষের যথে কুকুর ও শিরক হিজ না। কুকুর ও শিরকের সাথে দূর্ঘ হস্তান্ত নৃহ (আ.)-র আমল থেকে কুকু হয়েছে। কাজেই এ ধরনের কুকুরের পরিচয়তের সম্মুখীন হওয়ার পিক সিদ্ধে নৃহ (আ.)-ই প্রথম পরিচয়। তাই তাঁর যাধ্যমেই পরিচয়রসগ্রহের আজোচনা কুকু করা হয়েছে।

—أَنْ أَقْبِلُوا لَدَنْ وَ لَا تَتَفَرَّقُوا فَهُنَّ—এটা সুবিধার কামেরই বাচ্য।

অর্থাৎ হে মীম বা ধৰ্ম মাতে প্রকাশিত সকলেই অভিষ্ঠ ও এক, সে ধৰ্মকে অভিষ্ঠিত হোৰ, তাতে বিকল্পন ও আনন্দ বৈধ নহ, বৱৰং ধৰ্মসেব কাৰণ।

ଧ୍ୟେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ଜୀବା କରିବ ଏବଂ ଯିତେମ୍ ସୁଲିଙ୍ଗ କରି ହାତୀମ : ଏ ଅନ୍ତରେ ଧ୍ୟେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ କରି ଏବଂ ତାତେ ଯିତେମ୍ ସୁଲିଙ୍ଗ ନିରେଖାଭା ବଳିତ ହରେହେ । ଧ୍ୟେ ବରେ ସବୁଦୀ ପରମପରରେଇ ଅଭିମ ଧ୍ୟେକେ ବୋକାନ୍ତେ ହରେହେ । ଅର୍ଥାତ୍ ଯୌବିକ ବିଦ୍ୟାସ—ଯେଉଁନ ତୁତ୍ତିଦୀ, ମିଶାନ୍ତ, ପରମକାଳେ ବିଦ୍ୟାସ ଏବଂ ଯୌବିକ ଇବାଦତ—ଯେଉଁନ ନାମୀଶ, ରୋହି, ହର୍ଷ ଓ

আকাতের বিধান হেনে চলা। এ ছাড়া পুরি, ডাকাতি, ব্যক্তিগত, মিথ্যা, প্রভৃতিগুলি, অপরকে বিনা কারণে নিপীড়ন করা, প্রতিষ্ঠা তব করার যত জনাচারসমূহের নিষিদ্ধতা। এগুলো সমস্ত ধর্মেরই অভিযন্ত ও সর্বসম্মত বিষয়। শাখা বিধানসমূহে পরগবরগণের শরীরতে আংশিক বিভিন্নতাও রয়েছে। কোরআনে এ সম্পর্কে

বলা হয়েছে : كُلٌّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شَرْفَةً وَمِنْهَا جَاءَ —অতএব পরগবরগণের অভিযন্ত বিধানবলীতে বিভেদ সৃষ্টি করা হারায় এবং ধর্মের কারণ।

হয়রত আবদুল্লাহ ইবনে মসউদ (রা) বলেন, একদিন রসুলুল্লাহ (সা) আবাদের সামনে একটি সরল রেখা টানলেন। অতপর এর ডানে ও দাঁড়ি আরও করেকাটি রেখা টেনে বললেন, ডান-বামের এসব রেখা শরতানের আবিষ্কৃত পথ। এর প্রত্যেক-টিতে একটি করে শরতান নিয়োজিত রয়েছে। সে মানুষকে সে পথেই চলার উপরেশ দেয়। অতপর তিনি মধ্যবর্তী সরল রেখার দিকে ইশারা করে বললেন : **وَأَنْ هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ لَّاتَّبِعُوهُ —এটা আবার সরল পথ। তোমরা এরই অনুসরণ কর।**—(যাবহারী)

এ মুচ্চটাতে সরল পথ বলে পরগবরগণের অভিযন্ত ধর্মের পথই বোকানো হয়েছে। এতে শাখা-ঝণ্ডার বের করা ও বিভেদ সৃষ্টি করা হারায় ও শরতানের কাজ। এ সম্পর্কে হাদীসের কর্তৃত নিয়েখাতা বলিত হয়েছে। রসুলুল্লাহ (সা) বলেন :

مِنْ فَارِقِ الْجَمَاعَ مَنْ شَبَرَ لَقِدْ خَلَعَ وَبَقَةً إِلَّا سَلَامٌ عَنْ مَنْ قَاتَ —অর্থাৎ বে বাতিল সুসজাবানদের আবাত থেকে অর্ধহাত পরিমাণে দূরে সরে পড়ে, সে ইসলামের বকলনই তার কাঁধ থেকে সরিয়ে দিত। তিনি আরও বলেন : بِسْمِ اللَّهِ عَلَى الْجَمَاعِ —অর্থাৎ আবাতের উপর আজ্ঞাহর রহস্যতের হাত রয়েছে। হয়রত মুসাফ ইবনে আবাল (রা)-এর রেওয়ারেতে রসুলুল্লাহ (সা) বলেন, শরতান মানুষের জন্য ব্যাস্ত-চরণ। বাহ্য ছাগলের পেছনে লাসে অতপর যে ছাগল পাখের পেছনে অথবা এদিকে গুপিক বিহিত হয়ে থাকে, সেটির উপরই পতিত হয়। তাই তোমাদের উত্তিত সরের সঙ্গে থাকা—পুরুক না থাকা।—(যাবহারী)

সারাকথা এই যে, এ আবাতে সকল পরগবর কৃত ক অনুসৃত অভিযন্ত ধর্মকে প্রতিষ্ঠিত রাখার আদেশ রয়েছে। এতে মতান্তেজকে **نَفْرُ شَبَابِ** শব্দ দ্বারা ব্যক্ত করে বিবিজ্ঞ করা হয়েছে। হাদীসে এ মতান্তেজকেই ঈযানের জন্য বিপজ্জনক ও ধর্মের কারণ বলা হয়েছে।

মুসল্লাহিম ঈযানগণের শাখাগত অভিযন্ত একে সন্তুষ্য কর্তৃ শাখাগত মাস'আলার ব্যাপারে যে ক্ষেত্রে কোরআন ও হাদীসে কোন স্ফুট নিষ্কাশ নেই, আরো কোন

বাণিজ বৈপরীত্য আছে, সেখানে মুজতাহিদ ইয়ামগথ নিজ নিজ ইজতিহাদ কান্না দিখান বর্ণনা করেছেন এবং এতে যতাদর্শের বিভিন্নতার কারণে পরম্পরার মধ্যে ফল-দেশও হয়েছে। আরাতে নিষিক যতভেদের সাথে এই যতভেদের কোন সম্পর্ক নেই। এ ধরনের যতভেদ রসূলুল্লাহ (সা)-র আমল থেকে সাহাবীয়ে কিরামের মধ্যে হয়ে আসছে এবং এটা যে উচ্চতরের জন্য রহযত্বপূর্ণ, এ বিষয়ে ফিকাহবিদগণ একমত।

كَهْرٌ عَلَى الْمُشْرِكِينَ مَا تَدْصِعُهُمُ الْهَبَّةُ—অর্থাৎ তওহীদ সত্ত্ব প্রয়োগিত

হওয়া সত্ত্বেও তওহীদের সাওয়াত মুশরিকদের কাছে কঠিন ঠেকে। এর কারণ ধোরাত-
পুনী ও শরতানী শিকার অনুসরণ এবং সরল পথ বর্জন। এরপর যত্ন হয়েছে :

اللَّهُ يُجْتَبِي إِلَيْهِ مَنْ يُشَاءُ وَيُعَذِّبِي إِلَهَ مَنْ يُنْهِبُ—অর্থাৎ সরলপথ

প্রাপ্তির দুষ্টিই উপায়। এক—আল্লাহ্ তা'আলা কর্যঁ কাউকে সরল পথের জন্য অনো-
নীত করে তার স্তুত্য ও মজ্জাকে তার উপরোগী করে দিলে। হেমন, পরমগতির ও
ওলীগতকে দেওয়া হয়েছিল। তাদের সম্পর্কে কোরআন বলে :

إِنَّمَا أَخْلَقَنَا هُنُّ بِخَالِمَةٍ ذِكْرَى الدَّارِ—অর্থাৎ আমি তাদেরকে বিশেষ

কাজের জন্য ধোরাতাবে ডেরি করে দিয়েছি। বিশেষ বিশেষ পরমগতির সম্পর্কে কোর-
আনে সাওয়াত (অর্থাৎ অনোনীত) শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে। আমোচ্য আমাতের অর্থও

তাই। এ ধরনের হিসাবত খুবই সীমিত। সরলপথ প্রাপ্তির ধিত্তীর উপায় হচ্ছে—
যে ব্যক্তি আল্লাহ্ র অভিযুক্ত হয় এবং তাঁর দীন যেনে চোর ইচ্ছা করে, আল্লাহ্

তাকে সত্ত্ব ধর্মের হিসাবত দান করেন। **يَعْدِي إِلَهَ مَنْ يُنْهِبُ**—বাকোর অর্থ

তাই। এ উপায়ের পরিধি বাগক ও বিচ্ছুত। অতএব মুশরিকদের কাছে তওহীদের
সাওয়াত কঠিন ঠেকার কারণ এই যে, তারা ধর্মকে বোরায় এবং তা যেনে চোর
ইচ্ছাও করে না।

وَمَا تَغْرِقُوا إِلَّا مَنْ بَعْدَ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ—হস্তরত ইবনে আবুআস (রা)

বলেন, এখানে কুরাইল কাফিরদের অবস্থা বর্ণনা করে থাকা হয়েছে, সত্ত্বধর্ম ও সরল
পথের প্রতি তাদের বিমুক্তি এমনিতেও নিমুক্তি প্রসূত ছিল, তদুপরি আল্লাহ্ র পক্ষ
থেকে তান এসে যাওয়ার পর তারা একাগ করেছে। তান এসে যাওয়ার অর্থ হস্তরত
ইবনে আবুআসের মতে যাবতীর ভাস-গরিমার উৎস রসূলে করীম (সা)-এর আগমন।
কেউ কেউ এই অর্থ বর্ণনা করেন যে, পূর্ববর্তী উচ্চতরা নিজেদের পরমগতিরগণের ধর্ম

থেকে আলাদা ও বিচ্ছিন্ন রয়েছে, অথচ তাদের কাছে পত্রগুপ্তগণের মাধ্যমে সরল-
পথের সঠিক ভাব এসে দিয়েছিল। পূর্ববর্তী উল্লিঙ্গদের কথা বলা হোক—উভয় অবস্থার ভারা নিজেরা তো পথপ্রস্তুতার লিখ্ত
ছিলই, রসূলগুপ্তকেও তাদের পথে চালানোর প্রয়াসী ছিল। তাই অতপর রসূলুলহ (সা)-কে
সহোধন করে বলা হয়েছে :

فَلَذِكَ فَادْعُ وَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ وَلَا تَنْبِغِي أَهْوَاءَهُمْ وَقُلْ اسْمَنْتَ
بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ مِنْ كِتَابٍ وَأُمِرْتُ لَا عِدْلَ بِيَنْكُمْ - اللَّهُ رَبُّنَا وَرَبُّكُمْ وَلَنَا
أَمْا لَنَا وَلَكُمْ أَمْلَاكُكُمْ لَا حِجْةَ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ - اللَّهُ يَعْلَمُ بِمَا نَنْهَا وَاللَّهُ أَعْلَمُ -

হাফেজ ইবনে কাসীর বলেন, দশটি বাক্য সম্পৃক্ষে এই আলাদার প্রত্যেকটি বাক্যে
বিশেষ বিধেয় বিধান বর্ণিত হয়েছে। সমগ্র কোরআনে আলাদুল-কুরআই এর একমাত্র
নথীর। ভাতেও দশটি বিধান বিধৃত হয়েছে। আলোচ্য আলাদার প্রথম বিধান হচ্ছে
—**فَلَذِكَ فَادْعُ**—অর্থাৎ শব্দিও মুশ্রিকদের কাছে আপনার ডগুলী দাওয়াত
কর্তৃন মনে হয়, তথাপি আপনি এ দাওয়াত তাগ করবেন না এবং উপর্যুক্তি দাও-
য়াতের কাজ অব্যাহত রাখুন। বিতীর বিধান—**وَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ**—অর্থাৎ
আপনি এ ধর্মে নিজে অবিচল ধারুন, যেমন আপনাকে আদেশ করা হয়েছে। অর্থাৎ
আবতীয় বিহ্বাস, কর্ম, চরিত্র, অভ্যাস ও সামাজিকভাব যথাযথ সম্মত ও ভাস্তুসম্মত
কর্তৃত্ব রাখুন। কোন সিকেই যেন কেনেক্কাপ জাড়াকাঢ়ি না হয়। বলা অবিবৃত্যা, এরপ
দৃঢ়তা সহজসাধ্য নয়। একারপেই কোন কোন সাহাবী রসূলুলহ (সা)-র কাছে তাদের
মুখে পাক খের আওয়ার ব্যাপারে ঝিনেস করবে তিনি বলবেন : **شَرِيكَنِي هُوَ**
অর্থাৎ সুরা শূর আমাকে রাখ করে দিয়েছে। সুরা হৃদেও এই আদেশ একারণেই ন্যায়
হয়েছে। চতুর্থ খণ্ডে এ সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে। তৃতীয় বিধান—
وَلَا تَنْبِغِي أَهْوَاءَهُمْ—অর্থাৎ প্রচারের দায়িত্ব পালনে আপনি কারও বিশেষিতার
প্রয়োগ করবেন না। চতুর্থ বিধান—**جَمَاً أَمْنَتْ جَمَاً**—অর্থাৎ
আপনি ব্রাহ্মণ করুন : আলাদুল-ভালোবাস কিন্তু নাবিল করবেন, সবগুলোর প্রতি

—**قُلْ أَمْنَتْ جَمَاً أَنْزَلَ اللَّهُ مِنْ كِتَابٍ**—

আমি বিশ্বাসী। গঢ়ন বিধাম—**أَمْرُتْ لَا عَذَلْ**—এর বাধ্যক অর্থ এই যে, পারম্পরিক বিহাদ-বিসৎবাদের কোন জোকদয়া আমার কাছে আসলে তাতে ন্যায়বিচার করার নির্দেশ আমাকে দেওয়া হয়েছে। কেউ কেউ এখানে **عَدْل**-এর অর্থ করেছেন সাথা। তারা এ আভাসের অর্থ করেছেন, আমি আদিলট হয়েছি যে, ধর্মের স্বাভাবিক বিধি-বিধান তোমাদের অধ্যে সমান সমান রাখি, প্রত্যেক মর্যাদা ও প্রত্যেক কিতাবে বিশ্বাস স্থাপন করি এবং সব বিধান পাইন করি—ক্ষণপ নয় যে, কোন বিধান যানবো আর কোনটি অমান্য করব। অধ্যবা কোনটির প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করব গু কোনটির প্রতি করব না। ষষ্ঠি বিধান—**اللَّهُ أَكْبَرُ** অর্থাৎ আমাদের সকলের পাইনকর্তা।

সম্পত্তি বিধান—**لَنَا أَمْا لَنَا وَلَكُمْ أَمْا لَكُمْ**—অর্থাৎ আমাদের কর্ম আমাদের কাছে আসবে। তোমাদের তাতে কোন জাতি-জোকসান হবে না। এবং তোমাদের কর্ম তোমাদের কাছে আসবে। আমার তাতে কোন জাতি ও ক্ষতি নেই। কেউ কেউ বলেন, যদ্যপি যখন কাফিজাদের বিজ্ঞাপনে জিহাদ করার আদেশ অবর্তীর্থ হয়নি, তখন এ আভাস নাইল হয়েছিল। পরে জিহাদের আদেশ অবর্তীর্থ হওয়ার এই বিধান গ্রহিত হয়ে থার। কেননা, জিহাদের সারমর্য এই যে, যারা উপসেশ ও অনুরোধে প্রত্যাবিত হয় না, যুজের স্বাধীনে তাদেরকে পরাক্রত করতে হবে। তাদেরকে তাদের অবহান্ত উপর হচ্ছে দিলে চলবে না। কেউ কেউ বলেন, আভাসটি গ্রহিত হয়নি এবং উচ্চেশ্বা এই যে, সঙ্গীলের স্বাধীনে সত্য প্রমাণিত হওয়ার পর তোমাদের না আনা কেবল শর্তুতা ও হঠকরিতা বলতেই হতে পারে। শর্তুতা সুল্টি হয়ে যাওয়ার পর এখন প্রয়োগিতির আলোচনা অর্থহীন। তোমাদের কর্ম তোমাদের সামনে এবং আমার কর্ম আমার সামনে থাকবে।—(কুরআনী)

অল্টুর বিধান—**حَبْتَهُ بِيَلْمَنَا وَلِيَلْمَنِكْ**—অর্থাৎ সত্য স্বল্প ও প্রমাণিত হওয়ার পরাপ্ত যদি তোমরা শর্তুতাকেই কাজে লাগাও, তবে তর্ক-বিতর্কের কোন অর্থ নেই। কাজেই আমাদের ও তোমাঙ্গের মধ্যে এখন কোন বিতর্ক নেই। সপ্তম বিধান—**وَاللَّهُ يُبَيِّنُ بِيَلْمَنَ**—অর্থাৎ কিছামতের মিন আলাহ্ তালাহ্ আমাদের সকলকে একত্র করবেন এবং প্রত্যেকের কর্মের প্রতিদান দেবেন। সপ্তম বিধান—**وَإِنَّهُ الْمُصْطَفَى**—অর্থাৎ আমরা সকলেই তাঁর দিকেই প্রত্যাবর্তন করব।

وَالَّذِينَ يُحَاجُونَ فِي اللَّهِ مِنْ بَعْدِ مَا أَنْتُمْ بِهِ جَهَنَّمُ

دَأْجِنَتْهُ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَعَلَيْهِمْ عَصْبٌ وَلَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ ۚ ۝ أَللَّهُ
الَّذِي نَزَّلَ الْكِتَبَ بِالْحَقِّ وَالْمُبَيِّنَاتِ ۖ وَمَا يَنْهَا إِلَّا لَعْنَى
السَّاعَةَ قَرِيبٌ ۝ يَسْعَى مِنْهَا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِهَا، وَالَّذِينَ
أَمْنُوا مُشْفِقُونَ مِنْهَا، وَيَعْلَمُونَ أَنَّهَا الْحَقُّ ۖ أَلَا إِنَّ الَّذِينَ
يُمَارُونَ فِي السَّاعَةِ لَفِي ضَلَالٍ بَعْدِ بَيْنَيْهِ ۝

(১৬) আল্লাহর দীন যেনে নেয়ার পর থারা সে সমর্কে বিতর্ক ক্ষমত হয়, তাদের বিতর্ক তাদের পালনকর্তার কাছে বাতিল, তাদের প্রতি আল্লাহর পদব এবং তাদের জন্য রয়েছে কঠোর আহাব। (১৭) আল্লাহই সত্তাসহ কিতাব ও ইমারাকের আনন্দও নামিয়ে করেছেন। আগমি কি জানেন, সত্ত্বত কিন্নামত বিকটবত্তি। (১৮) থারা তাতে বিশ্বাস করে না তারা তাকে ফরিত করন্না করে। আর থারা বিশ্বাস করে, তারা তাকে তর করে এবং জানে যে, তা সত্ত্ব। জেনে রাখ, থারা কিন্নামত সমর্কে বিতর্ক করে, তারা দুর্বলতী পথচারিতার নিষ্পত্তি করেছে।

তৎসীলের সার-সংক্ষেপ

থারা আল্লাহ তাঁ'আলা (অর্থাৎ তাঁর) দীন সমর্কে (যুস্তামান্দের সাথে) বিতর্ক করে, তা যেনে নেয়ার পর, (অর্থাৎ অনেক আনী-শৃণী ব্যক্তি ইসলাম প্রহপের মাধ্যমে যখন এ ধর্ম যেনে বিয়েছে, তখন সদৌজ স্মষ্ট হয়ে শাওয়ার পর বিতর্ক করা অধিক নিষ্পন্নীয়।) তাদের বিতর্ক তাদের পালনকর্তার কাছে অর্থহীন। তাদের প্রতি (আল্লাহর) গবব (আসবে) এবং (কিন্নামতে) তাদের জন্য রয়েছে কঠোর আহাব। (সেই আহাব থেকে বাঁচার উপায় এই যে, আল্লাহ ও তাঁর দীনকে যেনে নাও। অর্থাৎ আল্লাহর হক ও বাস্তার হক সর্বান্ত তাঁর কিতাবকে অব্যাপ্ত পালনীয় মনে কর। দেখলা,) আল্লাহ তাঁ'আলাই সত্তাসহ (এই) কিতাব (অর্থাৎ কোরআন) ও (তাঁর বিশেষ আদেশ) নামিয়াচার নামিল করেছেন। (আল্লাহর কিতাবকে না যেনে আল্লাহকে মানা ধর্তব্য নয়। কোন কোন অমুসলিম আল্লাহকে থানে বলে দাবি করে, কিন্তু কোরআন মানে না। অতএব তাদের এই মানা মুক্তির জন্য শথেষ্ট নয়। তারা আগমনিকে কিন্নামতের নিষ্পত্তি দিন-তারিখ জিজ্ঞাসা করে,) আগমি কি জানেন (অবশ্য না জানলেই তা না হওয়া জরুরী হব না, বরং তা নিষ্পত্তি হবে। দিন-তারিখ সমর্কে সংক্ষেপে

এতটুকু জেনে নেয়াই যথেষ্ট হৈ,) সম্বত কিন্নামত আসম। (কিন্তু) শারা তাতে বিশ্বাস করে না, তারা (সেদিনকে তজ করার পরিবর্তে ঠাণ্ডা-বিচুঁগ ও অঙ্গীকারকারীর মধ্যে) কিন্নামতের ভাগাদা করে (যে, কিন্নামত তাড়াভাড়ি আসে না কেন? আর) শারা বিশ্বাস করে, তারা তাকে তজ করে। (ও কাঁপে) এবং আমে হৈ, তা সত্য। জেনে রাখ, (এই দু'প্রকার মৌকের মধ্যে প্রথম প্রকার অর্থাৎ) শারা কিন্নামত (আমে না এবং সে) সম্পর্কে বিতর্ক করে, তারা গতীর পথচল্লিতায় জিপ্ত রয়েছে।

আনুবাদিক কাউন্ট্য বিষয়

পূর্বের আল্লাতসমূহে পয়ঃসনগণের সর্বসম্মত ধর্মের প্রতি বিশ্বাসীকে সাঙ্গাত এবং তাতে প্রতিষ্ঠিত ও অবিচ্ছিন্ন ধারকার উপদেশ দেওয়া হয়েছিল। কিন্তু যেসব কাফির শুনতে ও মানতেই রাবী নয়, তারা এর পরেও মুসলমানদের সাথে বাকবিত্তন্তা উচ্চ করে দেয়। রেওয়ায়েতে আছে যে, কিন্তু প্রথক ইহসী ও ষুল্টান এ বিতর্ক উপস্থিত করল যে, আমাদের বর্বী তোমাদের নবীর পূর্বে এসেছেন এবং আমাদের কিতাব তোমাদের কিতাবের পূর্বে অবতীর্ণ হয়েছে। তাই আমাদের ধর্ম তোমাদের ধর্ম অপেক্ষা উত্তম ও প্রের্ণ। কোন কোন রেওয়ায়েতে এই বিষয়টি কুরআনের কাফিরদের উপাদিত বলে বলিত রয়েছে। কেননা, তারা নিজেদেরকে প্রাচীন ধর্মের অনুসারী বলে আখ্যায়িত করত।

কোরআন পাক উলিখিত আল্লাতসমূহে বর্ণনা করেছে যে, ইসলাম ও কোরআনের আবেদন মানুষের মধ্যে সাড়া জাগিয়েছে এবং অর্থাৎ তোমাদের ভানী-শুণী ও ন্যায়পর্বী বাক্তিবর্গে মুসলমান হয়ে গেছে। সুতরাং এখন তোমাদের বাকবিত্তন্তা অসার ও পথচল্লিতা বৈ নয়। তোমরা না আল্লে গবব তোমাদের উপরই পড়বে। অতপর উল্লেখ করা হয়েছে যে, কোরআন আল্লাহর পক্ষ থেকে অবতীর্ণ এবং এতে আল্লাহর হক ও বাস্তুর হকের জন্য পূর্ণাঙ্গ আইন-কানুন রয়েছে। **أَنْزَلَ اللَّهُ عَلَىٰ بِالْحُكْمِ وَالْمِيزَانِ**

এখানে ‘কিতাব’ বলে কোরআনসহ সমস্ত ঐশ্বী প্রয়কে বোবানো হয়েছে এবং ‘হক’ বলে পূর্বোক্ত অভ্যধর্মকে বোবানো হয়েছে। **أَنْزَلَ**-এর শাব্দিক অর্থ সাঁতিপালা। এটা যেহেতু মামুবিচার প্রতিষ্ঠা করার এবং অধিকার পূর্ণ মার্শায় দেওয়ার একটি মানদণ্ড তাই হয়রাত ইবনে আবাস এর তফসীর করেছেন ন্যায় বিচার। মুজাহিদ শালেম, মানুষ যে সাঁতিপালা ব্যবহার করে, এখানে তাই বোবানো হয়েছে। সুতরাং হক শব্দের মধ্যে আল্লাহর শাবতীয় হক এবং **أَنْزَلَ** শব্দের মধ্যে বাস্তুর শাবতীয় হকের প্রতি ইঙ্গিত রয়েছে।

‘মুমিনরা কিন্নামতকে তজ করে’—এর অর্থ কিন্নামতের তজাবহতাজনিত বিশ্বাসগত তজ। পরম নিজেদের কর্মগত ঝুঁটি-বিচুঁতির প্রতি তজ্জ্বাল করলে এ তজ অপরিহার্যরূপে

দেখা দেয়। কিন্তু মাঝে মাঝে কোন শুঁয়িনের অধ্যে আলাহুর সাথে সাক্ষাতের আপ্তব্য প্রবণ হয়ে তা এ ভবকে ছাপিয়ে থাক—তা আলাতের পরিপন্থী নয়। যেমন, মৃত্যুর পর কবরে কেন কোন মৃতের শথাশীল্প কিলামতের আগমন কামনার বিষয় প্রয়োগিত হয়েছে। কারণ, কবরে কেরেশতাদের কাছ থেকে রহমত ও আগফিলাতের সুসংবাদ খনে কিলামতের ভব জিয়ত হয়ে থাবে।

اللَّهُ لَطِيفٌ بِعِبَادِهِ يَرْزُقُ مَنْ يَشَاءُ، وَهُوَ الْغَوَى الْكَرِيمُ^⑥
مَنْ كَانَ يُرِيدُ حُرْثَ الْأُخْرَةِ تَرْذِلُهُ فِي حَرْثِهِ، وَمَنْ كَانَ
يُرِيدُ حُرْثَ الدُّنْيَا نُؤْتِهِ مِنْهَا، وَمَا لَهُ فِي الْأُخْرَةِ مِنْ نَصِيبٍ^⑦

(১৯) আলাহ, তাঁর বাসাদের প্রতি দস্তালু! তিনি থাকে ইচ্ছা, রিযিক দান করেন। তিনি প্রবল, পরাক্রমশালী। (২০) যে কেউ গরুকামের কসল কামনা করে, আমি তাঁর জন্ম দেই কসল বাঢ়িয়ে দেই। আর যে ইহকামের কসল কামনা করে, আমি তাঁকে তাঁর কিন্তু দিয়ে দেই এবং পরকামে তাঁর কোন অংশ থাকবে না।

ইহকামের সার-সংজ্ঞেপ

(তারা ইহকামের ধন-সম্পদে গর্বিত হয়ে পরকাম বিস্মৃত হয়ে বাসেছে। তারা যলে, আমাদের কর্ম আলাহুর কাছে অপছন্দনীয় হলে আমাদেরকে এ বিলাস-বৈজ্ঞান দান করতেন না। অনে রেখো, এটা তাদের ভুল। ইহকামের ধন-সম্পদ সন্তুষ্টির পরিচায়ক নয়, বরং এর কারণ এই যে,) আলাহ (দুনিয়াতে) তাঁর বাসাদের প্রতি (সাধারণত) দস্তালু। (এ সাধারণ দস্তাবশত তিনি সবাইকে রিযিক দেন, আছা ও সৌভাগ্য দান করেন। এতে উপর্যোগিতার ও রহস্যের ডিঙ্গিতে কমবেশীও হয়।) তিনি থাকে (যে পরিমাপ) ইচ্ছা, রিযিক দান করেন। কিন্তু রিযিক সবাইকেই দেন। ইহকামে এ দস্তা দেখে যানে করা যে, তাদের তরীকা সত্য এবং পরকামেও এরূপ দস্তা হবে— এটা পরিকার ধোকা। সেখানে তাদের কুকর্মের শাস্তি হবে। এ আয়াব দেওয়া অস্তুব নয়, কেননা, তিনি প্রবল, পরাক্রমশালী। (তাদের সকল অনিষ্টের মূল ইহকামীন ধন-সম্পদের গর্ব। তাদের উচিত এ থেকে বিরুত হয়ে পরকামের চিন্তা করা, কেননা) যে কেউ পরকামের কসল কামনা করে, আবি তাঁর সে কসল বাঢ়িয়ে দেব। (সৎকর্ম হল কসল এবং সওয়াব হল তাঁর কসল। ‘বাঢ়িয়ে দেয়া’ মানে বহুক্ষণ সওয়াব দেওয়া। যেমন কোরআনে বলা হয়েছে, একটি সৎকর্মের বিমিয়ে দশক্ষণ সওয়াব দেওয়া হবে। আর, যে ইহকামের কসল কামনা করে (অর্থাৎ শাক্তীয় চেল্টা-চরিত্র দুনিয়ার ডোগসক্তার জাতের জন্মে করে এবং পরকামের জন্ম কিছুই করে

না), আয়ি তাকে (ইচ্ছা করলে) কিছু দিয়ে দেব এবং পরবর্তে তার কোন অধিক নেই। (কেননা পরবর্তে অংশ পাওয়ার জন্য ইমান পর্ত, যা তাদের মধ্যে নেই।)

আনুষঙ্গিক জাতৰ্য বিষয়

۸—اللهُ طَيِّفٌ بِعْدَ اَنْتَ لَطَيِّفٌ—অভিধানে **لَطَيِّفٌ** শব্দটি একাধিক অর্থে ব্যবহৃত হয়।

ইহরত ইবনে আব্বাস এবং অনুবাদ করেছেন ‘দয়ালু’ এবং মুকাভিল করেছেন ‘অনুপ্রাহকারী’।

ইহরত মুকাভিল বলেন, আজ্ঞাহ তা'আজা সমস্ত বাস্তুর প্রতিই দয়ালু। এমনকি কাফির এবং পাপাচারীর উপরও দুনিয়াতে তাঁর নির্বাসত বিষিত হয়। বাস্তাদের প্রতি আজ্ঞাহ তা'আজাৰ অনুপ্রাহ ও কৃপা অসংখ্য প্রকার। তাই তফসীরে কুরআনী **لَطَيِّفٌ** শব্দের অনেক অর্থ বর্ণনা করেছেন। সবগুলোর সামনেই দয়ালু ও অনুপ্রাহকারী।

আজ্ঞাহ তা'আজাৰ রিয়িক সমগ্র সৃষ্টিৰ জন্য ব্যাপক। জ্বলে ও জলে বসবাসকারী হেসব জন্য সম্পর্কে কেউ কিছুই জানে না, আজ্ঞাহৰ রিয়িক তাদের কাছেও পৌঁছে। আজ্ঞাতে যাকে ইচ্ছা রিয়িক দেন, বলা হয়েছে। এ সম্পর্কে তফসীরে আবহারীতে বলা হয়েছে, আজ্ঞাহ তা'আজাৰ রিয়িক অসংখ্য প্রকার। জীবনধারণের উপরোগী রিয়িক সবাই পায়। এরপর বিশেষ প্রকারের রিয়িক বস্টনে তিনি তিনি স্তর ও মাপ রেখেছেন। কাউকে ধন-সম্পদের রিয়িক অধিক দান করেছেন। কাউকে দ্বাষ্য ও শক্তি, কাউকে ডান ও আরিফতের এবং কাউকে অন্যান্য প্রকার রিয়িক দিয়েছেন। এভাবে প্রত্যেক মানুষ অপরের মুখাপেক্ষাও থাকে এবং এই মুখাপেক্ষিতাই তাদেরকে পারস্পরিক সাহায্য ও সহযোগিতার উৎস করে, যার উপর মানব সভ্যতার ডিতি প্রতিষ্ঠিত।

ইহরত জা'ফর ইবনে মুহাম্মদ (র.) বলেন, রিয়িকের ব্যাপারে বাস্তাদের প্রতি আজ্ঞাহ তা'আজাৰ দয়া ও অনুকল্প দু'রকম। এক—তিনি কাউকে তার সারা জীবনের রিয়িক একযোগে দান করেন না। এরপর করেন তার হেফাজত দুর্লভ হয়ে পড়ত এবং শত হেফাজতের পরেও তা গচা-গচা থেকে নিরাপদ থাকত না।—(আবহারী)

একটি পরীক্ষিত আয়ত: যও়ানা শাহ আবদুল গণী কুলগুরী (র.) বলেন, ইহরত হাজী এয়দেনুজ্জাহ (র.) থেকে বলিত আছে, যে বাস্তি সকাল ও সন্ধিয়ার সম্মত বার আর আরাতি আবাস প্রতি **اللهُ طَيِّفٌ**—**الْعَزِيزُ الْقَوِيُّ** পর্যন্ত নির্মিত পাঠ করবে, সে রিয়িকের অভাব-অন্তর থেকে মৃত্যু থাকবে। তিনি আরও বলেন, এটি বহু পরীক্ষিত আয়ত।

أَمْ كُفُّرُ شَرَكُوا شَرَعُوا لَهُمْ مِنَ الدِّينِ مَا لَمْ يَأْذِنْ بِهِ اللَّهُ

وَلَوْلَا كَلِمَةُ الْفَضْلِ لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ وَإِنَّ الظَّالِمِينَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ^① تَرَى الظَّالِمِينَ مُشْفَقِينَ إِمَّا كَسِبُوا وَهُوَ وَاقِعٌ بِهِمْ وَالَّذِينَ أَمْنَوْا وَعَلَوْا الصِّلْحَتِ فِي رُوضَاتِ الْجَنَّةِ لَهُمْ مَا يَشَاءُونَ وَنَعْنَدَ رَبِّهِمْ ذَلِكَ هُوَ الْفَضْلُ الْكَبِيرُ^② ذَلِكَ الَّذِي يُبَشِّرُ اللَّهُ عَبْدَهُ الَّذِينَ أَمْنَوْا وَعَلَوْا الصِّلْحَتِ قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْكُمْ أَجْرًا إِلَّا الْمَوْدَةُ فِي الْقُرْبَانِ وَمَنْ يَعْتَرِفُ حَسَنَةً نَزِدُهُ لَهُ فِيهَا حُسْنًا إِنَّ اللَّهَ عَفُورٌ شَكُورٌ^③

(২৫) তাদের কি এবম শরীক দেবতা আছে, যারা তাদের জন্য সে ধর্ম সিদ্ধ করেছে, যার অনুযাতি আলাহ্ দেননি? যদি চৃঢ়ান্ত সিদ্ধান্ত না থাকত, তবে তাদের আগমে অসমালো হয়ে যেত। নিচত্ব আলিমদের জন্য রয়েছে অঙ্গোদ্ধারক শাস্তি। (২২) আগমি কাফিরদেরকে তাদের কৃতকর্মের জন্য ভীতসজ্জ্বল দেখবেন। তাদের কর্মের পাসি অবশ্যই তাদের উপর পতিত হবে। যার যারা মু'যিন ও সৎকর্মী, তারা জামাতের উদানে থাকবে। তারা যা চাইবে, তাই তাদের পামনকর্তার কাছে রয়েছে। এটাই অঙ্গ পুরুষার। (২৩) এরই সুসংবাদ দেন আলাহ্ তার সেসব বাস্তুকে, যারা বিবাস দ্বাপন করে ও সৎকর্ম করে। বলুন, আমি আমার পাওয়াতের জন্য তোমাদের কাছে কেবল আর্থিয়তাজনিত সৌহার্দ্য চাই। যে কেউ উভয় কাজ করে, আমি তার জন্য তাতে পুল ঝড়িয়ে দেই। নিচত্ব আলাহ্ অশাকারী, উপরাহী।

তফসীরের সার সংক্ষেপ

(সত্ত্ব ধর্ম তো আলাহ্ তা'আলা নির্ধারিত করেছেন, কিন্তু তারা এটা মানে না। তবে) তাদের কি (খোদাইতে) শরীক কোন দেবতা আছে, যারা তাদের জন্য সে কর্ম সিদ্ধ করেছে, যার অনুযাতি আলাহ্ দেননি? (উদ্দেশ্য এই যে, এমন কোন সঙ্গ নেই, যার নির্ধারিত ধর্ম আলাহ্'র বিকল্পে ধর্তব্য হতে পারে।) যদি (আলাহ্'র পক্ষ থেকে অর্থাৎ এই পাপিষ্ঠদের প্রকৃত আহাৰ মৃত্যুৰ পৱে হবে বলে) চৃঢ়ান্ত সিদ্ধান্ত না থাকত, তবে (দুনিয়াতেই কৰ্মত) তাদের অসমালো হয়ে যেত। নিচত্ব (পরকাল এই) আলিমদের জন্য রয়েছে অঙ্গোদ্ধারক শাস্তি। (সেদিন) আগমি কাফিরদেরকে

তাদের হৃতকর্মের (শাস্তির আশিকার) কারণে ভৌতসন্তুষ্ট দেখবেন। তা (অর্থাৎ সে শাস্তি) তাদের উগর (অবশ্যই) পতিত হবে। (এ হচ্ছে কাফিরদের অবস্থা,) আর যারা মু'মিন ও সৎকর্মী, তারা জাগাতের উদ্যানে (অবস্থান করতে) থাকবে। (জাগাতের বিভিন্ন স্তর রয়েছে। প্রত্যেক স্তরই একটা জাগাত। প্রতি স্তরে বহু উদ্যান রয়েছে। এসব কারণে শব্দটিকে বহুবচন আনা হয়েছে। বিভিন্ন মর্ডবা অনুযায়ী জাগাতীয়া বিভিন্ন স্তরে থাকবে।) তারা যা চাইবে, তাই তাদের পাইনকর্তার কাছে রয়েছে। এটাই বড় পুরকার। এরই সুসংবাদ দেন আল্লাহ্ তা'র সে বাসাকে, যারা বিশ্বাস হাপন করে ও সৎকর্ম সম্পাদন করে। (কাফিররা পূর্ণ বিষয়বস্তু শেষ করার আগে কাফিরদেরকে অধ্যবত্তী বাক্যে এক হাদয়গ্রাহী বিষয়বস্তু শৈলান্বার আদেশ করা হচ্ছে :) আগনি (তাদেরকে) বজুন, আরি তোমাদের কাছে আর্দ্ধীয়তাজ্ঞানিত সৌহার্দ্য ব্যক্তীত অন্য কিছু চাই না। (অর্থাৎ এতটুকুই চাই যে, তোমরা আর্দ্ধীয়তার অধিকারের প্রতি শক্ত রাখ। এটা কি আর্দ্ধীয়তার অধিকার নয় যে, তোমরা তত্ত্বাত্ত্ব আমার প্রতি শর্তু পোষণ না কর, শক্ত মনে আমার পূর্ণ কথা শন এবং সতের কণ্ঠে পাথরে থাচাই কর? সর্বত হলে মেনে নাও, সদেহ থাকলে দূর করে নাও। শ্রান্ত হলে আমাকে বুঝিবে নাও। যেটকথা, সবই তাত্ত্বের মনোভাব সহকারে হওয়া উচিত। আগপাছ না দেখে উভেজিত হওয়া উচিত নয়। অশ্রুর মু'মিনদের জন্য সুসংবাদের পরিশিষ্ট বণিত হয়েছে—) যে কেউ উচ্চ কাজ করে, আরি তার জন্য শুণ্য বাড়িয়ে দেই (অর্থাৎ প্রকৃত প্রাপ্য অপেক্ষা অধিক সওয়াব দিয়ে দেই)। নিচতর আল্লাহ্ তা'জাজা (অনুগত বাসাদের পাগ) ক্ষমাকারী (এবং তাদের সৎকর্মের ব্যাপারে) শুগন্ধাহী (সওয়াবদানকারী)।

আনুবাদিক জাতীয় বিষয়

كُلْ لَا سَلَّكْمٌ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوْدَةُ فِي الْقَرْبَى—সার সংজ্ঞে বলিত

এ আয়াতের তফসীর অধিকাংশ তফসীরবিদ থেকেই বলিত রয়েছে। এর সারমর্য এই যে, তোমাদের সবার কাছে আমার অসল হক এই যে, তোমরা আমার রিসালতকে স্বীকৃতি দাও এবং নিজেদের সৌভাগ্য ও সাকলের জন্য আমার আনুগত্য কর। তোমরা এটা না করলে আমার বলার কিছু নেই। কিন্তু আমার একটি মানবিক ও পারিবারিক হকও রয়েছে, যা তোমরা আর্দ্ধীয়কার করতে পার না। তোমাদের অধিকাংশ পোত্তে আমার আর্দ্ধীয়তা রয়েছে। আর্দ্ধীয়তার অধিকার ও আর্দ্ধীয় বাসলোর প্রয়োজন তোমরা আর্দ্ধীকার কর না। অতএব আরি তোমাদের শিক্ষা, প্রচার ও কর্ম সংশ্লেখনের যে মারিছ পাইন করি, এর কেন পারিপ্রিক তোমাদের কাছে চাই না। তবে এতটুকু চাই যে, তোমরা আর্দ্ধীয়তার অধিকারের প্রতি শক্ত রাখ। মানা না মানা তোমাদের ইচ্ছা। কিন্তু শর্তু প্রদর্শনে তো কমপক্ষে আর্দ্ধীয়তার সম্পর্ক প্রতিবক্ত হওয়া উচিত।

বলা বাহ্য, আঞ্চীয়তার অধিকারের প্রতি নজ্য রাখা এবং তাদেরই কর্তব্য ছিল। একে কোন শিক্ষা ও প্রচারকার্যের পারিপ্রয়োগ বলে অভিহিত করা যায় না। আয়াতে একে রাগক অর্থে পারিপ্রয়োগ বলা হয়েছে। অর্থাৎ আমি তোমাদের কাছে গুঠাই চাই। এটা গুরুতপক্ষে কোন পারিপ্রয়োগ নয়। তোমরা একে পারিপ্রয়োগ মনে করলে তুল হবে। এ বাক্যের নবীর মুনিয়ার প্রত্যেক ডাঙ্গাতেই বিদ্যমান রয়েছে। কবি মুতামাকী বলেন :

وَلَا مُحْبِبٌ فِي هُمْ غَيْرُهُنَّ سُبُّوْ ذُهْمٍ + بِهِنْ فَلُولٌ مِنْ قِرَاعِ الْكَتَافِ

অর্থাৎ কোন এক গোত্রের বীরত্বে প্রসঙ্গে বলা হয়েছে যে, তাদের মধ্যে এছাড়া কোন দোষ নেই যে, অহরহ মুক্ত ও মারামাত্রের কারণে তাদের তরবারিতে দাঁত স্তুপ্ত হয়ে গেছে। বজাবাহ্য, বীরের জন্য এটা কোন দোষ যে বরং নেপুণ্য। জনেক উদ্দৃ কবি বলেন : —

أَيْكَ مُحْبِبٌ فِي هُمْ وَنَاهٌ رَّهْوٌ مِنْ

এতে কবি তার বিশ্বস্তার উপরে দোষরাপে বাস্ত করে নিজের মির্দোব্দাকে বড় করে দেখিয়েছেন।

সারকথা এই যে, আঞ্চীয়বাদিসম্মতি বাস্তবে পারিপ্রয়োগ নয়। কাজেই আমি এছাড়া তোমাদের কাছে আর কিছুই চাই না।

বুধাবী ও মুসালিমে আমোচ্য আয়াতের এ তফসীরই হস্তরত ইবনে আবুস (রা) থেকে বর্ণিত রয়েছে। যুগে যুগে পরগন্ধরগণ নিজ নিজ সম্প্রদায়কে পরিচার ভাষায় বলে দিয়েছেন, আমি তোমাদের যজুরার্থ হে প্রচেল্টা চালিয়ে যাচ্ছি, তার কোন বিনিয়ম তোমাদের কাছে চাই না। আরার প্রাপ্তি আজাহ্ তা'আমাই দেবেন। অতএব রসূলুল্লাহ্ (সা.) সকলের সেনা পরগন্ধর হরে ঝুঁতির কাছে কেমন করে বিনিয়ম চাইবেন?

ইহায় শা'বী বলেন, আমি এ আয়াতের তফসীর প্রসঙ্গে জিজ্ঞাসিত হয়ে হস্তরত ইবনে আবাসের কাছে পর বিখ্লে তিনি অওয়াবে লিখে পাঠানেন :

إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ وَسْطًا لِلنَّاسِ فِي قِرْبَشِ
لَيْسَ بِطَنَ مِنْ بَطْوَنِهِمْ إِلَّا وَقَدْ وَلَدَ وَلَدَ فَقَالَ اللَّهُ تَعَالَى قَاتِنِي لَا سَكِّنَمْ
أَجْرًا عَلَى مَا أَدْعُوكُمْ عَلَيْهِ إِلَّا الْمُودَّةُ فِي الْقَرْبَى تَوَدُّونِي لِقَرَابَتِي
مِنْكُمْ وَتَحْفَظُونِي بِهَا -

রসূলুল্লাহ্ (সা) কোরাল্লাদের যে সোত্রের সাথে সম্পর্ক রাখতেন, তার প্রত্যেকটি শাখা-পরিবারের সাথে তাঁর আঞ্চীয়তার অন্তর্গত সম্পর্ক বিদ্যমান ছিল। তাই আজাহ্ বলেছেন, আপনি মুশরিকদেরকে বজুন, দাওয়াতের জন্য আমি তোমাদের কাছে কোন বিনিয়ম চাই না। আমি চাই, তোমরা আঞ্চীয়তার খাতিরে আমাকে তোমাদের মধ্যে অবাধে থাকতে দাও এবং আমার হেকাষত কর। — (রাজস-মা'আনী)

ইবনে জয়ীর প্রধান আরও বর্ণনা করেন :

يَا قوم اذَا ابِتَمْ اَن تَتَابِعُونِي فَا حَفْظُوا اقْرَابَتِي مِنْكُمْ وَلَا تَكُونُ
غَنِيَّ كَمْ مِنَ الْعَرَبِ اُولَى بِحَفْظِي وَنَصْرَتِي مِنْكُمْ

হে আমার সম্পদার, তোমরা যদি আমার অনুসরণে আঙ্গীকৃতি ও তাপন কর, তবুও তোমাদের সাথে আমার যে আঙ্গীকৃতার সম্পর্ক রয়েছে অতএব তার প্রতি তো লজ্জা রাখবে। আরবের অন্যান্য জোক আমার হৃষ্টক্ষত ও সাহায্যে অঙ্গী হলে তোমাদের জন্য গৌরবের বিষয় হবে না।—(জাহান-মাঝানী)

হয়রত ইবনে আবাস থেকেই আরও বর্ণিত আছে যে, এ আঙ্গীকৃতি নাহিল হলে কেউ কেউ রসূলুল্লাহ্ (সা)কে জিজেস করল, আপনার আঙ্গীকৃতি কারু? তিনি বললেন, আরী, ফাতেবা ও তাদের সন্তান-সন্ততি। এ রেওয়ায়েতের সনদ খুব দুর্বল। তাই সুযুক্তি ও হাতেব ইবনে হাজ্বার প্রধান একে আঙ্গী বলেছেন। এছাড়া এই রেওয়ায়েতের অর্থ এই যে, আমি আমার কাজের বিনিময়ে তোমাদের কাছে এতটুকু চাই যে, তোমরা আমার সন্তান-সন্ততির প্রতি লজ্জা রাখ। এটা পরমগুরুপণ বিশেষত সেরা ও শ্রেষ্ঠ পরমগুরুর উপরূপ কথা হতে পারে না। সুতরাং সঠিক তফসীর তাই, যা উপরে উল্লেখ করা হয়েছে। রাফেয়ী সম্পূর্ণে এ রেওয়ায়েত কেবল পছন্দই করেনি, এর উপর বিরাট আশার দুর্গ ও রচনা করেছে, যা সম্পূর্ণ ভিত্তিহান।

নবী পরিবারের সম্মান ও মহক্ষতঃ উপরে এতটুকুই বলা হয়েছে যে, আমোচ্য আরাতে রসূলুল্লাহ্ (সা) নিজের কাজের বিনিময়ে জাতির কাছে দীর্ঘ সন্তানদের প্রতি মহক্ষত প্রদর্শনের আবেদন করেননি। এর অর্থ এই নয় যে, রসূল পরিবারের আহার্য ও মহক্ষত কোন শুল্কের অধিকারী নয়। যে কোন হত্তাগা পথপ্রস্তর বাতিল এবং ধারণ করতে পারে। সত্য এই যে, রসূলুল্লাহ্ (সা)-র সম্মান ও মহক্ষত সর্বকিছুর ঠাইতে বেশী হওয়া আমাদের ঈমানের অঙ্গ ও ভিত্তি। অতপর রসূলুল্লাহ্ (সা)-র সাথে যার যত নিকট সম্পর্ক আছে, তার সম্মান ও মহক্ষত এবং সে অনুপাতে জরুরী হওয়া অপরিহার্য। উরসজান্ত সন্তান সর্বাধিক নিকটবর্তী আঙ্গীয়। তাই তাদের মহক্ষত নিশ্চিতভাবে ঈমানের অঙ্গ। কিন্তু এর অর্থ এই নয় যে, বিবিধ ও অন্যান্য সাহাবারে কেবলকে সম্পূর্ণরাপে তুলে যেতে হবে, অথচ তাঁদেরও রসূলুল্লাহ্ (সা)-র নৈকট্য ও আঙ্গীকৃতার বিভিন্নভাবে সম্পর্ক রয়েছে।

সারকথা এই যে, নবী পরিবার ও নবী বংশের মহক্ষত নিয়ে কোন সময় মুসলিমানদের স্থে বিরোধ দেখা দেয়নি। সর্বসম্মতিক্রমে তাঁদের মহক্ষত অপরিহার্য। তবে বিরোধ দেখানে দেখা দেয়, যেখানে অন্যদের সম্মানে আঘাত হানা হয়। নতুন রসূলুল্লাহ্ (সা)-র বংশের হিসেবে যত দূর সম্পর্কের সৈমানই হোক যা কেন, তাঁদের মহক্ষত ও সম্মান সৌজানা ও সওয়াবের কারণ। আনেকেই ও ব্যাপারে শৈখিঙ্গের পরিচয় দিতে শুরু করলে হয়রত ঈমান রাফেয়ী (র.) করেক জাইন করিডার তাদের

তাঁর মিল্লা করেছেন। তাঁর কবিতা নিম্নে উক্ত হল। এতে প্রকৃতপক্ষে তিনি অধিকাংশ আলিমের মতাদর্শই তুলে ধরেছেন :

يَا رَأَيْهَا تَفَ بِالْمَحْصُبِ مِنْ مِنْيٍ
وَاهْتَفْ بِسَاكِنِ خَيْفَهَا وَالنَّا هَفْ
سَعْرَا إِذَا فَانِ التَّجْبِيجِ إِلَى مِنْيٍ
فِيهَا كَمْلَطْمَ الْفَرَاتِ الْفَاتِرْ
إِنْ كَانَ وَفَاحِبَ الْمَحْمَدْ
فَلَيَهُدِدْ الشَّقْلَانِ إِلَى رَافِنِي

হে অশ্বারোহী, তুমি মুহাস্সার উপত্যকার অদূরে দাঁড়িয়ে থাও। প্রভুরে হখন হাজীদের গ্রাত সমুদ্রের উত্তাল তরঙ্গের নায় মৌনার দিকে রওঝানা হবে, তখন সেখান-কার প্রত্যেক বাসিন্দা ও পথচারীকে ডেকে তুমি ঘোষণা কর, যদি কেবল মুহাম্মদ (সা)-র বৎসরের প্রতি মহাবৃত্ত রাখেছো মানুষ রাখেবী হয়ে থার, তবে বিষ্ণুগতের সমস্ত হিন ও মানব সাক্ষী ধারুক, আমিও রাখেবী।

أَمْ يَقُولُونَ افْتَرَى قَلْهَ اللَّهُ كَذِبًا، فَإِنْ يَشَاءُ اللَّهُ يَغْتَرِمُ عَلَيْهِ
قَلْبِكَ وَيَنْهَا اللَّهُ الْبَاطِلَ وَيُحَقِّقُ الْحَقَّ بِكَلِمَتِهِ، إِنَّهُ
عَلَيْهِمْ يَدَاتِ الصَّدُورِ وَهُوَ الَّذِي يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ
عِبَادِهِ وَيُعْفُوا عَنِ السَّيِّئَاتِ وَيَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ ۚ وَيَسْتَجِيبُ
إِلَيْنَّ أَمْنُوا وَعَلَوْ الظِّلْجَتْ وَيَزِيدُهُمْ مِنْ فَضْلِهِ سَوَ الْكُفَّارُونَ
لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ

(২৪) নাকি তারা একথা বলে যে, তিনি আলাহের বিজয়ক মিল্লা করেছেন? আজাহ, ইচ্ছা করলে আপনার অভয়ে মোহর এটি দিতেন। ব্যক্ত তিনি যিধাকে মিহিলে দেয় এবং নিজ বাক্য দ্বারা সক্ষেক প্রতিষ্ঠিত করেন। নিচের তিনি অভয়-নিহিত বিষয় অস্তরে অবিলেখ কোট। (২৫) তিনি তাঁর মাসামুর তওবা করুন করেম, পানসমূহ যার্জন করেন এবং তোমাদের ইত্য বিষয় অস্তরে অবগত করেছেন। (২৬) তিনি

যুগ্মিন ও সৎকর্মীদের দোষা শোনেন এবং তাদের প্রতি সীমা অনুগ্রহ আড়িয়ে দেন। আর কাফিরদের জন্য রয়েছে কঠোর শাস্তি।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

তারা কি (আপনার সম্পর্কে) বলে যে, তিনি আজ্ঞাহ্র বিকলকে যিথ্যা রচনা করেছেন (অর্থাৎ নবুঘৃত ও উহী সম্পর্কে যিথ্যা দাবী গ্রীষ্মাপন করেছেন?) তাদের এ উত্তিই যিথ্যা অপবাদ। কেননা, আপনার মুখে আজ্ঞাহ্র অভৌকিক কালাম জারি হয়েছে, যা নবী ব্যক্তিত করারও মুখে জারি হতে পারে না। আপনি রিসালতের দাবীতে সত্যবাদী না হলে আজ্ঞাহ্র এই কালাম আগমার মুখে জারি করতেন না। সেমতে) আজ্ঞাহ্র (এই ক্ষমতা রাখেন যে), ইচ্ছা করলে তিনি আপনার অন্তরে যোহর এটি দিতেন (এবং এই কালাম আপনার অন্তরে জারি হত না; বরং হিন্দিয়ে নেয়া হত এবং আপনি বিশ্বাস হতেন। এমতোব্যাপ্তি তা মুখে প্রকাশ পেত না।) আজ্ঞাহ্র যিথ্যাকে (অর্থাৎ নবুঘৃতের যিথ্যা দাবীকে) যিটিয়ে দেন (চালু হতে দেন না, অর্থাৎ যিথ্যা দাবীদারের হাতে যোজেয়া প্রকাশ পায় না) এবং (নবুঘৃতের) সত্য (দাবী)-কে আপনি নির্দেশাবলী দ্বারা প্রতিষ্ঠিত (ও প্রবল) করেন। (সুতরাং আপনি সত্যবাদী ও তারা যিথ্যাবাদী+ ষেহেতু) তিনি (অর্থাৎ আজ্ঞাহ্র) অভিনিহিত বিষয় সম্পর্কেও সরিশেষ জ্ঞাত। (মুখের উত্তি ও অব-স্বত্ত্বাদের কর্য সম্পর্কে তো আরও জ্ঞাত— সুতরাং আজ্ঞাহ্র তা'আজ্ঞা তাদের বিশ্বাস, উত্তি ও কর্য সম্পর্কে জানেন এবং এগুলোর কারণে শাস্তি দেবেন। তবে যারা কুফর ও কুর্কম থেকে তওবা করবে, তাদেরকে কমা করবেন। কেননা, তাঁর আইন এই যে,) তিনি তাঁর বাসাদের তওবা (শর্ত অনুযায়ী হলো) করুণ করেন, (তওবার বরকতে) অতীল পাপসংহ হার্জনা করেন এবং তোমরা যা করু, তা (সবই) জানেন। (সুতরাং তওবা খাতি ক্রি-না তাও তিনি জানেন। যে স্থানে তওবার মাধ্যমে মুসলিমান হয়, তার দেশের ইবাদত করুণ-হবে যা পূর্বে করুণ হত না। কেননা,) তিনি যুগ্মিন ও সৎকর্মীদের ইবাদত (রিয়ার উদ্দেশ্যে করা না হলো) করুণ করেন (অর্থাৎ ইবাদতের সঙ্গীব দেন) এবং (প্রাপ্ত সঙ্গীব ছাড়াও) তাদেরকে সীমা অনুগ্রহে অধিকতর (সঙ্গীব) দান করেন (গুরুতরে) যারা কাফির তাদের জন্য (নির্ধারিত) রয়েছে কঠোর শাস্তি।

আমুল্লিক জাতৰা বিষয়

আলোচ্য আজ্ঞাতসমূহের প্রথম আজ্ঞাতে আজ্ঞাহ্র তা'আজ্ঞা রসূলুল্লাহ্স (সা)-র নবুঘৃত, রিসালত ও কোরআনকে প্রাণ ও আজ্ঞাহ্র বিকলকে অপপ্রচার আগ্রহ দণ্ড-কারীদেরকে একত্র সাধারণ নৈতি বর্ণনা করে জওহাব দিয়েছেন। নৌতিটি এই যে, পঞ্চাশ্রের মুক্তিযা ও যাদুকরের যাদ—এ দুই এর অধে কোনটিই আজ্ঞাহ্র ইচ্ছা ব্যতিরেকে কিছু করতে পারে না। আজ্ঞাহ্র তা'আজ্ঞাই সীমা অনুগ্রহে পঞ্চাশ্রগণের

নবুয়ত সপ্তমাখ করার উদ্দেশ্যে তাদেরকে মু'জিয়া দান করেন। এতে পরগঠনের কোন এথেন্টোর থাকে না।

এমনিভাবে আল্লাহ্ তা'আলা বাদুকরদের যাদুকেও পরীক্ষার ভিত্তিতে চালু হতে দেন। কিন্তু বাদু ও মু'জিয়ার মধ্যে এবং বাদুকর ও পরগঠনের মধ্যে পার্থক্য করার জন্য তিনি এই নৌতি নির্ধারণ করেছেন যে, যে বাতিং মিছামিছি নবুয়ত দাবী করে, তার হাতে কোন বাদুও সফল হতে দেন না, নবুয়ত দাবী করার পূর্ব পর্যবেক্ষণ করার যাদু কার্যকর হয়ে থাকে।

প্রজাতন্ত্রের আল্লাহ্ হাকে নবুয়ত দান করেন, তাঁকে মু'জিয়াও দেন এবং সমুজ্জ্বল করেন। এভাবে সাংবাদিক প্রতিভেই তাঁর নবুয়ত সপ্তমাখ করে দেন। এহাতো দীর্ঘ কালামের আল্লাতের সত্যায়নও নাথিল করেন।

কোরআন পাকও এক মু'জিয়া। সারা বিশ্বের ফিন ও মানব এর এক আল্লাতের নমুনাও রচনা করতে অক্ষম। তাদের এই অক্ষমতা নবী কৃষ্ণম (সা)-এর আমলেই সপ্তমাখ হয়ে গেছে এবং আজ পর্যবেক্ষণ সপ্তমাখ আছে। এখন সুস্পষ্ট মু'জিয়া উপরোক্ত নৌতি অনুযায়ী কোন মিথ্যা নবীর পক্ষ থেকে প্রকাশ পেতে পারে না। অন্তর্বর্ত রসূলুল্লাহ্ (সা)-র উদ্দী ও রিসালত সম্পর্কিত দাবী সম্পূর্ণ সত্য ও বিস্তৃত। হারা একে জ্ঞান ও অপ্রস্তাব বলে, তারা নিজেরাই বিজ্ঞান ও অপ্রস্তাবে লিপ্ত।

তিতীয় আল্লাতে কাফিরদেরকে উপদেশ দেওয়া হয়েছে যে, এখনও কুকুর থেকে বিনাত হও এবং তওবা কর। আল্লাহ্ তা'আলা পরম দয়ালু। তিনি তওবাকারীদের তওবা করুন এবং তাদের পাপ আর্জন করেন।

তওবার অরূপ : তওবার শাব্দিক অর্থ কিরে আসা। শরীরতের পরিভাষায় কোন গোনাহ্ থেকে ক্ষিরে আসাকে তওবা বলা হয়। তওবা বিকল্প ও প্রত্যৰ্থ হওয়ার জন্য তিনিতি শর্ত রয়েছে।

এক. বর্তমানে যে গোনাহে লিপ্ত রয়েছে, তা অবিজাহে বর্জন করতে হবে, দুই. অভিজাহের গোনাহের জন্য অনুত্পত্ত হতে হবে এবং তিনি ডিয়া ভবিষ্যতে সে গোনাহ্ না করার দৃঢ় সংকল্প প্রহণ করতে হবে এবং কোন করম কাজ হেড়ে থাকলে তা আদায় অথবা কামা করতে হবে। গোনাহ্ যদি বাস্তার বৈষম্যিক হক সম্পর্কে ক্ষেত্রে অনুত্পত্ত হয়, তবে শর্ত এই যে, প্রাপক জীবিত থাকলে তাকে সে ধনসম্পদ ক্ষেত্রে দেবে অথবা মাঝে ক্ষেত্রে নেবে। প্রাপক জীবিত না থাকলে তার ওয়ালিশদেরকে ক্ষেত্রে দেবে। কোন ওয়ালিশ না থাকলে বায়তুল মালে জমা দেবে। যদি বায়তুল মালাও না থাকে অথবা তাকে ব্যবহারণ না হয় তবে প্রাপকের পক্ষ থেকে সদকাৎ দেবে। বৈষম্যিক নয়, এখন কোন হক হলে—যেহেন কাউকে অন্যায়ভাবে জালান করলে, গালি দিলে অথবা ক্রান্ত গীবত করলে যেভাবেই সত্ত্বপূর হয় তাকে সন্তুষ্ট করে রাখা নিতে হবে।

সকল তওবার অন্যাই আল্লাহর ওয়াত্তে গোনাহ্ বর্জন করতে হবে, শারীরিক দুর্বলতা ও অক্ষমতার কারণে গোনাহ্ বর্জন করলে তওবা হবে না। শাবতৌল্ল গোনাহ্ থেকে তওবা করাই শরীরতের কাম। কিন্তু কোন বিশেষ গোনাহ্ থেকে তওবা করলেও আহ্লে সুন্নতের মতানুসারী সে গোনাহ্ মাফ হবে, কিন্তু অন্যান গোনাহ্ বহাল থাকবে।

وَلَوْ بَسَطَ اللَّهُ الْرِزْقَ لِعِبَادَةِ لَبَغَوا فِي الْأَرْضِ وَلَكِنْ يُنَزَّلُ بِقَدَرِ
 مَا يَشَاءُ وَإِنَّهُ بِعِبَادَةِ حَمِيرٍ بَصِيرٌ ④ وَهُوَ الَّذِي يُنَزِّلُ
 الْغَيْثَ مِنْ بَعْدِ مَا قَنَطُوا وَيَنْهَا رَحْمَتَهُ وَهُوَ الْوَلِيُّ الْحَمِيرٌ
 وَمَنْ أَيْتَهُ خَلْقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَ فِيهِمَا مِنْ
 ذَاتٍ يَوْمَ وَهُوَ عَلَى جَمِيعِهِمْ إِذَا يَشَاءُ قَدِيرٌ ⑤ وَمَا أَصَابَكُمْ مِنْ
 مُصِيرَةٍ فِيمَا كَسَبْتُ أَيْدِيهِمْ وَيَعْفُوا عَنْ كُثُرٍ ⑥ وَمَا أَنْتُمْ بِمُعْجِزِينَ
 فِي الْأَرْضِ ⑦ وَمَا لَكُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ مِنْ قُلْبٍ وَلَا نَصِيرٌ ⑧
 وَمَنْ أَيْتَهُ الْجَوَارِ فِي الْبَحْرِ كَالْأَعْلَمُ ⑨ إِنَّ يَشَاءُ يُسْكِنُ الرِّيحَ فَيُظْلِلُ
 رَوَاكِدَ عَلَى ظُفَرَةٍ ⑩ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَذِيْنَ لِكُلِّ صَبَارٍ شَكُورٍ ⑪ أَوْ
 يُوْفِهُنَّ بِمَا كَسَبُوا وَيَعْفُ عَنْ كُثُرٍ ⑫ وَيَعْلَمُ الَّذِينَ يُجَاهِلُونَ
 فِي أَيْتَيَا مَا لَهُمْ مِنْ مَحِيصٍ ⑬

(২৭) যদি আল্লাহ্ তাঁর সকল বাসাকে প্রচুর রিহিক দিতেন, তবে তারা পৃথিবীতে বিপর্যয় স্থিত করত। কিন্তু তিনি যে পরিমাণ ইছা সে পরিমাণ নাবিল করেন। নিচের তিনি তাঁর বাসাদের অবর রাখেন ও সবকিছু দেখেন। (২৮) আনুষ নিরাশ হয়ে আওয়ার পরে তিনিই বৃলিট বর্ষণ করেন এবং তাঁর রহমত ছড়িয়ে দেন। তিনিই কার্যনির্বাহী, প্রশংসিত। (২৯) তাঁর এক নির্দল অভ্যাসগুল ও কুরআনের স্থিত এবং এতদৃষ্টরের অধ্যে তিনি বেসর জীব-জন্ম ছড়িয়ে দিয়েছেন। তিনি বহন ইছা, এতালাকে

একজ করতে সক্ষম। (৩০) তোমাদের উপর হেমহ বিপদ-আগদ পতিত হয়, তা তোমা-দের কর্মরাই কল এবং তিনি তোমাদের অনেক গোনাহ করা করে দেন। (৩১) তোমরা পৃথিবীতে পলায়ন করে আলাহকে আক্ষম করতে পার না এবং আলাহ ব্যতীত তোমাদের কোন কার্যনির্বাহী নেই, সাহায্যকারীও নেই। (৩২) সম্মুখে ভাসমান পর্বতসম আহাজ-সমৃহ তীর অন্যতম মিদর্শন। (৩৩) তিনি ইচ্ছা করলে বাতাসকে ধারিবে দেন। তখন আহাজসমৃহ সমৃষ্টপৃষ্ঠে নিষ্ঠল হয়ে পড়ে দেন পাহাড়। নিষ্ঠর এতে প্রত্যেক সবুজকাণী, ঝুঁতকের জন্য নিদর্শনাবলী রয়েছে। (৩৪) অথবা তাদের ঝুঁতকর্মের অন্য সেঙ্গলোকে ধূংস করে দেন এবং অনেককে কর্মাও করে দেন। (৩৫) এবং থারা আমার কর্মসূতা সম্পর্কে বিতর্ক করে, তারা দেন জানে বে, তাদের কোন পলায়নের জারণা নেই।

তকসীরের সার-সংজ্ঞেপ

(আলাহ তা'আলার প্রভাবপের অন্যতম বিকাশ এই যে, তিনি সমস্ত মানুষকে প্রতুর ধনসম্পদ দেননি, কেননা,) যদি আলাহ তা'আলা সমস্ত বাস্তকে (তাদের শর্তমান অন্যানন্দিকার অবস্থার) প্রতুর রিয়িক দিতেন, তবে তারা পৃথিবীতে (ব্যাপকাকারে) বিগর্হন সৃষ্টি করত। (কারণ, সবাই বিত্তালী হলে কেউ কারও যুথাপেক্ষী থাকত না, কফে কেউ কারও কাছে নতি দ্বীপার করত না।) কিন্তু (তিনি সবাইকে বাঞ্ছিতও করেননি, বরং) তিনি শতটুকু রিয়িক ইচ্ছা করেন, পরিমাণ করে (প্রত্যেকের জন্ম) নায়িক করেন। (কেননা,) তিনি তীর বাস্তাদের (উপরোগিতার) ধূরু রাখেন, (তাদের অবস্থা) দেখেন। যাবুয় নিরাশ হয়ে বাওরার পর তিনি (বাবে আবে) বৃত্তি বর্ষণ করেন, এবং তীর রহমত (এর চিহ্ন পৃথিবীতে) ছড়িবে দেন। (উত্তিস, ফজালুল ইত্তাদি রহমতের চিহ্ন।) তিনি (সবার) কার্যনির্বাহী, (এবং এ কারণে) প্রশংসার হোগ। তীর (কুদরতের) এক নিদর্শন নতোমঙ্গল ও তৃ-মঙ্গল, জীববৃত্তর সৃষ্টি, যা তিনি এতদুভয়ের মধ্যে ছড়িবে দিবেছেন। তিনি (কিয়ামতের দিন) এভোকে (গুনকর্তৃবিত করে) একজ করতেও সক্ষম যথন (একজীকরণের) ইচ্ছা করেন। (তিনি প্রতিশেখ প্রহপকারী এবং সঙে সঙে ক্ষয়কারীও বটে। সেয়তে) তোমাদের উপর (হে গোনাহগুরুৱা,) যেসব বিপদাপদ পতিত হয়, তা তোমাদেরই (কোন কোন পাপ) কর্মের কল এবং তিনি অনেক গোনাহ (উত্তর জাহানে অধ্যা কেবল মুনিমাতে) কর্ম করে দেন। (তিনি যদি সব গোনাহের কারণে ধরপাকড় তুক করেন, তবে) তোমরা পৃথিবীতে (অর্থাৎ পৃথিবীর কোন অংশে) পালিয়ে দিয়ে আলাহকে অক্ষম করতে পারবে না। (সূত্রাং এমতাবস্থার) আলাহ ব্যতীত তোমার কোন কার্যনির্বাহী ও সাহায্যকারী হতে পারে না। সম্মুখে ভাসমান পর্বতসম (উচ্চ) আহাজসমৃহ তীর (কুদরতের) অন্যতম নিদর্শন। (অর্থাৎ এভোর সম্মুখে আলাহর অভ্যাসচর্য কারিগরির সঙ্গীল। নতুনী) তিনি ইচ্ছা করলে বাতাসকে ধারিবে দেন। তখন আহাজসমৃহ সমৃষ্টপৃষ্ঠে নিষ্ঠল হয়ে পড়ে। (তীরই কাজ বাতাস চালনা করা। বাতাসে তর করেই আহাজসমৃহ চলে।) নিষ্ঠর এতে প্রত্যেক ঝুঁতক ও

সবচেয়েকারীর জন্য (কুদরতের) নির্দশনাবলী রয়েছে। (সুরা লোকমানে এ রকম বাক্যে এর বিশদ ব্যাখ্যা করা হচ্ছে। প্রোটকথা, তিনি ইচ্ছা করলে বাসুকে জ্ঞান করে আহাজসমূহকে নিষ্ঠজ করে দেন,) অথবা (তিনি ইচ্ছা করলে প্রবল বাতাস প্রবাহিত করে আরোহীদের সহ) আহাজসমূহকে তাদের (কৃষ্ণ ইত্যাদি) কর্মের কারণে খৎস করে দেন এবং অনেককে ক্ষমাও করেন। (অর্থাৎ তাৎক্ষণিকভাবে নিয়ন্ত্রিত হয়ে না) মদিও পরিকারে শাস্তি ভোগ করবে এবং (এই খৎসলোকার সময়) আমার ক্ষমতা সম্ভর্ত্বে বিতর্ককারীরা যেন জানে যে, (এখন) তাদের আস্তরাজ্ঞার কোন উপায় নেই। (কেননা, এহেন মহা বিগদে তারাও তাদের কর্মিত দেবতাদেরকে অক্ষম হনে করত।)

আনুধানিক তাত্ত্ব বিষয়

পূর্বাগ্রহ সম্পর্ক ও শান্তি-মুদ্রা : আমোচ্য আহাজসমূহে আঝাহ্ তা'আজা তওহাদ সপ্রযাপ করার জন্য তাঁর অসাধারণ প্রভাব উল্লেখ করেছেন, যার মাধ্যমে তিনি বিশ্বজগতকে এক মজবুত ও অটল ব্যবস্থাপনার সুজ্ঞ প্রাপ্তি করে রেখেছেন। উদ্দেশ্য এই যে, বিশ্বজগতের এই অটল ব্যবস্থাপনা এ বিষয়ের দলীল যে, একজন প্রভায়ার, সর্বত্ত সত্তা একে পরিচালনা করছেন।

পৃথিবীতে আরিফত একটি অধিনেতৃত ব্যবস্থাপনার দিকে ইমিত করে আঝাহ্ তা'আজা এই বিষয়বস্তুর সূচনা করেছেন। পূর্ববর্তী আহাজসমূহের সাথে এই বিষয়টির সম্পর্ক এই যে, পূর্বের আহাজসমূহে বিবৃত হয়েছিল, আঝাহ্ তা'আজা মুসলমানদের ইবাদত ও দোষা ক্ষুণ্ণ করেন। এতে প্রথম দেখা দিতে পারত যে, মুসলমানরা অনেক সময় পাথির উদ্দেশ্য হাসিলের জন্য দোষা করে, কিন্তু তাদের সে উদ্দেশ্য হাসিল হয় না। এরপ ঘটিমা বিগল নয়; বরং প্রায়ই সংঘটিত হতে দেখা হাত। এ খটকার জওয়াব উল্লিখিত আহাজসমূহের প্রথম আঝাতে দেওয়া হয়েছে। এর সামর্য এই যে, মানুষের প্রত্যেকটি বাসনা পূর্ণ হওয়া মাঝে মাঝে ক্ষুণ্ণ মানুষের ব্যক্তিগত ও সমাজিটিগত উপরো-গিতার পরিপন্থী হয়ে থাকে। কাজেই কোন সময় কোন মানুষের দোষা বাহ্যিক ক্ষুণ্ণ না হলে এর পশ্চাতে বিশ্বজগতের এমন কিছু স্বার্থ নিহিত থাকে, যা সর্বত্ত ও প্রভায়ার প্রত্যেক ব্যক্তি অন্য কেউ জানে না। দুনিয়ার প্রত্যেক মানুষকেই সব রকম রিহিক ও নিয়ামত দান করা হজে দুনিয়ার প্রভাতিতিক ব্যবস্থাগন্ত অঢ়জ হয়ে যেতে পারে। —(তফসীরে-কবীর)

কোন কোন রেওয়ায়েতে থেকে এই বক্তব্যের সমর্থন পাওয়া যায়। রেওয়ায়েতে আছে যে, আমোচ্য আহাজ সেসব মুসলমান সম্পর্কে অবতীর্ণ হয়, যারা কাফিরদের প্রশংসনের প্রাচুর্য দেখে নিজেরাও সেসমপ প্রাচুর্যের অধিকারী হওয়ার বাসনা প্রকাশ করত। ইমাম বগতীর রেওয়ায়েতে সাহাবী খাকাব ইবনে আরত (রা) বলেন, আমরা যখন বনু-কুরারয়া, বনু-ন্যায়ের ও বনু-কায়বুকার অধিক ধনসম্পদ দেখলাম, তখন আয়াদের অনেক ধনাত্মক হওয়ার বাসনা আগ্রাহিতা দিলে উঠে। এবলৈ পরিপ্রেক্ষিতে আমোচ্য আহাজ অবতীর্ণ হয়। যখন প্রশংসনের ইবনে হরামস (রা) বলেন, সুক্ষ্মার অবস্থানকারীদের

মধ্যে কেউ কেউ রসুলুল্লাহ্ (সা)–র কাছে একাধি প্রকাশ করেছিল যে, আরাহত তা'আলা তাদেরকেও বিজ্ঞাপন করে দিন। এর পরিপ্রেক্ষিতে আয়াতোর্পণ হয়।—
(রাহম-মা'আনী)

দুর্বিলাতে প্রাচুর্যের প্রাচুর্য বিপর্যয়ের কারণ : আয়াতে বলা হয়েছে যে, দুর্বিলাত সব মানুষকে সবরকম রিয়িক ও নিয়ামত প্রচুর পরিমাণে দেয়া হলে তাদের পারস্পরিক হানাহানি সীমা ছাড়িয়ে যেত। কারণ, ধনসম্পদের প্রাচুর্যের কারণে কেউ কারও মুখাপেক্ষী থাকত না এবং কেউ কারও কাছে মতি সীকার করত না। অপরদিকে ধনাত্যাতার এক বৈশিষ্ট্য এই যে, ধন যতই বাঢ়ে, মোড়-মালসাও ততই বৃক্ষি গেতে থাকে। ফলে এর অপরিহার্য পরিপন্থি দাঁড়াত এই যে, একে অপরের সম্পত্তি করারাত করার জন্য জোরজবরদাস্তির প্রয়োগ ব্যাপক হয়ে যেত। যারামারি, কাটাকাটি ও অন্যান্য কুকর্ম সীমা ছাড়িয়ে যেত। তাই আরাহত তা'আলা সব মানুষকে সব করক নিয়ামত না দিয়ে এভাবে বল্টন করেছেন যে, কাউকে ধনসম্পদ বেশি দিয়েছেন, কাউকে আহত ও শক্তি অধিক পরিমাণে ঘৃণিয়েছেন, কাউকে ঝাগ ও সৌন্দর্য পরিপূর্ণ করে দিয়েছেন এবং কাউকে তান ও প্রস্তা অপরের তুলনায় বেশি সরবরাহ করেছেন। ফলে প্রত্যেকেই কোন না কোন বিষয়ে অপরের মুখাপেক্ষী এবং এই পারম্পরিক মুখাপেক্ষিতার উপরই **سَبْلَتْ بِقَدْرِ مَا يُشَانُ** **وَلَكِنْ يَنْزِلْ بِقَدْرِ مَا يُشَانُ** সভ্যতার ভৌত প্রতিষ্ঠিত রয়েছে।

তাই যে, আরাহত তাঁর নিয়ামতসমূহ বিশেষ পরিমাণে মানুষকে দান করেছেন। একটির **فِيْ عَبَادَةِ ٤٥ حَمْرَىْ بَصَارَ** ! বাকে ইঁজিত করা হয়েছে যে, আরাহত তা'আলা সর্বক জানেন কাহু জন্য কোন নিয়ামত উপস্থুত এবং কোন নিয়ামত ক্ষতিকর। তাই তিনি প্রত্যেককে তার উপরোগী নিয়ামত দান করেছেন। তিনি যদি কারও কাছ থেকে কোন নিয়ামত ছিনিয়ে নেন, তবে সম্প্রতি উপরোগিতার ক্ষতিতেই ছিনিয়ে নেন। এটা যেটোই জরুরী নয় যে, আমরা প্রত্যেক ব্যক্তির উপরোগিতা বৃক্ষতে সর্কম হব। কারণ, এখানে প্রত্যেকেই তার জ্ঞানের এক সীমিত পরিধির মধ্যে চিহ্নাবনন করে। আর আরাহত তা'আলার সামনে রয়েছে সম্প্রতি বিশ্বজগতের অন্তর্বীন উপরোগিতার ক্ষেত্র। কাজেই তাঁর সমস্ত রহস্য অবগত হওয়া মানুষের পক্ষে 'সত্ত্বপর' নয়। এর একটি ইঙ্গিতপ্রাপ্ত দৃষ্টিত্ব এই যে, একজন নায়িগরামপুরান্তর্প্রধান মাঝে মাঝে ব্যক্তি বিশেষের আর্থের পরিপন্থী নির্দেশণ জারি করেন। ফলে তাঁরা বিপদাপদের সম্মুদ্ধীন হয়ে পড়ে। বিপদে পতিত বাতিল হৈছে নিজ স্বীর্থের সীমিত গভীরতে থেকে চিন্তা করে, তাই রান্তি-প্রধানের এই পদক্ষেপ তাঁর দৃষ্টিতে অমৌক্তিক ও অসঙ্গীচীম প্রতিপর হওয়া অসম্ভব নয়। কিন্তু যার দৃষ্টিপোষ্ট দেশ ও জাতির প্রতি নিবক্ষ এবং যে মনে করে যে, ব্যক্তি বিশেষের আর্থের প্রতি জন্ম রেখে পোষ্ট দেশের আর্থকে জন্মাজলি দেয়া বাব না, সে এই পদক্ষেপকে অন্য বক্তব্যে পারে না। অতএব যে সত্তা সম্প্রতি বিশ্বজগত পরিপ্রেক্ষণ করেছেন, তাঁর প্রস্তা ও রহস্য মানুষ কিন্তু পুরোপুরি বৃক্ষতে সর্কম হবে। এই

দৃষ্টিকোণে তিন্তা করলে কোন বাজিকে বিগমাপদে পঠিত দেখে অনে হেসব কৃধারণা ও অজন্মা-কর্মনা সৃষ্টি হয়, সেগুলো আপনা আপনিই উভে হেতে পারে।

এ আয়াত থেকে আরও জানা যাব যে, বিশ্বের সব মানুষই সহান ধন-সম্পদের অধিকারী হোক এটা সন্তুষ্পর নয়, কাম্যও নয় এবং বিশ্ব ব্যবহারপনার সৃষ্টিগত উপযোগিতাও এর পক্ষে নয়। সুরা মু'বরকফের **نَحْنُ نَصْنَعُ مَا نَهَى** আয়াতের তফসীরে ইব্রাহিমাহ এই বিষয়বস্তু সম্পর্কে গুরোপুরি আলোচনা করা হবে।

আজাত ও দুনিয়ার গীর্ধক্ষ ৩ এখানে ধ্রুক্কা দেখা দিতে পারে যে, আজাতে তো সমস্ত মানুষকেই সর্বশকার নিরামত প্রচুর পরিমাণে সরবরাহ করা হবে। সেখানে তাতে বিপর্যয় সৃষ্টি হবে না কেন? জগত্তাব এই যে, দুনিয়াতে বিপর্যয়ের কারণ ধন-সম্পদের প্রাচুর্যসহ লোড-জালসার প্রেরণা, যা ধনাঞ্চাত্তার সাথে সাথে সাধারণত বৃদ্ধিই পেতে থাকে। এর বিপরীতে আজাতে তো নিরামতসমূহের ব্যাপক বৃষ্টি বর্ষিত হবে, কিন্তু লোড-জালসা ও অবাধ্যাত্তার প্রেরণা নিশ্চিহ্ন করে দেয়া হবে। ফলে কোনোপ বিপর্যয় দেখা দেবে না। তফসীরের সার-সংকলে যওনানা খানঙ্গী (রহ) ‘বর্জয়ান অবহাস’ কথাটি সংযুক্ত করে এদিকেই ইরিত করেছেন—(বয়ানুল-কোরআন)

দুনিয়াতে ধন-সম্পদের প্রাচুর্যের মাধ্যমে লোড-জালসার প্রেরণা নিশ্চিহ্ন করে দেয়া হবে না কেন? এখন এই আপত্তি উপাগন করা নিশ্চিহ্নই অর্থহীন। কেমনা, দুনিয়া সৃষ্টির উদ্দেশ্যাই ভাল ও অন্দের সুস্থিত একটি বিশ্ব রাচনা করা। এটা ব্যাতীত অগৎ সৃষ্টির মূল রহস্য—মানুষকে পরীক্ষা করা কিছুতেই সন্তুষ্পর নয়। সুতরাং দুনিয়াতে মানুষের এসব প্রেরণা নিশ্চিহ্ন করে দেয়া হলে দুনিয়া সৃষ্টির আসল মুক্ত্যাই অভিত্ত হত না। গক্ষাত্তরে আজাতে কেবল কল্যাণ খাকবে—অন্দের কোন অভিত্তই খাকবে না। তাই সেখানে এসব প্রেরণা খত্ত করে দেয়া হবে।

وَهُوَ الَّذِي يَنْزِلُ الْغَيْثَ مِنْ بَعْدِ مَا قَنَطُوا—(মানুষ নিরাপ হয়ে পেলে তিনিই বৃষ্টি বর্ষণ করেন।) কৃ-পৃষ্ঠে পানির তীব্র প্রয়োজন দেখা দিলে বৃষ্টি বর্ষণ করাই আজাত্তর সাধারণ নিয়ম। কিন্তু এখানে ‘নিরাপ হওয়ার পর’ বলে ইরিত করা হয়েছে যে, যারে যাবে আজাত্ তা’আজা সাধারণ নিরামের বিপরীতে বৃষ্টি বর্ষণে বিলম্বও করেন। ফলে মানুষ নিরাপ ও হতাহ্যাত্ত হত থাকে। এতে পরীক্ষা ছাড়া এ বিষয়ে দুপিয়ার কর্ত্তাও উদ্দেশ্য থাকে যে, বৃষ্টি ও অবাবৃষ্টি সবই আজাত্ তা’আজাৰ নিরামণাধীন। তিনি যখন ইচ্ছা মানুষের পাগাচারের কারণে বৃষ্টি বজ করে দেন, যাতে মানুষ তীব্র রহমতের প্রতি অনোনিবেশ করে তীব্র সামনে কাকুতি মিনতি প্রকাশ করে। নতুনা বৃষ্টির জন্য এমন ধরাবাঁধা সময় নির্ধারিত থাকলে যার তুল পরিমাণ ব্যতিক্রম হব না, তবে মানুষ একে ধাহিক কারণের অনুগামী অনে করে আজাত্তর

কুদরতের প্রতি বিমুখ হয়ে পড়ত। এখানে 'নিরাশ' বলে নিজেদের তবির থেকে নিরাশ হওয়া ঘোষানো হয়েছে। নতুন আলাহুর রহমত থেকে নিরাশ কুফর।

وَمَا بَثَتْ فِيهَا مِنْ نَعْدَةٍ—অভিধানে নিজ ক্ষমতা বলে চোকেরা ও নড়া-

চড়া করতে সক্ষম গ্রানেট বন্দুকে ঝুঁটি বলা হয়। পরে শব্দাটি কেবল জীবজগত অর্থে ব্যবহৃত হতে শুরু করে। আলাতে বলা হয়েছে যে, আলাহ্ তা'আলা আকাশ ও পৃথিবীতে অনেক চোয়ান বন্দুক সৃষ্টি করেছেন। পৃথিবীতে চোয়ান সৃষ্টি বন্দুকের সবাই অবগত। আকাশে চোয়ান সৃষ্টি বন্দুর অর্থ ফেরেশতাও হতে পারে এবং এমন জীবজগতও হতে পারে, যা এখনও মানুষের কাছে আবিষ্কৃত হয়নি।

উদ্দেশ্য এই যে, যদিও বিহু-ব্যবস্থার উপরোপিতাবশত আলাহ্ তা'আলা সব মানুষকে ধনাত্ত্বাত্ত্ব দান করেন যি; কিন্তু বিবজগতের বাপক উপকারী বন্দু ধারু সব মানুষকেই উপরূপ করেছেন। বৃষ্টি, মেঘ, জু-পৃষ্ঠ, আকাশ এবং একান্নের যাবতীয় সৃষ্টি বন্দু মানুষের উপকারীর সুজিত হয়েছে। এগুলো সবাই আলাহ্ তা'আলার ভূত্বাদী বাজ্ঞা করে। এর পর কারণ কোন কল্প হলে তা তার ক্ষতকর্মের ফলেই হয়। সুতরাং কল্পে পতিত হয়ে আলাহ্ তা'আলাকে তৎসনা করার পরিবর্তে তার উচিত নিজের দোষত্বটি দেখা।

وَمَا أَمَّا بَكُمْ مِنْ مُصْبَغَةٍ فِيهَا كَسْبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيُغْفِرُوا مِنْ كُنْهِكُمْ

বাকের অর্থ তাই। হয়রত হাসান থেকে বলিত আছে—এ আলাত অবতীর্ণ হলে রসুলুল্লাহ্ (সা) বলেন, সে সত্তার কসম, ধাঁর নিয়ন্ত্রণে আমার পাখ, যে বাতিল সারে কোন কাঠের আঁচড় লাগে, অথবা কোন শিরা ধৃতকড় করে অথবা পা পিছলে থার, তা সবাই তার পোনাহুর কারণে হয়ে থাকে। আলাহ্ তা'আলা গ্রানেট পোনাহুর শাস্তি দেন না, বরং যেসব পোনাহুর শাস্তি দেন না, সেগুলোর সংখ্যাই বেশি। হয়রত আপরাহুজা-যাশারের বলেন, দৈহিক পৌঢ়া ও কল্প যেমন পোনাহুর কারণে হয়, তেমনি আস্তিক ব্যাধি ও কোন পোনাহুর ফলস্ফুতিতে হয়ে থাকে। এক পোনাহু হয়ে পেজে তা অন্য পোনাহে লিপ্ত হওয়ার কারণ হয়ে যায়। হাফেয় ইবনে কাইরোয় 'দাওয়ায়ে-শকী' প্রহে লিখেন—পোনাহুর এক নগদ শাস্তি এই যে, এর পরেই মানুষ অন্য পোনাহে লিপ্ত হয়ে যায়। এমনিত্বাবে সংকর্মের এক নগদ প্রতিদান এই যে, এক সংকর্ম অন্য সংকর্মের দিকে আকর্ষণ করে।

বায়মাত্তী প্রযুক্ত বলেন, এ আলাত বিশেষভাবে তাদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য, যাদের ধারা পোনাহু সংঘাতিত হতে পারে। পরাগচরণগত বিজ্ঞাপ হয়ে থাকেন। অপ্রাপ্ত বয়ক বাহক-বাহিকা ও উশাদ ধারা কোন পোনাহু হতে পারে না। তারা যদি কোন কল্প ও বিপদে পড়ে, তবে তারা এ আলাতের অস্তর্ভুক্ত নয়। তাদের কল্পের অন্যান্য

কারণ ও রহস্য থাকতে পারে। যেমন মর্যাদা উঞ্চিত করা ইত্যাদি। প্রকৃত এসব
রহস্যও আনুষ পূর্ণরূপে জানতে পারে না।

কোন কোন রেওয়ায়েত থারা প্রয়াপিত রয়েছে, যে, যেসব শেখনাহৰ শাস্তি
দুনিয়াতে হয়ে থাক, মুমিন ব্যক্তি সেঙ্গলো থেকে পরবর্তে অব্যাহতি জাত করবে।
হাকেম ও বগতি হৰন্ত আমৌর রেওয়ায়েত রসুনুজ্জাহ (সা)-র এ উচ্চি উচ্চত করেছেন।
—(মাসহারী)

فَمَا أُتِيدَشُمْ فِنْ شَيْءٍ ۖ فَمَنَّاعَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ۖ وَمَا عِنْدَ اللَّهِ حَيْثُ
وَأَبْقَى لِلَّذِينَ آمَنُوا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ ۝ وَالَّذِينَ يَجْتَنِبُونَ
كُبُرُ الْإِثْمِ وَالْفَوْحَشَ مَاذَا مَا عَغَبُوا هُمْ يَغْفِرُونَ ۝ وَالَّذِينَ اسْتَجَابُوا
لِرَبِّهِمْ وَآتَاهُمْ مَا الصَّلَاةُ ۖ وَأَهْرُهُمْ شُوْرَى بَيْنَهُمْ وَمَنْ كَانَ رَكِنَّهُمْ
يُنْفَقُونَ ۝ وَالَّذِينَ إِذَا أَصَابَهُمُ الْبُشْرِيَّهُ هُمْ يَنْتَهِرُونَ ۝ وَجَزِئًا
سَيِّئَاتِ سَيِّئَاتِ مِثْلِهَا، فَمَنْ عَفَا وَأَضْلَعَ فَآخِرَهُ عَلَى اللَّهِ
إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ ۖ وَلَئِنْ اتَّهَمَ بِعَدْلَ ظَالِمٍ هَبَّا وَلِيَكَ مَا عَلِيهِمْ
فِنْ سَيِّئِ ۝ إِنَّمَا السَّيِّئُ عَلَى الَّذِينَ يَظْلِمُونَ النَّاسَ وَيَنْغُونَ فِي
الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ ۖ أَوْلِيَكَ كُفُّوْرُ عَذَابِ الْيَمِّ ۝ وَلَئِنْ صَرِّ
وَغَرَّانَ فَلِكَ لَمَنْ عَزَّزَ الْأَمْرُورَ ۝

(৩৬) অতএব তাদেরকে যা দেওয়া হয়েছে, তা পাথর জীবনের তোক যাব।
আর আজ্ঞাহৰ কাছে যা রয়েছে, তা উৎকৃষ্ট ও স্থায়ী তাদের জন্য, থারা বিবাস হ্যাপন
করে ও তাদের পাঠনকর্তাৰ উপর ভৱসা করে, (৩৭) থারা বড় মোনাহ ও অজীল
কাৰ্য থেকে বেঁচে থাকে এবং ক্রোধাত্মিত হয়েও ক্ষমা করে, (৩৮) থারা তাদের পাঠনকর্তাৰ
আদেশ আন্ব করে, আমায় কাহোয় করে, পারাম্পৰিক পরামর্শদ্বয়ে কাজ করে এবং
আমি তাদেরকে যে ব্রিফিং দিয়েছি, তা থেকে যাব করে, (৩৯) থারা “আকৃতি হল
অতিশোধ প্রাপ্ত করে। (৪০) আর মন্দের প্রতিক্রিয়া তো অনুরূপ হবেই। যে ক্ষমা করে ও

জাপস করে তার পুরকার আঝাহ্র কাছে রাখে; নিষ্ঠয় তিনি অভ্যাচনীদেরকে গহ্য করেন না। (৪৫) নিষ্ঠয় হে অভ্যাচারিত হওয়ার পর প্রতিশোধ প্রহণ করে, তাদের বিকলেও কোন অভিযোগ নেই। অভিযোগ কেবল তাদের বিকলে, যারা মানুষের উপর অভ্যাচার চালার এবং পৃথিবীতে অন্যান্যভাবে বিস্তার করে বেড়া। তাদের জন্য রাজে ঘৃণাদায়ক শাস্তি। (৪৬) অবশ্যই হে সবর করে ও ক্ষমা করে, নিষ্ঠয় গুটি সাহসিকতার কাজ।

তৎসীরের সার-সংক্ষেপ

(তোমরা উপরে খনেছ যে, দুনিয়াকামীদের সব আশাই পূর্ণ হয় না এবং তারা পরকাল থেকে বাঁচিত থাকে, প্রকালের পরকালকামীরা উন্নতি লাভ করে। আরও শুনেছ যে, ধনসম্পদের প্রাচুর্যের পরিপূর্ণ উভ নয়, প্রাপ্তই এ থেকে ফুটিকর কর্ম জন্মান্ত করে।) অতএব (প্রমাণিত হল যে, অভীভূত অর্জনের উপরুক্ত স্থান দুনিয়া নয়—পরকাল। তবে দুনিয়ার প্রবাসীয়দের মধ্য থেকে) তোমাদেরকে যা দেওয়া হয়েছে, তা (ক্ষণহাতী) পাখিব জীবনের তোপরায়। (জীবনবসানের সাথে সাথে এঙ্গোরও অবসান ঘটিবে।) আর আঝাহ্র কাছে যা (অর্ধাং পরকালের পুরকালে ও সওয়াব) আছে, তা (শুণ্ড দিক দিয়েও) উৎকৃষ্ট এবং (পরিমাণগত দিক দিয়েও) অধিক ছায়ী। (অর্ধাং সদাসর্বদা থাকবে। সুতরাং দুনিয়ার কামনা বাদ দিয়ে পরকাল কামনা কর। কিন্তু পরকাল অর্জনের জন্য ন্যূনতম শর্ত ইয়ান আনা ও কুকুর ত্যাগ করা। পরকালের পূর্ণ র্যাদা লাভ করার জন্য সমস্ত ফরয় ও ওয়াজিব কর্ম সম্পাদন করা ও যাবতৌয় পোনাহ বর্জন করা জরুরী। নৈকট্যের র্যাদা লাভ করার জন্য নকশ ইবাদত করা এবং উভয় নয়, এমন বৈধ কর্ম বর্জন করাও পছন্দনীয়। সেমতে পরকালের) এ সওয়াব তাদের জন্য যারা বিশ্বাস স্থাপন করে ও তাদের পাইনকর্তার উপর ভরসা করে এবং যারা (বিশেষত) বড় পোনাহ ও অঙ্গীক কার্য থেকে (অধিক) বেঁচে থাকে এবং ক্লোনিং হয়েও ক্ষমা করে এবং যারা তাদের পাইনকর্তার আদেশ মান্য করে, নামায কার্যের করে (আঝাহ্র পক্ষ থেকে সুনির্দিষ্ট বিধান নেই, এমন) কাজ পারস্পরিক পরামর্শে সম্পাদন করে এবং আমি তাদেরকে যে রিয়িক দিয়েছি তা থেকে বায় করে এবং যারা (কোন পক্ষ থেকে) অভ্যাচারিত হলে (প্রতিশোধ প্রহণের ইচ্ছা থাকলে) সহান প্রতিশোধ প্রহণ করে (বাঢ়াবাঢ়ি করে না। এরপ অর্থ নয় যে, ক্ষমা করে না। প্রতিশোধ প্রহণের জন্য আমি অনুমতি দিয়েছি যে,) যদের প্রতিক্রিয়া অনুরাগ অস্তি (বলি কাজাটি পোনাহের কাজ না হয়। অতগর প্রতিশোধ প্রহণের অনুমতি সত্ত্বেও) যে ক্ষমা করে ও (পারস্পরিক ব্যাপারে) আপস-বিস্তৃতি করে, (যার ফলে শুন্তা বিজৃংত হয়ে বজৃংত) গড়ে উঠে। তার পুরকার (ওয়াদা অনুযায়ী) আঝাহ্র খিলাফ রয়েছে। (যারা প্রতিশোধ প্রহণে বাঢ়াবাঢ়ি করে, তারা শুনে রাখুক,) নিষ্ঠয় আঝাহ্র তা'আলা

অত্যাচারীদেরকে পছন্দ করেন না। আর মে (বাঢ়াবাঢ়ি করে না, বরং) অত্যাচারিত হওয়ার পর সহন প্রতিশোধ প্রচল করে, তাদের বিকালে কোন অভিযোগ নেই। অভিযোগ কেবল তাদের বিকালে, যারা মানুষের উপর (শুরুতেই) অত্যাচার চালায় (কিংবা প্রতিশোধ প্রচলের সময়) এবং অন্যান্যভাবে পৃথিবীতে বিদ্রোহ করে বেড়ায়। (আর এই বিদ্রোহই অত্যাচারের কারণ হয়ে থায়।) তাদের জন্ম রয়েছে যত্নগোদানক শাস্তি। যে বাণি (অপরের অত্যাচারে) সবর করে ও ঝমা করে দেয়, নিষ্ঠর এটা সাহসিকতার কাজ (অর্থাৎ এরাপ করা উত্তম ও বীরছের পরিচায়ক)।

আনুষঙ্গিক ভাতুবা বিষয়

আলোচ্য আয়াতসমূহে বলিত হয়েছে যে, দুনিয়ার নিয়ামতসমূহ অসমূর্ধ ও অৎসন্মীল এবং পরকালের নিয়ামতসমূহ পরিপূর্ণ ও চিরস্তন। পরকালের নিয়ামত-সমূহ অর্জনের সর্বপ্রধান শর্ত ঈদ্যান। ঈদ্যান বাতিলের সেখানে এসব নিয়ামত কেউ লাভ করতে পারবে না। কিন্তু ঈদ্যানের সাথে যদি সৎকর্ম ও পুরোপুরি সম্পাদন করা হয়, তবে পরকালের নিয়ামত শুরুতেই অজিত হারে থাবে। মতুবা গোনাহ্ ও বুরির শাস্তি তোপ করার পর অজিত হবে। তাই আলোচ্য আয়াতসমূহে সর্বপ্রথম শর্ত **إِنَّمَا مُنْهَى الْمُنْهَى** বলিত হয়েছে। এরপর বিশেষ বিশেষ কর্মের উপরে করা হয়েছে। এগুলো ব্যতীত আইন অনুযায়ী পরকালের নিয়ামতসমূহ শুরুতেই পাওয়া থাবে না, বরং গোনাহের শাস্তি তোপ করার পর পাওয়া থাবে। “আইন অনুযায়ী” বলার কাঙ্গল এই যে, আজ্ঞাহ্ তা’আলা ইচ্ছা করলে সমস্ত গোনাহ্ মাফ করে শুরুতেই পরকালের নিয়ামতসমূহ মহাপাপীকেও দিতে পারেন। তিনি কোন আইনের অধীন নন। এখন এখানে শুরুত সহকারে উল্লিখিত কর্ম ও শুণাবলী লক্ষ্য করুন :

— ﴿ ۱۰۷ ﴾ —

প্রথম শব্দ—**فِي رَبِّكُمْ مُّتَقْوِلُونَ**—অর্থাৎ সর্বকাজে ও সর্বাবহায় পাইন-কর্তার উপর ভরসা রাখে। তিনি ব্যতীত অপরকে সত্ত্বিকার কার্যনির্বাহী মনে করে না। দ্বিতীয় শব্দ—**كَبَأْرُ الْدُّنْيَا**—অর্থাৎ যারা মহাপাপ বিশেষত অর্জীল কার্যকলাপ থেকে বেঁচে থাকে। মহাপাপ তথা কবীরা গোনাহ্ কি, তার বিশেষ বিবরণ সুরা নিসায় বলিত হয়েছে।

কবীরা গোনাহ্-সমূহের মধ্যে সমস্ত গোনাহ্ অভর্তুক। তবে অর্জীল গোনাহ্-কে আলাদা করে বর্ণনা করার তাহে এই যে, অর্জীল গোনাহ্ সাধারণ কবীরা গোনাহ্ অপেক্ষা তীব্রতর ও সংক্ষেপে ব্যাধির ন্যায় হয়ে থাকে। এর কারণ অন্যরাও প্রভাবিত হয়। নির্জন কাজকর্ম বোঝানের জন্য **فِي حَسْبِ** শব্দ ব্যবহৃত হয়। যেমন, বাতিলার ও তার ভূমিকাসমূহ। এছাড়া যে সব কুর্কম ধৃষ্টিতা সহকারে প্রকাশে ফর্মা হয়,

সেগোকেও তথ্য অঞ্জলি বলা হয়। কেননা, এগোর কু-প্রভাবও স্থগিত তীব্র এবং গোটা মানব সমাজকে কল্পিত করে।

তৃতীয় শুর—وَإِذَا مَا فَضِّلْتُمْ هُنْ يُغْفِرُونَ——অর্থাৎ তারা রাগান্বিত হয়েও

ক্ষমা করে। এটা সচরিত্তার উভয় নমুনা। কেননা, কারণ তাজবাসা অথবা কারণ প্রতি ত্রোধ হখন প্রবল আকার ধারণ করে, তখন সুজ, যিবেকবান ও বুজিমান মানুষকেও অক্ষ ও বিধির করে দেয়। সে বৈধ-আবেধ, সজ্জ-মিথ্যা ও আগন কর্তৃর পরিণতি সম্পর্কে চিন্তা-তাবনা করার ঘোগ্যতাও হারিয়ে ফেলে। কারণ প্রতি ত্রোধ হলে সে সাধ্যমত আল মেটানোর চেষ্টা করে। আরাহত তাজালা মুহিম ও সৎকর্মীদের এ শুগ বর্ণনা করেছেন যে, তারা ত্রোধের সময় কেবল বৈধ-আবেধের সীমান্ত অবস্থান করেই ক্ষাত হয় না, বরং অধিকার থাকা সঙ্গেও ক্ষমা প্রদর্শন করে।

চতুর্থ শুর—أَسْتَجِبْ لِهَا بِعَدَ الْأَذْيَنَ وَاقْصِمْ الصَّلَاةَ——এবং

অর্থ আরাহত পক্ষ থেকে কোন আদেশ পাওয়া যাইলেই বিনা বিধায় তা করুন করতে ও পালন করতে স্বীকৃত হয়ে যাওয়া। সে আদেশ মনের অনুকূলে হোক অথবা প্রতিকূলে। এতে ইসলামের সকল ফরয কর্ম পালন এবং হারায ও মাকরাহ কর্ম থেকে বেঁচে থাকা সাধিত রয়েছে। ফরয কর্মসূহের মধ্যে নামায সর্বাধিক শুরুত্তপূর্ণ। এর বৈশিষ্ট্যও এই যে, এটা পালন করলে অন্যান্য ফরয কর্ম পালন এবং নিষিক বিষয়াদি থেকে বেঁচে থাকারও তঙ্কীক হয়ে যায়। তাই এর উল্লেখ স্বতন্ত্রভাবে করা হয়েছে।

বলা হয়েছে—وَأَقْصِمْ الصَّلَاةَ——অর্থাৎ তারা সকল ওরাজিব ও আদবসহ বিশুল্কনাপে নামায পড়ে।

পঞ্চম শুর—وَأَمْرِ هِشَامَ شُورِيَ شُورِيَ——অর্থাৎ তাদের কাজকর্ম পারম্পরিক সরামর্শক্রমে হিরাকৃত হয় অর্থাৎ যেসব শুরুত্তপূর্ণ বিষয়ে শরীয়ত কোন বিশেষ বিধান মিলিত করেনি, সেগো মৌসাসার কাজে তারা গৱাঙ্গল পরামর্শ করে। এখানে **শুরু** শব্দের অনুবাদ ‘শুরুত্তপূর্ণ বিষয়’ করা হয়েছে। কেননা সাধারণের পরিভাষার **শুরু** শব্দ শুরুত্তপূর্ণ বিষয় অর্থে ব্যবহৃত হয়। সুরা আলে ইমরানের **শুরু** ও **রুম** অংশে আরাহতের তফসীরে এ সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে এবং এ কথাও স্পষ্ট করা হয়েছে যে, রাসুলীয় ব্যাপারাদি এবং সাধারণ জৈন-দেবের শুরুত্তপূর্ণ বিষয়াদি সবই আরাহতের অন্তর্ভুক্ত। ইবনে কাসীর বলেন, রাসুলীয় শুরুত্তপূর্ণ ব্যাপারাদিতে পরামর্শ প্রদল করা ওরাজিব। ইসলামে রাসুল প্রধান নির্বাচনও

পরামর্শের উপর নির্ভরশীল করে শুর্ঘতায়ুগের রাজত্ব উৎখাত করা হয়েছে। সে যুগের ক্ষমতাসীনর। উত্তরাধিকারসূত্রে একের পর এক রাজত্ব লাভ করাত। ইসলাম সর্বপ্রথম একে উৎখাত করে শাসন-ব্যবস্থার গণভূজের ডিতি স্থাপন করেছে। কিন্তু পশ্চিমা গণভূজের নায় জনগণকে ভালাও ইখতিয়ার না দিয়ে পরামর্শ-পরিষদের উপর কিছু বিধি-বিষেধ আরোপ করেছে। ফলে ইসলামের রাষ্ট্র-ব্যবস্থা ব্যক্তিগত রাজত্ব ও পশ্চিমা গণভূজ থেকে আলাদা একটি সুষম রাষ্ট্র-ব্যবস্থার রূপ নিয়েছে। মা'আরেফুল-কোরআন বিতীয় খণ্ডে এ সম্পর্কিত বিস্তারিত বিবরণ প্রদত্ত্ব।

ইমাম জাসুস অহকামুল-কোরআনে বলেন, এ আরাত থেকে পরামর্শের শুরুত্ব কুঠে উঠেছে। এতে আমাদের প্রতি পরামর্শসাপেক্ষে কাজে তাড়াহড়া না করার, নিজস্ব মতকেই প্রাধান্য দিয়ে কাজ না করার এবং আলী ও সুধীবর্সের কাছ থেকে পরামর্শ নিয়ে পদচেপ গ্রহণের নির্দেশ রয়েছে।

পরামর্শের শুরুত্ব ও পদ্ধা : খতৌব বাপদাদী হয়রত আলী শুর্জা থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন, আমি রসুলুল্লাহ (সা)-কে জিজেস করলাম, আপনার অবর্ত্যানে আমরা যদি এমন কোন ব্যাপারের সম্মুখীন হই, যাতে কোরআনের কোন ক্ষমসামা নেই এবং আপনার পক্ষ থেকেও কোন ক্ষমসামা না পাই, তবে আমরা সে ব্যাপারে কি করব? রসুলুল্লাহ (সা) জওয়াবে বলেন—**أَجْمَعُوا لَهُ أَنَا دَلِيلُكُمْ مِّنْ أَنْتُمْ وَلَا تُقْضِيُوهُ بِرَأْيِ وَاحِدٍ**—এর জন্য আমার উপর্যুক্ত ইবাদতকারীদেরকে একত্র করবে এবং পারল্পরিক পরামর্শের ডিডিতে কর্তব্য হির করবে, কারণ একক মতে ক্ষমসামা করো না।

এ রেওয়ায়েতের কোন কোন ভাষায় **مَهْرَبْ وَمَهْرَبْ** শব্দ ব্যবহাত হয়েছে। এ থেকে জানা যায় যে, এমন মৌকদের কাছ থেকে পরামর্শ নেওয়া দরকার, যারা ক্ষিকাহ্বিদ অর্থাৎ ধর্মীয় ভাবে ভালো এবং তৎসঙ্গে ইবাদতকারীও।

নাহল মা'আলীর প্রস্তুকার বলেন, যে পরামর্শ এভাবে না দিয়ে বে-ইলাম ও বে-ধৌন মৌকদের কাছ থেকে নেওয়া হয়, তার সুরক্ষের চেয়ে বৃক্ষণাই বেশি হবে।

বাস্তুহাবী বলিত হয়রত ইবনে উমরের রেওয়ায়েতে রসুলুল্লাহ (সা) বলেন, যে ক্ষতিক কোন কাজের ইচ্ছা করে তাতে পরামর্শ প্রাপ্ত করে, আরুহ তা'আলী তাকে সংঠিক বিষয়ের দিকে হিদায়ত করবেন। অর্থাৎ যে কাজের সরিষ্ঠি তার জন্য মসল-জনক ও উত্তম, সে কাজের দিকে তার মনের গতি ক্ষিয়িয়ে দেবেন। এমনি ধরানের এক হানীসে ইয়াবী বুখারী আল-আদাবুল মুকর্যাদে হয়রত হাসান থেকে বর্ণনা করেছেন। তাতে তিনি উল্লিখিত আল্লাত ডিজাওয়াত করে বলেন :

مَالِشَا وَرَقْوَمْ قَطْ لَا هَدْ وَلَا رَسْدْ أَمْ—স্বত্ব কোন সম্মানের পরামর্শক্রমে কাজ করে, তখন ভাবেরকে অবশ্যই সংঠিক পথনির্দেশ দান করা হয়।

এক হাসীসে রসুলুজ্জাহ (সা) বলেন, মতদিন পর্যন্ত তোমাদের শাসকবর্গ তোমাদের অধ্যে প্রের্তম ব্যক্তি হবে, তোমাদের বিজ্ঞালীরা দামশীল হবে এবং তোমাদের কাজকর্ম পারস্পরিক পরামর্শক্রমে সম্পন্ন হবে, ততদিন তৃ-পৃষ্ঠে তোমাদের বসবাস করা অর্থাৎ জীবিত থাকা ভাল। পক্ষান্তরে যখন তোমাদের শাসকবর্গ যদ্য ব্যক্তি হবে, তোমাদের বিজ্ঞালীরা কৃপণ হবে এবং তোমাদের কাজকর্ম মাঝীদের হাতে মাঝ হবে—তারা যেভাবে ইচ্ছা কাজ করবে, তখন তোমাদের বসবাসের জন্য তৃ-পৃষ্ঠ অপেক্ষা শুগর্ভই শ্রেষ্ঠ হবে অর্থাৎ রেচে থাকার চেয়ে মরে যাওয়াই উত্তম হবে।—(রাহল-মাজানী)

شَهْرُ شَوَّالٍ رَزْقًا مِنْ يُنْفَعُونَ—অর্থাৎ তারা আলাহ-প্রদত্ত রিহিক থেকে সৎকাজে ব্যয় করে। করয় ধাকাত, নকল দান-ধূমরাত সবই এর অঙ্গৰ্জু ত।

কোরআনের সাধারণ বর্ণনাপক্ষতি অনুবাসী নামায়ের সাথে ধাকাত ও সদকার উল্লেখ থাকা উচিত ছিল। এখানে নামায়ের আলোচনার পরে পরামর্শের বিষয় বর্ণনা করে যাকাতের উল্লেখ করা হয়েছে। এতে সম্ভবত ইঙ্গিত রয়েছে যে, নামায়ের জন্য ইসজিদ-সমহে দৈনিক পাঁচ বার মোকজন সমবেত হয়। পরামর্শসাপেক্ষ বিষয়াদিতে পরামর্শ নেওয়ার কাজেও এ সমাবেশকে ব্যবহার করা যায়।—(রাহল-মাজানী)

سَمْتَمْ شَوَّالٍ وَاللَّذِينَ أَنَا صَاحِبُهُمْ بِمِنْتَرِونَ—অর্থাৎ তারা

অত্যাচারিত হবে সমান সমান প্রতিশোধ প্রাহণ করে এবং এতে সীমান্তন করে না। এটা প্রকৃতপক্ষে তৃতীয় শুণের ব্যাখ্যা ও বিবরণ। তৃতীয় শুণ ছিল এই যে, তারা শুতুকে ক্ষমা করে। কিন্তু বিশেষ বিশেষ পরিস্থিতিতে ক্ষমা করলে অত্যাচার আরও বেড়ে যাব। তখন প্রতিশোধ প্রাহণই উত্তম বিবেচিত হব। আস্তাতে এরই বিধান বাণিত হয়েছে যে, কোথাও প্রতিশোধ প্রাহণ ক্ষেত্র বিবেচিত হলে সেখানে সামোর সীমা জংশন না করার প্রতি লক্ষ্য রাখা জরুরী। সীমা জংশিত হলে প্রতিশোধ প্রাহণও অত্যাচারে পর্যবসিত হবে। এ কারণেই পরে বলা হয়েছে—

وَجَزِئُهُ سُبْلَةٌ سَيِّلَةٌ مِنْهُا—অর্থাৎ মন্দের প্রতিফল অনুরূপ হলুয়াই হয়ে থাকে। তোমার যতটুকু আধিক অথবা শারীরিক ক্ষতি কেউ করে, তুমি তিক ততটুকু ক্ষতিই তার কর। তবে শৰ্ত এই যে, তোমার যদ্য কাজটি যেন পাপকর্ম না হয়। উদাহরণত কেউ তোমাকে বল-গুরুক যদ পান করিয়ে দিলে তোমার অন্ত তাকেও বর্জনুর্বক অস পান করিয়ে দেওয়া জারীয় হবে না।

আস্তাতে বাদিও সমান সমান প্রতিশোধ নেওয়ার অনুযায়ী দেওয়া হচ্ছে, কিন্তু পরে এ কথাও বলে দেওয়া হয়েছে যে,—**فَمَنْ هُنَّا وَأَصْلَمَ فَاجْرَةً عَلَى اللَّهِ**—অর্থাৎ যে ব্যক্তি ক্ষমা করে এবং আপস-নিষ্পত্তি করে, তার পুরুকার আলাহ-র

দায়িত্বে রয়েছে। এতে নির্দেশ করেছে যে, ক্ষমা করাই উত্তম। পরবর্তী দু'আয়াতে এই আরও বিবরণ দেওয়া হচ্ছে।

ক্ষমা ও প্রতিশোধ প্রাণে সুব্যবসায় : হয়েনত ইবরাহীম নথলী (র) বলেন, পূর্ববর্তী ঘনীঁষিগণ এটা পছন্দ করতেন না যে, মু'মিনগণ পাগাচারী জোকদের সামনে নিজেদেরকে হেয় প্রতিপক্ষ করবেন। কলে তাদের 'ধৃষ্টিতা' আরও বেড়ে যাবে। তাই যেক্ষেত্রে ক্ষমা করার কলে পাগাচারীদের ধৃষ্টিতা বেড়ে যাওয়ার আশংকা থাকে, সেক্ষেত্রে প্রতিশোধ নেওয়াই উত্তম। ক্ষমা করা তখন উত্তম, যখন অভ্যাচারী বাড়ি অনুত্পত্ত হয় এবং তার পক্ষ থেকে অভ্যাচার বেড়ে যাওয়ার আশংকা না থাকে। কায়ী আবু বকর ইবনে আরাবী ও কুরতুবী এ নীতিই পছন্দ করেছেন। তাঁরা বলেন, ক্ষমা ও প্রতিশোধ দু'টিই অবস্থাতেই উত্তম। যে বাড়ি অভ্যাচার করার পর জড়িত হয়, তাকে ক্ষমা করা উত্তম এবং যে বাড়ি খৌর জেদে ও অভ্যাচারে অঠেল থাকে, তার ক্ষেত্রে প্রতিশোধ নেওয়াই উত্তম।

বয়ানুল কোরআনে বলা হয়েছে যে, আলাহ্ তা'আলা আলোচ্য দু'আয়াতে খাঁটি মু'মিন ও সৎক্ষীমের দু'টি বৈশিষ্ট্য উল্লেখ করেছেন। **فَمَنْ يَعْلَمُ فَلَا يُغْرِي**—এ বাক্যে বলা হয়েছে যে, তারা জ্ঞানের সময় নিজেদেরকে হারিয়ে ফেলে না ; বরং তখনও ক্ষমা ও অনুকূল তাদের মধ্যে প্রবল থাকে। কলে ক্ষমা করে দেয়। পক্ষান্তরে **فَمَنْ يَتَصَرَّفُ**—বাক্যে বলা হয়েছে যে, কোন সময় অভ্যাচারের প্রতিশোধ প্রাণের প্রেরণা তাদের মধ্যে জাগ্রত হলেও তারা তাতে ন্যায়ের সৌম্যত্বাঙ্গম করে না, বরিও ক্ষমা করে দেওয়া উত্তম।

وَمَنْ يَضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ وَلِيٌّ مِنْ بَعْدِهِ، وَتَرَكَ الظَّالِمِينَ
أَكَارَأُوا الْعَذَابَ يَقُولُونَ هَلْ إِلَّا سَرِّيٌّ قَنْ سَبِيلٌ
 وَتَرَاهُمْ يُعَرِّضُونَ عَلَيْهَا خَشُوبٌ مِنَ الدَّلَّ يُنْظَرُونَ مِنْ طَرِيفٍ
 حَيْثُ دَوْقَالَ الَّذِينَ أَمْنُوا إِنَّ الْغَرِيرِينَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنْفُسَهُمْ
 وَأَهْلِيُّهُمْ يَوْمَ الْقِيَمةِ أَلَا إِنَّ الظَّالِمِينَ فِي عَذَابٍ مُّقِيمٍ
 وَمَا كَانَ لَهُمْ قَنْ أَفْلَيَا إِنْصَرُونَهُمْ مِنْ دُفْنٍ اشْوَدَ وَمَنْ

يُضْلِلُ اللَّهُ فَمَنْ سَبَبَ لَهُ مِنْ سُبٍُّ فَإِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ مَا يَعْمَلُونَ
قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَ يَوْمًا لَا مَرْدَلَةٌ مِنَ الظُّومَاءِ كُلُّمَنْ مَلْجَأً إِلَيْهِمْ
وَمَا لَكُمْ مِنْ شَكِيرٍ ۝ فَإِنَّ أَغْرَضُوكُمْ فَمَا أَرْسَلْنَاكُمْ عَلَيْهِمْ
حَفِظًا ۝ إِنَّ عَلَيْكُمْ إِلَّا الْبُلْعَةُ ۝ وَإِنَّا لَمَذَا أَذْقَنَا الْإِنْسَانَ مِنْ
رَحْمَةٍ فِي رَحْمَةٍ ۝ وَإِنْ تُصِيبُهُمْ سَيِّئَاتٍ مِمَّا قَدَّمُتْ أَيْدِيهِمْ ۝ فَإِنَّ
الْإِنْسَانَ كَفُورٌ ۝ يُلْهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ ۝ يَعْلَمُ مَا يَشَاءُ
يَهْبِطُ لِمَنْ يَشَاءُ إِنَّا لَهُ مَعًا ۝ وَيَهْبِطُ لِمَنْ يَشَاءُ الدُّجُورُ ۝ أَوْ يُرِي سُجُونَهُمْ
ذُكْرًا وَإِنَّا لَهُ مَعًا ۝ وَيَجْعَلُ مَنْ يَشَاءُ عَقِيقًا ۝ إِنَّهُ عَلَيْهِمْ قَدِيرٌ ۝

(88) আজাহ্ থাকে পথচাল্ট করেন, তার জন্ম তিনি বাড়ীত কোন কার্যবিদ্যার মেই। পাগাচারীয়া বখন আবাব প্রত্যক্ষ করবে, তখন আপনি তাদেরকে দেখবেন বৈ, তারা বলবে ‘আমদের কিনে ধাওয়ার কোন উপায় আছে কি?’ (৪৫) আহায়াদের আবাবে উপস্থিত করার সময় আপনি তাদেরকে দেখবেন, অপমানে অবরুদ্ধ এবং অর্থ বিশোভিত দুলিত্তে তাকাবে। কুমিল্লা বলবে, কিয়ামতের দিন ক্ষতিপ্রসঙ্গ তারাই, থারা নিজেদের ও তাদের পরিবার-পরিজনের ক্ষতি সাধন করবে। তবে রাখ, পাগাচারীয়া থারী আবাবে থাকবে। (৪৬) আজাহ্ বাড়ীত তাদের কোন সাহায্যকারী থাকবে না, বে তাদেরকে সাহায্য করবে। আজাহ্ থাকে পথচাল্ট করেন, তার কোন গতি নেই। (৪৭) আজাহ্ পর্য থেকে অবশ্যত্বাবী দিবস আজার পূর্ব তোয়ারা তোয়াদের পারিনকর্তার আদেশ আন্ত কর। মেদিন তোয়াদের কোন আশ্রয়স্থল থাকবে না এবং তা নিরোধকারী কেউ থাকবে না। (৪৮) অনি তারা যুগ কিন্নিরে দেব, তবে আগমনিকে আমি তাদের রক্তক করে পার্তাইনি। আগমনির কর্তব্য কেবল ঝোর করা। আমি বখন আনুষকে আমার রহমত আবাদন করাই, তখন সে উৎসিত হব, আর বখন তাদের ক্ষতিকরণের কারণে তাদের কোন অবিষ্ট ঘটে, তখন আনুষ দুর অস্তিত্ব হবে যার। (৪৯) মোকাবেল ও কুম-গুড়ের রাজত আজাহ্ রাই। তিনি বা ইছা, সৃষ্টি-করেন, থাকে ইছা কল্যান সভান এবং থাকে ইছা পুর সভান দান করেন, (৫০) অধ্যা তাদেরকে দান করেন পুর ও কল্যান উভয়ই এবং থাকে ইছা ব্যাপ্ত করে দেন। বিশ্ব ভিন্ন সর্বস্ত, ক্ষমতাপ্রাপ্তী।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

(এটা হিল দিনায়তপ্রাপ্তদের অবস্থা। তারা মুনিয়াতে দিনায়ত এবং পরকালে আজ্ঞাহ্র পক্ষ থেকে সওদাব পাবে। এবার পথভ্রষ্টদের অবস্থা শোন,) আজ্ঞাহ্র যাকে পথভ্রষ্ট করেন, তার জন্য আজ্ঞাহ্র বাতীত (মুনিয়াজ্জেও) কোন কার্যমির্বাহী নেই (যে, তাকে সৎপথে নিরে আসবে) এবং (কিয়ামতেও তার অবস্থা হবে শোচনীয়। সেমতে সেদিন) গাপজনীয়া হখন আবাব প্রস্তাব করবে, আপনি-তখন তাদেরকে (পরিভ্রান্ত সহকরে) বলতে দেখবেন, “আয়াবের (দুনিয়াতে) হিয়ে শাওয়ার কোন উপায় আছে কি (যাতে তার কাজ করে আসতে পারি)?” (এছাড়া) আপনি দেখবেন, হখন তাদেরকে জাহারামের সামনে উগছিত করা হবে, তখন অপমানে অবনত থাকবে এবং অর্থ মিচীলাত দৃষ্টিতে তাকাবে (উজ্জ্বল মানুষ যেহেন তাকাব)। (অন্য এক আজ্ঞাতে অক হওয়ার কথা আছে। সেটা হবে হাগরে আর এটা তার পরের ঘটনা;) সেখানে ৪৩
বলা হবেছে। তখন) মু'মিনরা (নিজেদের পরিজ্ঞান প্রাপ্তির হৃতজ্ঞতাস্তরণ এবং জাহারামীদেরকে ডিয়াকার করার উদ্দেশ্যে) বলবে, পূর্ণ ক্ষতিপ্রস্ত তারাই বারা নিজেদের ও তাদের পরিবার-পরিজনের ব্যাপারে (আজ) কিয়ামতের দিন ক্ষতিপ্রস্ত হবেছে। (সুরা সুয়ারের বিতীয় রহস্য এবং তফসীর বর্ণিত হবেছে।) যনে রেখে, জাবিমরা (অর্থাৎ মুশরিক ও কাফিররা) কাহী আয়াবে থাকবে। (সেখানে) তাদের আজ্ঞাহ্র বাতীত কোন সাহায্যকারী থাকবে না যে তাদেরকে সাহায্য করবে। আজ্ঞাহ্র যাকে পথভ্রষ্ট করেন, তার (মুর্দির) কোন গতি নেই। (অতপর কাফিরদেরকে সহোধন করা হবেছে যে, তোমরা হখন কিয়ামতের এই উর্বাবহ অবস্থা স্বনলে, তখন) তোমরা তোমাদের পালনকর্তার (ইমান ইত্যাদি সম্পর্কিত) আদেশ আন্য কর সে দিবস আসার সূর্বে, যা আজ্ঞাহ্র পক্ষ থেকে অপসারিত হবে না (অর্থাৎ মুনিয়াতে বেয়ন আয়াব অপসারিত হয় পরকালে তেয়ন পরিছিতি হবে না।) সেদিন তোমাদের কোন আপ্রয়হন থাকবে না এবং তোমাদের সম্পর্কে কোন নিরোধকারীও থাকবে না। (অর্থাৎ তোমাদের মূর্দির কারণ জিভাসাকারীণ কেউ থাকবে না।) হে পরমপুর, আপনি তোমাদের ও কথা শনিয়ে দিন। অতপর (একথে স্বনেও) যদি তারা মুখ ফিরিয়ে দেন, (এবং ঈমান মা আবে), তবে (আপনি চিহ্নিত ও দৃঢ়ুপ্তি হবেন না। কেননা,) আমি আপনাকে তাদের রক্ষক করে পাঠাইমি (যে, আপনি জিভাসিত হবেন তারা আপনার উপছিতিতে এরূপ কেন করল? বরং) আপনার কর্তৃব্য হল কেবল প্রচার করা (যা আপনি করে আছেন। কাজেই আপনি এর বেশি চিন্তা করবেন কৈম? সততের প্রতি তাদের বিমুখ হওয়ার কারণ আজ্ঞাহ্র সাথে সম্পর্কের অভাব। এর লক্ষণ এই যে, আমি অধন (এ ধরনের) আনুষকে আয়াব রহিমত আছাদন করাই তখন সে (অহংকারে) উৎসুক হয় (এবং রহিমত দাতার লৌকিক করে না।) আর যদি তাদের কুকর্মের কারণে কোন বিপদ ঘটে, তখন (এ ধরনের) আনুষ অক্ষতভ হয়ে থাকে (এবং তৎক্ষণাৎ ও ইতেকাম করে আজ্ঞাহ্র অভিমুক্ত হয় না। এই উভয় অবস্থাই এ বিবরণের লক্ষণ যে, তাদের সম্পর্ক আজ্ঞাহ্র সাথে নেই অথবা দুর্বল। এ কারণেই তারা কুকর্মে

जिप्त हरवाहे— वेहेतु एटा तादेर मज़ाय परिगत हरे सेहे, ताइ तादेर काछ थेके ईमान आला करवेन ना। अंगपर आबार तुड्हीद बिलित हरवाहे— अज्ञायडल ओ छुमडलेर राजस्त आज्ञाह् ताँआज्ञारहि। तिनि घा ईज्हा सूलिट करेन। (सेमते) याके ईज्हा, कन्या सक्तान एवं याके ईज्हा पूर्व सक्तान दान करेन अथवा तादेरके पूर्व ओ कन्या उत्तमहि दान करेन एवं याके ईज्हा बक्का करेन देन। निश्चय तिनि सर्वज, सर्वशक्तिमान।

आनुवादिक भाष्यक विवर

आलोचा आधिक आवातसम्हे तादेर परिणति उत्तेख करा हरवाहे, यारा मूमिन सहकर्मीदेर विपरीते बेबल दुनियार आराम-आरेश ओ सुख-शांति कामना करे। एरपर **سْتَبِّنْجُوْلَا مُرْبِكْم**!— बाको तादेरके किसायतेर आयाब आसार पूर्व तुड्हा करार उपदेश देओरा हरवाहे। अंगपर रस्तुड्हाह् (सा)-के साल्कना ओ प्रबोध देओरा हरवाहे रे, आगन्यार बारंबार प्रचार ओ प्रचल्प्ता सङ्केत यदि तादेर चैतन्य किरे ना आसे, तबे आगनि दुःखित हवेन ना। **فَإِنْ أَعْرَضُوا فَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِظًا**— बाकोर मर्म ताइ।

لِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ— थेके शेष पर्वत आवातसम्हे आज्ञाह् ताँआज्ञार सर्वयम झमता ओ प्रजा वर्धना करे तुड्हीदेर दाओरात देओरा हरवाहे। ए प्रसजे आकाशमण्डली ओ प्रथिवी सूलिटर आलोचनार पर यानि **يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ** यज्ञे बुद्धरातेर एकाटि विधि वर्धना करा हरवाहे। अर्थात् तिनि प्रत्येक होट बड़ बड़ सूलिट करार पूर्व झमता राखेन एवं यथन ईज्हा, या ईज्हा सूलिट करेन। ए प्रसजे मानव सूलिटर उत्तेख करे बला हरवाहे:

يَهْبَ لِمَنْ يَشَاءُ إِنَّمَّا وَيَهْبَ لِمَنْ يَشَاءُ الَّذِكُورُ أَوْ يَزِدُ جَهَنَّمْ ذَكْرَانَا
وَإِنَّا نَأْنَى وَيَجْعَلُ مَنْ يَشَاءُ عَقِيقَهَا إِنَّهُ عَلَيْهِمْ قَدْ يُرِي-

अर्थात् यानव सूलिटते कारण ईज्हा, झमता एमनकि, तानेरात फोन मध्यम नेहै। पितायाता यानव सूलिटर बाह्यिक माध्यम हरे थाके यात। सक्तान अजनने तादेर ईज्हा ओ झमताओ कोन मध्यम नेहै। मध्यम थाका तो दूरवर कथा, सक्तान जनन्यहणेर पूर्व याताओ जाने न्हये, तार गर्ते कि आहे एवं किक्काबे गठित हज्जा। आज्ञाह् ताँआज्ञाइ

কাউকে কম্বা সত্তান, কাউকে পূজ সত্তান, কাউকে পূজ-কম্বা উড়াই দান করেন এবং
কাউকে সম্মুখ বল্যা করে রাখেন—তার কোন সত্তানই হয় না।

এসব আয়াতে সত্তানের প্রকার বর্ণনা প্রসঙ্গে আল্লাহ্ তা'আলা সর্বশর্ম-কম্বা
সত্তানের উর্জেখ করেছেন, আর পূজ সত্তানের উর্জেখ করেছেন পরে। এ ইমিনতদল্টে
হবরাত ওয়াহুলা ইবনে আসকা' বলেন, যে মাঝোর গর্জ থেকে প্রথমে কম্বা সত্তান
অস্ত্রহণ করে, সে পৃথিবী। —(কুরাতুবী)

وَمَا كَانَ لِبَشَرٍ أَنْ يُكَلِّمَهُ اللَّهُ إِلَّا وَحْيًا أَوْ مِنْ وَرَأْيٍ جَنَابٌ
أَوْ يُرِسِّلَ رَسْوَلًا فَيُبَوِّجَى بِإِذْنِهِ مَا يَشَاءُ مِنَ اللَّهِ عَلَىٰ حَكْيُومٌ ⑥
وَكَذَلِكَ وَجِئْنَا لَكَ رُوحًا قَنْ أَمْرَنَا مَكْنُونَ تَدْرِي مَا الْكِتَابُ
وَلَا إِلَيْنَا يَأْتُونَ وَلَكِنْ جَعَلْنَا نُورًا تَهْدِي بِهِ مَنْ شَاءَ مِنْ عِبَادِنَا
وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَى صِرَاطٍ مُسْقِيْمٍ ⑦ صِرَاطُ اللَّهِ الَّذِي لَهُ مَا فِي
السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ دَلَّلَنَا اللَّهُ تَعَالَى إِلَيْهِ الْمُؤْمِنُونَ

(৫) কোন মানুষের জন্য এমন হওয়ার নয় যে, আল্লাহ্ তার সাথে কথা বল-
বেন; কিন্তু ওইর মাধ্যমে অথবা পর্দার অভ্যরণ থেকে অথবা তিনি কোন দৃঢ় প্রেরণ
করবেন, অতপর আল্লাহ্ তা'আলা, সে তা ঠোক অনুমতিক্রমে পৌছে দেবে। নিচত তিনি
সর্বোচ্চ প্রজায়। (৫২) অবনিকাবে আমি আপনার কাছে এক ফেরেশতা প্রেরণ
করেছি আমার আদেশক্রমে। আপনি জানতেন মা, কিভাব কি এবং কৈমান কি। কিন্তু
আমি একে করেছি নুর, যদ্বারা আমি আমার বাসাদের অধ্য থেকে থাকে ইচ্ছা
পথ প্রদর্শন করি। নিচত আপনি সরল পথ প্রদর্শন করেন—(৫৩) আল্লাহ্ তা'আলা
নকায়গুল ও কৃমগুলে যা কিন্তু আছে, সব ঠোকই। তবে রাখ, আল্লাহ্ তা'আলা সব
বিষয়ে পৰ্ণ হৈ।

তৎসীরের সার-সংক্ষেপ

কোন মানুষের জন্য এমন নয় যে, (বর্তমান অবস্থার) আল্লাহ্ তা'আলা তার
সাথে কথা বলবেন, কিন্তু (তা তিনি উপায়ে হাতে পারে।) ইজহামের মাধ্যমে (অর্থাৎ
অন্তরে কোন কাল বিষয় আপ্ত করে) অথবা ব্যবনিকার অভ্যরণ থেকে [কোন কথা
কনিষ্ঠ, বেমন, মৃসা (আ) উমেহিমেন] অথবা তিনি কোন দৃঢ় ফেরেশতা প্রেরণ

করবেন এবং তিনি আজ্ঞাহৰ আদেশক্রমে তিনি থা চান, তা পৌছে দেবেন। (এর কারণ এই যে,) তিনি সমৃষ্ট, (তিনি শক্তি না দিলে কেউ তাঁর সাথে বাক্যালাপ করতে পারে না। কিন্তু এতদসঙ্গে তিনি) প্রভামুর। (এ কারণেই বান্দার সাথে তিনি বাক্যালাপের তিনটি উপায় নির্ধারিত করে দিয়েছেন। মানুষের সাথে আমার কথা বলার যেমন উপায় বর্ণনা করা হচ্ছে,) এয়নিজাবে (অর্থাৎ এই নির্বাচনুবাসী) আমি আগনার কাছেও ওঁহী (অর্থাৎ আমার) আদেশ প্রেরণ করেছি (এবং আগনাকে রসূল বানানোহীন। এই ওঁহী এয়ন এক নির্দেশনায় যে, এরই বাসৌজাতে আপনার তুলনাবিহীন জানের উপত্যি হচ্ছে। সেমতে এর আগে) আপনি জানতেন না, (আজ্ঞাহৰ) কিন্তু বি কি এবং ঈশ্বান (অর্থাৎ ঈশ্বানের পূর্ব কর, যা এখন অঙ্গিত আছে) কি? (যদিও মূল ঈশ্বান নব্যুজ্বলের পূর্বেও মরীর জানা থাকে) কিন্তু আমি (আগনাকে নব্যুজ্বল ও কোরআন দিয়েছি এবং) এ কোরআনকে (প্রথমে আগনার জন্য ও পরে অন্যদের জন্য) করেছি নূর (যদ্বারা আগনার মহান জ্ঞান ও সুউচ্চ অর্হাদা অঙ্গিত হচ্ছে এবং) যশ্বাসী আমি আমার বাসাদের মধ্য থেকে থাকে ইচ্ছা পথ প্রদর্শন করি। (সুতরাং এটা যে যথান নূর, এতে সম্মেহ নেই। এখন যে অক, সে এ নূরের উপকার থেকে বঞ্চিত, বরং একে অক্ষীকার করে। যেমন, আপত্তিকারীদের অবস্থা।) নিঃসন্মেহে আপনি (এ কোরআন ও গুহীর অধ্যয়ে সাধারণ জ্ঞানকে) সরল পথ প্রদর্শন করছেন, (অর্থাৎ) আজ্ঞাহৰ পথ, সে নক্তোয়ঙ্গে ও কুমঙ্গের সহিতই যাব। (অতপর এসব আদেশ স্বারা মানে এবং স্বারা মানে না, তামের শাস্তি ও প্রতিদান উরেখ করা হচ্ছে—) ঘনে রেখ, তাঁরই কাছে সব বিহুর পৌছে (তখন তিনি সব বিহুর প্রতিদান ও শাস্তি দেবেন)।

জানুয়ারিক জাতীয় বিষয়

আমোচ্য আজ্ঞাতসমূহের প্রথম আম্নাত ইহসীদের এক হঠকারিতামূলক মাধ্যমে জওয়াবে অবতীর্ণ হয়েছে। বগাঁটী ও কুরতুবী প্রযুক্ত তিখেছেন, ইহসীরা রসূলুল্লাহ (স)-কে বলে, আমরা আগনার প্রতি দিল্লাস ছাপন করতে পারি না। কেমনো, আপনি মুসা (আ)-র স্বার আজ্ঞাহ তা'আজ্ঞাকে দেখেন না এবং তাঁর সাথে সামনাসামনি কথা বলা কোন মানুষের পক্ষেই সম্ভব নয়। বরং হয়রত মুসা (আ)-ও সামনাসামনি কথা করেন নি, বরং ব্যবনিকার অতরাগ থেকে আওয়ায করেছেন মাঝ।

এ আজ্ঞাতে আরও বলা হয়েছে যে, কোন মানুষের সাথে আজ্ঞাহ তা'আজ্ঞার কথা রলার তিনটি মাঝ উপায় রয়েছে। এর——অর্থাৎ কোন বিষয় অন্তরে জাপ্ত করে দেওয়া। এটা জাপ্ত অবস্থারও হতে পারে এবং নিম্নবর্তীয় আপের আক্ষরেও

হতে পারে। অনেক হাদীসে বলিত আছে যে, রসূলুল্লাহ্ (সা) (اللَّهُمَّ دِينِي دِينٌ وَرَأْيِي رَأْيٌ) বলতেন। অর্থাৎ এ বিষয়টি আমার অঙ্গের জাপ্ত করা হয়েছে। পরগবরগপের অপও ওই হয়ে থাকে। এতে সম্ভাবনের কারসাজি থাকতে পারে না। এমতাবস্থার সাধারণত আল্লাহ্ তা'আলার পক্ষ থেকে শব্দ অবঙ্গ হয় না; কেবল বিষয়বস্তু অঙ্গের জাপ্ত হয়, যা পরগবর নিজের ভাষায় বাজ করেন।

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ—অর্থাৎ অবস্থার ঘববিকার অঙ্গাল থেকে কোন কথা শেনো। মুসা (আ) তুর গর্হণে এস্তাবেই আল্লাহ্ তা'আলার কথা শুনেছিলেন। কিন্তু তিনি আল্লাহ্ তা'আলার সাক্ষাৎ জান করেন নি। তাই **وَبِأَرْفَنِي أَنْظُرْ أَلِيْكَ** বলে সাক্ষাতের আবেদন আনাম, আর জেতিবাচক জগতীব

لَئِنْ تَرَأَفْتَ বলে দেওয়া হচ্ছে।

মুনিয়াতে আল্লাহ্ তা'আলার সাক্ষাতের অঙ্গাল ঘববিকাটি এমন কোন বশ নয়, যা আল্লাহ্ তা'আলাকে ঢেকে ঝাঁথতে পারে। কেমনা, তাঁর সর্বব্যাপী নুরকে কোন বন্দৈ ঢাকতে পারে না। এবং যানুবের দৃষ্টিশক্তির দুর্বলতাই এ সাক্ষাতের পথে অস্তরাস্ত হয়ে থাকে। আছাতে যানুবের দৃষ্টিশক্তি প্রথর করে দেওয়া হবে। কখন সেখানে প্রত্যেক জালাতী আল্লাহ্ তা'আলার সর্বন জাতে ধন্য হবে। সহীহ্ হাদীসসমূহের বর্ণনা অনুযায়ী আহলে সুরত ওয়াল জয়াতের অবহাবও তাই।

আলোচ্য আঘাতে বলিত এ নৌতি মুনিয়ার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। মুনিয়াতে কোন মানুষ আল্লাহ্ তা'আলার সাথে সামনাসামনি কথা বলতে পারে না। আলোচনা ঘোষেতু মানুষ সম্পর্কে, তাই আঘাতে বিশেষভাবে যানুবের উরেৰ করা হয়েছে। নতুনী বাহ্যত ফেরেশতাগপের সাথেও আল্লাহ্ তা'আলার সামনাসামনি কথা হয় না। তিয়ামিয়ীর রেওয়ারেতে জিবরাইল (আ)-এর উত্তি বলিত আছে যে, আমি অনেক কাছাকাছি জল খিলেছিলাম, তবুও আমার এবং আল্লাহ্ তা'আলার মধ্যে সতর হাজার পদ্ম জলে গিয়েছিল। কোন কোন আভিয়ের উত্তি অনুযায়ী হনি মেরাজ-রজনীতে আল্লাহ্ তা'আলার সাথে রসূলুল্লাহ্ (স)-এর মুখ্যামুখি কথাবার্তা প্রমাণিত হয়, তবে তা উপরোক্ত নৌতির পরিপন্থ নয়। কেমনা, সে কথাবার্তা এ অস্ততে নয়—আরশে হয়েছিল।

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ—অর্থাৎ জিবরাইল প্রমুখ কোন ফেরেশতাকে কালাম দিয়ে প্রেরণ করা এবং পরগবরকে তার পাঠ করে শোনানো। এটাই ছিল সাধারণ পক্ষ। কোরআন পক্ষ সম্পূর্ণই এ উপরে ফেরেশতার মাধ্যমে অবঙ্গ হয়েছে। উপরোক্ত বিবরণে **وَ** মস্তিকে অঙ্গের নিক্ষেপ করার অর্থ নেওয়া

হয়েছে। কিন্তু শব্দটি অধিকাংশ কেরেই আজাহ্‌র সব ধরনের কাজামের অর্থে ব্যবহৃত হয়। বুখারীর এক দীর্ঘ হাতীসে কেরেশতার খাখায়ে কথাবার্তাকেও ওহীর একটি প্রকার গণ্ড করা হয়েছে। তাতে আরও বলা হয়েছে যে, কেরেশতার মাখায়ে অগত ওহীও সু'রকম। কখনও কেরেশতা আসল আকৃতিতে আসেন এবং কখনও মানুষের আকৃতিতে।

مَالِكُنْتَ تَدْرِي مَا أَكْتَابُ وَلَا أُلْيَمُ—এ আরাভটি প্রথম আজাতে

বলিত বিষয়বস্তুরই পরিচিল্প। এর সারমর্থ এই যে, সুদিলাতে সুখোমুখি কথাবার্তা তো কারও সাথে হয়নি—হতে পারেও নাই। তবে আজাহ্‌তা'আজা বিশেষ বাসাদের প্রতি যে ওহী প্রেরণ করেন, তার ডিনটি উপায় প্রথম আসলতে বিছুত হয়েছে। এই নিয়ম অনুযায়ী আপনার প্রতিও ওহী প্রেরণ করা হচ্ছে। আপনি আজাহ্‌তা'আজাৰ সাথে সামনাসামনি কথা বলুন—ইমানের এ দাবি সুর্তাপ্রস্তুত ও হঠকারিতামূলক। তাই বলা হচ্ছে, কোন যানুষ এয়মকি কোন রসুল যে তাঁর জাতু করেন, তা আজাহ্‌তা'আজাৰই দান। শতঙ্গ আজাহ্‌তা'আজা ওহীয়ে কথায়ে তা জাতু না করেন, ততঙ্গে গৰ্জন কর্মসূল ক্লোন কিছীব সম্পর্কেও জান্তু পারেন না। এবং ইমানের বিষয় বিবরণ সম্পর্কেও ওহাকিফহাল হতে পারেন না। কিংতু সম্পর্কে মা আজাৰ বিষয়টি বৰ্ণনা সাপেক্ষ নাই। ইমান সম্পর্কে ওহাকিফহাল না কৃতোৱ অর্থ এই যে, ইমানের বিবরণ, ইমানের শর্তাবলী এবং ইমানের সৰ্বোচ্চ তুর সম্পর্কে ওহীয়ে পূৰ্বে জান্তুকে না। মতুৰা ও বিষয়ে আজিয়গের ইজয়া তথা একমত্য রয়েছে যে, আজাহ্‌তা'আজা যাকে রসুল ও নবী করেন, তাকে পুরু থেকেই ইমানের উপর পৰাদা করেন। তাঁৰ যন্মানসকতা ইমানের উপর ডিভিলী থাকে। নবুয়ত দান ও ওহী অবতুরণের পূৰ্বেও ডিনি পাকাপোক্ত যুগিন হয়ে থাকেন। ইমান তাঁৰ মজুৰ ও চারৱে পরিপত হয়। এ কারণেই সুগে সুগে বিভিন্ন সম্মানী গৱাঙ়ৰঞ্জের বিরোধিতা করে তাঁদের জড়ি নানা রকম দোষাবোগ করেছে, কিন্তু কোম পঞ্চমৰকে বিরোধীৱা এই দোষ দেখনি যে, আপিমিও-তো স্বৰূপ দাবিৰ পূৰ্বে আমাদেৱ খতই প্রতিয়া পূজা কৰতেন। সুরক্ষাৰ্থী তাঁৰ তৃকসৌৱে এবং কাহী-আজাহ্‌তা'লেক্ষণ হচ্ছে এ বিষয়টি বিবেৰণ কৰেছেন।

سورة الزخرف

সূরা সুজ্ঞতা

মকাব অবগীর্ণ, ৮৯ আলাউ, ৭ জুন

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

حَمْ دَالْ كِتَبِ الْيُونِيْرِيْنِ ثَلَاثَ جَعْلَنَةٍ قَوْنَى عَرَبِيَا لَعْلَكُمْ
 تَعْقُلُونَ وَإِنَّهُ فِي أُمِّ الْكِتَبِ لَدِينِنَا الْعَلِيُّ حَكِيمٌ أَفَنَخْرُبُ
 عَنْكُمُ الَّذِيْرُ صَفْحَانَ كَيْنَتُمْ قَوْمًا مُّسِرِّفِيْنَ وَكَثُرَ أَرْسَلْنَا مِنْ
 بَيْنِ فِي الْأَوْلَيْنَ وَمَا يَأْتِيْهُمْ قَمْ نَبِيٌّ إِلَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُوْنَ
 كَاهْلَكُنَا أَشَدُّ مِنْهُمْ بَطْشًا وَمَضْنَى مَشْلُ الْأَوْلَيْنَ

পরবর্তী পৃষ্ঠায় ও অঙ্গীয় মদ্দাবান আলাউদ্দিন নামে খুলু

(১) হা-মীর (২) পথে সুস্পষ্টি কিলাবের (৩) আমি একে করেছি কোরআন, আরবী ভাষার, যাতে তোমরা দৃশ্য। (৪) নিচের এ কোরআন আলাউ কাছে সমুদ্র, অফিস কাছে ইউহ-আহসুন। (৫) তোমরা সীমান্তিক্ষমকারী সম্মুদ্র—এ কারণে কি আমি তোমদের কাছে থেকে কোরআন প্রচারণাক করে নেব? (৬) পূর্ববর্তী প্রাক-দান কাছে আমি অনেক ইস্তুন্দৈ প্রেরণ করেছি। (৭) বর্ষনাই তাদের কাছে কোর ইস্তুন্দ আলেবন করেছেন, তখনই তারা তাঁর সাথে ঠাট্টা-বিচুপ করেছে। (৮) সুভদ্রাং আমি তাদের তেজে অধিক শক্তিশালীদেরকে ধ্বংস করে দিবেছি। পূর্ববর্তীদের এ শক্তি অতীত হয়ে গেছে।

টকসীমের সার-অর্কেন

হা-মীর (এর অর্থ আলাউ তা'আলাই আনেন।) কসর সুস্পষ্টি কিলাবের যে, আমি একে আরবী ভাষার কোরআন করেছি, যাতে (যে আরব) তোমরা (সহজে)

বৃথ। এটা আমার কাছে লওহে-মাহসুয়ে, সমুষ্ট ও প্রভাগুর্ণ কিডাব। সুতরাং এখন কিডাবকে অবশাই মেনে দেয়া উচিত। (তোমরা না যানলেও আমি আমার প্রজার তাগিদে একে প্রেরণ ও এর মাধ্যমে তোমাদেরকে সমোধন পরিষ্কার করব না। সেমতে ইরশাদ হয়েছে—) তোমরা (আনুগত্যের) সীমাতিক্রমকারী সম্পদাম্ব—(ওধু) এ কারণেই কি আমি তোমাদের কাছ থেকে ও কোরআন প্রভাবাত্মক করে নেব (অর্থাৎ তোমাদের মানা, না-মানা উভয় অবস্থার উপরে দান করা হবে, যাতে মুমিনগণ উপরুক্ত হব এবং তোমরা জন্ম হও)। আমি পূর্ববর্তীদের মধ্যে (তাদের যিখ্যারোপ সম্মতেও) অনেক নবী প্রেরণ করেছি। (তাদের যিখ্যারোপের কারণে মুয়াত্তের ধারা বক করে দেয়া হয়েন। হে পরগন্ত! আমি যেমন তাদের যিখ্যারোপের পরওয়া করিনি, তেমনি আপনিও পরওয়া ও দৃঢ় করবেন না। কেননা, আগেকার লোকদের অবস্থা এমন ছিল যে) যখনই তাদের কাছে কোন রসূল আগমন করেছে, তখনই তারা তাঁর সাথে ঠাণ্ডা-বিষ্টুপ করেছে। অতপর আমি তাদের (অর্থাৎ যকাবাসীদের) চেয়ে অধিক শক্তিসম্পর্কেরকে (যিখ্যারোপ ও ঠাণ্ডা-বিষ্টুপের শাস্তিপ্রয়োগ) ধৰ্মস করে দিয়েছি। পূর্ববর্তীদের এ ঘটনা অঙ্গীত হয়ে গেছে। (সুতরাং আপনি দৃঢ় করবেন না। তাদেরও এরাপ অবস্থা হবে, যেমন বদর ইত্যাদি শুক্র হয়েছে এবং তাদেরও নিশ্চিত হওয়া উচিত নয়। কারণ, শাস্তির নমুনা বিদ্যমান রয়েছে)।

আনুবাদিক অন্তর্বর্তী বিষয়

وَسُلْطَنٌ مِّنْ أَرْسَلْنَا
— এ সুরাটি যকাব অবতীর্ণ। তবে হযরত মুকাবিজ (র) বলেন,
আয়াতটি যদীনার অবতীর্ণ। কেউ কেউ বলেন, সুরাটি মিরাজের সময়
আকাশে অবতীর্ণ হয়েছে।—(জন্ম মাজানী)

وَالْكَتَابُ بِالْمُبِينِ — এতে কোরআনকে বোঝানো হয়েছে। আজাহ তা'আবা
য়ে বশুর কসম করেন, তা সাধারণত পরবর্তী মাবির দলীল হয়ে থাকে। এখানে
কোরআনের কসম করে ইজিত করা হয়েছে যে, কোরআন হয়ে তার আজোকিকতার
কারণে নিজের সত্যতার দলীল। কোরআনকে সুস্পষ্ট বলার অর্থ এই যে, এর উপরে
পূর্ণ বিশ্বব্লু সহজেই বোঝা যায়। কিন্তু এ থেকে পরীক্ষার বিধি-বিধান চর্চন
করা নিঃসন্দেহে এক সুজাহ কাজ। ইজিতাদের পূর্ণ যোগ্যতা ব্যতিরেকে এ কাজ
করা যায় না। সেমতে অন্যান্য একথা স্পষ্ট করে দেয়া হয়েছে। বলা হয়েছে
— وَلَقَدْ يُصَرِّنَا الْقُرْآنَ لِلَّذِيْ فَوْلٌ مِّنْ مَدْكَرٍ — (নিঃসন্দেহে আমি কোরআনকে
উপরে হাসিজের অন্য সহজ করে দিয়েছি। অতএব কোন উপরে প্রশংসকারী

আছে কি ?) এতে বলা হয়েছে যে, কোরআন উপদেশ প্রহপের জন্য সহজ। এ থেকে ইজত্তিহাদ ও বিধান চয়ন সহজ হওয়া জরুরী হয় না, বরং অন্যভাবে প্রয়াণিত রয়েছে যে, এ কাজের জন্য সংবিলিষ্ট বিভিন্ন শাস্ত্রে দক্ষতা অর্জন করা শর্ত।

أَنْفَرِبْ مَنْكُمُ الَّذِي كُنْتُمْ تَوْمَعُونَ
অচারকের পক্ষে নিরাশ হয়ে বাসে থাকা উচিত নয় :

— صَفْحَاً أَنْ كُنْتُمْ قَوْمًا مُسْرِفِينَ
— (আমি কি তোমাদের কাছ থেকে এ উপদেশগ্রন্থ
প্রভ্যাহার করে নেব এ কারণে যে, তোমরা সৌমাত্রিকর্মকারী সম্মুদায় ?) উদ্দেশ্য এই যে, তোমরা অবাধ্যতার যতই সৌমা অতিক্রম কর না কেন, আমি তোমাদেরকে কোরআনের মাধ্যমে উপদেশ দান পরিভ্যাগ করব না। এ থেকে জানা গেল যে, যে বাস্তি দাওয়াত
ও তবলীগের কাজ করে, তার উচিত প্রত্যোকের কাছে পরগাম নিয়ে যাওয়া এবং
কোন দলের কাছে তবলীগ শুধু এ কারণে পরিভ্যাগ করা উচিত নয় যে, তারা চরম
পর্যায়ের মুলহিদ, বে-দ্বীন অথবা গাপাচারী।

وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ خَلَقُهُنَّ الْعَزِيزُ
الْعَلِيمُ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ مَهْدًا وَجَعَلَ لَكُمْ فِيهَا سُبُلًا
لِعِلْمِكُمْ تَهْتَدُونَ ۝ وَالَّذِي نَزَّلَ مِنَ السَّمَاءِ مَآءًا بِقَدْرِهِ فَأَنْشَرَ
إِلَيْهِ بِلَدَةً مَيْتَانًا كَذِلِكَ تُخَرِّجُونَ ۝ وَالَّذِي خَلَقَ الْأَرْوَاحَ كُلُّهَا
وَجَعَلَ لَكُمْ مِنَ الْفُلْكِ وَالْأَنْعَامِ مَا تَرْكِبُونَ ۝ لِتَشْتَوِاعْلَى ظُهُورِهِ
ثُمَّ تَذَكُّرُوا نِعْمَةَ رَبِّكُمْ إِذَا اسْتَوْنَتْ عَلَيْهِ ۝ وَتَقُولُوا سُبْحَنَ
الَّذِي سَخَّرَ لَنَا هَذَا وَمَا كُنَّا مُفْرِنِينَ ۝ وَإِذَا إِلَى رَبِّنَا مُنْتَقَبِلُونَ ۝
وَجَعَلَوْا اللَّهَ مِنْ عِبَادَةِ جُزَءًا إِنَّ الْإِنْسَانَ لَكَفُورٌ مُبِينٌ ۝ أَمْ
اَتَخَذَ مِنْهَا يَخْلُقُ بَنِيتَ وَأَصْفِحُكُمْ بِالبَيْنَيْنَ ۝ وَإِذَا بَثَرَ أَحَدُهُمْ بِهَا
ضَرَبَ لِلْوَخْنِ مَثَلًا ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوِدًا وَهُوَ كَظِيمٌ ۝ أَوْ مَنْ

يُنَشِّئُونَ فِي الْجَهَنَّمِ وَهُوَ فِي الْخُصَامِ غَيْرُ مُبْلِغٍ ۝ وَجَعَلُوا
الْمَلِائِكَةَ الَّذِينَ هُمْ عِبْدُ الرَّحْمَنِ إِنَّا نَأْنَطُ أَشْهَدُهُمْ مَا سَتَكْتَبُ
شَهَادَتِهِمْ وَيُنَيَّقُونَ ۝ وَقَالُوا لَوْ شَاءَ الرَّحْمَنُ مَا عَبَدَنَا هُمْ مَا لَهُمْ
بِلِكَ مَنْ عِلْمٌ إِنْ هُمْ إِلَّا يَخْرُصُونَ ۝ أَمْ أَتَيْنَاهُمْ كِتَابًا قَبْلِهِ
فَهُمْ بِهِ مُسْتَمِسُونَ ۝ بَلْ قَالُوا إِنَّا وَجَدْنَا آبَاءَنَا عَلَىٰ أُمَّةً
عَلَيْهِ أَثْرَهُمْ مُهَتَّدِينَ ۝ وَكَذَلِكَ مَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ فِي قَرِيبَةٍ
مِنْ تُدْبِيرِ الْأَقْوَالِ مُتَرْفُوهُمْ إِنَّا وَجَدْنَا آبَاءَنَا عَلَىٰ أُمَّةً
أَثْرَهُمْ مُهَتَّدِينَ ۝ قُلْ أَوْلَوْ جِئْشٍ كَمُّ بِإِهْدَىٰ مِنَّا وَجَدْنَاهُمْ عَلَيْهِ
آبَاءَكُمْ قَالُوا إِنَّا بِمَا أَرْسَلْنَا مِنْهُمْ فَانظُرْ

كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكَرِّبِينَ ۝

- (١) আপনি থিং তাদেরকে জিজ্ঞাসা করুন কে নজোরগুল ও কৃষ্ণগুল সৃষ্টি করেছে? তারা অবশ্যই বলবে, এগুলো সৃষ্টি করেছেন পরামর্শদাতী সর্বজ্ঞ আলাহ.
- (২) যিনি তোমাদের জন্য পৃথিবীকে করেছেন বিছানা এবং কাতে তোমাদের জন্য করেছেন পথ, যাতে, তোমরা পতনাঘনে পৌঁছতে পার। (৩) এবং যিনি আকাশ থেকে পানি ঝর্ণ করেছেন পরিষিষ্ঠ। অতপর তুম্হারা আমি মৃত খু-তাপকে পুনরুজ্জীবিত করেছি। তোমরা এমনিষাবে উত্তিষ্ঠ হোৱ। (৪) এবং যিনি সহকিলুর মুগল সৃষ্টি করেছেন এবং লোকা ও চতুর্পাশ জ্ঞানের তোমাদের জন্য আনন্দাহনে সঞ্চালিত করেছেন। (৫) যাতে তোমরা তাদের গির্ভের উপর আরোহণ কর। অতপর তোমাদের পাজন-কর্তার বিজ্ঞান স্মরণ কর এবং তা পরিষ্কার করিনি, যিনি এদেরকে আমাদের বর্ণিত করে দিয়েছেন এবং আমরা এদেরকে বর্ণিত করতে সক্ষম হিলায় না। (৬) আমরা অবশ্যই আমাদের পাজনকর্তার দিকে ফিরে আসে। (৭) তারা আলাহুর আমাদের মধ্য থেকে আলাহুর অধ্য দ্বির করেছে। বাস্তবিক আলুর স্পন্দন অঙ্গুল। (৮) তিনি কি তাঁর সৃষ্টি থেকে কন্যা সজাম প্রাপ্ত করেছেন এবং তোমাদের জন্য অন্যান্য

করেছেন পূর্ব সত্তান ? (১৭) তারা ইহমান আজাহ্ অন্য হে কন্যা সত্তান বর্ণনা করে, যখন তাদের কাউকে তার সংবাদ দেওয়া হয়, তখন তাত্ত্ব মুখ্যমন্ত্র কালো হয়ে থাক এবং তীব্র মনস্তাপ জ্বাল করে। (১৮) তারা কি এমন ব্যক্তিকে আজাহ্ অন্য বর্ণনা করে, যে অবৎকালের জালিত-পালিত হয় এবং বিতর্কে কথা বলতে অক্ষম ? (১৯) তারা নারী হিসেবে করে ফিরিশতাখণ্ডকে, যা আজাহ্ থাকে। তারা কি তাদের সৃষ্টি-প্রভাব করেছে। এখন তাদের দাবি লিপিবদ্ধ করা হবে এবং তাদের জিজ্ঞাসা করা হবে। (২০) তারা বলে, ইহমান আজাহ্ ইচ্ছা না করলে আমরা তাদের পূজা করতাম না। এ বিষয়ে তারা কিছুই জানে না। তারা কেবল অনুমানে কথা বলে। (২১) আমি কি তাদেরকে কোরআনের পূর্বে কোন কিতাব দিয়েছি, অতগর তারা তাকে ঝাঁকড়ে রেখেছে ? (২২) বরং তারা বলে, আমরা আমাদের পূর্বপুরুষদেরকে পেয়েছি এক পথের পথিক এবং আমরা তাদেরই পদাংকে অনুসরণ করে চলছি। (২৩) সে বলত, তোমরা তোমাদের পূর্বপুরুষদেরকে যে বিহুরে উপর পেয়েছি, আমি হাসি তদপেক্ষা উভয় বিষয় নিয়ে তোমাদের কাছে এসে থাকি, তবুও কি তোমরা তাই থাকবে ? তারা বলত তোমরা হে বিহুসহ প্রেরিত হয়েছ, তা আমরা যানব না। (২৪) অতগর আমি তাদের কাছ থেকে প্রতিশোধ নিয়েছি। অতএব দেখুন, যিন্নারোগকারীদের পরিপূর্ণ কিরণ হয়েছে।

তফসীরে সার-মংকেপ

আপনি হাসি তাদেরকে জিজেস করেন, কে নতোমঙ্গল ও তুমত্তম সৃষ্টি করেছে ? তারা অবশাই বলবে, এগুলো সৃষ্টি করেছেন পরাক্রমশালী, সর্বজ্ঞ আজাহ্, (বলা বাহ্য, যে সত্তা একা এসব যথাসুলিত প্রস্তা, ইবাদতও একমাত্র তাঁরই করা উচিত)। সুতরাং তাদের আৰাকান্তি আরাই তওহীদ প্রমাণিত হয়ে থাক। অতগর তওহীদকে আরও সপ্তমাপ করার জন্য আজাহ্ তা'আজা তাঁর আরও কিছু কাজ উল্লেখ করেন। অর্ধাং তিনিই সে আজাহ্) যিনি আকাশ ও পৃথিবীকে তোমাদের জন্য বিছানা (সদৃশ) করেছেন। (তোমরা তার উপর আরাম কর) এবং তাতে (পৃথিবীতে) তোমাদের (অনবিজে-অবকৃতে-গৌচার) জন্য পথ করেছেন, যাতে (সেসব পথে চলে) তোমরা অনবিজে অবকৃতে পৌছতে পার এবং যিনি আকাশ থেকে পরিযিতভাবে (তাঁর ইচ্ছা ও প্রক্রিয়া মুত্তাবিক) পানি বর্ষণ করেছেন, অতগর আমি তশব্বারা (সে পানি আরা) শুক জুয়িকে (তার উপরুক্ত) জীবন দান করেছি। (এ থেকে তওহীদ ব্যাতীত একথাও বোবা উচিত যে,) তোমরা এমনিভাবে (কবর থেকে) উপিষ্ঠ হবে এবং যিনি বিভিন্ন বন্ধুর (বিভিন্ন প্রকার সৃষ্টি) করেছেন এবং তোমাদের জন্য নৌকা ও চতুর্পদ অব সৃষ্টি করেছেন, যেগুলোর উপর তোমরা সওয়াক্ষ হও, যাতে তোমরা নৌকা (-এর

উপরে) ও চতুর্পদ জন্মর পিঠের উপর (হিরভাবে) ঢেকে বসতে পার। অঙ্গর মধ্যন তোমরা এশুলোর উপর বসবে, তখন তোমাদের পাইনকর্তার (এই) নিয়ামত (মনে মনে) স্মরণ কর এবং (মুখে মোস্তাহাব বিধানরাপে) বল, পরিষ্ঠ তিনি, যিনি এদেরকে আমাদের বশীভূত করে দিয়েছেন। বস্তুত আমরা এখন (শক্তিশালী ও কৌশলী) ছিলাম না যে, এদেরকে বশীভূত করতে পারতাম। কেন্তা, আমরা জন্মদের চেয়ে অধিক শক্তিশালী নই এবং আল্লাহর আগ্রহ করা বুজি ব্যক্তীত মৌকা চাউনার কৌশল জানতাম না। উভয় কৌশল আল্লাহ তা'আলাই শিখা দিয়েছে। আমরা অবশ্যই আমাদের পাইনকর্তার দিকে ফিরে আস। (তাই আমরা এশুলতে সওয়ান হয়ে তাঁর হৃতভূত ডুলি না এবং অহংকার করি না। তওঁহাদের প্রমাণাদি সুল্লিঙ্গ হওয়া সত্ত্বেও) তারা (শিরক অবলম্বন করেছে, তাও এখন বিশ্বী শিরক যে, কেরেশতাগণকে আল্লাহর কর্তা সত্তান বলে এবং তাদের ইবাদত করে)। সুতরাঁ এর এক অনিষ্ট তো এই যে, তারা) আল্লাহ কর্তৃক (সৃষ্টি) বাস্তানের থেকে আল্লাহর অংশ হির করেছে (অথবা আল্লাহর কোন অংশ হওয়া শুল্লিঙ্গভাবে অস্তিব)। বাস্ত-বিকই (এ ধরনের) মানুষ স্পষ্ট অকৃতত। (বিভীর অনিষ্ট এই যে, তারা কর্তা সত্তানকে হীন মনে করার পরেও আল্লাহর জন্য কর্তা সত্তান হির করে তবে) তিনি কি তাঁর সৃষ্টি থেকে (তোমাদের ধারণা অনুযায়ী নিজের জন্য) কর্তা সত্তান পছন্দ করেছেন এবং তোমাদের জন্য পুরু সত্তান নির্ধারিত করেছেন? অথচ (তোমরা কর্তা সত্তানকে এত খারাপ মনে কর যে,) যখন তোমাদের কাউকে সে কর্তা সত্তানের সংবাদ দেয়া হয়, যাকে সে আল্লাহর জন্য বর্ণনা করে, তখন (অস্ত্রিষ্টর কারণে) তার মুখ্যাশুল কাল হয়ে আস এবং সে ভীষণ মনস্তাপ তোগ করে। (এ পর্যন্ত তাদের যিথ্যা বিশ্বাসের খণ্ডন বলিত হয়েছে। এর ব্যাখ্যা সুরী সাক্ষকাতে দেওয়া হয়েছে। অঙ্গর তাদের বিশ্বাসের শুল্লিঙ্গিতিক খণ্ডন কল্প হচ্ছে। অর্থাৎ কর্তা সত্তান হওয়া মদিও কোন অপরাধ ও লজ্জার বিষয় নহ; কিন্তু এতে সন্দেহ নেই যে, কর্তা সৃষ্টিগতভাবে ব্যক্তিজিস্ম ও দুর্বলমন হয়ে থাকে সুতরাঁ। তারা যিই এখন কর্তা সত্তানকে আল্লাহর জন্য বর্ণনা করে, যে (স্বাতীন্ত্র) অবকারে (ও সাজসজ্জায়) লালিত-গালিত ইয়ে (এর অপরিহার্য ক্ষমতাত্ত্ব বুজি-বিবেকের অপরিপক্ষতা) এবং সে (চিত্তাশক্তির দুর্বলতার কারণে) বিভক্ত কথা বলতে অক্ষম? (সেমতে যহিলারা সাধারণত তাদের অনের তা'ব জোরেশোরে ব্যক্ত করতে পুরুষ-দের তুলনায় কম সামর্থ্য রাখে; প্রায়ই অসম্পূর্ণ কথা বলে এবং তাতে অঙ্গসারিক কথা যিন্তি করে দেয়। তুভীয় অনিষ্ট এই যে,) তারা (কাকিররা) কেরেশতাগণকে ঘারা আল্লাহর (সৃষ্টি) বাস্তা (তাই আল্লাহ তা'আলার পূর্ণ অবস্থা জানেন। তারা দুষ্টি-পোচর হয় না, তাই তাদের কোন অবস্থা আল্লাহ তা'আলার বর্ণনা ব্যক্তিত কেউ জানতে পারে না। আল্লাহ কোথাও বর্ণনা করেন নি যে, কেরেশতাগণ নারী। কিন্তু এতদসত্ত্বেও তারা তাদেরকে বিনা দজীলে) নারী হির করেছে। (এর পক্ষে কেনন শুল্লিও নেই, কোন ইতিহাসগত প্রমাণও নেই।) তারা কি তাদের সৃষ্টি প্রত্যক্ষ করেছে? (জওয়াব

সুস্পষ্ট বে, তারা প্রভাক করেনি। কাজেই তাদের নির্বোধসূজত দাবি অসার।) তাদের এই (যুক্তিহীন) দাবি (আমলনামায়) লিপিবদ্ধ করা হবে এবং (কিম্বামতে) তাদেরকে জিজ্ঞাসা করা হবে। (অতগর ফেরেশতাগণের উপাস্য হওয়া সম্পর্কে বলা হচ্ছেঃ) তারা বলে, যদি আল্লাহ ইছ্বা করতেন (যে, ফেরেশতাগণের ইবাদত না হোক; অর্থাৎ, যদি এই ইবাদতে তিনি অসম্ভব হতেন,) তবে আমরা (কখনও) তাদের ইবাদত করতাম না। (কেননা, তিনি তা করতেই দিতেন না। বলপূর্বক বল করে দিতেন। অতএব আমা গেল যে, তিনি তাদের ইবাদত না করবে। সন্তুষ্ট নম, বরং ইবাদত করলে সন্তুষ্ট হন। অতগর ধর্মে বলা হয়েছে,) তারা এ বিষয়ে বিশুষ্ট জানে না। তারা কেবল অনুমানে কথা বলে। (কেননা, আল্লাহ কোন বাদাকে কোন কাজের শক্তি দিলে প্রয়োগিত হয় না যে, তিনি এ কাজে সন্তুষ্টও আছেন।

অষ্টম পাঠার প্রথমার্থে—سُبْقُولُ الَّذِي أَنْشَرَكُوا—আয়াতে এ সম্পর্কে বিশদ আলোচনা হবে গেছে। এখন তারা বলুক,) আর্থি কি তাদেরকে কোরআনের পূর্বে কোন কিভাব দিয়েছি যে, তারা (এ দাবিতে) সেউকে দলীল করছে? (প্রকৃতপক্ষে তাদের কাছে কোন দলীল নেই।) বরং (কেবল পূর্বপুরুষদের অনুসরণ আছে। সেমতে) তারা বলে, আমরা আমাদের পূর্বপুরুষদেরকে এ মতামর্শের অনুসারী পেয়েছি। আমরাও তাদের পদাধিক অনুসরণ করে চলছি। (তারা বেমন বিনা দলীলে বরং দলীলের বিপরীতে প্রাচীন প্রথা-পঞ্জতিকে দলীল হিসেবে পেয়ে করে।) এখনিভাবে আপনার পূর্ব আরি বহনই কোন জনপদে কোন সতর্ককারী পর্যবেক্ষণ প্রেরণ করেছি, তখনই তাদের বিষয়শালীরা (প্রথমে ও অনুসারীরা পরে) বলেছে, আমরা আমাদের পূর্বপুরুষদেরকে এক মতামর্শের অনুসারী পেয়েছি। আমরাও তাদের পদাধিক অনুসরণ করে চলছি। (এতে) সে (অর্থাৎ পরাগচর) বলতেন, (তোমরা কি পৈতৃক প্রথা-পঞ্জতিই অনুসরণ করে যাবে,), যদিও আরি তোমাদের পূর্বপুরুষদের বিষয়ে অপেক্ষা উত্তম বিষয় নিয়ে তোমাদের কাছে এসে থাকি? তারা (হঠকারিতার জন্মে) বলত, তোমরা (তোমাদের ধারণা মতে) যে বিষয়সহ ঝোরিত হয়েছ, আমরা তা যানিই না। অতগর (হঠকারিতা সীমা ছাড়িয়ে গেলে) অর্থি তাদের কাছ থেকে প্রতিশোধ নিয়েছি। অতএব দেখুন, মিথ্যারোপকারীদের পরিপূর্ণ কেমন (মন্দ) হয়েছে।

আনুবাদিক জাতীয় বিষয়

—جَعَلَ لَكُمْ الْأَرْضَ مَهْدًا— (তোমাদের জন্য পুথিবীকে বিহানা করেছেন।) উদ্দেশ্য এই যে, পুথিবীর বাহ্যিক আক্ষার বিহানার মতো এবং এতে বিহানার অনুরূপ আরাম পাওয়া আছে। সূতরাং এটা গোচাকার হওয়ার পরিপন্থী নয়।

—وَجَعَلَ لَكُمْ مِنَ الْفَلَكِ وَالْأَنْعَامِ مَا تَرْكَبُونَ— (তোমাদের জন্য নৌকা

ও চতুর্পদ জন্ত সৃষ্টি করেছেন, যাতে তোমরা আরোহণ কর।) মানুষের যানবাহন দু'প্রকার। এক যা মানুষ নিজের শিল্পকৌশল দ্বাদ্বা নিজেই তৈরী করে। দুই যার সৃষ্টিতে মানুষের শিল্পকৌশলের কোন সংখল মেই। 'নৌকা' বলে প্রথম প্রকার মানবাহন এবং চতুর্পদ জন্ত বলে শিল্পীয় প্রকার যানবাহন বোবানো হয়েছে। সর্বাবস্থায় উদ্দেশ্য এই যে, মানুষের ব্যবহারের ব্যবহীক্ষা যানবাহন আঝাহ্ তা'আলার মহা অবদান। চতুর্পদ জন্ত যে অবদান, তা বর্ণনা সাপেক্ষ নয়। একজো মানুষের চেয়ে করেক শুণ বেশি শক্তিশালী হয়ে থাকে। কিন্তু আঝাহ্ তা'আলা এগুলোকে মানুষের এই বশীভূত করে দিয়েছেন যে, একজন বালিকও উদের মুখে লাগাব অথবা নাকে রশি লাগিয়ে যথা ইচ্ছা নিয়ে যেতে পারে। এমনিভাবে যেসব যানবাহন তৈরিতে মানুষের শিল্পকৌশলের দখল আছে, সেগুলোও আঝাহ্ তা'আলারই অবদান। উড়োজাহাজ থেকে শুরু করে মানুষি সাইকেল পর্যন্ত শব্দিও বাহ্যত মানুষ নির্যাপ করে, কিন্তু এগুলো নির্যাপের কৌশল আঝাহ্ ব্যাতৌল কে শিক্ষা দিয়েছে? সর্বশক্তিশাল আঝাহ্ তা'আলাই মানুষের মঙ্গিকে এমন শক্তি দান করেছেন যে, লোহাকেও মোমে পরিপত করে ছাড়ে। এছাড়া এগুলোর নির্মাণে যে কাঁচামাল ব্যবহৃত হয়, তা এবং তার বৈশিষ্ট্য ও ক্রিয়া প্রতিক্রিয়া সরাসরি আঝাহ্ র সৃষ্টি।

رَبِّنَا كُرْوَانٌ عَلَيْهِ رَبِّكُمْ — (এবং যাতে তোমরা তোমাদের পামনকর্তার

অবদান প্রমাণ কর।) এতে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, একজন বুদ্ধিযান ও সচেতন মানুষের কর্তব্য হল সত্ত্বাকার দাতা আঝাহ্ তা'আলার নিয়ামতসমূহ ব্যবহার করার সময় অমনোযোগিতা ও উদাসীনতা প্রদর্শন করার পরিবর্তে এ বিষয়ের ধ্যান করা যে, এগুলো আমার প্রতি আঝাহ্ র দান। কাজেই তাঁর ক্রতৃত্ব প্রকাশ করা ও তাঁর উদ্দেশ্যে বিনয় ও অসহায়ত্ব ব্যক্ত করা আমার উপর গুয়াজিব। সৃষ্টি জগতের নিয়ামতসমূহ মুক্তি ও বক্ষিয় উভয়েই ব্যবহার করে, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে মু'মিন ও কাফিরের অধ্যে পার্থক্য এই যে, কাফির চরম উদাসীনতা ও বেপরোয়া অনোভাব নিয়ে ব্যবহার করে আর মু'মিন আঝাহ্ র নিয়ামতসমূহকে চিন্তায় উপস্থিত রেখে তাঁর সামনে বিনয়া-বন্ধন হয়। এ অঙ্কেই কোরআন ও হাদীসে বিভিন্ন কাজ অন্তর্ভুম দেওয়ার সময় সবর ও শোকরের বিষয়বস্তু সম্বন্ধিত বিভিন্ন দোয়া শিক্ষা দেওয়া হয়েছে। মানুষ শব্দ দৈনন্দিন জীবনে শুটাকসা ও ছলাকেরার এসব দোয়া নিয়মিত পাঠ করে, তবে তার প্রতোক বৈধ কাজই ইবাদত হয়ে যেতে পারে। এসব দোয়া আঝাহ্ জরীরী কিংবা 'হিসনে হাসীনে' এবং মওলানা আশরাফ আলী থামজীর কিংবা 'মোনাজাতে অকবুলে' দ্রষ্টব্য।

سُبْحَانَ اللَّهِيْ سَمْخَرَ لَنَا هَذَا ! (পবিত্র তিনি, যিনি একে

আমাদের বশীভূত করে দিয়েছেন।) এটা যানবাহনে বসে পাঠ করার দোয়া। রসুজুহাহ্ (সা) থেকে একাধিক রেওয়ায়েতে প্রয়ালিত আছে যে, তিনি সওদাবার জন্মের

উপর বসার সময় এই দোষা পাঠ করতেন। আরোহণ করার মৌজাহাব পক্ষতি হস্তরত আলী (রা) থেকে একাপ বগিত আছে যে, সওয়ারীতে পা রাখার সময় ‘বিসমিল্লাহ’ বলবে, অতগর সওয়ার হওয়ার পরে ‘আলহামদুলিল্লাহ্’ পাঠ করে ।—**لِمَنْقَلِبُونَ سَبْحَانَ اللَّهِيْ سَخْرَ**—থেকে শুন্ধ করে পর্যন্ত পাঠ করবে।—(কুর-তুবী) আরও বগিত আছে যে, রসুলুল্লাহ্ (সা) সফরে রওয়ানা হলে উপরোক্ত দোষার পর নিচ্ছাক্ষ দোষাও পাঠ করতেন :

اللَّهُمَّ أَنْتَ الصَّاحِبُ فِي السَّفَرِ وَالْخَلِيفَةُ فِي الْأَهْلِ وَالْمَالِ—اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ دُثُّرِ السَّفَرِ وَكَابَةِ الْمُنْقَلِبِ وَالْحَوْرِ بَعْدَ الْكَوْرِ وَسُوءِ الْحَنْظَرِ فِي الْأَهْلِ وَالْمَالِ—

এক রওয়ায়েতে এ বাক্যও বগিত আছে :

اللَّهُمَّ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ تَلَمَّتُ نَفْسِي فَاغْفِرْ لِي إِنَّمَا لَا يَغْفِرُ الذُّنُوبُ إِلَّا أَنْتَ
—(কুরতুবী)

وَمَا كُنَّا لَكَ مُقْرِنِينَ—(আমরা এখন ছিলাম না যে, একে বশীভূত করব।

এটা যান্তিক যানবাহনের কেরেও প্রযোজ্য। কেননা, আল্লাহ্ তা'আলী মৌল উপাসান সৃষ্টি না করলে অথবা তাতে প্রয়োজনীয় বৈশিষ্ট্য ও প্রতিক্রিয়া না রাখলে অথবা আনুষের অভিক্ষেপে সেসব বৈশিষ্ট্য আবিষ্কারের শক্তি দান না করলে সমগ্র সৃষ্টি এককিত হয়েও এখন যানবাহন সৃষ্টি করতে সক্ষম হত না।

وَإِنَّا إِلَيْ رَبِّنَا لَمْنَقِلِبُونَ—(নিঃসন্দেহে আমরা আমাদের পালনকর্ত্তার দিকেই ফিরে যাব।) এ বাক্যে শিক্ষা দেওয়া হয়েছে যে, মানুষের উচিত পার্থিব সফরের সময় পরবালোর কঠিন সফরের কথা স্মরণ করা, যা সর্বাবস্থায় সংঘাতিত হবে। সে সফর সহজে অতিক্রম করার জন্য সংকর্ম ব্যাতীত কোম সওয়ারী কাজে আসবে না।

وَجَعْلُوا لَهُ مِنْ حِبَادٍ لَّا جُزُّ—(তাৰা আল্লাহ্ৰ বাসাদেৱ মধ্য থেকে আল্লাহ্ৰ অংশ ছিৰ কৰেছে।) এখানে অংশ বলে সত্ত্বান বোবানা হয়েছে। মুশর্রিকনা

ফেরেশতাগপরে 'আল্লাহ'র কথা সন্তান' আখ্যা দিত। 'সন্তান' না বলে 'অংশ' বলে মুশরিকদের এই বাতিল দাবির স্থিতিভিত্তিক খণ্ডনের দিকে ইজিত করা হয়েছে। সংক্ষেপে তা এভাবে যে, আল্লাহ তা'আলার কোন সন্তান থাকলে সে আল্লাহ তা'আলার অংশ হবে। কেননা, পুর পিতার অংশ হয়ে থাকে। যুক্তিসংগত নিয়ম এই যে, প্রত্যেক বস্তু ওই অঙ্গিতের জন্য তার অংশসমূহের প্রতি মুখ্যগুরু। এ থেকে অরূপী হয়ে পড়ে যে, আল্লাহ তা'আলাও তার সন্তানের প্রতি মুখ্যগুরু। বলা বাহ্য্য যে কোন প্রকার মুখ্যগুরুত্ব আল্লাহ'র মর্যাদার সম্পূর্ণ পরিপন্থী।

أَوْ مَنْ يَنْشُرُ فِي الْأَرْضِ—(যে অংকোর ও সাজসজ্জার জালিত-পালিত হয়—)

এ থেকে জানা গেল যে, নারীর জন্য অংকোর ব্যবহার এবং শরীরত্বসম্মত সাজসজ্জা অবসরন করা জারী। এ বিষয়ে ইজ্যাও আছে। কিন্তু বর্ণনাপর্যন্ত থেকে বোধ হাজের যে, সারাদিনমান সাজসজ্জা ও প্রসাধনে ভূবে থাকা সমীচীন নয়। এটা বিবেক-বৃজির দুর্বলতার লক্ষণ ও কারণ।

وَهُوَ فِي الدِّنِ أَمْ غَيْرَ مُلِمٌ—(এবং দে বিতর্কে কথা বলতেও অক্ষম।)

উদ্দেশ্য এই যে, অধিকাংশ নারী মনের ভাব জ্ঞানেশ্বরের ও স্পষ্টভাবে বর্ণনা করতে পুরুষদের সজ্ঞান সংক্ষয় নয়। এ কারণেই বিতর্কে নিজেদের দাবি সপ্রমাণ করা ও প্রতিপক্ষের দাবি প্রমাণ সহকারে খণ্ডন করা তাদের পক্ষে কঠিন হয়ে পড়ে। কিন্তু এটা অধিকাংশের দিকে লক্ষ্য করে বলা হয়েছে। কাজেই কোন কোন নারী যদি বাকপটুতার পুরুষদেরকেও হাতিয়ে দেয়, তবে সেটা এ আবাতের পরিপন্থী হবে না। কেননা, অধিকাংশের লক্ষ্যেই সাধারণত নীতি বর্ণনা করা হয়। নারীদের অধিকাংশ একাপটই বটে।

**وَإِذْ قَالَ رَبُّهُمْ لِأَبْيَادِهِ وَقَوْمَهِ لَنِفِيْ بِرَأْءَهُمْ تَعْبِدُونَ إِلَّا الَّذِي
فَطَرَ^۱ فَإِنَّهُ سَيِّئَهُمْ^۲ وَجَعَلَهُمْ كَلِمَةً^۳ بِإِقْيَاهُ^۴ فِي عَقِبِهِ^۵ كَعَلَهُمْ
يُرْجِعُونَ^۶ بَلْ مَتَعْتَهُؤُلَّا^۷ وَأَبَاءُهُمْ حَتَّى جَاءَهُمُ الْحَقُّ^۸ وَرَسُولٌ^۹
مُّبِينٌ^{۱۰} وَلَكُمْ جَاءَهُمُ الْحَقُّ^{۱۱} قَالُوا هَذَا سِحْرٌ وَإِنَّا بِهِ كُفَّارُونَ^{۱۲}**

(২৬) যখন ইবরাহীম তার পিতা ও জ্ঞানদাতাকে অল্প তোকার আদেশ পূর্ব করে, তাদের সাথে আগাম কোন সমর্ক নেই। (২৭) তবে আগাম সমর্ক ছাঁতে আজ

যিনি আমাকে সৃষ্টি করেছেন। অতএব তিনিই আমাকে সৎপথ পদদর্শন করবেন। (২৮) এ কথাটিকে সে জন্মের বাণীরাগে তার সন্তানদের মধ্যে রেখে দেছে, আতে তারা আঁশাহ্র আকৃষ্ট থাকে। (২৯) পরন্তু আমিই এদেরকে ও এদের পূর্বপুরুষদেরকে জীবনোগভোগ করতে দিয়েছি, অবশ্যে তাদের কাছে সত্য ও স্মল্ল বর্ণনাকারী রসূল আগমন করেছে। (৩০) যখন সত্য তাদের কাছে আগমন করল, তখন তারা বলল, এটা আসু, আমরা একে আনি না।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

(সে সময়তও স্মরণহোগ) যখন ইবরাহীম (আ) তার পিতা ও সম্পুদ্যায়কে বললেন, [তোমরা যাদের পূজা-র্চনা কর, আমি তাদের (পূজার) সাথে কোন সম্পর্ক রাখি না। (সে আঁশাহ্র সাথে আমি সমর্প রাখি) যিনি আমাকে সৃষ্টি করেছেন। অতপর তিনিই আমাকে (আমার ইহকাল ও পরকালীন ঘৰ্থের) পথে পরিচালিত করবেন।] [উদ্দেশ্য এই যে, কাফিরদের উচিত ইবরাহীম (আ)-এর অবস্থা স্মরণ করা। তিনি নিজেও তওহীদে বিশ্বাসী ছিলেন এবং ওসিয়তের মাধ্যমে] এ বিশ্বাসকে তিনি সন্তানদের মধ্যে চিরতন বাণীরাগে রেখে দেছেন, [অর্থাৎ সন্তানদেরকেও এ বিষয়ে ওসিয়ত করেছেন, যার কিছু কিছু প্রতিক্রিয়া রসূলুল্লাহ (সা)-র আমল পর্যন্ত অবাহত ছিল। কর্তৃ জাহিলিয়াত সুগেও আরবে কিছু সংখ্যক মোক শিরককে সুখ করত। এ ওসিয়ত তিনি এজনা করেন,] যাতে (প্রতি সুগে) তারা (মুশরিকরা তওহীদ পঞ্চাদের কাছে তওহীদের বিশ্বাস করে শিরক থেকে) ক্ষিরে আসে। (কিন্তু তারা তবুও ক্ষিরে আসেনি এবং এ দিকে যনোঙ্গোগ দেয়নি।) পরন্তু আমি তাদেরকে ও তাদের পূর্বপুরুষদেরকে (পার্থিব) জীবনোগভোগ করতে দিয়েছি, (তারা এতে মন্তব্য হয়ে আছে। অবশ্যে (এই অশ্বতা ও উদাসীনতা থেকে আগ্রহ করার জন্য) তাদের কাছে সত্য কোরআন (যা অলৌকিকতার কারণে নিজেই নিজের সত্যতার সঙ্গী) এবং স্মল্ল বর্ণনাকারী রসূল (আঁশাহ্র পক্ষ থেকে) আগমন করেছে। যখন তাদের কাছে সত্য কোরআন আগমন করল, (এবং তার অলৌকিকতা প্রকাশ পেল,) তখন তারা বলল, এটা আসু। আমরা একে মানি না।

আনুবাদিক জাতৰা বিজ্ঞ

—**مُتَّقِيٰ! مُتَّقِيٰ!**—পূর্ববর্তী আবাতের শেষে বলা হয়েছিল, মুশরিকদের কাছে তাদের পূর্বপুরুষদের অনুকরণ ব্যাতীত শিরকের কোন দরীম নেই। বলা বাহ্য্য সুস্মল্ল মুক্তিভিত্তিক ও ইতিহাসভিত্তিক প্রমাণাদি থাকা সত্ত্বেও কেবল পূর্বপুরুষদের অনুকরণ করা শুবহ অবৌক্রিক ও গৰ্হিত কাজ। এখন আলোচ্য আবাতসমূহে ইসিত করা হয়েছে হৈ, যদি পূর্বপুরুষদেরই অনুকরণ করতে চাও, তবে হস্তরাত ইবরাহীম (আ)-এর অনুসরণ কর না কেন, যিনি তোমাদের সম্প্রাপ্ততম পূর্বপুরুষ এবং হাঁর সাথে সম্পর্ক

যাখাকে তোমরা গবের বিষয় মনে কর।...তিনি কেবল তওহীদেই বিশ্বাসী হিজেম না, বরং তাঁর কর্মপথ পরিকার থাক্ক করে যে, যুক্তিভিত্তিক ও ইতিহাসভিত্তিক প্রয়াণাদির উপরিতে কেবল পূর্বপুরুষদের অনুকরণ করা বৈধ নয়। তিনি যখন দুনিয়াতে প্রেরিত হন, তখন তাঁর প্রোটো সম্পূর্ণ তাদের পূর্বপুরুষদের অনুকরণে পিলকে জিপ্ত হিজ। কিন্তু তিনি পূর্বপুরুষদের অক্ষ অনুকরণের পরিষর্তে সুস্পষ্ট প্রয়াণাদির অনুসরণ করে সম্পূর্ণের সাথে সম্পর্কহৃদের কথা ঘোষণা করে বলেন,

أَنْفُسِنَا مِنْ أَنْتَ بِرْزَقْنَا —তোমরা আদের পূজা কর, তাদের সাথে আমার কেবল সম্পর্ক মেই।

এ থেকে আরও জানা গেছে, কোন ব্যক্তি হাদি কুরআনী ও অবিশ্বাসী দলের মধ্যে বসবাস করে এবং তাদের ধান-ধারণার ব্যাপারে নীরব থাকে, তাকেও তাদের সহযোগ মনে করার আশ্রক্ত থাকে, তাহলে কেবল তাঁর বিশ্বাস ও কর্ম ঠিক করে নেমাই অচেষ্ট হবে না, বরং সেই দলের বিশ্বাস ও কর্মের সাথে তাঁর সম্পর্কহীনতা অঙ্গশ করাও জরুরী হবে। সেমতে হ্যুক্ত ইবরাহীম (আ) কেবল নিজের বিশ্বাস ও কর্মকে মুশর্রিকদের ক্ষেত্রে অতঙ্ক করেই কাছ থাকেননি, বরং যুধে ও সর্বসমক্ষে সম্পর্কহীনতা ঘোষণা করেছেন।

—وَجَعَلَهُمْ كَلْمَةً بَيْنَ أَذْقَانِهِمْ فِي صَفَبَةٍ—(তিনি একে তাঁর সন্তানদের মধ্যে একটি

চিরজন বাণীরাপে রেখে গেছেন।) উদ্দেশ্য এই যে, তিনি তাঁর তওহীদি বিশ্বাসকে নিজের সত্তা পর্যবেক্ষণ কীভাবে নি, বরং তাঁর বংশধরকেও এ বিশ্বাসে অটো থাকার উপরিত করেছেন। সেমতে তাঁর বংশধরদের মধ্যে বিনাউ সংখ্যক লোক তওহীদগ্রহী হিজ। অর্থাৎ যারা যোকারুরমা ও তাঁর আশেপাশে রসুজুরাহ (সা)-র আবির্ভূত পর্যবেক্ষণেক সুহযোগী ব্যক্তি বিদ্যমান হিজ, যারা শতাব্দীর পর শতাব্দী অতিবাহিত হওয়ার পরেও ইবরাহীম (আ)-এর সূল ধর্মের উপরই প্রতিষ্ঠিত হিজ।

এ থেকে আরও জানা গেল যে, নিজেকে ছাড়াও সন্তানসন্তানিকে বিশুদ্ধ ধর্মে প্রতিষ্ঠিত করার চিহ্ন করাও মানুষের অন্যান্য কর্তব্য। পঞ্চপঞ্চাশগণের মধ্যে হ্যুক্ত ইয়াকুব (আ) সম্পর্কেও কোরআন বর্ণনা করেছে যে, তিনি উক্তাতের সময় পূজনেরকে বিশুদ্ধ ধর্মে কার্যম থাকার উপরিত করেছিলেন। সুতরাং যে কোন সন্তান উপরে সন্তানসন্তানির কর্ম ও চিরত সংশোধনে পূর্ণ অচেষ্টো নিয়োজিত করা হৈমন জরুরী, তেমনি পঞ্চপঞ্চাশগণের সুষ্ঠতও বটে। সন্তানদের সংশোধনের অনেক পক্ষত্ব রয়েছে যা হান বিশেষে অবলম্বন করা যায়। কিন্তু শাস্ত্র আবসূল ওয়াহহুম শারানী (র) ‘আতোকুল মিনান’ থেকে একটি কার্যকরী পক্ষত্ব বর্ণন করেছেন। তা এই যে, শিঙ্গ-মাস্ত সন্তানদের সংশোধনের অন্য সময়ে মোসা করবেন। পরিভাষের বিষয়, এই সহজ

গৃহিতির প্রতি আজকাজ ব্যাপক উদাসীনতা প্রদর্শন করা হচ্ছে। অবশ্য স্বয়ং পিতা-মাতাই এর অন্ত পরিপত্তি প্রত্যক্ষ করে থাকেন।

وَقَالُوا لَوْلَا نُزِّلَ هَذَا الْقُرْآنُ عَلَى رَجُلٍ مِّنَ الْقَرِيْبِينَ عَظِيمٌ^④
 أَهُمْ يَقُسُّونَ لَرَحْمَتِ رَبِّكَ تَحْنُّ فَقَنَّا بَيْنَهُمْ مَعِيشَتَهُمْ فِي الْحَيَاةِ
 الدُّنْيَا وَ رَفَنَا بَصَرَهُمْ قَوْقَ بَعْضِ دَرَجَاتِ لِيُشَخَّدَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا
 شُجَرًا وَ رَحْمَتُ رَبِّكَ خَيْرٌ مِّنْ مَا يَجْمِعُونَ^⑤

(৩১) তারা বলে, কোরআন কেন দুই জনপদের কোন প্রধান বাতিল উপর অবস্থীর হল না? (৩২) তারা কি আপনার পাশনকর্তার রহমত বন্টন করে? আমি তাদের মধ্যে তাদের জীবিকা বন্টন করেছি পার্থিব জীবনে এবং একের মর্যাদাকে অপরের উপর উল্লিখ করেছি, যাতে একে অপরকে সেবকরাপে রহণ করে। তারা যা সংক্ষেপ করে, আপনার পাশনকর্তার রহমত তৎপরতা উভয়।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

[কাফিলুর্রা কোরআন সমর্কে একথা বলেছে, আর রসুলুল্লাহ (সা) সমর্কে] তারা বলে, এ কোরআন (আলাহৰ কালায হলে এবং রসূলের মাধ্যমে এসে থাকলে এটি) দুই জনপদের (অর্ধাং যুক্ত ও তায়োক্র) কোন প্রধান বাতিল উপর অবস্থীর হয় না কেম? [অর্ধাং রসূলের জন্ম প্রধান ও প্রতিপত্তিশালী হওয়া অকর্মী। রসূলে কর্মী (সা) ধনাচ্ছান্দ নন, সরাজপতিও নন। কর্মেই তিনি রসূল হতে পারেন না। আলাহ তাঁরাজা তাদের কথা অনুযায়ী প্রসেজ বলেন.] তারা কি আপনার পাশনকর্তার বিশেষ রহমত (অর্ধাং নবুরত) বন্টন করতে চার? (অর্ধাং তারা কি বলতে চায় যে, নবুরত তাদের মত অনুযায়ী প্রাপ্ত হওয়া উচিত?) তারা যেন নবুরত বন্টনের দারিদ্র জাতের আকাশকা করে; অথচ এটা নিরেট মুর্দতা। কেননা, (পার্থিব জীবনে তাদের জীবিকা আমিই বন্টন করেছি এবং (এ বন্টনে) একের মর্যাদা অপরের উপর উল্লিখ করেছি, যাতে (এই উপযোগিতা অজিত হয় যে,) একে অপরের ঘারা কাজ করিয়ে দেয় (কলে জগতের ব্যবস্থাপনা ঠিক থাকে। এটা স্পষ্ট ও নিশ্চিত যে,) আপনার পাশনকর্তার (বিশেষ) রহমত (অর্ধাং নবুরত) বহন্তে সে বল (অর্ধাং পার্থিব ধনসম্পদ, প্রত্যাব-প্রতিপত্তি ও পদমর্যাদা) অপেক্ষা উভয়, যা তারা সংক্ষেপ করে কিন্তে। (সুতরাং পার্থিব জীবিকা যখন আমিই বন্টন করেছি, তাদের মতের উপর হেতু দেইনি; অথচ এটা হীন পর্যামের বিষয়, তখন নবুরত, যা নিজেতে উচ্চ পর্যামের

বিষয় এবং তার উপরোক্তিসমূহও উৎকৃষ্ট করেন, তা কিরণে তাদের অভানুযায়ী বল্টিম করা হবে?

আনুবাদিক আত্ম বিষয়

আলোচ্য আরাতসমূহে আজ্ঞাহ তা'আলা মুশরিকদের একটি আগ্রহির জওয়াব দিয়েছেন। তারা রসুলুজ্জাহ (সা)-র রিসালতের ব্যাপারে এ আগ্রহি করত। প্রকৃতপক্ষে তারা শুরুতে এ কথা বিবাস করতেই সম্মত ছিল না যে, রসুল কোন মানুষ হতে পারে। কেবলজ্ঞান পাক তাদের এ অনোভাব করেক আরপ্রাপ্ত উরেখ করেছে যে, আমরা যুহাত্মদ (সা)-কে কিরণে রসুল মানতে পারি, যখন সে সাধারণ মানুষের অভই পানাহার করে এবং বাজারে চলাকেরা করে? কিন্তু যখন কেবলজ্ঞানের একাধিক আরাতে ব্যক্ত করা হল যে, কেবল যুহাত্মদ (সা)-ই নন, মুনিয়াতে এ আবশ্য হত পরিগতির আগ্রহ করেছেন, তারা সবাই মানুষ হিসেবে। তখন তারা পাঁয়াজুরা পরিবর্তন করে বলতে শুরু করল যে, বলি কোন মানুষকেই নবুরূপ সংরক্ষণ করার ইচ্ছা ছিল, তবে যত্ন ও তামেকের কোন বিজ্ঞান ও প্রকৃত-প্রতিপাদিত ব্যক্তিকে সংরক্ষণ করা হল না কেন? যুহাত্মদ (সা) তো কোন প্রতোবধারী, ধনী বাস্তি নন। কাজেই তিনি নবুরূপ লাভের যোগ্য নন। রেওয়ায়েতে আছে যে, এ ব্যাপারে তারা অজ্ঞান ও জীবন ইবনে রবীয়া ও উত্তোল ইবনে রবীয়া এবং তামেকের উরওয়া ইবনে অস্তুদ সকলী, হাবীব ইবনে আমর সকলী অধিবা কেনানা ইবনে আবদে ইয়া'জীলের নাম পেশ করেছিল।—(রহজ মাজানী)

মুশরিকদের এ আগ্রহি প্রসঙ্গে আজ্ঞাহ তা'আলা দুটি উত্তর দিয়েছেন। প্রথম জওয়াব উল্লিখিত আরাতসমূহের দ্বিতীয় আরাতে এবং দ্বিতীয় জওয়াব এর পরবর্তী আরাতে দেওয়া হয়েছে। যথাজ্ঞানেই এর ব্যাখ্যাও করা হবে। প্রথম জওয়াবের সারবর্থ এই যে, এ ব্যাপারে তোমাদের পাক গলানোর কোন অধিকার নেই যে, আজ্ঞাহ কাকে নবুরূপ দিয়েছেন এবং কাকে দিয়েছেন না। নবুরূপের বল্টিন তোমাদের হাতে নয় যে, কাউকে নবুরূপ পূর্বে তোমাদের মত নিতে হবে। এটো সম্পূর্ণরূপে আজ্ঞাহ্য হাতে। তিনিই যথান। উপরোক্তি অনুযায়ী এ কাজ সমার্থ করেন। তোমাদের অভিজ্ঞ, তান-বুকি ও চেতনা নবুরূপ বল্টিনের দারিদ্র্য লাভের যোগাই নন। নবুরূপ বল্টিন তো আমেক উচ্চতরের কাজ, তোমাদের যৰ্থসা, অভিজ্ঞ ও স্বরং তোমাদের জীবিকা ও জীবিকার আসবাবপত্র বল্টিনের দারিদ্র্য পালনেরও উপরুক্ত নন। কারণ, আমি আমি তোমাদেরকে এ দারিদ্র্য দেওয়া হলে তোমরা একদিনও অগতের কাজকারিবাবুর পরিচালনা করতে সক্ষম হবে না এবং সোটা ব্যবস্থাপনা কঢ়ুল হবে যাবে। তাই আজ্ঞাহ তা'আলা পাঁয়িব জীবনে তোমাদের জীবিকা বল্টিনের দারিদ্র্য তোমাদের হাতে সোপর্ম করেন নি, বরং এ কাজ নিজের হাতেই রেখেছেন। অতএব যখন নিশ্চিন্তারের এ কাজ তোমাদেরকে সোপর্ম করা যাবে না, তখন নবুরূপ বল্টিনের মতো যথান কাজ কিরণে তোমাদের হাতে সোপর্ম করা যাবে। আরাতসমূহের উদ্দেশ্য তো এভটুকুই, কিন্তু মুশরিকদেরকে জওয়াব দান প্রসঙ্গে আজ্ঞাহ-

ତ୍ରୁଟ୍‌ଆକା ବିହେର ଅଥ୍ଯନୈତିକ ବ୍ୟାବସ୍ଥା ସମ୍ବର୍କେ ସେବର ଇଲିତ ଦିଶେହେନ, ସେଉଳୋ ଥେବେ
କାହିଁପରି ଅଥ୍ଯନୈତିକ ଯୂହନୀତି ଚମନ କରା ଯାଏ । ଏଥାନେ ଏଉଳୋର ସଂକଳିଷ୍ଟ ବ୍ୟାଖ୍ୟା
ଜରୁବ୍ରୀ ।

—نَحْنُ قَسْمًا بِهِنْهُمْ مُعْلَمَةٌ—আমি
জীবিকা কষেলনো আকৃতিক যাবস্থা :

তাদের মধ্যে জীবিকা বক্টন করেছি। উদ্দেশ্য এই যে, আমি আবার অপার প্রভাব সাহায্য বিবের জীবন ব্যবস্থা এমন করেছি যে, এখানে প্রত্যেক ব্যক্তি তার প্রয়োজনাদি যিন্টানোর ক্ষেত্রে অপরের সাহায্যের মুখাপেক্ষী এবং সকল যানুষ এই পারস্পরিক মুখাপেক্ষিতার সুরে প্রথিত হবে সম্প্রসারণের প্রয়োজনাদি যিন্টিয়ে হাল্চে। আলোচ্না আয়াতটি ধোলাখুলি বাঞ্ছ করেছে যে, আরাহত তা'আলা জীবিকা বক্টনের কাজ (সোশ্যালিজমের নাম) কোন ক্ষমতাশালী মানবিক প্রতিষ্ঠানের কাছে সোপর্দ করেননি, যে পরিকল্পনার মাধ্যমে হির করবে যে, সমাজের প্রয়োজনাদি কি কি, সেগুলো কিভাবে যেন্টানো হবে, উৎপাদিত সম্পদকে কি হারে কি কি কাজে লাগানো হবে এবং এগুলোর মধ্যে আমের বক্টন কিসের ভিত্তিতে করা হবে? এর পরিবর্তে এ সমস্ত কাজ আরাহত তা'আলা নিজের হাতে রেখেছেন। নিজের হাতে রাখার অর্থ এটাই যে, তিনি প্রত্যেককে অপরের মুখাপেক্ষী করে বিরু-ব্যবস্থা এমনভাবে সাজিয়েছেন যে, এতে অদ্বাত্তাবিক ইজারাদারী ইত্যাদির মাধ্যমে বাধা সৃষ্টি মা করা হলে এ ব্যবস্থাটি আগমা-আগমি এসব সমস্যার সমাধান করে দেয়। পারস্পরিক মুখাপেক্ষিতার এই ব্যবস্থাকে বর্তমান অর্থনৈতিক পরিভাষায় 'আমদানী-রপ্তানী' ব্যবস্থা বলা হয়। আমদানী-রপ্তানীর আভাবিক বিস্তর এই যে, যে ব্যক্তি আমদানী কর অথব চাহিদা রেখি, তার মূল্য বৃক্ষি পাও। কাজেই উৎপাদন যত্নগুলো সেই ব্যক্তি উৎপাদনে অধিক মূলাঙ্কা দেখে সেদিকেই বুঁকে গড়ে। অতপর ধৰ্মন আমদানী রপ্তানীর তুলনায় বেড়ে ধৰ্মন ধৰ্মন মূল্য হ্রাস পাও। ফলে সে ব্যক্তির অধিক উৎপাদন কাঢ়জনক থাকে না এবং উৎপাদন যত্নগুলো এর পরিবর্তে অন্য কাজে ব্যোগৃত হবে যাব। যার প্রয়োজন বেশি। ইসলাম আমদানী ও রপ্তানীর এসব শক্তিগুলি মাধ্যমেই সম্পদ উৎপাদন ও বক্টনের কাজ নিয়েছে এবং সাধারণ অবস্থায় জীবিকা বক্টনের ক্ষয় কোন মানবিক প্রতিষ্ঠানের হাতে ঝেঁপর্দ করেননি। এর ব্যবহৃত এই যে, পুরুষজনের প্রগতিনের যত উন্নত পজ্জতিই জীবিক ছাড়া না কেব, এর সাধারণ জীবিকার প্রত্যেকটি খুঁটিনাচি প্রয়োজন জানা সংক্ষেপের নয়। এ ধরনের সামাজিক বিস্তারিত সাধারণত জাতীয়বিক ব্যবস্থার অধীনেই পরিচালিত হয়। জীবনের অধিকাংশ সামাজিক সমস্যা এমনি-ভাবে জাতীয়বিক ব্যবস্থার আধীনেই পরিচালিত হয়। জীবনের অধিকাংশ সামাজিক সমস্যা এমনি-ভাবে জাতীয়বিক ব্যবস্থার আগমা-আগমি সমাধানপ্রাপ্ত হয়। এভাবেকে রাষ্ট্রের পরিকল্পনা প্রয়োজনের সোপর্দ করা জীবনে কৃতিয় সংকট সৃষ্টি করা হাড়া কিন্তু নয়। উদাহরণত দিন কাজের জন্য এবং রাতি নিষ্ঠার জন্য। এ বিস্তারি কোন কৃতি অথবা মানবিক পরিকল্পনা প্রয়োজনের অধীনে ছিরুবৃত্ত হয়নি, যেখানে প্রকৃতির অব্যক্তিয় ব্যবস্থা আগমা-আগমি এ ক্ষমতাশালী করে দিয়েছে। এমনিভাবে কে কাকে বিস্তে করবে এ বিষয়টি জাতীয়বিক ও প্রকৃতিগত ব্যবস্থার অধীনে আগমা থেকেই সম্পর্ক হয় এবং একে পরিকল্পনা

প্রগমনের আধ্যাত্মিক সমাধান করার কল্পনা করাও যথে জাপ্ত হয়নি। উদাহরণস্বরূপ কে জ্ঞান ও কারিগরির কোন বিভাগকে নিজের কার্যক্ষেত্র রাখে বেছে নিবে, এ বিষয়টি মানসিক আগ্রহ ও অনুরাগের পরিবর্তে সরকারের পরিকল্পনা প্রগমনের উপর সোপার্স করা একটা অস্থা জবরাদস্তি মাত্র। এতে প্রাকৃতিক নিয়মে বিপর্যয় দেখা দিতে পারে। এমনিভাবে জীবিকার ব্যবস্থাও আজ্ঞাহৃত তা'আলা নিজের হাতে রেখে প্রাপ্তকের মনে সেই কাজের প্রেরণা স্থিত করে দিয়েছেন, যা তার জন্যে অধিক উপভুক্ত এবং যা সে সৃষ্টিভাবে আনন্দায় দিতে পারে। সেমতে প্রত্যেক বাস্তি এমনিকি একজন বাস্তুদারও নিজের কাজ নিয়ে আনন্দিত ও পৰিষ্ঠ থাকে—

كُلْ حَرَبٍ بِحَمَالَدِهِمْ فَرِشَوْنَ
—তবে পুঁজিবাদী ব্যবস্থার ন্যায় ইসলাম প্রত্যেক ব্যক্তিকে বৈধ ও অবৈধ উপায়ে সম্মদ্দিশ একত্রিত করে অপরের জন্য রিষিকের দ্বার বঞ্চ করে দেওয়ার আধীনতা দেয়নি; এবং আয়মানীর উপায়সমূহের মধ্যে হালাল ও হারামের পার্শ্বক্য করে সুস্থ ফটকাম্বতি, জুয়া, যজুলদারি ইত্যাদিকে নিষিদ্ধ করে দিয়েছে। এরপর বৈধ আয়মানীতেও শাকাত, ওশর ইত্যাদি কর আরোপ করে সেসব অনিষ্টের মূলোৎপাত্তি করেছে, যা বর্তমান পুঁজিবাদী ব্যবস্থার পাওয়া যায়। এতদসম্বন্ধে কখনও যেজ্জারাদারী প্রতিষ্ঠিত হয়ে পেছে তা ডেস দেওয়ার জন্য সরকারের হস্তক্ষেপ বৈধ রেখেছে।

سَارَّاً مَعْلُومَ قُوَّتْ دُرْجَاتٍ وَرَفِعَتْ
—আমি

এককে অপরের উপর অর্হাদায় উল্লিখ করেছি। এ থেকে জানা গেল যে, পুঁজিবাদ প্রত্যেকটি মানুষের আয় সম্পূর্ণভাবে সম্মত হোক—এ অর্থে সামাজিক সাম্য-কাহ্যাও নয় এবং সন্তুষ্পরণও নয়। আজ্ঞাহৃত তা'আলা সৃষ্টি জগতের প্রত্যেক মানুষের দায়িত্বে কিছু কর্তব্য আরোপ করেছেন এবং কিছু অধিকার দিয়েছেন আর এতদৃষ্টিতে মধ্যে সীমা প্রভাব করে তিভিতে এ গড় নির্বাচন করে দিয়েছেন যে, যার কর্তব্য হতে বেশি, তার অধিকারও তত বেশি। মানুষ বাস্তুত অন্যান্য সৃষ্টি জীবের দায়িত্বে কর্তব্য খুব কম আরোপ করা হয়েছে। তারা হালাল ও হারাম, জারুরী ও নাজারেয়ের আওতাধীন নয়। তাই তাদের অধিকার সবচেয়ে কম। সেমতে তাদের বাপারে মানুষকে প্রস্তুত আধীনতা দেওয়া হয়েছে। মানুষ মাঝে যাত্র কিছু বিধি-বিধেয় পালন করে বেতাবে ইচ্ছা, তাদের ধারা উপভুক্ত হতে পারে। সেমতে কোন কোনে জীবকে মানুষ কেটে ভুক্ত করে, কোন কোনটিকে পিটে সওয়ার হয় এবং কোনটিকে পদতলে পিটে করে, কিন্তু একে এসব জীবের অধিকার হ্রণ ঘোষ করা হয় না। কালুগ তাদের কর্তব্য কর্ম বিধাতা তাদের অধিকারও কর। সৃষ্টি জগতের মধ্যে সর্বাধিক কর্তব্য মানুষ ও জিনের দায়িত্বে আরোপ করা হয়েছে। তারা প্রত্যেকটি কথা ও কর্ম এবং উচ্চ ও বসার ব্যাপারে আজ্ঞাহৃত তা'আলার বাছে কৈফিয়ত দিতে বাধ্য। তারা তাদের দায়িত্ব পালন না করলে পরাক্রান্ত কঠোর শাস্তির যোগ্য হবে। তাই আজ্ঞাহৃত তা'আলা মানুষ ও জিনকে অধিকারও সবচেয়ে বেশি দিয়েছেন। পরম্পরাভাবে মনুষের ক্ষেত্রেও দক্ষ রাখা হয়েছে

যে, ধার দাখিল ও কর্তব্য অপরের তুলনায় বেশি, তার অধিকারও বেশি। মনুষ্যাকুলের মধ্যে সর্বাধিক দাখিল যেহেতু পরগম্বরগণের উপর আরোপিত হয়েছে, তাই তাঁদেরকে অধিকারণ অন্যদের তুলনায় বেশি দেওয়া হয়েছে।

আর্থ-সামাজিক ব্যবস্থারও আঙ্গাহ তাঁজানা এই মাপকাঠির প্রতি জন্ম রেখেছেন। প্রত্যোক বাত্তি ঘটটুকু দাখিল ব্যবহৃত করে, তাকে ঘটটুকু অসুবিধা প্রদান করার ব্যবস্থা রাখা হয়েছে। বলা বাছলা, মানুষের কর্তব্যে সমতা আনন্দন করা একেবারে অসম্ভব এবং তাতে তফাঁৎ হওয়া অপরিহার্য। এটা কিছুতেই হতে পারে না যে, প্রত্যেকের মৈত্রিক দাখিল ও কর্তব্য সম্পূর্ণ অপরের সহান হবে। কেননা, আর্থ-সামাজিক দাখিল ও কর্তব্য মানুষের সৃষ্টিগত হোগ্যতা ও প্রতিজ্ঞার উপর নির্ভরশীল। এর মধ্যে দৈহিক শক্তি, শায়ু, বিবেক, বস্তা, যেধা, দক্ষতা, কর্তব্যপ্রদত্ত ইত্যাদি সবই অন্তর্ভুক্ত। প্রত্যেকেই হোগ্য চোখে অবলোকন করতে পারে যে, এসব ক্ষেত্রে দিক দিয়ে সকল মানুষের মধ্যে সমতা সৃষ্টি করার সাধ্য সর্বাধিক উচ্চত সমাজতাত্ত্বিক সরকারেরও মেই। মানুষের হোগ্যতা ও প্রতিজ্ঞার মধ্যে ব্যবহৃত পার্থক্য অপরিহার্য, তখন তাদের কর্তব্যেও পার্থক্য অবশ্যিকী হবে। অধিনেত্রিক অধিকার কর্তব্যের উপরই নির্ভরশীল বিধায় আয়দানী-তেও পার্থক্য হওয়া অপরিহার্য। কেননা কর্তব্যে পার্থক্য রেখে যদি সকলের আয়দানী সহান করে দেওয়া হয়, তবে এর মাধ্যমে কখনও ন্যায় ও সুবিধার প্রতিষ্ঠিত হতে পারবে না। এভাবস্থায় কিছু লোকের আয়দানী তাদের কর্তব্যের তুলনায় বেশি এবং কিছু লোকের কম হবে, যা সুস্পষ্ট অবিচার। এখেকে স্পষ্ট হয়ে উঠল যে, আয়দানীতে পূর্ণ সাম্য কোন যুগেই ইনসাফতিতিক হতে পারে না। সুতরাঁ সমাজ-তত্ত্ব তাঁর চরিত্র উপরির মুগে (পূর্ণ মাঝায় সাম্যবাদের মুগে) যে সাম্যের দাবি করে, তা কোন অবস্থাতেই প্রযোজ্য ও ইনসাফতিতিক নহ। তবে কাঁর কর্তব্য বেশি, কাঁর কম এবং এ হারে কাঁর কর্তৃকু অধিকার হওয়া উচিত, এটা নির্ধারণ করা নিঃসন্দেহে অত্যন্ত দুরাহ ও কঠিন কাজ। এটা সঠিকভাবে নির্ধারণ করার জন্য মানুষের কাছে কোন মাপকাঠি নেই। যাবে যাবে দেখা যায় একজন দক্ষ ও অভিজ্ঞ ইঞ্জিনিয়ার এক ঘণ্টায় এত টাকা আয় করে, যা একজন জনক প্রযুক্তির সারাদিন অনেক অন যাত্তি ব্যয়েও আয় করতে পারে না। কিন্তু ইনসাফের দৃষ্টিতে দেখলে এক তো প্রয়ি-কের সারাদিনের আধীন পরিপ্রেক্ষ ইঞ্জিনিয়ারকে প্রদত্ত তাঁর দাখিলের সমান হতে পারে না, এছাড়া ইঞ্জিনিয়ারের আয়দানী কেবল এক ঘণ্টার পরিপ্রেক্ষের প্রতিসামন নহ; বরং এতে বছরের পর বছর যান্তিক ক্ষয় ও অধ্যবসায়ের প্রতিসামনেও অংশ আছে, যা সে ইঞ্জিনিয়ারিং শিক্ষা অর্জনে ও প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত এবং তাতে অভিজ্ঞতা ও দক্ষতা অর্জনে সহ্য করেছে। সমাজতত্ত্ব তাঁর গ্রাহ্যিক ক্ষেত্রে আরের এই পার্থক্য দীক্ষার করে নিয়েছে।

১. সমাজতত্ত্ব কর্তব্য এই যে, আয়দানীতে পুরোপুরি সাম্য আনন্দন করা যদিও আর্থিক-ভাবে সত্যবাচক নহ, কিন্তু সমাজতত্ত্বের প্রাথমিক সূচীবিত্তসমূহ পাশে অব্যাহত ধারণা করিবাতে এমন এক বৃগ আসবে, যখন আয়দানীতে পুরোপুরি সাম্য অধ্যয় যাইকানাক পুরোপুরি অভিজ্ঞতা সম্পর্ক হবে। সেটা হবে পূর্ণ মাঝায় সাম্যবাদের বৃগ।

সেইতে সকল সমাজতাত্ত্বিক দেশে জনসংখ্যার বিভিন্ন করের মধ্যে বেভুলের বিরাট পার্শ্বক দেখা যায়। কিন্তু এ ব্যাপারেই তাদের পদস্থজন হটেছে যে, উৎপাদনের সকল উৎস সরকারের তহবিলে দিয়ে জনসংখ্যের কর্তব্য নির্ধারণ ও তসমুয়ালী আমদানী বন্টনের কাছেও সরকারের কাছে ম্যান করেছে। অথচ উপরে বলিত রয়েছে যে, কর্তব্য ও অধিকারের মধ্যে অনুগাত কায়েম রাখার জন্য মানুষের কাছে কোন মাপকাণ্ড নেই। সমাজতাত্ত্বের কর্মগুলিতে অনুযায়ী সারা দেশের মানুষের জীবিকা নির্ধারণের কাজ সরকারের বিভিন্ন কর্মীর হাতে এসে গেছে। তারা হাকে হত্তুক ইচ্ছা, দেওয়ার এবং হত্তুক ইচ্ছা, না দেওয়ার ক্ষমতা লাভ করেছে। অর্থমত এতে দুর্বীলি ও অজন প্রাতির জন্য প্রশংসন ময়দান খোজা রয়েছে, যার সিঁড়ি বেয়ে আমদানী বন্টন করতে আগ্রহী হয়, তবে তাদের কাছে এমন কোন মাপকাণ্ড আছে কि, যদ্যরা তারা একজন ইতিনিরাম ও একজন প্রয়োকের কর্তব্যের পার্শ্বক এবং ভদনুগাতে তাদের আমদানীর ইনসাফতিতিক পার্শ্বক সম্পর্কে করসালা দিতে পারে?

বাস্তব ঘটনা এই যে, এ বিষয়ের করসালা মানব বুঝির অনুভূতির উর্ধে। তাই সর্বশক্তিশান্ত আরাহ একে নিজের হাতে রেখেছেন। আশোচ **وَنَعْلَمُ بِمَا فِي أَرْجَانِ**

فَوْقَ بَعْضٍ دَرْجَاتٍ—আরাহে আরাহ তাঁরামা ইমিত করেছেন যে, এই পার্শ্বক নির্ধারণের কাজ আবি মানুষকে সোগৰ্ম করার পরিবর্তে নিজের হাতে রেখেছি। এর অর্থ এখানে তাই যে, দুনিয়াতে প্রত্যেকের প্রয়োজন অপরের সাথে জড়িত করে দেওয়া হয়েছে। কলে প্রত্যেকেই নিজের প্রয়োজন মেটানোর জন্য অপরকে তত্ত্বুক দিতে বাধ্য, হত্তুকুর সে বোগা। এখানেও পারস্পরিক মুখাপেক্ষিতার উপর ভিত্তি-শীল আমদানী ও ঝুঁতানীর ব্যবহা প্রত্যেকের আমদানী নির্ধারণ করে। অর্থাৎ প্রত্যেকেই নিজে করসালা করে যে, হত্তুক কর্তব্য সে নিজ দায়িত্বে নিয়েছে, তার কর্তৃক বিনিয়ন তার জন্য অব্যুক্ত। এর কথ পাওয়া গেলে সে সেই কাজ করতে সম্মত হয় না এবং যেশি চাইলে প্রতিপক্ষ তাকে কাজে নিয়োজিত করে না। **مُتَكَبِّرُونَ**

بِإِذْنِ رَبِّهِ—বাকের অর্থ তাই যে, আমি আমদানীতে পার্শ্বক এ কারণে রেখেছি, হাতে একজন অপরের ধারা কাজ করিয়ে নেম। নতুন সকলের আমদানী সমান হলে কেউ কোনও কোন কাজে আসত না।

তবে কতক অস্বাভাবিক পারিষিদ্ধিতেই বড় বড় পুঁজিগতিরা আমদানী ও রংগতি-নীর এই প্রাকৃতিক বাবহা থেকে অবেধ কায়দা লাঠিতে পারে, তা গরীবদেরকে জাহের প্রকৃত প্রাপ্ত অপেক্ষা কয় যত্নস্থিতে কাজ করতে বাধ্য করতে পারে। ইসলাম প্রথমত ইমার-হারায় ও কারেয-নাজায়েরের সুস্রূপসারী বিধি-বিধানের সামাজিক এবং বিতীয়ত নিয়ন্ত্রিক আচরণপাবলী ও গরুকার চিঞ্চার মাধ্যমে এহেন পরিষিদ্ধি সৃষ্টি হওয়ার পক্ষ বাধার প্রাচীর গড়ে ফুলেছে। যদি কখনও কোন স্থানে এই পরিষিদ্ধির উভব হয়ে বায়, তবে ইসলাম রাষ্ট্রকে অস্বাভাবিক পরিষিদ্ধির সীমা পর্যন্ত সজুরি নির্ধারণের জন্য দান করেছে। বলা বাহ্য, এটা কেবল অস্বাভাবিক পরিষিদ্ধি পর্যন্ত সীমিত বিধান এর জন্য উৎপাদনের সকল উৎস সরবকারের হাতে সমর্পণ করার কোন প্রয়োজন নেই। কেননা, এর কতি উপকারের তুলনায় অনেক বেশি।

ইসলামী সাম্যের অর্থ : উল্লিখিত ইসলামসমূহ থেকে এ কথা স্পষ্টেরপে ঝুঁটে উঠে যে, আমদানীতে পুরোপুরি সাম্য ন্যায় ও সুবিচারের সাবি নয়। এ সাম্য কার্যত কেবল কার্য হয়নি এবং হতে পারে না। এটা ইসলামেরও কৃত্য নয়। তবে ইসলাম-আইন, সামাজিকতা ও অধিকার আদারের ক্ষেত্রে সাম্য প্রতিষ্ঠা করেছে। এর অর্থ এই যে, উল্লিখিত প্রাকৃতিক কর্মপদ্ধতি অনুসারে যার ঘটনাকু অধিকার নির্দিষ্ট হয়ে যায়, তা অর্জন করার আইনগত ও সমাজগত অধিকারে সকলেই সমান। এ বিষয়ের কোন অর্থ হয় না যে, একজন ধনী, প্রভাব প্রতিপত্তিশালী ও পদাধিকারী ব্যক্তি তার অধিকার সম্পত্তি ও সহজে অর্জন করবে, আর গরুর বেচারী তার অধিকার অর্জনের জন্য ধারে ধারা থেরে ক্ষিতবে এবং লালিত ও অগ্রানিত হবে, আইন ধনীর অধিকার সংরক্ষণ করবে আর পরীবদের বেলায় আইনের বাণী নিভৃতে কাঁদবে। এ বিষয়টি হস্তরত আবৃ বকর সিদ্ধীক (রা) খলীফা হওয়ার পর এক তাঙ্গে তুলে ধরেছিলেন : **وَأَنَّمَا مَعَنِي رَأْيِي مِنْ أَنِّي مَنْ يَعْلَمُ بِالْفَعْلِ حَتَّىٰ أَخْذَ الْعِصْنَ لَهُ وَمَنْ يَعْلَمُ أَنِّي مَنْ يَعْلَمُ بِالْفَعْلِ حَتَّىٰ أَخْذَ الْعِصْنَ مِنِّي**—অর্থাৎ আমি যে পর্যন্ত দুর্বলের অধিকার আদায় করে না দেই, সে পর্যন্ত আমার কাছে দুর্বল অপেক্ষা প্রতিপত্তিশালী কেউ নেই এবং আমি যে পর্যন্ত সবাকার কাছ থেকে অধিকার আদায় না করি, সে পর্যন্ত সবজ অপেক্ষা দুর্বল আমার কাছে কেউ নেই।

এমনিভাবে নির্ভেজান অর্থনৈতিক দৃষ্টিকোণে ইসলামী সাম্যের অর্থ এই যে, ইসলামের দৃষ্টিতে প্রত্যেকেই প্রার্জনের সমান সুযোগসুবিধা লাভ করবে। ইসলাম এটা পছন্দ করে না যে, করেকজন বড় বড় ধনপতি ধনসম্পদের উৎস মুখ দখল করে নিজেসের ইজারাদারী প্রতিষ্ঠিত করে দেবে এবং কুল বাবসাহীদের জন্য বাকারে বসাও দুর্বাহ করে তুলবে। সেমতে সুদ, ফটকাবাজি, জুয়া মসৃদারি এবং ইজারাদারী ভিত্তিক বালিজ্জিক দৃষ্টি নিষিক হোগণা করে। এছাড়া বাকাত, শুশ্রা, ধারাজ, তরঙ্গ-পোষণের ব্যায়, দান-খরচাত ও অন্যান্য কর আরোপ করে এখন পরিবেশে গড়ে তোলা হবে, যাতে প্রতোক যানুষ তার বাস্তিগত বৌগাতা, ত্বরণ ও পুঁজি অনুপাতে

উপর্যুক্ত সুযোগ-সুবিধা জাত করতে সক্ষম হয় এবং এর অন্তর্ভুক্তিতে একটি সুবী সমাজ পড়ে উঠতে পারে। এতসবের পরেও আমদানীতে যে পার্থক্য থেকে আছে, তৎক্ষণতপক্ষে অপরিহার্য। মনুষ্যবুদ্ধের শখে দেহম রূপ, সৌন্দর্য, শক্তি, চাহা, জানবুকি, হেঁথা, সত্তান-সত্তাতির বিদ্যমান পার্থক্য মেটানো সম্ভবপর নয়, তেমনি এ পার্থক্যও বিহোগ হওয়ার নয়।

وَلَوْلَا أَن يَكُونَ النَّاسُ أُمَّةٌ وَاحِدَةٌ لَجَعَلْنَا لِمَنْ يَكْفِرُ بِالرَّحْمَنِ
 لِبَيْوَاهُمْ سُقْفًا مِنْ فَضْلِهِ وَمَعَارِجَ عَلَيْهَا يَظْهَرُونَ ثُمَّ لَبِيَوْتِهِمْ
 أَبْوَابًا وَسُرُّاً عَلَيْهَا يَشْكُونَ ثُمَّ رُزْخُرْفَاءٌ وَإِنْ كُلُّ ذِلِّكَ لَنَا
مِنْ نَاءِ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ عِنْدَ رَبِّكَ لِأَمْشِقِينَ

(৩৪) সবি সব মানুষের এক অভাবলাভী হয়ে থাওয়ার আশঁকা না থাকত, তবে যারা আলাহকে আরোকার করে আরি তাদেরকে দিতায় তাদের পুরোজনে দোপা নিমিত্ত ছাদ ও সিঁড়ি, যার উপর তারা চढ়ত (৩৫) এবং তাদের পুরোজনে যারা দরজা দিতায় এবং পাইক দিতায়, আতে তারা হেলান দিয়ে বসত। (৩৫) এবং কর্ণ-নিমিত্তও দিতায়। এগুলো সবই তো পার্থিব জীবের কোণ সামঁরী যাত। আর গুরুকাল আপনার পাইককর্তার কাছে তাদের জনেই থারা ক্ষম করে।

তক্ষণীয়ের সার-সংজ্ঞণ

(কাফিররা ধন-সম্পদের প্রাচুর্যকে নবুমত জাতের শর্ত মনে করে, অথচ নবুমত এক অবান বিষয়—এর যৌগিকার শর্তও মহানই হওয়া উচিত। পাখির ধন-সৌলভ্য ও প্রজাব-প্রতিপত্তি আমার কাছে ছেত বিকৃষ্ট যে,) রৌপ্য (রোপ) সব মানুষের এক অভাবলাভী (অর্থাৎ কাফির) হয়ে থাওয়ার আশঁকা না থাকত, তবে যারা আলাহকে সাথে কুফরী করে, (কলে আলাহকে কাছে শুব দ্যুতি হয়) আরি তাদেরকে জিতায় তাদের পুরোজনে রৌপ্য নিমিত্ত ছাদ, (রৌপ্য নিমিত্ত) সিঁড়ি যাতে উপর তারা উঠত (ও নামত)- এবং তাদের পুরোজনে (রৌপ্য নিমিত্ত) দরজা দিতায় এবং (রৌপ্য নিমিত্ত) পাইক দিতায়, আতে তারা হেলান দিয়ে বসত এবং (এসব বস্তুই) কর্ণ নিমিত্তও দিতায়। (অর্থাৎ কিছু রৌপ্য ও কিছু কর্ণ নিমিত্ত দিতায় (কিন্তু এসব আসবাবপত্তি সকল কাফিরকে এজনা দেওয়া হয়নি যে, অধিকাংশ মানুষের অভাবে ধন-সম্পদের জাঙ্গা প্রবল। কাজেই এসব আসবাবপত্তি কুফরের নিচিত কারণ হবে বেত। কলে আর সংখ্যাক গোক বাদে প্রায় সকলেই কুফরী অবজ্ঞন করত।

তাই সবচে কাফিরকে এই উহুর দান করিনি। এই উপর্যোগিতা লক্ষ্য না হলে তাই কর্তৃতাম। বলা বাহ্য, শর্তুকে অুলাবান বস্তু দেওয়া হয় না। এ থেকে জানা গেল যে, পার্থিব ধন-সম্পদ প্রকৃতপক্ষে কোন মহৎ বস্তু নয়। কাজেই এটা অবুলতের ন্যায় প্রয়োগ পদের যোগ্যতার শর্ত হতে পারে না। পক্ষান্তরে নবুয়তের শর্ত হচ্ছে কতিপয় উচ্চতারের নৈপুণ্য, যা আজ্ঞাহৃত তাঁজালুর পক্ষ থেকে পরগবরণ শক্ত দান কর্ত্তা হয়। এসব নৈপুণ্য মুহাম্মদ (সা)-এর মধ্যে পূর্ণমাত্রায় বিদ্যমান রয়েছে। সুতরাং নবুয়ত তাঁর আজ্ঞাহৃত শোভনীয়—অঙ্গ ও তায়েকের সৰ্দারদের জন্য নয়।) এখনো সবই (অর্থাৎ উচিতিষ্ঠ আসবাবপত্তি) তো পার্থিব জীবনের ডেঙ্গপাঞ্চন যাই। আর পরকাল (যা চিরকাল ও তদন্তে উত্তম, তা) আপনার পালনকর্তার কাছে আজ্ঞাহৃত ভৌতিকে জন্মেই।

অস্ত্রালির আত্ম বিদ্য

ধন-দৌলতের প্রাচুর্য প্রের্তছের কারণ নয় : কাফিররা বলেছিল, মুঙ্গা ও তায়েকের কোন বড় ধনতা বাসিকে পরগবর করা হজ না কেন? আজোচ আয়াতসমূহে এর বিভীষণ ঝঙ্গাব দেওয়া হয়েছে। এর সারবর্থ এই যে, নিঃসন্দেহে নবুয়তের জন্য কিছু যোগ্যতা ও শর্ত থাকা জরুরী। কিন্তু ধন-দৌলতের প্রাচুর্যের ভিত্তিতে কাউকে নবুয়ত দেওয়া যাব না। কেননা, ধন-দৌলত আয়ার দুষ্টিতে এত নিষ্কৃত ও হেয় যে, সব মানুষের কাফির হয়ে থাওয়ার আশকো না থাকলে আর্থি সব কাফিরের উপর অর্ধ-রোগের শৃঙ্খল বর্ষণ করতাম। তিরিয়ীর এক হাদৌসা রাসুলুল্লাহ (সা) বলেন :
 لَوْ كَانَتِ الدِّيَنِيَا تَعْدِلُ فَنَدِّ الْمُلْكُ جَنَاحٌ بِعَوْقَبَةٍ مَا سَقَىٰ يَا فَرَا :
 — منْهَا شَرٌّ بِمَا
 (বজেন :
 مুন্মিয়া যদি আজ্ঞাহৃত কাজে যশান এক পাথার সমানও মর্মাদা রাখত, তবে আজ্ঞাহৃত তাঁজালুর কোন কাফিরকে মুন্মিয়া থেকে এক তোক পানিও দিতেন না। এ থেকে জানা গেল যে, ধন-সম্পদের প্রাচুর্যও কোন প্রের্তছের কারণ নয় এবং এর অভাবও মানুষের মর্মাদাহীন হওয়ার আলায়ত নয়।
 তবে অবুলতের জন্য কতিপয় উচ্চতারের শুণ থাকা অভ্যবশ্যক। সেগুলো মুহাম্মদ (সা)-এর মধ্যে পূর্ণমাত্রায় বিদ্যমান রয়েছে। কাজেই কাফিরদের আপত্তি সম্পূর্ণ জসার ও বাতিল।

আজাতে ‘সব মানুষ কাফির হয়ে যেত’ এর অর্থ বিরাট সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষ কাফির হয়ে যেত। নতুবা আজ্ঞাহৃত কিছু বাস্তাহ আজও আছে, যারা বিবাস করে যে, কুকুরী অবস্থান করে তারা ধন-দৌলতে আত হয়ে যেতে পারে। কিন্তু তারা ধন-দৌলতের খাতিরে কুকুরী অবস্থান করে না। জ্ঞান কিছু জোক সম্ভবত তথনও ইমানকে আকৃতে থাকত। কিন্তু তাদের সংখ্যা হত আটাঁয় মধ্যে জবালের তুলা।

وَمَنْ يَعْشُ عَنْ ذِكْرِ الرَّحْمَنِ نُفِيتْ لَهُ شَيْطَنًا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ ⑥ وَإِنْ هُمْ
 لَيَضْلُلُونَ ۖ وَنَمْ عَنِ السَّبِيلِ ۖ وَيَجْسِبُونَ ۖ إِنَّهُمْ مُهْتَدُونَ ۖ حَتَّىٰ إِذَا جَاءُهُمْ

قَالَ يَلْيَتِ بَيْنِي وَبَيْنَكَ بُعْدَ الْمُشْرِقَيْنَ فَيُئْسَ الْقَرِينِ ۝ وَلَنْ
يَنْفَعُكُمُ الْيَوْمَ إِذْ ظَلَمْتُمْ أَنْتُكُمْ فِي الْعَدَابِ مُشْرِكُونَ ۝ كَانَتْ
لُؤْلُؤُ الصَّمَمَ أَوْ تَهْرِيَءُ الْعُنَى وَمَنْ كَانَ فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ ۝ فَإِنَّا
كُذَّهَبْنَا بِكَ قَوْنًا وَمِنْهُمْ مُّنْتَقِمُونَ ۝ أَوْ ثُرَيْكَ الْذَّنِي وَعَدَنُّهُمْ
قَوْنًا كَعْلِيهِمْ مُّفْتَرِدُونَ ۝ قَاسِمَكُنْ بِالْذَّنِي أُوْجِي إِلَيْكَ إِنْكَ عَلَّ
صِرَاطَ مُشْرِقَيْنِ ۝ وَإِنَّهُ لَذُكْرُ لَكَ وَلِقَوْمِكَ وَسُوفَ تَسْأَلُونَ ۝ وَسَلَّ
مَنْ أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رُسُلَنَا أَجْعَلْنَا مِنْ دُونِ الرَّحْمَنِ

الْهَمَةُ يُغَيِّدُونَ ۝

- (৩৬) যে কাঞ্চি দয়ালুর আরাহত সহরপ থেকে তোব কিরিয়ে নেব, আমি তার জন্য এক শরতান নিম্নোজিত করে দেই, অগ্রপ সে-ই হয় তার সঙ্গী। (৩৭) শরতান-নাই আমুয়াকে সৎপথে বাধা দান করে, আর আনুষ যানে করে দে, তারা সৎপথে রাখেছে। (৩৮) অথবায়ে অধন সে আমার কাছে আসবে, অধন সে শরতানকে বলবে, হার, আমার ও তোমার অধো যদি পূর্ব-গণিতের দুরহ থাকত। কত হৈন সঙ্গী সে। (৩৯) তোমরা অধন কুকুর করছিলে, তখন তোমাদের আজকে আমাৰ শৰীক হওয়া কোন কাজে আসবে না। (৪০) আগনি কি বধিৱকে শোনাতে পারবেন? অথবা যে অজ ও যে স্বচ্ছ গবাঙ্গল্টায় লিংগ, তাকে সথ প্রদর্শন করাতে পারবেন? (৪১) অগ্রপ আমি যদি আগনাকে নিয়ে আই, তবু আমি তাদের কাছ থেকে প্রতিশোধ নেব। (৪২) অথবা যদি আমি তাদেরকে যে আবাবের ওয়াদা দিবেছি, তা আগনাকে দেখিয়ে দেই, তবু তাদের উপর আমার পূর্ণ ক্ষমতা রাখেছে। (৪৩) অতএব আগনার প্রতি যে ওহী নাধিল কুলা হয়, তা দৃঢ়ভাবে অবস্থন করুন। নিঃসন্দেহে আগনি সরোজ পথে রাখেছেন। (৪৪) এটা আগনার ও আগনার স্বত্ত্বালোর অন্য উল্লিখিত থাকবে এবং শৌন্দুর আগনারা জিজ্ঞাসিত হবেন। (৪৫) আগনার পূর্বে আমি যেসব রসূল প্রেরণ করেছি, তাদেরকে জিজেস করুন, দয়ালুর আরাহ ব্যতীত আমি কি কোন উপাসা দ্বির করেছিলাম ইবাসতের জন্য?

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

বে বাতি আজ্ঞাহর উপসেশ (অর্থাৎ কোরআন ও গাহী) থেকে (জেনেতনে) অজ হবে যায়, (যেমন, কাফিররা পর্যাপ্ত ও সতোহজনক প্রমাণাদি সংগ্রহ সংজ্ঞে) আমি তার জন্য এক শয়তান নিয়োজিত করে দেই, অতপর সে-ই হয় তার (সর্বকালীন) সহচর। তারাই (অর্থাৎ এসব সহচর শয়তানমরাই) তাদেরকে (অর্থাৎ, কোরআন থেকে বিদ্যুৎ যানুষকে সর্বদা) সৎপথে বাধাদান করে। (নিয়োজিত করার এটাই ক্ষম।) আর তারা (সৎপথ থেকে দূরে থাকা সংজ্ঞে) মনে করে যে, তারা সৎপথে আছে। (জতওব এরাগ মৌকদের সৎপথে আসার আশা নেই। কাজেই আপনি দুঃখ করবেন না এবং মনে সালফনা রাখুন যে, তাদের এ গোকুলতি সহরই দূর হবে। তারা সুন্নতই নিজেদের তুল বুঝতে পারবে। কেননা, এটা কেবল দুমিয়া পর্বতই সীমাবন্ধ।) অবশেষে যখন সে আবাব কাছে আসবে (এবং তার তুল প্রকাশ পাবে), তখন (সহচর শয়তানকে) বলবে, হার, আমার ও তোমার মধ্যে যদি (দুনিয়াতে) পূর্ব ও পশ্চিমের দুরহ থাকত (কেননা, তুমি) হিজে মিহল্পট সহচর। (তুমিই তো আমাকে পথভূষণ করেছিলে, কিন্তু এ পরিতাপে তখন কাজে আসবে না। এ ছাড়া তাদেরকে বলা হবে,) তোমরা যখন (দুনিয়াতে) কুফর করেছ, তখন আজ যেমন পরিতাপে তোমাদের উপকারে আসেনি (তেমনি) আজকের এ বিহুটিগু (অর্থাৎ তোমার ও শয়তানের) আবাবে শয়ীক হওয়া তোমাদের কোন উপকারে আসবে না। (দুনিয়াতে যাবে যাবে অন্যদেরকেও নিজের মত বিগে শয়ীক দেখে যেমন, এক প্রকার সালফনা জাত হয়, জাহাজামের আবাবে হবে ধূব তীত। অপরের দিকে ত্রুঁকেগণ হবে না। প্রত্যেকেই নিজেকে সর্বাধিক আবাবে বিষ্ণু মনে করবে।) অতওব (আপনি যখন আবেলেন রে, তাদের হিদারতের কোন আশা নেই, তখন) আপনি কি (এমন) বধিরকে ক্ষমাতে পারবেন? অথবা বে অজ ও বে প্রকাশ্য পথভূষণতায় হিপ্ত, তাকে পথে আনতে পারবেন? (অর্থাৎ তাদের হিদারত আপনার ইত্তিজ্ঞারের বাইরে।) অতপর (তাদের এই অবাধ্যতার কারণে অবশ্যই শাস্তি হবে—আপনার জীবদ্ধশার অথবা ওকাতের পরে। সুতরাং) আমি যদি আগনাকে (দুনিয়া থেকে) নিরে যাই, তবুও আমি তাদের কাছ থেকে প্রতিশোধ নেব, অথবা যদি আমি তাদেরকে যে আবাবের ওয়াদা দিয়েছি তা (আপনার জীবদ্ধশার তাদের উপর নাথিল করে) আপনাকে তা দোখাই দেই, তবুও (অবাক্তর নয়। কেননা) তাদের উপর আমার পূর্ণ ক্ষমতা রয়েছে। (অর্থাৎ আবাব অবশ্যই হবে—যখনই হোক। অতওব আপনি সালফনা রাখুন এবং নিশ্চিতে) কোরআনকে দৃঢ়ভাবে অবলম্বন করুন, যা আপনার প্রতি ওইর মাধ্যমে নাহিল করা হয়েছে। (কেননা) আপনি নিঃসন্দেহে সরল পথে আছেন। (অর্থাৎ নিজের কাজ করে যান, অপরের কাজের জন্য দুঃখ করবেন না।) এ কোরআন (যা অবলম্বন করতে বলা হয়েছে,) আপনার জন্য ও আপনার সম্পূর্ণারের জন্য ধূব সম্মানের বশ। (কারণ, এতে আপনাকে প্রত্যক্ষভাবে এবং আপনার সম্পূর্ণারকে পরোক্ষভাবে সংৰোধন করা হয়েছে। সাধারণ

আজ্ঞা-বাদশাহৰ সাথে কথা বলাকে সত্যানের বিষয় মনে করা হয়। আজ্ঞাধিরাজ আজ্ঞাহৃত সাথে কথা বলেন, তার তো সত্যানের অঙ্গই থাকে না।) শীভুই (কিম্বামতের দিন) তোমরা (নিজ নিজ সারিত্ব সম্পর্কে) জিজ্ঞাসিত হবে। (আপনাকে কেবল তবুগুগ সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হবে, যা আপনি পূর্ণরূপে সম্পদন করেছেন। আর তাদেরকে কর্তৃ সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হবে। সুতরাং তাদের কর্তৃ সম্পর্কে স্বতন্ত্র আপনি জিজ্ঞাসিত হবেন না, তখন আপনার চিন্তা কিসের? আমার অবগুণ্য ওহীতে তঙ্গহীন সম্পর্কেই কাফিদের বড় আগতি। প্রকৃতপক্ষে এর সত্যতার ব্যাপারে সকল পরগতিরই একমত। সেখতে আপনি হাদি চান, তবে) আপনার পূর্বে আমি যেসব সরগতির প্রেরণ করেছি, তাদেরকে জিজ্ঞেস করুন (অর্থাৎ তাদের অবশিষ্ট কিন্তু ও সহীফান অনুসর্কান করে দেখুন), দয়াময় আজ্ঞাহৃত ব্যাতীত (কোন সময়) আমি কি কোন উপাস্য হিন্দ করেছিলাম তাদের ইবাদত করার জন্য? (এতে উদ্দেশ্য অপরাকে শুনানো যে, কেউ চাইলে অনুসর্কান করে দেখুক। কিন্তারে খুঁজে দেখাকে “পরগতিরজগকে জিজ্ঞাসা করুন” বলে ব্যক্ত করার উদ্দেশ্য কাফিদের অক্ষমতা ঝুঁটিয়ে তোলা।)

আনুষঙ্গিক কাউন্ট্য বিষয়

وَمِنْ يُعْلَمُ مِنْ نَّارٍ

الرِّحْمَن—উদ্দেশ্য এই যে, যে বাস্তি আজ্ঞাহৃত উপদেশ অর্থাৎ কোরআন ও ওহী থেকে জেনেগুনে বিমুখ হয়, আমি তার জন্য এক শয়তান নিয়োজিত করে দেই। সে দুনিয়াতেও তার সহচর হয়ে থাকে এবং তাকে সৎকর্ম থেকে নিরত করে, কুরুর্মে উৎসাহিত করে এবং পরকালেও স্বতন্ত্র সে কবর থেকে উত্থিত হবে, তখন তার সজে থাকবে। অবশেষে উত্তরে জাহানায়ে প্রবেশ করবে। (কুরুতুবী) এ থেকে জানা গেল যে, আজ্ঞাহৃত স্মরণ থেকে বিমুখতার এতটুকু শাস্তি দুনিয়াতেই গাওয়া হায় যে, তার সংসর্গ খালাপ হয়ে থাই এবং মানুষ-শয়তান অথবা ছিন-শয়তান তাকে সৎকর্ম থেকে দুরে সরিয়ে অস্ত করের নিকটবর্তী করে দেয়। সে পথজ্ঞতার বাবতীয় কাজ করে, অথচ মনে করে যে, খুব ভাল কাজ করছে। (কুরুতুবী) এখানে যে শয়তানকে নিয়োজিত করার কথা বলা হয়েছে, সে সেই শয়তান থেকে ভিজ, যে প্রত্যেক মুমিন ও কাফিয়ের সাথে নিয়োজিত রয়েছে। কেননা, সেই শয়তান মুমিনের নিকট থেকে বিশেষ বিশেষ সময়ে সরেও থাই, কিন্তু এ শয়তান সদাসর্বদা জোকের মত জেগেই থাকে।—(বয়ানুল কোরআন)

وَلَنْ يَنْفَعُكُمُ الظُّرُومُ

—এ আজ্ঞাতের দুর্বলতা তফসীর হতে পারে—এক, স্বতন্ত্র তোষাদের কুরুক্ষ ও শিরক প্রয়োগিত হয়ে গেছে, তখন পরকালে তোষাদের এ পরিচাপ কোম কাজে আসবে না যে, হায়, এই শয়তান হাদি আজ্ঞা থেকে দুরে থাকত।

কেননা, তখন তোমরা সবাই আমাবে শরীক থাকবে। এমতাবছায় **أَنْتُمْ فِي الْعَذَابِ إِنْ كُمْ فِي الْعَذَابِ**
—এর অর্থ হবে **لَا نَكْمٌ**

বিভীষণ সত্ত্বাৰ তফসীর এই যে, সেখানে পৌছাব পৱ তোমাদের ও শ্রতানদের আমাবে শরীক হওয়া তোমাদের জন্য ঘোটেই উপকারী হবে না। মুনিয়াতে অবশ্য একগ হয় যে, একই বিগদে কয়েকজন শরীক হলে প্রত্যেকের দৃঢ়ত্ব কিন্তু হাজকো হয় বলে, কিন্তু পৱকারে হেহেতু প্রত্যেকেই নিজেকে নিয়ে বাস্তুত থাকবে এবং কেউ কারণ দৃঢ়ত্ব হটাতে পারবে না, তাই আমাবে শরীক হওয়া কোন উপকার দিবে না। এমতাবছায় **إِنْ كُمْ** হবে **لَا نَكْمٌ** কিমার কর্তা।

سُخْرَىٰ تَحْمِلُونَ وَأَنَّ لَذْكُرْكَ وَلَقَوْمِكَ (এ কোরআন
আগনার ও আগন্তুর সম্মুদারের জন্য খুবই সম্মানের বৰ।) —**لَا**—এর অর্থ এখানে
সুখ্যাতি। উদ্দেশ্য এই যে, কোরআন পাক আগনার ও আগনার সম্মুদারের জন্য মহা-
সম্মান ও সুখ্যাতির কারণ। ইমাম রায়ী বলেন, এ আয়াত থেকে আমা গেল যে,
সুখ্যাতি একটি কামা বিষয়। তাই আজাহ্ তা'আজা এখানে একে অনুগ্রহীতৱাপ উল্লেখ
করেছেন এবং এ কারণেই হয়ত ইবলাহীয় (আ) এই দোষা করেছিলেন—
وَأَجْعَلَ—**نَّبِيًّا لِسَانَ صِدْقٍ فِي أَخْرَىٰ**—(তফসীরে কবীর) কিন্তু মনে রাখা দরকার যে,
সুখ্যাতি তখনই উত্তম, যখন তা জীবনের লক্ষ্য না হয়ে সৎকর্মের সৌজন্যে আগনা-
আগনি অভিষ্ঠ হয়। পক্ষান্তরে যানুয় যদি সুখ্যাতির লক্ষ্যেই সৎকর্ম করে, তবে এটা
রিয়া, যা সৎকর্মের যাবতীয় উপকারিতা বিনষ্ট করে দেয় এবং পাপের বোকা বড় হয়।
আয়াতে “আগনার সম্মুদার” বলে কারণ কারণ মতে কোরাইশ পোজাকে বোকানো
হয়েছে। কিন্তু আরামা কুরআনী বাণেন, এতে সম্পূর্ণ উত্তমতকে বোকানো হয়েছে।
কোরআন পাক সকলের জন্যেই সম্মান ও সুখ্যাতির কারণ।

وَأَصْلَلَ مِنْ أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رِسْلِنَا—(আগনার পূর্বে আমি
যে সব পরম্পরার প্রেরণ করেছি, আগনি তাদেরকে জিতেস করুন।) এখানে প্রৱ হয়
যে, পূর্ববর্তী পরম্পরারগণ তো ওকাত পেয়ে গেছেন। তাদেরকে জিতেস করার আদেশ
কিরাপে দেওয়া হল? কোন কোন তফসীরবিদ এর জওয়াবে বলেন যে, আয়াতের
উদ্দেশ্য হল আজাহ্ তা'আজা যদি মু'জিয়াতুর্রাপ পূর্ববর্তী পরম্পরাগণকে আগনার
সাথে সাক্ষাৎ করিয়ে দেন, তবে তাদেরকে একধা জিতেস করুন। সেজতে মি'জাজ
রজনীতে রসুজুজাহ্ (স)-র সকল পরম্পরারের সাথে সাক্ষাৎ ঘটেছিল। কুরআনী বলিত

કોન કોન રેઓરાજેન્ડ થેકે જાના આર, રસૂલુલાહ (સ) પરગદરગપેર ઈયામત દેખે આમદેરકે એ બિઝરે જિલેસ કરેછિને। કિન્તુ એસબ રેઓરાજેન્ડની સનદ જામા આવની। અધિકાંશ તકસૌરાખિદેર માતે આરાતેર અર્થ એહી હે, પરગદરગપેર પ્રતિ અબડોં કિઢાબ ઓસ્થીફાસ ખુંજે દેખુન એવં ડાદેર ઉત્તમતેર આળિયગપેર ક્રિલેસ કરુની। દેસમાતે બની ઇસરાઈલેર પરગદરગપેર સથીફાસમુહે વિકૃતિ સંદેશ ડગ્હીદેર શિક્ષા ઓ શિરકેર સાથે સંસ્કરણેદેર શિક્ષા આજ પર્વત વિદ્યારાન રાજેહે। ડેસાનુભૂત વર્તમાન વાઇબેલેર કિન્તુ બાક્ય ઉચ્છૃત કરના હજ.

વર્તમાન ડગ્હીદેર આહે :—માતે તૃયિ જાન હે, ખોદાઉરાન્દે ખોદા, તિનિ વાતીત કેટેહિ નેહે।—(એસ્ટેહના—૩૫—૪)

શુન હે ઇસરાઈલ, ખોદાઉરાન્દ આમદેરને એક ખોદા।—(એસ્ટેહના ૪—૬)

દ્વારાત આપિએરા (આ)-એર સથીફાસ આહે :

આમિએ ખોદાઉરાન્દ, અન્ય કેટુ નન્દ। આમાકે હાડ્યા કોન ખોદા નેહે, માતે પૂર્વ થેકે પણ્ય પર્વત જોકેરા જાને હે, આમાકે હાડ્યા કેટુ નેહે, આમિએ ખોદાઉરાન્દ, આમાકે હાડ્યા અન્ય કેટુ નેહે।—(ઇયાહિયા ૬—૫ : ૪૫)

દ્વારાત ઈસા (આ)-એ ઉદ્દિષ્ટ વર્તમાન વાઇબેલે રાજેહે :

“હે ઇસરાઈલ, શુન, ખોદાઉરાન્દ આમદેર ખોદા એકેહ ખોદાઉરાન્દ। તૃયિ ખોદાઉરાન્દ ડોમાર ખોદાકે સંસ્કર અને સંસ્કર પ્રાપે એવં ત્રિજ વિબેક ઓ સંસ્કર શક્તિ થારા ડાનબાસ। (મરકાસ ૧૨—૨૯ થાડા ૨૨—૩૬)

વાણિત આહે હે, તિનિ એકવાર મોનોજાતે બલેછિનેન :

એવં ચિરાતન જીવન એદે હે, તારા તૃયિ એકક ઓ સડ્ય જાણાહુકે એવં ઈસા યસીન્હકે—યાકે તૃયિ પ્રેરણ કરોછ—ચિનબે (ઇઉદ્હારા ૩—૧૧)

وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ إِلَيْنَا إِلَى فِرْعَوْنَ وَمَلَائِكَهُ فَقَالَ رَبِّي رَسُولٌ
 رَّبِّ الْعَالَمِينَ ۝ قَلَّمَا جَاءَهُمْ بِإِيمَانٍ إِذَا هُمْ قَبْنَهَا يَضْحَكُونَ ۝ وَمَا يُرْتَدُونَ
 مِنْ آيَةٍ لَا هِيَ أَكْبَرُ مِنْ أُخْتِهَا وَأَخْذَنَهُمْ بِالْعَذَابِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ۝
 وَقَالُوا كَيْفَ يَأْتِيهِ الشَّجَرُ اذْعَنَارَبَّكَ بِمَا عَاهَدَ عِنْدَكَ ۝ إِنَّا لِمُهْتَدُونَ ۝

فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُمُ الْعَذَابَ إِذَا هُمْ يَنْكُشُونَ ۝ وَنَادَهُ فِرْعَوْنُ
 فِي قَوْمِهِ قَالَ يَقُولُ أَلَيْسَ لِي مُلْكٌ وَمَصْرٌ وَهَذِهِ الْأَنْتَرُ بَهْرَمٌ مِنْ
 تَحْتِيٍّ ۚ أَفَلَا تَبْصِرُ دُنَّ ۝ أَمْ أَنَا خَيْرٌ مِنْ هَذَا الَّذِي هُوَ مِنْ
 وَلَا يَكُوْنُ بِيْنِيْنِ ۝ فَلَوْلَا أُلْقِيَ عَلَيْكُمْ أَسْوَرَةٌ مِنْ ذَهَبٍ أَوْ جَاءَ مَعَهُ
 الْمَلَائِكَةُ مُقْتَرِنِينَ ۝ فَاسْتَخْفَ قَوْمَهُ فَأَطْاعُوهُ ۚ إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمًا
 فَسَقِيْنَ ۝ فَلَمَّا آتَسْفُونَا اتَّقْمَنَاهُمْ فَأَغْرَقْنَاهُمْ أَجْمَعِيْنَ ۝ فَجَعَلْنَا
 سَلَفًا وَمَثَلًا لِلأَخْيَرِيْنَ ۝

(৪৬) আমি শুনাকে আমার নিদর্শনাবলী দিয়ে কিন্নাউন ও তার পারিবাসবর্ণের কাছে প্রেরণ করেছিলাম, অতগর সে বলেছিল, আমি হিজ্ব গোপনকর্তার রসূল। (৪৭) অতগর সে ব্যবহ তাদের কাছে আমার নিদর্শনাবলী উপস্থাপন করল, তখন তারা হাস্য-বিস্তুপ করতে লাগল। (৪৮) আমি তাদেরকে বে নিদর্শনই দেখাতাম তা-ই হত গুরুবর্তী নিদর্শন আপেক্ষা হচ্ছ এবং আমি তাদেরকে শান্তি তারা পাকড়াও করলাম, বাতে তারা কিন্তে আসে। (৪৯) তারা অসম, যে আদুকর, তুমি আমাদের জন্য তোমার গোলন-কর্তার কাছে সে বিক্রয় প্রার্থনা কর, যার ওয়াদা তিনি তোমাকে দিয়েছেন; আমরা অবশ্যই সংগঠণ অবস্থান করব। (৫০) অতগর, ব্যবহ আমি তাদের থেকে আবাব প্রত্যাহার করে নিলাম, তখনই তারা অলীকার তল করতে লাগলো। (৫১) কিন্নাউন তার সম্প্রদায়কে থেকে বলল, যে আমার কথা, আমি কি বিসর্গের অধিক্ষিত নই? এই সদীভূতো আমার নিদর্শনে প্রবাহিত হয়, তোমরা কি দেখ না? (৫২) আমি বে প্রেরণ এ শান্তি থেকে, বে নীচ এবং কথা বলতেও সমর্থ নয়। (৫৩) তাকে কেন ক্ষণব্যাপ্ত পদ্ধিধান করানো হল না আববা কেন আসেন না তার সঙ্গে কেরেবতাগল সহ নেই? (৫৪) অতগর সে তার সম্প্রদায়কে বোকা বানিয়ে দিল, যাইলে তারা তার কথা শুনে নিল। বিশ্চর তারা ছিল পাগাতারী সম্প্রদায়। (৫৫)- অতগর, ব্যবহ আমাকে ঝাগাচিত করল, তখন আমি তাদের কাছ থেকে প্রতিষ্ঠান নিলাম এবং নিষিদ্ধিত করলাম তাদের সরাইকে। (৫৬) অতগর আমি তাদেরকে করে দিলাম অতীত জোক ও মৃচ্ছাত পরবর্তীদের জন্য।

তৎসীরের সার-সংক্ষেপ

আমি মুসা (আ)-কে আমার প্রিয়াপাদি (অর্থাৎ শান্তি ও জ্ঞানিক্ষেত্রের কাছের কুঁজিলা দিয়ে ফিরাউন ও তার পারিদর্শকের কাছে প্রেরণ করেছিলাম।) অতগত তিনি (তাদের কাছে এসে) বলেন, আমি বিশ্বাসনকর্তার পক্ষ থেকে (তোমাদের হিসেবেরতের জন্য) রহস্য (বরে এসেছি)। কিন্তু ফিরাউন ও তার পারিদর্শক (শান্তি মা)।) অতশ্চর (আমি অন্যান্য প্রয়োগ শান্তির আকারে তার নবুরত্ন সংগ্রহণ করার জন্য) প্রকাশ করামায়। অর্থাৎ, দৃষ্টিক্ষ ইত্যাদি দিলাম। কিন্তু তাদের অবস্থা তবুও অপরিবিত্ত রইল (এবং) এখন মুসা (আ) তাদের কাছে আমার (সেই) নিদর্শনাবজী উপরিত করে, তখনই তারা (মুজিবাণুলোর কারণে) বিমুগ্ধ করতে আগল (যে, এগুলো কিসের মুজিবা, কেবল মাঝলী ঘটনাবলী। কেননা, দৃষ্টিক্ষ ইত্যাদি এবিনিষ্ঠেও হচ্ছে থাকে। কিন্তু এটা হিল তাদের নিবৃজিত। কারণ, অন্যান্য ইঙিত থেকে প্রারিকার বেষ্টা যাচ্ছিল যে, এসব ঘটনা অস্ত্রাভিক ও মুজিবাণুলে সংঘটিত হচ্ছে। এ কারণেই তারা তার প্রতি মানুর অপবাদ আরোপ করেছিল। নিদর্শনগুলো (এমন হিল যে) আমি তাদেরকে যে নিদর্শনই দেখাতাম, তা হত আমি নিদর্শন অপেক্ষা রহছি। (উদেশ্য এই যে, সকল নিদর্শনই হিল রহছে। এরপ অর্থ নয় যে, প্রত্যেক নিদর্শনই অপর নিদর্শন অপেক্ষা রহছে হিল। বাকপক্ষত্তিতে কয়েক বক্তৃর গৃহণ্তা বর্ণনা করতে হচ্ছে এতাবেই বলা হয় যে, একটি থেকে একটি বড়। বাস্তবেও প্রত্যেক নিদর্শন গূর্ববর্তী নিদর্শন অপেক্ষা রহছে হওয়া সত্ত্বগত) এবং আমি তাদেরকে (এসব নিদর্শন রাগন করে) আমার তারা প্রাক্তনীও করেছিলাম, যাতে তারা (কুকুর থেকে) কিরে অস্তে। অর্থাৎ, নিদর্শনগুলো নবুরত্ন প্রয়োগও হিল এবং তাদের জন্য শান্তিও হিল। কিন্তু তারা কিরে এস না! অথচ প্রত্যেক নিদর্শন দেখার সময়ই তারা কিরে আসার জীবকার করেকর্বার করেছিল) তারা (মুসা (আ)-কে প্রত্যেক নিদর্শনের পর) বলল, হে মানুন্ময় (এ শব্দটি পূর্ব অভ্যাস অনুসারী অধিক হস্তক্ষেত্রের কারণে তাদের মুখ দিয়ে বের হচ্ছে ধূকবে। নতুন এয়েন সানুনৱ আবেদনের সময় এই দুল্টামিগুরু শব্দ বলা অবাকর অনে হচ্ছে। উদেশ্য হিল এই যে, হে মুসা!) কুমি আমাদের জন্য তোমার পাশনকর্তার কাছে এ বিষয়ের দোষা কর, যার ওষাদা তিনি তোমাকে দিয়েছেন। (অর্থাৎ আমাদের অন্তরের শেষের দুর করে দেওয়ার দোষা কর। আমরা জীবকার করাই বৈ, এ আবাব দুর হয়ে গেলে) আমরা অবশ্যই সংগঠ অবস্থন করব। অতগত এখন আমি তাদের থেকে আবাব প্রত্যাহার করে নিলাম, তখনই তারা জীবকার তব করতে আগল। ফেরাউন (সংক্ষেপ মুজিবা দেখে সবার মুসলমান হয়ে যাবার আশেকা করে) তার সম্মানকে ডেকে বলল, হে আমার সম্মান, আমি কি যিসরের (ও তৎসংরিষ্ট এজাকার) অধিগতি নই? (আর দেখ) এই নদীগুলো আমার (আসাদের) নিষ্পন্দেশে প্রবাহিত হচ্ছে। তোমরা কি (এসব বিহুর) দেখ না? (মুসার কাছে তো কিছুই নেই। এখন বল, আমি প্রাপ্ত এবং অনুসরণযোগ্য, না মুসা!) বরং আমিই তো প্রাপ্ত এ শান্তি থেকে (অর্থাৎ, মুসা থেকে) যে (ধন-সম্পদ ও প্রজন্ম-প্রতিষ্ঠিতে) মৌচ (জোক) এবং কথা বলতেও

অঙ্গম। (সে যদি নিজেকে পশ্চাত্তর করে, তবে) তাকে (অর্থাৎ, তার হাতে) কেন অর্পণয় পরিধান করানো হজ না (যেখন, দুনিয়ার বাসগ্রাহীদের গৌড়ি এই যে, কেউ কোন বাস্তিল প্রতি বিশেষ কৃপা করবে তাকে সন্তুষ্য-আমে অর্পণয় পরিধান করার। উক্ষেপ্য এই যে, এ বাস্তি নবৃত্ত পেরে শাকলে আঙ্গুহীর পক থেকে তার হাতে অর্পণয় পরানো হত।) অথবা তার সাথে কেরেশ্পতাপণ মল বৈধে আগমন করত (হেমন, শাহী ও মরাহদের যিছিল এমনিভাবে বের হয়।) ফ্রেটকথা সে (এসব কথারাটা বলে) তার সম্মুদ্রায়কে বোকা বানিয়ে দিত, কলে তারা তাক কথা মেনে নিল। তাজা (পূর্ব প্রেক্ষণে), হিজ লাপাতারী সম্মুদ্র। (তাই ফ্রেরাউনের কথার বেশি প্রতিক্রিয়া হয়।) অতপর বখন তারা (উপর্যুক্তি কৃকর ও হঠকারিতা করে) আমাকে ঝোঁখাহিত করল, তখন আমি তাদের কাছ থেকে প্রতিশোধ নিজাম এবং তাদের সবাইকে মিমিক্ষিত করলাম। অতপর আমি তাদেরকে করে দিজাম অভীত লোক ও পরবর্তী-দের জন্য দৃষ্টিক (“অভীত লোক” করার অর্থ এই যে, মানুষ তাদের কাহিনী স্মরণ করে একে অপরকে শিক্ষা দেয় বৈ, দেখ, আগেকার জোকদের মধ্যে এখন লোকও হিল এবং তাদের এই অবস্থা হিল।)

আনুবাদিক অন্তর্বর্তী বিষয়

হর্ষরাত মুসা (আ)-র ঘটনা পূর্বে বারবার উল্লিখিত হয়েছে। আলোচ্য আঙ্গুহ-সহৃদৈ বগিত ঘটনা বিস্তারিতভাবে সুরা আ'রাফে বিবৃত হয়েছে। এখামে তাঁর ঘটনা স্মরণ করানোর উদ্দেশ্য এই যে, রসুলুল্লাহ (সা) ধর্মাণ্য হিসেবে না বলে কাফিররা তাঁর নবৃত্তে বেসন্দেহ করত, তা কোন নতুন নয়, বরং ফ্রেরাউন ও তার জঙ্গাসমরা এমন সন্দেহ মুসা (আ)-র নবৃত্তেও করেছিল। ফ্রেরাউনের বক্তব্য হিল এই যে, আমি যিসরি সাম্রাজ্যের অধিগতি, আমার প্রায়াসমহের পোদদেশে মদ-নদী প্রবাহিত, কলে আমি মুসা (আ) থেকে ঝোঁক। কাজেই আমাকে বাস দিয়ে সে কিন্তু নবৃত্ত জাত করতে পারে? কিন্তু তার এই সন্দেহ বেছম তার কোন কাজে আসল না, সে সম্মুদ্রায়সহ মিমিক্ষিত হল, তেমনি যক্কার কাফিরদের আগতিও তাদেরকে ইহকাম ও পরিকারের শাস্তি থেকে পরিষ্কার দেবে না।

৩.৭.১০—(এবং সে কথারও শক্তি রাখে না) যদিও মুসা (আ)-র

দোয়ার কলে আঙ্গুহ তা'আলা তাঁর মুখের তোকাবী দূর করে দিয়েছিলেন, কিন্তু তাঁর পূর্বাবস্থাই কিন্তু ফ্রেরাউনের মনে হিল। তাই সে মুসা (আ)-র প্রতি এই দোষ আংশিক করল। এখানে “কথা বলার শক্তি” বলে প্রায়াগাদির সাবলৌক্যতা ও প্রাঞ্জলতাও বোকানো ঘেতে পারে। কিন্তু ফ্রেরাউনের উক্ষেপ্য হিল এই যে, আমাকে সন্তুষ্ট করার জন্য পর্যাপ্ত প্রমাণ মুসা (আ)-র কাছে নেই। অথচ এটা হিল ফ্রেরাউনের মিহক অগবাদ। নতুনী মুসা (আ) সঙ্গীজ-প্রয়াপের সাহাব্যে ফ্রেরাউনকে তৃত্বাত্তরাগে জা জঙ্গাব করে দিয়েছেন।—(তফসীরে কবীর, জাহজ মা'জানী)

— فَإِنَّمَا يُنْهَا إِلَيْكُمْ فِي مَطَا وَعَنْتَ — فَإِنَّمَا يُنْهَا إِلَيْكُمْ فِي مَطَا وَعَنْتَ —
— طَلْبِ مَفْهُومِ الْمُنْهَى فِي مَطَا وَعَنْتَ —
— سَمْبُود্যামকে সহজেই তার অনুগত করে নিজে। একটি ফিরাউন যার
দৃষ্টি সম্পূর্ণভাবে আল্লাহ মুক্ত করে দেয়। (৫৭) —
— সেই সম্পূর্ণভাবে বেঙ্গলুরু পেল (৫৮) —
— (রাজীব মাঝানী)

— لَسْفًا إِنْتَ — فَلَمَّا أَسْفَوْنَا
— থেকে উত্তৃত। আঠিখণ্ডিক অর্থ অনুভাব। কাজেই
বাকের শাস্তির অর্থ, “জ্ঞানের ইধুন তারা আমাকে অনুপ্রত করল।” অনুভাব
কোথের অর্থও ব্যবহৃত হয়। তাই এর পারিভাষিক অনুবাদ সাধারণত এভাবে
করা হয়—বখন তারা আমাকে ক্ষেত্রস্থিত করল। আজাহ তা’আজা অনুভাব ও
কোথের প্রতিক্রিয়ামূলক অবস্থা থেকে পরিবর্ত। তাই এর অর্থ হবে, তারা এমন কাজ
করল যদ্যেন আমি তাদেরকে শাস্তিদানের সংকল প্রথম করবাম।— (রাজীব মাঝানী)

وَلَئِنْ تَأْضِرَّ بْنُ هَرَيْمٍ مِثْلًا ذَاقُوا مُكَفِّمَتُهُ يَصْدُونَ ⑤ وَقَالُوا أَمَّا الْمُهَنْتَى
خَيْرٌ أَمْ هُوَ مُلَعِّنٌ بُوْءُ لَكَ إِلَّا جَدَّلَ ⑥ يَلْ ⑥ هُمْ قَوْمٌ خَصْمُونَ ⑦
لَوْنٌ هُوَ إِلَّا عَبِيدٌ أَنْعَمْنَا عَلَيْهِ وَجَعَلْنَاهُ مَثْلًا لِبَرْنَى لَاسْرَأْوَيْلَ ⑧ وَلَوْنٌ
شَاءَ لَجَعَلْنَا مِنْكُمْ مَثْلِيْكَةً ⑨ فِي الْأَرْضِ يَخْلُفُونَ ⑩ وَإِنَّهُ لَوْلَمْ
السَّاعَةِ فَلَا تَمْنَعُنَّ بِهَا وَاتَّبِعُونَ ⑪ هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ ⑫ وَلَا يَجِدُ كُفُورُ
الشَّيْطَانُ إِلَّا كُفُورٌ عَلَيْهِمْ ⑬ وَلَئِنْ تَأْجَأْ ⑭ عِيشَى بِإِبْرِيْتِ قَالَ قَدْ
يَغْتَكِرُ بِالْحُكْمِ ⑮ وَلَا بَيْنَ لَكُمْ ⑯ لَكُمْ يَعْصُمُ الَّذِي تَخْتَلِفُونَ فِيهِ ⑰ فَإِنَّمَا
اللَّهُ وَالْجَنِّيْعُونَ ⑱ إِنَّ اللَّهَ هُوَ رَبِّنِيْ وَرَبُّكُمْ ⑲ فَاعْبُدُوهُ ⑲ هَذَا صِرَاطٌ
مُسْتَقِيمٌ ⑳ فَإِنْ خَلَفَ الْأَحْزَابُ ㉑ مِنْ بَيْنِهِمْ فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ ㉒
ظَلَمُوا مِنْ عَذَابِ يَوْمِ الْحِسْبَرِ ㉓

(৫৭) বাকসহ অলিলাম-তনজের সুষ্ঠীত বর্ণনা করা হল, তবেনই আগমনের সম্প্রসারণ
হস্তানোগ করে দিল। (৫৮) এবং বলল, আবাদের উপাস্যরা হোঁ, মা সে? তারা

আপনার সামনে যে উদাহরণ উপস্থাপন করে তা কেবল বিতর্কের জন্যই করে। বজুত তারা ইহ এক বিশ্বক কারী সম্পদামুক্ত। (৫৯) সে তো এক বাস্তী বটে, আমি তার প্রতি অনুগ্রহ করেছি। এবং তাকে করেছি যন্তী ইসলামের অধ্য আদর্শ। (৬০) আমি ঈস্ব ন্যায় করে তোমাদের থেকে স্বেচ্ছাত্ব হলিট করাত্ম, আরা পৃথিবীতে একের পর এক অসমান করত। (৬১) সুতরাং তাহল কিয়ায়তের নিদর্শন। কাজেই তোমরা ক্ষিয়া-মতে সন্দেহ করো না এবং আমার কথা আন। এটা এক সরল পথ। (৬২) প্রয়ত্নম হেল তোমাদেরকে বিস্তৃত না করে। সে তোমাদের প্রকাশ শত্রু। (৬৩) ঈসা যখন স্লিপট নিদর্শনসহ আশেপাশ করল, তখন যখন, আমি তোমাদের কাছে প্রত্যা নিয়ে আসছি এবং তোমরা যে কোন কোন বিষয়ে মতভেদ করছ তা বাত্ত করার জন্য এসেছি। অতএব তোমরা আমারকে কর কর এবং আমার কথা আন। (৬৪) নিশ্চয় আমারই আমার পাণনকর্তা ও তোমাদের পাণনকর্তা। অতএব তৌর ইবাদত কর। এটা হল সরল পথ। (৬৫) অতপর তাদের অধ্য থেকে বিভিন্ন দল মতভেদ সৃষ্টি করিব। সুতরাং আলিমদের জন্য মরেছ অসমানের দিবসের আবাবের সুর্তোপ।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

[একবার রসুলুল্লাহ (স) বলেছিলেন, আমার বাতীত অব্যাক্তিভাবে যাদের পূজা করা হয়, তাদের কারণও যথোই করায়ণ নেই। একথা কৈন কুরাইশদের কেউ কেউ আখতি দূরে রে, বুস্টানদা হবৈরত ঈসা (আ)-র পূজা করে, অথচ তাঁর সম্পর্কে আপনিও বলেন যে, তিনি ছিন্নেন কল্পায়ময়। এর জওয়াবে আমার তা'আলা বলেন,] যখন পরিষ্কৃত-গুরুত্ব [ঈসা (আ)] সম্পর্কে (জনেক আপত্তিকারীর পক্ষ থেকে) এক অজুত দৃষ্টান্ত বর্ণনা করা হল, (অজুত এ কারণে যে, রাহ দৃষ্টিতেই স্বয়ং তাঁরা এর অসারতা আমতে পারত)। সুতরাং বৃক্ষিয়ান হয়ে একালে আপত্তি করা অজুতই ইহ বটে। (মোটকথা, যখন এই আপত্তি তোলা হয়,) তখন আপনার সম্পদামুক্ত আমন্ত্রের আভিশ্বেষ হষ্টিখেজ ওর কঞ্চি দিল এবং (আপত্তিকারীর মাঝে একক্ষণ্ঠ হয়ে) বলতে থাকে (বলুন, আপনার মতে) আমাদের উপাসা দেবতাঙ্গো প্রের, না সে (অর্থাৎ ঈসা প্রের) ? (উদেগ এই যে, আপনি ঈসা (আ)-কে তো অব্যাক্ত ভ্রেত নানে করেন, অথচ আপনিই বলেছিলেন যে, আমার বাতীত যাদের পূজা করা হয়, তাদের অধ্য কেবল কর্তৃপক্ষ নাই। কাজেই ঈসা (আ)-র মধ্যেও কেবল কর্তৃপক্ষ না থাকা অসমুক্ত হয়ে পড়ে। সুতরাং আপনার উকি যথোর্থ নহঁ। আরো জানা গেল যে, আপনি যাদেরকে ভ্রেত বলেন, তাদেরও পূজা করা হয়েছে। এতে শিরকের বিস্তৃতভাবে প্রয়োগিত হয়। অতপর এ আপত্তির প্রথমে সংকেপে ও পরে বিস্তারিতভাবে জওয়াব দেওয়া হয়েছে। সংকেপে এইঁ।) তারা কেবল বিতর্কের জন্যই এটা (অর্থাৎ অজুত আপত্তি) বর্ণনা করে (সত্তা-ছেয়গের ধাতিরে নহঁ, নতুবা দ্বয় তারাও এর অসারতা জানে। তাদের বিতর্ক কেবল একেই সীমিত নহঁ), বরঁ তারা (অভ্যাসবদ্ধভুক্তই) এক বিতর্ককারী সম্পুদামুক্ত। (আপত্তিকাঁশ সত্তা বিষয়ে বিতর্ক উভাবন করে। অতপর বিশ্বারিত জওয়াব এইঁ।)

ইসা (আ) তো এক মালাই বটে, আর প্রতি আমি (নবুরত লিখে) অনুভব করেছি এবং বনী ইহুদীদের জন্য (পথে ও অনন্দের অন্য পথে আমার), সুন্দরভোগে এক নবুন্মা করেছি (যাতে মানুষ বুঝে নেব যে, আলাহ্ তা'আলা পিতা হাত্যাই সৃষ্টি করতে পারেন। এতে তাদের উভয় আপত্তির জওয়াব হয়ে গেছে। আমি তো আরও আশ্চর্জনক কাজ করতে সক্ষম। সেহেতে) আমি ইচ্ছা করিষে তোমাদের মধ্য থেকে ফেরেশতা সৃষ্টি করতাম (যেহেন তোমাদের যজ্ঞ থেকে সত্ত্বন অস্তিত্বহীন করে। যারা পৃথিবীতে (যানুষের ন্যায়) একের পর এক বস্তুর কর্তৃত (অর্থাৎ অব্যাহৃত উত্তোল যানুষের মত হত।) সুতরাং পিতা ব্যতীত সৃষ্টি করার সরুন অরণ্যে হুর না যে, ইসা (আ) অঙ্গাহুর ধান্দা স্তুতীর ক্ষয়তাধীন হবেন না। কাজেই এটা তার পুজনীয় হওয়ার মৌলীল নয়। বরং এভাবে সৃষ্টি করার এক রাহস্য তো উপরে বর্ণিত হয়েছে। বিভীষণ রহস্য এই যে,) তিনি (অর্থাৎ ইসা, এভাবে জন্মগ্রহণ করার মধ্যে) কিয়াবতের (সন্তান্যাতার) নির্দশন। [অর্থাৎ ইসা (আ)-র পিতা ব্যতীত জন্মগ্রহণ একটি অব্যাহৃতিক ঘটনা। এটা যখন সত্ত্বপুরুষের তখন কিয়া- অতে পুনরুজ্জীবনের অব্যাহৃতিক ঘটনাও সন্তুষ্পৰ। সুতরাং এতে কিয়াবত ও পরকাল বিবাসের বিভুক্তি প্রয়াণিত হবে যাব।] কাজেই তোমরা কিয়াবতে (অর্থাৎ তার বিভুক্ত-তার) সন্দেহ করো না এবং (তওহীদ ও পরকাল ইত্তাদি বাপারে) আমার কথা মনে। এটা সরল পথ। শরতান যেন তোমাদেরকে (এ পথে আসা থেকে) নিয়ন্ত না করো। নিচত্ব সে তোমাদের প্রকাশ শরু। [অতপর অয় ইসা (আ)-র দাঙ্গিয়াতের বিবরণের তখনে তওহীদের প্রয়াণ ও নিরক্রে অশুনে দেশ করা হয়েছে।] যখন ইসা (আ) স্পষ্ট সুজিয়া নিয়ে আগমন করাজেন, তখন (মোকদ্দেরকে) করাজেন, আর্য তোমাদের কাছে প্রতা নিয়ে এসেছি, (তোমাদের বিবাস ঠিক করার জন্য) এবং তোমরা যে কোন কোন (হাজার ও হারাম কর্মের) বিবরে মন্তব্যেন কর, তা ব্যক্ত করার জন্য এসেছি। (কোন মন্তব্যে ও সন্দেহ দূর করে যাবে।) আতএব তোমরা আলাহ্ কে তুম কর (এবং আমার নবুরত অব্যুক্তির করো না। এটা আলাহ্ র বিরোধিতা) এবং আমার কথা মন। (তিনি আরও বলাজেন নিচত্ব) আলাহ্ ই আমার ও তোমাদের পালনকর্তা। আতএব (কেবল তীব্রই ইবাদত কর।) এটাই (তওহীদের) সরল পথ। অতপর [ইসা (আ)-র এই স্পষ্ট সুবিদিত তওহীদের বিভিন্ন দল (এ সম্পর্কে) মন্তব্যেন সৃষ্টি করো। (অর্থাৎ তওহীদের নিয়ন্ত্রণে নানা রকম যথব্য করে তৈরি করে নিজ। সেমতে তওহীদ সম্বর্বে ধূলোন ও অঙ্গুষ্ঠান-দের মন্তব্যেন সুবিদিত।) সুতরাং আলিমদের (অর্থাৎ কিডারী মুশতিক ও অকিডারী মুশতিকদের) জন্য রয়েছে এক যত্নগান্ধাস্ক দিবসের আবাবের মুর্তোগ। [ইসা (আ)-র এই দাওয়াতে তওহীদের সমর্থন রয়েছে। সুতরাং তার অন্যান্য পুজা বাবী নিরক্রে বিভক্তা প্রয়াণ করা—“বাবী নীরব-সাক্ষী সরব” এর মতই ব্যাপার নয় কি।]

আনুবাদিক আতব্য বিবর

وَلَمَّا قُرِئَتْ بِهِ مُنْذِلًا ذَاقَ مَكْفُونَ يَضْدَ وَ

শামে নৃশূলে তফসীরবিদগথ তিম প্রকার রেওয়ারেত বর্ণনা করেছেন। প্রথম এই যে, একবার রসূলুল্লাহ্ (সা) কুরাইশদেরকে সহোধন করে বলেন : **بِمَعْنَى قُرْبَشٍ** —**لَا خَيْرٌ فِي أَهْدِ مَبْعَدٍ مِّنْ دُونِ اللَّهِ** — অর্থাৎ হে কুরাইশগণ, আল্লাহ্ ব্যতীত শারই ইবাদত করা হয়, তার মধ্যে কোনুভ অসু নেই। কুরাইশরা আবাদ, খুস্টানরা হযরত ঈসা (আ)-র ইবাদত করে; কিন্তু আপনি নিজেই বলেন যে, তিনি আল্লাহ্ তা'আলার সৎকর্মপ্রাপ্তি কাম্পণ ও নবী হিসেবে। তাদের এই আপত্তির জওয়াবে আলোচ্য আয়াতসমূহ অবতীর্ণ হয়েছে।—(কুরতুবী)

إِنَّمَا وَمَالِكُ الدِّينِ مَبْعَدٌ وَّنَّ — যিন্হীর রেওয়ারেত এই যে, কোরআন পাকের আয়াত —

سَنْ دُونِ اللَّهِ حَصْبَ جَهَنَّمَ — (তোমরা নিজেরা এবং তোমরা মেসখ প্রতিদ্বারা পুজা কর, তারা আহামামের ইচ্ছন হবে) আয়াতটি অবতীর্ণ হলে আবদুল্লাহ্ ইবনুমিয়ারা (বুর উভনও, কাফির হিল) বলে, আবার কাছে এ আয়াতের চমৎকার জওয়াব মনেহে। তা এই যে, খুস্টানরা হযরত ঈসা (আ)-র ইবাদত করে এবং ইবদীরা হযরত উহাদের (আ)-র পূজা করে। অতএব তাঁরা উভয়েই কি আহামামের ইচ্ছন হবে? একথা শনে যুগ্মিক কুরাইশরা শুবই আনন্দিত হয়। এর জওয়াবে আল্লাহ্ তা'আলা এবং সুরা মুহর্রমের আলোচ্য আয়াত নাখিল করেন।—(ইবনে কাসীর)

তৃতীয় রেওয়ারেত এই যে, একবার যাকার যুগ্মিকরা যিহা-যিহিই প্রচার করতে জাগিয়ে যে, মুহাম্মদ (সা) খোদাবী দাবি করার ইচ্ছা রাখেন। তাঁর বাসনা এই যে, খুস্টানরা বেশন হযরত ঈসা (আ)-র পুজা করে, এমনিভাবে আমরাও তাঁর পুজা করি। এর পঞ্চাশেক্ষিতে আলোচ্য আয়াতসমূহ অবতীর্ণ হয়। প্রকৃতপক্ষে রেওয়ারেত তিনটির মধ্যে কোন বৈপরীত্য নেই। কাফিররা সবগুলো কথাই বলে থাকবে, যার জওয়াবে আল্লাহ্ তা'আলা এখন আয়াত নাখিল করেন, যাতে তিনি আপত্তির জওয়াব হয়ে যায়। আয়াতসমূহে সর্বশেষ আপত্তির জওয়াব সুস্পষ্ট। কেমনো, যারা হযরত ঈসা (আ)-র ইবাদত শুরু করোহ, তাঁরা তা আল্লাহর কোন আদেশ বলে করেনি এবং ঈসা (আ)-রও বাসনা হিল না, কোরআনও তাদের সমর্থন করে না। পিতা ব্যতীত অপ্রাপ্যগণের কারণে তাঁরা ঈসা (আ) সম্পর্কে এই বিভাষিতে পতিত হয়েছে। কোরআন ও বিভাষি প্রবলভাবে ধঙ্গন করে। এমতাবস্থার এটা কেবল করে সত্ত্বপর যে, রসূলুল্লাহ্ (সা) খুস্টানদের দেখাদেখি নিজেও খোদাবী দাবি করে বসবেন?

প্রথম ও যিতোয় রেওয়ারেত কাফিরদের আগতির সারায়র্থ হায় এক। আলোচ্য আয়াত থেকে এর জওয়াব এড়াবে বের হয়, যারা আহামামের ইচ্ছন হবে এবং

আদের অধো কোন যাজল নেই, তারা হয় মিল্ডেড উপাসা, বেহন, পাখজোর সৃতি, না হয় প্রাণী, কিন্তু নিজেই নিজের ইবাদতের আদেশ দেম কিংবা তা পছন্দ করে, বেহন, শরতান, কিলাউন, নমজ্জন সৃতি। হস্তরত ঈসা (আ) আদের অক্ষর্তু নন। কেননা, তিনি কোন পর্যায়ে নিজের ইবাদত গচ্ছ করতেন না। পুষ্টানরা তাঁর কোন নির্দেশের কারণে তাঁর ইবাদত করে না, বরং তাঁকে আমি আমার কুসরতের এক নির্মল করে পিতা ব্যতীত সৃষ্টি করেছিলাম, আতে মানুষ জানে যে, আরাহত তাঁজালা কোন যাধ্যম বাতিলেকেও সৃষ্টি করতে সক্ষম। কিন্তু পুষ্টানরা এর কুল অর্থ নিয়ে তাঁকে উপাসা বানিয়ে নিয়েছে। অথচ এটা বরং ঈসা (আ)-র সাওয়াতের পরিপন্থ হিল। তিনি সর্বদা শুগুহীদ শিক্ষা দিয়েছেন। মোটকথার, ইবাদতে তাঁর অস্তুষ্টিতের কারণে তাঁকে অন্যান্য উপাসোর কাতারে শামিল করা যায় না।

এতে তফসীরের সারসংক্ষেপে বলিত কাফিরদের আরও একটি আপত্তির জওয়াব হয়ে পেছে। তা এই যে, আপনি নিজে আকে ত্রেষ্ঠ বলেন [অর্থাৎ ঈসা (আ)] তাঁরও তো ইবাদত হয়েছে। সুতরাং আরাহত ব্যতীত অপরের ইবাদত যদি নন। আরাতে এর জওয়াব সুস্পষ্ট যে, ঈসা (আ)-র ইবাদত আরাহত তাঁজালা ইচ্ছারত দিয়েছে হিল এবং করং ঈসা (আ)-র সাওয়াতেরও পরিপন্থ হিল। কাজেই এর যাধ্যমে শিরকের বিশুষ্টতা প্রয়োগ করা যায় না।

—وَلَوْ نَشِاءُ لَجَعَلْنَا مِنْكُمْ مِلَّةً كَيْفَ فِي الْأَرْضِ يَخْلُفُونَ—

সে বিজ্ঞাপির জওয়াব, যার তিথিতে তারা ঈসা (আ)-কে উপাসা হির করেছিল। পিতা ব্যতীত অস্তুষ্টাতের বিষয়টিকে তারা তাঁর খোদাইর প্রয়াপকরণ দেখ করেছিল। আরাহত তাঁজালা এর বক্তব্য বলেন, এটা তো নিষ্ক আমার কুসরতের এক প্রদর্শনী হিল। আমি স্তুতাবাতীত কাজ করারও কুসরত রাখি। পিতা ব্যতীত জওয়াহর করা দুর বেশি স্তুতাবাতীত কাজ নন। কেননা হস্তরত আদেরকে পিতা-যাত্তা ব্যতীত সৃষ্টি করা হয়েছে। আমি ইচ্ছা করতে এমন কাজও করতে পারি, যার নবীর এ পর্যন্ত কার্যে হয়নি। অর্থাৎ মানুষের প্রেরণে কেরেশ্টাও সৃষ্টি করতে পারি।

—وَإِنْ لِيْلَمْ لِتَسْأَمْ—

এবং মিজালেহে হস্তরত ঈসা (আ) কিলায়তে বিশ্বাস লাগিয়া করার একটি উপায়।] এর সূর্যকথ্য তফসীর করা হয়েছে। তফসীরের সারসংক্ষেপে উল্লিখিত জ্ঞান তফসীর এই যে, হস্তরত ঈসা (আ) অভ্যন্তরে বিপরীতে পিতা ব্যতীত জওয়াহর করেছেন, এটা এবিয়ের দলীল যে, আরাহত তাঁজালা বাহ্যিক কারণ বাতিলেকেও মানুষ সৃষ্টি করতে পারেন। এ থেকে গ্রাহিত হয় যে, মৃতদেহকে পুনরুজ্জীবন দান করা তাঁর জন্য মোটেই কঠিন নয়। কিন্তু অধিকাংশ তফসীরবিদের মতে আরাতের উদ্দেশ্য এই যে, হস্তরত ঈসা (আ)-র পুনরুজ্জীবন আকাশ থেকে অন্তর্মণ

কিলামতের আজ্ঞাযত। সেমতে দের শুগে তাঁর পুনরাগমন ও মাজ্জাজ হত্যা মুত্তাওয়াতির হাতীস-বাজা ইমালিত রয়েছে। সুরা আরেবুল এ সম্পর্কে আরও বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে।

وَ لَا يُنِيبُ لَكُمْ بَعْضُ الَّذِي تَخْتَلِفُونَ فِيهِ (এবং আতে আমি তোমাদের

কোন কোন বিরোধপূর্ণ বিষয় বর্ণনা করে দেই।) বনী ইসরাইলের অধো হটকারিয়া অবল আকার ধারণ করেছিল। তাই তারা কোন কোন বিধি-বিধান বিহৃত করে নিরোহিল। হবরত মৈসা (আ) সেগোৱে ধৰণ তুলে ধরেন। 'কোন কোন' বলাৰ কাৰণ এই যে, কোন কোন বিষয় একাত্তৰী পাছিব হিল। তাই তিনি সেগোৱে মততেস মূৰ কৰাৰ ঝোঁকন ঘনে কৱেন মি।—(বয়ানুল কোরআন)

هَلْ يَنْظَرُونَ لِأَلَا سَاعَةٌ أَنْ تَأْتِيهِمْ بَغْتَةً وَ هُمْ لَا يَشْعُرُونَ ⑥
الْأَخْلَاءُ يَوْمَئِذٍ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌ لِأَلَا مُتَقِبِّلُونَ ⑦ بِعِبَادَلَا خَوْفٌ
عَلَيْكُمُ الْيَوْمَ وَلَا أَنْتُمْ تَحْزَنُونَ ⑧ أَلَّذِينَ آمَنُوا بِآيَاتِنَا وَ كَانُوا
مُسْلِمِينَ ⑨ أُدْخِلُوا الْجَنَّةَ أَنْتُمْ وَ أَزْوَاجُكُمْ تُخْبَرُونَ ⑩ يُطَافٌ
عَلَيْهِمْ بِصَحَافٍ قِنْ ذَهَبٍ وَ أَكْوَابٍ وَ فِيهَا مَا لَشَّتَهُنِيهِ
الْأَنْفُسُ وَ تَلَذُّلُ الْأَعْيُنُ ⑪ وَ أَنْتُمْ فِيهَا خَلِدُونَ ⑫ وَ تِلْكَ الْجَنَّةُ الْقَيْ
أَوْ رَفِيعُهَا بِسَاكِنَتِهَا تَعْلَمُونَ ⑬ لَكُمْ فِيهَا فَاكِهَةٌ كَثِيرَةٌ مِنْهَا
تَائِلُونَ ⑭ إِنَّ الْمُجْرِمِينَ فِي عَذَابٍ جَهَنَّمَ حَلِيلُونَ ⑮ لَا يُقْتَرِبُ
عَنْهُمْ وَ هُمْ فِي عَمَلِسُونَ ⑯ وَ مَا ظَلَمْنَاهُمْ وَ لَكُنْ كَانُوا هُمُ الظَّالِمُونَ ⑰
وَ كَانُوا يَمْلِكُ لِيَقْصِرٍ عَلَيْنَا رَبِّكَ ⑱ قَالَ إِنَّكُمْ مُمْكُنُونَ ⑲

(৬৬) তারা কেবল কিলামতেই অপেক্ষা কৰছে যে, আকতিমকভাবে তাদের কাছে এসে আবে এবং তারা অবরুদ্ধ হোথবে না। (৬৭) বনুবৰ্ব সেদিন একে অপরের ন্যূন হবে, তবে আলাহকীর্তনা নয়। (৬৮) যে আমার বাচ্চাগণ, তোমাদের আজ কোন

কর যেই এবং তোমরা সুপ্রিয়ত হবে না। (৬৯) তোমরা আমার আল্লাতসবুহ বিবাস হাগন করেছিলে এবং তোমরা আকৃষ্ণ হিলে। (৭০) আল্লাত প্রবেশ কর তোমরা এবং তোমাদের বিবিল সানন্দে। (৭১) তাদের কাছে পরিবেশ করা হবে কর্মের খোলা ও পানপান এবং কথার গ্রন্থ করা বা চার এবং নজর করতে সুপ্ত হব। তোমরা কথার চিরকাল থাকবে। (৭২) এই যে জাহাতের উভয়াদিকদী তোমরা হচ্ছু, এটা তোমাদের কর্মের কল। (৭৩) কথার তোমাদের অন্য কাছে শুনুর করমুল, তা থেকে তোমরা আহার করবে। (৭৪) বিষ্টর অপরাধীরা জাহাতের আবাবে চিরকাল থাকবে। (৭৫) তাদের থেকে আবাব আবাব করা হবে না এবং তারা তাতেই থাকবে হতাপ হচ্ছে। (৭৬) আমি তাদের প্রতি সুন্মুক করিনি, কিন্তু তারাই হিল আলিম। (৭৭) তারা তেকে বলবে, হে মাতিক, পালনকর্তা আমাদের কিস্সাই দেব করু হিল। সে বলবে, বিষ্টর তোমরা চিরকাল থাকবে।

তুলনার সার-সংক্ষেপ

তারা (সত্ত্ব সুস্পষ্ট হওয়া সঙ্গেও যে মিথ্যাকে ঔঁকড়ে আছে, এতে করে তারা) কেবল কিস্তান্তেরাই অপেক্ষা করছে যে, আকস্মিককাবে তাদের কাছে এসে আবে অথচ তারা অবরুণ গ্রাহকবে না। (তাদের অপেক্ষার অর্থ এই যে, তারা বেন চৌখে বা দেখে আমবে না। সেদিন কিস্তান্তের ঘটনা এই যে,) বজুবর্ষ সেদিন একে অসরের শরু হবে যাৰে, তাৰে আল্লাত্তিৰক্তা নৰ। (কেবলো সেদিন যিথ্যা বজুবর্ষের জাতি অনুভূত হবে। কিন্তু বজুবর্ষের প্রতি স্থগি হবে। পক্ষাত্তরে সত্ত্ব বজুবর্ষের উপকার ও সঙ্গীব অনুভূত হবে। তাই তা অকৰ থাকবে। সুমিনদেরকে আজাহ তাঁজাগুৰুণ থেকে বলা হবে—) হে আমার বাসাগণ, আজ তোমাদের কোন কর নেই এবং তোমরা সুপ্রিয়ত হবে না, (অর্থাৎ সেই বাসাট) যারা আমার আরাতে বিবাস হাগন করেছিল এবং (তানে ও কর্মে আমার) আজাবহ হিল। তোমরা এবং তোমাদের (মুমিন) সহধর্মীৱীরা আনন্দে আরাতে প্রবেশ কৰ (আরাতে শাওয়ার পৰ) তাদের কাছে পরিবেশন কৰা হবে কর্মসূল ধোলা (বাদ্যবস্তুতে পরিপূর্ণ) এবং ছাস (পানীয় কারা পরিপূর্ণ কর্মসূল অথবা অন্য কোন ধাতুৰ)। এক্ষেত্রে জাহাতী বাজকযো পরিবেশন কৰবে।) কথার পাওয়া আবে অন্য বা চার এবং নজর কাতে সুপ্ত হব। (তাদেরকে বলা হবে,) তোমরা কথার চিরকাল থাকবে। (আরও বলা হবে,) তোমরা এই জাহাতের মাতিক হয়ে গেছ তোমাদের (সৎ) কর্মের বিমিশ্রে। (তোমাদের কাছ থেকে কথার ও এটি কেরত নেওয়া হবে না) কথার তোমাদের অন্য রয়েছে প্রচুর করমুল, তা থেকে তোমরা আহার কৰবে। (এরপৰ কাকিদেরে কথা বলা হয়েছে) নিষ্টর অবাধ্যরা (অর্থাৎ কাকিদেরা) জাহাজাবের আবাবে চিরকাল থাকবে। তা (অর্থাৎ সে আবাব) তাদের থেকে জাপ্ত কৰা হবে না। তারা তাতেই হতাপ হয়ে পড়ে থাকবে। (অতপৰ আজাহ বলেন,) আমি তাদের প্রতি বিন্দুমুক্তও অনুয করিনি (অর্থাৎ অন্যায়ভাবে আবাব দেষ্টনি) কিন্তু তারাই হিল আলিম (কুকৰ ও শিরক কৰে নিষেদের জাতি

করেছে। অঙ্গর তাসের অবশিষ্ট অবস্থা বর্ণনা করা ছিলেই যে, সম্পূর্ণ নিরাল হলো। তারা (হৃষ্ট কৌশল করবে এবং আহারামের জটী যাতিক হোরেন্টাকে) তেকে বলবে, হে যাতিক, (ভূমিই দোষা কর) তোমাক পাশনকর্তা আমাদের জীবমই স্বে করে দিব। সে (অর্থাৎ যাতিক) বলবে, তোমরা চিরকাল (একাবেই) ধাকবে (বন্দবেশা)।

আনুবাদিক আড়ম্বর বিবর

أَخْلَقَهُمْ بِعَذَابٍ مُّؤْكَدٍ لِّئَلَّا يَرْجِعُوا

—(আজাহ তীক্ষ্ণদের হাতো সকল বন্দুই সেদিন একে অপরের পর হয়ে থাবে।) এ আজাহ পরিকার বাস্ত করেছে যে, মানুষ যে বন্দুহপূর্ণ সমর্প নিয়ে দুনিয়াতে পর্য করে এবং তার জন্য হাজার ও হারাম এক করে দের, বিশ্বামিত্তের মিন সে সমর্পকেবল নিষ্কার্ত হবে না, বরং শব্দ তার পর্যবেক্ষণ হবে। হাকেয ইবনে কাসীর এ আহারামের তৎসীরে হয়ত আলী (রা)-র উত্তি উচ্চৃত করেছেন যে, মুইয়াখিন বন্দু হিল এবং মুই কাফির বন্দু। মুমিন বন্দুহরের মধ্যে একজনের ইতিকাল হলো তাকে আহারামের সুসংবোধ দানানো হল। তখন তার আজাহুর বন্দুর কথা মনে পড়লে সে সেমান করব, —ইয়া আজাহ, আমার অনুক বন্দু আমাকে আগন্তুর ও আগন্তুর রসুজের আনুপত্তা করার আদেশ দিত, সব কাজে উৎসাহ দিত, আসহ কাজ থেকে নিরবেধ করত এবং আগন্তুর সাথে সাক্ষাতের বিবর সমর্পণ করিয়ে দিত। কাজেই হে আজাহ, আমার পরে তাকে পদচালন করবেন না, যাতে সেও আহারামের দুশ্য দেখতে পাবে, যা আগন্তু আমাকে দেখিয়েছেন। আগন্তু আমার প্রতি বেশন সতৃষ্টি, তার প্রতিও তেবনি সতৃষ্টি হোন। এই সন্দেশের অওয়াবে তাকে বলা হবে, যাও, তোমার বন্দুর জন্য আমি যে পুরুষের ও সওজাব রেখেছি, তা মনি তুমি জানতে পার তবে কৈলবে কর, হাসবে দেখি। এরপর অপর বন্দুর ইতিকাল হয়ে সেমে উচ্ছবের ঝাহ একত্রিত হবে। আজাহ তাজালা তাসেকে বলবেন, তোমরা একে অপরের প্রশংসা কর। তখন তাসের জ্ঞানকেই অপরের সম্মর্ক বলবে, সে প্রের তাই, প্রের সলী ও প্রের বন্দু।

এর বিপরীতে কাফির বন্দুহরের মধ্যে একজন সারা সেলে তাকে আহারামের ঠিকানা জানানো হবে। তখন তার বন্দুর কথা মনে পড়বে এবং সে সেমান করবে, ইয়া আজাহ, আমার অনুক বন্দু আমাকে আগন্তুর ও আগন্তুর রসুজের অবাধার্তা করার আদেশ দিত, যদি কাজে উৎসাহ দিত এবং তাজ কাজে বাধা দিত। সে আমাকে বলত যে, আমি কৃতিও আগন্তুর কাজে হারিব হব না। কাজেই হে আজাহ, আমার পরে তাকে হিসারাত দেবেন না, যাতে সেও আহারামের দুশ্য দেখে, যা আগন্তু আমাকে দেখিয়েছেন। আগন্তু আমার প্রতি বেশন অসতৃষ্টি, তেবনি তার প্রতিও অসতৃষ্টি থাকুন। এরপর অপর বন্দুরও মৃত্যু হয়ে থাবে এবং উকরের ঝাহ,

একটিত হবে। তাসেরকে বাজা হবে, শ্রোতৃরা একে অপরের সংস্কা বর্ণনা কর। তখন তাসের অভ্যন্তরেই পরম্পরের সম্পর্কে বলবে, সে নিম্নলিখিত ভাষ্ট, নিম্নলিখিত বল্ল। এ কাগজেই ইত্কাল ও পরকাল—এ উভয় সিক বিচারে উৎকৃষ্ট বল্লুক ভাষ্ট, যা আল্লাহ'র ওয়াতে হয়। হে দু'জন মুসলমানদের মধ্যে আল্লাহ'র ওয়াতে বল্লুক হয়, তাসের কর্মীগত ও যত্ন অনেক হাসীসে বর্ণিত আছে। তাসের একটি এই যে, হাসীসের অন্দানে তারা আল্লাহ'র আরশের হাসাতে থাকবে। 'আল্লাহ'র ওয়াতে' বল্লুকের অর্থ অপরের সাথে কেবল সংভিকার ধর্মপরায়ণতার তিডিতে সম্পর্ক হাতেন করা। সেবতে ধর্মীয় শিক্ষার উত্তাদ, শারীত, শুরীল, আজিয় ও আল্লাহ'র উত্তদের প্রতি এবং সারা মুসলিম বিশ্বের মুসলমানদের প্রতি নিঃবার্থ মুহাক্ত পোষণ করা এর অভ্যন্তর।

لَقَدْ جِئْنَكُم بِالْحَقِّ وَلَكُنْ أَكْثَرُهُمْ كُفَّارٌ هُنَّ أَفَأَبْرُمُوا
أَفْرَأَيَا مُتَّهِيْمُونَ ۝ أَفْرَيْسِيْوْنَ أَفْلَا لَا نَسْعَمْ بِسَرَّهُمْ وَنَجْوَاهُمْ بِأَبْلِيْ
وَرَسْلَنَا الْدَّيْمَ يَكْتَبُونَ ۝ قُلْ إِنْ كَانَ لِلرَّحْمَنِ وَلَكُنْ فَإِنَّا أَفْلَى
الْعَمَدَيْنَ ۝ سُبْحَنَ رَبِّ التَّمَوُّتِ وَالْأَرْضِ رَبِّ الْعَرْشِ عَنَّا يَصْفُونَ ۝
فَذَرْهُمْ يَخْوُضُوا وَيَلْعَبُوا حَتَّىٰ يَلْقَوْا يَوْمَهُ الدِّينِ يُوَعْدُونَ ۝
وَهُوَ الَّذِي فِي السَّمَاوَاتِ مَالٌ وَفِي الْأَرْضِ إِلَهٌ وَهُوَ الْحَكِيمُ الْعَلِيمُ ۝
وَكَبِيرُ الَّذِي لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَعِنْدَهُ
عِلْمُ السَّاعِدَةِ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ۝ وَلَا يَمْلِكُ الْأَذْيَنَ يَدَهُمْ
مِنْ دُونِهِ الشَّفَاوَةَ إِلَّا مَنْ شَهَدَ بِالْحَقِّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ ۝
وَلَيْسَ سَالِتَهُمْ مَنْ خَلَقُوهُمْ لِيَقُولُنَّ اللَّهُ فَإِنِّي يُؤْفِكُونَ ۝ وَقَبْلِهِ
بَيْرَتَ إِنَّ كَوْلَادَ قَوْمٍ لَا يُؤْمِنُونَ ۝ فَاصْفَحْ عَنْهُمْ وَقُلْ سَلَامٌ

فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ ۝

(৭৮) আমি তোমদের কাছে সত্য ধর্ম পৌছিবোহি; কিন্তু তোমদের অধিকাংশই সত্যধর্ম মিল্লুহ! (৭৯) তারা কি কোন ব্যবহাৰ চূড়ান্ত কৰেছে? তাহলে আমিও এক ব্যবহাৰ চূড়ান্ত কৰেহি। (৮০) তারা কি অনে কৰে যে, আমি তাদের শোগন বিষয়ে ও পোগন গুৱামৰ্শ ঘোনি না? হ্যা, ঘোনি। আমাৰ কেৱলশান্তিগত তাদের বিকল্পে থেকে লিপিবদ্ধ কৰে। (৮১) অজুন, সন্মানীয় আজাহ্ৰ কোন সত্যান ধৰকৰে আমি সর্বশেষে তাৰ ইবাদত কৰিব। (৮২) তারা বা অৰ্পণা কৰে, তা থেকে নভোমতল ও কৃমতলের পারম্পৰাবৰ্তী, আৱশ্যের পারম্পৰাবৰ্তী পৰিষ্ঠি। (৮৩) অতএব তাদেৱকে ব্যক্তিচূক্ষী ও তৌচাকৌচুক বসন্তে দিন দেই দিবসেৱ জাতীয় পৰ্বত, বাৰ ও রোমা তাদেৱকে দেওয়া হয়। (৮৪) তিনিই উপাস্য নভোমতল এবং তিনিই উপাস্য কৃমতলে। তিনি প্রাণীয়, সৰ্বত। (৮৫) বৰকতময় তিনিই, নভোমতল, কৃমতল ও এতদৃতৱেৰ অধ্যাবৰ্তী সব কিছু দ্বাৰা। তীরই কাছে আছে কিয়ামতেৱ ভান এবং তীরই মিকে তোমো প্রত্যাবৰ্তিত হবে। (৮৬) তিনি বাড়ীত তারা বাদেৱ পূজা কৰে, তারা সুগালিসেৱ অধিকাৰী হবে না, তবে থারা সত্য বীকৰ কৰত ও বিষাস কৰত। (৮৭) যদি আপনি তাদেৱকে লিঙ্গসো কৰিবে, কে তাদেৱকে দৃশ্টি কৰেছেন, তবে অবশ্যই তারা ব্যাবে, আজাহ্। অতপৰ তারা কোথাৰ কিমৰ থাবে? (৮৮) রসুজেৱ এই উত্তিৰ কলম, হে আমাৰ পারম্পৰাবৰ্তী, ও সম্মানীয় তো বিষাস দ্বাপন কৰে নো। (৮৯) অতএব আপনি তাদেৱ থেকে সুখ কিনিবে মিম এবং অজুন, ‘সামান’। তারা শীঘ্ৰই আনতে পাৰিবে।

তৎসীরে সার-সংজ্ঞেণ

(উপৰে বৰ্ণিত শান্তিৰ কাৰণ এই যে,) আমি (তত্ত্বাদ ও প্রিসাকাতেৱ বিষাস সংজ্ঞিত) সত্য ধৰ্ম তোমদেৱ পৌছিবোহি, কিন্তু তোমদেৱ অধিকাংশই সত্য ধৰ্মেৰ প্রতি সুপো পোকৰণ কৰে। (“অধিকাংশ” বলাৰ এক কাৰণ এই যে, কিছু মোক ভবিষ্যতে বিষাস দ্বাপনকাৰী হিল। বিভৌজ কাৰণ, ব্যৱহাৰ অৰ্থে কিছু মোকেই সুপো পোকৰণ কৰাত, আৱ কিছু মোক দেখাদেখি সত্য ধৰ্মেৰ প্রতি দিয়ুৰ হিল। এই সুপো রসুজেৱ বিয়োধিতা ও তত্ত্বাদেৱ বিয়োধিতা উভয় কেতোই ব্যাপক। অতপৰ উভয়েৰ বিবৰণ দেওয়া হয়েছে—) তারা কি (রসুজেৱ অতিজ্ঞাতনেৱ জন্ম) কোন ব্যবহাৰ চূড়ান্ত কৰেছে? তাহলে আমিও এক ব্যবহাৰ চূড়ান্ত কৰেহি। (বলা বাছলা, আজাহ্ৰ ব্যবহাৰৰ পীকৰণ তাদেৱ ব্যবহাৰ অচল। সেমতে তিনি বিলম্বুক ধাৰেন এবং তারা ব্যৰ্থ হৈৱ শেষ পৰ্বত সুৰ নিহত হয়। সুৱা আনকামে এৱ বিশম বিবৰণ বৰ্ণিত হৈলৈছে। তারা কি অনে কৰে যে, (আপনাৰ কঢ়ি সাধন সম্পৰ্কিত) তাদেৱ শোগন কথোবাৰ্তা ও শোগন গুৱামৰ্শ আমি ঘোনি না? (যদি তানি কোন মনে কৰে, তবে এৱাপ সুঃসাহস কেন কৰিবে? অতপৰ তাদেৱ এই ধাৰণা ধৰন কৰা হয়েছে—) আমি অবশ্যই ঘোনি। (এছাড়া) আমাৰ (আমল লিপিবদ্ধকাৰী) কেৱলশান্তিগত তাদেৱ কাছে থেকে লিপিবদ্ধ কৰে, (যদিও এৱ খোলাবল নৈই। সাধাৰণ নিয়ম অনুষ্ঠানীয় পুঁজিশেৱ লিপিত রিপোর্ট বিচাৰকেৰ তদন্তেৱ চেয়ে অধিক কাৰ্যকৰ হয়। অতপৰ তত্ত্বাদেৱ বিয়োধিতা

সম্পর্কে কলা হয়েছে—হে পরমপরা,) আপনি (মুশ্রিকদেরকে) বজুন, যদি সরাহনের আলাহুর কোন সত্তান থাকে, তবে সর্বপ্রথম আমি তার ইবাদত করুব, (অবশ্য, তোমরা কেরেলভাষণকে আলাহুর কলা মনে করে তাদের ইবাদত কর। উদ্দেশ্য এই যে, আমি তোমাদের মত সত্তাকে মনে নিতে অসীকৃত হই না। তোমরা প্রাণে করতে পারলে সর্বপ্রথম আমিই মনে নেব। কিন্তু হেহেতু এটা বাতিল তাই মানব না এবং ইবাদতও করব না। অতপর দিবক থেকে আলাহুর পরিজ্ঞা বর্ণনা করা হয়েছে।) তারা (মুশ্রিকরা তাঁর সম্পর্কে) যা বর্ণনা করে, তা থেকে নড়োমগুল ও কুমগুলের এবং আরাখের পাইনকর্তা পরিষ্কৃত। তারা যখন সত্ত্ব কুটি উঠার পরও হঠকারিভা ও উজ্জ্বল থেকে বিরত হয় না, তখন) তাদেরকে বাকচাতুরী ও ঝীঢ়া-কৌতুক করতে দিন দেহ দিবসের সাক্ষাৎ পর্যবেক্ষণ, যার ওয়াসা তাদেরকে দেওয়া হয়। (তখন সব ক্ষমতা কুটি উঠবে। ‘করতে দেওয়ার’ অর্থ প্রচার মা করা ময়, এবং অর্থ এই যে, তাদের বিরোধিতার দিকে ঝুঁকে করবেন না এবং তাদের ঈমান মা আনার ক্ষমতায়ে দৃঢ়ত্ব হবেন না।) তিনিই উপাসা মন্ত্রাবলো এবং তিনিই উপাসা ক্ষুণ্ণলো। তিনি প্রস্তাবন সর্বত। (প্রচাৰ ও তানে তাঁর কোন শৰীৰ নেই। সুত্রাং উপাস্যও তিনিই।) তিনিই অহান মন্ত্রাবলো, কুমগুল ও এতদ্বয়ের অধ্যবস্তা সব কিছু আৱ। (তার ভান এয়ন পঞ্চপূর্ণ যে,) কিন্তু অত্যন্তের অবরুণ তাঁর কাছে রয়েছে, (যা কোন হাস্তিই জানে না। শাস্তি ও প্রতিদানের মালিকও তিনিই। সেমতে) তাঁরই দিকে তোমরা প্রত্যাবর্তিত হবে (এবং হিসাব দেবে। তখন তিনি যে একাই শাস্তি ও প্রতিদানের মালিক, তা এয়ন স্বল্প হয়ে উঠবে যে,) আলাহু বাতীত তারা শাদের পুজা করে, তারা সুগারিশের (-ও) অধিকারী হবে না। তবে শারা সত্ত্ব কথা (অর্থাৎ ঈমানের কালিধা) শীকার করেছে এবং (তা মনে-পাখে) বিচাস করেছে, (তারা আলাহুর অনুষ্ঠিতব্যে মুঁয়িনদের জন্য সুগারিশ করতে পারবে। কিন্তু এতে কাফিরদের কি জাজ। তারা যে শুভহীনে অভ্যন্তরে করে তার প্রাথমিক প্রয়াণকর্তৃ তো তারাও শীকার করে। সে অতে) যদি আপনি তাদেরকে জিজ্ঞেস করোন, কে তাদেরকে (অর্থাৎ তোমাদেরকে) হাস্তি করেছে, তবে তারা অবশ্যই বলবে, আলাহু (হাস্তি করেছেন।) অতপর (ইবাদতের ঘোণ তিনিই ছিল প্রারম্ভ। সুত্রাং) তারা (প্রাথমিক প্রয়াণ মনে নেওয়ার পর প্রত্যুত কাহা) বিষয় মনে নেওয়ার জৰু কেো ধাৰ ফিরে যাবে (খোসাই আনেন!) (এসব বিষয় থেকেই জানা যাব, কাফিরদের অগ্রাধ কৃত শুরুতর। কাজেই শাস্তি ও অবশ্যই শুরুতর হবে। অতপর একে জোরদার কৰার জন্য বলা হয়েছে যে, আলাহু তাঁরাতো যেহেন কিম্বামতের অবৰ যাবেন, তেমনি) তিনি রসুলের এ উক্তিরও অবৰ যাবেন। হে আমার পাইনকর্তা, তারা (আমার এত উপদেশদান সংৰক্ষণ) বিচাস স্থাপন করে না। (এতে রসুলের নাগিশও এসে গোছে। কাজেই শাস্তি আৱও শুরুতর হবে। তাদের পরিযাণ স্থৰ্ণ আপনি জেনে পেৱেন, তখন) আপনি তাদের থেকে মুখ কিৰিয়ে নিন (অর্থাৎ তাদের ঈমানের এয়ন আশা কৰবেন না, যা পৰে দৃঢ়ের কাৰণ হৈব।) এবং (তারা যদি আপনার আনিষ্ট কৰতে চাই, তবে আপন আনিষ্ট দূৰ কৰার জন্য) বজুন, আমি তোমাদেরকে সালাম কৰি। (আব কিছু বলি না এবং সম্পর্ক রাখি না।

অঙ্গপর সাল্লামার জন্য আলাহ্ করেন, আগমি কিছু দিন সবর করুন।) তারা শৌশ্বৰী
(অর্থাৎ দৃষ্টুর পরেই) জামতে পাইবে (ভাসের কৃতকর্মের পরিণতি)।

আনুবাদিক ভাষণ নিচের

أَنْ يَأْتِيَنَّ لِلرَّحْمَنِ وَلِدُنْفَانَا أَوْلَى الْعَادِيَّةِ—(যদি রহমান আলাহ্

কোন সত্তান ধাকত, তবে আগিই সর্বশ্রথম তার ইবাদত করতাম।) এর অর্থ এই
নয় যে, আলাহর সত্তান হওয়া কোন পর্যায়ে সত্ত্ব। বরং উক্ষেপ্য একধা ব্যক্ত করা
যে, আগি কোন শুভা ও হঠকাপ্তিবশত তোমদের বিশ্বাস অঙ্গীকার করছি না;
বরং প্রয়াপাদির আলোকেই করছি। বিস্তৃত প্রয়াপাদি তারা আলাহ্ সত্তান ধাকা
প্রয়াপিত হলে আমি অবশ্যই তা মেনে নিতাম। কিন্তু সর্বশ্রথকর সঙ্গীল এর বিপক্ষে।
কাজেই যেখন নেওয়ার প্রয়োজন উঠে না। এ থেকে জানা যে, মিথ্যাপরীদের সাথে
বিতর্কের সময় নিজের সত্ত্বাপ্তিতা কৃতোনোর উক্ষেপ্যে একধা ব্যক্ত আরোহ ও সমীচীন
যে, তোমার দাবি সত্য প্রয়াপিত হলে আমি মেনে নিতাম। কেবল আরে মাঝে এ ধরনের
কথায় প্রতিপক্ষের মনে বয়তা স্ফুট হয়, যা তাকে সত্য প্রাপ্তে উৎসাহিত করে।

وَقَدْ كَفَرُوا بِالنَّبِيِّنَ قَوْمٌ لَّا يُرْجِعُونَ—এ বাক্যটি অবতারণার
উক্ষেপ্য বাক্ফিকাদের উপর পৰব নাবিল হওয়ার যে বহুবিধ গুরুতর কানুণ বিদ্যমান
হয়েছে, তা ব্যক্ত করা। একসিকে ভাসের অপরাধ এবিনিতেই গুরুতর, আগমাদিকে

“রহমতুলিল-আলামীন” ও “শকুটের বৃষ্টিবীন” রাপে প্রেরিত রহমত (সা) অবং ভাসের
বিকলে অভিযোগ দাসের করেছেন এবং বলেছেন যে, তারা বারবার বংশ সন্তোষ বিশ্বাস
ঢাপন করে না। এখন অনুমান করা যায় যে, তারা রহমত (সা)-এর উপর কি পরিষ্কার
বিবরণ চাপিয়েছে। মানুষী কষ্টে পেঁয়ে রহমতুলিল-আলামীন (সা) আলাহ্ ভাসানীর
কাছে এখন বেদনাপিণ্ডি অভিযোগ করতেন না। এ তফসীর অনুযায়ী ৪৫৩, এর
এক আলাত পূর্বে ৪৫২। শবের উপর প্রাপ্ত হয়েছে। এ আলাতের আরও
কয়েকটি তফসীর করা হয়েছে। উদাহরণস্বরূপ অ. অকরণি কসমের অর্থ বোঝার
এবং ৪৫২ কসমের অওয়াব। এসব তফসীর ক্ষেত্রে মাল্লানীতে মুক্তব্য।

وَقَلْ سَلَامٌ—পরিশেষে শিক্ষা দেওয়া হয়েছে যে, বিদ্যোধীদের সঙ্গীল ও আগড়ির
অওয়াব দিন, কিন্তু তারা অতুল ও মুর্দ্দতা প্রদর্শনে কিংবা দুর্বীল ঘটনার প্রয়োগ হলে তার
অওয়াব ভাসের ভাসায় না দিয়ে নিষ্ঠুপ থাকুন। “সালাম বজ্রন”-এর অর্থ আসসালাম

আলাইকুয় বলা নয়। কেমনা কোন অবসরিমকে এই তোমার সাজায় করা বৈধ নয়।
বরং এটা এক বাকগুরুত্ব। কারণও সাথে সম্পর্কহীন করতে হলো বলা হয়, “আমার
পক্ষ থেকে সাজায়” অথবা “তোমাকে সাজায় কঠি।” এতে সত্ত্বকারভাবে সাজায়
উদ্দেশ্য থাকে না, বরং উদ্দেশ্য এই যে, আমি সুন্দরভাবে তোমার সাথে সম্পর্ক হিচ
করতে চাই। কাজেই এ আচান্ত আরা কাফিলদেরকে **عَلَيْكُم مُّنِعَّلَةٌ** ! বলা অথবা **مُّنِعَّلَةٌ**
বলা বৈধ প্রতিপন্থ করা অসম্ভব।—(সাহেব মাঝানী)

سورة الدخان

সুরা দ্বাদশ

মকার অবজোগ, ১৯ আষাঢ়, ৩ কক্ষ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

حَمْرٌ وَالْكِتَابُ الْبَيِّنُ هَذَا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةٍ مُبَرَّكَةٍ إِنَّا
كُنَّا مُنذِّرِينَ ۝ فِيهَا يُفْرَقُ كُلُّ أُمَّةٍ حَكِيمٌ ۝ أَمْرًا قَنْ
عِنْدِنَا دِرَائِكُنَا مُرْسِلِينَ ۝ رَحْمَةٌ مِنْ رَبِّكَ دِرَائِهِ هُوَ السَّمِيعُ
الْعَلِيمُ ۝ رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ ۝
لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ يُحْيِي وَيُمِيتُ طَرَبُكُمْ وَرَبُّ أَبَاهُكُمْ إِلَّا وَلَنْ ۝

بَلْ هُمْ فِي شَكٍ يَلْعَبُونَ ۝

- (১) হা-মৌম, (২) শপথ সুস্পষ্ট কিভাবের, (৩) আমি একে নামিল করেছি এক বরকতের রাতে, বিশ্ব আমি সভকারী। (৪) এ রাতে প্রাতেক প্রজাপূর্ণ বিশ্ব প্রিয়ত্ব হচ্ছে। (৫) আমার পক্ষ থেকে আদেশকরে, আবিহি রাসূল প্রেরণকারী (৬) আগন্তার পালনকর্তার পক্ষ থেকে রহযতব্যরূপ। তিনি সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞ। (৭) হাদি তোমাদের বিশ্বাস থাকে দেখতে পাবে; তিনি নকোমওস, কৃষ্ণন ও এতদুভয়ের যথাবতী সর্বকিলুর পালনকর্তা। (৮) তিনি বাতীত কোন উপাস নেই। তিনি জীবন দান করেন ও মৃত্যু দেন। তিনি তোমাদের পালনকর্তা এবং তোমাদের পূর্ববর্তী সিতৃপুরুষদেরও পালনকর্তা, (৯) এতদসম্বেতে এরা সমেহ গতিত হয়ে ঝীঢ়া-কৌতুক করছে।

তৎসীরের সার-সংক্ষেপ

হা-মৌম-(এর অর্থ আলাহ জানেন।) কসম সুস্পষ্ট কিভাবের, আমি একে (জগতে-আহকুম থেকে দুনিয়ার আকাশে) এক বরকতের রাখিতে নামিল করেছি;

(অর্থাৎ শব্দে-কদরে। কেমনা) আমি (অনুকূল্যার কারণে নিজের ইচ্ছার আয়ার বাসদেরকে) সন্তোষকারী হিলাম। (অর্থাৎ আয়ার ইচ্ছা হিল যে, বাসদেরকে কান্তিস কবজ থেকে বাঁচানোর জন্য ভাসদেরকে ভাস ও মস সম্পর্কে অবহিত করে দেই। এটা হিল কোরআন নাখিল করার উদ্দেশ্য। অতপর শব্দে-কদরের ব্যবহৃত ও উপকারিতা বর্ণিত হয়েছে।) এ রাখিতে প্রত্যেক প্রভায়ার বিষয় আয়ার পক থেকে আদেশক্রমে হিরোকৃত হয়। (অর্থাৎ সারা বছরের প্রভায়ার বিষয়সমূহ কিভাবে আনন্দায় দেওয়া হবে, আরাহু তা স্থির করে সংক্ষিপ্ত কেরেলতাগামের কাছে সৌগাম করেন। কোরআন অবতরণও সর্বাধিক প্রভাপূর্ণ বিষয় হিল। তাই এর জন্য এ রাখিকেই কেবল নেওয়া হয়। কোরআন নাখিল করার কারণ এই যে,) আমি আগন্তুর পাইনকর্তার রহস্যতের কারণে আগন্তুর কারণে প্রেরণকারী হিলাম। (যাতে আগন্তুর যাথেয়ে বাসদেরকে অবহিত করে দেই।) বিশ্বাস তিনি সর্বত্রোত্তা, সর্বত। (তাই বাসদের আর্থের প্রতি জঙ্গ রাখেন।) ভাসের বিচ্ছাস ধাককে মেধাতে পেতো তিনি নভোবুজ ও ভূমগু এবং এতদৃষ্টের মধ্যবর্তী সবকিছুর পাইনকর্তা। (তওহাদে বিচ্ছাস হাপনের জন্য এভেনো পর্যাপ্ত প্রয়োগ। অতপর স্পষ্টকারণে তওহাদ বর্ণিত হয়েছে।) তিনি বাতীত কোন উপাস্য নেই। তিনি জীবন দান করেন এবং তিনিই জীবন হয়ে করেন। তিনি তোয়াদের পাইনকর্তা ও তোয়াদের পূর্বপুরুষদের পাইনকর্তা (এরপর ভাসের মেনে নেওয়া উচিত হিল, কিন্তু তবুও ভারা মানেনি) বরং ভারা (তওহাদের মত সভ্য বিষয়ে) সন্দেহে পতিত হয়ে (দুনিয়ায়) ত্রীড়া-কৌতুকে গিষ্ঠ করেছে। (গরুকাদের চিঢ়া করে না। ফলে সত্যান্বেষণ করে না ও এ সম্পর্কে চিঠাভাবনা করে না।)

সুরার কর্মীকরণ ৪ হস্তরত আবু হুরায়েরা (ব্রা)-র রেওয়ারেতে রসুলুল্লাহ্ (সা) বলেন, যে বাতি ভূম'আর রাখিতে সুরা মুখাম পাঠ করে, সকাল হওয়ার আসেই তার সোনাহ্ সাক হয়ে যাব। হস্তরত আবু উমায়ার রেওয়ারেতে আছে, যে বাতি ভূম'আর রাখিতে অথবা দিনে সুরা মুখাম পাঠ করবে আরাহু তা'আলা তার জন্য জামাতে পৃথ নির্মাণ করবেন।—(কুরআনী)

উলিখিত আয়াতসমূহে কোরআনের আহার্য ও কণ্ঠপর বিষয়ে উপ বর্ণিত হয়েছে
কুরআন পুর্ণ (সুস্কল্প কিডাব) বলে কোরআনকে বোঝানো হয়েছে। এ আয়াতে
আরাহু তা'আলা কসম করে বলেছেন, আমি একে এক মোহারুক রাখিতে নাখিল করেছি
এবং এর উদ্দেশ্য আফিল আনুষকে সন্তোষ কর্য।

—**لَهُنَّ مَهَارَكٌ**—অধিকাংশ উক্তসীরবিদের মতে এখানে শব্দে-কদর বোঝানো
হয়েছে, যা ইয়াবন যাসের শেষ স্বরকে হয়। এ রাখিকে 'মোহারুক' বলার কারণ এই
যে, এ রাখিতে আরাহু তা'আলাৰ পক থেকে অসংখ্য কল্যাণ ও ব্যবহৃত মাখিল হয়।

سُرُّكَمَارِ شَبَابِكَمَارِ لَهُنَّا كُلُّ الْقُدُورِ ।—আয়াত স্পষ্টভাবে বর্ণিত হয়েছে যে,

কোরআন শবে-কদমের নায়িল হয়েছে। এতে বোকা গেল যে, এখানেও বয়কতের রাতি বলে শবে-কদমকেই বোকানো হয়েছে। এক হাদীসে রসুলুল্লাহ (সা) আরও বলেন, দুনিয়ার কুল থেকে শেষ পর্যন্ত আরাহত তা'আলা পরমগতরগণের প্রতি ইহু কিভাবে মায়িল করেছেন, তা সবই রময়ান মাসেরই বিভিন্ন তারিখে নায়িল হয়েছে। ইহুর কাতাদাহ বর্ণিত রেওয়ায়েতে রসুলুল্লাহ (সা) বলেন, ইহুর ইবরাহীম (আ)-এর সহীকাসমূহ রময়ানের অথবা তারিখে, ততটুকু হয় তারিখে, যদুর বার তারিখে, ইউল আঠার তারিখে এবং কোরআন পাক চাহিদ তারিখ অভিবাহিত হওয়ার পর গঠিতের রাতিতে অবশ্যিক হয়েছে।—(কুরআনী)

কোরআন শবে-কদমের নায়িল হয়েছে, এর অর্থ এই যে, জওহে-মাহফুজ থেকে সবচেয়ে কোরআন দুনিয়ার আকাশে এ রাতিতেই নায়িল করা হয়েছে। অতপর তেইস বছরে অর্জ অর্জ করে রসুলুল্লাহ (সা)-র প্রতি নায়িল হয়েছে। কেউ কেউ বলেন, প্রতি বছর মতটুকু কোরআনের অবতরণ অবধারিত ছিল, ততটুকুই শবে-কদমে দুনিয়ার আকাশে নায়িল করা হত।—(কুরআনী)

ইবরাহীম প্রসূত করেকজন তফসীরবিদ থেকে বর্ণিত আছে, এ আয়াতে বয়কতের রাতি বলে শবে বয়কত অর্থাৎ শাবান মাসের পনের তারিখের রাতি বোকানো হয়েছে। কিন্তু এ রাতিতে কোরআন অবতরণ কোরআন ও হাদীসের অন্যান্য বর্ণনার পরিপন্থী।

إِنَّا أَنْزَلْنَا هُنَّا فِي لَهُنَّا الْقُدُورِ وَهُنَّ مَنْ أَنْزِلَنَا فِي الْقُرْآنِ ।

—এর নাম সুস্পষ্ট বর্ণনা সংজ্ঞাও বলা যায় না যে, কোরআন শবে বয়কতে নায়িল হয়েছে। তবে কোন কোন রেওয়ায়েতে শা'বানের পনের তারিখকে শবে বয়কত অথবা 'কারাতুসসক' নামে অভিহিত করা হয়েছে এবং এর বয়কতময় হওয়া ও এতে বহুমত নায়িল হওয়ার কথা উল্লেখ করা হয়েছে। এর সাথে কোন কোন রেওয়ায়েতে অথবে উল্লিখিত উপর বর্ণিত হয়েছে। অর্থাৎ **فِي عَيْرَقِ كُلِّ أَمْرٍ حَكِيمٌ أَمْرٌ مِّنِ**

عِنْدِنِي ।—এ রাতিতে প্রাতেক প্রত্যাপূর্ণ বিষয়ের করসালা আরাহত পক্ষ থেকে করা হয়। হস্তর ইবনে আকাস (রা) বলেন, এর অর্থ কোরআন অবতরণের রাতি অর্থাৎ শবে কদমে স্থিত সম্পর্কিত সকল উচ্চতপূর্ণ বিষয়ের করসালা ছির করা হয়, যা পরবর্তী শবে কদম পর্যন্ত এক বছরে সংঘটিত হবে। অর্থাৎ এ বছর কারাতুসসক ক্ষমতাপূর্ণ করবে, কে কে যানো যাবে এবং এ বছর কিম্পরিয়াল রিয়িক দেওয়া হবে। যাহুলতী

বলেন, এর অর্থ হই যে, আরাহুক কর্তৃক নির্ধারিত উকৌরে পূর্বেই হিজীহত সকল
কফসালা এ রাত্তিতে সংগ্রিষ্ট ফেরেশতাগণের কাছে অর্পণ করা হয়। কেবল কোরআন
ও শাসনের অন্যান্য বর্ণনা সাক্ষা দেয় যে, আরাহু তা'আলা এসব কফসালা আনুষেন
জনের পূর্বেই সুপ্রিয়ে জিখে দিয়েছেন। অতএব এ রাত্তিতে জনগো হিজু করার অর্থ
হই যে, যে ফেরেশতাগণের মাধ্যমে কফসালা ও উকৌরের প্রয়োগ করা হয়, এ রাত্তিতে সামা
বহরের বিধানাবলী তাদের কাছে অর্পণ করা হয়।—(কুরফুর্বী)

কোন কোন রেওয়াজেতে শব্দে বরাত সম্পর্কে বলা হয়েছে যে, এলে অস-মুদ্যুর
সময় ও রিথিকের কফসালা জোখা হয়। এ থেকেই কেউ কেউ আলোচ্য আলোচ্যে
'বরাতের আর্থ নিয়েছেন শব্দ-বরাত।' কিন্তু এটা তত নয়। কেবল, এখানে
সর্বাপ্রে কোরআন অবতরণের উভয় রূপেই এবং কোরআন অবতরণ মে রমবান
আলে হয়েছে, তা কোরআনের বর্ণনা আরাহুই প্রযোগিত। শব্দে বরাত সম্পর্কিত উল্লিখিত
কোন কোন রেওয়াজেতকে ইবনে কাসীর আলাহু বলে সাবাত করেছেন এবং কাসী
আলু বকর ইবনে আরাবী সংগ্রিষ্ট বর্ণনাত্মক বিড়জোগ্য নয় বলে মত্ত্বা করেছেন।
ইবনে আরাবী শব্দে বরাতের ক্ষীজাত বীকার করেন না। তবে কোন কোন মালাবেশ
দুর্বল হস্তে শাসনভূমিকে কবুল করেছেন। কেবল ক্ষীজাত সম্পর্কিত দুর্বল রেওয়াজেত
কবুল করার অবকাল রয়েছে।

كَلَرْتَقِبْ يَوْمَئِنْ كَيْلَيْلَمَاءِ بِدُخْلِنْ مِيْلِنْ ٠ يُفْشِي النَّاسَ، هَذَا
هَذَا بَعْدَ أَلْيَمْ ٠ رَبِّنَا أَكْفَفَ عَنَّا الْعَذَابَ إِنَّا مُؤْمِنُونَ ٠ أَتْيَ
أَعْلَمُ الْقَرْكِيْمَ وَقَدْ جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِيْلِنْ ٠ شُرْ تَلَوْاعَنْهُوْ قَالُوا
مُسْلِمُونَ نَجْنُونْ ٠ إِنَّا كَا شَفَعُوا الْعَذَابَ قَلِيلًا إِنَّكُمْ عَابِدُونَ
٠ يَوْمَ نَبْطِشُ الْبَطْشَةَ الْكَبِيرَ، إِنَّا مُذْتَقِمُونَ ٠

- (১০) অতএব আপনি সহে দিনের অসমো কলম, কখন আকাশ দীর্ঘায় দেখে
বাবে, (১১) আশানুস্বরে দিয়ে দেখাবে। এটা অত্যন্তাক আপি। (১২) এই আসনের
পাশবকর্তা, আসনের উপর থেকে সাতি আভাসাক বকর, আসন বিজ্ঞাস আপন করবে।
(১৩) কাঁজা কি কলন বুকবু, অথচ তাদের কাছে এলেহিজান স্তুতি আভাসাক কাঁজুন
(১৪) অক্ষয় ঢাকা ঢাকে সৃষ্টিশৰ্ম করে এবং কল, সে তে উল্লাস—বিজ্ঞাস
কথা করে। (১৫) আপি তোমাদের উপর থেকে আবাব কিম্বুটি আভাসাক করব, কিন্তু

তোমরা পুনরায় পূর্ণবৃত্ত কিরে আবে । (১৬) এই দিন আমি প্রবলভাবে ধৃত করব, সেদিন পুরোপুরি প্রতিশোধ করণ করবাই ।

ভক্তীরে আর-সহজেগ

(তারা সত্ত্ব সুস্পষ্ট হওয়ার পরেও যানে না,) অতএব আপনি তাদের জন্য সে দিনের অপেক্ষা করুন, যখন আকাশ ধূমালোহ হবে । এটাও এক বহুগাদারক শাস্তি । [এখানে দুর্ভিক্ষ বোবানো হচ্ছে । রসুলুল্লাহ (সা)-র বদ-দোষার কলে মুক্তি-বাসীরা ও দুর্ভিক্ষে পতিত হয়েছিল । এ বদ-দোষার একবার যুক্ত ও একবার মনীনাম হয়েছিল । ক্ষুধার তীব্রভাবে ও মাটির উচ্চতার আকাশ ও গৃহিণীর মধ্যবর্তে ঘোরার মত সুষ্টিপোচর হয় । তা-ই একাবে ব্যক্ত করা হচ্ছে । দুর্ভিক্ষের কারণে যজ্ঞবাসীরা অভিত্ত হয়ে কারুণি-মিনতি উন্ন করে দেয় । সেমতে ভবিষ্যতাপীয়াগে বলা হয়েছে যে, যজ্ঞবাসীরা তখন আলাহুর সকলে আরুব করবে,] এই আমাদের পাইনকর্তা, আমাদের থেকে এ আশাব সংয়োগ নিন, আমরা অবশ্যই বিজ্ঞাস স্থাপন করব । [এ ভবিষ্যতাপী একাবে পূর্ণ হয় যে, আবু সুফিয়ান ও অব্যানা কুরারেশ রসুলুল্লাহ (সা)-র কাছে চিঠি লিখে এবং নিজেরাও এসে দোষার অনুরোধ করে । ইয়ামামার সরদার সুহায়া তাদের খাদ্যশস্য সরবরাহ বন্ধ করে দিয়েছিল, তাকেও বুঝিরে দেওয়ার জন্য অনুরোধ করে । কাহল যাওয়ানীতে আবু সুফিয়ানের ঈমানের ওপরাও বর্ণিত রয়েছে । অঙ্গর বলা হচ্ছে যে, তাদের ওপরা বাঁটি মনে হিজ না ।] তারা কি করে উপস্থিত করবে বল্কারা তাদের ঈমান আশা করা আছ, অথচ '(ইতিপুর্বে) তাদের কাছে সুস্পষ্ট পরমার্থ আগমন করেছেন (অর্থাৎ বাঁটি মনুষ্যত সুস্পষ্ট হিল) । অঙ্গর তারা তাঁকে পৃষ্ঠ প্রদর্শন করেছে এবং করেছে, সে তো (অন্য জোকের) নিখানো বুলি বলে (এবং) সে উপস্থান । (সুতরাং এরপরও যখন তারা বিজ্ঞাস স্থাপন করল না, তখন দুর্ভিক্ষে পিছপে ঈমান আশা করা আয় । দুর্ভিক্ষ সম্পর্কে তো অবিবেচকভাবে প্রকাশও বলতে পারে যে, এটা আড়াক্ষিক ঘটনা, যা বোধগ্য কারণে সংঘটিত হয়েছে—কুকুরের শাস্তি নয় । সুতরাং তাদের ওপরা কেবল উপরিত বিগদ উল্লান্নার জন্য ।) আমি (নিরুত্তর করার জন্য) কিন্তু সেদিন আশাব প্রত্যাহার করব, কিন্তু তোমরা পুনরায় তোমাদের প্রথমাবস্থার কিরে আবে । [এ ভবিষ্যতাপী একাবে পূর্ণ হয় যে, রসুলুল্লাহ (সা)-র সেদিন কলে রুক্ষিত হয় এবং ইয়ামামার সরদারকে চিঠি লিখে খাদ্যশস্য সরবরাহ পুনরায় চালু করা হবে যজ্ঞবাসীয়া জন্তি জাতি করে । কিন্তু ঈমান সূর্যের কথা, তাদের মজ্জতাও যিনায় নেন্ত এবং তারা পূর্ববৎ উক্ত প্রদর্শন আরম্ভ করে । 'অবেক্ষণ' বজায় আর্থিত্ব হয়, এ আশাবের অপসারণকাল পার্থিব জীবন পর্যন্তই সীমিত । ব্লুটুর সর যে আয়াব অবস্থা, তার অবস্থা হবে না । সেমতে ইয়েদাদ হয়েছে,] যেদিন আমি প্রবলভাবে প্রকাশ করব, (সেদিন) আমি (পুরোপুরি) প্রতিশোধ করবাই (অর্থাৎ পরকালে পুরোপুরি শাস্তি হবে) ।

অনুমতিক কাত্তি বিষয়

আলোচ্য আয়াতসমূহে উক্তিপূর্ণ অন্তর্ক সাহারী ও তাৰোইগণের ঠিক প্ৰকাৰ উক্তি বৰ্ণিত আছে। প্ৰথম উক্তি এই বৈ, এটা কিম্বামতেৱ অনামত আলামত যা কিম্বামতেৱ সময়ে সংঘটিত হৈব। এই উক্তি হৰণত আৰী, ইবনে আকাস, ইবনে উমায়, আবু হুৱারু (ৱা), হাসান বসুরী (ৱা) প্ৰযুক্ত থেকে বৰ্ণিত আছে। দ্বিতীয় উক্তি এই বৈ, এ তাৰোইয়ালী অভীতে গুৰু হৰে পেছে এবং ততে মকার সে দৃষ্টিক বোধালো হৰেছে, যা রসুলুল্লাহ (সা)-ৰ বাদ-দোহৱাৰ কলে মকা-বাসীদেৱ উপৰ আপত্তি হৰেছিল। তাৰা কুবার্ত অবহাৰ হৃষুবৰণ কৰেছিল এবং যুত জন্ত পৰ্যন্ত থেতে বাধা হৰেছিল। আকাশে রূপি ও মেঘেৱ পৰিবৰ্ত্ত ধূম-সৃষ্টি প্ৰেক্ষণ হত। এ উক্তি হৰণত আবদুল্লাহ ইবনে মসউদ (ৱা) প্ৰযুক্তেৱ। তৃতীয় উক্তি এই বৈ, এখনে মকা বিজৱেৱ দিন মকার আকাশে উক্তিপূর্ণ ধূমিকগ্নকে ধূম বজা হৰেছে। এ উক্তি আবদুল্লাহ আবাজ প্ৰযুক্তেৱ। —(কুবারী) পথমোক্ত উক্তিসমূহই সৰ্বাধিক প্ৰসিদ্ধ। তৃতীয় উক্তি ইবনে কাসীৱেৱ মতে অণ্টাহ। সহীহ হাদীসসমূহে দ্বিতীয় উক্তিই অবমুক্তি হৰেছে। পথমোক্ত উক্তিসমূহেৱ রেওয়ায়েত নিচ্ছব্বপ :

সহীহ মুসলিমেৱ রেওয়ায়েতে হয়াবুক ইবনে উসাইদেৱ বলেন, একবাৰ রসুলুল্লাহ (সা) উপৰ জলাৱ কল থেকে আকাশেৱ প্ৰতি দৃষ্টিপাত কৱালৈন। আমৰা তখন পৰল্পৰ কিম্বামতেৱ আলামত সম্পৰ্কে আলোচনা কৰাইলাম। তিনি বললেন, এত দিন তোমোৱা দশটি আলামত না দেৰ, ততদিন কিম্বামত হৰে না—(১) পশ্চিম দিক থেকে সুর্যোদয়, (২) দুখান কথা ধূম, (৩) দাবু, (৪) ইরাজুল-মাজুজেৱ আবিৰ্ভাৰ, (৫) বৈসা (আ)-ৰ অবতৱণ, (৬) দাঙ্গাজোৱেৱ আবিৰ্ভাৰ, (৭) গুৰুৰ কুমিল্লস, (৮) পশ্চিমে ভূমিলস, (৯) আৱৰ উপৰোক্তে ভূমিলস, (১০) আদিন থেকে এক অঘি বেৱ হৰে এবং আনুষকে হাঁকিয়ে নিৰে হাৰে। আনুষ বেৰানে রাণি বাগৰ কলাতে আসবে, অধিগত থেয়ে হাৰে, বেৰানে সুপুৱে বিশ্রামেৱ জন্য আসবে, সেখানে অধিগত থেয়ে হাৰে। —(ইবনে কাসীৱ)

আবু মালিক আশ-আৰী বৰ্ণিত রেওয়ায়েতে রসুলুল্লাহ (সা) বলেন, আমি তোমা-দেৱকে তিনি বিবৰণে সতৰ্ক কৱাই—এক ধূম, যা মু'মিনকে কেবল এক প্ৰকাৰ সন্দিত্তে আলামত কৰে দেবে এবং কাৰিগৰেৱ দেহে প্ৰবেশ কৰে প্ৰতিটি জনুপৰ্যন্ত বেৱ হৰত থাকবে। দুই, দাবু (জুগড থেকে বিৰ্গত অজুড আলোচনাৰ) এবং তিনি, দাঙ্গাজ। ইবনে কাসীৱ এয়ানু ধৰনেৱ আৱৰ কলাকৃতি রেওয়ায়েত উক্ত কৰে লিখেন :

هذا سلسلة صححهم الى اين مجلس خير الملة و ترجمان القرآن و هذا
تقول من واقعه من الصحابة و القادة يعني مع ا لا حارب من المعرفة من
الصحاب و الاتساع و غيرها التي اورد و هنا معا فنه مقلع و دلالته
ظاهره على ان الدخان من الاليات المفترضة مع انة ظاهر القرآن فارتقاب

يُوْمَ الْقِيَامَةِ بِدْخَانٍ مَهِينٍ - وَعَلَىٰ مَا ذُرَّةً أَبْنَىٰ مُحَمَّدٌ أَنَّمَا هُوَ
خَيْرٌ وَأَوْرَةٌ فِي أَمْلَاهُمْ مِنْ هَذِهِ لِجَوْعٍ وَالْجَهَدِ وَهَذَا قَوْلُهُ لِعَالَمٍ يَنْهَا
الْأَنْسَىٰ أَيْ يَنْهَا هُمْ وَيَعْنَهُمْ وَلِوَكَانَ أَمْرًا خَيْلَهَا يَنْهَا أَهْلُ مَكَّةَ لِمُهْرِكَهُنَّ
لِمَا قَيْلَ فِيهِ يَنْهَا النَّاسُ -

কোরআনের তৃষ্ণীরকাৰ হৰুৱত ইবনে আবুআস (রা) পৰ্যট এই সনদ বিষয়। অন্যান্য জাহানী ও ভাবেরীৰ উত্তি আহ, তাৰা ইবনে আবুআসেৰ সদে একমত হজেছেন। এছাকা কিছু সহীহ ও হাসান হাসীসও একধা ক্ষমাপ কৰে দে, 'বুখান' বা খুজ কিরামতেৰ উদ্বিদাহ আজীবনসমূহেৰ অন্যত্ব। কোরআনেৰ বাহ্যিক তাৰাত এৰ সাজা দেৱ। হৰুৱত আবসুল্লাহ ইবনে মসউদেৰ তৃষ্ণীৰে উল্লিখিত খুজ একটি কাজনিক খুজ হিল, যা কুখ্যাত তৌলভাৱ কাৰণে তাদেৱ চোখে প্রতিক্রিয়াত হৱেছিল। এৰ জন্য 'আনুযাকে কিৰে মেবে' কথাটি অবাকৰ অনে হৱ। কেননা, এই কাজনিক খুজ যত্নাবাসীদেৱ ঘৰেই সীমিত হিল। অৰ্থাৎ থেকে বোৰা যাব যে, এটা সব আনুযাকে ব্যাপকভাৱে কিৰে কৈজৰে।

হৰুৱত আবসুল্লাহ ইবনে মসউদেৰ উল্লিখিত বুখানী, মুসলিম, তিনি পৰ্যটী ইতামি কিছাবে হৰুৱত মসলিকেৰ বাচনিক বৰ্ণিত হজেছে। তেবিবেল, একমিন আয়তো আবগুলাবে কেচাব নিকটবলী কুকুৰ মসজিদে ভাবেশ কৰে দেখাবাব, অনেক ওৱালেব ওৱাল কৰাবেন। তিনি **يُوْمَ الْقِيَامَةِ بِدْخَانٍ مَهِينٍ**—আবাত সপ্তকে প্ৰোত্তাদেৱকে শুব কৰাবেন, এই বুখানেৰ কি কৰ্য, আপনাৰা আনেন? অঙ্গৱ নিজেই বৰাজেন, এটা এক খুজ, যা কিয়াতেৰ দিন নিৰ্মত হৰে এবং মুনাফিকদেৱ কৰ্য ও চৰু নষ্ট কৰে দেবে। পক্ষাত্তৰে মুমিনদেৱ ঘৰ্থা এৰ কাৰণে কেবলমাত্ সৰ্বিৰ উপসংহ সৃষ্টি হৰে।

অৰুৱক বজেন, ওৱালেৰ এ কথা তনে আসৱা আবসুল্লাহ ইবনে মসউদেৰ কথাই পেৱাব। তিনি শাৰিত ক্ষিমন—বাস্ত-সমষ্ট হজে উত্তো বজেন এবং বজেন, আজাহ আজাহ আজাহ আজাহ আজাদেৱ নবী(সা)-কে এই সপ্তবিশ দিয়েছেন; **مَا أَنْتُمْ عَلَيْهِمْ**

مَنْ أَجْرٌ وَمَا أَنْتُ مِنَ الْمُتَكَلِّفُونَ—আৰ্থাৎ আৰি তোমাদেৱ কাহে আশাৰ সেবা-কৰ্মেৰ কোন বিবিমৰ তাই কি এবং আৰি কোন কথা বাবিলৈ বলি না। কাহেই হৈ আজিয় হৰে, সে যা জাবে না, তা পৰিকাৰ বজে দেবে, আৰি আবি না, আজাহ আজাহ আজাহ আজাহ আবেন। নিজে কোন কথা বাবিলৈ বলা উচিত নহ। অঙ্গৱ তিনি বজেন, অখন আৰি তোমাদেৱকে এ আজাতেৰ তৃষ্ণীৰ সম্পর্কত ঘটনা পোনাহৈ।

—البطحة الكبيرة أنا منتظر —আবাস মাহিজ করলেন। আর্দ্ধসেদিন আমি
প্রবলকাবে পাকড়াও করব, সেদিনের ডয় কর। অতপর ইবনে মসউদ বললেন, এই
প্রবল পাকড়াও বদর খুঁজে হয়ে গেছে। এই ঘটনা বর্ণনা করার পর তিনি আবাস
বললেন, পাঁচটি বিষয় অভিজ্ঞাত হয়ে গেছে। আর্দ্ধ সুধান তথা খুঁজ, রোম, চাঁদ,
পাকড়াও ও মেরাম।—(ইবনে কাসীর) সুধান অর্থ শকার পুতিক। রোম অর্থ সেই
জিয়বাণী যা সুরা জামে রোমকদের বিষয় সম্পর্কে বলিত আছে ৱেফ

اَتَقْرَبُتِ السَّاعَةُ وَأَنْشَقَ فَلِيُوْهُمْ سَبْعَ لَبْوَنْ—
চতুর্থ অর্থ চজ বিধিত হওয়া, যা

આમાચ આમાત્તસમૃહે ગંડીરભાવે જસ્તા કરાવે કરુંકાંતિ ડિવિયાદીપી સેથાંતે
સેઓઝ બાર—(૧) આકાશે ખૂબુ દેખો દેવે એવું સવાઈને આછુર કરાવે, (૨) સુધુ-
સ્વિકરા આથાવે અંગીઠ હયે ઈમાનનું ઉસાદા કરે આજાહાર કાઢે દોરા કરાવે, (૩)
તાદેર ઉસાદા મિથ્યા પ્રમાણિત હબે એવું પરે તારા બેટેઓની કરાવે, (૪) તાદેર
મિથ્યા ઉસાદા સર્વો આજાહ, તા'આલા તાદેરને જન્મ કરાવાન ઉદ્દેશ્યો કિલ્લદિનેર જન્મ
આવાન પ્રત્યાહાર કરાવેન એવું બણે ઇદવેન, તોમરા ઉસાદાન કારોય થાકબે ના'ખુર્બં
(૫) આજાહ તા'આલા પુનરાવું તાદેરને પ્રવલભાવે પાકડ્યાં કરાવેન। ઇથરાત જાવનું-
જાહ, ઇબને મસાનેર લક્ષ્મીર અનુધારી સર્વજ્ઞો ડિવિયાદીપીં પૂર્ણ હયે ગેહે। પ્રથ-
મોનું ચારાંટિ ઘ્રાંબાસીરન ઉપર દુર્દીક આપગિત હઉંના એવું તો દૂર હઉંનાર અસ-
રંભની સયારેં પૂર્ણ હયેહે એવું પદ્ધતિ ડિવિયાદીપીં હિસર હુંકે પૂર્ણભા જાણ કરાવેહે।
કિન્તુ એહી લક્ષ્મીર કોરાનાનેર વાહિક જાથાન સાથે સળણી રાખે ના। કોરાનાનેર
તોયાંથેકે બોકા થીય યે, આકાશ પ્રવાણ્ય વૌઝા બારા આછાદિત હબે એવું સમજ
માનું એહી ખૂબુ બારા પ્રત્યાબાનિત હયે। કિન્તુ લક્ષ્મીર થેકે એખલો કિલ્લાં પ્રમાણિત
હયે ના। બરં જાના યાર યે, એહી ખૂબુ તાદેર વિગદેર હૌલિભાર કરણુંટિ। એ
કારણનેં ઇબને કાસીર કોરાનાનેર વાહિક જાથા દૂષ્ટે એ વિષયને આધ્યાધિકાર સિરો-
હેન યે, એ ખૂબુ કિલ્લાંથેર જન્યાંથેર આજામણું। એકે અંજાધિકાર દેઓઝાર આરાં કારણ
એહી યે, એટા રસુલુલ્-હ (સા)-નું ઊંઝિ બારા પ્રમાણિત। પજ્જાતરે ઇબને મસાનેર
લક્ષ્મીર તાર નિજાં ધારણાપ્રસૂત। કિન્તુ ઇબને કાસીરન અધ્યાધિકાર દેઓઝા લક્ષ્મીરને
વાહાત ખટકા જાએ। તો એહી યે, આજાણે જાએ **إِنَّ كُلَّفُوا أَعْذَابَ قَلِيلًا إِنْ كُلُّمْ**

عَالِكٌ وَنَ—અથચ કિલ્લાંથે કાફિલદેર થેકે કોન સમજ આથાવ પ્રત્યાહાર કરા હબે
ના। સુલત્રાં કિલ્લુ દિનેર જન્મ આથાવ પ્રત્યાહારેર વિવરાંતિ કિલ્લાંથે ખૂબુ હબે?
ઇબને કાસીર બળેન, એ આજાતેર દૂષ્ટી અર્થ હણે પારે—એક ઉદ્દેશ્ય એહી યે,
આયિ બદિ તોમાદેર કથા અનુધારી આથાવ પ્રત્યાહાર કરિ એવું તોમાદેરને પૃથિ-
વીણે ફિરિયે દેઇ, તબે તોમરા પૂર્વબં બુકરીં હસ્તાતે થાકબે।

કોરાનાનેર જન્મ આજાતે એહી વિષયાબસ્તુ એડાવે બર્ણિત હયોહે :

وَلَوْرِ حِمْنَاهُمْ وَكَشَفُنَا مَابِيَّهُمْ مِنْ فِرْسَلِلْجَوْنَ فِي طَغْيَا نِيَمْ يَعْمَوْنَ—અના એક

કશ્ફ મુદાબ વિલીર અર્થ એહી યે, **وَلَوْرِ** વિલીર અર્થ એહી યે, **وَأَلَمَانِهَا** એહી યે,
-એર યાને બદિ આથાવેર કારણ સમૂર્ખ હયે ગેહે એવું આથાવ તોમાદેર નિકટે
એસ ગેહે; કિન્તુ કિલ્લ દિન આયિ તો પિછિરે દેવ। ઇઉસુફ (સા)-એર કરુમેર

ব্যাপারেও অমনিষ্ঠাৰে ! **لِعْنَةٌ مُّنْهَمٌ لِّعْنَةٌ** ! বলা হয়েছে। আশচ ভাসের উপর
আৰুৰের জৰুৰি কৰাপ পেয়েছিল যাই। আবাব আসৰ আমনত বিশেষ ছিল।
একেই **كُفْفَ صَدَاب** বলে ব্যক্ত কৰা হয়েছে। সারকথা এই যে, খুজেৱ ভবিষ্যাদাবীকে
কিৰামতেৰ আলায়ত গণ কৰা হজে **كَيْ شُفُورٌ لِّعْنَةٌ** আৱাত ধাৰা কোন ঘটকা

—نہیں البوطنة الکبریٰ۔—এই অর্থ হবে
 দেখা দেয় না এবং এ তকসীর অনুমানী পাকড়াও। আবদুর্রাহ ইবনে মসউদের তকসীরকে বাদে যুক্তের পাকড়াও যতো হয়েছে। এটাও অস্থানে উক। কানুণ এটাও যুক্ত পাকড়াও হিল। কিন্তু
 এতে জরুরী হব না যে, কিম্বামতে আরও প্রবল পাকড়াও হবে না। এটাও অবাকর
 যন্তে হব না যে, কোরআন পাক কাফিরদেরকে আজোচা আহতসমূহে এক ভাবী
 আবাব সম্পর্কে সতর্ক করেছেন। ইরপর তাদের উপর যে-কোন আবাব এসেছে,
 তাকেই তীরা এ আজোচের প্রতীক যন্তে করে আজোভসমূহ উত্তোল করেছেন। কফি
 এটা যে কিম্বামতে আজোচ, তা অরোকোর করা যাব না। যেমন চতুর্থ ইবনে মসউদ
 থেকে বর্ণিত আছে :

هذا دخان مرض واحد والذى يبقى يحلا ما بين السماء والأرض
ولايحيى الموتى إلا بالزكمة واما الكافر فهو معه مسامعه فليبعث الله مند
ذلك الريح الجنوبي من اليمن فتقبض روح كل موته ويبقى شرار
الناس -

ধূম দু'টি। একটি অভিজ্ঞাত হরে পেছে (অর্থাৎ যত্কার দুর্ভিক্ষের সময়)। আর দ্বিতীয় বাকি আছে, সেটি আকাশ ও পৃথিবীর মধ্যবর্তী শূন্যস্থলকে ডরে দেবে। এতে মুগ্ধিনের মধ্যে ক্ষেত্রে গৰ্বিত অবস্থা দুষ্টি হবে এবং কাবিয়ের পদের সমস্য রাখু ছিল করে দেবে। তখন আশার্দ্ধ ঢাঁকালা ইয়াবনের দিক ধরেকে দক্ষিণা বায়ু প্রবাহিত করবেন, শো প্রত্যোক মুগ্ধিনের পৌর দুরণ করবে এবং ক্ষেত্র দুষ্ট প্রকৃতির আকিন্তার অবশিষ্ট থাকবে।—(কাহল বা'জানো)

କାହନ ମା'ଆନୀର ଧ୍ୟକାର ଏହି ବ୍ରେତାତେର ଜତାତାର ସମେହ ଅକାଶ କରୁଛେ,
କିନ୍ତୁ ଏହା ପ୍ରମାଣିତ ହଜେଓ କୋରାଆନ ଓ ହାସୀସେଇ ସାଥେ ତୀର ଅବଳାଦିତ ଲୁକ୍ସୀରେଇ
କୋନ ବୈପରୀତା ଥାକେ ନା ।

وَلَقَدْ قَاتَنَا قَبْلَهُمْ قَوْفَرْغِرْعُونَ وَجَاءُوهُمْ رَسُولٌ كَرِيمٌ ۝ أَنْ
 أَفْدَأْ لَكُمْ عِبَادَ اللَّهِ إِذْنَنِ لَكُمْ رَسُولٌ أَمِينٌ ۝ وَإِنْ لَا تَعْلَمُوا
 حَلَّ اللَّهُ مَا يَرِيَّ إِتَّيْكُمْ بِسْلَاطِنٍ مُّهِيمِينٌ ۝ وَلَمَّا يَعْدُتُ بِرَبِّي
 وَرَبِّكُمْ أَنْ تَرْجِمُونَ ۝ وَإِنْ لَمْ يُؤْمِنُوا لَهُ فَاعْتَزِزُ لَوْنِ ۝
 قَدْ عَارَبَهُ أَنْ هَنْلَالَةَ قَوْمٌ مُّجْرِمُونَ ۝ فَاسْتَرِي عِبَادِيَ كَيْلَأْ
 إِنْكُمْ مُّتَبَعُونَ ۝ وَإِنْ لَمْ يَرْجِعُوا هُوَ إِنْهُرْ جَنْدُ مُفْرَقُونَ ۝
 كَمْ تَرَكُوا مِنْ جَنْتِي وَغَيْوِنِ ۝ وَرُوعٌ وَمَقْلَمٌ كَرِيمِينٌ ۝
 وَنَعْصَمَةَ كَانُوا فِيهَا فِكْرِمِينَ ۝ كَذَلِكَنَّ وَأَوْرَثَنَهَا قَوْمًا
 الْخَرِيفَنَ ۝ فَمَا بَكَتْ عَلَيْهِمُ السَّمَاءُ وَالْأَرْضُ وَمَا كَانُوا
 مُنْظَرِيَنَ ۝ وَلَقَدْ تَجَيَّنَا بَيْنَ إِسْرَاءِ بَنِيَّ مِنَ الْعَدَابِ
 الْمُهِيمِينَ ۝ مِنْ فَرْعَوْنَ إِنَّهُ كَانَ عَلَيْهَا مِنَ الْمُسْرِفِينَ ۝
 وَلَقَدْ أَخْتَرْنَاهُمْ عَلَى عِلْمٍ عَلَى الْعَلَمِيَّنَ ۝ وَأَتَيْنَاهُمْ قِنَ الْأَيْتِ
 مَا فِيهِ بَلَوْمٌ مُّهِيمِينَ ۝

(১৪) তাদের পূর্বে আবি কিলাউনের সম্মানকে পরীক্ষা করেছি এবং তাদের
 কাছে আদমন করেছেন এবং তার সম্মানিত হনসুল, (১৫) এই অর্থে বে, আবাহ্য বাসাদেরকে
 আবার কাছে অর্পণ কর। আবি তোমাদের জন্ম প্রেরিত বিষ্ণুত হনসুল (১৬) আর
 তোমরা আবাহ্য বিষ্ণুকে উজ্জ্বল; প্রকাশ করো না। আবি তোমাদের কাছে প্রকাশ
 প্রাপ্ত উপস্থিত করছি। (১৭) তোমরা আত্ম আবার প্রস্তরবর্ষথে হচ্ছা না কর, তবেন্য
 আবি আবার পালনকর্তা ও তোমাদের পালনকর্তার প্রশংসন হচ্ছে। (১৮) তোমরা
 বলি আবার প্রতি বিষ্ণুস চাপন না কর, তবে আবার কাছে দেবকে দূরে থাক। (১৯)
 অতপর সে তার পালনকর্তার কাছে সোজা করল বে, এরা অপরাধী সম্মান (২০)
 তাহলে তৃষ্ণি আবার বাসাদেরকে নিয়ে ঝাঁকিবেলার বের হয়ে গড়। নিষ্ঠর তোমাদের

पर्याकारम तत्त्वा दर्शन । (२४) एवं समूहके अवलोकने आवश्यक नाही । मिशनरी उत्तरा लिख-
जिल्हात आहिली । (२५) तात्त्वा दर्शक मिशनरीहीन केवळ उत्तमान व अत्यन्त, (२६) तत्त्व
भजावाक्तव्य व सुरक्षा द्वारा, (२७) कठीन सुधारे उपयोगात, आणि तात्त्वा व्यापाराचा व्यवात ।
(२८) अमर्निहेच घटाहिल एवं आणि एवलोकन आणिक विज्ञानामध्ये डिग्री अस्तित्वावाटके ।
(२९) तात्त्वाचे अवलोकन करावाने आवास व शुद्धिलीबी एवं तात्त्वाचे अवलोकनात आवासिर
(३०) आणि अन्य ईशान्नाईच्याके अपाराजेयमंडळ नोंदि देण्याके उत्तम वर्णनाहि । (३१) विज्ञानात्मक-
प्रक्रिया जीवाणुवन्दनकारीप्रक्रिया अस्थायी वैज्ञानिकी । (३२) आणि जीववैज्ञानिक तात्त्वावाक्तव्य
विज्ञानात्मक उपलब्ध व्यष्टिशील मिशनरीहाम, (३३) एवं आणि तात्त्वावाक्तव्यी
मिशनरीहाम आणि हिंदू अपेक्षा जाहाजाचा ।

ଅମ୍ବାଜିତ - ଶାକ-ପରିପାନ

আমি তাদের আগে ক্রিয়াউনের সম্পদালয়কে পরীক্ষা করেছি। এবং (পরীক্ষা হিসেবেই হৈ) তাদের কাছে আগমন করেছিলেন একজন সম্মানিত বসুজন অর্থাৎ শুসো (আ)। পরমপরারের আগমন কে সৈমান আবে এবং কে আনে না, তার পরীক্ষা হয়। তিনি এসে ক্রিয়াউন ও তার সম্পদালয়কে বজালেন, আজাহর বাস্তুদেরকে (অর্থাৎ বনী ইসরাইল, যাদেরকে তোমরা নিপীড়ন করছ,) আমার কাছে প্রত্যাগমণকর (এবং তাদের থেকে হাত উঠাও। আমি দেখাবে ও মেজাবে পারি তাদেরকে যুক্ত করে রাখব।) আমি (তোমাদের কাছে আজাহর বিশ্বত) রসুজ (হবে এসেই এবং তার হবব পৌছাই। কাজেই তোমাদের ঘানা উচিত।) তোমরা আজাহর বিশ্বক উপরতা করো না। (উপরে বাস্তুর হক সহজে বলা হয়েছিল এবং এখানে আজাহর হক সহজে বলা হয়েছে।) আমি তোমাদের সামনে (আমার নবুজ্বতের) স্মৃতি সৌভাগ্য পেশ করছি। (অর্থাৎ জাতি ও জ্যোতির্ময় হাতের মুক্তিশা। কিন্তু ক্রিয়াউন ও তার সম্পদালয় যানজ না এবং তাঁকে হত্যা করার পরামর্শ করত। তিনি তাঁনে বজালেন,) তোমাদের যাতে আমাকে প্রস্তুতবর্যতে হত্যা না কর, তবেন্য আমি আমার পালনকর্তা ও তোমাদের পালনকর্তার শরণাপন হচ্ছি। তোমরা যদি আমার প্রতি বিহাস হাপন না কর, তবে আমার কাছ থেকে আলাদা থাক (অর্থাৎ আমাকে কল্প দেওয়ার চেষ্টা করো না। কারণ, আমার তাতে কোন কষ্ট হবে না। আজাহ ওয়াদা করেছেন মুক্তি।) কিন্তু তোমাদের অপরাধ আরও করতের হবে বাবে। তাই এমনে করো না। কিন্তু তারা আবশ্য পার হিজেন।) শুধুম শুসো (আ) তাঁর পালনকর্তার কাছে সৌভাগ্যকরভাবে একটা অপরাধী ঝুঁপ্পাদার। (অপরাধ থেকে বিরুদ্ধ হবে না। কাজেই তাদের ক্ষমতাজ্ঞা করে দিন। আমি দোরা কবুল করুণাম এবং বলোম, ডুঃখ আমার বাস্তুদেরকে মিয়ে রাখি আমার বের হবে পড়। (কেবলম, ক্রিয়াউনের পক্ষ থেকে) তোমাদের প্রশংসকাবন করা হবে। (তাই রাতি বেলার বের হলে দূরে যেতে পারবে। কলে শুয়া তোমাদেরকে ধরতে পারবে না। তার পক্ষে যে সমস্ত পক্ষে,) আমিই (সেই)

সমুদ্রকে (শুধুমাত্র আরো আবাস করবে, এবং তাতে সে উক হবে পথ-সেবক)। অঙ্গগুরু পার হওয়ার পর তাকে তদব্যাপী দেখে চিন্তা করো না যে, কিলাউনও সঞ্চারণ পারে নয়ে যাবে। বরং (কুমি তাকে) অচল থাকতে দেহে (এবং নিষিদ্ধ থাকবে)। তাকে অচল থাকতে দেওয়ার রহস্য এই যে,) তাদের সমস্ত বাহিনী (এ সমুদ্র) নিয়ন্ত্রিত হবে। [তাড়া সমুদ্রকে অচল দেখে তাতে উৎপন্ন করবে এবং প্রবেশ করার পরই সমুদ্র তজব্বান হবে যাবে এবং সুদিক থেকে থানি এসে যিষ্ঠে যাবে। সেমতে তাই হয়েছিল। যুদ্ধ (আ) পার হবে পেজেন এবং কিলাউন ও তার বাহিনী তাতে নিয়ন্ত্রিত হল।] তারা ছেড়ে দেল কর্ত উদ্যান ও প্রবেশ, কর্ত শস্তকের ও সুরম্য আসাদ, কর্ত সুধের উপকরণ, মাতে তারা আনন্দিত থাকত। (এ ঘটনা) এয়াপই হয়েছিল এবং আমি তিমি সম্প্রদায়কে (অর্ধাং বনী ইসরাইলকে) এভোর যাতিক করে দিলাম। (যেহেতু তারা ধূৰ ঘৃণিত ছিল, তাই) তাদের অন্য আকাশ ও পৃথিবী কল্পন করেনি এবং তারা (আবাব থেকে) অবকাশও পারনি। (অর্ধাং আরও কিছুদিন থেকে থাকলে আবাসায়ের আবাস থেকে আরও কিছুদিন অবকাশ পেত)। আমি (এভাবে) বনী ইসরাইলকে অপমানজনক আবাব থেকে উত্তোল করেছি (অর্ধাং কিলাউন থেকে) তার আনন্দাকার ও নিপত্তিন থেকে।) নিশ্চয় সে (দাসদের) সীমাবন্ধনকারীদের অধে পৌরষানীয় ছিল। আমি বনী ইসরাইলকে (আরও নিয়ামত দিয়েছি এবং) জেনেগুনে তাদেরকে (কেন কেন আগামে) বিয়াসীর উপর (অধৰা সঞ্জ বাগারে তুলনকার জোকদের উপর) প্রেরণ দিয়েছি। সেসব নিয়ামত ও পুরুকার তো হিলাই, আলাহ-র কুসরাতের নির্দর্শনও ছিল বটে। অর্ধাং আমি তাদের এমন নির্দর্শনবাটী দিয়েছি, যাতে স্পষ্ট পুরুকার ছিল। (অর্ধাং তাদের প্রতি অনুপ্রাণের পুরুকারও ছিল এবং আমার কুসরাতের মজীজও। তৎস্থে ছিল ইতিহাসাধ্য নিয়ামত। যেমন, কিলা-উনেত্র ক্ষেত্র থেকে উত্তোল করা। আর কিছু ছিল অপ্রকাশ্য। যেমন, তাম, কিন্তু অ-মুজিবাসর্বন)।

আনুবাদিক কাঠামো বিবর

وَإِنِّي مُتَّمِثٌ بِرِبِّي وَرَبِّي أَنْ تَرْجِعُونِي—(তোমরা আতে আমাকে

প্রত্যন করবে হত্যা মা কর, তজনো আমি আমার পাইনকর্তা ও তোমাদের পাইনকর্তার পরামর্শ দিব।) ۱۷۴ । তবের অর্থ প্রত্যন বর্ষে হত্যা করা। এর অপর অর্থ কাউকে গালি দেওয়াও হয়। এখানে উত্তর অথবই হত্যা পারে, কিন্তু অর্থ অর্থ নেরাই অধিক সজ্ঞত। কেবল, কিলাউনের সম্প্রদায় যুদ্ধ (আ)-কে হত্যার ইঙ্গকি দিয়েছে।

وَأَرْبَعَ الْهَسَرَ رَفِوا—(সমুদ্রকে শাত ও অচল অবস্থার থাকিতে দাও।)

যুদ্ধ (আ) সালিমসহ সমুদ্র পার হওয়ার পর আতাখিলাবে কান্দাক করবেন-এ, সমুদ্র

পুনরায় আসল অবস্থার ফিরে থাক, তাতে ফিরাউনের বাহিনী পার হতে না পারে। তাই আজাই তো আজা তাঁকে বলে দিলেন, তোমরা পার হওয়ার পর সমুদ্রকে সাত ও অচল অবস্থার থাকতে দাও এবং পুনরায় পানি চলান হওয়ার চিন্তা করো না—যাতে ফিরাউন শুক ও তৈরি পথ দেখে সমুদ্রের মধ্যস্থিতে অবেশ করে। তখন আমি সমুদ্রকে চলান করে দেব এবং তারা তাতে নিষ্পত্তি হবে।—(ইবনে কাসীর)

وَأَوْلَىٰ هَذَا قَوْمًا١ خَرَجُ

(আমি এক ক্ষিতি জাতিকে সেসবের উত্তরাধিকারী করে দিলাম।) সুরা শু'আরায় বলা হয়েছে যে, এই 'ভিষ জাতি' হচ্ছে বনী ইসরাইল। অবশ্য বনী ইসরাইল পুনরায় মিসরে আপত্তি করেছিল বলে ইতিহাসে প্রমাণ পাওয়া যায় না। সুরা শু'আরার ভক্তীয়ে এর জওয়াবও দেওয়া হয়েছে।

فَمَا بَكَتْ عَلَيْهِمُ السَّمَاءُ وَالْأَرْضُ

(অঙ্গপর তাদের জন্য আকাশ ও পৃথিবী ঝুলন করেনি।) উদ্দেশ্য এই যে, তারা পৃথিবীতে কোন সৎকর্ম করেনি যে, তাদের মৃত্যুতে পৃথিবী ঝুলন করবে এবং তাদের কোন সৎকর্ম আকাশেও পৌঁছানি যে, তাদের জন্য আকাশ অশুগ্পাত করবে। একাধিক রেওয়ায়েত আরা প্রমাণিত রয়েছে যে, কোন সৎকর্ম পরামর্শ বাস্তার মৃত্যু হলে আকাশ ও পৃথিবী ঝুলন করে। ইষরত আবাস (রা)-এর রেওয়ায়েতে রসু-জুলাহ (সা) বলেন, আকাশে অভ্যেক বাস্তার জন্য দুটি ধার নির্দিষ্ট রয়েছে। এক ধার দিয়ে তার রিয়িক অবতীর্ণ হয় এবং অন্য ধার দিয়ে তার কর্ম ও কথাবার্তা উপরে পেঁচো। এই বাস্তার মৃত্যু হলে উভয় ধার তাকে স্মরণ করে ঝুলন করে। এরপর তিনি প্রয়াণস্তরাপ লাভ করে আবাতধানি তিলাওয়াত করেন। ইবনে আবাস খেকেও এমনি ধরনের হাদীস বর্ণিত রয়েছে।—(ইবনে কাসীর) শোরায়াহ, ইবনে ওবায়দ (রা)-এর অন্য এক হাদীসে রসু-জুলাহ (সা) বলেন, প্রবাসে মৃত্যুবরণ করার সময় যে শু'মিন বাতিল জন্য কোন ঝুলনকারী থাকে না, তার জন্য আকাশ ও পৃথিবী ঝুলন করে। এর সাথেও তিনি আজোতা আজাত তিজা-ওয়াত করেন। এবং বলেন, পৃথিবী ও আকাশ কোন কাঁকিরের জন্য ঝুলন করে না।—(ইবনে জয়ীর) ইষরত আজী (রা)-ও সহজেকের মৃত্যুতে আকাশ ও পৃথিবীর ঝুলনের কথা উল্লেখ করেছেন।—(ইবনে কাসীর)

কেউ কেউ এ আজাতকে জগৎ অর্থে ধরে নিয়ে বলেন, এতে আকাশ ও পৃথিবীর ঝুলন বোঝাবো হয়নি, বরং উদ্দেশ্য এই যে, তাদের অভিষ্ঠ এমন অনুজ্ঞাখ্যোগ্য হিল যে, তার অবসানে কেউ দুঃখিত ও পরিষ্কৃত হবনি। কিন্তু উজিষ্ঠিত রেওয়ায়েত-দৃল্পে এইই প্রাচীক সব্বত মনে হয় যে, আজাতে আক্ষণিক অবেই ঝুলন বোকানো হয়েছে। কেমন, এটা সত্ত্বপর এবং রেওয়ায়েত ধারা সমর্থিত। কাজেই অহেতুক

যাপক অর্থ মেওয়ার আরোজন নেই। এখন কির এই যে, আকাশ ও পৃথিবীতে তেজনা কোথার ? ভারা ক্ষমন করার কেবল করে ? অঙ্গতের প্রতোকাটি স্থট অভিতেই কিছু না কিছু তেজনা অবশ্যই বিদ্যমান রয়েছে। এক আয়তে অবশ্যই হয়েছে ৪:৫২—**إِنْ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا مُمْبَحِثٌ**—আধুনিক বিজ্ঞানও ক্ষমতবরে এ সিদ্ধান্তেই উপনীত হচ্ছে। তবে আকাশ ও পৃথিবীর ক্ষমন মানুষের ক্ষমনের অনুজ্ঞপ্রাপ্ত অভিযানেই অন্যভাবে ক্ষমন করে, যার ক্ষণপ আবাদের জন্ম নেই।

وَلَقَدِ اخْتَرْنَا لَهُمْ عَلَىٰ مِلْعُمٍ مَّلِيٍّ الْعَالَمِينَ—(আমি বনী ইসরাইলকে

জেনেগুনে বিজ্ঞানীর উপর প্রেরণ দিয়েছি।) এতে উচ্চতে মুহাম্মদী অপেক্ষা অধিক প্রেরণ অন্যরী হয় মা। কেমনো, এখানে তৎকালীন বিজ্ঞানী বোকানো হয়েছে। তখন তারা নিশ্চিতই অভিতের প্রেরণ জাতি ছিল। এরই অনুজ্ঞপ্রাপ্ত কৌরআনে হ্যুমান মানবিয়কে বিবের নারীদের উপর প্রেরণ দাবের কথা বলা হয়েছে। এটাও সত্ত্বপূর্ব যে, বিশেষ কোন বিষয়ে বনী ইসরাইলকে সর্বকান্দের সর্বজ্ঞাকের উপর প্রেরণ দেওয়া হয়েছে, কিন্তু সমষ্টিগতভাবে উচ্চতে মুহাম্মদীই প্রেরণ। (জেনেগুনে) —এর উদ্দেশ্য এই যে, আমার প্রত্যেক কাজ প্রজাতিক হয়ে থাকে। কাজেই প্রজার দাবি অনুযায়ীই আমি প্রেরণ দিয়েছি।

وَأَنْهِنَا لَهُمْ مِّنَ الْآيَاتِ مَا نَهِيَّ بِلَا مُبَاهِنٍ—(আমি তাদেরকে এমন নিসর্পনাবলী দিয়েছি, যাতে প্রকল্প পূরকার হিল।) এখানে জাতি, সৈমিত্যম ও হাত ইত্যাদি মুক্তিযা বোকানো হয়েছে। শব্দের মুক্তির্থ—পূরকার ও পরীক্ষা। এখানে উচ্চর অর্থ অন্যান্যে সত্ত্বপূর্ব।—(কুরআনী)

**إِنْ هُوَ لَذِكْرٌ لِّيَقُولُونَ ۝ لَنْ هُوَ إِلَّا مَوْتَنَا الْأَوْلَىٰ وَمَا يَعْنِيْنَ
وَمُنْشِرِيْنَ ۝ فَإِنْ تُوْلِيْا بِيَارِيْكَا إِنْ كَنْتُرْ صِرِيقِيْنَ ۝
أَهُمْ خَيْرٌ أَمْ قَوْمٌ شَيْجَ ۝ وَالَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِهِمْ أَهْلَكْتَهُمْ رَ
لَنْهُمْ كَانُوا مُجْدِرِيْمِيْنَ ۝ وَمَا حَلَقْنَا السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا
بَيْنَهُمَا لَعِيْيِنَ ۝ مَا حَلَقْنَهُمْ إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ**

لَكُمْ يُقْلِمُونَ@ لَنْ يَنْهَا النَّفَصُلُ وَمِنْهَا تُهُمْ أَجْتَمِعُنَّ كَيْفَرَلَأْيُغْرِفُ
 مَوْلَىٰ عَنْ مَوْلَىٰ شَيْئًا فَلَا هُمْ يُنَصَّرُونَ@ إِلَّا مَنْ رَحْمَ
 اللَّهُ دَارَتْهُ هُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ@

(৩৪) কাহিনীরা বলেই থাকে, (৩৫) প্রথম হৃদয়ের সাথেই আমাদের সব-
 বিচুর জনসান হবে এবং আমরা পুনর্জীবিত হব না। (৩৬) তোমরা যদি সত্ত্বার
 ইতি, তবে আমাদের পূর্বপুরুষদেরকে নিয়ে এস। (৩৭) তারা ঝোঁ, যা তুমার
 সম্পদার ও তাদের পূর্ববর্তীরা? আমি ওমেরকে খৎস করে দিলেছি। তারা হিস
 অগ্রাধী। (৩৮) আমি নতোমঙ্গল, কুমঙ্গল ও এতদুক্তের মধ্যবর্তী সমবিষ্ট
 ছালে দৃষ্টি করিনি, (৩৯) আমি এগুলো ব্যাপ্তি উল্লেখেই দৃষ্টি করেছি,
 কিন্তু তাদের অবিকীৎসই হুক্ম না। (৪০) নিষ্ঠার জনসানার দিন তাদের সহায়েই দিবানীতি
 সময়, (৪১) যেমিন কোন বনুই কোন বনুর উপকারে আসবে না এবং তারা সাধারণ
 প্রাপ্তি হবে না। (৪২) তবে আজাহ্ বীর প্রতি দয়া করেন, তার কথা তিনি। নিষ্ঠার
 তিনি পরাক্রমশালী সদাচার।

উক্তবীরূপ আর-সংজ্ঞেশ

তারা (বিদ্যামতের পাঞ্চির কথা তনে কিয়াহত অঙ্গীকার করে এবং) বলে,
 দুনিয়ার হৃদয়ে আমাদের শেষ অবস্থা এবং আমরা পুনর্জীবিত হব না। (অর্থাৎ
 পরকালীন জীবন বলতে কিছুই নেই)। দুনিয়ার জীবনের পর কিছুই হবে না। (অতএব
 হে মুসলমানগণ,) তোমরা (পরকাল সম্পর্কিত দাবিতে) সত্ত্বাসী হলো (অপেক্ষা
 সর না, এখনই) আমাদের পূর্বপুরুষদেরকে (জীবিত করে) নিয়ে আস। (অতএব
 তাদেরকে এ শর্ম শাসনে হচ্ছে যে, তাদের জিঞ্চা করা উচিত,) তারা (শৌখিন্যে)
 ঝোঁ, না (ইয়াবেন সজ্ঞাট) তুমার সম্পদার ও তাদের পূর্ববর্তীরা? (যেমন, আদ,
 সামুদ ইত্যাদি) তারা অধিক উমত হিস, কিন্তু) আমি তাদেরকে (ও) খৎস করে
 দিলেই—(কেবল ও কাক্ষে যে,) তারা হিস অপরাধী। (কাক্ষেই এরা আস্তারে
 বিবরণ করে কেবল করে বীচতে পারবে!) অতপৰ বিদ্যামতের সত্ত্বার ক বক্তৃত
 বর্ণিত হচ্ছে।) আমি নতোমঙ্গল, কুমঙ্গল ও এতদুক্তের মধ্যবর্তী সমবিষ্ট ছালা-
 ছালে দৃষ্টি করিনি, (বরং) আমি উক্তজনকে (অয়স্য দৃষ্টিসহ) ব্যাপ্তি উল্লেখেই
 দৃষ্টি করেছি (যেমন, এগুলো দারা এক তৈরি আজাহ্ কুমুক বোঝা থাক, কিন্তুজ
 প্রতিসান ও আঙ্গির শয়াখ পাওয়া থার)।) তাদের অধিকাংশ বোঝে না (যে, যিনি এখন-

বিশাই আকাশ ও পৃথিবী প্রভৃতিকে প্রথমে সৃষ্টি করতে পারেন, তিনি খিলোয় বারও সৃষ্টি করতে সক্ষম।) বিষ্টর কোরআনের দিন (অর্থাৎ কিয়ামতের দিন) এদের সকলের (পুনরুজ্জীবন ও শান্তি-প্রতিমানের) বিধানিত সময় (যা যথাসময়ে অবধাই সংঘটিত হবে)। অতপর কিয়ামতের কিছু ঘটনা বর্ণিত হয়েছে।) যে দিন কোন সম্পর্কশালী কোন সম্পর্কশালীর উপকারে আসবে না এবং (অন্য কোন তরফ থেকে, যেখন যিথ্যাং উপাস্যদের তরফ থেকে) তারা সাহায্যক্ষমত হবে না। তবে আজাহ্ আবু ফ্রান্তি দয়া করেন, তার অন্য আজাহ্ অনুমতিতে কৃত সুপারিশ কাজে আসবে এবং আজাহ্ তার সাহায্যকারী হবেন। তিনি (আজাহ্) পরামর্শদাতী (কাফির-দেরকে শান্তি দেবেন), দয়ামূল (মুসলিমদের প্রতি দয়া করবেন)।

আনুবাদিক ভাষ্টব্য বিষয়

فَإِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ فَلَا تَوْبَأْ بِآيَاتِنَا—(তোমরা সেউবাদী হলে আমদের পূর্বপুরুষদেরকে উপরিত কর।) এই আপত্তির অঙ্গাব সুস্পষ্ট বিধার কোরআন পাক এবং চোন প্রতিকার দেয়নি। পরকালে মানুষ পুনরুজ্জীবিত হবে বলে দাবি করা হয়েছে। দুনিয়াতে জন্ম-মৃত্যু আজাহ্ তাজাহার বিশেষ আইন ও উপরোক্ষিতার অধীন। কাজেই আজাহ্ তাজাহা কাউকে দুনিয়াতে পুনরুজ্জীবন দাব না করবে। পরকালেও দাব করতে পারবেন না, এটা কেখন করে দোকা হার ?—(বাবানুল-কোরআন)

أَمْ قَوْمٌ تَبْغُونَ خَلْقَهُمْ كَمَا بَلَّغُوكُمْ—(তারা শৈরবীর্যে প্রের্ণ, মা তুক্কার সম্প্রদার ?) কোরআনে সু'জাহার তুক্কার উল্লেখ রয়েছে—এখানে এবং সুরা কাফে। কিন্তু উভয় জারগার কেবল নামই উল্লেখ করা হয়েছে—কোন বিভাগিত ঘটনা বিবৃত হয়নি। তাই এ সম্পর্কে তফসীরবিদগণ দীর্ঘ আলোচনা করে—ছেন বে, এরা কোন জমগোঠী ? বাস্তবে তুক্কা কোন বিদিষ্ট বাস্তিতে নাম নয়, বরং এটা ইয়ামেনের হিমইয়ারী সম্মাটদের উপাধিবিশেষ। তারা দীর্ঘকাল পর্যন্ত ইয়ামেনের প্রতিচারাখণকে গ্রাজ্যান্বী করে আরব, শায়, ইয়াক ও আক্তিকার কিছু অংশ শাসন করেছে। এ কারণেই এই সম্মের বহুবচন তৈরি হাবহৃত হয় এবং এই সম্মাটগণকে ‘তুক্কারামে-ইয়ামে’ বলা হয়। এখানে কোন সম্মাট বৈকামো হচ্ছে, এসম্মাটকে দাকেজ ইবনে কাসীরের বক্তব্য অধিক সমত মনে হয়। তিনি বলেন, এখানে অধ্যাবতী সম্মাটকে কোরানে হচ্ছে, যার নাম ‘আস’আদ’ আবু তুক্কারের ইবনে মালকিকারে। বেঁ মুসলিমহ (স)–র মনুষজ জাতের ক্ষমতে সাতশ বছর পূর্বে অঙ্গুরাত হয়েছে। হিমইয়ারী সম্মাটদের মধ্যে তার বাজতকার সর্বাধিক ছিল। সে তার শাসনাম্বলে অনেক দেশ জরি করে সবরক্ষণ পর্যন্ত পৌছে শায়। যুক্তিশব্দ ইবনে ইসহাক বলনা করেন, এই দিবিজয়কালে একবার সে মদীনা মুনাওয়ারার জনপদ অতিক্রম করে এবং তা

করার করার ইচ্ছা করে। যদীনাবাসীরা দিনের বেলার জন্য শুভ করত এবং রাতে তার আভিজ্ঞান করত। করে সে জাহিত হয়ে যদীনা' জন্যের ইচ্ছা পরিষ্কার করে। এ সময়েই যদীনা'র মৃত্যু ইহুদী আভিয তাকে দ্বিগুর করে দেয়, এই ক্ষেত্রে সে করারত করতে পারবে না, কারণ এটা শেষ পরস্যের হিজরতের স্থাট ইহুদী আভিযজ্ঞকে সাথে নিয়ে ইসলামেন প্রভাবিত করে এবং তাদের পিঙ্কা ও প্রচারে শুর্খ হয়ে ইহুদী ধর্ম ছাপ করে। বলী বাহ্য, তখন ইহুদী ধর্মই সত্তা ধর্ম হিসেবে অঙ্গর তার সম্মুদ্দারণ সত্তা ধর্ম দৌলিত হয়ে যায়। কিন্তু তার মৃত্যুর পর তারা আবার শুর্খিগুজ্জা ও অশিগুজ্জা উর করে দেয়। কোন তাদের উপর আজ্ঞাহীন পরবর্তী নাহিল হয়। সুরা সাবার এসলামকে বিজ্ঞানিত আলোচনা করেছে। —(ইবনে কাসীর) এ থেকে জানা যায় যে, তুর্কার সম্মুদ্দার ইসলাম প্রাপ্ত করেছিল, কিন্তু পরে পথচারিত্ব হয়ে আজ্ঞাহীন পরবর্তী পথে পথিত হয়েছিল। একজাতেই কোরআনের উক্ত জারিগুরু তুর্কার সম্মুদ্দার উক্তের করা হয়েছে; তখন তুর্কা উরিপথিত হয়েন। হবরত সহজে ইবনে সোন্নত ও ইবনে আবাসের রেওয়ায়েতেও এর সমর্থন পাওয়া যায়। রসুলুল্লাহ (সা) বলেন,
 لا تُنْهِيْ لَهُمَا فَإِنَّهُمْ قَدْ أَسْلَمُوا
 তোমরা তুর্কাকে মন্দ বলো না, কাহুশ সে ইসলাম প্রাপ্ত করেছিল।

سَمَّا مَخْلُقَنَا هُمَا إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَكِنْ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ (আমি আকাশ

ও শৃঙ্খলী মধ্যবর্থ উদ্দেশ্যেই স্থিত করেছি, কিন্তু অধিকালে মানুষ তা বোঝে না।) উদ্দেশ্য এই যে, বোধশক্তি ও চিন্তাশক্তি ধোকার আকাশ-পৃষ্ঠিবী ও এভন্ডরের মধ্য-বর্তী স্থিতিসমূহ অনেক সত্তা উদ্ঘাটন করে। উদাহরণত একজোর মাধ্যমে আজ্ঞাহীন তা'আলার অপার কুদরত ও পরকালের সংস্কার বোঝা যায়। কারণ, যে সত্তা এসব মহাস্থিতিকে অনিষ্ট থেকে অভিষ্টে আনন্দন করেছেন, তিনি নিশ্চিন্তই একজোরে একবার ধৰ্মস করে পুনরায় স্থিত করতে সক্ষম। তৃতীয়ত একজোর মাধ্যমে শান্তি ও প্রভিদানের প্রয়োজনীয়তাও বোঝা যায়। কারণ, পরকালের প্রভিদান ও শান্তি না ধোকালে স্থিতির সমগ্র কাণ্ডকারখানাই ভঙ্গু হয়ে যায়। পৃষ্ঠিবী স্থিতির রহস্যেই তো একে পরীক্ষাগুরু করা এবং এরপর পরকালের শান্তি ও প্রভিদান দেওয়া। নভুবা সহ ও অসহ উভয়ের পরিপতি এক হওয়া জরুরী হয়ে পড়ে। এটা আজ্ঞাহীন মাধ্যমের পরিপন্থ। চতুর্থত স্থিতিজ্ঞত চিনাশীলদেরকে আজ্ঞাহীন তা'আলার আনুগত্যে উদ্ঘাটন করে। কেননা, সমগ্র স্থিতিই তাঁর বিরাট অবদান। কাজেই এ অবস্থানের ফলতাত্ত্ব প্রষ্টুরি আনুগত্যের মাধ্যমে প্রকাশ করা বাস্তুর অবশ্য কর্তব্য।

**إِنَّ شَجَرَتَ الرُّقُورِ ۚ طَامِرٌ لِذِيْبُورِ ۚ كَالْمُهْلِ ۚ يَغْرِيْ فِي الْبُطُونِ ۚ
 كَعْلِيْ الرَّعِيْبِيْمِ ۚ خَلْوَةُ قَاعِنْدُوْرُ ۚ لَلِّيْ سَوَاءُ الْجَعِيْبِيْمُ ۚ ثُمَّ صَبَّوْا**

لَوْقَ رَأْسِهِ مِنْ عَذَابِ الْعَوْيِيرِ ذُقْ • إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ
 الْكَرِيمُ • إِنَّ هَذَا مَا كُنْتُرِيهُ شَهْرُونَ • إِنَّ الشَّهْرَيْنَ
 فِي مَعَالِمِ أَوْيَنْ • فِي جَنَّتَيْنِ عَيْوَنْ • يَكْبِسُونَ مِنْ سَنَدِيْنِ
 وَإِسْتَبْرِقِ مُتَقْبِلِيْنِ • حَذَلِكَ تَوْرَدَخِنْهُمْ بِخُورِ عَذْنِ
 يَدْعُونَ فِيهَا يَكْلِفَاهُ صَفَّ أَوْيَنْ • لَا يَدُوْقُونَ فِيهَا التَّوْتَ
 لَا الْمَوْتَةَ الْأَوْلَاءِ وَقُبْحُمْ عَذَابَ الْجَحِيْرِ فَضْلًا مِنْ
 شَرِّكَ • ذَلِكَ هُوَ الْقَوْزُ الْعَظِيْرُ • فَانْتَ يَسْرِئِهُ بِلَسَانِكَ
 لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ • فَارْتَقِبْ لِأَنْهُمْ مُرْتَقِبُونَ ⑥

(৪৫) বিচার আজুম হক (৪৬) পাশীর আদা হবে; (৪৫) পরিষৎ তাদের অত পেটে ঝুঁটকে থাকবে (৪৬) বেছন ঝুঁটে পানি। (৪৭) একে ধর এবং টেন নিয়ে আও আহামামের মধ্যবলে, (৪৮) অতগর তার আবার উপর ঝুঁট পানির আবাব দেবে দাও, (৪৯) হাত শথন কর, ভূমি তো সচ্ছানিত, সজ্জাত। (৫০) এ সম্রক্ষ তোকরা সক্ষেত্রে পতিত হিলে। (৫১) বিচার আহাম্বৌরয় নিরাপদ হানে থাকবে —(৫২) উম্মানুরাজি ও নির্বাচিতীসমূহে। (৫৩) তারা পরিধান করবে চিকন ও পুর রেশমীবজ, ঘূর্ঘোয়ুড়ি হয়ে বসবে। (৫৪) এসপাই হবে এবং আরি তাদেরকে আন্দকোচমা ঝী দেবে। (৫৫) তারা সেখানে শাক মনে বিচিত্র কলমুজ আনতে বলবে। (৫৬) তারা সেখানে হৃষ্ট আবাদম করবে না ইথের হৃষ্ট বাতীত এবং আগনীর পাননকর্তা তাদেরকে আহামামের আবাব থেকে তারা করবেন। (৫৭) আগনীর পাননকর্তার কুপার এটাই মহ সাক্ষ্য। (৫৮) আরি আগনীর আবাব কোরতানিকে সহজ করে দিয়েছি, এতে তারা স্মরণ রাখে। (৫৯) অতএব আপনি আপনাকা করুন, তারাও আপনাকা করারে।

তকসীরের শার-সংক্ষেপ

বিচার আজুম হক (ঝুরা আকস্মাতে এসম্রক্ষে আগোচনা করা হবে) , বড় পাশীর (অর্থাৎ কাহিনীর) আদা হবে, যা (দুষ্টিকৃত হওয়ার ব্যাপারে) তেজের ততা-নির-শক্ত হবে; এবং ঝুঁট পানির অত ঝুঁটকে থাকবে। অবরূপতাগুপকে (আসেল

করা হবে)। তাকে ধর এবং টেনে আহামায়ের অধ্যাদ্যে নিয়ে আও, অতপর এবং অভক্তের উপরে অভগ্নামুক ফুটক পানি ঢাল। (তাকে উচ্ছ্বেষণে বলা হবে এবাব) দাম দ্রুণ কর, দুয়ি তো বড় সম্মানিত, সম্প্রাপ্ত! (এটা ডেবার সম্মান, ইহুম লুমি দুনিয়াতে নিজেকে সম্মানিত ও সম্প্রাপ্ত মনে করে আমার আদেশ পালনে সজ্ঞাবোধ করতে। জাতাজাতীদেরকে বলা হবে,) এ সম্ভক্তি তোমরা সম্ভেদ পোষণ (ও অব্যুক্তির) করতে। (অতপর আমাতীদের অবস্থা বর্ণনা করা হবে),) নিষ্ঠম আলাহ-তীরস্তো নিরাপদ হানে থাকবে অর্থাৎ উদ্বানয়ারি ও নির্বাসিসমূহে। তারা ঠিকন ও ঘোটা দেশমৈবত্ত পরিধান করবে, সামনাসামনি বসবে। এরাগই হবে এবং আমি তাদেরকে সুস্মরী আনতামোচনা ঝী দেব। তথার তারা নিশ্চিত মনে বিড়ির ফলমূল আনতে বলবে। তথার দুনিয়ার যত্ন বাতীত তারা যত্ন আমাদেশ করবে না (অর্থাৎ অবসর হবে থাকবে)। আলাহু তা'আলা তাদেরকে জাহামায়ের আমাব থেকে রক্ত করবেন। এসবই হবে আপনার পাদনকর্তার কৃপার। এটাই মহাসক্ষয়। (হে পরমপত্র, আপনার কাজ শুধু তাদেরকে বলে আওয়া)। এই উদ্দেশ্যেই) আমি কোরআনকে আপনার (আরবী) ভাষার সাহজ করে দিস্তাই, যাতে তারা (একে দেখে) উপরেশ প্রস্তুপ করে। অতএব (ওরা না আনলে) আপনি (এদের উপর বিপদ অবতরণের) অপেক্ষা করুন। তারাও (আপনার উপর বিপদ অবতরণের) অপেক্ষা করছে। (কাজেই আপনি দুঃখ ও চিন্তা না করে তাদের থাপার আলাহুর কাছে পৌর্ণ করুন। তিনি নিজেই বুঝে নেবেন)।

আনুবাদিক জাতীয় বিষয়

আলোচ্য আরাতসমূহে পরাকানের কল্পিত অবস্থা বিখ্যুত হবে এবং নিরাম অনুযায়ী কোরআন পাক জাহাত ও আহামাম উত্তরের অবস্থা একের পর এক বর্ষণা করবে।

شَجَرَةُ الْرِّزْقِ—আক্ষুয়ের সরাপ সম্পর্ক সুরা ছানকাতে কিমু জরুরী বিষয় বর্ণনা করা হবেছে। এছাবে উজেজহোগা বিষয় এই ষে, কোরআনের আমাজ থেকে বাহাত জানা যাব, যাকুম কাকিতাদেরকে আহামায়ে প্রবেশ করার অভিয় আওয়াজনা হবে। কেননা, এখানে আক্ষুয় আওয়াজনোর পরে আহামায়ের অধ্যাদ্যে তেন নিয়ে আওয়াজ আদেশ উচ্চে করা হবেছে। এছাড়া সুরা উরাবেরাতে আমাত পূর্ব মেহমানদেরকে যে আদর-আগ্যান করা হয়, তাদের মতে তাকেই **فَزِل**—বলা হয়। পরবর্তী আদরকে **فَلْتَ**—অথবা **فَلْمَ** বলা হয়। কোরআনের ভাষায় আহামায়ে প্রবেশের পরে আক্ষুয় আওয়াজনোরও সঙ্কাৰনা রাখবে। আলোচ্য আরাতে

পরে জাহাজায়ে ঠেনে দেওয়ার আদেশের অর্থ এই হবে যে, তারা পূর্বেই জাহাজায়ে ছিল, কিন্তু যাকুম আওয়ানোর পর তাদেরকে আরও জার্জিছত ও কল্পনানের জন্য জাহাজায়ের অধ্যাদ্যে নিয়ে দাওয়া হবে।—(বয়নুল-কোরআন)

أَنَّ الْمُتَقِبِّلَ فِي مَقَامِ كَرِيمٍ—এসব আজাতে জাহাজের চিরকাল নিয়ামত-

সমুহের শাফি ইসলামে এবং প্রায় সকল শাফির নিয়ামতই এখানে সংক্ষিপ্তভাবে করা হয়েছে। কেননা, যানুষের প্রয়োজনীয় বল সাধারণত হচ্ছে—(১) উত্তম বাসসূহ (২) উত্তম পোশাক, (৩) আকর্ষণীয় জীবনসূচিনী (৪) সুস্থান খাদ্য (৫) এসব নিয়ামতের জাহাজের নিচততা এবং (৬) দুঃখ-কল্প থেকে পুর্ণরাপে নিরাপদ থাকার আশাস। এখন এ ইচ্ছাটি বলুই জাহাজীদের জন্য প্রযোগিত করে দেওয়া হয়েছে। এখানে বাসস্থানকে “নিরাপদ” বলে ইসলাম করা হয়েছে যে, বিপদসূক্ষ্ম হওয়াই যানুষের বাসস্থানকে শুধান শুণ।

سَلَدْ سِ وَ اسْتَبْرِقْ—এর অর্থ পথাঙ্গথে টিকন ও মোটা রেশমীবজ্র।

زَوْجَلْ قِيمْ بَقْتُورْ كِيرْ—এর অর্থ এককে আনোর শুগল করে দেওয়া।

পরে শস্তি বিবাহ করানোর অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। এ অর্থের প্রেক্ষিতে এখানে উদ্দেশ্য এই যে, জাহাজী পুরুষদের বিষে সুস্থরী আনন্দজোচনা রূপণীদের সাথে যথা নিয়মে সম্পর্ক করা হবে। জাহাজে পার্থিব বিধি-বিধানের বাধাবাধকতা থাকবে না কিন্তু সম্মানার্থ এসব বিষে সম্পর্ক হবে। প্রথম অর্থের দিক দিয়ে উদ্দেশ্য এই যে, সুস্থরী আনন্দজোচনা রূপণীদেরকে জাহাজী পুরুষদের শুগল করে দেওয়া হবে এবং দান হিসাবে দেওয়া হবে। এর জন্য সুমিত্রার নাম বিশাহ বকানের প্রয়োজন নেই।

الْمُونَّةَ الْأَوْفِيَ—অর্থাৎ একবার শৃঙ্খল পর আর কোন শৃঙ্খল হবে না। এ নিয়ম জাহাজীদের জন্য। কিন্তু মোটা তাদের জন্য অধিক কঠোর এবং জাহাজীদের জন্য অধিক আনন্দ ও সুখের বিষয় হবে। কারণ, বল বড় নিয়ামতই হোক, তা বিলুপ্ত হওয়ার করনা নিশ্চিতরাপেই অনে বিপদের রেখাগাত করে। জাহাজীরা এখন করনা করবে যে, এসব নিয়ামত তাদের কাছ থেকে ক্রমত ছিনিয়ে দেওয়া হবে না, তখন এটা তাদের আনন্দকে আরও জুড়ি করে দেবে।

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

خَمْ سُورَةُ الْعَنكَبُوتِ تَنزِيلٌ مِّنَ اللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ ۝ إِنَّ فِي السَّمَاوَاتِ
وَالْأَرْضِ لَذِيْلَتٍ لِّلْمُؤْمِنِينَ ۝ وَفِي خَلْقِكُمْ وَمَا يَبْثُثُ مِنْ
دَأْبٍ ۝ قَوْمٌ يُوقَنُونَ ۝ وَأَخْتِلَافُ النَّيْلِ وَالنَّوَادِرِ وَمَا
أَنْزَلَ اللَّهُ مِنَ السَّمَاءِ وَمَنْ رَزَقَ فَأَخْبِرْ بِإِيمَانِ الْأَرْضِ بَعْدَ مَوْتِهَا
وَتَصْرِيفِ الرِّبْرَاعِ إِنَّمَا يَقُولُونَ ۝ تِلْكَ أَيْتُ اللَّهُ نَشَّلَهَا
عَلَيْكُمْ بِالْحَقِيقَةِ ۝ فَبِمَا يَرَى حَدَّيْنِي بَعْدَ اللَّهِ وَالْيَتِيمِ يُوْمَيْنِ ۝
وَيَلِّي لِكُلِّ أَفَاقٍ كَارِثَيْمِ ۝ يَسْمَعُ أَيْتُ اللَّهُ شَتَّى عَلَيْهِ شَرَّ يُصْبِرُ
مُسْتَكْبِرِيْمَ أَنْ لَغْرِيْسَفَهَا مَغْبِشَرَهُ بِعَدَابِ الْيَتِيمِ ۝ وَإِذَا حَلَّعَ
مِنْ أَيْتِنَا شَيْئًا اتَّخَذَهَا هُرْزُوا مَا وَلَيْكَ لَهُمْ عَدَابٌ مُّهِينٌ ۝
مِنْ وَرَائِهِمْ جَهَنَّمُ وَلَا يَغْفِرُ عَنْهُمْ مَا كَسْبُوا شَيْئًا وَلَا
مَا اتَّخَذُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ أَفْلَيْمَهُ وَلَهُمْ عَدَابٌ عَظِيمٌ ۝ هَذَا
مُهَدَّدَهُ وَالَّذِينَ كَفَرُوا بِإِيمَانِ رَبِّهِمْ كُمْعَدَابٌ مِّنْ رَجِسْرِ الْيَتِيمِ ۝

পদ্ম বন্দোবস্তু ও অসীম সার্তা আলাহর মাঝে উচ্চ

(১) হা-বীজ, (২) পদ্মকাত, পদ্মোদ্ধর আলাহর পদ্ম থেকে অবগতি ও কিটাব।

(৩) বিশ্বের বর্তায়ন ও পৃথিবীয়ে মুমিনদের জন্ম নিষ্পর্যন্তের মরণের। (৪) আল

জোয়াদের সুপিটিতে এবং বিকিপ্ত জীবজগত অথবা নিদর্শনাবলী রয়েছে বিবাসীদের জন্য। (৫) দিবারাত্রির পরিবর্তনে, আজাহ্ আকাশ থেকে বে রিহিক বর্ষণ করেন অঙ্গর সুধিবীকে তার হৃষ্টুর পর পুনরাবৃত্তিত করেন, কালে এবং আহুর পরিবর্তনে বৃত্তি-মানদের জন্য নিদর্শনাবলী রয়েছে। (৬) এভাবে আজাহ্ আরাত, বা আমি আপনার কাছে আহতি করি ব্যাখ্যা করে। অতএব আজাহ্ ও তীর আজাতের পর তারা কোনূল কথার বিবাস স্থাপন করবে? (৭) প্রত্যেক ধিক্কাবালী পাপাতারীর সুর্জে। (৮) সে আজাহুর আরাতসমূহ করে, অঙ্গর অংকোরী হচ্ছে কেবল ধরে, বেন সে আরাত করেনি। অতএব তাকে ব্যবসায়ীক পাতির সুজবোদ দিন। (৯) সবন সে আমার কোর আরাত অবগত হয়, কখন তাকে ঠাণ্ডা রাখে রাখ্য করে। এদের আবাই রয়েছে কল্পনামানীক পাতি। (১০) তাদের সামনে রয়েছে আহামাম। তারা বা উপর্যুক্ত কর্তৃত তা তাদের কোর কাছে আসবে যা, তামা আজাহুর পরিবর্ত আলোকক অনুসন্ধানে রাখ্য করেছে তারাও সব। তাদের জন্য রয়েছে আহামাম। (১১) এটা সহজ জ্ঞান, আজ আরা তাদের পাপমক্তীর আরাতসমূহ জীবিকার করে, তাদের জন্য রয়েছে কর্তৃর ব্যবসায়ীক পাতি।

তৎসীরের সাক্ষ-সংজ্ঞেশ

হা-ঝীয় (এর অর্থ আজাহ্ তাজালা জানেন)। এটা প্রাক্ক্যাবলী, জোয়াদ আজাহুর পাক থেকে অবচূর্ণ কিলাব। (অতএব এর বিবরণে সন্মানোদ্দেশ দিয়ে তা নথুকার) এখানে এক বিবরণত তওহীদ) নড়োমগল ও কৃষ্ণর সুধিনদের (প্রথম প্রয়োগের) জন্য (কৃদর্শ ও তওহীদের) জনক নিদর্শন রয়েছে। (এমনিকাবে) জোয়াদের সহজে এবং (সুধিবীতে) বিকিপ্ত জীবজগত সহজেও প্রয়াপনি রয়েছে বিবাসীদের জন্য। (এমনিকাবে) দিবারাত্রির পরিবর্তনে, আজাহ্ আকাশ থেকে বে রিহিক (অর্থাৎ রিহিকের উপকরণ) বর্ষণ করেন, অঙ্গর ত্যাগীরা সুধিবীকে তার হৃষ্টুর পর পুনরাবৃত্তিত করেন, কালে এবং (এমনিকাবে) আহুর পরিবর্তনে (যাতু কোন সবর পুরাণী, কোন সবর পশ্চিমা, কোন সবর গুরু এবং কোন সবর শীতল হয়। খোটকথা এসব বিবেকে) নিদর্শনাবলী রয়েছে (সুর) বিবেকব্যানদের জন্য। (এটা বে তওহীদের প্রয়াপ, তা রিহিক প্রয়াপ আরাতে বর্ণিত রয়েছে। রিহিক বিবরণত মনুষ্যের জীবাধ একাবে যে,) এভাবে আজাহুর আরাত, বা আমি ব্যাখ্যা করে আপনাকে আহতি করে আসাই। (এতে নবৃত্ত জনপিত হয়। রিহিকের অনুকূলিক প্রয়াপ সহেও বাদি তারা না আনে তবে) আজাহ্ ও তীর আজাতের পর তারা (এর তেজে বড়) কোন কথার বিবাস স্থাপন করবে? (তৃতীয় বিবরণত পরকাল, দেখানে সহজ বিলোধীদের পাতি হবে) প্রত্যেক (বিবাস সম্পর্কিত কথাঘার্তীর) ধিক্কাবালী (এবং কর্মে) পাপাতারীর জন্য সুর্জে। বে আজাহুর আরাতসমূহ তামে অঙ্গর অংকোরী হচ্ছে (যীর কুকরে) অটো ধাকে, বেন সে করেনি। অতএব তাকে

বন্ধগাদারক পাতির সুসংবাদ দিন। (সে এখন সুল্ট যে,) যখন সে আমার কোম
আরাত অবগত হয়, তখন তাকে ঠাণ্ডা রাখে প্রহ্ল করে। এদের জন্য রয়েছে (পরকারে) অপমানকর আবাদ। (উদ্দেশ্য) এই যে, যেসব আরাত তিজাওয়াত খনে এবং যে সব
আরাত এমনিতে অবগত হয়, সবওমোকে যিথ্যা মনে করে।) তাদের সামনে রয়েছে
জাহাজাম। (তখন) তারা (দুনিয়াতে) আ উপার্জন করেছে (অর্থাৎ ধনসম্পত্তি ও
কর্ম) তা তাদের কোম উপকারে আসবে না এবং তারাও (উপকারে আসবে না)
যাদেরকে আরাহ্র পরিবর্তে তারা বন্ধু রাখে প্রহ্ল করেছে। তাদের জন্য রয়েছে
মহশান্তি। (কারণ এই যে,) এই কোরআন আদোগাত পথ নির্দেশক। (ফলে)
যারা তাদের পাইনকর্তার (এসব) আরাত অঙ্গীকার করে, তাদের জন্য রয়েছে কর্তৃর
বন্ধগাদারক আবাদ।

আনুবাদিক জাতীয় বিশ্ব

سَمَّعَ سُرَّاًٌ مَّا كَانُوا بِلَذِّنَّ أَيَّامِ اللَّهِ —
— قُلْ لِلّذِينَ أَمْنَوْا

بِغَفْرَوْا لِلّذِينَ لَمْ يَرْجِعُوْا أَيَّامِ اللَّهِ —
— আরাতখানি খুব অনীতীর অবঙ্গীর্থ।

যত্কার অবঙ্গীর অন্য সুরাসমূহের ন্যায় এর মৌলিক বিশ্ববৰ্তু হচ্ছি বিশ্বাস সংশোধন।
সেমতে এতে তওহীদ, রিসালাত ও পরকাল সম্পর্কিত বিশ্বাসমূহকেই বিভিন্নভাবে
সম্প্রযোগ করা হয়েছে। বিশেষভাবে পরকাল প্রয়াপের সজীবাদি, কাকিঙ্গদের সম্বন্ধ
ও দেবীনদের ধন্দন এতে বিস্ময়ভাবে বলিত হয়েছে।

إِنْ فِي الصَّمَادَاتِ وَالْأَرْضِ لَا يَأْتِ لِلْمُؤْمِنِينَ —
— এসব আরাতের

উদ্দেশ্য তওহীদ সম্প্রযোগ করা। অনুরূপ আরাত বিশ্বীর পারাপার বর্ণিত হয়েছে। উক্তর
আরামাত শব্দ ও তাবার সামান্য পার্থক্য সম্পর্কিত তাত্ত্বিক আলোচনা বিদ্যান পাঠকবর্গ
ইয়াম রাজীবীর ভূক্ষণীয়ে ক্ষীরে দেখতে পারেন। এখানে উক্তের পুরুষ হচ্ছে,
এখাণ্যে হাস্তিজগতের বিভিন্ন নিমর্ণন বর্ণনা করে এক আরামাত বলা হয়েছে, এতে
যুগ্মিনদের জন্য নিমর্ণনাবলী রয়েছে, যিন্তীর আরামাত বলা হয়েছে, বিশাসীদের জন্য
নিমর্ণনাবলী রয়েছে এবং জুতীর আরামাত বলা হয়েছে, বিশেকশামদের জন্য নিমর্ণনাবলী
রয়েছে। এক্ষে বর্ণনা পর্যটির রূক্ষমতের ছাঢ়াও ইলিত রয়েছে যে, এসব নিমর্ণন বাসা
পূর্ণ উপকার তারাই কাত করতে পারে, যারা ঈমান আমে, যিন্তীর পর্যায়ে তাদের জন্য
উপকারী, যারা তৎক্ষণাত ঈমান না কোন দিন ঈমানের কারণ হতে পারে। জুতীর
পর্যায়ে তাদের জন্য উপকারী, যারা বর্তমানে বুঝিন ও বিশাসী না হজেও সুর বুক্তি

অবিকারী। কারণ, সুই বুদ্ধিমত্তারে এসব নির্মাণ জল্লকে চিঠা-ভাবনা করতে অবশ্যে ইধান ও বিশান অবধাই পরাদা হবে। তবে যারা সুই বিবেক দ্বারে না অথবা এসব ব্যাপারে বিবেককে কল্প দেয়া পছন্দ করে না, তাদের সামনে হাজারো মজীগ পেশ করাজও অব্যক্ত হবে না।

وَيُلْدِلُ الْكُفَّارَ إِنَّمَا يُبَشِّرُ بِالْجَنَّةِ (যিথাবাসী ও মাপাতারীর অন্য উৰুল দূর্ভোগ)

কোন কোন রেওয়ায়েত থেকে আনা হায় যে, এই আরাও নমর ইবনে হায়েহ সম্মকে অবতীর্ণ হয়েছে, কোন রেওয়ায়েত থেকে হায়েহ ইবনে কামসাহ সম্মকে এবং কোন রেওয়ায়েত থেকে আবু জাহান ও তার সঙ্গীদের সম্মকে অবতীর্ণ হওয়ার কথা আনা হায়।—(কুরআনী) আয়াতের উদ্দেশ্য ব্যাখ্যা করার জন্য প্রস্তুপকে কোন বাতি বিশেষকে নির্দিষ্ট করার প্রয়োজন নেই। যদি বাতি করছে যে, যে কেউ এসব বিশেষকে নির্দিষ্ট, তার জন্মাই দূর্ভোগ—একজন হোক অথবা তিন জন।

مِنْ وَرَاءِ دُمَّ جَهَنَّمَ—শক্তি আবীতে ‘গণ্ঠাই’ অর্থে বেশি এবং ‘সামনে’ অর্থে কমি ব্যবহৃত হল। অনেকেই অধ্যানে ‘সামনে’ অর্থ নিয়েছেন। তৃষ্ণীরের সামনে সংজ্ঞে পে ভাই কর। হয়েছে। যারা ‘পেছনে’ অর্থ নিয়েছেন, তাদের অতি উদ্দেশ্য এই যে, দুনিয়াতে তারা যেজুবে অবকারী হবে জীবন-ব্যাপন করবে, এর পেছনে অথাৎ পরে আবাসন আসছে।—(কুরআনী)

أَللَّهُ الَّذِي سَخَّرَ لَكُمُ الْبَحْرَ لِتَجْرِيَ الْفُلَكُ فِيهِ يَا مِرْبُوم
وَلَتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ۝ وَسَخَّرَ لَكُمْ مَا فِي
السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جِينِيَّاً مِنْهُ ۝ إِنَّ فِي ذَلِكَ لِآيَاتٍ لِتَقْوِيمِ
يَتَفَكَّرُونَ ۝ قُلْ لِلَّذِينَ آمَنُوا يَغْفِرُ اللَّهُ لِلَّذِينَ لَا يَرْجِعُونَ أَيَّامَ
إِلَهُ لِيَجِزِّيَّ قَوْمًا إِنَّمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ ۝ مَنْ عَمِلَ صَالِحًا
فَلَنْفَرِيهِ ۝ وَمَنْ أَسَأَ لَهُ فَكَلِّيَّهُ ۝ ثُرَّ رَلَّ رَبِّكُمْ شُرَجِعُونَ ۝

(১২) তিনি আবাহ বিনি সম্মতকে তোমাদের অধীন করে নিয়েছেন, যাতে তার আমেন্দামে তাতে আবাহ চলাতে করে এবং যাতে তোমরা তার অনুচ্ছে তাজাপ কর ও তার ইতজ্জ হও। (১৩) এবং অধীন করে নিয়েছেন তোমাদের যা আছে নতো-

অঙ্গে ও বা আহ কুমওলে, তাঁর পক্ষ থেকে। বিশ্বর এতে চিহ্নালীর অস্তিত্বারের অন্য মিসর্মালী হয়েছে। (১৪) মু'মিনদেরকে বজুন, তারা যেন তাদেরকে কুমা করে, আরা আলাহ'র মেমুনত্বে অস্তিত্বের বিষাস ঝাঁথে না থাকে তিনি কোন অস্তিত্বারকে কৃতকর্মের প্রতিক্রিয়া দেন। (১৫) যে সৎকাজ করে, সে নিজ খাবেই তা করে, আর যে অবাহ কাজ করে, তা তার উপরই বর্তাবে। অঙ্গপর তোমরা তোমদের পালন-কর্তার দিকে প্রত্যাবর্তিত হবে।

তৃষ্ণারের জার-সংজ্ঞেগ

আলাহ তা'আলা'ই তোমদের (উপকারের) জন্য সমুদ্ধকে (কুলরত্নের) অধীন করে দিয়েছেন, যাতে তাঁর আদেশক্রমে তাঁতে যৌবা চোচের কর্তৃ এবং যাতে (এসব মৌকার সময় করে) তোমরা তাঁর (দেরা) কাবী তাজাপ কর ও যাতে (কুবী জাত করে) তোমরা পোকর কর। (এয়নিজাবে) যা কিছু নতোমওলে আহে এবং যা কিছু কুমওলে আহে তার পক্ষ থেকে (অর্থাৎ তাঁর আদেশক্রমে) অধীন করে দিয়েছেন, (যাতে তৃষ্ণারের উপকারের কারণ হব।) বিশ্বর এতে চিহ্নালীকদের জন্য (কুসরাট্রে) দর্শন করবে। (কাফিরদের দৃষ্টুমি দেখে যাবে যুগ্মত্যানদের অবো জ্ঞান দেখা দিত। অঙ্গপর তাদেরকে যার্তনা করার আদেশ দেয়া হয়েছে।) আপনি মু'মিনদেরকে বজুন, তারা যেন তাদেরকে কুমা করে, আরা আলাহ'র ব্যাপোরাদির প্রতি (অর্থাৎ গরকানের প্রতিমান ও শান্তির) বিষাস ঝাঁথে না, যাতে আলাহ তা'আলা এক সম্মানারকে (অর্থাৎ যুসুলমানদেরকে) তাদের (এই সৎ) কর্মের (উত্তর) প্রতিক্রিয়া দেন। (কেননা, আলাহ'র নীতি এই যে,) যে সৎকাজ করে, সে নিজ খাবের (অর্থাৎ সওদাবের) জন্য করে, যাত্র যে অসৎ কাজ করে, তার পাতি তার উপর বর্তাবে। অঙ্গপর (সৎ ও অসৎ কাজ করার পর) তোমরা তোমদের পালনকর্তার কাছে প্রত্যাবর্তিত হবে। (সেখানে তোমদেরকে তোমদের তাজ কর্ম ও চরিত্রের উভয় প্রতিমান এবং তোমদের শৃঙ্খেলের তাদের কৃকর্তৃ ও কৃকর্মের উক্তকর্তৃ পাতি দেয়া হবে। ক্যানেই এখানে কুমা করাই তোমদের উচিত।)

আলুমিন তাজব্য বিষয়

أَلْيٰ لَذٰي سَفَرْ لِكُمُ الْبَعْر - - - - وَلَتَهْتَفِوا مِنْ فَلَّة - - - -
—কোরআন

গাকে অনুবাহ তাজাল করার অর্থ সাধারণত জীবিকা উপর্যন্তের চেল্টা-প্রচেল্টা হয়ে থাকে। এখানে এরাগ অর্থও হতে পারে যে, তোমদেরকে সমুদ্ধ আহাজ চারনার প্রতি দেয়া হয়েছে, যাতে তোমরা আহনা-আশিজ্ঞ করতে পার। এরাগ অর্থও সত্ত্ববশত যে, সমুদ্ধ আয়ি আনেক উপকারী বল স্থাপিত করে সমুদ্ধকে তোমদের অধীন করে দিয়েছি, যাতে তোমরা সেগুলো বোঝ করে উপরুক্ত হও। আধুনিক বিজ্ঞানের আলোকে

আমা দেহে যে, মনুজ এক অধিক ধর্মের সম্মত এবং ধর্মসীকাত জুড়াভিত্তি আছে, বা কোনও নেই।

قُلْ لِلّذِينَ أَصْلَوْا يُنَذِّرُوا لِلّذِينَ أَرْجُونَ أَبْيَامَ اللّٰهِ ॥—(আপনি

মুসলিমদেরকে বলুন, তারা যেন তাদেরকে করা করে, যারা আল্লাহ'র সে দিনগুলো সম্বর্কে বিশ্বাস রাখে না।) এক রেওয়ারেত অনুবাদী আরাফের শানে মুসুল এই যে, যজ্ঞার অনৈক মুশ্রিক হৃষর রাত (৩)-এর বিনিময়ে সুর্যাস্ত রাটনা করেছিল। হৃষরত উহর এর বিনিময়ে তাকে শাষ্ঠি দেওয়ার সংকল করেন। তখন এই আরাফত মাধ্যিক হয়। এই রেওয়ারেত অনুবাদী আরাফাত যজ্ঞার অবঙ্গীর্ণ। অপর এক রেওয়ারেত অনুবাদী বনী মুস্তাফিক সুজে রসুলুল্লাহ্ (সা) সাহাবিগণসহ মুসলিমী মারক এক কৃপের ধারে পিণিয় আপন করেন। মুসলিমক সরদার আবদুল্লাহ্ ইবনে উবাই ও মুসলিম আহিনৌতে শাখিল হিজ। সে তার পোতামকে কৃপ থেকে পানি উঠানোর জন্য প্রেরণ করেন তাক কিন্তু আসতে বিলম্ব হয়ে পেল। আবদুল্লাহ্ এর করণপ ছিভাস করলে সে বলে, হৃষরত উহরের এক পোতার কৃপের কিম্বার বসা হিজ। সে রসুলুল্লাহ্ (সা) ও হৃষরত আবু বকরের মধ্যক তর্তি না হওয়া পর্যন্ত কাউকে পানি উঠানোর অনুমতি দিব না। আবদুল্লাহ্ বলে, আবাদের যথো ও তাদের যথো এই প্রবাদ বাকুই চাহকাত থাটে যে, কুকুরকে মোটাড়াজা করলে সে তোমাকেই থেরে কেলাবে। হৃষরত উহর (৩) এ বিহুর অবস্থ হুরে তরবারি হুরে আবদুল্লাহ্'র দিকে রেওয়ারেত অনুবাদী আরাফাত আবঙ্গীর্ণ।—(কুরআনী, রাহল মাজানী) সনদ খোজাল্লু'ল্লিহ পর যদি উভয় রেওয়ারেত সহীহ গুরুত্বিত হয়, তবে উভয়ের যথো সহ-বর একাবে হতে পারে যে, আরাফাত আসলে যজ্ঞার নামিল হয়েছিল, অঙ্গপর বনী মুস্তাফিক সুজে একই ধরনের ঘটনা সংঘটিত হওয়ার রসুলুল্লাহ্ (সা) আরাফাত সেখানেও তিজাওয়াত করে ঘটমার সাথে আগ আইরে দেন। শানে মুসুল সম্পর্কিত রেওয়ারেতসুহে পারই এ ধরনের বৰ্ণনা আটেছে। এটাও সত্যবপর যে, বিবরাইল (আ) প্রয়োগ করিয়ে দেওয়ার অন্য পুনরাবৃত্ত একই আরাফত বনী মুস্তাফিক সুজের সহয় নিয়ে আপহন করেন। উদ্দৃশ্যে তুকসীরের পরিভাষার একে শানে মুসুলে মুকারমার (বারবার অবলুপ্ত) বলা হয়। অধিকাংল তুকসীরবিদের মতে আরাফত এমাত্র শব্দের অর্থ পরকাজে প্রতিসাম ও শাষ্ঠি সম্পর্কিত আজাহ্ তাঁজার বাপগারামি।

এখানে রিসুরা: অনুধাবনক্ষেত্র বিহুর এই যে, আরাফতে 'মুশ্রিকদেরকে অবসে দিন' মা এবং 'আরা আল্লাহ'র কাপারামির অংশ বিশ্বাস রাখে না, তাদেরকে অবসে দিন' বলা হচ্ছে। এতে সত্যবত্ত আছে যে, তাদেরকে আলাম শাষ্ঠি পরকাজে দেয়া হবে। সেহেতু তারা পরকাজ বিশ্বাস করে না, তাই এ শাষ্ঠি তাদের অন্য অপভ্যাসিত

হবে। অঙ্গজাপিত কল্প আনেক দেশি হয়ে থাকে। ফলে তাদের উদ্বিধান আয়ার শুধু কাঠোর হয়ে এবং এর রাখায়ে তাদের সকল শুকর্মের পুরোগুরি প্রতিশোধ দেয়া হবে। কাজেই সুনিয়াতে ছাটিখাটি ধরপ্ত করার চিহ্ন আপনি করবেন না।

কেউ কেউ বলেন, এই আরাতের আদেশ জিহাদের বিধান অবর্তীর ইতরার পর রহিত হয়ে পেছে। কিন্তু অধিকারণের বকল্যা এই হচ্ছে, জিহাদের বিধানের সাথে এই আরাতের কোন সম্পর্ক নেই। এতে সাধারণ সামাজিক কাজ করবার ছাটিখাটি বিষয়ের প্রতিশোধ দ্বারণ না করার শিক্ষা রয়েছে, যা প্রতি শুধু প্রযোজ্য। আজও এ শিক্ষা কার্যকর রয়েছে। অতএব একে রহিত বলা শিক্ষ নয়, বিশেষত এর পানে নৃত্য শব্দি বন্ধ মুক্তালিকের শুক্রকালীন ঘটনা হুর, তবে জিহাদের আরাত একে রহিত করতে পারে না। কারণ, জিহাদের আরাত এর অনেক আগেই অবর্তীর হয়েছিল।

**وَلَكُنْ أَتَيْنَا بِنَّى إِسْرَأَئِيلَ الْكِتَبَ وَالْحُكْمَ وَالشَّجَرَةَ
وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيْبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى الظَّلَمِينَ ۝ وَأَتَيْنَاهُمْ
بِيَتْنَبِيٍّ قَرَنَ الْأَمْرٌ فَمَا اخْتَلَفُوا إِلَّا مَنْ يَعْدِلُ مَا جَاءَهُمْ الْعِلْمُ
بَعْدَيَا بَيْنَهُمْ ۝ لَمَّا رَأَيْكَ يَقْضِي بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِيهَا كَانُوا
فِيهَا يَعْتَلِفُونَ ۝ ثُمَّ جَعَلْنَاكَ عَلَى شَرِيعَتِنَا مِنَ الْأَمْرِ كَمَا يَعْلَمُ
وَلَا تَشْبِهَ أَهْوَاءَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ ۝ إِنَّهُمْ كَنْ يَغْنُوا عَنْكَ مِنْ
إِنَّهُ شَهِيدٌ وَرَأَى الظَّلَمَيْنِ بَعْضُهُمْ أَذْلَيَاهُ بَعْضُهُنْ ۝ وَاللَّهُ
وَلَلَّهِ الشَّهِيدُ ۝ هَذَا بَصَارَتُ لِلْمَارِسِ وَهُدَى نَورِهِ
لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ ۝**

- (৫৬) আবি ইস্মাইলকে কিডাব, রাজুর ও মধুরত দাম করেছিলাম এবং তাদেরকে সরিয়াম দ্বিতীয় মিয়েছিলাম। এবং বিবাহীর উপর প্রেতে মিয়েছিলাম।
(৫৭) আজও মিয়েছিলাম তাদেরকে ধর্মের সুস্পষ্ট প্রয়াপিতি। অতপর তারা আম সাক্ষ করার পর উধূ সারাঙ্গালিক জেতের ব্যবহী হয়ে পড়তেন সুষিত করেছে। তারা যে বিষয়ে অভিজ্ঞ করত, আগনীর পাইনকর্তা কিয়ামতের দিন তার কর্মসূল করে

দেবেন। (১৮) এরপর আমি আগনাকে রেখেছি থর্মের এক বিশেষ নবীয়ত্বের উপর। অতএব আগনি এর অনুসরণ করুন এবং আজানদের হেরাত-হুদির অনুসরণ করুন না। (১৯) আজাহ্ সামনে তারা আগনার কোম উপকারে আসবে না। আগিয়ার একে অপরের বন্ধু। আর আজাহ্ পরাহিয়ারদের বন্ধু। (২০) এটা আনুষের জন্য আজনের কথা এবং বিষাণী সম্প্রদায়ের জন্য হিসারেত ও রহমত।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

(মৃহৃত কোন অভিয বিহুর নয় যে, একে অস্তীকার করতে হবে। সেমতে এয় আসে) আমি বনী ইসরাইলকে (ঞ্চী) ফিতাৰ, প্রতা (অর্থাৎ বিধানাবঢ়ীর জন) ও নবুহৃত দিয়েছিলাম (অর্থাৎ তাদের মধ্যে পরস্পর সৃষ্টি করেছিলাম) এবং তাদেরকে পরিচয় বন্ত থাওয়ার জন্য দিয়েছিলাম (তীব্র প্রাতঃে মাঝ ও সালওয়া মাঝিয় করে এবং কুঁজাত কলাপের ভাষার শাম মেঘের অধিষ্ঠিত করে) এবং (কোম কেনার বিষয়ে, বেমন সরুপ বিষণ্ণিত করা ও মেঘের ছায়া দান করা ইত্যাদি বিষয়ে) বিবরণীর উপর তাদেরকে প্রতিব দিয়েছিলাম। আবি তাদেরকে দীনের সূচিষ্ঠ প্রয়োগাদি দিয়েছিলাম, (অর্থাৎ তাদেরকে প্রকাশ সুজিবা দেখিয়েছিলাম।) অতএব (পূর্ণ আনুগত্য তারা উচিত হিল, কিন্তু) তারা জান জাত করার পর কথু পারস্পরিক জেনের বশবতী হয়ে অতঙ্গে সৃষ্টি করেছে। (ছিতোর পারার এ সম্বর্কে একাব্দে বর্ণিত হচ্ছে মেছে। উদ্দেশ্য এই, যে তাদের সাহায্যে অতঙ্গে দূর করা উচিত হিল, সে তানকেই তারা অতঙ্গের কারণ বানিয়ে নিল। অতএব) যে বিষয়ে তারা অতঙ্গে করত, আগনার পাশবকল্প কিয়ায়তের দিন তার (কার্যত) ফসলসামা করে দেবেন। এরপর (অর্থাৎ বনী ইসরাইলে নবুহৃত অত্য দৃষ্টব্য পর) আমি আগনাকে (নবুহৃত দান করেছি এবং) দীনের এক বিশেষ পাহার প্রতিষ্ঠিত করেছি। অতএব আগনি এইই অনুসরণ করুন (অর্থাৎ কর্মেও প্রচারেও) এবং মৃত্যুর হেরাত-হুদীয় অনুসরণ করুন না (অর্থাৎ তাদের কামনা এই যে, আগনি তুবজীব না করুন। তারা আগনাকে উভার করে, যাতে আগনি অভিট হয়ে তুবজীব পরিভ্রান্ত করেন। অতলর এই আসনের কারণ ব্যাক করা হয়েছে যে,) তারা আজাহ্ সুকাবিলায় আগনার কোন উপকারে আসবে না। (কাজেই তাদের অনুসরণ যেন না হয়।) আগিয়ার (অর্থাৎ কাফিয়ারা) একে অপরের বন্ধু (এবং একে অপরের কথা মানে।) আর আজাহ্ পরাহিয়গারদের বন্ধু (পরাহিয়গারগ্রা তীব্র কথা মানে।) সুচরাই আগনি অধন পরাহিয়গারদের নেতা, তখন আজাহ্ অনুসরণই আগনার কাজ—তাদের অনুসরণ নয়। যোটকথা, আগনি নবুহৃত ও স্বীয়ত্বের অধিকারী আর) এই কোরআন (যা আগনি পেরেছেন) সাধারণ আনুষের জন্য তানের কথা ও হিসামতের উপর এবং বিষাণী (অর্থাৎ মুমিনদের) জন্য রহমত (-এর কারণ।)

আমুদাইক জাতৰা বিধয়

আজোট আজোতসমূহের বিধববত্ত রসূলুল্লাহ (সা)-র বিসারণ সন্দৰ্ভে করা। এ প্রসঙ্গে কাফিরদের উৎপীড়নের মুখে তাঁকে সান্ত্বনাও দেওয়া হয়েছে।

بِئْلِهِمْ رَبِّكُمْ !—এ পর্যট আজোতসমূহ থেকে দৃষ্টি বিধয় জানা যাব—
এক, বনী ইসরাইলকে কিডাব ও নবুরত দিয়ে রসূলুল্লাহ (সা)-র সমর্থন এবং
দুই, তাঁকে সান্ত্বনা দেওয়া যে, বনী ইসরাইল যে কারণে যত্নেদ করেছিল, আগনার
সম্ভাস্তান্ত সে কারণেই যত্নেদ করছে অর্থাৎ মুনিয়াপ্রীতি ও পারম্পরিক বিধয়।
কারণ এটা নয় যে, আগনার প্রচারাদিতে কোন ঝুঁটি আছে। কাজেই আপনি চিঠ্ঠিত
হবেন না।—(বয়ানুজ কোরআন)

لَمْ جَعَلْنَا كَفَلَى উচ্চতদের শরীরতের বিধান আমাদের জন্য।

شَرِيفَ مِنْ أَنْ (এরপর আমি আগনাকে ধর্মের এক বিশেষ তরীকার উপর
যোগেছি।) এখানে স্মর্তব্য হে, ইসলাম ধর্মের কিছু ঘোষিক বিজ্ঞান রয়েছে, অন্যন
তওহীদ, সরকাল ইত্যাদি এবং কিছু কর্মজীবন সম্পর্কিত বিধি-বিধান রয়েছে। ঘোষিক
বিজ্ঞান প্রভ্যোক নবীর উচ্চতের অন্যই এক ও অতিম। এতে কোনৰূপ পরিবর্তন-
ব্যবহৰ্যম সন্তুষ্য নয়। কিন্তু কর্মপত্ত বিধান বিভিন্ন পরম্পরারের শরীরতে শুধুম
চাহিদা অনুসারে পরিবর্তিত হয়েছে। উচ্চতার আমাতে এসব কর্মপত্ত বিধানকাহ
“ধর্মের এক বিশেষ তরীকা” বলে ব্যক্ত করা হয়েছে। একারণেই কিছাহুবিদগ্ধ
এ আজোত থেকে সিঙ্গার নিরেহন যে, উচ্চতে মুহাম্মদীর জন্য কেবল শরীরতে
মুহাম্মদীর বিধানাবলীই অবশ্য পাইবারী। পূর্ববর্তী উচ্চতদের প্রাপ্ত বিধানাবলী
কোরআন ও সুন্নাহ ধারা সম্পর্কিত না হওয়া পর্যট আমাদের জন্য অবশ্য পাইবারী
নয়। সমর্থনের এক প্রকার এই হে, কোরআন অথবা হাদীসে স্পষ্ট বলা হবে যে, অনুক
নবীর উচ্চতার এ বিধান তোমাদের জন্য অবশ্য পাইবারী; আর হিতীয় প্রকার এই
হে, কোরআন পাক অথবা রসূলুল্লাহ (সা) পূর্ববর্তী কোন উচ্চতের কোন বিধান
প্রদঃসাহসে বর্ণনা করবেন এবং বিধানটি আমাদের শুনে রাখিত হবে সেহে, এরপ
বলা থেকে বিরত থাকবেন। এতেও বোধ ধাই যে, বিধানটি আমাদের শরীরতে
অব্যাহত রয়েছে। এমতাবস্থায় এই বিধান শরীরতে মুহাম্মদীর অংশ হিসাবেই অবশ্য
পাইবারী হবে।

أَمْ حَرَبَ الْجَنَّابُونَ بِجَهَرٍ هُوَا السَّيْفُ أَنْ تَجْعَلُكُمْ كَالْزَيْنَ
أَمْ نَثَرُوا وَعَلَوْا الصَّلِيبَ ۚ ۚ سَوَاءٌ مَّغْيَا هُمْ وَمَمَّا هُمْ

**دَمَا يَخْكُمُونَ تُ وَخَلَقَ اللَّهُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ
وَلَتَجْزِيَ كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ ۚ**

(২১) বারা দুর্কর্ম উপর্যুক্ত করেছে তারা কি মনে করে যে, আমি তাদেরকে সে সোকদের যত করে দেব, বারা ইয়ান আনে ও সৎকর্ম করে—এবং তাদের জীবন ও মৃত্যু কি সমান হবে? তাদের পাবি কত মন! (২২) আজাহ নকোমগল ও কুমগল বাধাবধতাবে সৃষ্টি করেছেন, আতে প্রত্যেক ব্যক্তি তার উপর্যুক্তের কল পাব। তাদের অতি শুভ্য করা হবে না।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

(কিলামতে অঙ্গীকারকারীরা) বারা দুর্কর্ম (অর্থাৎ কুকুর ও শিরক) করে তারা কি মনে করে যে, আমি তাদেরকে সেই সোকদের যত করে দেব, বারা ইয়ান আনে ও সৎকর্ম করে, তাদের জীবন ও মৃত্যু সমান হবে? (অর্থাৎ মুমিনদের জীবন ও মৃত্যু কি এ অর্থে সমান হবে যে, জীবিতাবস্থার হেমন তারা কোন আনন্দ উপভোগ করেনি, মৃত্যুর পরও আনন্দ হেকে ব্যক্তি থাকবে? এবিভাবে কাফিসদের জীবন ও মৃত্যুও কি এ অর্থে সমান হবে যে, জীবিতাবস্থার হেমন তারা আহাব ও কল্প থেকে বেঁচে রয়েছে, মৃত্যুর পরও তেজসি নিরাপদ থাকবে? উদ্দেশ্য এই যে, পরকাল অঙ্গীকার করলে এটা জরুরী হয়ে গড়ে যে, আনুগত্যাশীর্ণরা তাদের আনুগত্যার কল পাবে না এবং বিরুদ্ধাচরণকারীরা তাদের বিরোধিতার শান্তিগত তোপ করবে না।) কত মন এ করসদা। আজাহ তাঙ্গার নকোমগল ও কুমগল প্রজাপূর্বতাবে সৃষ্টি করেছেন। (এক অভা তো এই যে, এসব মহাসৃষ্টি প্রত্যেক করে প্রত্যেক তানী ব্যক্তি শুধু নেবে যে, যিনি এগুলো সৃষ্টি করতে পারেন, তিনি খৎসের পর এগুলো পুনরাবৃত্ত সৃষ্টি করতে সক্ষম। কলে কিলামত ও পরকালের অভিষ্ঠ প্রমাণিত হয়। আর বিভীষণ অভা এই যে,) যাতে প্রত্যেক ব্যক্তি তার উপর্যুক্তের কল জাত করে। (এটা সবাই আনে যে দুবিয়াতে পূর্ণ কল নেই, তাই পরকাল থাকা জরুরী। এই কল সেওয়ার ব্যাপারে) তাদের অতি শুভ্য করা হবে ন্য।

আনুবাদিক ভাষ্টব্য বিবর

সর্বপ্রথম এবং কালে প্রতিমান ও শান্তি শুভিত আনোকেই অপরিহার্য। উলিখিত আঘাতবরের প্রথম আঘাতে প্রতিমান ও শান্তি অপরিহার্য হওয়ার একটি শুভি বিধিত হয়েছে। শুভিত এই যে, এটা প্রস্তাব ও অনঙ্গীকৰ্ম সভ্য যে, দুবিয়াতে তাজ বা মন কাজের পূর্ণ অভিকল পাওয়া যাব না, বরং সাধারণতাবে কাফিয় ও পাপাচারীরা

অভেদ ধনসম্পদ ও তোপ-বিজয়ে জীবন বাগন করে। পক্ষান্তরে আজাহ্ তা'আলা'র আনুগত্যাশীল বাস্তা উপরাস, দারিদ্র্য ও বিপদাপদে অভিষ্ঠ থাকে। প্রথমত মুনিরাতে দৃশ্টিয়ে অপরাধীদের অপরাধ অধিকাংশ সময়ই জানা থাকে না, জানা খেলেও অধিকাংশে সহজে ডাকা থাকে না। আবার ধরা পড়েও হাজার-হাজার ও সত্ত্ব-ধিক্ষার পরাগ্রা না করে তারা শাস্তির কবজ থেকে আবরণকার পথ ঝুঁকে নেব। শত শত অপরাধীর মধ্যে কেউ বদি শাস্তি পাইতে তাও তাও তার অপরাধে পূর্ণ শাস্তি ছাই মা। এভাবে খোদাদোহী ও খেয়ালখুশীর অনুসারীরা ইহজীবনে সদাচে ক্ষকাশ্য ঘূরে বেঢ়াত। আর ঈমানসাধনে শরীরাতের অনুসরণ করে অনেক টাকা-গৱাঞ্চ ও তোপ-বিজয়কে ধারাব মনে করে তাগ করে এবং বিগদাপদ থেকে আবরণকার অন্যও কেবল বৈধপূর্ণ অবস্থান করে। অতএব যদি ইহজগতের পর পরাগ্রহ ও পূর্ণক্ষমতাবিহ এবং প্রতিদান ও শাস্তির যাবস্থা না থাকে, তবে ইহজগতে কোন তুরি-তাকাতি, বাতিচার, হত্যা ইত্যাদিকে অপরাধ বলা নির্বুদ্ধিতা বৈ কিছুই নহ। এখনবের অপরাধীরা মুনিরাতে আছাই সকল জীবন-বাগন করে। তোর ও তাকাত, এক রাতিতে এক ধনসম্পদ উপার্জন করে নেয়, আ একজন প্রাচুর্যেট সারা বছর চাকুরী ও পরিষেব করে উপার্জন করতে পারে মা। এখন পরাকাশ ও হিসাব-বিকাশ না থাকলে এই তোর-তাকাতকে এই তুরি-তাকুরেট অপেক্ষা উত্তম ও স্বীকৃত বলতে হবে। অথচ এটা কোন বিবেকবান শাস্তি বলতে পারে না। তবে ইহজগতে এদের বিকলে অভাব রাখ্যেই কাঠোর শাস্তি মিহারিত রয়েছে। কিন্তু অভিষ্ঠতার আলোকে দেখা থাক বে, কেবলমাত্র সেই অপরাধীই থাকে পড়ে, বে বিরোধ। ছালাক, চতুর ও পেশাদার অপরাধীদের অন্য শাস্তির কবজ থেকে আবরণকার পথ উপু কু রয়েছে। এ দ্বারে তোরা দেরজাই তাদের সাজা এতামোর অন্য যথেষ্ট। যোটকথা ধীকার করে নিন যে, মুনিরাতে তাজ, মন, সাখুতা ও অসাখুতা বলতে কিছু নেই—যেতাবে পার উদ্দেশ্য কাসিল করে নাও, কিন্তু মুনিরাতে এর কোন ক্ষেত্র নেই। কেউ এটা ধীকার করে না। অতএব সাখুতা ও অসাখুতার পার্বক ধীকার ক্ষেত্রে প্রেরণ একথাক ধীকার করতে হবে বে, উত্তরের পরিষেব একরকম হতে পারে মা। উত্তরের পরিষেব একরকম হতে বের তোর বড় কুরুম আর কিছুই হবে না। আবারও আজাহ্ কোই বজা রয়েছে বে, তোবরা কি তাও, অপরাধী ও নির্বোধ ব্যক্তিকে ইহজগতে ও পরাগ্রহে সজান করে দেওয়া হোক ? এটা খুই নির্বোধ অনুসারা। মুনিরাতে ধখন তাজ ও অদের প্রতিদান ও শাস্তি পূর্ণস্বপে পাওয়া থাকে মা, তখন এর অন্য পরাকাশের জীবন অপরিহার্য। হিতীর আরাতে এ বিষয়বস্তুকেই পূর্ণতা দাদের উদ্দেশ্য বলা হয়েছে—
 وَلَنْجِزِي كُلْ نَفْسٍ بِمَا كَسْبَتْ وَمَمْ لَا يَظْلِمُونَ—আজাহ্ তা'আলা মুনিরাকে কর্মকেও ও গুরীজা কেও করেছেন—প্রতিদান কের মহ। তাই প্রত্যেক কর্মের তাজ ও অদের প্রতিদান এ মুনিরাতেই দেওয়ার ব্যবস্থা করা হয়নি।

أَفَرَبِيْنَ مَنِ اتَّقَدَ لِهُمْ هُوَهُ وَأَضَلَهُ اللَّهُ عَلَىٰ عَلِيهِ وَخَلَمَ
 عَلَىٰ سَمْعِهِ وَقَلْبِهِ وَجَعَلَ عَلَىٰ بَصَرَهُ غُشْوَةً فَمَنِ يَتَّقَدِيْهُ وَمَنِ
 يَعْدِ اللَّهُ وَأَقْلَادَكُرُونَ ۚ وَقَالُوا مَا هِيَ إِلَّا حَيَاةُنَا
 الدُّنْيَا نَهُوتُ وَنَخْيَا وَمَا يُهْلِكُنَا إِلَّا الدَّاهِرُ وَمَا لَهُمْ بِذَلِكَ
 مِنْ عِلْمٍ إِنْ هُمْ إِلَّا يَكْنِيْنَ ۖ وَمَاذَا يُغْطِلُ مَلِيْمُونَ
 إِنَّهُنَّا بِإِيمَانِهِ مَا كَانَ حَجَبَتْهُمْ إِلَّا أَنْ قَالُوا افْتَوْعَ
 بِإِيمَانِنَا إِنَّنَا لَنْ نَتَّقَدِيْ صَدِيقِينَ ۖ قُلْ لِلَّهِ يُعْلِمُكُمْ ثُمَّ يُبَيِّنُكُمْ
 ثُرَيْجِيْمَكُمْ إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ لَا رَيْبَ فِيهِ وَلَكُنْ أَكْثَرُ
 الشَّارِسُ لَا يَعْلَمُونَ ۝

(২৪) আপনি কি তার প্রতি মাঝ করেছেন, যে তার বেরাবলুণিকে ধীর উপাস
 হিয়ে করেছে? আরাহ জেনেতেন তাকে পদচালট করেছেন তার কান ও অন্তর দোহর
 এটি দিয়েছেন এবং তার চোখের উপর দুর্বেহম পার্শ। অতএব আরাহের পর কে তাকে
 নথন্দর্শন করবে? তোমরা কি তিভাতবিনা কর মা? (২৫) তারা কাল, আবাসের
 পার্শ্ব জীবিতই তো দেখ; আবরা ঘরি ও শীঁটি মহাকালই আবাসেরকে ধ্বংস করে।
 তাসের কাছে এ ব্যাপারে কোন ভাব নেই। তারা কেবল আবুলাম্ব করে আজ্ঞা দেয়।
 (২৬) তাসের কাছে যদ্যন আবার সুস্পষ্ট আরাতসন্ধৃত পাঠ করা হয়, তখন একসা
 ম্বা জাফা তাসের কান মুক্তিই থাকে আ যে, তোমরা সজ্জাবাসী হাজের আবাসের সূর্যগুরুম-
 দেহকে মিহে এস। (২৭) আপনি বালু, আজাম্বুই তোআসেরকে জীবিত কান করেছে,
 অঙ্গসর ক্ষমা দেয়, অঙ্গসর তোআসেরকে কিয়াজ্জতের সিদ্ধ একজন করেছে, আবে কান
 সন্দেহ নেই। কিন্তু অধিকাংশ মানুষ বোঝে না।

তৎসীরের সার-সংক্ষেপ

(তওহীদ ও পরিকালের এই সুস্পষ্ট বর্ণনার পর) আপনি কি তার প্রতি
 মাঝ করেছেন, যে তার বেরাবলুণিকে ধীর উপাস হিয়ে করেছে? (অর্থাৎ মন
 থা চায়, তারই অনুসরণ করে।) আরাহ তাআজা তাকে তানবুজি সহেও পথচালট

করেছেন (অর্থাৎ সত্ত্বকে শোনা ও বোঝার পরিপূর্ণ দেখোলালশুণির অনুসরণে পথচার্চট হয়ে দেছে।) তার কান ও অঙ্গের হোহর এটি দিয়েছেন এবং তার ঢাবের উপর রেখেছেন পর্দা। (অর্থাৎ প্রতিপূজার কারণে সত্ত্ব প্রাপ্তের যোগ্যতা জিহিত হয়ে দেছে।) অতএব আজ্ঞাহ (পথচার্চট করে দেওয়ার) পর কে তাকে পথ প্রদর্শন করবে ? (এতে সাধ্যনাত রয়েছে। অতপুর কাক্ষিয়দেরকে বলা হয়েছে,) তোমরা কি (এসব বর্ণনা শুনেও) বুঝ না ? (তারা বোঝাত, কিন্তু উপকারী বোঝা বোঝাত না।) তারা (অর্থাৎ কিমানত অধীক্ষণকারীরা) বলে, আমদের পার্থিব জীবন বীভূত বোন (শারীরিক) জীবন নেই। আমরা (এক হ্রস্বাই) মরি ও (এক বীচাই) বাটি। (অর্থাৎ সৃষ্টির অন্ত জীবনও সুনিরাতেই জীবিত।) মহাকাশই (অর্থাৎ মহাকাশের চাঁচাই) আমদেরকে ধ্বনি করে। (অর্থাৎ কাজ অতিক্রান্ত হওয়ার সাথে সাথে দৈহিক শক্তিও কর পেতে থাকে এবং আত্মাবিক কারণে সৃষ্টি আসে। এমনিতাবে জীবনের কারণও আত্মাবিক বিবরাদি। এসব আত্মাবিক রিষ্ট্র পরকালের মুখাপেক্ষী নয় বিদ্যার পরকালীন জীবন নেই।) তাদের কাছে এর কোম দর্জীল নেই, তারা কেবল অনুমতি করা বলে। (অর্থাৎ পরকালীন জীবন না হওয়ার কোম দর্জীল নেই এবং সত্ত্বপুরীদের দর্জীলের কোম জওয়াবও তারা দিতে পারে না।) যথম (এ স্লক্ষকে), তাদের কাছে আমার সুস্পষ্ট আয়তসূহ পাঠ করা হয় (যা উদ্দেশ্য প্রাপ্ত করতে হবেটি।) তবম এ কথা বলা ছাড়া তাদের কোম অওয়াব থাকে না বৈ, তোমরা (এ দাখিতে) সত্ত্ববাদী হলে আমদের পূর্ব-পুরুষদেরকে (জীবিত করে), নিয়ে এস। আগনি (ইত্যাবে) বলুন, আজ্ঞাহ তা'আজা তোমাদেরকে (হতাদিন ইচ্ছা,) জীবিত রাখেন, অতপুর (যখন চাইবেন) হ্রস্ব। দেবেন। এতপুর কিমানতের দিন তোমাদেরকে (জীবিত করে,) একজ করবেন, থাতে (অর্থাৎ যার বাস্তবতায়) কোন সঙ্গেই নেই। (সুতরাং সে দিন জীবিত করার কথা বলা হয়েছে। সুনিরাতে মৃতকে জীবিত মা করলে সেটা না হওয়া জন্মী হয় না।) কিন্তু অবিকাশ মানুষ বোবে না (এবং প্রয়াণ ছাড়াই সত্ত্বকে অধীক্ষণ করে)।

অনুবোধ কর্তব্য বিষয়

—**চাঁচাই ৫০—**—**মুন অন্তৰ্দ্বারা**—**অর্থাৎ** যে বাতি তার দেখোলালশুণিকে ধীর উপাস্য হিয়ে করে— বলা যাবায়, কোম কাক্ষিয়ও তার দেখোলালশুণিকে ধীর শোনা আবশ্য উপাস্য হয়ে না, কিন্তু কোরাই পাকের এ আয়ত বাতি করেছে যে, ইবাসত ও উপাসনা প্রস্তুতপক্ষে আনুসত্ত্বেই নাম। যে বাতি আজ্ঞাহ তা'আজাৰ আনুসত্ত্বের মুকাবিলার অন্ত কারণ আনুগত্য আবশ্যক করে, তাকেই তার উপাস্য বলা হবে। অতএব যে বাতি হাজার-হাজার ও জাতে-জাতেরের পরিপূর্ণ করে না, আজ্ঞাহ যে বাতিকে হাজার করেছে, সে তাতে আজ্ঞাহের আমদের পরিবর্তে মিজের দেখোল-শুণির অনুকরণ করে, সে শুধু দেখোলশুণিকে

উপাসনা বলতেও প্রকৃতপক্ষে খেয়ালখুশি তার উপাসন। অনেক সাধক কবি মিজানাত কবিতায় এই বিশ্বাসিতে বর্ণনা করেছেন :

مود کشتن از سجدہ راه بنی بخشان
چند لبر خود تهمت دین مسلمانی نعم

এতে খেয়ালখুশিকে প্রতিভা বলা হচ্ছে। বে বাতিল খেয়ালখুশিকে গীর ইয়াব ও অনুভূত করে নেন, তার সে খেয়ালখুশিই বেন তার প্রতিভা। হবরত আবু উমায়া বজেল, আরি রসুলুল্লাহ (সা)-কে বলতে শুনেছি বে, আকাশের নিতে পুনিয়াতে বড় উপাসনের উপাসনা করা হচ্ছে, তখনে আজ্ঞাহ্য কাছে সর্বাধিক পরিত উপাসন হচ্ছে খেয়ালখুশি। হবরত আবদান ইবনে আওস (রা)-এর চেতুরাবাতে রসুলুল্লাহ (সা) বজেল, সে-বাতিলই বৃক্ষিবান, বে তার খেয়ালখুশিকে ঘষে রেখে পরকালের জন্য কাজ করে। আর সে বাতিলই পাপাচারী, বে তার অনেক খেয়ালখুশির পেছনে হেফে দেয়। এবং অনুপরও আজ্ঞাহ্য কাছে পরকালের মাল কামনা করে। হবরত সহল ইবনে আবসুল্লাহ প্রভো (র) বজেল, তোমদের খেয়ালখুশি তোমদের মোগ। তবে যদি খেয়ালখুশির বিদো-
বিদা কর, তবে এ মোগই তোমদের প্রতিবেদক। — (কুরআনী)

وَمَا يُلْكُنَا ۝ الْدُّر ۝

—সহলের জর্ব আসনে মহাকাল, আর্দ্ধ অশতের উক থেকে শেষ পর্যন্ত সময়ের সমিটি। কখনও সীর্ব সবস কালকে ۝ ۝ বলা হয়। কাকিনারা সঙ্গীজবলপ বলেছে বে, আজ্ঞাহ্য আপেল ও ইচ্ছার সাথে জীবন ও যুদ্ধের কোন সম্ভর্ত নেই, বরং এগুলো প্রাকৃতিক কারণের অধীন। যতু সম্ভর্ত তো সকলেই প্রত্যাক করে বে, মানুষের অস-প্রত্যাক ও প্রতি-সামর্থ্য ব্যবহারের কারণে কর্তৃপক্ষ হতে থাকে এবং দীর্ঘকাল অভিবাহিত হওয়ার পর সম্পূর্ণ মিষ্টির হয়ে পড়ে। এইই নাম যতু। জীবনও ভূপ, কোন খোদাই আসেথে নয়। বরং উপকরণের প্রাকৃতিক পতিশীলতার মাধ্যমই তা অর্থিত হয়।

সহল তথা মহাকালকে মন বলা তিক নয়। কাকিনা ও শুশ্রাবদা মহাকালের চক্রকেই শপ্টিজপত ও তার সহত অবহাস কারণ সাবাস করতে এবং সবকিছুকে তারই কার্যকলা বের অভিহিত করত। অথব এগুলো সব প্রকৃতপক্ষে সর্বশক্তিশাল আজ্ঞাহ্যের বুদ্ধরত ও ইচ্ছার সম্ভাৱ হয়ে থাকে। তাই সহীহ হালীজলসন্ধু সহল তথা মহাকালকে মন বলতে মিথেখ করা হচ্ছে। কেমনা, কাকিনারা বে প্রতিকে সহল আৰা আকৃ করে, প্রকৃতপক্ষে সেই-কুসরত ও প্রতি আজ্ঞাহ্য তা-আজ্ঞাহ্যই। তাই সহলকে মন বলার কৰ প্রকৃতপক্ষে আজ্ঞাহ্য ধৰ্মত পৌছে। রসুলুল্লাহ (সা) বজেল, মহাকালকে পালি পিও না, কেননা প্রকৃতপক্ষে মহাকাল আজ্ঞাহ্যই। উদ্দেশ্য এই বে, সুর্যো বে কাজকে অহা-কালের কাজ বলে, সেটা আসন্দে আজ্ঞাহ্য পতি ও কুসরতেরই কাজ। মহাকাল কোন

کیکھ نہ ہے । اگر لے جائیں ہے تو یہ سبھ کا آہاہ تاً آہاہ کو اپنے مارے ہے । دوسری
ہاتھیوں کا پہاڑ جو یہ آہاہ تاً آہاہ کے سبھ کا ہے جو اپنے ہے ।

وَلِتَسْمَعُ السَّمْوَتِ وَالْأَرْضَ وَيَوْمَ تَقُولُونَ إِنَّمَا يُؤْمِنُ بِيَوْمَئِنْسُرِ
الْبَطَلُونَ وَكُلُّ أَمْتَقْ جَاهِشِيَّةٍ تَعْدُ كُلُّ أَمْتَقْ ثَدْعَى إِلَى
جَهَنَّمَ إِذَا هُنَّ مَا كَثُرُ تَعْمَلُونَ هَذَا كَتَبْنَا يَوْمَئِنْسُرِ
عَلَيْكُمْ بِالْحَقِّ إِنَّا كُلَّمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ
فَإِنَّا لِذِينَ أَمْتَقْ وَعَمِلُوا الصَّلَاحَتِ فَيُدْخَلُهُمْ رَبِّهِمْ فِي
رَحْمَتِنَا وَذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْمُبِينُ وَإِنَّا لِذِينَ تَكَرُّرُوا وَلَا أَقْدَمُ
كُلُّنَا إِلَيْكُمْ تُعْلَمُ عَلَيْكُمْ فَإِنْكُمْ بِرُّكُنْ رَكْنَتُرْ قَوْمًا مُّجْرِمِينَ
وَإِنَّا قَيْلَ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ شَوْقٌ وَالسَّاعَةُ لَرَبِّيَ فِيهَا
فَلَمْتُمْ مَا تَذَرْنِي مَا السَّاعَةُ إِنْ تُظْنَ إِلَّا ظَنَّا وَمَا تَعْنِ
بِي سُتْقِيقِينَ وَبَدَ الْهُنْ مَيَاتُ مَا عَمِلُوا وَحَاقَ بِهِمْ مَا
كَانُوا يَهُ يَسْتَهِنُونَ وَقَيْلَ الْيَوْمَ تَنْسَكُمْ كُلُّا تَبِيَّنَ
لِلْكُلَّ تَوْصِمُمْ هَذَا وَمَا أُنْكُمُ الْمَارُو وَمَا الْكُرْقَنْ تَصْرِيفِينَ ذَلِكُمْ
بِإِنْكُمْ الشَّدَّدُتُمْ أَيْتَ اللَّهُ هُرْوَا وَعَرَقُكُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا
فَالْيَوْمَ لَا يُخْرِجُونَ مِنْهَا وَلَا هُمْ يُسْتَعْتَبُونَ فَلَيَوْمَ الْعَدْدُ رَبُّ
السَّمَوَاتِ وَرَبُّ الْأَرْضَ رَبُّ الْكَلْمَيْنَ وَكُلُّهُ الْكَبِيرِيَاءُ فِي
السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ

(২৭) মতোয়তে ও কৃ-মুক্তের রাজহ আলাহুরই। সেদিন কিয়ামত সংষ্টিত
হবে, সেদিন যিখাসহীরা জড়িত হবে। (২৮) আপনি এতেক উচ্চতাকে দেখেবেন
মতজানু অবস্থার। এতেক উচ্চতাকে তাদের আশেপাশে দেখতে বলা হবে। তোমরা
মা করতে, আমা তোমাদেরকে তার প্রতিক্রিয়া দেয়া হবে। (২৯) আর্থার কাছে রাখিত
এই আশেপাশা তোমাদের সমস্ত সত্ত্ব কথা করবে। তোমরা মা করতে আর্থ তা
মিলিবে, অন্ধায়। (৩০) আর বিহুর গাগম করেছে ও সৎকর্ম করেছে, তাদেরকে
তাদের পাশেনকর্তা হীন রহস্যত নাহির করেবেন। এটাই প্রকৃত্য সাক্ষা। (৩১) আর
যারা কুকুর করবে, তাদেরকে যিখাসা করা হবে, তোমাদের কাছে বি আলাতসমূহ
পাঠিত হও মা? কিন্তু তোমরা অহকোর করেছিলে এবং তোমরা হিলে এক অগ্রণীৰী
সম্পদার। (৩২) কখন বলা হত, আলাহুর উরানু হয় এবং কিয়ামতে কোন সনেহ
নেই, তখন তোমরা করতে আবেদ্য আবি মা কিয়ামত কি? আবেদ্য কেবল ধৰণাই
করি এবং এ বিষয়ে আবেদ্য মিলিত মই। (৩৩) তাদের মন কর্মকর্তা তাদের
সামনে প্রকাশ করে পরবে এবং যে আবেদ্য বিলে তারা উন্মু-বিলু করত, তা তাদেরকে
চাপ করবে। (৩৪) যদি হবে, আর আর্থ তোমাদেরকে কুলে থাব, যেমন তোমরা
এ বিষয়ে সাক্ষাতকে কুলে পিলেছিলে। তোমাদের আবেদ্য হল আহারার এবং তোমাদের
সামাজিকারী নই। (৩৫) এটা এ অন্য যে তোমরা আলাহুর আলাতসমূহকে উন্মু-
ক্তপে জাহ করেছিলে এবং পার্থিব জীবন তোমাদেরকে প্রভাবিত করেছিল। সুতরাং
আজ তাদেরকে আহারার ধেকে দের করা হবে মা এবং তাদের কাছে তত্ত্ব তোক্ষা
হবে মা। (৩৬) অভিযোগ বিলু-কল্পের পাশেনকর্তা, কৃ-মুক্তের পাশেনকর্তা ও মতোয়তের
পাশেনকর্তা আলাহুরই প্রত্যঙ্গী। (৩৭) মতোয়তে ও কৃ-মুক্তে হাঁরাই সৌরূৰ। তিনি
পর্যাতেন্দুপাতী, প্রভাস্তুৰ।

তৎসীমের সার-সংক্ষেপ

(উপরে বলা হবেছে, আলাহুর আলাহুর তোমাদেরকে একই করবেন, একে
বক্তৃত মনে করা উচিত নহ। কেনমা,) মতোয়তে ও কৃ-মুক্তের রাজহ আলাহুর আলাহুরই
(তিনি যা ইচ্ছা করেন। কাজেই মৃত্যুর পর তোমাদেরকে জীবিত করাও তাঁর জন্য
করিষ্য নহ।)। সেদিন কিয়ামত সংষ্টিত হবে, সেদিন যিখাসহীরা জড়িত হবে।
আপনি (সেদিন) এতেক দিনকে (তারে) মতজানু অবস্থার দেখবেন। এতেক দিনকে
তাদের আশেপাশা (হিসাবের) দিকে আহবান করা হবে। (আহবান করার অর্থ
হাই। নতুনা আশেপাশা তো তাদের কাছেই থাকবে। তাদেরকে বলা হবে,) আজ
তোমাদেরকে তোমাদের কৃতকর্মের প্রতিক্রিয়া দেওয়া হবে। (আরও বলা হবে,) এটা
আর্থার (জেখানো) আশেপাশা, মা তোমাদের বিলেকে সত্ত্ব বরাবে (অর্থাৎ তোমাদের
কর্মকাণ্ড প্রকাশ করবে)। তোমরা (দুনিয়াতে) মা করতে, আর্থি (কেরেশতা থাবা)
তা জিপিবে করাচায়। (এটা সেউজোরই সমষ্টি।) অভিযোগ (হিসাবের ক্ষয়সাজা
এই হবে যে,) যারা ইমান এনেছে ও সৎকর্ম করেছে তাদেরকে তাদের পাশেনকর্তা বীর

বহুমতে সাধিত করছেন। এটা প্রকাশ সাক্ষাৎ আর আরা কৃকর করেছে, (তাদেরকে বলা হবে), তোমাদেরকে কি আমার আকাশসমূহ পাঠ করে খোনানো হত মা? কিন্তু তোমরা (সেগুলো ঘোন নিতে) অহংকার করেছিলে এবং (এ কারণে) তোমরা ছিলে অপরাধী। যদিন (তোমাদেরকে) বলা হত, (পুনরুজ্জীবিত করে শাস্তি ও প্রতিসাম অসমিক্ত) আকাশের উচ্চাস সত্তা^১ এবং কিঞ্চিত্তে কেবল সদেহ দেই, তখন তোমরা (তাঙ্গিলা ডরে) বলতে, আমরা আবি বা কিঞ্চিত্ত কি? (কেবল উনে তবে) আমরা নিহিত ধারণাই করি এবং এ বিষয়ে আমরা নিশ্চিত নই। (তখন) তাদের অপ কর্ম-গুলো তাদের সাথে প্রকাশ হয়ে পড়েছে এবং যে আবাব বিষে তারা ঠাঠো-বিজুগ করত, তা তাদেরকে প্রাপ করতে। (তাদেরকে) বলা হবে, আজ আবি তোমাদেরকে বিলম্বুন করব, (অর্ধাং বহুমত থেকে বকিত্ত করব) যেহেন তোমরা এ দিনের সাক্ষাতে বিলম্বুন হয়েছিলে। (আজ থেকে) তোমাদের আবাসস্থল জাহাজায় এবং তোমাদের কোন সাহায্যকারী নেই। এটা (অর্ধাং এই শাস্তি) এ কারণে বৈ, তোমরা আকাশের আকাশ-সমূহকে ঠাঠো-কাপে প্রহপ করেছিলে এবং পাথিব জীবন তোমাদেরকে প্রজারিত করেছিল (তাতে মশকল হয়ে পরকাল থেকে গাফিল বরং পরকাল ছীকারাই করতে না।) সুভুঁটাং আজ তাদেরকে জাহাজায় থেকে বের করা হবে না। এবং তাদের কাছে তওরা চাওয়া হবে না, (অর্ধাং তওরা করে আকাশকে সংকল্প করে মেরোর সুযোগ দেওয়া হবে না। এস, বিবরণুন থেকে এ কথাও জানা দেও যে,) সবচ্চ প্রশংসা আকাশেরই বিমি নতো-মণ্ডের পাইনকর্তা, তৃ-মণ্ডের পাইনকর্তা, (শুধু তাই নহ) বিষ-অগত্তেরও পাইনকর্তা। পৌরব স্টোরাই (আর আকাশত প্রকাশ পার) আকাশে ও পৃথিবীতে। তিনিই পরাক্রম-শালী, প্রভায়ৱ।

আনুবাদিক জাতীয় বিষয়

جَنْوَ—وَقْرِيْ كَلْ جَانْ جَانْ—এর অর্থ নতজানু হয়ে থসা। তারের কারণে এভাবে বসবে। **كَلْ** (প্রত্যেক সদ) শব্দ থেকে বাহ্যত বোধা আর যে, মুঁয়িন, কাফির, সৎ ও অসৎ নিরিশের সকলেই হাশের ঘরানে তারে নতজানু হয়ে বসবে। কোন কোন আকাশ ও রেওয়ারেতে রয়েছে যে, হাশের ঘরানে পরাগজর ও সৎকর্ম-পরায়ণ ব্যক্তিগণ ঢৌত হবেন না। এটা আলোচ্য আরাতের পরিপন্থী নহ, কেননা অর কিছুকথের জন্য এই ডুর ও ছাস পরাগজর ও সৎ জোকদের অধ্যোও দেখা দেওয়া সম্ভবপর। কিন্তু যেহেতু খুব অৱ সবের জন্য এই ডুর দেখা দেবে, তাই একে না হওয়ার পর্যায়ে রেখে দেওয়া হয়েছে। এটাও সম্ভবপর যে, ‘প্রত্যেক সদ’ বলে অধিকাংশ হাশেরবাসী বোঝানো হয়েছে। **كَلْ** শব্দটি আবে আবে অধিকাংশের অর্থেও ব্যবহৃত হয়। কেউ কেউ **جَانْ** এর অর্থ করেছেন নামবে বসার ন্যায় থসা। এমতাবস্থার কোন খট্টকা থাকে না। কেননা, এটা আদবের থসা—তারের নহ।

—كُلُّ أُمَّةٍ لَدُنْهُ مِنِ الْإِنْسَانِ—অধিকাংশ তৎসীরবিদের মতে এখানে বিভাব
অর্থ মুনিয়াতে ফেরেণতাগপের লিখিত আমলমাদা। হাশেরের অরদামে এসব আমলমাদা
উচ্চিতে পোওয়া হবে এবং উচ্চাবের আমলমাদা তার হাতে পৌছে আবে। তাকে যতো
হবে—أَقْرَأَ نَّبَابَكَ كُفَّيْ بِنْقَسْكَ الْوَوْمَ مَلِيكَ حَمْوَبَ—অর্থাৎ ভূমি তোমার
আমলমাদা পাঠ কর এবং নিজেই হিসাব কর কि শান্তিকল তোমার পাওয়া উচিত।
আমলমাদার সিকে আহ্বান করার অর্থ আমলের হিসাবের সিকে আহ্বান করা।

سورة الْحَقَّاف

بُشِّرَى الْأَهْلَكَاتِ

মকাব অবতীর্ণ, ৪ ফেব্রুয়ারি, ৩৫ আস্তান

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

كِتَابٌ مِّنْ رَّبِّ الْعَالَمِينَ
مَا خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ
وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا إِلَّا بِالْعَقْدِ وَآجِيلٌ مُّسَعٌ دَّوَى الْذِينَ
كَفَرُوا عَنْهَا أَنْذِرُوا مُغْرِضُونَ ۝ قُلْ أَرَأَيْتُمْ مَا تَدْعُونَ
مِنْ دُونِ اللَّهِ أَرْوَاهُنِي مَا ذَا حَلَّفُوا مِنَ الْأَرْضِ أَمْ كُلُّهُمْ يُشْرِكُ
فِي السَّمَاوَاتِ مَا لَيْتُمْ يُكْتَبُ مِنْ قَبْلِ هَذَا أَذْأثَرَةٌ مِّنْ عِلْمٍ إِنْ كُنْتُمْ
صَدِيقِيْنَ ۝ وَمَنْ أَضَلُّ مِنْ يَدِ عَوْنَوْنَ مِنْ دُونِ اللَّهِ مَنْ لَا
يَسْتَعْجِلُ بِكَلَمَةٍ يَلْتَمِسُ الْقِيَمَةَ وَهُمْ عَنْ دُعَائِنِهِمْ غَافِلُونَ ۝ وَإِذَا
حُشِّرَ النَّاسُ كَانُوا لَهُمْ أَعْدَاءً كَمَا وَكَانُوا بِعِبَادَتِهِمْ كُفَّارِيْنَ ۝

পরাম কর্মসূচি ও জসীম দাতা আলাহুর নামে উন্ন—

(১) হা-মীয়, (২) এই কিতাব পরামসূচি, প্রজামুর আলাহুর পক্ষ থেকে
অবতীর্ণ। (৩) নড়োয়তল, কু-মওল ও এন্দুকের অধ্যবতী সবকিছি আমি খোয়খ-
ভাবেই এবং নিমিট্ট সময়ের অন্যাই স্মৃতি করোছি। আর কাফিররা যে বিষয়ে
তাদেরক সতর্ক করা হচ্ছে, তা থেকে যুথ কিরিয়ে নেব। (৪) বলুন, তোমরা
আলাহু ব্যক্তিত শাসন পুঁজি কর, তাদের বিষয়ে কেবে দেবেছ কি? দেখাও আমাকে
তাঙ্গা পৃথিবীতে কি স্মৃতি করেছে? আপো নড়োয়তল স্মৃতে তাদের কি কোন অংশ

আছে ? এর পূর্ববর্তী কোন কিতাব অথবা গৱাঙ্গাগত কোন জ্ঞান আমার কাছে উপর্যুক্ত কর—যদি তোমরা সভ্যবাদী হও। (৫) যে বাতি আজ্ঞাহর পরিবর্তে এমন ব্যুর পূজা করে, যে কিয়ামত পর্যন্তও তার তাকে সাড়া দেবে না, তার চেরে অধিক পথচার আর কে ? তারা তো তাদের পূজা সম্পর্কেও বেষ্টবর। (৬) অধন আনুষকে হাশের একজ করা হবে, তখন তারা তাদের শক্ত হবে এবং তাদের ইবাদত অবীকার করবে।

তৎসীরের সার-সংক্ষেপ

হা-মীয় (-এর অর্থ আজ্ঞাহ তা'আলা জানেন), এই কিতাব পরাক্রমশালী, প্রভায়ম আজ্ঞাহর পক্ষ থেকে অবস্থার্প। (তাই এর বিষয়বস্তু অনুধাবনযোগ্য। অতপর স্তুতিশীল ও পরিকাল বলিত হয়েছে,) আমি নভোমগুলি, ঝু-যতুল ও গুড়মুড়ের যথাব্যতী সবকিছু কৃতা-সহকারে এবং নিমিষ্ট সবয়ের জন্মই স্থাপ্ত করেছি। যারা ক্ষুঙ্কির, তাদেরকে যে বিষয়ে সভর্ব করা হয় (যেমন শ্রুতিশীল না আনলে কিয়ামতে তোমাদের আবাব হবে), তারা তা থেকে মুখ কিরিয়ে নেব (এবং জ্ঞানেও করে না)। আগমনি (তাদেরকে শ্রুতিশীল সম্পর্কে) বলুন, বল তো, আজ্ঞাহর (শ্রুতিশীলের) পরিবর্তে তোমরা যাদের পূজা কর, (তাদের পূজনীয় হওয়ার কি সঙ্গীত আছে। শুভ্রত্বিত্বিক সঙ্গীত ধারণে) আমাকে দেখাও যে, তারা কোন পৃথিবী সৃষ্টি করেছে অথবা আকাশ সৃজনে তাদের কোন অংশ আছে ? (যদো বাহল, তোমরাও তাদেরকে প্রল্টো স্বীকার কর না, যা পুজনীয় হওয়ার সঙ্গীত হচ্ছে পারে, বরং হল্টেই বজে থাক, যা পুজনীয় হওয়ার পরিপন্থী। সুতরাং শুভ্রত্বিত্বিক সঙ্গীত তো নেই। যদি তোমাদের কাছে ইতিহাস-ভিত্তিক সঙ্গীত থাকে, তবে) এর (অর্থাত কোরআনের) পূর্ববর্তী কোন (বিশুল) কিতাব আমার কাছে উপর্যুক্ত কর (যাতে শিরকের আদেশ রয়েছে। কেননা, তোমরাও জান যে, কোরআনে শিরকের খণ্ড রয়েছে। সুতরাং অন্য কোন কিতাবের দরকার হবে?) অথবা (যদি কিতাব না থাকে, তবে) কোন (বির্জিনযোগ) গৱাঙ্গাগত জ্ঞান (যা কিতাবে লিখিত হয়নি, বরং মৌখিক) জ্ঞান—যদি তোমরা (শিরকের দায়িত্বে) সভ্যবাদী হও। (উদ্দেশ্য এই যে, ইতিহাসভিত্তিক সঙ্গীতটি সমর্পনযোগ্য ও সনদসহ হওয়া সরকার, যেমন কোন নবীর কিতাব অথবা তার মৌখিক উপরি হওয়া চাই। যদো বাহল, এরপ সঙ্গীতও কেউ গেল কল্পতে পারবে না। এতসম্ভেও যারা যিথ্যা বিশ্বাস পরিলাভ করে না, অতপর তাদের সম্পর্কে বলা হয়েছে,) তার চেরে অধিক পথচার আর কে, (যে সঙ্গীত দিতে অক্ষয় হওয়া এবং বিপক্ষে সঙ্গীত কাটায় থাকা সঙ্গেও) আজ্ঞাহর পরিবর্তে এমন ব্যুর পূজা করে, যে কিয়ামত পর্যন্তও তার তাকে সাড়া দেবে না এবং যে তার পুজারও অবর রাখে না ? অতপর যাহন (কিয়ামতে) সমস্ত আনুষকে (হিসাবের জন্ম) একজ করা হবে, তখন তারা (অর্থাত উপাস্যরা) তাদের শক্ত হবে যাবে এবং তাদের ইবাদত অবীকার করবে। (সুতরাং এমন

উপাস্যদের উপাসনা করা বিভাগই জুল, যাদের উপাসনা করার কোন শুভি নেই এবং উপাসনা না করার অথেল্ট কারণ যজুল রয়েছে ।

আমুলিক ভাষ্য হিসেব

فَلَأَرْهَبْتُمْ مَا تَدْعُونَ مِنْ دُونِ أَرْوَافِي—এসব আয়াতে মুশর্রিকদের দাবি বাস্তিল করার জন্য ভাদের দাবির সঙ্গে দলীল ঢাওয়া হয়েছে । কেননা, সাঙ্গ-প্রমাণ ব্যক্তিত কোন দাবি প্রহপীর হয় না । দলীলের বড় প্রকার রয়েছে, সবগুলো আয়াতে উল্লেখ করে প্রমাণ করা হয়েছে যে, মুশর্রিকদের দাবির পক্ষে কোন প্রকার দলীল নেই । তাই এছেন দলীলজীবীয়ের দাবিতে জটিল থাকা সিরেট পথচারিত্ব । আয়াতে দলীলকে তিন ভাগে ভাগ করা হয়েছে । এক, শুভিত্বিক দলীল । এর অন্তে বলা হয়েছে : **أَرْوَافِي مَا زَأْ خَلَقْتُمْ مِنْ أَلْرَفِي أَمْ لَهُمْ شُرْكٌ فِي**

السَّمَاوَاتِ—বিলীর প্রকার ইতিহাসভিত্তিক দলীল । বলা বাহ্য, আরাহ্ম ব্যাপারে কেবল সেই ইতিহাসভিত্তিক দলীলই প্রহপীর হতে পারে, যা অবৈ আরাহ্ম পক্ষ থেকে আসে । যেমন, ভাওয়াল, ইঞ্জীল, কোরআন ইত্যাদি ঐশ্বী কিলাব অথবা আরাহ্ম মনোনীত মৰ্মী ও রসুজগণের উত্তি । এই দুই প্রকারের যথে প্রথম প্রকারের খননে বলা হয়েছে : **إِنْتُو فِي بِكْتَابٍ مِنْ قَبْلِ هَذَا**—অর্থাৎ তোযাদের শুভি পূজার কোন দলীল থাকলে কোন ঐশ্বী কিলাব পেশ কর, যাতে শুভি পূজার অনুযাতি দেওয়া হয়েছে । বিলীর প্রকার অর্থাৎ রসুজগণের উত্তি অন্ত খনন করতে বলা হয়েছে, **أَوْ أَنْتُرْ مِنْ عِلْمٍ**—অর্থাৎ কিলাব আনতে না পারলে কয়েকটে রসুজগণের পরম্পরাগত কোন উত্তি পেশ কর । তাও পেশ করতে না পারলে তোযাদের কথা ও কাজ পথচারিত্ব বৈ কিছুই নয় ।

أَلْأَرَفِي مِنْ عِلْمٍ—এর উপরে একটি ধাতু । অর্থ নকল, রেওয়ারেত । এ কারণে ইকরিলা ও শুকাতিল এর তফসীরে ‘পরম্পরাগত থেকে রেওয়ারেত’ বলেছেন ।—(কুরুতুবী) সারকথা এই যে, দু’রকম ইতিহাসভিত্তিক দলীল প্রযোগে—কোন পরম্পরারের প্রতি অবশ্যীর্ণ কিলাব এবং লোক পরম্পরার প্রমাণিত পদ্ধতিগুলোর উত্তি । আয়াতে **أَلْأَرَفِي مِنْ عِلْمٍ** বলে তাই বোকানো হয়েছে । কেউ কেউ অন্যান্য আরও কিছু উক্তবীর করেছেন, যা কোরআনের ভাষার সাথে সীমাজস-পূর্ণ নয় ।

وَلَمَّا كُتِبَ عَلَيْهِمْ أَيْتَنَا بِيَتْشَوْ قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلْعَقِيقِ لَتَা
 جَاءَهُمْ هُمْ هَذَا سِحْرٌ مُّبِينٌ ۝ أَفَرَيْتُمْ وَقْلَ إِنِ
 أَفَتَرَيْتُهُ فَلَا تَسْلِكُونَ لِي مِنَ اللَّهِ شَيْئًا هُوَ أَعْلَمُ بِمَا تُفْعِلُونَ
 فِيهِ لَكُفَىٰ بِهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَيَئْتِكُمْ وَهُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ ۝
 قُلْ مَا كُنْتُ بِدُعَائِكُمْ مِّنَ الرُّسُلِ وَمَا أَدْرِي مَا يَفْعَلُ بِي وَلَا بِكُمْ
 إِنْ أَتَيْتُ إِلَّا مَا يُؤْتَ إِلَيَّ وَمَا أَنَا إِلَّا نَذِيرٌ مُّبِينٌ ۝ قُلْ أَرَأَيْتُمْ
 إِنْ كَانَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ وَكَفَرْتُمْ بِهِ وَشَهِيدٌ شَاهِدٌ مِّنْ بَيْنِ
 إِنْ سَرَّأْنِي عَلَىٰ مُشْلِهِ فَأَمَنَ فَإِنَّكُمْ تُمْلَأُنَّ اللَّهَ لَا يَعْلَمُ
 الْقَوْمَ الظَّلِيمِينَ ۝

(৭) বখন তাদেরকে আমার সুস্পষ্ট আয়াতসমূহ পাঠ করে শোনানো হয়, তখন
 সত্য আগমন করার পর কাফিররা বলে এ তো প্রকাশ কানুন। (৮) তারা কি করে
 বে, বসুল একে রচনা করেছে? বলুন, যদি আমি রচনা করে থাকি তবে তোমরা
 আজাহার শাস্তি থেকে আমাকে রক্ত করার অধিকারী নও। তোমরা এ সমস্তকে আ
 জানলেও কর, সে বিসরে আজাহ, সরাক, অবলম্বন।^۱ আমার ও তোমাদের মধ্যে তিনি
 সাজী হিসাবে ঘটেছে। তিনি কুমারী, দর্যামুখ। (৯) বলুন, আমি তো কোন নতুন
 বসুল নই। আমি আমি না, আমার ও তোমাদের সাথে কি আবাদার করা হবে। আমি
 কেবল তারই অনুসরণ করি, যা আমার প্রতি ওহী করা হয়। আমি স্বচ্ছ সতর্ক-
 কারী বৈ নই। (১০) বলুন, তোমরা কেবল দেখেছেন, যদি এটা আজাহুর পক্ষ থেকে
 হয় এবং তোমরা একে অব্যাহ্য কর এবং বনী-ইসলামের একজন সাজী এর পক্ষে
 সাজী দিয়ে এতে বিহ্বাস স্থাপন করে; আর তোমরা আহংকার কর, তবে তোমাদের
 মধ্যে অবিবেচক আর কে হবে? (১১) বিশ্বে আজাহ, অবিবেচকদেরকে পথ দেওয়ার না।

তৎক্ষণাতে আর-সংজ্ঞেগ

বখন আমার (রিসামতের দলীল) সুস্পষ্ট আয়াতসমূহ তাদেরকে (অর্থাৎ
 রিসামত অমানকারীদেরকে) পাঠ করে শোনানো হয়, তখন সত্য আগমন করার পর

কাফিররা হলে, এটা প্রকাশ্য হাতু। (অথচ হাতুর মতন হাতু হতে পারে; কিন্তু এসব আঘাতের অনুরূপ আঘাত কেউ রাচনা করতে পারে না। এটাই ভাদের উভিষ্ঠ অসারভা প্রয়োগের প্রকাশ্য দলীল।) তারা কি বলে যে, এ বাস্তি (অর্থাৎ আপনি) একে (অর্থাৎ কোরআনকে) নিজে রাচনা করে (আজাহ্র কোরআন হলে) অভিহিত করেন? আপনি বলে দিন, যদি আমি রাচনা করে থাকি (আর আজাহ্র নামে চালু করে থাকি,) তবে (আজাহ্র তামাজা তাঁর রাষ্টি অনুযায়ী মানুষকে প্রতারণা দেখে বাঁচানোর জন্য যিথ্যা নবুরূত দাবির অপরাধে আমাকে শৈশ্বরী খৎস করে দেবেন। খৎস করার, সমর) তোমরা (অথবা অন্যরা) আজাহ্র থাকি থেকে আমাকে রক্ষা করতে পারবে না। (উদ্দেশ্য এই যে, নবুরূতের যিথ্যা দাবির কারণে শাস্তি হওয়া অপরিহার্য। কেউ এ শাস্তি প্রতিরোধ করতে সক্ষম নয়। কিন্তু আমাকে শাস্তি দেওয়া হবলিঃ। এটাই এ বিষয়ের দলীল যে, আমি নবুরূত দাবিতে যিথ্যাবাদী নই। অতএব মনে রেখো,) তোমরা কোরআন সমর্কে যা আলোচনা করছ, সে বিষয়ে আজাহ্র সম্যক ভাত (তাই তোমাদেরকে শাস্তি দেবেন)। আমার ও তোমাদের স্থখে (সত্যবিদ্যার কর্তৃপক্ষের জন্য) তিনি সাজী হিসাবে অব্দেষ্ট (অর্থাৎ অবরুদ্ধ)। আমি যিথ্যাবাদী হলে আমাকে শাস্তি দেবেন ও তোমরা যিথ্যাবাদী হলে তোমাদেরকে শৈলু অথবা বিলঘে আঘাত দেবেন। যদি তোমরা অনেক কর যে, নবুরূত দাবিরামীর উপর আমার না আসা বেমন তার সত্যাতার দলীল, তেমনি তোমাদের উপর আঘাত না আসাও তোমাদের সত্যাতার দলীল, তবে এর জওয়াব এই যে,) তিনি ক্রমশীল, (তাই দুনিয়াতে কাফিরদের উপর আঘাত না আসা যে এক প্রকার ক্রমা, সে ক্রমাও তিনি করেন এবং) দরামর (তাই ব্যাপক দয়া কাফিরদের প্রতিও করেন। অতএব কাফিরদের উপর দুনিয়াতে আঘাত না আসা তাদের সত্যাতার দলীল নয়। প্রকারভে নবুরূতের যিথ্যা দাবিদার আর আঘাত ও তপ্রোতভাবে অভিত। কেননা, যিথ্যা নবুরূত দাবির পরেও আঘাত না দেওয়া মানুষকে পথরলষ্টভায় ঠেলে দেওয়ার নামাঙ্গর)। আপনি বলুন, আমি কোন অভিনব রসূল নই (যা, তোমরা আশ্চর্য বোধ করবে। আমার পূর্বে অনেক রসূল আগমন করেছেন, যা লোক পরম্পরার তোমারাও শুনেছ। এমনিভাবে আমি কোন বিশ্বাসকর দাবিও করি না, যেমন আমি বলি না যে, আমি অদৃশ্যের ধ্বনি জানি। বরং আমি নিজেই বলি যে, অদৃশ্যের ধ্বনি ততটুকুই জানি, যতটুকু ওহীর মাধ্যমে আমাকে বলে দেওয়া হয়। এছাড়া অন্য কিছু জানি না। এমনকি,) আমি জানি না যে, আমার ও তোমাদের সাথে কি ব্যবহার করা হবে। (সুতরাং আমি যখন নিজের ও তোমাদের ভবিষ্যৎ অবস্থা জানার দাবি করি না, তখন অদৃশ্যের বিশ্বাসি জানার দাবি করাপে করব? তবে ওহীর মাধ্যমে যে সব বিষয়ের জান লাভ করেছি, তা নিজের সমর্কে অথবাই অগমের সমর্কে অথবা ইহকাল ও পরকালের অবস্থা সমর্কে হলেও তা অবশ্যই পরিপূর্ণ। সেমতে বলা হয়েছে,) আমি (জান ও কর্তৃ) কেবল তাকুই অনুসরণ করি, যা আমার প্রতি ওহী করা হব। (তোমরা তা না মানলে আমার কোন ক্ষতি নেই। কেননা,) আমি স্লট সতর্কবাসী বৈ নই। (অতপর নিজে কোরআন

রচনা করার উপরোক্ত অভিযোগ বিস্তারিতভাবে খণ্ডন করা হয়েছে,) আগনি বরুন, তোমরা জেবে দেখেছ কি, যদি এই কোরআন আলাহ'র পক্ষ থেকে হয় আর তোমরা একে অযানা কর এবং (এই সঙ্গীল ধারা আলাহ'র পক্ষ থেকে হওয়া জোরাদার হয় যে,) বন্মি ইসলাইলের (আলিমদের মধ্যে) একজন (আলিম) সাক্ষী এর পক্ষে সাক্ষা দিতে এতে বিসাস রাখন করে আর তোমরা (তা জানা সহেও) অহংকার কর, তবে তোমাদের অপেক্ষা আধিক অবিবেচক আর কে হবে? (অবিবেচকদের অবস্থা এই যে,) নিশ্চয় আলাহ' অবিবেচকদেরকে (তাদের হস্তকারিতার কারণে) পথ প্রদর্শন করেন মা' (তারা সর্বদা পথচার্টিংতার থাকে এবং পথচার্টিংতার পরিণাম জাহাজায়)।

আমুলিক আচর্য বিষয়

وَمَا أَدْرِي مَا يُفْعَلُ بِي وَلَا يَعْلَمُ إِنْ أَتَيْتُ بِمَا دُوَّهِ إِلَيْ

আলাতে বাক্যটি ব্যাখ্যায় বিশেষ করে। অর্থ এই যে, আমার প্রতি যা ওহী করা হয়, তা ব্যাতীত আমি জানি না। এর ডিতিতে তফসীরবিদ শাহুরাক এ আলাতের হে তফসীর করেছেন, তাৰ সারামৰ্য এই যে, আমি একমাত্র ওহীর মাধ্যমে অসৃষ্ট বিষয়বাদির জান জাত কৰতে পারি। ওহীর আধ্যাত্মে আশাকে যে বিষয় আনানো হয় না, তা আমার ব্যক্তিগত বিষয় হোক অথবা উচ্চাতের মু'মিন ও কাফিরের বিষয় হোক অথবা ইহকালের বিষয় হোক কিংবা পরমকালের বিষয় হোক—তা আমি জানি না। অসৃষ্ট বিষয়বাদি সম্পর্কে আমি যা কিছু বলি, তা সবই ওহীর আশাকে বলে থাকি। কোরআন পাকে উল্লিখিত আছে যে, আলাহ' তা'আলা রসূলুল্লাহ' (সা)-কে অনেক অসৃষ্ট বিষয়ের জান দান করেছিলেন। এক আলাতে আছে : **نَكَّ مِنْ أَنْبَاءِ الْغَيْبِ نُوْحِلُهَا إِلَيْكَ**

—আহামাম, আলাত, হিসাব, নিকাশ, শাক্তি, প্রতিদিন ইত্যাদি পারমৌলিক বিষয়ের বিবরণ তো ব্যবহৃত কোরআন পাকে অনেক রয়েছে। ইহকালের উবিয়াৎ ঘটনাবলীর অনেক বিবরণও পরম্পরাগত সহীহ হাদীসসমূহে রসূলুল্লাহ' (সা) থেকে বলিত আছে। এতে প্রযোগিত হয় যে, উল্লিখিত আলাতের সারামৰ্য এতটুকু যে, আমি অসৃষ্ট বিষয়বাদির জানে আলাহ' তা'আলার মত নই এবং এসব জানে যেছাধীনও নই; ব্যবহৃত ওহীর মাধ্যমে আমাকে হতটুকু বলে দেওয়া হয়, আমি ততটুকুই বর্ণনা কৰি।

তফসীরে ঝাল মা'আনোতে এ উকি উক্ষৃত করে বলা হয়েছে যে, আমার বিষয়, রসূলুল্লাহ' (সা) ততদিন পর্যন্ত দুনিয়া থেকে বিদায় নেন নি, হতদিন আলাহ'র সত্তা, শুণ্যবলী এবং পরমকালের শুরুতপূর্ব বিষয়বাদি সম্পর্কে তাঁকে ওহীর আধ্যাত্মে অবহিত করা হয়নি। তবে যারেদ আগামীকাল কি করবে, তাৰ পরিণাম কি হবে

ইত্যাদি শাক্তি বিশেষের রূটিনাটি অদৃশ্য বিষয়ের জান থাকা কোন উৎকর্ষের বিষয় নয় এবং এগুলো না জানলেও মনুষ্যের উৎকর্ষ ছাপ পাবে না।

রসুলুজ্জাহ্ (সা)-র অদৃশ্য জান সম্পর্কে আদব : এ বাপারে আদব এই যে, তিনি অদৃশ্যের জান জানেন না, একাপ বলা সঙ্গত নয়। বরং এভাবে বলা সরকার যে, আল্লাহ তা'আলা তাঁকে অদৃশ্য বিষয়াদির অনেক জান দান করেছিলেন, যা অন্য কোন পদ্ধতিকে দেন নি। কেউ কেউ বলেন, এ আরাতে পাথিব অদৃশ্য বিষয়াদি সম্পর্কে ‘আমি জানি না’ বলা হয়েছে—পারমৌকিক অদৃশ্য বিষয়াদি সম্পর্কে নয়। কেননা, পারমৌকিক বিষয়ে তিনি খোজাখুলি বলে দিবেছেন যে, মুমিন আরাতে থাবে এবং কাফির আহামায়ে থাবে।—(কুরআন)

وَشَهِدَ شَاهِدٌ مِّنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ عَلَى مِثْلَةِ فَامِنْ وَاسْتَكْهُرْ تِمْ أَوْ لَمْ يُكَفِّلْ
أَبْيَقْ أَنْ يَعْلَمَهُ عَلَمًا بَنِي إِسْرَائِيلَ —এ আরাতের এবং সুরা শু'আরাত
আরাতের অর্থ একই রকম। সারামর্য এই যে, যেসব ইহুদী ও খ্স্টান রসুলুজ্জাহ্ (সা)-র রিসালত ও কোরআন অমান করে, তারা দ্বয়ই তাদের কিতাব সম্পর্কেও অস্ত। কেননা, বনী ইসরাইলের অনেক আলিম তাদের কিতাবে রসুলুজ্জাহ্ (সা)-র মনুষ্যত ও নিদর্শন প্রত্যক্ষ করে তাঁর প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করেছেন। সে আলিমগণের সাক্ষ্যও কি এই শুর্ঘদের জন্য যথেষ্ট নয়? এ আরাতে বলা হয়েছে যে, তোমরা আমার মনুষ্যত সাবিকে প্রোক্ত এবং কোরআনকে আমার রচনা বল। এর এক জওয়াবে পুর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে যে, কেউ বাস্তবে নবী না হয়ে নিজেকে নবী বলে প্রিয়া দাবি করলে তাঁর মুনিমাতেই নিপাত হয়ে যাওয়া জরুরী, বাতে জনসাধারণ প্রতারিত মা হয়। এ জওয়াবেই যথেষ্ট, কিন্তু তোমরা শব্দি না যান, তবে এ সত্ত্ববনার প্রতিও জরু কর যে, আমার দাবি শব্দি সত্য হয় এবং কোরআন আল্লাহর কিতাব হয় আর তোমরা একে অমান করেই শাও, তবে তোমাদের পরিণতি কি হবে, বিশেষত যদেন তোমাদের বনী ইসরাইলেই কোন মান্যবর ব্যক্তি সাক্ষ দেব যে, এটা আল্লাহর কিতাব, অতপর সে নিজেও মুসলিমান হয়ে যাব? এ জান আরাতের পরও শব্দি তোমরা জিস ও অহংকারে অট্টল থাক, তবে তোমরা ওক্তব শাক্তির যোগ্য হয়ে থাবে।

আরাতে বনী ইসরাইলের কোন বিশেষ আলিমের নাম উল্লেখ করা হয়নি এবং এটাও নিসিল্ট করা হয়নি যে, এ সাক্ষ্য আরাত অবসরপের পুর্বেই অন্যথাকে এসে গেছে, না কুবিয়াতে আসবে। তাই বনী ইসরাইলের কোন শাক্তির নিসিল্ট করার উপর আরাতের অর্থ নির্ভরশীল নয়। আরাতনামা ইহুদী আলিম হবরণত আবদুজ্জাহ্ ইবনে সালামসহ বৃত ইহুদী ও খ্স্টান ইসলামে দীক্ষিত হয়েছেন, তারা সবাই এ

আয়াতের অন্তর্ভুক্ত। শান্তি আবদ্ধাত্ ইবনে সালাম এই আয়াত নাথিল হওয়ার পরে অনৌনায় ইসলাম প্রাপ্ত করেন। এ আয়াতটি যক্কায় নাথিল হয়েছিল।

হয়রত সাদ (রা) থেকে বর্ণিত আছে যে, এ আয়াত হয়রত আবদ্ধাত্ ইবনে সালাম সম্পর্কে অবগুর্ণ হয়েছে। ইবনে আব্বাস, যুজাহিদ, শাহীক প্রমুখ তফসীরবিদ তাই বলেছেন। এ আয়াতটি যক্কায় অবগুর্ণ হওয়ার পরিপন্থী নয়। এমতাবস্থায় আয়াতটি ভবিষ্যতবাণী হিসেবে গণ্য হবে।—(ইবনে কাসীর)

وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا لَوْكَانَ خَيْرًا مَا سَبَقُونَا إِلَيْهِ
 وَإِذَا لَمْ يَهْتَدُ وَابْنَهُ فَسِيقُولُونَ هَذَا إِنْكَ قَدِيمٌ ① وَمِنْ قَبْلِهِ
 كِتَبٌ مُؤْكَدٌ إِمَامًا وَرَجُلًا وَهَذَا كِتَبٌ مُصَدِّقٌ لِسَائِقَ
 عَرَبِيًّا لِلْيَنْزِيلِ الَّذِينَ ظَلَمُوا هُوَ وَلَبِرْتَهُ لِلْمُسْحِسِينِ ②

(১২) আর কাফিররা মুামিনদের বলতে জাগু বে, যদি এ দীন তাঁর হত, তবে এরা আয়াদেরকে পেছনে কেলে এলিয়ে ঘেতে পারত না। তাঁরা বখন এর যাথে সুপর পারনি, তখন শীঘ্রই বলবে, এ তো এক পুরাতন যিথো। (১৩) এর আগে মুসার কিটাব ছিল পথপ্রদর্শক ও রহস্যতত্ত্বাত্মক। আর এই কিটাব তাঁর সমর্থক আরবী ভাষায়, যাতে জালিয়দেরকে সতর্ক করে এবং সৎকর্মপরায়ণদেরকে সুসংবোধ দেয়।

তফসীরের সার-সংজ্ঞেণ

আর কাফিররা মুামিনদের (ইয়াম আনা) সম্পর্কে বলে, যদি এটা (অর্থাৎ কোরআন) তাঁর (অর্থাৎ সত্য) হয়, তবে তাঁরা (অর্থাৎ নোচ জেমিকরা) আয়াদের থেকে এগিয়ে ঘেতে পারত না। (অর্থাৎ আমরা আব বুজিয়ান আর তাঁরা নির্বোধ, তাঁর বিহুকে বুজিয়ানরা প্রথম প্রাপ্ত করে। কাজেই কোরআন সত্য হলে আমরাই আগে প্রাপ্ত করতাম। কাফিরদের এই উকি তাঁদের চরম উজ্জ্বলতার পরিচারক)। বখন (হঠকারিতা ও উজ্জ্বলতার কারণে) তাঁরা কোরআনের মাধ্যমে সুপর পারনি, তখন (জিদের বশবত্তী হয়ে) শীঘ্রই বলবে, (গৌরাণিক যিথো কাহিনীগুলোর মত) এ-ও এক গৌরাণিক যিথো। এর (অর্থাৎ কোরআনের) আগে মুসার কিটাব (নাথিল হনো) ছিল, যা (তাঁর উচ্চতত্ত্ব হনো) পথপ্রদর্শক, (এবং বিশেষভাবে মুামিনদের জন্য) রহস্যত ছিল। (তত্ত্বাতে যেমন ভবিষ্যতবাণী আছে) এটা (জেমিনি) এক কিটাব আ তাঁকে (অর্থাৎ তাঁর ভবিষ্যতবাণীকে) সতর্ক করে, আরবী ভাষায় যাতে জালিয়দেরকে সতর্ক করে এবং সৎকর্মকদেরকে সুসংবোধ দেয়।

আনুমতিক ভাষ্যকা বিষয়

لَوْكَانَ خُلَّرَا مَا مَهْكُونَى إِلَيْهِ—অহংকার ও গর্ব মানুষের জ্ঞানবৃক্ষিকেও

বিহৃত করে দেয়। অহংকারী বাত্তি নিজের বৃক্ষিকেই জ্ঞানবৃক্ষের আগকাণ্ঠি বলে ঘোনে করতে থাকে। সে যা পছন্দ করে না, অনেকেরা তা পছন্দ করলে সে সবাইকে বেঁকা মনে করে, অথচ বাস্তবে নিজেই বোকা। কাফিরদের এ ধরনের অহংকার ও গর্বই আলোচ্য আস্তাতে বিহৃত হয়েছে। ইসলাম ও ঈশ্বান তাদের পছন্দমৌল ছিল না। তাই অনান্য ঈশ্বান-প্রেমিকদের সম্পর্কে তারা বজাত, ঈশ্বান যদি তালাই হত, তবে সর্বীয়ে তা আমাদের পছন্দনীয় হত। এই হতকাড়িদের পছন্দের কি মূল্য !

ইবনে মুনবির প্রযুক্ত এক রেওয়াজেতে বর্ণনা করেছেন যে, হস্তরত উমর (রা) যখন মুসলমান ছিলেন না, তখন তাঁর রানীর মাঝী এক বাঁদী ইসলাম প্রশংস করছিল। এই অপরাধে তিনি বাঁদীকে প্রত্যন্ত মার্বল করতেন, বাতে সে ইসলাম তাগ করে। তখন কুরআইন কাফিররা বজাত, ইসলাম তাজ হলে রানীরের মত মীচ বাঁদী আমাদেরকে পেছনে কেলে ঘেতে পারত না। এর পরিপ্রেক্ষিতেই আলোচ্য আস্তাতে অবস্থার হয়।—
(মারহারী)

وَمِنْ قَبْلِكَ كِتَابٌ مُّوسَىٰ إِمَّا مَا وَرَحْمَةً
প্রাণ লাওয়া দেয় যে, রসূলুল্লাহ (সা) কোন অভিনব রসূল এবং কোরআন কোন অভিনব কিতাব নয় যে, এতে বিশাস প্রাপনে আগতি হবে। বরং এর আগে মুসা (আ) রসূলুল্লাহপে আগমন করেছেন এবং তাঁর প্রতি তত্ত্বাত নাখিল হয়েছিল। ইহনী ও পৃষ্ঠান কাফিররাও তা দীক্ষা করে। তিতীর্ণত এতে شَاهِدْ يَعْلَمْ বাকেরাত সমর্পণ আছে। কেননা, মুসা (আ) ও তত্ত্বাত রসূলুল্লাহ (সা) ও কোরআনের জড়ত্বাত সাক্ষাত্তা।

إِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَا اللَّهُ ثُمَّ أَسْتَقَامُوا فَلَا خُوفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَعْزَزُونَ ۚ أُولَئِكَ أَضْحَبُ الْجَنَّةِ لِغَلِيلِهِنَّ فِيهَا، بَرْجَاءٌ بِنَاسِيَّةِ نَفْسِهِنَّ
يَعْمَلُونَ ۚ وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدِيهِ لِإِحْسَنِهِ، حَكَّلَشُهُ
أَمْهَهُ كُرْهَهَا وَدَضَعَتْهُ كُرْهَهَادَوَحَلْهُ، وَفَصَلَهُ ثَلْقُونَ شَهَرَادَ

حَتَّىٰ إِذَا يَلْعَغُ أَشْدَدَهُ وَبَلَغَ أَرْبَعِينَ سَنَةً ۚ قَالَ رَبُّهُ أَوْزَعْنِي أَنْ
 أَشْكُرْ نِعْمَتَكَ الَّتِي أَنْعَمْتَ عَلَيَّ وَعَلَّمَنِي وَأَنْ أَعْمَلَ
 صَالِحًا تَرْضَهُ وَاصْبِرْ لِي فِي دُرْرَاتِي ۝ رَأَيْتَ مُثْبَتَ إِلَيْكَ
 وَإِنَّمِّا مِنَ الْمُسْلِمِينَ ۝ أُولَئِكَ الَّذِينَ نَتَقْبَلُ عَنْهُمْ أَحْسَنَ
 مَا عَمِلُوا وَنَهَاوْزُ عَنْ سَيِّئَاتِهِمْ فِي أَصْحَابِ الْجَنَّةِ ۝ وَعَدَ الصَّادِقُ
 الَّذِي كَانُوا نُوْمًا يُوَعَّدُونَ ۝ وَالَّذِي قَالَ لِوَالَّدَيْهِ أُتْ لَكُمَا
 أَتَعْلَمُ بِنِي أَنْ أُخْرِجَ وَقَدْ خَلَتِ الْقُرْوَنُ مِنْ قَبْلِي ۝ وَهُمَا يَسْتَفِيهِنَّ
 اللَّهُ وَلِلَّاهِ أَمْنٌ ۝ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ ۝ فَيَقُولُ مَا هَذَا إِلَّا أَسَاطِيرُ
 الْأَوَّلِينَ ۝ أُولَئِكَ الَّذِينَ حَقَّ عَلَيْهِمُ الْقَوْلُ فِي أَمْرٍ قَدْ خَلَتِ مِنْ
 كُبُرِهِمْ مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنْسَانِ ۝ لَأَنَّهُمْ كَانُوا خَرَّقِينَ ۝ وَلِكُلِّ
 دَرَجَتٍ قَمَّا عَلَيْهِمْ وَرَبِّيُّوْ فِيهِمْ أَعْمَالُهُمْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ ۝
 وَيَوْمَ يُعَرَّضُ الَّذِينَ كَفَرُوا عَلَى النَّارِ ۝ أَذْهَبْتُمْ طَيِّبَتِكُمْ فِي
 جَهَنَّمَ الَّذِينَ ۝ وَاسْتَحْسَمْتُمْ بِهَا ۝ فَالْيَعْرُجُرُ تُجْزَوْنَ عَذَابَ الْمُؤْمِنِينَ
 بِمَا كَنْتُمْ تَكْفِرُونَ ۝ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَبِمَا كُنْتُمْ

تَفْسِقُونَ ۝

(১৩) মিশেল আরা বলে, আগ্নেয়ের পাইনকাটা আরাম, অতশ্চ অস্থিতি থেকে, তাদের কোথা করে নেই এবং তারা চিঠিত হবে না। (১৪) তারাই আগ্নেয়ের অধিকারী। তারা কান্দার চিরকাল থাকবে। তারা যে ক ম্ব করত, এটা তারাই প্রতিক্রিয়া। (১৫) আগ্নি

মানুষকে তার পিতামাতার সাথে সঙ্গবহুলের আদেশ দিয়েছি। তার অমনী কাকে কল্প সহকারে পর্ত খাবল করেছে এবং কল্প সহকারে শসব করেছে। তাকে পর্ত খাবল করতে ও তার চল্ল ছাড়তে মেগেছে হিস মাস। অবশেষে সে শসব পতি-সামৰ্দ্দের কর্মসূলে ও উচ্চিষ বাহুর পেঁচেছে, তখন কাকে আগজ হে আমার পাতামকর্তা আকাকে একেপ তাম্ভ দাব কর আগি তোমার বিজ্ঞানের শোকের করি, যা দুধি সাব করেছে আমাকে ও আমার পিতামাতাকে এবং আগে আগি তোমার পছন্দমীর সৎকাজ করি। আমার সঙ্গানন্দেরকে সৎকর্মপরামর্শ কর, আগি তোমার পতি তত্ত্ব করুণায় এবং আগি আভাবহসের অন্যত্যয়। (১৬) আগি এবন যোকদের সুকর্মভূমি করুন করি। এবং যদি কর্মভূমি আর্জন করি। তারা আমাতীদের আভিকারুক সেই সত্তা উপর্যুক্ত করেবলে, যা তাদেরকে দেওয়া হত। (১৭) আর বে বাতি তার পিতামাতাকে সলে, ধিক তোমাদেরকে, তোমরা কি আমাকে ধূবর দাও বে, আগি পুনর্বিজ্ঞ হব, আগত আমার পূর্বে বহু দোক গত হবে সেহে? আর পিতামাতা আমাকৃত করে ফরিঙ্গাদ করে বলে, দুর্ভোগ তোমার, দুধি বিজ্ঞাস হাপন কর। মিষ্টির আমাদ্বা উরাদা হত। তখন সে বলে, এটা তো সুর্ববর্তীদের উপকথা বৈ নহ। (১৮) তাদের পূর্বে বে সব হিম ও মানু গত হয়েছে তাদের কথে ও ধূবরমূল যোকদের পতি-পাতিকামী অবধারিত হবে সেহে। মিষ্টির তারা হিম কভিষত। (১৯) অভ্যন্তরে অন্য তাদের কৃতকর্ম অনুধাবী বিভিন্ন তর রয়েছে, আগে আরাহ তাদের কর্মের পূর্ণ প্রতিফল দেব। অন্তত তাদের পতি কুমুদ করা হবে না। (২০) কেনিম কাকিরাদেরকে আহামাদের কাছে উপস্থিত করা হবে সেদিন বলা হবে, তোমরা তোমাদের সুব পার্বিয জীবনেই নিঃশেষ করেবে এবং সেগুলো তোপ করেবে। সুতরাং আজ তোমাদেরকে জগ-মামকর আমানের পাতি দেওয়া হবে, কারণ, তোমরা পৃথিবীতে অন্যান্যাতে আহবেকে করতে এবং তোমরা পাপাচার করতে।

তত্ত্বমীরের সার-সংক্ষেপ

যারা (সন্তানেন) বলে, আমাদের পাতনকর্তা আরাহ (অর্থাৎ রামুজের নিকা অনুধাবী উপর্যুক্ত যেনে নেয়), অতপর (তাতেই) অবিচল কাকে (অর্থাৎ তা আপ করে না,) তাদের (পরকালে) কোন কর বেই, এবং তারা (সেগুলো) টিকিত হবে না। তারা আমাতের অধিকারী, তথাক টিকিকার থাকবে সেই কর্মের পতিকর-ধূবল, যা তারা করত (অর্থাৎ উপস্থিত জৈবান আনা ও তাতে অবিচল থাকা)। আরাহক ও সমস্ত হকের ম্যাজ আগি বাক্সার হকও উপর্যুক্ত করেছি। তপথে একটি শ্রথান ইক হচ্ছে পিতামাতার হক। তাই (আগি আনুষকে তার পিতামাতার সাথে সঙ্গবহুলের আদেশ দিয়েছি (বিশেষত আভাজ আহে বেগি। কেবলো) তার যাতো কাকে কল্প সহকারে পর্ত খাবল করেছে এবং কল্প সহকারে শসব করেছে। তাকে পর্ত খাবল করা ও তার চল্ল ছাড়ানো (ক্রাই) হিস মাসে হয়। (একানিন পর্বত মাতো মানা রাকম কল্প তোল করে। এসব কল্প পিতাও কর বেগি শরীক হত, বৈং

অধিকাংশ বিষয়ে যবহৃপনা পিতাকেই করতে হচ্ছে। উভয়ের আরায়েই সমান বিষয় স্থিতি হচ্ছে। এ কারণেই আনন্দের উপর পিতামাতার হক অগ্রিহার্য ও ওরাজিব করা হচ্ছে। (হোটকথা, এরপর সন্তান ক্রমশ বড় হতে থাকে ।) অন্যথে বখন বৌধন (অর্থাৎ প্রাপ্ত বস্তু) থেকে বাস এবং (প্রাপ্ত বস্তুসের পর এক সময়) চারিশ বাহরে উপনীত হচ্ছে, তখন (তাগুবান হলে) কলে, হে আমার পালনকর্তা, আমাকে সার্বজগিক শক্তি দিন, থাকে আমি আগনীর নিয়ামতের শোকুর করি, যা আপনি আমাকে ও আমার পিতামাতাকে মান করেছেন। (পিতামাতা মুসলিমাম হলে ইহলৌকিক ও পারমৌকিক উভয় প্রকার নিরাবতই এর অভ্যুত্ত । অন্যথার কেবল ইহলৌকিক নিরাবত বোঝানো হচ্ছে । পিতামাতার নিরাবতের প্রভাব সন্তানের উপরও প্রতিক্রিয়া হচ্ছে। সেখানে অভিষ ও হারিষ একটি ইহলৌকিক নিরাবত । এরই দৌলতে সন্তানের অভিষ হচ্ছে থাকে । আর তাদের পারমৌকিক নিরাবতের প্রভাব এই বৈ, তাদের পিতা ও জাতীয়-পাজুন সন্তানের জান ও কর্মের উপায় হচ্ছে থাকে । সে আরো কলে) থাকে আমি আগনীর পাঞ্জনীয় সহকার করি এবং আমার সন্তানদেরকেও (আমার উপকরণীয়) সহকর্মপ্রাপ্ত করুন (তোধে সেখে আমল জাত করা ইহলৌকিক উপকার এবং সকুলাব পাঞ্জা পারমৌকিক উপকার ।) আমি আগনীর প্রতি (সোনাহ ধূকেও) তত্ত্বা বক্তুরাম এবং আমি আগনীর আক্তাবহ । (এর উদ্দেশ্য লাসহ ধীকার করা । অতপর এ দোষার ক্ষম বর্ণনা করা হচ্ছে বৈ,) আমি এমন তোকদের সহকর্মজ্ঞে কর্মুজ করব এবং তাদের মন্দ কর্মজ্ঞে আর্জনা করব । তারা জাতীয়দের তাতিকাতুল হচ্ছে সে সত্ত গুয়াদার কারণে, যা তাদেরকে (দুনিয়াতে) দেওয়া হচ্ছে । (অতপর জাতিয় ও হতভাগাদের কথা বলা হচ্ছে,) আর বৈ বাতি (আজাহ্র হক ও বাপোর হক উভয়ই নল্ট করেছে, যেখন তার এই অবস্থা থেকে আমা বার বৈ, সে) তার পিতামাতাকে বলে, (যাদের হক আদার করতে সর্বাধিক তাকীদ রয়েছে, যিশেবত বখন তারা মুসলিমান হচ্ছে এবং তাকেও মুসলিমান হতে কলে) যিক তোযাদেরকে, তোয়ারা কি আমাকে এই গুয়াদা (অর্থাৎ ধূর) দাও বৈ, আমি (কিয়ামতে পুনরুজ্জীবিত হচ্ছে) করব থেকে উপরিত হব, অথচ আমার পূর্বে অনেক সম্পদার গত হচ্ছে সেহে, (যাদেরকে দাতি দুশে তাদের পরম্পরাগত এ কথাই বলত, কিন্তু আজ পর্যন্ত কোন কিছুই প্রকাশ পেল না । এতে বোর্বা দেল বৈ, এভেজো ডিতিহীন কথাবার্তা ।) আর তারা উভয়ে (অর্থাৎ পিতামাতা তার এই কুকুরী কথাবার্তা করে অধিব হচ্ছে) আজাহ্র কাছে করিয়ান করে (এবং খুব দরিদ্র সহকারে তাকে কলে,) আরে দুর্ভোগ তোর, ভুই দৈরান আম (এবং কিয়ামতকেও সত্ত মনে কর ।) নিশ্চয় আজাহ্র গুয়াদা সত্ত । তখন (এরপরও) সে কলে, এটা তো পূর্ববর্তীদের উপকথা বৈ নন । (উদ্দেশ্য, সে এমন হতভাগা বৈ, কুকুর ও পিতামাতার সাথে অস্বাভবহার উভয় সোনাইই মিষ্ট । পিতামাতার বরোধিতা তো করেই—কথাবার্তাইও খুণ্টিতা দেখায় । অতপর এসব কুকুরের ক্ষম বর্ষিত হচ্ছে,) তাদের পূর্বে যেসব (কাফির) যিন ও মানুষ গত হচ্ছে তাদের অধ্য ও ধরনের তোকদের প্রতিও আজাহ্র পাঞ্জিবাণী অবধারিত হচ্ছে সেহে । নিশ্চয় তারা (সবাই) হিল অভিষ্ঠত । (অতপর উপরোক্ত বিশদ বর্ণনার সার্ববত

সৎক্ষেপে বার্ষিত হয়েছে যে, উপরোক্ত উভয় দরজের অধ্য থেকে) প্রত্যক্ষের (অর্থাৎ প্রত্যক্ষ দরজের) জন্য তাদের (বিভিন্ন) কর্মের ফলের আলোচ্না আজ্ঞামূলক (কর্মক্ষেত্রে আজ্ঞাতের ক্ষেত্র এবং কারণও আহারামের ক্ষেত্র) রয়েছে (এ কারণে,) যাতে আলাক্ষ্য তাদের কর্মের পূর্ণ প্রতিফল দেন। আর তাদের প্রতি (কোন প্রকার) অবিচার করা হবে না। (উপরে বিসিল্ট করে বলা হয়েছে যে, সৎক্ষেপের প্রতিদান জারাত। কিন্তু আলিমদের শাস্তি বিসিল্ট করা হয়নি, কেবল সৎক্ষেপে **يَأُنْبِئُكُمْ بِمَا حَقُّكُمْ إِنَّمَا هُوَ حَقُّ مُلْهُومِ الْقَوْلِ** এবং **إِنَّمَا هُوَ حَقُّ مُلْهُومِ الْقَوْلِ** এবং প্রত্যেকের জন্য আলাক্ষ্য হয়েছে। তাই অতপর তাদের আবাব বিসিল্ট করা হয়েছে যে, সৌদানাটি স্মরণ-যোগ্য—) যেদিন কাফিরদেরকে আহারামের কাছে উপস্থিত করা হবে (এবং বলা হবে, তোমরা তোমাদের সুখের সামগ্রী পার্খিয়ে জীবনেই নিঃশেষ করেছে। এখানে তোমরা কোন সুখের সামগ্রী পাবে না।) - এবং সেসমানে জোগ করেছ, (এমনকি তাতে যথ হয়ে আমাকেও ভুলে গিয়েছিলে,) সুতরাং আজ তোমাদেরকে অপমানজনক আবাবের শাস্তি দেওয়া হবে। (সে সত্ত্বেও শাস্তি হচ্ছে আহারাম এবং অপমান হচ্ছে ধিক্কার ও ডিরক্কার।) কারণ, তোমরা পৃথিবীতে অন্যায়ভাবে অহংকার করতে (অর্থাৎ এমন অহংকার করতে, যা তোমাদেরকে ঈমান থেকে বিরুদ্ধ রাখত। এরাগ অহংকারই চিরকালীন আবাবের কারণ।) এবং তোমরা পাপাচার করতে (এতে কৃফর, কিস্ক ও সর্বপ্রকার ঝুঁটুম অঙ্গুর্জ) ।

আনুবাদিক জাতৰা বিষয়

পূর্বোক্ত আয়াতসমূহে আলিমদের জন্য শাস্তিবাণী এবং মুঘিমদের জন্য সাফল্যের সুসংবাদ হিল। আরোচা প্রথম দু'আয়াত ভারই পরিসিল্ট। প্রথম অর্থাৎ **إِنَّ الَّذِينَ قَاتَلُوا رَبَّنَا اللَّهُ ثُمَّ اسْتَقْامُوا**—আয়াতে অভ্যন্ত আলংকারসমূহ ডলিত

সম্প্র ইসলাম, ঈমান ও সৎকর্মসমূহকে সমিবেশিত করা হয়েছে। **إِنَّمَا** বাকে সমগ্র ঈমান এবং **اسْتَقْامَة**। শব্দের অধ্যে যত্ন পর্যন্ত ঈমানে অবিচল থাকা ও তদনুষারী পূর্ণমাত্রায় আমল করা দাখিল রয়েছে। **اسْتَقْامَة**-এর কল্পনার ব্যাখ্যা সুরা হা-মীম সিজদায় বর্ণিত হয়েছে। আরোচা আয়াতে ঈমান ও ঈমানে অবিচল থাকার কারণে ওয়াদা করা হয়েছে যে, তাদের ভবিষ্যতে কোন দুঃখ কল্পনার ভয় নেই এবং অতীত কল্পনার কারণেও তারা পরিভাগ করবে না। পরের আয়াতে সুসংবাদ দেওয়া হয়েছে যে, তাদের এই সুখ চিরকন্ত ও স্থায়ী হবে। পরবর্তী চার আয়াতে মানুষকে পিতামাতার সাথে সব্যবহারের বিরে দেওয়া হয়েছে এবং এর বিপরীত কর্মের নিম্না করা হয়েছে। প্রসঙ্গক্ষে মানুষের প্রতি পিতামাতার অনুগ্রহ, সন্তানের জন্য প্রয় ও কল্প দ্বীপাতা এবং পরিপূর্ণ বয়সে পেঁচাইয়ে পর মানুষকে আজ্ঞাহৃত প্রতি মনোনিবেশ করার বিশেষ শিক্ষা দেওয়া হয়েছে। ইবনে কাসীরের আবাব পূর্ববর্তী আয়াতের

সাথে এর সম্পর্ক ও যোগসূত্র এই যে, কোরআন পাক সাধারণতাবে হেথানে আনুবকে আলাই আনুগত্য ও ইবাদতের লিকে দাওয়াত দেয়, সেখানে সাথে সাথে পিতামাতার সহে সদ্ব্যবহার, তাদের সেবায় ও আনুগত্যের নির্দেশও দায় করে। বিডিম সূনার অনেক আলাত এর পক্ষে সাজা দেয়। এই পক্ষতি অনুষাঙ্গী এখানেও আলাই তওঁদী-লের প্রতি দাওয়াতের সাথে সাথে পিতামাতার সাথে সদ্ব্যবহারের কথাও উল্লেখ করা হয়েছে। কুরআনেতে বর্ণিত যোগসূত্র এই যে, এতে রসুজাহ (সা)-কে এক প্রকার সাক্ষনা দেওয়া হয়েছে যে, আপনি ঈমান ও তওঁদীদের দাওয়াত অবাহত রাখুন। কেউ কবুল করবে এবং কেউ করবে না। এতে আপনি মুঠবিত হবেন না। কেননা, আমুস তাদের পিতামাতার ক্ষেত্রেও সবাই সহান নয়। কেউ পিতামাতার সাথে সদ্ব্যবহার করে এবং কেউ সদ্ব্যবহার করে না।

যোটকথা, এ আলাত চতুর্থের আসল বিবরণস্থ হল পিতামাতার সাথে সদ্ব্যবহার শিক্ষা দেওয়া। অবশ্য এতে প্রসঙ্গভূতে অন্যান্য শিক্ষাও এসে পেছে। কোন কোন রেওয়ারডে থেকে জানা যায় যে, এসব আলাত হ্যারত আবু বকর (রা) সম্পর্কে অবলীৰ্ব হয়েছে। এর তিতিতেই তফসীরে মাঝাঙ্গীতে **وَصَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ** বাকে ফ-

-এর অর্থ নেওয়া হয়েছে, হ্যারত আবু বকর (রা)। যারা বাহ্য্য, কোরআনের কোন আলাত অবতরণের কারণ কোন বিশেষ ব্যক্তি অথবা ঘটনা হজেও আলাতের নির্দেশ সবার জন্যেই ব্যাপক হয়ে থাকে। এখানেও যদি আলাতটির অবতরণের কারণ হ্যারত আবু বকর হয়ে থাকেন এবং আলাতে উল্লিখিত বিশেষ শুণাবলী তীরাই শুণাবলী হয়ে থাকে, তবুও আলাতসমূহের উদ্দেশ্য ব্যাপকভাবে সবাইকে শিক্ষা দান করা। আসল আলাতকে ব্যাপক রাখা হলে হ্যারত আবু বকর আলাতে বর্ণিত শিক্ষার প্রথম প্রতীক হবেন এবং বৌরনে সদার্পণ ও চরিত্র বৃহস্পর অবসে উপনীত হওয়া সম্পর্কিত কিশোর শুণাবলী হবে দৃষ্টান্তস্বরূপ। এখন আলাতসমূহের বিশেষ বিশেষ শব্দের বাধ্য দেখুন।

وَصَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - শব্দের অর্থ তাকীদপূর্ণ নির্দেশ এবং **حَسَانٌ** - এর অর্থ সদ্ব্যবহার। এতে সেবাহত, আনুগত্য, সচ্যান ও সজ্ঞ প্রদর্শনও অন্তর্ভুক্ত।

كَرْهٌ حَمْلَةٌ حَمْلَةٌ كَرْهٌ - শব্দের অর্থ সে কল্প, যা আনুব কোম কারণে ব্যবহৃত সহ করে থাকে এবং **كَرْهٌ** - এর অর্থ সে কল্প, যা সহ করতে অন্য কেউ বাধ্য করে। এ থেকেই **كَرِهٌ** শব্দের উৎপত্তি। এ বাক্যটি প্রথম বাকেরই তাকীদ। অর্থাৎ পিতামাতার সেবায় ও আনুগত্য অনুষ্ঠান হওয়ার এক কারণ এই যে, তারা তোরাদের জন্য জ্ঞানক কল্পই সহ করব। বিশেষত মাতার কল্প অনেক বেশি

হয়ে থাকে। তাই এখানে কেবল মাতার কল্প উরেখ করা হয়েছে। মাতা সৌর্য মন যাস তোমাদেরকে গর্তে থারপ করে। এই ছাড়াও এ সবরে তাকে অনেক সৃষ্টি সহ্য করতে হচ্ছে। এরপর প্রসবকালে অসহনীয় প্রসব বেদনার পর তোমরা ভূমিষ্ঠ হও।

মাতার হক খিতা জননী বেশি ও আয়াতের ক্ষমতে পিতামাতা উকৰের সাথে সহ্যবহারের কথা উরেখ করা হয়েছে, কিন্তু এ স্থলে কেবল মাতার কল্পের অর্থ উরেখ করার তাৎপর্য এই যে, মাতার পরিশ্রম ও কল্প অপরিহার্ব ও অজরী। গর্ত ধারণের সময়ে কল্প, প্রসব বেদনার কল্প সর্বাবস্থার ও সব সভানের জন্যে মাতাকেই সহ্যবহারে হচ্ছে। পিতার অন্য জাতীয়-গান্ধীনের কল্প সহ্য করা সর্বাবস্থার জন্যেই হচ্ছে। খিতা ধন্যাত্ম হচ্ছে এবং তার চাকর-বাকর ধারণে অপরের যাধুয়ে সজ্ঞানের দেশান্তর করতে পারে, কিংবা বিদেশে অবস্থান করে উরপ-গোষ্ঠের অর্থ প্রেরণ করতে পারে। এ কারণেই রসুলুল্লাহ (সা) সজ্ঞানের উপর মাতার হক বেশি রেখেছেন। এক হাস্তিসে তিনি বলেন। **مَنْ أَمْكَنْتُ لِمَنْ أَبْاىْ فَمِنْ أَبْاىْ فَمِنْ أَمْكَنْتُ**—এ বাক্যেও মাতার কল্প বর্ণিত হয়েছে যে, সজ্ঞানকে গর্তে ধারণ ও প্রসবের কল্পের পরাগ বাতা রেছাই পার না। এর পরে সজ্ঞানের ধারণ আরু তাঁজাই। মাতার জন্যে রেখে দিলেছেন। মাতা তাকে স্তনাদান করে। আয়াতে বলা হয়েছে যে, সজ্ঞানকে গর্তে ধারণ এবং জন্য ছাড়ানো কিম্বা যাবে হচ্ছে। হয়রত আলী (রা) এই আয়োতদল্টে বলেন যে, গর্ত ধারণের সর্বনিষ্ঠ সমরকার হচ্ছে যাস। কেবল আয়াতে **وَالْوَالِدَاتُ هُنَّ حَوَّلْنَ كَيْ مِلْعَنَ** অর্থাৎ হুলুন কী মিলুন হচ্ছে।

স্তনাদানের সর্বোচ্চ সময়কাল পূর্ণ দুর্বহুর নির্দিষ্ট করা হয়েছে এবং এখানে গর্ত ধারণ ও স্তনাদান উভয়ের সময়কাল বর্ণিত হয়েছে কিম্বা যাস। অতএব স্তনাদানের দুর্বহুর অর্থাৎ চক্রিশ যাস বাদ দিলে গর্ত ধারণের অন্যে হচ্ছে যাসই অবশিষ্ট থাকে। সুতরাং এটাই হবে গর্ত ধারণের সর্বনিষ্ঠ সময়কাল। রেওয়াজেতে বর্ণিত আছে যে, হয়রত উসমান গুরী (রা)-এর বিমানকালে জনেকা মহিলার গর্ত থেকে ছল যাসে সজ্ঞান ভূমিষ্ঠ হয়ে গেলে তিনি একে অবৈধ গর্ত সাব্যস্ত করে শান্তির আদেশ জারি করেন। ফেরবনা, সাধারণ নিয়ম হিজ নয় এবং সর্বনিষ্ঠ সাড যাসে সজ্ঞান ভূমিষ্ঠ হওয়া। ইমরান আলী (রা) এই সংবাদ অবগত হয়ে থাকিকাকে শান্তি কার্যকর করতে বারপ করলেন এবং আলোচা আয়োজ দারা প্রয়োগ করে দিলেন যে, গর্ত ধারণের সর্বনিষ্ঠ সময়কাল ছল যাস। অঙ্গীকাৰ তার সুচিৎপ্ৰয়োগ কৃত্ব করে শান্তিৰ আদেশ প্রতিমহার করে নেন।—
(কুরআনী)

এ কোরণেই সমষ্টি আগিয় একজন হে, পর্ত ধীরণের সর্বনিম্ন সময়কাল ইহ মাস হওয়া সমবেগে। এখন সর্বোচ্চ সময়কাল কি, এ সম্পর্কে বিভিন্ন উত্তি রয়েছে। তবে কোরআন এ সম্পর্কে কোন ফারসীজা দেখানি।

আবাতে ইতিঃ রয়েছে যে, পর্ত ধীরণের সর্বনিম্ন সময়কাল ইহসাস মিথ্যারিত। এর কম সময়ে সভান সুহ ও পূর্ণাংশ অশ্বশহ করতে পারে না। তবে সর্বোচ্চ বতদিন সভাম পর্ত ধীরণে পারে, এ সম্পর্কে অভ্যাস বিভিন্ন রূপ। এমনিভাবে তন্মানের সর্বোচ্চ সময়কাল দু'বছর মিথ্যারিত। কিন্তু সর্বনিম্ন সময়কাল নির্দিষ্ট নেই। কোন কোন মাসীজ দুখই হয় না এবং কারণ কারণ দুখ কানেক মাসেই ক্ষমিয়ে যায়। কঠক শিখ মাসের দুখ পান করে না অথবা মাসের দুখ শিখের পক্ষে ক্ষতিকর হয়। কলে অন্য দুখ পান করাতে হয়।

পর্ত ধীরণের ও তন্মানের সর্বোচ্চ সময়কালের জ্যোগারে কিকাহ্বিদের অভ্যন্তরে :
ইযাম আবু হানীকা (র)-র মতে পর্ত ধীরণের সর্বোচ্চ সময়কাল দু'বছর। ইযাম
মালেক থেকে ঢার বছর, পৌঁচ বছর, সাত বছর ইত্যাদি বিভিন্ন রোগমানেত বর্ণিত
আছে। ইযাম শাকেরী ও ইযাম আহমদের মতে ঢার বছর। (মাঘহারী) তন্মানের
সর্বোচ্চ সময়কালের সাথে তন্মান হারায় হওয়ার বিধানও সম্পূর্ণ। অধিকাংশ
কিকাহ্বিদের মতে এই সময়কাল দু'বছর। একবার ইযাম আবু হানীকা (র)-র
মতে আড়াই বছর পর্যন্ত শিখকে তন্মানে করা যায়। এর অর্থ এই যে, শিখ দুর্বল
হলে, তন্মের দুখ ব্যাতীত অন্য কোন ধোস প্রহৃথ না করলে অতিরিক্ত ইহসাস তন্মানের
অনুমতি রয়েছে। কারণ, এ বিষয়ে সবাই একজন হে, তন্মানের দু'বছরের সময়কাল
অতিবাহিত হয়ে গেলে মাসের দুখ শিখকে পান করানো হারায়।

بَلْغَ أَرْبَعِينَ سَنَةً—أَشَد—حَتَّىٰ إِذَا بَلَغَ أَشَدَّهُ وَبَلَغَ أَرْبَعِينَ سَنَةً—
এর শান্তিক অর্থ শতি-
সামৰ্থ্য। সুরা আন-আমে এর তফসীর করা হয়েছে 'শ্রান্তবুরস' বলে। এ আবাতেও
কেউ কেউ এ অর্থ নিরোহেন। অতপর **بَلْغَ أَرْبَعِينَ سَنَةً—**কে বয়সের অপর একটি

بَلْغَ أَرْبَعِينَ سَنَةً وَبَلْغَ أَشَدَّهُ
তর সাবাত করাহেন। হাসান বসরীর মতে **بَلْغَ أَشَدَّهُ** ও
উভয়টি সমর্থবোধক। আবাতে প্রথমে সভানের পর্ত ধীরণ, অতপর তন্মানের
সময়কাল বর্ণনা করার পর **بَلْغَ أَذَا** বলার অর্থ এই যে, এরপর সে প্রাপ্ত-
বৰক ও প্রতিশালী হল এবং তানবুরি পূর্ণতা জাত করল। এ সময় সে প্রচ্ছা
ও পাজনকর্তার অতিমুগ্ধ হওয়ার তত্ত্বিক জাত করল। ফলে এই মনে দোষা করতে

رَبِّ أَوْزِفْنِي أَنْ أَخْتَرْ نَعْمَتَ الَّتِي أَنْعَمْتَ عَلَى وَعَلَى وَالَّدَى
لَا يَرَى : وَأَنْ أَعْمَلْ مَا لِحَا تَرْفَاهَا وَأَصْلَمْ لِي فِي ذُرِّيَّتِي أَنِّي تَبَتْ الْهَكَ

وَأَنْ أَعْمَلْ مَا لِحَا تَرْفَاهَا وَأَصْلَمْ لِي فِي ذُرِّيَّتِي أَنِّي تَبَتْ الْهَكَ

وَأَنِّي مِنَ الْمُصْلِمِينَ

অর্থাৎ হে আমার পালনকর্তা! আমাকে শক্তি দিন, আজে আবি
আপনার বিজয়তের শোকের আদায় করি, যা আপনি আমাকে ও আমার খ্রিস্টানদেরকে
দান করছেন এবং আজে আবি আপনার পছন্দনীয় সৎকর্ম করি, আমার স্বত্ত্বান্দেশেরকেও
সৎকর্মপ্রাপ্ত করছেন। আবি আপনারই অভিমুখী হজার এবং আবি আপনার একজনে
আভ্যন্তর আসছে। এখানে সবগো ক্ষিয়ার অন্তৃত পদবাচ্য ব্যবহৃত হয়েছে। এ থেকে বাহ্যিক
বোধ আসে যে, এটা কোন বিশেষ ঘটনা ও বিশেষ বাস্তিক বর্ণনা, যা আমাত নামিত
হওয়ার পূর্বে সংঘটিত হয়ে আসবে। এ কাজপৈরি তজসৌরে মাঝারীত বলা হয়েছে যে,
এগো সব হস্তরত আবু বকর (রা)-এর অবস্থা। এগোই ব্যাপক ক্ষাত্রার বর্ণনা করা
হয়েছে, যাতে অন্য সুসমানগতি এতে উৎসৃত হয় এবং এগোপ করে। কুরআনীকে বর্ণিত
হস্তরত ইবনে আব্দাসের রেওয়ায়েতের দরীল। সে রেওয়ায়েতে বলা হয়েছে, রসুলুল্লাহ
(সা) বখন বিল বছর বরাস হস্তরত আবীজা(রা)-র অর্থকতি দিয়ে ব্যবসায়ের উদ্দেশ্যে সিরিয়া
সফরে যান, তখন হস্তরত আবু বকর (রা) সে সফরে তাঁর সঙ্গী হিসেবে। সে সব তাঁর বরাস
হিল আঠার মাহ। এসবসকেই

বলুন বলা হয়েছে। এ সবরে তিনি রসুলুল্লাহ
(সা)-র "অসাধারণ" অবস্থা অবস্থাকর্ত করে তাঁর একাত ভক্ত হয়ে আন। সকল থেকে
ক্ষিরে এসে তিনি অধিকাখ সময় রসুলুল্লাহ (সা)-র সাহচর্যে অভিবোহিত করতেন।
অতপর রসুলুল্লাহ (সা)-র বরাস চারিপ বছর পূর্ণ হলে আজাহ তাঁজাতীকে নিযুক্ত
দান করেনেন। তখন আবু বকর (রা)-এর বরাস ছিল আটচিশ বছর। পুরুষদের মধ্যে
সর্ববিদ্যম তিনিই ইসলাম ছাই করেন। অতপর তাঁর বরাস ব্যবস চারিপ বছর হয়ে সেৱা
তখন তিনি উত্তীর্ণ দেয়া করেন। আমাতে

—وَأَنْ أَعْمَلْ مَا لِحَا تَرْفَاهَا

—সোজাত করুন
করেন এবং নব জন সুসমান ও কানিজের হাতে নির্বাচিত পোজায় কুর করে, মুক্ত
করার অংকিত দান করেন। এমনিত্বে তাঁর দোয়া

—وَأَصْلَمْ لِي فِي ذُرِّيَّتِي

হয়। বন্ধু তাঁর সন্তানদের মধ্যে এমন কেউ হিল না, যে ইসলাম প্রচল করে নি। (আরাহ্ তাঁ'আলো সাহাবারে কিঞ্চাবের অধ্যে হস্তরত আবু বকরকেই এই বৈশিষ্ট্য দান করেন যে, তিনি নিজেও মুসলমান হন এবং পিতা মাতা ও সন্তান-সন্ততি সবাই মুসলমান হয়ে থাই)। তারা সবাই রসুলে কর্মীয় (সা)-এর পরিষ্ঠ সংসর্গও লাভ করেন। তফসীরে রাহল আ'আলীতেও একথা বর্ণিত রয়েছে। এখন প্রথ হয় যে, তাঁর পিতা আবু রুহাফা মুজা বিজয়ের পর মুসলমান হয়েছিলেন, আর এ আলাত মদীনায় অবতীর্ণ হয়েছে। কান্দুরুই শুধু পিতামাতার প্রতি নিয়ামত দেওয়ার কথা কেমন ক্ষেত্রে উল্লেখ করা হচ্ছে? কওয়াব এই যে, কেউ কেউ আরাবাতিকে মদীনায় অবতীর্ণ বলে উল্লেখ করেছেন। এরপ হলে কেন প্রথ দেখি দেয় না? আর যদি মজায় অবতীর্ণ হয়, তবে অর্থ হবে ইসলামের নিয়ামত কারা পৌরবাণিক হওয়ার দেশ। (রাহল আ'আলী) এই তফসীর সৃষ্টি যদিও সবগুলো অবস্থা হস্তরত আবু বকরের বর্ণিত হয়েছে, কিন্তু আরাবাতের বিধায় সবার অন্যাই প্রযোজ্য। আরাবাতের উদ্দেশ্য সমস্ত মুসলমানকে মির্দেশ দেওয়া হচ্ছে, মানুষের ব্যবস চালিশ বছরের নিকটবর্তী হয়ে গেলে তার অধ্যে পরাকর চিন্তা প্রবল হওয়া উচিত। অর্তীত গোনাহ থেকে তত্ত্বা করে ভবিষ্যতে সেগুলো থেকে আবরক পুরুষগুলি হয়বান হওয়া সরকার। কেননা, অভিভাবকের আলোকে দেখা দেখে, চালিশ বছর বয়সে কে অভ্যাস ও চরিত্র গড়ে উঠে, তা পরিবর্তন করা কঠিন হয়ে থাকে।

হস্তরত উসমান (রা) বর্ণিত রেওয়ারেতে রসুলুল্লাহ (সা) বলেন, মু'মিন বাস্তা হয়েন চালিশ বছর বয়সে উগনীত হয়, তখন আরাহ্ তাঁ'আলো তাঁর হিসাব সহজ করে দেন, থাট বছর বয়সে পৌছালে সে আরাহ্ তাঁর পিকে কাজু হওয়ার তত্ত্বিক লাভ করে, স্কুল বছর বয়সে পৌছালে আকাশের অধিবাসীরা তাঁকে তাজবসাতে ঝুঁক করে, আরি বছর বয়সে পৌছালে, আরাহ্ তাঁ'আলো, তাঁর স্কুলুর্মসমূহ সুপ্রতিশিল্প করেন এবং মদু কর্মওয়েকে সিটিয়ে দেন এবং শুধু সে অবস্থাই বছর বয়সে পৌছে, তখন আরাহ্ তাঁ'আলো, তাঁর সমস্ত অঙ্গীত গোনাহ মাফ করে দেন, আরে তাঁর পত্নিয়ারের লোকজনের জন্য সুপারিশ করার অধিকার দেন এবং আকাশে তাঁর ন্যায়ের সাথে পুরুষ মুক্তি পান। অর্থাৎ সে পুরুষবীজে আরাহুক করেন।

—(ইবনে কাসীর) বজা বাছজা, হাদীসে সে মু'মিন বাস্তা কে বোবানো হয়েছে, যে পরীক্ষার বিধি-বিধানের অনুসারী হয়ে আরাহুক্তি সহকারে ঔবন অভিবাহিত করে।

أَوْلَىٰ الَّذِينَ تَقْبِلُهُمْ أَحْسَنُ مَا مُهْلِكُوهُ تَنْجِيَهُ وَزَفْرَقُ سُلْطَانِهِ

—অর্থাৎ উপরাজ ক্ষেত্রে খণ্ডিত মু'মিন-মুসলমানেরাই কর্মসমূহ কর্মসূল করে দেওয়া হয় এবং গোনাহসমূহ ক্ষয় করে দেওয়া হয়। এটাও বাপক বিধান। তবে হস্তরত আবু বকরের ক্ষেত্রে এটা সর্বপ্রথম প্রযোজ্য। হস্তরত আলী (রা)-র নিষ্ঠাত্বা উক্ত থেকেও আরাবাতের ব্যাপকতা বোবা আর। মুহাম্মদ ইবনে হাতের বর্ণনা করেন, একবার আরি আবীরুজ মু'মিনীন হয়রত আলী (রা)-র নিকট উপরিত হিলাম। তখন তাঁর কাছে

আম্রাত-কিছু লোক উপস্থিত হিল। আমা ইবরাত উসমান (রা)-এর চরিত্রে কিছু সৌন্দর্য আরোপ করলে তিনি বললেন :

كَانَ مُثْمَنٌ رَّفِيْقَ اللَّهِ مِنْ الدِّيْنِ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى فِيهِمْ بِمَا وَلَّتْ
الَّذِينَ تَنْقِبُهُمْ أَحْسَنُ مَا مَعْلُوْمٍ وَنَتْجَائِيْرُ مِنْهُمَا لَهُمْ فِي أَمْحَابِ
الجَنَّةِ وَمَدِ الْمَدِنِ الَّذِي كَانُوا يَوْمَ دُونَ قَالَ وَاللَّهُ مُثْمَنٌ وَأَمْحَابِ
مُثْمَنٌ رَّفِيْقُ اللَّهِ مِنْهُمْ قَالَهَا تَلَاقَيْتَ

অর্থাৎ ইবরাত উসমান (রা) সে জ্যেষ্ঠদের অন্যত্ব হিলেন, যাদের কথা আমাতুল্লাহ তাঁরাতে বাস্ত করেছেন। আমাতুল্লাহর অন্যত্ব !

উসমান ও তাঁর সঙ্গীদের কেউই এই আমাত প্রযোজ্য। এ বাক্যটি তিনি তিনবার বললেন।—(বৈকান্দি কাসীর)

وَالَّذِي قَالَ لِوَالَّدِيْهِ أَقْبَلَ لِكُمْ—গুরুর আমাতসমূহে যাত্তাপিতার সেবা-
ব্যব ও আনুগত্য সম্পর্কিত নির্দেশ বাজ হয়েছিল। এ আমাতে সে বাজিল আবাব খ
শাস্তি উপরিষিত হয়েছে, যে পিতামাতার সাথে অসম্ভবহার ও কষ্টপ্রিণ করে। বিশেষভাবে
পিতামাতা শখন তাকে ইসলাম ও সৎকর্মের দিকে দাওয়াজ দেল, শখন তাদের কথা
আবাব করা বিষ্ণু পাপ। ইবনে কাসীর বলেন, যে কোন লোক পিতামাতার সাথে
অসম্ভবহার করলে, তার কেউই এ আমাত প্রযোজ্য হবে।

মারওয়ান এক ভাষণে বলেছিল, এ আমাত ইবরাত আবু বকর (রা)-এর কেউই
প্রযোজ্য। সহীহ বুখারীর রেওয়ায়েতে আছে যে, ইবরাত আয়েশা (রা) মারওয়ানের
এই মার্বি বিষ্ণু প্রতিপন্থ করেছিলেন। বেলেন সহীহ রেওয়ায়েতে আমাতুল্লাহ কোন বিশেষ
বাজিল কেউই প্রযোজ্য বলে বর্ণিত নেই।

أَنْ هُنَّمْ طَهُبَّا لَكُمْ فِي حَيَاكُمُ الدِّيْنُ—অর্থাৎ কাফিলদেরকে বলা হবে,
তোমরা কিছু ভাল কাজ কুনিষ্ঠাতে করে থাকলে তার প্রতিসাম্রাজ্য তোমাদেরকে পার্থিব
আরাব-আরেশ ও ডোগ-বিলসের আক্রান্তে দেওয়া হয়েছে। এখন, পরকালে তোমাদের
কোন প্রাপ্তি নেই। এ থেকে জানা যায়, কাফিলদের হেসব সহকারী জীবানের
অনুপস্থিতিতে আমাতুল্লাহ কাছে প্রতিপোষ নয়, পরকালে সেগুলো মৃত্যুহান, কিন্তু মুনিয়াতে
আরাব তাঁরাতে তাদেরকে সেগুলোর প্রতিসাম্রাজ্য দিলে দেন। কাছেই কাফিলরা
মুনিয়াতে হেসব বিষয়-ব্যবস্থ, ইন-দৌলত, মান-সজ্ঞা, প্রভাব-প্রতিপত্তি ইত্যাদি বাস্ত
করে, সেগুলো তাদের মানসীভাব, সহানুভূতি, সচতা ইত্যাদি সহকর্মের প্রতিক্রিয়া

হয়ে থাকে। যুমিনদের অন্যে একেও নয়। তারা দুনিয়াস্তে খেলস্বাম, ধৰ্ম-অশ্বান, প্রভাৱ-প্রতিপত্তি ইত্যাদি নিয়ামত মাত্ৰ কৰণেও গৱৰকালেৱ প্ৰাপ্তি থেকে বৰ্কিত হয়ে আ।

দুনিয়াৰ সুখ-সাধনী ভোগ-বিলাস থেকে বৰ্ণে থাকাৰ শিক্ষা। আসোতা আসোতে, দুনিয়াৰ ভোগ-বিলাসে ময় থাকাৰ কাৰণে কাহিৰদেৱ উদ্দেশ্য শান্তিবাণী উচ্চারিত হয়েছে। তাই রসুলুল্লাহ (সা) সাহাৰার্মে-কৰাম ও তাৰেৱীগৰ দুনিয়াৰ ভোগ-বিলাস বৰ্জন কৰাৰ অভ্যাস গড়ে তুলেছিলেন। তাদেৱ জীবনামেৰ্য এৰ সাক্ষী দেৱ। রসুলুল্লাহ (সা) হৰৱত মুআম (ৱা)-কে ইয়ামেন প্ৰেৱণ কৰাৰ সময় এ উপদেশ দেন। দুনিয়াৰ ভোগ-বিলাস থেকে বৰ্ণে থেকো। হৰৱত আজী (ৱা)-ৰ রেওয়ামেতে রসুলুল্লাহ (সা) বলেন, যে বাতি আঞ্চলিক কাছ থেকে অৱ রিষক নিতে সম্মত হয়ে যাব। আজাহ তা'আলাও তাৰ অধ আৰজে সন্তুষ্ট হৈলৈ যাব।—(মাঘারী)

وَإِذْ كُرْأَخَا حَلَوْ مِنْ أَنْدَرَ قَوْمَةَ بِالْحَقَافِ وَقَدْ خَلَتِ النَّذْرُ
مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ لَا تَعْبُدُوا إِلَّا اللَّهُ دِينَ أَخْنَانَ عَلَيْكُمْ
عَذَابٌ يَوْمَ عَظِيمٌ ۝ قَالُوا أَعْهَنَتْنَا لِتَأْفِكَنَا عَنِ الْعِتَنَاءِ فَأَنْتَ بِمَا
تَعْدُنَا إِنْ كُنْتَ مِنَ الصَّادِقِينَ ۝ قَالَ إِنَّمَا الْعِلْمُ عِنِّي اللَّهُ
وَآبَائِكُمْ مَمَّا أَرْسَلْتُ بِهِ وَلَا كُنْ أَرْسَلْتُ كُمْ قَوْمًا مَّا يَجْهَلُونَ ۝ فَلَمَّا رَأَوْهُ
عَارِضُهَا مُسْتَقِيلٌ أَوْ دَيْرِمٌ قَالُوا هَذَا عَارِضٌ تَمُطْرِنَادِيلٌ هُوَ مَا
اسْتَعْجَلْنَاهُ بِهِ ۝ وَنَيْرٌ فِيهَا عَذَابٌ أَلِيمٌ ۝ تُلَدَّقُرْ كُلُّ شَيْءٍ بِإِمْرِ
رَبِّهَا أَصْبَحُوا لَا يَرْتَبِعُ الْأَمْكَنَتِهِمْ مَكْذِلَاتٍ مَّكْذِلَاتٍ قَوْمٌ مُجْرِمُونَ ۝
وَلَقَدْ مَكَنُوكُمْ غَيْمَلَاتٍ مَّكَنُوكُمْ فِيْئُوكُمْ وَجَمَلَاتٍ كَوْمٌ مَّمْفَعُوكُمْ
وَأَبْصَارًا قَافِيدَةً ۝ فَمَا أَغْنَهُمْ عَنْهُمْ سَعْهُمْ وَلَا آبْصَارُهُمْ وَلَا
أَفْدَتُهُمْ مَنْ يَكْنِي ۝ وَإِذْ كَانُوا يَجْهَدُونَ بِإِيمَنِ اللَّهِ وَحْـاقَ بِهِمْ مَا
كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ ۝

(২১) “আদ সম্মানের কাহীরের কথা স্মরণ করুন, তার পূর্বে ও পরে আবেক
সতর্কবাণী গত হয়েছিল, সে তার সম্মানকে বাজুকাময়, উচ্চ উপভোগত এ অর্থে
সতর্ক করেছিল যে, তোমরা আজাদ, বাতীত কারও ইবাদত করো না। আমি তোমাদের
জন্য এক অহানিকসের শান্তির প্রাপ্তির করিঃ। (২২) তারা বলল, ভূমি কি আমাদেরকে
আমাদের উপর দেব-দেবী থেকে নিরুত করতে আগ্রহ করেছ? ভূমি সত্যবাণী হলে
আমাদেরকে যে বিষয়ের উপর দাও তা নিয়ে আস। (২৩) (অতপর) তারা
আজাদ কাহীই নয়েছে। আমি যে বিষয়সহ প্রেরিত হয়েছি তা তোমাদের কাছে
পৌছাই। কিন্তু আমি দেখছি তোমরা এক সুর্য সম্মান। (২৪) (অতপর) তারা
বখন শান্তিকে যেবজ্ঞানে-তাদের উপরকা অভিযুক্তি সেখন করুন বলল, এ তো যেহেতু
আমাদেরকে পুষ্টি দেবে। বর্ত এটা দেই যত, যা তোমরা তাত্ত্বাত্ত্বিক চেলাচ্ছিল।
এটা যাত্র এক রূপে সর্বস্তুত আছি। (২৫) তার পাঠনকর্তা আদেশ দেন যে কিছুকে
ধরং করে দেবে। অতপর তারা তোম বেলায় এখন হয়ে পেল যে তাদের বস্তি-
ওজো ছাড়া কিছুই দুল্পিয়োচন হল না। আমি অগ্রাধী সম্মানকে এমনভাবে শান্তি
প্রিয় আরি। (২৬) আমি তাদেরকে এখন বিষয়ে কাহতা নিচ্ছাইয়া, যে বিষয়ে
তোমাদেরকে কাহাতা দেইনি। আমি তাদেরকে সিয়েজিয়াম করি, তচ্ছ ও হাস্য। কিন্তু
তাদের কর্ত, তচ্ছ ও হাস্য তাদের কর্তন কাজে আসব না, যখন তারা আজাদের আরাত-
সমূহকে অবীকার করল এবং তাদেরকে সেই শান্তি প্রাপ করে নিল, যা নিয়ে তারা তাঁর-
বিপুর করত।

তৃকসৌন্দর্য সার-সংক্ষেপ

আপনি “আদ সম্মানের উদ্দীরের [অর্থাৎ হস (আ)-এর] কথা স্মরণ করুন,
বখন তার সম্মানকে বাজুকাময় উচ্চ শৃঙ্খলাকার (দর্শকদের স্মৃতিতে বিষয়টি উপরিত
করার জন্য বান চিহ্নিত করা হয়েছে) এ মর্মে সতর্ক করেছিলেন যে, তোমরা আজাদ,
বাতীত কারও ইবাদত করো ন্তু। (করারে তোমাদের উপর আমাৰ নায়িক হৃত্যে।
এটা এখন-জৰুৰী ও বাণী কথা যে,) তার (অর্থাৎ জনসন) পূর্বে ও পরে (এই বিষয়বস্তু
সম্পর্কে) অনেক সতর্ক কানী (পরগৱৰ এ পর্যবেক্ষণ) গত হয়ে গেছেন। [আশ্চর্য নহুয়ে,
হস (আ) সম্মানের কাহে একথণও জৰুৰ করেছিলেন যে, সতর্ককানীরা সবাই
তৃতীয়দের দাওয়াতে ঝকমত হিলেন।] সাওয়াত্তের বিষয়বস্তু জোরদার করার জন্য
وَقَدْ خَلَتْ النَّذْرُ، وَكَانَتْ مَا يَعْلَمُونَ, বাক্সাতি মান্যাধানে জুড়ে দেওয়া হয়েছে। হস (আ) আরও বলে-
হিলেন,] আমি তোমাদের জন্য এক জহা (বক্তীম) দিবসের শান্তির আশীর্বাদ করিঃ (এ
থেকে বাঁচেন্তে হলে তৃতীয় বল্বুল করে নাক) : তারা বলল, ভূমি কি আমাদেরকে আমা-
দের উপর দেববাদী থেকে নিরুত করত আগ্রহ করেছ? [অতপর (তোমরা তোমিহৃত
হব না, তবে) ভূমি সত্যবাণী হলে আমাদেরকে যে শান্তির ক্ষেত্ৰালম্বিত,

কর।) তিনি বলেন, এ তান তো আল্লাহর কাছেই রয়েছে (বৈ, আবাব করবে আসবে।) আমি যে বিষয়সহ প্রেরিত হয়েছি, তা তোমাদের কাছে পৌঁছাই। (তথাক্ষে আবাবকে ধো হয়েছে যে, তোমাদের উপর আবাব আসবে। আবাব তা বলে দিয়েছি, এর বিশেষ আল্লাহর জীবনও নেই, কঢ়াও নেই।) কিন্তু আমি দেখিছি তোমার এক শুরু সম্প্রসারণ (একে তো'তওহীদ বীকার করল্লা, তুম্পরি বিপদ ফরাবিত করতে চাও এবং আবাবকেও তা এনে দিতে আদেশ কর। মোটকথা তারা যখন কিছুতেই সত্ত্বকে ক্ষুণ্ণ করল না; তখন আবাবের অভিভাবক হয়ে হল যে, প্রথমে একটি যেবেধু উঠল,) যথম তারা যেহেতুকে তাদের উপত্যকা অভিমুখী দেখল। তথম বলল, এ তো যেখে, আবাদেরকে রুপ্তি দেবে। (আল্লাহ বলেন,) না, (এটি রুপ্তি বর্ষণকারী হ্যাঁব নয়) এবং এটি সে শান্তি, (যে শান্তি শীমু হিয়ে আস বলে) থাতোব্বারা তাট্টামাত্তি চেয়েছিলো। এতে (এই দ্রেষ্টব্যে) রয়েছে এক বাসু, যাতে রয়েছে মর্যাদা আবাব। সে সরবিছুকে খৎস করে দেবে তার পাঞ্জক্তীর আদেশে। অতপর (সে বাসু মানুষ ও জন-আনোয়ারকে শুনে ভুলে আভিতে নিঙ্গেপ করল। ফলে) তারা এখন হয়ে গেল যে, তাদের বসতিস্থলো ছাঢ়া কিছুই (অর্থাৎ মানুষ ও জন-আনোয়ার) দৃষ্টিগোচর হল না। আমি অগ্রবাধীভূতকে এমনভাবে সাজা দিয়ে থাকি। আমি তাদেরকে (অর্থাৎ 'আদ সম্প্রসারণকে) এমন বিষয়ে ক্ষমতা দিয়েছিলাম, যে বিষয়ে তোমাদেরকে কঢ়াও দেইনি। (অর্থাৎ দৈহিক ও আর্থিক শক্তির উপর নির্ভরশীল কাজকর্ম।) আমি তাদেরকে দিয়েছিলাম কর্ণ, চক্ষু ও হাদর, কিন্তু তারা আল্লাহর আবাতসমূহ অঙ্গীকার করল, এ কারণে তাদের কর্ণ, চক্ষু ও হাদর তাদের কোন কাজে আসল না এবং তাদেরকে সে শান্তি প্রাপ করে নিল, যা নিয়ে তারা ঠাট্টাবিপু করত (অর্থাৎ তাদের ইজির তাদেরকে শান্তি থেকে রক্ষা করতে পারল না, ফলেন্তু অনুভূতিপ্রসূত কৌশল ও দৈহিক শক্তি ও তাদেরকে বাঁচতে পারল না। সুতরাং তোমাদের কি বড়ি আছে।)

وَكُفَّاً أَهْلَكُنَا مَا حَوْلَكُمْ مِنَ الْقُرْبَىٰ وَهَرَرْفَنَا أَلْأِيْتْ كَعْلَمْ
بِرْجُونَ^{۱۷} فَلَوْلَا نَصَرْهُمُ الَّذِينَ أَتَخَذُوا إِنْ دُونِ اللَّهِ قُرْبَانًا
الْأَقْحَةُ^{۱۸} بَلْ ضَلُّوا عَنْهُمْ وَذِلِّكَ إِنْ كُوْهُمْ وَكَلَّا كَلَّا لِنَوْلَيْفَرْوَنَ^{۱۹}

(২৭) আমি তোমাদের আশেপাশের অবগদসমূহ খৎস করে দিয়েছি এবং যারবার আবাতসমূহ উনিচ্ছাই, যাতে তারা কিরে আসে। (২৮) অতপর আল্লাহর পরিবর্তে তারা তাদেরকে সামিধ তাতের আন্দো উপাঞ্জলাপে প্রহৃত রয়েছিল, তবু তাদেরকে সাহাজ করল না কেন? এবং তারা তাদের কর্ণ থেকে উঠাও হয়ে গেলে। এই হিলাতাদের মিথ্যা ও অনগত্ব বিষয়।

তাদের সার-সংক্ষেপ

আমাত্সমহের বোগসূর । (উপরে “আম সম্প্রদারের কাহিনী বিজ্ঞানিত উচ্চে করা হয়েছিল। এখন তাদেরই যত অন্যান্য সম্প্রদামের উচ্চে করা হয়েছে, যাদেরকে কুকুর ও পরগর্হিগণের বিরোধিতার কারণে বিভিন্ন আবাবের যাথে খৎস করা হয়েছিল। তাদের জনপদের খৎসাবশেষ যজ্ঞাবাসীদের সকলের পথে অবস্থিত ছিল। এসব খৎসাবশেষ থেকে শিক্ষা প্রাপ্তের জন্য সংক্ষেপে তাদের অবস্থা বর্ণিত হয়েছে)।

আমি তোমদের আশ্বেগাশের আয়ত: জনপদ (বুজ্জল ও পিরাজিক কারণে) খৎস করে দিয়েছি (মেয়ে, সামুদ্র ও জুতের সম্প্রদায়) যজ্ঞাবাসীরা পিরিয়া সহজে এসব জনপদ অতিক্রম করত। যজ্ঞার এক মিকে ইয়াবেন ও অগ্নদিকে পিরিয়া অবস্থিত ছিল। তাই **مَا حَوْلَكُمْ بِمَا هَوْلَا** (বলা হয়েছে!) এবং আমি (খৎস করার পূর্বে তাদের উপদেশের জন্য) বারবার নির্দেশ দেখিয়েছি, যাতে তারা (কুকুর ও শিরক থেকে) বিরত হয়। (কিন্তু তারা বিরত হল না এবং খৎস হয়ে গেল।) অঙ্গর আলাইর পরিবর্তে তারা যাদেরকে মৈকটা জাড়ের জন্য উপাস্যারপে ছাইল করেছিল (খৎস ও আবাবের সব্য) তারা তাদেরকে সাহায্য করত না কেন? বরং তারা তাদের কাছ থেকে উদ্বাগ হয়ে গেল। এটা (অর্থাৎ তাদেরকে উপাস্য ও সুপারিশ কার্য মনে করা) ছিল তাদের শিখ্য ও ঘৰ্নগড়া বিবর (যাতে তারা উপাস্য হিল না)।

وَإِذْ صَرَفْنَا لَيْكَ نَفْرًا مِّنَ الْجِنِّ يَسْتَمْعُونَ الْقُرْآنَ فَلَمَّا
خَضَرَهُمْ قَالُوا أَنْحِنْتُمَا فَلَمْ يَأْتُوهُمْ وَلَوْلَا هُنَّ قَوْمٌ مُّنْذَرُونَ
عَمَّا لَا يَرْجُونَ إِنَّا سَمِعْنَا كِتَابًا أَنْزَلْنَا مِنْ يَعْصِيَهُ مُهْبِطًا
لِمَلَكِينَ يَدِيهِ رَهْبَدِي إِلَى الْجَنَّةِ مَالِي طَرِيقَ مُسْتَقِيمٍ ۝ يَقُولُونَ
أَرْسَيْبُوا دَاعِيَ اللَّهِ وَأَمْنُوا بِهِ نَفْرُكُمْ قَنْ دُنْوِيَّ كَوْ دِيجَدَ كَوْ مَنْ
عَذَابَ الْيَمِّ ۝ وَمَنْ لَا يُحِبُّ دَاعِيَ اللَّهِ فَلَيْسَ بِمُعْجِزٍ فِي الْأَرْضِ
وَلَيْسَ كَهْ مِنْ دُونِهِ لَفْلِيَّا دَهْ أُولَيْكَ فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ ۝

(২১) যখন আমি একদল জিনকে আগন্তুর প্রতি আকৃষ্ট করেছিলাম, তারা বোরআন গাঠ করছিল। তারা বাসন কোরআন পাঠের আয়োগে উপস্থিত হল, যখন পরম্পর বজাই, দুপ থাক। অতপর যখন গাঠ সমাপ্ত হল, তখন তারা আদের সম্প্রদানের কাছে সতর্ককারীরূপে কিরে গেল। (২২) তারা বজাই, হে আদের সম্প্রদান, আমরা ওমন এক কিটাব আনেছি, যা মুসার পর অবতীর্ণ হয়েছে। এ কিটাব পূর্ববর্তী সব কিটাবের সত্যাগ্রহ করে, সত্য ধর্ম ও সরল পথের দিকে পরিচালিত করে। (২৩) হে আদের সম্প্রদান, তোমরা আজাহ্ দিকে আহবানকারীর কথা আন্ত কর এবং এই প্রতি বিশ্বাস স্থাপন কর। তিনি তোমাদের সেনাহ্ আর্দ্ধ আর্দ্ধ করবেন। (২৪) আর যে ব্যক্তি আজাহ্ দিকে আহবানকারীর কথা আন্ত করে যা, সে পৃথিবীতে আজাহ্ ক্র আগমন করতে পারবে না এবং আজাহ্ বাসীত তার কোন সাহায্যকারী থাকবে না। এ ধরনের সোকই প্রকাশ পথচার্টতার লিপ্ত !

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

(তাদের কাছে সে সমরকারু কাহিনী আলোচনা করুন,) যখন আমি একদল জিনকে আগন্তুর প্রতি আকৃষ্ট করেছিলাম। তারা (দের পর্যবেক্ষণে পৌঁছে) বোরআন গাঠ করছিল। যখন তারা বোরআনের কাছে (অর্থাৎ কোরআন পাঠের আয়োগে) উপস্থিত হল, তখন (পরম্পর) বজাই, দুপ থাক (এবং এই কাজাম শোন।) অতপর যখন কোরআন গাঠ সমাপ্ত হল (অর্থাৎ নামাযে পরম্পরারের ব্যতীকৃত ক্ষেত্র হিল, পড়া হয়ে গেল), তখন তারা। (তাতে বিশ্বাস স্থাপন করল এবং) তাদের সম্প্রদানের কাছে (এই সংবাদ পেরীহানোর জন্য) কিরে গেল। তারা(কিরে সিয়ে) বজাই, তাইসব আমরা এক (আশ্চর্য) কিটাব আনেছি, যা মুসা (আ)-র পর অবতীর্ণ হয়েছে। এ কিটাব পূর্ববর্তী সব কিটাবের সত্যাগ্রহ করে এবং সত্য (ধর্ম) ও সরল পথের দিকে পরিচালিত কর। (অভিভূত সত্য ধর্মসমূহ কর্মসূকরার জন্য) অধিমে প্রেরণা প্রদিত্ত ও পরে তার দেখিবে আদেশ করা হয়েছে।) তাইসব, তোমরা আজাহ্ দিকে আহবানকারীর কথা আন্ত কর (অর্থাৎ কোরআনের আধা পরম্পরারের আদেশ পালন কর)। কথা আন্ত করা অর্থ,) তাতে বিশ্বাস স্থাপন কর (এতে ইমিত করা হয়েছে) সে সীমান্তের দিকে আহবান করে—কোন আশ্চর্যক ঘার্থের দিকে নয়। তোমরা এরপ করবে) আজাহ্ তা'আলা তোমাদের সেনাহ্ আক করবেন এবং তোমা-দেশকে মর্মতদ শুষ্ঠি দিকে রক্ত করবেন। আর যে ব্যক্তি আজাহ্ দিকে আহবান-কারীর কথা আন্ত করে না, সে পৃথিবীতে (অর্থাৎ পৃথিবীর কোন অংশে প্রেরণ করে আজাহকে) অপরাধ করতে পারবে না, (অর্থাৎ আজাহ্ তাকে পারিষ্ঠাত করতে পারবেন না যা নয়।) এবং আজাহ্ বাসীত তার কোন সাহায্যকারী থাকবে না (যে তাকে বাঁচাতে পাবে।) এ ধরনের সোকই প্রকাশ পথচার্টতার লিপ্ত ! সে পৃথিবীসহ সবেও সত্যের দিকে আহবানকারীর তাকে সাড়া দেবে না।)

আমুল্লাহিক ভাষণ বিষয়

মুক্তির কাফিরদেরকে শোনানোর জন্য পূর্বেকার আয়াতসমূহই কৃকরণ ও আহ্মেদের মিস্তা ও খৎসকারিতা বর্ণিত হয়েছে। আজোচ্য আয়াতসমূহই ভাদেরকে জর্জী দেওয়ার উদ্দেশ্যে জিনদের ইসলাম প্রহণের ঘটনা বর্ণনা করা হয়েছে। উদ্দেশ্য এই যে, জিনরা আহ্মেদ ও গর্বে তোমাদের চেকাও বেশি, কিন্তু কোরআন তানে ভাদের অভরণ দিগন্তিত হয়ে গেছে এবং ইসলাম প্রহণ করেছে। তোমাদেরকে আজাহ্ তা'আলা জিনদের চেয়ে বেশি ভান-বুর্জি ও চেতনা দান করেছেন, কিন্তু তোমরা ইসলাম প্রহণ করছ না। জিনদের কোরআন প্রবণ ও ইসলাম প্রহণের ঘটনা সহীহ হাদীসসমূহে এতাবে বর্ণিত হয়েছে।

রসুলুল্লাহ্ (সা)-র মুয়াত্ত ভাড়ের পর থেকে জিন জাতিকে আঁকাশের সংবাদ সংপ্রস্তু থেকে নিরুত্ত রাখা হয়। সেমন্তে ভাদের কেউ সংবোধ শোনার মানসে উপরে গেলে তাকে উচ্চকাপিশ নিকেপ করে বিভাড়িত করা হত। জিনরা এই নতুন পরিস্থিতির কারণ উদ্বাস্তুনে সচেষ্ট হল এবং ভাদের বিভিন্ন দল কারণ অনুসরণে পুরুষীয় প্রিভিউ কৃত্ত্বে ছান্তিরে পড়া। একদল হিজাবেও পৌছাত। সেদিন রসুলুল্লাহ্ (সা) করেকজন সাহাবীসহ ‘বাত্তনে নাখলা’ নামক স্থানে অবস্থান করছিলেন। তাঁর “ওরোণ” বাজারে মাওয়ার ঈক্ষা ছিল। আরবরা আমাদের শুগের প্রদর্শনীর মত প্রিভিউ জাতুগাম বিশেষ বিশেষ দিনে বেকার, আরোজন করত। এসব যেজন্য বহু জোক উপস্থিত থাকত, দোকান খোলা হত এবং সজ্ঞ-সমাবেশ অনুষ্ঠিত হত। ওকাশ নামক স্থানে প্রতি বছক এমনি ধরনের উচ্চ মেলা করত। রসুলুল্লাহ্ (সা) স্বত্ত্বাত্ত ইসলাম প্রচারের উদ্দেশ্যে সেখানে গমন করছিলেন। নাখলা নাকম স্থানে তিনি বখন করবারের নামাযে কোরআন পাঠ করছিলেন, তখন জিনদের অনুসরণী দলটি সেখানে গিয়ে পৌছাত। তারা কোরআন পাঠ শুনে বকতে বাস্তব, এই সে নতুন ঘটনা, বাব করিশে আমাদেরকে আঁকাশের সংবাদ সংশ্লেষ নিরুত্ত করা হয়েছে। — (বুখারী, মুসলিম, তিরিয়হী, নাসারী)

অন্য এক বেওয়াবেতে আছে যে, জিনরা সেখানে পৌছে পরল্পর বকতে লাগল, দুপ করে কোরআন শোন।—রসুলুল্লাহ্ (সা) নামায পেষ করলে জিনরা ইসলামের সত্ত্বার্থ প্রিভিউ কামনা-কৃতি, আদের সম্প্রদায়ের কাছে কিরে গেল এবং তদ্বত্ত কার্যের রিপোর্ট পেল করে একথাও বকল, আরবরা মুসলমান হয়ে গেছি। তোমাদেরও ইসলাম প্রহণ করা উচিত। কিন্তু রসুলুল্লাহ্ (সা) সুরা জিন অবজীর্ণ না হওয়া পর্যন্ত এই জিনদের অবনাপমন এবং ভাদের কোরআন পাঠ শুনে ইসলাম-প্রহণের বিষয় কিছুই জানতিন না। সুরা জিনে আজাহ্ তা'আলা তাঁকে এ বিষয়ে অবহিত করেন। — (ইবনে-মুন্বিয়ি)

আরও এক বেওয়াবেতে আছে, মসীবাইন মায়ক হামনের অধিবাসী এই জিনদের সংখ্যা ছিল নয় অথবা সাত। আদের প্রচারের কাজে পরবর্তীকাজে আয়ত তিন শত

જિન ઈસલામ પ્રથમે જન્મ રસૂલજાહ (સા)-નું કાહે ઉપસ્થિત હતું।—(રહણ મા'આની) અન્યાન્ય હાદીસે જિનદેર આગમનેર ઘટના અન્યત્વાબેઓ કાજ હતોછે। કિન્તુ વાતને એકાધિક ઘટના ત્રિભિમ સથયે સંઘટિત હતોસાર કારણે એસ બર્ણનામ કોન બેપરીતા નેહું। હ્યેરાત ઈબને આકાસ થેકે બર્ણિત આહે યે, જિનરા રસૂલજાહ (સા)-નું કાહે વારબાદ આગમન કરોછે।

ખાફકાશી વજન, સવાનો હાદીસ એકજ કરતે કરતે દેખા માર યે, જિનદેર આગમનેર ઘટના હતું વાર સંઘટિત હતોછે।—(બરાનુન-કોરાનાન)

જિનદેર આગમનેર ઘટનાની ઉપરોક્ત આયાતસમૂહે વિખૃત હતોછે।

كَتَابًا أُنْزِلَ مِنْ بَعْدِ مُوسَىٰ—“મુસાર પરે” વજારું વારથે કોન કોન

દક્ષસીરબિદ વજન યે, આગ્ને જિનરા ઇછી ધર્માવાદી હિંદું। કેવના મુસા (આ)-નું પર ઈલા (આ)-નું પ્રતિ બે ઇજિલ અવર્જિં હતોછિલ, ભાદેર ઉભિન્દે તાર ઊરોથ નેહું, કિન્તુ ઇજીજેર ઊરોથ ના કરાઈ તાદેર ઇછી હતોસાર ઘણેટ પ્રમાણ નથું। કેવના ઇજિલેર ઊરોથ ના કરાર એક કારણ એવું હતે પારે યે, ઇજીલ અધિકાંશ વિધિ-વિધાને ડુરોણેરાઈ અનુસારી। કિન્તુ કોરાનાન ડુરોણેરાઈ મણ એકટી વાતનું કિડાવ। એવી અધિક-વિધાન ઓ શરીયત ડુરોણેરાઈ થેકે અનેક ડિમતર। તાઈ એકથી વાત કરા ઉદ્દેશ્ય હતે ગારે યે, કોરાનાની ડુરોણેરાઈ અનુસાર બાતજી કિડાવ।

وَمَا نَهَاكُمْ مِنْ فِي الْأَرْضِ إِنَّمَا مَا تَنْهَاكُمْ—“અબાર્યાટિ આસળે “કોન કોને”-એ અર્થ નિર્દેશ કરું। એથાને એહી અર્થ મેંગ્યા હતો વાકો઱ કારના એહી હતે યે, ઈસલામ પ્રથળ કરતો કોન કોન ખોલાનું માફ હતે, અર્થાત આજાહીર હક માફ હતે—યાદ્યાર હક માફ હતે ના। કેઉ કેઉ અબાર્યાટિકે અન્તિરિજ સાચાત કરોછેન। એમજારસાર એ બાધ્યા મિટપ્રોજન।

**أَوْلَئِرَبْرَوا أَنَّ اللَّهَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَلَمْ يَرَيْغَيْ
يُخَلِّقُهُنَّ بِقُدْرَةِ أَنْ يُثْبِتَهُنَّ بِكُلِّ إِيمَانِهِ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ
قَدِيرٌ وَيَوْمَ يُعرَضُ الَّذِينَ كَفَرُوا عَلَى النَّارِ إِنَّمَا هُنَّ
بِالْحَقِّ قَالُوا يَأْلِمُونَا وَرَتِنَا قَالَ فَذُو قُوَّاتِ الْعَذَابِ إِنَّمَا كُنْتُمْ
تَكْفُرُونَ فَأَصْبِرْ كَمَا صَبَرَ أُولُوا الْعَزْمِ مِنَ الرُّسُلِ وَلَا**

**تَسْتَعْجِلُ لَهُمْ كَأَنَّهُمْ يَوْمَ يَرَوْنَ مَا يُوعَدُونَ لَكُمْ
يَلْبَثُوا إِلَّا سَاعَةً مِّنْ نَهَارٍ بَلَغَهُ فَهَلْ يُمْلِكُ الْقَوْمُ الْفَرِسْقُونَ**

(৩৪) তারা কি জামে না বৈ, আল্লাহ্ যিনি নড়োমগল ও ঝুঁঁতুল স্থিতি করেছেন এবং এগুলোর স্থিতিতে কোন ক্ষাতি বোধ করেন নি, তিনি মৃত্যুকে জীবিত করতে সক্ষম? কেন নয়, নিশ্চয় তিনি সব বিষয়ে সর্বশক্তিমান। (৩৫) এই দিন কাফিরদেরকে আহামামের সামনে পেশ করা হবে, সেদিন বলা হবে, এটা কি সত্য নহ? তারা বলবে, হ্যাঁ আমদের পাণিবক্তাৰ অপৰ। আল্লাহ্ বলবেন, আমাৰ আমাদিম কৰ। কাৰণ, তোমুৰ কুফুৰী কৰতে। (৩৬) অতএব আপনি সবুল কৰুন, যেহেন উচ্চ সাহসী পরমাণুগণ সবুল কৰেছেন এবং ওদেৱ বিষয়ে তড়িঘাঢ়ি কৰবেন না। ওদেৱকে যে বিষয়ে ওয়াদা দেওয়া হচ্ছে, তা বেদিন তারা প্রত্যক্ষ কৰবে, সেদিন তাদেৱ মনে হবে দেব তারা দিবেৱ এক খুহুর্তেৱ বেশি পৃথিবীতে অবস্থান কৰেনি। এটা সুস্পষ্ট জৰুৰিতি। এখন তারাই ধৰ্মসঞ্চাপ্ত হৈব, বারা পাপাচারী সংশ্লামার।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

তারা কি জানে না বৈ, আল্লাহ্ যিনি নড়োমগল ও ঝুঁঁতুল স্থিতি করেছেন এবং এগুলোর স্থিতিতে কোন ক্ষাতি বোধ করেন নি, তিনি (কিয়ামতে) মৃত্যুদেৱকে জীবিত কৰতে (আৱুও উত্থয়াগে) সক্ষম? নিশ্চয় তিনি সর্ববিষয়ে সর্বশক্তিমান। (এতে কিয়ামতের স্বাক্ষৰতা প্রমাণিত হচ্ছে।) আৱ যেদিন (কিয়ামত সংঘটিত হৈব এবং) কাফিরদেৱকে আহামামের সামনে পেশ কৰা হবে (এবং জিতোসা কৰা হবে—)

এটা (অর্থাৎ আহামাম) কি সত্য নহ? (তোমুৰ সুনিশ্চাতে এৱ বাস্তুবত্তা অৰুৰুকৰ কৰতে এবং **وَمَا نَعْلَمُ بِمَا تَعْدُنَ** বলতে।) সেদিন তারা বলবে, আমাদেৱ পাণিবক্তাৰ কসম, নিশ্চয় এটা সত্য। আল্লাহ্ বলবেন, (আহামামেৱ) আমাৰ আমাদিম কৰ। কাৰণ তোমুৰ (আহামাম অৰুৰুকৰ কৰতে এবং) কুফুৰী কৰতে। [অতএব রসুলুল্লাহ্ (সা)-কে সাম্ভূমা দেওয়া হয়েছে, কাফিরদেৱকে শাস্তি দেওয়াৰ কথা হখন জানা গেল,] অতএব আপনি সবুল কৰুন যেহেন, অসীম সাহসী পরমাণুগণ সবুল কৰেছেন এবং ওদেৱ বিষয়ে (আল্লাহ্ৰ শাস্তিদামে) তড়িঘাঢ়ি কৰবেন না। (মুসল্লামদেৱ যনোৱাজেৱ খাতিৰে রসুলুল্লাহ্ (সা) কাফিরদেৱ মৃত্যু আমাৰ কামনা কৰতেন। অত্যন্ত আশৰ্থেৱ বিষয় এই যে, আমাৰেৱ পাণি কাফিরদ্বাৰা অৱৰ আমাৰ ছৱাঞ্চিত কৰতে চাইত। বাদী যদি বিবাদীৰ ছৱত শাস্তি কামনা কৰে, তবে তা বোধপ্ৰয়া ব্যাপীৱ কিন্তু দিবাদী নিজেৰ শাস্তি ছৱত চাইলে তা অৰুকে কাণ বৈ কি! আল্লাহ্

ରହସ୍ୟର କାଳରେ ତାଙ୍କର ତାତ୍ତ୍ଵଶିଖ ଶାନ୍ତି ହେବେ, ମା ଠିକ୍; କିନ୍ତୁ କିମ୍ବାମତେ ଆଶାବ ପ୍ରତାକ କରାଯାଇ ଅଥବା ତାତ୍ତ୍ଵଶିଖ ଆଶାବେର ଅଛାଇ ଅନେ ହେବେ । କେନନା,) ଉଦେଶ୍ୟକେ ସେ ଶାନ୍ତିର ଓଜାଣ୍ଟ ଦେଉଛା ହୁଏ, ଓରା ସେଇନ ସେ ଶାନ୍ତି ପ୍ରତାକ କରାବେ, ସେଇନ (ଶାନ୍ତିର ଶୀଘ୍ରତାର କାର୍ଯ୍ୟ); ତାଂତ୍ରେ ହୁଏ କିମ୍ ତାଙ୍କା ମିଳେନ୍ ଏକ ଯୁଗୁର୍ଜ ବେଳି (ଦୁନିଆତେ) ଅନୁଭବ କରେଲି । ଅର୍ଥାତ୍ ଦୁନିଆର ଦୀର୍ଘ ଜୀବଜୀବନ ଧୂର ସଂକିଳିଷ୍ଟ ଅନେ ହେବେ ଏବଂ ତାତ୍ତ୍ଵଶିଖ ଆଶାବ ଏମେ ଥେବେ ବର୍ଣ୍ଣାଇ ଅନେ ହେବେ । ଅନୁଭବ କାଫିରଦେଶକେ ଇଲିଆର କରା ଥାଏଇ ଯେ, କାଫିରଦେଶକେ ଅକ୍ଷୟ କରାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ) ଏଷା ସୁଲଭଟ ଅବଧି ସା- [ରସୁଲୁଆୟ (ସା)-ର ଶାଖମେ ଯଥାପାଇ ହେବେ ପେହେ ।] ସୁଲଭାଏ (ଏରପର) ତାଙ୍କାଇ ବରାବାଦ ହେବେ, ଯାରୀ ପାପଚାରୀ ଯଥିଲାକାର । (କେମନ୍ତ, ଅବଗଜିତ କରି କେନ ଉତ୍ତର ପାପଜୀବିତ କଣାମ ହେବେ ନା । ଏତେ ରସୁଲର କେନ କାହିଁ ନେଇ । ଏତାବେ ଏ ରାତ୍ରିରେ ରସୁଲର ଅନ୍ୟ ଅଭିନିଷ୍ଠା ଯାପନିବା ରହେଇ ।

মাধ্যমিক
শিক্ষার কলা
সংক্ষিপ্ত

সপ্তম খন্ড



ইসলামিক ফাউন্ডেশন